শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

তৃতীয়স্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যচিদ্বিলাস-

প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন

বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-

বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, **শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-**

তাৎপর্য্যেণ, **শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত-**

সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া

তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারি-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ

শ্রীবিজন-বিহারি-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-

ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-

বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১০ শ্রীগৌরাব্দে

কলিকাতাস্থ "শ্রীচৈতন্য বাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে

ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা

১৭ মধুসূদন, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ
৭ বৈশাখ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
২০ এপ্রিল, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের দ্বিতীয় স্কন্ধ বিগত শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথিবাসরে (১৪০২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা-তিথি শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা-তিথি
১৭ মধুসূদন, ৫১০ শ্রীগৌরাব্দ
৭ বৈশাখ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
২০ এপ্রিল, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

তৃতীয় স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

তৃতীয় স্কন্ধের কথাসার

শ্রীশুক-কথিত উদ্ধব-বিদুর-সংবাদ বলিতে গিয়া শ্রীসূত কহিলেন,—বিদুর যখন দেখিলেন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের প্রতি মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কোনও সৎ-পরামর্শ এবং তৎপ্রদত্ত সন্মন্ত্রণা গ্রহণ করিলেন না, বিশেষতঃ দুর্য্যোধনাদির তিরস্কার দর্শন করিয়া হস্তিনাপুর ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া একাকী পৃথিবীর নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে সুরাষ্ট্র দেশ, সৌবীর দেশ, মৎস্য ও কুরুজাঙ্গল দেশ অতি-ক্রম করিয়া যমুনা তীরে উপনীত হইলেন। তথায় বাসুদেবের অনুচর, নীতিশাস্ত্রবিৎ বৃহস্পতির পূর্ব্ব-শিষ্য পরমভাগবত উদ্ধবের সহিত বিদুরের সাক্ষাৎ হইল। বিদুর উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার আশ্রিত জ্ঞাতিবর্গের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধার্ম্মিকগণের বিনাশ ও ভক্তগণের অভি-লষিত প্রয়োজনসাধনের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা উল্লেখ করিয়া ভগবৎকথা শ্রবণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

উদ্ধব কহিলেন,—"বিদুর, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গৃহের সকল শ্রীই বিগত হই-য়াছে! হায়, যদুকুল শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারেন নাই; কেবলমাত্র যদুশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেই সম্মান করিয়াছেন! কারণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রাসেবা-বুদ্ধিতে গোকুলপতির মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয় না। এই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি গোলোকের নিত্যধন, চিচ্ছক্তি-প্রভাবে প্রপঞ্চে প্রকটিত। ঐ শ্রীমূর্ত্তিই মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী। ব্রজ-বল্লবীগণ এবং নিখিলভুবনে যাবতীয় প্রাণী শ্রীকৃষ্ণের ঐ মোহনমূর্ত্তিদ্বারা আকৃষ্ট, এমন কি তাঁহার মাধুর্য্য-ময়বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। যিনি অখিলাধিপতি ও ত্রিশক্তির অধীশ্বর অসমোর্দ্ধ পুরুষ হইয়াও আবার উগ্রসেনের নিকট ভৃত্যভাবা-ভিনয় করিয়াছিলেন, যিনি দুষ্টা পূতনাকে পর্য্যন্ত ধাত্রীগতি প্রদান করেন, সেই কৃষ্ণব্যতীত আর কেহ বা দয়ালু ও শরণ্য হইতে পারেন! তিনি ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য বিবিধ লীলা করিয়াছেন। তিনি বিবিধ বাল্য ও কৌমার-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীবল-দেবের সহিত মথুরায় আগমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসবধাদি বিবিধ লীলা অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সংখ্যা বিচারদ্বারা লোক ও বেদধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তিনি মর্ত্ত্যলোক, অমরলোক এবং যদুগণের ও পুরললনাগণের প্রীতি-সম্পাদন করিয়া বিহার করিতেন।

কোনও সময়ে যদু ও ভোজ-বংশীয় কুমারেরা দ্বারকাপুরীতে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের কোপোৎপাদন করিলে মুনিগণ তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। উহার কিছুদিন পরেই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি যাদবগণ দৈবীমায়ায় মোহিত হইয়া প্রভাসতীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় স্নানতর্পণাদির পর পৈষ্টী মদিরা পানে ভ্রষ্টজ্ঞান হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল এবং সূর্য্যাস্তসময়ে উহাদের সংহারের উপক্রম হইল। শ্রীভগবান্ আত্মমায়ার সেই গতি দর্শন করিয়া একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুলসংহারে অভিলাষী হইয়া আমাকে বদরিকাশ্রমে গমন করিতে বলেন। আমি তাঁহার অদর্শন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভের অভিপ্রায়ে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম; এমন সময় তথায় মৈত্রেয়মুনি আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমক্ষে আমাকে কহিতে লাগিলেন, "হে উদ্ধব, পূর্ব্বজন্মে তুমি বসু ছিলে এবং বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি ও বসুগণের যজ্ঞে আমাকে আরা-ধনা করিয়াছিলে, এই জন্মই তোমার চরম; কেননা, এই জন্মেই তুমি আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ। আমি অধুনা নরলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমি পাদ্মকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে যে পরমজ্ঞান প্রদান করি, তাহাই চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।" আমি শ্রীভগবানের এই অনুগ্রহ লাভ করিয়া সেই আত্মরহস্যপ্রকাশক চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য ভগবজ্জ্ঞান শ্রবণেচ্ছু হইলে তিনি আমাকে সেই পরমজ্ঞান উপদেশ করেন। (একাদশ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।)

তৎপরেই আমি এখানে আসিতেছি, এখান হইতে বদরিকাশ্রমে গমন করিব। সেইস্থানে নরনারায়ণ ঋষি দুশ্চর তপস্যাচরণ করিতেছেন।"

অনন্তর বিদুর উদ্ধবকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতে উদ্ধব বিদুরকে মৈত্রেয়-মুনির নিকট যাইতে বলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃষ্ণি ও ভোজ-বংশীয়েরা নিধনপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণও প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করিলেন, কেবলমাত্র উদ্ধব অবশিষ্ট রহিবার কারণ কি?" শ্রীশুক কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই মূলকারণ, ব্রহ্মশাপ একটী উপলক্ষ্যমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন যে তাঁহার অপ্রকট লীলার পর উদ্ধবই একমাত্র তদ্বিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইবার এবং উহা লোকদিগকে উপদেশ করিবার যোগ্যপাত্র। অতএব উদ্ধবই জগতে অবস্থান করিবেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন। ভক্তরাজ বিদুর উদ্ধবপ্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথা শ্রবণ করিয়া ভাগীরথীতীরে মৈত্রেয়মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন।

মৈত্রেয়মুনির নিকট আসিয়া বিদুর মুনিবরকে বহু তত্ত্ববিষয়ক পরিপ্রশ্ন করিলেন এবং তুচ্ছসুখপ্রদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার পরিবর্ত্তে নারদাদি কীর্ত্তিত নিখিলকথার সারভূত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মৈত্রেয় মুনি কহিতে লাগিলেন, "হে ভক্তপ্রবর বিদুর, আপনার প্রশ্নদ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গললাভ হইবে। আপনি পূর্ব্বজন্মে যম ছিলেন। মাণ্ডব্যমুনির শাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীসুত ব্যাসদেবের ঔরসে আপনি প্রকট হইয়াছেন। আপনি শ্রীভগবানের চিহ্নিত ভক্ত। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার বৈকুণ্ঠগমনকালে আমি আপনাকে ঐ জ্ঞান স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। অধুনা আমি স্বাংশ মায়া বিস্তারিতা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়লীলা বর্ণন করিতেছি—

জৈবজগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সৃষ্টির ইচ্ছা ভগবানেই অনুস্যূত ছিল, তাহাতে শ্রীভগবান্ নানা বৈভবযুক্ত হইয়াও এক অদ্বয়তত্ত্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই বিশ্বও প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষে লীন ছিল। ভগবানে চিচ্ছক্তি নিত্য দেদীপ্যমানা থাকায় মায়াশক্তি সুপ্তাবস্থায় ছিল। দ্রষ্টৃস্বরূপ ভগবানের কার্য্যকারণাত্মিকা শক্তি মায়ার দ্বারাই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। শ্রীভগবান্ চিদ্বিলাসযুক্ত নিত্যধামে স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষরূপে সেবিত। তাঁহারই স্বাংশভূত কারণার্ণবশায়ীর দ্বারা তিনি অব্যক্তা প্রকৃতিতে জীবরূপবীর্য্য আধান করান্। আবার সেই প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বাদি ক্রমে সৃষ্টি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়া থাকে।"

শ্রীমৈত্রেয় আরও কহিলেন,—"মহত্তত্ত্বাদি পরস্পর মিলিত না হওয়ায় বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে তাঁহারা অসমর্থ হইতেছেন জানিয়া ভগবান্ অন্তর্য্যামি-স্বরূপে একেবারে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাদের ক্রিয়াশক্তির বিকাশ পূর্ব্বক একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। ঐরূপে সম্মিলিত হইবামাত্রই ভগবানের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় ঐ সকল তত্ত্ব স্ব স্ব অংশদ্বারা চরাচর লোকের অবস্থান-স্বরূপ বিরাট্ দেহ উৎপন্ন করিল। ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবশক্তিদ্বারা এক, প্রাণশক্তিদ্বারা দশ ও অধ্যাত্মশক্তিদ্বারা তিনপ্রকারে নিজকে বিভক্ত করিলেন। ঐ বিরাট্ পুরুষই নিখিল জীবের আত্মার অংশ ও পরমাত্মার আদ্য অবতার-স্বরূপ।

বিদুর মৈত্রেয় মুনির নিকট ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীমৈত্রেয় তদুত্তরে কহিলেন,—"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদ্বারা অনাত্মপ্রতীতিতেই বদ্ধজীব ক্লেশ পাইয়া থাকে, আত্মপ্রতীতিসম্পন্ন শুদ্ধজীবাত্মার কোন ক্লেশ নাই। শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ হইলেই তাঁহার সর্ব্ববিধ অসুবিধা দূর হইয়া থাকে।" তদনন্তর বিদুর মৈত্রেয়কে বিরাট্ পুরুষের বিভূতি, প্রজাপতিদিগের বিবরণ এবং জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীভগবৎকীর্ত্তিত শ্রীভাগবত কীর্ত্তন করেন। শ্রীভগবান্ সঙ্কর্ষণ এই পুরাণ সনৎকুমারাদি ঋষিকে, সনৎকুমার সাংখ্যায়ন ঋষিকে, সাংখ্যায়ন পরাশর

মুনিকে এবং পরে বৃহস্পতিকে, পরাশর পুলস্ত্য কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া মৈত্রেয় মুনির নিকট কীর্ত্তন করেন এবং মৈত্রেয় বিদুরকে উহা শ্রবণ করান। যখন ভগবান্ নারায়ণ প্রলয়জলে অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভিকমল হইতে আত্মযোনি বেদময় ব্রহ্মা উদ্ভূত হইলেন। স্বয়ং আবির্ভূত বলিয়া তিনি 'স্বয়ম্ভু' নামে কথিত হন। ব্রহ্মা সেই পদ্মকর্ণিকামধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও না দেখিয়া আকাশের চতুর্দ্দিকে গ্রীবা সঞ্চালন করিলেন। তখনই ব্রহ্মার চারিটী মুখ হইল। ব্রহ্মা স্বীয় অধিষ্ঠান-তত্ত্ব, লোকতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া পদ্মনালের ছিদ্রমধ্যস্থ পথদ্বারা শ্রীনারায়ণের নাভিদেশের নিকট গমন করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্বীয়স্থানে ফিরিয়া আসিয়া সংবৎসরকাল পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠানদ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন এবং হৃদয়-মধ্যে শেষশায়ী ভগবান্‌কে বিরাজমান দেখিতে পাইলেন। তখন ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় দৃষ্টিপাত করিলে তিনি সেই গর্ভোদকশায়িপুরুষের নাভিসরোবরস্থ আত্মকারণ পদ্ম, আত্মা, জল, প্রলয়-কালীন বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী বস্তুকে সৃষ্টি-ক্রিয়ার কারণরূপে দেখিতে পাইলেন এবং সৃষ্টি-বিষয়ে উন্মুখ ও অভিনিবিষ্ট চিত্তে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন—

ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন,—শ্রীভগবান্ এক অদ্বয়-তত্ত্ব, তাঁহা হইতে অন্য কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এই জগদ্বৈচিত্র্য শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার গুণ পরিণাম। চিচ্ছক্তির নিত্যাবির্ভাবহেতু প্রকৃতির সর্ব্বগুণই তাঁহা হইতে নিবৃত্ত। তিনি সর্ব্বাবতারের একমাত্র মূল কারণ। রজোগুণ-বিভাবিত থাকায় তিনি (ব্রহ্মা) প্রথমে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ দেখিতে পারেন নাই। স্বয়ংরূপ ভগবান্ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে উদাসীন, মায়াধীশ কারণার্ণবশায়িপুরুষই মায়াতে ঈক্ষণদ্বারা সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন করেন। কুতর্ক-নিষ্ঠব্যক্তিগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ সবিশেষ স্বরূপের আদর করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তি সহকারে ভগ-বল্লীলা শ্রবণ এবং তচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি লাভ করিলে জীবের সর্ব্ববিধ অনর্থ নাশ হইয়া পরম মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও ব্রহ্মাকে কাল হইতে ভীত এবং ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানাদি তপস্যা করিতে হয়।

ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ি পরমপুরুষের নিকট যাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। পুরুষের আদেশা-নুসারে ব্রহ্মা দিব্য শত বৎসর তপস্যা করিলেন এবং পদ্মকেই ত্রিভুবনরূপে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। গুণসমূহের মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণামদ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই "কাল"। ইহা আদ্যন্ত শূন্য—উহাকে নিমিত্ত কারণ করিয়া ঈশ্বর "আত্ম" শব্দবাচ্য বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি-শক্তির সহিত তাঁহাতে লীন ছিল, পরে কালের দ্বারা প্রকাশিত হইল। বিশ্বের সৃষ্টি নববিধ, প্রাকৃত ও বিকৃত—এই উভয়াত্মক সৃষ্টি দশম এরূপে দশবিধ সৃষ্টি বর্ণন করিয়া মৈত্রেয়মুনি বিদুরের নিকট বংশ ও মন্বন্তর বর্ণন করিতে লাগিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে মৈত্রেয় মুনি 'পরমাণু' ও 'পরম-মহৎ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া উহাদের লক্ষণসমূহ-দ্বারা প্রথমে কাল নিরূপণ এবং পরে যুগমন্বন্তরাদি হইতে কল্পমানাদি ভেদ বর্ণন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন মনুষ্যগণ কোন্ সাহসে আয়ুষ্মান্ বলিয়া পরিচিত এবং ভগবৎসেবা-বিমুখ হয়? দেহ-গেহাদিতে অভিমানিব্যক্তিদিগের উপরই কালশক্তির আধিপত্য। যাঁহাতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট থাকিয়া পরমাণুতুল্য লক্ষিত হয়, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলেন, ঐ ব্রহ্মই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর ধাম অর্থাৎ অঙ্গকান্তি।

অতঃপর মৈত্রেয়মুনি ব্রহ্মার সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে তমঃ মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র ইত্যাদি অজ্ঞান-বৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি চতুঃসনকে সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা ঊর্দ্ধ্বরেতা, সুতরাং প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় ব্রহ্মার ক্রোধোদ্রেক হইল। তাহাতে তাহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান হইতে নীললোহিতাকার এক পুরুষ রোদন করিতে করিতে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে স্বীয়

নাম ও স্থানাদির বিষয় প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা তাঁহার রোদন ব্যাপার হইতে "রুদ্র" নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তিনি মন্যু, মনু, শিব প্রভৃতি আরও দশটী নামে এবং রুদ্রাণী, অম্বিকা প্রভৃতি নামে তাঁহার পত্নী বিখ্যাত হইবেন, ইহাও বলিলেন। সেই রুদ্র হইতে অসংখ্য জগৎগ্রাসকারিরুদ্র সৃষ্ট হইতে থাকিলে ব্রহ্মা ভীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রুদ্রকে তপস্যা-প্রভাবে সুখাবহ সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রহ্মা লোকসৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রদেশ হইতে মরীচ্যাদি দশ পুত্র এবং পৃষ্ঠাদিদেশ হইতে অধর্ম্ম ও কাম ক্রোধাদি অনর্থের উৎপত্তি হইল। দেবহূতি-পতি কর্দ্দম তাঁহার ছায়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। বাক্ নাম্নী তাঁহার একটী মনোহারিণী কন্যাও উৎপন্ন হইয়াছিল, ব্রহ্মা আত্মজার প্রতি কামোন্মত্ত হওয়ায় আত্মপুত্রগণ কর্তৃক লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া তাৎকালিক তনুত্যাগ করিলেন ; উহাই নীহারময় তমঃ হইল। অন্য এক সময়ে ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তারত হইলে তাঁহার চারিমুখ হইতে চারিবেদ, চাতুর্হোত্র, উপবেদ, কর্ম্মতন্ত্র, ধর্ম্মের চারিপদ, আশ্রমসমূহের বৃত্তি, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-সমূহ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সাবিত্র্যাদি গার্হস্থ্য, বৈখানসাদি চারিপ্রকার বানপ্রস্থ এবং কুটীচকাদি চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসাবস্থা উৎপন্ন হইল। এইরূপে ক্রমশঃ ব্যাহৃতিত্রয়, ছন্দঃ ও সপ্তস্বরাদি উৎপন্ন হইল। দেহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 'স্বায়ম্ভুব মনু' নামে পুরুষ এবং 'শতরূপা' নাম্নী স্ত্রী হইলেন। ঐ মনুর উত্তান-পাদ এবং প্রিয়ব্রত নামে দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতিনাম্নী কন্যাত্রয় উৎপন্ন হইল। রুচির সহিত আকূতির, কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির এবং প্রসূতির সহিত দক্ষের বিবাহ হয়। উহাদের বংশধরগণের দ্বারাই জগৎ পূর্ণ।

অতঃপর মৈত্রেয়মুনি বিদুরকে ভগবদ্ভক্ত মনুর সৃষ্টিপ্রকরণাদি বলিতে লাগিলেন—মনু জন্মগ্রহণ করিয়াই পিতা ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইলেন এবং ব্রহ্মাকে জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের প্রার্থনা জানাইলেন। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মা চিন্তান্বিত হইলে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে এক সূক্ষ্ম বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্গত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তিনি ভীষণাকার ধারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। রসাতল হইতে ক্ষণমধ্যে স্বীয় দন্তাগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া উত্থিত হইলেন এবং তৎপরে তিনি জলমধ্যে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিলেন। দেবগণ ঐ কারণ বরাহ-মূর্ত্তির স্তব করিলেন। বরাহদেব পৃথিবীকে জলের উপর রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বিদুর হিরণ্যাক্ষ বধবৃত্তান্ত এবং বরাহাবতারের কারণ প্রভৃতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় মৈত্রেয়মুনি বলিতে লাগিলেন,—একদিন সন্ধ্যাকালে দাক্ষায়ণী দিতি মরীচিতনয় কশ্যপের নিকট রমণ প্রার্থনা করেন। কশ্যপ মহাভয়ঙ্কর রুদ্রাধিকারভুক্ত অশুভ সন্ধ্যাকালের দোষের কথা বলিয়াও দিতিকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন ; কিন্তু নিয়মভঙ্গ জন্য তাঁহার চিত্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায় তিনি দিতিকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন—'তোমার গর্ভে অভদ্রস্বরূপ দুইটী অধম ও অত্যাচারি পুত্র জন্মিবে এবং তাহারা বধার্হ হইবে। ঐ পুত্র দুইটীই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। দিতি ঐ পুত্রদ্বয় যাহাতে বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয় তজ্জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। কশ্যপ দিতির কাতরতায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তোমার পুত্র হিরণ্যকশিপুর 'প্রহলাদ' নামে এক হরিভক্ত পুত্র হইবেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুই তোমার পুত্রদ্বয়ের বিনাশ সাধন করিবেন।"

অনন্তর মৈত্রেয় বিদুরকে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-কশিপুর জন্মরহস্য বলিতে লাগিলেন,—দিতি শতবর্ষ-কাল কশ্যপঋষির বীর্য্যধারণ করায় দিতির গর্ভতেজে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট অভয় প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ঐ দৈত্য-দ্বয়ের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া বলিলেন চতুঃসন এক সময়ে ভগবদ্দর্শন-মানসে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। তথায় ছয়কক্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তমকক্ষে জয় ও বিজয় নামে দুই দ্বারপাল প্রত্যক্ষ করিলেন। ঐ দ্বারপালদ্বয় মুনিগণকে উলঙ্গ দেখিয়া উপহাসপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবেশ নিষেধ করিল। তাহাদের এই বিষম স্বভাব দর্শনে এবং ভগবদ্দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মুনিগণ এই অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তোমরা ভেদদৃষ্টি নিবন্ধন বৈকুণ্ঠধাম হইতে

ভ্রষ্ট হইয়া কামক্রোধাদি-পরিপূর্ণ পাপীয়সী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর"। এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া উঁহারা সেই ঋষিবর্গের নিকট যাহাতে শ্রীহরির স্মরণ প্রতি-বন্ধক উপস্থিত না হয়, এমত প্রার্থনা করিলেন। এমন সময় শ্রীভগবান্ নারায়ণ মুনিগণের ক্রোধের কারণ জানিতে পারিয়া লক্ষ্মী-সমভিব্যবহারে তথায় উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ মুনিগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন,—"অদ্য এই জয়-বিজয় তোমাদের ন্যায় ভক্তকে অসম্মান করিয়া আমাকেই অবজ্ঞা করিয়াছে। উহাদিগের প্রতি বিহিত দণ্ড আমার সম্পূর্ণই অনু-মোদিত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি যে ব্যক্তি দ্রোহা-চরণ করে, সে লোকেশ্বর হইলেও বধার্হ। মুনিগণ জয়বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া সন্তপ্ত হইলেন এবং ভগবানকে যোগ্য দণ্ডবিধান করিতে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ কহিলেন,—"ঐ শাপ আমারই সৃষ্ট"; জয়বিজয়কে কহিলেন,—"তোমরা অচিরেই ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া মৎসমীপে উপনীত হইতে পারিবে।" জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠ হইতে পতনোন্মুখ হইয়া বিগতশ্রী ও হতগর্ব্ব হইয়া পড়িল। ঐ জয় বিজয়ই কশ্যপ-তনয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু।

দিতি শতবর্ষকাল গর্ভধারণ করিয়া ঐ দুইটী যমজপুত্র প্রসব করেন। উহারা মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল-স্বরূপ হইয়া উঠিল। উহাদের অত্যাচারে বিশ্ববাসী ভীত হইয়া মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিতে লাগিল। হিরণ্যাক্ষ পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইলেও পিতার শুক্র নিষে-কের ক্রমানুসারে হিরণ্যকশিপুই জ্যেষ্ঠ। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে অমর হইল ও ত্রিলোককে স্ববশে আনয়ন করিল। হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধকামী হইয়া গদাহস্তে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে তাহার সমকক্ষ কাহাকেও না পাইয়া পাতালে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিল। পাতালাধিপতি বরুণদেব, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সমর্থ হইবেন না জানিয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই যে তাহার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ইহা বলিয়া দিলেন।

হিরণ্যাক্ষ নারদের নিকট হইতে শ্রীহরির গতি অবগত হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় দন্তাগ্রে পৃথিবী উত্তোলন করিতেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করায় বরাহদেব জলের উপরিভাগে আধারশক্তি নিহিত করিয়া ধরিত্রীকে সংরক্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ভগবান্ বরাহদেব হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধের সময় অতিবাহিত এবং দেবগণকে ভীত ও অধৈর্য্য দর্শন করিয়া দৈত্যকে শীঘ্র নিহত করিবার জন্য 'সুনাভ' চক্রদ্বারা দৈত্যের সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং আসুরী মায়া বিনষ্ট করিয়া দিলেন। অবশেষে পদাঘাতে উহাকে বিনষ্ট করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তদ্দর্শনে ঐ কারণে বরাহদেবের বহু স্তবস্তুতি করিলেন।

অনন্তর শ্রীসূতদেব শৌনকাদি ঋষি-সমীপে বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদদ্বারা এইরূপ ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববর্ণিত মনুবংশ-বিবরণ কহিতে লাগিলেন।

শ্রীমৈত্রেয় বিদুরের আগ্রহাতিশয্যে স্বায়ম্ভুবমনুর বংশবিস্তার বর্ণনা করিতে লাগিলেন—ব্রহ্মা প্রজাপতি কর্দ্দমকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলায় ঐ ঋষিবর সর-স্বতীতীরে গমন করিয়া দশসহস্র বৎসর শ্রীহরির তপস্যা করেন। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন এবং ঋষিরাজের প্রজা-সৃষ্টিমানসে পত্নীলাভ কামনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন যে, 'স্বায়ম্ভুবমনু-দুহিতা দেবহূতি তাঁহার (কর্দ্দমের) পত্নী হইবেন এবং দেবহূতি-গর্ভজাত নয়টী কন্যা মরীচ্যাদি প্রজাপতির সহধর্ম্মিণী হইবেন। কর্দ্দম-দেবহূতির 'কপিল' নামক একটি পুত্র প্রকটিত হইয়া সাংখ্য কর্ত্তা বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইবেন'। ভগ-বান্ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে কর্দ্দম বিন্দু-সরোবরতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে মনু, মহিষীশতরূপা ও কন্যা দেবহূতিসহ তথায় উপস্থিত হইলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু কন্যা দেবহূতিকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করিবার জন্য মহর্ষি কর্দ্দমকে অনুরোধ করিলেন। কর্দ্দমঋষি তাহাতে সম্মত হইয়া মনুকে কহিলেন যে, তিনি দেবহূতির সন্তানোৎপত্তি কাল পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে বাস করিবেন, পরে শ্রীহরির আরা-ধনার জন্য প্রব্রজ্যায় গমন করিবেন। মনু শাস্ত্রবিধি-

মতে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে স্বীয় বর্হিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন।

কর্দ্দম ঋষি পতিব্রতা ভার্য্যার প্রার্থনানুসারে যোগবলে এক কামগ বিমান আনাইয়া তাহাতে দেবহূতি সহিত বিহার করেন এবং আপনাকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবহূতির গর্ভে বীর্য্যাধান করেন। তাহাতে নয়টী সুন্দরী কন্যা উৎপন্ন হয়। কর্দ্দম তাঁহার পূর্ব্বকথিত সঙ্কল্পানুসারে প্রব্রজ্যায় গমনোদ্যত হইলে দেবহূতির ভোগের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়।

দেবহূতির নির্ব্বেদবাক্য শ্রবণে কর্দ্দম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভগবদারাধনা করিতে উপদেশ করেন। দেবহূতিও বহুবর্ষকাল শ্রীহরির আরাধনা করেন। শ্রীহরি কপিলদেবে আবিষ্ট হইয়া দেবহূতির গৃহে উদিত হন। ব্রহ্মা কর্দ্দমের প্রজাসৃষ্টি ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া মরীচ্যাদি নয়জন ঋষির সহিত কর্দ্দমের আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার নয়টী কন্যা নয়জন প্রজাপতিকে সম্প্রদান করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে কর্দ্দম মরীচ্যাদি-প্রজাপতির হস্তে কলাদি কন্যাকে সমর্পণ করেন। অতঃপর কর্দ্দম কপিলদেবকে স্তব ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বনগমন করেন।

শৌনকঋষি কপিলদেবের বিষয় আরও শুনিতে ইচ্ছা করায় শ্রীসূত বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ বর্ণন প্রসঙ্গে কহিলেন, কর্দ্দম ঋষি প্রব্রজ্যায় গমন করিলে কপিলদেব দেবহূতির মঙ্গল বিধানার্থ বিন্দুসরোবরের তীরে অবস্থান করেন। দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া কপিলদেবের নিকট প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন সহকারে আত্মানাত্মবিবেক এবং প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। কপিলদেব তদুত্তরে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মধ্যে একমাত্র ভক্তিযোগেরই শ্রেষ্ঠতা ও নিঃশ্রেয়স প্রদানে সামর্থ্য-কীর্ত্তন করেন। অসদ্বিষয়ে আসক্তিই জীবের বন্ধন এবং শুদ্ধভক্ত ও ভগবচ্চরণে আসক্তিই মুক্তি। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিকথা-শ্রবণ-ফলে যাবতীয় অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি ও প্রেমভক্তি লাভ হয়।

তৎপরে কপিলদেব দেবহূতিকে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মহত্ত্বাদির উৎপত্তি বর্ণন পূর্ব্বক সাংখ্যযোগ বর্ণন করিলেন।

অতঃপর কপিলদেব প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকদ্বারা মোক্ষরীতি বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন যে, শুদ্ধজীবাত্মা দেহগত হইয়াও প্রাকৃত গুণের সহিত নির্লিপ্তভাবে থাকিতে পারেন; কিন্তু জীব প্রকৃতির গুণে আসক্ত হইলেই অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হন, তাহাতে উত্তমাধম বহুযোনিতে ভ্রমণ করিয়া সংসারপদবী প্রাপ্ত হন। ঐ ইতরাসক্তি তীব্র ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমশঃ দূর হয় ও ক্রমশঃ ভক্তি প্রকটিত হয়।

তদনন্তর কপিলদেব দেবহূতির সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিয়া নির্ম্মল যোগসমাহিত-চিত্তে অপ্রাকৃত-শ্রীমূর্ত্তিধ্যানের কথা কীর্ত্তন করিলেন। পরে ধ্যানের ক্রমপন্থা এবং শ্রীভগবানের ধ্যেয়মূর্ত্তি বর্ণন করিলেন। যোগমিশ্রাভক্তি শুদ্ধাভক্তিতে পরিণত হইলে যোগসাধনক্রিয়া পরিত্যক্ত এবং কৈবল্যস্পৃহা হইতে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মুক্ত হয়। স্বরূপ-উপলব্ধসাধকের দেহাদির কোন স্মৃতি থাকে না, পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ আরব্ধকর্ম্ম কৃত হয় মাত্র। ভক্তিযোগী সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করেন।

অনন্তর দেবহূতি ভক্তিযোগের প্রকার, জীবলোকের বিচিত্র-সংসারগতি এবং ভগবৎস্বরূপের বিষয় শ্রবণে ইচ্ছুক হইলে কপিলদেব তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক ভেদে ত্রিবিধ সকাম এবং সগুণ ভক্তির লক্ষণ বলিয়া নির্গুণ এবং নিষ্কাম শুদ্ধভক্তির লক্ষণ বলিতে লাগিলেন—ভগবানের গুণশ্রবণমাত্র তাঁহাতে জীবাত্মার যে অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী, অব্যবহিতা, স্বাভাবিকী গতি, তাহাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ। ভগবদ্ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তি অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেও তাহা স্বীকার করেন না; ভগবৎসেবা ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য কোন অভিলাষ নাই। তৎপরে শ্রীঅর্চ্চা-পূজার কথা ও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন।

কপিলদেব এক্ষণে বহির্ম্মুখ জীবের চেষ্টা বর্ণন করিয়া কহিলেন যে, জীব অনিত্য বস্তুকে নিত্যবস্তু অভিমান করিয়া তাহা হইতে সুখলাভের প্রত্যাশী হয়, ফলে দুঃখই সৃষ্টি করিয়া থাকে। সে যে যে যোনি লাভ করে, তত্তদ্যোনিলব্ধ দেহ-গেহাদিতে অত্যন্ত আসক্তিনিবন্ধন গৃহব্রত হইয়া পড়ে এবং নানা দুঃখ-

কষ্ট পাইয়া জীবনান্তে যমদণ্ড্য হয়। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই ভোগভূমিকাতেই স্বর্গ এবং নরক বর্ত্তমান,—এইরূপ কহিয়া থাকেন। নরক-যাতনা এ জগতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৃহব্রত পাপাচারীরা নানা অধম যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বহু যাতনা ভোগ করে এবং ভোগান্তে পুনরায় নরলোকে আগমন করে।

ভগবান্ কপিলদেব আরও কহিতে লাগিলেন যে, জীবের পূর্ব্বকৃত ভোগময় কর্ম্মফলেই গর্ভবাস হয়। সপ্তমমাসে ঐ গর্ভস্থ বদ্ধজীব সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হয় এবং জ্ঞানোদয়ের সহিত গর্ভযন্ত্রণা অনুভব করে। তখন সে পুনরায় গর্ভবাসভয়ে ভীত হইয়া ভগবানের স্তব-স্তুতি করিতে থাকে এবং ভগবদ্‌ভজনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া যাহাতে আর গর্ভবাসরূপ দুঃখ না হয়, তজ্জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করে। পরে দশমমাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া জননী জঠরের সকলস্মৃতি হারাইয়া ইতর বিষয়ে আসক্ত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অসৎসংসর্গফলে নানাবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, ফলে পুনরায় নরকভোগ। আত্মবান্ পুরুষ অসৎসঙ্গকে তৃণাচ্ছাদিত কূপবৎ নিজের মৃত্যুস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। ভগবৎসেবাভিলাষীর স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

গৃহব্রতব্যক্তি ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম যজন দ্বারা ভগবৎ-সেবা হইতে বিমুখ এবং আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে কর্ম্ম-জড় হইয়া যজ্ঞাদিদ্বারা প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃপুরুষ-গণের অর্চ্চনা ও ব্রতধারণ করিয়া থাকে। তৎফলে তাহারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষীণপুণ্য হইলে পুনরায় অধঃপতিত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে ঐ সকল লোক এবং তত্তল্লোকপ্রাপ্ত প্রাণিগণের লয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত ভক্তির অভাবে স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও ভগবৎস্বরূপে মায়িকবুদ্ধি করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন। ভক্তিব্যতীত কোন পন্থাতে চরম প্রয়োজন লাভ হয় না, কর্ম্মজ্ঞানাদির দ্বারা প্রপঞ্চ সঙ্গ হইতে ঔদাসীন্যলাভ হয় মাত্র। দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃই অতীন্দ্রিয় ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্বরূপে প্রতীত হয়। অশ্রদ্দধান ব্যক্তি বা ভগবান্ ও ভক্ত-বিদ্বেষিগণের নিকট এই সকল কথা কীর্ত্তনীয় নহে।

কপিলদেবের নিকট এই সকল তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া দেবহূতির মোহাবরণ দূর হইল। তিনি কপিলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়া বলিলেন যে, ভগবন্নামের শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, স্মরণ এবং বন্দন-কারী শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যখন ভগবদ্ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তখন সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনকারীর ত কথাই নাই। দেবহূতি কপিলদেবের উপদেশানু-সারে ভক্তিযোগাশ্রয়পূর্ব্বক সরস্বতীর তীরস্থ আশ্রমে কঠোর বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

দেবহূতি যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন, সেইস্থান 'সিদ্ধিপদ' নামে খ্যাত। তাঁহার শরীরে যে ধাতুমল যোগদ্বারা বিলীন হইয়াছিল তাহা সিদ্ধগণসেবিত সিদ্ধিদায়িনী স্রোতস্বিনীরূপে ভূতলে প্রবাহিতা। কপিলদেব মাতাকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পিতার আশ্রম হইতে উত্তরদিকে গমনপূর্ব্বক পরে গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে নিত্য সমাধিতে অবস্থান করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় স্কন্ধের বিষয়-সূচী

[পার্শ্বস্থ সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যা-জ্ঞাপক]

শ্রীমদ্ভাগবতম্

তৃতীয় স্কন্ধের মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

অ

গ

ঘ

চ

ধ

তৃতীয় স্কন্ধের পাত্র-সূচী

তৃতীয় স্কন্ধের স্থান-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

তৃতীয়স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো ভগবান্ কিল।
ক্ষত্ত্রা বনং প্রবিষ্টেন ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

তৃতীয়স্কন্ধের তেত্রিশটী অধ্যায়ে ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির গুণক্ষোভ-হেতু ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন সৃষ্টির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গত বিদুরের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যে মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদ বলিয়াছেন শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষির সমীপে তাহা বর্ণন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনাদি কু-পুত্রের পক্ষ সমর্থন, তাহাদের পরিপোষণ, তাহাদের দুষ্কার্য্যে প্রশ্রয়দান, কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতৃহীন বালকগণকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা-প্রদান, তাহাদিগকে প্রাপ্য পৈতৃক অংশ হইতে বঞ্চিত-করণ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ উপেক্ষা, বিদুরের সন্মন্ত্রণা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে দুর্য্যোধনের কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মিলিত হইয়া বিদুরকে তিরস্কার প্রদান, উহাদের মর্ম্মভেদী বাক্যে ব্যথিত হইয়া বিদুরের হস্তিনাপুর ও বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ এবং নানাতীর্থ পর্যটন ও বিষ্ণুতীর্থসমূহ-সন্দর্শন; অবধূত-বেশী বিদুরের বৈরাগ্য ও প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন এবং তথায় যাইয়া স্বজনবর্গের পরস্পর কলহনিবন্ধন বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ। অনন্তর মৎস্য ও কুরুজাঙ্গলাদি দেশসমূহ অতিক্রম-পূর্ব্বক যমুনা-কূলে আগমন ও তথায় ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবের সহিত বিদুরের সাক্ষাৎ এবং উদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত নিজ জ্ঞাতিবর্গের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও স্বীয় নির্ব্বাসনের অবস্থা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অধার্ম্মিকগণের বিনাশ ও ভক্তগণের অভিলষিত প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইত্যাদি বিষয় শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত শ্লোকসমূহে তৃতীয় স্কন্ধের অধ্যায়সমূহের বিবরণ

তৃতীয়ে তু ত্রয়োত্রিংশদধ্যায়ৈঃ সর্গবর্ণনম্।
ঈশেচ্ছয়া গুণ-ক্ষোভাৎ সর্গো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভবঃ ॥ ১ ॥
তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে বন্ধুন্ হিত্বা গতায়ুষঃ।
নির্গতস্যোদ্ধবেনাদৌ সংবাদঃ ক্ষত্তুরুচ্যতে ॥ ২ ॥
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণবিশ্লেষাদনুশোচন্নথোদ্ধবঃ।
ক্ষত্ত্রে বালচরিত্রাণি কৃষ্ণস্যাবর্ণয়ৎ শ্বসন্ ॥ ৩ ॥
তৃতীয়ে মথুরামেত্য ব্রজাৎ কংসবধাদিকম্।
যৎ কৃতং দ্বারকায়াঞ্চ কৃষ্ণেন তদবর্ণয়ৎ ॥ ৪ ॥
চতুর্থে বন্ধুনিধনং শ্রুত্বাত্মজ্ঞানলব্ধয়ে।
উদ্ধবস্যোপদেশেন ক্ষত্তা মৈত্রেয়মাগমৎ ॥ ৫ ॥
পঞ্চমে ভগবল্লীলাং ক্ষত্ত্রা পৃষ্টো মহামুনিঃ।
প্রোবাচ মহদাদীনাং সর্গং তৈশ্চ হরেঃ স্তুতিম্ ॥ ৬ ॥

উক্তশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈঃ ক্ষত্তুর্মৈত্রেয়সঙ্গমঃ।
সংবাদস্তু তয়োঃ স্কন্ধদ্বয়েনাথ নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥
ষষ্ঠে তৈরীশ্বরাবিষ্টৈঃ সৃষ্টিমাহ বিরাট্তনোঃ।
অধিদৈবাদিভেদঞ্চ তত্রৈব ভগবৎকৃতম্ ॥ ৮ ॥
সপ্তমে সংশয়চ্ছেদি প্রতিনন্দ্য মুনের্ব্বচঃ।
পুনঃ ক্ষত্রা কৃতাঃ নানাপ্রশ্নাঃ সম্যগুদীরিতাঃ ॥ ৯ ॥
অষ্টমে সমভূদ্ব্রহ্মা নাভেস্তু জলশায়িনঃ।
তমজানন্ জলে বিভ্যৎ তপসাতোষয়ৎ প্রভুম্ ॥১০॥
নবমে তপসা তুষ্টং দৃষ্ট্বা নারায়ণন্ত্বজঃ।
অস্তৌদেকার্ণবে সীদন্ লোকসর্গচিকীর্ষয়া ॥ ১১ ॥
দশমে কালসম্প্রশ্নং প্রতিবক্তুং তদুদ্ভবঃ।
প্রাকৃতাদিবিভাগেন সর্গস্তু দশধোচ্যতে ॥ ১২ ॥
তত একাদশে কালঃ পরমাণ্বাদিলক্ষণৈঃ।
যুগমন্বন্তরাদিভ্যঃ কল্পমানাদি বর্ণ্যতে ॥ ১৩ ॥
দ্বাদশে তু কুমারাদিমনঃস্বর্গাসমেধনাৎ।
কায়দ্বৈধেন যৌনস্তু মনুসর্গোহনুবর্ণ্যতে ॥ ১৪ ॥
ত্রয়োদশে সিসৃক্ষায়াং মনোরাকস্মিকাপ্লুতাম্।
ধরামুদ্ধর্ত্তুমুদ্ভূতাৎ ক্রোড়াদ্দৈত্যেন্দ্রসূদনম্ ॥ ১৫ ॥
চতুর্দশে নিদানন্তু তদ্বধে বক্তুমুচ্যতে।
সন্ধ্যায়াং কশ্যপাদগর্ভসম্ভবঃ কামতো দিতেঃ ॥১৬॥
হতপ্রভৈঃ সুরৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ পঞ্চদশে বিধিঃ।
তদ্দ্বিজং বিপ্রশাপাদি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুভৃত্যয়োঃ ॥ ১৭ ॥
হরিণা সান্ত্বিতৈর্বিপ্রৈরনুতপ্তৈস্তু ষোড়শে।
তয়োরসুরভাবেহপি কৃতোহনুগ্রহ ঈর্য্যতে ॥ ১৮ ॥
ততঃ সপ্তদশে জন্ম তয়োর্লোকভয়ঙ্করম্।
হিরণ্যাক্ষপ্রভাবশ্চ বর্ণ্যতে দিগ্ জয়েহদ্ভুতঃ ॥ ১৯ ॥
অষ্টাদশে হিরণ্যাক্ষধরোদ্ধর্ত্তুর্বরাহয়োঃ।
নির্ব্বিশেষং মহাযুদ্ধং দেবক্ষোভিনিরূপ্যতে ॥ ২০॥
উনবিংশে বিরিঞ্চ্যাদি প্রার্থিতেন মহামৃধে।
বরাহেণ হিরণ্যাক্ষবধঃ শ্লাঘ্যোহনুবর্ণ্যতে ॥ ২১ ॥
বিংশে বরাহজন্মাদি ব্যবধানাদথাদিতঃ।
স্বর্গোহনুস্মর্য্যতে বক্তুমন্বয়ং প্রস্তুতং মনোঃ ॥ ২২ ॥
একবিংশে তপোবিদ্যা তোষিতেন তু বিষ্ণুনা।
কর্দ্দমস্য মনোঃ পুত্র্যা বিবাহঘটনোচ্যতে ॥ ২৩ ॥
দ্বাবিংশে কর্দ্দমায়াদাদ্ যথাদিষ্টং হি বিষ্ণুনা।
মনুর্দুহিতরং দেবহূতিমিত্যনুবর্ণ্যতে ॥ ২৪ ॥
ত্রয়োবিংশে তপোযোগ নির্ম্মিতে সর্ব্বসম্পদি।
বিমানে কামগে চিত্রা তয়ো রতিরুদীর্য্যতে ॥ ২৫ ॥
চতুর্ব্বিংশে ততো জন্ম কপিলস্যাহ তৎ পিতুঃ।
প্রব্রজ্যাং তমনুজ্ঞাপ্য ঋণত্রয় বিমোক্ষতঃ ॥ ২৬ ॥
পঞ্চবিংশে জনন্যা তু পৃষ্টো বন্ধবিমোচনম্।
যোগমাণিক্যমঞ্জুষা স্ফুটমুদ্ঘাট্যতেহধুনা ॥ ২৭ ॥
ষড়্বিংশে পুংপ্রকৃত্যোস্তু বিবেকায়োপবর্ণ্যতে।
সাংখ্যেন সর্ব্বভাবাণাং জন্ম লক্ষণভেদতঃ ॥ ২৮ ॥
ধাত্রা স্পুত্রায় যৎ প্রোক্তং ক্ষত্রে মিত্রাসুতেন যৎ।
মাত্রে সাংখ্যং তদধ্যাত্মং প্রাধান্যেনাহ তত্ত্ববিৎ ॥২৯॥
সপ্তবিংশে ততঃ সম্যগ্ বহুসাধনযোগতঃ।
পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেকেন মোক্ষবীতির্নিরূপ্যতে ॥ ৩০ ॥
অষ্টাবিংশে ততোহষ্টাঙ্গযোগেন ধ্যানশোভিনা।
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং স্বরূপজ্ঞানমীর্য্যতে ॥ ৩১ ॥
ভক্তিং সংক্ষেপতঃ প্রোচে সাংখ্যমাখ্যায় বিস্তৃতম্।
অথাহ বৈষ্ণবং যোগমষ্টাঙ্গং কপিলো হরিঃ ॥ ৩২ ॥
একোনত্রিংশকে ভক্তিযোগস্তু বহুধোচ্যতে।
কালস্য চ বলং ঘোরা সংসৃতিশ্চ বিরক্তয়ে ॥ ৩৩ ॥
ত্রিংশে তু কায়কান্তাদিললনাকুলচেতসাম্।
কামিনাং তামসী পাপাদধোগতিরুদীর্য্যতে ॥ ৩৪ ॥
একত্রিংশে বিমিশ্রৈস্তু পুণ্যপাপৈরিহান্তরা।
মনুষ্যযোনিসম্প্রাপ্তির্বর্ণ্যতে রাজসী গতিঃ ॥ ৩৫ ॥
দ্বাত্রিংশে সাত্ত্বিকী ধর্ম্মৈরুদ্ধ্যা গতিরুদীর্য্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানবিহীনস্য ততশ্চ পুনরাগতিঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্রয়স্ত্রিংশে সুতস্যৈব কপিলস্যোপদেশতঃ।
জ্ঞানলাভেন তন্মাতুর্জীবন্মুক্তিরুদীর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। পুরা কিল ঋদ্ধিমৎ (সর্ব্ব-সম্পত্তিযুক্তং) স্বগৃহং ত্যক্ত্বা (বিহায়) বনং প্রবিষ্টেন ক্ষত্রা (বিদুরেণ) ভগবান্ মৈত্রেয়ঃ এবমেতৎ (ত্বং যৎ পৃষ্টবান্ তৎ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—পুরাকালে বিদুর সর্ব্বসম্পদ্‌যুক্ত নিজগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিয়া যোগৈশ্বর্য্যশালী মৈত্রেয়কে আপনি যাহা প্রশ্ন করিলেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্। লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥ গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেহতিপ্রভূষ্ণবে। তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥ ত্র্যধিকত্রিংশদধ্যায্যা তৃতীয়ে সর্গ উচ্যতে। তত্ত্বৈঃ সমষ্টিসৃষ্টির্যঃ প্রধানাৎ

পুরুষেক্ষিতাৎ ॥ প্রদর্শ্য ভগবদ্ব্রহ্মনারদাদ্যৈঃ প্রবর্ত্তিতম্। শ্রীমদ্ভাগবতং শেষকুমারাদ্যৈশ্চ দর্শ্যতে ॥ বিদুরোদ্ধবসংবাদশ্চতুর্ভিঃ পুনরষ্টভিঃ। সবিসর্গঃ সর্গবিধিঃ সপ্তভিঃ ক্রোড়কীর্ত্তনম্॥ ততো বিসর্গসংক্ষেপ একেন কপিলোদয়ঃ। চতুর্ভির্নবভিশ্চেতি তৃতীয়-স্কন্ধ-সংগ্রহঃ ॥ তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে ক্ষত্তা হিত্বাগ্রজং গতঃ। তীর্থং তত্র শ্রুতানিষ্টোঽপৃচ্ছন্মিলিতমুদ্ধবম্ ॥ পূর্ব্বস্কন্ধেঽষ্টমেঽধ্যায়ে রাজ্ঞা কৃতেষু বহুষু প্রশ্নেষু দ্বিত্রপ্রশ্নানামুত্তরং দত্ত্বা মহামুনির্মনসি পরামমর্শ। যথানেন রাজ্ঞা সংপ্রত্যহং পৃষ্টস্তথৈব পূর্ব্বং বিদুরেণাপি মৈত্রেয়ঃ পৃষ্ট ইতি। ততশ্চ তৎপ্রস্তাবেনৈবোত্থাপিতেন রাজ্ঞঃ সর্ব্বপ্রশ্নোত্তরং দাস্যামীতি নিশ্চিত্যাহ এবমিতি। ঋদ্ধিমৎ সর্ব্বসম্পদ্ভিঃ পূর্ণং ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনঃপুনঃ শ্রীগুরুদেবকে অথবা শ্রীগুরুরূপী করুণাসিন্ধু লোকপালক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক জগতের চক্ষুঃ-স্বরূপ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥

গোপরামাজনের প্রাণকোটি-প্রিয়তম, অতিশয় প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়জনের দাস্যে আমি আমাকে এবং আমার আমিত্বকে সমর্পণ করিতেছি ॥

তৃতীয় স্কন্ধে তেত্রিশ অধ্যায়ের দ্বারা সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষের ঈক্ষণবশতঃ প্রধান (প্রকৃতি) হইতে মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা যে সমষ্টি-সৃষ্টি, তাহা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, নারদাদির দ্বারা প্রবর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত শেষ, কুমারাদির দ্বারা দেখান হইয়াছে ॥ চারিটি অধ্যায়ে বিদুর ও উদ্ধবের সংবাদ, আর আটটি অধ্যায়ে বিসর্গের সহিত সৃষ্টি-বিধি এবং সাতটি অধ্যায়ের দ্বারা বরাহদেবের লীলাবর্ণন ॥ তারপর একটি অধ্যায়ে বিসর্গের সংক্ষেপ, চারিটি অধ্যায়ে কপিলদেবের উদয় এবং নয়টি অধ্যায়ে কপিল-দেবহূতি সংবাদ—এই তৃতীয় স্কন্ধের সংক্ষেপ ॥ তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বিদুর অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রায় গমন করেন, সেখানে অনিষ্টবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সমাগত উদ্ধবের নিকট তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন ॥

পূর্ব্বে দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে রাজা পরীক্ষিতের বহু প্রশ্নের মধ্যে দুই তিনটির উত্তর প্রদানপূর্ব্বক মহামুনি শ্রীশুকদেব মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন—সম্প্রতি আমি যেরূপ এই রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, তদ্রূপ পূর্ব্বে বিদুরের দ্বারা মৈত্রেয় মুনিও এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। অতএব প্রস্তাবিত বিদুর ও মৈত্রেয়ের সংবাদের দ্বারা রাজা পরীক্ষিতের সকল প্রশ্নের উত্তর দিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিলেন—'এবমেতৎ' অর্থাৎ তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, পূর্ব্বকালে বিদুর ঠিক এইরূপ প্রশ্নই ভগবান্ মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'ঋদ্ধিমৎ'—বলিতে সর্ব্বসম্পদের দ্বারা পরিপূর্ণ (স্বগৃহ) ॥ ১ ॥

মধ্ব—যুদ্ধকালে তু বিদুরস্তীর্থযাত্রাং গতোঽপি সন্। প্রায় আস্তে গজপুরে পাণ্ডবানাং ব্যপেক্ষয়া ॥ ইতি স্কান্দে ॥ ১-২ ॥

যদ্বা অয়ং মন্ত্রকৃদ্বো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
পৌরবেন্দ্রগৃহং হিত্বা প্রবিবেশাত্মসাৎকৃতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ— (হে পরীক্ষিৎ) অয়ং (বুদ্ধিসন্নিহিতঃ) অখিলেশ্বরঃ (সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বঃ (যুষ্মাকং পাণ্ডবানাং) মন্ত্রকৃৎ (দৌত্যকর্ত্তা সন্) পৌরবেন্দ্র-গৃহং (দুর্য্যোধনস্য গৃহং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) আত্মসাৎ কৃতং (আত্মীয়ত্বেন গৃহীতং) যদ্বৈ (বিদুরগৃহং) প্রবিবেশ (অনাহূত এব প্রবিষ্টবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডবগণের দৌত্যকর্ত্তারূপে অখিলেশ্বর এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনের প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া (অনাহূত হইলেও) নিজগৃহের ন্যায় আপনার বোধে বিদুরের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তস্য তদ্গৃহং তজ্জিগমিষিতেভ্যস্তীর্থেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যতিশ্রেষ্ঠং ত্যাগানর্হং। তদপি ভ্রাতৃদত্তেন সন্তাপেনৈব তত্যাজেত্যাহ যদিতি বৈ নিশ্চিতং যদ্গৃহং বঃ পাণ্ডবানাং মন্ত্রকৃৎ দূত্যকর্ত্তা সন্ অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বুদ্ধিসন্নিধানাদয়মিতিনির্দ্দেশঃ। পৌরবেন্দ্রস্তদা দুর্য্যোধনঃ। অনাহূত এব প্রবিবেশ তত্র হেতুঃ আত্মসাৎকৃতমাত্মীয়ত্বেন স্বীকৃতং ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, বিদুরের সেই গৃহ, যাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল তীর্থে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই সমস্ত তীর্থ হইতেও অতি-শ্রেষ্ঠ, অতএব ঐ গৃহ ত্যাগের অযোগ্য। তথাপি ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের প্রদত্ত সন্তাপেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই বলিতেছেন—'যদ্বা' ইত্যাদি শ্লোকে। যদ্—যাহা, বৈ—নিশ্চিত, যে গৃহ তোমাদের (পাণ্ডবগণের) 'মন্ত্রকৃৎ'—অর্থাৎ দৌত্যকর্ত্তারূপে এই শ্রীকৃষ্ণ (নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন)। এখানে 'অয়ং'—এই, ইহা বক্তা শুকদেবের বুদ্ধির সান্নিধ্য-বশতঃ অর্থাৎ চিন্তনমাত্রে তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া—এই শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। 'পৌরবেন্দ্রঃ'—তৎকালে রাজা দুর্য্যোধন। (সেই রাজা দুর্য্যোধনের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ) অনাহূত হইয়াই বিদুরের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ—বিদুরের গৃহকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের গৃহ বলেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কুত্র ক্ষত্তুর্ভগবতা মৈত্রেয়েণাস সঙ্গমঃ।
কদা বা সহ সম্বাদ এতদ্বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো! কুত্র (কস্মিন্ স্থানে) ক্ষত্তুঃ (বিদুরস্য) ভগবতা মৈত্রেয়েণ সহ সঙ্গমঃ (মেলনম্) আস (বভূব) কদা বা (কস্মিন্ কালে বা) সম্বাদঃ (উভয়োঃ কথোপকথনং বভূব) এতৎ নঃ (অস্মভ্যং) বর্ণয় (কথয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো, ভগবান্ মৈত্রেয়ের সহিত মহাত্মা বিদুরের কোথায় মিলন হয়, কোন্ সময়েই বা তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হয়—এই সকল আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আস বভূব ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আস'—হইয়াছিল, (অর্থাৎ কোথায় ভগবান্ মৈত্রেয়ের সহিত মহাত্মা বিদুরের মিলন হইয়াছিল এবং কোন্ সময়েই বা তাঁহাদের কথোপকথন হইয়াছিল?) ॥ ৩ ॥

ন হ্যল্পার্থোদয়স্তস্য বিদুরস্যামলাত্মনঃ।
তস্মিন্ বরীয়সি প্রশ্নঃ সাধুবাদোপবৃংহিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বরীয়সি (শ্রেষ্ঠে) তস্মিন্ (মৈত্রেয়ে) অমলাত্মনঃ (উদারধিয়ঃ) তস্য বিদুরস্য প্রশ্নঃ সাধুবাদোপ-বৃংহিতঃ (সাধুবাদেন সতাম্ অনুমোদনেন উপবৃংহিতঃ সংবর্দ্ধিতঃ, যদ্বা সাধোঃ মৈত্রেয়স্য বাদেন উত্তরেণ শ্লাঘিতঃ সন্) অল্পার্থোদয়ঃ ন হি (অল্পস্য অর্থস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতঃ ন হি ভবতি) ॥৪॥

অনুবাদ—শুদ্ধাত্মা বিদুরের মৈত্রেয়ের প্রতি কৃত প্রশ্নসমূহ সাধু ব্যক্তিগণের অনুমোদন দ্বারা প্রশংসিত; সুতরাং তাদৃশ শ্রেষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর সামান্য মর্ম্ম-প্রকাশক কখনই হইবে না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বরীয়সি শ্রেষ্ঠে। অল্পস্যার্থস্যোদয়ো যস্মাৎ তথাভূতো ন ভবতি সাধুবাদেন ভবতামনু-মোদনেন উপবৃংহিতঃ সংবর্দ্ধিতঃ। যদ্বা সাধো-র্মৈত্রেয়স্য বাদেনোত্তরেণ শ্লাঘিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বরীয়সি'—শ্রেষ্ঠ মুনি মৈত্রেয়কে, অথবা সেই শ্রেষ্ঠ প্রশ্নে। 'ন হ্যল্পার্থোদয়ঃ' —সামান্য অর্থের উদয় হয় নাই, অর্থাৎ নিশ্চিত অনেক অসামান্য বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। 'সাধুবাদোপবৃংহিতঃ'—সাধুবাদের দ্বারা অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তিগণের অনুমোদনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত, অথবা সাধু মৈত্রেয়ের উত্তরের দ্বারা প্রশংসিত, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

স এবমৃষিবর্য্যোঽয়ং পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা।
প্রত্যাহ তং সুবহুবিৎ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ। সঃ অয়ং সুবহুবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) ঋষিবর্য্যঃ (মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশুকঃ) রাজ্ঞা পরীক্ষিতা এবং পৃষ্টঃ (সন্) প্রীতাত্মা (সন্তুষ্টঃ চ সন্) শ্রূয়তাম্ ইতি তং প্রতি আহ (উবাচ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অত্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ, আপনি শ্রবণ করুন্ ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

যদা তু রাজা স্বসুতানসাধূন্
পুষ্ণন্নধর্ম্মেণ বিনষ্টদৃষ্টিঃ।
ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্
প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। যদা বিনষ্টদৃষ্টিঃ (অন্ধঃ) রাজা (ধৃতরাষ্ট্রঃ) অসাধূন্ (অধার্ম্মিকান্) স্বসুতান্ (দুর্য্যোধনাদীন্) অধর্ম্মেণ (অধর্ম্মকরণে প্রশ্রয়দানেন) পুষ্ণন্ (সংবর্দ্ধয়ন্ সন্) যবিষ্ঠস্য (কনিষ্ঠস্য) ভ্রাতুঃ (পাণ্ডোঃ) বিবন্ধূন্ (পিতৃহীনান্) সুতান্ (যুধিষ্ঠিরাদীন্) লাক্ষাভবনে (জতুগৃহে) প্রবেশ্য (প্রেরয়িত্বা) দদাহ (দগ্ধুমযতত) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, যখন জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বিজ অসৎ পুত্রগণের পক্ষ অন্যায়রূপে সমর্থনপূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পিতৃহীন বালকগণকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদেত্যাদীনাং তদা স ক্ষত্তা অয়াদিত্যেকাদশস্থয়া ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ। বিনষ্টে দৃষ্টী নেত্রে দৃষ্টির্জ্ঞানঞ্চ যস্য। যবিষ্ঠস্য কনিষ্ঠস্য পাণ্ডোঃ। বিবন্ধূন্ পিতৃহীনান্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদা'—যখন, 'তদা স ক্ষত্তা অয়াৎ'—তখন বিদুর স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন—এই একাদশ-স্থিত (অর্থাৎ ষোড়শ অঙ্কধৃত) শ্লোকের 'অয়াৎ'—এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। 'বিনষ্টদৃষ্টিঃ'—দুইটি চক্ষুই যাঁহার নষ্ট হইয়াছে, নেত্রদ্বয়ে অন্ধ, আবার জ্ঞানচক্ষুও যাঁহার বিনষ্ট, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র। 'যবিষ্ঠস্য'—কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর। 'বিবন্ধূন্'—পিতৃহীন (যুধিষ্ঠিরাদি বালকগণকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন) ॥ ৬ ॥

মধ্ব—যদা যদাহ তদা কেশাভিমর্শঃ প্রাপ্ত ইতি যদাশব্দো হেত্বর্থঃ। যদা তদা ইতি হেত্বর্থে কালার্থে চ ভণ্যতে ইত্যভিধানে ॥ ৬-৭ ॥

যদা সভায়াং কুরুদেবদেব্যাঃ
কেশাভিমর্ষং সুতকর্ম্ম গর্হ্যম্।
ন বারয়ামাস নৃপঃ স্নুষায়াঃ
স্বাস্রৈর্হরন্ত্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (চ) নৃপঃ (ধৃতরাষ্ট্রঃ) সভায়াং (দ্যূত-ক্রীড়াস্থল্যাং) কুরুদেবদেব্যাঃ (রাজ্ঞঃ যুধিষ্ঠিরস্য মহিষ্যাঃ) স্নুষায়াঃ (নিজভ্রাতুষ্পুত্রবধ্বাঃ) স্বাস্রৈঃ (স্বীয়ৈঃ অশ্রুভিঃ) কুচকুঙ্কুমানি হরন্ত্যাঃ (অতিরোদনেন স্ব-বক্ষস্থলং প্লাবয়ন্ত্যাঃ) দ্রৌপদ্যাঃ কেশাভিমর্ষং (কেশাকর্ষণং) গর্হ্যম্ (নিন্দনীয়ং) সুতকর্ম্ম (পুত্রকার্য্যং) ন বারয়ামাস (ন নিষেধয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে সময় তাঁহার পুত্র দুঃশাসন নিজ-ভ্রাতুষ্পুত্র যুধিষ্ঠিরের পত্নীকে সভামধ্যে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী নেত্রজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের এইরূপ নিন্দিত কর্ম্ম নিবারণ করেন নাই ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কুরুদেবদেব্যা দ্রৌপদ্যাঃ কুচকুঙ্কুমানি স্বস্য রিপুস্ত্রীণাম্বা তদ্ভর্ত্তৃবধেন হরন্ত্যা ইতি চতুর্থাতিশয়োক্তিরুৎপ্রেক্ষা চ ব্যঞ্জিতা ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুরুদেব-দেব্যাঃ'—কুরুদেব রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার মহিষী দ্রৌপদীর নেত্রজলে কুচ-কুঙ্কুম প্লাবিত হইতেছিল, অথবা ভবিষ্যতে স্ব-স্ব-ভর্ত্তৃবধহেতু রিপু-রমণীগণের বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম প্লাবিত করাইবার জন্য, অধুনা দ্রৌপদী নেত্রজলে নিজ বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছিলেন। এখানে চতুর্থ অতিশয়োক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হইয়াছে। (কার্য্য-কারণের বিপর্য্যয়ে চতুর্থ অতিশয়োক্তি হয়। অধিকন্তু প্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধ অধ্যবসায়, তাহাকে অতিশয়োক্তি বলে। উপমেয়ের উৎকর্ষের জন্য উপমানের সহিত যে সম্ভাবনা (অন্য হেতুর উপন্যাস দ্বারা বিতর্ক), তাহাকে উৎপ্রেক্ষা বলে।) ॥ ৭ ॥

দ্যূতে ত্বধর্ম্মেণ জিতস্য সাধোঃ
সত্যাবলম্বস্য বনং গতস্য।
ন যাচতোঽদাৎ সময়েন দায়ং
তমোজুষাণো যদজাতশত্রোঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদা) তমোজুষাণঃ (মোহং সেবমানঃ ধৃতরাষ্ট্রঃ) দ্যূতে (দ্যূতক্রীড়ায়াং) অধর্ম্মেন (কপটাচরণেন) জিতস্য (পরাজিতস্য) সত্যাবলম্বস্য (সত্যাশ্রয়স্য) বনং গতস্য (বনাৎ প্রত্যাগতস্য) সাধোঃ সময়েন (পূর্ব্বকৃতেন অঙ্গীকারেণ তদনুসারেণ) দায়ং (ভাগং) যাচতঃ (যাচমানস্য প্রার্থয়তঃ) অজাতশত্রোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) ন অদাৎ (ন দদৌ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এবং যখন কপট দ্যূতে পরাজিত হইলেও সত্যাশ্রয় রাজা যুধিষ্ঠির নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করেন এবং বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে নিজ রাজ্যভোগ প্রার্থনা করিলেও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে মোহাভিভূত রাজা রাজ্যভাগ দান করেন নাই ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বনাৎ প্রত্যাগতস্য সময়েন পূর্ব্বকৃতেন দায়ং ভাগং যাচমানস্য যৎ যদা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বনং গতস্য'—বন হইতে প্রত্যাগত রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে নিজ রাজ্যভাগ প্রার্থনা করিলে, তখন মোহাবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্র তাহা দিলেন না, (তখন বিদুর গৃহত্যাগ করা উচিত মনে করিয়াছিলেন ।) ॥ ৮ ॥

যদা চ পার্থপ্রহিতঃ সভায়াং
জগদ্‌গুরুর্যানি জগাদ কৃষ্ণঃ ।
ন তানি পুংসামমৃতায়নানি
রাজোরু মেনে ক্ষতপুণ্যলেশঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদা সভায়াং (কৌরবসংসদি) পার্থপ্রহিতঃ (যুধিষ্ঠির-প্রেরিতঃ) জগদ্‌গুরুঃ (কৃষ্ণঃ) যানি (হিতবাক্যানি) জগাদ (উক্তবান্) তানি পুংসাং (ভীষ্মাদীনাং) অমৃতায়নানি (অমৃতস্রাবীণি বাক্যানি চ) ক্ষতপুণ্যলেশঃ (ক্ষতঃ নষ্টঃ রাজ্যপ্রাপ্তিপুণ্যলেশঃ যস্য সঃ) রাজা (ধৃতরাষ্ট্রঃ দুর্য্যোধনো বা) ন উরু (বহু) মেনে (স্বীচকার) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যখন যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক কলহ মিটাইবার জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় প্রেরিত হইয়া (ভীষ্মাদি) পুরুষগণের পরমানন্দজনক অমৃতস্রাবী যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, পুণ্যক্ষয় হওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বা রাজা দুর্য্যোধন কিন্তু সেই সকল বাক্য বহুমানন করিলেন না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসাং তদ্ভক্তানাং ভীষ্মাদীনাং, রাজা ধৃতরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনো বা উরু বহু ন মেনে তত্র হেতুঃ ক্ষতেতি ন সুখকীর্ত্তিধর্ম্মাদিকরঃ কিন্তু রাজ্যপ্রাপকো যঃ পুণ্যলেশ আসীত্তস্যাপি নষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুংসাং'—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত ভীষ্ম প্রভৃতির নিকট (শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অমৃত বর্ষণ করিলেও), রাজা ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধন তাহা বহু মনে করিলেন না, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথার কোনরূপ আদর প্রদর্শন করিলেন না, কারণ 'ক্ষতপুণ্যলেশঃ'—সুখ, কীর্ত্তি ও ধর্ম্মাদি সম্পাদক পুণ্যই কেবল নষ্ট হয় নাই, কিন্তু রাজ্যপ্রাপক যে পুণ্যলেশটুকু ছিল, তাহাও ধৃতরাষ্ট্রাদির বিনষ্ট হইল—এই অর্থ ॥৯॥

যদোপহূতো ভবনং প্রবিষ্টো
মন্ত্রায় পৃষ্টঃ কিল পূর্ব্বজেন ।
অথাহ তন্মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্
যন্মন্ত্রিণো বৈদুরিকং বদন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যদা পূর্ব্বজেন (জ্যেষ্ঠেন ধৃতরাষ্ট্রেণ) মন্ত্রায় (মন্ত্রণার্থং) উপহূতঃ (আমন্ত্রিতঃ) ভবনং (অন্তর্গৃহং) প্রবিষ্টঃ (মন্ত্রং) পৃষ্টঃ (সন্) কিল অথ (প্রশ্নানন্তরং) মন্ত্রদৃশাং বরীয়ান্ (মন্ত্রিশ্রেষ্ঠঃ বিদুরঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং মন্ত্রম্) আহ (উবাচ) মন্ত্রিণঃ (নীতিকুশলাঃ) যৎ বৈদুরিকং (বিদুরবাক্যমিতি) বদন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে মন্ত্র প্রদানজন্য স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়াছিলেন, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিদুর তাঁহাকে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করেন তাহা আজও মন্ত্র-বিশারদগণ "বিদুর-বাক্য" বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং বিদুরস্যৈব পরাভবং তৎকৃতং দর্শয়তি ষড়্‌ভিঃ । অথানন্তরং বিদুরস্তদাহ কিং মন্ত্রিণোঽদ্যাপি যৎ বৈদুরিকং বিদুরবাক্যমিতি প্রসিদ্ধং বদন্তি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে রাজা কর্ত্তৃক বিদুরেরই পরাভব ছয়টি শ্লোকে দেখাইতেছেন—'যদোপ-

হৃতঃ' ইত্যাদি। অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে মন্ত্রণার জন্য আহ্বান করিলে, 'অথ'—অনন্তর বিদুর তাহা বলিয়াছিলেন, যাহাকে অদ্যাপি মন্ত্র-বিশারদগণ 'বৈদুরিক', অর্থাৎ 'বিদুর-বাক্য' বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অজাতশত্রোঃ প্রতিযচ্ছ দায়ং
তিতিক্ষতো দুর্ব্বিষহং তবাগঃ।
সহানুজো যত্র বৃকোদরাহিঃ
শ্বসন্ রুষা যত্ত্বমলং বিভেষি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বিষহং (দুঃসহং) তব আগঃ (অপরাধং) তিতিক্ষতঃ (সহমানস্য) অজাতশত্রোঃ (যুধিষ্ঠিরস্য) দায়ং (রাজ্যভাগং) প্রতিযচ্ছ (প্রদেহি) যত্র (অপরাধে) সহানুজঃ (অনুজৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) বৃকোদরাহিঃ (ভীমরূপঃ সর্পঃ) রুষা (ক্রোধেন) শ্বসন্ (বর্ত্ততে) যৎ (যস্মাৎ ভীমাৎ) ত্বম্ অলম্ (অত্যর্থং) বিভেষি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনার কৃত দুর্ব্বিষহ যাতনা যিনি নিস্তব্ধে সহ্য করিতেছেন, সেই অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য রাজ্যভাগ প্রদান করুন্। যাহা হইতে আপনি অত্যন্ত ভীত হইতেছেন সাক্ষাৎ কাল-সর্পসদৃশ সেই ভীমসেন অনুজবর্গের সহিত আপনার কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ অবিরত ক্রোধে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ অজাতেতি যৎ যত্র আগসি বৃকোদররূপোঽহিঃ ক্রোধেন শ্বসন্ বর্ত্ততে। যৎ যস্মাৎ ত্বমলমত্যর্থং বিভেষি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিদুরবাক্যই বলিতেছেন —'অজাতশত্রোঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে মহারাজ! আপনার অপরাধ দুর্ব্বিসহ হইলেও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তাহা সহ্য করিতেছেন, আপনি তাহার প্রাপ্য রাজ্যভাগ প্রত্যর্পণ করুন। যে অপরাধের জন্য ভীম-রূপ সর্পক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে, যাহাকে (যে ভীমসেনকে) আপনি অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

পার্থাংস্তু দেবো ভগবান্ মুকুন্দো
গৃহীতবান্ সক্ষিতিদেবদেবঃ।
আস্তে স্বপুর্য্যাং যদুদেবদেবো
বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্!) সক্ষিতিদেবদেবঃ (ক্ষিতিদেবৈঃ বিপ্রৈঃ দেবৈশ্চন্দ্রাদিভিশ্চ সহ বর্ত্তমানঃ) যদুদেবদেবঃ (যদুদেবানাং দেবঃ পূজ্যঃ) বিনির্জ্জিতাশেষনৃদেবদেবঃ (নৃদেবেষু মণ্ডলেশ্বরেষু দীব্যন্তি প্রকাশন্তে ইতি নৃদেবদেবাঃ রাজানঃ, বিনির্জিতাঃ পরাজিতাঃ অশেষাঃ নৃদেবদেবাঃ যেন তথাভূতঃ) (সঃ) দেবঃ ভগবান্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপুর্য্যাং (দ্বারকায়াং সুখম্) আস্তে (নান্যত্র গতঃ সঃ) পার্থান্ (পাণ্ডববান্) তু গৃহীতবান্ (আত্মীয়ত্বেন স্বীকৃতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—("আমারও অনেক পুত্র আছে,"—এ গর্ব্ব করিবেন না।—কারণ) ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত বিরাজিত, যাদবশ্রেষ্ঠগণের পূজ্য, সর্ব্বরাজন্য-বিজয়ী সর্ব্বশক্তিপূর্ণ সেই ভগবান্ মুকুন্দদেব পৃথানন্দনদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি স্বীয় পুরী দ্বারকাতেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সম্প্রতি ত্বন্যদপ্যদ্ভুতং তেষাং মহাবলাধিক্যং শৃণ্বিত্যাহ পার্থাংস্ত্বিতি। আত্মীয়ত্বেন গৃহীতবান্। স চ দেবঃ। তত্রাপি ভগবান্ ক্ষিতিদেবৈর্বিপ্রৈর্দেবৈশ্চ সহিতঃ। তৎপক্ষ এব বিপ্রা দেবাশ্চেতি ভাবঃ। তত্রাপি স্বপুর্য্যামেবাস্তে নত্বন্যত্র গতঃ। যদুদেবা যদুপ্রবরা দেবা বলিষ্ঠা যস্মাৎ সঃ। যত্রাসৌ তত্রৈব যদুপ্রবীরা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ। তস্যৈব বলং শৃণ্বিত্যাহ বিনির্জ্জিতা অশেষা নৃদেবাঃ কংসজরাসন্ধাদয়ো দেবাশ্চ বাল্যমারভ্যৈব ব্রহ্মেন্দ্রবরুণরুদ্রাদয়ো যেন সঃ। অতঃ পার্থানাং দায়ং দেহি যদ্যাত্মনো ভদ্রমিচ্ছসীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সম্প্রতি আরও অদ্ভুত সেই পাণ্ডবগণের বলাধিক্যের কথা শ্রবণ করুন, ইহা বলিতেছেন—'পার্থাংস্তু', মুকুন্দ পাণ্ডবগণকে নিজের আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কিন্তু দেবতা, তথাপি ভগবান্ এবং ব্রাহ্মণ ও দেবগণের সহিত সতত বর্ত্তমান। তাঁহার পক্ষেই ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণ

রহিয়াছেন, এই ভাব। তাহাতেও আবার এক্ষণে তিনি নিজপুরী দ্বারকাতেই অবস্থান করিতেছেন, অন্যত্র কোথাও গমন করেন নাই। তিনি 'যদুদেব-দেবঃ', অর্থাৎ যাঁহার প্রভাবে শ্রেষ্ঠ যাদবগণ বলিষ্ঠ, তিনি তাঁহাদেরও পূজ্য। যেখানে তিনি, সেখানেই যাদবশ্রেষ্ঠগণ রহিয়াছেন, এই অর্থ। আরও, তাঁহার বল শ্রবণ করুন, ইহা বলিতেছেন—'বিনির্জ্জিতাশেষ-নৃদেব-দেবঃ', বিশেষরূপে নির্জ্জিত হইয়াছে কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এবং বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই শ্রীকৃষ্ণ (যিনি পাণ্ডবদের নিজের আত্মীয় বলি মনে করেন)। অতএব পাণ্ডবদের প্রাপ্য পৈত্রিক রাজ্যভাগ প্রদান করুন, যদি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, এই ভাব ॥ ১২ ॥

স এষ দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে
গৃহান্ প্রবিষ্টো যমপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্বিমুখো গতশ্রী-
স্ত্যজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায় ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে নৃপ!) পুরুষদ্বিট্ (শ্রীকৃষ্ণদ্বেষ্টা) কৃষ্ণাৎ বিমুখঃ (শ্রীকৃষ্ণবিমুখী) গতশ্রীঃ (গতা শ্রীঃ যস্মাৎ সঃ) যম্ অপত্যমত্যা (পুত্রবুদ্ধ্যা) পুষ্ণাসি (বর্দ্ধয়সি) সঃ এষঃ (মূর্ত্তঃ) দোষঃ (এব) গৃহান্ প্রবিষ্টঃ আস্তে (বর্ত্ততে)। কুলকৌশলায় (বংশস্য মঙ্গলার্থম্) অশৈব্যং (অমঙ্গলম্ এনং) আশু (শীঘ্রং) ত্যজ (জহি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যাহাকে আপনি পুত্রবোধে পোষণ করিতেছেন সেই কৃষ্ণদ্বেষী কৃষ্ণবিমুখ মূর্তিমান্ পাপস্বরূপ এই দুর্য্যোধন আপনার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহার দুঃসঙ্গে আপনিও কৃষ্ণবিমুখ হতশ্রী হইয়াছেন। অতএব যদি বংশের মঙ্গল চান, তবে অচিরেই এই অমঙ্গলকে পরিত্যাগ করুন্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—মৎপুত্রো দুর্য্যোধনোঽত্র বিপ্রতিপৎস্যতে ইতি চেত্তত্রাহ স এষ ইতি। ত্বৎকোটিজন্মকৃতদুষ্কৃত-ফলভূত ইত্যর্থঃ। দোষো মূর্ত্ত এব যতঃ পুরুষং পরমেশ্বরং দ্বেষ্টি তত্রাপি তব গৃহান্ বাহ্যান্ অভ্যন্তরান্ মনোবুদ্ধ্যাদিরূপানপি প্রবিষ্ট এবাস্তে তত্রাপি ত্বং তং পুষ্ণাসি তত্রাপ্যপত্যমত্যা ন হ্যসাবপত্যং ন পতত্যস্মাদিত্যপত্যমিতি নিরুক্তেঃ। অতএব ত্বমনুমীয়সে কৃষ্ণাদ্বিমুখঃ গতশ্রীরিতি লক্ষ্মীস্তব গৃহেভ্যো নিঃসৃত্য গতেতি জানীহি। ননু তর্হি কোঽত্র প্রতীকারস্তত্রাহ আশু শীঘ্রমশৈব্যমমঙ্গলমেনং ত্যজ। ননু ময়া পিত্রা পুত্রস্য ত্যাগে মৎকুলে কলঙ্কঃ স্যাৎ তত্রাহ। কুলস্যৈব কৌশলায় কুশলায় ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়াৎ। অন্যথা কুলমেব সর্ব্বং তে নঙ্ক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমার পুত্র দুর্য্যোধন ইহাতে সম্মত নহে, তাহার উত্তরে আমি বলি—'স এষ দোষঃ'—সেই এই দুর্য্যোধন, যে মূর্তিমান্ দোষ-স্বরূপ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সে আপনার কোটিজন্মের দুষ্কৃতের ফলস্বরূপ, এই অর্থ। 'দোষো মূর্ত্ত এব'—সে দুর্য্যোধন সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ পাপ-স্বরূপ, যেহেতু 'পুরুষদ্বিট্'—পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্বেষ করে, তথাপি আবার বাহিরে এবং মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি রূপ অভ্যন্তরেও আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আপনি তাহাকে পোষণ করিতেছেন, তাহাতে আবার অপত্য-বুদ্ধিতে? প্রকৃতপক্ষে সে আপনার 'অপত্য' নয়, যেহেতু অপত্য-শব্দের নিরুক্তিতে বলা হইয়াছে—যাহা হইতে (পিতা) পতিত হয় না, সেই 'অপত্য'। অতএব আমি অনুমান করিতেছি—ইহার সঙ্গবশতঃ আপনিও কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া বিগতশ্রী হইয়াছেন, লক্ষ্মী আপনার গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া চলিয়া গিয়াছেন—ইহা জানুন। যদি বলেন—তাহা হইলে ইহার প্রতীকার কি? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্যজাশ্বশৈব্যং'—'আশু', শীঘ্রই 'অশৈব্যং'—এই অমঙ্গলকে পরিত্যাগ করুন। যদি বলেন—আমি পিতা হইয়া পুত্রকে ত্যাগ করিলে আমার কুলে কলঙ্ক হইবে, তাহাতে বলিতেছেন—'কুল-কৌশলায়', বংশেরই মঙ্গলের নিমিত্ত এই অমঙ্গলটাকে পরিত্যাগ করুন। বিশেষতঃ নীতিশাস্ত্রেও নির্দ্দেশ রহিয়াছে—"কুলের রক্ষার জন্য একজনকে ত্যাগ করা উচিত।" তাহা না হইলে সমস্ত কুলই ধ্বংস হইবে, এই ভাব ॥ ১৩ ॥

ইত্যুচিবাংস্তত্র সুযোধনেন
প্রবৃদ্ধকোপস্ফুরিতাধরেণ ।
অসৎকৃতঃ সৎস্পৃহণীয়শীলঃ
ক্ষত্তা সকর্ণানুজসৌবলেন ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্যুচিবান্ (এবমুক্তবান্) (অসৌ) সৎ স্পৃহণীয়শীলঃ (সতাং স্পৃহণীয়ং শীলং যস্য সঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) তত্র (সভায়াম্) প্রবৃদ্ধকোপ-স্ফুরিতাধরেণ (জাতক্রোধাৎ কম্পিতৌষ্ঠেন) সকর্ণানু-জসৌবলেন (কর্ণ-দুঃশাসন- শকুনি-সহিতেন) চ সুযোধনেন (দুর্য্যোধনেন) অসৎকৃতঃ(তিরস্কৃতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বিদুর সভায় এই প্রকার বলিলে, দুর্য্যোধন ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ; আক্রোশে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মিলিত হইয়া সাধু-গণের বাঞ্ছনীয়-চরিত্র-বান্ বিদুরকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্যুচিবান্ এবমুক্তবান্ বিদুরঃ সুযো-ধনেন অসৎকৃতঃ তিরস্কৃতঃ কর্ণদুঃশাসনশকুনি-সহিতেন ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইত্যুচিবান্’—বিদুর এই-প্রকার কথা বলিলে, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মিলিত হইয়া দুর্য্যোধন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

ক এনমত্রোপজুহাব জিহ্মং
দাস্যাঃ সুতং যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ ।
তস্মিন্ প্রতীপঃ পরকৃত্য আস্তে
নির্ব্বাস্যতামাশু পুরাচ্ছ্বসানঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—জিহ্মং (কুটিলং) দাস্যাঃ সুতং (দাসীপুত্রম্) এনং কঃ অত্র উপজুহাব (সমাহূত-বান্) ? (অয়ং দুর্ম্মতিঃ) যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ (যস্য অন্নেন পুষ্টঃ) তস্মিন্ (এব) প্রতীপঃ (প্রতিকূলঃ) পরকৃত্যে (পরেষাং কার্য্যে) আস্তে (বর্ত্ততে)। (অতঃ) শ্বসানঃ (শ্বসন্ প্রাণমাত্রাবশেষঃ ‘শ্মশানঃ’ ইতি পাঠে শ্মশানবদমঙ্গলঃ অয়ং) আশু (শীঘ্রং) পুরাৎ (নগরাৎ) নির্ব্বাস্যতাম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এরূপ খলস্বভাব দাসীপুত্রকে এই রাজ-সভায় কে আহ্বান করিয়াছে ? এই ব্যক্তি এতই কৃতঘ্ন যে, যাহার অন্নে প্রতিপালিত, তাহারই বিপক্ষ-তাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুর সাহায্যার্থ নিযুক্ত রহি-য়াছে। ইহার স্বকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ ইহাকে কেবল জীবনমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া এই পুর হইতে নির্ব্বাসিত কর, [(‘শ্বসানঃ’ স্থানে ‘শ্মশানঃ’-পাঠে) শ্মশানের ন্যায় অমঙ্গল ইহাকে এই পুর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হউক্] ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তিরস্কারমেবাহ—ক এনমত্র মহারাজ-সদসি অজুহাবেতি আহ্বানানর্হমিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—দাস্যাঃ সুতমিতি জন্মনৈব দুষ্টম্। জিহ্মং কুটিলমিতি। কর্ম্মণাপি কৌটিল্যমাহ—যদ্বলিনা যদ্দত্তেনান্নেন পুষ্টস্তস্মিন্নেব স্বস্বামিনি প্রতীপঃ প্রতি-কূলঃ পরেষাং শত্রূণাং কৃত্যে কার্য্যে বর্ত্ততে। অতোঽ-য়মত্র স্থিতঃ সর্ব্বমেবাস্মৎকুলং নাশয়িতুং যতিষ্যত ইতি ভাবঃ। নির্ব্বাস্যতাং অয়মিতো নিষ্কাশ্যতাং যঃ কোঽত্র মদীয়ো বর্ত্ততে তেনেতি ভাবঃ। তত্রাপ্যাশু মা বিলম্বেন তত্রাপি শ্বসানঃ শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ইতি সবহুবেত্রপ্রহারমিতি ভাবঃ। শ্মশান ইতি পাঠে শ্মশান-বদমঙ্গলোঽয়ং কেনাস্মদ্গৃহমধ্যে আনীতো যো মামেবামঙ্গলং বক্তি। অত আশু নিষ্কাশ্যতামন্যথা রাজপুরমিদং শ্মশানমেব করিষ্যতীতি ভাবঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধনের তিরস্কারই বলিতেছেন—‘ক এনম্ অত্র’, কে ইহাকে এই মহা-রাজের সভাতে ডাকিয়াছে ? এই ব্যক্তি এখানে আহ্বানের অযোগ্য, এই ভাব। তাহার কারণ—‘দাস্যাঃ সুতং’—এই ব্যক্তি দাসীর পুত্র, জন্ম থেকেই দুষ্ট। তাহাতে ‘জিহ্মং’—কুটিল। কর্ম্মের দ্বারাও কুটিলতা বলিতেছেন—‘যদ্বলিনৈব পুষ্টঃ’—যাঁহার দত্ত অন্নের দ্বারা পুষ্ট, সেই নিজ প্রভুর প্রতিই প্রতি-কূল আচরণ করিয়া, শত্রুগণের কার্য্যে নিযুক্ত রহি-য়াছে। অতএব এই ব্যক্তি এখানে থাকিয়া আমাদের সমস্ত বংশই বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে, এই ভাব। ‘নির্ব্বাস্যতাং’—ইহাকে এখান হইতে নির্ব্বা-সিত কর, এখানে আমার কে (ভৃত্য) আছে, সে ইহাকে দূর করিয়া দিক—এই ভাব। তাহাতে আবার ‘আশু’—অতি শীঘ্রই, কোন বিলম্ব না করিয়া।

তাহাতেও 'শ্বসানঃ'—শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, বহু বেত্র-প্রহারের দ্বারা দূর করিয়া দাও, এই ভাব। 'শ্মশানঃ'—এই পাঠে—শ্মশানের মত অমঙ্গল-স্বরূপ এই ব্যক্তিকে কে আমাদের গৃহমধ্যে আনিয়াছে ? যে ব্যক্তি আমাকেই অমঙ্গল-রূপ বলিতেছে। অতএব অতিসত্বরই ইহাকে এখান হইতে নির্ব্বাসিত কর, নতুবা এই ব্যক্তি এই রাজপুরীকে শ্মশানেই পরিণত করিবে, এই ভাব ॥ ১৫ ॥

স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈ-
র্ভ্রাতুঃ পুরো মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি।
স্বয়ং ধনুর্দ্বারি নিধায় মায়াং
গতব্যথোঽয়াদুরু মানয়ানঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বিদুরঃ) ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) ভ্রাতুঃ (ধৃতরাষ্ট্রস্য) পুরঃ (অগ্রতঃ) অত্যুল্বণকর্ণবাণৈঃ (কর্ণয়োঃ বাণবৎ প্রবিশদ্ভিঃ পরুষবাক্যৈঃ) মর্ম্মসু তাড়িতোঽপি মায়াম্ উরু (বহু) মানয়ানঃ (অহো! মায়ায়া মাহাত্ম্যমিতি তামেব তত্র হেতুং মন্যমানঃ) গতব্যথঃ (বিগতদুঃখঃ সন্) দ্বারি ধনুঃ নিধায় (সংস্থাপ্য) স্বয়ং অয়াৎ (নির্জগাম) ॥১৬॥

অনুবাদ—বিদুর দুর্য্যোধনের তাদৃশ মর্ম্মন্তুদ অতি কঠোর বাক্যবাণ শ্রবণ করিয়াও সমস্তই মায়ার খেলা বিবেচনা করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ধনুর্ব্বাণ গৃহদ্বারে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈঃ অত্যুল্বণৈঃ পরুষবাক্যৈঃ কর্ণয়োর্বাণৈরিব প্রবিশ্য মর্ম্মস্থানেষু তাড়িতস্তত্রাপি ভ্রাতুঃ পুরঃ অরে কিমেবং ব্রূষে ইত্যপ্যনুক্তবতঃ। কিঞ্চ, তাড়িতোঽপি গতব্যথঃ। ধন্যোঽসি অরে দুর্য্যোধন, ধন্যোঽসি ত্বয়া মম সর্ব্বা অপি ব্যথা নির্ব্বাপিতা যদিতো নিঃসার্য্যমাণস্য দূরে কচন তীর্থাদিষু নির্ব্বিঘ্নতয়া স্থাস্যতস্ত্বজ্জনকে মমতাং ত্যক্তবতো মম কা ব্যথেতি মনস্যনুলপ্যেতি ভাবঃ। অয়াৎ নির্জগাম স্বয়মিতি দুষ্টৈর্নিঃসারণাৎ স্বয়মেব নিঃসরণং ভদ্রমিতি ভাবঃ। ধনুর্দ্বারি নিধায়েতি সংপ্রতি সর্ব্বং স্বগৃহাদিকমপি ত্যক্তবতো বিবিক্তে কৃচিদুপবিশ্য কৃষ্ণং ভজিষ্যতো মম কিমনেন দুশ্চিহ্নেন ধনুষেতি ভাবঃ; যদ্বা, ভীমাদিভিঃ সঙ্গত্যাস্মাভিঃ সহ যোৎস্যত ইতি পাপোঽয়ং মাশঙ্কেতেতি ধনুর্নিধানম্। মায়াং উরুমানয়ানঃ মানয়ন্নিতি মায়য়ৈবান্ধীকৃতঃ পুরঃ সন্তমপি কৃষ্ণং ন পশ্যতি। যদ্বা, অহো মায়া-মাহাত্ম্যং ভগবতঃ কৃষ্ণস্য যদেবংপ্রকারেণ মাং স্বভক্ত-মিতো নিষ্কাশ্য ভীমাদিভির্নিঃসংশয়মেতে ঘাতয়িষ্যন্ত ইতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স ইত্থমত্যুল্বণকর্ণবাণৈঃ' —দুর্য্যোধনের সেই অতি কঠোর বাক্যগুলি বাণের মত বিদুরের কর্ণদ্বয়ের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থানে আঘাত করিল। তথাপি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষেই, 'অরে! কি এইরূপ বলিতেছ ?'—এইপ্রকার একটি কথাও ভ্রাতা বলেন নাই। আরও, মর্ম্মস্থানে পীড়িত হইয়াও বিদুর কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। বিদুর মনে মনে ভাবিলেন—'অরে দুর্য্যোধন! তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, তুমি আমার সকল ব্যথা নির্ব্বাপিত করিয়াছ, যেহেতু এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া, বহুদূরে কোনও তীর্থাদি স্থানে নির্ব্বিঘ্নভাবে অবস্থান করিলে, তোমার জনকের (ধৃতরাষ্ট্রের) প্রতি আমার কোনও মমতা থাকিবে না, তখন আমার কিসের ব্যথা'—এই ভাব। 'অয়াৎ'—স্বয়ং স্বেচ্ছায় সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, দুর্য্যোধন-নিযুক্ত দুষ্ট লোকের দ্বারা বহিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং গমন করাই মঙ্গলজনক, এই ভাব। 'ধনুর্দ্বারি নিধায়'—ধনুর্বাণ দ্বারদেশে স্থাপন করিয়া, সম্প্রতি সমস্ত নিজ গৃহাদিও পরিত্যাগ করিয়া, কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিব, তাহাতে এই দুর্লক্ষণ ধনুকের আমার কি প্রয়োজন ? —এই ভাব। অথবা—ভীম প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে—এইরূপ আশঙ্কা এই পাপরূপ দুর্য্যোধন মনে না করুক, এইজন্য সর্ব্ব-সমক্ষে দ্বারদেশে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। 'মায়াং উরু মানয়ানঃ'—(ভগবানের মায়াকেই প্রবল মনে করিয়া), মায়ার দ্বারা অন্ধ হইয়া এই সকল লোক সামনে অবস্থিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছে না। অথবা—অহো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার মাহাত্ম্য, এই যে—তিনি নিজভক্ত আমাকে এখান হইতে সরাইয়া ভীমাদির দ্বারা এই সকল দুর্য্যোধনাদির বিনাশ সাধন করাইবেন ॥ ১৬ ॥

স নির্গতঃ কৌরবপুণ্যলব্ধো
গজাহ্বয়াত্তীর্থপদঃ পদানি ।
অন্বাক্রমৎ পুণ্যচিকীর্ষয়োর্ব্ব্যা-
মধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্ত্তিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৌরবপুণ্যলব্ধঃ (কৌরবাণাং পুণ্যেন লব্ধঃ) সঃ (বিদুরঃ) গজাহ্বয়াৎ (হস্তিনাপুরতঃ) নির্গতঃ (সন্) তীর্থপদঃ (তীর্থং পাদৌ যস্য তস্য হরেঃ) উর্ব্ব্যাং (পৃথিব্যাং) যানি পদানি (ক্ষেত্রাণি) সহস্রমূর্ত্তিঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদ্যনেকমূর্ত্তিঃ সন্ শ্রীহরিঃ) অধিষ্ঠিতঃ (অধিষ্ঠায় স্থিতঃ তানি) পুণ্যচিকীর্ষয়া (ধর্ম্মলাভার্থং) অন্বাক্রমৎ (প্রত্যপদ্যত) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কৌরবগণের পুণ্যফলে লব্ধ বিদুর হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে যে যে স্থানে তীর্থপাদ ভগবানের মৎস্য-কূর্ম্মাদি বহুবিধ শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল ভগবৎক্ষেত্রে পুণ্য-সঞ্চয়বাসনায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কুরোস্তদ্বংশ্যানাঞ্চ পুণ্যেন লব্ধ ইতি তেষাং ভাগ্যমেব তেন রূপেণ গতমিতি সূচিতম্। তীর্থং পাদৌ যস্য তস্য হরেরিতি তচ্চরণবুদ্ধ্যৈব তাদৃশানাং তীর্থাদিদৃক্ষেতি সূচিতম্। পদানি ক্ষেত্রাণি সহস্রমূর্ত্তির্মৎস্যকূর্ম্মাদ্যনেকমূর্ত্তিঃ সন্ যানি যান্যধিষ্ঠায় স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৌরব-পুণ্য-লব্ধঃ'—মহারাজ কুরু এবং তাঁহার বংশীয় রাজন্যগণের পুণ্যের ফলে বিদুরকে তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন, আজ যেন তাঁহাদের ভাগ্যই বিদুরের গমনের ফলে চলিয়া গেল, ইহা সূচিত হইতেছে। 'তীর্থপদঃ'—তীর্থই যাঁহার পাদযুগল, সেই হরির। ইহার দ্বারা শ্রীহরির চরণ-বুদ্ধিতেই তাদৃশ বিদুরের ন্যায় ভক্তবৃন্দের তীর্থ-দর্শনের অভিলাষ, ইহা সূচিত হইল। 'পদানি'—বলিতে তীর্থক্ষেত্রসমূহ, সে সকল তীর্থে ভগবান্ সহস্রমূর্ত্তি, মৎস্য, কূর্ম্মাদি অনেক মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া যেখানে যেখানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

পুরেষু পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জে-
ষ্বপঙ্কতোয়েষু সরিৎসরঃসু ।
অনন্তলিঙ্গৈঃ সমলঙ্কৃতেষু
চচার তীর্থায়তনেষ্বনন্যঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্যঃ (একাকী সঃ বিদুরঃ) পুরেষু (ভগবদ্ধামসু) পুণ্যোপবনাদ্রিকুঞ্জেষু (পুণ্যানি যানি উপবনাদ্রি-লতাদি-গূঢ়স্থানানি তেষু) অপঙ্কতোয়েষু (নির্ম্মলানি জলানি যেষাং তেষু) সরিৎসরঃসু (নদীসরোবরেষু) (তথা) অনন্তলিঙ্গৈঃ (অনন্তস্য মূর্ত্তিভিঃ) সমলঙ্কৃতেষু (শোভিতেষু) তীর্থায়তনেষু (তীর্থেষু আয়তনেষু চ) ক্ষেত্রেষু চচার (বভ্রাম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—পুরমধ্যস্থ পুণ্যময় উপবন, পার্ব্বত্য কুঞ্জ, পূতসলিলা নদী সরোবরাদি, পুণ্যময় ক্ষেত্র এবং ভগবান্ অনন্তের শ্রীবিগ্রহের দ্বারা অলঙ্কৃত বিষ্ণুমন্দিরাদি তীর্থস্থানে তিনি একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্য একাকী ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্যঃ'—একাকী, সেই-সকল তীর্থাদি স্থানে বিদুর একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেষো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—গাং পর্য্যটন্ (পৃথিব্যাং পরিভ্রমন্) মেধ্য-বিবিক্তবৃত্তিঃ (মেধ্যা পবিত্রা বিবিক্তা অসংকীর্ণা বৃত্তির্জীবিকা যস্য সঃ) সদাপ্লুতঃ (প্রতিতীর্থং স্নাতঃ) অধঃশয়নঃ (অধঃ ভূমিঃ শয়নং যস্য সঃ) অবধূতঃ (অসংস্কৃতদেহঃ) অবধূতবেষঃ (বল্কলাদিধারী অতএব) স্বৈঃ (আত্মীয়ৈঃ) অলক্ষিতঃ (অপরিজ্ঞাতঃ সন্) হরিতোষণানি (হরিপ্রিয়াণি) ব্রতানি চেরে (অচরৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তিনি তীর্থ-পর্য্যটনকালে পবিত্র ও বৃত্ত্যন্তর-সহ অমিশ্রবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতি তীর্থে স্নান, ভূমিতে শয়ন, দেহাদির সংস্কারবর্জ্জন ও বল্কলধারণকারী অবধূতের বেষ ধারণ করিয়া আত্মীয় গণের অলক্ষিতভাবে বাস

করিতেন এবং হরিতোষণ ব্রতসমূহ পালন করিতেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—গাং পৃথ্বীং মেধ্যা পবিত্রা বিবিক্তা বৃত্ত্যন্তরেণামিশ্রিতা বৃত্তির্জীবিকা যস্য সঃ। সদা আপ্লুতঃ প্রতিতীর্থং স্নাতঃ ইতি স্নানেন পাবিত্র্যং লক্ষ্যতে। স্নানানন্তরং কদাচিদস্পৃশ্যস্পর্শে পুনরপি স্নাতীতি সদা ভগবন্মন্ত্রাদিস্মরণার্থং পবিত্র এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অবধূতোঽসংস্কৃতদেহঃ অবধূতবেষো বল্কলাদিধারী অতএব স্বৈরলক্ষিতঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাং'—বলিতে পৃথিবী। '**মেধ্য-বিবিক্ত-বৃত্তিঃ**'—মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র এবং **বিবিক্ত** বলিতে অন্য বৃত্তির দ্বারা অমিশ্রিত, অসঙ্কীর্ণ বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা যাঁহার, (বিদুর তীর্থপর্য্যটনকালে পবিত্র ও সরলভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন)। 'সদা আপ্লুতঃ'—প্রতিতীর্থেই তিনি স্নান করিতেন, এই স্নানের দ্বারা পবিত্রতা দেখান হইয়াছে। স্নানের পর কখন অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শে পুনরায় স্নান করিতেন, ইহাতে সব সময় শ্রীভগবানের মন্ত্রাদি স্মরণের জন্য পবিত্রভাবেই থাকিতেন, এই অর্থ। 'অবধূত-বেষঃ'—অবধূত অর্থাৎ যাঁহার দেহ, কেশাদির কোনরূপ সংস্কার ছিল না, এইরূপ বল্কল-পরিহিত অবধূত সন্ন্যাসীর বেষে বিদুর অবস্থান করিতেন, অতএব নিজের আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না ॥ ১৯ ॥

ইত্থং ব্রজন্ ভারতমেব বর্ষং
কালেন যাবৎ গতবান্ প্রভাসম্।
তাবচ্ছশাস ক্ষিতিমেকচক্রা-
মেকাতপত্রামজিতেন পার্থঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) ভারতমেব বর্ষং (ভারতবর্ষং) ব্রজন্ (বিচরন্) কালেন যাবৎ প্রভাসং গতবান্ তাবৎ পার্থঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) অজিতেন (শ্রীকৃষ্ণেন সহায়েন) একচক্রাং (একমেব চক্রং সৈন্যং যসাং তাং) একাতপত্রাং (একমেব আতপত্রং রাজচিহ্নং শ্বেতচ্ছত্রং যস্যাং তাং) ক্ষিতিং শশাস (পালয়ামাস) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষই পরিভ্রমণপূর্ব্বক যখন তিনি প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, সেই-কাল-মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়ে একচক্রা একচ্ছত্রা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন ॥২০॥

বিশ্বনাথ—একস্যৈব চক্রং সৈন্যং যস্যাম্ একমেব রাজচিহ্নং শ্বেতাতপত্রং যস্যাং তাং, অজিতেন শ্রীকৃষ্ণেন সহায়েন হেতুনা পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'একচক্রাং'—একজনেরই চক্র বলিতে সৈন্য যেখানে এবং 'একাতপত্রাম্'—একটিই রাজচিহ্নস্বরূপ শ্বেত আতপত্র (ছত্র) যেখানে, সেইরূপ একসেনা এবং একচ্ছত্রা পৃথিবীকে, অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যের দ্বারাই, পার্থ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির শাসন করিতেছিলেন ॥ ২০ ॥

তত্রাথ শুশ্রাব সুহৃদ্বিনষ্টিং
বনং যথা বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ম্।
সংস্পর্দ্ধয়া দগ্ধমথানুশোচন্
সরস্বতীং প্রত্যগিয়ায় তুষ্ণীম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ তত্র (প্রভাসে) বেণুজবহ্নিসংশ্রয়ং (বংশজমগ্নিং সংশ্রয়তে যৎ) বনং (তৎ) যথা দগ্ধং (ভবতি তথা) সংস্পর্দ্ধয়া (পরস্পরাভিভবেচ্ছয়া নিমিত্তভূতয়া) সুহৃদ্বিনষ্টিং (কৌরবাণাং বিনাশং) শুশ্রাব (অশৃণোৎ)। অথ (অনন্তরং) অনুশোচন্ (শোকং কুর্ব্বন্) সরস্বতীং প্রত্যক্ (সরস্বত্যা নদ্যা উদ্গমাভিমুখং) তুষ্ণীং (নিঃশব্দং যথা স্যাৎ তথা) ইয়ায় (গতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিদুর তথায় উপস্থিত হইয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে, বংশসংঘর্ষণোৎপন্ন-বহ্নিদ্বারা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, সেইরূপ পরস্পরের বিরোধানলে সমস্ত স্বজনবর্গ বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পশ্চিমবাহিনী স্বরস্বতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রভাসে সুহৃদাং কৌরবাণাং বিনাশং, দুর্য্যোধনাদিষু সৌহার্দ্দাভাবাদনতিবিলম্ব এবোদ্ধবমিলনাচ্চ সুহৃদাং যাদবানামিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। বনং যথা দগ্ধং ভবতীত্যন্বয়ঃ। প্রত্যক্ প্রতীচীং পশ্চিমবাহিনীমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই প্রভাসতীর্থে

বিদুর 'সুহৃদ্বিনষ্টিং'—সুহৃৎ অর্থাৎ কৌরবগণের বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অথবা কেহ কেহ বলেন—বিদুরের দুর্য্যোধনাদির প্রতি সৌহার্দ্দ্যের অভাববশতঃ এবং অনতিবিলম্বেই উদ্ধবের সহিত মিলন-হেতু এখানে সুহৃদ্‌গণের বলিতে যাদবগণের বিনাশের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। 'বনং যথা'—বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন অগ্নির দ্বারা যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, (সেইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধাহেতু কুরু-পাণ্ডবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বিদুর শ্রবণ করিলেন।) 'প্রত্যক্'—পশ্চিমদিকে, পশ্চিম-বাহিনী সরস্বতীর অভিমুখে অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীর ধরিয়া উহার উদ্ভবস্থানাভিমুখে গমন করিলেন॥ ২১॥

মধ্ব—সুহৃদ্বিনষ্টিং যদুকুলবিনষ্টিমেষ্যাম্।
বিদুরস্তু প্রভাসস্থঃ শাপং সংক্ষেপতোঽশৃণোৎ।
যদূনাং বিস্তরাৎ পশ্চাদুদ্ধবাদ্যমুনামনু॥
ইতি স্কান্দে। ভারতবিরোধাচ্চান্যথা॥ ২১॥

———

তস্যাং ত্রিতস্যোশনসো মনোশ্চ
পৃথোরথাগ্নেরসিতস্য বায়োঃ।
তীর্থং সুদাসস্য গবাং গুহস্য
যচ্ছ্রাদ্ধদেবস্য স আসিষেবে॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—সঃ তস্যাং (সরস্বত্যাং) ত্রিতস্য, উশ-নসঃ, মনোঃ, চ পৃথোঃ, অথ (অপি চ) অগ্নেঃ, অসিতস্য, বায়োঃ, সুদাসস্য, গবাং, গুহস্য, শ্রাদ্ধদেবস্য (চ) যৎ তীর্থং (পুণ্যক্ষেত্রম্ অস্তি তৎসর্ব্বং) আসিষেবে (আসেবিতবান্)॥ ২২॥

অনুবাদ—বিদুর সরস্বতীতীরবর্ত্তী ত্রিত, উশনাঃ, মনু, পৃথু, অগ্নি, অসিত, বায়ু, সুদাস, গো, গুহ ও শ্রাদ্ধদেব নামক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের স্নান দান প্রভৃতি যথাবিধি সেবা করিলেন॥ ২২॥

বিশ্বনাথ—ত্রিতস্যেতি ত্রিততীর্থমিত্যাদি-নাম্না যদ্‌যৎ প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিতস্য'—ত্রিত-তীর্থ ইত্যাদি নামে যে যে প্রসিদ্ধ (সরস্বতীর তীরবর্ত্তী তীর্থ, তাহাদের স্নান ও দানাদির দ্বারা বিদুর সেবা করি-লেন)॥ ২২॥

———

অন্যানি চেহ দ্বিজদেবদেবৈঃ
কৃতানি নানায়তনানি বিষ্ণোঃ।
প্রত্যঙ্গমুখ্যাঙ্কিতমন্দিরাণি
যদ্দর্শনাৎ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজদেবদেবৈঃ (ঋষিভিঃ দেবৈশ্চ) কৃতানি (নির্ম্মিতানি) অন্যানি বিষ্ণোঃ প্রত্যঙ্গমুখ্যা-ঙ্কিতমন্দিরাণি (অঙ্গমঙ্গং প্রতিবর্ত্তন্তে ইতি প্রত্যঙ্গানি আয়ুধানি তেষু মুখ্যং প্রধানং চক্রং তেন অঙ্কিতানি চিহ্নিতানি মন্দিরাণি যেষু তানি) নানায়তনানি (নানাবিধানি বিষ্ণোঃ আয়তনানি ক্ষেত্রাণি তীর্থানি চ আসিষেবে) যদ্দর্শনাৎ (যেষাং চক্রাঙ্কিত-মন্দিরবতাম্ অবলোকনেন) কৃষ্ণম্ অনুস্মরন্তি (শ্রীকৃষ্ণস্মরণং ভবতি)॥ ২৩॥

অনুবাদ—এতদ্ব্যতীত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট ভগবানের অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্র বা তীর্থসমূহ এবং যে সকলের দর্শনফলে ভগবান্ বিষ্ণু স্মৃতিপথে উদিত হন, তাদৃশ চক্রাদির দ্বারা চিহ্নিত বিষ্ণুমন্দিরাদির সেবা করিলেন॥ ২৩।

বিশ্বনাথ—দ্বিজদেবৈর্ঋষিভির্দেবৈশ্চ অঙ্গমঙ্গং প্রতি বর্ত্তন্ত ইতি প্রত্যঙ্গান্যায়ুধানি তেষু মুখ্যং চক্রং তেনাঙ্কিতানি মন্দিরাণি যেষু তানি॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজদেব-দেবৈঃ'—দ্বিজদেব অর্থাৎ ঋষিগণ এবং দেবতাগণের দ্বারা (নির্ম্মিত বিষ্ণু-মন্দিরগুলির)। 'প্রত্যঙ্গ-মুখ্যাঙ্কিত-মন্দিরাণি' —শ্রীভগবানের প্রতি অঙ্গে অবস্থিত অস্ত্র-সকলের মধ্যে মুখ্য যে চক্র, তাহার দ্বারা চিহ্নিত (অর্থাৎ শিখরদেশে চক্রচিহ্নের দ্বারা যুক্ত) মন্দিরগুলির (বিদুর সেবা করিলেন, যে মন্দিরগুলির দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণ হইয়া থাকে।)॥ ২৩॥

মধ্ব—প্রত্যঙ্কমুখ্যো বিষ্ণুঃ। ব্রহ্মা প্রত্যঙ্কবান্ বিষ্ণুঃসম্যগ্‌লক্ষণবত্তমঃ। ইতি তন্ত্রমালায়াম্॥২৩॥

———

ততস্ত্বতিব্রজ্য সুরাষ্ট্রমৃদ্ধং
সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলাংশ্চ।
কালেন যাবদ্ যমুনামুপেত্য
তত্রোদ্ধবং ভাগবতং দদর্শ॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং)

সুরাষ্ট্রং সৌবীরমৎস্যান্ কুরুজাঙ্গলান্ চ (তত্তন্নামকান্ প্রসিদ্ধপ্রদেশান্ অপি) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) কালেন (কালক্রমেণ) যাবৎ (যদৈব) যমুনামুপেত্য (যমুনাসমীপং সমাগতঃ তাবৎ) তত্র ভাগবতং (পরম বৈষ্ণবম্) উদ্ধবং দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তিনি সমৃদ্ধিশালী সুরাষ্ট্রপ্রদেশ এবং সৌবীর, মৎস্য ও কুরজাঙ্গলাদি দেশসমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক যখন যমুনাকূলে উপনীত হইলেন, তখন তথায় ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাবদিতি বাক্যালঙ্কারে সম্ভ্রমে বা ॥২৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবৎ'—তখন, (সুরাষ্ট্র, সৌবীর প্রভৃতি নানাদেশ অতিক্রম করিয়া যখন বিদুর যমুনাতীরে উপনীত হইলেন, তথায় তৎকালে পরমভাগবত উদ্ধবের দর্শন লাভ করিলেন)। 'তাবৎ'—শব্দ এখানে বাক্যালঙ্কারে, অথবা সম্ভ্রমে (ত্বরা অর্থে) ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং
বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং প্রতীতম্ ।
আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং
স্বানামপৃচ্ছদ্ভগবৎপ্রজানাম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বিদুরঃ) বাসুদেবানুচরং (ভগবৎ পার্ষদং) প্রশান্তং (শমদমাদিগুণযুক্তং) বৃহস্পতেঃ (দেবগুরোঃ) প্রাক্তনয়ং (নীতিশাস্ত্রে পূর্ব্বশিষ্যং, প্রাপ্তনয়মিতি পাঠে প্রাপ্তো নয়ো নীতিশাস্ত্রং যেন তং) প্রতীতং (প্রখ্যাতং তম্ উদ্ধবং) প্রণয়েন (প্রেম্না) গাঢ়ম্ আলিঙ্গ্য ভগবৎ-প্রজানাং (শ্রীকৃষ্ণস্য পোষ্যাণাং) স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) ভদ্রং মঙ্গলম্) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিদুর শ্রীকৃষ্ণের অনুচর, প্রশান্তমূর্ত্তি, নীতিকুশল বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য, প্রথিতনামা উদ্ধবকে দর্শন করিয়াই পুলকিত হইলেন এবং অতি স্নেহসহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত নিজ জ্ঞাতিগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—প্রাক্তনয়ং পূর্ব্বশিষ্যং নীতিশাস্ত্রে প্রাপ্তনয়মিতি বা পাঠঃ। প্রতীতং খ্যাতং অত্র বিদুরকর্ত্তৃকালিঙ্গনেঽপি উদ্ধবস্য নমস্কারাভাবঃ প্রেমমূর্চ্ছয়ৈব জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাক্তনয়ং'—বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য উদ্ধবকে। 'প্রাপ্তনয়ং'—এই পাঠে, নীতিশাস্ত্রে যিনি জ্ঞানসম্পন্ন। 'প্রতীতং'—অর্থ বিখ্যাত, (বৃহস্পতির শিষ্য অথবা নীতিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত উদ্ধবকে বিদুর আলিঙ্গন করিলেন।) এখানে বিদুর আলিঙ্গন করিলেও উদ্ধবের নমস্কারের অভাব, প্রেমে মূর্চ্ছাবশতঃই জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

কচ্চিৎ পুরাণৌ পুরুষৌ স্বনাভ্যঃ
পাদ্মানুবৃত্ত্যেহ কিলাবতীর্ণৌ ।
আসাত উর্ব্ব্যাঃ কুশলং বিধায়
কৃতক্ষণৌ কুশলং শূরগেহে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বনাভ্যপাদ্মানুবৃত্ত্যা (স্বনাভৌ ভবঃ স্বনাভ্যঃ পাদ্মঃ পদ্মযোনিঃ ব্রহ্মা তস্য অনুবৃত্ত্যা প্রার্থনয়া) ইহ কিল অবতীর্ণৌ উর্ব্ব্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) কুশলং (দুষ্টদমনেন ক্ষেমং) বিধায় (কৃত্বা) কৃতক্ষণৌ (দত্তাবসরৌ সর্ব্বেষাং কৃতোৎসবৌ বা) পুরাণৌ (আদী) পুরুষৌ (তৌ রামকৃষ্ণৌ) শূরগেহে (শূরসেনালয়ে) কুশলং (যথা স্যাৎ তথা) আসাতে কচ্চিৎ (বর্ত্তেতে কিম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—হে উদ্ধব! নিজ নাভিপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যে সনাতন পুরুষদ্বয় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় রামকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিয়া এক্ষণে বসুদেবগৃহে স্বচ্ছন্দে আছেন ত'? ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবৎপ্রকটস্থিত্যৈব তৎপ্রজানাং ভদ্রমিতি ভগবৎসুখস্থিতিং পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি প্রশ্নে স্বনাভৌ ভবঃ স্বনাভ্যঃ পাদ্মো ব্রহ্মা কৃতক্ষণৌ কৃতোৎসবৌ তয়োর্নিত্যকুশলিনোরপি কুশলপ্রশ্নঃ প্রেম্নৈব জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের প্রকটস্থিতির দ্বারাই তাঁহার প্রজাবৃন্দের মঙ্গল, এই নিমিত্ত ভগবানের সুখে অবস্থানবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। 'কচ্চিৎ'

—শব্দ প্রশ্নার্থক। 'স্বনাভ্য-পাদ্মানুবৃত্ত্যা'—নিজের নাভিতে উৎপন্ন পদ্মযোনি ব্রহ্মার অনুবৃত্তির (প্রার্থনার) দ্বারা। 'কৃতক্ষণৌ'—সকলের আনন্দপ্রদায়ক শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুইজন। নিত্য মঙ্গলস্বরূপ তাঁহাদেরও কুশলবিষয়ে প্রশ্ন, ইহা বিদুরের প্রীতিবশতঃই জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—পদ্মো ব্রহ্মা সমুদ্দিষ্টঃ পদ্মা শ্রীরপি চোচ্যতে। ইতি ব্রাহ্মে।

লোকানাং সুখকর্ত্তৃত্বমপেক্ষ্য কুশলং বিভোঃ।
পৃচ্ছ্যতে সততানন্দাৎ কথং তস্যৈব পৃচ্ছ্যতে ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ২৬ ॥

কচ্চিৎ কুরূণাং পরমঃ সুহৃন্নো
ভামঃ স আস্তে সুখমঙ্গ শৌরিঃ।
যো বৈ স্বসৃণাং পিতৃবদ্দদাতি
বরান্ বদান্যো বরতর্পণেন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে অঙ্গ), কুরূণাং পরমঃ সুহৃৎ (বন্ধুঃ) নঃ (অস্মাকং) ভামঃ (পূজ্যঃ যদ্বা ভগিনীভর্ত্তা) সঃ শৌরিঃ (বসুদেবঃ) সুখম্ আস্তে কচ্চিৎ (কুশলী বর্ত্ততে কিম্ ?) যঃ বৈঃ বদান্যঃ (অত্যুদারঃ) স্বসৃণাং (ভগিনীনাং) বরতর্পণেন (বরাণাং পতীনাং সন্তোষণেন সহ) পিতৃবৎ (পিতা ইব) বরান্ (অর্থান্) দদাতি (প্রযচ্ছতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে অঙ্গ, কুরুকুলের পরমহিতৈষী এবং সর্ব্বারাধ্য বসুদেব নিজ ভগ্নীদিগের প্রতি তাঁহাদের স্বামিদিগের সন্তোষ উৎপাদনার্থ পিতা অপেক্ষাও অধিক যত্ন ও অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ উদারচেতা বসুদেব এক্ষণে ভাল আছেন ত' ? ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভামো ভগিনীভর্ত্তা। বসুদেবভার্য্যায়াঃ পৌরব্যা বিদুরাদীনাং ভগিনীত্বাৎ শৌরির্বসুদেবঃ। স্বসৃণামিতি কুন্ত্যাঃ স্নেহাতিশয়ো ধ্বন্যতে, অন্যাসু স্বসৃষু তথাভাবাদৃষ্টেঃ। বরানভীপ্সিতানর্থান্ বরাণাং তৎপতীনাং তর্পণেন সন্তোষণেন সহ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভামঃ'—ভগিনীপতি বসুদেব। বসুদেবের ভার্য্যা পৌরবী, বিদুর প্রভৃতির ভগিনী বলিয়া বসুদেব বিদুরের ভগিনীপতি। শৌরি—বলিতে বসুদেব। 'স্বসৃণাং'—ভগিনীগণের, ইহার দ্বারা কুন্তীর প্রতি স্নেহাধিক্য ধ্বনিত হইতেছে, অন্যান্য ভগিনীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় নাই। যে বসুদেব ভগিনীগণকে পিতৃবৎ অভিলষিত অর্থদান এবং ভগিনীপতিকে সন্তোষদান করেন, সেই উদার বসুদেব সুখে আছেন ত ? ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—বরতর্পণেন ভর্ত্তৃতর্পণেন ॥ ২৭ ॥

কচ্চিদ্ বরূথাধিপতির্যদূনাং
প্রদ্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীরঃ।
যং রুক্মিণী ভগবতোঽভিলেভে
আরাধ্য বিপ্রান্ স্মরমাদিসর্গে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ, যদূনাং বরূথাধিপতিঃ (সেনানীঃ) বীরঃ প্রদ্যুম্নঃ সুখম্ আস্তে কচ্চিৎ (সুখী বর্ত্ততে কিং ?) আদিসর্গে (পূর্ব্বজন্মনি) যং স্মরং (কামং সন্তং) রুক্মিণী বিপ্রান্ (ব্রাহ্মণান্) আরাধ্য (সংসেব্য) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অভিলেভে (পুত্রত্বেন লব্ধবতী) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যদুগণের সেনানায়ক মহাবীর প্রদ্যুম্ন এক্ষণে কেমন আছেন ? ইনি পূর্ব্বজন্মে কামদেব ছিলেন ; রুক্মিণী বহুকাল ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই পুত্র লাভ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র প্রশ্নে তেনাতিবৈক্লব্যাৎ ক্রমো নানুসৃতঃ। বরূথাধিপতিঃ সেনানীঃ। আদিসর্গে পূর্ব্বজন্মনি স্মরং কন্দর্পমিতি কন্দর্পস্য দেবত্বাৎ প্রদ্যুম্নস্য নরত্বাৎ তথাভূতত্বে উৎকর্ষদ্যোতনা বস্তুতঃ সিদ্ধান্তে তু কন্দর্পস্তদ্বিভূতিবিশেষ এব। এবমগ্রেঽপি তদংশবিভূতয়োঽপি সর্ব্বত্র তল্লীলাকথাসু তাদাত্ম্যৈনৈবোচ্যন্তে। যথা দেবকী-বসুদেবাবপি পৃশ্নিসুতপসাবুক্তৌ স্বয়ং ভগবতৈব ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতীত্যাদিনা সর্ব্বত্র নরলীলতাপুষ্ট্যা চমৎকার এব কারণং জ্ঞেয়ম্। যথা তত্রৈব আরাধ্য বিপ্রানিতি জাম্ববতী ব্রতাদ্যেতি রুক্মিণী জাম্ববত্যাদীনাং ভগবৎস্বরূপশক্তীনামপি তত্তদর্থং তত্তৎসাধনমপি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিদুরের প্রশ্নে তাঁহার অতিশয় বৈক্লব্যবশতঃ কোন ক্রম রক্ষিত হয় নাই।

'বরূথাধিপতিঃ'—যদুকুলের সেনাপতি মহাবীর প্রদ্যুম্ন। যে প্রদ্যুম্ন পূর্ব্বজন্মে কন্দর্পদেব ছিলেন। কন্দর্প দেবতা এবং প্রদ্যুম্ন নর, এইভাবে কন্দর্পের উৎকর্ষ দ্যোতিত হইলেও বস্তুতঃ কিন্তু সিদ্ধান্তে কন্দর্প কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নের বিভূতি-বিশেষই। এইরূপ পরেও অংশ ও তাহার বিভূতিসকলের শ্রীভগবানের সেই সেই লীলাকথা বর্ণনায় তাদাত্ম্যরূপেই বলা হইয়াছে। যেমন দেবকী ও বসুদেবকেও পৃশ্নি ও সুতপার অংশ বলে স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন। শ্রীদশমে তৃতীয় অধ্যায়ে কংসের কারাগারে চতুর্ভুজরূপে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ বলিয়াছেন—"হে সতি! দেবকী, তুমিই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নি ছিলে এবং তখন এই বসুদেব, সুতপা নামক নিষ্পাপ প্রজাপতি ছিলেন।" এইরূপ সর্ব্বত্র নরলীলার পুষ্টিবিধানের নিমিত্ত চমৎকারিতাই একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। যেমন এখানেই উক্ত হইয়াছে—রুক্মিণীদেবী ব্রাহ্মণগণের আরাধনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই পুত্র (প্রদ্যুম্ন) লাভ করিয়াছেন। আবার জাম্ববতী ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা পূর্ব্বজন্মে ভগবতী অম্বিকার পুত্র কার্ত্তিকেয়কেই সাম্ব-রূপে লাভ করিয়াছেন। এখানে রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি হইলেও নরলীলার পরিপোষণের জন্য তাঁহাদের সেই সেই সাধনের কথা বলা হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—আধির্ম্মনো বরূথং চ আত্মা স্বমিতি চোচ্যতে। ইত্যভিধানে ॥ ২৮ ॥

কচ্চিৎ সুখং সাত্বতবৃষ্ণিভোজ-
দাশার্হকাণামধিপঃ স আস্তে।
যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো
নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ — সাত্বতবৃষ্ণিভোজদাশার্হকাণামধিপঃ (সাত্বতাদীনাং অধিপতিঃ) সঃ (উগ্রসেনঃ) সুখম্ (যথা স্যাৎ তথা) আস্তে কচ্চিৎ? নৃপাসনাশাং (রাজ্যাভিলাষং) পরিহৃত্য (ত্যক্ত্বা) দূরাৎ (প্রাণভয়েন দূরে স্থিতমিত্যর্থঃ) যম্ (উগ্রসেনং) শতপত্রনেত্রঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অভ্যষিঞ্চৎ (রাজ্যে অভিষিক্তবান্) ॥২৯॥

অনুবাদ—কংসাদি দুষ্টজনের নিগ্রহে রাজ্যাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি দূরদেশে অবস্থান করিতেছিলেন এবং যাঁহাকে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন সেই সাত্বতবৃষ্ণিভোজদাশার্হকগণের অধিপতি উগ্রসেন কুশলে আছেন ত'? ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অধিপঃ উগ্রসেনঃ যং উগ্রসেনং নৃপাসনাশাং রাজ্যাভিলাষং পরিহৃত্য প্রাণভয়েন দূরাৎ স্থিতমিত্যর্থঃ শতপত্রনেত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অধিপঃ'—সাত্বত-বৃষ্ণি-ভোজ-দশার্হদিগের অধিপতি উগ্রসেন (কুশলে আছেন ত?)। 'যং'—যে উগ্রসেন 'নৃপাসনাশাং'—রাজ্যের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে দূরদেশে অবস্থান করিতেছিলেন—এই অর্থ। 'শতপত্রনেত্রঃ'—পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২৯ ॥

কচ্চিদ্ধরেঃ সৌম্য সুতঃ সদৃক্ষ
আস্তেঽগ্রণী রথিনাং সাধু সাম্বঃ।
অসূত যং জাম্ববতী ব্রতাঢ্যা
দেবং গুহং যোঽম্বিকয়া ধৃতোঽগ্রে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য! হরেঃ সদৃক্ষঃ (সদৃশঃ) সুতঃ রথিনাং অগ্রণীঃ (সেনানীঃ) সাম্বঃ সাধু (কুশলম্) আস্তে কচ্চিৎ? যং অগ্রে (পূর্ব্বজন্মনি) অম্বিকয়া (ভবান্যা) ধৃতঃ (কার্ত্তিকেয়রূপেণ গর্ভে ধৃতঃ আসীৎ, অস্মিন্ জন্মনি) ব্রতাঢ্যা (নিয়মপরা) জাম্ববতী যং (তং) দেবং গুহং (কার্ত্তিকেয়ং) অসূত (সাম্বরূপেণ প্রসূতবতী) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য! শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তনয় রথিশ্রেষ্ঠ সাম্ব এক্ষণে কেমন আছেন? পূর্ব্বজন্মে যিনি অম্বিকার গর্ভে কার্ত্তিকেয়-নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্মে কৃষ্ণমহিষী জাম্ববতী অনেক ব্রতানুষ্ঠানের ফলে সেই কার্ত্তিকেয়কেই পুত্র সাম্বরূপে লাভ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—সদৃক্ষঃ সদৃশঃ গুহং কার্ত্তিকেয়ং অংশাংশিনোরৈক্যাৎ রুদ্রস্য ভগবদংশত্বাৎ তৎপুত্রস্য কার্ত্তিকেয়স্যাপি ভগবৎপুত্রাংশত্বং যুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, পরাবরেশো মহদংশযুক্ত ইত্যাদি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা অব-

তারকালে শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণপ্রবেশে সতি নারায়ণ এব বসুদেব গৃহেঽবতীর্ণ ইতি প্রতীতিরিব সাম্বে গুহ-প্রবেশাৎ প্রদ্যুম্নে কামপ্রবেশাৎ উদ্ধবাদিষ্বপি বস্বাদেঃ প্রবেশাৎ তথা তথোক্তির্নানুপপন্না ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সদৃক্ষঃ—সদৃশ, শ্রীকৃষ্ণের তুল্যরূপ (সাম্ব)। 'গুহং'—কাত্তিকেয়কে, পূর্ব্বে যাহাকে দেবী অম্বিকা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। অংশ ও অংশীর ঐক্যবশতঃ, রুদ্র ভগবানের অংশ বলিয়া, তাহার পুত্র কাত্তিকেয়েরও ভগবানের পুত্রাংশত্ব যুক্তিযুক্ত জানিতে হইবে। 'পরাবরেশো মহদংশযুক্তঃ' —অর্থাৎ পরাবরেশ সেই ভগবান্ যদিও অজ, তথাপি মহত্তত্ত্বের অংশে যুক্ত হইয়া, যেমন কাষ্ঠে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তাহার ন্যায় স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ মহাভূতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।—ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের যুক্তি অনুসারে, আবার অবতারকালে শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের প্রবেশ হইলে, নারায়ণই বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপ লোক-প্রতীতির ন্যায় সাম্বে কাত্তিকেয়ের প্রবেশ, প্রদ্যুম্নে কামদেবের প্রবেশ, উদ্ধব প্রভৃতিতে বসু প্রভৃতির প্রবেশ ঘটায় সেইরূপ উক্তি অযৌক্তিক নহে ॥ ৩০ ॥

ক্ষেমং স কচ্চিদ্‌যুযুধান আস্তে
যঃ ফাল্গুনাল্লব্ধধনূরহস্যঃ।
লেভেঽঞ্জসাঽধোক্ষজ-সেবয়ৈব
গতিং তদীয়াং যতিভির্দুরাপাম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (সাত্যকিঃ) ফাল্গুনাৎ (অর্জ্জুনাৎ) লব্ধধনুরহস্যঃ (লব্ধং ধনুষো রহস্যং যেন তথাভূতঃ সন্) অধোক্ষজসেবয়ৈব (শ্রীকৃষ্ণপরিচর্য্যয়ৈব) অঞ্জসা (অনায়াসেন) যতিভিঃ দুরাপাং (দুর্ল্লভাং) তদীয়াং (অধোক্ষজসম্বন্ধিনীং) গতিং (পদং) লেভে (প্রাপ্তবান্) সঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) ক্ষেমম্ (কুশলম্) আস্তে কচ্চিৎ ? ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যিনি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নিকট স-রহস্য ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যোগিগণেরও দুর্ল্লভ অধোক্ষজসম্বন্ধিনী গতি লাভ করিয়াছেন সেই সাত্যকি মঙ্গলে আছেন ত' ? ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ফাল্গুনাদর্জ্জুনাৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যযুধানঃ'—বলিতে সাত্যকি, যিনি 'ফাল্গুণাৎ' অর্থাৎ অর্জ্জুনের নিকট হইতে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিক্ষা করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

কচ্চিদ্‌বুধঃ স্বস্ত্যনমীব আস্তে
শ্বফল্কপুত্রো ভগবৎপ্রপন্নঃ।
যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশু-
ষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—বুধঃ (বিদ্বান্) ভগবৎপ্রপন্নঃ (ভগবন্তমনুসৃতঃ) শ্বফল্কপুত্রঃ (অক্রূরঃ) অনমীবঃ (নিষ্পাপঃ) স্বস্তি (ক্ষেমম্) আস্তে কৃচিৎ যঃ (পরমভাগবতঃ অক্রূরঃ) কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংশুষু (শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নিতেষু পথধূলিষু) প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ (প্রেম্না বিভিন্নং ধৈর্য্যং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) অচেষ্টত (ব্যলুঠৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ ও ভগবানে শরণাগত শ্বফল্ক-নন্দন অক্রূর কুশলে আছেন ত' ? তিনি শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ প্রেমযুক্ত যে, (কংসাদেশে কৃষ্ণকে ধনুর্যজ্ঞে আনয়নার্থ যখন ব্রজে গমন করেন, তখন—) নন্দ-রাজের নগরের প্রান্তভাগে শ্রীকৃষ্ণচরণের চিহ্নসকল ধূলায় অঙ্কিত নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমভরে গদগদ হইয়া নিজদেহকে সেই ধূলিতে লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ—অনমীবো নিষ্পাপঃ শ্বফল্কপুত্রোঽক্রূরঃ অচেষ্টত নন্দগ্রামপ্রবেশে ব্যলুঠৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনমীবঃ'—নিষ্পাপ, শ্বফল্ক-পুত্রঃ—শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর, যিনি নন্দগ্রাম-প্রবেশ-কালে শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত পথের ধূলির উপর, 'অচেষ্টত' অর্থাৎ লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

কচ্চিচ্ছিবং দেবকভোজপুত্র্যা
বিষ্ণুপ্রজায়া ইব দেবমাতুঃ।

যা বৈ স্বগর্ভেণ দধার দেবং
ত্রয়ী যথা যজ্ঞবিতানমর্থম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যা বৈ (দেবকী) ত্রয়ী (বেদাঃ) যজ্ঞবিতানং (যজ্ঞবিস্তাররূপং) অর্থং যথা (প্রকাশ-তয়া বিভর্ত্তি তথা) স্বগর্ভেণ দেবং (বাসুদেবং) দধার (ধৃতবতী) দেবমাতুঃ (অদিতেঃ) ইব বিষ্ণু-প্রজায়াঃ (বিষ্ণুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রজা পুত্রো যস্যাঃ তস্যাঃ) দেবকভোজপুত্র্যাঃ (দেবকনামা যঃ ভোজঃ তস্য পুত্র্যাঃ দেবক্যাঃ) শিবং (ক্ষেমন) কচ্চিৎ ? ॥৩৩॥

অনুবাদ—বেদত্রয় যেমন যজ্ঞবিস্তাররূপ অর্থকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ভোজকুলসম্ভূত দেবক-রাজের তনয়া কৃষ্ণজননী যে দেবকী দেবমাতা অদিতির ন্যায় নিজগর্ভে ভগবান্ বিষ্ণুকে ধারণ করিয়াছিলেন ; তিনি কুশলে আছেন ত' ? ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবকনামা যো ভোজস্তস্য পুত্র্যা দেবক্যাঃ বিষ্ণুঃ প্রজা অপত্যং যস্যাস্তস্যা দেবমাতুর-দিতেরিব ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবকভোজপুত্র্যাঃ'—দেবক নামক ভোজের পুত্রীর অর্থাৎ দেবকীর। 'বিষ্ণু-প্রজায়াঃ'—বিষ্ণু পুত্র যাঁহার, সেই দেবকীর, যিনি দেবমাতা অদিতির ন্যায়, (তিনি কুশলে আছেন ত ?) ॥ ৩৩ ॥

অপিস্বিদাস্তে ভগবান্ সুখং বো
যঃ সাত্বতাং কামদুঘোঽনিরুদ্ধঃ ।
যমামনন্তি স্ম হি শব্দযোনিং
মনোময়ং সত্ত্বতুরীয়তত্ত্বম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—যং (অনিরুদ্ধং) মনোময়ং (মনসঃ প্রবর্ত্তকং) শব্দযোনিং (শব্দস্য কারণং) সত্ত্বতুরীয়-তত্ত্বং (সত্ত্বস্য অন্তঃকরণস্য চতুর্ব্বিধস্য তুরীয়ং তত্ত্বং চতুর্থম্ অধিদেবম্) আমনন্তি স্ম হি (কীর্ত্তয়ন্তি এব) বঃ (যুষ্মাকং) সাত্বতাং (উপাসকানাং যাদবানাং বা) কামদুঘঃ (কামান্ দোগ্ধি পূরয়তি ইতি বাঞ্ছিতফলপ্রদঃ সঃ) ভগবান্ অনিরুদ্ধঃ সুখং আস্তে অপিস্বিৎ ? ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সাত্বত বৈষ্ণবগণের বাঞ্ছা-পূর্ণকারী ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন ত' ? মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই অন্তঃকরণচতুষ্টয়মধ্যে মনের প্রবর্ত্তক বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ভগবান্ অনিরুদ্ধকে তুরীয়-তত্ত্ব ও শব্দব্রহ্মের আকরস্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সাত্বতাং যাদববিশেষাণাং ভক্তানাং বা। শব্দযোনিং নিশ্বাসব্যঞ্জিতবেদবৃন্দং "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ" ইত্যাদি (বৃঃ ২।৪।১০) শ্রুতেঃ। মনো ময়তে ইতি মনো-ময়ং মনসঃ প্রবর্ত্তকং তথা সত্ত্বস্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য চতুর্ব্ব্যূহস্য তুরীয়ং চতুর্থং তত্ত্বং তদপ্যস্য বাণযুদ্ধাদৌ বন্ধনাদিকমচিন্ত্যাত্মেচ্ছাময়ী লীলৈব শ্রীরামচন্দ্রাদিবৎ। অত্রাস্য চতুর্ব্ব্যূহত্বে প্রমাণং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রপ্রশ্নে মার্কণ্ডেয়োত্তরং যথা—ভূয়ো ভূয়স্ত্বসৌ দৃষ্টো ময়া দেবো জগৎপতিঃ। কল্পক্ষয়ে ন বিজ্ঞাতঃ স ময়া মোহিতেন বৈ। কল্পক্ষয়ে ব্যতীতে তু তন্তু দেবং পিতামহাৎ। অনিরুদ্ধং বিজানামি পিতরং তে জগৎ-পতিমিতি। ভীষ্মপর্ব্বণি দুর্য্যোধনং প্রতি ভীষ্মশিক্ষায়াং শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারারম্ভে গন্ধমাদনমাগতস্য ব্রহ্মণস্তদা-বির্ভাবং মনসি পশ্যতস্তবানস্য তদিদং ব্রহ্মবচনম্। সৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণং দেবং স্বয়মাত্মানমাত্মনা। কৃষ্ণত্ব-মাত্মনাস্রাক্ষীঃ প্রদ্যুম্নং হ্যাত্মসম্ভবম্। প্রদ্যুম্নাচ্চানি-রুদ্ধন্তু যং বিদুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্। অনিরুদ্ধোঽসৃজন্মাং বৈ ব্রহ্মাণং লোকধারিণম্। বাসুদেবময়ঃ সোঽহং ত্বয়ৈ-বাস্মি বিনির্ম্মিত ইতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাত্বতানাং'—যাদববিশেষ-গণের, অথবা ভক্তগণের যিনি 'কামদুঘঃ'—কামনা-পূরক, (সেই অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন ত ?) 'শব্দ-যোনিং'—বেদ যাঁহাকে শব্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার নিঃশ্বাসে বেদসকল প্রকাশিত হয়। "এবং বা অরে অস্য"—ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহদা-রণ্যকে উক্ত হইয়াছে—যেমন আর্দ্র কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্জ্ব-লিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, তদ্রূপ, অয়ি মৈত্রেয়ি ! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব-বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা), উপনিষদ্‌সমূহ, শ্লোকসমূহ, সূত্রসমূহ, অনুব্যাখ্যান-সমূহ, ব্যাখ্যানসমূহ—এই সমস্তই সেই মহদ্ভূতের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনির্গত হইয়াছে। এই সকল ইঁহারই নিঃশ্বাস। 'মনোময়ং'—বলিতে মনের

প্রবর্ত্তক। সেইরূপ 'সত্ত্ব-তুরীয়-তত্ত্বম্'--শুদ্ধসত্ত্বরূপ চতুর্ব্ব্যূহের তুরীয় বলিতে চতুর্থ তত্ত্ব। (যিনি চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনঃ—এই চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণের মধ্যে মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।) তথাপি (উষার সহিত বিবাহকালে) বাণযুদ্ধাদিতে অনিরুদ্ধের যে বন্ধনাদি স্বীকার, উহা তাঁহার অচিন্ত্য স্বেচ্ছাময়ী লীলাই, যেমন শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট নাগপাশের বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

এখানে অনিরুদ্ধের চতুর্ব্ব্যূহত্বে প্রমাণ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বজ্রের প্রশ্নে মার্কণ্ডেয় মুনির উত্তরে দৃষ্ট হয়। যেমন—"আমি পুনঃ পুনঃ জগতের পালক সেই দেবকে দেখিয়াছি। কল্পক্ষয়ে আমি মোহিত হওয়ায় তাঁহাকে জানিতে পারি নাই। কিন্তু কল্পক্ষয় অতীত হইলে, তোমার পিতামহ (শ্রীকৃষ্ণ) হইতে উদ্ভূত, জগতের পতি তোমার (বজ্রের) পিতা অনিরুদ্ধ:ক আমি জানিয়াছি।" শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মদেবের শিক্ষা-প্রসঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারারম্ভে গন্ধমাদনপর্ব্বতে আগত ব্রহ্মা মনে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি স্বয়ং নিজের দ্বারা নিজ-স্বরূপ সঙ্কর্ষণদেবকে সৃষ্টি করিয়া, নিজেই আত্মসম্ভব প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি করিয়াছ। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব, যাঁহাকে অব্যয় বিষ্ণু বলিয়া সকলে জানেন। অনিরুদ্ধ লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করেন। সেই আমি বাসুদেবময়, তোমার দ্বারাই বিনির্ম্মিত হইয়াছি।।" ৩৪।।

বিবৃতি—এই শ্লোকে অনিরুদ্ধতত্ত্বের কুশল-জিজ্ঞাসা। অনিরুদ্ধতত্ত্ব চতুর্ব্ব্যূহের অন্যতম, সুতরাং তুরীয় তত্ত্ব। পুরুষাবতারত্রয়ের মূল ব্যূহচতুষ্টয়কে 'তুরীয় তত্ত্ব' কহে; উহা বাসুদেবময়। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; সে জন্য অনিরুদ্ধ মনোময় চতুর্থ তত্ত্ব। এই মনোময় তত্ত্বস্বরূপ অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি। বেদ বলিয়াছেন, মন পূর্ব্বরূপ, শব্দ বা বাক্য উত্তররূপ। মহাভারত-ভীষ্মপর্ব্বে অনিরুদ্ধ বিরিঞ্চির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত আছেন। অনিরুদ্ধ হইতেই সাত্বত বৈষ্ণবগণ কামসকলের সফলতা লাভ করেন। ব্যষ্টি-বিষ্ণু অনিরুদ্ধই বেদযোনি—তাঁহার নিশ্বাস হইতেই শব্দ বা বেদশাস্ত্র উদগত হইয়াছে ।। ৩৪।।

অপিস্বিদন্যে চ নিজাত্মদৈব-
মনন্যবৃত্ত্যা সমনুব্রতা যে।
হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণ-
গদাদয়ঃ স্বস্তি চরন্তি সৌম্য ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, হৃদীকসত্যাত্মজচারুদেষ্ণ-গদাদয়ঃ (হৃদীকশ্চ সত্যাত্মজঃ সত্যভামায়াঃ পুত্রশ্চ চারুদেষ্ণশ্চ গদশ্চ আদিঃ যেষাং তে অপি অন্যে চ যে) নিজাত্মদৈবং (নিজস্য দেহাদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনং দেবং শ্রীকৃষ্ণং) অনন্যবৃত্ত্যা (একান্তভাবেন) সমনুব্রতাঃ (সম্যগনুসৃতাঃ তে) স্বস্তি চরন্তি অপিস্বিৎ (কুশলং বর্ত্তন্তে কিম)? ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—হে সৌম্য, এতদ্ব্যতীত যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় দেহের অন্তরাত্মরূপে জানিয়া চিরকাল তাঁহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ হৃদীক, সত্যভামার পুত্র, চারুদেষ্ণ ও গদ প্রভৃতি কৃষ্ণানুচরগণ সুখে বিচরণ করিতেছেন ত'? ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—নিজস্যাত্মনো দৈবং মূর্ত্তং ভাগ্যমিব শ্রীকৃষ্ণং সম্যগনুব্রতা অনুসৃতাঃ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিজাত্মদৈবং'—নিজের মূর্ত্তিমান্ ভাগ্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে একান্তভাবে যাঁহারা অনুসরণ করিয়া থাকেন, (তাঁহাদের কুশল ত?) ।। ৩৫ ।।

অপি স্বদোর্ভ্যাং বিজয়াচ্যুতাভ্যাং
ধর্ম্মেণ ধর্ম্মঃ পরিপাতি সেতুম্।
দুর্য্যোধনোঽতপ্যত যৎসভায়াং
সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিজয়ানুবৃত্ত্যা ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—যৎসভায়াং (যস্য যুধিষ্টিরস্য সভায়াং) বিজয়ানুবৃত্ত্যা (জয়পরম্পরয়া, যদ্বা, অর্জ্জুনস্য সেবয়া) সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা (রাজশ্রিয়া) দুর্য্যোধনঃ অতপ্যত (জিগীষয়া সন্তাপিতো বভূব, সঃ) ধর্ম্মঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) স্বদোর্ভ্যাং (স্ববাহুবদ্বর্ত্তমানাভ্যাং)

বিজয়াচ্যুতাভ্যাং (অর্জ্জুন-শ্রীকৃষ্ণাভ্যাং সহ) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মমার্গেণ) সেতুং (ধর্ম্মমর্য্যাদাং) পরিপাতি অপি (প্রতিপালয়তি কিম্ ? ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য-শ্রী ও জয় এত অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মহাভিমানী দুর্য্যোধনও একবার তথায় গিয়া আপনাকে হতমান-বোধে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই রাজা যুধিষ্ঠির নিজবাহুদ্বয়ের সদৃশ কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অদ্যাবধি ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন ত' ? ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—ইদানীং কুরূন্ পৃচ্ছতি ষড়্‌ভিঃ। দোস্তুল্যাভ্যামর্জ্জুনকৃষ্ণাভ্যাং ধর্ম্মো যুধিষ্ঠিরঃ সেতুং ধর্ম্মমর্য্যাদাং সাম্রাজ্যং সম্পত্ত্যা কীদৃশ্যা বিজয়স্য সর্ব্বোৎকর্ষস্য অনুবৃত্তির্যস্যাং তয়া ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে কুরুগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ছয়টি শ্লোকে। নিজের বাহু-যুগলতুল্য অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের দ্বারা 'ধর্ম্মঃ' অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, 'সেতুং' ধর্ম্ম-মর্য্যাদা সর্ব্বোৎকর্ষ জয়-পরম্পরালব্ধ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীর দ্বারা (রক্ষা করিতেছেন ত ?) ।। ৩৬ ।।

কিং বা কৃতাঘেষ্বমত্যমর্ষী
ভীমোঽহিবদ্দীর্ঘতমং ব্যমুঞ্চৎ।
যস্যাঙ্ঘ্রিপাতং রণভূর্ন সেহে
মার্গং গদায়াশ্চরতো বিচিত্রম্ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—গদায়াঃ বিচিত্রং (বিবিধং) মার্গং চরতঃ যস্য (ভীমস্য) অঙ্ঘ্রিপাতং (পদাঘাতং) রণভূঃ (রণভূমিঃ) ন সেহে (সোঢ়ুং ন শক্নোতি, সঃ) অহিবৎ (সর্পসদৃশঃ) অত্যমর্ষী (অতীব-ক্রোধশীলঃ) ভীমঃ কৃতাঘেষু (কৃপাপরাধেষু কুরুষু) দীর্ঘতমং (বহুকালানুচিন্তিতং) অঘং (স্বকর্ত্তৃকং ক্রোধং) ব্যমুঞ্চৎ কিং (ন) বা ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গদাঘূর্ণনের সহিত বিচিত্র মার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহার পদাঘাত রণভূমি সহ্য করিতে পারে নাই, সেই সর্পসদৃশ অতীব ক্রোধপরায়ণ ভীম কি কৃতাপরাধ কুরুদিগের প্রতি দীর্ঘকালানুচিন্তিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন ? ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—কৃতাঘেষু কুরুষু স্বকর্ত্তৃকমঘং বিষমিব বধহেতুং দীর্ঘতমং বহুকালানুচিন্তিতং কিং ব্যমুঞ্চৎ নো বা ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাঘেষু'—অপরাধকারী কুরুগণের প্রতি, ভীমসেন 'অঘং'—বিষের মত বিনাশের কারণ নিজের ক্রোধ, যাহা 'দীর্ঘতমং'—বহুকাল ধরিয়া অনুচিন্তিত, (সেই ক্রোধ) 'ব্যমুঞ্চৎ'—ত্যাগ করিয়াছেন কি ? অথবা ত্যাগ করেন নাই ? ।।৩৭।।

মধ্ব—অঘং ব্যমুঞ্চৎ পুনরপরাধবুদ্ধিং হিত্বা আস্তে ।। ৩৭ ।।

কচ্চিদ্‌যশোধা রথযূথপানাং
গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে।
অলক্ষিতো যচ্ছরকূটগূঢ়ো
মায়াকিরাতো গিরিশস্তুতোষ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—যচ্ছরকূটগূঢ়ঃ (যস্য অর্জ্জুনস্য শর-কূটেন গূঢ়ঃ আচ্ছন্নঃ) অলক্ষিতঃ (প্রচ্ছন্নঃ) মায়া-কিরাতঃ (কপট-কিরাতবেশধারী) গিরিশঃ (শিবঃ) তুতোষ (যুদ্ধ-নৈপুণ্যেন সন্তুষ্টো বভূব, সঃ) রথ-যূথপানাং (রথিশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে) যশোধা (কীর্ত্তিধারী, যদ্বা, স্বীয়ানাং তেষাং কীর্ত্তিপ্রদঃ) গাণ্ডীবধন্বা (অর্জ্জুনঃ) উপরতারিঃ (উপরতাঃ অরয়ো যস্মাৎ সঃ) আস্তে কচ্চিৎ (শত্রুণামভাবাৎ সুখী বর্ত্ততে কিং ?) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—যে অর্জ্জুনের বাণজালে আচ্ছন্ন হইয়াও প্রচ্ছন্ন, কপট কিরাত-বেশধারী শিব (অর্জ্জুনের) যুদ্ধ-নৈপুণ্যে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহারথিগণের মধ্যে কীর্ত্তিমান্ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন শত্রুবিনাশপূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিতেছেন ত' ? ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—রথযূথপানাং মধ্যে যশোধাঃ কীর্ত্তি-ধারী উপরতারির্বিনষ্টশত্রুঃ সন্নাস্তে যচ্ছরসমূহেন গূঢ়ঃ আচ্ছন্নঃ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রথযূথপানাং'—রথযূথপতি-গণের মধ্যে 'যশোধাঃ'—কীর্ত্তিশালী অর্জ্জুন 'উপর-তারিঃ'—শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া অবস্থান করিতে-ছেন ত ? 'যচ্ছরকূটগূঢ়ঃ'—যাঁহার শরসমূহে আচ্ছন্ন

হইয়া (মায়া-দ্বারা কিরাতবেশী মহাদেব প্রচ্ছন্নরূপে থাকিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন) ।। ৩৮ ।।

যমাবুতস্বিৎ তনয়ৌ পৃথায়াঃ
পার্থৈর্বৃতৌ পক্ষ্মাভিরক্ষিণীব ।
রেমাত উদ্দায় মৃধে স্বরিক্থং
পরাৎ সুপর্ণাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—উত স্বিৎ (কিং স্বিৎ) পৃথায়াঃ যমৌ (যুগ্মকৌ) তনয়ৌ (নকুলসহদেবৌ) পক্ষ্মভিঃ (নেত্রলোমভিঃ) অক্ষিণীব (চক্ষুষী ইব) পার্থৈঃ (পৃথাতনয়ৈঃ অর্জ্জুনাদিভিঃ) বৃতৌ (আবৃতৌ সন্তৌ) মৃধে (যুদ্ধে) পরাৎ (দুর্য্যোধনাৎ) স্বরিক্থং (স্বরাজ্যং) উদ্দায় (আদায়) বজ্রিবক্ত্রাৎ (ইন্দ্রস্য মুখাৎ) সুপর্ণৌ ইব (অমৃতমাহরন্তৌ গরুড়ৌ ইব) রেমাতে (ক্রীড়িতবন্তৌ ?) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে উদ্ধব ! নকুল ও সহদেব মাদ্রীর যমজপুত্র হইয়াও নেত্রদ্বয় যেমন পক্ষ্মদ্বারা পরিবৃত হয়, সেইরূপ পৃথাতনয় অর্জ্জুনাদির দ্বারা পরিবৃত হওয়াতে পৃথার পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। গরুড় যেমন ইন্দ্রের মুখ হইতে অমৃত আহরণ করেন, সেইরূপ তাঁহারা যুদ্ধে দুর্য্যোধনের নিকট হইতে স্বরাজ্য গ্রহণ করিয়া আমোদ করিতেছেন ত' ? ।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—যমৌ নকুলসহদেবৌ মাদ্র্যাঃ সুতাবপি পৃথায়া এব তনয়ৌ পক্ষ্মভীরক্ষিতে অক্ষিণী ইব পার্থৈর্বৃতৌ অক্ষিণীবেতি মণীবাদিঃ । পরাৎ শত্রোর্দুর্য্যোধনাৎ সকাশাৎ মৃধে যুদ্ধে স্বরিক্থং রাজ্যং উদ্দায় আচ্ছিদ্য রেমাতে । কস্মাৎ কিমাচ্ছিদ্য কাবিব বজ্রিবক্ত্রাৎ ইন্দ্রস্য মুখাৎ রিক্থমমৃতমাচ্ছিদ্য দ্বৌ সুপর্ণাবিব উদ্দায়েত্যস্য কর্ত্তার এব পার্থা এব বা তথাহি পার্থৈর্বৃতৌ পাল্যমানৌ রেমাতে । কিং কৃত্বা বৃতৌ পরাৎ স্বরিক্থমাদায় কস্মাদিব বজ্রিণো বজ্রহস্তস্য মুখাদিব । সুপর্ণাবিবেত্যদ্ভূতোপমেয়ম্ ।।৩৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যমৌ'—যমজ নকুল ও সহদেব মাদ্রীর পুত্র হইলেও পৃথার (কুন্তীর) পুত্রদ্বয়রূপে পক্ষ্মের দ্বারা রক্ষিত নয়নযুগলের ন্যায় পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত ছিলেন। অক্ষিণী+ইব=অক্ষিণীব—ইহা মণী+ইব=মণীব—এইরূপ সন্ধি হইয়াছে। ['ঈদূদেতাং দ্বিবচনস্য মণীবাদি-বর্জ্জম্'—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ। এই সূত্র অনুসারে দ্বিবচনস্থানীয় ঈ, উ ও এ কারের পর অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকিলে সন্ধি হয় না। কিন্তু মণীব ইত্যাদিস্থলে সন্ধি হইবে। কাহারও মতে বিকল্পে সন্ধি হয়। অপরে—ইবার্থে বা শব্দ অথবা ব শব্দের দ্বারা মণীবোষ্ট্রস্য—ইত্যাদি স্থলে সন্ধি করিয়া থাকেন।]

'পরাৎ'—অর্থাৎ শত্রু দুর্য্যোধনের নিকট হইতে যুদ্ধে নিজেদের পৈতৃক রাজ্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া নকুল ও সহদেব সুখে আমোদ করিতেছেন ত ? কাহার নিকট হইতে, কি আহরণ করিয়া, কাহাদের মত ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বজ্রধারী ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে অমৃত আহরণ করিয়া, দুইজন গরুড়ের মত। 'উদ্দায়'—কাড়িয়া লইবার কর্ত্তা পার্থগণ সকলেই। তথাপি পৃথাপুত্রগণের দ্বারা পালিত হইয়া তাঁহারা দুইজন সুখে রহিয়াছেন ত ? কি করিয়া তাহাদিগকে আবৃত করিয়াছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—শত্রুর নিকট হইতে নিজেদের প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ করিয়া। কাহার নিকট হইতে ? তাহাতে বলিতেছেন—বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে। এখানে 'সুপর্ণৌ ইব'—গরুড়দ্বয়ের মত, ইহা অদ্ভুতোপমা ।। ৩৯ ।।

অহো পৃথাপি ধ্রিয়তেঽর্ভকার্থে
রাজর্ষিবর্য্যেণ বিনাপি তেন ।
যস্ত্বেকবীরোঽধিরথো বিজিগ্যে
ধনুর্দ্বিতীয়ঃ ককুভশ্চতস্রঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অহো ! যঃ একবীরঃ (অদ্বিতীয়ো বীরঃ) অধিরথঃ ধনুর্দ্বিতীয়ঃ (ধনুরেব দ্বিতীয়ং সহায়ঃ যস্য সঃ, পাণ্ডুঃ (একঃ এব) চতস্রঃ (সর্ব্বাঃ) ককুভঃ (দিশঃ) বিজিগ্যে (পরাজয়তে স্ম) পৃথা (কুন্তী) তেন রাজর্ষি-বর্য্যেণ (পাণ্ডুনা) বিনা অপি অর্ভকার্থে (পুত্রার্থে) ধ্রিয়তে (জীবতি) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং অধিরথ ধনুর্মাত্র সহায় করিয়া একাকীই চতুর্দ্দিকে জয় করিয়াছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর অভাবেও যে কুন্তীদেবী পুত্রাদির জন্য প্রাণ ধারণ করিয়াছেন

(তিনি এখন কেমন আছেন ?) ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অহো আশ্চর্য্যমত্র **কুশলপ্রশ্নে ময়া** পৃথাপি ধ্রিয়তে ইতি তস্যা অপি কুশলং ব্রূহীতি ভাবঃ। ননু কিমেবং ব্রূষে, তত্রাহ—রাজর্ষিবর্য্যেণ পাণ্ডুনা স্বপতিনা বিনাপি অর্ভকার্থে যুধিষ্ঠিরাদি-বালকপালনার্থমেব স্থিতা যদি যুধিষ্ঠিরাদয়োঽর্ভকা নাভবিষ্যংস্তদা সা অমরিষ্যদেবেতি ভাবঃ। যঃ পাণ্ডুরেকো নিঃসহায় এব বীরো ধনুরেব দ্বিতীয়ং যস্য সঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহো'—আশ্চর্য্যে। এই কুশল প্রশ্নে পৃথার কথাও আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, অতএব সেই পৃথারও কুশল বল—এই ভাব। যদি বলেন - কিজন্য এইরূপ বলিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—নিজ পতি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর অবর্ত্তমানে, তাঁহাকে ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি বালকগণের পালনের জন্যই তিনি জীবিতা ছিলেন, যদি যুধিষ্ঠিরাদি বালকগণ না হইত, তবে তিনি মৃত্যুই বরণ করিতেন—এই ভাব। 'যস্ত্বেকবীরঃ ধনুর্দ্বিতীয়ঃ'—যে বীর পাণ্ডু একাকী নিঃসহায় হইয়া ধনুকেই দ্বিতীয়রূপে গ্রহণ করিয়া (চতুর্দ্দিক জয় করিয়াছিলেন।) ॥ ৪০ ॥

সৌম্যানুশোচে তমধঃপতন্তং
ভ্রাত্রে পরেতায় বিদুদ্রুহে যঃ।
নির্য্যাপিতো যেন সুহৃৎ স্বপুর্য্যা
অহং স্বপুত্রান্ সমনুব্রতেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য ! যঃ পরতায় (মৃতায়) ভ্রাত্রে (পাণ্ডবে) বিদুদ্রুহে (তৎপুত্রদ্রোহেণ দ্রোহং কৃতবান্) যেন (দুর্ব্বুদ্ধিনা) স্বপুত্রান্ (দুর্য্যোধনাদীন্) সমনুব্রতেন (অনুবর্ত্তিনা) স্বপুর্য্যাঃ (নিজভবনাৎ) সুহৃৎ (হিতকারী ভ্রাতা) অহং নির্য্যাপিতঃ (নির্ব্বাসিতঃ) অধঃপতন্তং (নিরয়গামিনং) তং (ধৃতরাষ্ট্রং) অনুশোচে (তদর্থং শোচামি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য ! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর অনাথ সন্তানদিগের প্রতি বিদ্রোহ আচরণপূর্ব্বক ভ্রাতার দ্রোহ করিতেছেন, যে দুর্ব্বদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনাদির অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ ভবন হইতে আমার ন্যায় হিতকারী ভ্রাতাকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, সেই নরকে পতনশীল ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ধৃতরাষ্ট্রস্যান্ধস্য তু কুশলং নৈব পৃচ্ছামি কিন্তু তমধঃপতন্তমনুশোচে—হে সৌম্য উদ্ধব ! যঃ পরেতায় মৃতায়াপি ভ্রাত্রে তৎপুত্রদ্রোহেণ বিদুদ্রুহে দ্রোহং কৃতবান্ মহ্যমপরস্মৈ ভ্রাত্রে জীবতেঽপি বিদুদ্রুহে ইত্যাহ—নির্য্যাপিত ইতি সুহৃত্তস্য হিতকার্য্যপি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ (চক্ষুতে এবং পুত্রের প্রতি মোহেও অন্ধ), তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি না, কিন্তু অধঃপতিত তাঁহার জন্য অনুশোচনা করি। হে সৌম্য উদ্ধব ! যে ধৃতরাষ্ট্র মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর প্রতি ও তাঁহার পুত্রগণের প্রতি দ্রোহ আচরণের দ্বারা বিদ্বেষ করিয়াছেন, আর, অপর ভ্রাতা আমার প্রতি জীবিতকালেই দ্রোহ করিতেছেন—ইহা বলিতেছেন—'নির্য্যাপিতঃ'—তাঁহার হিতকারী সুহৃৎ, আমাকেও তিনি নির্ব্বাসিত করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

সোঽহং হরের্ম্মর্ত্ত্যবিড়ম্বনেন
দৃশো নৃণাং চালয়তো বিধাতুঃ।
নান্যোপলক্ষ্যঃ পদবীং প্রসাদা-
চ্চরামি পশ্যন্ গতবিস্ময়োঽত্র ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহং মর্ত্ত্যবিড়ম্বনেন (মনুষ্যলীলানুকরণেন) নৃণাং (মানবানাং) দৃশঃ (বুদ্ধিবৃত্তীঃ) চালয়তঃ (ভ্রাময়তঃ) বিধাতুঃ হরেঃ প্রসাদাৎ (তস্য) পদবীং (মাহাত্ম্যং) পশ্যন্ গতবিস্ময়ঃ (বিগতসন্দেহঃ) নান্যোপলক্ষ্যঃ (গূঢ়ঃ সন্) অত্র (ভূতলে) চরামি (সুখং বিচরামি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—(হে উদ্ধব ! তাঁহার ঐরূপ দুশ্চেষ্টা জানিয়া সত্য সত্যই যে আমি আন্তরিক দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে।) ভগবান্ মনুষ্যলীলানুকরণে মানবগণের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ বিভ্রান্ত করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমি সেই শ্রীহরির প্রসাদে তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বিগত-সন্দেহ হইয়াছি এবং এই ভূমণ্ডলে অপরের অলক্ষিতভাবে সুখে বিচরণ করিতেছি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ময়ি তস্য দ্রোহো ন মমাপকারকোঽভূৎ প্রত্যুত পরমোপকারক এবাভূদিত্যাহ—সোঽহমিতি। মর্ত্ত্যানাং ধৃতরাষ্ট্রাদীনাং স্বপ্রসাদালম্ভনাদ্বিড়ম্বনেন বঞ্চনেন নৃণাং তৎসদৃশানামন্যেষামপি প্রাকৃতানাং দৃশোর্বুদ্ধিবৃত্তীশ্চালয়তো ভ্রময়তঃ হরেঃ প্রসাদাৎ তৎপদবীং তস্য চরণবিন্যাসবর্ত্ম চরণৌ চ পশ্যন্ ভক্তবৎসলস্য ভগবতঃ কিয়দেতদাশ্চর্য্যমিতি গতবিস্ময়ঃ ক্বাপ্যেতদ্রহস্যানুদ্ঘাটনাদনন্যোপলক্ষ্যঃ সন্ অত্র তীর্থেষ্বেব চরামি। অত্র দুর্য্যোধননিঃসারিতস্য খেদসমুদ্রে নিমজ্জিতো বিদুরস্য প্রত্যক্ষীভূয় ভগবতা তস্মিন্নেব কালে এবমুক্তং—ভো মৎপরমভক্ত বিদুর, মদ্বিরহমনুস্মৃত্য কিমিত্যেবং খিদ্যসে যত্র যত্র ত্বং যিযাসসি তত্র তত্রৈব তীর্থে তদগ্রে চলন্তং ত্বয়া সহ কৃতসংবাদমেব মাং পশ্যন্নেব যাস্যসীতি ভগবদ্বরোঽনুমীয়তে অতএব দুর্য্যোধনবধানন্তরমপি যুধিষ্ঠিররাজ্যপ্রাপ্তাবপি ভগবদ্দর্শনানন্দনির্বৃতেনৈব বিদুরেণ নায়াতমন্যথা অবশ্যমায়াস্যতৈব। কিঞ্চ, মৌষললীলান্তেঽন্তর্দধতা ভগবতা বিদুরনেত্রাদপ্যন্তর্হিতম্। অতএব তদবধি উদ্ধবদর্শনপর্য্যন্তং বিদুরস্য বৈকল্যম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমার প্রতি তাঁহার ঐরূপ আচরণ, আমার পক্ষে অপকারক হয় নাই, প্রকারান্তরে আমার পরম উপকারকই হইয়াছে—ইহাই বলিতেছেন—'সোঽহং' ইত্যাদি শ্লোকে। 'মর্ত্ত্যবিড়ম্বিতেন'—মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতি নিজ কৃপা অপ্রদান-হেতু 'বিড়ম্বনেন' অর্থাৎ বঞ্চনার দ্বারা, 'নৃণাং'—তৎসদৃশ অন্যান্য প্রাকৃত জনগণেরও 'দৃশঃ'—বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ 'চালয়তঃ'—বিভ্রান্তকারী শ্রীহরির কৃপাবশতঃ, 'তৎপদবীং'—তাঁহার চরণবিন্যাসের পথ এবং তাঁহার চরণযুগল দেখিতে দেখিতে, ভক্তবৎসল ভগবানের কি প্রকার আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য—ইহাতে আমি বিগতসন্দেহ হইয়াছি এবং কোথাও এই রহস্য উদ্ঘাটিত (প্রকাশিত) না হওয়ায়, অন্যের অলক্ষিতভাবে এই সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত, খেদসমুদ্রে নিমজ্জিত বিদুরের নিকট প্রত্যক্ষীভূত ভগবান্ সেই সময়েই এইরূপ বলিয়াছিলেন—হে আমার পরমভক্ত বিদুর! আমার বিরহ স্মরণ করিয়া কিজন্য এইরূপ খিন্ন হইতেছ? যেখানে যেখানে তুমি যাইবার ইচ্ছা করিবে, সেই সেই তীর্থেই তোমার অগ্রে তোমার সহিত আলাপ করিতে করিতে গমনকারী আমাকে দেখিতে দেখিতেই তুমি গমন করিবে—এইরূপ বিদুরের প্রতি ভগবানের বর অনুমান করা যায়। অতএব দুর্য্যোধনের বধের পরেও, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তিতেও ভগবানের দর্শনানন্দে আনন্দিত বিদুরের আগমন হয় নাই, অন্যথা অবশ্যই তাঁহার আগমন হইতই। আরও, মৌষল-লীলার অন্তে ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলে, বিদুরের নেত্র হইতেও তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময় হইতে উদ্ধবের দর্শন পর্য্যন্ত বিদুরের চিত্তের বৈকল্য ॥ ৪২ ॥

নূনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপথানাং
মহীং মুহুশ্চালয়তাং চমূভিঃ।
বধাৎ প্রপন্নার্ত্তিজিহীর্ষয়েশো-
ঽপ্যুপৈক্ষতাঘং ভগবান্ কুরূণাম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—নূনং (নিশ্চিতং) ত্রিমদোৎপথানাং (বিদ্যামদঃ ধনমদঃ তথা এব আভিজাত্যমদঃ এতে মদাঃ, এবৈঃ ত্রিভিঃ মদৈঃ অসদ্বৃত্তানাং) চমূভিঃ (সৈন্যৈঃ) মুহুঃ (বারং বারং) মহীং চালয়তাং (পৃথিব্যাঃ দুঃখং জনয়তাং) নৃপাণাং (ক্ষত্রিয়াণাং) বধাৎ (বিনাশাৎ হেতোঃ) প্রপন্নার্ত্তিজিহীর্ষয়া (শরণাগতানাং বিপন্নাশেচ্ছয়া) ভগবান্ ঈশঃ অপি (পরমেশ্বরঃ সমর্থোঽপি) কুরূণাম্ অঘং (পাপং) উপৈক্ষত (অসহত) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল নৃপতি বিদ্যামদ, ধনমদ ও জন্মমদে উৎপথগামী হইয়া সৈন্যদ্বারা বারংবার পৃথিবীর দুঃখোৎপাদন করিতেছেন, এককালীন তাহাদের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক শরণাগত ভক্তকুলের দুঃখ অপনোদন করিবার অভিপ্রায়েই বোধহয় ভগবান্ সমর্থ হইয়াও কুরুদিগের পাপসমূহ সেই সময় উপেক্ষা করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভগবতঃ কিমেবং লীলায়া যেন স্বভক্তানাং বনবাসাদিক্লেশা ভবন্তি। স্বস্য চ দৌত্যে বন্ধনোদ্যমাদিপরাভবঃ তদুত্তরং তেষামপরাধানন্তরমেব

হননং নাপরাধোপেক্ষেত্যত আহ—নূনমিতি। ত্রিভি-র্মদৈরুৎপথানামসদ্বৃত্তানাং বধাদেব প্রপন্নানামার্ত্তি-জিহীর্ষয়া ঈশঃ অঘসময়ে হন্তুং সমর্থোঽপি কুরূণা-মঘমুপেক্ষত। তদানীমেব তেষাং বধে সর্ব্বদুষ্ট-রাজন্যবধো ন স্যাদিত্যাশয়েনেত্যর্থঃ। বিদ্যামদো ধনমদস্তথৈবাভিজনো মদঃ। এতে মদা মদান্ধানাং ত এব হি সতাং দমা ইতি ত্রয়ো মদাঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ভগবানের লীলার ইহা কিরূপ তাৎপর্য্য ? যাহাতে নিজ ভক্তগণের বনবাসাদি ক্লেশ হয় ? আর দৌত্যকার্য্যে নিজেরও বন্ধনের উদ্যমাদি পরাভব হয় ? সেইরূপ অপরাধের পরপরই তাহাদের বিনাশ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল, অপরাধের উপেক্ষা করা ত ঠিক নয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ত্রিমদোৎপথানাং'—তিনটি মদের দ্বারা উৎপথগামী অসদাচরণকারিগণের (এককালীন) বিনাশসাধনের দ্বারাই প্রপন্নজনের আর্ত্তি দূর করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর অপরাধকালে বিনাশে সমর্থ হইয়াও কুরুগণের অপরাধ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। তৎকালেই তাহাদের (সেই দুর্য্যোধনাদির) বধ করিলে, সমস্ত দুষ্ট রাজন্যবর্গের বধ হইত না, এই আশয়েই (ভগবান্ তখন তাহাদের উপেক্ষা করিয়াছেন)—এই অর্থ। বিদ্যামদ, ধনমদ ও অভিজন-মদ—এই তিনটি মদ (মত্ততা)। মদান্ধ ব্যক্তিগণের এই তিনটি মদ (উল্লাস), কিন্তু তাহাই সাধুগণের দম (সংযম)—এই তিনটি মদ ॥ ৪৩ ॥

অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়
কর্ম্মাণ্যকর্ত্তুর্গ্রহণায় পুংসাম্।
নন্বন্যথা কোঽর্হতি দেহযোগং
পরো গুণানামুত কর্ম্মতন্ত্রম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—উৎপথনাশনায় (দুর্ব্বৃত্তবধাদ্যর্থমেব) অজস্য (জন্মরহিতস্য) জন্ম (আবির্ভাবঃ) অকর্ত্তুঃ (কর্ম্মরহিতস্য) কর্ম্মাণি পুংসাং গ্রহণায় (ভক্তানাং গ্রহণার্থং ভবতি)। (লীলাচরিতানি) অন্যথা (ন চেদেবং তর্হি তাবৎ ভগবতঃ জন্মাদি-কথা তাবদাস্তাং) গুণানাং পরঃ (গুণাতীতঃ অণোঽপি) কঃ (বা) দেহযোগং (দেহসম্বন্ধ) কর্ম্মতন্ত্রং কর্ম্মবিস্তারং চ) উত অর্হতি ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন, কর্ম্মরহিত হইয়াও ভক্তগণকে আকর্ষণের জন্য স্বৈরী লীলা সম্পাদন করেন, অন্যথা ভগবানের জন্মাদি-কথার অবসর কোথায় ? গুণাতীত কেই বা দেহসম্বন্ধ ও কর্ম্ম বিস্তারের যোগ্য হয় ? ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু চিদ্ঘনানন্দরূপস্য ভগবতঃ কিমেবং প্রাকৃতলোক-ভদ্রাভদ্রমধ্যবর্ত্তিত্বেন ? সত্যম্। স্বভক্তেষু বাৎসল্যম্ অন্যত্র সর্ব্বত্রাপি হিতৈষিত্বমিতি দ্বাবেব তত্র হেতু ইত্যাহ—অজস্য জীববন্মায়াধীনতয়া জন্মাদিবিকাররহিতস্যাপি জন্ম যোগমায়য়া ভক্তপ্রেমাধীনতয়া জন্মাদিবিলাসবত্ত্বং উৎপথানাং সন্মার্গচ্ছিদামসুরাণাং নাশনায় স্বকর্ত্তৃকনাশনেন তেষাং মোক্ষদানায় অকর্ত্তুঃ নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদাবিত্যুক্তদিশা সত্ত্বাদিগুণ-নিবন্ধনকর্ত্তৃত্বরহিতস্যাপি কর্ম্মাণি চিদানন্দময়ানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি। পুংসাং স্বভক্তানাং সর্ব্বত্র স্বর্গমোক্ষাদিসুখেষ্বপি বিরক্তানাং গ্রহণায় আস্বাদনীয়ত্বেন স্বীকারায়; যদ্বা, পুংসাং মুক্ত-মুমুক্ষু-সাংসারিকাণামপি জীবানাং গ্রহণায় স্বস্মিন্নাকর্ষণায় নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদিত্যাদেঃ। ন ত্বন্যথা জীবানাং স্বকর্ম্মাধীনমেব যথা জন্ম কর্ম্ম ন তথা ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাধীন-জন্মকর্ম্মবত্ত্বে দেহেনাপি তস্য সম্বন্ধঃ কর্ম্মাধীন এব স্যাৎ। স চ দেহযোগো গুণাতীত-ভক্তি-সিদ্ধ-জীবস্যাপি নাস্তি কিং পুনঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য তস্যেত্যাহ—গুণানাং পরঃ গুণেভ্যঃ পৃথগ্ভূতঃ সন্নপি কঃ খলু জীবোঽপি কর্ম্মতন্ত্রং কর্ম্মাধীনং দেহযোগং অর্হতি অপি তু ন কোঽপি। অত্র কর্ম্মতন্ত্রং দেহযোগং নার্হতীত্যুক্তে অকর্ম্মতন্ত্রং দেহযোগমর্হতীত্যর্থো লভ্যতে। তস্য পরমেশ্বরস্য তু মায়য়া সহযোগাসম্ভাবাৎ তদ্দেহস্য চিদানন্দঘনত্বং স্বত এবায়াতম্ ॥৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—চিদ্ঘন আনন্দরূপ শ্রীভগবানের এইরূপ প্রাকৃতলোকের মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যস্থতা করার কি প্রয়োজন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, নিজ ভক্তগণের প্রতি ভগবানের বাৎসল্য এবং সর্ব্বত্র হিতাকাঙ্ক্ষা, এই দুইটিই সেখানে কারণ, ইহাই বলিতেছেন—'অজস্য' ইত্যাদি। জীবের মত মায়ার অধীনরূপে জন্মাদি বিকার-রহিত হইলেও

ভগবানের জন্ম, ভক্তজনের প্রেমাধীনত্ব-হেতু (অন্তরঙ্গা শক্তি) যোগমায়ার দ্বারা জন্মাদি লীলার বিলাসমাত্র। সেইরূপ 'উৎপথ-নাশনায়', অর্থাৎ সন্মার্গের উচ্ছেদ-কারী অসুরগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত এবং স্বহস্তে নিধনের দ্বারা তাহাদের মোক্ষদানের জন্য। 'অকর্ত্তুঃ' —কর্ম্মরহিত শ্রীভগবানের। "নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ" —অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার প্রভৃতি কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই, তবে যে শ্রুতির ঐরূপ তাৎপর্য্য দেখা যায়, তাহা কেবল মায়াদ্বারা আরোপিত হয়, তাহার (কর্ত্তৃত্বের) প্রতিষেধ-নিমিত্তই শ্রুতিতে ঐরূপ বর্ণন করা হইয়াছে—ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে, প্রাকৃত মায়ার সত্ত্বাদি গুণ-নিবন্ধন কর্ত্তৃত্বরহিত হইলেও শ্রীভগবানের গোবর্দ্ধন ধারণাদি কর্ম্মসকল চিদানন্দময়। 'পুংসাং গ্রহণায়' —সর্ব্বত্র স্বর্গ-মোক্ষাদি সুখেও বিরক্ত (নিস্পৃহ) নিজভক্তগণের আস্বাদনীয়ত্বরূপে স্বীকার করাইবার জন্য শ্রীভগবানের ঐরূপ কর্ম্মাদি। অথবা—'পুংসাং' বলিতে মুক্ত, মুমুক্ষু ও সাংসারিক জীবগণেরও 'গ্রহ-ণায়'—নিজের প্রতি আকর্ষণের নিমিত্ত (ভগবানের স্বেচ্ছায় ঐরূপ জন্ম ও কর্ম্মাদি)। শ্রীদশমে প্রথম অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তিতে যেরূপ বলা হইয়াছে—'নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—এই ত্রিবিধ জনের মধ্যে কাহারও উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণে অলং-বুদ্ধি হয় না। নিবৃত্ত হইয়াছে যাঁহাদের তৃষ্ণা—মুক্ত। মুমুক্ষুগণেরও ইহাই উপায়—'ভবৌষধাৎ'—জন্ম-মরণ নিবৃত্তির ইহাই উপায়। বিষয়ী জনেরও ইহাই পরম বিষয়—যেহেতু শ্রোত্র ও মনের অভিরাম শ্রীকৃষ্ণ-কথাই, ইত্যাদি।

'ন ত্বন্যথা'—অন্যরূপ হইতে পারে না, অর্থাৎ জীবগণের নিজ নিজ কর্ম্মের অধীন যেরূপ জন্ম ও কর্ম্ম, শ্রীভগবানের সেইরূপ নহে, এই অর্থ। কর্ম্মের অধীন জন্ম ও কর্ম্ম হইলে (প্রাকৃত) দেহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কর্ম্মাধীনই হইত। সেইরূপ দেহের সহিত সম্বন্ধ গুণাতীত ভক্তি-সিদ্ধ জীবেরই নাই, আর সাক্ষাৎ সেই পরমেশ্বরের কি করিয়া কর্ম্মজন্য প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ হইবে ? ইহাই বলিতেছেন—'পরো গুণা-নাং', অর্থাৎ প্রাকৃত (মায়ার) গুণসকল হইতে পৃথক্ হইয়াও কোন্ জীব 'কর্ম্মতন্ত্রং'—কর্ম্মাধীন দেহযোগ স্বীকার করিতে পারেন ? তাদৃশ অন্য কেহই দেহ-যোগ স্বীকার করিতে পারেন না। এখানে কর্ম্মাধীন দেহযোগ স্বীকার করেন না, ইহা বলায়, অকর্ম্মাধীন দেহযোগ স্বীকার করেন—এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই পরমেশ্বরের কিন্তু মায়ার সহিত যোগ অসম্ভব বলিয়া, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের চিদানন্দ-ঘনত্ব স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃত হয় ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—ন দেহযোগো হি জনির্বিষ্ণোর্ব্যক্তির্জনিঃ স্মৃতা। ইত্যাগ্নেয়ে। হরি কর্ত্তাপ্যকর্ত্তেতি ফলা-ভাবেন ভণ্যতে ইতি ॥ ৪৪ ॥

বিবৃতি—প্রপঞ্চে অসুরগণের অবস্থান ভূমিকা। নিত্যপ্রকটভূমি বৈকুণ্ঠে কোন হেয়, অনুপাদেয়, মায়িক অবরতা না থাকায় অসুরাদির বিনাশজন্য ভগবানের অনিত্য জন্মাদি ও তত্তৎপক্ষে নশ্বর অনু-ষ্ঠানাদির অবকাশ নাই প্রপঞ্চে তাদৃশলীলার নিমিত্ত দৃষ্ট হয়। গোলোকাদিপরব্যোমে ভগবদ্বস্তুর নশ্বর ভোগপর কর্ম্মানুষ্ঠানেরও অবকাশ নাই, কিন্তু প্রাপঞ্চিক বদ্ধজীবকুলের মঙ্গলোদ্দেশে প্রপঞ্চে অবতরণ, জন্মাদি ও লীলাপ্রদর্শনাদিদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের যোগ্য ধারণা নিরসন করিয়া জীবকুলকে ভগবৎসেবায় উন্মুখী করাই উদ্দিষ্ট। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণের ভোগহীন ধারণা অপনোদন করাইয়া স্বীয় সেবাপর নিত্যপ্রাকট্য লোকলোচনের গোচরীভূত করাই ভগবদুদ্দেশ্য। কর্ম্মফলাধীন হইয়া ভোগপর-তন্ত্রতাক্রমে ভগবান্ ও ভক্ত বদ্ধজীবের ন্যায় কর্ম্মবশ্য হন না এবং দেহগ্রহণ ও কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করেন না। ভগবান্ ও পার্ষদগণের কোন অভাব না থাকায় ভোগ-পর জীবের ন্যায় তাঁহাদের দেহাদিতে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভক্তিসিদ্ধ জীব ও ভগবদ্বস্তু উভয়েই অবিদ্যামুক্ত নির্গুণ বস্তু। ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য-লীলা-প্রদর্শন জন্যই ভৌম-লীলার প্রাকট্য। তাঁহারা লীলা-প্রদর্শন করিয়া অসুর বিচার হইতে বদ্ধজীব-কুলকে মুক্ত করেন ॥ ৪৪ ॥

তস্য প্রপন্নাখিললোকপানা-
মবস্থিতানামনুশাসনে স্বে।
অর্থায় জাতস্য যদুষ্বজস্য
বার্ত্তাং সখে কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) সখে! প্রপন্নাখিললোকপানাং (শরণাগত-নৃপাণাং) স্বে (স্বকীয়ে) অনুশাসনে অবস্থিতানাম্ (অন্যেষাঞ্চ ভক্তানাম্) অর্থায় (প্রয়োজনায়) যদুষু (যদুকুলে) জাতস্য অজস্য (জন্মরহিতস্য) তীর্থকীর্ত্তেঃ (তীর্থং সংসারতারিণী কীর্ত্তির্য্যস্য তস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য বার্ত্তাং লীলাদিকং) কীর্ত্তয় (কথয়) ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে সখে, শরণাগত নৃপতিবর্গের ও স্বীয় অনুশাসনে অবস্থিত অন্যান্য ভক্তজনের প্রয়োজনার্থ শ্রীভগবান্ অজ হইয়াও যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সংসারতারিণী কীর্ত্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি-বার্ত্তা কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-প্রথম-অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অতস্তস্য চিদ্ঘনানন্দরূপাণি জন্মকর্ম্মাণ্যেব কথয়েত্যাশয়েনাহ—তস্য প্রপন্না যেঽখিললোকপালাস্তেষামন্যেষাঞ্চ স্বীয়ে অনুশাসনে স্থিতানাং অর্থায় প্রয়োজনায়। তীর্থং পরমপাবনী সংসারতারিণী চ কীর্ত্তির্যস্য তস্য। সর্ব্বেষু তীর্থেষু প্রায়ঃ কৃতমজ্জনঃ এবাস্মি। সম্প্রতি ত্বং তেষাং সাফল্যমুপাদায় কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতীর্থামৃতে মাং নিমজ্জয়েতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব শ্রীভগবানের চিদ্ঘনানন্দরূপ জন্ম ও কর্ম্মসমূহই বলুন—এই আশয়ে বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি। তাঁহাতে প্রপন্ন যে অখিল লোকপাল, তাঁহাদের এবং অন্যান্য যাঁহারা তাঁহার অনুশাসনে অবস্থিত (ভক্তজন), তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত (জন্মরহিত হইয়াও ভগবান্ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন)। 'তীর্থকীর্ত্তেঃ'—তীর্থ অর্থাৎ পরমপাবনী এবং সংসারতারিণী যাঁহার কীর্ত্তি, সেই ভগবানের (কথা কীর্ত্তন করুন)। প্রায় সকল তীর্থেই আমি অবগাহন করিয়াছি, সম্প্রতি তাহার সাফল্যলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ তীর্থামৃতে তুমি আমাকে নিমজ্জিত করাও—এই ভাব ॥৪৫

ইতি ভক্তমানসের আহলাদিনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীভাগবততৃতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—প্রত্যক্ষ-বিচারে যে সকল অসুর ভাবাপন্ন মানব ভগবান্‌কে দৃশ্যজড়ের অন্যতম জ্ঞান করিয়া জন্মরহিত মনে করেন, সেই জড়জন্মরহিত নিত্য ভগবান্ যদুকুলে জন্মগ্রহণ লীলা অভিনয় করিয়া বদ্ধজীবকুলের মায়িক ভোগময়ী ধারণা পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সেই সংসার-তারিণী পরমপাবনী লীলা কীর্ত্তন করুন্। ভগবানের নিত্যলীলা অভক্তগণের দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু ভক্তের উহাই পরম প্রয়োজনীয়। যাঁহারা প্রপন্ন লোকপাল এবং যাঁহারা লীলাদর্শনের উপযোগী ভক্ত, তাঁহাদিগের নিকট সাধারণ মায়িক বিচার অপসারণ করাইয়া যে লোকাতীত বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্দে প্রথম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্ত্রা বার্ত্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্ ।
প্রতিবক্তুং ন চোৎসেহে ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্মারিতেশ্বরঃ ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগজন্য শোকাকুল হইয়া বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-চরিত্রসমূহ বর্ণন করেন।

উদ্ধব বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে এরূপ আসক্ত ছিলেন যে, যখন তিনি পঞ্চমবর্ষ বয়সে খেলাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পরিচর্য্যা করিতেন, তখন তাঁহার মাতা প্রাতরাশ গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সুতরাং যখন বিদুর সেই উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বৃদ্ধ উদ্ধবের হৃদয় প্রেমভরে এত আপ্লুত হইল যে, তিনি সহসা বিদুরকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে উদ্ধব সমাধি-রাজ্য হইতে বাহ্যদশায় অবস্থিত হইয়া বিদুরকে বলিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদিগের গৃহ কালসর্পদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, যদুগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও যখন কৃষ্ণের ভগবত্তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তখন ইহা হইতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি গোলোকের নিত্যধন, ভগবান্ জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে প্রকট করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক এবং সমস্ত ভূষণেরও শোভাবর্দ্ধক। শ্রীকৃষ্ণের সেই হাস্যলাস্যলীলা অবলোকন করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করিতেন। ভগ-বদাশ্রিতবর্গের দ্বিবিধরূপ—শান্তরূপ ভগবদ্ভক্ত ও অশান্তস্বভাব ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসুরকুল। অসুরকুল যখন ভক্তগণের প্রতি পীড়ন আরম্ভ করে, তখন ভগবান্ করুণাপরবশ হইয়া প্রাকৃত-জন্মরহিত হইলেও অগ্নি যেমন কাষ্ঠে আবির্ভূত হয়, সেই প্রকার মহৎ-স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ীর অংশে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। উদ্ধব আরও বলিলেন যে, অজ-পুরুষের জন্ম, অরি-ভয়ে ব্রজে বাস ও মথুরা-পরিত্যাগরূপ লীলা তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত করিতেছে। কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল পর্য্যন্ত যোগিগণবাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করিয়াছে, যে সকল বীর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিশক্তির অধীশ্বর, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন উগ্রসেনের সম্মুখে ভৃত্যভাবাভিনয় করিয়া-করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে হৃদয় ব্যাকুল হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই দয়ালু বা শরণ্য নাই। তিনি পূতনাকে পর্য্যন্ত ধাত্রীপ্রাপ্য গতি প্রদান করিয়া-ছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গলবিধানার্থ ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবকীগর্ভে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্রজে জন্মলীলা, গোপবালকসহ যামুন-তটে গোবৎসচারণ-লীলা, ব্রজবাসিগণের দর্শনীয় কৌমারলীলা, কংস-প্রেরিত অসুরগণের নিপাতলীলা, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণ, শারদশুভ্র যামিনীতে রাসক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ লীলা করিয়াছেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ক্ষত্ত্রা (বিদুরেণ) ইতি (এবং) প্রিয়াশ্রয়াং (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনীং) বার্ত্তাং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন) স্মারিতেশ্বরঃ (স্মারিতঃ ঈশ্বরঃ যস্য সঃ তথাভূতশ্চ সন্) ভাগবতঃ পরমবৈষ্ণবঃ (উদ্ধবঃ) ঔৎকণ্ঠ্যাৎ (শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যাকুলতাবশেন) প্রতিবক্তুং (প্রত্যুত্তরং দাতুং) ন চ উৎসেহে (নৈব শশাক) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন, এইরূপে বিদুর উদ্ধবকে ভগবানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উৎকণ্ঠা-বশতঃ পরম ভাগবত উদ্ধবের স্মৃতিপথে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন, তাহাতে তিনি বিদুরের বাক্যের কোনই উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে প্রেমবৈক্লব্য-রোদন-স্নপিতাননঃ।

ব্রজলীলাং সমাসেন রাসান্তামুদ্ধবোঽবদৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিশ্লেষবিবৃদ্ধপ্রেমমূর্চ্ছিতস্যোদ্ধবস্য প্রতি-বচনাসামর্থ্যং বদন্ কামপি দশাং দর্শয়তি—বিদুরস্যোচ্চৈঃ প্রশ্নেভ্যো মূর্চ্ছাভঙ্গেন স্মারিত ঈশ্বরো যস্য সঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধব প্রেমবৈক্লব্যবশতঃ অশ্রুসিক্ত বদনে সংক্ষেপে রাসলীলা পর্য্যন্ত ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত বর্দ্ধিত প্রেমমূর্চ্ছায় উদ্ধবের প্রত্যুত্তরের অসামর্থ্য বলিতে বলিতে কোনও দশা দেখাইতেছেন। 'স্মারিতেশ্বরঃ'—বিদুরের উচ্চৈঃ-স্বরে প্রশ্নে মূর্চ্ছাভঙ্গে নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইয়াছে যাঁহার, সেই উদ্ধব (প্রথমতঃ বিদুরের কথার কোন উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না) ॥ ১ ॥

যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ ।
তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (উদ্ধবঃ) পঞ্চহায়নঃ (পঞ্চবর্ষোঽপি বালকঃ) বাললীলয়া (শৈশবক্রীড়াক্রমেণ) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সপর্য্যাং রচয়ন্ (কৃষ্ণস্য শ্রীমূর্ত্তিং পরি-কল্পনা কল্পিতৈরেব সাধনৈঃ পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্) মাত্রা (জনন্যা) প্রাতরাশায় (প্রাতর্ভোজনার্থং) যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ অপি) তৎ (ভোজনং) নৈচ্ছৎ (নৈবা-ভিলাষিতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই উদ্ধব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের অবস্থায় বাল্যক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা রচনা করিতেন, তখন তাঁহার জননী প্রাতর্ভোজনের জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও তিনি সেই প্রাত-রাশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য প্রাক্তনীং ভক্তিং দর্শয়তি—বাল-লীলয়েতি পঞ্চালিকাভিঃ খেলন্নেব কামপি পঞ্চালিকাং কৃষ্ণং পরিকল্প্য কল্পিতৈরেবোপচারৈঃ পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ মাত্রা প্রাতর্ভোজনার্থং প্রার্থিতোঽপি সংপ্রত্যপি মে ভগবৎপরিচর্য্যা ন নির্ব্বৃতেতি তদ্ভোজনং নৈচ্ছৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই উদ্ধবের বাল্যাবস্থার ভক্তি দেখাইতেছেন— 'বাললীলয়া'— শৈশবকালে পৌত্তলিকার দ্বারা খেলার সময় কোন পৌত্তলিকাকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কল্পিত উপচারের দ্বারা সেই কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতে থাকিলে, জননী প্রাতঃ-কালীন ভোজন করিতে ডাকিলেও, 'এখনও আমার ভগবানের পূজা সম্পন্ন হয় নাই'—এই বলিয়া সেই ভোজনের ইচ্ছা করিতেন না ॥ ২ ॥

স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ ।
পৃষ্টো বার্ত্তাং প্রতিব্রূয়াদ্ভর্ত্তুঃ পাদাবনুস্মরন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—কালেন তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সেবয়া (পরিচর্য্যয়া) জরসং (বৃদ্ধত্বং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) সঃ (উদ্ধবঃ) বার্ত্তাং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদৌ অনুস্মরন্ কথং প্রতিব্রূয়াৎ (প্রত্যুত্তরং দাতুং কথং সমর্থো ভবেৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই (মহাত্মা) উদ্ধব ভগবানের সেবাদ্বারা কালক্রমে বৃদ্ধ হইয়াছেন ; বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া ফেলিল, সুতরাং তিনি সহসা কি প্রকারে প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সেবয়া হেতুনা সেবাপ্রভাবেণে-ত্যর্থঃ। কালে সময়েঽপি জরসং বৃদ্ধত্বং ন গতঃ ; যদ্বা, কালে যা সেবা যস্মিন্ কালে যা সমুচিতা সেবা তয়া। কালেনেতি তৃতীয়ান্ততয়া ব্যাখ্যানং ত্বসঙ্গতং তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজস ইত্যনেন বিরোধাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য সেবয়া'—সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রভাবের ফলে, এই অর্থ। (সেই উদ্ধব কৃষ্ণসেবা দ্বারা কালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া আজ কৃষ্ণ-পাদদ্বয় স্মরণ করতঃ বিদুরের প্রশ্নে কেমন করিয়া উত্তর দান করিবেন)। 'কালে' সময় হইলেও, 'জরসং ন গতঃ'—বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন নাই ; অথবা—'কালে যা সেবা তয়া'—যে সময়ে যাহা সমুচিত সেবা, তাহার দ্বারা। এখানে 'কালেন'—কালক্রমে, এই তৃতীয়ান্ত পদের ব্যাখ্যান অসঙ্গত, কারণ 'তত্র প্রবয়-সোঽপ্যাসন্'—ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ হইবে।

শ্রীদশমে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ে বলিবেন—"শ্রীমুকুন্দের বদনাম্বুজ-সুধা নয়নের দ্বারা নিত্য পান করিয়া বৃদ্ধ-গণও যুবা ও অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

স মুহূর্ত্তমভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া (শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্ময়োঃ মকরন্দেন) সাধু (সুষ্ঠু) নির্বৃতঃ (প্রশান্তঃ) তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ভৃশং (অত্যর্থং) নিমগ্নঃ (বিবশঃ চ সন্) সঃ (মহাত্মা উদ্ধবঃ) মুহূর্ত্তং (ক্ষণকালং) তূষ্ণীম্ (নিঃশব্দঃ) অভূৎ (অতিষ্ঠৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-ধ্যানরূপ অমৃতরস-আস্বাদনে উত্তমরূপে নির্বৃত এবং চিত্ত-বৈক্লব্যকারী ভক্তিযোগে সাতিশয় নিমগ্ন হইয়া তিনি ক্ষণকাল নিঃশব্দে রহিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—পাদয়োরনুস্মরণং বিবৃণোতি—স ইতি। বিদুরপ্রশ্নৈরুদ্ধবস্য মূর্চ্ছাভঙ্গে সতি হন্ত হন্ত তেন প্রভুণাহং বিরহিতোঽস্মীতি শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্র্যোঃ স্মরণেন সাক্ষাৎকারে সতি প্রাপ্তা যা সৌন্দর্য্যসুধা তয়া আস্বাদ্য-মানয়া মুহূর্ত্তং ঘটিকাদ্বয়পর্য্যন্তং তূষ্ণীং স্থিতোঽভূৎ, ততশ্চ তীব্রেণ কৃষ্ণবিশ্লেষবিবৃদ্ধেন ভক্তিযোগেন প্রেম্না আস্বাদনভূম্না তস্যামেব সুধায়াং নিমগ্নঃ বিস্মৃত-কৃষ্ণবিশ্লেষদুঃখঃ সন্ সাধু যথা স্যাত্তথা নির্বৃতোঽভূৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ-চরণযুগলের অনুস্মরণ বিবৃত করিতেছেন—'স ইতি', (অর্থাৎ উদ্ধব কৃষ্ণপাদপদ্মসুধায় নিমগ্ন এবং তীব্র ভক্তিযোগ-দ্বারা সুখী হইয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন)। বিদুরের প্রশ্নের দ্বারা উদ্ধবের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, 'হায় ! হায় ! সেই প্রভুর দ্বারা আমি বিরহিত হইয়াছি'—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ের স্মরণহেতু সাক্ষাৎকার হইলে, যে সৌন্দর্য্যসুধা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আস্বাদন করতঃ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ঘটিকাদ্বয় পর্য্যন্ত নিঃশব্দে অবস্থান করিলেন। তারপর 'তীব্রেণ'—কৃষ্ণবিচ্ছেদের বর্দ্ধনরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা অর্থাৎ প্রেম আস্বাদনের প্রাচুর্য্যের দ্বারা সেই সুধাতে নিমগ্ন হইলেন এবং তখন তিনি কৃষ্ণ-বিশ্লেষরূপ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, 'সাধু নির্বৃতঃ' সম্যক্‌রূপে পরম আনন্দ উপলব্ধি করিলেন ॥ ৪ ॥

পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গো মুঞ্চন্ মীলদ্দৃশা শুচঃ ।
পূর্ণার্থো লক্ষিতস্তেন স্নেহপ্রসর-সংপ্লুতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ (পুলকৈঃ উদ্ভিন্নানি উজ্জৃম্ভিতানি সর্ব্বান্যঙ্গানি যস্য সঃ তথাভূতঃ) মীলদ্দৃশা (মীলন্ত্যা দৃশা ঈষন্মীলিতনেত্রেণ) শুচঃ (অশ্রূণি) মুঞ্চন্ স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ (ভগবতি যঃ স্নেহঃ তস্য প্রসরঃ তস্মিন্ নিমগ্নঃ সন্) তেন বিদুরেণ পূর্ণার্থঃ (কৃতার্থঃ) লক্ষিতঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রেমভরে পুলকিত হইল এবং ঈষন্নিমীলিত নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল—ভগবানের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল সেই প্রবাহে তিনি নিমগ্ন হইলেন ; বিদুর দেখিলেন, উদ্ধব ভগবদ্ভাবলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নির্বৃত্যনুভাবং দর্শয়তি—পুলকৈরুদ্ভিন্নানি অঙ্কুরিতানি সর্ব্বাণ্যঙ্গানীতি উদ্ভিদস্তরু-গুল্মাদ্যা ইতি স্তম্ভশ্চ ব্যঞ্জিতঃ। মীলন্ত্যা দৃশা শুচঃ অশ্রূণি মুঞ্চন্ তেন বিদুরেণ পূর্ণার্থঃ কৃতার্থো লক্ষিতঃ অনুভাবৈরনুমিতেন প্রেম্নেত্যর্থঃ। যতঃ প্রেম্ন এব ভগবতি স্নেহশ্চিত্তদ্রবস্তস্য প্রসরঃ পুরস্তস্মিন্ সংপ্লুতঃ নিমগ্নঃ প্রথমং প্রেম্নি নিমগ্নস্ততস্তদ্দ্বিতীয়কক্ষায়াং স্নেহে নিমগ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আনন্দের অনুভাব দেখাইতে-ছেন—'পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ'—পুলকের দ্বারা উদ্ভিন্ন অর্থাৎ অঙ্কুরিত হইয়াছে সমস্ত অঙ্গ যাঁহার, সেই উদ্ধব। 'উদ্ভিদ্' বলিতে তরু, গুল্ম প্রভৃতি বুঝায়, ইহাতে স্তম্ভও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'মীলদ্দৃশা'—অর্থাৎ নিমীলিত নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, বিদুর ইহা দেখিয়া উদ্ধবকে 'পূর্ণার্থঃ'—কৃতার্থ মনে করিলেন, অর্থাৎ অনুভাবের দ্বারা উদ্ধবের ভগবৎ-প্রেম অনুমান করিলেন—এই অর্থ। যেহেতু প্রেম হইতে ভগবানে স্নেহ অর্থাৎ চিত্তের বিগলিত অবস্থা হয়, সামনে সেই স্নেহ-প্রবাহ, তাহাতে উদ্ধব 'সংপ্লুতঃ'—নিমগ্ন হইলেন। প্রথমে প্রেমে নিমগ্ন ছিলেন, তারপর দ্বিতীয় কক্ষায় স্নেহে নিমগ্ন হইলেন, এই অর্থ ॥ ৫ ॥

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) ভগবল্লোকাৎ (ভগবান্ এব লোকঃ তস্মাৎ ভগবদ্ভাবাৎ) পুনঃ নৃলোকং (দেহানুসন্ধানং) আগতঃ নেত্রে (অশ্রূণি) বিমৃজ্য উৎস্ময়ন্ (ভগবতঃ লীলাদি-স্মরণেন বিস্ময়ং প্রাপ্নুবন্) বিদুরং প্রতি আহ (উবাচ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—কিছুক্ষণ পরে মহাত্মা উদ্ধব নিত্য-লীলাময় ভগবল্লোক হইতে আত্মলোকে পুনরাগত হইলেন এবং নেত্রদ্বয় মার্জন করিয়া যদুকুল-সংহারাদি ভগবচ্চাতুর্য্যস্মরণে চমৎকৃতভাবে বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ভগবল্লোকাৎ স্বপ্রেমোদ্রেকেণ প্রাপিতান্নিত্যলীলাময়-দ্বারকাখ্যাৎ নৃলোকং বিদুর-প্রেম্না আকৃষ্যমাণঃ সন্নাগতঃ পুনরিতি দ্বিতীয়মূর্চ্ছা-ভঙ্গে সতীত্যর্থঃ। উৎস্ময়ন্ ভূভারহরণাদি-চাতুর্য্য-স্মরণেন বিস্ময়ং প্রাপ্নুবন্ ; যদ্বা, ভো উদ্ধব, বিদুরং প্রত্যুত্তরেণ সমাধায় পুনরত্রাগচ্ছেতি ভগবদাশ্বাস-নেনোৎকৃষ্টং স্মিতং কুর্ব্বন্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'ভগবল্লোকাৎ'—নিজপ্রেমের উদ্রেকে প্রাপিত নিত্যলীলাময় দ্বারকা নামক ভগবানের ধাম হইতে, 'নৃলোকং পুনরাগতঃ' —নৃলোক বলিতে আত্মলোক, অর্থাৎ নিজের দেহানু-সন্ধান পুনরায় লাভ করিলেন ; বিদুরের প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আবার আত্মলোকে ফিরিয়া আসিলেন। 'পুনঃ'—পুনরায়—ইহা বলায়, দ্বিতীয়-বার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, এই অর্থ। 'উৎস্ময়ন্'—শ্রীকৃষ্ণের ভূভারহরণাদি চাতুর্য্য স্মরণ করিয়া বিস্ময়-প্রাপ্ত হইলেন। অথবা—'হে উদ্ধব! তুমি বিদুরের প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় এখানে আইস'—এইরূপ ভগবানের আশ্বাসে উৎকৃষ্টরূপে স্মিত-হাস্য করিতে করিতে (প্রীতমনে বিদুরকে বলিলেন।) ॥ ৬ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধব উবাচ—(হে বিদুর), কৃষ্ণ-দ্যুমণিনিম্লোচে (শ্রীকৃষ্ণঃ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যঃ তস্য অস্তময়ে সতি) অজগরেণ (কালমহাসর্পেণ) গীর্ণেষু (গিলিতেষু) গতশ্রীষু (শ্রীভ্রষ্টেষু) নঃ (অস্মাকং) গৃহেষু (ত্বৎপৃষ্টানাং বন্ধূনাং) কিং নু কুশলং ব্রূয়াম্ ? ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব কহিলেন, হে বিদুর! কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদিগের গৃহসকল কালরূপ মহাসর্পদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, এমতাবস্থায় তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুবর্গের কুশল আর কি বলিব ? ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শোকব্যাকুলং বিদুরমাশ্বাসয়িতুং প্রথম-মেব সিদ্ধান্তং ব্রুবন্ স্ববহির্বৃত্ত্যা তদ্বিরহসন্তাপং লোকানাং দুরবস্থানং চাবেদয়তি। কৃষ্ণ এব দ্যুমণিঃ সূর্য্যস্তস্য নিম্লোচে অস্তময়ে সতি অজগরেণ মহা-সর্পরূপ-শোকান্ধকারেণ গীর্ণেষু নিগিলিতেষু গৃহেষু নোঽস্মাকং ত্বৎপৃষ্টানাং বন্ধূনাং কিং কুশলং ব্রূয়াম্ ? অত্র জ্যোতিশ্চক্রে স্থিতস্যৈব দ্যুমণেরশ্বরথ-সারথ্যাদি-পরিকরবিশিষ্টস্য যস্মিন্ বর্ষে অস্তময়ো দৃশ্যতে তদন্যেষু বর্ষেষু তদৈবোদয়-পূর্ব্বাহ্ণ-মধ্যাহ্না-দয়ো দৃশ্যন্তে যথা তথৈব গোকুল-মথুরা-দ্বারকাস্থস্য সপরিকরস্য তত্তল্লীলামৃতমজ্জিত-জগজ্জনস্যৈব কৃষ্ণস্য যস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডেঽন্তর্দ্ধানং দৃশ্যতে তদৈবান্যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয়োৎ-সবাদ্যা লীলা দৃশ্যন্তে। জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যস্যো-দয়পূর্ব্বাহ্ণাদ্যাঃ প্রতীয়মানত্বাদবাস্তবাঃ। কৃষ্ণস্য তু জন্মাদ্যাস্তত্র তত্র নিত্যত্বাদ্বাস্তবা এবেতি বিশেষঃ। সর্ব্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বং প্রথমস্কন্ধে দর্শিতং, দশমে চ পুনঃ সপ্রমাণকং দর্শয়িষ্যতে চ। যথা সূর্য্যাস্তময়-সম্বন্ধিনি বর্ষে অন্ধকারেণ গ্রস্যমানে কমলানি ম্লায়ন্তি চক্রবাকা বিলপন্তি চৌর-দস্যু-রাক্ষস-প্রেতাদ্যা হৃষ্যন্তি তথৈব শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানসম্বন্ধিনি ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখাজগরগ্রস্তে সাধবো ম্লায়ন্তি কৃষ্ণানুরাগিণো বিলপন্তি ধর্ম্মসেতবো ভিদ্যন্তে অধার্ম্মিকা ভগবদ্বহির্ম্মুখা হৃষ্যন্তীত্যুদ্ধবেন গীর্ণেষ্বিত্যাদিনা সূচিতম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শোকে ব্যাকুল বিদুরকে আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত প্রথমতঃ সিদ্ধান্ত বলিতে বলিতে নিজের বহির্বৃত্তির দ্বারা তাহার বিরহসন্তাপ এবং লোকসকলের দুরবস্থান আবেদন করিতেছেন।

'কৃষ্ণদ্যুমণি-নিম্লোচে'—কৃষ্ণরূপ সূর্য্য, তাহার 'নিম্লোচে'—অস্তগমন হইলে, 'অজগরেণ'—মহাসর্প-রূপ শোকান্ধকারের দ্বারা 'গীর্ণেষু গৃহেষু'—গৃহসকল কবলিত হইলে, তুমি যে সকল বন্ধুবর্গের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই আমাদের কুশল আর কি বলিব ?

এই জগতে জ্যোতিশ্চক্রে অবস্থিত অশ্ব, রথ, সারথি প্রভৃতি পরিকর-বিশিষ্ট সূর্য্যের যে প্রদেশে অস্তগমন দেখা যায়, তাহা ভিন্ন অন্যান্য স্থানসকলে তৎকালেই যেরূপ সূর্য্যের উদয়, পূর্ব্বাহ্ন ও মধ্যাহ্নাদি দৃশ্য হয়, তদ্রূপ গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা-স্থিত পরিকরগণের সহিত সেই সেই লীলামৃতে মজ্জিত জগজ্জনেরই (বিরহ), শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধান দৃশ্য হয়, তৎকালেই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডসকলে (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মোৎসব, রাসোৎসব, কংসবধ, রুক্মিণী প্রভৃতির পরিণয়োৎসবাদি লীলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতি-শ্চক্রে সূর্য্যের উদয়, পূর্ব্বাহ্ন প্রভৃতি প্রতীয়মান হয় বলিয়া অবাস্তব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই স্থানে জন্মাদি লীলা নিত্য বলিয়া বাস্তবই—ইহাই উভয়ের বিশেষ (পার্থক্য)। সমস্ত লীলার নিত্যত্ব শ্রীভাগ-বতের প্রথম স্কন্ধে দেখান হইয়াছে, আবার পুনরায় শ্রীদশমে প্রমাণের সহিত প্রতিপাদন করা হইবে। আরও, যে স্থান সূর্য্যের অস্তগমনে অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, সেখানে যেরূপ কমলসকল ম্লান হয়, চক্রবাকগুলি বিলাপ করে, চৌর, দস্যু, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি হৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধীয় ব্রহ্মাণ্ড দুঃখরূপ অজগরের দ্বারা গ্রস্ত হইলে, সেখানে সাধুগণ ম্লান হন, কৃষ্ণানুরাগিগণ বিলাপ করেন, ধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্ট হয় এবং ভগবদ্বহির্ম্মুখ অধার্ম্মিকগণ পরিতুষ্ট হয়—ইহাই উদ্ধব কর্ত্তৃক 'গীর্ণেষু'—(অর্থাৎ কবলিত হইলে) ইত্যাদি পদের দ্বারা সূচিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোড়ুপম্ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—বত (অহো) অয়ং লোকং (নৃলোকঃ) দুর্ভগঃ (ভাগ্যহীনঃ) মীনাঃ উড়ুপম্ ইব (যথা ক্ষীরসমুদ্রে জাতম্ উড়ুপং চন্দ্রং তদা তত্রত্যাঃ মীনাঃ অমৃতমিতি ন জানন্তি তথা) যে (যদবোঽপি) সংবসন্তঃ (সহ বসন্তঃ অপি) হরিং (ভগবন্তং কৃষ্ণং) ন বিদুঃ (ন জ্ঞাতবন্তঃ তে) যদবঃ (যাদবাঃ) নিতরাম্ অপি (অতিশয়-দুর্ভগাঃ) ॥৮॥

অনুবাদ—হায়! এই মনুষ্যলোক অতিশয় ভাগ্য-হীন, বিশেষতঃ যাদবগণ সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যহীন; কারণ, ক্ষীরসমুদ্রস্থ চন্দ্রের সহিত তত্রস্থ মৎস্যগণ একত্র বাস করিয়াও যেমন উহারা চন্দ্রকে কমনীয় কোন জলচরমাত্র বোধ করিয়া সুধাকর-চন্দ্রের স্বরূপ জানে না, তদ্রূপ এই যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও তাঁহার ভগবৎস্বরূপ জানিতে পারেন নাই ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তদ্বিনাভূতানামুত্তম-লোকানাং দুরবস্থাং দর্শয়িত্বা তদ্বিরহোদ্রেকেণাকস্মাৎ স্ফুরিতং তদীয়মহৈশ্বর্য্যজ্ঞানং স্বস্মিন্ নালক্ষ্য তদ্বিনাভূতানাং তল্লীলাপরিকরাণাং তাদৃশমহৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তিমনালক্ষ্য প্রেমবিভ্রমস্য কেনাপি বৈচিত্রেণৈব তান্নিন্দতি—দুর্ভগ ইতি। অয়ং মম হৃদয়ে স্ফুরন্ দ্বারকাবাসী লোকঃ দুর্ভগো ভাগ্যহীনস্তত্রাপি যদবস্তদতিসমীপসম্বন্ধিনো নিতরাং দুর্ভগাঃ। যে সংবসন্তঃ সহ বসন্তোঽপি হরিং স্বমাধুর্য্যেণ তত্তন্মনোহরন্তং ন বিদুর্ন জানন্তি। অহস্তু সংবাসভাগ্যহীনত্বাৎ জ্ঞাত্বাপ্যতিদুর্ভগ ইতি ভাবঃ। যথা ক্ষীরসমুদ্রে জাতমুড়ুপং তত্রস্থং চন্দ্রং তত্রত্যা মীনাঃ কেবলমতিকমনীয় আস্মাকীনঃ কশ্চিজ্জলচর ইত্যেব বিদুর্ন তু দেবতারূপঃ সুধাংশুনি-শাপতিরিতি তদ্বৎ যদবঃ কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যমেব জানন্তি নত্বৈশ্বর্য্যমিতি দুঃখেন তান্ দুর্ভগানেব ব্রবীমি ইতি ভাবঃ; বস্তুতস্তু দুর্জ্ঞেয়ো ভগো মাহাত্ম্যং যস্য সঃ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠেভ্যোঽপি মাধুর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠানামুৎকর্ষস্য দশমে ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ অত্র ন বিদুরিতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশেন দ্বারকাবাসিনাং যদূনাঞ্চ ভগবন্নিত্যসঙ্গিত্ব-জ্ঞপনায়, ভো বিদুর, ত্বৎপৃষ্টকুশলা যাদবাদয়ঃ সম্প্রতি শ্রীভগবতা সহৈব সুখেনৈব খেলন্তি। কেবলং প্রষ্টা ত্বং পৃষ্টশ্চাহমিত্যাবামেব তৎসংবাসবিরহিত-ত্বাৎ অকুশলিনাবত আবামেবাবাং শোচাব ইতি ভাবঃ। অত্র যদি তদানীং কৃষ্ণেন সহ তেষাং সংবাসো নাভ-বিষ্যৎ তদা নাবেদিষুর্যে বসন্তঃ ইত্যেবাবক্ষ্যদিতি

জ্ঞেয়ম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতিরেকে উত্তম লোকদের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া, তাঁহার বিরহোদ্রেকে অকস্মাৎ স্ফুরিত তাঁহার মহৈশ্বর্য্যজ্ঞান নিজেতে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, তদ্রহিত তাঁহার লীলাপরিকরগণের তাদৃশ মহৈশ্বর্য্য-স্ফূর্ত্তি না দেখিয়া, প্রেম-বিভ্রমের কোনও বৈচিত্র্যের দ্বারা তাঁহাদের নিন্দা করিতেছেন—'দুর্ভগঃ' ইত্যাদি। আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত এই দ্বারকাবাসী জনগণ ভাগ্যহীন, তন্মধ্যে আবার যদুগণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয় সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও স্বমাধুর্য্যের দ্বারা তাঁহাদের মনঃহরণকারী হরিকে জানেন না। কিন্তু আমি একসঙ্গে বাসের সৌভাগ্যের অভাবহেতু, জানিয়াও অত্যন্ত ভাগ্যহীন। যেরূপ ক্ষীরসমুদ্রে জাত তত্রস্থ চন্দ্রকে সমুদ্রের জলচর মৎস্যগণ কেবল অতি কমনীয় আমাদের মত কোনও জলচর—এইরূপই মনে করিয়াছিল, কিন্তু দেবতারূপ শুধাংশু নিশাপতি বলিয়া জানে নাই, সেইরূপ যাদবগণও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই জানেন, কিন্তু তাঁহার ঐশ্বর্য্য নহে—এই নিমিত্ত দুঃখে তাঁহাদিগকে দুর্ভাগাই বলিতেছি, এই ভাব।

কিন্তু বাস্তব অর্থে—'দুর্ভগঃ' বলিতে দুর্জ্ঞেয় 'ভগঃ' অর্থাৎ মাহাত্ম্য যাঁহার, তিনি। ঐশ্বর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠ অপেক্ষা মাধুর্য্যজ্ঞাননিষ্ঠ পরিকরগণের উৎকর্ষ শ্রীদশমে ব্যাখ্যা করা হইবে। এখানে 'ন বিদুঃ'—জানেন না, এইরূপ বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশের দ্বারা দ্বারকাবাসী জনগণের এবং যদুগণের শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সঙ্গিত্বই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। হে বিদুর! তুমি যাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই যাদব প্রভৃতি সকলে সম্প্রতি শ্রীভগবানের সঙ্গেই সুখেই ক্রীড়া করিতেছেন। কেবল প্রষ্টা (যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তুমি, এবং পৃষ্ট (যিনি জিজ্ঞাসিত হইতেছেন) আমি—এই আমরা দুইজনেই তাঁহার সহিত একত্র বাসে বিরহিত বলিয়া, অকুশলী, অতএব আমরা দুইজনই দুইজনের জন্য শোক করিতেছি, এই ভাব। এখানে যদি তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের 'সংবাস'—একত্র সম্যক্ বাস না হইত, তাহা হইলে 'নাবেদিযুর্যে বসন্তঃ'—অর্থাৎ যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা জানিতেন না, এইরূপ বলিতেন, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৮ ॥

বিবৃতি—জলে চন্দ্রের আলোক পতিত হওয়ায় চন্দ্রবিম্ব-দর্শনে জলস্থিত জলচরগণ স্নিগ্ধবস্তুটীকে অন্য জলচর মনে করিয়া যেরূপ একত্র বাস করিয়াও চন্দ্রলোকের স্বরূপ জানিতে পারে না এবং চন্দ্রবিম্বের অনধিষ্ঠানে তাহার অভাব বোধ করে, তদ্রূপ দ্বারকাবাসী, বিশেষতঃ যাদবগণ একত্র বাস করিয়াও কৃষ্ণের প্রকটলীলা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। কৃষ্ণকে ভৌম আত্মীয়মাত্র জ্ঞান ও জন্মাদির বশীভূত মনে করিয়া তাঁহার প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকটে অপর বদ্ধজীবের সহ তুলনা করা অজ্ঞতার পরিচয়। নির্বিশেষবাদী ও অক্ষজবাদিগণের ভগবৎস্বরূপ-দর্শনও এই প্রকার। কৃষ্ণলীলা-পাঠচ্ছলে প্রাকৃত রসিকগণ ভগবানের নিত্য প্রকটলীলার স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে এইরূপ ধারণা করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রমে পতিত হন ॥ ৮ ॥

ইঙ্গিতজ্ঞাঃ পুরুপ্রৌঢ়া একারামাশ্চ সাত্বতাঃ।
সাত্বতামৃষভং সর্ব্বে ভূতাবাসমমংসত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইঙ্গিতজ্ঞাঃ (ইঙ্গিতং চিত্তস্থং ভাবং জানন্তি যে তে) পুরুপ্রৌঢ়াঃ (পুরু অতিশয়েন প্রৌঢ়াঃ নিপুণাঃ) একারামাশ্চ (একস্মিন্ এব স্থানে আরমন্তি যে তে চ) সর্ব্বে সাত্বতাঃ (যাদবাঃ) ভূতাবাসং (সর্ব্বেষাং লোকানামাশ্রয়ম্ ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং) সাত্বতাং (যাদবানাং) ঋষভং (শ্রেষ্ঠং) অমংসত (অমন্যন্ত) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর। যাদবগণ নিতান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবশতঃই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহাদের জ্ঞানসামগ্রীর অভাব ছিল না, তাঁহারা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানিতে পারিতেন এবং অতিশয় নিপুণ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র ক্রীড়া করিলেও নিখিলভূতাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে যদুশ্রেষ্ঠমাত্র জ্ঞান করিতেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু শুদ্ধপ্রেমৈকমাধুর্য্যভুজো গোকুলবাসিন ইব দ্বারকাবাসিনো ন খল্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা ভবন্তি তৎ কথং ন বিদুরিতি ব্রবীষি, তত্রাহ—ইঙ্গিতজ্ঞা ইতি তদীয়চিত্তস্থমপি বস্তু জানন্তি কিং পুনঃ

শরীরস্থং সৌন্দর্য্যলাবণ্যাদিকং, তত্র হেতুঃ—পুরুপ্রৌঢ়া অতিসূক্ষ্মবুদ্ধয়ঃ। তদপ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানাভাবমাহ—একস্মিন্নেবাসনশয়নাদৌ আরমন্তে। সাত্বতাং স্বেষামেব ঋষভং নিত্যকুলপতিত্বেন বর্ত্তমানং কৃষ্ণং ভূতাবাসং সর্ব্বভূতেষ্বাবসন্তমন্তর্য্যামিণমেবামংসত একো দেব ইত্যাদৌ সর্ব্বভূতাধিবাস ইত্যন্তর্য্যামি-শ্রুতেঃ; ন তু স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সাক্ষান্নারায়ণস্যাপ্যংশিনমিত্যতস্তে হরিং ন বিদুরিত্যহমবোচমিহ জগতি সমুচিতং জানন্তোঽজানন্তশ্চ ন নিন্দ্যন্তে। নিন্দ্যন্তে তু তন্মধ্যবর্ত্তিনোঽর্দ্ধমর্দ্ধং জানন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, একমাত্র শুদ্ধপ্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদনশীল গোকুলবাসিগণের ন্যায়, দ্বারকাবাসিগণ কখনই ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য নহেন, অতএব তাঁহারা 'ন বিদুঃ'—জানেন না, ইহা কিজন্য বলিতেছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ইঙ্গিতজ্ঞাঃ'—ইতি। সেই যাদবগণ ইঙ্গিতজ্ঞ অর্থাৎ তদীয় চিত্তস্থিত বস্তুও জানিতে পারেন, আর শরীরস্থ সৌন্দর্য্য, লাবণ্যাদির কথা কি? তাহার কারণ—তাঁহারা 'পুরুপ্রৌঢ়াঃ', অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাহা হইলেও তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের অভাবই বলিতেছেন—'একারামাঃ'—শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র উপবেশন, শয়নাদিতে সেই সাত্বতগণ আনন্দ উপলব্ধি করিতেন। 'সাত্বতাম্ ঋষভং'—সাত্বতগণ নিজেদেরই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ কুলপতিরূপে বর্ত্তমান কৃষ্ণকে 'ভূতাবাসং'—সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে অবস্থিত অন্তর্য্যামী বলিয়াই মনে করিতেন। কারণ—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ"—অর্থাৎ এক, অদ্বিতীয় দেব সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের নিবাসস্থান, সর্ব্বদ্রষ্টা, চেতয়িতা, নিরুপাধিক ও নির্গুণ—ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রমাণে ভগবান্ 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ'—সর্ব্বভূতের নিবাসস্থান, ইহাতে তিনি অন্তর্য্যামী, ইহা জানা যায়। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্, সাক্ষাৎ নারায়ণেরও অংশী—এইরূপে জানেন না, ইহাই আমি বলিতেছিলাম। এই জগতে যাহারা সমুচিত জানেন এবং যাহারা জানেন না, তাহারা নিন্দার পাত্র নহেন। কিন্তু যাহারা মধ্যবর্ত্তী, অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক জানেন, তাহারাই নিন্দনীয়—এই ভাব ॥ ৯ ॥

বিবৃতি— অতিশয় নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, একত্র শয়ন-ভোজনাদি-নিরত সাত্বত যাদবগণ কৃষ্ণকে সাত্বতপুঙ্গব সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া জানিতেন—অংশী কৃষ্ণের অংশ নারায়ণ বলিয়া জানিতেন না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা সেবাবুদ্ধিতে গোকুলপতির মাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি হয় না ॥ ৯ ॥

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥১০॥

অন্বয়ঃঅ—যে চ (যাদবাঃ) দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টাঃ (ব্যাপ্তাঃ সন্তঃ যাদবোঽয়ং অস্মদ্‌বন্ধুরিতি বদন্তি, যে চ) অন্যদসদাশ্রিতাঃ (শিশুপালাদয়ঃ অসৎ এব অন্যৎ বৈরমাশ্রিতাঃ নিন্দন্তি) তদ্বাক্যৈঃ (তেষাং তত্তদুক্তিভিঃ) আত্মনি (পরমাত্মনি) হরৌ উপ্তাত্মনঃ (নিক্ষিপ্তচিত্তস্য মাদৃশস্য) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন ভ্রাম্যতে (মোহং ন প্রাপ্যতে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে সকল যাদবগণ ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'ইনি যাদব, আমাদের বন্ধু' এইরূপ বলিতেন এবং শিশুপালাদি যে সকল অন্যপক্ষ বৈরভাব আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিত, তাহাদের সেই সেই বাক্যে আমাদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হয় না, কারণ, আমাদের চিত্ত পরমাত্মা শ্রীহরিতে নিবিষ্ট হইয়াছে, (কিন্তু অন্য মূঢ়লোকের বুদ্ধি ইহাদ্বারা অনায়াসেই বিভ্রান্ত হইতে পারে) ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ যে মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তিনঃ সাধবস্তদ্বিরহদুঃখিনঃ যে চ যাদবাদ্যাস্তন্নিত্যসঙ্গিনঃ সংযোগসুখিনস্তে দ্বয় এব ভক্তিমত্ত্বাৎ ধন্যা এব, অন্যে ত্বভক্তা নারকিন এবেত্যাহ—দেবস্য মায়য়া যে স্পৃষ্টা বিদ্বন্মানিনস্তত্রাপি যে চ অন্যৎ শিষ্টসিদ্ধান্তাদপরমতি-দুষ্টমতমাসুরমাশ্রিতাস্তেষাং বাক্যৈঃ কৃষ্ণঃ শরীরং পরিত্যজ্য বৈকুণ্ঠং গত ইতি তথা কৃষ্ণো ধৃতরাষ্ট্র-জরাসন্ধাদিমহামহারাজদ্রোহাধর্ম্মজনিতেন ব্রহ্মশাপেন সকুল এবং নাশং প্রাপ্ত ইতি নিন্দাভাষিতৈর্হরৌ আত্মনি পরমাত্মনি উপ্তাত্মনো নিক্ষিপ্তচিত্তস্য ভক্তজনস্য ধীর্ন

ভ্রাম্যতি কিন্তু তন্মাধুর্য্য এব নিমজ্জতি, যেষাং ভ্রাম্যতি তৈরপ্যলং নারকিভিরিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ যাঁহারা মর্ত্ত্যলোক-বর্ত্তী সাধুজন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃখী এবং যাঁহারা তাঁহার নিত্যসঙ্গী যাদবগণ, তাঁহার সহিত মিলনে সুখী—এই দুইজনই ভক্তিমান্ বলিয়া ধন্যই, কিন্তু অন্য যাঁহারা অভক্ত, তাঁহারা নারকীয়ই—ইহাই বলিতেছেন—'দেবস্য মায়য়া'—যাহারা ভগবানের মায়ার দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া বিদ্বদভিমানী, তন্মধ্যে আবার যাহারা শিষ্টজনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতঃ অতিদুষ্ট আসুরিক মত আশ্রয় করিয়াছে, 'তদ্বাক্যৈঃ' —তাহাদের বাক্যের দ্বারা, অর্থাৎ 'কৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গিয়াছে', তথা 'কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র, জরাসন্ধাদি মহামহারাজগণের প্রতি দ্রোহরূপ অধর্ম্মজনিত ব্রহ্মশাপের দ্বারা সবংশেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে—এইরূপ নিন্দাবাক্যের দ্বারা, 'হরৌ আত্মনি'—পরমাত্মা শ্রীহরিতে, 'উপ্তাত্মনঃ'—নিক্ষিপ্তচিত্ত ভক্তজনের বুদ্ধি কখনই বিভ্রান্ত হয় না, কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যেই নিমজ্জিত হয়। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি বিচলিত হয়, সেই নারকীয় জনগণের সহিত কোন প্রয়োজন নাই —এই ভাব ॥ ১০ ॥

———

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্ ।
আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্) অতপ্ততপসাং (ন তপ্তং তপো যৈঃ তেষাম্ অতএব) অবিতৃপ্তদৃশাং (অবিতৃপ্তাঃ দৃশো যেষাং তেষাং) নৃণাং (সম্বন্ধে) স্ববিম্বং (শ্রীমূর্ত্তিং) প্রদর্শ্য (এতাবন্তং কালং প্রকর্ষেণ দর্শয়িত্বা) লোকলোচনম্ (লোকস্য লোচনরূপম্ স্বমূর্ত্তিং) আদায় (আচ্ছিদ্য) অন্তরধাৎ (অন্তর্হিতো বভূব) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ তপস্যাহীনতা বশতঃ অপরি-তৃপ্তলোচন মনুষ্যগণকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ সেই মূর্ত্তি তাঁহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া (আচ্ছাদন করিয়া) অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্ভক্তানাং মতমেব বাস্তবং ভবেত্তদেব কিমিতি অপেক্ষায়ামাহ—প্রদর্শ্যেতি। অবিতৃপ্তদৃশাং নৃণামিত্যনাদরে ষষ্ঠী। যস্তু স্ববিম্বং স্বীয়ং শ্রীবিগ্রহং নৄন্ প্রদর্শ্য তন্মাধুর্য্যমাস্বাদয়িতুমারব্ধবত এব তান্ অবিতৃপ্তদৃশোঽনাদৃত্য স্ববিম্বং পুনরাদায় তদ্দৃগ্‌ভ্য আচ্ছিদ্য নীত্বা অন্তরধাৎ শীঘ্রং তিরো বভূব। অত্র যৎপদস্যোত্তরবাক্যার্থগতত্বেন ন তৎপদাপেক্ষা। সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতং মীলিতং যদভিরামতাধিক ইতিবৎ। তিরোধানাকরণে অতিলোভিনস্তে পুনরপি নির্ভরমাস্বাদয়িষ্যন্তীতি বুদ্ধ্যেবেত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বনিতা। ননু তর্হি দত্তাপহারী সোঽভূৎ তত্রাহ—লোকানাং লোচনানি স্থিতানি যত্রেতি লোচনান্যপহর্ত্তুমেব নৃভ্যঃ স্ববিম্বং দত্তং ন তু তত্তস্য পরমার্থদানং কিন্তু চৌরস্যেবেতি পুনরপ্যুৎপ্রেক্ষা। ততশ্চ কৃষ্ণেন পৃথিব্যামবতীর্য্য সর্ব্বচক্ষুর্হরণাল্লোকা অন্ধীকৃতা এব ন তু পালিতা ইতি ব্যাজস্তুতিঃ। ননু স্ববিম্বমাধুর্য্যস্যানন্ত্যাৎ চিরায়াপি পায়নে তস্য কা হানিরভবিষ্যত্তত্র তস্য কৃপাসিন্ধোঃ কো দোষঃ কিন্তু লোকানামেব ভাগ্যাভাব ইত্যাহ—অতপ্ততপসামিতি লোকরীত্যৈবোক্তির্বস্তুতস্তু অতপ্ততপসাং কিন্তু প্রাপ্ত-তৎকৃপাভরাণামিত্যর্থঃ। ন হ্যেতাদৃশমনুরাগিত্বাপাদনমেব মুখ্যপ্রয়োজনঞ্চ ধ্বনিতং অস্মিন্নভ্যাদিতে জাতু ন তৃপ্তির্দ্দর্শনাদিষ্বিত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তেরতৃপ্তনেত্রত্বং স্নেহলক্ষণং তৃষ্ণাধিক্যাদনুরাগলক্ষণং বা জ্ঞেয়ম্। তথা স্ববিম্বং আদায়ৈব অন্তরধাৎ। ননু পরিত্যজ্য ইতি শরীরপরিত্যাগবাদিনঃ পরাহতাঃ। তথা যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিতি যদ্ধর্ম্মসূনোরিত্যুত্তরশ্লোকেষু স্ববিম্বস্যৈব বিশেষণদানান্মানুষং বিম্বং পরিহায় দিব্যং স্ববিম্বমাদায়াগাদিতি বিরুদ্ধং ব্যাচক্ষাণা অপি পরাহতাঃ। তথা প্রদর্শ্যেতি অন্তরধাদিতি ন তু পশ্যতি স্মেতি প্রদর্শনে অন্তর্দ্ধানে চ তস্যৈচ্ছৈব কারণমিতি কর্ম্মাধীনত্ববিবাদিনোঽপি পরাহতাঃ তস্মাদ্দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা ইতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তানামসতাং মতং দূষয়িতুং প্রবৃত্তস্যোদ্ধবস্যৈবেয়ং বাণী প্রমাণীকর্ত্তব্যা, ন ত্বেতৎপ্রতিকূলানাং বাক্যানাং কোটীরপীত্যেতদ্বাক্যং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি বাক্যবদেব মন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্যাস্য স্বরসো রসনীয়ঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ভক্তগণের মতবাদই বাস্তব, তাহা কি? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—

'প্রদর্শ্য' ইতি। 'অবিতৃপ্ত-দৃশাং নৃণাং'—ইহা অনাদরে ষষ্ঠী (অর্থাৎ তাঁহাদের চোখের সামনেই, তাঁহাদের কোন অপেক্ষা না করিয়াই)। 'যস্ত'—যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় শ্রীবিগ্রহ 'নৄন্ প্রদর্শ্য'—লোকসকলকে দেখাইয়া, তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে কেবল আরম্ভ করিয়াছে, এইরূপ জনগণের অতৃপ্ত নয়নের সমক্ষেই তাঁহাদের কোন অপেক্ষা না করিয়াই, নিজের শ্রীবিগ্রহ পুনরায় 'আদায়' অর্থাৎ তাঁহাদের নয়ন হইতে সরাইয়া লইয়া 'অন্তরধাৎ'—শীঘ্র তিরোহিত হইলেন। এখানে 'যৎ' পদের সহিত পরবর্ত্তী পদের বাক্যার্থ হওয়ায়, পৃথক্ তৎ-পদের কোন অপেক্ষা নাই। যেরূপ—'উজ্জ্বল চন্দ্রিমায় পদ্মকে নিমীলিত করিয়া যিনি অধিকরূপে শোভিত হইতেছেন'—ইত্যাদি বাক্যে যৎ-পদের সহিত পূর্ব্বপদের বাক্যার্থ হওয়ায়, তিনি (নিশাকর)—এইরূপ তৎপদের কোন অপেক্ষা নাই। (এইরূপ প্রয়োগকে একরূপ কাব্যের গুণ বলা হয়)। তিরোধান না করিলে অতিলোভী সেই জনগণ পুনরায় নিশ্চিন্তে আস্বাদন করিবেন, এইরূপ বুদ্ধিতেই যেন নিজরূপ তিরোধান করিলেন—এইপ্রকার উৎপ্রেক্ষা এখানে ধ্বনিত হইয়াছে।

দেখুন, তাহা হইলে ত ভগবান্ দত্তাপহারী (যিনি প্রদান করিয়া আবার অপহরণ করেন) হইলেন। তাহাতে বলিতেছেন—'লোকলোচনম্', অর্থাৎ লোকসকলের নয়নগুলিই যে স্ব-বিম্বে ছিল, জনগণের নয়ন অপহরণ করিবার নিমিত্তই লোকদিগকে নিজের শ্রীবিগ্রহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার পারমার্থিক একেবারে দান নহে, কিন্তু চৌরের ন্যায় (চৌর যেমন সাধুবেশে আসিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, সেইরূপ)—ইহাতে পুনরায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দ্যোতিত হইয়াছে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সকলের চক্ষু হরণ করায় লোকগণকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের পালন করেন নাই—ইহা ব্যাজস্তুতি (এখানে নিন্দার ছলে স্তুতি করা হইয়াছে)। দেখুন—নিজ শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য্যের আনন্তত্ব-হেতু চিরকালও পান করাইলে তাঁহার কি হানি হইত? তাহাতে বলিতেছেন—সেই বিষয়ে কৃপাসিন্ধু সেই কৃষ্ণের কি দোষ? কিন্তু লোকদের সৌভাগ্যের অভাবই কারণ, ইহাই বলিতেছেন—'অতপ্ত-তপসাং'—যে জনগণ তপস্যার আচরণ করেন নাই, ইহা লৌকিক রীতি অনুসারেই উক্ত হইয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু—'অ-তপ্ততপসাং'—কোন তপস্যার আচরণে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পান নাই, কিন্তু তাঁহার কৃপাবশতঃই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন—এই অর্থ। কেবল এইরূপই নয়, কিন্তু অনুরাগিত্ব-সম্পাদনই মুখ্য প্রয়োজন, ইহাও ধ্বনিত হইয়াছে। 'অস্মিন্ অভ্যুদিতে জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু"—প্রেম পরম কাষ্ঠায় উপনীত হইলে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া স্নেহে পরিণত হয়। এই স্নেহ উদিত হইলে নয়নাদির কখনই তৃপ্তি হয় না, (অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলেও কাহারও নয়নের তৃপ্তি হয় না, আরও দর্শনের অভিলাষ বৰ্দ্ধিতই হয়)—এই উজ্জ্বলনীলমণির (স্থায়িভাব প্রকরণের) উক্তি অনুসারে—অতৃপ্তনেত্রত্ব স্নেহের লক্ষণ, অথবা তৃষ্ণার আধিক্যবশতঃ অনুরাগের লক্ষণ জানিতে হইবে। তাদৃশ নিজ শ্রীবিগ্রহ লইয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

দেখুন—'শ্রীকৃষ্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন'—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের শরীর পরিত্যাগ যাহারা বলেন—তাহাদের মত পরাহত হইল। সেইরূপ 'যাহা মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী' এবং 'যাহা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে'—ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে—স্ব-বিম্বেরই বিশেষণ প্রদান করায় মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য শ্রীবিগ্রহ গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন—এই বিরুদ্ধ মত যাহারা বলেন, তাহাও দূরীকৃত হইল। সেইরূপ 'প্রদর্শ্য'—অর্থাৎ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইলেন—ইহা বলায়, জনগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, ইহা বলেন নাই। এখানে প্রদর্শন এবং অন্তর্দ্ধানে শ্রীভগবানের ইচ্ছাই কারণ, অতএব যাহারা (জীবের মত) কর্ম্মবশতঃ কর্ম্মাধীন ভগবানের দেহ, এইরূপ বলেন, তাহাদের মতও পরাকৃত হইল। অতএব 'দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টাঃ'—ভগবানের মায়ায় যাহারা মুগ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অসজ্জনের মতবাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত উদ্ধবের এই বাক্যই প্রামাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার বিরুদ্ধ কোটি বাক্যেরও কোন প্রামাণ্য হইবে না। এই বাক্য 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীকৃষ্ণই

স্বয়ং ভগবান্, এই বাক্যের ন্যায়ই মনে করিতে হইবে, ইহাই এই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের আস্বাদনীয় অভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

———

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (বিম্বং) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্য-লীলাসু যোগ্যং) স্ব-যোগমায়াবলং (নিজ যোগমায়া-মাহাত্ম্যং) দর্শয়তা (প্রকটয়তা) ভগবতা (স্বয়ং) গৃহীতং (স্বকৃতং) স্বস্য চ (আত্মনঃ অপি) বিস্মা-পনং (বিস্ময়জনকং) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যাতি-শয়স্য) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা) ভূষণভূষণাঙ্গম্ (ভূষণানাং অপি ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্ তৎ পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী; তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বন্তর্দ্ধায় স্ববিম্বং বৈকুণ্ঠমেব কিং নীতবাংস্তত্রাহ—যদ্বিম্বং মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকমুপযুক্তং কথং বৈকুণ্ঠং যাত্বিতি ভাবঃ। তেন দ্বারকায়ামেব সম্প্রত্যপি যথাপূর্ব্বমেব তদ্বর্ত্তত এব তদিচ্ছাভাবা-দত্রত্যা লোকাস্তন্ন পশ্যন্তীতি মাত্রং বিশেষ ইতি ভাবঃ। ন চ মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকত্বেন তস্যাপকর্ষো মন্তব্যঃ, প্রত্যুত বৈকুণ্ঠলীলাস্বরূপেভ্যোঽপি পরমোৎকর্ষ এবেত্যাহ—স্ব-যোগমায়া স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিস্তস্যা বলং সম্পূর্ণমেব সামর্থ্যং দর্শয়তা দর্শয়িতুমিতি ন চ কিমপ্যৈশ্বর্য্যং মাধুর্য্যং বা নিহ্নুত্য স্থাপিতমপি তু স্ব-সর্ব্বস্বমেবাত্র বিম্বে নিক্ষিপ্তং নাপি বৈকুণ্ঠেঽপ্যেবং বলং দর্শিতমিতি ভাবঃ। গৃহীতমিতি স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোরিত্যত্র মায়য়া গুণা গৃহীতা ইতিবদভেদেঽপি ভেদোক্তিঃ। বুদ্ধির্হি ভগবতী অভেদেঽপি ভেদং জনয়তীতি ন্যায়াৎ গৃহীতমাবিষ্কৃতমিতি সন্দর্ভঃ; যদ্বা, যদ্বিম্বং দর্শয়তা দর্শয়িতুং স্ব-যোগমায়াবলং গৃহীতং রাজমহিষীবিবাহাদিষু তথা প্রসিদ্ধের্বলমেব দ্যোতয়তি স্বস্য চ বৈকুণ্ঠস্থস্য শ্রীনারায়ণস্বরূপস্যাপি বিস্মাপনং—অহো রূপমহো সাদ্গুণ্যমিতি চমৎকার-প্রাপকং অন্যাবতাররূপগুণাদিদর্শিনাং বৈকুণ্ঠীয়-পার্ষদাদীনাং কা বার্ত্তেতি ভাবঃ। অতএব সৌভ-গর্দ্ধেঃ সৌভাগ্যসম্পত্তেঃ পরং পদং পরাবধিস্থানং অতো বৈকুণ্ঠনাথস্যাপি তদ্দর্শনেচ্ছোদ্ভবতি দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণেত্যাদেঃ। ভূষণানামপি ভূষণান্যঙ্গানি যস্যেতি পরমসৌন্দর্য্যমুক্তম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন— শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিয়া নিজ শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠেই কি লইয়া গিয়াছেন? ইহাতে বলিতেছেন—'যৎ', যে শ্রীবিগ্রহ মর্ত্ত্যলীলাতেই 'ঔপয়িকম্'—উপযুক্ত, তাহা কিজন্য বৈকুণ্ঠ যাইবে? —এই ভাব। অতএব দ্বারকাতেই এখনও সেই শ্রীবিগ্রহ যথাপূর্ব্বই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছার অভাবে সেখানকার জনগণ তাহা দর্শন করিতেছেন না—কেবল এইমাত্র বিশেষ—এই ভাব। মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী বলিয়া তাহার (সেই শ্রীবিগ্রহের) অপকর্ষ মনে করা চলে না, প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠলীলার স্বরূপগণ হইতেও পরম উৎকর্ষই—তাহাই বলিতে-ছেন—'স্ব-যোগমায়াবলং', নিজের যোগমায়া ভগ-বানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি, তাহার সম্পূর্ণ সামর্থ্য, 'দর্শয়তা'—দর্শন করাইবার জন্য, কোন ঐশ্বর্য্য বা মাধুর্য্য গোপন রাখিয়া স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু নিজের সর্ব্বস্বই এই শ্রীবিগ্রহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠেও এইরূপ সামর্থ্য দেখান হয় নাই—এই ভাব।

'গৃহীতম্' ইতি—"স্থিতি-সর্গ-নিরোধেষু", অর্থাৎ সেই বিভু পরমেশ্বর নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় স্বাতন্ত্র্যরূপে মায়াদ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকেন—এই দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে, 'মায়ার দ্বারা সত্ত্বাদি গুণসকল গৃহীত হইয়াছে,' এই বাক্যের ন্যায় অভেদেও ভেদ বলা হইয়াছে। "শ্রীভগবদ্বিষয়িণী বুদ্ধি অভেদ হইলেও ভেদ উৎপন্ন করিয়া থাকে"—এই ন্যায় অনুসারে 'গৃহীত' বলিতে 'আবিষ্কৃত' অর্থ—ইহা সন্দর্ভ। অথবা—নিজ শ্রীবিগ্রহ দেখাইবার

নিমিত্ত স্ব-যোগমায়ার সামর্থ্যই আবিষ্কার করিয়াছেন রাজ-মহিষীগণের বিবাহ প্রভৃতি কালে, এইরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। নিজযোগমায়ার সামর্থ্যই দ্যোতনা করিতেছেন—'স্বস্য চ', নিজেরও, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রীনারায়ণ স্বরূপেরও 'বিস্মাপনং'—বিস্ময় উৎপাদন-কারক, 'অহো! কি প্রকার রূপ, কি প্রকার সাদ্গুণ্য'—এইরূপ চমৎকার-প্রাপক। আর, অন্যান্য অবতারবৃন্দের রূপ, গুণাদি দর্শনকারী বৈকুণ্ঠস্থিত পার্ষদ প্রভৃতির কথা অধিক কি? (অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীনারায়ণই যেখানে বিস্মিত, অপরের কথা কি?) —এই ভাব। অতএব 'সৌভগর্দ্ধেঃ'—সৌভাগ্যরূপ সম্পত্তির 'পরং পদং'—শ্রেষ্ঠ অবধিস্থান (চরম-সীমা)। এইজন্যই বৈকুণ্ঠনাথেরও তাহা দর্শনের ইচ্ছা উদ্ভূত হয়। যেমন—'দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা', অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ তোমাদের (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের, যাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ ও নর ঋষির অংশ রহিয়াছে) দর্শনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-বালকগণকে আমি আনয়ন করিয়াছি —শ্রীদশমের একোন-নবতি (৮৯) অধ্যায়ে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথের এইরূপ উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। 'ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্'—অলঙ্কার-সকলেরও অলঙ্কারস্বরূপ যাঁহার শ্রীঅঙ্গসমূহ, (অন্যের শরীরে অলঙ্কার শোভা বিস্তার করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অলঙ্কারসকল নিজেই শোভিত হয়)—ইহার দ্বারা পরম সৌন্দর্য্য উক্ত হইল ॥ ১২ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২১শ পঃ—

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য—অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি, তার ছুঁইল একবিন্দু ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্ব-সৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি-গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরেছে নেত্রান্তবাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
তাঁ'-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি', স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥
মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ ॥

ললিতমাধবে ৮।২৮—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্থে—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।

কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ।।
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ।।

* * *

কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণের উপজয় লোভ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য—স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ ও সমস্ত ভূষণকেও ভূষিত করিতে সমর্থ—সেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি। সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহ যে চিৎতত্ত্বের পরম সৌভাগ্য, তাহা এই কৃষ্ণরূপেই নিত্য অবস্থান করে।

অনুভাষ্য—কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোমলীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার লীলা, মৎস্যকূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারলীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতারলীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতারলীলা, সবিশেষ-পরমাত্মাদি-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত-ক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে তারতম্য-বিচারে নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মলবিশিষ্ট নহে।

কৃষ্ণের মধুররূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও ও দ্বারকা ভুবনত্রয়কে বা অন্তঃপুর গোলোক-বৃন্দাবন, মধ্যবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম,—ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তৎত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপমাধুরীতে আকৃষ্ট করে। পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকটিত করিলেন।

কৃষ্ণরূপের অসামান্য চমৎকারিতা এরূপ যে, তাহা কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। সমগ্র সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও বৈরগ্যাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিজসৌভাগ্যাতিশয় কৃষ্ণেই নিত্যস্থিত।

অলঙ্কার—অঙ্গের ভূষণ; কিন্তু অলঙ্কারেরও অলঙ্কার কৃষ্ণের অঙ্গ—কৃষ্ণাঙ্গ-শোভা এতাদৃশ অপরূপ। তাদৃশ অঙ্গশোভা সত্ত্বেও ললিত ত্রিভঙ্গে অধিক পরিমাণে শোভা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও চক্ষুর উপরিভাগ ধনুতুল্য ভ্রূনৃত্য করিতেছে। তির্য্যগ্‌ভাবে অপাঙ্গদৃষ্টিরূপ বাণ ভ্রূধনুতে সংযুক্ত হইয়া রাধা এবং তদনুগ গোপীগণের মনকে বিন্ধিবার উদ্দেশে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করিতেছে। কৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মনোহর যে, প্রাকৃতজগতের সকল প্রাণী ও দেবতা দূরে যাউক, ব্রহ্মাণ্ডের উপরি পরব্যোমস্থ নারায়ণাদি-স্বরূপেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মীগণকে একমাত্র 'পতিব্রতা-শিরোমণি' বলিয়া ভক্তি করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মাভিলাষ করেন।

গোপীর অনুকূল চিত্তবৃত্তিরূপ মনোরথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজসেবা স্বীকারপূর্ব্বক কন্দর্পের মনো-মথন করিয়া 'মদনমোহন'-নামে সংজ্ঞিত হন। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাত্মক পঞ্চ কাম-বাণাধিপ মদনের স্বসৌন্দর্য্যদ্বারা নারী-বিমোহনরূপ অহঙ্কার পদদলিত করিয়া কৃষ্ণ নবকন্দর্পসজ্জায় গোপীগণের সহ রাসক্রীড়া করেন ।। ১২ ।।

বিবৃতি—তত্ত্ববাদী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র ভক্তসম্প্রদায় মনে করেন, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ মূলবস্তু, কৃষ্ণ সেই বস্তুর অবতার। নিমিত্ত উপলক্ষ করিয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। বৈকুণ্ঠ-নাথ অপেক্ষা কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যের উৎকর্ষ আছে, তাহা তত্ত্ববিদ্‌গণেরও ধারণাতীতরাজ্যে অবস্থিত। ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির বীর্য্যপ্রভাবে নারায়ণেরও বিস্ময়োৎপাদন-কারী অপূর্ব্ব স্বরূপ প্রাপঞ্চিক ভৌমলীলায় প্রকট করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য্য অতুলনীয়; নারায়ণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কৃষ্ণের ভৌমলীলার সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ আছে ।। ১২ ।।

———

যদ্ধর্ম্মসূনোর্ব্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্ব্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ।।১৩।।

অন্বয়ঃ—বত (অহো) ধর্ম্মসূনোঃ (ধর্ম্মপুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য) রাজসূয়ে (রাজসূয়-যজ্ঞে) ত্রিলোকঃ (ত্রিভুবনস্থঃ লোকঃ প্রাণিমাত্রং) দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং (দৃশাং স্বস্ত্যয়নং পরমানন্দকরং) যৎ (বিম্বং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অদ্য (ইদানীম্) ইহ (বিম্বে) বিধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) অর্ব্বাক্‌সৃতৌ (অর্ব্বাচীন-সংসারনির্ম্মাণে মনুষ্যনির্ম্মাণে বা, যৎ) কৌশলং (নৈপুণ্যং তৎ) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) গতং (উপক্ষীণং, নাতঃ পরমস্তি তস্য কৌশলম্) ইতি অমন্যত (মেনে পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অহো ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিভুবনস্থ প্রাণিসমূহ এই অনুমান করিয়াছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্যনির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তৎসমুদায়ই এই শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশে নিঃশেষিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সৌভগর্দ্ধিমত্ত্বং ত্বয়াপি সাক্ষাৎকৃতমিতি স্মারয়তি যদ্ধর্ম্মেতি। ত্রিলোকঃ ত্রিভুবনস্থো লোকো ব্রহ্মেন্দ্রাদিরপি ইতি অমন্যত। কিম্ ? অদ্য ইহ জগতি বিধাতুরর্বাক্‌সৃতৌ অর্ব্বাচীনবিচিত্র-সংসারনির্ম্মাণে যৎ কৌশলং তৎ সর্ব্বং গতমুপক্ষীণং এতদঙ্গকান্তৌ দৃষ্টায়াং বিধাতৃ-সৃষ্টানাং নীলোৎপল-দলিতাঞ্জনেন্দ্রনীলমণিনীরদানাং জুগুপ্সা, এতন্মুখে দৃষ্টে চন্দ্রপদ্ময়োরপি ধিক্কার ইত্যেবম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ তুমিও (বিদুরও) সাক্ষাৎ করিয়াছ—ইহা স্মরণ করাইতেছেন—'যদ্ ধর্ম্ম-সূনোঃ' ইতি, (অর্থাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে চক্ষুর পরমানন্দকর শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ ত্রিভুবনস্থ প্রাণিমাত্রেই দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়াছিল যে, বিধাতার নির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, এই মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে তৎসমুদয়ই অদ্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ বিধাতা ব্রহ্মার সৃষ্ট নহে, ইহা লৌকিক রীতি অনুযায়ী উক্ত হইয়াছে।) 'ত্রিলোকঃ'—বলিতে ত্রিভুবনস্থিত লোক-সমূহ, এমন কি ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতিও এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। কি মনে করিয়াছিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'অদ্য ইহ', আজ এই জগতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অর্ব্বাচীন বিচিত্র সংসার নির্ম্মাণ-বিষয়ে যে নিপুণতা ছিল, সে সমস্তই, 'গতং'—নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দৃষ্ট হইলে, বিধাতার সৃষ্ট প্রস্ফুটিত নীলোৎপল, অঞ্জন, ইন্দ্র-নীলমণি ও মেঘসমূহের নিন্দা, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখ-দর্শনে চন্দ্র ও পদ্মরাগেরও ধিক্কার হয়—এইরূপ (মনে করিয়াছিল) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—ত্রিলোকস্যাজ্ঞানং ব্রত !

আনন্দরূপং দৃষ্ট্বাপি লোকমৌক্তিকমেব তু।
মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্ব্বহুস্থিতা ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ১৩ ॥

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-
লীলাবলোক-প্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—যস্য (বিম্বস্য) অনুরাগপ্লুতহাসরাস-লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ (অনুরাগেণ প্লুতঃ ব্যাপ্তঃ হাসঃ রাসঃ বিনোদঃ লীলাবলোকশ্চ তৈঃ স্বকৃত-হাসাদ্যনন্তরং প্রতিলব্ধঃ মানঃ যাভিঃ তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) দৃগ্‌ভিঃ (চক্ষুভিঃ সহ) অনুপ্রবৃত্তধিয়ঃ (অনুপ্রবৃত্তাঃ গচ্ছন্তং তং শ্রীকৃষ্ণম্ এব অনুগতাঃ ধিয়ঃ যাসাং তাঃ) কৃত্যশেষাঃ (কৃত্যে শেষো যাসাং তাঃ অসমাপিতকৃত্যাঃ এব) কিল তস্থুঃ (অবতস্থিরে, পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—একদা সেই শ্রীকৃষ্ণের সানুরাগ হাস্য, পরিহাস, আমোদ, প্রমোদ, লীলাবলোকনদ্বারা অভি-মানযুক্ত ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন ব্রজস্ত্রীগণের দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনু-গামী হইয়াছিল এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব কার্য্য সমাপ্ত না হইলেও তাঁহারা তদগতচিত্তে নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চৈবমনুরক্তেভ্যস্ত্রিলোকস্থেভ্যো ব্রহ্ম-রুদ্রাদিভ্যোঽপি ব্রজস্ত্রীণামনুরাগাধিক্যং যতস্তেস্তথা সম্মানিতেন কৃষ্ণেনাপি তা এব যথা সম্মানিতা ন তু তথা তেৎপীত্যাহ—অনুরাগেণ প্লুতৈর্ব্যাপ্তৈর্হাসৈঃ

রাসো রসসমূহো যত্র তথাভূতো যো লীলায়া অবলোকস্তেন স্বকৃতেন তন্মানদানানন্তরং প্রতিলব্ধো মান আদরো যাভিস্তাস্তদৈব দৃগ্ভিঃ সহ অনুপ্রবৃত্ত্যা গচ্ছন্তং তং এবানুগতা ধিয়োঽপি যাসাং তাঃ। অবতস্থুস্তৎক্ষণ এব জাড্যোদয়াৎ কিমপি চেষ্টিতুং ন প্রবভূবুরিত্যর্থঃ। ততশ্চ কৃত্যেষু মার্জন-লেপন-দধিমথন-পরিবেষণাদিষু শেষো যাসাং তাঃ। তত্তৎকৃত্যমধ্য এবাকস্মিক-তদ্দর্শনপ্রাপ্তেরসমাপিতকৃত্যা এব বভূবুরিত্যর্থঃ। তেন তস্য স্বপর্য্যন্তসর্ব্বজগৎসু বিস্মাপনতা ব্রজস্ত্রীষু পুনর্ম্মোহনতা চ প্রেমাধিক্যেনৈবাভূদিতি ভাবঃ। তদেবং তদ্বিগ্রহস্য মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকত্বপ্রপঞ্চনেন মর্ত্ত্যলোকস্থ-গোকুলমথুরাদ্বারকাস্বেব নিত্যস্থিতত্বং দ্যুমণিদৃষ্টান্তেন দর্শনাদর্শনমাত্রবিশেষতঞ্চ ধ্বনিত্বম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এইপ্রকার অনুরক্ত ত্রিলোকস্থিত ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি হইতেও ব্রজস্ত্রীগণের অনুরাগের আধিক্য, যেহেতু সেই ব্রহ্মাদির দ্বারা সেইরূপ সম্মানিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক একমাত্র সেই ব্রজরমণীগণই যেরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই ব্রহ্মাদিও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সেইরূপ আদরপ্রাপ্ত হন নাই—ইহাই বলিতেছেন—'যস্যানুরাগ' ইত্যাদি, অনুরাগের সহিত ব্যাপ্ত (অর্থাৎ সানুরাগ) যে হাস্য, রাস অর্থাৎ রসসমূহ (আমোদ প্রমোদ) যেখানে, সেইরূপ লীলার যে অবলোকন, তাহার দ্বারা প্রতিলব্ধ হইয়াছে আদর যাঁহাদের কর্ত্তৃক, সেই ব্রজস্ত্রীগণ। (প্রথমতঃ ব্রজরামাগণের সানুরাগ হাস্য, আমোদ-প্রমোদ ও লীলাবলোকন-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সম্মানিত হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সানুরাগ হাস্য, আমোদ-প্রমোদ ও লীলাবলোকন-দ্বারা ব্রজস্ত্রীগণ সমাদর প্রাপ্ত হন—ইহা বলিতেছেন)—'স্বকৃতেন তন্মানদানাদ্ অনন্তরং প্রতিলব্ধো মান আদরো যাভিঃ তাঃ'—অর্থাৎ নিজকৃত সানুরাগ হাস্যাদি মান-দানের পশ্চাৎ (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক) যাঁহারা আদর প্রতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্রজস্ত্রীগণ। [এইরূপ 'আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভিঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।] তারপরই শ্রীকৃষ্ণ বনাদি গমন করিলে, সেই ব্রজরামাগণের নয়নের সহিত বুদ্ধিও অনুগমন করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহারা 'অবতস্থুঃ'—অর্থাৎ তৎক্ষণেই জাড্য-ভাবের উদয় হওয়ায় কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হন নাই—এই অর্থ। তারপর 'কৃত্যশেষাঃ'—মার্জ্জন, লেপন, দধিমন্থন, পরিবেষণ প্রভৃতি করণীয় কার্য্যে শেষ হইয়াছে যাঁহাদের, অর্থাৎ সেই সেই কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যেই অকস্মাৎ তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি হইলে, সকল কার্য্যই অসমাপ্ত হইয়া থাকে—এই অর্থ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল জগতের বিস্মাপন এবং ব্রজরমণীগণের কিন্তু মোহনতা প্রেমাধিক্যবশতঃই হইয়াছিল—এই ভাব। অতএব এইপ্রকারে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মর্ত্ত্যলীলার উপযোগিত্ব প্রতিপাদন করায় মর্ত্ত্যলোকস্থ গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকাতেই নিত্য-স্থিতিত্ব, সূর্য্যের দৃষ্টান্ত-দ্বারা তাঁহার দর্শন ও অদর্শন-মাত্রই বিশেষত্ব ধ্বনিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥১৫।

অন্বয়ঃ—স্বশান্তরূপেষু (স্বীয়ানি এব শান্তানি অশান্তানি চ রূপাণি তত্র শান্তরূপেষু) ইতরৈঃ স্বরূপৈঃ অভ্যর্দ্দ্যমানেষু (পীড্যমানেষু সৎসু) অনুকম্পিতাত্মা (কৃতানুকম্পঃ আত্মা যস্য সঃ) পরাবরেশঃ (পরে শ্রেষ্ঠাঃ অবরে ইতরে চ তেষাম্ ঈশ্বরঃ) ভগবান্ মহদংশযুক্তঃ (মহান্ মহৎতত্ত্বম্ অংশঃ কার্য্যলেশো যস্য অব্যক্তস্য তৎ মহদ্ অংশং তদ্যুক্তঃ) অজোঽপি (জন্মরহিতঃ অপি) অগ্নিঃ যথা (মহাভূতরূপেণ নিত্যসিদ্ধঃ এব অগ্নির্যথা কাষ্ঠেষু আবির্ভবতি তদ্বৎ) জাতঃ হি (আবির্ভূতঃ এব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভগবদাশ্রিতগণের দ্বিবিধরূপ—শান্ত স্বরূপ ভগবদ্ভক্ত ও তদিতর অশান্তস্বভাব (ভগবদ্বহির্ম্মুখ) অসুরগণ। অসুরগণ যখন সেই ভক্তগণকে পীড়ন করিতে থাকে, তখন চিদচিদীশ্বর পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের প্রতি দয়ার্দ্রান্তঃকরণে প্রাকৃতজন্মরহিত হইয়াও, কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ নিজকলা মহৎস্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ীর

অংশে ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বৈকুণ্ঠান্নারায়ণ এবাগত্য বসুদেবগৃহে অবততারেতি, কৃচিৎ পুরাণপুরুষঃ সিতকৃষ্ণকেশ এবেতি, কৃচিৎ ক্ষীরোদনাথ ইতি, কৃচিন্নরনারায়ণাবিতি, কৃচিদুপেন্দ্র ইতি ত্বন্মুখাত্তু দ্বারকাদিধামস্থো মর্ত্যলীলৌপয়িকঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতি শ্রূয়তে, অত্র কো নিশ্চয় ইত্যত আহ—স্বশান্তেতি স্বীয়া যে শান্তরূপা ভক্তাস্তেষু ইতরৈঃ স্বরূপৈর্ঘোরৈর্মূঢ়ৈশ্চ পীড্যমানেষু সৎসু অনুকম্পিতো জাতানুকম্প আত্মা মনো যস্য সঃ। প্রকৃতেঃ পরে যে নারায়ণাদিস্বরূপাঃ অবরে ব্রহ্মাদয়শ্চ তেষামীশঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ মহদংশযুক্তঃ মহান্ মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ, মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদি-শ্রুতেঃ, অংশা মৎস্য কূর্ম্ম-নৃহরি-নরনারায়ণ-বামনাদয়স্তৈর্যুক্তঃ সন্, অজোঽপি আত্যন্তিককারণত্বাদজন্যোঽপি প্রাকৃতজন্মরহিতোঽপি বা জাত আবির্ভূতঃ। মহাভূতরূপেণ নিত্যসিদ্ধ এবাগ্নির্যথা মণিশিলাসু ঘর্ষণবশাদাবির্ভবতি তদ্বৎ। তেন মথুরাদি-স্বীয়নিত্যধামস্থ এব ভগবান্ মথুরাস্থ-বসুদেবোগ্রসেনাদিষু স্বভক্তেষু লব্ধাতিকষ্টেষু কৃপাশক্তিঘর্ষণবশেনাবির্ভূতো দৃশ্যো বভূবেত্যগ্নিদৃষ্টান্তঃ। তথা মথুরোদয়শৈলে দেবক্যাং প্রাচ্যাং দিশি উদিতঃ সন্ দুষ্টতমাংসি সংহৃত্য শিষ্টকমলান্যনুরাগিচক্রবাকাংশ্চ তৈরভ্যর্দিতানি সংতোষ্য ধর্ম্মমর্য্যাদাঃ প্রবর্ত্ত্য প্রভাসাস্তশৈলে অস্তং গতঃ ইতি দ্যুমণিদৃষ্টান্তশ্চ পরস্পরানুকূলঃ স্বধামস্থং সন্তমেবাবির্ভূতঃ তং স্পষ্টমেবাভিদধাতি, ন তু কুতশ্চিদ্বৈকুণ্ঠনাথো বৈকুণ্ঠাৎ ক্ষীরোদনাথঃ ক্ষীরোদাৎ নরনারায়ণাবুপেন্দ্রাদয়শ্চ স্ব-স্ব-ধামত আগত্যাবততারেতি যথাস্থানং প্রসিদ্ধিরপি মহদংশযুক্ত ইতি বিশেষণাদাবির্ভাবসময়ে তৈর্বৈকুণ্ঠনাথাদিভিরাগত্য পরাবরেশে কৃষ্ণে সংমিলনাৎ সুসঙ্গতৈবেতি সর্ব্বং মুনিবাক্যঞ্চ প্রমাণম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন, বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীনারায়ণ আসিয়াই বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কোথায়ও পুরাণপুরুষ সিতকৃষ্ণকেশই, কোথায়ও ক্ষীরোদনাথ, কোথায়ও নর ও নারায়ণই, কোথায়ও উপেন্দ্র—এইরূপ, আবার আপনার শ্রীমুখ হইতে দ্বারকাদি ধামস্থিত মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী শ্রীবিগ্রহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—ইহা শ্রবণ করিতেছি, এই বিষয়ে কোন্‌টা নিশ্চয়? ইহাতে বলিতেছেন—'স্বশান্ত' ইত্যাদি। ভগবানের নিজের শান্তরূপ যে ভক্তগণ, তাঁহারা যখন তাঁহার অপর রূপ ঘোর ও মূঢ়-প্রকৃতির অসুরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হন, তখন ভগবান্ 'অনুকম্পিতাত্মা' অর্থাৎ অনুকম্পা উৎপন্ন হইয়াছে যাঁহার মনে, তাদৃশ। 'পরাবরেশঃ'—প্রকৃতির পর যে নারায়ণাদিস্বরূপ এবং 'অবর' বলিতে ব্রহ্মাদি, তাঁহাদের যিনি ঈশ (নিয়ামক), সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহদংশ-যুক্ত হইয়া, মহান্ বলিতে মহৎস্রষ্টা পুরুষ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'মহান্তং বিভুমাত্মানং'—অর্থাৎ তিনি মহান্, বিভু ও আত্মস্বরূপ, 'অংশ' বলিতে মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, নর-নারায়ণ, বামন প্রভৃতি, তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইয়া, 'অজ'—অর্থাৎ আত্যন্তিক কারণত্ব-হেতু অজন্য অর্থাৎ জন্ম-রহিত, অথবা প্রাকৃত জন্মরহিত হইয়াও 'জাতঃ'—তিনি আবির্ভূত হন। যেমন মহাভূতরূপে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি মণিশিলাদিতে ঘর্ষণবশতঃই আবির্ভূত হয়, সেইরূপ। অতএব মথুরাদি নিজ নিত্য ধামে অবস্থিতই শ্রীভগবান্, মথুরাস্থিত বসুদেব, উগ্রসেন প্রভৃতি নিজভক্তজন অতি কষ্টদশায় উপনীত হইলে, কৃপাশক্তির ঘর্ষণবশতঃই আবির্ভূত হইয়া দৃশ্য হইয়াছিলেন, ইহা অগ্নির দৃষ্টান্ত।

সেইরূপ মথুরারূপ উদয়শৈলে দেবকীরূপ পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া, দুষ্টজনরূপ অন্ধকারসমূহ বিদূরীত করতঃ, সেই দুষ্টজনের দ্বারা উৎপীড়িত শিষ্টজনরূপ কমল এবং অনুরাগী চক্রবাকসকলকে সন্তুষ্ট করিয়া, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রভাস-তীর্থরূপ অস্তশৈলে অস্তগমন করিয়াছেন—ইহা সূর্য্যের দৃষ্টান্ত। এইরূপ পরস্পর অনুকূল শ্রীভগবান্ নিজধামে নিত্য অবস্থিত শ্রীবিগ্রহকে আবির্ভাব করাইয়া তাহাই স্পষ্টরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কোনও বৈকুণ্ঠ হইতে বৈকুণ্ঠনাথ (নারায়ণ), অথবা ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে ক্ষীরোদনাথ, কিংবা নর-নারায়ণ, অথবা উপেন্দ্র প্রভৃতি নিজ নিজ ধাম হইতে আসিয়া অবতীর্ণ হন নাই—এইরূপ যথাস্থানে প্রসিদ্ধি

থাকিলেও, 'মহদংশযুক্ত', এই বিশেষণ-হেতু শ্রীভগবানের আবির্ভাবকালে সেইসকল বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি আগমনপূর্ব্বক পরাবরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে সম্যক্‌রূপে মিলিত হইয়া থাকেন—ইহাই সুসঙ্গত এবং সমস্ত মুনিবাক্যই প্রমাণ ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি—যেরূপ অপ্রকাশিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকটিত হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত-জন্মরহিত ভগবান্ পরাবরেশ স্বীয় অংশসহ বা পুরুষাবতার সহ মিলিত হইয়া অশান্তকর্ত্তৃক সজ্জনগণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাহাদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। নৈমিত্তিক অবতার-সমূহ, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ও অপরাপর ভগবৎপ্রকাশসমূহের সম্মিলিততনু সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হন ॥ ১৫ ॥

মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেব-গেহে ।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অজস্য যৎ বসুদেবগৃহে (বন্ধনাগারে) জন্মবিড়ম্বনং (জন্মনঃ অনুকরণং), অরিভয়াৎ ইব (কংসাদের্ভয়াদেব নিলীয়) ব্রজে চ বাসঃ, (পুনঃ কালযবনাদি-রিপু-ভয়াৎ) অনন্তবীর্য্যঃ (বিপুল-পরাক্রমোঽপি সন্, যৎ) স্বয়ং পুরাৎ (মথুরায়াঃ) ব্যবাৎসীৎ (অপলায়ত) এতৎ (দুর্ব্বিতর্ক্যং দুর্ঘটঞ্চ) মাং খেদয়তি (ব্যথয়তি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব কহিলেন, বসুদেবগৃহে অজ-পুরুষের জন্মাভিনয়, অরিভয়ে ব্রজে বাস এবং অনন্ত-বীর্য্যের স্বয়ং (কালযবনভয়ে) মথুরা-পরিত্যাগরূপ লীলাবৈচিত্র্যসকল আমার মনে খেদ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সর্ব্ব এব সিদ্ধান্তস্তুভ্যং যথাত্মবোধমাবিষ্কৃতঃ কিন্তু যন্মাদৃশৈরপি দুর্জ্ঞেয়ং বিদ্বদ্ভ্যঃ পৃষ্ট্বাপ্যপ্রাপ্ততত্ত্বং তত্র খেদ এব মম পূর্ব্বমাসীদিত্যাহ —অজস্যেতি, একস্যৈবাজত্বং জন্মবত্ত্বঞ্চ কথং সংভবেদিতি। কিঞ্চাত্র জন্মবত্ত্বস্যানুকরণমাত্রত্বেনাবাস্তবত্বে খেদো ন স্যাদিত্যুভয়োরেব বাস্তবত্বমুদ্ধবস্য বিবক্ষিতং জ্ঞেয়ম্। তথা বসুদেবগেহে কংসকারাগারে যজ্জন্ম এতন্মাং খেদয়তি পূর্ব্বমখেদয়ৎ—বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি লট্। যতো বিড়ম্বনমপকর্ষ এব তস্য জন্মলীলা হি মাতাপিত্রোর্বন্ধুনামন্যেষাঞ্চ ভক্তানাং পরমোৎসবময়ী ভবিতুমর্হতি পরমস্বতন্ত্রেণ তেন তথা কথং ন কৃতেতি তথা ব্রজে চ বাসস্তস্য স্বাভাবিকঃ পরমসুখময় এব তত্র অরিভয়স্য কারণত্বং কথং খ্যাপিতং ? ইবকারেণ যদ্যপি কংসাদ্ব্রজে স্থিতো ন বিভেতি, তদপি তথা পুরান্মথুরাতঃ ব্যবাৎসীৎ। অপরিমিতবলোঽপি কালযবনাদি-রিপুভয়াৎ পলায়ত, 'ন হ্যস্য কর্হিচিদ্‌রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্' ইতি শ্রীভীষ্মেণাপ্যুক্তং, কিন্তু রহসি মৎপৃষ্টেন শ্রীভগবতৈব প্রবোধিতস্য মম সম্প্রত্যেব খেদোঽপগত ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সকল সিদ্ধান্তই তোমার নিকট আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে আবিষ্কার করিলাম, কিন্তু যাহা আমাদের ন্যায় ব্যক্তির নিকটও দুর্জ্ঞেয় এবং বিদ্বদ্‌গণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন যাথার্থ্য নির্ণয় হয় নাই, সেই বিষয়ে আমার পূর্ব্বে খেদই ছিল, ইহাই বলিতেছেন—'অজস্য' ইত্যাদি। একই ব্যক্তির অজত্ব (জন্মরহিতত্ব) এবং জন্মবত্ত্ব কি করিয়া সম্ভব হয় ? আরও যদি জন্মবত্ত্বের অনুকরণমাত্র বলিয়া অবাস্তব হইত, তাহা হইলে কোন খেদ হইত না, কিন্তু উভয়েরই (জন্মরহিতত্ব এবং জন্মগ্রহণ) বাস্তবত্ব উদ্ধবের বিবক্ষিত জানিতে হইবে। সেইরূপ বসুদেবের গৃহে কংসের কারাগারে যে জন্ম, ইহা পূর্ব্বে আমাকে ব্যথিত করিত। এখানে 'খেদয়তি'—ইহা অতীতকালে 'বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা'—অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের সামীপ্যে বিকল্পে অতীতকালেও বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই সূত্র অনুসারে বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার 'জন্ম-বিড়ম্বনং'—জন্মের অনুকরণ, ইহা অপকর্ষই ; তাঁহার জন্মলীলা মাতা, পিতা, বন্ধুজনের এবং অন্যান্য ভক্তগণের নিকট পরম উৎসবময়ী হইয়া থাকে, পরমস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ কিজন্যই বা সেইরূপ লীলা করিবেন না ? সেইরূপ তাঁহার ব্রজে বাস স্বাভাবিক পরম সুখময়ই, সেখানে শত্রুভয়ের কারণত্ব কি করিয়া প্রচারিত হইতে পারে ? 'অরিভয়াৎ ইব'—যেন শত্রুর ভয়েই, এখানে 'ইব'

শব্দের প্রয়োগের দ্বারা, যদিও ব্রজে থাকিয়া কংস হইতে ভীত নহেন, তথাপি 'পুরাৎ ব্যবাৎসীৎ'—পুরী অর্থাৎ মথুরা হইতে গুপ্তভাবেই (যেন) ব্রজে বাস করিতেছেন। আবার অপরিমিত বলশালী হইয়াও কালযবনাদি শত্রুর ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন, (ইহা আমাকে পূর্ব্বে ব্যথিত করিত।) শ্রীভীষ্মদেবও বলিয়াছেন—'হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই শ্রীকৃষ্ণের কি বিধিৎসিত (কি করিবার অভিপ্রায়), তাহা কেহই জানিবার ইচ্ছা করিতেও সমর্থ নয়।' কিন্তু নির্জ্জনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে প্রবোধ প্রদান করেন, তাহাতে সম্প্রতিই আমার খেদ অপগত হইয়াছে—এই ভাব ॥ ১৬ ॥

দুনোতি চেতঃ স্মরতো মমৈতদ্-
যদাহ পাদাবভিবন্দ্য পিত্রোঃ।
তাতাম্ব কংসাদুরুশঙ্কিতানাং
প্রসীদতং নোঽকৃতনিষ্কৃতীনাম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—পিত্রোঃ (জনক-জনন্যোঃ বসুদেব-দেবক্যোঃ) পাদৌ অভিবন্দ্য (চরণৌ গৃহীত্বা), তাত (হে পিতঃ), অম্ব (হে মাতঃ), কংসাৎ উরুশঙ্কিতানাম্ (অতীব-ভীতানাম্) অকৃতনিষ্কৃতীনাং (ন কৃতা নিষ্কৃতিঃ শুশ্রূষণং যৈঃ তেষাং) নঃ (অস্মাকং সম্বন্ধে) প্রসীদতং (প্রসাদং কুরুতম্ ইতি) যৎ আহ (উবাচ) এতৎ (হরেঃ চরিতং) স্মরতঃ (চিন্তয়তঃ) মম চেতঃ (মনঃ) দুনোতি (ব্যথয়তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিতার পাদ বন্দনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে তাত, হে মাতঃ, কংসভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়া আপনাদিগের সেবা করিতে পারি নাই, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্—হরির এই চরিত্র স্মরণ করিতে করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয় ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবমেবৈতচ্চরিতং স্মরতো মম চেতঃ কর্ম্মভূতং দুনোতি স্মেত্যর্থঃ। যদাহেতি মাতাপিতরৌ স্বাপরাধং ক্ষমাপয়তি স্ম—হে তাত, হে অম্ব, যুবাং নোঽস্মান্ প্রসীদতং দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যাঃ। অত্র কংসাদুরুশঙ্কিতানামিত্যস্য বাক্যস্য সত্যত্বে ঈশ্বরত্বব্যভিচারঃ মিথ্যাত্বে ঈশ্বরবাক্ কথং মিথ্যেতি পূর্ব্ববৎ খেদঃ। অতিসর্ব্বেশ্বরস্যাপ্যেবং লোকরীত্যা বিনয়োঽতিমাধুর্য্যপোষকঃ কথং ময়া বিস্মর্ত্তব্য ইতি মচ্চেতসি তত্তচ্চরিতং শল্যমিবাভূদিত্যুদ্ধববিলাপঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ ইঁহার চরিত্রই স্মরণকারী আমার চিত্তকে ব্যথা প্রদান করিয়াছিল, এখানে 'চেতঃ'—আমার চিত্তকে ইহা কর্ম্মপদ—এই অর্থ। 'যদাহ'—ইত্যাদি, মাতা-পিতার নিকট নিজের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে পিতঃ, হে মাতঃ, আপনারা উভয়ে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। 'নঃ'—ইহা এখানে 'প্রসীদতং'—এই ক্রিয়ার কর্ম্মস্থলে ষষ্ঠী প্রয়োগ হইয়াছে। এখানে 'কংস হইতে অত্যন্ত শঙ্কিত আমাদের', এই বাক্যের সত্যত্ব হইলে ঈশ্বরত্বের ব্যভিচার হয় (অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কোথা হইতে ভীতি সম্ভব হইবে); আর যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের বাক্য কি প্রকারে মিথ্যা হইবে—এইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় খেদ। অত্যন্ত সর্ব্বেশ্বরেরও এইরূপ লোকরীতি অনুসারে বিনয় সাতিশয় মাধুর্য্যপোষক, তাহা আমি কি করিয়া বিস্মৃত হইতে পারি?—আমার চিত্তে তাঁহার সেই সেই চরিত শলাকার মত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—ইহা উদ্ধবের বিলাপ ॥ ১৭ ॥

কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রিসরোজরেণুং
বিস্মর্ত্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (হরিঃ) বিস্ফুরদ্ভ্রূবিটপেন কৃতান্তেন (বিস্ফুরন্ ভ্রূবিটপঃ স এব কৃতান্তঃ তেন) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারং তিরশ্চকার (দূরীকৃতবান্) অমুষ্য (তস্য শ্রীহরেঃ) অঙ্ঘ্রিসরোজরেণুং (পাদপদ্ময়োঃ যঃ রেণুঃ তমপি) বিজিঘ্রন্ (সেবমানঃ) কঃ বা পুমান্ বিস্মর্ত্তুম্ ঈশীত (শক্নুয়াৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যিনি ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্তদ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার চরণকমলের রেণু আস্বাদন করিয়া সেই পুরুষকে কেই বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়? ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হ্যনীশ্বর এব কিং ন স্যাৎ তব

তু শ্রদ্ধামাত্রমেব তত্রাহ ত্রিভিঃ। বিস্ফুরন্ ভ্রূবিটপঃ ভ্রূপল্লবঃ স এব কৃতান্তস্তেন—বিটপঃ পল্লবে ষিঙ্গে বিস্তারে স্তম্বশাখয়োরিতি বিশ্বঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে তিনি অনীশ্বরই (অস্বতন্ত্রই) কেন না হইবেন ? কিন্তু তোমার তাঁহাতে কেবল শ্রদ্ধামাত্রই থাকুক। ইহার উত্তরে তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যো বিস্ফুরদ্-ভ্রূ-বিটপেন কৃতান্তেন'—'বিস্ফুরন্'—প্রকাশিত 'ভ্রূ-বিটপঃ'—ভ্রূযুগলের পল্লব, সেই স্পন্দিত ভ্রূ-পল্লবই কৃতান্ত (যমস্বরূপ), তাহার দ্বারা, অর্থাৎ যিনি ভ্রূকুটি-ভঙ্গরূপ কৃতান্তের দ্বারাই ভূমির ভার হরণ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ হইতে বিটপ-শব্দের নিরুক্তি বলিতেছেন—'পল্লব, লম্পট, বিস্তার, স্তম্ব ও শাখা' অর্থে বিটপ শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ননু (হে মহাত্মন্) যোগিনঃ সম্যক্ যোগেন যাং (সিদ্ধিং) সংস্পৃহয়ন্তি (প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি) রাজসূয়ে (যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়যজ্ঞে) কৃষ্ণং দ্বিষতঃ অপি (শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষিণঃ অপি) চৈদ্যস্য (চেদিপতেঃ শিশুপালস্য, সা) সিদ্ধিঃ (মুক্তিঃ) ভবদ্ভিঃ দৃষ্টা (প্রত্যক্ষীকৃতা) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যোগিগণ সম্যগ্ যোগপ্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালেরও সেই সিদ্ধি লাভ আপনারা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য পরমেশ্বরত্বানুভাবঃ কৈর্ব্বা ন সাক্ষাৎ কৃত ইত্যাহ দৃষ্টা ইতি। দ্বিষত ইতি কৃপায়া অপ্যপারত্বং যাং যস্যৈ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার (সেই শ্রীকৃষ্ণের) পরমেশ্বরত্বের অনুভাব (প্রভাব) কাঁহারাই বা সাক্ষাৎ করেন নাই ? ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্টা'—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আপনারা স্বচক্ষেই তাহা দেখিয়াছেন, কৃষ্ণকে বিদ্বেষকারী শিশুপালেরও যে সিদ্ধি-প্রাপ্তি। 'দ্বিষতঃ'—নিন্দা করিতে থাকিলেও ইহা কৃপারই অপারত্ব (সীমাহীনত্ব), 'যাং'—যে সিদ্ধি, যোগিগণও সম্যক্‌রূপে স্পৃহা করেন। 'যাং' —এখানে স্পৃহধাতুর যোগে ষষ্ঠী 'যস্যৈ'—হওয়া উচিত ছিল ॥ ১৯ ॥

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তথা অন্যে চ যে নরলোকবীরাঃ (যুদ্ধনিপুণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ) আহবে (যুদ্ধে) পার্থাস্ত্রপূতাঃ (অর্জ্জুনস্য অস্ত্রৈঃ নিষ্পাপাঃ সন্তঃ) নয়নাভিরামং (লোচনানন্দং) কৃষ্ণমুখারবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মং) নেত্রৈঃ পিবন্তঃ (চক্ষুষা অতিশয়েন পশ্যন্তঃ) অস্য পদং (বিষ্ণোঃ পরমং পদং মুক্তিম্) আপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অপরাপর যে সকল নরবীর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের লোচনানন্দকর মুখকমলের শোভা স্ব-স্ব নয়নদ্বারা পান করিতে করিতে নিষ্পাপ হইয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বেষবৎসু মোক্ষদায়িনীং কৃপামুক্ত্বা তদন্যেষু তটস্থেষ্বপি প্রেমপ্রদায়িনীং কৃপামাহ—তথৈবেতি নেত্রৈঃ পিবন্ত ইতি ত এব ধন্যা বয়মধন্যাঃ তন্মাধুর্য্যপানতৎপদপ্রাপ্তিভ্যাং বঞ্চিতা ইতি বিলাপ-ধ্বনিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদ্বেষকারিগণের প্রতি মোক্ষ-দায়িনী কৃপা বলিয়া, অন্যান্য তটস্থ (নিরপেক্ষ) জনের প্রতিও তাঁহার প্রেম-প্রদায়িনী কৃপার কথা বলিতেছেন—'তথৈব চান্যে', ইত্যাদি। এখানে 'নেত্রৈঃ পিবন্তঃ'—নিজ নিজ নয়নের দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণের নয়না-ভিরাম মুখারবিন্দের মকরন্দ) পান করিতে করিতে —ইহা বলায়, 'তাঁহারাই ধন্য, কিন্তু আমরা সেই মাধুর্য্য পান এবং তাঁহার স্থান প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি'—এই বিলাপ-ধ্বনি ॥ ২০ ॥

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ং (ভগবান্) তু অসাম্যাতিশয়ঃ (ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য সঃ অসমোর্দ্ধঃ) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাং বা, ঈশঃ অধিপতিঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (পরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ) বলিং (করম্ অর্হণং বা) হরদ্ভিঃ (সমর্পয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীনৈঃ ইন্দ্রাদিলোকপালৈঃ) কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ (কিরীটকোটীভিঃ মস্তকস্থৈঃ মুকুটাগ্রৈঃ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ উত্তরেণান্বয়ঃ) ॥২১

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্; তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই ; তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম । ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল কর প্রভৃতি পূজোপহার সমর্পণপূর্ব্বক কোটী কোটী কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিতেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ব্রহ্মাদিষ্বাদিপুরুষাদিষ্বপি তস্য প্রভুত্বং বা ক্ব উগ্রসেনে কৈঙ্কর্য্যং বা ক্বেতি ভক্তবশ্যত্বমাধুর্য্যং ময়া কথং বিস্মর্ত্তুং শক্যমিতি বিলপতি দ্বাভ্যাম্ । ন বিদ্যতে সাম্যং কিমুতাতিশয়ো যস্য সঃ—যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমেব নাস্তি কিমুতাতিশয় ইত্যর্থঃ । তত্র হেতবঃ—ত্রয়াণাং মহৎস্রষ্টাদিপুরুষাণাং তিসৃণাং চিচ্ছক্তি-জীবশক্তি-মায়াশক্তীনাঞ্চেশঃ । স্বৈরংশৈর্ভক্তৈঃ শক্তিভির্লীলাভিরৈশ্বর্য্যৈর্মাধুর্য্যৈশ্চ রাজত ইতি তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং তদেব লক্ষ্মীস্তয়া হেতুনা আপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যং সঃ । চিরকালীনৈর্লোকপালৈরনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডেষু সৃজদ্ভির্ব্রহ্মভিঃ পালয়দ্ভির্বিষ্ণুভিঃ সংহরদ্ভিঃ রুদ্রৈর্দ্ধারয়দ্ভিঃ শেষৈঃ । কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য সঃ । প্রণমতাং কিরীটসংঘট্টধ্বনিরেব স্তুতিত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ব্রহ্মাদি আদিপুরুষগণের উপরও তাঁহার প্রভুত্বই বা কোথায় ? আর উগ্রসেনে তাঁহার কৈঙ্কর্য্যই (ভৃত্যত্বই) বা কোথায় ? (এখানে দুইটি ক্ব-শব্দ মহৎ পার্থক্য সূচনা করিয়াছে)—এইরূপ ভক্তের বশ্যত্বরূপ মাধুর্য্য আমি কি প্রকারে বিস্মৃত হইতে পারি ? এইভাবে বিলাপ করিতেছেন—দুইটি শ্লোকে । 'স্বয়ং তু'—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু, 'অসাম্যাতিশয়ঃ'—যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিক নাই অর্থাৎ যাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্যের সাম্যই নাই, আর আতিশয্য কোথা হইতে হইবে ?—এই অর্থ । সেই বিষয়ে কারণসমূহ বলিতেছেন—'ত্র্যধীশঃ'—তিনজন (মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ ও ক্ষীরোদকস্বামী) মহৎস্রষ্টাদি পুরুষগণের এবং তিনটি চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির ঈশ অর্থাৎ নিয়ামক যিনি । 'স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্ত-সমস্তকামঃ'—স্বরাট্ বলিতে নিজ অংশ ভক্তগণ, শক্তিগণ, লীলাসমূহ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসকলের সহিত যিনি বিরাজিত, তাহার ভাব 'স্বারাজ্য'—তাহাই লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ্, তাহার দ্বারা সকল বাঞ্ছাই যাঁহাকে প্রাপ্ত করায়, তিনি (পরিপূর্ণকাম) । 'চিরলোকপালৈঃ'—চিরকালীন (স্থিত) লোকপালগণের দ্বারা অর্থাৎ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাসকল, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুগণ এবং সংহারকর্ত্তা রুদ্রগণের দ্বারা ধৃত, 'কিরীটকোটীড়িত-পাদপীঠঃ'—অর্থাৎ তাঁহাদের মস্তকস্থিত কিরীটের অগ্রভাগ-দ্বারা, ঈড়িত অর্থাৎ স্তুত হইয়াছে পাদপীঠ (পদধারণের আসন) যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ । প্রণামকারী লোকপালগণের মস্তকস্থিত মুকুটের সংঘট্ট-ধ্বনিই এখানে স্তুতিরূপে উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২১শ পঃ—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন ॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর ।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥

ভাঃ ২।৬।৩০—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥
এ সামান্য 'ত্র্যধীশ্বরে'র শুন অর্থ আর ।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী ।

এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী ॥
এই তিন—সর্ব্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর ।
এহোঁ—কলা অংশ যাঁর, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥
* * *

এই অর্থ—বাহ্য, শুন গূঢ় অর্থ আর ।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥
অন্তঃপুর—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন ।
যাঁহা নিত্যস্থিত মাতা-পিতা-বন্ধুগণ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার ।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি-লীলা-সার ॥
তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক-নাম ।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥
মধ্যম-আবাস—কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার ।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি ।
পারিষদ্‌গণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁহা ভরি ॥
তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহাঁ কোঠরি অপার ॥
দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী ।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়াদাসী
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ ।
'চিরলোকপাল'-শব্দে তাহার গণন ॥
* * *

পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥
* * *

'ত্র্যধীশ্বর'-শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয় ।
'ত্রি'-শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥

অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম ।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥

পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥

তা' সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ আগে ।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝন্‌ঝনি ।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য'-নাম ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম ।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২১ ॥

তৎ তস্য কৈঙ্কর্য্যমলং ভৃতান্ নো
বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ যদুগ্রসেনম্ ।
তিষ্ঠন্ নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে
ন্যবোধয়দ্দেব নিধারয়েতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে বিদুর)! তিষ্ঠন্ (স্বয়ং দণ্ডায়মানঃ সন্ যঃ ভগবান্) পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে (রাজাসনে) নিষণ্ণম্ (আসীনং) উগ্রসেনং (প্রতি, হে) দেব (প্রভো), নিধারয় (অবধারয়) ইতি যৎ ন্যবোধয়ৎ (বিজ্ঞাপিতবান্) তস্য (ভগবতঃ) তৎ কৈঙ্কর্য্যং (কিঙ্করত্বং) ভৃতান্ (ভৃত্যান্) নঃ (অস্মান্) অলং (ভৃশং) বিগ্লাপয়তি (খেদয়তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দের বাঞ্ছিত রাজাসনে অধ্যাসীন উগ্রসেনের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ, 'মহারাজ, অবধারণ করুন্', এই বলিয়া উগ্রসেনকে নিবেদন করিতেন, তখন ভগবানের সেই ভৃত্যভাব স্মরণ করিয়া মাদৃশ ভৃত্যজনের অন্তঃকরণ এখনও নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গ হে বিদুর, ভৃতান্ ভৃত্যান্ উগ্রসেনে যৎ কিঙ্করত্বং তদেবাহ—পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে মহারাজসিংহাসনে নিষণ্ণমাসীনং স্বয়ং তত্তলে তিষ্ঠন্ কস্যাপি সহায়ং কুর্ব্বন্, হে দেব মহারাজাধিরাজ, অস্য ত্বদীয়মণ্ডলেশ্বরস্য কৃত্যং নির্দ্ধারয়েতি ন্যবোধয়দবধাপয়ামাস ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্গ'—হে প্রিয় বিদুর! উগ্রসেনের প্রতি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যে ভৃত্যভাব, তাহা (ভৃত্য আমাদের চিত্তে অত্যন্ত ব্যথা প্রদান করিত)। তাহাই বলিতেছেন—'পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যে'—মহারাজের সিংহাসনে সমাসীন উগ্রসেনকে, নিজে তাঁহার নিম্নস্থানে দণ্ডায়মানপূর্ব্বক, কাহাকেও সাহায্য করিতে

করিতে নিবেদন করিতেন—'হে দেব, মহারাজাধিরাজ! আপনার মণ্ডলেশ্বরের কার্য্য অবধারণ করুন।' ॥ ২২ ॥

— — —

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যং) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়াপি (হন্তুমিচ্ছয়া অপি) স্তনকালকূটং (স্তনয়োঃ সম্ভূতং কালকূটং বিষং) যং (শ্রীকৃষ্ণম্) অপায়য়ৎ, অসাধ্বী (দুষ্টা সা পূতনা) ধাত্র্যুচিতাং (ধাত্র্যা যশোদায়া উচিতাং) গতিং (সদ্‌গতিং) লেভে (লব্ধবতী), ততঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং (অপরং) কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম (কং বা ভজেম) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পূতনা কৃষ্ণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল; অতএব, কৃষ্ণ বিনা এমন আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবতারারম্ভত এব পরাপকারিষ্বপি কৃপামাধুর্য্যং স্মরন্ বিলপতি—অহো আশ্চর্য্যং! বকী পূতনেতি মাতৃভাবস্য কৃত্রিমত্বেঽপি তত্রাপি জিঘাংসয়াপি কালকূটমপি যমপায়য়ৎ। ততঃ সকাশাৎ ধাত্র্যুচিতাং "অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রিকে স্তন্যদাতৃকে" ইতি দ্বে কৃষ্ণস্য ধাত্র্যৌ তদুচিতাং গোলোকে গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণাপি ভক্তোচিতাং রতিং প্রাপ্নোতীত্যত্র ভগবতা দ্বিষত্যপি পূতনা দৃষ্টান্তীকৃতা এবং দ্বিষতামপি মুক্তির্ভক্তিশ্চ স্যাদিতি কৃষ্ণাবতারস্যাসাধারণো ধর্ম্ম উক্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণলীলার আরম্ভেই (জন্মলীলার তিন চার দিনের মধ্যেই) পরাপকারিগণের প্রতি তাঁহার কৃপা-মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন—'অহো'! অত্যন্ত আশ্চর্য্য! 'বকী' যে পূতনা, কেবলমাত্র মাতৃভাবের কৃত্রিমত্ব হইলেও, তাহাতে আবার বিনাশ করিবার নিমিত্তই, 'কালকূট' —তীব্র বিষও যে কৃষ্ণকে পান করাইয়াছিলেন। ঐটুকু মাতৃভাবের জন্য যে পূতনা ধাত্রীর উচিত গতি লাভ করিয়াছে। অম্বিকা ও কিলিম্বা নামক শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী দুইজন ধাত্রী ছিলেন, তাহাদের মত পূতনাও (স্তনে বিষপ্রদানের দ্বারাই) গোলোকে গতি লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তের বেশধারণ-মাত্রেও ভক্তের উচিত রতি (ভাব) প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বিদ্বেষ করিলেও পূতনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইলেন, ইহাতে বিদ্বেষকারিগণেরও মুক্তি এবং ভক্তি লাভ হয়—ইহা শ্রীকৃষ্ণ অবতারের অসাধারণ ধর্ম্ম উক্ত হইল ॥ ২৩ ॥

তথ্য—শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৭ম পঃ—
মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমা-বর্ণন ॥
রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীবে হেন দয়ালেরে ॥

ভাঃ ১০।৬।৩৫—
পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্ ॥
শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দ-ধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৩য় পঃ—
সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥

ঐ মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে—
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি, পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৮।২৬—
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণজ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥ ২৩ ॥

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ্যপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ত্র্যধীশে (ত্রিলোকেশ্বরে ভগবতি) সংরম্ভ-মার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্ (সংরম্ভঃ ক্রোধাবেশঃ তেন মার্গেণ অভিনিবিষ্টং চিত্তং যেষাং তান্) অসুরান্ (অপি, অহং) ভাগবতান্ (ভক্তান্ এব) মন্যে (সম্ভাবয়ামি) যে (অসুরাঃ ভাগবতাঃ ইব) সংযুগে (সংগ্রামে) অংসে সুনাভায়ুধং (স্কন্ধে সুনাভায়ুধঃ চক্রায়ুধঃ হরিঃ যস্য তম্) আপতন্তং (আগচ্ছন্তং) তার্ক্ষ্যপুত্রং (কশ্যপপুত্রং গরুড়ং) অচক্ষত (অবলোকয়াসুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অসুরগণ ক্রোধাবেশে বৈরপথে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া স্বীয় স্কন্ধে সতত চক্রায়ুধ হরিকে বহনকারী কশ্যপতনয় গরুড়কে যুদ্ধে তাহাদের উপর পড়িতে দেখিয়াছিলেন, সেই অসুরদিগকেও আমি ভাগ্যবান্ ভাগবত বলিয়া মনে করি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মন্য ইতি বিলাপ এব ন তু সিদ্ধান্তঃ। অসুরান্ ভাগবতান্ মন্য ইতি অন্তিমসময়ে ভগবৎসাক্ষাৎকার-ভগবৎপদপ্রাপ্তিভ্যাং লিঙ্গাভ্যাং তেনাস্মদাদীন্ বহির্ম্মুখান্ মন্যে, অন্তিমসময়ে তদ্দর্শনাভাব-তৎপ্রাপ্ত্যভাবাভ্যামিতি ধ্বনিতম্। সংরম্ভঃ ক্রোধাবেশঃ তার্ক্ষ্যঃ কশ্যপস্তৎপুত্রং গরুড়ম্ অচক্ষত অপশ্যন্। কীদৃশং ?—অংসে স্কন্ধে সুনাভায়ুধশ্চক্রায়ুধো যস্য তং আপতন্তং সম্মুখমায়ান্তম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্যে'—আমার মনে হয়, অসুরগণও যেন ভক্ত। ইহা উদ্ধবের বিলাপই, কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে। 'অসুরগণকে ভাগবত বলিয়া মনে করি,' ইহা তাহাদের অন্তিমকালে ভগবানের সাক্ষাৎকার এবং ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তির জন্য উক্ত হইয়াছে, ইহাতে আমাদিগকে বহির্ম্মুখ বলিয়াই মনে হয়, যেহেতু অন্তিমসময়ে তাঁহার দর্শনের অভাব এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্তিরও অভাব, ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে। 'সংরম্ভ'—অর্থাৎ ক্রোধের আবেশ। [ক্রোধের আবেশরূপ মার্গদ্বারা ভগবানে তাহাদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট ছিল। এখানে তাহাদের চিত্তের ক্রোধভরেও তৎকালে অভিনিবেশ, অন্তিমকালে গরুড়ারূঢ় চক্রধারী ভগবানের দর্শন ও ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি—ইহাতে শ্রীভগবানের কৃপাতিশয্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ অসুরগণ ভাগবত নহে ; কারণ ভগবানের প্রতিকূল আচরণ ভক্তি নহে। উদ্ধব নিজেদের অপ্রাপ্তিজনিত ব্যাকুলতায় ঐরূপ দৈন্যোক্তি করিয়াছেন।] 'তার্ক্ষ্যপুত্রং'—তার্ক্ষ্য মহামুনি কশ্যপ, তাহার পুত্র গরুড়কে, 'অচক্ষত'—দেখিয়াছিলেন। কি প্রকার ? যে গরুড়ের স্কন্ধে চক্রায়ুধ ভগবান্ অবস্থিত, তাহাকে (সেই গরুড়কে) 'আপতন্তং'—নিজেদের সম্মুখে আসিতে দেখিলেন, (অর্থাৎ গরুড় যেন তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এইরূপ দেখিলেন) ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—অসুরা অপি যে বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
ভক্তিপূর্ব্বমবেক্ষন্তে জ্ঞেয়া ভাগবতা ইতি ॥
বিদ্বিষন্তি তু যে বিষ্ণুম্ ঋষিপুত্রা অপি স্ফুটম্।
অসুরাস্তেঽপি বিজ্ঞেয়া গচ্ছন্তি চ সদা তমঃ ॥
জীবদ্বয়সমাযোগাদ্ধিরণ্যকমুখাঃ পরে।
ভক্তিদ্বেষযুতাশ্চ স্যুর্গতিস্তেষাং যথা নিজম্ ॥
কংস-পূতনিকাদ্যাশ্চ বান্ধবাদিযুতা যতঃ।
জীবদ্বয়সমাযোগাদ্ গতিদ্বয়জিগীষবঃ ॥
সর্ব্বথা ভক্তিতো মুক্তির্দ্বেষাত্তম উদীরিতম্।
নিয়মস্তনয়োর্নিত্যাং মোহায়ান্যবচো ভবেৎ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২৪ ॥

বসুদেবস্য দেবক্যাং জাতো ভোজেন্দ্রবন্ধনে।
চিকীর্ষুর্ভগবানস্যাঃ শমজেনাভিযাচিতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) শং (সুখং) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ভগবান্) অজেন (ব্রহ্মণা) যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) ভোজেন্দ্রবন্ধনে (ভোজেন্দ্রঃ কংসঃ তস্য বন্ধনাগারে) বসুদেবস্য (ভার্য্যায়াং) দেবক্যাং জাতঃ (আবির্ভূতঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গলবিধা-

নেচ্ছু হইয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় কংসের কারাগৃহে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিদুরপ্রশ্নসমাধানার্থং মৌষললীলা অবশ্যং বক্তব্যেতি তাং দুঃখময়ীং লীলাং সুখময্যা লীলয়া সহিতীকৃত্যৈব বিবক্ষুরাহ—বসুদেবস্যেতি। ভোজেন্দ্রস্য বন্ধনাগারে। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ, শং সুখং, অজেন ব্রহ্মণা ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদুরের প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত মৌষল-লীলা (অন্তর্দ্ধান-লীলা) অবশ্য বক্তব্য, এইজন্য সেই দুঃখময়ী লীলাকে সুখময়ী লীলার সহিত একত্র করিয়াই বলিবার ইচ্ছুক (উদ্ধব) বলিতেছেন—'বসুদেবস্য' ইতি। ভোজেন্দ্র—কংস, তাহার কারাগারে। অস্যাঃ—এই পৃথিবীর। 'শং' —বলিতে সুখ। অজেন—অর্থাৎ ব্রহ্মার দ্বারা (প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ পৃথিবীর মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত কংসের কারাগারে বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন) ॥ ২৫ ॥

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ কংসাৎ বিভ্যতা হি পিত্রা (বসুদেবেন হেতুভূতেন) নন্দব্রজম্ (নন্দালয়ং) ইতঃ (গতঃ) তত্র একাদশসমাঃ (সংবৎসরান্ ব্যাপ্য) গূঢ়ার্চ্চিঃ (গুপ্ততেজাঃ সন্) সবলঃ (বলরামেন সহ) অবসৎ (উবাস) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কংসভয়ে অতি ভীত পিতা বসুদেব-কর্ত্তৃক নীত হইয়া নন্দালয়ে বলদেবের সহিত একাদশ বৎসর কাল সুপ্ততেজা হইয়া বাস করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পিত্রা হেতুনা ইতো গতঃ। একাদশসমাঃ সংবৎসরান্ ব্যাপ্যাবসৎ। তাবতৈব কালেন বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরলীলা-সংপূর্ত্তেঃ গূঢ়ার্চ্চিঃ প্রাকৃতৈঃ কংসাদিভিরলক্ষিত-তত্ত্বঃ মাধুর্য্যোদ্রেকেণ গূঢ়ৈশ্বর্য্য ইতি বা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিত্রা'—পিতা হেতুকর্ত্তা, (অর্থাৎ কংস হইতে পিতা বসুদেবের ভয় অপনোদনের নিমিত্ত, তাঁহার দ্বারা)। 'ইতঃ'—(ভগবান্ নিজেই) গমন করিয়াছিলেন। 'একাদশ-সমাঃ'—একাদশ বৎসর ব্যাপিয়া ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর-লীলার সম্পূর্ত্তি-হেতু। 'গূঢ়ার্চ্চিঃ'—গুপ্ত তেজ যাঁহার, প্রাকৃত কংসাদি কর্ত্তৃক অলক্ষিতরূপে, অথবা—মাধুর্য্যের প্রকাশে যিনি নিজের ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়াছেন, (সেই শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত একাদশ বৎসর ব্রজে বাস করিয়াছিলেন।) ॥ ২৬ ॥

পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসপৈঃ (গোপাল-বালকৈঃ বৎসান্) পরীতঃ (যুক্তঃ সন্) (গোবৎসান্) চারয়ন্ কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে (কূজদ্ভিঃ দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ সঙ্কুলিতাঃ ব্যাপ্তাঃ অঙ্ঘ্রিপাঃ বৃক্ষাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) যমুনোপবনে (যমুনাতীরস্থ-কাননে) ব্যহরৎ (বিচচার ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সেই সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসপালক গোপবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোবৎসসকল চারণ করিতে করিতে বিহঙ্গকুলকূজিত বিটপিমণ্ডিত যামুন-তটস্থ উপবনে (ক্রীড়া করিয়া) বিচরণ করিতেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—কূজদ্ভির্দ্বিজৈঃ সঙ্কুলিতা ব্যাপ্তা অঙ্ঘ্রিপা যত্র তস্মিন্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কূজদ্দ্বিজ-সঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে' —কূজনকারী পক্ষিগণের দ্বারা 'সঙ্কুলিত' অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে বৃক্ষসকল যেখানে, সেই (যমুনাতীরস্থ উপবনে ক্রীড়া করিতেন) ॥ ২৭ ॥

কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়াং ব্রজৌকসাম্।
রুদন্নিব হসন্ মুগ্ধ-বালসিংহাবলোকনঃ ॥ ২৮ ॥
স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিত-গোবৃষম্।
চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং সম্বন্ধে)

প্রেক্ষণীয়াং (দর্শনীয়াং) কৌমারীং (শৈশবকালীয়াং) চেষ্টাং (ক্রিয়াং) দর্শয়ন্ (প্রকটয়ন্) রুদন্নিব হসন্ (বা) মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ (মুগ্ধো বালশ্চ যঃ সিংহস্তদ্বদবলোকনং যস্য সঃ)। সঃ এব (ভগবান্ অধিকং বয়ঃ প্রাপ্তঃ সন্) লক্ষ্ম্যাঃ নিকেতং (শোভাদিসম্পদো নিকেতং আলয়ং সুশোভিতং ইতি ভাবঃ) সিতগোবৃষং (সিতাঃ শুভ্রাঃ গোবৃষাঃ যস্মিন্ তৎ) গোধনং (নানাবর্ণং গোসঙ্ঘং) চারয়ন্ রণদ্বেণুঃ (রণন্ শব্দং কুর্ব্বম্ বেণুঃ বংশী যস্য সঃ) অনুগান্ (অনুগতান্) গোপান্ (গোপবালকান্) অরীরমৎ (রময়ামাস) ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—তিনি ব্রজবাসিগণের দর্শনীয় কৌমারলীলা প্রদর্শন করিতে করিতে কখনও যেন রোদন, কখনও যেন হাস্য করিতেন, তখন তাঁহাকে মুগ্ধ সিংহশিশুর ন্যায় দেখাইত। কিঞ্চিৎ অধিক বয়স লাভ করিলে তিনি পরম শ্রীসম্পন্ন, শুভ্রবর্ণ গোবৃষপূর্ণ, নানাবর্ণের ধেনুর পাল চারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনিপূর্ব্বক অনুচর গোপবালকগণকে ক্রীড়া করাইতেন ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—রুদন্নিবেতি বালানাং রোদনঞ্চাস্ত্রমিতি যথা বালা বিনাপি রোদনচিহ্নং রোদনং দর্শয়ন্তি তথৈব মাতৃণামগ্রে অদেয়-লোভ্যবস্তু-প্রার্থনহঠাদৌ রুদন্নিব ভবতি তদৈব তৎপ্রাপ্তৌ হসন্। কিঞ্চ, ভীষণদৈত্যাদ্যাগমে মুগ্ধোঽপি বালোঽপি সিংহো যথা ঘোরসত্ত্বান্ন বিভেতি কিন্তু স্বপরাক্রমমেব দৃষ্ট্যা দ্যোতয়তি তথাভূতস্য সিংহস্যেবাবলোকনং যস্য সঃ। পরমবৎসলান্ পিত্রাদীন্ ব্যাকুলয়তি।

স এব কিঞ্চিদধিক-বয়া ভবন্ বৎস-চারণং সমাপ্য লক্ষ্ম্যাঃ শুক্লনীলহরিতপীতধূমলবর্ণশোভায়া নিকেতং গোধনং চারয়ন্ সিতা গোবৃষা যত্র তৎ গোপান্ রময়ামাস ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুদন্নিব'—যেন রোদন করিতে করিতে, ইহাতে 'বালকদিগের রোদনই বল' —এইহেতু যেমন বালকগণ রোদনের চিহ্ন (অশ্রুপাতাদি) ব্যতীত রোদন দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগণের নিকট অদেয় লভ্যবস্তুর যাচঞা, আবদার প্রভৃতিতে যেন রোদন করিতেছেন, এইরূপ হন, আবার তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্তিতে হাস্য করিয়া থাকেন। আরও, ভয়ঙ্কর দৈত্যাদি আসিলে, 'মুগ্ধবালসিংহাবলোকনঃ'— মুগ্ধ হইয়াও, বালক হইয়াও সিংহ (সিংহশাবক) যেমন ভয়ঙ্কর প্রাণী হইতে ভীত হয় না, কিন্তু দৃষ্টির দ্বারা নিজের পরাক্রমই প্রকাশ করে, সেইরূপ সিংহশাবকের ন্যায় অবলোকন যাঁহার, সেই কৃষ্ণ, পরমবৎসল মাতা-পিতা প্রভৃতিকে ব্যাকুলিত করেন। কিছু অধিক বয়স হইলে, তিনিই (সেই কৃষ্ণই) বৎসচারণ সমাপন করিয়া, 'লক্ষ্ম্যাঃ নিকেতং'—শুক্ল, নীল, হরিত, পীত, ধূমল বর্ণের শোভার আস্পদ, শুভ্রবর্ণ গাভী ও বৃষযুক্ত গোধন (ধেনুর পাল) চারণ করিতে করিতে অনুগত গোপবালকগণকে ক্রীড়া করাইতেন ॥ ২৮-২৯ ॥

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ।
লীলয়া ব্যনুদৎ তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—বালঃ (সঃ) ভোজরাজেন (কংসেন) প্রযুক্তান্ (প্রেরিতান্) কামরূপিণঃ (কামচারিণঃ) মায়িনঃ (মায়াবিনঃ নানারূপধারিণঃ) তান্ তান্ (অসুরান্) ক্রীড়নকান্ (বালকস্য তৃণাদিভিঃ নির্ম্মিতান্ ক্রীড়াসিংহাদীন্) ইব লীলয়া (অবলীলাক্রমেণ) ব্যনুদৎ (জঘান) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বালক শ্রীকৃষ্ণ ভোজরাজ কংসের প্রেরিত কামরূপী মায়াময় অসুরসকলকে বালকের ক্রীড়া-বস্তুর ন্যায় অবলীলাক্রমে নিপাত করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যনুদৎ জঘান, ক্রীড়নকান্ পত্রাদিনির্ম্মিতান্ সিংহাদীনিব ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যনুদৎ'—বিনাশ করিয়াছিলেন। 'ক্রীড়নকান্'—পত্রাদি নির্ম্মিত সিংহাদিকে (বালক যেমন ক্রীড়া করিতে করিতে বিনাশ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কংস-প্রেরিত কামরূপী অসুরদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছিলেন।) ॥ ৩০ ॥

বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্।
উত্থাপ্যাপায়য়দ্গাবস্তৎ তোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—ভুজগাধিপং (কালীয়নামানং নাগং)

নিগৃহ্য (দমিত্বা) বিষপানেন বিপন্নান্ (মৃতান্ গোপালান্) গাবঃ (গাঃ চ) উত্থাপ্য (উত্তোল্য) প্রকৃতিস্থিতং (নির্ব্বিষং) তত্তোয়ং (তদেব জলং) অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তিনি কালীয়নাগকে নিগ্রহ করিয়া বিষজলপানে বিপন্ন গোপবালক ও গাভীদিগকে উঠাইয়া নির্ম্মল যমুনার জল পান করাইয়াছিলেন॥৩১॥

বিশ্বনাথ—বিষোদকপানেন মূচ্ছিতান্ গোপালান্ গাশ্চোত্থাপ্য প্রকৃতিস্থিতং নির্ব্বিষম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষপানে'—(কালিয়হ্রদের) বিষজল পানে মূচ্ছিত গোপ বালকদিগকে এবং গাভীগণকে, 'উত্থাপ্য'—উঠাইয়া (অর্থাৎ মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া), 'প্রকৃতিস্থিতং'—(কালীয় নাগের অপসারণে) নির্ব্বিষ (যমুনার জল পান করাইয়াছিলেন) ॥ ৩১ ॥

অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষুঃ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—উরুভারস্য (অতিসমৃদ্ধস্য) বিত্তস্য সদ্ব্যয়ং চ (সদ্ব্যবহারং, চকারাৎ ইন্দ্রস্য মানভঙ্গং চ) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছু) বিভুঃ (ভগবান্) দ্বিজোত্তমৈঃ (প্রশস্তব্রাহ্মণৈঃ) গোসবেন (ইন্দ্রপূজাভঙ্গেন কৃতা গবাং পূজৈব গোসবঃ গোযজ্ঞস্তেন) গোপরাজং (শ্রীনন্দং) অযাজয়ৎ (যজ্ঞং কারিতবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তিনি সংগৃহীত প্রচুর বিত্তসমূহের সদ্ব্যয় (ও ইন্দ্রের মানভঙ্গ) করিবার মানসে উত্তম দ্বিজদিগের দ্বারা গোপরাজ নন্দকে গোসেবনরূপ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—গোসবেনেন্দ্রমখভঙ্গতঃ প্রবর্ত্তিতেন গবাং পূজনেন চকারাদিন্দ্রস্য চ মানভঙ্গং উরুভারস্য অতিসমৃদ্ধস্য ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোসবেন'—ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া প্রবর্ত্তিত গো-গণের পূজার দ্বারা। 'চ উরুভারস্য'—এখানে চ-কারের দ্বারা ইন্দ্রেরও মানভঙ্গ। 'উরুভারস্য'—অতি সমৃদ্ধ (বিত্তের সদ্ব্যয় এবং ইন্দ্রেরও মানভঙ্গ করিবার ইচ্ছায় তিনি গো-পূজারূপ যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন।) ॥ ৩২ ॥

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ ।
গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্ণতা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্র ! ভগ্নমানে (হতমানে) ইন্দ্রে কোপাৎ (মানভঙ্গজনিত-ক্রোধাৎ) বর্ষতি (সতি) অতিবিহ্বলঃ (অতীবকাতরঃ) ব্রজঃ (গোপসমূহঃ) অনুগৃহ্ণতা কৃপাং কুর্ব্বতা শ্রীকৃষ্ণেন) গোত্রলীলাতপত্রেণ (গোত্রঃ পর্ব্বতঃ এব লীলাতপত্রং ক্রীড়াচ্ছত্রং তেন) ত্রাতঃ (রক্ষিতঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, তাহাতে ভগ্নমান হইয়া ইন্দ্র সকোপে মহাবর্ষণ করিতে থাকিলে, তিনি ভয়-বিহ্বল গোপদিগকে ক্রীড়াচ্ছলে ছত্রধারণের ন্যায় গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন ॥৩৩

বিশ্বনাথ—কোপাদ্বর্ষতি সতি গোত্র পর্ব্বত এব লীলাতপত্রং তেন ; হে ভদ্র ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কোপাদ্ বর্ষতি'—ভগ্নমান ইন্দ্র কোপ-বশতঃ বারিবর্ষণ করিতে থাকিলে, 'গোত্রলীলাতপত্রেণ'—গোত্র অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই যাঁহার লীলাছত্র, সেই শ্রীকৃষ্ণ। হে ভদ্র ! ॥ ৩৩ ॥

শরচ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্ ।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—শরচ্ছশিকরৈঃ (শরচ্চন্দ্রকিরণৈঃ) মৃষ্টম্ (উজ্জ্বলং) রজনীমুখং (প্রদোষং) মানয়ন্ (সম্ভাব্য) কলপদং (অব্যক্তমধুরং) গায়ন্ স্ত্রীণাং (গোপীনাং) মণ্ডল-মণ্ডনঃ (মণ্ডলং মণ্ডয়তি শোভয়তি যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) রেমে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্দে দ্বিতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় শুভ্রোজ্জ্বল প্রদোষ-কাল উপযুক্ত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্ত মধুরপদ গান করিতে করিতে গোপীমণ্ডলে সুশোভিত হইয়া রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—রজনীমুখং প্রদোষং পক্ষে শরচ্ছশিনো নায়কস্য করতলঘর্ষণৈর্মৃণ্টং প্রস্বেদাদ্যপসারণেনোজ্জ্বলীকৃতং রজন্যা নায়িকায়াঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকায়া মুখং মানয়ন্ অভিনন্দয়ন্নহমপ্যেবমেব করোমীতি স্ত্রীণাং মণ্ডলং রাসসম্ভোগলীলানন্তরং মণ্ডয়তি সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-
তৃতীয়-স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থ-
দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রজনীমুখং'—প্রদোষকাল (সন্ধ্যাকাল)। পক্ষে—'শরচ্ছিকরৈঃ'—নায়করূপ শরৎকালীন চন্দ্রের করতলঘর্ষণের দ্বারা, 'মৃণ্টং'—ঘর্ম্মাদি অপসারণের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত রজনী-মুখ অর্থাৎ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা নায়িকার ন্যায় রজনীর মুখ 'মানয়ন্'—অভিনন্দিত করিতে করিতে আমিও এইরূপ করিতেছি, এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ 'স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ'—স্বপ্রেয়সী ব্রজরামাগণের মণ্ডলকে রাস-সম্ভোগ লীলার অনন্তর শোভিত করিয়া, (অব্যক্ত মধুর গান করিতে করিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন) ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্ব্যাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

তৃতীয় অধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম হইতে মথুরায় আগমন করিয়া কংসবধাদি যে সকল কার্য্য এবং দ্বারকাপুরীতে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় উদ্ধব বিদুরের নিকট বর্ণনা করেন।

ব্রজ হইতে মথুরায় আসিবার পর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রাজমঞ্চ হইতে কংসকে নিপাতনপূর্ব্বক হনন, সান্দীপনির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বেদাধ্যয়ন ও পঞ্চজন নামক অসুরের উদর হইতে তাঁহার মৃতপুত্রকে আনয়ন, রুক্মিণীহরণ, নাগ্নজিতীকে বিবাহ, সত্যভামার মনোরঞ্জনার্থ স্বর্গ হইতে পারিজাত-হরণ, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ, ভূমিপুত্র নরকাসুরকে সুদর্শন চক্রদ্বারা বধ, নরকাসুরের অন্তঃপুরে প্রবেশ, তথায় নরকাসুরের সংগৃহীত রাজকন্যাগণকে বিবাহ ও তাঁহাদিগের গর্ভে আত্মতুল্য দশ দশটী সন্তানোৎপাদন, কালযবন, জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণের বিনাশ-সাধন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ এবং দন্তবক্রাদি অসুর-বধ এবং বলদেবপ্রদ্যুম্নাদি কর্ত্তৃক আরও কতকগুলি অসুরবিনাশ, দুর্য্যোধনকে হতশ্রী দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুনাদিদ্বারা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত ভূমির ভার অপহৃত করাইলেও পৃথিবীতে যাদবসৈন্য থাকা-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী তাহাদের ভারে প্রপীড়িত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমান, যদুগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-সংঘটনই তাহাদিগকে বিনাশ করিবার একমাত্র উপায়—এইরূপ চিন্তন, যুধিষ্ঠিরকে তদীয় রাজ্যে সংস্থাপন, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধপ্রায় উত্তরার গর্ভকে পুনরায় যথাস্থানে

সংরক্ষণ, যুধিষ্ঠিরদ্বারা তিনটি অশ্বমেধ-যজ্ঞসাধন, দ্বারকাতে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্যবিচার প্রভৃতি বহু বিষয় উদ্ধব বিদুরের নিকট বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক, দেবলোক ও বিশেষরূপে যদুগণ ও পুরললনাগণের আনন্দবিধানপূর্ব্বক বিহার করিতেন। কন্দর্পাদি সকলেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অধীন, তিনিই একমাত্র ভোক্তা, তথাপি তিনি গৃহধর্ম্মে ও কামভোগাদি উপায়ে বৈরাগ্য-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা দ্বারা যে সকল পুরুষ দৈবের অধীন এবং যাহাদের কামাদিও দৈবপরতন্ত্র, তাহারা যে কামাদি উপায়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না, তাহাই প্রদর্শিত হইল।

কোনও সময় যদু ও ভোজবংশীয় কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের ক্রোধোৎপাদন করিলে, মুনিগণ তাহাদিগেক অভিশাপ দিলেন এবং কিছুদিন পরেই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক প্রভৃতি যাদবগণ দৈবীমায়ায় মোহিত হইয়া প্রভাসতীর্থে গমনপূর্ব্বক দেব, ঋষি ও পিত্রাদির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণকে বহু দ্রব্য দান ও অভিবাদন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—ততঃ (তদনন্তরং) বলদেবসংযুতঃ (বলরামসহায়ঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপিত্রোঃ (নিজমাতাপিত্রোঃ) শং (সুখস্য) চিকীর্ষয়া (কর্ত্তুমিচ্ছয়া) পুরং (মথুরামিতি যাবৎ) আগত্য তুঙ্গাৎ (রাজমঞ্চাৎ) রিপুযূথনাথং (শত্রুদলপতিং কংসং) নিপাত্য (পাতয়িত্বা) ব্যসুং (বিগতপ্রাণং) হতং (ব্যাপাদিতং কংসদেহং) ওজসা (স্ববলেন) উর্ব্ব্যাং (ভূমৌ) ব্যকর্ষয়ৎ (পিত্রোঃ প্রীত্যর্থং বিকর্ষিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব কহিলেন,—তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে স্বীয় পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর মঙ্গলচেষ্টায় মথুরাপুরে বলদেবের সহিত আগমন করিলেন এবং শত্রুদলপতি কংসকে রাজমঞ্চ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিহত গতাসু অসুরকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—তৃতীয়ে মথুরাদ্বারবত্যোঃ কংসবধাদিকাঃ। লীলাঃ কুরূণাং নিধনমপি সংক্ষিপ্য বর্ণিতম্ ॥

শমিত্যব্যয়ং সুখবাচকং পিত্রোঃ সুখস্য চিকীর্ষয়েত্যর্থঃ। তুঙ্গাৎ মঞ্চাৎ হতং প্রাপ্তাঘাতং ততো ব্যসুং প্রাপ্তমৃত্যুমপি ব্যকর্ষদিতি তন্মরণমসম্ভাবয়তাং বিভ্যতাং পিত্রাদীনাং মূর্চ্ছিতত্বভাননিরাসার্থম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ প্রভৃতি লীলা এবং কুরুগণের নিধন পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ॥

'শম্'—ইহা সুখবাচক অব্যয়, 'চিকীর্ষয়া'—স্বীয় মাতা-পিতার (দেবকী ও বসুদেবের) সুখবিধানের ইচ্ছাবশতঃ, এই অর্থ। 'তুঙ্গাৎ'—(উচ্চস্থান) মঞ্চ হইতে, 'হতং'—আঘাতপ্রাপ্ত, তারপর 'ব্যসুং'—বিগতপ্রাণ, মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেও রিপুগণের যূথপতি কংসকে 'ব্যকর্ষৎ'—ভূমিতলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কংসের মরণের অসম্ভাবনা চিন্তা করায় ভীত পিত্রাদির, 'কংস মূর্চ্ছিতের ভাণ (ছল) করিয়া রহিয়াছে'—এইরূপ চিন্তা নিরাস করিবার নিমিত্ত (মৃত কংসের দেহকে ভূতলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সান্দীপনেঃ (সান্দীপনিমুনেঃ সকাশাৎ) সকৃৎ (একবারমাত্রং) প্রোক্তং সবিস্তরং (ষড়ঙ্গাদিসহিতং) ব্রহ্ম (বেদম্) অধীত্য তস্মৈ (সান্দীপনয়ে) পঞ্চজনোদরাৎ (পঞ্চজননাম্নঃ দৈত্যস্য উদরং বিদার্য্য) মৃতং পুত্রম্ (যমলোকাৎ আনীয় ইতি শেষঃ) বরম্ (অভিলষিতং পুত্রজীবনং) প্রাদাৎ (দদৌ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনি সান্দীপনি মুনির মুখ হইতে একবারমাত্র সমস্ত বেদ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে পঞ্চজন অসুরের উদর বিদারণপূর্ব্বক সেই মুনির মৃত পুত্রকে (যমলোক হইতে আনিয়া) বররূপে প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্ম বেদং সবিস্তরং ষড়ঙ্গাদিসহিতং, পঞ্চজনোদরং বিদার্য্যেতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী, যমলোকাদানীয়েতি শেষঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্ম'—বেদ। সবিস্তরং—ষড়ঙ্গাদির সহিত, (ষড়ঙ্গ বলিতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ,

নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদপুরুষের অঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলেন)। 'পঞ্চজনোদরাৎ'—পঞ্চজন নামক অসুরের উদর বিদারণ করিয়া, এখানে 'পঞ্চজনোদরং বিদার্য্য'—ইহা 'ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী' হইয়াছে। [অর্থাৎ ল্যপ্ ও (ক্ত্বা) প্রত্যয়ান্ত পদ উহ্য থাকিলে তাহার কর্ম্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এখানে 'উদরং'—এই কর্ম্মে 'বিদার্য্য' এই ল্যপ্ প্রত্যয় উহ্য থাকায়, 'উদরাৎ' ইহা পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে।] যমলোক হইতে মৃত গুরুপুত্রকে আনয়ন-পূর্ব্বক (সান্দীপনি মুনিকে গুরুদক্ষিণারূপ বর প্রদান করিলেন) ॥ ২ ॥

———

সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
জহ্রে পদং মূর্দ্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভীষ্মককন্যয়া (ষষ্ঠ্যর্থে তৃতীয়া রুক্মিণ্যাঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) সবর্ণেন (সমানেন রূপেণ) যে (রাজানঃ) সমাহুতাঃ (হ্রস্বত্বমার্য্যং—সমাহৃতা—সম্যক্ আকৃষ্টাঃ সন্তঃ আগতাঃ ; 'সমাহৃতাঃ' ইতি পাঠে সমানীতাঃ) গান্ধর্ব্ববৃত্ত্যা (গান্ধর্ব্বে বিবাহে যা বৃত্তিঃ নিয়মঃ তয়া শিশুপালস্য বরত্বেন অন্যেষাং বরযাত্রত্বেন বরণং) বুভূষয়া (ভবিতু-মিচ্ছয়া) এষাং মিষতাং (পশ্যতাং) মূর্দ্ধ্নি পদং দধৎ (তান্ অনাদৃত্য পরাজিত্য চ শ্রীকৃষ্ণঃ) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) স্বভাগং (সুধামিব স্বপ্রাপ্যাং রুক্মিণীং) জহ্রে (সংজহার) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীর লক্ষ্মীসদৃশ রূপলাবণ্যে সম্যক্ আকৃষ্ট হইয়া যে সকল রাজগণ বিবাহ নিয়মানুসারে অর্থাৎ শিশুপালের বররূপে এবং অন্য সকলের বরযাত্ররূপে গ্রহণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন (শ্রীকৃষ্ণ যদি অকস্মাৎ আসিয়া রুক্মিণীকে অপহরণ করেন, এই ভয়ে সচকিত-ভাবে) দর্শনরত সেই সকল রাজগণের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অনাদর ও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গরুড়ের (সর্পগণের মধ্য হইতে) সুধাগ্রহণের ন্যায় নিজপ্রাপ্য রুক্মিণীকে গ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভীষ্মককন্যয়েতি ষষ্ঠ্যর্থে তৃতীয়া ; ভীষ্মক-কন্যায়া রুক্মিণ্যাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাল্লক্ষ্ম্যাঃ সমানৌ বর্ণৌ দ্বৌ রুক্মীত্যক্ষরদ্বয়ং বাচকং যস্য তেন রুক্মিণা যে রাজানঃ সমাহুতা হ্রস্বত্বমার্ষং, 'সমাহৃতাঃ' ইতি পাঠে সমানীতা ইত্যর্থঃ। এষাং রাজ্ঞাং মূর্ধ্নি পদং দধৎ সুপর্ণো গরুড়ঃ সুধামিব স্বভাগং রুক্মিণীং জহ্রে। এষাং কীদৃশানাং গান্ধর্ব্বে বিবাহে যা বৃত্তিস্তয়া শিশুপালস্য বরত্বেন অন্যেষাং বরযাত্রত্বেন যদ্বরণং তেনেত্যর্থঃ বুভূষয়া অহং বর ইতি বয়ং বরযাত্রা ইতি ভবিতুমিচ্ছয়া মিষতাং কদাচিৎ কৃষ্ণ আগত্য কন্যামপহরেদিত্যত ইতস্ততঃ সচকিতং পশ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভীষ্মক-কন্যয়া'—এখানে ষষ্ঠীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, অতএব 'ভীষ্মক-কন্যায়াঃ রুক্মিণ্যাঃ শ্রিয়ঃ সবর্ণেন সমাহূতাঃ যে রাজানঃ'—রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী, সেই রুক্মিণীর সমান বর্ণ অর্থাৎ 'রুক্মি, রুক্মি'—এইরূপ অক্ষরদ্বয় বাচক যাহার, (রুক্মিণী দেবীর ভ্রাতা) রুক্মির দ্বারা যে রাজগণ সমাহূত হইয়াছিলেন। ('রুক্মিণীদেবী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে পত্রদ্বারা আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য রাজগণকে আহ্বান করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা রুক্মিই আহ্বান করিয়াছিলেন।) 'সমাহুতাঃ'—এখানে হ্রস্বত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। 'সমাহৃতাঃ'—এইরূপ পাঠে 'সমানীতাঃ'—রুক্মির দ্বারা সম্যক্‌রূপে আনীত রাজগণ, এই অর্থ। এই সকল রাজবৃন্দের মস্তকে পদক্ষেপ-পূর্ব্বক অর্থাৎ তাঁহাদের অনাদর করিয়া, গরুড় যেমন (সর্পগণের মধ্য হইতে) অমৃত আহরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ 'স্বভাগং'—নিজ ভাগ (স্বাংশ লক্ষ্মীরূপিণী) রুক্মিণীদেবীকে হরণ করেন। এই সকল রাজগণ কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—'এষাং গন্ধর্ব্ববৃত্ত্যা'—গন্ধর্ব্ব-বিবাহে যে বৃত্তি (ব্যবহার) তাহাতে। শিশুপাল বররূপে, অন্যান্য রাজগণের বর-যাত্রিরূপে যে বরণ, তাহার দ্বারা, এই অর্থ। 'বভূষয়া'—'আমি বর', 'আমরা বর-যাত্রী'—এইরূপ হইবার ইচ্ছায়, 'মিষতাং'—কখন কৃষ্ণ আসিয়া কন্যাকে হরণ করে—এই জন্য ইতস্ততঃ চকিতভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন, যে রাজগণ ॥ ৩ ॥

মধ্ব—ভীষ্মক-কন্যায়া অর্থে স্ববর্ণমাত্রতয়াহহৃতাঃ।
এষাং শ্রিয়ো জিহীর্ষয়াহ্বানবুদ্ধির্ভগবতা কৃতা।
সুপর্ণঃ সুপরানন্দাৎ কাকুৎস্থো বাচি সংস্থিতেঃ ॥
ইতি পাদ্মে ॥ ৩ ॥

———

ককুদ্মিনোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীমুবাহ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞান্
জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) অবিদ্ধনসঃ (অবিদ্ধনাসিকান্) ককুদ্মিনঃ (বৃষভান্) দমিত্বা স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতীং উবাহ ; তদ্ভগ্নমানান্ (তেষাং বৃষভাণাং দমনেন ভগ্নো মানো যেষাং তান্) গৃধ্যতঃ (কন্যাং কাময়মানান্ অতএব) অজ্ঞান্ শস্ত্রভৃতঃ (অস্ত্রধারিণঃ রাজ্ঞঃ) অক্ষতঃ (স্বয়ং তেষাং শস্ত্রৈঃ অনাহতঃ এব) স্ব-শস্ত্রৈঃ জঘ্নে (জঘান) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অবিদ্ধনস বৃষগণকে দমন করিয়া তিনি স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; তাহাতে যে সকল অজ্ঞ রাজগণ পূর্ব্বে ভগ্নমান হইয়াছিলেন। তাঁহারা কন্যা লাভেচ্ছায় শস্ত্রধারণ করিলেও নিজে অক্ষত থাকিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শস্ত্রের দ্বারা বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ককুদ্মিনো বৃষভান্ অবিদ্ধনাসিকানেব দমিত্বা তৈর্বৃষৈঃ পরাভূতত্বেন ভগ্নো মানো যেষাং তান্, তদপি গৃধ্যতঃ কন্যামভিকাঙ্ক্ষতঃ অতএবাজ্ঞান্ রাজ্ঞঃ স্বশস্ত্রৈর্জ্জঘ্নে, তেষাং শস্ত্রৈর্ভৃতঃ পূর্ণ আচ্ছন্নোঽপ্যক্ষতঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ককুদ্মিনঃ—ককুদ্ বলিতে বৃষের স্কন্দের ঝুঁটি, অবিদ্ধনাসিক সাতটি বৃষকে দমন করিয়া, (অথবা একসঙ্গে সাতটি মত্ত বৃষকে একই রজ্জুর দ্বারা বলপূর্ব্বক দমন করিয়া) স্বয়ংবরে নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতে পূর্ব্বে সেই বৃষের দ্বারা ভগ্নগাত্র এবং অধুনা ভগ্নমান সেই অজ্ঞ রাজগণ কন্যার অভিলাষে কৃষ্ণকে সশস্ত্রে আক্রমণ করিলেও, কৃষ্ণ তাঁহাদের অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়াও নিজে অক্ষত অবস্থায় স্ব-শস্ত্রের দ্বারা তাদের বিনাশ করেন। (এখানে 'স্ব-শস্ত্রৈঃ'—স্ব বলিতে নিজ জন, অর্জ্জুন প্রভৃতির অস্ত্রের দ্বারা শত্রুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অর্জ্জুনাদিতে নিজ প্রভাবের আবেশ হেতু এখানে নিজেই বিনাশ করিলেন বলা হইয়াছে। "গাণ্ডীবী কলয়ামাস"—অর্থাৎ গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনই তাঁহাদের সংযত করিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রীদশমে বলা হইয়াছে—ইতি ক্রম-সন্দর্ভ।) ॥ ৪ ॥

———

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরাচ্ছর্দ্দ্যুতরু যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবৎ তং সগণো রুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (স্বতন্ত্রঃ অপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) গ্রাম্যঃ (স্ত্রী-পরতন্ত্রঃ) ইব প্রিয়ায়াঃ (সত্যভামায়াঃ) প্রিয়ম্ (অভিলষিতং) বিধিৎসুঃ (বিধাতুং ইচ্ছুঃ সন্) দ্যুতরুং (পারিজাতবৃক্ষং) আর্চ্ছৎ (স্বর্গাৎ আনীতবান্) যদর্থে (যন্নিমিত্তং) রুষান্ধঃ (ক্রোধান্ধঃ) সগণঃ (সসৈন্যঃ) বজ্রী (স্ত্রীপ্রেরিতঃ ইন্দ্রঃ) তং (স্বকার্য্যসাধকমপি শ্রীকৃষ্ণং) আদ্রবৎ (যোদ্ধুং অধাবৎ যতঃ) অয়ং (বজ্রী) নূনং (নিশ্চিতং) বধূনাং (যোষিতাং) ক্রীড়ামৃগঃ (কামিনীপরতন্ত্রঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—গ্রাম্য-ব্যবহারে লোকে যেরূপ প্রিয়ার প্রিয়সাধন করিয়া থাকে, সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করায় বজ্রপাণি ইন্দ্র ক্রোধান্ধ হইয়া বধূদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় সগণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাম্যঃ কামীব দৃশ্যমানোঽপি বস্তুতস্তু প্রিয়ায়াঃ প্রেমবত্যাঃ প্রিয়ং প্রেমবশত্বেন প্রীতিং বিধিৎসুঃ দ্যুতরুং পারিজাতমার্চ্ছৎ আহৃতবান্ যদর্থে বজ্রী বজ্রসহিত এব তং আদ্রবৎ আ ঈষৎ যোদ্ধুমাগতবান্ ; তত্র হেতুঃ—অন্ধ ইতি, তত্রাপি হেতুঃ—বধূনাং শচ্যাদীনাং ক্রীড়ামৃগ ইতি ; যথা, আত্মবন্মন্যতে জগদিতি ন্যায়েন বধূনাং সত্যভামাদীনাময়ং ক্রীড়ামৃগ ইতি নিন্দন্নেবাদ্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভুর্গ্রাম্য ইব'—স্বয়ং স্বতন্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গ্রাম্য কামী জনের ন্যায় দৃশ্য-

মান হইলেও, বস্তুতঃ কিন্তু প্রেমবতী প্রিয়া সত্যভামার প্রীতিবিধান করিবার অভিলাষে স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষ আহরণ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য বজ্রের সহিত ইন্দ্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। তাহার কারণ—ইন্দ্র 'রুষান্ধঃ'—ক্রোধে অন্ধ, তাহাতে আবার শচী প্রভৃতি বধূগণের ক্রীড়ামৃগ (বানরতুল্য)। যেরূপ 'আত্মবন্মন্যতে জগৎ'—অর্থাৎ সকলে নিজের মতই জগতের সকলকে মনে করে, এই ন্যায় অনুসারে, 'শ্রীকৃষ্ণও সত্যভামাদি বধূগণের ক্রীড়ামৃগ'—এইরূপ নিন্দা করিতে করিতে ইন্দ্র তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যম করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তথ্য—'গ্রাম্য' অর্থে কামী। এই কার্য্যদ্বারা প্রাকৃত চক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত-কামীর ন্যায় দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাকৃত-কামী নহেন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত প্রেমভক্তিবশ, তিনি সত্যভামার অপ্রাকৃত প্রেমে বশীভূত হইয়াই সেবকের প্রীতি-সাধনেচ্ছায় পারিজাত আনয়ন করেন। ইন্দ্র ভক্তের ভক্তিবশ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদৃষ্টান্তানুসারে প্রাকৃত স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যমাত্রলোভে জড়কামবশ বলিয়া অনুমান করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে ধাবমান হইয়াছিলেন। (শ্রীজীব) ॥ ৫ ॥

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বপুষা খম্ (আকাশং) গ্রসন্তং (ব্যপ্নুবন্তং) সুতং (ভূমিপুত্রং নরকাসুরং) মৃধে (যুদ্ধে) সুনাভোন্মথিতং (চক্রেণ হতং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) ধরিত্র্যা (তস্য মাত্রা ভূম্যা) আমন্ত্রিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎতনয়ায় (নরকাসুরপুত্রায় ভগদত্তায়) শেষং (হৃতশেষং রাজ্যং) দত্ত্বা তদন্তঃ-পুরং (তস্য অন্তঃপুরে) আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—নরকাসুর শরীরের দ্বারা আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হওয়ায় যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের চক্রে নিহত হয়, মৃতপুত্র নরককে দেখিয়া তাহার মাতা ধরিত্রীর প্রার্থনা-ফলে শ্রীকৃষ্ণ নরকপুত্র ভগদত্তকে রাজ্যভার দিয়া তদন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সুতং নরকাসুরং সুনাভেনোন্মথিতং হতং দৃষ্ট্বা ধরিত্র্যা তন্মাত্রা আমন্ত্রিতঃ নিবেদিতঃ তৎতনয়ায় ভগদত্তায়। অত্র শুদ্ধমাতাপিতৃকস্যাপি তস্য বাণাসুরসঙ্গাদেব কুবুদ্ধিরিতি অসাধুসঙ্গমহিমপ্রস্তাবে পুরাণান্তরকথা জ্ঞেয়া ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুতং'—নরকাসুরকে ভগবানের চক্রের দ্বারা নিহত দেখিয়া তাঁহার জননী ধরিত্রীদেবীর প্রার্থনায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার (নরকাসুরের) পুত্র ভগদত্তকে হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণপূর্ব্বক (তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। এখানে শুদ্ধ মাতা (ধরিত্রীদেবী) ও পিতার (ভগবান্ বরাহদেবের) পুত্র হইয়াও নরকাসুরের বন্ধু বাণাসুরের সঙ্গবশতঃই কুবুদ্ধি হইয়াছিল—এইরূপ অসাধুসঙ্গের মহিমা-প্রসঙ্গে পুরাণান্তরের কথা জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্ত্তবন্ধুম্।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (ভৌমগৃহে) কুজেন (ভৌমেন যাঃ) আহৃতাঃ তাঃ নরদেবকন্যাঃ (রাজকন্যকাঃ) আর্ত্তবন্ধুং (বিপন্নমিত্রং) হরিং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) উত্থায় প্রহর্ষ-ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ (প্রহর্ষঃ আনন্দাতিশয়ঃ ব্রীড়া লজ্জা অনুরাগঃ প্রেম তৈঃ প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ যে অবলোকাঃ তৈঃ) জগৃহুঃ (তং পতিত্বেন স্বীকৃতবত্যঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—নরকরাজার আনীত রাজকন্যাগণ আর্ত্তবন্ধু হরিকে দর্শনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া প্রচুর আনন্দ, লজ্জা, অনুরাগ ও প্রেমদৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রান্তঃপুরে কুজেন নরকাসুরেণ। প্রহর্ষশ্চ ব্রীড়া চ অনুরাগশ্চ তৈঃ প্রহিতাঃ প্রেষিতা অবলোকাস্তৈর্জগৃহুর্ম্মমায়মেব বর ইতি প্রত্যেকং স্বীচক্রুঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই নরকাসুরের অন্তঃপুরে, 'কুজেন'—অর্থাৎ নরকাসুর কর্ত্তৃক যে

সকল রাজকন্যা হরণপূর্ব্বক আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই (আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক), 'প্রহর্ষ-ব্রীড়ানুরাগ-প্রহিতাবলোকৈঃ' —প্রকৃষ্ট আনন্দ, লজ্জা ও অনুরাগের দ্বারা প্রেরিত অবলোকনে তাঁহাকেই 'ইনিই আমাদের পতি হউন' —এইরূপ প্রত্যেকে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—স্ব-মায়য়া (নিজযোগমায়াপ্রভাবেণ) একস্মিন্ মুহূর্ত্তে (যুগপৎ এব) নানাগারেষু (ভিন্ন-ভিন্ন গৃহেষু বর্ত্তমানানাম্) আসাং যোষিতাং (স্ত্রীণাং) পাণীন্ (করান্) অনুরূপঃ (তত্তদনুরূপঃ সন্) সবিধং (বিবাহোচিতপ্রকারসহিতং যথা ভবতি তথা) জগৃহে (বিবাহার্থং স্বীকৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে কৃষ্ণ নানাগৃহে অবস্থিত সেই সকল স্ত্রীগণকে যুগপৎ যে যেমন তদনুরূপ হইয়া শাস্ত্রবিধিমতে বিবাহ করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সবিধং বিবাহোচিতপ্রকারসহিতং স্ব-মায়য়া যোগমায়য়া সুষ্ঠু অমায়য়েতি বা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানবাদ—'সবিধং'—বিবাহোচিত বিধি-পূর্ব্বক । 'স্বমায়য়া'—নিজের স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি যোগমায়ার দ্বারা, অথবা 'সুষ্ঠু অমায়য়া'—অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটে ॥ ৮ ॥

তথ্য—'স্বমায়া'-শব্দে—১। 'অচিন্ত্য চিচ্ছক্তি' (শ্রীজীব), ২। যোগমায়া বা সুষ্ঠু অমায়া (চক্রবর্ত্তী), ৩। স্বীয় সঙ্কল্প (বীররাঘব) ॥ ৮ ॥

তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্ব্বতঃ ।
একৈকস্যাং দশ দশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তাসু (স্ত্রীষু) প্রকৃতের্বিবুভূষয়া (প্রকৃতেঃ মায়ায়া বিবিধং ভবনং বিস্তারঃ তদিচ্ছয়া, যদ্বা প্রকৃতের্হেতোঃ বিবিধং ভবিতুমিচ্ছয়া) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ) আত্ম তুল্যানি (স্বতুল্যানি) একৈকস্যাং (প্রত্যেকতং) দশ দশ অপত্যানি (পুত্রান্) অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বরূপের বৈভব অভিলাষ করিয়া সেই স্ত্রীসকলের প্রত্যেকের গর্ভে আত্মতুল্য দশ দশটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতেঃ স্বস্বভাবস্য বিবুভূষয়া বিভবেচ্ছয়া আত্মতুল্যানীত্যুক্তেঃ প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চেত্যমরঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রকৃতের্বিবুভূষয়া'—প্রকৃতি বলিতে নিজ স্বভাবের 'বিবুভূষয়া'—বিভবের ইচ্ছায় আত্মতুল্য অপত্যসকল উৎপাদন করিলেন, এইরূপ উক্তিহেতু । অমরকোষ অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতি, স্বরূপ এবং স্বভাব'—এক পর্য্যায়বাচী ॥ ৯ ॥

মধ্ব—উত্তমৈঃ সর্ব্বতঃ সাম্যং কিঞ্চিৎ সাম্যমুদীর্য্যতে ॥ ইত্যাগ্নেয়ে ॥ ৯ ॥

তথ্য—'প্রকৃতের্বিবুভূষয়া' ১। প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার বিবিধ ভবন (গৃহ) বিস্তার ইচ্ছা করিয়া, অথবা মায়ার দ্বারা নিজেই বহুপ্রকার হইতে ইচ্ছা করিয়া (শ্রীধর) ; ২। স্বরূপের ইচ্ছা করিয়া ; অমরকোষে - প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাব, ইহারা এক-পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পঞ্চমস্কন্ধেও "প্রকৃতিং ভজস্ব"—'প্রকৃতিকে ভজনা কর'—এই স্থানে টীকাকারগণ প্রকৃতিকে "স্বরূপ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (শ্রীজীব) ॥ ৯ ॥

কালমাগধশাল্বাদীননীকৈ রুন্ধতঃ পুরম্ ।
অজীঘনৎ স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অনীকৈঃ (স্ব-স্ব সৈন্যৈঃ) পুরং (মথুরা-পুরীং) রুন্ধতঃ (আবৃণ্বতঃ) কাল-মাগধ-শাল্বাদীন্ (কাল-যবন-জরাসন্ধ-শাল্বাদীন্ প্রসিদ্ধান্ বীরান্) স্বয়ং (মুচুকুন্দ-ভীমাদিভিঃ নিমিত্তমাত্রৈঃ স্বয়মেব) অজীঘনৎ (ঘাতিতবান্ তেনৈব কারণেন) স্বপুংসাং (নিজজনানাং দিব্যং তেজঃ (প্রভাবং কীর্ত্তিং চ) আদিশৎ (দত্তবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কালযবন, জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি সসৈন্যে মথুরাপুরী বেষ্টন করিলে, তাহাতে মুচুকুন্দ ও ভীমাদিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া ভগবান স্বয়ংই

তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা নিজ ভক্তগণের অলৌকিক প্রভাব ও কীর্ত্তি দান করেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কালঃ কালযবনঃ অনীকৈঃ সৈন্যৈঃ রুন্ধতঃ আবৃণ্বতঃ মুচুকুন্দভীমাদিভির্নিমিত্তমাত্রৈঃ স্বয়মেব অজীঘনৎ ঘাতিতবান্। তেন চ তেষাং স্ব-পুংসাং তেজঃ প্রভাবং কীর্ত্তিং চ দত্তবান্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাল-মাগধ-শাল্বাদীন্'—কালযবন, মগধাতিপতি জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতিকে, **'অনীকৈঃ'**—তাহাদের নিজ নিজ সৈন্যের দ্বারা, **'পুরং'**—মথুরাপুরী (ও দ্বারকাপুরী) অবরোধ করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দ ও ভীমাদিকে নিমিত্ত করিয়া তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। (শাল্বকে দ্বারকায় নিজেই বিনাশ করেন)। ইহার দ্বারা সেই সকল নিজজনের 'তেজঃ' অর্থাৎ প্রভাব ও কীর্ত্তি প্রদান করেন ॥ ১০ ॥

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্কলমেব চ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শম্বরং (শম্বরনামাসুরং তথা) দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্কলং এব চ, অন্যান্ চ (তথা অপরা-নপি) দন্তবক্রাদীন্ অবধীৎ (স্বয়মেব অহন্) কান্ চ (অন্যান্ কান্ অপি প্রদ্যুম্নরামাদিভিঃ) ঘাতয়ৎ (অঘাতয়ৎ ঘাতিতবান্)। ১১ ॥

অনুবাদ—শম্বর, দ্বিবিধ, বান, মুর, বল্কল এবং অন্যান্য দন্তবক্রাদিকে কতকগুলি স্বয়ং বধ করেন এবং রাম-প্রদ্যুম্নাদি দ্বারাও কতকগুলিকে বিনাশ করাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ— অথ তদনন্তরং কাংশ্চ নৃপান্ ঘাতয়দি-ত্যড়াগমাভাব আর্ষঃ। ঘাতয়ন্নিতি পাঠে বভূবেতি শেষঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—অনন্তর, কাংশ্চ—অন্যান্য কোন কোন নৃপতিগণকে (রাম ও প্রদ্যুম্নাদির দ্বারা) বিনাশ করাইয়াছিলেন। এখানে 'ঘাতয়ৎ' —ইহা অট্ প্রত্যয়ের অভাব আর্ষ প্রয়োগ, 'অঘাতয়ৎ' —ইহা হওয়া উচিত ছিল। 'ঘাতয়ন্'—এই পাঠে **'বভূব'**—অর্থাৎ বিনাশিত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ১১ ॥

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্ নৃপান্।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষামাপততাং বলৈঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) কুরুক্ষেত্রম্ আপত-তাম্ (আগচ্ছতাং) যেষাং বলৈঃ (সৈন্যৈঃ) ভূঃ (পৃথিবী সর্ব্বাপি) চচাল (চকম্পে) তে (তব) ভ্রাতৃপুত্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডুপুত্রাণাং) পক্ষয়োঃ (উভয়-পক্ষাবলম্বিনঃ সতঃ যুদ্ধে) পতিতান্ (আগতান্) নৃপান্ (রাজ্ঞঃ অপি অঘাতয়ৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, অনন্তর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আগমনকারী যে সকল নৃপতিগণের সৈন্যদ্বারা পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, আপনার ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের পক্ষপাতী হইয়া আগত সেই সকল রাজ-দিগকেও সেই ভগবান্ বিনাশ করাইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কাংশ্চ কীদৃশান্ তে তব ভ্রাতৃপুত্রাণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং দুর্য্যোধনাদীনাঞ্চ পক্ষয়োঃ পতিতান্ প্রাপ্তান্ কুরুক্ষেত্রমাপততামাগচ্ছতাং যেষাং বলৈঃ সৈন্যৈঃ ভূঃ সর্ব্বাপি চচাল চকম্পে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ কিরূপ? তাহা বলিতেছেন—'তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং'—তোমার ভ্রাতৃ-পুত্রগণের যুধিষ্ঠিরাদি ও দুর্য্যোধনাদির পক্ষপাতী কুরুক্ষেত্রে সমাগত তাহাদের সৈন্যগণের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, (সেই ভগবান্ তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন) ॥ ১২ ॥

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং
ভগ্নোরুমুর্ব্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কর্ণদুঃশাসনসৌব-লানাং কুমন্ত্রপাকেন (অসৎমন্ত্রণয়া) হতশ্রিয়ায়ুষং (হতা শ্রীঃ আয়ুঃ চ যস্য তথাভূতং) ভগ্নোরুং (ভগ্নঃ উরুর্যস্য তম্) উর্ব্ব্যাং (ভূমৌ) শয়ানং (পতিতং) সানুচরং (পরিজন-সহিতং) সুযোধনং (দুর্য্যোধনং) পশ্যন্ ন ননন্দ (তোষং ন প্রাপ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি—ইহাদের কুমন্ত্রণায় হতশ্রী ও হতায়ু দুর্য্যোধনকে অনুচরবর্গের সহিত ভূমিতে ভগ্নোরু হইয়া শায়িত দর্শন করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ প্রকাশ করেন নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—স কৃষ্ণঃ পশ্যন্নপি ন ননন্দ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই শ্রীকৃষ্ণ (এই সকলের বিনাশ) 'পশ্যন্নপি ন ননন্দ'—দেখিয়াও আনন্দিত হন নাই ॥ ১৩ ॥

কিয়ান্ ভুবোঽয়ং ক্ষপিতোরুভারো
যদ্দ্রোণভীষ্মার্জ্জুনভীমমূলৈঃ ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণীকো মদংশৈ-
রাস্তে বলং দুর্ব্বিষহং যদূনাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রোণভীষ্মার্জ্জুনভীমমূলৈঃ (দ্রোণাদিভিঃ মূলৈঃ কারণভূতৈঃ) অষ্টাদশাক্ষৌহিণীকঃ (তদযুক্তঃ) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ক্ষপিতোরুভারঃ (উরুঃ ভারঃ ক্ষপিতঃ) অয়ং কিয়ান্ (অত্যল্পঃ এব) যৎ (যস্মাৎ) মদংশৈঃ (প্রদ্যুম্নাদিভিঃ হেতুভূতৈঃ) দুর্ব্বিষহং (দুর্দ্ধর্ষং) যদূনাং বলং (যাদবসৈন্যং) আস্তে (অধুনাঽপি বর্ত্ততে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—(কারণ তিনি ভাবিলেন,) যদিও দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন ও ভীমাদি কারণভূত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীযুক্ত ভূমির ভার হরণ করিলেন, তথাপি পৃথিবীর অতি অল্পপরিমাণ ভারই অপনোদিত হইল ; যেহেতু আমার অংশভূত প্রদ্যুম্নাদির দ্বারা রক্ষিত দুর্ব্বিষহ যাদব সৈন্য এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ—কিয়ানিতি। যতো দ্রোণাদিভির্মূলৈঃ কারণভূতৈরষ্টাদশাক্ষৌহিণীভরঃ ভুবো ভারঃ উরুর্যথা স্যাত্তথা ক্ষপিতঃ অয়ং কিয়ান্ অত্যল্প ইত্যর্থঃ। সন্ধিরার্ষঃ। সমাসব্যাখ্যায়াং বিধেয়াংশাবিমর্শঃ সোঢ়ব্যঃ। যস্মান্মদংশৈঃ প্রদ্যুম্নাদিভির্হেতুভূতৈর্দুর্ব্বিষহং বলমাস্তে। ননু ভূভারস্তাবদ্ব্যক্তিবাহুল্যেন ন স্যাৎ পর্ব্বতসমুদ্রাদীনাং তত্র প্রাচুর্য্যাৎ কিন্ত্বধার্ম্মিকপ্রাচুর্য্যেণৈব তে চাধার্ম্মিকা ভগবতা সংহৃতা এব, ন চ যদুকুলস্যাধার্ম্মিকত্বং বাচ্যং ভগবৎপরিকররূপত্বাৎ। ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্। বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্। শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতস ইত্যাদ্যুক্তিভ্যশ্চ। অত্রোচ্যতে—ভারো হি দ্বিবিধো ভবতি—দুঃখরূপঃ সুখরূপশ্চ ; প্রথমো দুঃসহঃ দ্বিতীয়স্তু সুসহ এব—যথা, যুবত্যা স্বরমণস্য ভারঃ ; যথা চ বৎসলয়া মাত্রা স্বপোতস্য ক্রোড়ে কৃতস্য ভারঃ ; যথা চ বণিজা শিরসি ধৃতস্য স্বধনস্য ভারঃ। কিঞ্চাল্পবলেন জনেন স্বস্মাদতিবহলঃ সুখরূপোঽপি ভারো বোঢ়ুং ন শক্যতে যথা পরমধার্ম্মিকস্য মহাভাগবতস্য তপোবলাধিক্যমাবিষ্কুর্ব্বতো ধ্রুবস্যাপি ভারঃ পৃথিব্যাঃ। যদুক্তম্—যদৈকপাদেন স পার্থিবার্ভকস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী। ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদ ইতি। যদা চ ভগবতাপি স্ববলমাবিষ্ক্রিয়তে তদা তস্য পরমানন্দ-রূপস্যাপি ভারো ন বোঢ়ুং শক্যতে। যথা ভীষ্মস্তৌ ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদগুরিতি ; নৃসিংহাবির্ভাবে চ—প্রোৎসর্পত ক্ষ্মা চ পদাভিপীড়িতেতি। অতোঽত্র যদ্যপি যদুকুলস্য ভারঃ পৃথিব্যা ভারত্বেন নাভিমন্যতে যথা সুকুমার্য্যাপি স্ত্রিয়া বহুস্বর্ণরত্নাদ্যাভরণভারস্তদপি প্রেমবতা তৎকান্তেন তদঙ্গেভ্যঃ কশ্চন কশ্চনোৎসেবাদাবাগন্তুক এবাভরণভারো নিষ্কাশ্যতে স্থাপ্যতে চ সর্ব্বদোপযোগী তথৈব অংশাবতরণসময়ে নিত্যপরিকররূপেষু যাদবাদিষু যে দেবাদয়োঽংশাঃ প্রবিষ্টাস্ত এব দ্বারকাতো নিষ্ক্রময্য প্রভাসে উপসংহৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার কারণ—'কিয়ান্' ইতি—'যদ্দ্রোণ-ভীষ্মার্জ্জুন-ভীমমূলৈঃ'—দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি কারণভূত হইয়া যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-সমন্বিত পৃথিবীর গুরুভার অপনোদিত করিলেন, 'অয়ং কিয়ান্'—ইহা অতি অল্পই, এই অর্থ। 'ক্ষপিতোরুভারঃ' এখানে ক্ষপিতঃ+উরুভারঃ—এই সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ। সমাস-ব্যাখ্যায়—'ভুবঃ উরুভারঃ ক্ষপিতঃ'—এখানে 'বিধেয়াংশাবিমর্শঃ' দোষ সোঢ়ব্য। (বিধেয়তা-সমাপ্তির অনুপযোগি পদার্থে তাৎপর্য্যের আরোপ করিয়া যদি বিধেয়তার সমাপ্তি ঘটে, তবে সেই অর্থদোষকে বিধেয়াংশাবিমর্শ দোষ বলে।) যেহেতু আমার অংশস্বরূপ প্রদ্যুম্ন

প্রভৃতির অধীনস্থ অতিশয় দুর্ব্বিষহ যাদব-সৈন্য রহিয়াছে।

যদি বলেন—দেখুন, পৃথিবীর ভার কেবল ব্যক্তি-গণের বাহুল্যবশতঃই হয় না, যেহেতু পর্ব্বত, সমুদ্রাদির সেখানে প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। কিন্তু অধার্ম্মিক-গণের প্রাচুর্য্যবশতঃই পৃথিবীর ভার হয় এবং সেই অধার্ম্মিকগণ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক বিনষ্টই হইয়াছেন। আর, যদুকুলকে অধার্ম্মিক বলা চলে না, যেহেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের পরিকর-স্বরূপই। বিশেষতঃ শ্রীএকাদশে প্রথম অধ্যায়ে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নে দেখা যায়—"হে মহামুনে! যদুগণ ব্রাহ্মণ-ভক্ত, বদান্য ও বৃদ্ধগণের সতত সম্মান করিতেন; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের চিত্ত নিয়তই নিরত থাকিত, অতএব এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের উপর ব্রহ্মশাপ কিরূপে ঘটিল ?" আবার শ্রীদশমের শেষ অধ্যায়েও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণৈকপ্রাণ বৃষ্ণিগণ শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, কথালাপে অথবা ক্রীড়া, স্নান বা ভোজনাদি ব্যাপারেও স্বীয় দেহপর্য্যন্তেরও পৃথক্ অস্তিত্ব উপ-লব্ধি করিতেন না।"

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ভার দুই প্রকার হয়, দুঃখরূপ এবং সুখরূপ। প্রথম দুঃখরূপ দুঃসহনীয়, কিন্তু দ্বিতীয় সুখরূপ সুসহ, যেমন যুবতীর নিকট নিজরমণ পতির ভার সুখরূপ। আবার বাৎসল্য-বতী জননীর নিকট নিজপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণের ভার সুখরূপই। যেমন বণিক্ স্বমস্তকে ধৃত নিজধনের ভার সুখরূপই বোধ করে। আবার অল্প বলশালী ব্যক্তি নিজ অপেক্ষা অধিক ভার সুখরূপ হইলেও বহন করিতে সক্ষম হয় না। যেরূপ পরমধার্ম্মিক মহাভাগবত তপস্যার বলাধিক্য আবিষ্কারক ধ্রুবেরও ভার পৃথিবীর নিকট বোধ হইয়াছিল। যেমন চতুর্থ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"ঐ রাজতনয় ধ্রুব যখন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতেন, তখন অবনী তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিপীড়িত হওয়ায় যেমন গজরাজ নৌকায় আরোহণ করিলে তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে সেই তরী নোয়াইয়া পড়ে, তাহার ন্যায় ধরণী অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ শ্রীভগবানও যখন নিজবল প্রকাশ করিয়া-ছিলেন তখন সেই পরমানন্দ-স্বরূপেরও ভার বহন করিতে পৃথিবী দেবী সমর্থ হন নাই। যেমন প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে শ্রীভীষ্মদেবের স্তুতিতে বলা হইয়াছে—"এই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপক্ষপাতগুণে নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার জন্য রথ হইতে সহসা অবতরণপূর্ব্বক রথ-চক্র ধারণ করিয়া, সিংহ যেমন হস্তিবধের জন্য বেগে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমার সম্মুখে ধাবিত হন। সেই সময় ইঁহার অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়ায় মনুষ্য-নাট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উদরস্থ সমস্ত ভুবনের ভারবশতঃ ইঁহার প্রতিপদে পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং ক্রোধভরে ইঁহার উত্তরীয় বসন পথে পড়িয়া যায়।" আবার সপ্তম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবে উক্ত হইয়াছে—"পৃথ্বী যেন তাঁহার পদাঘাতে পীড়িতা হইয়া স্বস্থান হইতে বিচলিত ও পর্ব্বতসকল তদীয় বেগে যেন উৎপতিত, আর আকাশ এবং দিক্‌সকল যেন তাঁহার তেজে দীপ্তিশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছিল।"

অতএব এখানে যদিও যদুকুলের ভার পৃথিবীর ভার-রূপে মনে হয় নাই, যেমন সুকুমারী স্ত্রীর নিকট বহু স্বর্ণ-রত্নাদি আভরণের ভার, ভার বলিয়া মনে হয় না, তথাপি প্রেমবান্ তাহার কান্ত তাহার অঙ্গ হইতে কোন কোন উৎসবাদিতে আগন্তুক আভরণের ভার নিষ্কাশিত করেন, আবার সর্ব্বদার উপযোগী আভরণ স্থাপনও করেন, সেইরূপ অংশাবতার-সময়ে নিত্য-পরিকররূপ যাদবগণের মধ্যে যে সকল দেবতাদির অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া (ভগবান্ কর্ত্তৃক) প্রভাসে উপসংহৃত হইলেন ॥ ১৪ ॥

তথ্য—ব্যক্তিগত সংখ্যার দ্বারাই পৃথিবীর ভার হয় না, তাহা হইলে পৃথিবীতে পর্ব্বত সমুদ্রাদিও ত' ভারযুক্ত বস্তু—অধার্ম্মিকগণের প্রাচুর্য্যেই পৃথিবীর ভার হয় (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

মিথো যদৈষাং ভবিতা বিবাদো
মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাম্ ।
নৈষাং বধোপায় ইয়ানতোহন্যো
ময্যুদ্যতেঽন্তর্দ্দধতে স্বয়ং স্ম ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মধ্বামদাতাম্রবিলোচনানাং (মধুনা যঃ আমদঃ সর্ব্বতো মদঃ তেন আতাম্রবিলোচনানাম্ আরক্তচক্ষুষাম্) এষাং (যাদবানাং) যদা (যস্মিন্‌-কালে) মিথঃ (পরস্পরং) বিবাদঃ (কলহঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি তদা) ইয়ান্ (সঃ বিবাদঃ এব) এষাং বধোপায়ঃ অতঃ (অস্মাৎ কলহাৎ) অন্যঃ ন (অপরঃ উপায়ঃ নাস্তি) ময়ি উদ্যতে (অন্তর্হিতে উদ্যতে সতি) স্বয়ং (একাত্মনোঽপি আত্মনা এব বিবাদেন এতে) অন্তর্দ্দধতে স্ম (অন্তর্দ্ধীরন্) ॥১৫॥

অনুবাদ—যখন ঐ যাদবগণ মধুপানে সম্পূর্ণ মদমত্ত হওয়ায় আরক্তলোচন হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সেই বিবাদই তাহাদের বিনাশের কারণ হইবে; এই কলহ ব্যতীত তাহাদের বিনাশের অন্য কোনও উপায় নাই। আমি অন্তর্দ্ধানোদ্যত হইলেই (অথবা আমার ইচ্ছা হইলেই) নিশ্চয়ই ইহারা নিজে নিজেই বিবাদ করিয়া অন্তর্হিত হইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রান্যেষামিব নৈষাং সংহারঃ সম্ভবতি কিন্তু প্রকারান্তরেণৈবেতি স্বগতমাহ—মিথ ইতি। মধুনা য আ সম্যক্ মদস্তেনাতাম্রনেত্রাণাং বিবাদস্তদাপি এষাং বধরূপ উপায়ো ন ভবতি কিন্তু অতো বধাৎ অন্য এব ইয়ান্ বধসদৃশো ন তু বধ ইত্যর্থঃ। তেন লোকা বস্তুতস্ত্ববধমেব পরস্পরবধং দ্রক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ। বাস্তবং বস্তুতস্তু স্পষ্টমাহ—ময়ি উদ্যতে ইমানুপসংজিহীর্ষৌ সতি স্বয়মেব ইমে অন্তর্দ্দধতে অন্তর্দ্ধাস্যন্তে স্মেতি নিশ্চয়ে ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে অন্যের ন্যায় যদুগণের সংহার সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকারান্তরেই করিতে হইবে, এইরূপ স্বগত বলিতেছেন—'মিথঃ' ইতি। 'মধ্বামদাতাম্র-বিলোচনানাম্'—মধুর দ্বারা অর্থাৎ মধুপানে যে সম্যক্‌রূপে মত্ততা, তাহাতে তাম্রলোচন হইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহার দ্বারাও ইহাদের বধরূপ উপায় হইবে না, অতএব এইরূপ বধ হইতে অন্যপ্রকার বধতুল্য উপায় চিন্তা করিতে হইবে, কিন্তু উহা বধ নয়, এই অর্থ। তাহার দ্বারা সাধারণ লোকগণ, বাস্তবিক অবধকেই পরস্পর বধ বলিয়া দেখিবে—এই অর্থ। প্রকৃতপক্ষে—বস্তুতঃ কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন—'ময়্যুদ্যতে' —আমি উদ্যত হইলে অর্থাৎ ইহাদিগকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, ইহারা নিজেরাই অন্তর্দ্ধান করিবে। 'স্ম'—শব্দ এখানে নিশ্চয় অর্থে ॥ ১৫ ॥

তথ্য—অন্যের ন্যায় যদুগণের সংহার সংঘটিত হয় না। উহাদের সংহারের অন্য প্রকার উপায় বলিতেছেন। এই যদুগণের যখন পরস্পর আত্মকলহ বর্ত্তমান এবং তাহার দ্বারাও যখন ইহাদের পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার জন্য বধরূপ উপায় সংঘটিত হইতেছে না, তখন অপর লোকের সহিত বিবাদদ্বারা কিরূপেই বা ইহাদের বিনাশ সাধিত হইতে পারে? তবে একটী উপায় আছে আমার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রভাবে ইহারা স্বয়ংই অন্তর্হিত হইবে। 'স্ম' শব্দে 'নিশ্চয়'; অথবা বধের উপায় নাই, এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত।

"অতো অন্য" শব্দে বধোপায় হইতে অন্য প্রকার; "ইয়ান্" শব্দের দ্বারা বধোপায়তুল্য উপায় বর্ত্তমান—এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ॥ (শ্রীজীব) ॥ ১৫ ॥

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্ম্মজম্।
নন্দয়ামাস সুহৃদঃ সাধূনাং বর্ত্ম দর্শয়ন্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) সঞ্চিন্ত্য (চিন্তয়িত্বা) ধর্ম্মজং (যুধিষ্ঠিরং) স্বরাজ্যে স্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা) সাধূনাং বর্ত্ম (পন্থানং) দর্শয়ন্ সুহৃদঃ (বান্ধবান্) নন্দয়ামাস (তোষয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সম্যক্ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক সাধুগণের বর্ত্মপ্রদর্শন করতঃ সুহৃদ্‌বর্গের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্থাপ্য স্থাপয়িত্বা ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থাপ্য'—বলিতে 'স্থাপয়িত্বা' অর্থাৎ স্থাপন করাইয়া, এই অর্থ। (এখানে ল্যপ্ না হইয়া ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হইবে) ॥ ১৬ ॥

উত্তরায়াং ধৃতঃ পূরোর্ব্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—(হে মহাত্মন্), অভিমন্যুনা উত্তরায়াং পুরোর্ব্বংশঃ (বংশধরঃ পরীক্ষিৎ) সাধু (সুষ্ঠু) ধৃতঃ (স্থাপিতঃ) সঃ বৈ (পরীক্ষিৎ) দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ (অশ্বত্থাম্নঃ ব্রহ্মাস্ত্রেণ অভিমৃষ্টঃ সন্) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) পুনঃ ধৃতঃ (রক্ষিতঃ বভূবঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরায় যে পুরু-বংশধর গর্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই গর্ভ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পুনরায় রক্ষিত হয় ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধৃত আহিতঃ ; ধৃতো রক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধৃতঃ'—অর্থাৎ উত্তরার গর্ভে পুরুর বংশ অভিমন্যু কর্ত্তৃক আহিত হইয়াছিল। 'ধৃতঃ'—দ্রৌণি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে সংপ্লুষ্ট সেই বংশ পুনরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইল ॥ ১৭ ॥

অযাজয়দ্ধর্ম্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ ।
সোঽপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) ত্রিভিঃ অশ্বমেধৈঃ (যজ্ঞৈঃ) ধর্ম্মসুতম্ (যুধিষ্ঠিরং) অযাজয়ৎ (যাজয়ামাস) সঃ অপি (যুধিষ্ঠিরঃ) কৃষ্ণ-মনুব্রতঃ (কৃষ্ণৈকশরণঃ সন্) অনুজৈঃ (ভীমাদিভিঃ সহ) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) রক্ষন্ (পালয়ন্) রেমে (বিররাজ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠিরকে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ যাজন করাইলেন ; যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণৈকশরণ হইয়া ভীমাদি অনুজবর্গের সহিত পৃথিবী পালন করতঃ আনন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—রেমে বিররাজ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রেমে'—রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণানুগত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ ।
কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাস্থিতঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বাত্মা (পরমাত্মা) ভগবান্ অপি লোকবেদপথানুগঃ (লৌকিকবৈদিকধর্ম্মাচরণশীলঃ) সাংখ্যম্ (প্রকৃতিপুরুষবিবেকম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) অনাসক্তঃ (নিঃস্পৃহঃ সন্) দ্বার্বত্যাং (দ্বারকায়াং) কামান্ সিষেবে (বিষয়ান্ বুভুজে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বিশ্বান্তর্য্যামী ভগবান্‌ও দ্বারকাপুরীতে অবস্থানপূর্ব্বক ভোক্তৃভোগ্যবিবেকবান্ (বা জ্ঞানাশ্রয়ী) হইয়া আপনাকে লৌকিক ও বৈদিক পথানুগ দেখাইয়া যুক্তবৈরাগ্যের সহিত বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চম ষষ্ঠে ঐশ্বর্য্যে দ্যোতয়তি ভগ-বানপি। বিশ্বস্যান্তর্য্যামীব অসক্তঃ লোকবেদেতি লোকবেদয়োরনিষিদ্ধানেব কামান্ সুখরূপান্ ইন্দ্রাদি-ভিরুপায়নত্বেন প্রেষিতান্ সিষেবে বুভুজে। অত্র অসক্ত ইতি বৈরাগ্যং, সাংখ্যমিতি জ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগ'-শব্দের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে পঞ্চম (জ্ঞান) ও ষষ্ঠ (বৈরাগ্য) দ্যোতনা করিতে-ছেন—'ভগবান্ অপি', ভগবান্‌ও। 'বিশ্বাত্মা'—বিশ্বের অন্তর্য্যামীর ন্যায় 'অসক্ত', অর্থাৎ নিঃস্পৃহ হইয়া লোক ও বেদধর্ম্মের পথানুসারে অনিষিদ্ধ 'কামান্'—অর্থাৎ ইন্দ্রাদির দ্বারা উপঢৌকনরূপে প্রেরিত সুখরূপ বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছিলেন। এখানে 'অসক্তঃ'—ইহা বৈরাগ্য, এবং 'সাংখ্যম্'—ইহা জ্ঞান ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—কেবলং ভগবজ্জ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভি-ধীয়তে। ইত্যধ্যাত্মে ॥ ১৯ ॥

তথ্য—সাংখ্য—প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক (শ্রীধর)। সাংখ্য—সংখ্যা-শব্দে 'বুদ্ধি' ; বুদ্ধির দ্বারা গম্য—সাংখ্য—মুমুক্ষুগণের উপাস্য স্বানন্দ (বীররাঘব)। কেবল ভগবজ্জ্ঞানই 'সাংখ্য'-শব্দে অভিহিত হয়—এই বচন হইতে সাংখ্য-শব্দে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত-বিধি বুঝাইবে না, কিন্তু ভগবৎস্বরূপজ্ঞান' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে (বিজয়ধ্বজ)। সাংখ্য-শব্দে জ্ঞান (চক্রবর্ত্তী) ॥ ১৯ ॥

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযূষকল্পয়া ।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ২০ ॥
ইমং লোকমমুঞ্চৈব রময়ন্ সুতরাং যদূন্ ।
রেমে ক্ষণদয়া দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন (স্নিগ্ধঃ যঃ স্মিত-

সহিতঃ সহাসঃ অবলোকঃ তেন) পীযূষকল্পয়া (সুধা-তুল্যয়া) বাচা (কথয়া) অনবদ্যেন (নির্ম্মলেন) চরিত্রেণ (স্বভাবেন) শ্রীনিকেতেন (শোভাযুক্তেন) আত্মনা (দেহেন) চ ইমং লোকং (ভূলোকং) অমুং চ (স্বর্লোকঞ্চ তথা) যদূন্ (যাদবান্ অপি) সুতরাং (সুষ্ঠু) রময়ন্ (অত্যর্থং আনন্দয়ন্) ক্ষণদয়া (রাত্র্যা) দত্তক্ষণস্ত্রীক্ষণসৌহৃদঃ (দত্তঃ ক্ষণঃ অবসরঃ উৎসবো বা যাসাং স্ত্রীণাং তাসু ক্ষণেন (রত্যোৎসবেন) সৌহৃদং যস্য তথাভূতঃ সন্) রেমে (ক্রীড়িতবান্) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—স্নিগ্ধ সহাস্য অবলোকন, অমৃতসমান শিষ্টবাক্য, নির্দ্দোষ চরিত্র এবং নিজ পরম শ্রীমান্ দেহে সকলের প্রীতির বিষয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্ত্য লোকস্থ ও দেবলোকস্থ ভক্তগণকে এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষরূপে যদুগণকে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিয়া রজনীতে অবসরপ্রাপ্ত রমণীকুলের সহিত রত্যুৎসবদ্বারা প্রণয় সংস্থাপনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াশক্তিবিলাস এব তস্যানাসক্তি-শ্চিচ্ছক্তিবিলাসে ত্বাসক্তিরেবেত্যাহ—স্নিগ্ধেতি। ক্রমে-ণাবলোকবচনলীলারূপৈশ্চতুর্ভির্মাধুর্য্যৈঃ ইমং লোকং মর্ত্ত্যলোকস্থং স্বভক্তং অমুং দেবলোকস্থং তেষ্বপি মধ্যে যদূন্ নিতরাং যদুষ্বপি মধ্যে স্ত্রীষু রেমে ইত্যাসক্ত্যাধিক্যং ক্ষণদয়া রজন্যা দত্তঃ ক্ষণোঽবসরো যাসাং তথাভূতাসু স্ত্রীষু ক্ষণেন রত্যোৎসবেন সৌহৃদং যস্য সঃ। পট্টমহিষীণাং স্বরূপভূতত্বাচ্চিচ্ছক্তিত্বম্। স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে শিবগৌরীসংবাদে গোপ্যাদি-মাহাত্ম্যে দৃষ্টম্। ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। লক্ষমেকং তথা ষষ্টিরেতে কৃষ্ণসুতাঃ প্রিয়ে ॥ ইত্যুপ-ক্রম্য, হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ। তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্র-রূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ইতি। অত্র বিশেষো দশমে প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসেই শ্রীভগবানের অনাসক্তি, কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাসে তাঁহার আসক্তিই, ইহাই বলিতেছেন—'স্নিগ্ধ'— ইত্যাদি শ্লোকে। ক্রমশঃ (সহাস্য) অবলোকন, বচনভঙ্গী, লীলা এবং রূপ—এই চারিটি মাধুর্য্যের দ্বারা, 'ইমং লোকং'—এই মর্ত্ত্যলোকস্থিত স্বভক্ত এবং পরত্র দেবলোকস্থ (ভক্তগণকে), তাঁহাদেরও মধ্যে অতিশয়রূপে যদুগণকে, যদুগণেরও মধ্যে স্ত্রীগণের অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতেন, ইহাতে আসক্তির আধিক্য দেখান হইল। 'ক্ষণদয়া দত্তক্ষণ-স্ত্রীক্ষণ-সৌহৃদঃ' —ক্ষণদা অর্থাৎ রজনী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে অবসর যাঁহাদের, তাদৃশ স্ত্রীগণে, 'ক্ষণেন' অর্থাৎ রত্যুৎসব-দ্বারা সৌহৃদ যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ। (অর্থাৎ দিবা-ভাগে মর্ত্ত্যলোক, অমরলোক এবং যদুগণের প্রীতি সম্পাদন করিয়া বিহার করিতেন। যে সকল কামিনী যামিনীযোগে তাঁহার নিকট আসিতে অবসরপ্রাপ্ত হইতেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি তৎকালে সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতেন।) পট্টমহিষীগণের শ্রীভগবানের স্বরূপভূতত্ব বলিয়া চিচ্ছক্তিত্ব।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে শিব ও গৌরীর সংবাদে গোপী প্রভৃতির মাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয়—"ষোড়শ সহস্র (সহস্র) গোপীগণ সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন। হে প্রিয়ে! (দেবি পার্ব্বতি!) এক লক্ষ ষষ্টি এই সকল কৃষ্ণ পুত্র"—এইরূপ উপক্রম করিয়া— "শ্রীকৃষ্ণকে হংসই (পরমহংস) মনে করিবে, তিনি পরমাত্মা এবং জনার্দ্দন অর্থাৎ জনগণের দুঃখ হরণ-কারী। হে দেবি! এই ষোড়শ সহস্র তাঁহারই শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন চন্দ্র-রূপ, আর তাঁহারা কলাস্বরূপিণী বলিয়া স্মৃত হইয়া-ছেন।" ইতি। এই বিষয়ে বিশেষ শ্রীদশমে পর্য্যা-লোচনা করা হইবে ॥ ২০-২১ ॥

তস্যৈবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্।
গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বহূন্ সম্বৎসরগণান্ (সমাঃ ব্যাপ্য) রমমাণস্য (ক্রীড়াশীলস্য) তস্য (ভগবতঃ) গৃহমেধেষু (গৃহধর্ম্মেষু) যোগেষু (কামভোগাদ্যুপায়েষু) বিরাগঃ (ঔদাসীন্যং) সমজায়ত (জাতম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বহু বহু বৎসর আনন্দক্রীড়া-রত ভগবানের প্রপঞ্চে প্রকটিত গৃহস্থ-লীলা হইতে অবসর লইবার বাসনা জন্মিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহমেধেষু যোগেষু রজোগুণময়কর্ম্ম-

মার্গেষু তদুপলক্ষিত-কর্ম্মিজনোপনীতভোগ্যবস্তুষু চ বিরাগঃ ঔদাসীন্যং সম্যগ্‌জায়তেতি সর্ব্বকালমেব স আসীদেব ; তদানীং ত্বতিস্পষ্টীবভূবেত্যর্থঃ। গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমিতি বৈরাগ্যস্য লক্ষণাদ্‌গুণাতীতেষু শুদ্ধসত্ত্বময়েষু রুক্মিণ্যাদিবিলাসেষু বৈরাগ্যং ন ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃহমেধেষু যোগেষু'—(গৃহে মেধা অর্থাৎ বুদ্ধি হয় যাহাদের দ্বারা, সেই সকল যোগে অর্থাৎ কামোপভোগের উপায়সমূহে), রজোগুণময় যে সকল কর্ম্মমার্গ এবং তদুপলক্ষিত কর্ম্মিজনের প্রাপ্য ভোগ্যবস্তুসমূহে 'বিরাগঃ সমজায়ত'—বিরাগ অর্থাৎ ঔদাসীন্য সম্যক্‌রূপে উৎপন্ন হইল। ইহার দ্বারা সকল সময়েই সেই বিরাগ শ্রীভগবানে ছিলই, কিন্তু তৎকালে উহা অতিশয় স্পষ্টভাব ধারণ করিল, এই অর্থ। 'বহিরঙ্গা মায়ার (সত্ত্বাদি) গুণসমূহে অনাসক্তিই বৈরাগ্য'—ইহা বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া, গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বময় রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবৃন্দে বিলাসবিষয়ে শ্রীভগবানের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল—এইরূপ ব্যাখ্যা কখনই সঙ্গত নহে ॥ ২২ ॥

মধ্ব—সর্ব্বদাপি বিরক্তঃ সন্ ভাসয়ীত বিরাগিবৎ।
কাদাচিৎকঃ কুতস্তস্য লোকশিক্ষার্থমিষ্যতে ॥
ইতি পাদ্মে ॥ তেনাপি বিরাগঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২২ ॥

তথ্য—'গৃহমেধ'-শব্দে—গৃহধর্ম্ম (শ্রীধর)। গার্হস্থ্যোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান (শ্রীজীব)।

যোগ—১। কামভোগাদি উপায় (শ্রীধর), ২। ধর্ম্ম (বীররাঘব), ৩। বিষয়সাধন (বিজয়ধ্বজ), ৪। রজোগুণময় যে কর্ম্মমার্গ, তদুপলক্ষিত কর্ম্মিজনগণের প্রাপ্য ভোগবস্তু (চক্রবর্ত্তী)।

গুণসমূহে অনাসক্তিই বৈরাগ্যের লক্ষণ ; অতএব গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্বময় রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণে বিলাসবিষয়ে ভগবানের বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য উপস্থিত হইল—এইরূপ ব্যাখ্যা অনুচিত (চক্রবর্ত্তী) ॥ ২২ ॥

দৈবাধীনেষু কামেষু দৈবাধীনঃ স্বয়ং পুমান্।
কো বিশ্রম্ভেত যোগেন যোগেশ্বরমনুব্রতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবাধীনেষু (অদৃষ্টপ্রাপ্তব্যেষু) কামেষু (কামাদি-ভোগেষু) যোগেন (ভক্তিযোগেন) যোগেশ্বরং (শ্রীকৃষ্ণম্) অনুব্রতঃ (ভজন্) স্বয়ং দৈবাধীনঃ কঃ পুমান্ বিশ্রম্ভেত (বিশ্বাসং প্রীতিং বা কুর্য্যাৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং দৈবাধীন কোন্ পুরুষই বা ভক্তিযোগপ্রভাবে সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া দৈবাধীন কর্ম্মাদি-ভোগসমূহে বিশ্বাস বা প্রীতি স্থাপন করিতে পারেন ? ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সা চ বৈরাগ্যলীলা এতদ্বোধয়িতুমিত্যাহ—যদা স্বাধীনেষ্বপি ভগবতো বিরাগস্তদা দৈবাধীনেষু কো বিশ্রম্ভেত বিশ্বাসং প্রীতিং কুর্ব্বীত যোগেন চেৎ যোগেশ্বরং ভগবন্তমনুব্রতঃ স্যাৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের ইহা যে বৈরাগ্যলীলা, ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—'দৈবাধীনেষু' ইত্যাদি। (কামাদি ভোগ্যবিষয় ভগবানের নিজের অধীন), যখন স্বাধীন ভোগ্যবিষয়েই ভগবানের বিরাগ, তখন দৈবাধীন অর্থাৎ অদৃষ্টপ্রাপ্তব্য ভোগ্যাদি বিষয়ে কোন্ জন প্রীতি করিতে পারে ? (যদি যোগদ্বারা কামাদি লাভ হয়, তাহা হইলেও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের না হইয়া অপরের প্রীতি হইতে পারে না, যেহেতু সেই যোগও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুগত।) অথবা—যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হইয়া অপর কোন্ জন দৈবাধীন কামাদি-ভোগ্যবিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন ? ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—অতঃ কোহন্যো বিশ্রম্ভং কুর্য্যাৎ ॥ ২৩ ॥

পুর্য্যাং কদাচিৎ ক্রীড়দ্ভির্যদুভোজকুমারকৈঃ।
কোপিতা মুনয়ঃ শেপুর্ভগবন্মতকোবিদাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুর্য্যাং (দ্বারকায়াং) ক্রীড়দ্ভিঃ যদুভোজকুমারকৈঃ (যদুবংশীয়ৈঃ) কোপিতাঃ (ক্রোধং প্রাপিতাঃ) ভগবন্মতকোবিদাঃ (ভগবতঃ মতে অভিপ্রায়ে কোবিদাঃ অভিজ্ঞাঃ) মুনয়ঃ শেপুঃ (শাপং দদুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কোনও সময় যদু ও ভোজবংশীয় কুমারগণ দ্বারকাপুরীতে ক্রীড়া করিতে করিতে মুনিগণের ক্রোধোৎপাদন করিলে ভগবানের (পৃথিবীভার-

হরণরূপ) অভি-প্রায়-বেত্তা মুনিগণ (কুমারগণকে) অভিশাপ দিলেন ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—ভগবতো মতে অভিপ্রায়ে কোবিদা ইতি মুনীনাং দোষঃ পরিহৃতঃ। ভগবতোঽপি তাদৃশাভিপ্রায়কারণমেকাদশান্তে ব্যাখ্যাস্যতে ।। ২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবন্মত-কোবিদাঃ'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে অর্থাৎ অভিপ্রায়ে কোবিদ অর্থাৎ নিপুণ যে মুনিগণ। ইহার দ্বারা মুনিগণের দোষ পরিহৃত হইল। ভগবানেরও সেইপ্রকার অভিপ্রায়ের কারণ শ্রীএকাদশ স্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইবে ।। ২৪ ।।

———

ততঃ কতিপয়ৈর্মাসৈর্বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ।
যযুঃ প্রভাসং সংহৃষ্টা রথৈর্দেববিমোহিতাঃ ।।২৫।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) কতিপয়ৈঃ মাসৈঃ বৃষ্ণিভোজান্ধকাদয়ঃ (যাদবাঃ) সংহৃষ্টাঃ (আনন্দিতাঃ) দেববিমোহিতাঃ (দেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তেন বিমোহিতাঃ বিমুগ্ধাঃ সন্তঃ) রথৈঃ প্রভাসং যযুঃ (গতবন্তঃ) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—তদনন্তর কতিপয় মাসের মধ্যেই বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকাদি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া সানন্দিত-হৃদয়ে রথযোগে প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—দেবমোহিতা এব বৃষ্ণ্যাদয়ো যযুর্নিত্যভূতাস্ত দ্বারকায়ামেব প্রাপঞ্চিকলোকালক্ষ্যতয়া তস্থুঃ। দেবাশ্চ তে মোহিতাশ্চেতি বা ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেব-মোহিতাঃ'—দেব শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দ্বারা বিমোহিত হইয়াই বৃষ্ণি প্রভৃতি প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা নিত্যভূত অর্থাৎ ভগবানের নিত্য পার্ষদ, তাঁহারা দ্বারকাতেই প্রাপঞ্চিক লোকের অলক্ষিতভাবেই অবস্থান করিলেন। অথবা —দেবমোহিতাঃ বলিতে যাঁহারা দেবগণ, তাঁহারাই মোহিত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ প্রকটকালে যে দেবগণ অংশে যদুগণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহারাই প্রভাসে গমনপূর্ব্বক মদিরামত্ত হইয়া স্বর্গাদি ধামে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকাতেই নিত্যলীলায় নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন) ।। ২৫ ।।

মধ্ব—এষ্যচ্চ নিশ্চিতং যত্তদতীতত্বেন ভণ্যতে।
চক্রবৎপরিবৃত্তের্ব্বা দুষ্টানাং মোহনায় বা ।।
ইতি স্কান্দে ।। ২৫ ।।

———

তত্র স্নাত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীংশ্চৈব তদম্ভসা।
তর্পয়িত্বাথ বিপ্রেভ্যো গাবো বহুগুণা দদুঃ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ প্রভাসে) স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ ঋষীন্ চৈব তদম্ভসা (তীর্থোদকেন) তর্পয়িত্বা (তেষাং তর্পণং কৃত্বা) অথ (অনন্তরং) বিপ্রেভ্যঃ বহুগুণাঃ (পয়ঃশীলাদি-বহুগুণোপেতাঃ) গাবঃ দদুঃ (প্রদত্তবন্তঃ) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা সেই প্রভাসতীর্থে স্নান এবং পিতৃ, দেব ও ঋষিগণের তীর্থোদকের দ্বারা তর্পণ করিয়া বিপ্রগণকে দুগ্ধবতী বহু গাভী দান করিয়াছিলেন ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—গাবো গাঃ বহুগুণাঃ পয়শীলাদিমতীঃ ।। ২৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবো'—গাঃ, গাভীগণকে, এখানে দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'গাঃ' হইবে। 'বহুগুণাঃ' —বলিতে প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীগণকে (দান করিয়াছিলেন ।। ২৬ ।।

———

হিরণ্যং রজতং শয্যাং বাসাংস্যজিনকম্বলান্।
হয়ানিভান্ রথান্ কন্যা ধরাং বৃত্তিকরীমপি ।।২৭।।

অন্বয়ঃ—তেভ্যঃ (বিপ্রেভ্যঃ) হিরণ্যং (স্বর্ণং) রজতং শয্যাং বাসাংসি (বস্ত্রাণি) অজিনকম্বলান্ হয়ান্ (অশ্বান্) ইভান্ (হস্তিনঃ) রথান্ কন্যাঃ বৃত্তিকরীং ধরাং অপি (জীবিকাপর্য্যাপ্তাং ভূমিমপি দদুঃ) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—স্বর্ণ, রৌপ্য, শয্যা, বসন, মৃগচর্ম্ম, কম্বল, হস্তী, অশ্ব, রথ, কন্যা ও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ভূমি দান করিলেন ।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—বৃত্তিকরীং জীবিকাপর্য্যাপ্তাম্ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃত্তিকরীং'—বলিতে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী ভূমি দান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অন্নঞ্চোরুরসং তেভ্যো দত্ত্বা ভগবদর্পণম্ ।
গোবিপ্রার্থাসবঃ শূরাঃ প্রণেমুর্ভুবি মূর্দ্ধভিঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—উরুরসং (বহুরসযুক্তম্) অন্নং ভগবদর্পণং দত্ত্বা (ভগবদর্পণং যথা ভবতি তথা অর্পয়িত্বা) গোবিপ্রার্থাসবঃ (গোব্রাহ্মণহিতার্থাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) শূরাঃ (বীরাঃ যাদবাঃ) ভুবি মূর্দ্ধভিঃ (শিরোভিঃ) প্রণেমুঃ (প্রণতিং চক্রুঃ) ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তৃতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তদনন্তর সেইসকল ব্রাহ্মণগণকে ভগবন্নিবেদিত বহুরসযুক্ত অন্ন প্রদানপূর্ব্বক গোব্রাহ্মণৈক-জীবন সেই শূরগণ ভূমিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ভগবতেঽর্পণং যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা গো-বিপ্রার্থা অসবো যেষাং তে ইতি তেষাং ধাম্মিকত্বং দৃঢ়ীকৃত্য ভগবদিচ্ছাধীনসংহারত্বং ব্যঞ্জিতম্ । ভগবদিচ্ছা চ ব্রাহ্মণা ন কোপনীয়া ইতি লোকপ্রবর্ত্তনা নিত্যভূতেভ্যো যাদবেভ্যো দেবাদ্যংশবিভাজনা তেষাং তন্মিষেণ স্ব-স্ব-পদ-প্রাপণা স্বীয়-ষষ্ঠৈশ্বর্য্যদ্যোতনা । স্বভক্তি-ভক্তধামলীলাপরিকরাদি-মাহাত্ম্যগোপনেন বহির্ম্মুখলোক-প্রতারণা স্বভক্তজনানুরাগ-বিস্তারণাদ্যা ইতি ॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
তৃতীয়োঽয়ং তৃতীয়েঽত্র সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবদর্পণম্'—শ্রীভগবানে অর্পণ হয় যাহাতে, সেইভাবে, (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম-ফল শ্রীভগবানে সমর্পণপূর্ব্বক দানাদি কার্য্য করিলেন)। 'গো-বিপ্রার্থাসবঃ'—গাভী এবং ব্রাহ্মণ-গণের সেবার নিমিত্ত জীবন যাঁহাদের, সেই যাদবগণ। ইহাতে তাঁহাদের ধাম্মিকত্ব দৃঢ় করিয়া, শ্রীভগবানের ইচ্ছার অধীন সংহারত্ব ব্যঞ্জিত হইল। শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইতেছে—ব্রাহ্মণগণ কখন ক্রুদ্ধ হইবেন না —ইহা লোকপ্রবর্ত্তনা। নিত্যসিদ্ধ যাদবগণ হইতে দেবতাদিগের অংশের বিভাজনা, তাহাদের সেই (মদিরাপানাদির) ছলে নিজ নিজ স্বর্গাদি ধাম প্রাপণ—ইহা শ্রীভগবানের ষষ্ঠ ঐশ্বর্য্য যে বৈরাগ্য, তাহা দ্যোতিত হইয়াছে। নিজ ভক্তি, ভক্ত, শ্রীধাম ও লীলাপরিকরাদির মাহাত্ম্য গোপনের দ্বারা বহির্ম্মুখ জনের প্রতারণা এবং নিজ ভক্তজনের অনুরাগ বর্দ্ধনাদি ॥ ২৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার সজ্জন-সম্মত তৃতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত তৃতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দ তীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবততৃতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—যাদবগণ গোব্রাহ্মণার্থই জীবন ধারণ করিতেছেন—এই বাক্যদ্বারা যাদবগণের পরধার্মিকতা-দৃঢ়ীকৃত হইল। ইহা দ্বারা ভগবদিচ্ছাক্রমেই তাঁহাদের এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল ; উহা নিত্যা নহে, আগন্তুক-মাত্র—ইহাই সূচিত হইল। তদনন্তর তাঁহাদের প্রতি যে দণ্ড, তাহাও লোকগণের ভয়োৎপাদনের জন্য, কিন্তু বাস্তব নহে—ইহা প্রদর্শিত হইল (শ্রীজীব)।

'গোবিপ্রার্থাসবঃ—এই বাক্যদ্বারা যাদবগণের ধাম্মিকত্ব দৃঢ়ীকৃত করিয়া তাঁহাদের অপ্রাকট্য ভগবদিচ্ছাধীন—ইহাই সূচিত হইল। ভগবানের ইচ্ছা এই যে, ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ করা উপযুক্ত নহে—তবে ইহা লোকপ্রবর্ত্তনা, নিত্য যাদবগণ হইতে দেবাদি অংশকে বিভাগ করা, সেই ছলে যাদবগকে স্ব-স্ব স্থান

লাভ করাইবার জন্য নিজ ষষ্ঠ ঐশ্বর্য্য যে বৈরাগ্য তাহার প্রকাশ, নিজভক্তি, ভক্ত, ধাম, লীলা-পরিকরাদির মাহাত্ম্য গোপন করিয়া বহির্ম্মুখ জনগণকে মোহন এবং নিজ ভক্তজনগণের অনুরাগাদি বিস্তার করণ (চক্রবর্ত্তী) ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

অথ তে তদনুজ্ঞাতা ভুক্ত্বা পীত্বা চ বারুণীম্।
তয়া বিভ্রংশিতজ্ঞানা দুরুক্তৈর্ম্মর্ম্ম পস্পৃশুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

চতুর্থ অধ্যায়ে বিদুরের বন্ধুবিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণের পর উদ্ধবের উপদেশানুসারে আত্মজ্ঞানলাভার্থ মৈত্রেয় মুনির নিকট আগমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্ধব বিদুরকে কহিলেন,—বৃষ্ণি ও ভোজগণ পৈষ্টী মদিরা পান করিয়া বিকৃতচিত্ত হইলে পরস্পর মর্ম্মন্তুদ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া পরস্পরের বিনাশ সাধন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়ার এই গতি দেখিয়া একটী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। এই মৌষললীলা মায়িকী—ইন্দ্রজালতুল্য। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই আমাকে বদরিকাশ্রমে গমন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের কুলসংহারের অভিপ্রায় জানিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখসহনে অপারক হইয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতীনদীতীরে একাকী বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবিলাসলীলা সমাপন করিলেও তাঁহাকে আনন্দপূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হইল। সেই সময় তথায় মৈত্রেয় মুনি সমাগত হইলেন। সেই শ্রবণোৎসুক মুনির সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিতে লাগিলেন—হে উদ্ধব, তোমার বর্ত্তমান জন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও চরম জন্ম, যেহেতু তুমি বৈকুণ্ঠগমনোদ্যত আমার দর্শন লাভ করিতে পারিলে; আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে পরমগুহ্য চতুঃশ্লোকী বলিয়াছিলাম, তাহাই 'ভাগবত' নামে কথিত। তখন আমিও প্রেমাপ্লুতচিত্তে বলিতে লাগিলাম,—'হে প্রভো, তাঁহারা আপনার পাদপদ্মের সেবক, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এ চতুর্ব্বর্গের কোনটীই তাঁহাদের পক্ষে দুর্ল্লভ নহে; তথাপি আমি আপনার পাদপদ্মসেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করি না। আপনার অচিন্ত্যশক্তি বলে—আপনাতে যে নিস্পৃহত্ব ও লীলাময়ত্ব, অজত্ব ও অবতার প্রাকট্য প্রভৃতি বহু বিরোধিগুণের যুগপৎ মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সমাধান করিতে বিদ্বন্মণ্ডলীর বুদ্ধিও মোহপ্রাপ্ত হয়। যদি আমি শুনিবার উপযুক্ত হই, তাহা হইলে ব্রহ্মার নিকট উপদিষ্ট পরমগুহ্য জ্ঞান কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্।' অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিরহকাতর হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমি এখন শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিব।

বিদুর উদ্ধবের নিকট বন্ধুবর্গের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া শোকবেগ জ্ঞানদ্বারা প্রশমিত করিলেন এবং উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আত্মতত্ত্বপ্রকাশক পরমগুহ্য জ্ঞান শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

উদ্ধব বিদুরকে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ মৈত্রেয় মুনির নিকট যাইতে বলিলেন।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয়গণের বিনাশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চলীলা সমাপ্তির পরও উদ্ধব কিরূপে জীবিত রহিলেন, এতদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন যে, ব্রহ্মশাপই যদুকুলবিনাশের মূলকারণ নহে, শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই একমাত্র কারণ। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, যে, তিনি প্রাপঞ্চিক লোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার এক মাত্র পরমপ্রিয় কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ উদ্ধবই জগতে ভগবদ্‌বিষয়কজ্ঞান প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব উদ্ধবই জগতে অবস্থান করুন্। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা পণ্ডিত-গণের প্রেমবর্দ্ধক বটে, কিন্তু ভগবদ্বহির্ম্মুখ পশুস্বভাব পাষণ্ডকুলের দুর্ব্বিভাব্য। বিদুর শ্রীকৃষ্ণের কৃপালুতা স্মরণ করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অবশেষে ভাগীরথী তীরে মৈত্রেয় ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—অথ (অনন্তরং) তে (যাদবাঃ) তদনুজ্ঞাতাঃ (তৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ অনুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ) ভুক্ত্বা (ভোজনং সমাপ্য) বারুণীং (পৈষ্টীং মদিরাং) পীত্বা চ তয়া (মদিরয়া) বিভ্রংশিতজ্ঞানাঃ (নষ্টবিবেকাঃ সন্তঃ) দুরুক্তৈঃ (কটূক্তিভিঃ) মর্ম্ম (পরস্পরং হৃদয়ং) পস্পৃশুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—উদ্ধব কহিলেন, অনন্তর সেই বৃষ্ণি ও ভোজগণ সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে ভোজন সমাপনপূর্ব্বক পৈষ্টী মদিরা পান করিলেন, তাহাতে তাহারা হতজ্ঞান হইয়া পরস্পর কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক পরস্পরের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অপ্রাকট্যং হরেঃ শ্রুত্বা স্বকুলস্যোদ্ধবাচ্ছ্রুসন্।
চতুর্থে স্বোপদেশার্থং মৈত্রেয়ং বিদুরোঽন্বগাৎ ॥

তৈর্ব্রাহ্মণৈস্তেন কৃষ্ণেন বা অনুজ্ঞাতাঃ মর্ম্ম পরস্পরমিতি শেষঃ ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ধবের নিকট হইতে শ্রীহরির অপ্রাকট্য এবং নিজকুলের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ-করতঃ দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদুর আত্মোপদেশ লাভের নিমিত্ত মহামুনি মৈত্রেয়ের সমীপে গমন করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

'তদনুজ্ঞাতাঃ'—সেই ব্রাহ্মণগণের অথবা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লাভ করিয়া। 'মর্ম্ম'—বলিতে পরস্পর হৃদয় ॥ ১ ॥

তেষাং মৈরেয়দোষেণ বিষমীকৃতচেতসাম্।
নিম্লোচতি রবাবাসীদ্বেণূনামিব মর্দ্দনম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—রবৌ (সূর্য্যে) নিম্লোচতি (অস্তং গচ্ছতি সতি) বেণুনাং (পরস্পরসংঘর্ষেণ মর্দ্দনং ধ্বংসঃ ইব) মৈরেয়দোষেণ (বারুণী এব মৈরেয়ং তস্য দোষেণ) বিষমীকৃতচেতসাং (বিরুদ্ধবুদ্ধীনাং) তেষাং মর্দ্দনং (কদনম্) আসীৎ (বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বেণুসংঘ যে প্রকার পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া বিনষ্ট হয় তদ্রূপ দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলে বারুণী সুরাপানে বিকৃতচিত্ত বৃষ্ণি ও ভোজগণের পরস্পর মর্দ্দনে বিনাশ সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বারুণ্যেব মৈরেয়ং তস্য দোষেণ নিম্লোচতি অস্তং গচ্ছতি সতি মর্দ্দনং নাশঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৈরেয়দোষেণ'—বারুণী, পিষ্টকাদি হইতে জাত মদিরা, তাহাই মৈরেয় অর্থাৎ মদ্য, তাহার দোষে ('অর্থাৎ সেই মদিরা পান করায় বৃষ্ণি ও ভোজগণের বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিল)। 'নিম্লোচতি'—সূর্য্য অস্ত গমন করিলে। 'মর্দ্দনম্'—পরস্পর সংঘর্ষ-জনিত বিনাশ (সাধিত হইল) ॥ ২ ॥

ভগবান্ স্বাত্মমায়ায়া গতিং তামবলোক্য সঃ।
সরস্বতীমুপস্পৃশ্য বৃক্ষমূল উপাবিশৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বাত্মমায়ায়াঃ (নিজযোগমায়ায়াঃ) তাং গতিং (লীলাং) অবলোক্য (দৃষ্ট্বা) সরস্বতীং উপস্পৃশ্য (সরস্বত্যাম্ আচম্য) বৃক্ষমূলে উপাবিশৎ (উপবিবেশ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়ার সেই গতি দর্শন করিয়া সরস্বতীজলে আচমনপূর্ব্বক একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বাৎসল্যপারাবারো ভগবান্ কৃত-চর-পুত্রপৌত্রাদি-পরমপালনঃ প্রদ্যুম্নাদিবধং কথং সাক্ষাদ্দৃষ্টবানিত্যত আহ—ভগবানিতি। মায়ায়া গতিং চেষ্টাং প্রদ্যুম্নাদ্যা যাদবাঃ পরস্পরবধেন সদ্য এব নাশং প্রাপুরিতি সর্ব্বলোকপ্রত্যায়নরূপাং স্বাত্মেতি—নহি যদীয়া মায়া তমপি সা মোহয়েদিত্যর্থঃ, মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াব্যামোহনস্বভাবত্বাৎ। ততশ্চ ভগবতা ত্বেবং বিলোকিতং নিত্যভূতা লীলাপরিকরাঃ প্রদ্যুম্নাদয়ো যাদবা দ্বারকায়ামেব স্থিতাস্তত্তৎ-প্রবিষ্টচরা দেবাস্তু তত্তদঙ্গেভ্যঃ পৃথক্ কৃতাস্তত্তদ্রূপেণ প্রভাসমানীতা ভুক্ত্বা পীত্বা স্বলব্ধানুজ্ঞাঃ সুখেন দিবং যযুরিতি। অতএব পূর্ব্বপদ্যে তদনুজ্ঞাতা ইতি দিবং গন্তুমিত্যেব তত্ত্বম্। অত্র রামপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানাং ভগবদ্ব্যূহত্বাৎ এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্গণা এব ভামিনি! সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্য-গুণশালিন ইতি যথা সৌমিত্রিভরতো যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্-যদৃচ্ছয়েত্যাদি পাদ্মোক্তেঃ; দেবানাঞ্চ হিতার্থায় বয়ং প্রাপ্তা মনুষ্যতামিতি হরিবংশে অক্রূরোক্তেশ্চ। যাদ-বানাং নিত্যলীলাপরিকরত্বাৎ তেষু শাম্বাদিষু প্রবিষ্টা-নাং গুহাদীনাং দেবানামপ্যধিকারমধ্যে এব নাশানর্হাৎ মৌষললীলেয়ং মায়িক্যেব। মায়িক্যপি সর্ব্বমায়িক-সৃষ্ট্যভাবেঽপি শ্রীকৃষ্ণলীলান্তর্ব্বর্ত্তিত্বাদচিন্ত্যযোগমায়ানু-মোদিতা নিত্যৈব জ্ঞেয়া ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—বাৎসল্যরস-সমুদ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে পুত্র, পৌত্রাদির প্রীতিপূর্ব্বক লালন-পালন করতঃ এক্ষণে কি প্রকারে সেই প্রদ্যুম্নাদির বিনাশ সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বাত্ম-মায়ায়াঃ গতিং'—নিজ মায়ার যে গতি, অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ পরস্পর আঘাতের দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল—এইরূপ সকল (বহির্ম্মুখ) জনগণের বিশ্বাসোৎপাদন-রূপা যে চেষ্টা। এখানে 'স্বাত্ম'—বলিতে নিজের আত্মার অর্থাৎ অন্তঃকরণের সংকল্পরূপা মায়ার নিজকুলের সংহাররূপ যে ফল (তাহা অবলোকন করিয়া)। যাঁহার মায়া, তাঁহাকে সেই মায়া মোহিত করিতে পারে না, এই অর্থ; যেহেতু স্বাশ্রয়কে (অর্থাৎ নিজে যাঁহার আশ্রয়, সেই ভগবান্‌কে) বিমোহন না **করাই** মায়ার স্বভাব। বস্তুতঃ ভগবান্ এইরূপ দর্শন করিলেন—নিত্যস্বরূপ লীলা-পরিকর প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ দ্বারকাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অংশরূপে যে দেবগণ পূর্ব্বে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই দেবগণই তাঁহাদের শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া সেই সেই প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির রূপে প্রভাস-তীর্থে আনীত হইয়াছে এবং তাহারা ভোজন ও মদিরা পান করিয়া, 'স্বলব্ধানুজ্ঞাঃ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। এইজন্যই পূর্ব্ব শ্লোকে 'তদনুজ্ঞাতাঃ'—ইহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বর্গে গমনের জন্য তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অনুমতি লাভ করিয়া—ইহাই যথার্থ তত্ত্ব।

এখানে রাম অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের চতুর্ব্ব্যূহের অন্তর্গত বলিয়া, পদ্ম-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি! হে ভামিনি! এই সকল যাদবগণ আমারই গণ, আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।" ইতি। "যেরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, যেরূপ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি, তদ্রূপ (এই যাদবগণ) সেই ভগবানের সহিতই, 'যদৃচ্ছা' অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমেই নিজ লোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।" ইত্যাদি। হরিবংশে অক্রূরের উক্তিতেও দৃষ্ট হয়—"দেবগণের হিতের নিমিত্তই আমরা মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছি।" অতএব যাদবগণ শ্রীভগবানের নিত্যলীলার পরিকর বলিয়া, সেই সকল শাম্ব প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবগণেরও অধিকার-মধ্যেই নাশ অনুপযুক্ত-হেতু—এই মৌষল-লীলা মায়িকীই। মায়িক হইলেও উহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলার অন্তর্বর্তি বলিয়া অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত নিত্য লীলাই জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

মধ্ব—আত্মমায়ায়াঃ আত্মসামর্থ্যস্য গতিং পূর্ব্ব-মেবাবলোক্য।

জ্ঞাত্বা কতিপয়ৈর্বর্ষৈঃ পূর্ব্বমেব জনার্দ্দনঃ।
মৌষলং জ্ঞানসম্পত্ত্যা উদ্ধবং বদরীং নয় ॥
স জ্ঞানং তত্র বিস্তীর্য্য পুনর্দ্বারবতীং যযৌ।
পূর্ব্বমেবোপদিষ্টোঽপি হরিণা জ্ঞানমুদ্ধবঃ।
স্বর্গারোহণকালে তু পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ॥
পুনঃ শ্রুত্বা বদর্য্যাং তু বর্ষত্রয়মুবাস হ।

জ্ঞানং সংস্থাপ্য পশ্চাচ্চ স্বেচ্ছয়া স্বর্গতঃ প্রভুঃ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ৩-৪ ॥

তথ্য—স্বাত্মমায়া—ইহার দ্বারা মৌষল লীলা ইন্দ্রজালের (ভোজবাজী বা কুহক) ন্যায়ই সূচিত হইল। (শ্রীজীব)।

মৌষল লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষীহরণ আদি—সব মায়াময়।
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৩শ পঃ—১১২)

ভগবান্ বাৎসল্যরসের সাগরস্বরূপ। তিনি পুত্র পৌত্রাদির প্রতি পূর্ব্বে পরম স্নেহযুক্ত হইয়া অতিযত্নে তাহাদের পোষণাদি করিয়াছেন আর এখন সেই প্রদ্যুম্নাদির বধ (?) কি প্রকারে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্বাত্মমায়া'; এখানে 'স্বাত্ম'-শব্দের দ্বারা ভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীস্বরূপা মায়া নহেন, কারণ সেই স্বরূপভূতা মায়া ভগবানকেও মোহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু মায়াধীশ ভগবানকে তাঁহার আশ্রিত মায়া বিমোহন করিতে পারে না বলিয়া ভগবান্ দেখিতে পাইলেন, যে, তাঁহার নিত্যভূত লীলা-পরিকর প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণ দ্বারকাপুরীতেই অবস্থান করিতেছেন এবং প্রদ্যুম্নাদিতে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট দেবতাগণ যাদবগণের অঙ্গসমূহ হইতে প্রদ্যুম্নাদির রূপে প্রভাসতীর্থে আগমনপূর্ব্বক ভোজন, পান এবং স্বলব্ধ আজ্ঞানুসারে স্বর্গে গমন করিলেন। অতএব পূর্ব্বপদ্যস্থিত (৩।৪।১) 'ব্রাহ্মণগণ অথবা কৃষ্ণের দ্বারা অনুজ্ঞাত'-পদের মর্ম্মার্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে। 'সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভগবানের ব্যূহ, অতএব এই যাদবগণ সকলেই আমারই গণ, সর্ব্বদা আমারই প্রিয়পাত্র এবং আমার ন্যায় সদ্‌গুণযুক্ত; যেরূপ লক্ষ্মণ ও ভরত, যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি নিজ নিজ অপ্রাকৃত ধাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, সেইরূপ যাদবগণও জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন'—পদ্মপুরাণের এই উক্তি হইতে এবং 'দেবগণের হিতার্থে আমরা মনুষ্যতা লাভ করিয়াছি'—হরিবংশস্থিত অক্রূরের এই উক্তি হইতেও যাদবগণ যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণবশতঃই শাস্ত্রাদিতে প্রবিষ্ট কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবগণের অধিকারমধ্যেই বিনাশে অযোগ্যহেতু এই 'মৌষল-লীলা' মায়িকী; কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ব্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ন্যায় নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত কার্য্য—এইজন্য ইহাকে নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ. প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অসুরমোহনার্থ সাধিত হয়; গোলোকে অপ্রকট-লীলার মধ্যে এইরূপ কোনও হিংসা বা বধজনিত রক্তপাতব্যাপার নাই। বাসুদেবের প্রপঞ্চে প্রতি প্রকটলীলায়ই এই লীলার প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা নিত্য এবং ইহাদ্বারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলা মায়িকী বা ইন্দ্রজালবৎ (চক্রবর্ত্তী) ॥৩॥

অহঞ্চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্ত্তিহরেণ হ।
বদরীং ত্বং প্রযাহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা (সংহর্ত্তুম্ ইচ্ছুনা) প্রপন্নার্ত্তিহরেণ (আশ্রিতবিপত্তিনাশকেন) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন, হে উদ্ধব) হ ত্বং বদরীং (বদরিকাশ্রমং) প্রযাহি (গচ্ছ) ইতি অহম্ (উদ্ধবঃ) চ উক্তঃ (পূর্ব্বমেব দ্বারকায়াম্ আদিষ্টঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—প্রপন্নজনের দুঃখবিনাশকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুলসংহারে ইচ্ছুক হইয়া ইতঃপূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন, হে উদ্ধব, তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অহঞ্চোক্তঃ পূর্ব্বমেব দ্বারকায়াং অহঞ্চেতি প্রকাশভেদেন স্বসঙ্গে অহং রক্ষিত ইদমুক্তশ্চেতি সরস্বত্যা চকারং প্রযোজিত উদ্ধবঃ। তত্র হেতুঃ—প্রথমে পক্ষে প্রপন্নস্য মম আর্ত্তিং স্ববিরহপীড়াং হরতীতি তেন, দ্বিতীয়ে অস্মাল্লোকাদুপরত ইতি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা প্রপন্নানাং বদর্য্যাশ্রমবাসিনাং স্বাংশ-নরনারায়ণাদীনাং আর্ত্তিং স্বচরিতং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিশ্রবণোৎকণ্ঠারূপাং হরতীতি তেন ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহঞ্চোক্তঃ'—আমিও পূর্ব্বেই দ্বারকাতে (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছিলাম। এখানে 'আমিও'—ইহা প্রকাশভেদে নিজসঙ্গে আমি (উদ্ধব) রক্ষিত আছি—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই দ্বারকায় বলিয়াছিলেন এবং এখন সরস্বতী-তীরেও উদ্ধব

(শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা) প্রযোজিত হইলেন—ইহা 'চ-কার', অর্থাৎ 'এবং' এর অর্থ। তাহার কারণ—'প্রপন্নার্ত্তি-হরেণ ভগবতা'—প্রপন্নজনের আর্ত্তি হরণকারী শ্রীভগবানের দ্বারা। প্রথম পক্ষে—প্রপন্ন আমার আর্ত্তি বলিতে স্ব-বিরহরূপ পীড়া হরণকারী, দ্বিতীয় পক্ষে—'আমি এই লোক হইতে উপরত হইলে'—বক্ষ্যমাণ (এই ৩০ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের) উক্তি অনুসারে, প্রপন্ন বদরিকাশ্রম-বাসিগণের নিজ অংশ নর, নারায়ণ প্রভৃতির নিজ চরিত, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি-সহ শ্রবণের উৎকণ্ঠারূপ আর্ত্তি যিনি হরণ করেন, (সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি উক্ত হইয়াছিলাম) ॥ ৪॥

তথাপি তদভিপ্রেতং জানন্নহমরিন্দম।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমং ভর্ত্তুঃ পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম (শত্রুদমন)! তথাপি (ভগবতা আদিষ্টঃ অপি) তদভিপ্রেতং (কুলসংহারাদিকং কৃষ্ণেপ্সিতং) জানন্ ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ শ্রীহরেঃ) পাদবিশ্লেষণাক্ষমঃ (পাদপদ্মবিরহং সোঢ়ুমসমর্থঃ) অহং পৃষ্ঠতঃ (তৎপশ্চাৎ) অন্বগমম্ (নির্গতোঽভবম্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কিন্তু হে শত্রুমর্দ্দনকারী বিদুর, তথাপি আমি তাঁহার কুলসংহারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া এবং সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শন-বিচ্ছেদদুঃখ-সহনে অপারক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলাম ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদভিপ্রেতঃ যাহীতি ব্রুবন্নপি প্রভুর্মাং প্রায়ো ন ত্যক্ষ্যতীতি বা কুলসংহারাদিকং বা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদভিপ্রেতং'—শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত, 'তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর'—এইরূপ বলিলেও প্রভু আমাকে প্রায় ত্যাগ করিবেন না, এই অভিপ্রায়; অথবা কুল-সংহারাদি অভিপ্রায় (অবগত হইয়াও আমি তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলাম) ॥৫॥

অদ্রাক্ষমেকমাসীনং বিচিন্বন্ দয়িতং পতিম্।
শ্রীনিকেতং সরস্বত্যাং কৃতকেতমকেতনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিচিন্বন্ (অন্বিষ্যমাণঃ অহং) সরস্বত্যাং (সরস্বত্যাঃ তীরে) কৃতকেতং (কৃতবাসং) দয়িতং (প্রিয়ং) পতিং (প্রভুং) শ্রীনিকেতং (শ্রীপতিং কৃষ্ণম্) অকেতনম্ (অনাশ্রয়ম্) একং (একাকিনম্) আসীনম্ (উপবিষ্টম্) অদ্রাক্ষম্ (অপশ্যম্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—প্রিয়তম প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, শ্রীনিবাস নিরাশ্রয়ভাবে সরস্বতীনদীতীরে একাকী উপবিষ্ট আছেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কেতনমাশ্রয়ো ন বিদ্যতে যস্য তং, প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তূনাং বস্তুতস্তদাশ্রিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকেতনং'—কেতন বলিতে আশ্রয়, যাঁহার কোন আশ্রয় নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণকে। বস্তুতঃ প্রাকৃত, অপ্রাকৃত সকল বস্তুই তাঁহারই আশ্রিত বলিয়া, তিনি অনাশ্রয়—এই ভাব ॥ ৬ ॥

শ্যামাবদাতং বিরজং প্রশান্তারুণলোচনম্।
দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্যামাবদাতং (উজ্জ্বলশ্যামবর্ণং) বিরজং (বিরজসং শুদ্ধসত্ত্বময়ং) প্রশান্তারুণলোচনং) প্রশান্তে অরুণে আরক্তে চ লোচনে যস্য তং) চতুর্ভিঃ দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) পীতকৌশাম্বরেণ চ (পীতকৌশেয়বস্ত্রেণ চ) বিদিতং (লক্ষিতং শ্রীনিকেতমদ্রাক্ষমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহার শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নেত্র-দ্বয় প্রশান্ত, অরুণবর্ণ এবং তিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। চতুর্ভুজ ও পীতবর্ণ কৌশেয় বসন দ্বারা ইনিই শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥ ৭ ॥

বাম ঊরাবধিশ্রিত্য দক্ষিণাঙ্‌ঘ্রিসরোরুহম্।
অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থমকৃশং ত্যক্তপিপ্পলম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বামে উরৌ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিসরোরুহং (দক্ষিণপাদপদ্মম্) অধিশ্রিত্য (উপরি স্থাপয়িত্বা আসীনম্) অপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থং (অপাশ্রিতঃ পৃষ্ঠতঃ অবষ্টব্ধঃ অর্ভকঃ বালঃ কোমলঃ অশ্বত্থঃ যেন তং) ত্যক্তপিপ্পলং (ত্যক্তং অপিপ্পলং বিষয়সুখং যেন

তম্) অরুশং (তথাপি আনন্দপূর্ণং শ্রীপতিমদ্রাক্ষ-মিত্যন্বয়ঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনি একটী বাল অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া বামউরুর উপরে দক্ষিণ পাদপদ্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলাসলীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আনন্দপূর্ণ ছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অধিশ্রিত্য উপরি স্থাপয়িত্বা অপাশ্রিতঃ পৃষ্ঠতোঽবষ্টবেধাঽশ্বত্থপোতো যেন তম্। ন শ্বস্তিষ্ঠতীত্যশ্বত্থঃ ভূরাদিপঞ্চ পাদবিভূতিরস্থিরা মায়িকা সা পৃষ্ঠীকৃতেত্যতঃ পরং প্রাপঞ্চিকা লোকা মাং ন পশ্যন্ত্বিত্যাশয়েন অর্ভকপদেন সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডেষু মধ্যে অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যাতিক্ষুদ্রত্বং ব্যঞ্জিতম্। ত্যক্তপিপ্পলং সমাপ্তীকৃতৈতদ্ব্রহ্মাণ্ডবিলাসং পিপ্পলশব্দেন শ্রুত্যা বিষয়-সুখোক্তেঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধিশ্রিত্য'—উপরে স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণকমল স্থাপন করিয়া। 'আপাশ্রিতার্ভকাশ্বত্থং'—পৃষ্ঠদেশে বাল 'অশ্বত্থ'—'শ্বঃ'—বলিতে কল্য, যাহা থাকে না, তাহা অশ্বত্থ। ভূরাদি পঞ্চ লোক ভগবানের এক পাদ বিভূতি, তাহা অস্থির এবং মায়িক—'প্রাপঞ্চিক লোক পরমেশ্বর আমাকে না দেখুক', এই আশয়ে, উহা পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইয়াছে। 'অর্ভক'—বালক, এই পদের দ্বারা সকল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে এই ব্রহ্মাণ্ডের অতিক্ষুদ্রত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'ত্যক্ত-পিপ্পলং'—এই ব্রহ্মাণ্ডের বিলাস যিনি সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রুতিতে 'পিপ্পল'—শব্দের অর্থ বিষয়-সুখ বলা হইয়াছে, তাহাতে যিনি বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, (সেই স্বরূপভূত আনন্দে পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দেখিলাম) ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ মহাভাগবতো দ্বৈপায়নসুহৃৎ সখা।
লোকাননুচরন্ সিদ্ধ আসসাদ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (তদা) সিদ্ধে (তস্মিন্ সিদ্ধাশ্রমে) দ্বৈপায়ন-সুহৃৎসখা (দ্বৈপায়নঃ ব্যাসঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ সমপ্রাণঃ সখা চ যস্য সঃ) মহাভাগবতঃ (পরমবৈষ্ণবঃ মৈত্রেয়ঃ) লোকাননুচরন্ (ভুবনত্রয়ং পরিভ্রমন্) যদৃচ্ছয়া (স্বেচ্ছাক্রমেণ) আসসাদ সমুপস্থিতঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, তৎকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদ-ব্যাসের সুহৃৎ এবং সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় মুনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বৈপায়নো ব্যাসঃ স্বগুরুপুত্রত্বাৎ সুহৃৎ সখা চ যস্য সঃ। মৈত্রেয়ঃ পরাশরস্য শিষ্য ইত্যর্থঃ। যদৃচ্ছয়া অকস্মাদেব ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বৈপায়ন-সুহৃৎ'—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব নিজ গুরুপুত্র বলিয়া সুহৃৎ এবং সখা যাঁহার, সেই মৈত্রেয়। মৈত্রেয় মহামুনি পরাশরের শিষ্য, এই অর্থ। 'যদৃচ্ছয়া'—অকস্মাৎ (সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন) ॥ ৯ ॥

তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ
প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য।
আশৃণ্বতো মামনুরাগহাস-
সমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমোদভাবানতকন্ধরস্য (প্রমোদেন ভাবেন চ আনতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তস্য প্রণতস্য ইত্যর্থঃ) অনুরক্তস্য (হরৌ রতিবিশিষ্টস্য) আশৃণ্বতঃ (ভগবদ্বাক্যং শুশ্রূষোঃ) তস্য মুনেঃ (মৈত্রেয়স্য সমীপে) মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুরাগহাসসমীক্ষয়া (অনুরাগেণ হাসো যস্যাং তয়া সমীক্ষয়া) মাং বিশ্রময়ম্ (বিগতশ্রমং কুর্ব্বন্) উবাচ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, প্রমোদে এবং ভাবে অবনত কন্ধর (অথবা পরমানন্দ-ভাবে অবনতমস্তক) ভগবৎকথা-শ্রবণপরায়ণ সেই মুনির সমক্ষে ভগবান্ মুকুন্দ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত দৃষ্টিদ্বারা আমার শ্রান্তি অপনোদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যানুরক্তেত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টস্যাপি মামেবোবাচেতি তস্মাদপি স্বস্য প্রেমাস্পদত্বাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্ অতএব ষষ্ঠী। অনুরাগস্য হাসঃ প্রকাশো যস্যাং তয়া সমীক্ষয়া অনুরাগহাসাভ্যাং যুক্তয়া বা বিশ্রময়ন্ মাং বিগতবিরহশ্রমং কুর্ব্বন্ ॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যানুরক্তস্য'—মৈত্রেয় মুনি মুকুন্দে অনুরক্ত, ভগবদ্দর্শন-জনিত আনন্দে অবনত-মস্তক, ভগবৎ-কথা-শ্রবণপরায়ণ—ইত্যাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই বলিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা, তাঁহা হইতেও নিজের (উদ্ধবের) প্রেমাস্পদত্বের আধিক্যই প্রকাশ পাইয়াছে, 'অতএব ষষ্ঠী'—এইজন্যই এখানে 'মুনেঃ'—ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ('ষষ্ঠী চানাদরে'—এই সূত্র অনুসারে, সেই মুনির সমক্ষেই তাঁহাকে যেন লক্ষ্য না করিয়া, আমাকেই বলিয়াছিলেন—এই ভাব)। 'অনুরাগ-হাস-সমীক্ষয়া'—অনুরাগের হাস অর্থাৎ প্রকাশ যেখানে, সেইরূপ ঈক্ষণের দ্বারা, অথবা—অনুরাগ এবং হাস্যযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা। 'বিশ্রময়ন্'—তাঁহার বিরহজাত আমার ক্লান্তি বিদূরীত করিতে করিতে (শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন) ॥ ১০ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে
দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ।
সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং
মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বসো (উদ্ধব), তে (তব) মনসীপ্সিতং (মনোবাঞ্ছাম্) অহম্ অন্তঃ বেদ (অন্তঃস্থিতঃ) সন্ (বেদ্মি) পুরা (পূর্ব্বজন্মনি যদা ত্বং বসুঃ আসীঃ তদা) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাং) বসূনাং সত্রে (যজ্ঞে) মৎসিদ্ধিকামেন (মাং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছতা) ত্বয়া (ভবতা অহম্) ইষ্টঃ (আরাধিতঃ অতঃ) তৎ (সাধনং) দদামি (তুভ্যং দাস্যামি) যৎ অন্যৈঃ (মৎপরাঙ্মুখৈঃ) দুরবাপং (দুষ্প্রাপম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অহে বসো, আমি অন্তরে অবস্থিত হইয়া তোমার হৃদয়ের অভিলাষ জানিয়াছি। পূর্ব্ব-জন্মে তুমি বসু ছিলে, বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি এবং বসু-গণের মিলিত যজ্ঞে আমাকে লাভ করিবার কামনায় আমার আরাধনা করিয়াছিলে। অতএব আমাতে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট যাহা দুষ্প্রাপ্য সেই সাধন তোমাকে দান করিব ॥ ১১ ॥

—১০

বিশ্বনাথ—বেদ বেদ্মি, যদন্যৈর্দুরাপং তদ্দদামি। দানে হেতুঃ বিশ্বসৃজাং বসূনাঞ্চ মিলিতানাং সত্রে, হে বসো ইতি পূর্ব্বজন্মনি ত্বং বসুরভূঃ, তদা মৎপ্রাপ্তি-কামেন ত্বয়াহমিষ্টঃ ইতি নিত্যলীলাপরিকরে উদ্ধবে বসোঃ প্রবেশাৎ নিত্যসিদ্ধস্যাপ্যুদ্ধবস্য সাধনসিদ্ধত্বমেব মৈত্রেয়মুদ্ধবঞ্চ জ্ঞাপয়ামাস। নিত্যলীলায়া রহস্যত্বরক্ষ-ণার্থং কেচিত্তু লীলা-পরিকর উদ্ধবো দ্বারকায়ামেব স্থিতঃ বসুরূপ উদ্ধবোহয়মিত্যাহুঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ'—তোমার অন্তরে অবস্থান করিয়া তোমার মনের অভিলাষ আমি জানিতে পারিয়াছি, অন্যের দুষ্প্রাপ্য বস্তু তোমাকে আমি প্রদান করিতেছি। দানের কারণ—পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি এবং বসুগণের মিলিত 'সত্র'-নামক যজ্ঞে, হে বসু! (এই সম্বোধনের দ্বারা) তুমি পূর্ব্বজন্মে বসু ছিলে, তৎকালে আমার প্রাপ্তি কামনায় তুমি আমার আরাধনা করিয়াছিলে। নিত্য-লীলার পরিকর উদ্ধবের মধ্যে বসুর প্রবেশ-হেতু নিত্যসিদ্ধ উদ্ধবেরও সাধনসিদ্ধত্ব—মৈত্রেয় এবং উদ্ধবকে ভগবান্ জানাইলেন। নিত্যলীলার রহস্যত্ব রক্ষণের নিমিত্ত কেহ কেহ বলেন—লীলাপরিকর উদ্ধব দ্বারকাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন, ইনি বসু-রূপ উদ্ধব ॥ ১১ ॥

———

স এষ সাধো চরমো ভবানা-
মাসাদিতস্তে মদনুগ্রহো যৎ।
যন্মাং নৃলোকান্ রহ উৎসৃজন্তং
দিষ্ট্যা দদৃশ্বান্ বিশদানুবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধো, যৎ (যস্মিন্ জন্মনি) মদনুগ্রহঃ (মম কৃপা) আসাদিতঃ (ত্বয়া প্রাপ্তঃ) এষঃ তে ভবানাং (তব জন্মনাং মধ্যে) সঃ চরমঃ (অন্তিমঃ) যৎ (যতঃ) বিশদানুবৃত্ত্যা (একান্তভক্ত্যা) নৃলোকান্ (জীবলোকান্) উৎসৃজন্তং (ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তং) মাং রহঃ (একান্তে) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) দদৃশ্বান্ (দৃষ্টবানসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সাধো, উদ্ধব, সমস্ত জন্মমধ্যে তোমার বর্ত্তমান জন্মই চরম জন্ম, যেহেতু তুমি এই

জন্মে আমার কৃপা লাভ করিতে পারিলে এবং জীবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমনোদ্যোগী আমার দর্শন এই নির্জন প্রদেশে একান্তভক্তিযোগপ্রভাবে সৌভাগ্যক্রমে দর্শন করিতে পারিলে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তমাশ্বাসয়তি স ইতি। ভবানাং জন্মনাং মধ্যে এষ ভবশ্চরমঃ শেষঃ। যদ্যস্মিন্নাসাদিতঃ প্রাপ্তঃ। যৎ পুনর্ম্মাং রহ একান্তে বিশদানুবৃত্ত্যা একান্তভক্ত্যা দদৃশ্বান্ দৃষ্টবানসি এতদ্দিষ্ট্যা ভদ্রং জাতমিত্যর্থঃ।' নৃলোকান্ নৃশব্দেন জীবাস্তেষাং লোকান্ উৎসৃজ্য তং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তমিত্যর্থঃ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাকে (উদ্ধবকে) আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—স ইতি। 'ভবানাং'—সমস্ত জন্মের মধ্যে তোমার এই জন্মই চরম অর্থাৎ শেষ। 'যৎ'—যে জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে। অপর, আমাকে এই নির্জ্জন স্থানে একান্ত ভক্তির দ্বারা যে দর্শন করিলে, 'এতদ্দিষ্ট্যা'—ইহা মঙ্গলই হইয়াছে—এই অর্থ। 'নৃলোকান্'—নৃ-শব্দের দ্বারা জীবসমূহ, তাহাদের লোকসকল অর্থাৎ জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া সেই বৈকুণ্ঠে গমনোদ্যোগী আমাকে—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

পুরা মায়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (পূর্ব্বস্মিন্ কালে পাদ্মে কল্পে) আদিসর্গে (সর্গস্য সৃষ্টেঃ উপক্রমে) মম নাভ্যে (নাভেরুৎপন্নে) পদ্মে নিষণ্ণায় (উপবিষ্টায়) অজায় (ব্রহ্মণে) মন্মহিমাবভাসং (মম মহিমা লীলা অবভাস্যতে যেন তৎ প্রকাশকং) পরং (শ্রেষ্ঠং) জ্ঞানং (তত্ত্বং) ময়া প্রোক্তং (কথিতং) যৎ (জ্ঞানং) সূরয়ঃ (মনীষিণঃ) ভাগবতং (ভগবতঃ প্রাপ্তম্ ইতি) বদন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে উদ্ধব, পূর্ব্বপাদ্মকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আমার মহিমা-প্রকাশক পরমগুহ্যজ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। সাত্বতগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—দদামীতি যৎ প্রতিশ্রুতং তন্নির্দ্দিশতি পুরেতি। আদিসর্গে ব্রাহ্মকল্পে। মম মহিমা লীলা অবভাস্যতে যেন তদিতি স্বামিচরণাঃ, মহিমা মাহাত্ম্যমিত্যন্যে। ভাগবতং চতুঃশ্লোকীরূপম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তোমাকে অন্যের দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রদান করিতেছি'—এই যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন—'পুরা' ইতি। পূর্ব্বে 'আদিসর্গে'—সৃষ্টির প্রারম্ভে অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পে (পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই সর্গে আবির্ভূত জন্য ইহাকে পাদ্মকল্পও বলে)। 'মন্মহিমাবভাসং'—আমার মহিমা অর্থাৎ লীলা যাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পরম জ্ঞান—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা। অন্যে বলেন—আমার মাহাত্ম্য যেখানে প্রকটিত, তাদৃশ পরম জ্ঞান। তাহাকেই মনীষিগণ—'ভাগবত' অর্থাৎ চতুঃশ্লোকী-রূপ ভাগবত বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

ইত্যাদৃতোক্তঃ পরমস্য পুংসঃ
প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনোঽহম্।
স্নেহোত্থরোমা স্খলিতাক্ষরস্তং
মুঞ্চন্ শুচঃ প্রাঞ্জলিরাবভাষে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবম্) আদৃতোক্তঃ (শ্রীকৃষ্ণেন আদৃতঃ কথিতশ্চ) পরমস্য পুংসঃ (পুরুষোত্তমস্য বিষ্ণোঃ) প্রতীক্ষণানুগ্রহভাজনঃ (প্রতীক্ষণং কৃপাবলোক এব অনুগ্রহঃ তস্য ভাজনঃ পাত্রভূতঃ) অহং স্নেহোত্থরোমা (প্রেম-পুলকিতদেহঃ) স্খলিতাক্ষরঃ (অস্ফুটবাক্) শুচঃ (অশ্রূণি) মুঞ্চন্ (ত্যজন্) প্রাঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ সন্) তং (ভগবন্তম্) আবভাষে, (কথিতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার সাদর উক্তি ও কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আমার শরীর প্রেমে রোমাঞ্চিত হইল এবং গদ্‌গদ্ বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল। পরে শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি-পুটে ভগবান্‌কে নিবেদন করিলাম ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্যহমাদৃত উক্তশ্চ। প্রতীক্ষণং মন্ত্রণাদিষু উদ্ধবং বিনা এতৎ কোঽপি ন জানাতি স আগচ্ছতু তত ইদং ভবিষ্যতীত্যাদিপ্রতীক্ষা ; হ্রস্বমধ্য-

পাঠে প্রতিক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে যোহনুগ্রহস্তস্য পাত্রং শুচঃ অশ্রূণি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্যাদৃতোক্তঃ'—এই প্রকারে আমি (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) আদরপ্রাপ্ত ও উক্ত হইলাম। 'প্রতীক্ষণানুগ্রহ-ভাজনঃ'—প্রতীক্ষণ বলিতে মন্ত্রণাদি কার্য্যে উদ্ধব ব্যতীত অন্য কেহই ইহা জানে না, সে আগমন করুক, তারপর ইহা হইবে—ইত্যাদি যে প্রতীক্ষা, অথবা —মধ্যে হ্রস্ব পাঠে অর্থাৎ 'প্রতিক্ষণং' (এই পাঠে)—ক্ষণে ক্ষণে যে অনুগ্রহ, তাহার পাত্র (আমি উদ্ধব), 'শুচঃ'—অশ্রু (বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম) ॥ ১৪ ॥

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোহর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, তে (তব) পাদসরোজভাজাং (চরণপদ্মাসক্তমনসাম্) ইহ (সংসারে চতুর্ষু অপি অর্থেষু (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু মধ্যে) কঃ (অর্থঃ) নু দুর্ল্লভঃ (দুষ্প্রাপঃ) তথাপি ভূমন্ (হে বিভো), ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ (ত্বচ্চরণপদ্মসেবার্থী অহং) ন প্রবৃণোমি (তান্ ধর্ম্মাদীন্ ন প্রার্থয়ে)॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের সেবক, এই সংসারে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটিই দুর্ল্লভ নহে। তথাপি হে প্রভো, ভবদীয় পাদপদ্মসেবোৎসুক আমি আপনার পাদপদ্মসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভগবন্ প্রভো কিঙ্করং মাং সংসারান্মোচয়িতুং সারূপ্যাদিকং বা গ্রাহয়িতুং স্বজ্ঞানং ব্যাজিহীর্ষসি চেদলং তেনেত্যাহ—কো ন্বিতি। চতুর্ষু ধর্ম্মাদিষু মধ্যে পাদসরোজং ভজতাং কো নু দুর্ল্লভ ইতি সকামানামপি বিনাপি জ্ঞানং পাদভজনেনৈব মোক্ষাদিফলসিদ্ধিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। অহন্তু তথাপি স্বতএব প্রাপ্তানপি তানর্থান্ন বৃণোমি তত্র হেতুর্ভবদিতি অতো জ্ঞানেন মম কিং কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ভগবন্! হে প্রভো! সেবক আমাকে এই সংসার হইতে মুক্ত করিতে, অথবা সারূপ্য প্রভৃতি প্রদানের নিমিত্ত নিজ জ্ঞান দিবার যদি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক, তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতেছেন—'কো ন্বিতি'। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে, তোমার চরণকমল ভজনকারীর পক্ষে কোনটিই বা দুর্ল্লভ? অর্থাৎ সকাম ভক্তগণেরও জ্ঞান ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মের ভজনের দ্বারাই মোক্ষাদি ফল লাভ হইয়া থাকে, এই ভাব। কিন্তু আমি তথাপি স্বয়ং প্রাপ্ত হইলেও সেই সেই ধর্ম্ম, অর্থাদি প্রার্থনা করি না, তাহার কারণ—'ভবৎপদাম্ভোজ-নিষেবণোৎসুকঃ'—আমি কেবল তোমার পদকমলের নিষেবণেই উৎসুক, অতএব জ্ঞানের দ্বারা আমার কি কার্য্য সাধিত হইবে?—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

বিবৃতি—ভক্তের চতুর্ব্বর্গের প্রয়াস নাই। সেবাই ভক্তের একমাত্র বৃত্তি। পঞ্চমপুরুষার্থ-প্রেমসেবাগ্রহ ব্যতীত উপাধিভোগ্য ত্রিবর্গ ও নিরুপাধিক মোক্ষ ভক্ত কখনই আদর করেন না ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোহভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োহথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে বিভো), অনীহস্য (নিস্পৃহস্য নিষ্ক্রিয়স্য বা) তে (তব) কর্ম্মাণি অভবস্য (অজন্মনঃ তব) ভবঃ (জন্ম), কালাত্মনঃ (কালস্বরূপস্য তব) অরিভয়াৎ (শত্রুভয়াৎ হেতোঃ) দুর্গাশ্রয়ঃ পলায়নং স্বাত্মনরতেঃ (স্বাত্মনি রতির্যাস্য তস্য) যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ (বহ্বীভিঃ স্ত্রীভিঃ গৃহাশ্রমঃ ইতি যৎ) ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) বিদাং (বিদুষামপি) ধীঃ (বুদ্ধিঃ সংশয়েন) খিদ্যতি (খিদ্যতে খিন্না ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, (আপনার বিরোধ-ভঞ্জিকা-অচিন্ত্যশক্তিবলে) আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে কর্ম্ম করেন, প্রাকৃত-জন্মরহিত হইয়াও যে জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কালস্বরূপ হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহুস্ত্রী-পরিবৃত হইয়া গৃহাশ্রম স্বীকার করেন—এই সকল

বিষয়ের সমাধান করিতে যাইয়া বিদ্বজ্জনগণেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকং দাসানাং পুনস্তদ্রূপগুণলীলা এব দর্শনস্মরণাদ্যৈঃ পরমানন্দহেতুস্তাসামপি জ্ঞানেনাতীবাগ্রহঃ। যৎকিঞ্চিজ্জ্ঞানস্য সত্ত্বাৎ সামস্ত্যেন জ্ঞানাসম্ভবাচ্চ। কিন্তু তত্র লীলাঃ কাশ্চন কাশ্চন যুক্ত্যা বিরুদ্ধ্যন্তে তত্রৈব মে জিজ্ঞাসিতং বর্ত্তত ইত্যাহ দ্বাভ্যাম্। অনীহস্য নিষ্ক্রিয়স্য কর্ম্মাণি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি ন তু বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি। তেষাং হি মায়াগুণকৃতানাং ত্বয্যারোপিতত্বেন স্বরূপতস্তাবকত্বাভাবাৎ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্রুত্যুক্তেন নিষ্ক্রিয়ত্বেন ন বিরোধঃ। গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনাং কর্ম্মণান্তু ত্বয়া স্বরূপেণৈব কৃতত্বাত্তেষাং নিষ্ক্রিয়ত্বেন বিরোধ এবেতি মম সংশয়ঃ, যদ্বা, নরাকৃতেঃ পরব্রহ্মণস্তব নরাকৃতিত্বে অপ্রাকৃতানন্তকর্ম্মবত্ত্বম্। ব্রহ্মত্বে প্রাকৃতাপ্রাকৃত-কর্ম্মরাহিত্যং তত্রৈব ব্রহ্মপদস্য রূঢ়েঃ। ন চ নির্ব্বিশেষ-স্বরূপমেব ব্রহ্ম সবিশেষস্বরূপো ভগবানিতি স্বরূপভেদাদ্ব্যবস্থেয়মিতি বাচ্যং, স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠোক্তেঃ সংশয় এব যতস্তথা। অভবস্যাজন্মনো জন্ম, কালাত্মনস্তব জরাসন্ধাদ্যরিভয়াৎ পলায়নং সমুদ্রদুর্গাশ্রয়শ্চ। স্বাত্মন্যেব রতির্যস্য তস্যাপি প্রমদানামযুতেন সহাশ্রমো গৃহাশ্রমঃ গৃহাশ্রম-প্রযুক্তদেব-পিত্রাদিযোগে স্বাত্মারামস্য তব রতিঃ। রুক্মিণ্যাদি-প্রমদাভিঃ রমণে তু তবাত্মারামতা নাপগচ্ছেৎ তাসামাত্মভূতত্বাদিত্যহং জানাম্যেব। অতএব ময়া আশ্রমশব্দঃ প্রযুক্তঃ। ইহ অস্মিন্ বিরোধে বিদাং বিদুষামপি ধীঃ সমাধানাদর্শনাৎ খিদ্যতি। ন চ নিষ্ক্রিয়ত্বাজড়ত্ব-কালাত্মত্বাত্মারামত্বাদীনামেব সত্যত্বং সক্রিয়ত্ব-জন্মবত্ব-ভীতত্ব-গৃহাশ্রমবত্ত্বানামনুকরণমাত্রত্বমিতি বাচ্যং, তথাত্বে বিদুষাং ধীরত্র খিদ্যতীতি নোক্তং স্যাৎ, সক্রিয়ত্বাদীন্যনুকরণান্যেব ন তু বাস্তবানীতি জ্ঞানে কুতঃ খেদঃ। তথৈবাক্রিয়ত্বাদিভিঃ প্রাকৃতক্রিয়াদয় এব নিষিধ্যন্তে ন ত্বপ্রাকৃতক্রিয়াদয় ইতি জ্ঞানে কুতঃ খেদঃ। তথৈব ব্রহ্মত্ব-ভগবত্ত্বাভ্যামেবাক্রিয়ত্ব-সক্রিয়ত্বাদি ব্যবস্থেতি জ্ঞানে কুতঃ খেদ ইতি চ। ততশ্চ সক্রিয়ত্বাদীন্যনুকরণমাত্রাণীতি ব্রুবাণা অক্রিয়ত্বমপ্রাকৃতক্রিয়ত্বং অভবত্বমপ্রাকৃতজন্মবত্ত্বমিতি চ ব্রুবাণা ব্রহ্মত্ব-ভগবত্ত্বাভ্যামেবাক্রিয়ত্ব-সক্রিয়ত্বাদিব্যবস্থেতি ব্রুবাণা অখিদ্যদ্বুদ্ধয় এবাবিদ্বাংস ইতি ধ্বনিঃ। যদুক্তম্ স্বয়ং ভগবতা—ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয় ইতি সুরগণা ব্রহ্মাদ্যা অপি মহর্ষয়ো ব্যাসাদ্যা অপি মে প্রকৃষ্টং ভবং জন্ম ন বিদুরিতি তত্রার্থঃ। ভীষ্মেণাপ্যুক্তং—ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্। যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তে কবয়োঽপি হীতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা তোমার দাস, আমাদের কিন্তু তদীয় রূপ, গুণ, লীলাই দর্শন ও স্মরণাদির দ্বারা পরম আনন্দের হেতু হইয়া থাকে, সেই সকলেরও অর্থাৎ রূপ, গুণ ও লীলাদিরও জ্ঞানে অত্যন্ত আগ্রহ। ['তাসামপি জ্ঞানে নাতীবাগ্রহঃ'—এই পাঠে—সেই সকলেরও জ্ঞানে আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ নাই।] কারণ যৎকিঞ্চিৎ (সামান্য কিছু) জ্ঞান থাকায় এবং সমগ্ররূপে জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া। কিন্তু কোন কোন লীলা যুক্তির দ্বারা বিরোধ-প্রাপ্ত হয়, সেই সকল স্থানেই আমার জিজ্ঞাসা রহিয়াছে, ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'অনীহস্য'—যিনি নিষ্ক্রিয়, তাঁহার গোবর্দ্ধন উদ্ধরণাদি কর্ম্মসমূহ, কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মসকল নয়। কারণ সেই সকল বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম মায়ার গুণের দ্বারা কৃত এবং তোমাতে আরোপিত, স্বরূপতঃ ঐগুলি তোমার কার্য্য নহে, সেইজন্য "নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্ম্মল, নির্লিপ্ত" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের সহিত নিষ্ক্রিয়ত্ব-রূপে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু গোবর্দ্ধন উদ্ধরণাদি কর্ম্মসকল তোমার নিজ-স্বরূপের দ্বারাই কৃত হইয়াছে, এইজন্য ঐ কর্ম্মসকলের নিষ্ক্রিয়ত্বের সহিত বিরোধই—ইহা আমার সংশয়।

অথবা—তুমি নরাকৃতি পরব্রহ্ম, তোমার নরাকারত্বে অপ্রাকৃত অনন্ত কর্ম্মবত্ব। আবার ব্রহ্মত্বে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত কর্ম্মরাহিত্য, সেখানেই (সেই নিষ্ক্রিয়ত্বেই) ব্রহ্ম-পদ রূঢ়ি। ইহা বলিতে পারা যায় না যে—নির্ব্বিশেষ স্বরূপই ব্রহ্ম এবং সবিশেষ স্বরূপ ভগবান্—এইরূপ স্বরূপ-ভেদের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'—অর্থাৎ স্বরূপদ্বয়ের অভাববশতঃ। শ্রীভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে (বৃত্রাসুর বধের প্রাক্‌কালে ভগবানের নিকট দেবগণের প্রার্থনায়) উক্ত হইয়াছে—"হে ভগবন্! আপনাতে

কোন বিরোধ নাই, কারণ আপনার স্বরূপদ্বয় দেখিতে পাই না।" ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বের ন্যায়ই সংশয় বিদ্যমান। 'অভবস্য ভবঃ'—জন্মরহিত তোমার জন্ম, 'কালাত্মনঃ'—কালস্বরূপ তোমার জরাসন্ধ প্রভৃতি শত্রুর ভয়ে পলায়ন এবং সমুদ্র-দুর্গের আশ্রয়। 'স্বাত্মন্-রতেঃ'—নিজ আত্মাতেই যাঁহার রতি (আনন্দ), তাঁহারও 'প্রমদাযুতাশ্রমঃ'—অযুত প্রমদাগণের সহিত গৃহাশ্রম (গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন), অর্থাৎ গৃহাশ্রমে বিহিত দেবতা ও পিতৃপুরুষের অর্পণাদি ক্রিয়াতে স্বাত্মারাম তোমার রতি। কিন্তু রুক্মিণী প্রভৃতি প্রমদাগণের সহিত রমণে, তোমার আত্মারামতা ব্যাহত হয় না, কারণ তাঁহারা তোমার আত্মভূত (স্বরূপভূতা শক্তি)—ইহা আমি জানিই। এইজন্যই আমি আশ্রম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। এই সকল বিরোধে—বিদ্বদ্গণেরও বুদ্ধি কোন সমাধান করিতে না পারিয়া খিন্ন হয়।

ইহা বলা চলে না যে—নিষ্ক্রিয়ত্ব (নিষ্ক্রিয়তা), অজড়ত্ব, কালাত্মত্ব, আত্মারামত্ব প্রভৃতিরই সত্যত্ব, আর, সক্রিয়ত্ব, জন্মবত্ত্ব (জন্মগ্রহণ), ভীতত্ব এবং গৃহাশ্রম ধর্ম্মের পালনাদি অনুকরণ মাত্র, তাহা হইলে বিদ্বজ্জনগণের বুদ্ধি এই বিষয়ে খেদপ্রাপ্ত হয়, ইহা বলিতেন না, কারণ সক্রিয়ত্বাদি অনুকরণ মাত্রই, বাস্তব নয়—এইরূপ জ্ঞানে খেদ কোথায়? সেইরূপ অক্রিয়ত্ব প্রভৃতির দ্বারা প্রাকৃত কর্ম্মাদিরই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ম্মাদির নহে, এইরূপ জ্ঞান হইলেও খেদ হইত না। সেইরূপ—ব্রহ্মত্ব এবং ভগবত্ত্ব শব্দের দ্বারাই অক্রিয়ত্ব এবং সক্রিয়ত্বাদি ব্যবস্থা—এইরূপ জ্ঞান হইলে কি প্রকারে খেদ উৎপন্ন হইবে? অতএব সক্রিয়ত্ব প্রভৃতি অনুকরণমাত্রই, এইরূপ যাহারা বলেন, এবং অক্রিয়ত্ব বলিতে অপ্রাকৃত কর্ম্মত্ব, অভবত্ব (জন্মরহিতত্ব) বলিতে অপ্রাকৃত জন্ম (অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মরহিত)—ইহা যাঁহারা বলেন, সেইরূপ ব্রহ্মত্ব এবং ভগবত্ত্ব শব্দের দ্বারা অক্রিয়ত্ব ও সক্রিয়ত্বাদি ব্যবস্থা, ইহা যাহারা বলেন —তাহাদের বুদ্ধি কখনই খিন্ন হয় না, তাহারা অবিদ্বানই—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। যেরূপ শ্রীভগবান্ (শ্রীগীতাতে) স্বয়ংই বলিয়াছেন—'ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং মে মহর্ষয়ঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ব্যাসাদি মহর্ষিগণও আমার 'প্রভব'—প্রকৃষ্ট জন্ম জানেন না। শ্রীভীষ্মদেবও (শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে) বলিয়াছেন—"হে রাজন্! এই যে শ্রীকৃষ্ণ কি করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্যক্তির তাহা জানিবার শক্তি নাই, পণ্ডিতগণ তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া মুগ্ধ হন" ॥ ১৬ ॥

বিবৃতি—নশ্বর ভোগফলরহিতের অপ্রাকৃত কর্ম্ম, নিত্যাবস্থিতের প্রাপঞ্চিক জন্ম, কালাত্মার শত্রুভীতিজনিত পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় এবং আত্মারামের বহুবল্লভতা—অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যলীলায় এই সব চমৎকারিতা না জানিয়া যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা ভগবল্লীলাবোধে অসমর্থ হয়। নিত্যভজনহীন অক্ষজ জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ-বস্তুর লীলা-বৈচিত্র্য অনুধাবনে একেবারেই অসমর্থ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যৎ ত্ব-
মকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ।
পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ ইবাপ্রমত্ত-
স্তন্নো মনো মোহয়তীব দেব ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে প্রভো, মন্ত্রেষু (প্রস্তুতেষু সৎসু) অকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ (অকুণ্ঠিতঃ কালাদিনা অখণ্ডঃ সন্ততঃ সদাত্মা সংশয়াদিরহিতঃ বোধঃ বিদ্যাশক্তির্যস্য তথাভূতঃ) ত্বং মুগ্ধঃ ইব (অজ্ঞবৎ) মাং যৎ উপহূয় (আহূয়) অপ্রমত্তঃ (অবহিতঃ সন্) বৈ (অহো) পৃচ্ছেঃ (অপৃচ্ছঃ) (হে) দেব! তৎ নঃ (অস্মাকং) মনঃ মোহয়তি ইব (বিমুগ্ধং করোত্যেব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কুণ্ঠাধর্ম্ম-রহিত, কালাদিদ্বারা অখণ্ডিত সংশয়াদি-রহিত ও বিদ্যাশক্তিবিশিষ্ট হইয়াও যে আপনি মন্ত্রণার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অবহিত হইয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে দেব! তাহা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিতেছে ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, মন্ত্রেষু জরাসন্ধবধ-রাজসূয়াদ্যর্থগমনবিচারাদিষু মাং বৈ নিশ্চিতমুপহূয় পৃচ্ছেঃ, উদ্ধব ত্বমত্র কর্ত্তব্যং ব্রূহীত্যপৃচ্ছঃ। অকুণ্ঠিতঃ কালাদিনা অখণ্ডঃ পরিপূর্ণঃ সদা সার্ব্বদিক এব আত্মনো বোধঃ

সম্বিচ্ছক্তির্যস্য সঃ মুগ্ধঃ ইব যথান্যো মুগ্ধো জনঃ পৃচ্ছতি তথেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অপ্রমত্তঃ কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত্যাপি রহিতত্বাদিতি ভাবঃ। তত্তব যুগপদেব মৌগ্ধ্যং সার্ব্বজ্ঞঞ্চ মোহয়তীব মোহয়ত্যেব। অত্র মুগ্ধ ইব ত্বং ন তু মুগ্ধ ইতি তথা মোহয়তীব ন তু মোহয়তীতি ব্যাখ্যায়ামসঙ্গত্যভাবাদিতি সঙ্গতেষু বাক্যেষু মধ্যেহস্যোত্থাপনং ব্যর্থং স্যাদিত্যতস্তথা ন ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, 'মন্ত্রেষু'—জরাসন্ধের বধ ও রাজসূয়াদির নিমিত্ত গমন ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে, আমাকে নিশ্চিতরূপে আহ্বান করিয়া, 'উদ্ধব! এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তুমি বল' —ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন। 'অকুণ্ঠিতাখণ্ড-সদাত্মবোধঃ'—কুণ্ঠা অর্থাৎ আবরণ-রহিত, কালাদির দ্বারা অখণ্ড (পরিপূর্ণ), সব সময় সংশয়াদি-রহিত যথার্থ বোধ অর্থাৎ সম্বিৎ-শক্তি-বিশিষ্ট যিনি, তিনি মুগ্ধের ন্যায় অর্থাৎ অন্য মুগ্ধ ব্যক্তি যেমন জিজ্ঞাসা করে, তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিতেন—এই অর্থ। 'অপ্রমত্তঃ'—সাবধান হইয়া, অর্থাৎ অন্য কার্য্যে আসক্ত থাকিলেও তদ্‌রহিত হইয়া, এইভাব। তোমার সেই যুগপৎ মুগ্ধত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব আমাকে 'মোহয়তীব'—অর্থাৎ বিমুগ্ধই করিতেছে। এখানে মুগ্ধের মত, কিন্তু তুমি মুগ্ধ নও, সেইরূপ বিমুগ্ধ করাইবার মত, কিন্তু বিমুগ্ধ কর নাই—এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত না হইলেও, সঙ্গতার্থ বাক্যের মধ্যে ইহার উত্থাপন ব্যর্থ হয়, এইজন্য সেইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
প্রোবাচ কস্মৈ ভগবান্ সমগ্রম্।
অপি ক্ষমং নো গ্রহণায় ভর্ত্ত-
র্বদাঞ্জসা যদ্‌বৃজিনং তরেম ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভর্ত্তঃ (স্বামিন্), স্বাত্মরহঃপ্রকাশং (স্বাত্মনঃ তব রহঃ রহস্যং তত্ত্বং তস্য প্রকাশকং) পরং জ্ঞানং কস্মৈ (কায়ব্রহ্মণে) ভগবান্ (ত্বং) প্রোবাচ, সমগ্রং (সম্পূর্ণং) জ্ঞানং (তজ্‌জ্ঞানং) নঃ (অস্মাকং) গ্রহণায় অপি ক্ষমং (যদি যোগ্যং তর্হি) বদ (কথয়) যৎ (যতঃ) বৃজিনং (সংসার-দুঃখম্) অঞ্জসা (অনায়াসেন) তরেম (তরিষ্যামঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আত্মরহস্যতত্ত্ব-প্রকাশক যে পরমগুহ্যজ্ঞান আপনি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তাহা যদি আমাদের গ্রহণের যোগ্য বোধ হয় তবে কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্—তাহা শ্রবণ করিলে আমরা অনায়াসে সংসারদুঃখ অতিক্রম করিব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অত এতদাদিসংশয়াপনোদনমেব জ্ঞানমিচ্ছামীত্যাহ,—জ্ঞানমিতি স্বাত্মনস্তব রহঃ সর্ব্বাগম্যং রহস্যং যন্মম জিজ্ঞাস্যং তস্য প্রকাশো যত্র তজ্‌জ্ঞানং, ন তু ত্বয়া দাতুং প্রতিশ্রুতং তন্মহিমাবভাসমিত্যর্থঃ। কস্মৈ ভবান্ প্রোবাচ চেদ্বদ; যদ্বা, কস্মৈ ভগবান্ প্রোবাচ অপি তু ন কস্মা অপীত্যর্থঃ। তদপি যদ্যেবং মামনুকম্পসে তদা হে ভর্ত্তর্বদ। তচ্চ নো গ্রহণায় ক্ষমং অস্মাকং শুদ্ধদাস্যবতাং গ্রহীতুং যদি যোগ্যং স্যাৎ কিংবা যোগ্যত্বেঽপি যদি শক্যং স্যাত্তদা বদ, ন চেন্মা বদেতি ভাবঃ। যতো জ্ঞানাদ্‌বৃজিনমুক্তলক্ষণং মজ্জিজ্ঞাস্যং সংপ্রত্যুপস্থিতং যদুকুলসংহারত্বদ্দেহান্তর্দ্ধানাদিকং চ দুঃখসিন্ধুম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এই প্রকার সংশয় অপনোদন-রূপ জ্ঞান আমি ইচ্ছা করিতেছি—ইহা বলিতেছেন, 'জ্ঞানম্' ইতি। 'স্বাত্ম-রহঃ-প্রকাশং'—আত্মস্বরূপ তোমার সকলের অগম্য রহস্য, যাহা আমার জিজ্ঞাস্য, তাহার প্রকাশ রহিয়াছে যেখানে, সেই প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ তোমার আত্মরহস্য-প্রকাশক যে জ্ঞান, কিন্তু তোমার মহিমা-প্রকাশক যে জ্ঞান তুমি আমাকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা নহে, এই অর্থ। 'কস্মৈ প্রোবাচ'—আপনি ব্রহ্মাকে যদি বলিয়া থাকেন, তাহা বলুন [কস্মৈ ব্রহ্মণে, ক-শব্দের ব্রহ্মা অর্থ, তাহার চতুর্থীতে 'কায় ব্রহ্মণে'—হওয়া উচিত ছিল। এখানে 'কস্মৈ'—এই সর্ব্বনামত্ব আর্ষ-প্রয়োগ জানিতে হইবে।] অথবা—কাহাকে ভগবান্ বলিয়াছেন? কিন্তু কাহাকেও বলেন নাই, এই অর্থ। যদি ঐরূপই হয়, তথাপি আমাকে যদি অনুকম্পা কর, তাহা হইলে হে ভর্ত্ত! (স্বামিন্!) বল। তাহা যদি শুদ্ধ দাস-ভক্ত আমাদের গ্রহণের যোগ্যতা থাকে, কিংবা যোগ্যত্ব হইলেও যদি সামর্থ্য হয়, তবে বল, নতুবা বলিও না; এই ভাব। যে

জ্ঞান হইতে 'বৃজিনং'—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণরূপ আমার জিজ্ঞাস্য, যাহা সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে—যদুকুলের সংহার এবং তোমার দেহাদির অন্তর্দ্ধানাদিরূপ দুঃখ-সিন্ধু (অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব) ॥ ১৮ ॥

———

ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় মহ্যং স ভগবান্ পরঃ।
আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—ইত্যাবেদিতহার্দ্দায় (ইতি এবং আবেদিতো হার্দ্দো হৃদিস্থোঽভিপ্রায়ঃ যেনঃ তস্মৈঃ) মহ্যং সঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ অরবিন্দাক্ষঃ (কমললোচনঃ) আত্মনঃ পরমাং স্থিতিং (রহস্যম্) আদিদেশ (উপদিষ্টবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে আমি তাঁহাকে আমার হৃদ্গত অভিপ্রায় নিবেদন করিলে সেই পরমপুরুষ পদ্ম-পলাশলোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরমগুহ্যতত্ত্ব আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং ন তু মৈত্রেয়ায়াপীত্যর্থঃ। আত্মনঃ স্বস্য স্থিতিং ব্যবস্থিতিং লীলায়া মর্য্যাদাঞ্চ দ্বারকাদিধামসু নিত্যনিবাসঞ্চ কিন্তু যা স্থিতিঃ শুকদেবেন ন বিবৃতা নাপ্যুদ্ধবেন বিদুরায়ান্যস্মৈ কস্মৈচিদপীত্যতঃ সিদ্ধান্তবিশেষালাভাৎ নিষ্ক্রিয়ত্ব-সক্রিয়ত্বাদীনামচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধত্বমেবাহুরেকে। যথোক্তং ভাগবতামৃতে—কর্ম্মাণ্যনীহেতি পদ্যমধিকৃত্য তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণমিতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—আমাকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরম রহস্য বলিয়াছিলেন), কিন্তু মৈত্রেয় মুনিকেও নহে—এই অর্থ। 'আত্মনঃ স্থিতিং'—নিজের বিশেষ অবস্থান, লীলার মর্য্যাদা এবং দ্বারকা প্রভৃতি ধামে নিত্য-নিবাস, কিন্তু যে স্থিতি শ্রীল শুকদেব বিবৃত করেন নাই, উদ্ধবও বিদুর অথবা অন্য কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। অতএব কোন সিদ্ধান্ত-বিশেষ প্রাপ্ত না হওয়ায় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—নিষ্ক্রিয়ত্ব সক্রিয়ত্ব প্রভৃতি শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবেই সিদ্ধ। 'কর্ম্মাণ্যনীহস্য'—অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তোমার কর্ম্ম, ইত্যাদি (১৬ অঙ্ক ধৃত) পদ্য অবলম্বন করিয়া যেরূপ শ্রীভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ—অর্থাৎ সেই সেই (অকর্ম্মার কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালাত্মার শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয়, আত্মারামের প্রমদাযুতের সহিত গৃহাশ্রম ইত্যাদি) বিষয় যদি বাস্তব না হইত, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণের বুদ্ধিভ্রম হইত না—অতএব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিই লীলাসকলের কারণ" ॥ ১৯ ॥

———

স এবমারাধিতপাদতীর্থা-
দধীততত্ত্বাত্মবিবোধমার্গঃ।
প্রণম্য পাদৌ পরিবৃত্য দেব-
মিহাগতোঽহং বিরহাতুরাত্মা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং আরাধিতপাদতীর্থাৎ (আরাধিতপাদঃ ভগবান্ স এব তীর্থঃ গুরুঃ তস্মাৎ) অধীততত্ত্বাত্ম বিবোধমার্গঃ (অধীতঃ অধিগতঃ তত্ত্বাত্মবিবোধস্য পরমাত্মজ্ঞানস্য মার্গঃ পন্থাঃ যেন সঃ) সঃ অহং দেবং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিবৃত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) প্রণম্য বিরহাতুরাত্মা (বিরহ-কাতরঃ সন্) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) আগতঃ (উপস্থিতঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পরমপূজ্যপাদ গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রাপ্ত পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বিরহ-কাতর চিত্তে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স উদ্ধবোঽহং আরাধিতপাদো ভগবান্ স এব তীর্থঃ গুরুস্তস্মাদধীত-তত্ত্বরূপস্য আত্মবিবোধস্য জ্ঞানমার্গো যেন সঃ। পরিবৃত্য পরিক্রম্য ততঃ পরং ভগবতা কিং কৃতং তন্ময়া ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই উদ্ধব আমি, 'আরাধিতপাদ-তীর্থাধীত-তত্ত্বাত্মবিবোধ-মার্গঃ'—আরাধিতপাদ (যাঁহার পাদপদ্ম সকলেই আরাধনা করে) শ্রীভগবান্, তিনিই তীর্থ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব, তাঁহার নিকট হইতে অধীত অর্থাৎ অধিগত হইয়াছে 'তত্ত্বাত্মবিবোধস্য'—যথার্থ আত্মজ্ঞানের মার্গ (প্রকাশক শাস্ত্র) যাহার দ্বারা, সেই উদ্ধব আমি ভগবান্‌কে প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া (বিরহ-ব্যথিত-চিত্তে এইস্থানে আসিতেছি)। তারপর ভগবান্ কি করিলেন, তাহা আমি দেখি নাই—এই ভাব ॥ ২০ ॥

সোঽহং তদ্দর্শনাহলাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো ।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভো, (হে মহাত্মন্) তদ্দর্শনাহলাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ (তস্য ভগবতঃ দর্শনেন আহলাদঃ বিয়োগেন আর্ত্তিঃ চ তাভ্যাং যুক্তঃ) সঃ অহং তস্য (ভগবতঃ) দয়িতং (প্রিয়ং) বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলং (বদরিকা-শ্রমং স্থানং) গমিষ্যামি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো বিদুর, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহলাদ এবং বিয়োগনিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত আমি এক্ষণে তাঁহার পরমপ্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিব ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং তদ্বিরহব্যথয়াপি কথং জীবসীতি তত্রাহ—ক্ষণে ক্ষণে তদ্দর্শনেনাহলাদস্তদ্বিয়োগেনার্ত্তিশ্চ তাভ্যাং যুতঃ। বদর্য্যাশ্রমমিতি তত্রৈব গন্তং ভগবদাদেশাৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি তাঁহার বিরহ-ব্যথাতেও কি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তদ্দর্শনাহলাদ-বিয়োগার্ত্তি-যুতঃ'—অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-জনিত আনন্দ এবং তাঁহার বিয়োগ-জনিত আর্ত্তি, এই উভয়ের দ্বারা যুক্ত হইয়া (আমি এক্ষণে তাঁহার প্রিয় বদরিকাশ্রমে গমন করিতেছি), কারণ সেখানেই গমনের জন্য ভগবান্ আদেশ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

যত্র নারায়ণো দেবো নরশ্চ ভগবানৃষিঃ ।
মৃদু তীব্রং তপো দীর্ঘং তেপাতে লোকভাবনৌ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ বদরিকাশ্রমে) লোক-ভাবনৌ (লোকানুগ্রাহকৌ) দেবঃ নারায়ণঃ ভগবান্ ঋষিঃ নরশ্চ (নরনারায়ণৌ ইত্যর্থঃ) মৃদু (পরোপদ্র-বশূন্যং) তীব্রং (দুশ্চরং) দীর্ঘম্ (আকল্পান্তঃ) তপঃ তেপাতে (তপঃ চরতঃ স্ম) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যেস্থানে লোকানুগ্রাহক ভগবান্ নর-নারায়ণ ঋষি কল্পান্তকাল পর্যন্ত পরোপদ্রবশূন্য দুশ্চর তপস্যাচরণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রৈব তদংশঃ সাক্ষান্নারায়ণ আস্ত ইত্যাহ—যত্রেতি। মৃদু সর্ব্বলোকসুখদং তীব্রং সর্ব্ব-লোকৈর্দুশ্চরং দীর্ঘং বহুকালব্যাপি, লোকানাং ভাবনৌ উৎপাদকৌ পালকৌ বা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইস্থানেই তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ-স্বরূপ সাক্ষাৎ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন, ইহাই বলিতেছেন—'যত্র' ইতি, অর্থাৎ যে-স্থানে ভগবান্ নর ও নারায়ণ ঋষি, 'মৃদু'—সকল লোকের সুখপ্রদ, 'তীব্রং'—সর্ব্বলোকের দুশ্চর, 'দীর্ঘং'—বহুকাল (কল্পান্তকাল) ব্যাপি তপস্যা আচরণ করিতেছেন। তাঁহারা 'লোক-ভাবনৌ'—লোকসকলের উৎপাদক অথবা তাহাদের পালক ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্যুদ্ধবাদুপাকর্ণ্য সুহৃদাং দুঃসহং বধম্ ।
জ্ঞানেনাশময়ৎ ক্ষত্তা শোকমুৎপতিতং বুধঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বুধঃ (বিবেকী) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) উদ্ধবাৎ ইতি (এবং) সুহৃদাং (বন্ধুনাং) দুঃসহং (সোঢ়ুমশক্যং) বধং (বিনাশং) উপাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) উৎপতিতং (সঞ্জাতং) শোকং জ্ঞানেন (বিবেকেন) অশময়ৎ (শান্তং কৃতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—এইরূপে পণ্ডিত বিদুর উদ্ধবের মুখে বন্ধুবর্গের দুঃসহ নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উচ্ছ্বলিত শোকবেগ, বিবেকরূপ জ্ঞান-দ্বারা প্রশমিত করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুহৃদাং বধং দুঃসহমপি উদ্ধবাৎ সকাশাৎ ইত্যেবং প্রকারকমুপাকর্ণ্যেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞানেন কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচ ইত্যাদ্যুদ্ধবোক্তি-তাৎপর্য্যপর্য্যালোচন-জনিতেন ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সুহৃদ্গণের বিনাশ-বার্ত্তা দুঃসহ হইলেও উদ্ধবের নিকট হইতে এই প্রকারে শ্রবণ করিয়া এবং 'জ্ঞানেন'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে ইত্যাদি উদ্ধবের উক্তির তাৎপর্য্য আলোচনা-জনিত জ্ঞানের দ্বারা (বিদুর উচ্ছ্বলিত শোকাবেগের উপশম করিলেন) ॥ ২৩ ॥

স তং মহাভাগবতং ব্রজন্তং কৌরবর্ষভঃ ।
বিশ্রম্ভাদভ্যধত্তেদং মুখ্যং কৃষ্ণপরিগ্রহে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ কৌরবর্ষভঃ (কুরুকুলশ্রেষ্ঠঃ

বিদুরঃ) কৃষ্ণপরিগ্রহে (কৃষ্ণপরিজনমধ্যে) মুখ্যং (শ্রেষ্ঠং) মহাভাগবতং (পরমবৈষ্ণবং) ব্রজন্তং (গমনোন্মুখং) তম্ (উদ্ধবং) বিশ্রম্ভাৎ (বিশ্বাসাৎ) ইদম্ অভ্যধত্ত (উবাচ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর কৃষ্ণানুগ্রহের মুখ্যপাত্র বদরিকাশ্রমে গমনোদ্যত মহাভাগবত উদ্ধবকে বিশ্বাসহেতু এই কথা বলিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্রম্ভাৎ বিশ্বাসাৎ স্বতোঽতি-কনিষ্ঠ-মপি কৃষ্ণপরিগ্রহে কৃষ্ণং পরিগ্রহীতুং বশীকর্ত্তুং মুখ্যং স্বতোঽতিশ্রেষ্ঠং, অতঃ কনিষ্ঠা অপি ভক্ত্যুদ্রেকবন্তো জ্যেষ্ঠৈরপি গুরুঃ কর্ত্তব্য ইত্যত্র বিদুরবাক্যমেব প্রমাণ-মিতি বোধিতম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্রম্ভাৎ'—বিশ্বাস-হেতু নিজ অপেক্ষা অতি কনিষ্ঠ হইলেও, 'কৃষ্ণ-পরিগ্রহে'—শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে 'মুখ্যং'—নিজ অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ (উদ্ধবকে এইরূপ বলিলেন)। অতএব ভক্তিরসে প্লাবিত কনিষ্ঠ জনকেও জ্যেষ্ঠগণ গুরুরূপে বরণ করিতে পারেন—এই বিষয়ে বিদুরের বাক্যই প্রমাণ জানিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃপ্রকাশং
যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে।
বক্তুং ভবান্ নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণো-
র্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—যোগেশ্বরঃ (ভগবান্) ঈশ্বরঃ (কৃষ্ণঃ) স্বাত্মরহঃপ্রকাশং (আত্মতত্ত্ব-প্রকাশকং) যৎ পরং জ্ঞানং তে (তুভ্যং) আহ (উক্তবান্ তৎ) ভবান্ নঃ (অস্মভ্যং) বক্তুং অর্হতি যৎ হি (যস্মাৎ কারণাৎ) বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ (ভক্তাঃ) স্বভৃত্যার্থকৃতঃ (স্বভৃত্যপ্রয়োজন-সাধকাঃ সন্তঃ) চরন্তি (পরিভ্রমন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বিদুর কহিলেন,—যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে যে আত্মতত্ত্বপ্রকাশক পরমগুহ্যজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন, যেহেতু বিষ্ণুর দাসগণ স্বীয় ভৃত্যবর্গের প্রয়োজন-সাধক হইয়া জগতে বিচরণ করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নোঽস্মভ্যমিত্যস্মদোর্দ্বয়োশ্চেত্যেকত্বেঽপি দ্বিত্বেঽপি বহুত্বং, যদ্‌যস্মাদ্বিষ্ণোর্ভৃত্যা বৈষ্ণবাঃ স্বভৃত্যানামর্থং ভক্ত্যুপদেশরূপং কুর্ব্বাণাঃ কৃপয়া অজ্ঞ-লোকানাং গুরবো ভবন্ত এব ভ্রমন্তি অতস্তৎসেবকা-ভিমানিনে মহ্যং ভগবজ্‌জ্ঞানমুপদিশেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নঃ'—আমাদিগকে। (এখানে বিদুর 'আমাকে' বলিতে, 'আমাদিগকে' বলিলেন, তাহার ব্যাকরণগত অর্থ বলিতেছেন)—'অস্মদো-র্দ্বয়োশ্চ'—এই সূত্রানুসারে অস্মদ্ শব্দের একবচন ও দ্বিবচন স্থানে বিকল্পে বহুবচন হয়। 'যদ্'—যেহেতু 'বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ'—বিষ্ণুর ভৃত্য বৈষ্ণবগণ নিজ ভৃত্যগণের প্রয়োজনে ভক্তির উপদেশ করিবার নিমিত্ত অজ্ঞ লোকদিগের গুরু (ভক্তির উপদেষ্টা) হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব আপনার সেবক অভিমানী আমাকে (বিদুরকে) ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করুন, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—

ননু তে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তিকে।
সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা (মনুষ্যলীলাং পরিহর্ত্তুমভিলষতা) সাক্ষাদ্ ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) অন্তিকে (মম সমীপে) আদিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ) কৌশারবঃ (মৈত্রেয়ঃ) ঋষিঃ ননু (নিশ্চিতমেব) তে (তব) তত্ত্ব-সংরাধ্যঃ (তত্ত্বায় সংরাধ্যঃ আরাধ্যঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে বিদুর ! মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আমার সমক্ষেই আদিষ্ট মৈত্রেয় ঋষি তত্ত্বোপদেশ-প্রদান-বিষয়ে আপনার আরাধ্য, (আমি নহি।) ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইদমভ্যর্হণীয়ং কথমহং শিষ্যীকুর্য্যা-মিতি স্বগতং ব্রুবন্, অয়ে মহাভাগ, যদ্ভগবন্মুখাদব-গতং তস্য তদীয়যাদবাদীনাঞ্চ দেহত্যাগং বিনৈব

স্ব-স্ব-ধামস্থিতত্বং তত্তন্ময়োক্তমেব, কিন্তু তদীয়-জন্ম-কর্ম্মাদ্যশেষবিশেষতত্ত্বানি জিজ্ঞাসসে চেৎ, তর্হি ঋষি-র্মৈত্রেয় এব গুরুঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ —নন্বিতি। ননু নিশ্চিতমেব, তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন স্বভৃত্যার্থ-কৃতত্বেন গুরুত্বেনেতি যাবৎ সংরাধ্য আরাধ্য মৈত্রেয় এব, ন তু অহং, যতস্ত্বদুপদেশার্থং মমান্তিকে ভগবতা সাক্ষাৎ স আদিষ্ট এব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পূজনীয় জনকে (অর্থাৎ বিদুরকে) কি করিয়া আমি শিষ্য করিব—ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া (উদ্ধব) বলিলেন—হে মহাভাগ! যাহা শ্রীভগবানের নিকট হইতে অবগত, তাঁহার এবং তদীয় যাদবাদির দেহত্যাগ ব্যতীতই নিজ নিজ ধামে অবস্থিতি, সেই সকলই আমি বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার জন্ম-কর্ম্মাদির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তত্ত্বসমূহ যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে মহামুনি মৈত্রেয়কেই তোমার গুরু করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—'ননু ইতি'। 'ননু'—নিশ্চিতই। 'তত্ত্ব-সংরাধ্য'—'তত্ত্ব' বলিতে তাহার ভাব, (তদ্ সেই+ত্ব, ভাবে, অর্থাৎ যথার্থ্য), ইহার দ্বারা স্বভৃত্যের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত শ্রীগুরুরূপে সম্যক্ আরাধনার যোগ্য মৈত্রেয়ই, কিন্তু আমি নহি। যেহেতু তোমাকে উপদেশ প্রদানের জন্য, আমার সমক্ষে ভগবান্ সাক্ষাৎ তাঁহাকেই আদেশ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তথ্য—কৌশারব—'কুশারু' ঋষির পুত্র মৈত্রেয়

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সহ বিদুরেণ বিশ্বমূর্ত্তে-
র্গুণকথয়া সুধয়া প্লাবিতোরুতাপঃ।
ক্ষণমিব পুলিনে যমস্বসুস্তাং
সমুষিত ঔপগবির্নিশাং ততোঽগাৎ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ— ইতি (এবম্প্রকারেণ) বিদুরেণ সহ বিশ্বমূর্ত্তেঃ (শ্রীহরেঃ) সুধয়া (অমৃতায়-মানয়া) গুণকথয়া প্লাবিতোরুতাপঃ (প্লাবিতঃ অপনীতঃ উরুঃ মহান্ তাপঃ যস্য সঃ) ঔপগবিঃ (উদ্ধবঃ) যমস্বসুঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনে (তীরে) তাং নিশাং ক্ষণমিব সমুষিতঃ (স্থিতবান্) ততঃ (তদনন্তরং) অগাৎ (বদরিকাশ্রমং প্রতি যযৌ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, এইরূপে বিদুরের সহিত ভগবানের গুণকথামৃতদ্বারা ঔপগবি উদ্ধবের গুরু মনস্তাপ সহিত বিশ্বমূর্ত্তি অপনীত হইল। তিনি সেই নিশায় যমুনাপুলিনে অবস্থান করিলেন, যামিনী যেন মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল; তদনন্তর প্রাতঃকালে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বনাথ—তাং নিশাং ক্ষণমিব সমুষিতঃ ঔপগবিঃ ঔপগবস্যাপত্যমুদ্ধবঃ ততঃ প্রাতরগাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং নিশাং'—সেই রাত্রিতে যমুনাতীরে (শ্রীকৃষ্ণকথায়) ক্ষণকালের ন্যায় অতি-বাহিত করিয়া উদ্ধব প্রাতঃকালে (বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন)। 'ঔপগবিঃ'—ঔপগবের অপত্য উদ্ধব। (ঔপগব বৃহস্পতির নামান্তর, তাঁহার ছাত্র বলিয়া অপত্যার্থে উদ্ধবকে ঔপগবি বলা হইয়াছে।) ॥ ২৭ ॥

তথ্য—বিশ্বমূর্ত্তি—সর্ব্বতঃ সাক্ষাতের ন্যায় স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। অতএব বিরহেও শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ হয় (শ্রীজীব)। ঔপগবি—গীস্পতি বৃহস্পতির নামান্তর 'ঔপগব', তাঁহার ছাত্র উদ্ধবকে 'ঔপগবি' বলা হয় ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজে-
ষ্বধিরথযূথপযূথপেষু মুখ্যঃ।
স তু কথমবশিষ্ট উদ্ধবো যৎ
হরিরপি তত্যজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ—অধি-রথযূথপ-যূথপেষু (অধিরথানাং যূথপাঃ দলপতয়ঃ তেষামপি যূথপাঃ তেষু) বৃষ্ণিভোজেষু (যাদবেষু) নিধনম্ উপগতেষু (ব্রহ্মশাপেন বিনাশং প্রাপ্তেষু) যৎ (যস্মাৎ ব্রহ্মশাপাৎ) ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং অধীশ্বরঃ) হরিঃ অপি আকৃতিং (মনুষ্যাকারং) তত্যাজ (ত্যক্তবান্) তু (কিন্তু) মুখ্যঃ (প্রধানঃ) সঃ উদ্ধবঃ কথম্ অবশিষ্টঃ (ন কিমর্থং বিনষ্টঃ) ? ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! অধিরথদলপতিগণের দলপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়গণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হইলে, ব্রহ্মাদি-দেব-ত্রয়ের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিও যখন মনুষ্যাকার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে কেবল উদ্ধব কিরূপে অব-শিষ্ট রহিলেন ? ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নিধনং নাশং যদ্‌যস্মাত্ত্র্যধীশো হরিরপি, আ সম্যক্‌প্রকারেণ কৃতিং চেষ্টাং লীলাং তত্যাজ সমাপ্তীচকারেতি প্রকটোঽর্থঃ। বস্তুর্থস্তু নিতরাং ধনং সর্ব্বস্বং কৃষ্ণং প্রপঞ্চাগোচরীভূতমপি উপগতেষু নিকটপ্রাপ্তেষু বৃষ্ণ্যাদিষু, স তু উদ্ধবঃ কথমবশিষ্টঃ, তদীয়-বিরহ-সন্তাপমুপলব্ধু-মেকাংশেনাপি প্রকটতয়া স্থিত্যনৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। ন চ স বৃষ্ণ্যাদিষ্বপ্রসিদ্ধো মন্তব্যঃ, যতঃ অধিরথেত্যাদি। ননু বদরীং ত্বং প্রযাহীতি ভগবদাজ্ঞাং কথমন্যথা কুর্য্যাত্তত্রাহ—যস্য হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তাপি প্রভুঃ আকৃতিং ইঙ্গিতমপি তত্যাজ—আকারস্ত্বিঙ্গ ইঙ্গিতমিত্যমরঃ। ব্রজদেবীষু তদ্‌ঘাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতী-রিতিবদাজ্ঞাদানসময়ে যদি কিমপীঙ্গিতমকরিষ্যত্তদা মহাসুবুদ্ধিরসাবুদ্ধবো বদরিকাশ্রমং নাগমিষ্যত্তৎসমীপ এবাস্থাস্যদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিধনং'—বলিতে নাশ, যেহেতু ত্র্যধীশ হরিও, আকৃতি আ সম্যক্ প্রকারে কৃতি, চেষ্টা অর্থাৎ লীলা 'তত্যাজ'—সমাপ্ত করি-লেন, ইহা প্রকট (বাহিরের) অর্থ। বস্তুতঃ কিন্তু 'নিধনং'—বলিতে 'নিতরাং ধনং' অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ, প্রপঞ্চ লোকের অগোচর হইলেও বৃষ্ণিগণের নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু সেই উদ্ধব কিজন্য অবশিষ্ট থাকিলেন ? তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বিরহজনিত তাপ উপভোগ করিবার নিমিত্ত একাংশেও প্রকটে অবস্থান করা উচিত হয় না—এই ভাব। তিনি বৃষ্ণিগণের মধ্যে অপ্রসিদ্ধ — ইহাও মন্তব্য করা চলে না, যেহেতু তিনি অধিরথ-যূথপের অধিপতি বৃষ্ণি ও ভোজগণের মধ্যে মুখ্যই ছিলেন। যদি বলেন—দেখুন, 'বদরিকাশ্রমে গমন কর'—এইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ কি করিয়া উদ্ধব অন্যথা করিবেন ? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন—'হরিঃ'—সকলের সর্ব্বদুঃখের হরণকারী প্রভু, আকৃতি অর্থাৎ ইঙ্গিতও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'আকার শব্দে ইঙ্গ, ইঙ্গিত' ইত্যাদি অর্থ। যেরূপ (রাসারম্ভে বংশীধ্বনি শ্রবণে স্বচরণপ্রান্তে সমাগত) ব্রজদেবীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"অতএব তোমরা শীঘ্র ব্রজে গমন কর, তোমরা সাধ্বী রমণী, পতিগণের শুশ্রূষা কর"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কথার অভ্যন্তরে বহু নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল, সেইরূপ এখানে উদ্ধবের বাক্যেও যদি কোন ইঙ্গিত থাকিত, তাহা হইলে অত্যন্ত সুবুদ্ধিমান্ উদ্ধব কখনই বদরিকাশ্রমে গমন করিতেন না, তাঁহার সমীপেই অবস্থান করিতেন, এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—আকৃতিং পৃথিবীম্। শরীরমাকৃতির্দেহঃ কুঃ পৃথিবী মহী তথা ইত্যভিধানম্ ॥ ২৮ ॥

তথ্য—নিধন—বিনাশ (শ্রীধর); 'নি'-শব্দে 'নিতরাং' অর্থাৎ অত্যন্ত (প্রিয়) 'ধন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাধাম। উপগতে—'উপ'-শব্দে সমীপে ব্যব-ধান বিনাই গমন করিলে। ত্র্যধীশ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই গুণাবতারত্রয়ের, অথবা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—পুরুষাবতারত্রয়ের অধীশ। আকৃতি—বিরাড়াকার (শ্রীজীব); আকৃতি —'আ'-শব্দে সম্যক্ প্রকার 'কৃতি' অর্থাৎ চেষ্টা বা লীলা। 'নিধন'—'নি'-শব্দে নিতরাং অর্থাৎ অত্যন্ত (প্রিয়) ধন অর্থাৎ সর্ব্বস্ব (শ্রীকৃষ্ণ)। উপগত—নিকটপ্রাপ্ত। যাদবগণের অত্যন্ত আদরের সর্ব্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চের অগোচরীভূত হইলেও উপগত অর্থাৎ নিকটপ্রাপ্ত বৃষ্ণ্যাদির মধ্যে উদ্ধব কি প্রকারে অবশিষ্ট রহিলেন ? (চক্রবর্ত্তী ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালেনামোঘবাঞ্ছিতঃ।
সংহৃত্য স্বকুলং স্ফীতং ত্যক্ষ্যন্ দেহমচিন্তয়ৎ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অমোঘবাঞ্ছিতঃ (অমোঘম্ অব্যর্থং বাঞ্ছিতম্ অভিপ্রায়ঃ যস্য সঃ ভগবান্) ব্রহ্মশাপাপদেশেন (ব্রহ্মশাপঃ অপদেশো মিষং যস্য তেন) কালেন (স্ব-শক্তিরূপেণ) স্ফীতং (পরিবর্দ্ধিতং) স্বকুলং সংহৃত্য (নিহত্য) দেহং

ত্যক্ষ্যন্ (পৃথ্বীলোকং পরিত্যক্তুমিচ্ছন্) অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, (ব্রহ্মশাপই যদু-কুলবিনাশের মূল কারণ নহে, কিন্তু ভগবদিচ্ছাই একমাত্র মূল কারণ।) অব্যর্থসংকল্প ভগবান্ ব্রহ্মশাপ-চ্ছলে স্বশক্তিরূপ কালদ্বারা বিস্তৃত স্বীয়বংশকে সংহারপূর্ব্বক পৃথিবী ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুত্তরমাহ—ব্রহ্মশাপাপদেশঃ প্রপঞ্চা-গোচরীকরণে মিষং তেন স্বকুলং সংহৃত্য অচিন্তয়ৎ। কালেনাপি অমোঘং ব্যর্থীকর্ত্তুম্ অশক্যং বাঞ্ছিত-মিচ্ছা যস্য সঃ। স্ফীতং স্বমর্য্যাদাতোঽপ্যতিবিস্তৃতং দেহং ত্যক্ষ্যন্ অচিন্তয়ৎ। তদ্দেহস্য সচ্চিদানন্দরূপ-ত্বেন বিভুত্বেঽপি স্বরূপানিবর্দ্ধনং প্রাপঞ্চিকলোকচক্ষু-র্গোচরীভূতত্বমেব স্ফীতত্বম্ ; তত্র সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ, সতি বিশেষ্য-বাধে ইতি ন্যায়েন ত্যাগক্রিয়া বিশেষণ এবান্বেতি, ন তু বিশেষ্যে ; যথা, চৈত্রো রাজা ভবতি, দেহং পুষ্টমসৌ চকার, ইয়ং সাধ্বী স্ত্রী নষ্টাঽভবদিতি। অত্র ত্যাগক্রিয়ায়া দেহেঽন্বয়বাধো ভগবদ্দেহস্য সচ্চি-দানন্দরূপত্বেন নিত্যত্বাৎ। তথাহি মহাবারাহে—সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানো-পাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ॥ পরমানন্দ-সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ইতি। তথা মাধ্ব-ভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ—বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽ-নিরুদ্ধো হংসো মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নরসিংহো বামনো রামো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাঽহং সহস্রধাঽহমমিতোঽহমনন্তোঽহং নৈবেতে জায়ন্তে নৈতে ম্রিয়ন্তে নৈষাং বন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্বে এব হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতাঃ পরমানন্দা ইতি, গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনমিতি গোপালতাপনী। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং নৃকে-শরিবিগ্রহমিতি নৃসিংহতাপনী চ। তথা অত্রৈব কৃষ্ণ-দ্যুমণি নিম্লোচ ইতি। আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনমিতি। ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কাম-দেবমিত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যানি বহূন্যেব দ্রষ্টব্যানি। অত্র প্রকটার্থেন দেহত্যাগমবগময্য পূর্ব্বাপরবাক্য-বিরোধমনবধাপ্য চ আসুরপ্রকৃতয় এব প্রেমভক্ত্যমৃতা-দ্বঞ্চিতাঃ শ্রীভাগবতস্য মোহিনীত্বে ব্যাখ্যাতত্বাৎ ব্যাখ্যা-স্যামনত্বাচ্চ। নূনমিতি পাঠে—নু নিশ্চিতং ঊনং দেহং স্বাংশরূপং নারায়ণাভিধং অবতারকালে স্বস্মিন্ বৈকুণ্ঠাদাগত্য মিলিতং ; সম্প্রতি পুনর্বৈকুণ্ঠে প্রস্থা-পয়িতুং স্বদেহাদ্বিভজ্য ত্যক্ষ্যন্ আগতেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পালনার্থং দাস্যন্ ত্যাজের্দ্দানার্থত্বাৎ। দেহং বিরাড়া-কারং পৃথ্বীমিতি সন্দর্ভঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—'ব্রহ্ম-শাপাপদেশেন' ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ প্রাপঞ্চিক লোকের গোচরীভূত করিবার একটি ছলমাত্র, তাহাতে নিজ-কুল সংহার করিয়া চিন্তা করিলেন। 'কালেনামোঘ-বাঞ্ছিতঃ'—কালের দ্বারাও যাঁহার ইচ্ছা কখনই ব্যর্থ করা সম্ভব হয় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ। স্ফীত অর্থাৎ নিজ সীমা হইতেও অতিবিস্তৃত দেহ ত্যাগ করিতে চিন্তা করিলেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া বিভুত্ব হইলেও, স্বরূপের অনিবন্ধন অর্থাৎ নিয়মের বহির্ভূততা, এখানে প্রাপঞ্চিক লোকের নয়-নের গোচরীভূতত্বই স্ফীতত্ব। বিশেষণের সহিত যুক্ত বিধি ও নিষেধ (অন্বয় ও ব্যতিরেক) বিশে-ষণেই সংক্রামিত হইয়া থাকে, যদি বিশেষ্যের সহিত (অন্বয়ে) বাধা-প্রাপ্ত হয়—এই ন্যায় অনুসারে ত্যাগ ক্রিয়া বিশেষণেই (এখানে স্ফীতত্বে, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জনের গোচরীভূতত্বেই) অন্বয় হইবে ; কিন্তু বিশেষ্য ভগবদ্দেহে নহে। যেমন—চৈত্র রাজা হইয়াছে, এখানে ভূ-ধাতুর (ভবতি, হইয়াছে)-অন্বয় রাজা এই বিশেষণের সহিতই হইয়া থাকে। সেই-রূপ—'তিনি দেহ পুষ্ট করিলেন'। 'এই স্বাধ্বী স্ত্রী নষ্টা হইল'—ইত্যাদি বাক্যে বিশেষণের সহিতই ক্রিয়ার অন্বয় হইয়াছে। এখানে ত্যাগ ক্রিয়ার দেহের সহিত অন্বয়ের বাধা, কারণ শ্রীভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দময় বলিয়া, তাহা নিত্য।

(শ্রীভগবানের সমস্ত দেহই নিত্য—এই বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন) যেমন, মহাবারাহে—"সেই পরমাত্মার সকল দেহই নিত্য এবং শাশ্বত। হ্রাস ও বৃদ্ধি-রহিত, তাহা কখনই প্রকৃতি-জাত নহে। সর্ব্বতোভাবে তাহা পরমানন্দ-ময় এবং জ্ঞানমাত্রই।" তদ্রূপ মাধ্বভাষ্যে উল্লিখিত শ্রুতি—"আমিই (শ্রীভগবান্‌ই) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,

প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংস, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম (পরশুরাম), রাম (দাশরথী রামচন্দ্র), রাম (বলরাম), কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। আমি শত প্রকার ও সহস্রপ্রকার, আমি অপরিমেয় এবং আমি অনন্ত। এই সকল শ্রীবিগ্রহ জন্মগ্রহণও করেন না, কিংবা মৃত হন না, এই সকল দেহের কোন বন্ধন বা মুক্তি নাই। ইহারা সকলেই পূর্ণ, অজর ও অমৃত। সচ্চিদানন্দময় বলিয়া বিভুত্ব হইলেও এই সকল স্বরূপ শ্রেষ্ঠ পরমানন্দময়।" শ্রীগোপাল তাপনীতেও উক্ত হইয়াছে—"শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে (আমি ব্রহ্মা দেখিলাম)।" নৃসিংহতাপনীতে বলা হইয়াছে—"শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ নিত্য, সত্য, পরমব্রহ্ম পুরুষ।" সেইরূপ এখানেই উদ্ধবের উক্তিতে—'কৃষ্ণরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে,' ইত্যাদি। 'যিনি সকল লোকের লোচনস্বরূপ নিজের শ্রীবিগ্রহ লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন।' ইত্যাদি। সেইরূপ শ্রীদশমে (৯০ অধ্যায়ে) "ব্রজপুর-বনিতাগণের স্ব-প্রাপ্তি-জনিত কামনা বর্দ্ধন করিতে করিতে মৃদুমন্দ হাস্য-যুক্ত শ্রীমুখে জয় লাভ করিতেছেন।" ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য প্রামাণ্যরূপে দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রকট (বাহিরের) অর্থে দেহত্যাগ জানাইয়া এবং পূর্ব্বাপর বাক্যসমূহের বিরোধ অনবধারণ করাইয়া (শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক) আসুরিক প্রকৃতির জনগণই প্রেমভক্তির অমৃত আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের (বহির্ম্মুখ জনগণের বিমুখতা সম্পাদনের নিমিত্ত) মোহিনীত্ব গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পরেও ব্যাখ্যা করা হইবে। 'দেহম্' —এইস্থানে 'নূনম্'—এই পাঠে 'নু' অর্থে নিশ্চিত, 'ঊনং' অর্থাৎ নিজের অংশরূপ নারায়ণ নামক দেহ, যাহা শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালে বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে মিলিত হইয়াছিল, তাহাই সম্প্রতি পুনরায় বৈকুণ্ঠে প্রস্থাপন করাইবার জন্য নিজ দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া, 'তক্ষ্যন্'—অর্থাৎ সমাগত ব্রহ্মাদির পালনের নিমিত্ত প্রদান করিবার জন্য (চিন্তা করিয়াছিলেন)। এখানে 'ত্যজ'—ধাতুর দানার্থত্ব। সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—দেহ বলিতে শ্রীভগবানের বিরাড়্ আকার পৃথিবী ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—

পৃথিবীলোক-সংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ।
নিত্যানন্দস্বরূপত্বাদন্যন্নৈবোপলভ্যতে ॥
দর্শয়েজ্জনমোহায় সদৃশীং মৃতকাকৃতিম্।
নটবদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরজ্ঞানাকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥

ইতি স্কান্দে।

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,
মায়া বিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য ॥ ইতি চ ॥২৯॥

তথ্য—অমোঘবাঞ্ছিত—শ্রীভগবানের বিশেষণ অর্থাৎ ভগবানের বিরাড়াকার-ত্যাগে ব্রহ্মশাপ নিয়ামক নহে, কিন্তু ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই একমাত্র কারণ (শ্রীধর)।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৯৩ সংখ্যায় এ বিষয়ে বিচার আছে। 'শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংরূপ ভগবান্'—এ বিষয় শাস্ত্রে সুষ্ঠুভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীভগবদ্রূপে নিত্যকাল অবস্থিতির কথাও স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ে কোনও প্রমাণের আবশ্যক নাই, তথাপি মন্দমতিগণের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য বক্ষ্যমাণ শাস্ত্র-প্রমাণ বিবৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যাবস্থান 'আরাধনা' শব্দদ্বারাই সিদ্ধ হয়। 'আরাধ্য' বস্তুর অভাবে আরাধনা থাকিতে পারে না। 'আরাধ্য' বস্তুর অভাবে 'আরাধনা' কথাটি কেবল বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ লোকপ্রবঞ্চনামাত্র। পরম আপ্তশাস্ত্র আরাধ্যবস্তুর অভাবে আরাধনা স্বীকার করেন না। যদি বল, আরোপদ্বারা ত' আরাধনা সিদ্ধ হইতে পারে ; তদুত্তর এই যে, আরোপ— পরিচ্ছিন্ন ও প্রাকৃত রূপগুণযুক্ত বস্তুতেই কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত অনন্ত রূপগুণযুক্ত বস্তুতে উহা সম্ভব নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মূর্ত্তির জগদাশ্রয়ত্বহেতু লোকগণের চতুর্দ্দিকে নিত্যস্থিতিশীল স্বীয় তনুকে দগ্ধ না করিয়াই তদীয় অপ্রাকৃত নিত্যতনুর সহিত স্বীয় বৈকুণ্ঠাখ্যধামে প্রবেশ করিলেন। ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের শেষ ভাগে (১১।৩১।৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও বলেন যে, 'বৈকুণ্ঠাখ্যধাম'—ধারণা ও ধ্যানের শোভন-বিষয়। ধ্যেয় ও ধারণযোগ্য বস্তু না থাকিলে ধারণা ও ধ্যানের সাফল্য কোথায়? দেখিতেও পাওয়া যায় যে, অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের প্রকটলীলার সময়েরই মত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-

সাক্ষাৎকার ও প্রেমরূপ ফললাভ হয়। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধেও (কুরু, হিরণ্ময়, রমণক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিংপুরুষ ও ভারত)—এই নয়টী বর্ষমধ্যেই তত্তদবতারগণের উপাসনাদির বিষয় শ্রুত হয় ; যথা (ভা ৫।১৭।১৪) 'হে রাজন্ ! উক্ত নয়বর্ষেই পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ পুরুষগণের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্য অদ্যাপি আপনা হইতে অভিন্ন-স্বমূর্ত্তি (অর্থাৎ স্বরূপের দ্বারাই—প্রতীকরূপে নহে) সমূহের দ্বারা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। এই সন্নিধানও সাক্ষাৎ স্বরূপের, জানিতে হইবে ; কেননা, শ্রীপ্রদ্যুম্নাদিতে গতি-বিলাসাদি বর্ণিত হইয়াছে। শালগ্রামশিলাদিতে লক্ষণাদি-ভেদে নরসিংহ, বরাহ, বাসুদেব ইত্যাদি সংজ্ঞা-ভেদও রূপের নিত্যত্ব-ভেদেই হইয়া থাকে, যেহেতু তত্তদবতারের সান্নিধ্যহেতুই তত্তৎসংজ্ঞাভেদ। ভগবানের নিত্যরূপত্ব সম্বন্ধেও ভূরি ভূরি শাস্ত্রপ্রমাণ লক্ষিত হয়। পদ্মপুরাণে নির্ব্বাণ-খণ্ডে দৃষ্ট হয় যে, ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্ ! আমি তোমাকে আমার বেদগোপ্য স্বরূপ দর্শন করাইব, তাহা তুমি দর্শন কর।' ব্রহ্মা ভগবানের কৃপায় উক্ত বেদগোপ্য ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া বলিতেছেন,—'অনন্তর আমি মেঘশ্যামকান্তি একটী গোপবালককে দেখিলাম, তিনি কদম্বমূলে উপবিষ্ট, পীতবাস, সহাস্যবদন, গোপকন্যাগণদ্বারা পরিবেষ্টিত, গোপবালকগণসহ বিরাজিত, নিজেও গোপ ; আরও দেখিলাম,—'নবপল্লব-মণ্ডিত বৃন্দাবননামক বন।' ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রপ্রসঙ্গেও বর্ণিত আছে যে, যে মন্ত্রবিৎ সংযতচিত্তে অহর্নিশ এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তিনি গোপবেশধর শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া থাকেন—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতি ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের মঙ্গলাচরণে, স্কন্দপুরাণে দ্বারকা-মাহাত্ম্যে বলির প্রতি শ্রীপ্রহলাদ মহারাজের বাক্যাদিতেও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্ব, দ্বারকাদি-ধামে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব এইরূপ প্রমাণসংগ্রহরূপ বিস্তৃতির আর প্রয়োজন কি? কারণ, ভগবানের চিচ্ছক্তির প্রকাশতত্ত্ব ভগবানের ধাম-পরিকরাদিরই যখন নিত্যাবস্থান-হেতু 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব'মাত্র সাধিত হয়, তখন ভগবানের রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণের এবং স্বয়ংরূপ ভগবানের সম্বন্ধে আর কথা কি ? ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শপদার্থ যাঁহাতে অংশরূপে বর্ত্তমান, সেই কারণার্ণবশায়িরূপ প্রথম পুরুষ বা বিরাট্ নামক রূপ ধারণ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।৩।১) এই শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ-লিখিত ভাগবত-তাৎপর্য্য ও তন্ত্রভাগবত-বচন বিচার্য্য। এইরূপে "অপরিমিত শক্তিশালী, ধর্ম্মের পরিপালক, সর্ব্বগত, পরমেশ্বর শ্রীহরি সেই ব্রহ্মাস্ত্রতেজ প্রশমনপূর্ব্বক দর্শনকারী দশমাস বয়স্ক সেই পরীক্ষিতের নিকটে সেই গর্ভকোষ মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন"—ভাগবতীয় (১।১২।১১) এই শ্লোকের টীকায়ও শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেখানে ভগবান্ দৃষ্ট হইলেন, সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, তিনি অন্যত্র গেলেন না ; কেননা, তিনি বিভু—সর্ব্বগত। ব্রহ্মসূত্রের (২।৩।৪৮) ভাষ্যে শ্রীমধ্বপাদ যে চতুর্ব্বেদশিখার শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেও দৃষ্ট হয়—'আমিই (ভগবান্ই) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি ; আমি শতপ্রকার ও সহস্র প্রকার, আমি অপরিমিত এবং আমি অনন্ত। এই সকল অবতারগণ প্রাকৃত লোকের ন্যায় জাত হন না। তাহাদের মত ইহাদের মৃত্যুও নাই, ইহাদের অজ্ঞানবন্ধ অথবা মুক্তি নাই। ইহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, শ্রেষ্ঠ ও পরমানন্দময়। শ্রীনৃসিংহপুরাণাদিতেও বিষ্ণুর অনাদিমূর্ত্তত্ব ও শ্রীনৃসিংহবিগ্রহের নিত্যত্বসম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়—'ঋতং সত্যং পরংব্রহ্ম পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহম্'—নৃসিংহবিগ্রহ নিত্য, সত্য, সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রেও শ্রীমৎস্যাদেবাদির পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠলোক আছে বলিয়া শ্রুত হয়। অতএব স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে অন্যরূপ সম্ভাবনা হইবে, এইরূপ জ্ঞান অনাদি ভগবদ্বহির্ম্মুখতা পাষণ্ডতা বা বিষ্ণুবিরোধমূলা বুদ্ধি হইতেই উত্থিত হয়। এইরূপ পাষণ্ডতার আশঙ্কা

করিয়াই শ্রীশুকদেব দুর্ব্বুদ্ধি লোকগণের বোধের জন্য ভাগবত-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেই (২।৪।২০) শ্রীকৃষ্ণকে 'অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের পালক, আশ্রয়, সাধুগণের একমাত্র রক্ষক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্'—এই বাক্যে স্তব করিয়া নিত্য-চিদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহার উপাস্য, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবিষয়ে আরও বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' দ্রষ্টব্য (শ্রীজীব) ॥২৯॥

অস্মাল্লোকাদুপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্।
অর্হত্যুদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রত্যাত্মবতাং বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মাৎ লোকাৎ (মর্ত্ত্যলোকাৎ) ময়ি উপরতে (স্বধামগতে সতি) সম্প্রতি আত্মবতাং বরঃ (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ) উদ্ধবঃ এব অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মদাশ্রয়ং (ভাগবতং) জ্ঞানম্ অর্হতি (জ্ঞানযোগ্যো ভবতি নান্যঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আমি এই প্রাপঞ্চিকলোক হইতে উপরত হইলে ইদানীং আত্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমার আশ্রিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে অবগত হইবার যোগ্য হইবেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাৎ প্রাপঞ্চিকাল্লোকাদুপরতে স্বীয়-রূপগুণলীলামাধুর্য্যবৃষ্টিভ্যো বিরতে সতি অহমেবা-শ্রয়ো যস্য তৎ অহং যজ্জানামি তদুদ্ধবোঽপি জ্ঞাতু-মর্হতীত্যর্থঃ। মাং দিদৃক্ষূন্ মন্মুখাজ্‌জ্ঞানং জিজ্ঞা-সূন্ বদরিকাশ্রমবাসিনো মুনীন্ মৎপ্রতিমূর্ত্তিত্বেন জ্ঞানং গ্রাহয়িতুমিতি ভাবঃ। আত্মা অহমেব স্বামিত্বেন বর্ত্তে যেষাং তেষামাত্মবতাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মাৎ লোকাদ্ উপরতে' —এই প্রাপঞ্চিক লোক হইতে, 'উপরতে'—বলিতে নিজ রূপ, গুণ, লীলার মাধুর্য্য-বর্ষণ হইতে বিরত হইলে, 'মদাশ্রয়ম্'—আমিই যাহার (যে জ্ঞানের) আশ্রয়, তাহা (সেই জ্ঞান), অর্থাৎ আমি যাহা জানি, তাহা উদ্ধবও জানিবার যোগ্য, এই অর্থ। আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং আমার নিকট হইতে জ্ঞান লাভের ইচ্ছুক বদরিকাশ্রম-বাসী মুনিগণকে আমার প্রতিমূর্ত্তি-রূপে জ্ঞান প্রদান করাইতে (উদ্ধবই যোগ্য) —এই ভাব। 'আত্মবতাং'—আত্মা বলিতে আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) 'স্বামিত্বেন'—প্রভুরূপে বর্ত্তমান যাঁহাদের নিকট, সেই আত্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (উদ্ধবই) ॥ ৩০ ॥

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধবঃ অণু অপি মন্ন্যূনঃ নঃ (মত্তঃ সকাশাৎ ঈষদপি ন্যূনঃ ন ভবতি) যৎ (যস্মাৎ সঃ) প্রভুঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) গুণৈঃ ন অর্দ্দিতঃ (বিষয়ৈঃ ন ক্ষোভিতঃ) অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) লোকং মদ্বয়ুনং (মদ্বিষয়ং জ্ঞানং) গ্রাহয়ন্ (লোকস্য উপদিশন্) ইহ (ভূতলে) তিষ্ঠতু ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন, যেহেতু ইনি গোস্বামী—বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না ; এইজন্য এই ব্যক্তিই মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোক-দিগকে উপদেশপূর্ব্বক এই জগতে অবস্থান করুন্ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপ্রতিমূর্ত্তিত্বে উদ্ধবস্য যোগ্যতামাহ অণ্বপি—মত্তঃ সকাশাদীষদপি ন ন্যূনঃ যদ্‌যস্মাৎ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ। ননু জগত্যস্মিন্ গুণাতীতাঃ পরঃ-সহস্রা জীবন্মুক্তা গুণৈরনর্দ্দিতা এব সন্তি, তেন কিং তেষাং ভগবৎসাম্যং ? সত্যং, তর্হ্যেবং ব্যাখ্যেয়ং— গুণৈরপ্রাকৃতৈর্বলবুদ্ধিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিভির্নার্দ্দিতঃ তেষাং বেগধারণসামর্থ্যমেব তৈরনর্দ্দিতত্বমত্র জ্ঞেয়ম্ ; যথা কামাদি-বেগধারণসামর্থ্যমেব কামাদ্যনর্দ্দিতত্বমুচ্যতে। উদ্ধবো হি অধিরথযূথপেষু মুখ্য ইত্যুচ্যতে। তদপি ন ক্কাপি তাদৃশস্যাপ্রাকৃতস্য বলস্যাবিষ্কারঃ কৃত ইতি বলবেগধারণং এবং বুদ্ধ্যাদীনামপি বেগধারণং জ্ঞেয়-মেতদেবাসাধারণ্যম্। প্রভুঃ অহমিব বশীকৃতমায়ঃ ইত্যর্থঃ। মদ্বয়ুনং মজ্‌জ্ঞানম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজের প্রতিমূর্ত্তিত্বরূপে উদ্ধ-বের যোগ্যতা বলিতেছেন—'অণ্বপি'—আমার অপেক্ষা ঈষৎ মাত্রও (উদ্ধব) ন্যূন নহে, যেহেতু সে সত্ত্বাদি মায়াগুণের দ্বারা (কখনই ক্ষুব্ধ হয় না)। যদি বলেন—দেখুন, এই জগতে গুণাতীত সহস্র সহস্র জীবন্মুক্তগণ মায়িক গুণের দ্বারা পীড়িত না হইয়াই অবস্থান করিতেছেন, সেই বলিয়া কি তাঁহা-

দের ভগবানের সহিত সাম্যত্ব হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, অতএব এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—গুণ বলিতে অপ্রাকৃত বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির দ্বারা 'অর্দ্দিত' অর্থাৎ পীড়িত না হওয়া, সেই সকলের বেগধারণের সামর্থ্যকেই এখানে তাহাদের দ্বারা 'অনর্দ্দিতত্ব'—অপীড়িতত্ব (ক্ষোভ-রহিতত্ব) জানিতে হইবে, যেমন কামাদির বেগধারণের সামর্থ্যকেই কামাদির দ্বারা অক্ষুব্ধতা বলা হয়। উদ্ধব অধিরথ-যূপপতিগণের মধ্যে মুখ্য—ইহা বলা হইয়াছে। তাহা হইলেও কোথাও তাঁহার তাদৃশ অপ্রাকৃত বলের আবিষ্কার দেখান হয় নাই—ইহাই বলের বেগ-ধারণ। এইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতিরও বেগধারণ জানিতে হইবে, ইহাই উদ্ধবের অসাধারণ্য। 'প্রভুঃ' —বলিতে আমি যেমন মায়াকে বশীভূত করিয়াছি, সেইরূপ উদ্ধবও—এই অর্থ। 'মদ্‌বয়ুনং'—মদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আমার জ্ঞান ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—উত্তমৈরধিকত্বং বা সাম্যং বা বিজয়োঽপি বা।
উচ্যতেঽপি তু নীচানাং মোহার্থং বাপ্যুপেক্ষয়া॥
দৃষ্ট্যনুসারাদ্বা মূঢ়ঃ কিঞ্চিৎসাম্যেন বা কুচিৎ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩১ ॥

তথ্য—আমা হইতে ন্যূন নহে বলিয়া গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা অর্দ্দিত অর্থাৎ পীড়িত নহে অর্থাৎ উদ্ধব *আমার ন্যায় গুণাতীত। 'প্রভু'-অর্থে সর্ব্বার্থ-সমর্থ ;* 'মদ্বয়ুন'—মদ্বিষয়কজ্ঞান ; 'গ্রাহয়ন্'—গ্রহণ করাইয়া ইহা দ্বারা বদরিকাশ্রমাগত সেই সেই মহামুনিগণকে পর্য্যন্ত (শ্রীজীব)। 'গুণ'-শব্দে রূপরসাদি বিষয়সমূহ ; অর্দ্দিত—ক্ষোভিত (শ্রীধর)।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে—যদ্‌গুণৈঃ—যস্য উদ্ধবস্য গুণৈঃ প্রভুরপ্যহং ন অর্দ্দিতঃ ন যাচিতঃ ; যদ্বা, যৎ যস্মাৎ, উদ্ধবঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ ন অর্দ্দিতঃ ন পীড়িতঃ গুণাতীত ইত্যর্থঃ ; তত্র হেতুঃ—প্রভুঃ ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ (শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু)। নোদ্ধব ইতি—ময়া সার্দ্ধং তুলায়ামারোপিতা লেশেনাপি ন ন্যূন ইত্যর্থঃ (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ)।

অর্থঃ—যে উদ্ধবের গুণে 'প্রভু' হইয়াও আমি যাচিত হই নাই ; অথবা যেহেতু, উদ্ধব সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা পীড়িত হন নাই অর্থাৎ তিনি আমারই ন্যায় গুণাতীত ; তাহার কারণ এই যে, তিনি প্রভু অর্থাৎ ভক্তিরসাস্বাদে নিপুণ (শ্রীরূপ)। যদি উদ্ধবকে আমার সহিত তুলাদণ্ডে মাপা যায় তাহা হইলে উদ্ধব আমা অপেক্ষা লেশমাত্রও ন্যূন হইবেন না (বলদেব)। (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥"

তত্ত্ব ভাগবতেঽবহম্—(ভাঃ ১১।১৬।২৯)। 'বয়ুন' —বীয়তে গম্যতে প্রাপ্যতে বিষয়োঽনেনেতি অর্থাৎ যাহার বলে বিষয়লাভ হয়, জ্ঞান। ভাঃ ১০।৮।৩০ শ্লোকের শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ প্রকৃত্যতীত বলিয়া গুণাভিভূত হন না। প্রাপঞ্চিক গুণসমূহ চিন্ময় বস্তুর স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ভগবদ্ভক্ত নশ্বর রূপ, রস, গন্ধাদিতে আক্রান্ত হইতে পারেন না। ভগবান্ গুণাতিরিক্ত ভক্তের উপাস্যবস্তু, তজ্জন্য অচিৎ, প্রাকৃত গুণদ্বারা ভক্তগণ তাঁহাকে নশ্বর ভোগ্য-বস্তু মনে করেন না। কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব গুণাতীত ভগবদ্বস্তুর উপাসক বলিয়া তিনিও গুণাভিভূত হন না। তিনিই জগতে কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করিয়া সেবোন্মুখ ভক্তের মঙ্গল সাধন করেন ॥ ৩১ ॥

এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা।
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিলোকগুরুণা শব্দযোনিনা (বেদকর্ত্রা ভগবতা) এবং (অনেন অভিপ্রায়েণ ইত্যর্থঃ) সন্দিষ্টঃ (আজ্ঞাপিতঃ উদ্ধবঃ) বদর্য্যাশ্রমম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) সমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) হরিং ঈজে (পূজয়ামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ত্রিলোকগুরু বেদকর্ত্তা ভগবৎকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন এবং সমাধিযোগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনেন প্রকারেণ ত্রিলোকস্থানাং গুরুণা কেষাঞ্চিদবশিষ্টানাং বদরিকাশ্রমবাসিনামুদ্ধব-দ্বারাপি গুরুণেত্যর্থঃ। শ্রুতদেবাদিমিলনার্থং বাণাদ্যসুরজয়ার্থং পারিজাতাদি-নয়নার্থং ব্রাহ্মণপুত্রা-দ্যানয়নার্থং দেবকীপুত্রাদ্যানয়নার্থঞ্চ প্রায়ো মিথিলাদি-

সমস্ত-ভূতলস্বর্গবৈকুণ্ঠসুতলাদীন্ গচ্ছতা স্বদর্শনেন স্ব-শ্রীমুখজ্ঞানোপদেশেন চ তত্রত্যান্ কৃতার্থয়তাপি ভগবতা বদরিকাশ্রমানাগমনাৎ তত্রত্য ঋষিজনানামপ্যুৎকণ্ঠামনুস্মৃত্য তত্রোদ্ধবঃ প্রস্থাপিতঃ কচিৎ কল্পে বদরিকাশ্রমোঽপি স্বয়ং তেনৈব গত ইতি চেত্তদা উদ্ধবোঽপি তত্র ন প্রস্থাপিত ইতি জ্ঞেয়ম্। সংদিষ্ট ইতি কশ্চিৎ সন্দেশোঽপি প্রেষিতঃ। ইমং সন্দেশং নরনারায়ণাভ্যাং দেহীতি সন্দেশবিষয়ীকৃত ইত্যর্থঃ। স চ নোদ্ধবোঽন্বপীতি পদ্যমেব শব্দযোনিনাং শব্দানাং বেদলক্ষণানামপি যোনিরুৎপত্তির্যত ইতি বেদেষ্বপ্যনুপলভ্যজ্ঞানং ভগবান্ জানাতীতি ধ্বনিঃ। তচ্চোদ্ধবে ন্যস্তমিত্যনুধ্বনিঃ। উদ্ধবমুখান্নরনারায়ণৌ তদেব প্রাপ্স্যত ইতি প্রত্যনুধ্বনিঃ। সন্দেশপত্রী চ স্বস্তি শ্রীমন্নরনারায়ণৌ প্রতি বিজ্ঞাপনঞ্চেদম্। সপাদশতবর্ষপর্য্যন্তৈব মৎপ্রকটপ্রকাশগতা লীলা ভবেৎ তন্মর্য্যাদা চ। সম্প্রতি বৃত্তেতি দ্বারকায়াং সপরিকরেণ ময়া অন্তর্ধীয়তে প্রভাসঞ্চ গত্বা অবতারিতান্ দেবাদীনাধিকারিকভক্তান্ প্রতি স্বাস্পদেষু প্রস্থাপ্য ব্রহ্মপ্রার্থিতেনৈকেনাংশেন বৈকুণ্ঠে সার্জ্জুনেনাংশেনালক্ষিতং যুষ্মৎপদে চ গম্যতে। কিঞ্চ, মৎপূর্ণস্বরূপদর্শনস্যোৎকণ্ঠানাং যুষ্মাকং কৃতে মৎপ্রিয়পার্ষদ-মুখ্যোঽস্মিন্নুদ্ধবে স্বসারূপ্যসাদ্‌গুণ্যে অর্পিতে যতঃ নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ। অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু" ইত্যেষা। ইহ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং ত্রিলোকগুরুণা'—এই প্রকারে স্বর্গাদি তিন লোকের গুরু (উপদেষ্টা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক), তন্মধ্যে কোন কোন অবশিষ্ট বদরিকাশ্রম-বাসিগণের উদ্ধব-দ্বারাও উপদেষ্টা কর্ত্তৃক, এই অর্থ। শ্রুতদেব (বহুলাশ্ব) প্রভৃতির সহিত মিলনের জন্য, বাণ প্রভৃতি অসুরদিগের জয়ের নিমিত্ত, পারিজাতাদি কুসুম আহরণের জন্য, ব্রাহ্মণপুত্রাদির আনয়নের জন্য এবং দেবকীর পুত্রাদির আনয়নের নিমিত্ত প্রায়ই মিথিলাদি সমস্ত ভূতল, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, সুতল প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক নিজ দর্শনের দ্বারা এবং নিজ শ্রীমুখে জ্ঞানোপদেশের দ্বারা, সেই সেই স্থান-নিবাসিগণের ভগবান্ কৃতার্থ করিলেও বদরিকাশ্রমে আগমন না করার জন্য সেখানকার ঋষিগণের উৎকণ্ঠা স্মরণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ) উদ্ধবকে পাঠাইলেন। কোন কল্পে যদি স্বয়ং ঐ রূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) বদরিকাশ্রমে গমন করেন, তৎকালে উদ্ধবও তথায় প্রেরিত হন না, ইহা বুঝিতে হইবে। 'সন্দিষ্টঃ'—অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া, ইহা বলায় কোন সংবাদও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ (লিখিত পত্র)—নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে প্রদান করিবে, এইরূপ সংবাদের বিষয়ীকৃত করিলেন, এই অর্থ। তাহা 'নোদ্ধবোঽণ্বপি'—অর্থাৎ 'উদ্ধব আমা অপেক্ষা ন্যূন নহে'—এই পদ্যই। 'শব্দযোনিনা'—বেদলক্ষণ শব্দসমূহেরও 'যোনিঃ' অর্থাৎ উৎপত্তি যাঁহা হইতে, সেই ভগবান্ কর্ত্তৃক। ইহাতে বেদসমূহেও অনুপলভ্য জ্ঞান ভগবান জানেন—ইহা ধ্বনি। তাহা উদ্ধবে ন্যস্ত—ইহা অনুধ্বনি। উদ্ধবের নিকট হইতে নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় তাহাই প্রাপ্ত হইবেন—ইহা প্রত্যনুধ্বনি।

শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ-পত্র (বার্ত্তা) এই প্রকার ঃ—"স্বস্তি (মঙ্গলময়) নর ও নারায়ণের প্রতি বিজ্ঞাপন এইরূপ—সপাদ শতবর্ষ (একশত পঁচিশ বৎসর) পর্য্যন্ত আমার প্রকট প্রকাশকালীন লীলা হইবে এবং তাহাই মর্য্যাদা (সীমা) সম্প্রতি তাহা সমাপ্ত হওয়ায় আমি সপরিকরে দ্বারকাতে অন্তর্হিত হইতেছি ; আর, প্রভাস-তীর্থে গমন করিয়া অবতারিত আধিকারিক ভক্ত দেবগণকে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করিয়া, ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে এক অংশে বৈকুণ্ঠে এবং এক অংশে অর্জ্জুনের সহিত অলক্ষিতভাবে তোমাদের স্থানে (বদরিকাশ্রমে) অবস্থিত রহিয়াছি। আরও, আমার পূর্ণস্বরূপ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত তোমাদের নিমিত্ত, আমার প্রিয় পার্ষদগণের মধ্যে মুখ্য এই উদ্ধবে আমার সারূপ্য, সাদ্‌গুণ্য অর্পিত হইয়াছে—যেহেতু "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো" ইত্যাদি (৩১ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) অর্থাৎ উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহে, কারণ বিষয় দ্বারা ইঁহার ক্ষোভ জন্মে না। অতএব এই উদ্ধবই মৎসংক্রান্ত জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ দিয়া এই ভূতলে অবস্থিতি করুক।—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের

সন্দেশ-পত্রী। এই শ্লোকে 'ইহ'—বলিতে এই বদরিকাশ্রমে ॥ ৩২ ॥

বিদুরোঽপ্যুদ্ধবাৎ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য কর্ম্মাণি শ্লাঘিতানি চ ॥ ৩৩ ॥
দেহন্যাসঞ্চ তস্যৈবং ধীরাণাং ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্।
অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥
আত্মানঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতম্।
ধ্যায়ন্ গতে ভাগবতে রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ (পরীক্ষিৎ)! বিদুরঃ অপি উদ্ধবাৎ (উদ্ধবমুখাৎ) ক্রীড়য়োপাত্তদেহস্য (লীলার্থং ধৃতশরীরস্য) পরমাত্মনঃ কৃষ্ণস্য শ্লাঘিতানি (প্রশস্যানি) কর্ম্মাণি চ শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) এবং ধীরাণাং (সুধিয়াং) ধৈর্য্যবর্দ্ধনং (পাণ্ডিত্যবিধায়কং) বিক্লবাত্মনাং (অধীরচিত্তানাং) অন্যেষাং পশূনাং (পশুতুল্যানাং জনানাং) দুষ্করতরং (অতীব অচিন্ত্যং) তস্য (ভগবতঃ) দেহন্যাসং (তিরোধানং চ শ্রুত্বা) আত্মানং কৃষ্ণেন মনসেক্ষিতং চ (চিন্তিতং চ জ্ঞাত্বা) ভাগবতে গতে (উদ্ধবে প্রস্থিতে সতি) ধ্যায়ন্ (তত্তৎ স্মরন্) প্রেমবিহ্বলঃ (ভগবদ্ভক্ত্যা তদ্বিরহেণ কাতরঃ) রুরোদ (চক্রন্দ) ॥ ৩৩-৩৫ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! লীলার্থ মানবের ন্যায় শরীরপরিগ্রহকারী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসনীয় লীলাসমূহ এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট-লীলা—যাহা পণ্ডিতগণের প্রেমবর্দ্ধক, কিন্তু অধীরচিত্ত পশুস্বভাব ভগবদ্বহির্ম্মুখ পাষণ্ডকুলের দুর্ব্বিভাব্য, সেই সকল কথা—উদ্ধবমুখে শ্রবণ করিয়া এবং আপনাকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মনের দ্বারা চিন্তিত জানিয়া, উদ্ধব চলিয়া যাইবার পর বিদুর ঐ সকল কথা ধ্যান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান নিবন্ধন প্রেম-বিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রীড়য়ৈব কর্ত্র্যা উপ আধিক্যেন আত্তো গৃহীতো দেহো যস্য তস্য লীলাশক্তেরধীন এব স তস্য দেহস্তয়ৈব শক্ত্যাবির্ভাব্যতে চান্তর্দ্ধাপ্যতে চেতি ভাবঃ। তথা এবমনেন প্রকারেণ তস্য ধীরাণাং যাদবাদীনাম-পি দেহানাং ন্যাসং দ্বারকায়ামপ্রকটপ্রকাশেঽর্পণম্। প্রভাসে চ পুনস্ত্যাগং শ্রুত্বা কীদৃশং ধৈর্য্যবর্দ্ধনং তথা শ্রুত্বৈব বিদুরো হৃদি ধৈর্য্যমবধ্নাদিত্যর্থঃ; যদ্বা, তদপি ধৈর্য্যচ্ছেদনং বর্দ্ধচ্ছেদনে। পুনঃ কীদৃশং অন্যেষাম-ভক্তানাং যোগিনামপি অতিশয়েন দুষ্করম্। একত্র দেশে দেহস্যান্তর্দ্ধানমন্যত্র দেশে ত্যাগস্তেন লোকে জ্ঞাপ-নমিতি যোগিভির্দুষ্করমিত্যর্থঃ। পশূনামিতি ভক্ত্য-ভাবাদিতি ভাবঃ। বিক্লবাত্মনামেবং কর্ত্তুং ব্যাকুল-মনসাং আত্মানং স্বম্ ॥ ৩৩-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রীড়য়া উপাত্তদেহস্য'—ক্রীড়া (ভগবানের লীলা), এখানে কর্ত্রী, অর্থাৎ ক্রীড়ার দ্বারা আধিক্যরূপে যাঁহার দেহ গৃহীত হই-য়াছে, সেই লীলাশক্তির অধীনই তিনি, তাঁহার দেহ সেই শক্তির দ্বারা আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হইতেছে, এই ভাব। সেইরূপ এইপ্রকারে অর্থাৎ লীলাশক্তির দ্বারা ধীর যাদবগণেরও 'দেহন্যাসং'—দেহসকলের ন্যাস, অর্থাৎ দ্বারকায় অপ্রকট প্রকাশে অর্পণ। এবং পুনরায় প্রভাসে ত্যাগ শ্রবণ করিয়া কি প্রকার 'ধৈর্য্য-বর্দ্ধনং'—তাহা শ্রবণ করিয়াই বিদুর হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন, এই অর্থ। অথবা ধৈর্য্যবর্দ্ধন বলিতে ধৈর্য্যের ছেদন (শিথিলতা), এখানে বর্দ্ধ-ধাতু ছেদন অর্থে। পুনরায় কি প্রকার? 'অন্যেষাং'—অন্যান্য অভক্তগণের, যোগিদিগেরও 'দুষ্করতরং'—অতিশয় দুষ্কর। এক প্রদেশে দেহের অন্তর্দ্ধান, অন্য প্রদেশে (দেহ) ত্যাগ-রূপে লোকদের জানান—ইহা যোগি-গণেরও দুষ্কর, এই অর্থ। 'পশূনাম্'—অর্থাৎ ভক্তির অভাব-বশতঃ পশুতুল্য জনগণের (পক্ষে তাহা বড়ই কষ্টকর)—এই ভাব। 'বিক্লবাত্মনাম্'—এই প্রকার করিতে ব্যাকুলচিত্ত যাহাদের (তাহাদের পক্ষেও দুষ্কর)। 'আত্মানং'—বলিতে নিজেকে (অর্থাৎ বিদুরও উদ্ধবের নিকট হইতে সেই সকল শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার বিষয় ভাবিয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া, উদ্ধব চলিয়া গেলে প্রেমে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বিবৃতি—ভগবানের নিত্যচিন্ময় লীলার প্রপঞ্চে প্রাকট্য এবং অপ্রাকট্য অচঞ্চল ভক্তগণের ধৈর্য্য বর্দ্ধন করে। ভক্তগণ নিত্যলীলাময় ভগবানের অহৈতুকী কৃপা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিদ্ধামে নিত্যপ্রাকট্য ও জাগতিক নশ্বর ভূমিকায় কালগত সৌভাগ্য ও দুরদৃষ্ট বিচার করেন। অভক্তগণ

ইতরপ্রাণীসদৃশ অক্ষজজ্ঞানে নির্ভর করিয়া ভগবানকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অন্যতম জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বিভাব্য-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইতে অসমর্থ। সুকৃতির অভাবে তাহাদের ভগবানের নিত্যলীলার ধারণা হয় না।।৩৪।।

কালিন্দ্যাঃ কতিভিঃ সিদ্ধ অহোভির্ভরতর্ষভ।
প্রাপদ্যত স্বঃসরিতং যত্র মিত্রাসুতো মুনিঃ ।। ৩৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) ভরতর্ষভ (কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ)! (মহাভাগবতঃ বিদুরঃ) কতিভিঃ (কতিপয়ৈঃ) অহোভিঃ (দিবসৈঃ) সিদ্ধ (বাস-নিষ্পন্নে সতি) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ সকাশাৎ) স্বঃসরিতং (স্বর্গনদীং গঙ্গাং) প্রাপদ্যত (প্রাপ্তঃ) যত্র (যস্মিন্ গঙ্গাতীরে) মিত্রাসুতঃ (মৈত্রেয়ঃ) মুনিঃ (বর্ত্ততে) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পরমভাগবত বিদুর কতিপয় দিবস কালিন্দীর তীরে বাসপূর্ব্বক তথা হইতে যে স্থানে মৈত্রেয় ঋষি বাস করেন, সেই সুরধুনীর তীর-ভূমিতে গমন করিলেন ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—কালিন্দ্যাঃ সকাশাৎ কতিভিরহোভিঃ সিদ্ধে নিষ্পন্নে সতি ভাবে ক্তঃ। কতিষু অহঃসু বৃত্তেষু সৎস্বিত্যর্থঃ, স্বঃসরিতং গঙ্গাং প্রাপদ্যত প্রাপ্তঃ ।।৩৬।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়েঽত্র চতুর্থোঽপি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালিন্দ্যাঃ'—কালিন্দীর তীরে, 'কতিভিঃ অহোভিঃ সিদ্ধঃ'—অর্থাৎ কতিপয় দিবস বাস সম্পন্ন হইলে। 'সিদ্ধঃ'—শব্দ এখানে ভাবে ক্ত-প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ কিছুদিন অতিক্রান্ত হইলে, এই অর্থ। 'স্বঃ-সরিতং'—স্বর্গঙ্গা ভাগীরথী-তীরে গমন করিলেন, (যেখানে মৈত্রেয় মুনি উপস্থিত ছিলেন) ।। ৩৬ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৪ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর কৃত শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩।৪ ।।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং
মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ
পপ্রচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ।। ১ ।।

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

পঞ্চম অধ্যায়ে বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে পরিপ্রশ্ন করিলে মুনিপ্রবর, বিদুরের নিকট ভগবানের লীলা মহদাদির সৃষ্টি এবং তৎসহ হরির স্তুতি কীর্ত্তন করিলেন।

বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট পুরুষগণের ঐকান্তিক কর্ত্তব্য, ভগবজ্‌জ্ঞান, পুরুষরূপে অবতারগ্রহণকারী ভগবানের লীলা ও সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া, পুনরায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে যোগমায়াতে শয়ন, ব্রহ্মাদিরূপে প্রকাশ, মৎস্য-কুর্ম্মাদি নৈমিত্তিকাবতাররূপে বিবিধ লীলা, স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদি-লোক, প্রাণিসকলের বর্ণাশ্রম কর্ম্মে অধিকার ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাই-

লেন। বিদুর আরও বলিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিষয় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণ তৃপ্ত হইয়াছে—কারণ উহা অতি অকিঞ্চিৎকর সুখজনক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকথামৃতপানে কেহই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না—উহা উত্তরোত্তর লালসাবর্দ্ধক। সেই কৃষ্ণকথা সাধুসমাজে নারদাদিবিদ্বজ্জনকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হন—উহা গৃহাসক্তির ছেদক। মহর্ষি বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃত মনুষ্যগণের মতি ধর্ম্মার্থকামবিষয়ক কথা-বর্ণনদ্বারা হরিকথায় নীত হইয়াছে। তাহাতে একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণেরই মতি শ্রীকৃষ্ণে বিবর্দ্ধমানা হইয়া ধর্ম্মার্থকামাদিতে বিরক্তি জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু যে সকল মূঢ়লোকে ভারতাখ্যানের তাৎপর্য্যগ্রহণে অনভিজ্ঞ, তাহারা শোচ্যগণেরও শোচনীয়। অতএব বিদুর মৈত্রেয়মুনির নিকটে নিখিলকথার সারভূত শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মৈত্রেয়মুনি তখন বিদুরকে বলিতে লাগিলেন,—হে বিদুর! আপনি কৃষ্ণগতপ্রাণ, আপনার প্রশ্নদ্বারা জগতের অনেক উপকার হইবে। আপনি পূর্ব্বজন্মে যমরাজ ছিলেন, মাণ্ডব্যমুনির শাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে ব্যাসদেবের বীর্য্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আপনি শ্রীহরির চিহ্নিত ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠগমনসময়ে আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থ আমাকে আদেশ করিয়া যান। আমি আপনার নিকট ভগবানের স্বাংশমায়া-বিস্তারিতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়লীলা বর্ণন করিতেছি।

এই জৈবজগৎ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সৃষ্টির ইচ্ছা ভগবানেই লীন থাকাতে ভগবান্ বৈকুণ্ঠাদি নানা-বৈভবযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে এক অদ্বয়তত্ত্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই বিশ্বও প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষেই লীন ছিল। তখন সৃষ্টির সহায়কারিণী মায়াশক্তি তাঁহাতে সুপ্তাবস্থায় ছিল, কিন্তু চিচ্ছক্তি তাঁহাতে নিত্যই প্রকাশমতী। দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের কার্য্যকারণরূপা শক্তিই মায়া—তাহার দ্বারাই বিশ্ব প্রকটিত হয়। অধোক্ষজ ভগবানের মায়ার উপর কোনও কার্য্য নাই। তিনি তাঁহার চিদ্বিলাসযুক্ত নিত্যধামে স্বরাট্পুরুষরূপে নিত্য সেবিত। কিন্তু তাঁহারই স্বাংশভূত প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণব-শায়ীর দ্বারা তিনি অব্যক্ত প্রকৃতিতে চিদাভাস আধান করান। তখন অব্যক্ত মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব বিকৃত হইলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়; সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও বৈকারিক দেবতাগণ উৎপন্ন হন। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ বিকারপ্রাপ্ত রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং তামস অহঙ্কার বিকৃত হইলে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, তাহা রূপান্তরিত হইলে বায়ুর সৃষ্টি হয়। বায়ু আকাশের সহিত মিলিত হইয়া রূপতন্মাত্র জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ বায়ুর সহিতমিলিত হইয়া রসতন্মাত্র জল, জল জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া ভগবদ্দৃষ্টিগোচরীভূত ও বিকারপ্রাপ্ত কাল ও মায়াসংযোগে গন্ধগুণাত্মিকা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া থাকে। আকাশে শব্দ; বায়ুতে স্পর্শ ও শব্দ; তেজে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; জলে রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এবং ভূমিতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী গুণই বিরাজিত। মহদাদির অভিমানী দেবতাসকল বিষ্ণুর অংশ। বিকৃতি, বিক্ষেপ ও চেতনা প্রভৃতি গুণসকল তাঁহাদিগের মধ্যে বিরাজিত। ঐ সকল দেবতা পরস্পরসম্বন্ধাভাবহেতু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিতে অসমর্থ হইয়া ভগবান্‌কে স্তব করিলেন—হে ভগবন্! আমরা আপনার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি। যে-বেদশাস্ত্র অবলম্বনে লোকসমূহ আপনার পরমপদ অন্বেষণ করেন, সেই বেদ আপনার মুখপদ্ম, এবং লোকসকল যে গঙ্গাদেবীর আরাধনা করেন সেই গঙ্গা আপনার পাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত। বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণও শ্রবণপূর্ব্বিকা-ভক্তিদ্বারা তত্ত্ববিৎ হইয়া থাকেন। অক্ষজজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিগণ আপনার পরমকৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না। আপনার কথামৃতপানে রত পুরুষগণ ভক্তিদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠে সেবাপরমানন্দ ও আনুষঙ্গিকভাবে জড়মুক্তিও লাভ করেন। কিন্তু জ্ঞান ও যোগাদিতে প্রয়াসশীল ব্যক্তিগণের কেবল ক্লেশলাভ ও আত্মবিনাশ সার হয়। আমরা আপনার অধীন হইয়াও পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবহেতু আপনার ক্রীড়োপকরণ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ। আপনিই সকলের আদ্যকারণ ও মহৎস্রষ্টা পুরুষরূপে মায়াতে বীর্য্য আধান করিয়া-

ছেন। এখন যে কার্য্যের জন্য আমরা উদ্ভূত হইয়াছি তাহা আদেশ করুন্।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—কুরূণাং ঋষভঃ (কৌরব-শ্রেষ্ঠঃ) অচ্যুতভাবসিদ্ধঃ (অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবেন সিদ্ধঃ) সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ (মৈত্রেয়স্য সৌশীল্যম্ আর্জ্জবাদি-গুণাশ্চ করুণাদয়ঃ তৈঃ অভিতৃপ্তঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) দ্যুনদ্যাঃ (স্বর্গনদ্যাঃ গঙ্গায়াঃ) দ্বারি (দ্বারে তীরে) আসীনম্ (উপবিষ্টং ন তু কর্ম্মব্যগ্রম্) অগাধবোধং (অগাধঃ অপরিছিন্নঃ বোধঃ যস্য তং) মৈত্রেয়ম্ উপসৃত্য (তৎসকাশং গত্বা) পপ্রচ্ছ (অজিজ্ঞাসত)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহেতু নির্ম্মলচিত্ত, মৈত্রেয়ের সরলতা-কারণ্যাদি গুণদ্বারা সন্তুষ্ট, কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর সুরধুনীর তীরে উপবিষ্ট, অপরিসীম জ্ঞানশালী মৈত্রেয়ঋষির সমীপে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চমে জগতঃ সৃষ্ট্যাদ্যপৃচ্ছৎ সুখদুঃখিনঃ।
ক্ষত্রা প্রত্যাহ মৈত্রেয়ঃ সর্গং তত্ত্বৈঃ স্তবং হরেঃ॥
ভঙ্গ্যা চতুর্ভিরধ্যায়ৈরাশ্রয়স্যাঙ্গিনঃ স্থিতিম্।
উক্ত্বা তদঙ্গেষূক্তোঽপি সর্গঃ স ব্যাসমুচ্যতে॥

দ্যুনদ্যা গঙ্গায়াঃ দ্বারি হরিদ্বারে আসীনং ন তু কার্য্যব্যগ্রম্। প্রথমান্তপাঠে—মৈত্রেয়স্য সৌশীল্যগুণৈঃ সন্তুষ্টঃ, দ্বিতীয়ান্তপাঠে—বিদুরস্য॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে বিদুর সুখ-দুঃখাত্মক জগতের সৃষ্ট্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার প্রত্যুত্তরে মহামুনি মৈত্রেয় শ্রীহরির স্তুতি ও মহদাদি তত্ত্বের সহিত সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করিলেন॥ চারিটি অধ্যায়ে ভঙ্গিক্রমে অঙ্গী আশ্রয়তত্ত্বের (ভগবানের) স্থিতি বর্ণনা করিয়া, তাহার অঙ্গ-সকলের সৃষ্টি উক্ত হইলেও সংক্ষেপে বলিলেন॥

'দ্যু-নদ্যাঃ দ্বারি'—স্বর্গীয় নদী গঙ্গার দ্বারে বলিতে হরিদ্বারে। 'আসীনং'—স্থিরভাবে উপবিষ্ট, কিন্তু কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত নহেন (এইরূপ মৈত্রেয় মুনিকে দেখিলেন)। 'সৌশীল্য-গুণাভিতৃপ্তঃ'—এই প্রথমান্ত পাঠে মৈত্রেয়ের সরলতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা সন্তুষ্ট বিদুর। দ্বিতীয়ান্ত পাঠে অর্থাৎ 'সৌশীল্য-গুণাভিতৃপ্তং'—এই পাঠে, বিদুরের সৌশীল্যাদি গুণের দ্বারা সন্তুষ্ট মৈত্রেয়কে; এই অর্থ॥ ১॥

তথ্য—দ্যুনদী—গঙ্গা, গঙ্গার দ্বারে অর্থাৎ হরিদ্বারে। (চক্রবর্ত্তী)। সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্ত—মৈত্রেয়ের আর্জ্জবাদি গুণাবলী ও করুণাদি গুণদ্বারা অতিতৃপ্ত বিদুর; 'সৌশীল্য-গুণ্যাভিতৃপ্তং' এই পাঠে বিদুরের সৌশীল্যাদি গুণদ্বারা সন্তুষ্ট মৈত্রেয়কে—এইরূপ অর্থ (শ্রীধর), মান প্রভৃতি প্রাপ্তির ইচ্ছারহিত (শ্রীজীব)॥ ১॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—লোকঃ সুখায় কর্ম্মাণি করোতি (কিন্তু) তৈঃ (কর্ম্মভিঃ) সুখং বা অন্যদুপারমং (অন্যস্য দুঃখস্য উপারমম্ উপশমং) বা ন বিন্দেত (লভেত) ততঃ (তৈঃ কর্ম্মভিঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) দুঃখম্ এব (বিন্দেত) অত্র (এবম্বিধে সংসারে) নঃ (অস্মাকং) যদ্‌যুক্তং (কর্ত্তুং যোগ্যং তৎ) ভগবান্ (সর্ব্বজ্ঞো ভবান্) বদেৎ (নিরূপয়তু)॥ ২॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর বলিলেন, হে মুনে, লোকসমূহ জড়সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জড়সুখ অথবা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু তৎ-সমুদায় হইতে পুনর্ব্বার দুঃখলাভই হইয়া থাকে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এই সংসারে আমাদের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন্॥ ২॥

বিশ্বনাথ—অত্র ভগবদুপদিষ্টং রহস্যং জ্ঞানমুদ্ধবাৎ প্রাপ্য স্বস্য তত্রাযোগ্যতাং মত্বা অতিনির্ব্বিণ্ণ এব বিদুরো মনসি পরামমর্শ। তস্যানুরক্তস্য মুনের্মুকুন্দঃ প্রমোদভারানতকন্ধরস্য। আশৃণ্বতো মামনুরাগহাসসমীক্ষয়া বিশ্রময়ন্নুবাচেত্যুদ্ধবোক্তেঃ। পরমান্তরঙ্গ-স্বভক্তচূড়ামণিমুদ্ধবমেব ভগবান্ রহস্যং স্বজ্ঞানমুপদিদেশ, ন তু শৃণ্বন্তমপি; মৈবম্। তদহং তজ্জ্ঞানার্থমিমমজানন্তং মহানুভাবং প্রথমং ন প্রার্থয়িষ্যন্ কিন্তু স্বজিজ্ঞাসিতমেব যৎকিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি।

যদি চ তদয়ং জানাতি তদা ভো বিদুর ত্বদর্থং ভগবতাহমাদিষ্টো ভগবৎপ্রোক্তং তস্যাজত্ব-জন্মবত্ত্বাদি-বিরোধপরিহারকমতিরহস্যজ্ঞানং ত্বং গৃহাণেতি স্বয়মেব বক্ষ্যতীত্যত আহ সুখায়েত্যাদি। তৈঃ কর্ম্মভিঃ সুখং বা অন্যৎ দুঃখোপশমনং বা উপরমং বৈরাগ্যং বা ন বিন্দেত; কিন্তু ভূয়োভূয়ঃ কৃতেভ্যস্তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যো দুঃখমেব অত্র প্রশ্নে যদ্যুক্তং তদুত্তরং নো অস্মান্ বদতু ভবান্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে ভগবানের উপদিষ্ট রহস্য জ্ঞান উদ্ধব হইতে প্রাপ্ত হইয়া নিজের সেই বিষয়ে অযোগ্যতা বিবেচনাপূর্ব্বক অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ হইয়াই বিদুর মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন। 'তস্যানুরক্তস্য' ইত্যাদি (পূর্ব্ব অধ্যায়ে ১০ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) উদ্ধব বলিয়াছেন—"মৈত্রেয় মুনি ভগবানের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ভক্তি ও আনন্দে অবনত মস্তক হইয়া শ্রবণ করিতে থাকিলে, তাঁহার সমক্ষে ভগবান্ মুকুন্দ অনুরাগ ও হাস্যযুক্ত অবলোকনে আমার শ্রান্তি দূর করিতে বলিলেন"—এখানে পরম অন্তরঙ্গ স্বভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকেই ভগবান্ রহস্যপূর্ণ নিজজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রবণকারী মৈত্রেয় মুনিকেও নহে, এইরূপ কখনই হইতে পারে না। অতএব আমি সেই জ্ঞান লাভের নিমিত্ত এই অজ্ঞাত মহানুভবকে প্রথমে প্রার্থনা করিব না, কিন্তু নিজের জিজ্ঞাসিতই যাহা কিছু প্রশ্ন করি। আর যদি ইনি জানেন, তাহা হইলে—"ওহে বিদুর! তোমার জন্য (অর্থাৎ তোমাকে বলিবার জন্য) ভগবান্ কর্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছি, শ্রীভগবানের প্রোক্ত তাঁহার অজত্ব, জন্মবত্ব প্রভৃতি বিরোধের পরিহারক অতিরহস্য জ্ঞান তুমি গ্রহণ কর"—এইরূপ নিজেই (মৈত্রেয় মুনি) বলিবেন। এইজন্য বলিতেছেন—'সুখায়' ইত্যাদি অর্থাৎ লোকসকল সুখের নিমিত্ত কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা সুখ, কিম্বা অন্য দুঃখের উপশমক, অথবা দুঃখের বিরতি বৈরাগ্য কিছুই লাভ করে না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত সেই সকল কর্ম্ম হইতে দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই প্রশ্নে যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহার উত্তর আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে বলুন ॥ ২ ॥

বিবৃতি—হরিসেবাবিমুখ কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের অবলম্বনে সংসারে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রপঞ্চের অবশ্য ভোক্তব্য ফললাভ করিয়া দুঃখ বৃদ্ধি করে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও নিত্যলীলার সন্ধান জানেন, তাঁহারাই জীবের নিত্যকর্ত্তব্যের উপদেশ দিতে সমর্থ হন। বিদুর মৈত্রেয়কে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ জানিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন ॥ ২ ॥

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবাৎ (প্রাচীনাৎ কর্ম্মণঃ নিমিত্তভূতাৎ) কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য (ভগবৎপরাঙ্মুখস্য অতঃ) অধর্ম্মশীলস্য (পাপাচারিণঃ অতঃ) সুদুঃখিতস্য জনস্য অনুগ্রহায় নূনং (নিশ্চিতং) জনার্দ্দনস্য (বিষ্ণোঃ) ভব্যানি (মঙ্গলানি) ভূতানি (পুরুষাঃ) চরন্তি (সংসারে বিচরন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অধর্ম্মনিরত, অত্যন্ত ক্লেশতপ্তজনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বভূতানুগ্রাহকা ভবদ্বিধা মহাভাগবতা এব তত্ত্বং জানন্তীত্যাহ—ভব্যানি ভূতানি মঙ্গলরূপা ভক্তাঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকল প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহকারী আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণই তত্ত্ব জানেন, ইহা বলিতেছেন—'জনস্য' ইত্যাদি। 'ভব্যানি ভূতানি'—ভব্য বলিতে মঙ্গলরূপ ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

তথ্য—বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি (ভাঃ ১১।১।২৮) ॥ ৩ ॥

বিবৃতি—দুর্ভাগ্যক্রমে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া নশ্বর জড়বিষয়সমূহ ভোগ করে। তাহাদের অপ্রাকৃত সেবা-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই সকল ভাগ্যহীন নরগণের সুকৃতির উদয়ের জন্য মহান্ত গুরুগণ প্রপঞ্চে অব-

তীর্ণ হন। অক্ষজজ্ঞানপ্রমত্ত বদ্ধজীবের পরিত্রাণ-কামনায় ভগবদ্ভক্তগণ কৃপাপরবশ হইয়া অধোক্ষজ-সেবায় জীবগণকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া মুক্তি প্রদান করেন ॥ ৩ ॥

———

তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ
সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে
জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) (হে) সাধুবর্য্য (সাধু-শ্রেষ্ঠ)! শং (সুখরূপং) বর্ত্ম (মার্গং) নঃ (অস্মান্) আদিশ (কথয়) যেন (যেন বর্ত্মনা) সংরাধিতঃ (সম্যক্ আরাধিতঃ) ভগবান্ পুংসাং ভক্তিপূতে (ভগবদ্ভক্ত্যা শুদ্ধে) হৃদি (মনসি) স্থিতঃ (সন্) সতত্ত্বাধিগমং (আত্মা পারোক্ষ্যং তৎসহিতং) পুরাণং (অনাদিবেদপ্রমাণকং) জ্ঞানং যচ্ছতি (দদাতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতএব হে সাধুশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়, আমাদিগকে সেই সুখস্বরূপ পথের বিষয় কীর্ত্তন করুন, যে পথে ভগবান্ সম্যগ্রূপে আরাধিত হইয়া আমাদের ভক্তিপূত-হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মানুভূতি-সহিত অনাদি-বেদপ্রমাণক জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শং সুখরূপং বর্ত্ম ভজনমার্গং নোহস্মানাদিশ। স প্রসিদ্ধো ভগবান্। তত্ত্বস্য—বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ ইত্যানেনোক্তস্য ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎস্বরূপস্যাধিগমো যস্মাত্তজ্জ্ঞানং যচ্ছতি। যদুক্তং (ভাঃ ১।২।১২)—তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়েতি। পুরাণং পুরাতনং ন মীমাংসাদিকমিবার্বাচীনম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শং'—সুখরূপ যে ভজনমার্গ, তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন। 'সঃ'—সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্। 'তত্ত্বাধিগমং'—'তত্ত্ব' বলিতে এখানে 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং'—ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-স্বরূপ জানিতে হইবে। তাহাদের অধিগম অর্থাৎ আবির্ভাব হয় যাহা হইতে, তাদৃশ জ্ঞান (ভগবান্ আরাধিত হইয়া ভক্তিপূত ভক্ত-হৃদয়ে) প্রদান করেন। যেমন প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি—"ভগবৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল যে মুনিগণের জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্তা ভক্তির উদয় হয়, তাঁহারাই সেই ভক্তির দ্বারা সেই তত্ত্ব নিজ হৃদয়ে দেখিতে পান।" 'পুরাণং'—বলিতে পুরাতন, কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসাদির ন্যায় অর্ব্বাচীন (আধুনিক) নহে ॥ ৪ ॥

তথ্য—'ভক্তিপূত'—'প্রেমবিমল'। সতত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব-বিষয়ক জ্ঞান (শ্রীজীব)। 'পুরাণ'—অনাদিবেদ-প্রমাণক (শ্রীধর)। পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাদির ন্যায় অর্ব্বাচীন নহে (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৪ ॥

বিবৃতি—বিদুর মৈত্রেয়কে বলিলেন,—আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ—আপনিই অকৈতব উপদেশ-প্রদানে সমর্থ। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি নানাপ্রকার সাধনপথ প্রপঞ্চে ভাগ্যহীনজনগণের জন্য রচিত হইয়াছে; সেইগুলি বদ্ধজীবের চরম কল্যাণ দিতে পারে না। ভক্তিই সুনির্ম্মল জীবাত্মার একমাত্র মঙ্গলময়ীবৃত্তি—ভক্তি অবলম্বন করিলে চিত্ত প্রেমবিহ্বল হয় এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদাবির্ভাবত্রয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ ঘটে। শ্রদ্দধান মুনিগণ শ্রুতগৃহীত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত-সেবাপ্রবৃত্তিক্রমেই চিন্ময়ী লীলার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লীলাময় ও তৎপরিকরমধ্যে স্ব স্ব নিত্য সেবাধিকার লাভ করেন। ভক্তির পথ জীবের নিত্য ধর্ম্ম। বদ্ধজীবের কর্ম্মফল-ভোগপ্রবৃত্তি-বিচারপর আগমাপায়ী কর্ম্মপথ সনাতন পথ নহে, ভক্তিই নিত্য সনাতন পথ ॥ ৪ ॥

———

করোতি কর্ম্মাণি কৃতাবতারো
যান্যাত্মতন্ত্রো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যথা সসর্জ্জাগ্র ইদং নিরীহঃ
সংস্থাপ্য বৃত্তিং জগতো বিধত্তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্র্যধীশঃ (ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তা অতঃ) আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) ভগবান্ কৃতাবতারঃ (পুরুষরূপেণ অবতীর্ণো ভূত্বা) যানি কর্ম্মাণি করোতি, যথা নিরীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ নিঃস্পৃহঃ বা সন্) অগ্রে (আদৌ) ইদং (বিশ্বং) সসর্জ (অসৃজৎ), জগতঃ বৃত্তিং (জীবিকাং) সংস্থাপ্য (সুস্থিরং কৃত্বা) বিধত্তে (পাল-

য়তি চ তৎ বর্ণয় ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আত্মতন্ত্র এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার নিয়ন্তা ভগবান্ স্বয়ং পুরুষরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, নিস্পৃহ হইয়া যে প্রকারে প্রথমে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যে প্রকারে ইহাকে সুস্থির করিয়া জীবিকা বিধান করেন, তাহা বর্ণন করুন্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—করোতি কর্ম্মাণীত্যাদীনাং বর্ণয়েতি পঞ্চমশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। অধীশঃ পুরুষত্রয়েশঃ কৃষ্ণঃ কর্ম্মাণি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি। ত্রিগুণমায়াধিষ্ঠাতা মহাবিষ্ণুশ্চ যথা ইদং অগ্রে পূর্ব্বমহাকল্পান্তে সংস্থাপ্য সংহৃত্য পুনরেতন্মহাকল্পাদৌ সসর্জ্জ, সৃষ্ট্বা চ বৃত্তিং জীবিকাং পালনমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করোতি কর্ম্মাণি'—ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া যে কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্লোকের অন্বয় হইবে পঞ্চম (৯ম অঙ্ক ধৃত) শ্লোকস্থিত 'বর্ণয়'—তাহা বর্ণনা করুন, এই পদের সহিত। 'ত্র্যধীশঃ'—বলিতে পুরুষাবতারত্রয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণাদি কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন। ত্রিগুণময়ী মায়ার অধিষ্ঠাতা মহাবিষ্ণুও যেরূপ 'অগ্রে' অর্থাৎ পূর্ব্ব মহাকল্পের অন্তে এই জগৎ সংহার করিয়া পুনরায় ইহাই মহাকল্পের আদিতে 'সসর্জ্জ'—সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং 'বৃত্তিং বিদত্তে' —তাহাদের জীবিকা বিধান করিয়াছিলেন অর্থাৎ পালন করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৫ ॥

বিবৃতি— ভগবান্ আত্মতন্ত্র অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন নহেন—"মায়াধীশ, মায়াবশ,—ঈশ্বরে, জীবে ভেদ"। তিনি ত্র্যধীশ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত বস্তু, তিনি কেবলমাত্র গুণত্রয়ের অধীশ্বর নহেন, পরন্তু জগৎসৃষ্টিকার্য্যে পুরুষাবতারত্রয়েরও অবতারী বা মূল বস্তু ॥ ৫ ॥

যথা পুনঃ স্বে খ ইদং নিবেশ্য
শেতে গুহায়াং স নিবৃত্তবৃত্তিঃ।
যোগেশ্বরাধীশ্বর এক এত-
দনুপ্রবিষ্টো বহুধা যথাসীৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ (ভূয়ঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) নিবৃত্তবৃত্তিঃ (নিবৃত্তাঃ বৃত্তয়ো যস্য সঃ) সঃ (ভগবান্) ইদং (বিশ্বং) স্বে (স্বীয়ে) খে (হৃদয়াকাশে) নিবেশ্য (স্থাপয়িত্বা) গুহায়াং (যোগমায়য়াং) শেতে (অবতিষ্ঠতে) যথা (যেন প্রকারেণ বা) যোগেশ্বরাধীশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বরঃ ভগবান্) এতদনুপ্রবিষ্টঃ (এতাং মায়াম্ অবলম্ব্য) বহুধা (ব্রহ্মাদিরূপেণ) আসীৎ (এতদপি বর্ণয় ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পুনরায় তিনি যে প্রকারে এই জগৎ স্বীয় হৃদয়াকাশে স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে যোগমায়াতে শয়ন করেন এবং যে প্রকারে একাকী হইয়াও যোগেশ্বরগণের অধীশ্বর সেই ভগবান্ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদিরূপে বহুপ্রকার হন, তাহা বর্ণন করুন্ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যথা পুনশ্চ স্বে স্বীয়ে হৃদয়াকাশে নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা গুহায়াং সর্ব্বাগম্যত্বাদ্বিরজায়াং নদ্যামিত্যর্থঃ। নিবৃত্তমায়াগুণবৃত্তিঃ; পুনশ্চ এতজ্জগৎ সৃষ্ট্বানুপ্রবিষ্টঃ। বহুধা দেবমনুষ্যাদিরূপো যথাসীদিতি সৃষ্ট্যাদিপ্রশ্নপৌনঃপুন্যং প্রতি মহাকল্পগতা সৃষ্ট্যাদিলীলা একরূপা ভিন্নরূপা বেতি জিজ্ঞাসয়া ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা পুনঃ স্বে খে'—যেরূপ পুনরায় (এই জগৎ) নিজ হৃদয়রূপ আকাশে 'নিবেশ্য'—স্থাপন করিয়া, 'গুহায়াং'—গুহা বলিতে সকলের অগম্য বলিয়া 'বিরজা'-নামক নদীতে, এই অর্থ। 'নিবৃত্ত-বৃত্তিঃ'—বলিতে নিবৃত্ত হইয়াছে মায়ার গুণ-বৃত্তি যেখানে, (সেই ভগবান্, শয়ন করেন)। আবার এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, 'অনুপ্রবিষ্টঃ'— অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন। 'বহুধা'— দেবতা, মনুষ্যাদি বহু প্রকারে, 'যথাসীৎ'—পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন। সৃষ্ট্যাদি প্রশ্নের পৌনঃপুন্যের (অর্থাৎ বারবার প্রশ্ন করার) কারণ—মহাকল্পগত সৃষ্ট্যাদিলীলা একই রূপ, অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার—ইহা জিজ্ঞাসার নিমিত্ত ॥ ৬ ॥

তথ্য—'স্বে খে'—স্বীয় হৃদয়াকাশে (শ্রীধর); 'আকাশই ব্রহ্মের লিঙ্গ' এই ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মাখ্যস্বরূপে (শ্রীজীব)। 'গুহা'—যোগমায়া (শ্রীধর); 'গুহা' অর্থাৎ সকলের অগোচর প্রদেশ অথবা 'গুহা'-শব্দে বিরজা নদী, কেননা উহা সকলের অগম্য (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৬ ॥

বিবৃতি—'খ'-ই হৃদয়াকাশ ; গুহা ভগবানের যোগমায়া। ব্রহ্মসূত্রকথিত "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" আকাশাধিকরণোক্তন্যায়ক্রমে 'নিবৃত্তবৃত্তি'-শব্দে সর্ব্ব অগোচর প্রদেশে অর্থাৎ যেখানে বদ্ধজীবের নশ্বর ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা অক্ষজজ্ঞান উপনীত হইতে পারে না। ভগবান্ আদি পুরুষাবতাররূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া যোগমায়াপ্রভাবে আশ্রিত ভক্তগণে প্রবিষ্ট হইয়া বহু-ভক্তের হৃদয়ে বহু মূর্ত্তিতে নিত্য প্রকাশিত ; আবার, প্রপঞ্চে বদ্ধজীব হৃদয়ে অন্তর্য্যামিসূত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের ব্যতিরেকভাবে প্রদর্শন করেন ॥৬॥

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজগোসুরাণাং ক্ষেমায় (মঙ্গলার্থং) অবতারভেদৈঃ (মৎস্যাদ্যবতারৈঃ) ক্রীড়ন্ কর্ম্মাণি বিধত্তে (করোতি) সুশ্লোকমৌলেঃ (সুশ্লোকাঃ পুণ্য-কীর্ত্তয়ঃ তেষাং মৌলিঃ শিরঃ ইব আধিক্যেন উপরি-বিরাজমানঃ তস্য ভগবতঃ) চরিতামৃতানি (অমৃতায়মানানি চরিতানি) শৃণ্বতাং অপি নঃ (অস্মাকং) মনঃ ন তৃপ্যতি (তৃপ্তিং ন লভতে, অতঃ তানি বর্ণয় ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আবার তিনি মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার-ভেদে ক্রীড়া করিয়া গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের মঙ্গল-কামনায় যে প্রকারে যে যে লীলা করেন, সে সকলও আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন্। পুণ্য-কীর্ত্তিমান্ জনগণের শিরোভূষণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অবতারভেদৈর্ম্মৎস্যকূর্ম্মাদিভিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবতারভেদৈঃ'—মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ অবতারগণের দ্বারা (স্বয়ং ক্রীড়া করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করুন) ॥ ৭ ॥

যৈস্তত্ত্বভেদৈরধিলোকনাথো
লোকানলোকন্ সহলোকপালান্।
অচীক্লপদ্যত্র হি সর্ব্বসত্ত্ব-
নিকায়ভেদোঽধিকৃতঃ প্রতীতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অধিলোকনাথঃ (লোকনাথাধিপতিঃ ভগবান্) যৈঃ তত্ত্বভেদৈঃ (পৃথিব্যাদিভিঃ তত্ত্বৈঃ) সহলোকপালান্ (ইন্দ্রাদিলোকপালসহিতান্) লোকান্ (স্বর্গমর্ত্ত্যাদিলোকান্) অলোকান্ (লোকালোক-পর্ব্বতাৎ বহির্ভাগান্) অচীক্লপৎ (কল্পয়ামাস), যত্র হি (যেষু) সর্ব্বসত্ত্বনিকায়ভেদঃ (সর্ব্বাণি যানি সত্ত্বানি তেষাং যে নিকায়াঃ সমূহাঃ তেষাং ভেদঃ) অধিকৃতঃ (তত্তৎকর্ম্মাধিকারী, আশ্রিতঃ বা) প্রতীতঃ (খ্যাতঃ অবাধিতশ্চ এতদপি বর্ণয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—লোকনাথাধিপতি ভগবান্ পৃথিব্যাদি-তত্ত্বভেদদ্বারা লোকপালের সহিত স্বর্গমর্ত্ত্যাদি লোক এবং লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগসমূহ কল্পনা করিয়াছেন। সেই সকল স্থানে প্রাণিসকল স্ব-স্ব-জাতিভেদে যে যে কর্ম্মাধিকারীরূপে বিরাজিত, তাহাও বর্ণন করুন্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বভেদৈর্ব্বিরাজপাদাদিভিঃ পৃথিব্যাদ্যৈর্লোকান্ পাতালাদীন্ অলোকান্ লোকালোকপর্ব্বতাদ্বহির্ভাগান্ অচীক্লপৎ কল্পয়ামাস, যত্র যেষু সর্ব্ব-প্রাণিনিকায়ানাং ভেদো নানাবিশেষোঽধিকৃতঃ ভক্তি-জ্ঞানযোগকর্ম্মাদ্যধিকারী ভবেৎ। প্রতীতঃ খ্যাতোঽবাধিতশ্চ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্ত্বভেদৈঃ'—বিরাট্-পুরুষের পাদরূপ পৃথিব্যাদি তত্ত্বভেদের দ্বারা পাতাল প্রভৃতি লোকসমূহ এবং 'অলোকান্'—বলিতে লোকালোক পর্ব্বতের বহির্ভাগসকল, 'অচীক্লপৎ'—কল্পনা করিয়াছেন। যে সকল স্থানে প্রাণিসমূহ স্ব স্ব জাতিভেদে তত্তৎকর্ম্মে অধিকারী হইয়া আছে, অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদির অধিকারী হইয়া থাকে। 'প্রতীতঃ'—বলিতে খ্যাত (প্রসিদ্ধ) এবং অবাধিত (যাহাতে বাধা ঘটে না) ॥ ৮ ॥

যেন প্রজানামুত আত্মকর্ম-
রূপাভিধানাঞ্চ ভিদাং ব্যধত্ত ।
নারায়ণো বিশ্বসৃগাত্মযোনি-
রেতচ্চ নো বর্ণয় বিপ্রবর্য্য ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—উত (অপি চ) হে বিপ্রবর্য্য (দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ), বিশ্বসৃক্ (বিশ্বস্রষ্টা) আত্মযোনিঃ (স্বতঃসিদ্ধঃ) নারায়ণঃ যেন (প্রকারেণ) প্রজানাং (জীবানাম্) আত্মকর্ম্মরূপাভিধানাং (আত্মা স্বভাবঃ তৎকৃতং কর্ম্ম তৎকৃতং রূপং তৎকৃতাঃ অভিধাঃ তাসাং) ভিদাং (ভেদং) চ ব্যধত্ত (কৃতবান্) এতৎ চ নঃ (অস্মাকং সমীপে) বর্ণয় (সম্যক্ কীর্ত্তয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্রষ্টা স্বতঃসিদ্ধ নারায়ণ যে প্রকারে জীবগণের স্বভাব, কর্ম্ম, রূপ এবং নামের ভেদ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের সমীপে বর্ণন করুন্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—উত অপি চ, যেন প্রকারেণ জীবানাং আত্মা স্বভাবঃ তদনুসৃতং কর্ম্ম, কর্ম্মানুসৃতং রূপং, রূপানুসৃতা অভিধা, তাসাং ভেদং কৃতবান্—নারায়ণ এব বিশ্বসৃগ্বিশ্বসৃষ্ট্যর্থমাত্মযোনির্ব্রহ্মা সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উত'—আরও যে প্রকারে জীবগণের 'আত্ম-কর্ম্ম-রূপাভিধাঞ্চ'—আত্মা বলিতে স্বভাব, তদনুসৃত কর্ম্ম, কর্ম্মের অনুযায়ী রূপ বলিতে দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি আকৃতি এবং সেই সকল আকৃতির অনুরূপ অভিধা (নাম)—তাহাদের প্রভেদ করিয়াছেন যিনি, অর্থাৎ নারায়ণই 'বিশ্বসৃগাত্মযোনিঃ' —বিশ্বের সৃষ্টির নিমিত্ত 'আত্মযোনি'—ব্রহ্মা হইয়া (এই সকল প্রভেদ করিয়াছেন)—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি
শ্রুতানি মে ব্যাসমুখাদভীক্ষ্ণম্ ।
অতৃপ্নুম ক্ষুল্লসুখাবহানাং
তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, ব্যাসমুখাৎ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) পরাবরেষাং (পরে ত্রৈবর্ণিকাঃ অবরে শূদ্রাদয়ঃ তেষাং) ব্রতানি (ধর্ম্মাঃ) যে (ময়া) শ্রুতানি। **কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ** ঋতে (কৃষ্ণলীলামৃতং বিনা) **ক্ষুল্লসুখাবহানাং** (তুচ্ছসুখপ্রদানাং) তেষাং (ধর্ম্মাণাং শ্রবণেন) অতৃপ্নুম (তৃপ্তাঃ স্মঃ) (কৃষ্ণকথামৃতশ্রবণে তু অলং বুদ্ধির্নাস্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমি বেদব্যাসের মুখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শূদ্রাদি অবর জাতির ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছি। অকিঞ্চিৎকর সুখজনক সেই সকল কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতপ্রবাহ-পানে পরিতৃপ্ত হই নাই ॥১০॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতৎ সর্ব্বং মহাভারতে ত্বয়া শ্রুতমেব তত্রাহ—পরে দেবাদ্যা অবরে পশ্বাদ্যাস্তেষাং ব্রতানি স্বভাবাস্তেষাং তৈরতৃপ্নুম তৃপ্তাঃ স্মঃ—নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানামিতিবৎ ষষ্ঠী। ক্ষুল্লং তুচ্ছং কিন্তু যস্তত্র কৃষ্ণকথামৃতৌঘস্তস্মাদৃতে। তেন যদ্যন্ময়া পৃচ্ছ্যতে তত্তৎ সর্ব্বং কৃষ্ণকথামৃতসংপৃক্তমেব ত্বয়া বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই সমস্ত মহাভারতে তোমার শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহাতে বলিতেছেন—'পরাবরেষাং'—পর বলিতে দেবতাদি এবং অবর বলিতে পশু প্রভৃতি, তাহাদের 'ব্রতানি' অর্থাৎ স্বভাব-বিহিত ধর্ম্মসকল (ব্যাসদেবের মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াছি) এবং তাহাদের দ্বারা তৃপ্তিলাভও করিয়াছি। এখানে 'তেষাং' (পক্ষে 'তৈঃ') —তাহাদের দ্বারা—ইহার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—('পূরণ-গুণ-সুহিতার্থ'—ইত্যাদি সূত্রে তৃপ্ত্যর্থক ধাতুর করণকারকে শেষত্ব-বিবক্ষায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন—) 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্'—অগ্নি কাষ্ঠের দ্বারা তৃপ্ত হয় না, (পক্ষে কাষ্ঠৈঃ হইবে), এই স্থলের ষষ্ঠী বিভক্তির ন্যায় এখানে 'তেষাং'—ইহা ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। 'ক্ষুল্ল-সুখাবহানাং'—'ক্ষুল্ল' বলিতে তুচ্ছ, (অর্থাৎ তাহাতে যে সকল তুচ্ছ সুখাবহ কথা আছে, তাহা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, আর শুনিতে অভিলাষ হয় না)। কিন্তু তাহাতে যে কৃষ্ণকথারূপ অমৃতরাশি রহিয়াছে, তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। অতএব আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই সকল শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতের দ্বারা সংপৃক্ত করিয়াই আপনি বলুন—এইভাব ॥১০॥

মধ্ব—ঋতে অবগমে, ঋ—গতৌ ইতি ধাতোঃ। তেষাং তাৎপর্য্যাবগমে কৃষ্ণকথামৃতৌঘ এবাসৌ যতঃ ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—ব্যাসদেব মহাভারতে সুরাসুরের জন্য যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহা তুচ্ছ, নশ্বর, জড়েন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্যপর, সুতরাং অসম্পূর্ণ ও অনিত্য। আমি তদিতর কৃষ্ণ-সংসারোপযোগী শুদ্ধবর্ণাশ্রম বা ভগবদ্ধর্ম্মশ্রবণেচ্ছু ॥ ১০ ॥

কস্তৃপ্নুয়াৎ তীর্থপদোঽভিধানাৎ
সত্রেষু বঃ সূরিভিরীড্যমানাৎ ।
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্য যাতো
ভবপ্রদাং গেহরতিং ছিনত্তি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ - বঃ (যুষ্মাকং) সত্রেষু (সমাজেষু) সূরিভিঃ (নারদাদিভিঃ) ঈড্যমানাৎ (আদরেণ কথিতাৎ) তীর্থপদোঽভিধানাৎ (কৃষ্ণস্য কথামৃতাৎ) কঃ তৃপ্নুয়াৎ (তৃপ্তিং লভেত, বিরমেৎ বা, ন কোঽপি) যঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুরুষস্য (জনস্য) কর্ণনাড়ীং (শ্রবণ-বিবরং) যাতঃ (প্রবিষ্টঃ সন্) ভবপ্রদাং (সংসার-বন্ধনহেতুরূপাং) গেহরতিং (বিষয়াসক্তিং) ছিনত্তি (বিনশ্যতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভবদীয় সমাজে নারদাদি-বিদ্বজ্জন-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত তীর্থপদ-শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণাদিকথা-শ্রবণে কোন্ পুরুষই বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন ? সেই ভগবৎকীর্ত্তন পুরুষের কর্ণরন্ধ্রদ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারবন্ধনকারিণী গৃহাসক্তিকে ছেদন করিয়া দেয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কৃষ্ণকথাপি ত্বয়া বহুশ এব শ্রুতা, তত্রাহ—ক ইতি। অভিধানাৎ নামত এব কিমুত কথাভ্যঃ ; যদ্বা, অভিধানাৎ কথনমাত্রাৎ ল্যব্‌লোপে পঞ্চমীয়ম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—কৃষ্ণকথাও আপনি অনেকই (বহুবারই) শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন—'কস্তৃপ্নুয়াৎ'—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত শ্রবণে কোন্ ব্যক্তি তৃপ্ত হইতে পারে ? 'অভিধানাৎ'—অভিধান অর্থাৎ তাঁহার নামেই (নাম শ্রবণেই), আর তাঁহার কথা (লীলা-গুণাদি কথা) শ্রবণে যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, (অর্থাৎ তাহাতে অলংবুদ্ধি হয় না)—এই বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? অথবা—'অভিধানাৎ', কথনমাত্রেই। এখানে ল্যপ্ প্রত্যয়ের লোপে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে (অভিধানং অর্থাৎ তাঁহার নাম 'উচ্চার্য্য' উচ্চারণ করিয়া, এই ল্যপ্ প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায়, অভিধান শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে) ॥ ১১ ॥

বিবৃতি—কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে জীবের নশ্বর জড়ভোগোপযোগী ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ আর বাহ্যজগতে চালিত হয় না ; তাহা শুনিলে সংসারাসক্তি গৃহরতি একেবারে বিনষ্ট হয়। দৈববর্ণাশ্রম বা ভজনোপ-যোগী বর্ণাশ্রমে অবস্থানপ্রভাবে ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে পারে না। জীব বহির্জ্জগতের বিষয়গ্রহণ-পিপাসাকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণ পান ॥ ১১ ॥

মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্‌গুণানাং
সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।
যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-
র্মতির্গৃহীতা নু হরেঃ কথায়াম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ভো মুনে) তে সখা মুনিঃ কৃষ্ণঃ অপি (বেদব্যাসোঽপি) ভগবদ্‌গুণানাং বিবক্ষুঃ (ভগবদ্‌গুণান্ বক্তুমিচ্ছুঃ সন্) ভারতম্ আহ (মহাভারতং প্রণীতবান্) যস্মিন্ (ভারতে) নৃণাং মতিঃ গ্রাম্যসুখানুবাদৈঃ (হরিকথাদ্বারভূতৈঃ গৃহি-জনানাং সুখবর্ণনৈঃ) নু (নিশ্চিতং) হরেঃ কথায়াং গৃহীতা (আনীতা) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, আপনার সখা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও ভগবদ্‌গুণানুবাদবর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করেন। তাহাতে প্রাকৃত মনুষ্য-গণের মতি অর্থকামবিষয়ক গ্রাম্যকথাদ্বারা হরিকথায় নীত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মহাভারতস্যাপি বস্তুতস্তত্রৈব তাৎপর্য্য-মিত্যাহ—মুনিঃ কৃষ্ণো বেদব্যাসঃ। গুণানামিতি দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী ; যদ্বা, উৎকর্ষমিত্যাক্ষেপলভ্যম্, যস্মিন্ ভারতে গ্রাম্যসুখানুবাদৈঃ অর্থকামকথানু-কথনৈর্নৃণাং বিষয়লুব্ধানামপি মতির্গৃহীতা ব্যাসেন স্বহস্তবশীকৃতা কিমর্থং হরেঃ কথায়াং ভগবদ্‌গীতা-নারায়ণীয়োপাখ্যানাদিষু প্রবেশয়িতুমিত্যাক্ষেপগম্যম্ ;

অন্যথা পরমার্থকথামশৃণ্বন্তস্তে তৎসমীপমেব নৈবায়াস্যন্। তদুক্তমিতিহাসসমুচ্চয়ে—কামিনো বর্ণয়ন্ কামান্ লোভং লুব্ধস্য বর্ণয়ন্। নরঃ কিং ফলমাপ্নোতি কূপেঽন্ধমিব পাতয়ন্। লোকচিত্তাবতারার্থং বর্ণয়িত্বাত্র তেন তৌ। ইতিহাসৈঃ পবিত্রার্থৈঃ পুনরত্রৈব নিন্দিতৌ। অন্যথা ঘোরসংসারবন্ধহেতূ জনস্য তৌ। বর্ণয়েৎ স কথং বিদ্বান্ মহাকারুণিকো মুনিরিতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাভারতেরও বাস্তবিক পক্ষে সেইখানেই অর্থাৎ শ্রীভগবানের গুণবর্ণনাতেই তাৎপর্য্য, ইহাই বলিতেছেন—'মুনিঃ বিবক্ষুঃ' মুনি বলিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। 'গুণানাম্'—শ্রীভগবানের গুণসমূহের, এখানে দ্বিতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে (অর্থাৎ 'ভগবদ্গুণান্ বিবক্ষুঃ'—ভগবদ্গুণসমূহকে বলিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া)। অথবা 'ভগবদ্গুণানাং উৎকর্ষং বিবক্ষুঃ'—ভগবদ্গুণসমূহের উৎকর্ষ বলিতে ইচ্ছুক হইয়া, এখানে 'উৎকর্ষ'—ইহা আক্ষেপ-লভ্য, অর্থাৎ রহস্যার্থের প্রকাশনের দ্বারা প্রাপ্ত। 'যস্মিন্'—হে মহাভারতে, 'গ্রাম্যসুখানুবাদৈঃ'—অর্থ, কামাদির কথন ও অনুকথনের দ্বারা বিষয়লুব্ধ মনুষ্যগণেরও 'মতির্গৃহীতা'—অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণেরও মতি ব্যাসদেব নিজ করতলগত করিয়াছেন। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'হরেঃ কথায়াম্', শ্রীহরির কথাতে, (ভীষ্মপর্ব্বের) শ্রীভগবদ্গীতা এবং (শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মের অন্তে) নারায়ণীয় উপাখ্যান প্রভৃতিতে প্রবেশ করাইবার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ বিষয়লুব্ধ ব্যক্তিদের চিত্ত ক্রমশঃ ভগবানের কথাতেই আসক্ত করিবার অভিলাষে গ্রাম্য কথাদির অবতারণা করিয়াছেন)—ইহা আক্ষেপ-লব্ধ অর্থ। অন্যথা পরমার্থ কথা শ্রবণের নিমিত্ত তাদৃশ বিষয়াকাঙ্ক্ষী জনগণ তাঁহার নিকট আগমনই করিত না। সেইজন্য ইতিহাসসমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে—"কামিগণের কাম, লুব্ধ ব্যক্তির লোভ বর্ণনের দ্বারা, কূপে অন্ধজনকে পাতিত করার ন্যায় লোকে কি ফল লাভ করিতে পারে ? অতএব এই মহাভারতে লোকের চিত্তকে শ্রীহরির কথাতে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য কাম ও লোভের বর্ণনা করিয়া, পুনরায় পবিত্র ইতিহাস-সমূহের দ্বারা সেই স্থানেই তাহাদের (কাম ও লোভের) নিন্দা করা হইয়াছে। অন্যথা অর্থাৎ ভগবৎ কথাদিতে আসক্ত করাইবার উদ্দেশ্য না থাকিলে, বিদ্বান্ পরমকারুণিক মহামুনি বেদব্যাস কিজন্য জনগণের ঘোর সংসারের বন্ধনের হেতু কাম ও লোভের বর্ণনা করিবেন ?" ॥ ১২ ॥

মধ্ব—যস্মিন্ ভারতে। হরেঃ কথায়াং গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্মতির্ন গৃহীতা।

ভারতান্নাধিকং বিষ্ণোর্মহিমাবাচকং ক্বচিৎ।
ভারতান্ন বিরাগায় ভারতান্ন বিমুক্তয়ে ॥

ইতি পাদ্মে। সা গ্রাম্যসুখানুবাদৈর্ন গৃহীতা ॥ ১২ ॥

তথ্য—মহাভারতের তাৎপর্য্যও এই শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান, এইজন্যই বিদুর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন—হে মুনি, আপনার সখা মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত-শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মের অন্তে নারায়ণীয়-উপাখ্যানদ্বারা ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি বর্ণন করিতে ইচ্ছুক হইয়াই অর্থ-কামাদি ত্রিবর্গের বর্ণন করিয়াছেন। অর্থ-কামাদির বর্ণনের বহিরুদ্দেশ্য—বহির্ম্মুখ জনগণের মতি হরিকথায় প্রবেশ করাইবার জন্যই। গ্রাম্যসুখের গল্প-দ্বারা মনুষ্যগণের মতি হরির কথায় নিশ্চয়ই অনেকটা নীত হইয়াছে। ইতিহাসসমুচ্চয়েও উক্ত হইয়াছে—কামিগণের কাম, লোভীর লোভ বর্ণনদ্বারা অন্ধের ন্যায় লোকদিগকে কূপমধ্যে পাতিত করিয়া কি ফললাভ হইতে পারে ? অতএব এই মহাভারতে লোকের চিত্ত হরিকথাতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কাম ও লোভের কথা বলিয়া পবিত্র ইতিহাসসমূহদ্বারা আবার সেই স্থানেই কাম ও লোভকে নিন্দা করা হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তবে সেই মহাকারুণিক ও বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-মুনি মানুষের ঘোরসংসার-বন্ধনের হেতুদ্বয় কাম-লোভের বর্ণনা কেনই বা করিবেন ? (শ্রীধর)।

যদি বল, শ্রীভাগবত যে মহাভারতের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা কিরূপে প্রতীত হইবে, তজ্জন্য মৈত্রেয় ঋষির প্রতি বিদুরের উক্তির অবতারণা করিতেছেন। ব্যাসদেবকে মৈত্রেয় মুনির 'সখা' বলা হইল, যেহেতু ব্যাসদেব মৈত্রেয় ঋষির গুরু পরাশরের পুত্র। 'কৃষ্ণ'-অর্থে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। গ্রাম্যকথাদ্বারা গৃহিধর্ম্মের কর্ত্তব্যাদি-লক্ষণযুক্ত ব্যবহারিক মুষিক-

বিড়াল, গৃধ্র-গোমায়ু প্রভৃতি দৃষ্টান্তোপেতা কথা বুঝিতে হইবে। তত্তৎস্বার্থকৌতুককথা-শ্রবণার্থ ভারত-সভায় সমাগত মনুষ্যগণের শ্রীগীতাদি-শ্রবণদ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হইতে পারে, এইজন্যই গ্রাম্যকথানুকথন। বস্তুতঃ মহাভারত যে ভগবৎপরত্বেই পর্য্যবসিত —ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা নির্ণীত হইল (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, তত্ত্বসন্দর্ভ—২২ সংখ্যা টীকা) ॥ ১২ ॥

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা
বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য
সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা (হরেঃ কথা, মতিঃ বা) বিবর্দ্ধমানা (প্রবলা সতী) শ্রদ্দধানস্য (শ্রদ্ধাশীলস্য) পুংসঃ (পুরুষস্য) অন্যত্র (হরিকথা-ব্যতিরিক্তে গ্রাম্যসুখে) বিরক্তিং করোতি (বৈরাগ্যং জনয়তি), হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য (হরেঃ পদয়োঃ অনুস্মৃতিঃ নিরন্তর স্মরণং তেন নির্বৃতস্য সুখিনঃ) তস্য (জনস্য) সমস্তদুঃখাপ্যয়ং (সকলদুঃখনাশং চ) আশু (শীঘ্রং) ধত্তে (করোতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের সেই মতি শ্রীকৃষ্ণে বিবর্দ্ধমানা হইয়া হরিকথা ব্যতীত ইতর-গ্রাম্যসুখে বিরক্তি জন্মাইয়া দেয় এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুস্মরণে আনন্দিত করিয়া শীঘ্রই সেই পুরুষের সমস্ত অপনোদন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরিকথায়াং মতিপ্রবেশস্য ফলমধিকারিভেদেনাহ—সা হরিকথা শ্রদ্দধানস্য হরিকথায়ামেব পরম-পুরুষার্থবুদ্ধ্যা বিশ্বসতঃ শুদ্ধভক্তস্যেত্যর্থঃ। অন্যত্র ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু। ননু কথং মোক্ষেঽপি বিরক্তিং চেৎ করোতি ততঃ কথং নির্বৃতিঃ সংসার-দুঃখনাশো বা? তত্রাহ—হরেঃ পদয়োরনুস্মৃতিঃ প্রতিক্ষণমেব মাধুর্য্যানুভূতিস্তয়ৈব নির্বৃতস্য লব্ধপরমানন্দস্য পুংসঃ সমস্তদুঃখো যঃ সংসারস্তস্যাপি অপ্যয়ং নাশং তত্রাপি আশু শীঘ্রমেব ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিকারি-ভেদে হরি-কথাতে মতি-প্রবেশের ফল বলিতেছেন—'সা'—সেই হরিকথা, **'শ্রদ্দধানস্য'**—শ্রদ্ধাশীল জনের, অর্থাৎ শ্রীহরির কথাতেই পরম পুরুষার্থ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিশ্বাসকারী শুদ্ধ ভক্তজনের, এই অর্থ। 'অন্যত্র'—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে (শ্রীহরিকথা বিরক্তি জন্মাইয়া দেয়)। যদি বলেন—দেখুন, যদি মোক্ষেও বিরক্তি উৎপন্ন করে, তাহা হইলে কিপ্রকারে নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দোপলব্ধি ও সংসার-দুঃখের নাশ হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'হরেঃ পদানুস্মৃতিঃ'—শ্রীহরির চরণকমলের অনুস্মরণ অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই যে মাধুর্য্যের অনুভূতি, তাহার দ্বারাই, 'নির্বৃতস্য'—পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে পুরুষ, সেই ব্যক্তির সকল দুঃখরূপ যে সংসার, তাহারও 'অপ্যয়ং'—বিনাশ, তাহাতেও অতি শীঘ্রই ('ধত্তে'—অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির পদকমল স্মরণের দ্বারা আনন্দপ্রাপ্তি ও সংসার-দুঃখের বিনাশ শীঘ্রই হইয়া থাকে।) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—হরেঃ কথায়াং বিবর্দ্ধমানা মতিঃ ॥ ১৩ ॥

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অঘেন (পাপহেতুনা) হরেঃ কথায়াং বিমুখান্ (রতিশূন্যান্) অবিদঃ (ভারত-তাৎপর্য্যানভিজ্ঞান্) শোচ্যশোচান্ (যে শোচ্যাঃ তেষামপি শোচ্যান্) তান্ (লোকান্) অনুশোচে (শোচামি) যেষাং বৃথাবাদগতি-স্মৃতীনাং (বৃথৈব বাদগতিস্মৃতয়ঃ বাগ্—দেহমনোব্যাপারা যেষাং তেষাং) আয়ুঃ অনিমিষঃ দেবঃ (কালঃ) ক্ষিণোতি (নশ্যতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে সকল মূঢ়লোক পাপবশতঃ হরি—কথায় পরাঙ্মুখ, (তাহারাই ভারতাখ্যানের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অনভিজ্ঞ), অতএব শোচ্যগণেরও শোচনীয়, তাহাদের জন্য আমি শোক করিতেছি। হায়, কালকর্ত্তৃক বৃথা বাগ্দেহমনো ব্যাপারে আসক্ত জনগণের আয়ুক্ষয় সাধিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র হরিকথায়াং ত্রিবিধা জনাঃ সম্ভবন্তি—শ্রদ্দধানা অশ্রদ্দধানা বিমুখাশ্চ। শ্রীভাগবতমতে, ভক্তৌ পরমপুরুষার্থত্বেন বিশ্বসন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ উচ্যন্তে—তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়েত ইতি ; জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্বিত্যাদৌ তথা প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। পুরুষার্থসাধনমাত্রত্বেনৈব বিশ্বসন্তোঽশ্রদ্দধানাঃ। ভক্ত্যা বিনৈব পুরুষার্থান্ সিষাধয়িষবো বিমুখাস্তত্র প্রথমান্ সাভিনন্দনমুক্ত্বা দ্বিতীয়ানুল্লঙ্ঘ্য তৃতীয়ান্ শোচতি—শুদ্ধভক্তৈর্যে শোচ্যাঃ স্বর্গমোক্ষাদিসাধনরতাস্তৈরপি শোচ্যান্ ভক্তিরহিত-কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদিমতোঽহমনুশোচামি। তত্র হেতুঃ—অবিদঃ শাস্ত্রান্যধীত্যাধীত্যাপি তত্তাৎপর্য্যমবিদুষঃ যতো হরেরিত্যাদি। অঘেন প্রাচীনার্ব্বাচীনমহাপরাধেনৈব হেতুনেত্যর্থঃ। অনিমিষঃ কালঃ। ননু তেঽপি স্ব-স্ব-মতস্থাপনে নানাবাদ-নানাগতি-নানাস্মৃত্যাদিমন্তঃ সভায়াং প্রগল্ভন্তে তত্র সধিক্কারমাহ—বৃথেত্যাদি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই হরিকথায় তিনপ্রকার লোক দৃষ্ট হয়—শ্রদ্ধালু, অশ্রদ্ধাশীল ও বিমুখ। শ্রীভাগবতমতে—ভক্তিতে পরম পুরুষার্থরূপে বিশ্বাসশীল জনগণই শ্রদ্ধালু বলা হয়। যেমন একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" ইত্যাদি, অর্থাৎ ততক্ষণ পর্য্যন্ত বেদ-বিহিত কর্ম্মসকল করিবে, যতক্ষণ নির্ব্বেদ না আসে, অথবা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা (সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস) উৎপন্ন না হয়।" সেইরূপ "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু—অর্থাৎ আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ (যাহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, তাদৃশ) ভক্ত সকল কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া দুঃখরূপ কামনাসমূহ জানে, কিন্তু তাহার পরিত্যাগ করিতেও সক্ষম হয় না, অতএব শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করিবে" ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রতিপাদন করিবেন। যাহারা পুরুষার্থ সাধনমাত্রেই বিশ্বাসী, তাহারা অশ্রদ্ধালু। আর, ভক্তি ব্যতীত পুরুষার্থ সাধন করিতে যাহার যত্নশীল, তাহারা বিমুখ। তন্মধ্যে প্রথম শ্রদ্ধালু জনের কথা অভিনন্দনের সহিত বলিয়া, দ্বিতীয় (অশ্রদ্ধাশীল) জনের কথা অতিক্রম করিয়া, তৃতীয় (বিমুখ) জনের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক শোচনীয় যে সকল স্বর্গ, মোক্ষাদি সাধনরত ব্যক্তিগণ, তাহাদেরও শোচনীয় ভক্তিরহিত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগানুষ্ঠানকারী জনগণের জন্য আমি শোক করিতেছি। তাহার কারণ—'অবিদঃ', তাহারা অনভিজ্ঞ অর্থাৎ বহু শাস্ত্র বার বার অধ্যয়ন করিয়াও সেই সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্যগ্রহণে অজ্ঞ, যেহেতু 'হরেঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ তাহারা শ্রীহরির কথা শ্রবণাদিতে বিমুখ। 'অঘেন'—প্রাচীন (পূর্ব্বজন্ম-কৃত) এবং অর্ব্বাচীন (এই জন্মের কৃত) মহাপরাধ অর্থাৎ মহতের প্রতি মহান্ অপরাধের ফলে (তাহারা হরিকথাদিতে বিমুখ)— এই অর্থ। 'অনিমিষঃ'—বলিতে কাল। যদি বলেন—দেখুন, তাহারাও নিজ নিজ মত-স্থাপনে নানা বাদ, নানা গতি ও নানা স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ হইয়া সভাতে বহু বাক্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহাতে ধিক্কারের সহিত বলিতেছেন—'বৃথা' ইত্যাদি, (অর্থাৎ কাল তাহাদিগের আয়ুঃ বৃথা ক্ষয় করিতেছে এবং বাক্য, দেহ ও মনের ব্যাপারও বৃথা যাইতেছে) ॥ ১৪ ॥

তথ্য—এই জগতে তিনপ্রকার লোক দেখা যায়, কেহ কেহ অনুরাগী শ্রোতা, কেহ কেহ উদাসীন শ্রোতা (অর্থাৎ, হরিকথা শুনিয়াও তাহা জীবনে পালন করেন না বা তাহাতে প্রীতিরহিত,) আবার কেহ বা হরিকথায় বিমুখ। অনুরাগী শ্রোতা অপেক্ষা উদাসীন শ্রোতৃগণ শোচ্য, আবার বিমুখ ব্যক্তিগণ উদাসীন শ্রোতৃমণ্ডলী অপেক্ষাও অধিকতর শোচ্য, ইহা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

তদস্য কৌশারব শর্ম্মদাতু-
র্হরেঃ কথামেব কথাসু সারম্।
উদ্ধৃত্য পুষ্পেভ্য ইবার্ত্তবন্ধো
শিবায় নঃ কীর্ত্তয় তীর্থকীর্ত্তেঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আর্ত্তবন্ধো (দুঃখজনমিত্র) কৌশারব (মৈত্রেয়), তৎ (তস্মাৎ) পুষ্পেভ্যঃ ইব (যথা পুষ্পেভ্যঃ মধু মধুপঃ উদ্ধরতি তদ্বৎ) উদ্ধৃত্য কথাসু সারং (সমস্ত কথানাং সারভূতাং) শর্ম্মদাতুঃ (শিবপ্রদস্য) তীর্থকীর্ত্তেঃ (পুণ্যশ্লোকস্য) হরেঃ কথামেব অস্য (বিশ্বস্য) শিবায় (মঙ্গলায়) নঃ কীর্ত্তয় ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে আর্ত্তবন্ধুঃ মৈত্রেয়! ভ্রমর

যেরূপ পুষ্পরাজি হইতে পুষ্পসারভূত মধু আহরণ করে, তদ্রূপ আপনি নিখিল কথার সারভূত পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীহরির কথাই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ হে কৌশারব ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদস্য কৌশারব'—অতএব হে কৌশারব ! (কুশারু-বংশজাত মৈত্রেয়) বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীহরির কথাই আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন) ॥ ১৫ ॥

স বিশ্বজন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারঃ প্রগৃহীতশক্তিঃ।
চকার কর্ম্মাণ্যতিপূরুষাণি
যানীশ্বরঃ কীর্ত্তয় তানি মহ্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বিশ্বজন্মস্থিতি-সংযমার্থে (বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ার্থং) প্রগৃহীত-শক্তিঃ (পূর্ব্বমেব গৃহীতশক্তিঃ) কৃতাবতারঃ (চ সন্) যানি অতিপুরুষাণি (পুরুষান্ অতিক্রম্য বর্ত্ত-মানানি যানি) কর্ম্মাণি চকার তানি মহ্যং কীর্ত্তয় (কথয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—এই বিশ্বের উৎপত্তি, পালন ও ভঙ্গের নিমিত্ত সেই ভগবান্ প্রকৃষ্টরূপে শক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অমানুষিক লীলা করিয়াছেন, তৎসমুদয় বর্ণন করুন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতো নিরাকাঙ্ক্ষত্বার্থমুক্তলক্ষণানাং মৎপ্রশ্নানামুত্তরং সংক্ষেপেণোক্ত্বা মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েন শ্রীকৃষ্ণাবতারকথৈব বিস্তার্য্য কীর্ত্তনীয়েত্যাহ—স ইতি। কৃতাঃ পূর্ব্বং পুরুষাদয়োঽবতারা যেন স মহ্যং মাং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আকাঙ্ক্ষা-নির্বৃত্তির জন্য উক্তরূপ আমার প্রশ্নসমূহের সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিয়া, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—অর্থাৎ মধুরের দ্বারা সমাপন করিতে হয়—এই রীতি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের অবতারবৃন্দের কথাই বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করুন—ইহা বলিতেছেন—স ইতি। 'কৃতাবতারঃ' যাঁহা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পুরুষাদি অবতার-রূপ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। 'মহ্যম্'—আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য। (এখানে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ'—অর্থাৎ তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকিলে উহার কর্ম্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়—এই সূত্র অনুসারে 'মাং প্রসাদয়িতুং'—এই তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকায় 'মহ্যং'—চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং স ভগবান্ পৃষ্টঃ ক্ষত্ত্রা কৌশারবো মুনিঃ।
পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন তমাহ বহুমানয়ন্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ ভগবান্ কৌশা-রবঃ মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ক্ষত্ত্রা (বিদুরেণ) পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন (নিঃশ্রেয়সং চরমকল্যাণমেব অর্থঃ প্রয়োজনং তেন হেতুনা) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) তং (বিদুরং) বহুমানয়ন্ (প্রশংসয়ন্) আহ (উবাচ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এইরূপে সেই যোগৈশ্বর্য্যশালী মৈত্রেয়মুনি বিদুরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদুরকে প্রশংসা করিতে করিতে পুরুষগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্ত্রা কীদৃশেন পুংসাং কলৌ জনিষ্য-মাণানাং নিঃশ্রেয়সং নিস্তার এবার্থো যস্য তেন তস্য শ্রীকৃষ্ণপার্ষদত্বেন কৃতার্থত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্ত্রা'—বিদুর কর্ত্তৃক। (এখানে 'নিঃশ্রেয়সার্থেন' ইহা বিদুরের বিশেষণ-রূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন)। 'কীদৃশেন' অর্থাৎ কিরূপ বিদুর কর্ত্তৃক ? তাহাতে বলিতেছেন—'পুংসাং নিঃশ্রেয়সার্থেন', অর্থাৎ কলিকালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, এমন জনগণের নিস্তারই যাঁহার প্রয়োজন, সেই বিদুর কর্ত্তৃক (জিজ্ঞাসিত হইয়া মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন)। বিদুরের শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব-হেতু কৃতার্থতাই—এই ভাব ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো লোকান্ সাধ্বনুগৃহ্ণতা।
কীর্ত্তিং বিতন্বতা লোকে আত্মনোঽধোক্ষজাত্মনঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) সাধো (বিদুর), লোকান্ সাধু (সুষ্ঠু) অনুগৃহ্ণতা (দয়মানেন) অধোক্ষজাত্মনঃ (অধোক্ষজে অপ্রাকৃতে ভগবতি এব আত্মা মনঃ যস্য তস্য) আত্মনঃ (স্বস্য চ) কীর্ত্তিং (খ্যাতিং) লোকে বিতন্বতা (প্রসঙ্গাৎ বিস্তারয়তা) ত্বয়া সাধু (সুষ্ঠু) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে সাধো, আপনি যে উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাতে আপনি লোকের প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করিলেন ; আপনি অতীন্দ্রিয়-শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ, ইহাদ্বারা ভবদীয় কীর্ত্তিও লোকে বিস্তারিত হইবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অধোক্ষজ এব আত্মা মনো যস্য আত্মনঃ স্বস্য ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধোক্ষজাত্মনঃ'—অধোক্ষজ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতেই যাঁহার মন সমর্পিত রহিয়াছে, সেই বিদুরের। আত্মনঃ'—নিজের (অর্থাৎ এই উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করায় লোকের প্রতি ও আমার প্রতিও অনুগ্রহ করা হইয়াছে, ইহাতে তোমার, প্রসঙ্গক্রমে আমারও কীর্ত্তি লোকে বিস্তৃত হইবে) ॥ ১৮ ॥

নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ক্ষত্তর্বাদরায়ণবীর্য্যজে।
গৃহীতোঽনন্যভাবেন যত্ত্বয়া হরিরীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষত্তঃ (হে বিদুর), অনন্যভাবেন (ঐকান্তিকেন) ত্বয়া যৎ ঈশ্বরঃ হরিঃ গৃহীতঃ (প্রাপ্তঃ) বাদরায়ণবীর্য্যজে (ব্যাসস্য ঔরসে পুত্রে) ত্বয়ি এতৎ চিত্রং (আশ্চর্য্য) ন ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, আপনি একান্তভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে ; কারণ, আপনি ভগবান্ বেদব্যাসের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয্যেতন্নাশ্চর্য্যং, যতো বাদরায়ণস্য বীর্য্যাজ্জাতো যতশ্চ গৃহীত ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৈতচ্চিত্রং'—ইহা তোমার পক্ষে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু তুমি বেদব্যাসের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং যেহেতু তুমি অনন্যভাবে ভগবান্ হরিকে গ্রহণ করিয়াছ ॥ ১৯ ॥

মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—মাণ্ডব্যশাপাৎ (মাণ্ডব্যমুনেঃ অভিশাপাৎ) ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে (ভ্রাতুঃ বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রত্বেন স্বীকৃতায়াং) ভুজিষ্যায়াং (দাস্যাং) সত্যবতীসুতাৎ (ব্যাসাৎ) জাতঃ প্রজাসংযমনঃ (লোকদণ্ডবিধাতা) ভগবান্ যমঃ (এব ত্বং জাতঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আপনি পূর্ব্বজন্মে প্রজাসংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্য-মুনির শাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবের বীর্য্যে আপনি প্রকটিত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ন ত্বং প্রাকৃতো লোকস্ত্বামহং পরিচিনোম্যেবেত্যাহ—মাণ্ডব্যেতি। ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রে ক্ষেত্রত্বেন স্বীকৃতায়াং ভুজিষ্যায়াং দাস্যাম্ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি সাধারণ প্রাকৃত লোক নও, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'মাণ্ডব্য' ইতি। তুমি পূর্ব্বজন্মে প্রজাসংহারক যম ছিলে। মাণ্ডব্য মুনির শাপে 'ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে'—ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যারূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীসুত ব্যাসদেবের ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ভবান্ ভগবতো নিত্যং সম্মতঃ সানুগস্য চ।
যস্য জ্ঞানোপদেশায় মাদিশদ্ভগবান্ ব্রজন্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) ভবান্ ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) নিত্যং সম্মতঃ (অঙ্গীকৃতঃ ভক্তঃ) যস্য সানুগস্য (পার্ষদভক্তস্য) চ (তব) জ্ঞানোপদেশায় ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রজন্ (প্রপঞ্চাৎ গচ্ছন্) মা (মাং) আদিশৎ উপদিষ্টবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আপনি ভগবান্ শ্রীহরির নিত্য উল্লেখযোগ্য ভক্ত ; ভগবান্ বৈকুণ্ঠে গমনসময়ে ভগবৎপার্ষদ আপনাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থ আমাকে আদেশ করিয়া যান ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং যমত্বেন ত্বমধিকৃতভক্ত এব, কিন্তু ভগবন্নিত্যপার্ষদোঽপি প্রকারান্তরে ভব-সীত্যাহ—ভবানিতি। মা মাং ব্রজন্ বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি কেবল যম-রূপে ভগবানের অধিকৃত ভক্তই নহে, কিন্তু প্রকারান্তরে ভগবানের নিত্য পার্ষদও তুমি, ইহা বলিতেছেন—'ভবান্' ইতি (অর্থাৎ ভক্তগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমি অনুমোদিত প্রীতির বিষয়ক নিত্য ভক্ত)। 'মা'—আমাকে, 'ব্রজন্' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমনকালে (শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়া যান।) ॥ ২১ ॥

অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ।
বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—অথ যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ (যোগমায়য়া সুষ্ঠু বিস্তারিতাঃ) বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থাঃ (বিশ্বস্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদয়ঃ অর্থো বিষয়ঃ যাসাং তাঃ) ভগবল্লীলাঃ অনুপূর্ব্বশঃ (অনুক্রমেণ) তে (তুভ্যং) বর্ণয়ামি (কথয়ামি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে আমি আপনার সমীপে ভগবানের স্বাংশমায়ার দ্বারা বিস্তারিত ঐ সকল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিষয়ক লীলাসমূহ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রথমং যথা সসর্জ্জাগ্র ইদং নিরীহ ইতি তৎপ্রশ্নস্যোত্তরত্বেন পুরুষাবতারলীলাং বচমীত্যাহ—যোগমায়া স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষঃ তয়া উপবৃংহিতাঃ স্বাংশমায়াদ্বারা বিস্তারিতাঃ বিশ্বস্থিত্যাদয়ঃ অর্থা বিষয়া যাসাং তাঃ, মায়াশক্তের্যোগমায়াংশভূতত্বস্য নারদপঞ্চরাত্রে দৃষ্টত্বাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে প্রথমতঃ যথা সসর্জ্জাগ্র ইদং নিরীহঃ'—অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়াও যেরূপে অগ্রে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ইত্যাদি পঞ্চম শ্লোকোক্ত বিদুরের প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে পুরুষাবতারবৃন্দের লীলা বলিতেছি—ইহাই উক্ত হইতেছে 'অথ তে' ইত্যাদি। 'যোগমায়োরুবৃংহিতাঃ'—যোগমায়া শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, তাহার দ্বারা 'উপবৃংহিতাঃ'—অর্থাৎ সেই যোগমায়ার অংশরূপিণী (বহিরঙ্গা) মায়ার দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে—'বিশ্ব-স্থিত্যুদ্ভবান্তার্থাঃ'—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ক যে লীলাসমূহ (তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি)। যোগমায়ার অংশভূতা যে (বহিরঙ্গা) মায়াশক্তি, তাহা নারদ-পঞ্চরাত্রে দৃষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

ভগবানকে আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মাঽনানামত্যুপলক্ষণঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—ইদং (বিশ্বম্) অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) আত্মনাং (জীবানাং) আত্মা (স্বরূপং) বিভুঃ (স্বামী চ) আত্মেচ্ছানুগতৌ (আত্মনঃ স্বস্য যা ইচ্ছা ইচ্ছাশক্তিঃ তস্যাঃ অনুগতৌ লয়ে সতি) অনানামত্যুপলক্ষণঃ (নানা দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি মতিভিঃ ন উপলক্ষ্যতে যঃ সঃ) আত্মা (পরমাত্মা) ভগবান্ একঃ আস (একঃ এব আসীৎ, নান্যৎ দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মকং কিঞ্চিদাসীৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই পরিদৃশ্যমান জগৎসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে (রশ্মিস্থানীয়) শুদ্ধজীবগণের আত্মস্বরূপ এবং (মণ্ডলস্থানীয়) পরমস্বরূপ অসীম (বৈকুণ্ঠাদি) নানা-বৈভবযুক্ত হইয়াও জৈবজগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে লীন থাকায় তিনি অদ্বয়তত্ত্ব ভগবৎস্বরূপেই বিরাজিত ছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সৃষ্টিলীলাং বর্ণয়িতুং ততঃ পূর্ব্বাবস্থামাহ—ইদং বিশ্বমগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এক এবাস আসীৎ। ভগবতি লীনত্বেন ভগবতোঽধিষ্ঠানকারণত্বাদিত্যেকে ; ভগবচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিত্যন্যে ; যদ্বা, ইদমগ্রে ইত্যেকপদ্যেন অস্যাঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিত্যর্থঃ। তথা স এব যোগমার্গেণোপাস্য আত্মনাং জীবানামাত্মা অন্তর্য্যামী তথা স এব জ্ঞানমার্গেণোপাস্যঃ সর্ব্বব্যাপকো ব্রহ্মেত্যর্থঃ। এবমুপাসকানাং ভক্তযোগিজ্ঞানিনাং মতভেদান্নানামতিভিরুপলক্ষণং যস্য সঃ। তথৈব শ্রুতায়োঽপি, যথা—বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর ইতি,

একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইতি ; আত্মৈবেদমগ্র আসীদিতি ; সদেবাসীদিত্যাদ্যাঃ। ননু সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি কং সময়মারভ্য স এক আসেত্যপেক্ষায়ামাহ —আত্মনাং জীবানাং তথা ইচ্ছায়াঃ সিসৃক্ষায়াশ্চ অনুগতৌ লয়ে সতি প্রাচীনপ্রাকৃতিকপ্রলয়মারভ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৃষ্টিলীলা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত, তাহা হইতে পূর্ব্বাবস্থা বলিতেছেন—'আসেদমগ্র ইদং'—এই বিশ্ব, 'অগ্রে'—সৃষ্টির পূর্ব্বে, 'ভগবানেকঃ'—ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান একাকীই 'আস'—ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—এই বিশ্ব তখন ভগবানে লীনরূপেই ছিল, যেহেতু উহা ভগবানের অধিষ্ঠানরূপ, অপরে বলেন—উহা ভগবানের শক্তির কার্য্য। অথবা 'ইদমগ্রে', ইহা সমাসে একপদরূপে গ্রহণ করিলে 'অস্যাঃ পূর্ব্বম্'—এই সৃষ্টির পূর্ব্বে, এই অর্থ। তিনিই (সেই অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানই) যোগমার্গের দ্বারা উপাস্য, 'আত্মনাং'—জীবগণের 'আত্মা', অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, সেইরূপ তিনিই জ্ঞানমার্গের উপাস্য সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম, এই অর্থ। এইপ্রকার ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানী উপাসকগণের মতভেদবশতঃ 'নানামত্যুপলক্ষণঃ'—নানাবিধ মতির দ্বারা উপলক্ষণ (নিদর্শন) যাঁহার, (সেই এক অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্‌ই বিরাজমান ছিলেন)। সেইরূপ শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়, যথা—"এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক বাসুদেবই ছিলেন, তখন ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না।" ইতি। "এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও নন, শঙ্করও নন।" ইতি। "এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিল" ইতি। "সৎ-স্বরূপ তিনিই ছিলেন"—ইত্যাদি। যদি বলেন—দেখুন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও কত সময় হইতে তিনি একাকী ছিলেন? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'আত্মেচ্ছানুগতৌ', আত্মা বলিতে জীবসকলের এবং (নিজের) সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার 'অনুগতৌ'—অর্থ লয় হইলে, অর্থাৎ প্রাচীন (পূর্ব্বতন) প্রাকৃতিক প্রলয় হইতে আরম্ভ করিয়া (তিনি একাকী ছিলেন)—এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—আত্মনাং বিভুর্জীবাধিপতিঃ ॥ ২৩ ॥

তথ্য—সৃষ্টিলীলা বর্ণন করিবার জন্য সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বলিতেছেন। 'ইদং'-শব্দে পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব। 'অগ্রে' অর্থে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা ভগবান্‌ই একমাত্র ছিলেন। আত্মনাং'—শব্দে জীবসমূহের 'আত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ এবং 'বিভু' অর্থাৎ স্বামী। অন্য দ্রষ্টৃ বা দৃশ্যাত্মক কিছুই ছিল না। কারণাত্মরূপে অবস্থানসত্ত্বেও তাহাদের পৃথক্ প্রতীতির অভাবহেতু 'অ-নানামত্যুপলক্ষণ' এই বিশেষণ উক্ত হইয়াছে। নানা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদি-বুদ্ধিদ্বারা যিনি উপলক্ষিত হন না, তিনিই 'অ-নানামত্যুপলক্ষণ'; কিংবা, যদি পূর্ব্বের 'অ'কার পরিত্যাগ করিয়া 'নানা মত্যুপলক্ষণ' এই বিশেষণটী রাখা যায়, তবে নিম্নলিখিত অর্থটী হয়—যিনি সৃষ্টিতে নানা বুদ্ধিদ্বারা উপলক্ষিত হন, সেই পরমাত্মা তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এক, অদ্বয়তত্ত্বরূপেই বর্ত্তমান ছিলেন। কি কারণে, তিনি এক, অদ্বয়তত্ত্বরূপে অবস্থিত ছিলেন? তদুত্তর এই যে, তাঁহার আত্মেচ্ছার লয় হইলে অথবা নিজের একরূপে অবস্থিতির ইচ্ছার অনুগামী হইয়া তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বয়স্বরূপে বিরাজিত ছিলেন (শ্রীধর)।

অনন্তর বিদুরকর্ত্তৃক ভগবানের লীলাকথা কীর্ত্তনের জন্য প্রার্থিত মৈত্রেয় ঋষি ভগবল্লীলাকথা বলিতে উদ্যত হইয়া শ্রীভগবানের আদিষ্ট চতুঃশ্লোকী-ভাগবতোক্ত পরম জ্ঞান বিস্তার করিয়া বলিতেছেন। এই স্থানে 'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং' (২।৯।৩২) —শ্লোকার্দ্ধের অর্থ সৃষ্টিলীলার উপক্রমদ্বারা এই দুইটী শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। 'ইদং'-শব্দে পুরুষাদি পার্থিব বস্তু পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ব তখন এককরূপে স্থিত ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত ছিল। 'আত্মা'-শব্দে রশ্মিস্থানীয় শুদ্ধজীব, তাহাদের আত্মা অর্থাৎ মণ্ডলস্থানীয় পরমস্বরূপ। ইহাদ্বারা স্বাংশগণের অংশিত্ব ও ব্রহ্ম হইতে অভেদত্ব প্রদর্শিত হইল; কখন? যখন আত্মেচ্ছা অর্থাৎ তাহার সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইল। যদি বল, ভগবান্ বৈকুণ্ঠাদি বহুবিধ-বৈভবযুক্ত হইয়াও কিরূপে একক ছিলেন, সেইজন্য বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠাদি নানা-বৈভবযুক্ত হইয়াও তিনি এক অদ্বয়তত্ত্বরূপেই উপলক্ষিত হন,—যেমন বহুসৈন্য-সামন্তের সহিত গমনশীল রাজাকে দেখাইয়া লোকে 'ঐ রাজা যাইতেছেন' বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ বহুবৈভবাদিযুক্ত হইলেও তত্তৎ বৈভবাদি শ্রীভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য ও

অবিভাজ্য অংশবিশেষহেতু বহুবৈভবাদিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ এক অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়াই কথিত হ'ন (শ্রীজীব) ॥ ২৩ ॥

বিবৃতি—প্রাপঞ্চিক জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ বৈভবপ্রকাশ পরমাত্মরূপে একাকী অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে মায়িক নশ্বর সৃষ্টি প্রারব্ধ হয় নাই। বাহ্য জগতে যেরূপ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনাদি ভেদ বর্ত্তমান সেরূপভাবে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থিত একমাত্র নানা বৈচিত্র-ময় বৈকুণ্ঠ ভগবদিচ্ছাক্রমে বিলাসবিশিষ্ট হইয়া অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত ছিল। প্রাপঞ্চিক দর্শনে যেরূপ রাজা যাইতেছেন বলিলে তাঁহার পার্ষদ সৈন্যাদি সহ অভিগমন বুঝায় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে ভগবদ্বস্তুর অধিষ্ঠান বলিয়া বিচিত্র বিলাসযুক্ত নশ্বর প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টৃদৃশ্য দর্শনরূপ বদ্ধজীবের আংশিক নশ্বর চেষ্টা বর্জ্জিত একত্বকেই লক্ষ করে। এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া (৩।৫।২৩—৩।৭।১৪) 'অশেষ সংক্লেশশমং বিধত্তে' পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি চতুঃশ্লোকীরই অন্য ভাষায় বিবৃতি মাত্র। 'ভগবানেক আস' এবং 'স বা এষ তদা দ্রষ্টা' শ্লোকদ্বয়ে 'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যদ্ সদসৎপরং' এই শ্লোকের বিবৃতি আছে। 'যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহং' এই শ্লোকের বিবৃতি আছে। 'যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহং' পাদের ব্যাখ্যাসূত্রে 'ভগবানেক আস' শ্লোক লিখিত। সৃষ্টির অবসানে পুনরায় গোলোক বৈকুণ্ঠেরই একমাত্র নিত্যাবস্থিতি। ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে বিচিত্র বিলাস নিত্যকাল অবস্থান করিয়া জড় জগতের নশ্বর দ্রষ্টৃদৃশ্য দর্শন হইতে পার্থক্য স্থাপন করে। প্রাপঞ্চিক বিচারে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতায় জড়ের ন্যায় হেয় অনুপাদেয়রূপ নানা মতিভেদ উৎপন্ন করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

———

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেহসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ এষঃ একরাট্ (একঃ এব যঃ প্রকাশতে সঃ ভগবান্) দ্রষ্টা (সন্) দৃশ্যং (অন্যৎ দৃশ্যং কিমপি) নাপশ্যৎ (নাবলোকিতবান্ অতঃ) সুপ্তশক্তিঃ (সুপ্তাঃ অপ্রকাশাঃ মায়াদ্যাঃ শক্তয়ঃ যস্য সঃ) অসুপ্তদৃক্ (অসুপ্তা প্রকাশভূতা দৃক্ চিচ্ছক্তির্যস্য সঃ) আত্মানং অসন্তম্ ইব মেনে (সম্ভাবিতবান্ ইব ন তু অসন্তম্ এব মেনে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সেই সর্ব্বাধিকারী প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষ প্রধানকে দেখিতে পাইলেন না (অর্থাৎ, বিশ্ব তখন তাঁহাতেই লীন ছিল)। পুরুষে চিচ্ছক্তি নিত্যপ্রকাশমতী, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির সহায়কারিণী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তখন সেই পুরুষে সুপ্ত থাকায় তিনি সমষ্টি-বিরাট্‌কে তাঁহাতে সূক্ষ্ম-রূপে বিরাজিত থাকিলেও না থাকার মতই বিবেচনা করিলেন। (কারণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষের প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ব্যতীত সমষ্টি বিরাটের প্রাকট্য অসম্ভব) ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স বৈ নিশ্চিতং দ্রষ্টা প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা পুরুষঃ তদা সৃষ্ট্যারম্ভকালে দৃশ্যং সৃষ্ট্যর্থং দ্রষ্টব্যং প্রধানং নাপশ্যৎ। ততশ্চাত্মানং স্বং বিরাজন্তমপি অসন্তমিব মেনে, গৃহিণীং বিনা গৃহস্থ ইবেতি কাব্যরীত্যোক্তেঃ ; যদ্বা, উৎপৎস্যমানং আত্মানং সমষ্টি-বিরাজং স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ সন্তমপ্যসন্তমেব মেনে। প্রকৃতীক্ষণং বিনা তস্য প্রাকট্যাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। ননু দৃষ্ট্যৈব ভোগ্যা সা কান্তা মায়া তস্য তদা কীদৃশ্যাসীত্তত্রাহ—সুপ্তা স্বাপবতী শক্তির্ম্মায়া যস্য সঃ, ন হি স্বাপবতী কান্তা সংভুজ্যত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তস্যানন্দার্থমন্যাঃ সুভগা বহ্ব্য এব কান্তা জাগ্রত্য এব বর্ত্তন্ত ইত্যাহ—অসুপ্তা দৃশশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তয়ো লক্ষ্ম্যাদ্যা যস্য সঃ। তদপি বিশ্বসৃষ্ট্যাদ্যর্থং বহিরঙ্গা দুর্ভগাপি যা সা মায়াশক্তিস্তদানীমপেক্ষিতব্যৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স বা এষঃ'—বৈ—নিশ্চিত, সেই দ্রষ্টা অর্থাৎ প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষ, 'তদা'—সৃষ্টির আরম্ভকালে, 'দৃশ্যং'—দ্রষ্টব্য প্রধানকে (প্রকৃতিকে) 'নাপশ্যৎ'—দেখিতে পাইলেন না। তারপর বিরাজমান নিজেকে অনবস্থিতের ন্যায় মনে করিলেন। কাব্যের রীতিতে যেমন বলা হয়—'গৃহিণী বিনা গৃহস্থ'। অথবা—'উৎপস্যমানং', অর্থাৎ উৎপন্ন হইবে যে আত্মা, অর্থাৎ সমষ্টি-বিরাট্, তৎকালে নিজেতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিলেও, অনবস্থিতের ন্যায়ই মনে করিলেন। যেহেতু প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ব্যতীত তাহার (সেই সমষ্টি বিরাটের) প্রকাশ

অসম্ভব—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, যিনি দৃষ্টির দ্বারাই ভোগ্যা, তাহার (সেই পুরুষের) কান্তা মায়া তখন কিরূপা ছিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সুপ্তশক্তিঃ', সুপ্তা অর্থাৎ নিদ্রিতা শক্তি বলিতে মায়া যাঁহার, সেই ভগবান্। (তখন তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া শক্তি নিদ্রিতা ছিলেন)। নিদ্রিতা কান্তা কখনই সম্ভোগ-যোগ্যা হয় না—এই ভাব। আরও, তাঁহার (সেই ভগবানের) আনন্দের নিমিত্ত সৌভাগ্যবতী বহু কান্তাই (তখন) জাগ্রতরূপেই অবস্থান করিতেছিলেন; ইহা বলিতেছেন—'অসুপ্তদৃক্', তখন তাঁহার চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপা লক্ষ্মী প্রভৃতি জাগ্রত ছিলেন। তথাপি বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য যিনি বহিরঙ্গা দুর্ভাগ্যবতী, সেই মায়াশক্তি তৎকালে অপেক্ষার বিষয়ীভূতাই ছিলেন, এই ভাব ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—

পরমাত্মা যতো জীবং মেনেঽসন্তমশক্তিতঃ।
অসন্নসাবতো নিত্যং সত্যজ্ঞানো যতো হরিঃ ॥

ইতি আগ্নেয়ে। শক্যত্বাৎ শক্তয়ো ভার্য্যাঃ শক্তিং সামর্থ্যমুচ্যতে। ইতি ব্রহ্মতর্কে।

সুপ্তিস্তু প্রকৃতেঃ প্রোক্তা অতীব ভগবদ্রতিঃ।
অনাস্থান্যত্র চ প্রোক্তা বিষ্ণোশ্চক্ষুর্নিমীলনম্ ॥

ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্ ॥ ২৪ ॥

তথ্য—প্রথমে দুইটী শ্লোকে মায়ার উদ্ভব-প্রকার বলিতেছেন। সেই ভগবান্ দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্যবস্তু দেখিতে পাইলেন না, যেহেতু তিনি একরাট্ ছিলেন; অর্থাৎ তখন তিনি এক অদ্বয়তত্ত্বরূপেই প্রকাশিত ছিলেন। দৃশ্যবস্তুর অভাবহেতু সেই অদ্বয়তত্ত্বের কোনও দ্রষ্টা ছিল না; সুতরাং তখন তিনি নিজেকে অবিরাজমান বস্তুর ন্যায় মনে করিয়াছিলেন; তখন মায়াদিশক্তিসমূহ তাহাতে সুপ্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার সত্তা নাই তাহাও তিনি মনে করেন নাই, যেহেতু, তাঁহার চিচ্ছক্তি তাহাতে নিত্যই অসুপ্তাবস্থায় অবস্থিত (শ্রীধর)।

'দৃশ্য'—অর্থে 'বিশ্ব'। বিশ্বের অবর্ত্তমানতা হেতু তিনি সেই দৃশ্য বস্তু বিশ্বকে দেখিতে পাইলেন না; অর্থাৎ বিশ্ব তখন তাঁহাতে লীন ছিল। 'আত্মানং'-শব্দে স্বীয় অংশ প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষকে। 'অসন্তমিব মেনে'—অনবস্থিতের ন্যায় মনে করিলেন অর্থাৎ সেই অংশ পুরুষকে অংশী ভগবান্ তাঁহা হইতে ভিন্ন রূপে দর্শন করিলেন না। 'শক্তি'-অর্থে বহিরঙ্গা মায়া। 'দৃক্' অর্থে 'চিচ্ছক্তি' অর্থাৎ স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা শক্তি। 'একরাট্'-অর্থে সর্ব্বাধিকারী (শ্রীজীব) ॥ ২৪ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ সর্ব্বাধিকারী। তিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ চিচ্ছক্তিমান্। তাঁহারই মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি। মায়াশক্তির ক্রিয়া সুপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক দর্শনরাহিত্যে চিচ্ছক্তিক্রিয়াই প্রবলা থাকে। মায়াশক্তির পরিণত জগতে জীব আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। ভগবানের জড়াসৃষ্টি অপ্রকাশিত অবস্থায় তৎকালে অবস্থান করায় জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের আরোপের অবকাশ হয় না ॥ ২৪ ॥

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, 'সংদ্রষ্টুঃ এতস্য (ভগবতঃ) সা বৈ (দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা) সদসদাত্মিকা (কার্য্যকারণরূপা) শক্তিঃ মায়া নাম যয়া (শক্ত্যা) বিভুঃ (ভগবান্) ইদং (বিশ্বং) নির্ম্মমে (নির্ম্মিতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা বা কার্য্যকারণরূপা শক্তিই মায়া। হে মহাভাগ, এই মায়াশক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তদিচ্ছয়া সা মায়াশক্তিস্তদা জজগারেত্যাহ—সা প্রসিদ্ধা বৈ নিশ্চিতং সদসদাত্মিকা কার্য্যকারণরূপা ইদং বিশ্বং বিভুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর তাঁহার (সেই ভগবানের) ইচ্ছায় সেই মায়াশক্তি তখন জাগরিতা হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'সা', সেই প্রসিদ্ধ নিশ্চিত 'সদসদাত্মিকা'—অর্থাৎ কার্য্য ও কারণরূপা মায়া। 'ইদং'—বলিতে এই বিশ্ব। 'বিভুঃ'—পরমেশ্বর, (তিনি এই মায়াশক্তির দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন) ॥ ২৫ ॥

তথ্য—পশ্চাদহং যদেতচ্চ (ভাঃ ২।১০।৩২)—ইহার অর্থ বলিয়া সৃষ্টির উপযোগী বহিরঙ্গা

শক্ত্যন্তরের বিষয় এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'শক্তিত্ব'-দ্বারা নিমিত্ত-কারণত্ব এবং 'সদসদাত্মকত্ব' দ্বারা উপাদান-কারণত্ব অংশতঃ সূচিত হইয়াছে (শ্রীজীব) ॥ ২৫ ॥

কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিযুক্তঃ) অধোক্ষজঃ (ইন্দ্রিয়তোঽনাগম্যঃ ভগবান্) আত্মভূতেন (আত্মাংশভূতেন) পুরুষেণ (প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ) কালবৃত্ত্যা (কালশক্ত্যা) গুণময্যাং (ক্ষুভিতগুণায়াং) আত্মমায়ায়াং বীর্য্যং (চিদাভাসং) আধত্ত (আদধৌ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চিচ্ছক্তিযুক্ত অতীন্দ্রিয় পুরুষ ভগবান্ কালশক্তিদ্বারা ক্ষোভিতগুণা নিজ বহিরঙ্গাশক্তি মায়াতে আত্মাংশভূত প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপ পুরুষের দ্বারা চিদাভাস আধান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াভর্ত্তুরাদিপুরুষস্যাপ্যংশী মহাবৈকুণ্ঠনাথো ভগবানেব সর্ব্বকারণকারণমাশ্রয়তত্ত্বমিতি দর্শয়ন্ সর্গারম্ভমাহ কালস্য বৃত্ত্যা প্রাথমিক্যা মহাপুরুষনিঃশ্বাস-রেচন-প্রথমেক্ষণেনেত্যর্থঃ। অধোক্ষজো মহাবৈকুণ্ঠনাথো ভগবান্ আত্মভূতেন স্বাংশরূপেণ মায়াধিষ্ঠাত্রা আদিপুরুষেণ দ্বারা মায়াং দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্তায়াং বীর্য্যং চিদাভাসাখ্যাং জীবশক্তিং আধত্ত; মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহমিত্যত্র গর্ভং চিদাভাসং দধামি; প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ—ইতি স্বামিচরণা মধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ; মায়াশক্তিজীবশক্ত্যোর্ম্মেলনেনৈব জগদুৎপত্তিসম্ভবাৎ। যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্তত ইতি বৈষ্ণবোক্তের্ম্মায়াশক্তৌ জীবশক্তেঃ প্রবেশনান্মায়াশক্ত্যধীনাং জীবশক্তিং চকারেতি বাক্যার্থঃ। কিঞ্চ, শক্তেরানন্ত্যাৎ মায়ায়ামপ্রবিষ্টা অপ্যনন্তা এব তস্য জীবা বিষ্বক্সেনাদিনামানো ব্যক্তা অব্যক্তাশ্চ নিত্যসিদ্ধাঃ সন্তীত্যাহ—বীর্য্যবান্ ইতি, স্ত্রিয়ামাহিতাদ্বীর্য্যাদধিকপ্রমাণমেব বীর্য্যং পুংসি তিষ্ঠতীতি লোকেষ্বপি প্রসিদ্ধেঃ ॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়ার ভর্ত্তা (অধীশ্বর) যিনি আদিপুরুষ, তাঁহারও অংশী মহাবৈকুণ্ঠের নাথ শ্রীভগবান্‌ই সকল কারণেরও কারণ এবং আশ্রয়তত্ত্ব—ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত সৃষ্টির আরম্ভ বলিতেছেন—'কাল-বৃত্ত্যা', কালের প্রাথমিক বৃত্তির (শক্তির) দ্বারা, অর্থাৎ মহাপুরুষের নিঃশ্বাস-ত্যাগরূপ প্রথম ঈক্ষণের দ্বারা, এই অর্থ। 'অধোক্ষজঃ'—অতীন্দ্রিয়-স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্, 'আত্মভূতেন'—নিজের অংশরূপ মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ কর্ত্তৃক মায়াকে দূর হইতে ঈক্ষণের দ্বারাই সংভুক্তা (গুণ-ক্ষোভযুক্তা) সেই মায়াতে 'বীর্য্যং'—অর্থাৎ চিদাভাস নামক জীবশক্তি আধান করিলেন। যেমন, শ্রীগীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি—'মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্'—অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান-স্বরূপ। আমি সেই মায়াতে সঙ্কল্পরূপ গর্ভ (জগদ্বীজ) ধারণ করিয়া থাকি। সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখানে 'গর্ভ'—বলিতে চিদাভাস, দধামি—নিক্ষেপ করিয়া থাকি। (মহদ্‌ব্রহ্ম বলিতে অবিদ্যা-অজ্ঞান-প্রকৃতি-ত্রিগুণাত্মিকা অব্যাকৃত মায়াই যোনি-স্বরূপ। এই ব্রহ্মোপাধি মায়া মহত্তত্ত্ব নামক প্রথম কার্য্যের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া মহদ্‌ব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন। এই মহদ্‌ব্রহ্মরূপ যোনিতে ভগবানের সৃষ্টি-সঙ্কল্পই গর্ভাধান-স্বরূপ) অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব প্রলয়কালে ভগবানে বিলীন থাকে, তাহাকেই কার্য্যকারণ-সংঘাতরূপ ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভগবান্ চিদাভাস-রূপ বীর্য্যসেক করিয়া থাকেন—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদ ও মধুসূদন সরস্বতীপাদের আশয়। কারণ মায়াশক্তি ও জীবশক্তির মিলনের দ্বারাই জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। "যয়া ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্ততে"—যে মায়াশক্তির দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি জীব তারতম্যরূপে অবস্থান করে—এই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের উক্তিবশতঃ, মায়াশক্তিতে জীবশক্তির প্রবেশ হওয়ায়, জীবশক্তিকে মায়াশক্তির অধীনা করিলেন—ইহা বাক্যার্থ। আরও, শ্রীভগবানের শক্তির অনন্তত্বহেতু, মায়াতে অপ্রবিষ্ট হইয়াই, ভগবানের বিষ্বক্‌সেনাদি নামক অনন্ত জীব রহিয়াছেন,

তাঁহারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, নিত্যসিদ্ধরূপেই অবস্থান করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'বীর্য্যবান্' ইতি অর্থাৎ অনন্ত শক্তিযুক্ত ভগবান্। এইরূপ লোকেও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে—স্ত্রীতে আহিত বীর্য্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বীর্য্যই পুরুষে নিহিত থাকে ॥ ২৬ ॥

তথ্য—'অধোক্ষজ' অর্থে ভগবান্, যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ভগবান্ই ছিলেন, এইরূপ পূর্বোক্ত শ্লোকে (৩।৫।২৩) উক্ত হইয়াছে। 'পুরুষ' বলিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা। 'আত্মভূতেন' অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ স্বাংশ (কারণার্ণবশায়ী পুরুষ) দ্বারা গুণময়ী-মায়াতে অর্থাৎ 'অব্যক্তে' জীবাখ্য বীর্য্য আধান করিলেন (শ্রীজীব)।

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্তহেতু বিশ্বের, 'প্রকৃতি' উপাদান ॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২৬।১৮ ও চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্তে বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্ ॥
তবে মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হইতে দেবেতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥ ২৬ ॥

ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) কালচোদিতাৎ (কালপ্রেরিতাৎ) অব্যক্তাৎ (মায়াতঃ) তমোনুদঃ (অজ্ঞানবিধ্বংসী) বিজ্ঞানাত্মা (সত্ত্বপ্রধানত্বাদ্ জ্ঞান-স্বরূপঃ) মহত্তত্ত্বম্ অভবৎ (বভূব, সঃ) আত্মদেহস্থং (স্বশরীরস্থং) বিশ্বং ব্যঞ্জন্ (ব্যঞ্জয়ন্ উচ্ছূনবীজ-গতাঙ্কুরাদিরূপং বৃক্ষমিব প্রকাশয়ন্ স্থিতঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর কালপ্রেরিত অব্যক্তরূপা মায়া হইতে তমোনাশক, বিশিষ্টজ্ঞানস্বরূপ মহত্তত্ত্ব আবির্ভূত হইল। সে স্বশরীরগত (বীজগত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ) বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিরাজিত হইল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষাধিষ্ঠানেন লব্ধচেতনায়া মায়া-য়াস্তস্যাস্ত্রয়োবিংশতৌ ভাগেষু কার্য্যকারণভাবেনোৎ-পৎস্যমানেষু প্রথমং মহত্তত্ত্বস্য জন্মাহ—তত ইতি। অব্যক্তাৎ মায়াতঃ কীদৃশাৎ কালচোদিতাৎ তদুৎপত্ত্যু-চিতকালপ্রাপিতবিকৃতেঃ। তত্ত্বপদং পরিত্যজ্য মহতো লক্ষণমাহ—বিজ্ঞানাত্মা স মহান্ সত্ত্বাংশপ্রাধান্যেন বিশিষ্টজ্ঞানস্বরূপঃ সর্ব্বদেহেষু চিত্তরূপেণ যোঽংশেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। স্বদেহস্থং বিশ্বং উচ্ছূনবীজগতাঙ্কুরাদি-রূপং বৃক্ষমিব ব্যঞ্জয়ন্ প্রকাশয়ন্ যতোঽসৌ তমো-নুদঃ প্রলয়গতাজ্ঞানধ্বংসকর্ত্তা ততো রজোঽংশ-প্রাধান্যে সতি ক্রিয়াশক্ত্যা মহত্তত্ত্বভেদঃ সূত্রতত্ত্বম-ভূদিত্যপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরুষের অধিষ্ঠানহেতু চেতনা-প্রাপ্ত মায়া হইতে তাহার ত্রয়োবিংশতি ভাগে কার্য্য-কারণভাবের দ্বারা 'উৎপস্যমান' অর্থাৎ উৎপন্ন হইবে যাহারা, তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের আবি-র্ভাবের কথা বলিতেছেন—'ততঃ' ইতি (তদনন্তর কালপ্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হইল)। 'অব্যক্তাৎ'—অব্যক্ত হইতে অর্থাৎ মায়া হইতে, কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'কাল-চোদিতাৎ'—কালের দ্বারা প্রেরিতা মায়া হইতে, অর্থাৎ তাহার উৎপত্তির উচিত কালপ্রাপিত বিকার হইতে। 'মহত্তত্ত্বের'—তত্ত্বপদ পরিত্যাগ করিয়া মহতের লক্ষণ বলিতেছেন—'বিজ্ঞানাত্মা'—সেই মহান্ সত্ত্বাংশের প্রাধান্যহেতু বিশিষ্টজ্ঞানস্বরূপ; সকলের দেহে চিত্তরূপে যিনি অংশতঃ অবস্থান করেন, এই অর্থ। বীজগত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সেই মহত্তত্ত্ব আত্মদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করি-লেন। যেহেতু সেই মহান্ 'তমোনুদঃ'—প্রলয়গত অজ্ঞান অন্ধকারের ধ্বংসকর্ত্তা। তারপর রজঃ অংশের প্রাধান্য হইলে ক্রিয়াশক্তির দ্বারা মহত্তত্ত্বের ভেদ সূত্র-তত্ত্ব উদ্ভূত হইল, ইহাও জানিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

তথ্য—সত্ত্বপ্রধানহেতু 'বিজ্ঞানাত্মা' 'ব্যঞ্জন্'-উচ্ছু-সিত বীজগত অঙ্কুর যেরূপ বৃক্ষকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া। সাত্বততন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—বিষ্ণুর তিনটী রূপ; পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রত্যেককে এক একটী পুরুষাখ্যায় অভিহিত করি-য়াছেন। প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, কারণাব্ধিশায়ী মহা-বিষ্ণু, দ্বিতীয়—গর্ভোদশায়ী সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী

পুরুষ ; তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী পুরুষ, তিনি সর্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মরূপে বিরাজিত—এই তিনটীর তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় (শ্রীধর)। "তমোনুদঃ" অর্থে প্রলয়গত অজ্ঞানের ধ্বংসকারী (শ্রীজীব) ॥ ২৭ ॥

সোঽপ্যংশগুণকালাত্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ ।
আত্মানং ব্যকরোদাত্মা বিশ্বস্যাস্য সিসৃক্ষয়া ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অংশগুণকালাত্মা (অংশঃ চিদাভাসঃ নিমিত্তং গুণাঃ উপাদানং কালঃ ক্ষোভকঃ তদাত্মা তদধীনঃ) অস্য বিশ্বস্য (জনিষ্যমাণস্য বিশ্বস্য) আত্মা (আশ্রয়ঃ) সঃ (মহান্) অপি ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ (ভগবতঃ সর্বাধ্যক্ষস্য দৃষ্টিঃ ইচ্ছা তদ্বিষয়ী-ভূতঃ-সন্) সিসৃক্ষয়া (অহঙ্কারসৃষ্টীচ্ছয়া) আত্মানং ব্যকরোৎ (রূপান্তরমনয়ৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর চিদাভাস, গুণ ও গুণক্ষোভক কাল এই তিনের অধীন, জনিষ্যমান বিশ্বের আশ্রয় সেই মহান্ ও সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবানের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইয়া অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টিজন্য নিজেকে রূপান্তরিত করিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—তমোঽংশপ্রাধান্যে সত্যহঙ্কারোৎপত্তি-মাহ—সোঽপি মহান্ অংশঃ পুরুষঃ বীর্য্যং জীবশক্তিঃ গুণাঃ প্রকৃত্যংশাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ কালশ্চ তদুৎত্ত্যুপযোগী তৈরেব কারণৈরাত্মা স্বরূপং যস্য সঃ। ভগবতো দৃষ্টিরিচ্ছা তদ্বিষয়ীভূতঃ সন্ আত্মানং স্বং ব্যকরোৎ রূপান্তরমনয়ৎ। কীদৃশঃ ? বিশ্বস্যাস্য জনিষ্যমাণস্য আত্মা আশ্রয়ঃ। সিসৃক্ষয়া অহঙ্কারসৃষ্টীচ্ছয়া ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তমঃ অংশের প্রাধান্য হইলে অহংকারের উৎপত্তি বলিতেছেন—'সোঽপি', সেই মহান্ও 'অংশ-গুণ-কালাত্মা'—অংশ বলিতে পুরুষ, বীর্য্য জীবশক্তি, গুণসমূহ অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ সত্ত্বাদি, এবং কাল, তাহার উৎপত্তির উপযোগী, এই সকল কারণের দ্বারা যাহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। 'ভগবদ্দৃষ্টি-গোচরঃ'—ভগবানের দৃষ্টি বলিতে ইচ্ছা, তাহার বিষয়ীভূত হইয়া 'আত্মানং ব্যকরোৎ'—নিজেকে রূপান্তরিত করিলেন। কিরূপ মহান্ ? 'বিশ্বস্যাস্য আত্মা'—এই জনিষ্যমাণ বিশ্বের আত্মা বলিতে আশ্রয়। 'সিসৃক্ষয়া'—অহঙ্কারসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—অংশো জীবঃ।

কালজীবগুণাদীনামভিমানী চতুর্ম্মুখঃ।
সর্ব্বজীবাভিমানিত্বাদংশ ইত্যেব চোচ্যতে ॥

ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২৮ ॥

তথ্য—'ভগবান্'—সর্ব্বাধ্যক্ষ (শ্রীধর)। ভগবানের অংশ পুরুষ (শ্রীজীব) ॥ ২৮ ॥

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত ।
কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারভাবাপন্নাৎ) মহতত্ত্বাৎ অহং তত্ত্বং (অহংকারঃ) ব্যজায়ত (বভূব) (সঃ অহংকারঃ) কার্য্যকারণকর্ত্রাত্মা (কার্য্যম্ অধিভূতং কারণম্ অধ্যাত্মং কর্তৃ অধিদৈবং তেষাং আত্মা আশ্রয়ঃ) ভূতেন্দ্রিয়-মনোময়ঃ (ভূতেন্দ্রিয়-মনো-বিকারবান্ অতঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ চ অহং (অহংকারঃ) ত্রিধা (ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইল, ঐ অহঙ্কার কর্ম্ম (অধিভূত) কারণ (অধ্যাত্ম), কর্ত্তা (অধিদৈব) এই তিনের আশ্রয়, কারণ, এই অহঙ্কার ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন, এই তিনের বিকার-বিশিষ্ট, সুতরাং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিকুর্ব্বাণাৎ বিক্রিয়মাণাৎ। অহঙ্কারস্য লক্ষণমাহ কার্য্যমধিভূতং কারণমধ্যাত্মং কর্ত্তৃ অধিদৈবং তেষামাত্মা আশ্রয়ঃ। তত্র হেতুঃ—ভূতেন্দ্রিয়-মনোময়ঃ তদ্বিকারবান্ মন ইতি দেবানামপ্যুপ-লক্ষণম্। এতদেব বিভজ্য বক্তুমাহ—বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ, তৈজসঃ রাজসঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকুর্ব্বাণাৎ'—বিক্রিয়মাণ হইতে, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে অহংকার তত্ত্বের উদ্ভব হইল। অহংকারের লক্ষণ বলিতেছেন—'কার্য্য-কারণ-কর্ত্রাত্মা'—সেই অহংকার কার্য্য,

কারণ ও কর্ত্তার আত্মা বলিতে আশ্রয়। এখানে কার্য্য হইতেছে অধিভূত, কারণ অধ্যাত্ম এবং কর্ত্তা অধিদৈব, তাহাদের আত্মা অর্থাৎ আশ্রয়। তাহার কারণ—'ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ'—ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের বিকার-বিশিষ্ট, অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন—এই তিনটি অহংকারেরই বিকার। 'মনঃ'—ইহা বলায় দেবতাদিগকেও গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বিভাগ করিয়া বলিতেছেন—বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস বলিতে রাজসিক এবং তামসিক (এই তিন প্রকার অহংকার)॥ ২৯॥

———

অহংতত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ।
বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারপ্রাপ্তাৎ) বৈকারিকাৎ (সাত্ত্বিকাৎ) অহং তত্ত্বাৎ (অহংকারাৎ) মনঃ অভূৎ (ততঃ) যে দেবাঃ বৈকারিকাঃ (সাত্ত্বিকাহংকারকার্য্যভূতাঃ) যতঃ (যেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতৃভ্যঃ দেবেভ্যঃ) অর্থাভিব্যঞ্জনং (শব্দাদিপ্রকাশো ভবতি তে চ অভবন্)॥ ৩০॥

অনুবাদ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনের উৎপত্তি হইল। যে সকল বৈকারিক দেবতা হইতে শব্দাদি কার্য্যসকল প্রকাশ পায়, সেই বৈকারিক দেবতাগণও সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল॥ ৩০॥

বিশ্বনাথ—যে দেবা দিগাদ্যাস্তেঽপি বৈকারিকাঃ বৈকারিকজন্যাঃ যতো যেভ্যো দেবেভ্য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃভ্যোঽর্থাভিব্যঞ্জনং শব্দাদিপ্রকাশো ভবতি॥৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে দেবাঃ'—দিক্ প্রভৃতি যে সকল দেবগণ, তাহারাও বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন। 'যতঃ'—যে সকল ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইতে, 'অর্থাভিব্যঞ্জনং' —শব্দাদি বিষয় প্রকাশ পায় (তাহারা সকলেই ঐ সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়।)॥ ৩০॥

———

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি চ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানকর্ম্মময়াণি ইন্দ্রিয়াণি চ (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি অপি) তৈজসানি এব (বিকারপ্রাপ্তাৎ তৈজসাহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নানি, ন তু সাত্ত্বিকানি॥ ৩১॥

অনুবাদ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলও বিকারপ্রাপ্ত রাজস অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন হইল॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়াণি তৈজসান্যেবেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানময়ানাং সাত্ত্বিকত্বাশঙ্কা মাভূদিত্যেবকারঃ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রিয়াণি'—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল 'তৈজসানি এব'—অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্ত রাজস অহঙ্কার হইতেই সমুৎপন্ন। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল জ্ঞানময় বলিয়া সাত্ত্বিকত্বের আশঙ্কা যাহাতে না হয়, এইজন্য 'এব'-কারের প্রয়োগ, অর্থাৎ ঐ দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই রাজস অহঙ্কারের কার্য্য॥ ৩১॥

———

তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—তামসঃ (বিকারভূত-তামসাহংকারঃ) ভূতসূক্ষ্মাদিঃ (ভূতসূক্ষ্মস্য শব্দস্য আদিঃ কারণং) যতঃ (শব্দাৎ) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) লিঙ্গং (হৃদয়াকাশতয়া স্বগুণ-শব্দরূপেণ প্রমাপকং যদ্বা, লিঙ্গং শরীরং) খং (আকাশং ভবতি)॥ ৩২॥

অনুবাদ—শব্দের আদি কারণ—তামস অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইল, ঐ শব্দ হইতেই পরমাত্মার বোধক আকাশের উৎপত্তি হয়॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ—তামসো ভূতসূক্ষ্মস্য শব্দস্যাদিঃ কারণম্। যতঃ শব্দাৎ খমাকাশো ভবতি। আত্মনঃ পরমেশ্বরস্য লিঙ্গং স্বগুণশব্দরূপেণ প্রকাশকম্; যদ্বা, তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত ইতি শ্রুতেরাত্মকার্য্যত্বাদাত্মজ্ঞাপকম্॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তামসো ভূতসূক্ষ্মাদিঃ'—বিকারভূত তামস অহঙ্কার ভূতসূক্ষ্মের অর্থাৎ আকাশাদি ভূতসমূহের ও তৎ-সূক্ষ্ম শব্দাদির আদি কারণ। 'যতঃ'—যে শব্দ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা 'আত্মনঃ'—পরমেশ্বরের 'লিঙ্গং'—অর্থাৎ স্বগুণ শব্দরূপে প্রকাশক। অথবা—'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ'—সেই এই আত্মা হইতে

আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যে আত্ম-কার্য্যত্বরূপে আত্মার জ্ঞাপক। (অর্থাৎ শব্দের কারণ যে তামস অহঙ্কার, তাহা বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইল, ঐ শব্দ হইতেই আকাশের উদ্ভব হয়, তাহাই আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ শরীর।) ।। ৩২ ।।

———

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ।
নভসোঽনুসৃতঃ স্পর্শং বিকুর্ব্বন্নির্ম্মমেঽনিলম্ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—কালমায়াংশযোগেন নভঃ ভগবদ্বীক্ষিতং (ভগবদিচ্ছাবিষয়ীভূতং সৎ স্পর্শং নির্ম্মমে ততঃ) নভসঃ (স্বস্মাৎ) অনুসৃতং (উদ্ভূতং) স্পর্শং বিকুর্ব্বৎ (রূপান্তরং নয়ৎ) অনিলং (বায়ুং) নির্ম্মমে (সসর্জ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—অনন্তর কাল ও মায়ার অংশযোগে আকাশ ভগবানের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইয়া স্পর্শকে সৃষ্টি করে। তৎপরে সেই আকাশ হইতে উৎপন্ন স্পর্শতন্মাত্রকে আবার সে রূপান্তরপ্রাপ্ত করাইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—নভঃ কর্ত্তৃ নভসঃ স্বস্মাদনুসৃতং উদ্ভূতং স্পর্শং বিকুর্ব্বৎ রূপান্তরং প্রাপয়ৎ সৎ অনিলং নির্ম্মমে। এবং সর্ব্বত্র তন্মাত্রদ্বারা ভূতোৎপত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নভঃ'—আকাশ, ইহা কর্ত্তা। 'নভসঃ'—সেই আকাশ হইতে 'অনুসৃতং'—উদ্ভূত স্পর্শ অর্থাৎ স্পর্শ-তন্মাত্র 'বিকুর্ব্বৎ'—রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করে। এই প্রকার সর্ব্বত্র তন্মাত্র-দ্বারা ভূতসমূহের উৎপত্তি জানিতে হইবে ।। ৩৩ ।।

———

অনিলোঽপি বিকুর্ব্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ।
সসর্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—নভসা (আকাশেন সহ) উরুবলান্বিতঃ (স্বয়ঞ্চ মহাবলঃ) অনিলোঽপি (বায়ুঃ অপি) বিকুর্ব্বাণঃ (বিকারং প্রাপ্তঃ সন্) রূপতন্মাত্রং (সৃষ্ট্বা ততঃ) লোকস্য লোচনং (প্রকাশকং) জ্যোতিঃ (তেজঃ) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—অনন্তর মহাবীর্য্যবান্ বায়ু আকাশের সহিত বিকারপ্রাপ্ত হইয়া রূপতন্মাত্র সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা হইতে ভুবনপ্রকাশক জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিল ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—নভসা সহিতঃ স্বয়ং চোরুবলান্বিতঃ রূপতন্মাত্রাৎ জ্যোতিরভূৎ লোকস্য লোচনং প্রকাশকম্ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নভসা'—আকাশের সহিত এবং স্বয়ং বহুবলশালী বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রূপতন্মাত্র সৃষ্টি হইল। অনন্তর তাহা হইতে 'জ্যোতিরভূৎ'—তেজের উদ্ভব হইল। সেই তেজই 'লোকস্য লোচনং'—সকল লোকের (ভুবনের) প্রকা-শক ।। ৩৪ ।।

———

অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্ব্বৎ পরবীক্ষিতম্।
আধত্তাম্ভো রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—অনিলেন অন্বিতং (বায়ুযুক্তং) পরবীক্ষিতং (ভগবদিচ্ছাবিষয়ীভূতং) জ্যোতিঃ বিকুর্ব্বৎ (বিকারং প্রাপ্তং সৎ) কালমায়াংশযোগতঃ রসময়ং (রসগুণং) অম্ভঃ (জলং) আধত্ত (সসর্জ্জ) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—সেই জ্যোতিঃ বায়ুর সহিত মিলিত ও পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইল, তাহাতে কাল ও মায়ার অংশযোগে রসতন্মাত্র জলের উৎপত্তি হইল ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—রসময়ং রসগুণং অম্ভঃ আধত্ত অসৃজৎ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রসময়ং'—রসগুণ অর্থাৎ রসতন্মাত্র তাহা হইতে 'অম্ভঃ আধত্ত'—জল উৎপন্ন হইল ।। ৩৫ ।।

———

জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্ব্বদ্ ব্রহ্মবীক্ষিতম্।
মহীং গন্ধগুণামাধাৎ কালমায়াংশযোগতঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—জ্যোতিষা অনুসংসৃষ্টং (মিলিতং) ব্রহ্মবীক্ষিতং (ভগবদ্দৃষ্টিগোচরং) অম্ভঃ বিকুর্ব্বৎ (বিকারং প্রাপ্তং সৎ) কালমায়াংশযোগতঃ গন্ধগুণাং

(গন্ধগুণাত্মিকাং) মহীং (পৃথ্বীম্) আধাৎ (সসর্জ্জ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জ্যোতির সহিত মিলিত জল ভগবানের দৃষ্টিগোচর ও বিকারপ্রাপ্ত হইল, তাহাতে কাল ও মায়ার সহযোগে গন্ধগুণাত্মিকা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—সংসৃষ্টং সংযুক্তম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংসৃষ্টং'—অর্থ সংযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

— - —

ভূতানাং নভ আদীনাং যদ্‌যদ্ভব্যাবরাবরম্ ।
তেষাং পরানুসংসর্গাদ্‌যথাসংখ্যং গুণান্ বিদুঃ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—ভব্য ! (হে বিদুর !) নভঃ আদীনাং ভূতানাং (মধ্যে) যৎ যৎ অবরাবরং (অবরম্ অবরং ক্রমশঃ হীনম্) তেষাং (কার্য্যাণাং) পরানু-সংসর্গাৎ (পরৈঃ কারণৈঃ অনুসংসর্গাৎ অন্বয়াৎ) যথাসংখ্যং (যথাক্রমম্ উত্তরোত্তরম্ অধিকান্) গুণান্ (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্) বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে যে ভূত ক্রমশঃ নিকৃষ্ট, তাহাদের সহিত স্ব-স্ব-কারণের ক্রমশঃ সম্বন্ধ থাকা হেতু উত্তরোত্তর পর পর ভূতের অধিক গুণ জানিতে হইবে। যেমন, আকাশের কেবল শব্দমাত্রই গুণ ; বায়ুর সহিত আকাশের মিলন হওয়ায় বায়ুতে স্পর্শ ও শব্দ এই দুই গুণ ; তেজে আকাশ ও বায়ুর সম্বন্ধ থাকায় তেজে রূপ, শব্দ এবং স্পর্শ এই তিন গুণ ; জলে আকাশাদি পূর্ব্ব ভূতত্রয়ের অনুপ্রবেশ থাকায় জলে রস, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং ভূমিতে আকাশাদি ভূত-চতুষ্টয় অনুপ্রবিষ্ট থাকায় গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই পঞ্চগুণ বিরাজিত ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে ভব্য বিদুর, ভাব্যেতি পাঠে—ভাব্যং কার্য্যং নভ আদীনাং মধ্যে যদ্‌যদবরমবরং বায্বাদিকং তেষাং কার্য্যাণাং পরৈঃ কারণৈরনুসংসর্গাৎ **অন্বয়াৎ যা যা সংখ্যা তথা গুণান্ বিদুরিতি। যথাসংখ্যমিতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ,** তেন বায়োরেকং **নভ এব কারণমিতি** স্বস্য কারণান্বিতত্বে দ্বিত্বসংখ্যেতি দ্বৌ শব্দস্পর্শৌ গুণৌ। এবং তেজসো দ্বৌ নভো-বায়ুকারণে ইতি তদন্বিতত্বে স্বস্য ত্রিত্বসংখ্যেতি ত্রয় এব গুণাঃ এবমম্ভসশ্চত্বারঃ পৃথিব্যাঃ পঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ভব্য ! অর্থাৎ হে বিদুর ! 'ভাব্য'—এই পাঠে ভাব্য বলিতে কার্য্য, 'নভঃ আদীনাং'—আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু প্রভৃতি যে যে ভূত ক্রমে ক্রমে পরে পরে জন্মিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের 'পরানুসংসর্গাৎ'—পর পর কারণের সহিত অন্বয়বশতঃ (অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকাতে), 'যথাসংখ্যং গুণান্'—যে যে সংখ্যা, সেইরূপ গুণ জানিবে (অর্থাৎ উত্তরোত্তর তাহাদের অধিক গুণ হইয়াছে)। 'যথাসংখ্যং'—ইহা বীপ্সার্থে অব্যয়ী-ভাব সমাস। (এখানে আকাশের সহিত অন্য কোন ভূতের সম্বন্ধ না থাকাতে তাহার এক শব্দমাত্র গুণ আছে।) বায়ুর এক আকাশই কারণ, এইজন্য নিজ কারণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় দুইটি সংখ্যা—অর্থাৎ বায়ুর সহিত আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে তাহাতে নিজ অসাধারণ গুণ স্পর্শ এবং শব্দ—এই দুইটি গুণ আছে। এই প্রকার তেজের সহিত আকাশ ও বায়ুর সম্বন্ধ থাকাতে, তাহা নিজের অসাধারণ গুণ রূপ এবং স্পর্শ ও শব্দ—এই তিনটি গুণ ধারণ করে। জলে আকাশাদি ভূতত্রয়ের অনুপ্রবেশ থাকাতে তাহা-দের স্ব-স্ব গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং আপনার গুণ রস—এই চারিটি গুণ উহাতে আছে। পৃথিবীর পাঁচটি, অর্থাৎ ভূমিতে আকাশাদি ভূত-চতুষ্টয়ের অনুপ্রবেশ জন্য তাহাতে কারণের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস—এই চারিটি এবং নিজের অসাধারণ গুণ গন্ধ—এই পাঁচটি গুণই আছে ॥ ৩৭ ॥

———

এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্ ॥

অন্বয়ঃ—কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ (কাললিঙ্গং বিকৃতিঃ মায়ালিঙ্গং বিক্ষেপঃ অংশলিঙ্গং চেতনা তানি বিদ্যন্তে যেষু তথাভূতাঃ) বিষ্ণোঃ কলাঃ (অংশাঃ) এতে দেবাঃ (মহদাদ্যভিমানিনঃ দেবাঃ সমত্বেন) নানাত্বাৎ (পরস্পরাসম্বন্ধাৎ) স্বক্রিয়া নীশাঃ (স্বস্য ক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাণ্ডরচনায়াং অনীশাঃ অশক্তাঃ সন্তঃ)

প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ) বিভুং (পরমেশ্বরং) প্রোচুঃ (উক্তবন্তঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এই সকল মহদাদির অভিমানী দেবতাসকল বিষ্ণুর অংশ। বিকৃতি, বিক্ষেপ ও চেতনা ইত্যাদি গুণসকল তাহাদিগের মধ্যে সমভাবে বিরাজিত। সেজন্য তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধাভাব হেতু তাহারা ব্রহ্মাণ্ড-রচনায় অশক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতে মহদহঙ্কারাদয় এব স্বৈর্গুণৈর্বদ্ধা স্বর্গনরকাদিষু মুহুঃ ক্ষিপন্তো জীবান্ সংসারয়ন্তি তদমী নির্হেতুদ্রোহিণঃ সর্ব্বথা বিধ্বংসনীয়া এবেতি মৈবং বাদীরেতে নির্হেতুপকারিণঃ প্রত্যুতার্হণীয়া এব। তথাহি মোক্ষসাধনানি জ্ঞানযোগনিষ্কামকর্ম্মাণি এতৈর্ব্বিনা ন সিদ্ধ্যন্তি, তথা প্রেমসাধনানি শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণদাস্যসখ্যাদীন্যপি ভগবৎকৃপোপরঞ্জিতৈরেভিরেব সিদ্ধ্যন্তি। কিঞ্চ। পরদার-পরদ্রব্যাপহরণে গোব্রাহ্মণদ্রোহাদিবিবিধপাতকানি নরকসাধনান্যেতৈরেব সিদ্ধ্যন্তীতি নৈতে দূষণীয়াঃ। ভাগীরথ্যা জলং সজ্জনানাং স্নানপানাদিভিঃ পরমপাবনমমৃতমেব কূলস্থেষু তৃণগুল্মাদিষু ধান্যগোধূমাদিষু পনসাম্রদ্রাক্ষাকরকাদিষু প্রবিষ্টং সর্ব্ববিধজনানাং পরমোপকারকং পরমসুখদমপি বিষবৃক্ষেষু প্রবিষ্টং তেষামেব সাক্ষান্মারকমিতি ভাগীরথীজলস্য ন দোষঃ, কিন্তু তত্তৎ কুপাত্রস্যৈব যথা, তথা (গী ১৬।১৯) তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্নাসুরীষ্বেব যোনিষ্বিত্যাদি ভগবদুক্ত্যনুসারেণ তেষু তেষু দুর্জীবেষু স্থিতানামেষামধিকৃতভক্তানাং কো দোষঃ ? কিন্তু তেষামেবেতি বস্তুতস্ত্বেতে পরমবৈষ্ণবা এবেত্যেতৎকৃতয়া স্তুত্যৈবাভিব্যঞ্জয়িতুমাহ। এতে দেবা মহদাদ্যভিমানিনঃ বিষ্ণোঃ কলাঃ মায়াশক্তিবৃত্তিত্বাদিত্যর্থঃ। কাললিঙ্গং বিকৃতিঃ মায়ালিঙ্গং বিবেকহর্ষশোকাদি অংশলিঙ্গং চেতনা তানি বিদ্যন্তে যেষাং তে। অতঃ সমত্বেন নানাত্বাৎ পরস্পরাসম্বদ্ধত্বাৎ স্বক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাণ্ডরচনায়ামনীশা অসমর্থাঃ প্রোচুঃ তুষ্টুবুরিতি তত্ত্বানামেষাং সহসৈব সর্ব্বেন্দ্রিয়বৎ তনুমত্ত্বমতর্ক্যায়া ভগবচ্ছক্ত্যৈবেতি তদিচ্ছয়া অনন্যাপেক্ষত্বদ্যোতনার্থমিদং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই সকল মহৎ অহঙ্কারাদিই নিজ নিজ গুণের দ্বারা বদ্ধ করিয়া স্বর্গ, নরকাদিতে বারবার নিক্ষেপপূর্ব্বক জীবগণকে ভ্রমণ করাইতেছে, অতএব এই সকল নির্হেতুক দ্রোহকারিদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বিধ্বংস করাই উচিত। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ এই সকল মহদহঙ্কারাদি নির্হেতুক উপকারীই, বস্তুতঃ উহারা সম্মাননীয়ই। যথা—মোক্ষের সাধন জ্ঞান, যোগ এবং নিষ্কাম কর্ম্মসকল ইহাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ প্রেম-সাধন শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, দাস্য ও সখ্যাদিও শ্রীভগবানের কৃপাতে উপরঞ্জিত (অধিকরূপে মগ্ন) এই সকল মহদাদির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অপর—পরস্ত্রী, পরদ্রব্যাপহরণ, গো-ব্রাহ্মণদ্রোহাদি বিবিধ পাতক-জনিত নরকভোগাদিও ইহাদের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এইজন্য ইহারা দূষণীয় নহে। যেমন—ভাগীরথীর জল সজ্জনদিগের স্নান, পানাদির দ্বারা পরম পবিত্র অমৃতই, আবার কূলস্থিত তৃণ, গুল্মাদিতে, ধান্য, গোধূমাদি, পনস (কাঁঠাল), আম্র, দ্রাক্ষা, করক (দাড়িম্ব) প্রভৃতি বৃক্ষে প্রবিষ্ট জল সর্ব্ববিধ জনের পরম উপকারক ও পরম সুখপ্রদ হইলেও বিষবৃক্ষে প্রবিষ্ট জল তাহাদের সাক্ষাৎ মারকই, ইহা ভাগরথী জলের কোন দোষ নহে, কিন্তু সেই সেই কুপাত্রেরই (দোষ)। শ্রীগীতাতে—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্", অর্থাৎ সেই-সকল সাধু-বিদ্বেষী, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আসুর পুরুষগণকে আমি নরক-মার্গে পুনঃ পুনঃ নিপাতিত করি। তাহাদিগকে অতি ক্রূর ব্যাঘ্র, সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই—এই শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে, সেই সেই দুষ্ট জীবের মধ্যে স্থিত এই সমস্ত অধিকৃত (ভগবদাদেশ পালনকারী) ভক্তগণের কি দোষ ? কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিদেরই দোষ। বস্তুতঃ কিন্তু এই সকল মহদাদি তত্ত্বগণ পরম বৈষ্ণবই, তাহা তাহাদের কৃত স্তুতির দ্বারাই প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন—'এতে দেবাঃ'—এই সকল মহদাদির অভিমানী দেবগণ, 'বিষ্ণোঃ কলাঃ'—বিষ্ণুর কলা (অংশের অংশ), যেহেতু তাহারা মায়াশক্তির বৃত্তিবিশেষ, এই অর্থ। 'কাল-মায়া-অংশলিঙ্গিনঃ'—কাললিঙ্গ অর্থাৎ বিকার, মায়ালিঙ্গ অর্থাৎ বিবেক, হর্ষ, শোকাদি

বিক্ষেপ, এবং অংশলিঙ্গ বলিতে চেতনা—এই সকল গুণ এই দেবগণে বিদ্যমান। অতএব সমত্ব-হেতু 'নানাত্বাৎ'—পরস্পর অসম্বন্ধ-বশতঃ অর্থাৎ পরস্পর মিলিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করায়, 'স্বক্রিয়ানীশাঃ'—নিজ নিজ কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হইয়া স্তব করিয়াছিলেন। এখানে সেই সকল মহত্তত্ত্বাদি দেবগণের অকস্মাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ন্যায় 'তনুমত্ত্ব'—দেহ-ধারণ অতর্ক্য শ্রীভগবানের শক্তির দ্বারাই হইয়াছিল। শ্রীভগবানের ইচ্ছা অন্য কিছুরই অপেক্ষা করে না—ইহা দ্যোতনা করিবার নিমিত্ত (এই দেহ ধারণ)—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ। তন্নিমিত্ত-শরীরাঃ হিরণ্য-গর্ভস্যৈব কালাভিমানী-জীবাভিমানী ইতি দ্বিবিধং রূপম্। কালজীবাভিমানী রূপদ্বন্দ্বী চতুর্মুখঃ। ইতি পাদ্মে ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—"যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহং" (ভাঃ—২।৯।৩২)—চতুঃশ্লোকীর এই তাৎপর্য্য "ভগবানকে আসেদমগ্র" (ভাঃ ৩।৫।২৩) শ্লোকের দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকার্থ জ্ঞান প্রদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকার্থ বিজ্ঞান বলিতে বলিতে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর ভগবান্‌ও ভক্তির বশ হন, এই রহস্য (প্রেমভক্তি) ও তৎসাধন (ভক্ত্যঙ্গ) জ্ঞাপক চতুশ্লোকীর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকার্থ এই শ্লোকের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। (শ্রীজীব) ॥ ৩৮ ॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ—

নমাম তে দেব পদারবিন্দং
প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রম্।
যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু-
সংসারদুঃখং বহিরুৎক্ষিপন্তি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ উচুঃ (হে) দেব (বিভো)! প্রপন্ন-তাপোপশমাতপত্রং (প্রপন্নানাং শরণাগতানাং তাপোপশমে আতপত্রং ছত্রস্বরূপং) তে পদারবিন্দং (তব পাদপদ্মং বয়ং) ননাম। যন্মূলকেতাঃ (যস্য পদারবিন্দস্য মূলং তলং কেতঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তে) যতয়ঃ (সংসারানাসক্তাঃ ভক্তাঃ) অঞ্জসা (অনায়াসেন) উরুসংসারদুঃখং (মহদপি সংসারদুঃখং) বহিঃ (দূরতঃ) উৎক্ষিপন্তি (পরিত্যজন্তি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দেবতাগণ বলিলেন—হে পরমদেব, শরণাগত জনগণের তাপশান্তির ছত্রস্বরূপ ভবদীয় পাদপদ্মে আমরা প্রণত হই। ঐ পাদপদ্মের তলদেশাশ্রয়কারী যতিসকল সংসারদুঃখকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—আতপত্রং ছত্রম্। যস্য পদারবিন্দস্য মূলং তলং কেত আশ্রয়ো যেষাং তথাভূতা এব যতয়ো নান্যে অঞ্জসা শীঘ্রমেব উরু সমূলমেব সংসারদুঃখং স্বগাত্রলগ্নং জলৌকসমিব বলেন নিষ্কাস্য বহির্দূরত এব উচ্চীকৃত্য ক্ষিপন্তি যথা পুনঃ স্বসমীপং নায়াতি অত্র অঞ্জসেতি উর্ব্বিতি বহিরিত্যুৎক্ষিপন্তীতি পদৈস্তদনাশ্রিতযতয়ো বিলম্বেনৈব নাপি সমূলং তথা ক্ষিপন্তি যথা তান্ পুনঃ সংসারো গ্রসতীতি লভ্যতে; যদ্যপি তদানীং যতয়ো ন বর্ত্তন্তে স্ম, তদপি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞতয়ৈব তত্ত্ববেদাস্ত্রিকালজ্ঞাস্তথা প্রাহুরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রপন্ন-তপোপশমাতপত্রম্'—আতপত্র, ছত্র (অর্থাৎ হে দেব! তোমার যে চরণকমল শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের তাপ-নিবারক ছত্র-স্বরূপ, আমরা তাহাকে নমস্কার করি)। 'যন্মূলকেতাঃ'—তোমার পদারবিন্দের মূল অর্থাৎ তলদেশ কেত অর্থাৎ আশ্রয় যাঁহাদের, তাদৃশ যোগিগণই, অপরে নহে, 'অঞ্জসা'—শীঘ্রই, 'উরু-সংসারদুঃখং'—উরু অর্থাৎ সমূলেই সংসার-দুঃখ, নিজ গাত্রলগ্ন জলৌকার (জোঁকের) ন্যায়, 'বহিরুৎক্ষিপন্তি'—বলপূর্ব্বক নিষ্কাষিত করিয়া (টানিয়া) বাহিরে দূর থেকেই উঁচু করিয়া নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, যাহাতে পুনরায় নিজের নিকটে না আসে। এখানে অঞ্জসা, উরু, বহিঃ, উৎক্ষিপন্তি—এই পদসকলের দ্বারা, যে যতিগণ শ্রীভগবানের চরণকমল আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারা বিলম্বেই, তাহাতে সমূলেও নহে, সেইরূপভাবে নিক্ষেপ করেন, যাহাতে পুনরায় তাহাদিগকে সংসার গ্রাস করে—ইহা বুঝা যায়। যদিও তৎকালে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) যতিগণ ছিলেন না, তথাপি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে জ্ঞান-হেতু তত্ত্ববেত্তা, ত্রিকালজ্ঞ সেই

(মহত্তত্ত্বাদি) দেবগণ সেইরূপ বলিয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

———

ধাতর্যদস্মিন্ ভব ঈশ জীবা-
স্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম্ম ।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রি-
চ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ— (হে) ধাতঃ (পিতঃ) ঈশ ! যৎ (যস্মাৎ) অস্মিন্ ভবে (সংসারে) জীবাঃ তাপত্রয়েণাভিহতাঃ (ত্রিতাপৈঃ উপদ্রুতাঃ সন্তঃ) আত্মন্ (আত্মনি) শর্ম্ম (সুখং) ন লভন্তে, অতঃ (হে) ভগবন্ ! সবিদ্যাং (তদাশ্রয়ণমেব বিদ্যা তৎপ্রাপিকাং) তব অঙ্ঘ্রিচ্ছায়াং (চরণচ্ছায়াং বয়ং) আশ্রয়েম (শরণং গচ্ছেম) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ ঈশ, যেহেতু এই সংসারে জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে আক্রান্ত হইয়া কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, অতএব,হে ভগবান্ ! বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান ভবদীয় পাদপদ্মছায়াকেই আমরা আশ্রয় করি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বজ্ঞানমূলকং সংসারদুঃখং জ্ঞানেনৈবোপশাম্যেদিতি জ্ঞানিনাং কিং ভক্ত্যেতি তত্রাহুঃ ঋতে ইতি। যৎপাদভজনং বিনা অস্মিন্ ভবে সংসারে আত্মন্ স্বস্মিন্, সম্বোধনং বা, শর্ম্ম ন লভন্তে। তত্র হেতুঃ সবিদ্যাং বিদ্যয়া সহ বর্ত্তমানাম্। তবাঙ্ঘ্রিচ্ছায়ায়ামেব বিদ্যা বর্ত্ততে নান্যত্রেতি। ভক্ত্যা বিনা জ্ঞানমেব ন সিদ্ধ্যতীতি তে মিথ্যাজ্ঞানিন ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, অজ্ঞানমূলক সংসার-দুঃখ জ্ঞানের দ্বারাই উপশম প্রাপ্ত হইবে, অতএব জ্ঞানিগণের ভক্তির কি প্রয়োজন ? তাহাতে বলিতেছেন—'ঋতে ইতি'। ('ধাতঃ'—স্থানে 'ঋতে যৎ'—এই পাঠান্তর রহিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।) যে তোমার পাদপদ্মের ভজন ব্যতিরেকে, এই সংসারে 'আত্মন্'—নিজ আত্মাতে কোনপ্রকার সুখ লাভ করিতে পারে না। অথবা—'হে আত্মন্'—ইহা সম্বোধনে। তাহার অর্থাৎ সুখ লাভ না করিবার কারণ—'সবিদ্যাং'—বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান (তোমার পাদপদ্মের ছায়াকেই আমরা আশ্রয় করিতেছি), তোমার চরণ-ছায়াতেই বিদ্যা রহিয়াছে, অন্য কোথাও নাই। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না—অতএব তাহারা মিথ্যা জ্ঞানী (জ্ঞানাভিমানী) —এই ভাব ॥ ৪০ ॥

মধ্ব—

ব্রহ্মবিদ্যা হরেশ্ছায়া তদংশো হি সুরেষ্বপি।
সর্ব্ববিদ্যা শ্রিয়ঃ প্রোক্তা প্রধানাংশশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৪০ ॥

———

মার্গন্তি যৎ তে মুখপদ্মনীড়ৈ-
শ্ছন্দঃসুপর্ণৈর্ঋষয়ো বিবিক্তে ।
যস্যাঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ
পদং পদং তীর্থপদঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ বিবিক্তে (অসঙ্গে মনসি) তে মুখপদ্মনীড়ৈঃ (তত্রৈব মুখপদ্মং নীড়ং যেষাং তৈঃ, ততো উদ্গম্য পুনঃ তত্রৈব বিশদ্ভিঃ) ছন্দঃ সুপর্ণৈঃ (বেদরূপপক্ষিভিঃ, তান্ আশ্রিত্য) যৎ (পদং) মার্গন্তি (অন্বেষয়ন্তি) (তথা) অঘমর্ষোদসরিদ্বরায়াঃ (অঘমর্ষম্ অঘনাশকম্ উদকং যাসাং সরিতাং নদীনাং তাসু বরায়াঃ গঙ্গায়াঃ) পদং (উদ্গমস্থানং) তীর্থপদঃ (তব) পদং (চরণং বয়ং) প্রপন্নাঃ (আশ্রিতাঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ আসক্তিশূন্য অন্তঃকরণে আপনার মুখপদ্মরূপ কুলায়স্থিত বেদরূপ পক্ষিদ্বারা যে পরমপদ অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং নিখিল পাপনাশিনী সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যে পাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা সেই গঙ্গার অনুসেবাতৎপর ভক্তগণও তীর্থপাদ আপনার যে শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন, আমরা সেই পাদপদ্মে আশ্রিত হইলাম ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। ত্বয়া কৃপয়া স্বচরণকমলসাক্ষাৎপ্রাপ্ত্যর্থং সুখসোপানদ্বয়ং যন্নির্ম্মিতং তদাশ্রিত্য যে ত্বচ্চরণৌ দিদৃক্ষন্তে ত এব বুদ্ধিমন্তস্তএব বাস্তবজ্ঞানিন ইত্যাহুঃ। মার্গন্তি যৎ তদেব তীর্থপদস্তব পদং বয়ং প্রপন্নাঃ কৈর্ম্মার্গন্তি ছন্দঃসুপর্ণৈর্ব্বেদপক্ষিভিঃ কীদৃশৈঃ তবৈব মুখপদ্মং নীড়ং যেষাং তৈঃ। যথা

নিরাস্পদে দেশে বিশ্রামার্থং বৃক্ষতলান্বেষিণো জনা ইতস্ততশ্চরতাং পক্ষিণামনুপদং ধাবন্তঃ সায়ং স্বনীড়ং প্রবিশতাং তেষামাস্পদীভূতস্য বৃক্ষস্য তলং প্রাপ্নুবন্তি তথা ত্বন্মুখাদুদ্গতানাং পুনস্ত্বয্যেব পর্য্যবসিতানাং বেদানাং তাৎপর্য্যমবধার্য্য তেনৈব ত্বাং ভজন্তস্ত্বাং প্রাপ্নুবন্তীত্যেকং সোপানমুক্ত্বা দ্বিতীয়ং সোপানমাহুঃ। অঘমর্ষমঘনাশকং উদকং যাসাং সরিতাং তাসু বরায়া গঙ্গায়াঃ পদমুদ্গমস্থানং অতো গঙ্গামনুসেবমানা অপি তদুদ্গমস্থানং ত্বৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি কৃপাপূর্ব্বক নিজ চরণ-কমলের সাক্ষাৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে দুইটি সুখ (অনা-য়াস-গম্য) সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা আশ্রয় করিয়া যাঁহারা তোমার চরণযুগল দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান এবং তাঁহারাই বাস্তবপক্ষে জ্ঞানী, ইহা বলিতেছেন—'মার্গন্তি', অর্থাৎ তাঁহারা যাহা অন্বেষণ করেন, তীর্থপদ (তীর্থ যাঁহার চরণে) তোমার সেই চরণকমলেই আমরা প্রপন্ন। (দুইটি সোপান বলিতেছেন—বেদমার্গ ও গঙ্গাদি তীর্থ)। কোন্ পথে তাঁহারা অন্বেষণ করেন? তাহাতে বলিতেছেন—'ছন্দঃ-সুপর্ণৈঃ', বেদরূপ পক্ষিগণের দ্বারা, তাঁহারা কিরূপ? তোমারই মুখপদ্ম যাঁহাদের নীড় (বিশ্রামের আবাস)। যেমন নিরাপদ স্থানে বিশ্রা-মের জন্য বৃক্ষতল অন্বেষণকারী ব্যক্তিগণ, চারিদিকে ভ্রমণকারী পক্ষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সায়ংকালে নিজ নীড়ে প্রবেশকারী সেই পক্ষিগণের আশ্রয়স্থল সেই বৃক্ষের তলদেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তোমার মুখ হইতে উদ্গত এবং পুনরায় তোমাতেই পর্য্যবসিত বেদসকলের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া, (ঋষিগণ) সেই পথেই তোমাকে ভজনপূর্ব্বক তোমাকে লাভ করিয়া থাকেন। এই একটি সোপান বলিয়া, দ্বিতীয় সোপান বলিতেছেন—'অঘমর্ষোদ-সরিদ্-বরায়াঃ'—'অঘমর্ষ', অর্থাৎ পাপনাশক সলিল যে সকল নদীগণের, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা যে গঙ্গা, তাহার (সেই গঙ্গার) 'পদম্'—উদ্গম-স্থান; অতএব গঙ্গাদেবীর সেবা করিয়াও সেই ঋষিগণ তাহার উদ্গম-স্থান যে তোমার পদকমল তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ৪১ ॥

মধ্ব—দ্যুসরিতো ধরায়াশ্চ ॥ ৪১ ॥

তথ্য—যেরূপ পক্ষিগণ কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় কুলা-য়ের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদসমূহও ভগবানের মুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়া ভগবানেই পর্য্যবসিত হন; অতএব লোকে বেদ আশ্রয়পূর্ব্বক ভগবানের পরমপদের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন (শ্রীধর)।

পক্ষিগণ যেরূপ বৃক্ষস্থিত কুলায়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃত পক্ষে পদস্থানীয় বৃক্ষমূলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে তদ্রূপ যাঁহারা ভগবানের মুখপদ্মনীড় হইতে বিনির্গত বেদরূপ পক্ষীদ্বারা ভগবানের পরমপদ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বৃক্ষের মূলদেশ ভগবানের শ্রীচরণেই শরণাগত হন ইহাই ভাবার্থ (শ্রীজীব) ॥ ৪১ ॥

যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা
সংমৃজ্যমানে হৃদয়েঽবধায়।
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবলেন ধীরা
ব্রজেম তত্তেঽঙ্ঘ্রিসরোজপীঠম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধয়া (শ্রবণপূর্ব্বিকয়া ভক্ত্যা) শ্রুত-বত্যা চ ভক্ত্যা (শ্রবণদশায়াং যা চ ভক্তিঃ তয়া) সংমৃজ্যমানে (সংশোধ্যমানে) হৃদয়ে (মনসি) যৎ (তব পাদপদ্মং) অবধায় (ধ্যাত্বা) বৈরাগ্যবলেন (বৈরাগ্যম্ অনাসক্তিঃ বলং যস্য তেন) জ্ঞানেন ধীরাঃ (ভবন্তি, বয়ং) তে (তব) তৎ পাদসরোজ-পীঠং (চরণারবিন্দং) ব্রজেম (শরণং গচ্ছেম) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তি-গণও শ্রদ্ধা ও শ্রবণপূর্ব্বিকা ভক্তির দ্বারা সম্মার্জ্জিত-হৃদয়ে আপনার যে পাদপদ্ম উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য-বলে সেই পাদপদ্মের মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ববিৎ হইয়া থাকেন, আমরা সেই পাদপদ্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। তেভ্যোঽপি কেবলভক্তিমাত্রা-শ্রয়িণঃ শ্রেষ্ঠাঃ ইত্যাহুঃ। যত্তব পদং শ্রুতং গুরু-মুখোপদিষ্টং ভজনবর্ত্ম বর্ত্ততে যস্যাং তয়া ভক্ত্যা স্বহৃদয় এবাবধায় অনুভূয় লব্ধেন জ্ঞানেন তন্মাধুর্য্যা-স্বাদরূপেণ কীদৃশেন বৈরাগ্যস্য সর্ব্বত্র বৈতৃষ্ণস্য বলং

যস্মাৎ তেন ধীরা ভবন্তি, অঙ্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেদিতি ন্যায়েন পূর্ব্বমিব বেদাদ্যন্বেষণ-শ্রমবন্তো ন ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেইসকল পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ অপেক্ষাও কেবল ভক্তিমাত্রকেই যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—'যচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুতবত্যা চ ভক্ত্যা'—'যৎ' যে তোমার পদকমল, 'শ্রুত' বলিতে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে উপদিষ্ট ভজন-বর্ত্ম রহিয়াছে যাহাতে, তাদৃশ ভক্তি-হেতু নিজ হৃদয়েই 'অবধায়'—অনুভবপূর্ব্বক লব্ধ তোমার মাধুর্য্য আস্বাদনরূপ জ্ঞানের দ্বারা, কি প্রকারে ? 'বৈরাগ্য-বলেন'—বৈরাগ্য অর্থাৎ (ভগবদ্বিষয় ভিন্ন) সর্ব্বত্র বিতৃষ্ণা, সেই বৈরাগ্য-সম্পন্ন জ্ঞান-দ্বারা ধীর হইয়া থাকেন। 'নিজ গৃহেই যদি মধু পাওয়া যায়, কিজন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিবে ?'—এই ন্যায় অনুসারে বেদাদির অন্বেষণ-জনিত পরি-শ্রমশীল ইঁহারা (এই ভক্তগণ) হন না ॥ ৪২ ॥

তথ্য—শ্রদ্ধা—শ্রবণপূর্ব্বিকা ভক্তি (শ্রীধর)

শ্রদ্ধা—হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ বা আদর (শ্রীজীব) ॥ ৪২ ॥

———

বিশ্বস্য জন্মস্থিতিসংযমার্থে
কৃতাবতারস্য পদাম্বুজং তে ॥
ব্রজেম সর্ব্বে শরণং যদীশ
স্মৃতং প্রযচ্ছত্যভয়ং স্বপুংসাম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ বিশ্বস্য (জগতঃ) জন্মস্থিতি-সংযমার্থে (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ার্থং) কৃতাবতারস্য (অঙ্গী-কৃতাবতারস্য) তে (তব) পদাম্বুজং (পাদপদ্মং) সর্ব্বে (বয়ং) শরণং ব্রজেম (আশ্রয়ং গচ্ছেম) যৎ (পাদপদ্মং) স্মৃতং (স্মরণবিষয়ীভূতং সৎ) স্বপুং-সাম্ (আশ্রিতানাম্ ভক্তানাম্) অভয়ং (ভয়শূন্যত্বং) প্রযচ্ছতি (দদাতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ ! এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য অবতার গ্রহণকারী আপনার পাদপদ্মে আমরা সকলে শরণাগত হই ; সেই পাদপদ্মই হৃদয়ে স্মৃত হইলে আশ্রিত পুরুষগণকে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশ্যা ভক্তেঃ সুগমত্বার্থং তস্য ভক্তানুগ্রহং স্মরন্ত আহুর্বিশ্বস্যেতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ ভক্তির 'সুগমত্বার্থং' অর্থাৎ অনায়াসে প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার ভক্তির অনু-গ্রহ স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—'বিশ্বস্য' ইতি, (অর্থাৎ তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত অবতার গ্রহণ করিয়া থাক। আমরা সকলে তোমার পাদপদ্মের শরণাগত হইলাম) ॥ ৪৩ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ ও ভক্ত দৃশ্যবস্তু হইলে তথায় দ্রষ্টৃ জীবের সেব্য-বুদ্ধির উদয় হয়। ভগবদিতর প্রতীতিতে দৃশ্যবস্তু ভগবান্ ও ভক্ত এই সেব্য দৃষ্টি না হওয়ায় তাহাতে ভোগবুদ্ধি বা তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের বৃত্তি উদিত হয়। যেখানে দ্রষ্টা জীব ভোগবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়তর্পণরত, তাদৃশ দর্শনে সেবন-বুদ্ধির অভাব। দ্রষ্টার অসৎ নশ্বরবস্তুতে ভোগ-বুদ্ধি হইলে অসৎসঙ্গ হইয়া যায়। সেব্যবস্তুবিচারে আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' উন্মেষিত হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা বৃত্তিতে সৎসঙ্গের অভাবহেতু ভক্তি ও ভগবল্লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় না। জীবমাত্রেরই হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান। ভগবৎপরিকর ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণই সেবানিরত। যে বদ্ধজীবের হৃদয়ে সপরিকর ভগবানের উপলব্ধি নাই সেইখানেই ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের পরমোপাদেয় সম্বন্ধজ্ঞানের উপযোগী ভক্তিশোভার অভাব। আত্মার সেবা-প্রবৃত্তিই স্বাভাবিকী ও নিত্যা। সেই বৃত্তি আবরণী ও বিক্ষেপা-ত্মিকা মায়িকী বৃত্তির আনুগত্যলাভ করিলে স্বভাবচ্যুত হইয়া তাৎকালিক-নিসর্গ-হস্তে বৃত্ত্যন্তরে অবস্থিত হয়। সেই কালেই ভগবান্ ও ভক্তের সহিত সম্বন্ধ-চ্যুত হইয়া অচ্যুতবস্তুর মহিমা বিস্মৃত হয়। নল-কুবর ভক্ত শ্রীনারদের বাহ্যদর্শনলাভ করিলেও ভক্তি-ময় সঙ্গ লাভ করেন নাই—তাহার ফলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোন্মত্ত হইয়া তাহাদের চেতনধর্ম্ম সঙ্কোচিত হইয়াছিল। সাধারণ দেবগণ ঈশসেবাবিমুখ হইয়া যে কালে ইন্দ্রিয়পরায়ণ থাকেন, তৎকালে নারদাদি ভক্তের বহিঃসঙ্গ পাইয়াও তাঁহারা ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে অসমর্থ ॥ ৪৩ ॥

———

যৎ সানুবন্ধেঽসতি দেহগেহে
মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাম্।
পুংসাং সুদূরং বসতোঽপি পুর্য্যাং
ভজেম তত্তে ভগবন্ পদাব্জম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সানুবন্ধে (সোপকরণে) অসতি (তুচ্ছে) দেহ গেহে (দেহগৃহাদৌ) মমাহমিত্যূঢ়দুরাগ্রহাণাং (অহং মমেতি বিমূঢ়দুর্ধিয়াং) পুংসাং (সম্বন্ধে) পুর্য্যাং (স্বদেহে এব) বসতোঽপি (অন্তর্য্যামিরূপেণ স্থিত-স্যাপি) তে (তব) যৎ (পাদপদ্মং) সুদূরং (দুষ্প্রাপং) তৎ পদাব্জং (পাদপদ্মং বয়ং) ভজেম (শরণং ব্রজেম) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—পুত্র-কলত্রাদি উপকরণের সহিত তুচ্ছ দেহ-গেহাদিতে যাহাদের "আমি ও আমার" এই দুরাগ্রহ প্রবল, সেই সকল পুরুষদিগের দেহপুরে আপনি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিলেও যে পাদপদ্ম তাহাদের দুষ্প্রাপ্য, আমরা সেই পাদপদ্মকে ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি দুর্জীবৈর্ভক্তির্দুর্ল্লভ্যেত্যাহঃ যদিতি। পুর্য্যাং মথুরাদ্বারকাদৌ প্রকটাপ্রকট-প্রকাশাভ্যাং সদা বসতোঽপি দেহেঽন্তর্য্যামিরূপেণ বা ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও দুর্ম্মতি (দেহ-গেহাদিতে আসক্তচিত্ত) জীবগণের পক্ষে ভক্তি দুর্ল্লভ্যা, অর্থাৎ অনায়াসলভ্যা নহেন, ইহা বলিতেছেন—যদিতি। 'পুর্য্যাং'—পুরীতে, প্রকট ও অপ্রকট প্রকাশভেদে মথুরা ও দ্বারকাদি ধামে সদা বাস করিলেও, অথবা—অন্তর্য্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেও, (দেহাদ্যা-সক্ত জীবগণ তোমার যে পাদপদ্ম পায় না, আমরা সেই চরণকমলে শরণ লইলাম।) ॥ ৪৪ ॥

তথ্য—পুর্য্যাং স্বদেহপুরীতে (শ্রীধর)।

পুর্য্যাং—প্রকট ও অপ্রকট-প্রকাশ মথুরা-দ্বারকা-দিতে অর্থাৎ প্রকটলীলার প্রপঞ্চে প্রকাশিত মথুরা-দ্বারকাদিতে এবং অপ্রকট-লীলার তত্তৎপুরীতে, অথবা দেহে অন্তর্য্যামিরূপে (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৪৪ ॥

বিবৃতি—ভগবানের সেবা-লাভ এবং অপর দুই প্রকারে ভগবল্লাভ—এই তিন প্রকার সাধনবিষয় দুইটি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকটীতে ভক্তির কথা, দ্বিতীয় শ্লোকটিতে মনের চাঞ্চল্যনিবারক যোগ অথবা বেদান্তাভ্যাসে ষট্‌ক-সাধনদ্বারা কৃচ্ছ্র-সাধ্য জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি। ভক্তিই আত্মার নিত্যা বৃত্তি, তাহা বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তির দ্বারা আবৃত হইলে স্বীয় নিত্যস্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। সুকৃতিবশে যেকালে ভক্তি উন্মেষিত হয়, তখনই ভজনীয় বস্তু ব্যতীত অপর দৃশ্যজগতের অনুভূতি হইতে বিরাগ লাভ করেন। সেই আত্মস্বরূপের বৃত্তি ভগবৎ-কথা ব্যতীত উন্মে-ষিত হইবার আর অন্য কোনও উপায় নাই। হরি-কথাদ্বারা মায়িক বৈচিত্র্যের বাক্যসমূহে শ্রদ্ধা-রাহিত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিকথা-শ্রবণ করিলেই জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি সমৃদ্ধি লাভ করে। তখনই তাঁহার সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠপ্রতীতি ও লীলা-বৈচিত্র্যে রুচি জন্মে। মায়িক বিচিত্রতা সেকালে মুক্তজীবকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪৪ ॥

তান্ বৈ হ্যসদ্‌বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং
যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) উরুগায় (পুণ্যশ্লোক) পরেশ (ভগবন্)! যে অসদ্বৃত্তিভিঃ (বহির্ম্মুখৈঃ) অক্ষিভিঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) পরাহৃতান্তর্মনসঃ (পরাহৃতং দুরমপহৃ-তম্ অন্তঃস্থং মনঃ যেষাং তে) অথো (অতএব) নূনং (নিশ্চিতং) তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ (তব পদন্যাসঃ গমনং তস্য বিলাসঃ বিভ্রমঃ তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ) যে (ভক্তাঃ) তান্ বৈ ন পশ্যন্তি হি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ (ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত, হে বিপুলকীর্ত্তে পরমেশ্বর! তাহারা নিশ্চয়ই আপনার লীলাকথা-বিলাস-স্মরণ-কীর্ত্তনাদি সম্পত্তিদ্বারা পরম-কৃতার্থ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জগত্যস্মিন্ ইতস্ততশ্চরতাং সাধূনাং বহুত্বাত্তেষাং সঙ্গং কৃত্বা তৎপ্রসাদসুলভতাং শুদ্ধাং ভক্তিং তে কথং ন কুর্ব্বন্তীতি তত্রাহুঃ তানিতি। অসদ্বৃত্তিভির্বহির্ম্মুখৈরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাহৃতং দূরমপহৃতং

অন্তঃস্থং মনো যেষাং তে অথো অতএব তান্ বৈ নিশ্চিতং ন পশ্যন্তি কুতস্তেষাং তৎসঙ্গঃ। তান্ কান্ তে তব পদন্যাসো গমনং তস্য বিলাসো বিভ্রমস্তস্য লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিস্তস্যাঃ সম্বন্ধিনো যে তান্ ত্বল্লীলাকথা-বিলাসস্মরণকীর্ত্তনাদিভিঃ পূর্ণান্ পরমকৃতার্থাং-স্ত্বদ্ভক্তানিত্যর্থঃ। পথ ইতি লক্ষ্যা ইতি পাঠে ত্বৎপদ-ন্যাসবিলাসো লক্ষ্যো যেষাং তে যে তান্ পথঃ তন্মার্গ-ভূতান্ সাধূন্ ন পশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। যে এবম্ভূতা ভাগবতাস্তে তানুন্মত্তান্ সাপরাধানৈব পশ্যন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই জগতে ইতস্ততঃ বিচরণশীল সাধুগণের বহুত্বহেতু তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহাদের কৃপালভ্যা শুদ্ধা ভক্তি কিজন্য তাহারা (সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ) করে না? তাহাতে বলিতেছেন—'তান্ বৈ' ইতি। 'অসদ্বৃত্তিভিঃ'—বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, 'পরা-হৃতান্তর্ম্মনসঃ'—(ভগবান্ হইতে) দূরে অপহৃত হইয়াছে অন্তঃস্থ মন যাহাদের, সেই সকল ব্যক্তিগণ, 'অথ'—অতএব তাঁহাদের (সেই সাধুগণকে) নিশ্চিত দেখিতে পায় না। তাহাতে কি করিয়া তাহাদের সাধুসঙ্গ হইবে? কিরূপ ভক্তগণকে দেখিতে পায় না? তাহাতে বলিতেছেন—'তে পদন্যাস-বিলাস-লক্ষ্ম্যাঃ যে, তান্'—তোমার পদন্যাস (গমন), তাহার বিলাস অর্থাৎ বিভ্রম, তাহার লক্ষ্মী বলিতে সম্পত্তি, তাহার সম্বন্ধান্বিত যাঁহারা, তাহাদিগকে, অর্থাৎ তোমার লীলাকথাবিলাসের স্মরণ, কীর্ত্তনাদির দ্বারা যাহারা পূর্ণ ও পরমকৃতার্থ, সেই তোমার ভক্তগণকে (তাহারা দেখিতে পায় না)—এই অর্থ। এখানে 'পথ' এবং 'লক্ষ্ম্যা'—এই পাঠান্তরে, তোমার পদন্যাস-রূপ বিলাসই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা। যে সকল ব্যক্তিগণ 'তান্ পথঃ' সেই সকল পথ অর্থাৎ সেই মার্গস্থিত সাধুগণকে দেখিতে পায় না, এই অর্থ। অথবা—যাঁহারা এই প্রকার ভাগবত (ভক্ত), তাঁহারা সেই সকল অপরাধী উন্মত্তদের লক্ষ্য করেন না—এই অন্বয় ॥ ৪৫ ॥

বিবৃতি—যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্পারা প্রকৃতিকে জয় করিয়া সেই পুরুষোত্তমের সহিত একীভূত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কৃচ্ছ্র-সাধ্য উপায় শ্রমে পর্য্যবসিত হয়। ভগবদ্ভক্তগণ এক-মাত্র সেবানিষ্ঠ, তাঁহাদের সেবায় তাদৃশ শ্রম স্বীকার করিতে হয় না। আরোহবাদী জ্ঞানী বহু কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া বৈকুণ্ঠে পদবীলাভ করিবার পূর্ব্বেই ব্যর্থশ্রম হইয়া অধঃপাতিত হন। সেবানিরত ভক্ত কৃপারজ্জু অবলম্বনে সেরূপ নিষ্ফল হন না। ভগবদ্ভক্তের সেবা নিত্য পরমানন্দ বিধান করেন। কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রচেষ্টা যোগ ও জ্ঞানচেষ্টা সাধনকালে আনন্দ বিধান করা দূরে যাউক্, কেবল ক্লেশেরই বর্দ্ধন করে। হরিকথা শ্রবণরূপ সাধনে ক্লেশ নাই—উপায় ও উপেয় ভেদ না থাকায় তাহাদের সার্ব্বকালিক আনন্দ পরন্তু জ্ঞানী বা যোগীর সাধন প্রক্রিয়ায় সাধন-কালে ক্লেশ দেখা যায় ॥ ৪৫ ॥

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব! তে (তব) কথাসুধায়াঃ (কথামৃতস্য) পানেন (সেবয়া) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদা-শয়াঃ (নির্ম্মলান্তঃকরণাঃ) যে (জনাঃ) বৈরাগ্যসারং (বৈরাগ্যং সারো বলং যস্য বোধস্য তং) বোধং (জ্ঞানং) প্রতিলভ্য (লব্ধ্বা) অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং (বৈকুণ্ঠ-লোকং) যথা (যেন প্রকারেণ) অঞ্জসা (অনায়াসেন) অন্বীয়ুঃ (প্রাপ্নয়ুঃ, তথা পরে ন) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনার কথামৃতপানে প্রকৃষ্টরূপে বৰ্দ্ধিত ভক্তিদ্বারা প্রোজ্ঝিতকৈতব-জনগণ বৈরাগ্য সার জ্ঞানলাভ করিয়া—যেমন শীঘ্র বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হন (অপরে সেরূপ প্রাপ্ত হন না) ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তা যথা সাধনদশামারভ্যৈব পরম-সুখিনস্তথা জ্ঞানিনঃ সাধনদশামারভ্যৈব পরমদুঃখিন ইতি ভক্তিজ্ঞানয়োরেতাবদেবান্তরমিত্যাহুর্দ্বাভ্যাম্। পানেনেতি বৈরাগ্যস্য সারো ব্রহ্মসাযুজ্যোপর্য্যপি বলং যস্মাত্তথাভূতং বোধং প্রবৃদ্ধভক্ত্যুত্থং ভগবন্মাধুর্য্যানু-

ভবং প্রাপ্য অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকমিতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণ যেরূপ সাধনদশা হইতে আরম্ভ করিয়াই পরম সুখী, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ সাধনদশা হইতে আরম্ভ করিয়া পরম দুঃখী—ভক্তি এবং জ্ঞানের ইহাই প্রভেদ—ইহা দুইটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন। 'পানেন'—তোমার কথামৃতের পানের দ্বারা, এই হেতু 'বৈরাগ্য-সারং'—বৈরাগ্যের সার অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যের অধিক বল যাহা হইতে, তাদৃশ বোধ বলিতে প্রবৃদ্ধ ভক্তি হইতে উত্থিত শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া, 'অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং'—(কালাদির প্রভাব-রহিত) বৈকুণ্ঠলোক (প্রাপ্ত হন)। 'অকুণ্ঠধিষ্ণ্য'—বৈকুণ্ঠলোক—ইহা শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা ॥ ৪৬ ॥

তথ্য—'বিশদাশয়াঃ'—যাঁহাদের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কামস্পৃহা এমন কি মোক্ষাভিসন্ধিও প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ হরিসেবাই একমাত্র পরমপুরুষার্থ যাঁহাদের এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছে (শ্রীজীব) ॥ ৪৬ ॥

———

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তথা (তেন প্রকারেণ) অপরে চ (অন্যে অপি) ধীরাঃ (জ্ঞানিনঃ) আত্মসমাধিযোগবলেন (আত্ম-সমাধিঃ মনঃস্থৈর্য্যং স এব যোগঃ উপায়ঃ তস্য বলেন) বলিষ্ঠাং (প্রবলাং) প্রকৃতিং (মায়াং) জিত্বা পুরুষং (আদি পুরুষং) ত্বমেব (ভবন্তমেব) বিশন্তি (লভন্তে) তু (কিন্তু) তেষাং শ্রমঃ (পরিশ্রমঃ) স্যাৎ (ভবেৎ)। তে (তব) সেবয়া ন (সৎসঙ্গতঃ ত্বৎকথাশ্রবণাদিনা তু অনায়াসেন এব) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—মোক্ষমাত্রকামী অপর ধীরব্যক্তিগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ উপায়বলে (জ্ঞানযোগে) বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করিয়া তদ্রূপ সেই পুরুষেই সাযুজ্য লাভ করে। তাহাতে তাহাদের বহুশ্রম লাভ হয় কিন্তু ভক্তগণের ভবদীয় সেবার দ্বারা শ্রম হয় না। (সদা সেবাপরমানন্দ অনুভব হেতু আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষও লব্ধ হয়) ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনি সমাধির্মনঃস্থৈর্য্যং স এব যোগ উপায়স্তস্য বলেন জ্ঞানযোগত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। অষ্টাঙ্গযোগতঃ ত্বাং পুরুষং বিশন্তি ত্বয়ি সাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। কিন্তু তেষাং শ্রমঃ স্যাদিতি তেষাং ভক্তিরাহিত্যে (ভাঃ ১০।১৪।৪) শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তীত্যাদেঃ (ভাঃ ১০।১৪।৫) পুরেহ ভূমন্ বহবোহপি যোগিন ইত্যাদেশ্চ ভক্তিং বিনা বাস্তবং জ্ঞানমেব ন স্যাৎ কুতো মুক্তিরিতি তে পরমদুঃখিন এব। যদুক্তম্। (ভাঃ ১০।১৪।৪) তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনামিতি। জ্ঞানাঙ্গভক্তিসাহিত্যে তু সাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্ত্যেব কিন্তু সাধনদশায়াং চিত্তৈকাগ্র্যার্থমুপায়ান্বেষণানুষ্ঠানাদিষু শ্রমঃ স্পষ্ট এব সাধ্যদশায়াং ত্বদ্বশীকারকারণং প্রেমাণং প্রাপ্নুবন্তিস্ত্বদ্ভক্তৈঃ পরিত্যক্তস্য ত্বৎপ্রবেশস্য গ্রহণমেব নিষ্কর্ষঃ। স চ দুঃখমেবেতি ভক্তানাং মতে তদাপি তে দুঃখিন এবেত্যর্থঃ। ননু পরিচর্য্যাদিভির্ভক্তানামপি শ্রমোহনুমীয়তে তত্রাহুঃ ন তু সেবয়া তে ইতি। অত্র ত এবানুভবিনঃ প্রমাণং যথাশ্রমিণোরপি স্ত্রীপুংসয়োর্ন শ্রমঃ কিন্তু শ্রমাপ্রাপ্ত্যেব শ্রমস্তথা ত্বদ্ভক্তানাং প্রত্যুত সেবয়া দৈবাদপ্রাপ্ত্যেব মনো দুঃখরূপো মহাশ্রমঃ স্যাদিতি ভাবঃ। অত্র সেবয়া ত্বাং বিশন্তীতি ন যোজনীয়ং অন্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যমিতি পূর্ব্বোক্তেন বিরোধাৎ ন চ কুণ্ঠং ধিষ্ণ্যং যস্য তং ত্বাং অন্বীয়ুরিতি তত্রাপি ব্যাখ্যেয়ম্। বিশেষণস্যাপুষ্টার্থত্বাৎ। অন্বীয়ুরিতি অনুগত্যর্থকপদোপন্যাসস্যাপি বৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্ম-সমাধিযোগ-বলেন'—আত্মাতে সমাধি বলিতে মনের স্থিরতা, তাহাই যোগ, অর্থাৎ উপায়, তাহার বলের দ্বারা, অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা, এই অর্থ। অথবা—অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা 'ত্বাং পুরুষং বিশন্তি'—পরম পুরুষ তোমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ তোমাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, এই অর্থ। কিন্তু ভক্তির অভাব হইলে, তাঁহাদের (সেই জ্ঞানিগণের) পরিশ্রমই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে ব্রহ্মস্তুতিতে যেরূপ উক্ত হইয়াছে—'শ্রেয়ঃ-

সৃতিং ভক্তিমুদস্য'—ইত্যাদি, অর্থাৎ হে বিভো! পরম মঙ্গলের পথ ভক্তিকে পরিহারপূর্ব্বক যাহারা কেবল বোধলাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করে। আবার 'পুরেহ ভূমন্ বহবোহপি যোগিনঃ'—ইত্যাদি শ্লোকে—হে ভূমন্! পূর্ব্বে বহু বহু যোগিগণ যোগ-সাধনের দ্বারা তোমাকে না পাইয়া, তোমার কথা শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারাই তোমাতে স্বকর্ম্মলব্ধ সমস্ত চেষ্টা সমর্পণ করিয়া, হে অচ্যুত! অনায়াসে তোমার পরমগতি লাভ করিয়াছে' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তি ব্যতীত বাস্তব (প্রকৃত) জ্ঞানই হয় না, আর কোথা হইতে মুক্তি হইবে? অতএব তাঁহারা পরম দুঃখীই। যেমন ঐ স্থলেই বলা হইয়াছে—'তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে', ইত্যাদি—অর্থাৎ ভক্তি ব্যতিরেকে যাহারা জ্ঞানাদি সাধনে তৎপর, সেই সকল যোগিগণের ক্লেশমাত্রই লব্ধ হয়, যেমন স্থূল তুষের অবঘাতের ফলে গাত্রাদির ব্যথারূপ ক্লেশ ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু জ্ঞানের অঙ্গীভূত ভক্তির সাহচর্য্যে সাযুজ্য প্রাপ্তি তাহাদের হয়। কিন্তু সাধন-দশাতে চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত উপায় অন্বেষণের অনুষ্ঠানাদিতে শ্রম স্পষ্টই' সাধ্যদশাতে তোমার বশী-কারের কারণরূপ প্রেম লাভ করিয়া যাহা তোমার ভক্তগণ পরিত্যাগ করেন, সেই তোমাতে প্রবেশ (অর্থাৎ সাযুজ্য) গ্রহণই তাঁহাদের নিষ্কর্ষ। ভক্ত-গণের মতে তাহা দুঃখই, অতএব সেই জ্ঞানিগণ দুঃখীই—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, পরিচর্য্যাদির দ্বারা ভক্ত-গণেরও দুঃখ অনুমিত হয়? তাহাতে বলিতেছেন—'ন তু সেবয়া তে'—তোমার সেবার দ্বারা ভক্তগণের শ্রম হয় না। এই বিষয়ে সেই সকল অনুভবিগণই প্রমাণ, যেমন গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রী ও পুরুষ পরিশ্রান্ত হই-লেও কোন শ্রম বোধ করে না, কিন্তু শ্রম না পাইলেই (অর্থাৎ কোন কাজ করিতে না হইলেই) তাহারা শ্রম বোধ করে, তদ্রূপ তোমার ভক্তগণের দৈববশতঃ সেবা করিতে না পাইলেই মনঃকষ্টরূপ মহাশ্রম লাভ হয়—এই ভাব। এখানে সেবার দ্বারা তোমাতে প্রবেশ করে (অর্থাৎ সাযুজ্য প্রাপ্তি হয়)—এইরূপ যোজনা করা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু 'অন্বীয়ুঃ অকুণ্ঠ-ধিষ্ণ্যং'—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন, এই পূর্ব্ব বাক্যের সহিত বিরোধ হয়; অপর যাঁহার ধাম কুণ্ঠাপ্রাপ্ত হয় না, সেই তোমাতে প্রবেশ করে, এইরূপ ব্যাখ্যাও সেখানে করা চলে না। তাহা হইলে বিশে-ষণের কোন সার্থকতা থাকে না। আর, 'অন্বীয়ুঃ' —অনুগমন করিলেন—এইরূপ অনুগত্যর্থক পদের প্রয়োগও বৈয়র্থ্য হয় ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব—বায়োশ্চ প্রকৃতের্বিষ্ণোর্জ্জয়ো ভক্ত্যৈব নান্যথা। ইতি দত্তাত্রেয়যোগে ॥ ৪৭ ॥

তথ্য—এই শ্লোকের দ্বারা যাঁহারা জ্ঞানসঙ্গী তাঁহাদের সাধ্য ও সাধনের কনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে-ছেন। অপরে—যাঁহারা মোক্ষমাত্রকাম। যাঁহারা মোক্ষ-মাত্রকেই পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রমমাত্র সার হয়। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবৎসেবাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন সেবার দ্বারা তাঁহাদের শ্রম হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা সেবাতে পরমানন্দ অনুভব করেন এবং আনুষঙ্গিকরূপে মোক্ষও দাসীর ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করে (শ্রীজীব)।

জ্ঞানযোগ হইতে অত্যন্ত শ্রমদ্বারা (সাযুজ্য) মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু সৎসঙ্গে হরিকথাশ্রবণপ্রভাবে অনায়াসেই জড়বন্ধন মোচন হয়। (শ্রীধর) ॥ ৪৭ ॥

তত্তে বয়ং লোকসিসৃক্ষয়াদ্য
ত্বয়ানুসৃষ্টাস্ত্রিভিরাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তাঃ স্వবিহারতন্ত্রং
ন শক্নুমস্তৎপ্রতিহর্ত্তবে তে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) (হে) আদ্য (প্রথম-পুরুষ)! লোকসিসৃক্ষয়া (লোকান্ স্রষ্টুমিচ্ছয়া) ত্বয়া (ভবতা) ত্রিভিঃ আত্মভিঃ (সত্ত্বাদিভিঃ স্বভাবৈঃ) অনুসৃষ্টাঃ স্ম (ক্রমেণোৎপাদিতাঃ এব) তে (ত্বদীয়াঃ) সর্ব্বে বয়ং বিযুক্তাঃ (বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ অমিলিতাঃ সন্তঃ) স্ববিহারতন্ত্রং (ত্বৎক্রীড়োপকরণং) তৎ (ব্রহ্মাণ্ডং) তে (তুভ্যং) প্রতিহর্ত্তবে (প্রতিহর্ত্তুং সমর্পয়িতুং) ন শক্নুমঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অতএব হে আদিদেব, লোক সৃষ্টির বাসনায় আপনি সত্ত্বাদি ত্রিবিধ স্বভাবদ্বারা আমা-দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা সকলেই আপনার

অধীন হইয়াও পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবহেতু অসংযুক্ত-তাবশতঃ আপনার ক্রীড়োপকরণ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তস্মাৎ তে তবৈব সেবকা বয়ং সেবামপ্রাপ্যৈব ক্লিশ্যাম ইতি ভাবঃ। সেবায়া অপ্রাপ্তিং বিবৃণ্বন্তি। লোকানাং সিসৃক্ষয়া ত্বয়া অনুসৃষ্টাঃ ক্রমেণোৎপাদিতাঃ স্ম। ত্রিভিরাত্মভিঃ সত্ত্বাদি-স্বভাবৈরতএব বিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ মিথো বিযুক্তাঃ সন্তঃ যদর্থং সৃষ্টাস্তৎ স্ববিহারতন্ত্রং ত্বৎক্রীড়োপকরণং সমষ্টিং তে তুভ্যং প্রতিহর্ত্তবে প্রতিহর্ত্তুং সমর্পয়িতুং ন শক্নুমঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—অতএব তোমার সেবক আমরা, সেবা করিতে না পাইয়াই ক্লেশ বোধ করিতেছি—এই ভাব। সেবার অপ্রাপ্তি বিবৃত করিতেছেন—'লোকসিসৃক্ষয়া'—লোকসমূহের সৃষ্টির নিমিত্ত, 'ত্বয়া অনুসৃষ্টাঃ'—তুমি আমাদের ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন করিয়াছ। 'ত্রিভিঃ আত্মভিঃ'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি স্বভাবের দ্বারা, অতএব বিরুদ্ধ স্বভাববশতঃ আমরা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া, যেজন্য তুমি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা 'স্ববিহারতন্ত্রং' —তোমার ক্রীড়ার উপকরণস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তোমাকে 'প্রতিহর্ত্তবে' সমর্পণ করিতে, 'ন শক্নুমঃ'—সমর্থ হইতেছি না ॥ ৪৮ ॥

মধ্ব—ত্রিভিরাত্মভিঃ কালমায়াংশৈঃ ॥ ৪৮ ॥

যাবদ্বলিং তেঽজ হরাম কালে
যথা বয়ঞ্চান্নমদাম যত্র।
যথোভয়েষাং ত ইমে হি লোকা
বলিং হরন্তোঽন্নমদন্ত্যনূহাঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—(ভোঃ) অজ ! কালে (তত্তদবসরে) বলিং (ভোগ্যং) যাবৎ (সাকল্যেন) তে (তুভ্যং) বয়ং হরাম (সমর্পয়াম) যথা চ (যেন প্রকারেণ) অন্নম্ অদাম (ভক্ষয়াম) যথা উভয়েষাং (তব চাস্মাকং চ) যত্র (যস্মিন্ স্থিতাঃ) তে ইমে হি লোকাঃ (জীবাঃ) বলিং হরন্তঃ (ভোগ্যং উপচিন্বন্তঃ) অনূহাঃ (অপ্রত্যূহাঃ নির্ব্বিঘ্নাঃ, যদ্বা, অবিতর্কাঃ নিঃসংশয়াঃ সন্তঃ অন্নমদন্তি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে অজ, আমরা তত্তদবসরে আপনাকে যে প্রকারে সমস্ত ভোগ্য সমর্পণ করিতে পারি এবং যেরূপে আমরা অন্ন ভোজন করিতে পারি, আর যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া এই সকল জীব নির্ব্বিঘ্নে আপনার এবং আমাদিগের ভোগ্যবস্তু আহরণপূর্ব্বক অন্ন ভক্ষণ অর্থাৎ স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারে, (আমাদিগকে তদ্রূপ স্থান নির্ম্মাণে শক্তি প্রদান করুন) ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং যুষ্মদ্বাঞ্ছিতং করবাণি তদ্ব্রূথেত্যত আহুঃ। হে অজ কালে সমুচিতসময়ে বলিং পূজোপহারং যাবৎ সাকল্যেন তে হরাম। দেব-মনুষ্যাদিবিবিধপুরসঙ্কুলসমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকপ্রাপঞ্চিক-ত্বৎক্রীড়োপকরণবৃন্দং নির্ম্মায় তুভ্যং যথা সমর্পয়াম। যথা চ বয়ং ত্বন্মায়াশক্তিবৃত্তয়োঽন্নমদাম। রাজ্ঞা আদিষ্টা গৃহনির্ম্মাতারো বর্দ্ধকয়ো যথা বেতনরূপং স্বস্বোদরপূরমন্নং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যথা চ ইমে লোকা দেবতির্য্যগাদয়স্তুজ্জীবশক্তিবৃত্তয়স্তদধীনত্বাৎ। তন্মায়া-শক্ত্যধীনত্বাচ্চ। উভয়েষাং তব চাস্মাকঞ্চ বলিং হরন্তো বিবিধযাগযোগজ্ঞানাদিরূপমারাধনং কুর্ব্বন্তো-ঽন্নমদন্তি স্বস্বকর্ম্মফলং প্রাপ্নুবন্তি অনূহা অবিতর্কাঃ প্রভুরস্মভ্যং কর্ম্মফলং দাস্যতি ন দাস্যতি বেত্যূহ-শূন্যা ইতি এতদেবাস্মদ্বাঞ্ছিতং সম্পাদয়েতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তা এনমব্রুবন্ আয়তনং নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীভগবান্ বলেন—তাহা হইলে তোমাদের অভিলষিত কি কার্য্য করিব, তাহা বল, ইহাতে সেই মহদাদ্যভিমানী দেবগণ বলিতেছেন—হে অজ! 'কালে' অর্থাৎ সমুচিত সময়ে, 'বলিং'—তোমার পূজার উপহার, সমগ্ররূপে তোমার নিমিত্ত যাহাতে সংগ্রহ করিতে পারি। দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ দেহ, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ প্রাপঞ্চিক তোমার ক্রীড়ার উপকরণসমূহ নির্ম্মিত করিয়া তোমাকে যাহাতে সমর্পণ করিতে পারি। আর, যাহাতে তোমার মায়াশক্তির বৃত্তিরূপ আমরা অন্ন ভোজন করিতে পারি, যেমন রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট গৃহ-নির্ম্মাণকারক মিস্ত্রিগণ বেতনরূপ নিজে-দের উদরপূরণের জন্য অন্নলাভ করিয়া থাকে—

এই অর্থ। আর, যে স্থানে অবস্থিত হইয়া, 'ইমে হি লোকাঃ'—তোমার জীবশক্তি-বৃত্তিরূপ এই সকল দেবতা, তির্য্যক্ প্রভৃতি তোমার এবং তোমার মায়া-শক্তির অধীন বলিয়া, 'উভয়েষাং'—তোমার ও আমাদেরও 'বলিং হরন্তঃ'—বিবিধ যাগ, যোগ ও জ্ঞানাদিরূপ আরাধনা করতঃ, 'অন্নং অদন্তি'—অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মফল লাভ করিয়া, 'অনূহাঃ'—নিঃসংশয় হয়, অর্থাৎ প্রভু আমাদের কর্ম্মফল প্রদান করিবেন, অথবা প্রদান করিবেন না—এইরূপ তর্ক-বিতর্কশূন্য হয়, (তাহাই করিবার জন্য আমাদিগকে শক্তির সহিত স্বীয় জ্ঞান প্রদান কর)—এই অভিলাষই সম্পাদন কর—এই ভাব। তদ্রূপ শ্রুতিতেও উক্ত আছে—"তাঁহারা ইঁহাকে বলিলেন—আমাদের স্থান নির্দ্দেশ করুন, যেখানে আমরা অবস্থান করিয়া অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি" ॥ ৪৯ ॥

ত্বং নঃ সুরাণামসি সান্বয়ানাং
কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেবশক্ত্যাং গুণকর্ম্মযোনৌ
রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—নঃ (অস্মাকম্) সুরাণাং (দেবানাং) সান্বয়ানাং (অন্বেতীতি অন্বয়ঃ কারণং তৎসহিতানাং, স্বকার্য্যাণাং বা) ত্বং আদ্যঃ (আদিভূতঃ) কূটস্থঃ (অবিক্রিয়ঃ) পুরাণঃ (পুরাতনঃ) পুরুষঃ (অধিষ্ঠাতা) অসি (ভবসি), (হে) দেব! অজঃ ত্বং তু (জন্মরহিতঃ ভবান্ এব) গুণকর্ম্মযোনৌ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং কর্ম্মণাং জন্মাদীনাঞ্চ যোনৌ কারণভূতায়াং) অজায়াং (আদিভূতায়াং) শক্ত্যাং (মায়ায়াং) কবিং (সর্ব্বজ্ঞং মহত্তত্ত্বরূপং) রেতঃ (বীর্য্যং) আদধে (নিহিতবান্) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে দেব! কারণ সহিত কার্য্যস্বরূপ দেবতা আমাদিগের আপনিই আদিকারণ, আপনিই অবিক্রিয়, পুরাতন ও সকলের অধিষ্ঠাতা। প্রাকৃত জন্ম-রহিত আপনিই সত্ত্বাদি গুণ ও জন্মাদির কারণ-ভূত আদ্যশক্তি মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য্য আধান করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—সেব্যসেবকলক্ষণং সম্বন্ধমুপপাদয়ন্তি। নোঽস্মাকং সান্বয়ানাং অন্বেতীত্যন্বয়ঃ কারণং তৎসহিতানাং কূটস্থো নির্ব্বিকার এবাদ্যশ্চিন্তামণিরিব কারণং পুরুষোঽধিষ্ঠাতা পুরাণঃ পুরাতনঃ আদিশূন্য ইত্যর্থঃ। যতস্ত্বং হে দেব শক্ত্যাং মায়ায়াং গুণানাং সত্ত্বাদীনাং কর্ম্ম মহদাদিকং যত্র তথাভূতায়াং যোনৌ রেতঃ সমষ্টিজীবরূপং কবিং বিজ্ঞং অতোঽস্মাকং জীবানাঞ্চ পিতৃত্বাৎ ত্বমেব সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেব্য ও সেবকরূপ সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন—'ত্বং নঃ' ইত্যাদি। 'সান্ব-য়ানাং'—'অন্বয়' বলিতে যাহা যুক্ত থাকে, অর্থাৎ কারণ, সেই কারণের সহিত দেবগণ আমাদের আপনি 'কূটস্থ', অর্থাৎ বিকাররহিত হইয়াই চিন্তামণির ন্যায় কারণ। (চিন্তামণি প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিলেও যেমন অবিকৃত থাকে, সেইরূপ আপনি আমাদের সকলের কারণ ও কার্য্য হইয়া নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও অবিকৃতই থাকেন।) আপনি 'পুরুষ'—সকলের অধিষ্ঠাতা, 'পুরাণঃ' অর্থাৎ আদি-শূন্য পুরাতন পুরুষ। যেহেতু হে দেব! 'শক্ত্যাং'—মায়াতে, 'গুণ-কর্ম্ম-যোনৌ'—যেখানে সত্ত্বাদি গুণ-সমূহের কর্ম্ম মহদাদি রহিয়াছে, সেইরূপ 'যোনৌ'—অর্থাৎ কারণভূত আদিশক্তি মায়াতে, 'রেতঃ'—সমষ্টিজীবরূপ 'কবিং'—সর্ব্বজ্ঞ (মহত্তত্ত্ব) আধান করিয়াছেন। অতএব আমাদের ও জীবসকলের আপনি পিতা বলিয়া, আপনিই সেব্য—এই ভাব ॥৫০

তথ্য—কবি—'সর্ব্বজ্ঞ' মহত্তত্ত্ব (শ্রীধর)। সমষ্টিজীব (শ্রীজীব)।

ততো বয়ং মৎপ্রমুখা যদর্থে
বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে।
ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা
দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে মহদাদ্যুৎপত্তির্নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) আত্মন্ দেব! ততঃ (তস্মাৎ

কারণাৎ) মৎপ্রমুখাঃ (মহদাদয়ঃ বয়ং) যদর্থে (যদর্থং) বভূবিম (জাতাঃ তৎ) কিং (কার্য্যং) তে (তব) করবাম ? ত্বং যদনুগ্রহাণাং (যস্মাৎ ত্বত্তঃ এব অনুগ্রহঃ যেষাং তেষাং) নঃ (অস্মাকং) ক্রিয়ার্থে (সৃষ্ট্যাদিকার্য্য সম্পাদনার্থং) শক্ত্যা (সহ) স্বচক্ষুঃ (স্বীয়ং জ্ঞানং) পরিদেহি (প্রযচ্ছ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—অতএব হে পরমাত্মন্, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা যে কার্য্যের জন্য উদ্ভূত হইয়াছি, আপনার কি করিব আজ্ঞা প্রদান করুন্। হে দেব, আপনার অনুগ্রহপুষ্ট আমাদিগকে আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য শক্তিসহ ভবদীয় জ্ঞান প্রদান করুন্ ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—মৎপ্রমুখা মহদাদ্যা বয়ং হে আত্মন্ কিং তে করবাম সৃষ্টিমিতি চেৎ তত্রাহুঃ। তর্হি নোঽস্মাকং ত্বং স্বচক্ষুঃ শক্ত্যা সহ পরিদেহি বৈরাজ-নির্ম্মাণে জ্ঞানং দেহি শক্তিঞ্চ দেহীত্যর্থঃ। ত্বদীয়-জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যামেব বয়ং সৃষ্টৌ ক্ষমা নান্যথা ইতি ভাবঃ। হে দেব অস্মাকং ক্রিয়ারূপেঽর্থে ইয়ানেবানু-গ্রহস্ত্বয়া কর্ত্তুমুচিতো যেষু তেষাং ত্বদাদিষ্টাং সেবামেব সুখেন করবামেত্যেতাবদেবাস্মদ্বাঞ্ছিতম্ নান্যদিতি ভাবঃ। অত্র তত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেবানাং ভক্তত্বাৎ স্বয়মেব শরীরনির্ম্মাণমীশ্বরেণ। অন্যেষান্তু তৎপ্রার্থনৈবেতি সন্দর্ভঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৎপ্রমুখাঃ'—মহত্তত্ত্বাদ্যভি-মানী আমরা, হে আত্মন্! কি করিব ? যদি বলেন—'সৃষ্টি কর', তাহাতে বলিতেছেন—তাহা হইলে শক্তির সহিত 'স্বচক্ষুঃ', অর্থাৎ বৈরাজ-নির্ম্মাণে জ্ঞানও প্রদান করুন, আবার শক্তিও প্রদান করুন—এই অর্থ। আপনার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারাই আমরা সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হইব, অন্যথা নহে—এই ভাব। হে দেব! আমাদের 'ক্রিয়ার্থে'—অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এই অনুগ্রহই আপনার করা উচিত। যে অনুগ্রহের দ্বারা আপনার আদিষ্ট সেবাই আমরা সুখে (অনায়াসে) করিতে পারি, ইহাই আমাদের অভিলাষ, অন্য কিছু নহে—এই ভাব। এখানে মহত্তত্ত্বাদি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ ভক্ত বলিয়া, শ্রীভগবান্ নিজেই ইঁহাদের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু অপর সকলের জন্যই তাঁহাদের প্রার্থনা—ইহা সন্দর্ভ ॥ ৫১ ॥

ইতি ভক্তমানসের আহলাদিনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৫ ॥

মধ্ব—মৎপ্রমুখাঃ মহদাদয়ঃ ॥

অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঋষিরুবাচ—

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্য্যামীর দ্বারা আবিষ্ট মহত্ত-ত্ত্বাদি দেবগণের বিরাট্ মূর্ত্তির সৃষ্টি এবং সেই বিরাট্ দেহেই অধিদৈবাদি ভেদের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে কহিলেন—অন্তর্য্যামী পুরুষ মহত্তত্ত্বাদির পরস্পর অমিলিত ভাব শ্রবণ করিয়া একই সময়ে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বগণের অন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক উহাদিগকে সংযুক্ত করিলেন। তাহাতে ঐ সকল তত্ত্ব ক্রিয়াশক্তির সহিত প্রকাশিত হইয়া

চরাচর লোকের অবস্থান স্বরূপ বিরাট্ দেহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল। ঐ বিরাট মূর্ত্তি জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তিদ্বারা এক দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। এই বিরাট্ পুরুষই নিখিল জীবের আত্মার অংশ ও পরমাত্মার আদ্য অবতার। সেই বিরাট্ পুরুষের মুখে স্বশক্তিক লোকপালকসমূহ বাক্-শক্তির, তালু-মূলে বরুণ আস্বাদন শক্তির, নাসিকায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঘ্রাণশক্তির, চক্ষুর্গোলকে সূর্য্য দর্শন শক্তির, ত্বকে বায়ু স্পর্শজ্ঞানের, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সমূহ শব্দজ্ঞানের, রোমকূমে ঔষধি-সমূহ কণ্ডূয়ন জ্ঞানের, উপস্থেন্দ্রিয়ে প্রজাপতি জড়ানন্দানুভূতির, পায়ু ইন্দ্রিয়ে মিত্রে উৎসর্গাদি কার্য্যের, হস্তদ্বয়ে ইন্দ্র জীবিকাশক্তির, পদযুগলে বিষ্ণু গমনরূপ অংশের সহিত দেশান্তর গমনাগমন শক্তির, বুদ্ধিতে বাক্‌পতি জ্ঞাতব্য-বিষয়ের, হৃদয়ে চন্দ্রমা সঙ্কল্পাদি ক্রিয়াশক্তির, অহঙ্কারে রুদ্র অভিমন্তব্যশক্তির, চিত্তাস্পদে মহত্তত্ত্ব বিজ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় তত্তৎ শক্তির কার্য্যসমূহও প্রকাশিত হইল। বিরাট্ পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে পৃথ্বি, নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন; ভগবদুন্মুখ ও বেদোন্মুখ বলিয়াই ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাহুযুগল হইতে পালনরূপা বৃত্তি ও তদনুসৃত ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে লোকবৃত্তিকরী কৃষ্যাদি ও বৈশ্যবর্ণ, পদদ্বয় হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্য পরিচর্য্যাবৃত্তি ও শূদ্র উৎপন্ন হইল। সেবাবৃত্তিই হরিতোষণের কারণ। হে বিদুর! আমি শ্রীগুরুমুখশ্রুত হরিকথা যোগ্যতানুসারে যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি তাহাই কীর্ত্তন করিয়া আত্মার শোধন করিতেছি। উত্তমঃ-শ্লোকের গুণ-কীর্ত্তনই পুরুষগণের বাক্যের পরমলাভ; উহা কৈবল্যসুখকেও অতিক্রম করে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-গণের কীর্ত্তিত হরিকথাতে কর্ণনিয়োগ করাই কর্ণের সার্থকতা। ভগবানের অবিচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদি রূপ ব্রহ্মারও দুরবগাহ; ভগবানের মায়া মোহকারিগণকেও মোহন করেন; এমন কি, স্বয়ং ভগবান্‌ও স্বীয় অপ-রিচ্ছিন্ন স্বরূপৈশ্বর্য্যকে পরিচ্ছিন্ন করেন না—অপরের কা কথা? অতএব সেই অচিন্ত্য মহিমাযুক্ত ভগ-বানকে নমস্কার।

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ। সঃ ঈশ্বরঃ (সর্ব্ব-শক্তি মান্ ভগবান্) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) তাসাং প্রসুপ্তলোক-তন্ত্রাণাং (প্রসুপ্তং লোকতন্ত্রং বিশ্বরচনা যাসাং তাসাং, যদ্বা প্রসুপ্তজীবোপকরণানাং) অসমেত্য (অমিলিত্বা) সতীনাং (স্থিতানাং) স্বশক্তীনাং (মহ-দাদীনাং) গতিং (স্থিতিং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা অবি-শদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় ঋষি কহিলেন,—সেই ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজ শক্তিস্বরূপ মহত্তত্ত্বাদির পরস্পর অমিলিতভাবে স্থিতি-হেতু বিশ্বরচনার প্রসুপ্তভাব শ্রবণ করিয়া তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে বিরাড়্ভূততত্ত্বৈরন্তর্য্যামিপ্রবেশতঃ।
অধিভূতাদিভেদশ্চ তস্য দেহে প্রপঞ্চিতঃ ॥

স্বশক্তিকার্য্যত্বাৎ স্বশক্তীনাং মহদাদীনাং অসমেত্য অমিলিত্বা সতীনাং স্থিতানাং প্রসুপ্তং লোকতন্ত্রং বিশ্ব-নির্ম্মাণক্রিয়া যাসাং তাসাং গতিং দশাং দৃষ্ট্বা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে অন্তর্য্যামীর প্রবেশবশতঃ মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা বিরাট্ মূর্ত্তির উদ্ভব এবং তাহার দেহে অধিভূতাদি ভেদ বর্ণিত হইয়াছে ॥

নিজ শক্তির কার্য্য বলিয়া, 'স্ব-শক্তীনাং'—নিজ শক্তি মহত্তত্ত্বাদির 'অসমেত্য সতীনাং'—পরস্পর অমিলিত অবস্থায় স্থিত হওয়ায়, 'প্রসুপ্ত-লোকতন্ত্রানাং' —প্রসুপ্ত লোকতন্ত্র অর্থাৎ বিশ্বের নির্ম্মাণ-ক্রিয়ার 'গতিং'—দশা, অর্থাৎ অসামর্থ্য দেখিয়া (সেই ভগ-বান্ তাহাতে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১ ॥

মধ্ব—শক্যত্বাচ্ছক্তয়ো বিষ্ণোর্ম্মহদাদ্যা রমা তথা।
স্বরূপশক্তিঃ শক্তিত্বাৎ মুখ্যশক্তির্হি সা যতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে। সমেত্যাসতীনাম্ অসমেতানাং; প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাম্ অনাবির্ভূতলোকসৃষ্টিশক্তীনাম্।
তনুতে যেন কার্য্যং তৎ তন্ত্রং সাধনমুচ্যতে।
কারণানাং স্বশক্তির্ব্বা প্রধানং সাধনং যতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১ ॥

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা কালসংজ্ঞাং (কালেন সংজ্ঞা

উদ্বোধো যস্যাঃ তাং, যদ্বা কলয়তি ক্ষোভয়তি স্বকার্য্যানীতি বা কালসংজ্ঞা প্রকৃতিঃ তাং) দেবীং শক্তিং বিভ্রৎ (ধরন্) উরুক্রমঃ (ভগবান্) যুগপৎ (একদৈব) ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং (ক্ষিত্যাদিপঞ্চমহাভূতানি শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্রাঃ চক্ষুরাদিপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাগাদিপঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাঃ ইতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং) গণম্ আবিশৎ (অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তখন উরুক্রম ভগবান্ কালসংজ্ঞক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া একই সময়ে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বগণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কালেনৈব সংজ্ঞা মহদাদ্যা বিবিধা যস্যাঃ সা কালসংজ্ঞা প্রকৃতিঃ তাং বিভ্রৎ সন্ আবিশৎ। প্রথমং সংহননকারিণ্যা শক্ত্যেব ততো বর্ষসহস্রান্তে অন্তর্য্যামিতয়েত্যর্থঃ। প্রকৃত্যা সহ প্রবেশাৎ ত্রয়োবিংশতীত্যুক্তং মহদহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণীতি ত্রয়োবিংশতিঃ। যদুক্তম্। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ইতি। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি শ্রুতেঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালসংজ্ঞা'—কালের দ্বারাই মহদাদি বিবিধ (তত্ত্ব) যাহার, তিনি কালনামক (সংহতি-কারিণী শক্তি) প্রকৃতি, তাহাকে 'বিভ্রৎ'—অবলম্বন করিয়া, 'আবিশৎ'—প্রবেশ করিলেন। প্রথমে সংহননকারিণী (পরস্পর মিলন সংঘটন করায় যে) শক্তি, তাহার দ্বারাই, তাহার পর সহস্র বৎসর পরে অন্তর্য্যামিরূপে (প্রবেশ করিলেন)—এই অর্থ। প্রকৃতির সহিত প্রবেশ-হেতু ত্রয়োবিংশতি ইহা বলা হইল। মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুদ্ ও ব্যোম), একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) —এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন। যেমন (সাংখ্যকারিকায়) উক্ত হইয়াছে—"যিনি মূল প্রকৃতি, তিনি অবিকৃতি অর্থাৎ তিনি কাহারও বিকার নহেন। প্রকৃতির বিকার মহদাদি সপ্তবিধ (অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র)। অহঙ্কারের বিকার একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত—ষোড়শ বিকার পদার্থ। কিন্তু যিনি পুরুষ, তিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নহেন, অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে ভিন্ন।" শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন।" ॥ ২ ॥

মধ্ব—শব্দাদ্যা নভআদ্যাশ্চ মনোযুক্তেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারো মহাংশ্চৈব ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ ॥
দেবতেন্দ্রিয়য়োরৈক্যান্ন পৃথগ্ গণনং তয়োঃ।
প্রকৃতিস্তু চতুর্বিংশা পঞ্চবিংশা হরিঃ স্বয়ম্ ॥
যদা জড়াংশস্বীকারো জীবস্তৎপঞ্চবিংশকঃ।
ষড়্ বিংশকো মহাবিষ্ণুঃ শ্রিয়া বা সপ্তবিংশকঃ ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানি প্রাবিশৎ রময়া সহ।
কালাখ্যয়া স্বয়ং বিষ্ণুঃ শক্যত্বাৎ শক্তিরূপয়া॥
সর্ব্বচেষ্টকরূপেণ স্বসামর্থ্যেন কেশবঃ।
তানি ভিন্নানি তত্ত্বানি যোজয়ামাস চাংশতঃ ॥
ইতি চ ॥ ২ ॥

তথ্য—'কলন' অর্থাৎ স্বকার্য্যসমূহকে ক্ষুব্ধ করে যাহা তাহাই কাল (শ্রীধর)। কালয়তি অর্থাৎ সকলকে মিলিত বা সংযুক্ত করে যাহা তাহাই কাল। (শ্রীজীব)। ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব সাংখ্যকারিকার ৩য় শ্লোক—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তঃ।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

জগতের মূল উপাদান কারণ প্রকৃতি, ইহা অপর কাহারও বিকার নহে। প্রকৃতির সপ্তবিধ বিকার—যথা মহৎ, অহঙ্কার এবং শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এই পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্ততত্ত্ব। অহঙ্কারের বিকার একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত—এই ষোড়শ পদার্থ মিলিয়া ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। একাদশ ইন্দ্রিয় ও ষোড়শ পদার্থকে কেবল বিকার বলা হয়, কারণ ইহারা কাহারও প্রকৃতি নহে। পুরুষ প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে ভিন্ন ॥ ২ ॥

———

সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্ ।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—চেষ্টারূপেণ (ক্রিয়াশক্ত্যা) তং গণম্ (তত্ত্বানি) অনুপ্রবিষ্টঃ, সুপ্তং (অপ্রকটিতং) কর্ম্ম (তেষাং ক্রিয়াং জীবানামদৃষ্টং বা) প্রবোধয়ম্ (প্রকাশয়ন্) ভিন্নং (গণং) সংযোজয়ামাস (সম্মিলিতং চকার) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(অন্তর্য্যামী পুরুষ) ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে ঐ সকল তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন এবং উহাদের ক্রিয়া অথবা জীবের সুপ্ত অদৃষ্টকে প্রকাশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—চেষ্টারূপেণ ক্রিয়াশক্ত্যা কর্ম্ম তেষাং ক্রিয়াং জীবানামদৃষ্টং বা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চেষ্টারূপেণ'—ক্রিয়াশক্তির দ্বারা, 'কর্ম্ম'—অর্থাৎ সেই সকল তত্ত্বের ক্রিয়া, অথবা জীবসমূহের অদৃষ্ট (যাহা বিলীন ছিল, তাহার বিকাশ করিবার পর সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিয়া দিলেন) ॥ ৩ ॥

প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রবুদ্ধকর্ম্মা (প্রবুদ্ধং জাগরিতং কর্ম্ম ক্রিয়াশক্তিঃ যস্য সঃ) ত্রয়োবিংশতিকঃ গণঃ (ভূতমাত্রাদেঃ ত্রয়োবিংশতের্গণঃ) দৈবেন (ঈশ্বরেণ) প্রেরিতঃ (পরিচালিতঃ সন্) স্বাভিঃ মাত্রাভিঃ (অংশৈঃ) অধিপুরুষং (বিরাড়্ দেহম্) অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত সেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ ক্রিয়াশক্তির সহিত প্রকাশিত হইয়া স্বীয় অংশ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ সৃষ্টি করিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবুদ্ধং কর্ম্ম ক্রিয়াশক্তির্যস্য সঃ। দৈবেনেশ্বরেণ। মাত্রাভিরংশৈঃ। অধিপুরুষং বিরাড়্দেহম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবুদ্ধকর্ম্মা'—প্রবুদ্ধ (জাগরিত) কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি যাহার, (সেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ)। 'দৈবেন'—বলিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক (প্রেরিত হইয়া), 'স্বাভিঃ মাত্রাভিঃ'—নিজ নিজ অংশের দ্বারা। 'অধিপুরুষং'—বিরাট্ দেহ (উৎপন্ন করিল) ॥ ৪ ॥

মধ্ব—মাত্রাভিঃ অংশৈঃ ॥ ৪ ॥

পরেণ বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্ গণঃ ।
চুক্ষোভান্যোঽন্যমাসাদ্য যস্মিল্লোঁকাশ্চরাচরাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বস্মিন্ (আত্মনি) বিশতা পরেণ (ঈশ্বরেণ সহ) বিশ্বসৃগ্গণঃ (বিশ্বসৃজাং ভূতাদিত্রয়োবিংশতেঃ তত্ত্বানাং গণঃ) মাত্রয়া (অংশেন ন সর্ব্বাত্মনা) অন্যোঽন্যং পরস্পরম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) চুক্ষোভ (স্থূলব্রহ্মাণ্ডরূপেণ পরিণতঃ) যস্মিন্ চরাচরাঃ লোকাঃ (স্থিতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই বিশ্বসৃজনকারী মহদাদি তত্ত্বসমূহ আপনাতে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের শক্তিবলে পরস্পর মিলিত হইয়া বিরাড়্দেহরূপে পরিণত হইল ; এই চরাচর লোকসকল এই বিরাট্ দেহেই অবস্থিত আছে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—জননপ্রকারমাহ বিশ্বসৃজাং তত্ত্বানাং গণঃ স্বস্মিন্ পরেণ পরমেশ্বরেণ মাত্রয়া অংশেন বিশতা সতা অন্যোন্যমাসাদ্য প্রধানগুণভাবং প্রাপ্য চুক্ষোভ গর্ভরূপেণ পরিণতোঽভূৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উৎপত্তির প্রকার বলিতেছেন —'বিশ্বসৃগ্গণঃ'—বিশ্বস্রষ্টা (মহদাদি) তত্ত্বসকলের গণ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বসকল, 'স্বস্মিন্'—আপনাতে, 'পরেণ'—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অংশে প্রবিষ্ট হইলে, 'অন্যোন্যম্ আসাদ্য'—পরস্পর প্রধানের গুণভাব প্রাপ্ত হইয়া, 'চুক্ষোভ'—গর্ভরূপে (অর্থাৎ বিরাট্ দেহে) পরিণত হইল, (সেই বিরাট্ দেহেই এই চরাচর লোকসকল অবস্থিত রহিয়াছে) ॥ ৫ ॥

হিরন্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ।
অণ্ডকোষ উবাসাপ্সু সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ (বিরাড়্দেহধৃক্ অধিপুরুষঃ) সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ (সর্ব্বৈঃ সত্ত্বৈঃ

অনুশায়িভিঃ জীবৈঃ সহিতঃ) অণ্ডকোষে (ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে) অপ্সু সহস্রপরিবৎসরান্ উবাস (তস্থৌ) ।। ৬ ।।

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ আপনাতে অনুশায়ী নিখিল জীবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জল মধ্যে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—স সমষ্টিবিরাট্ হিরণ্ময়ঃ চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক অণ্ডকোষে যা আপঃ গর্ভোদকানি তাসু। যদ্বা অপ্সু যোঽণ্ডকোষস্তস্মিন্ সর্ব্বসত্ত্বৈরনুশায়িভি-র্জীবৈরুপবৃংহিতো বিস্তৃতঃ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ'—সেই সমষ্টি-বিরাট্ হিরণ্ময় (অর্থাৎ স্বর্ণময় অণ্ড-কোষে আবৃত বলিয়া হিরণ্ময়)। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অণ্ডকোষে যে জলসমূহ অর্থাৎ গর্ভোদক, তাহাতে। অথবা, 'অপ্সু'—জলসমূহের মধ্যে যে অণ্ডকোষ, তাহাতে ; 'সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ'—অনু-শায়ী জীবগণের সহিত (অর্থাৎ দেবতা, তির্য্যগাদি সকল প্রাণিগণের সহিত) বিস্তৃত (পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই জলমধ্যে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলেন) ।। ৬ ।।

স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্ ।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্ (দৈবশক্তিঃ জ্ঞান-শক্তিঃ কর্ম্মশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ আত্মশক্তিঃ ভোক্তৃশক্তিঃ তাভিঃ সহিতঃ) সঃ বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভঃ (কার্য্যরূপঃ বিরাট্) আত্মনা (নিজশক্ত্যা) আত্মনং (স্বদেহমেব) একধা (জ্ঞানশক্ত্যা চৈতন্যরূপেণ) দশধা (ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণরূপেণ বৃত্তিভেদেন) ত্রিধা (ভোক্তৃশক্ত্যা অধ্যা-ত্মাদিভেদেন) চ বিবভাজ (বিভক্তং কৃতবান্) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—মহদাদির কার্য্যরূপ গর্ভ অর্থাৎ ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি অধিপুরুষ জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি যুক্ত হইয়া (জীবশক্তিদ্বারা) এক, (প্রাণ-শক্তির দ্বারা) দশ ও (অধ্যাত্মাদিশক্তিদ্বারা) তিন প্রকারে নিজকে বিভক্ত করিলেন ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—অথ তস্য মুখাদ্যঙ্গসিদ্ধ্যর্থং প্রথমং ত্রিশক্তিত্বমাহ বিশ্বসৃজাং মহদাদীনাং গর্ভঃ কার্য্যরূপঃ। দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্ জীবপ্রাণাধ্যাত্মাদিশক্তিযুক্তঃ। আত্মনৈবাত্মানং বিবভাজ বিভক্তং কৃতবান্। একধা জীবশক্ত্যা দশধা প্রাণশক্ত্যা ত্রিধা অধ্যাত্মাদিশক্ত্যা।।৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেই বিরাট্ পুরুষের মুখাদি অঙ্গসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিবিধ শক্তিত্ব বলিতেছেন—'বিশ্বসৃজাং'—পূর্ব্বোক্ত মহদাদি তত্ত্বসকলের 'গর্ভঃ'—কার্য্যস্বরূপ গর্ভ, অর্থাৎ ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি। 'দৈব-কর্ম্মাত্ম-শক্তিমান্'—দৈবশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি বিশিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ জীব, প্রাণ ও অধ্যাত্মাদি শক্তিযুক্ত হইয়া। 'আত্মনৈব আত্মানং' —নিজের দ্বারা নিজেকেই 'বিবভাজ'—বিভক্ত করি-লেন। 'একধা'—একবিধ জীবশক্তির দ্বারা, 'দশধা' —দশবিধ প্রাণশক্তির দ্বারা, ত্রিধা—ত্রিবিধ অধ্যাত্মাদি শক্তির দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপে একপ্রকার এবং ক্রিয়াশক্তির দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, আর, আত্মশক্তিদ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত ভেদে নিজেকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন।) ।। ৭ ।।

মধ্ব—ঈশ্বরো দৈবমুদ্দিষ্টং সর্ব্বস্যাপি প্রভুত্বতঃ। ইতি চ। আত্মশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ।। ৭ ।।

এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—এষঃ হি (বিরাট্পুরুষঃ এব) অশেষ-সত্ত্বানাং (নিখিলপ্রাণিনাম্) আত্মা (ব্যষ্টীনাং তদংশত্বাৎ সমষ্টিস্বরূপঃ) পরমাত্মনঃ অংশঃ (জীবরূপঃ) আদ্যঃ অবতারঃ (পরমাত্মনা সহ ঐক্যভাবনয়া)। যত্র (যস্মিন্) অসৌ ভূতগ্রামঃ (জীবসমূহঃ) বিভা-ব্যতে (প্রকটতাং গচ্ছতি) ।। ৮ ।।

অনুবাদ—ঐ বিরাট্ পুরুষই নিখিল প্রাণীর আত্মা (সমষ্টিস্বরূপ), পরমাত্মার অংশ (জীব) এবং (পরমাত্মার সহিত ঐক্য-ভাবনায়) আদ্য-অবতার-স্বরূপ, তাঁহাতেই ভূতসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—পরমাত্মোপাসকানাং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং প্রথমময়মেবোপাস্য ইত্যাহ এষ হীতি। অশেষসত্ত্বানাং প্রাণিনামাত্মা ব্যষ্টীনাং তদংশত্বাৎ। অংশো জীবঃ।

অবতার ইতি যোগিনাং তদন্তর্য্যামিনা সহ তস্যৈক্য-ভাবনয়া ভূতগ্রামো দেবমনুষ্যাদিসমূহঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মার উপাসকগণের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমে ইনিই উপাস্য—ইহা বলিতে-ছেন—'এষ হি', অর্থাৎ এই বিরাট্ পুরুষই। 'অশেষসত্তানাং'—সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা, যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিই তাঁহার অংশ হইতে উদ্ভূত। তিনি পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব। 'অবতারঃ'—তিনি আদি অবতারস্বরূপ, ইহা যোগিগণের অন্তর্য্যামীর সহিত তাঁহার ঐক্যভাবনাহেতু উক্ত হইল। তাঁহাতেই 'ভূতগ্রামঃ'—দেব, মনুষ্যাদি ভূতসকল, 'বিভাব্যতে' —প্রকাশ পায় ॥ ৮ ॥

মধ্ব—পুরুষেণাত্মভূতেন ইতি যোহগুমসৃজৎ। স এষ ইত্যুক্তঃ।

আদ্যোবতারো বিষ্ণোস্তু পুরুষো নাম কীর্ত্তিতঃ।
অসৃজৎ স মহত্তত্ত্বং স এবান্তং সমাবিশৎ ॥
স ব্রহ্মণো হৃদিস্থত্বদ্ধৃদয়ং চেতি কীর্ত্ত্যতে ॥

ইতি চ ॥ ৮ ॥

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা।
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিরাট্ সাধ্যাত্মঃ (অধ্যাত্মানি ইন্দ্রিয়াণি তৎসহিতঃ) সাধিদৈবঃ (অধিদৈবানি ইন্দ্রিয়াণাং দেবতাঃ তৎসহিতঃ) সাধিভূতঃ চ (অধিভূতানি অধিষ্ঠানানি বিষয়াঃ চ তৎসহিতঃ) ইতি (এবং) ত্রিধা, প্রাণঃ দশবিধঃ (দশধা) হৃদয়েন (হৃদয়া-বচ্ছিন্নচৈতন্যেন) চ একধা (ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঐ বিরাট্ পুরুষ স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত, এই তিনের সহিত মিলিত হওয়ায় তিন প্রকার এবং প্রাণাদিস্বরূপ হওয়ায় দশ প্রকার এবং হৃদয়স্থিত চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার হইলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—একধা দশধা ত্রিধেতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তং ব্যুৎক্রমেণ বিবৃণোতি সাধ্যাত্মঃ আধ্যাত্মানীন্দ্রিয়াণি তৎসহিতঃ। অধিদৈবানীন্দ্রিয়াণাং দেবতাঃ। অধি-ভূতানি অধিষ্ঠানানি বিষয়াশ্চ। প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয় ইতি বৃত্তিভেদেন দশবিধঃ প্রাণ ইতি দশ-বিধেনানেন বিরাড়েব দশবিধ ইত্যর্থঃ। তত্র প্রাণঃ প্রাক্‌ক্রমণো নাসাগ্রবর্ত্তী। অপানোঽবাক্‌ক্রমণঃ পায্বাদিস্থানবর্ত্তী। সমানো ভুক্তপীতান্নাদিসমীকরণঃ শরীরমধ্যবর্ত্তী। উদানঃ উৎক্রমণঃ কণ্ঠস্থানবর্ত্তী। ব্যানো বিশ্বক্‌ক্রমণঃ সকলশরীরবর্ত্তী। নাগঃ উদ্গীরণকরঃ। কূর্ম্মঃ উন্মীলনকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুধা-করঃ। দেবদত্তো জৃম্ভাকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। হৃদয়েন হৃদয়াবচ্ছিন্নেন চৈতন্যেন জীবেন ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একধা দশধা ত্রিধা'—একপ্রকার, দশ প্রকার এবং তিন প্রকার—এই পূর্ব্ব শ্লোকের কথা ব্যুৎক্রমের সহিত বিবৃত করিতেছেন— 'সাধ্যাত্মঃ' ইত্যাদি। অধ্যাত্ম বলিতে ইন্দ্রিয়সকল, তাহার সহিত। অধিদৈব বলিতে ইন্দ্রিয়সমূহের দেবতাসকল এবং অধিভূত হইতেছে অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিষয়। ['সাধ্যাত্ম'—যাহা আত্মাকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা অধ্যাত্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, তাহার সহিত সাধ্যাত্ম। 'সাধিভূতঃ'—যাহা ভূতসকলকে অধি-কার করিয়া থাকে, তাহা অধিভূত ব্যষ্টিদেহ, তাহার সহিত। 'সাধিদৈব'—আদিত্য প্রভৃতি দেবগণের সমূহ অধিদৈব, তাহার সহিত।] দশ প্রকার প্রাণের কথা বলিতেছেন—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—বৃত্তিভেদে এই দশ প্রকার প্রাণ এবং এই দশবিধ প্রাণের স্বরূপ হওয়ায় বিরাট্‌পুরুষও দশবিধ। তন্মধ্যে প্রাণ, যাহা অগ্রগতি-সম্পন্ন অর্থাৎ নাসাগ্রবর্ত্তী। অপান—পশ্চাদ্-গামী পায়ু প্রভৃতি স্থানে স্থিত। সমান—ভুক্ত ও পীত অন্নাদির সমীকরণ, শরীরের মধ্যবর্ত্তী। উদান—উৎক্রমণ, কণ্ঠস্থানবর্ত্তী। ব্যান—সমস্ত শরীরে অব-স্থিত। নাগ—উদ্‌গীরণ-কারক (বমি করান) বায়ু। কূর্ম্ম—উন্মীলনকারক। কৃকর—ক্ষুধা-কারক। দেবদত্ত—জৃম্ভার (হাই তোলার) কারক। ধনঞ্জয়— পোষণের কারক। 'হৃদয়েন'—বলিতে হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপে অর্থাৎ জীবরূপে (একপ্রকার) ॥ ৯ ॥

মধ্ব—প্রাণাদিপপঞ্চকং চৈব তথা নাগাদিপঞ্চকম্।
সনাগকূর্ম্মকৃকলদেবদত্তধনঞ্জয়াঃ ॥
এবং তু দশধা প্রাণঃ অধ্যাত্মাদিত্রিধাখিলা ॥

ইতি চ ব্যোমসংহিতায়াম্।

প্রাণঃ প্রথমজো যস্ত প্রধানো বায়ুরীরিতঃ।
ত্বগাত্মাদ্যাস্ত তৎপুত্রা দ্বিধাভূতমুদাহৃতম্ ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ৯ ॥

স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজঃ।
বিরাজমতপৎ স্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—বিজ্ঞাপিতং যাবদ্বলিং তেহজ হরাম ইত্যাদি পূর্ব্বাধ্যায়স্য একোনপঞ্চাশত্তমং শ্লোকোক্তং বচঃ স্মরন্ (চিন্তয়ন্) ঈশঃ (পরমেশ্বরঃ) অধোক্ষজঃ (ভগবান্) স্বেন তেজসা (চিচ্ছক্ত্যা) এষাং বিশ্বসৃজাং (মহদাদীনাং) বিবৃত্তয়ে (বিবিধবৃত্তিলাভায়) বিরাজং (ব্রহ্মাণ্ডং) অতপৎ (এবং করিষ্যামি ইতি আলোচিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অতীন্দ্রিয় ভগবানের অংশ বিশ্বস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মহদাদি তত্ত্বসমূহের বিজ্ঞাপিত বাক্য স্মরণ করিয়া স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা মহদাদির বিবিধ বৃত্তিলাভের নিমিত্ত বিরাট্ শরীরকে প্রকাশিত করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্মাদিভেদং প্রপঞ্চয়িতুমন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টস্যেশ্বরস্য কিমপি কৃত্যমাহ স্মরন্নিতি। বিজ্ঞাপিতং যাবদ্বলিং তেহজ হরামেত্যাদি স্বেন তেজসা চিচ্ছক্ত্যা অতপৎ প্রকাশয়ামাস। এষাং বিশ্বসৃজাং বিবৃত্তয়ে বিবিধবৃত্তিলাভায় চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদি শ্রুতেঃ। কারণশক্তিরেব কার্য্যেষুদ্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধ্যাত্মাদি ভেদের বিস্তার করিবার জন্য অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট ঈশ্বরের কোনও কার্য্য বলিতেছেন—'স্মরন্' ইত্যাদি। 'হে অজ! সমুচিত সময়ে আপনার পূজোপহার যাহাতে সমর্পণ করিতে পারি'—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দেবগণের প্রার্থনা স্মরণ করিয়া, 'স্বেন তেজসা'—চিচ্ছক্তির দ্বারা, 'অতপৎ'—প্রকাশ করিলেন। 'এষাং বিশ্বসৃজাং'—এই সকল বিশ্বস্রষ্টা মহদাদিগণের, 'বিবৃত্তয়ে'—বিবিধ বৃত্তিলাভের নিমিত্ত। শ্রুতিতে উক্ত আছে—চক্ষুর চক্ষু, অথবা শ্রোত্রের শ্রোত্র' ইত্যাদি, অর্থাৎ কারণশক্তিই কার্য্যসকলে প্রকাশ পায়—এই ভাব ॥ ১০ ॥

তথ্য—যদি বল, বিরাট্ পুরুষেই এইরূপ শক্তি থাকে তবে তাঁহাতে অন্তর্য্যামীরূপে ঈশ্বরের প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা। অধোক্ষজ অর্থে অধোক্ষজাংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। কারণের অনুগ্রহেই কার্য্যশক্তির উদ্ভব হয় ইহাই ভাবার্থ (শ্রীজীব) ॥১০॥

অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতিধায়তনানি হ।
নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরম্) অভিতপ্তস্য (প্রকটিতস্য) তস্য (সমষ্টিবিরাজঃ মধ্যে) দেবতানাং কতিধা (কতিবিধানি) আয়তনানি (স্থানানি) নিরভিদ্যন্ত (উদ্ভূতানি অভুবন্) হ তানি (আয়তনান্যেব) গদতঃ (বদতঃ) মে (মত্তঃ সকাশাৎ) শৃণু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঐ বিরাট্ পুরুষের মধ্যে দেবতাদিগের কত প্রকার স্থান নির্ভিন্ন (উৎপন্ন) হইয়াছিল সেই সকল স্থান আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য সমষ্টিবিরাজঃ অভিতপ্তস্য পরমেশ্বরেণ প্রকাশিতস্য আয়তনানি স্থানভেদাঃ নিরভিদ্যন্ত পৃথগভুবন্, মে মত্তঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই সমষ্টি বিরাটের, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত আয়তন-সকল অর্থাৎ স্থানভেদ পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হইল। তাহা 'মত্তঃ'—আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোহবিশৎ পদম্।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিরাট্ পুরুষস্য) আস্যং (মুখং) নির্ভিন্নং (পৃথগ্‌জাতং) লোকপালঃ অগ্নিঃ পদং (স্বস্থানং) স্বাংশেন (স্বশক্ত্যা) বাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ সহ) অবিশৎ (প্রবিষ্টবান) যয়া (বাচা) অসৌ (সমষ্টি জীবঃ) বক্তব্যং প্রতিপদ্যতে (শব্দমুচ্চারয়তীত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত হইলে, লোকপাল অগ্নি স্বশক্তি বাগ্‌ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বীয় স্থান স্বরূপ তন্মুখে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই

বাক্‌শক্তি দ্বারাই এই জীব (বিরাট্) বক্তব্যবিষয় প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ভিন্নং পৃথগ্‌জাতং আস্যং পদং স্বস্থানং বাচা বাগিন্দ্রিয়েণ সহ অগ্নিরবিশৎ স্বাংশেন স্বেনৈকাংশেন যয়া বাচৈব অসৌ জীবঃ বিরাট্ বক্তব্যং প্রতিপদ্যতে শব্দমুচ্চারয়তীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র যন্নির্ভিন্নং দ্বিতীয়ান্তং তদধিভূতমধিষ্ঠানম্। যদগ্ন্যাদি-প্রথমান্তং তদধিদৈবম্। যদ্বাগাদি-তৃতীয়ান্তং তদধ্যাত্মম্। যৎপুনর্দ্বিতীয়ান্তং কুচিৎ ষষ্ঠ্যন্তং তদধিভূতং বিষয়ঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ভিন্নং'—পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইল। 'আস্যং পদং'—মুখরূপ নিজ স্থান, 'বাচা'—বাগ্‌ইন্দ্রিয়ের সহিত। 'লোকপালঃ'—(অর্থাৎ আগ্নেয় দিকে যে সকল লোক আছে, তাহা-দের পালক) অগ্নি, 'অবিশৎ'—প্রবেশ করিলেন। 'যয়া'—যে বাক্যের দ্বারাই, 'অসৌ'—সেই জীব অর্থাৎ বিরাট্, 'বক্তব্যং প্রতিপদ্যতে'—বক্তব্য বিষয় প্রতিপাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ করে, এই অর্থ। এই প্রকার সর্ব্বত্র যাহা নির্ভিন্ন (পৃথক্) হইল, দ্বিতীয়ান্ত পদ, তাহা অধিভূত অর্থাৎ অধিষ্ঠান, অগ্নি প্রভৃতি, যাহা প্রথমান্ত পদ, তাহা অধিদৈব, এবং যাহা বাক্য প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত পদ, তাহা অধ্যাত্ম। অপর, যেখানে দ্বিতীয়ান্ত কোথাও ষষ্ঠ্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অধিভূত, অর্থাৎ বিষয় ॥ ১২ ॥

———

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোঽবিশদ্ধরেঃ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসান্ যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—হরেঃ (বিরাজঃ) তালু নির্ভিন্নং (ততঃ) লোকপালঃ বরুণঃ জিহ্বয়া (রসনয়া) অংশেন চ (শক্ত্যা সহ তৎ তালু) অবিশৎ যয়া (রসনয়া) অসৌ (জীবঃ) রসান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের তালু প্রকাশিত হইলে লোকপাল বরুণ রসনা ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই তালুমূলে প্রবেশ করিলেন, যে রসনার দ্বারা জীব (বিরাট্) রসসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরেঃ হরিত্বেন ধ্যেয়স্য বিরাজঃ ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরেঃ'—অর্থাৎ হরিরূপে ধ্যেয় বিরাট্ পুরুষের ॥ ১৩ ॥

———

নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণোঃ (সর্ব্বব্যাপকস্য বিরাজঃ) নাসে (নাসিকে) নির্ভিন্নে (পৃথক্‌জাতে ভবতঃ) অশ্বিনৌ ঘ্রাণেন অংশেন (ইন্দ্রিয়েণ) আবিশতাং (তত্র প্রবিষ্টৌ) যতঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াৎ) গন্ধস্য প্রতিপত্তিঃ (উপলব্ধিঃ) ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বিরাট্-পুরুষের নাসিকাদ্বয় পৃথগ্‌রূপে উৎপন্ন হইলে তদধিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় অংশ ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে গন্ধগ্রহণশক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যতো ঘ্রাণাৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে (গন্ধের উপলব্ধি হয়) ॥ ১৪ ॥

———

নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিভোঃ (বিরাট্ পুরুষস্য) অক্ষিণী (নেত্রগোলকে) নির্ভিন্নে (পৃথক্‌জাতে ভবতঃ) লোকপালঃ ত্বষ্টা (আদিত্যঃ) চক্ষুষা অংশেন (ইন্দ্রিয়েণ) অবিশৎ (তত্র প্রবিষ্টঃ) যতঃ (দর্শ-নেন্দ্রিয়াৎ) রূপাণাং প্রতিপত্তিঃ (উপলব্ধিঃ) ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বিরাট্ পুরুষের চক্ষুর গোলকদ্বয় পৃথকরূপে উৎপন্ন হইল। লোকপাল আদিত্য চক্ষুরূপ নিজ অংশের (ইন্দ্রিয়ের) সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, সেই চক্ষুঃ ইন্দ্রিয় হইতেই রূপদর্শন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বষ্টা সূর্য্যঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বষ্টা'—বলিতে সূর্য্য ॥১৫॥

———

নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য চর্ম্মাণি নির্ভিন্নানি (পৃথক্-জাতানি তেষু) লোকপালঃ অনিলঃ (বায়ুঃ) প্রাণেন অংশেন (প্রাণবৎ সর্ব্বদেহব্যাপিনা ত্বগিন্দ্রিয়েণ সহ ইত্যর্থঃ) অবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) যেন (ত্বগিন্দ্রিয়েণ) অসৌ (জীবঃ) সংস্পর্শং (স্পর্শরূপঃ বিষয়ং) প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের শরীরে চর্ম্ম সমূহ প্রকাশিত হইলে লোকপাল বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়রূপ স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, ঐ ত্বগিন্দ্রিয়-দ্বারা জীবের স্পর্শজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণেনেতি প্রাণবদ্দেহব্যাপিনা ত্বগি-ন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাণেন'—বলিতে প্রাণের ন্যায় সর্ব্বদেহ-ব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা, এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (বিরাট্ পুরুষস্য) কর্ণৌ বিনি-র্ভিন্নৌ (পৃথক্ভূতৌ) শ্রোত্রেণ অংশেন (সহ) দিশঃ স্বং ধিষ্ণ্যং (স্বাধিষ্ঠানং কর্ণৌ) বিবিশুঃ, যেন (শ্রব-ণেন্দ্রিয়েণ জীবঃ) শব্দস্য সিদ্ধিং (জ্ঞানং) প্রপদ্যতে (লভতে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বিরাট্ পুরুষের কর্ণদ্বয় পৃথগ্রূপে জাত হইলে দিক্সকল স্বীয় শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশের সহিত স্বীয় বাসস্থান স্বরূপ সেই কর্ণযুগলে প্রবেশ করিলেন, এই শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারাই জীবের শব্দজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সিদ্ধিং জ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিদ্ধিং'—সিদ্ধি বলিতে এখানে জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডূং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) ত্বচং (চর্ম্ম) বিনি-র্ভিন্নাং (পৃথগ্ ভূতাং) রোমভিঃ অংশেন ওষধীঃ (ওষধ্যঃ) ধিষ্ণ্যম্ (অধিষ্ঠানং) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) যেন (রোমেন্দ্রিয়েণ) অসৌ (জীবঃ) কণ্ডূং প্রতি-পদ্যতে (অনুভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ঐ বিরাট্ পুরুষের চর্ম্ম পৃথগ্রূপে প্রকাশিত হইলে রোমরূপ অংশের সহিত ওষধিসমূহ স্ব-স্ব-বাসস্থানস্বরূপ রোমকূপে প্রবেশ করিলেন। এই সকল রোমকূপদ্বারা জীব কণ্ডূয়নসুখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ওষধীরোষধ্যঃ। অত্র ত্বচ্যধিষ্ঠানে ত্বক্ রোমাণি চেন্দ্রিয়দ্বয়ম্। তত্র ত্বগিন্দ্রিয়ে অনিলো দেবতা স্পর্শো বিষয়ঃ। রোমেন্দ্রিয়ে ওষধ্যো দেবতাঃ কণ্ডূ-বিষয়ঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওষধীঃ'—(এখানে প্রথমা-ন্তের স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, কাজেই প্রথমান্ত পদ) 'ওষধ্যঃ'—ওষধি-সকল। এখানে ত্বগিন্দ্রিয়-রূপ অধিষ্ঠানে ত্বক্ এবং রোম-সমূহ, এই দুইটি ইন্দ্রিয়। সেই ত্বগিন্দ্রিয়ে বায়ু দেবতা, স্পর্শ উহার বিষয়। রোমরূপ ইন্দ্রিয়ে ওষধি-সমূহ দেবতা এবং কণ্ডূতি (কণ্ডূয়ন সুখ) বিষয় ॥ ১৮ ॥

মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য পুরুষস্য মেঢ্রং (উপস্থং) বিনির্ভিন্নং) (পৃথগ্জাতং) কঃ (প্রজাপতিঃ) রেতসা অংশেন স্বধিষ্ণ্যং (নিজস্থানং তৎ ইন্দ্রিয়ম্) উপাবিশৎ যেন (উপস্থেন) অসৌ (জীবঃ) আনন্দং প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্পুরুষের উপস্থেন্দ্রিয় পৃথগ্-রূপে জাত হইলে প্রজাপতি শুক্ররূপ অংশের সহিত স্বীয় আবাস স্থান সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই উপস্থেন্দ্রিয়দ্বারা জীব জড়ানন্দ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কঃ প্রজাপতিঃ রেতসা রেত উপলক্ষি-তেন উপস্থেন ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কঃ'—বলিতে প্রজাপতি।

'রেতসা অংশেন'—রেতঃ অর্থাৎ শুক্ররূপ অংশের সহিত, ইহার দ্বারা উপস্থ ইন্দ্রিয় উপলক্ষিত হইতেছে (অর্থাৎ এই উপস্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব জড়ীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে)—এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—পুংসঃ (পুরুষস্য) গুদং (মলদ্বারঃ) বিনির্ভিন্নং (পৃথগ্‌ভূতং) পায়ুনা অংশেন লোকেশঃ মিত্রঃ (সূর্য্যঃ) আবিশৎ যেন (পায়ুনা) অসৌ (জীবঃ) বিসর্গং (মলপরিত্যাগরূপং কর্ম্ম) প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিরাট্‌পুরুষের মলদ্বার পৃথগ্‌রূপে জাত হইলে পায়ু ইন্দ্রিয়ের সহিত লোকপাল সূর্য্য অধিদেবতারূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। বিরাট্ এই পায়ু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎসর্গ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বিসর্গং মলমূত্রোৎসর্গম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিসর্গং'—বলিতে মল, মূত্র পরিত্যাগ-রূপ কর্ম্ম ॥ ২০ ॥

হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বঃপতিরাবিশৎ ।
বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) হস্তৌ বিনির্ভিন্নৌ (পৃথগ্‌ভূতৌ) স্বঃপতিঃ (স্বর্গস্য পতিঃ) ইন্দ্রঃ বার্ত্তয়া অংশেন (ক্রয়বিক্রয়াদিশক্ত্যা সহ তত্র) আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) যয়া (বৃত্ত্যা) বৃত্তিং (জীবিকাং) প্রপদ্যতে (লভতে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্‌পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথক্ রূপে জাত হইলে স্বর্গপতি ইন্দ্র ক্রয় বিক্রয়াদি অংশের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব জীবিকা লাভ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বার্ত্তয়া ক্রয়বিক্রয়াদিশক্ত্যেতি বার্ত্তা বলশিল্পাদিশব্দবাচ্যমধ্যাত্মং, বৃত্তিং জীবিকাম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বার্ত্তয়া'—ক্রয়-বিক্রয়াদি শক্তির সহিত। বার্ত্তা—বল, শিল্পাদি শব্দবাচ্য অধ্যাত্ম (অর্থাৎ ইন্দ্র স্বীয় অংশ ক্রয়-বিক্রয়াদি-শক্তি সহ অধিদেবতাস্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন)। 'বৃত্তিং'—বলিতে জীবিকা (নির্বাহ করে) ॥ ২১ ॥

পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য পুরুষস্য পাদৌ বিনির্ভিন্নৌ (পৃথগ্‌ভূতৌ) গত্যা স্বাংশেন লোকেশঃ বিষ্ণুঃ আবিশৎ (তত্র প্রবিষ্টঃ) যয়া (গত্যা) পুরুষঃ (জীবঃ) প্রাপ্যং (দেশান্তরং) প্রপদ্যতে (লভতে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্‌পুরুষের পদযুগল পৃথক্‌রূপে জাত হইলে, লোকপাল বিষ্ণু গমনরূপ নিজ অংশের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই গমন শক্তির দ্বারা পুরুষ দেশান্তরে গমনাগমন পূর্ব্বক অভিলষিত বস্তুলাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বুদ্ধিঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) বিনির্ভিন্নাং (পৃথগ্‌ভূতাং) বুদ্ধিং চ বাগীশঃ (বাক্‌পতিঃ ব্রহ্মা) ধিষ্ণ্যং (অধিষ্ঠানং তাং বুদ্ধিং) বোধেন অংশেন (সহ) আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) যতঃ (যেন বোধংশেন) বোদ্ধব্যং (জীবস্য জ্ঞাতব্যং) প্রতিপত্তিঃ (লাভঃ) ভবেৎ (স্যাৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তৎপর সেই বিরাট্‌পুরুষের বুদ্ধি ভিন্ন রূপে প্রকটিত হইলে বাক্‌পতি ব্রহ্মা বোধরূপ অংশের সহিত নিজবাসস্থান বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলেন, তাহা হইতে জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় লাভ হইয়া থাকে ॥২৩॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিং বুদ্ধ্যাস্পদং গোলকং হৃদয়ৈকদেশং। বাগীশো ব্রহ্মা বোধেন বুদ্ধ্যা। শ্লোকোঽয়মসর্ব্বসম্মতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বুদ্ধিং'—বুদ্ধির আস্পদ গোলক (মণ্ডলবর্ত্তী স্থান), হৃদয়ের একদেশ। 'বাগীশঃ'—বাক্‌পতি ব্রহ্মা, 'বোধেন'—বোধরূপ অংশের সহিত (নিজ নিবাসস্থান সেই বুদ্ধিতে প্রবেশ করিলেন)। এই শ্লোক সকলের সম্মত নহে ॥২২-২৩॥

মধ্ব—অহং সত্ত্বমিতি দ্বেধা ব্রহ্মনাড্যা অবান্তরম্।
কর্ত্তৃনামাদ্যহঙ্কারস্ত্বহং নাড্যাং ব্যবস্থিতঃ ॥
তত্ত্বনাড্যাস্তথা চিত্তমভিমানো হরস্তথা।
অহংনাড্যাং সত্ত্বনাড্যাং ব্রহ্মা চৈব ব্যবস্থিতঃ ॥
আত্মনাড্যাং তথা বুদ্ধিস্তত্রস্থশ্চ বৃহস্পতিঃ ॥
ইতি চ ॥ ২৩-২৫ ॥

হৃদয়াঞ্চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) হৃদয়ং চ নির্ভিন্নং (পৃথগ্ভূতং) চন্দ্রমা (চন্দ্রঃ) মনসা অংশেন (সহ) ধিষ্ণ্যং (অধিষ্ঠানং) আবিশৎ যেন (মনসা) অসৌ (জীবঃ) বিক্রিয়াং (সঙ্কল্পাদিরূপাং) প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের হৃদয়ও পৃথক্-রূপে প্রকাশিত হইল এবং চন্দ্রমা মনোরূপ স্বীয় অংশের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, জীব সেই মনের দ্বারা সঙ্কল্পাদিরূপা ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিক্রিয়াং সঙ্কল্পাদিরূপাম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিক্রিয়াং'—সঙ্কল্পাদিরূপ বিকার, (সেই মন দ্বারা জীবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ২৪ ॥

আত্মানঞ্চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎ পদম্ ।
কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য, আত্মানং (অহঙ্কারং) নির্ভিন্নং (পৃথগ্ভূতং) অভিমানং (অভিমন্যতে অনেন ইতি অভিমানঃ রুদ্র) কর্ম্মণা (অহংবৃত্ত্যা) পদং (ধিষ্ণ্যং) অবিশৎ যেন (অহঙ্কারেণ হৃদয়েন) অসৌ জীবঃ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের অহঙ্কার পৃথগ্-রূপে জাত হইলে রুদ্র অহংবৃত্তিরূপ অংশের সহিত স্বীয় অধিষ্ঠানে প্রবিষ্ট হইলেন; সেই অহংবৃত্তি দ্বারা জীব অভিমন্তব্য (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানমহঙ্কারাস্পদং গোলকং হৃদয়ৈকদেশম্। অভিমন্যতেঽনেনেতি অভিমানো রুদ্রঃ। কর্ম্মণাহঙ্কারেণ কর্ত্তব্যং অভিমন্তব্যম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—অহঙ্কারের আস্পদ গোলক, হৃদয়ের একদেশ। সেখানে অভিমান, অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা অভিমান করা হয়, সেই রুদ্র (প্রবিষ্ট হইলেন)। 'কর্ম্মণা'—অহঙ্কাররূপ কর্ম্মের দ্বারা, 'কর্ত্তব্যং—অর্থাৎ জীব অভিমানের বিষয় দেহাদিকে 'আমি'—এইরূপ মনে করিয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সত্ত্বঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) সত্ত্বং (চিত্তাস্পদং গোলকং) চ বিনির্ভিন্নং চিত্তেন (চেতনয়া) অংশেন মহান্ (ব্রহ্মা) ধিষ্ণ্যং (অধিষ্ঠানং) উপাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) যেন (চিত্তেন) অসৌ জীবঃ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পরে সেই পুরুষের চিত্তাস্পদ গোলক পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইলে, বিষ্ণু স্বীয় অধিষ্ঠানরূপ সেই চিত্তগোলকে নিজ চেতনার সহিত প্রবিষ্ট হই-লেন। সেই চেতনারূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা জীব সামান্য-ভাবে জ্ঞেয় বস্তু লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বং চিত্তাস্পদং গোলকং হৃদয়ৈক-দেশং মহান্ বিষ্ণুঃ বিজ্ঞানং চেতনাম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বং'—চিত্তের আস্পদ গোলক, হৃদয়ের একদেশ। 'মহান্'—বলিতে বিষ্ণু, সেখানে চেতনার সহিত প্রবিষ্ট হইলেন। 'বিজ্ঞানং' —বলিতে চেতনা, (জীব সেই চেতনা দ্বারা বিজ্ঞান অনুভব করিয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যত ।
গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (পুরুষস্য) শীর্ষ্ণঃ (মস্তকাৎ) দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) পদ্ভ্যাং ধরা (পৃথিবী) নাভেঃ (নাভি-দেশাৎ) খম্ (আকাশম্) উদপদ্যত (আবির্ভূতং)

যেষু গুণানাং বৃত্তয়ঃ (পরিণামাঃ) সুরাদয়ঃ (দেবাসুরনর-প্রভৃতয়ঃ) প্রতীয়ন্তে (অনুভূয়ন্তে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বিরাট্ পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে পৃথিবী, নাভিদেশ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। ঐ সকলস্থানে সত্ত্বাদি গুণসমূহের পরিণাম দেবতাদি প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিলোকোৎপত্তিমাহ শীর্ষ্ণ ইতি। বৃত্তয়ঃ পরিণামাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রিলোকের উৎপত্তি বলিতেছেন—'শীর্ষ্ণ' ইতি, (অর্থাৎ সেই বিরাট্ পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হইল। পরে পদদ্বয় হইতে পৃথিবী এবং নাভিদেশ হইতে আকাশ হইল।) 'বৃত্তয়ঃ'—বৃত্তি বলিতে পরিণাম, (অর্থাৎ ঐসকল স্থানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের পরিণাম দেবতাদি-স্বরূপে প্রতীয়মান হয়।) ॥ ২৭ ॥

———

আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে।
ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তাননু ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ আত্যন্তিকেন (উর্জ্জিতেন) সত্ত্বেন দিবং (স্বর্গং) প্রপেদিরে (অলভন্ত) পণয়ঃ (পণায়ন্তে যাগাদিনা ব্যবহরন্তীতি পণয়ঃ মনুষ্যাঃ) যে চ তান্ অনু (যে চ তদুপকরণভূতাঃ তে অপি) রজঃ স্বভাবেন ধরাং প্রপেদিরে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবগণ বর্দ্ধিতসত্ত্বগুণদ্বারা স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হন। যাগাদি দ্বারা পরস্পর ব্যবহার বিশিষ্ট—মানববৃন্দ এবং তাহাদের উপকরণ স্বরূপ—গবাদি রজঃ-প্রকৃতির দ্বারা পৃথিবী প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—আত্যন্তিকেন উর্জিতেন পণন্তে যাগাদিনা ব্যবহরন্তীতি পণয়ো মনুষ্যাঃ পণব্যবহারে। তাননুবর্ত্তন্তে যে তদুপকরণভূতা গবাদয়স্তেঽপি ধরাং প্রপেদিরে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্যন্তিকেন'—উর্জ্জিত অর্থাৎ বর্দ্ধিত (সত্ত্বগুণের প্রভাবে দেবগণ স্বর্গে অবস্থিত হন)। 'পণয়ঃ'—বলিতে যাহারা যাগাদির দ্বারা ব্যবহার-বিশিষ্ট, অর্থাৎ মনুষ্যগণ। 'পণ' ধাতু ব্যবহার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তান্ অনুবর্ত্তন্তে'—তাহাদিগকে যাহারা অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ যাহারা সেই মনুষ্যগণের উপকরণ-স্বরূপ, প্রয়োজন-সাধক রজোগুণ-স্বভাবযুক্ত গাভী প্রভৃতি পশুগণ, তাহারাও এই পৃথিবীতে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥

———

তার্ত্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তার্ত্তীয়েন (তৃতীয়ং তমঃ তদীয়েন তামসেন) স্বভাবেন যে রুদ্রপার্ষদাং (রুদ্রস্য পার্ষদানাং ভূতাদীনাং) গণাঃ (তে) উভয়োঃ (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) অন্তরং (মধ্যং) ব্যোম (অন্তরীক্ষং তদেব) ভগবন্নাভিম্ আশ্রিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তৃতীয় স্বভাব তমঃ প্রকৃতির দ্বারা রুদ্রের পার্ষদ—ভূতগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বিরাটের নাভি আশ্রিত অন্তরীক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তৃতীয়ং তমস্তদীয়েন তামসেনেত্যর্থঃ। যে রুদ্রপার্ষদাং ভূতাদীনাং গণাস্তে ভগবতো বিরাজো নাভিমাশ্রিতা ইত্যন্বয়ঃ। নাভিরেব কা তত্রাহ উভয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং মধ্যং ব্যোম আকাশং ভুবর্লোকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তার্ত্তীয়েন স্বভাবেন'—তৃতীয় তমঃ, তদীয়, তৎসম্বন্ধীয় অর্থাৎ তামস স্বভাবহেতু, এই অর্থ। যাহারা রুদ্রদেবের পার্ষদ, ভূতাদির গণ, তাহারা ভগবান্ বিরাট্‌পুরুষের নাভিদেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই নাভিই কি, তাহাতে বলিতেছেন—'উভয়োঃ—দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী যে আকাশ, অর্থাৎ ভুবর্লোক ॥ ২৯ ॥

———

মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ (কুরুশ্রেষ্ঠ)! পুরুষস্য মুখতঃ (মুখাৎ) ব্রহ্ম (বেদঃ) অবর্ত্তত (প্রবৃত্তম্)। যঃ তু ব্রাহ্মণঃ উন্মুখত্বাৎ (মুখোদ্ভবতাৎ) বর্ণানাং (ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদীনাং) মুখ্যঃ (প্রথমঃ) গুরুঃ চ (সঃ অপি মুখতঃ অবর্ত্তত) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন। ভগবদুন্মুখ ও বেদোন্মুখ বলিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণসমূহের মধ্যে মুখ্য ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—চাতুর্বর্ণ্যোৎপত্তিমাহ ব্রহ্ম বেদঃ পুরুষস্য পরমেশ্বরেণৈক্যাত্তস্য মুখতোঽবর্ত্তত অভূৎ যস্তু উন্মুখত্বাদ্বেদোন্মুখত্বাদ্ধেতোর্বর্ণানাং মুখ্যো গুরুশ্চাভূদ্ব্রাহ্মণঃ সোঽপি মুখতোঽবর্ত্ততেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চারিটি বর্ণের উৎপত্তি বলিতেছেন—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, 'পুরুষস্য' পরমেশ্বরের সহিত একত্বাবশতঃ সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে 'অবর্ত্তত'—উৎপন্ন হইল। 'যস্তু উন্মুখত্বাৎ' —আর যিনি বেদোন্মুখত্বহেতু বর্ণগণের মধ্যে মুখ্য এবং গুরু, সেই ব্রাহ্মণও মুখ হইতে উৎপন্ন হইল ॥৩০॥

মধ্ব—ব্রহ্মাভিমানী তু ভৃগুরজনি ব্রহ্মণো মুখাৎ।
ক্ষত্রাভিমানী তু মনু-ব্রহ্মবাহ্বোরজায়ত ॥
উর্ব্বোর্বিড়ভিমানী চ বাস্তঃ পাদাৎ কৃতিস্তথা।
এতে পূর্ব্বং হরের্জ্জাতা ব্রহ্মণস্তদনন্তরম্ ॥
এবং রুদ্রাচ্চ বায়োশ্চ তদন্তস্থ-হরের্য্যতঃ।
ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ৩০-৩২ ॥

———

বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—(পুরুষস্য) বাহুভ্যঃ ক্ষত্রং (পালনরূপা বৃত্তিঃ) অবর্ত্তত (জাতা) তৎ (ক্ষত্রম্) অনুব্রতঃ (অনুসৃতঃ) যঃ কণ্টকক্ষতাৎ (কণ্টাকাঃ চৌরাদয়ঃ তেভ্যঃ যৎ ক্ষতং উপদ্রবঃ তস্মাৎ) বর্ণান্ ত্রায়তে (রক্ষতি সঃ) ক্ষত্রিয়ঃ (অপি) পৌরুষঃ জাতঃ (পুরুষোদ্ভবঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষের বাহুযুগল হইতে পালনরূপা বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির অনুসৃত ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। বিষ্ণুর অংশ ক্ষত্রিয়বর্ণ চৌরাদির উপদ্রব হইতে বর্ণসকলকে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষত্রং পালনশক্তিঃ তদনুব্রতস্তদুন্মুখঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বাহুভ্যোঽবর্ত্ততেত্যর্থঃ। কণ্টকাশ্চৌরাদয়স্তেভ্যো যৎ ক্ষতমুপদ্রবস্তস্মাত্ত্রায়তে রক্ষতি যতঃ পৌরুষং পুরুষস্যায়ং তদীয়পালনশক্তিমত্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্রং'—বলিতে পালনশক্তি, 'তদনুব্রতঃ', অর্থাৎ সেই পালনরূপা বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির অনুবর্ত্তী ক্ষত্রিয়ও সেই বিরাট্ পুরুষের বাহু হইতে উৎপন্ন হইল। (ক্ষত হইতে যিনি ত্রাণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়, তাহা বলিতেছেন—) কণ্টকসদৃশ চৌর প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন যে ক্ষত অর্থাৎ উপদ্রব, তাহা হইতে যিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলকে রক্ষা করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। 'পৌরুষঃ'—পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহার পালনশক্তিযুক্ত বলিয়া ক্ষত্রিয়কে পৌরুষ অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশজাত বলা হইল—এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

———

বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—লোকবৃত্তিকারীঃ (লোকস্য বৃত্তিকর্য্যঃ জীবিকাহেতবঃ) বিশঃ (কৃষ্যাদিব্যবসায়াঃ) তস্য বিভোঃ (বিরাট্পুরুষস্য) উর্ব্বোঃ (উরুদ্বয়াৎ) অবর্ত্তন্ত (প্রবৃত্তাঃ) যঃ বৈশ্যঃ নৃণাং বার্ত্তাং (জীবিকাং) সমবর্ত্তয়ৎ (স্ব-বৃত্ত্যা সম্পাদিতবান্ সঃ) তদুদ্ভবঃ (উরুজঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাটের উরুদ্বয় হইতে লোকসকলের জীবিকার হেতুস্বরূপ কৃষ্যাদি ব্যবসায়সকল এবং বৈশ্যবর্ণ প্রাদুর্ভূত হইল ; এই বৈশ্যবর্ণ ব্যবসায়দ্বারা মনুষ্যকুলের জীবিকা সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিশঃ কৃষ্যাদিব্যবসায়াঃ উর্ব্বোঃ উরুভ্যাং লোকানাং বৃত্তিকরীর্জীবিকাহেতবঃ বৈশ্যোঽপি তদুদ্ভবঃ উরুভবঃ। বার্ত্তাং জীবিকাং যঃ স্ববৃত্ত্যা সমবর্ত্তয়ৎ সম্পাদিতবান্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশঃ'—কৃষি প্রভৃতি ব্যবসায়সকল বিরাট পুরুষের উরুদ্বয় হইতে লোকসকলের জীবিকার হেতুরূপে উদ্ভূত এবং বৈশ্যও 'তদুদ্ভবঃ'—অর্থাৎ সেই উরুদ্বয় হইতেই উৎপন্ন হইল। 'বার্ত্তাং'—বলিতে জীবিকা, যে বৈশ্যজাতি

নিজবৃত্তির দ্বারা সকল মনুষ্যেরই জীবিকা সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ পদ্ভ্যাং (চরণাভ্যাং) ধর্ম্মসিদ্ধয়ে (ধর্ম্মরক্ষণায়) শুশ্রূষা (পরিচর্য্যাবৃত্তিঃ) জজ্ঞে (জাতা বভূব) তস্যাং (নিমিত্তভূতায়াং) শূদ্রঃ পুরা জাতঃ যদ্‌বৃত্ত্যা (যস্য বৃত্ত্যা দ্বিজশুশ্রূষয়া) হরিঃ তুষ্যতে (তুষ্যতি তুষ্টো ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—বিরাট্ পুরুষের পাদদ্বয় হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সিদ্ধির জন্য পরিচর্য্যাবৃত্তি ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল। এই সেবাবৃত্তির দ্বারা শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—শুশ্রূষা পরিচর্য্যা কর্ম্মণো বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্য সিদ্ধয়ে শুশ্রূষাং বিনা কর্ম্মমাত্রস্যৈব সিদ্ধির্ন ভবতীতি সা শূদ্রস্য বৃত্তির্ভবন্ত্যপি বস্তুতঃ সার্ব্ববর্ণিক্যেবেতি ভাবস্তস্যাং বিষয়ে শূদ্রো জাতঃ পদ্ভ্যামিতি শেষঃ। যদ্‌বৃত্ত্যা হরিস্তুষ্যতীতি বেদাদিভ্যোঽপি শুশ্রূষায়া উৎকর্ষঃ সূচিতঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুশ্রূষা'—পরিচর্য্যাবৃত্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত সেই বিরাট্ পুরুষের পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। (শ্রীভগবানের) শুশ্রূষা ব্যতীত কোন কর্ম্মেরই সিদ্ধি হয় না, অতএব উহা শূদ্রের বৃত্তি হইলেও, বস্তুতঃ ঐ পরিচর্য্যা সকল বর্ণেরই ; এই ভাব। সেই শুশ্রূষাকার্য্যে শূদ্র উৎপন্ন হইল বিরাট্ পুরুষের পদদ্বয় হইতেই। যে পরিচর্য্যা বৃত্তির দ্বারা হরি তুষ্ট হন—ইহা বলায়, বেদ অধ্যয়নাদি বৃত্তি অপেক্ষাও পরিচর্য্যার উৎকর্ষ সূচিত হইল ॥ ৩৩ ॥

তথ্য—শুশ্রূষাবৃত্তি সার্ব্ববর্ণিক। ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণই যদি শ্রীহরির শুশ্রূষা করেন, তবে সেই সেবাবৃত্তিদ্বারাই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন। এইজন্যই শুশ্রূষাবৃত্তির মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে। নিত্য, নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোনও প্রকারে ভ্রষ্ট হয় অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা কোনও প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না—ভাগবতীয় (১।৫।১৭) এই শ্লোক হইতে কেবল স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ স্ব-স্ব-বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম) পালনের দ্বারাই ভগবত্তোষণ অস্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সেবাবৃত্তিই একমাত্র হরিতোষণের কারণ (শ্রীজীব)।

শুশ্রূষা ব্যতীত কোন কর্ম্মেরই সিদ্ধি হয় না। শুশ্রূষা বা সেবা শূদ্রের বৃত্তি হইলেও বস্তুতঃ উহা সার্ব্ববর্ণিক অর্থাৎ সর্ব্ব বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম (অর্থাৎ উহা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম)। এই সেবাবৃত্তি দ্বারাই একমাত্র হরিতোষণ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণের বেদাধ্যয়নাদি বৃত্তি অপেক্ষাও শুশ্রূষার উৎকর্ষত্ব সূচিত হইল (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৩৩ ॥

এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্।
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এতে বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণাদয়ঃ) বৃত্তিভিঃ (স্ব-স্ব-জীবিকাভিঃ) সহ যৎ (যস্মাৎ ভগবতঃ) জাতাঃ (উৎপন্নাঃ) আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং (স্বচিত্তশোধনার্থং) স্বগুরুং (জনকং বৃত্তিপ্রদঞ্চ) হরিং শ্রদ্ধয়া স্বধর্ম্মেণ (তৎপালনেন) যজন্তি (পূজয়ন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই সকল বর্ণ স্ব-স্ব জীবিকার সহিত যে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আত্মবিশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারা তাহারা নিজ গুরু সেই শ্রীহরিকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সহবৃত্তিভিরিতি হরিযজনে জীবিকার্থং চিন্তা ন কার্য্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহবৃত্তিভিঃ'—এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল নিজ নিজ বৃত্তির সহিত যে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বলায় শ্রীহরির যজনে জীবিকার নিমিত্ত চিন্তা করা উচিত নহে—এই ভাব ॥৩৪॥

তথ্য—মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥
(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

বৃত্তির সহিত—ইহাদ্বারা হরিভজনে জীবিকার্থ চিন্তা করা উচিত নয়, ইহাই ভাবার্থ (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৩৪ ॥

এতৎ ক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্ত্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভোঃ) ক্ষত্তঃ (বিদুর), দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ (কালকর্ম্ম-স্বভাবশক্তিমতঃ) ভগবতঃ যোগমায়া-বলোদয়ং (যোগমায়াবলেন উজ্জৃম্ভিতম্) এতৎ (বিরাড়্রূপম্) উপাকর্ত্তুং (সাকল্যেন নিরূপয়িতুং) কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ (ইচ্ছেৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, কালকর্ম্মস্বভাবশক্তিযুক্ত ভগবানের যোগমায়াবলে সমুৎপন্ন এই বিরাট্রূপকে সমগ্রভাবে নিরূপণ করিবার ইচ্ছাই বা কোন্ ব্যক্তি করিতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবকর্ম্মাত্মানঃ কালকর্ম্মস্বভাবাঃ স্বীয়-শক্তিত্বাদ্রূপাণি তদ্বতঃ। যোগমায়াবলেন উদয়ো যস্য তদেতদ্বিশ্বমুপাকর্ত্তুং সামস্ত্যেন নিরূপয়িতুং কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ ইচ্ছেৎ ইচ্ছাপ্যশক্যা নিরূপণং তু দূরত এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ'—'দৈবাত্মনঃ'—দৈব, যাহা দেবতার দ্বারা নিয়ম্য, তদ্রূপ, 'কাল-কর্ম্ম-স্বভাবাঃ'—কাল, কর্ম্ম বলিতে অদৃষ্ট এবং স্বভাব—এই সকল স্বীয় শক্তি বলিয়া যাঁহার রূপ, তদ্যুক্ত অর্থাৎ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব-শক্তি-যুক্ত ভগবানের যোগমায়ার বলে সমুৎপন্ন এই বিশ্বের সমগ্ররূপে নিরূপণ করিতে, 'কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ'—কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিতে পারে ? ইচ্ছা করাও অশক্য, আর নিরূপণ করা ত দূরে থাকুক্—এই ভাব ॥৩৫॥

মধ্ব—অধিকত্বাদ্দেবশব্দো দৈবতেষ্বধিকো যতঃ।
দৈবং হরিঃ কর্ম্মমূলং কৃতিরিত্যেব ভণ্যতে।
আপ্তত্বাদাত্মশব্দশ্চ শ্রীপতিত্বাচ্চ মাধবঃ ॥
ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

তথাপি কীর্ত্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্ ।
কীর্ত্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্ত্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে বিদুর), তথাপি অন্যাভিধাসতীং (অন্যাবিধা হরিব্যতিরিক্তার্থাভিধানং তয়া অসতীং মলিনাং) স্বাং (স্বীয়াং) গিরং (বাচং) সৎকর্ত্তুং (পবিত্রীকর্ত্তুং) হরেঃ কীর্ত্তিং (শ্রীহরেঃ লীলাং) যথামতি (স্বমত্যনুসারেণ) (গুরুমুখাৎ) যথাশ্রুতং (তথা) কীর্ত্তয়ামি (বর্ণয়ামি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তথাপি শ্রীহরির কীর্ত্তি শ্রীগুরুসন্নিধানে শ্রবণ করিয়া, আমার বুদ্ধির যোগ্যতানুসারে যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি, আপনার নিকট ততটুকুই কীর্ত্তন করিতেছি। হে অঙ্গ, ভগবদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়-কীর্ত্তনে আমার বাক্য মলিনীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন দ্বারা তাহা পবিত্র করিবার জন্য আমি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—যথাশ্রুতং গুরুমুখাৎ তথাপি যথামতি স্ববুদ্ধ্যা যাবদ্গৃহীতং তাবদেব ন তু যদ্যদেব শ্রুতমিত্যর্থঃ। অন্যাভিধা হরিব্যতিরিক্তা কথা তয়া অসতীং মলিনাং স্বীয়ং বাচং সৎকর্ত্তুং পবিত্রীকর্ত্তুম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথাশ্রুতং'—শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে আবার 'যথামতি'—নিজ বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু গৃহীত হইয়াছে, ততটুকুই, কিন্তু যাহা যাহা শ্রুত হইয়াছে, তাহা নহে—এই অর্থ। 'অন্যাভিধা'—হরিভক্তি ব্যতীত অন্য কথা, তাহার দ্বারা, 'অসতীং'—মলিন আমার বাক্যকে পবিত্র করিতে (অর্থাৎ ভগবানের গুণবর্ণনার দ্বারা পবিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।) ॥ ৩৬ ॥

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সুশ্লোকমৌলেঃ (পুণ্যশ্লোকানাং শিরোমণেঃ ভগবতঃ) গুণানুবাদং (লীলাদিবর্ণনং) পুংসাং বচসঃ (বাক্শক্তেঃ) একান্তলাভং (একান্ততো লাভং) নু (নিশ্চিতম্) আহুঃ (সুধিয়ঃ কথয়ন্তি) (তথা) বিদ্বদ্ভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) উপাকৃতায়াং (নিরূপিতায়াং) কথাসুধায়াং (বাক্যামৃতে) উপসংপ্রয়োগং (সন্নিধৌ

অর্পণং) শ্রুতেঃ চ (শ্রোত্রস্য চ একান্তলাভম্ আহুঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণকীর্ত্তনই পুরুষদিগের বাক্যের পরম লাভ (তাহা কৈবল্যসুখকেও অতিক্রম করিয়া থাকে)। বিদ্বজ্জন-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ভগবৎকথামৃত-প্রবাহের সন্নিধানে শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্থাপনই যে কর্ণের একান্ত লাভ ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—হরিকথামৃতাব্ধেরপারত্বাৎ সামস্ত্যেন জ্ঞানং ন কস্যাপ্যতো যৎ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞানে এব তৎকীর্ত্তন-শ্রবণাভ্যাং লোকাঃ কৃতার্থীভূয় তং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ—গুণবাদং গুণকীর্ত্তনমেব একান্ততো লাভমাহুরন্যৎ সর্ব্বং বচসোহপচয়মেবেত্যর্থঃ। শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্যাপি উপাকৃতায়াং কীর্ত্তিতায়াং উপসংপ্রয়োগং সন্নিধাবর্পণম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির কথারূপ অমৃত-সমুদ্রের অপারত্ব-হেতু সমগ্ররূপে জ্ঞান কাহারই হয় না, অতএব যৎকিঞ্চিৎ সামান্য জ্ঞানেই তাঁহার কীর্ত্তন ও শ্রবণের দ্বারা লোকসকল কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে—ইহাই বলিতেছেন—'গুণানুবাদং', শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই একান্ত লাভ বলা হয়, অন্য সমস্ত কিছুই বাক্যের অপচয়ই, এই অর্থ। 'শ্রুতেশ্চ'—শ্রবণেন্দ্রিয়েরও তাহাই পরম লাভ, যাহা (সাধুমুখে) কীর্ত্তিত হইয়া কর্ণেন্দ্রিয়ে অর্পিত (স্থাপিত) হয় ॥ ৩৭ ॥

তথ্য—'একান্ত'-শব্দে ভগবানের গুণকীর্ত্তন কৈবল্যসুখকেও অতিক্রম করিয়া বিরাজিত (শ্রীজীব)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম পঃ মহাপ্রভুর বাক্য—

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥ ৩৭ ॥

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্বয়া ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস, আত্মনঃ (হরেঃ) মহিমা (মাহাত্ম্যং) যোগবিপক্বয়া ধিয়া (যোগসিদ্ধয়া অপি বুদ্ধ্যা) সংবৎসরসহস্রান্তে (বহূন্ বৎসরান্ যাবৎ চিন্তয়িত্বা) আদিকবিনা (ব্রহ্মণা অপি) অবসিতঃ ? (কিং জ্ঞাতঃ ? এতাবান্ ইতি ন সম্যক্ জ্ঞাতঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, পরমাত্মা শ্রীহরির অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদি আদিকবি ব্রহ্মা যোগবিপক্বুদ্ধিদ্বারা সহস্র বৎসর চিন্তা করিয়াও ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাতীব জ্ঞানে নির্ব্বন্ধঃ কার্য্যো ব্রহ্মণোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বাদিত্যাহ—আত্মনো হরের্মহিমা যোগবিপক্বয়াপি সংবৎসর-সহস্রান্তেঽপি আদিকবিনা ব্রহ্মণাপি কিমবসিতঃ কিং জ্ঞাত ইতি কাকূক্ত্যা এতাবানিতি ন জ্ঞাত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, অবেত্যস্যাপি অকার-লোপে নঞা ন বসিত অবসিত ইতি সিদ্ধম্; যদ্বা, সংবৎসরসহস্রান্ত এব মহিমা ইতি অচিন্ত্যত্বানন্তত্বাভ্যাং দুর্জ্ঞেয়ত্বেন নিশ্চীয়তে তদেব ভগবন্মহিম্নো জ্ঞানং এতাবদিদমিত্থংকারেণ জ্ঞানং তজ্‌জ্ঞানমেবেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ স ইতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর, জ্ঞানে অত্যন্ত আগ্রহ করা উচিত নহে, কারণ উহা ব্রহ্মারও দুর্জ্ঞেয়, ইহা বলিতেছেন—'আত্মনঃ'—পরমাত্মা শ্রীহরির মহিমা যোগের দ্বারা পরিপক্ব বুদ্ধির বলে সহস্র বৎসর ধ্যান করিয়াও আদিকবি (সকলের জনক সূক্ষ্মদর্শী) ব্রহ্মাও কি জানিতে পারিয়াছেন ? এই কাকূক্তির দ্বারা, 'এতাবান্ ইতি'—ইহা এই পর্য্যন্তই, এইরূপভাবে অবগত হন নাই, এই অর্থ। অথবা—'অব'—ইহার অকার লোপে, পুনরায় নঞ্ প্রত্যয়ে—'ন বসিতঃ'—'অবসিতঃ' (অর্থাৎ অব—সো, শেষ করা বা জানা অর্থে ক্ত-প্রত্যয়ে অবসিত পদ হয়, অর্থ—সমাপ্ত, নিশ্চিত বা জ্ঞাত। 'অব'—ইহার অকার লোপ করিয়া নঞ্ প্রত্যয় করিলে, ন বসিতঃ—অবসিতঃ, অর্থ জানেন নাই) এই পদ সিদ্ধ। কিম্বা সহস্র বৎসরান্তেই শ্রীহরির মহিমা—অচিন্ত্য ও অনন্তত্ব-হেতু দুর্জ্ঞেয়ত্ব-রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাই ভগবানের মহিমার জ্ঞান, ইহা এইপ্রকার—এইরূপ জ্ঞান—তাঁহার জ্ঞানই, (অর্থাৎ সমগ্ররূপে কেহই তাঁহাকে জানিতে সক্ষম নহে)—এই ভাব। শ্রুতিতে (কেনোপনিষদে) দৃষ্ট হয়—'যস্যামতং', ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি মনে করেন, 'আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, বস্তুতঃ

তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন ; আর যিনি মনে করেন, 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি', প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। কারণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের নিকট তিনি অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ জ্ঞানীরা মনে করেন যে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর, অতএব তিনি অবিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে অজ্ঞানীদের নিকট তিনি জ্ঞাত, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা মনে করে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর, তাহারা তাঁহাকে জানিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) স্বয়ং চ (স্বয়মপি) আত্মা (হরিঃ) আত্মবর্ত্ম (স্বমায়াগতিং) ন বেদ (এতাবৎ ইতি নৈব জানাতি অনন্তত্বাৎ) অপরে কিমুত (কথং জানন্তি) ? অতঃ ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী (মোহজনয়িত্রী) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অতএব, ভগবানের মায়া মোহজনয়িতৃগণকেও সংসারে পতিত করিতে পারে, যেহেতু স্বয়ং পরমেশ্বরও নিজ স্বরূপৈশ্বর্য্যকে নির্ণয় করিতে জানেন না। অপর ব্যক্তির আর কথা কি ? ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বাত্মতত্ত্বং জানন্তোঽন্যানপি জ্ঞাপয়ন্তো দার্শনিকা বহব এব দৃশ্যন্তে তত্রাহ—অত ইতি। অতঃ কারণাৎ তন্মায়া মায়িনাং বোধয়িতব্যেষু স্বশিষ্যেষু মায়ামেবার্পয়তাং তেষামপি মোহিনী নিশ্চয়েনৈব মোহিনী মুহুরপি সংসারেষু পাতয়িতুমিতি ভাবঃ। যদ্‌যতঃ স্বয়মাত্মা পরমেশ্বরোঽপি আত্মবর্ত্ম স্বস্বরূপং ন বেদ ন জানাতি অপরে বরাকাঃ কিমুত জানীয়ুঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আত্মতত্ত্ব জানিয়া অপরকেও জানাইতেছেন, এইরূপ বহু দার্শনিকগণই দেখা যায়, তাহাতে বলিতেছেন—'অতঃ ইতি'। অতএব অর্থাৎ এই কারণেই শ্রীভগবানের মায়া, 'মায়িনাং'—মায়াবীরাও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ—যাহারা শিক্ষণীয় নিজ নিজ শিষ্যগণকে মায়াই অর্পণ করেন, সেই মায়াবিগণেরও নিশ্চিতরূপেই মোহকারিণী, বার বার সংসারে নিপাতিত করাইবার জন্যই, এই ভাব। 'যৎ'—যেহেতু স্বয়ং পরমেশ্বরও যখন 'আত্মবর্ত্ম'—নিজ স্বরূপ নিজেই জানিতে পারেন না, তখন অপর মূর্খগণ কি প্রকারে তাঁহাকে (ভগবান্ এবং তাঁহার মায়াকে) জানিতে সক্ষম হইবে ? ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—আত্মা ব্রহ্মা ন বেদ। অহং রুদ্রঃ।

গুণপূর্ত্তেরাত্মশব্দো ব্রহ্মা হীনত্বতো হরঃ।
অহং শব্দস্তথাপ্যেতৌ ন জানীতো হরিং পরম্।

ইতি ব্রাহ্মে। ভগবতো মায়াং ভগবতো মহিমানম্। মায়া তু মহিমা প্রোক্তা প্রাচুর্য্যে তু ময়ট্ যত ইতি পাদ্মে। আত্মবর্ত্মা পরমাত্মগতিঃ ॥ ৩৯ ॥

তথ্য—কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ ॥
—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ

ভা ২।৪।১৪ ও ২।৭।৪০-৪২ দ্রষ্টব্য ॥

আত্মবর্ত্ম—স্বমায়াগতি (শ্রীধর) স্বরূপৈশ্বর্য্য (শ্রীজীব) স্বস্বরূপ (চক্রবর্ত্তী)। শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতা সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্যের অনন্ততাহেতু তিনি উহাকে পরিচ্ছিন্ন করেন না। অতএব সেই অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করিয়া ক্ষান্ত হই (শ্রীজীব) ॥ ৩৯ ॥

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরোদ্ধবসংবাদে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মাৎ ভগবতঃ) মনসা সহ বাচঃ অপি (তম্) অপ্রাপ্য (ন জ্ঞাতুং সমর্থাঃ) ন্যবর্ত্তন্ত (দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ প্রতিনিবৃত্তাঃ) অহং চ (অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র অপি) ইমে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ অপি) অন্যে (চ যম্ অপ্রাপ্যৈব নিবর্ত্তন্তে) তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-ষষ্ঠাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মনের সহিত বাক্য ও অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র,—এই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা এবং অন্যান্য বৃহস্পত্যাদি দেবতা, যাঁহার অচিন্ত্য মহিমায় প্রবেশ লাভ করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন সেই ভগবানকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-ষষ্ঠ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমেব স্থাপয়ন্ নমস্করোতি অপ্রাপ্য অন্তমলব্ধ্বা যতঃ সকাশান্নিবর্ত্তন্তে বাচঃ সমষ্টিব্যষ্টীনাং সর্ব্বেষামপি বাগিন্দ্রিয়াণি মনসা সহেতি মনাংসি চ যদ্বা ব্রহ্মণো মুখান্নির্গতাঃ সর্ব্বে বেদা এব বাচঃ তস্যৈব মনসা সহ অহং অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্রঃ ইমে দেবা বৃহস্পত্যাদয়শ্চ যতো নিবর্ত্তন্তে, কুতঃ ? অপ্রাপ্য যন্নামরূপচরিত্রাদীনাং সম্যঙ্মাধুর্য্যগ্রহণাসামর্থ্যাৎ অপারাণাং তেষামন্তপ্রাপ্ত্য-সামর্থ্যাচ্চেত্যর্থঃ। শ্রুতিরপ্যাচষ্টে—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি। অত্রাপাদাননির্দ্দেশ এব বাঙ্মনঃসংশ্লেষপ্রত্যায়কো নিবৃত্তিস্ত্বনন্তত্বেন প্রমাতুমশক্যত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বথৈব বাগাদ্যগম্যত্বং ত্বাত্মনো ন ব্যাখ্যেয়ম্। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি, মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদমেয়ং ধ্রুবম ; তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠোঽধ্যায়স্তৃতীয়েঽস্মিন্ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব (ভগবত্তত্ত্বের) দুর্জ্ঞেয়ত্বই নির্ণয় করিয়া কেবল নমস্কার করিতেছেন—'অপ্রাপ্য'—অন্ত না পাইয়া, যাঁহার নিকট হইতে, 'বাচঃ'—সমষ্টি ও ব্যষ্টি সকলেরই বাগিন্দ্রিয়-সমূহ মনের সহিত অর্থাৎ তাঁহাদের মনও প্রত্যাবৃত্ত হয়। অথবা ব্রহ্মার মুখ হইতে আবির্ভূত সকল বেদই বাক্যসমূহ, তাঁহারই মনের সহিত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা আমি রুদ্র, এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি এই সকল দেবগণ, যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হন। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'অপ্রাপ্য', প্রাপ্ত না হইয়া, অর্থাৎ যাঁহার (যে ভগবানের) নাম, রূপ, চরিত্র প্রভৃতির সম্যক্ মাধুর্য্য গ্রহণে অসামর্থ্যবশতঃ, এবং সেই নাম-রূপাদির অসীম বলিয়া তাঁহার অন্ত (অবধি) প্রাপ্তিতে অক্ষমতাহেতুই, এই অর্থ। শ্রুতিও (তৈত্তিরীয় উপনিষদেও) বলিয়াছেন—'যতো বাচো'—ইত্যাদি, যে ব্রহ্মকে না পাইয়া (অর্থাৎ যাঁহাকে প্রকাশ করিতে বা বিষয়ীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া) বাক্য ও মন তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানার আনন্দ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি কখনও ভয় পান না, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-ভয় নিবারিত হয়। 'যতঃ'—যাহা হইতে, এই স্থলের অপাদান-নির্দ্দেশই বাক্য ও মনের সংশ্লেষ (সংযোগ) জানাইতেছে, কিন্তু নিবৃত্তি, অনন্তত্ব-হেতু ইয়ত্তা নিরূপণ করিতে অশক্যতাবশতঃ, ইহা জানিতে হইবে। [অপাদান কারকের সূত্র হইতেছে—'ধ্রুবম-পায়ে অপাদানম্'—অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ হইলে যাহা স্থির, তাহাতে অপাদান কারক হয় এবং অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এই স্থলে ব্রহ্ম বা ভগবানে যদি বাক্য ও মনের সংশ্লেষ না হইত, তাহা হইলে বিশ্লেষের প্রশ্নই উঠে না, কাজেই বাক্য ও মন সেই স্থানে উপনীত হইলেও অনন্তত্বহেতু তাঁহার কোন ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হয় না।] সর্ব্বপ্রকারেই আত্মার বাগাদির অগম্যত্ব—এইরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। কারণ তাহা হইলে—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ'—ইতি অর্থাৎ সমস্ত বেদের দ্বারা একমাত্র আমিই বেদ্য। সেইরূপ—'এই অমেয় ধ্রুব ব্রহ্মকে একমাত্র মনের দ্বারাই অন্বেষণ করিতে হইবে।' এবং "তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ (স্থান), যাহা মনীষি-গণ নিরন্তর দর্শন করিতেছেন।"—ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধের আপত্তি হয় ॥ ৪০ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থ--দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৬ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধতাৎপর্য্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৪, ৯ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি— ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ব্রুবাণাং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ।
প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

মৈত্রেয় ঋষির সংশয়ছেদক বাক্য-শ্রবণানন্তর শ্রীভগবানের অচিন্ত্যলীলা-শ্রবণেচ্ছু বিদুর মৈত্রেয় মুনিকে পুনরায় বহুবিধ প্রশ্ন করেন।

বিদুর মৈত্রেয় মুনির নিকট, বিভুচৈতন্য নির্গুণ ভগবানের লীলার নিমিত্তই বা কিরূপে গুণ ও ক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে, আর যিনি আত্মারাম তাঁহার অতৃপ্তকাম বালকের ন্যায় ক্রীড়া-প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব ; জীব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইয়াও কি প্রকারে মায়ার দ্বারা অভিভূত হয়, ভগবান্ পরমাত্মরূপে জীবগণের অন্তরে বাস করা সত্ত্বেও জীবের কিরূপে স্বরূপবিভ্রম ও ক্লেশ উপস্থিত হয়—এই সকল প্রশ্ন করিলে মৈত্রেয়ঋষি তদুত্তরে বলিলেন যে 'অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য ভগবানের মায়াদ্বারাই জীবাত্মার অনাত্মস্বরূপের ক্লেশাদি উপস্থিত হয়। তর্কের দ্বারা মায়ার কার্য্য বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের শিরশ্ছেদ ও প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের জলোপাধি কৃত কম্পনাদির ন্যায় শোক মোহাদি গুণ দেহাভিমানী বদ্ধজীবেরই ধর্ম্ম—প্রকৃতপক্ষে, শুদ্ধজীবাত্মার নহে। নিষ্কাম-ভক্তিযোগের যাজনদ্বারা শ্রীবাসুদেবের কৃপা হইলে ক্রমশঃ জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হয়। শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুবাদ-শ্রবণে ভগবচ্চরণ সেবায় রতির উদয় হয়—ক্লেশাদির উপশম ত' অতি সামান্য কথা।' মুনির এই সকল উপদেশে বিদুর বিগতসন্দেহ হইয়া ভাগবতগণের চরণসেবা দ্বারাই যে ভগবচ্চরণে রতি উদিত হয় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির পথস্বরূপ সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনরত বৈষ্ণবগণের সেবালাভ যে বহু সুকৃতি-সাপেক্ষ, ইহা মুনির নিকট বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিরাট্পুরুষের বিভূতিসমূহ, জীবতত্ত্ব, পরমেশ্বরের স্বরূপ, ঔপনিষদ্জ্ঞান, গুরুশিষ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় জানিতে চাহিলেন। ভগবৎকথার কীর্ত্তনদ্বারা শ্রোতা ও কীর্ত্তনকারী—উভয়েই লাভবান্ হন। সমগ্র বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান—এই সকল কিছুই, সংসারভীত জীবকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা অভয়-প্রদানের কোট্যংশের একাংশেরও তুল্য নহে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে রাজন্!) দ্বৈপায়নসুতঃ (ব্যাসবীর্য্যাজ্জাতঃ অতএব তত্তনয়ঃ) বুধঃ (ধীমান্) বিদুরঃ এবং (পঞ্চমাধ্যায়স্থেন অথ তে ভগবল্লীলেত্যাদিনা মায়াগুণৈর্লীলয়া ভগবান্ সৃষ্ট্যাদি করোতি ইত্যেবং) ব্রুবাণং (কথয়ন্তং) মৈত্রেয়ং ভারত্যা (প্রার্থনারূপয়া) প্রীণয়ন্নিব (প্রীতিবাক্যেন তোষয়ন্ ইব) প্রত্যভাষত (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, ব্যাসনন্দন বিজ্ঞ বিদুর মৈত্রেয় মুনির এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যদ্বারা তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে ভগবজ্জীবগতান্যৎ সংশয়চ্ছিদা।
ভক্তিজিজ্ঞাসয়ান্যোঽপি ক্ষত্তুঃ প্রশ্নাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
এবং সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ। কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবানিত্যাদি-ব্রুবাণং ভারত্যা ব্রহ্মং-ত্বয়া সংসারকূপাদুদ্ধৃত এবাহমিতি মধুরয়া বাচা প্রীণয়ন্ ইবেতি বিদুরমনোগতাক্ষেপস্য সহসৈব মৈত্রেয়েণাবগতত্বান্মৈত্রেয়ং প্রীণয়িতুমশক্নুবন্নিত্যর্থঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে সংশয়-চ্ছেদিকা ভক্তি-জিজ্ঞাসার দ্বারা ভগবান্ ও জীবগত বিদুরের অন্যান্য প্রশ্নসকল কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥

'এবম্'—এইরূপ, অর্থাৎ (পঞ্চম অধ্যায়ে) "দ্রষ্টাস্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যানুসন্ধানরূপা সেই শক্তি কার্য্য ও কারণ উভয়স্বরূপা। হে মহাভাগ! ঐ শক্তিরই নাম মায়া, ভগবান্ তাঁহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ চিচ্ছক্তি-যুক্ত পরমাত্মা কালশক্তিবশতঃ গুণক্ষোভযুক্তা মায়াতে, আত্মার অংশস্বরূপ যে পুরুষ প্রকৃতির উপরে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন"—ইত্যাদি কথনরত মৈত্রেয় মুনিকে (ব্যাসতনয় বিজ্ঞতম বিদুর), 'ভারত্যা'—প্রার্থনা বাক্যের দ্বারা, অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! আপনার দ্বারা আমি সংসার-কূপ হইতে উদ্ধৃত হইলাম, এইরূপ মধুর বাক্যে, 'প্রীণয়ন্ ইব'—প্রীতিবর্দ্ধন করিতে করিতেই যেন। এখানে 'ইব'—যেন, এই পদের দ্বারা, বিদুরের মনোগত আক্ষেপ সহসাই মহামুনি মৈত্রেয়ের অবগত হওয়ায়, তাঁহাকে (মৈত্রেয়কে) সন্তুষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন—এই অর্থ ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ। (হে) ব্রহ্মন্, চিন্মাত্রস্য (সম্বিদ্রূপস্য) অবিকারিণঃ (মায়াতীতত্বাৎ বিকাররহিতস্য) নির্গুণস্য (গুণাতীতস্য) ভগবতঃ অপি লীলয়া (লীলার্থং) বা কথং (কেন প্রকারেণ) গুণাঃ ক্রিয়াঃ (চ) যুজ্যেরন্ (যুক্তাঃ ভবেয়ুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন, হে ব্রহ্মন্, বিভুচিৎস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও প্রাকৃতগুণসমূহ হইতে অস্পৃষ্ট শ্রীভগবানের গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধ লীলার নিমিত্তই বা কিরূপে সম্ভবপর? ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—চিন্মাত্রস্য গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ ক্রিয়াঃ সৃষ্ট্যাদয়শ্চ কথম্। অত্র চিদ্রূপস্য চিন্ময়স্যেত্যাদিকমপ্রযুজ্য চিন্মাত্রস্যেত্যবধারণবাচিমাত্র-শব্দপ্রয়োগাদচিদ্‌গন্ধস্যাপি তত্র রাহিত্যং বোধিতম্ ততশ্চ সা বা এতস্যেত্যনেন সত্ত্বাদিগুণময্যা মায়ায়া ভগবচ্ছক্তিত্বেনোক্তত্বাচ্ছক্তেশ্চ স্বভিন্নত্বাসম্ভবাৎ বস্তুতো গুণাস্তদীয়া এবেতি, তস্য চিন্মাত্রত্বে কথং সত্ত্বাদিজড়গুণবত্ত্বং সত্ত্বাদিজড়গুণবত্ত্বে চ কথং চিন্মাত্রত্বমিত্যাক্ষেপ একঃ। তথা বিকারো হি কালহেতুকো গুণধর্ম্ম এবেতি তস্য তু চিন্মাত্রত্বাদেবাবিকারিত্বে কথং বিকার-ব্যঞ্জকক্রিয়াবত্ত্বং, ক্রিয়াবত্ত্বে চ কথমবিকারিত্বমিতি দ্বিতীয়ঃ। নন্বেবমসম্ভবন্তোঽপি গুণাঃ ক্রিয়াশ্চ তস্য স্বৈরলীলত্বাৎ সম্ভবেয়ুস্তত্রাহ—লীলয়া বেতি নহি লীলয়েত্যুক্ত্যা বিরোধঃ পরিহর্ত্তুং শক্যতে; তস্য তাদৃশলীলত্বে গুণবত্ত্বস্য দুষ্পরিহরত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র ভগবত ইতি বিশেষ্যং ভগবানেক আসেদমিতি পূর্ব্বোক্তেঃ সেয়ং ভগবতো মায়েত্যুপরিষ্টাদুক্তেশ্চ ভগবতঃ কথম্ভূতস্য চিন্মাত্রস্য ন চ ভগবানেব চিন্মাত্রো ন তু ভগ ইতি বাচ্যং, যতো ভগস্যাপি ভগবত্ত্বং অপ্রাকৃতত্বং বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্টং; যথা—জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিত্যত এব দেহদেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কুচিদিত্যুক্তমতএব ভগশব্দবাচ্যানাং ষড়ৈশ্বর্য্যাণামপি চিন্মাত্রত্বমেব ন তু সত্ত্বাদিগুণপরিণামত্বমিতি ভগবত্ত্বং স্বরূপলক্ষণমেব। ভগবত্ত্বস্য মায়িকত্বাৎ তটস্থলক্ষণত্বমিতি ব্যাচক্ষাণা ভ্রান্তা এব। ইন্দ্রস্য মায়েয়মিতি ইন্দ্রো মায়য়া বৃষভো ভবতীত্যুক্তে ইন্দ্রস্য বৃষরূপত্বমেব স্বমায়াকৃতং প্রতীয়তে নত্বিন্দ্রত্বং যথা তথৈব সেয়ং ভগবতো মায়েতি ভগবানেব মায়য়া বিশ্বং ভবতীত্যুক্ত্যা ভগবতো বিশ্বরূপত্বমেব মায়িকং স্যান্ন তু ভগবত্ত্বমিতি যুক্তেশ্চ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিন্মাত্র ভগবানের সত্ত্বাদি গুণসকল এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ কিপ্রকারে হইতে পারে? এখানে 'চিদ্রূপ', 'চিন্ময়'—এইরূপ

শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, 'চিন্মাত্র' (অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র বা জ্ঞানমাত্র)—এই অবধারণবাচক (নিশ্চয়াত্মক) মাত্র-শব্দের প্রয়োগহেতু অচিতের (অচৈতন্যের) লেশ-মাত্রেরও সেখানে রাহিত্যই বুঝাইতেছে। অতএব 'সা বা এতস্য'—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সেই কার্য্যকারণাত্মিকা মায়া ভগবানের শক্তি, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সত্ত্বাদি গুণময়ী মায়া ভগবানের শক্তিত্বরূপে উক্ত হওয়ায় এবং শক্তিরও নিজ (শক্তিমান্ ভগবান্) হইতে ভিন্ন (পৃথক্) হওয়া অসম্ভব বলিয়া, বাস্তবিক পক্ষে গুণসমূহ তাঁহারই (সেই ভগবানেরই)।

সেই ভগবান্ চিন্মাত্রত্ব হইলে কি প্রকারে তাঁহার সত্ত্বাদি জড়ীয় গুণযুক্তত্ব সম্ভব? আবার সত্ত্বাদি জড়-গুণযুক্ত হইলে, কি করিয়া চিন্মাত্রত্ব হয়—এই এক আক্ষেপ (দোষোদ্ঘাটন)। অপর, বিকার হইতেছে কালহেতুক গুণ-ধর্ম্মই, কিন্তু তাঁহার (ভগবানের) চিন্মাত্রত্বহেতু তিনি অবিকারী (বিকার-রহিত), তাহা হইলে (অর্থাৎ চিন্মাত্র ভগবান্ অবিকারী হইলে) কি প্রকারে বিকারব্যঞ্জক (বিকার হইতে প্রকাশক) ক্রিয়া-যুক্তত্ব সম্ভব? আবার ক্রিয়া-যুক্ত হইলে কি করিয়া অবিকারিত্ব হয়?—এই দ্বিতীয় আক্ষেপ। যদি বলেন—দেখুন, এই অসম্ভব (অযোগ্য) গুণসকল ও ক্রিয়াসমূহ, তাঁহার স্বৈর-লীলত্ব-হেতুই (অর্থাৎ তিনি স্বচ্ছন্দ লীলাশীল বলিয়া) সম্ভব হইয়া থাকে। তাহাতে বলিতেছেন—'লীলয়া বা'—অর্থাৎ লীলার নিমিত্তই। দেখুন—'লীলার নিমিত্ত', ইহা বলিয়া বিরোধ পরিহার করিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহার তাদৃশ লীলাশীলত্ব হইলেও গুণ-যুক্তত্ব দুষ্পরিহরণীয়—এই ভাবার্থ।

এখানে 'ভগবতঃ', ইহা বিশেষ্য, কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—'ভগবান্ একাকীই ছিলেন', এবং পরেও বলিবেন—'ভগবানের ইহা সেই মায়া'। কিপ্রকার ভগবানের? তাহাতে বলিতেছেন—'চিন্মাত্রস্য', অর্থাৎ চৈতন্যমাত্রের। এখানে ভগবান্ই—চিন্মাত্র, কিন্তু 'ভগ'—চিন্মাত্র নয়, ইহা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু ভগ-শব্দেরও অপ্রাকৃতত্ব এবং ভগবত্ত্ব বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয়, যথা—"সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ—ইহারা ভগবৎ-শব্দের বাচ্য, হেয়গুণাদি ব্যতিরেকেই", এইজন্যই ঈশ্বরে কোথাও দেহদেহী—এইরূপ কোন বিভাগ নাই। অতএব ভগ-শব্দ-বাচ্য ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যসকলেরও চিন্মাত্রত্বই, কিন্তু সত্ত্বাদি গুণের পরিণামত্ব নহে, অতএব 'ভগবত্ত্ব', ইহা স্বরূপ-লক্ষণই। যাঁহারা বলেন—ভগবত্ত্বের মায়িকত্ব-হেতু তটস্থ লক্ষণত্ব, তাঁহারা ভ্রান্তই। যেমন—'ইন্দ্রের এই মায়া', এবং 'ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বৃষ হইয়াছেন'—এইরূপ বলা হইলে ইন্দ্রের বৃষ-রূপত্বই তাঁহার মায়ার দ্বারা রচিত—ইহা প্রতীত হয়, কিন্তু ইন্দ্রত্ব নহে, তদ্রূপ 'ভগবানের সেই এই মায়া' এবং 'ভগবান্ই মায়ার দ্বারা বিশ্বরূপ হন'—এইরূপ বলিলে ভগবানের বিশ্বরূপত্বই মায়িক, কিন্তু ভগবত্ত্ব নহে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত ॥ ২ ॥

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—কামঃ (এব) অর্ভস্য (বালকস্য) ক্রীড়ায়াং উদ্যমঃ (প্রবর্ত্তনহেতুঃ) অন্যতঃ (বস্ত্বন্তরেণ বালান্তরপ্রবর্ত্তনেন বা ভবতীতি শেষঃ)। (তু) স্বতস্তৃপ্তস্য (আত্মারামস্য ঈশ্বরস্য) অন্যতঃ সদা নিবৃত্তস্য চ (অসঙ্গাদ্বিতীয়স্যাপি) কথং (কামঃ) চিক্রীড়িষা (ক্রীড়েচ্ছা চ স্যাৎ?) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবানের লীলা বালকের ক্রীড়ার ন্যায় এরূপও বলা যায় না; কারণ, বালকদিগের কামই ক্রীড়া প্রবৃত্তির হেতু, দ্রব্যান্তর-প্রাপ্তি কিংবা অন্য বালকের প্রবর্ত্তনাও কখন কারণ হয়। আত্মারাম এবং সর্ব্বদা অন্য বস্তুর অসঙ্গহেতু অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে কিরূপে কাম বা ক্রীড়েচ্ছা সম্ভব? ॥৩॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ—লীলয়েত্যুক্ত্যা বিরোধপরিহারো মাস্তু লীলৈব তাবদীশ্বরে হেত্বভাবান্ন ঘটত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—ক্রীড়ায়ামিতি। উদ্যময়তি প্রবর্ত্তয়তীত্যুদ্যমঃ কাম এবার্ভকস্য স্বাভাবিকঃ ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিহেতুরস্তি। তথা, অন্যতো বালান্তরপ্রবর্ত্তনেনাপি চিক্রীড়িষাস্তি পরমেশ্বরস্য আত্মারামত্বাৎ কথং কামঃ ঈশ্বরান্তরাভাবাৎ? কথমন্যতশ্চিক্রীড়িষেত্যাহ—স্বতস্তৃপ্তস্যেত্যাদি। অন্যতো নিবৃত্তস্য অন্যরহিতস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, লীলাবশতঃই ভগ-

বান্ বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি করেন —এই উক্তির দ্বারা বিরোধের পরিহার না হউক, ঈশ্বরে কোন হেতু (প্রয়োজন) না থাকায় লীলাই (ক্রীড়াই) সংঘটন হইতে পারে না, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'ক্রীড়ায়াম্' ইতি। 'উদ্যামঃ'—বালকের ক্রীড়ায় যে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে 'কামঃ'—অর্থাৎ অভিলাষই বালকের স্বাভাবিক ক্রীড়াতে প্রবৃত্তির হেতু। সেইরূপ 'অন্যতঃ'—অন্য বালকের প্রেরণাতেও ক্রীড়ার অভিলাষ হইতে পারে, কিন্তু আত্মারামত্বহেতু পরমেশ্বরের কি প্রকারে অভিলাষ হইবে ? তাঁহা ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বরও নাই যে তাঁহার প্রেরণায় প্রবৃত্তি হইতে পারে ? অন্য হইতে ক্রীড়ার ইচ্ছাই বা কি প্রকারে হইবে ? ইহাই বলিতেছেন—'স্বতস্তৃপ্তস্য' ইত্যাদি, তিনি স্বতঃ তৃপ্ত অর্থাৎ আত্মারাম এবং 'অন্যতঃ নিবৃত্তস্য'—অন্যরহিত (তিনি সর্ব্বদা অন্য হইতে নিবৃত্ত অর্থাৎ অসঙ্গ হওয়াতে অদ্বিতীয়, অতএব তাঁহার ক্রীড়েচ্ছা কি প্রকারে হইতে পারে ?) ॥ ৩ ॥

মধ্ব—ক্রীড়ায়ামুৎ। অতো অহস্যাপূর্ণসুখস্য। অন্যতঃ অরতেঃ ॥ ৩ ॥

———

অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ব্রহ্মন্) ভগবান্ গুণময্যা (জীবস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-মোহোৎপাদিকয়া) আত্মমায়য়া (স্বীয়বহিরঙ্গশক্ত্যা মায়য়া) বিশ্বং অস্রাক্ষীৎ (সৃষ্টবান্); তয়া (মায়য়া) এতৎ (বিশ্বং) সংস্থাপয়তি (পালয়তি); ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রত্যপিধাস্যতি (প্রাতিলোম্যেন তিরোহিতং করিষ্যতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি মোহোৎপাদিকা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মায়াদ্বারাই বিশ্বের পালন করিতেছেন এবং প্রতিলোমক্রমে ইহার সংহার করিবেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ তস্য তে গুণাঃ ক্রিয়াশ্চ ন সন্তীত্যপলপনীয়ং তথৈব প্রসিদ্ধেরিত্যাহ—অস্রাক্ষীদিতি। প্রত্যপিধাস্যতি প্রাতিলোম্যেন তিরোহিতং করিষ্যতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—শ্রীভগবানের সেই সকল গুণ বা ক্রিয়া নাই—এইরূপ অপলাপ করা যায় না, কারণ সেইরূপই প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, তাহাতে বলিতেছেন—'অস্রাক্ষীৎ', অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বহিরঙ্গা গুণময়ী আত্ম-মায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। 'প্রত্যপিধাস্যতি' —অর্থ, প্রতিলোমক্রমে ইহার তিরোধানও (সংহারও) করিবেন ॥ ৪ ॥

তথ্য—পূর্ব্ব অধ্যায়ে (৩।৬।১০) যে বিশ্বস্রষ্টা মহদাদি-তত্ত্বগণের ঈশ্বর অধোক্ষজাংশ পুরুষ মহদাদি তত্ত্বসমূহের বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবিধ বৃত্তিলাভের জন্য স্বীয় তেজদ্বারা বিরাট্ দেহকে প্রকাশিত করিলেন—এই বাক্যে ঈশ্বর অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের ভোগার্থই যে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন, ইহাও নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে অধোক্ষজ ভগবান্ ত' দূরের কথা, তদীয় অংশ মহদাদির স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ীও সাক্ষাদ্ভাবে হস্তক্ষেপ করেন না। জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি মোহোৎপাদিকা যে গুণময়ী মায়া, তাহার দ্বারাই ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাগবত প্রথমস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে (১।৭।৫) 'সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীবস্বরূপ সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনের অধীন জ্ঞান করে ও তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসারব্যসন লাভ করে (শ্রীধর) ॥ ৪ ॥

———

দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতুঃ স্বতোঽন্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ (জীবঃ) দেশতঃ (সর্ব্বগতত্বাৎ) কালতঃ (নিত্যত্বাৎ) অবস্থাতঃ (অবিক্রিয়ত্বাৎ) স্বতঃ অন্যতঃ অবিলুপ্তাববোধাত্মা (ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ ন লুপ্যতে অববোধঃ যস্য আত্মনঃ জীবস্য সঃ) স কথং অজয়া (অবিদ্যয়া) যুজ্যেত (যুক্তো ভবতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দেশ, কাল, অবস্থা, স্বভাব বা অন্য কোনও কারণ হইতে (অথবা আপনা হইতে কিংবা অন্য বস্তু হইতে) যে শুদ্ধজীবাত্মার নিত্য জ্ঞানশক্তি

বিলুপ্ত হয় না, সেই জীবাত্মা কি প্রকারে অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত হইতে পারেন ? ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্য চ কথং মায়ামোহিতত্বং ঘটেতেত্যাক্ষেপান্তরমাহ—দেশত ইতি। যোঽসৌ নিত্যজ্ঞানত্বাৎ দেশাদিভিরবিলুপ্তাববোধ আত্মা জীবঃ স কথমজয়া অবিদ্যয়া যুজ্যেত অজাযোগোত্থস্তস্যাববোধলোপঃ কথং স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র দেশত উষরদেশত উপ্তং বীজমিব কালতো বিদ্যুদিব অবস্থাতঃ স্মৃতিরিব স্বতঃ স্বপ্ন ইব অন্যতো ঘটাদিরিব যস্য চিদ্বস্তুত্বাদববোধো ন লুপ্তো ভবিতুমর্হতি স কথমবিদ্যয়া বিলুপ্তবিবোধঃ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—জীবেরও কিপ্রকারে মায়ার দ্বারা মোহিতত্ব সম্ভব হয় ? এইরূপ অন্য একটি দোষ উদ্‌ঘাটন করিতেছেন—'দেশতঃ' ইতি। 'যোঽসৌ'—যে জীবাত্মা নিত্য জ্ঞানরূপ বলিয়া, 'অবিলুপ্তাববোধাত্মা'—দেশাদির দ্বারা যাহার বোধ লুপ্ত হয় না, এমন আত্মা অর্থাৎ জীব, সেই জীব কি প্রকারে 'অজা' বলিতে অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত হইতে পারে ? অবিদ্যার সংযোগ হইতে উত্থিত তাহার জ্ঞানের লোপ কিপ্রকারে হয় ?—এই অর্থ। তাহাতে বলিতেছেন—'দেশতঃ'—অর্থাৎ উষর দেশে নিহিত বীজের ন্যায়, 'কালতঃ'—কাল হইতে বিদ্যুতের মত, 'অবস্থাতঃ'—অবস্থাবিশেষেও স্মৃতির মত, 'স্বতঃ'—স্বপ্নের ন্যায় স্বাভাবিক অবর্ত্তমান নহে এবং 'অন্যতঃ'—অর্থাৎ দ্বিতীয়-রাহিত্য-হেতু ঘটাদির ন্যায়, চিদ্বস্তু বলিয়া যাহার জ্ঞানলোপ হইতে পারে না, সেই জীবকে কি প্রকারে অবিদ্যা লুপ্তজ্ঞান করিতে পারে ?—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

মধ্ব—দুর্ভগক্লেশশরীরস্থত্বাৎ তস্যাপি ভাব্যম্। ন চ তদ্ যুজ্যতে। সেয়ং ভগবতো মায়া অয়ং হি ভগবন্মহিমা। তস্য কার্পণ্যং বন্ধনাদি ন যুজ্যত ইতি যদুক্তং তন্নায্যমেব। দুর্ভগাদি শরীরস্থস্যাপি তদ্দোষাস্পর্শ এব তন্মহিমেত্যর্থঃ।

কথং দেহপরো দেবো লিপ্যেত স হি বন্ধনৈঃ।
কথং ন দুঃখী স ভবেদ্দুঃখী চেদীশ্বরঃ কুতঃ ॥
মহিমা পরমস্যৈষ যদ্দেহস্থো ন বাধ্যতে।
যদ্দুঃখী ন স ঈশানো মায়েতি মহিমোচ্যতে ॥
প্রধানং ময় ইত্যাহুঃ প্রাধান্যান্ময়তা ভবেৎ।
ইতি ভাল্লবেয়-শ্রুতিঃ।
অবিলুপ্তবোধরূপত্বান্নাসৌ প্রকৃতি-দেহবান্।
ন চ সৃষ্ট্যাদিকং ভ্রান্তির্ভ্রান্তিবাদা হি দানবাঃ ॥
অতো ভ্রান্ত্যাদি-সম্বন্ধো নাস্য কুচন যুজ্যতে।
ভ্রান্ত্যা জীবস্য সংসার ঈশজ্ঞানাদ্বিলীয়তে।
ভ্রান্তির্দেহাদ্যভিমতিরীশজ্ঞানাদ্বিনশ্যতি ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৫-৯ ॥

ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ ভগবান্ একঃ এব। সর্ব্বক্ষেত্রেষু (সকলজীবদেহেষু) অবস্থিতঃ (ভোক্তাপি বস্তুতঃ ভগবান্ এব এবং সতি) অমুষ্য (জীবস্য) দুর্ভগত্বং (আনন্দাদিভ্রংশঃ) বা কর্ম্মভিঃ (হেতুভূতৈঃ) ক্লেশো বা কুতঃ ? ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্‌ই অন্তর্য্যামিরূপে নিখিল জীবদেহে অবস্থিত। এমতাবস্থায় সেই চিৎস্বরূপ জীবের চিদানন্দ হইতে ভ্রংশ এবং কর্ম্মজনিত ক্লেশ কোথা হইতে আসিল ? ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন চায়মন্যায়োঽরাজক দ্বৈরাজ্যয়োরিব সংভাবনীয়ো যদজা নিরপরাধং জীবং পরাভবেদিত্যাহ—সর্ব্বেষামপি জীবানাং ক্ষেত্রেষু দেহেষু ভগবানেব অবস্থিতঃ অন্তর্য্যামিরূপেণ স্বয়মেব স্থিতঃ, ন তু রাজেব স্বরাজ্যেষু স্বপ্রতিনিধিপুরুষদ্বারেত্যর্থঃ। এক এবেতি দ্বৈরাজ্যশঙ্কাপি পরিহৃতা। অতএব তস্মিন্ ভগবতি সর্ব্বপ্রতিপালকে অত্রৈব তিষ্ঠত্যপি অমুষ্য জীবস্য দুর্ভগত্বমানন্দাদি-ভ্রংশো বা কর্ম্মভিরাবিদ্যকৈঃ ক্লেশো বা কুতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুইটি রাজ-শাসনের ন্যায় ইহা অন্যায় এবং অরাজক—এইরূপ সম্ভাবনা করা উচিত নহে যে মায়া (অবিদ্যা) নিরপরাধ জীবকে পরাভব করিতে পারে, ইহাই বলিতেছেন—'সর্ব্বক্ষেত্রেষু', সকল জীবের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেহে এক ভগবানই অন্তর্য্যামি-রূপে স্বয়ংই স্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু নিজ রাজ্যে স্বপ্রতিনিধি-পুরুষের দ্বারা রাজার ন্যায় নহে। 'এক এব'—একমাত্র ভগবান্‌ই, ইহা বলায় দ্বৈ-রাজ্যের শঙ্কাও অপগত হইল। অতএব সক-

লের প্রতিপালক সেই ভগবান্ এই জীবদেহেই অবস্থিত থাকিতেই, ঐ জীবের 'দুর্ভগত্বং'—আনন্দাদি হইতে ভ্রংশ, অথবা 'কর্ম্মভিঃ'—অবিদ্যাকৃত ক্লেশ কি প্রকারে হইতে পারে ? ॥ ৬ ॥

তথ্য—দুর্ভগত্ব—আনন্দাদি ভ্রংশ (শ্রীধর), স্বরূপভূত জ্ঞানাদির লোপ (শ্রীজীব) ॥ ৬ ॥

এতস্মিন্ মে মনো বিদ্বন্ খিদ্যতেহজ্ঞানসঙ্কটে ।
তন্নঃ পরাণুদ বিভো কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্বন্ (হে সর্ব্বজ্ঞ), এতস্মিন্ অজ্ঞানসঙ্কটে (অজ্ঞানমেব সঙ্কটং দুর্গং তস্মিন্) মে মনঃ খিদ্যতে (ক্লিশ্যতে) তৎ (তস্মাৎ হে) বিভো, নঃ (মম) মহৎ মানসং কশ্মলং (মোহং) পরাণুদ (অপাকুরু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদ্বন্, এই অজ্ঞানরূপ দুর্গে আমার মন ক্ষিন্ন হইতেছে, অতএব হে বিভো, কৃপাপূর্ব্বক আমার হৃদয়ের এই মোহ অপনোদন করুন্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানমেব সঙ্কটং দুর্গং তস্মিন্ কশ্মলং মোহং পরাণুদ অপাকুরু ন ইত্যস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি বহুবচনম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজ্ঞান-সঙ্কটে'—অজ্ঞানই সঙ্কট অর্থাৎ দুর্গ, তাহাতে। 'কশ্মলং'—বলিতে মোহ, তাহা অপনোদন করুন। 'নঃ'—আমাদিগের, অর্থাৎ আমার, ইহা 'অস্মৎ'-শব্দের এক বচন ও দ্বিবচনে—বহুবচন হয়, এই সূত্রে বহুবচন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স ইত্থং চোদিতঃ ক্ষত্রা তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ ।
প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সুনা) ক্ষত্রা (বিদুরেণ)ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) চোদিতঃ (আক্ষিপ্তঃ) সঃ ভগবচ্চিত্তঃ কৃষ্ণৈকমনাঃ মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) গতস্ময়ঃ (বস্তুতঃ বিস্ময়হীনঃ) স্ময়ন্নিব (বিস্ময়মাবিষ্কুর্ব্বন্নিব) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরং দদৌ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বিদুর মৈত্রেয়-মুনিকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে মুনিবরের কোনও বিস্ময় না থাকিলেও তিনি বিস্ময় প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মুনির্ভগবচ্চিত্ত ইতি কথমত্র সমাধাস্য ইতি মননপরো ভগবন্তং সস্মারেত্যর্থঃ । ততশ্চ সহসৈবোপলব্ধার্থঃ স্ময়ন্নিব অহো দুঃসমাধানা ইমে আক্ষেপা ইতি বহির্বিস্ময়ং প্রাপ্নুবন্তস্তু সুসমাধানা এবেমে ইতি বিস্ময়-রহিত এবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুনিঃ ভগবচ্চিত্তঃ'—কি প্রকারে এইরূপ বিরুদ্ধ প্রশ্নের সমাধান করি—এইরূপ চিন্তাশীল মুনি মৈত্রেয় শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলেন—এই অর্থ। তারপর সহসাই (ভগবৎ-কৃপায়) অর্থের উপলব্ধি হওয়ায়, 'স্ময়ন্নিব'—বিস্মিত হইয়াই যেন, অর্থাৎ এই অক্ষেপগুলির সমাধান কষ্টসাধ্য—এইরূপ বাহিরে বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেও, কিন্তু এইগুলির সমাধান সহজসাধ্য—ইহাতে বিস্ময়-রহিতই হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ। বিমুক্তস্য (এব পুরুষস্য) যৎ কার্পণ্যম্ উত (অপি চ অবিদ্যয়া) বন্ধনং নয়েন (তর্কেণ) বিরুধ্যতে, সা ইয়ং ভগবতো (অচিন্ত্যশক্তেঃ) ঈশ্বরস্য মায়া ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানানন্দাদির অনুভবসমর্থ কথঞ্চিৎ চিদৈশ্বর্য্যযুক্ত, অতএব জড়বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত শুদ্ধজীবের শোক ও ত্রিগুণের দ্বারা যে বন্ধন, তাহা অচিন্ত্যস্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবানের প্রসিদ্ধা মায়াখ্যা শক্তিরই কার্য্য, উহা তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সা প্রসিদ্ধেয়ং ভগবতোহচিন্ত্যৈশ্বর্য্যস্য মায়া যৎ যা নয়েন তর্কেণ বিরুদ্ধ্যতে অতর্ক্যেত্যর্থঃ। স্বয়মচিদ্রূপাপি চিন্মাত্রস্য ভগবত এব শক্তিরতস্তদীয়াঃ সত্ত্বাদয়োহপি ভগবত এব গুণা উচ্যন্তে। তদপি ভগবান্ স্বরূপতো নির্গুণ এব। যথা জ্যোতির্ম্মাত্রস্যাপি

সূর্য্যস্য মেঘান্ধকারহিমাদয়ো জ্যোতিঃ প্রতিকূলা অপি তস্যৈব ভবন্তি। (ভাঃ ৪।৩১।১৫) যথৈব সূর্য্যাৎ প্রভবন্তীত্যনন্তরং (ভাঃ ৪।৩১।১৭) যথা নভস্যভ্রতমঃ প্রকাশা ইতি চতুর্থে। প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়-মন্যো মন্যেত সূর্য্যমিব মেঘহিমোপরাগৈরিতি (ভাঃ ১০।৮৪।৩৩) শ্রীদশমে চ শ্রীনারদোক্তের্দৃষ্টান্তেহ-প্যত্রাতর্ক্যতৈব। এবমেব স্বরূপতো নির্ব্বিকারস্যৈব ভগবতঃ শক্ত্যা মায়য়ৈব বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক্রিয়াঃ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ। যদুক্তং ভগবতা (ভাঃ ১১।২৪। ১৯) প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ন্ত্বহমিতি। তদেবমীশ্বরগতং সংশয়ং ছিত্ত্বা দেশতঃ কালত ইত্যাদিনোক্তং জীবগতমপি সংশয়ং ছিনত্তি ঈশ্বর-স্যেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ঈশ্বরস্য স্বরূপজ্ঞানানন্দাদ্যনুভব-সমর্থস্যাপি জীবস্য দুর্ভগত্বাদিকার্পণ্যং তথা বিমুক্ত-স্যাপি বন্ধনম্ যৎ সেয়ং মায়া মায়াবৃত্তিরবিদ্যা। অবিদ্যানিবন্ধনমেবৈতদ্দ্বয়মিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—অজয়া জীবস্য কথং জ্ঞানলোপ ইতি ত্বয়োচ্যতে ; স চ জ্ঞান-লোপো যদি সত্যঃ স্যাত্তদা সা অজা স্বশক্তিরপি ভগ-বতা দণ্ড্যা স্যাৎ, কিন্তু স নৈব সত্যঃ যথা হৃদি স্থিত-মপি রত্নপদকং বিস্মৃত্য জনেন নাস্তি পদকমিতি খিদ্যতে। যথা চান্যেন কৃতমপি চৌর্য্যং বিভ্রান্তিব-শান্ময়ৈব হৃতমিত্যভিমন্যতে তদনন্তরঞ্চ রাজকীয়-পুরুষদত্তং তৎফলং দুঃখমপি ভুজ্যত এব তথৈ-বানাদ্যবিদ্যাসঙ্গবশাৎ জীবেন স্বজ্ঞানানন্দং বিস্মৃত্য দেহাভিমানপ্রাপ্তং দেহধর্ম্মং দুর্ভগত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্য যদি ক্লিশ্যতি তর্হি কস্মৈ দোষো দেয় ইতি। অত্র তৎসঙ্গ-ভ্রংশিতৈশ্বর্য্যং সংসরন্তং কুভার্য্যবদিত্যাদিদৃষ্টেঃ কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যসংভবাৎ জীবোঽপীশ্বরশব্দেনোক্তঃ। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষতে—দেশতঃ কালত ইত্যা-দ্যবিলুপ্তাববোধ আত্মা পরমাত্মা শুদ্ধচৈতন্যরূপঃ স কথমবিদ্যয়া যুজ্যত ইতি পরমতমাশ্রিত্য পূর্ব্বপক্ষিণঃ প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—সেয়মিতি। ইয়মেব ভগবতো মায়া ভবেৎ। মায়ামোহিতত্বং বিনা ঈদৃশঃ প্রশ্নো ন ঘটত ইত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাৎ নয়েন নীত্যা বিরুদ্ধ্যতে। নীতি-বিরোধমেবাহ—ঈশ্বরস্য পরমাত্মনোঽপি মায়ামোহি-তত্বেন জীবত্বে সতি কার্পণ্যং বন্ধনঞ্চ ন হ্যেকমেব শুদ্ধচৈতন্যং মায়য়া মোহিতং সদেব জীব ইতি তদৈব অমোহিতং সদেব পরমাত্মেতি বক্তুং যুজ্যতে ; ন হি স্বমায়য়া স্বয়ং মোহিতশ্চামোহিতশ্চ যুগপদেব কোঽপি ভবতীতি পরম এবানয়ঃ। তস্মাৎ যৈরেবং পৃচ্ছ্যতে কণ্টসৃষ্ট্যা সমাধীয়তে চ ত এব মায়ামোহিতা জ্ঞেয়া ইতি। বস্তুতস্তু পরমাত্মজীবাত্মনৌ সূর্য্যতৎকিরণাবিব জাত্যৈব মিথো বিলক্ষণৌ চৈতন্য-চৈতন্যকণৌ ভবত ইতি সিদ্ধান্তঃ। ছায়াকিরণৌ যথা সূর্য্যত এব ভবতঃ অথাপি সূর্যতুল্যকণৌ সূর্য্যান্ন ভিদ্যেতে ভিদ্যেতে চ, তথৈব মায়াশক্তিজীবশক্তী পরমেশ্বরাদুদ্ভূতে অপ্যনাদী অভিন্নে অপি স্বরূপতো ভিন্নে এব। তথা চ বৈদ্যকে —পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বত ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—(বৃহদারণ্যক ২।১।২০) যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীত্যেবমেবাত্মন ইতি জীবস্য শক্তিত্বম্। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগ-দিতি (গী ৭।৫) শ্রীগীতাসূক্তম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সেয়ং'—অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট শ্রীভগবানের ইহা সেই প্রসিদ্ধ মায়া, 'যৎ নয়েন'— যাহা তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ অতর্ক্যনীয়া, এই অর্থ। এই (বহিরঙ্গা) মায়া নিজে অচিৎরূপা হইয়াও চিন্মাত্র ভগবানেরই শক্তি, অতএব সেই মায়ার সত্ত্বাদি গুণসকল, ভগবানেরই গুণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তথাপি ভগবান্ স্বরূপতঃ নির্গুণই। যেমন জ্যোতির্ম্মাত্র সূর্য্যের মেঘ, অন্ধকার, হিম প্রভৃতি জ্যোতির প্রতিকূল হইলেও উহারা সূর্য্যেরই। যথা শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীনারদের উক্তি—'যথৈব সূর্য্যাৎ', অর্থাৎ যেমন জল বর্ষাকালে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে তাহাতেই প্রবেশ করে, অথবা স্থাবর জঙ্গম ভূতসকল যেমন ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় এবং শেষে ভূমিতেই বিলীন হইয়া যায়, তাহার ন্যায়, চেতনাচেতনস্বরূপ এই প্রপঞ্চ ভগবান্ হরিতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব ভগবানই সকলের মূল। ইহার পর সেখা-নেই উক্ত হইয়াছে—"যথা নভস্যভ্র-তমঃ-প্রকাশাঃ", অর্থাৎ যেমন আকাশে মেঘ, অন্ধকার ও প্রকাশ ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সকল শক্তি ভগবানেই লয় হয়, অর্থাৎ রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব—এইরূপ জগৎ-প্রবাহ পরব্রহ্মেই ক্রমে বিলীন হইয়া থাকে। আবার

শ্রীদশমে—'প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈঃ', অর্থাৎ যিনি অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আত্মস্বরূপে সমুৎপন্ন প্রাণাদি দেহের আবরণে স্বয়ং আবৃতের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। দিবাকর যেমন মেঘ, তুষার ও রাহুর গ্রাসে প্রচ্ছন্নের ন্যায় সময়ে সময়ে প্রতীত হন, অদ্য ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণও মানবের নিকট সেইরূপ মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। ইত্যাদি শ্রীনারদের উক্তিবশতঃ দৃষ্টান্তেও এখানে তর্কাতীতই। এইরূপ স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার ভগবানেরই শক্তি মায়ার দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়াসকল শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ বলা হয়। যেমন একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—'প্রকৃতির্যস্যোপাদানং' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই সত্যস্বরূপে প্রতীয়মান কার্য্যবর্গের উপাদানভূতা প্রকৃতি, প্রকৃতির আধারভূত অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ এবং গুণত্রয়ের অভিব্যঞ্জক কাল—এই তিন ভাবেই এক পরম ব্রহ্মস্বরূপ আমিই বিরাজ করিতেছি।

এইরূপে ঈশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরগত সংশয় ছিন্ন করিয়া, 'দেশতঃ ও কালতঃ'—ইত্যাদির দ্বারা উক্ত জীবগত সংশয়ও অপনোদন করিতেছেন—'ঈশ্বরস্য', ইত্যাদি সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকে। (ঈশ্বর শব্দে যিনি সমর্থবান্, এইজন্য পরমেশ্বর ও জীব, এই উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিতেছেন)। ঈশ্বর অর্থাৎ স্বরূপের জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতির অনুভবে সমর্থ (শুদ্ধ) জীবেরও দুর্ভগত্বাদি, কার্পণ্য (মরণভয়াদি জনিত দৈন্য), তদ্রূপ বিমুক্তেরও যে বন্ধন (দেহাভিমান), ইহাই মায়া, অর্থাৎ মায়ার বৃত্তি—অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতেই এই দুইটি (বন্ধন ও কার্পণ্য)—এই অর্থ। এইরূপ অর্থ—'অজা অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা জীবের কি প্রকারে জ্ঞানের লোপ সম্ভব ?'—ইহা তুমি বলিয়াছ। সেই জ্ঞানলোপ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে সেই অজা, ভগবানের নিজ শক্তি হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে দণ্ড দিতেন, কিন্তু তাহা (সেই জ্ঞানলোপ) কখনই সত্য নহে। যেরূপ কণ্ঠে অবস্থিত থাকিলেও রত্নপদক বিস্মৃত হইয়া লোকে পদক নাই বলিয়া খেদ করে। যেরূপ অন্যের দ্বারা অপহৃত হইলেও, ভ্রম-বশতঃ আমিই কোথাও হারাইয়াছি, এইরূপ মনে করে, তারপরও রাজকীয় পুরুষের দ্বারা প্রদত্ত তাহার ফল দুঃখও ভোগ করে, সেইরূপই অনাদি কাল হইতে অবিদ্যার সঙ্গবশতঃ জীব স্বজ্ঞান এবং আনন্দ বিস্মৃত হইয়া, দেহাভিমান-বশতঃ দেহধর্ম্ম দুর্ভগত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া যদি ক্লেশভোগ করে, তাহা হইলে কাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে ? এখানে কুভার্য্যার ন্যায় সেই অবিদ্যার সঙ্গে ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া জীব সংসার-প্রবাহে ভ্রমণ করে। কিছু ঐশ্বর্য্যের সংযোগে জীবও ঈশ্বর শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন—দেশতঃ, কালতঃ ইত্যাদির দ্বারা যাঁহার জ্ঞানলোপ হয় না, সেই আত্মা বলিতে পরমেশ্বর শুদ্ধ চৈতন্যরূপ, তিনি কিপ্রকারে অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত হইবেন ?—এইরূপ পরমত আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—'সেয়ম্' ইতি। ইহাই ভগবানের মায়া, মায়ায় মোহিত না হইলে এইপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে না—এই অর্থ। 'যৎ'—যেহেতু (ঐরূপ প্রশ্ন) নীতিবিরুদ্ধ। নীতিবিরোধই বলিতেছেন—ঈশ্বরের অর্থাৎ পরমাত্মারও মায়ার দ্বারা মোহিতত্বহেতু জীবত্ব হইলে কার্পণ্য (মৃত্যুভয়ে দৈন্য) ও বন্ধন (দেহাভিমান)। একই শুদ্ধচৈতন্য মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া জীব এবং তৎকালেই অমোহিত হইয়া পরমাত্মা—এইরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ—নিজ মায়ার দ্বারা যুগপৎ স্বয়ং মোহিত এবং অমোহিত কেহই হন না—ইহাই পরম নীতিবিরোধ। অতএব যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন এবং কষ্টপূর্ব্বক সমাধানও করেন—তাঁহারাই মায়ার দ্বারা মোহিত, ইহা জানিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু পরমাত্মা এবং জীবাত্মা সূর্য্য ও তাহার কিরণের ন্যায় জাতিগত ভাবেই পরস্পর বিলক্ষণ (পৃথক্) চৈতন্য এবং চৈতন্যের কণা—ইহাই সিদ্ধান্ত। ছায়া ও কিরণ যেমন সূর্য্য হইতেই হইয়া থাকে, এবং সূর্য্যের তুল্য উহার কণা সূর্য্য হইতে অভিন্ন এবং ভিন্নও, সেইরূপ মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইলেও, উহারা অনাদিকাল হইতেই অভিন্ন হইয়াও স্বরূপতঃ ভিন্নই। সেইরূপ বৈদ্যকে উক্ত হইয়াছে—পুরুষের যে প্রকৃতি রহিয়াছে, উহা নিত্যা প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পায়। সেইরূপ (বৃহদারণ্যক)

শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়—'যথাগ্নেঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যেমন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ (অগ্নিকণা) চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, এই প্রকার এই আত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ), সমুদয় লোক, সকল দেবতা ও সকল প্রাণী নির্গত হয়। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং'—ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী, জল প্রভৃতি অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও ।। ৯ ।।

তথ্য—ঈশ্বরস্য—স্বরূপজ্ঞানাদিসমূহদ্বারা সমর্থ-বিমুক্ত শুদ্ধজীবের (শ্রীজীব)। শুদ্ধজীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ সুতরাং শুদ্ধজীবেও কথঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য আছে, এইজন্য অণুচিৎ শুদ্ধজীবাত্মাও এই স্থানে 'ঈশ্বর'-শব্দের দ্বারা উক্ত (চক্রবর্ত্তী)।

কার্পণ্য— স্বরূপজ্ঞানাদির প্রকাশ-তিরোভাব (শ্রীধর)। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ (বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০) ।। ৯ ।।

বিবৃতি—চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে বস্তুকে কালক্ষোভ্য বলা হয় নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানে নশ্বর অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের অন্তর্গত করা হয় নাই। আত্মাকে কালক্ষোভ্য প্রতীতির অতীত বস্তু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে ঐ বস্তু হইতে বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত শক্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। শক্তিমান্ বস্তু হইতে শক্তি পৃথক্ না হইলেও বস্তু ও শক্তির পরিচয়গত বৈশিষ্ট্য আছে। যাহা বস্তুর পরিচয়—তাহা শক্তির পরিচয় নহে। শক্তি বস্তু নহে। বস্তুর অভাবে বস্তুশক্তির অস্তিত্ব থাকে না। বস্তুশক্তি হইতে বস্তু জাত নহে। শক্তি বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন না। বস্তু ও আত্মা অভিন্ন। কিন্তু অপরিমেয় বৈকুণ্ঠ আত্মার পরিমেয় স্বভাব 'মায়া'-নামে কথিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খণ্ড জ্ঞান যে কালে জ্ঞেয় বস্তুর অনুসন্ধান করেন, সেইকালে দ্রষ্টৃ দর্শন দৃশ্য ভেদে বস্তুসাম্যে বৈষম্য উপলব্ধির বিষয় হয়। মায়ান্তর্গত ভূমিকায় উহা পরিদৃষ্ট হইলে আত্মভূমিকার বিপরীত অনাত্ম-প্রতীতিতেই আত্ম-ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। বৈকুণ্ঠে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য আত্মবস্তুতে অবস্থিত, ভূমিকান্তর পরিদৃষ্ট হইলে বৈকুণ্ঠপ্রতীতির অভাবে উহা খণ্ডিত হইয়া দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন—ত্রিবিধ পর্য্যায়ে অনুপাদেয়তার অর্থাৎ অভাব ও বন্ধনের আবাহন করে। ত্রিগুণান্তর্গত মায়িক ভূমিকায় খণ্ডিত দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনে যে ঐশ্বর্য্য ত্রিবিধভাগে বিভক্ত হয় তাহাতে বশ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের মহিমার আধিক্য দেখা যায়। বশ্যভাবে অভাব ও বন্ধন যেরূপভাবে আতিশয্য প্রদর্শন করে ঈশ্বরত্বে পরিমাণগত বিচারে বশ্য তদপেক্ষা অনেক ন্যূন। মায়িক বিচিত্রতার অন্তর্গত জানিয়া ঈশ্বর ও বশ্য উভয়কেই মায়াবাদী নিত্য চিন্মাত্র বলেন না। তাঁহাদের কুতর্ক এই যে 'ভগবানের মায়া' এবংবিধ উক্তিতেই ভগবত্তা মায়িক বলা হইল। ভগবচ্ছব্দে হেয়গুণাদি অসংস্পৃষ্ট সুতরাং সত্ত্বাদিগুণপরিণত বস্তু নহেন। 'ইন্দ্র মায়া বিস্তার করিয়া বৃষভ হইলেন' এই বাক্যে বৃষরূপত্ব মায়াকৃত কিন্তু ইন্দ্র স্বয়ং মায়াধীন নহেন বুঝা যায়। সেই প্রকার 'ভগবান্ মায়াদ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন' বলায় 'ভগবান্ মায়িক' এরূপ বলা হয় নাই; তাঁহার বিশ্বরূপ মায়িক কিন্তু ভগবত্তা মায়াতীত। ভগবদ্বস্তু তর্কাতীত তাঁহার মায়াও অচিন্ত্যা। ভগবানের স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা হইতে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির গুণাদি দ্বারা ভেদ অবস্থিত হওয়ায় মায়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবান্ মায়ার ভোক্তা নহেন। তাঁহার অভাব ও মায়ার বন্ধন প্রভৃতি কুতর্কনিষ্ঠ-প্রতীতি ন্যায়-বিরুদ্ধ। তাঁহাকে মায়ার অন্তর্গত মনে করিলে মায়ামুগ্ধ জীবের যে তর্ক প্রবৃত্তি হয় তন্নিরাস কল্পে পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা ।। ৯ ।।

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ।। ১০ ।।

অন্বয়ঃ—যৎ (যথা) অর্থেন (শিরশ্ছেদনাদিকং) বিনা (অপি) উপদ্রষ্টুঃ (স্বপ্নসাক্ষিণঃ) অমুষ্য পুংসঃ স্বশিরচ্ছেদনাদিকঃ (মম ইদং শিরঃ ছিন্নম্ ইতি) আত্মবিপর্য্যয়ঃ (কেবলং মৃষা এব) প্রতীয়তে (তথা অমুষ্য ভ্রংশাদি) ।। ১০ ।।

অনুবাদ—যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা এই জীবের শিরশ্ছেদ-

নাদি ব্যতীতও 'আমার এই শিরঃ ছিন্ন হইয়াছে'—এইরূপ স্বরূপবিভ্রম—কেবল মিথ্যা-প্রতীতিমাত্র, শুদ্ধ জীবের জ্ঞানানন্দাদিভ্রংশ এবং কর্ম্মজনিত ক্লেশও সেইরূপ অবিদ্যাদশাজাত প্রতীতি ছাড়া আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ভগবতঃ পৃষ্ঠস্থিতয়া অনাদ্যবিদ্যয়া তমঃস্বরূপয়া অনাদিবৈমুখ্যরূপ-ভগবৎপৃষ্ঠস্থানাং জীবানাং জ্ঞানং যল্লুপ্যতে তস্য ন বস্তুত্বং কারণং নাপি প্রয়োজনং কিমপ্যস্তি তমসঃ স্বভাব এবায়ং যৎ ক্ষীণ-তেজস্বিনস্তেজস্তেন লুপ্যতে ইত্যাহ—যদর্থেনেতি। যৎ যতঃ অর্থেন বস্তুনা কারণেন প্রয়োজনেন চ বিনৈবামুষ্য পুংসো জীবস্য আত্মবিপর্যয়ো জ্ঞানানন্দভ্রংশঃ প্রতীয়তে। অর্থো বিষয়ার্থনয়োর্ধনকারণবস্তুষু। অভিধেয়ে চ শব্দানাং নিবৃত্তৌ চ প্রয়োজনে ইতি মেদিনী। অত্র দৃষ্টান্তঃ দ্রষ্টুঃ স্বপ্নসাক্ষিণঃ উপ সমীপে মমেদং শিরশ্ছিন্নমিতি শিরসঃ সত্ত্বেঽপি শিরসোঽভাবঃ স্বপ্নদশায়াং প্রতীয়তে। তথৈব বস্তুতো জ্ঞানানন্দাদিভ্রংশাভাবেঽপ্যবিদ্যাদশায়াং তদ্ভ্রংশঃ প্রতীয়তে। তমসাপি তৈজসস্য স্বর্ণরূপ্যাদেস্তেজো ন লুপ্যতে কিন্তু আব্রিয়তে মাত্রম্। তথা বলবত্তেজসা পদ্মরাগাদিনা তমোপি লুপ্যতে যথা তথা ভক্তজীবেনাবিদ্যাপি ভিদ্যতে ইতি জ্ঞেয়ম্। দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়ান্তু তস্মাদীশ্বরস্য পূর্ণসচ্চিদানন্দস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বব্যাপকস্যাবিদ্যাবন্ধাশঙ্কাপি দোষ এব। স এবাবিদ্যয়া জীবাত্মা স এবাবিদ্যাপগমে পরমাত্মেতি সিদ্ধান্তোঽপি বহির্ম্মুখতৈব। কিন্ত্বীশ্বরচৈতন্যাজ্জাতস্যৈব বিলক্ষণস্য চিৎকণস্যাসর্ব্বজ্ঞস্য তদীয়তটস্থশক্তের্জ্জীবস্যৈবাবিদ্যয়া বন্ধঃ স চাপ্যবস্তুভূত এবেত্যাহ। যদর্থেনেতি পূর্ব্ববদেব ব্যাখ্যা অমুষ্য পুংসো জীবস্যৈব নত্বন্যস্যাস্মদনুভূতচরস্য পরমাত্মনো হরেরিতার্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতা তমঃ-স্বরূপা অনাদি অবিদ্যার দ্বারা ভগবানের পৃষ্ঠস্থিত অনাদি বৈমুখ্যরূপ জীবগণের যে জ্ঞান লুপ্ত হয়, তাহাতে কোন বস্তুগত কারণ, অথবা কোনও প্রয়োজন নাই, তমের (অন্ধকারের) স্বভাবই এই যে—ক্ষীণ তেজোবিশিষ্ট বস্তুসকল অধিক তেজঃস্কর বস্তুর দ্বারা লুপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন—'যদর্থেন' ইতি। 'যৎ'—যেহেতু, 'অর্থেন'—বস্তুর দ্বারা অর্থাৎ কারণ ও প্রয়োজন ব্যতীতই, 'পুংসঃ'—জীবের আত্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দের ভ্রংশ প্রতীত হয়। মেদিনী অভিধানে অর্থ-শব্দের নিরুক্তিতে উক্ত হইয়াছে—'বিষয়, অর্থ, নয় (নীতি), ধন, কারণ, বস্তু, শব্দসকলের অভিধানে, নিবৃত্তিতে এবং প্রয়োজনে'—অর্থ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত, যেমন—'দ্রষ্টুঃ', অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট আমার এই মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ মস্তক থাকিতেও মস্তকের অভাব স্বপ্নকালে প্রতীত হইয়া থাকে। সেইরূপ বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দাদির ভ্রংশের অভাবেও অবিদ্যাদশাতে তাহার (জ্ঞানাদির) ভ্রংশ প্রতীত হয়। অন্ধকারের দ্বারাও তৈজস (তেজঃস্কর) স্বর্ণ, রৌপ্যাদির তেজ লুপ্ত হয় না, কিন্তু (অন্ধকারের দ্বারা) আবৃত হয় মাত্র। আবার যেমন বলবান্ (অধিক) তেজঃসম্পন্ন পদ্মরাগাদির দ্বারা অন্ধকারও বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্ত-জীবের দ্বারা অবিদ্যাও খণ্ডিত হয়, ইহা জানিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরের অবিদ্যাকৃত কার্পণ্য ও বন্ধন—এইরূপ ব্যাখ্যাতে)—অতএব পূর্ণসচ্চিদানন্দ, পরমাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের অবিদ্যার দ্বারা বন্ধনের আশঙ্কাও দোষাবহই। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যার দ্বারা জীবাত্মা এবং তিনিই অবিদ্যার অপগমে পরমাত্মা—এই সিদ্ধান্তও বহির্ম্মুখতাই। কিন্তু ঈশ্বরচৈতন্য হইতে জাত বিলক্ষণ চিৎকণ, অসর্ব্বজ্ঞ, তদীয় তটস্থ শক্তি জীবেরই অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন এবং তাহাও (অর্থাৎ সেই বন্ধনও) অবস্তুভূতই—ইহা বলিতেছেন—'যদর্থেন' ইত্যাদি, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। 'অমুষ্য পুংসঃ'—এই জীবেরই, কিন্তু অন্য কোনও আমাদের অনুভূতচর পরমাত্মা হরির নহে—এই অর্থ ॥ ১০ ॥

বিবৃতি—মায়াবাদীর বিচারে জীব ও ঈশ্বর একই বস্তু। তাদৃশ আত্মস্বরূপবিপর্য্যয়ে ঈশ্বর ও জীবকে সমজ্ঞান করায় পরস্পর ধর্ম্মবৈশিষ্ট্য পরিজ্ঞানের অভাব। ঈশ্বরের মায়া জীবকে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করিতে সমর্থ। ঈশ্বর স্বমায়াবশে জীবের ন্যায় আবৃত

ও বিক্ষিপ্ত হন না। তথাপি তাঁহাকেও ঐরূপ কৃপণ ও বদ্ধ শ্রেণীভুক্ত করা নিতান্ত অবৈধ ও অজ্ঞানোত্থ। আত্মবিপর্য্যয় ঘটিলে বাস্তব বস্তুর অভাবেও অভিমানবশতঃ আপনাকে পরবস্তুজ্ঞান এবং পরবস্তুতে স্বীয় কৃপণতা ও বন্ধন অবস্থিত মনে করা নিজ শিরশ্ছেদের কল্পনার সহিত উদাহৃত হইতে পারে। যেরূপ আমাদের অভিজ্ঞতায় অপরের শিরশ্ছেদের ধারণা আছে। অপর ব্যক্তিও আমার সদৃশ শিরোবিশিষ্ট তাহার শিরশ্ছেদ হইতে পারে আমারও শিরশ্ছেদের অসম্ভাবনা নাই। আমার শিরশ্ছেদ আমার অনুভবনীয় বিষয় না হইলেও স্বপ্নে নিজ শিরশ্ছেদের ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়। মায়াবাদী পরবস্তুর সহিত নিজ সাম্যজ্ঞানে এই প্রকার ধারণা বশেই বাস্তব সত্য লঙ্ঘন করিয়া অর্থব্যতীত অর্থের অবস্থিতি কল্পনা করিয়া ফেলে। স্বপ্নকালে বাস্তবিক কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ হয় নাই। শিরশ্ছেদ হইলে তাহার প্রতীতিরও সঙ্গে সঙ্গে অভাব ঘটে। এই বাস্তব প্রতীতিতে উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় ঈশ্বর বস্তুকে নিজের ন্যায় মায়াবশযোগ্য মনে করিয়া যে তর্ক উপস্থিত করেন তাহা তাঁহার নিজ স্বরূপ বিস্মৃতির ফলমাত্র। চতুঃশ্লোকীয় দ্বিতীয় শ্লোক কথিত মায়ার সংজ্ঞায় অর্থ ব্যতীত যাহার প্রতীতি বুঝাইতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা। বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান এবং অবস্তুর সহ বস্তুর সমজ্ঞান অর্থব্যতীত যাহা প্রতীতির উদাহরণ। উহাই বিবর্ত্ত বা সত্য পরমেশ্বর বস্তু হইতে চ্যুত ব্যক্তির মায়াবদ্ধ হইয়া মায়াবাদে অবস্থান ॥ ১০ ॥

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা জলে (প্রতিবিম্বিতস্য ন তু আকাশে স্থিতস্য) চন্দ্রমসঃ তৎকৃতঃ (জলোপাধিকৃতঃ) কম্পাদিঃ গুণঃ (কম্পাদিধর্ম্মঃ) দৃশ্যতে (প্রতীয়তে, তথা) অনাত্মনঃ (দেহাদেঃ) গুণঃ (কার্পণ্যাদিধর্ম্মঃ) অসন্ (মিথ্যা) অপি দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ (তদভিমানিনঃ জীবস্যৈব দৃশ্যতে ন তু ঈশ্বরস্য) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রেরই জলরূপ উপাধিকৃত কম্পনাদি-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়—বস্তুতঃ উহা আকাশস্থিত চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ শুদ্ধজীবাত্মায় অনাত্মার গুণ শোক মোহাদি না থাকিলেও দেহাভিমানী (বদ্ধ) জীবেই শোকমোহাদি দেখা যায় ॥১১॥

বিশ্বনাথ—ননু জ্ঞানানন্দাদ্যাবরণং জীবস্য ভবতু নাম। রাগদ্বেষশোকমোহকামাদয়ো ধর্ম্মাস্তেন কুতো লব্ধাস্তত্রাহ যথেতি। অনাত্মনোঽন্তঃকরণস্যৈব গুণঃ শোকমোহাদি দ্রষ্টুরাত্মনো জীবস্যাসন্ তত্র ন সম্ভবন্নপি দৃশ্যতে তত্র লিঙ্গদেহাধ্যাসাৎ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। উপাধিধর্ম্মস্যোপহিতবর্ত্তিত্বেন প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ। যথা জলে ইতি তৎকৃতঃ জলোপাধিকৃতঃ কম্পাদিশ্চন্দ্রস্য প্রতীয়তে বস্তুতস্তু ন স চন্দ্রস্য কিন্তু জলস্যৈবায়মর্থঃ। জলে যশ্চন্দ্রো দৃশ্যতে স হি চন্দ্রমণ্ডলস্য কিরণপুঞ্জ এব ন তু চন্দ্রঃ। তথাহি চন্দ্রসূর্য্যাদিকিরণঃ জলস্থলবৃক্ষভিত্তিপাষাণাদিষু প্রসর্পন্নপি তেষু মধ্যে যৎ স্বচ্ছং তত্র লোকৈঃ স প্রতিবিম্বতয়োচ্যতে। চন্দ্রো হি মুখনাসিকাহস্তপাদাদি ভূষণবাহনাদি পরিকরবিশিষ্টত্বেনৈব তত্রত্য-জনৈরনুভূয়তে। স হি ভগবদ্দৃষ্টান্তঃ। স এব স্বস্বরূপভূতকিরণপুঞ্জব্যাপ্তস্তু কিঞ্চিদন্তিকস্থৈঃ কিঞ্চিদ্দূরস্থৈশ্চ কিঞ্চিদ্বিশেষত্বেন নির্ব্বিশেষত্বেন চানুভূয়মানঃ ক্রমেণ পরমাত্মদৃষ্টান্তো ব্রহ্মদৃষ্টান্তশ্চ জ্ঞেয়ঃ তদ্বহির্ভূতকিরণপুঞ্জস্তু মণ্ডলাকারসমষ্টিজীবদৃষ্টান্তঃ তৎপ্রতিবিম্বো যো জলে দৃশ্যতে স প্রতিবিম্বত্বেন প্রতীয়তে মাত্রং ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্বস্তত্র জলেঽপি কিরণপুঞ্জস্য সত্যস্যৈব দৃশ্যমানত্বাদতঃ স এব জলোপাধিবর্ত্তী জলধর্ম্মৈঃ কম্পাদিভির্যথান্বিতস্তথৈবান্তঃকরণধর্ম্মৈঃ শোক-মোহাদিভিরন্বিতো জীবস্তদধ্যাসাৎ তদিতস্ততঃ প্রসৃমরাঃ কিরণাস্তু ব্যষ্টিজীবদৃষ্টান্তা জ্ঞেয়া ইতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতির আবরণ জীবের হয় হউক, কিন্তু রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ ও কামাদি ধর্ম্মগুলি তাহার (জীবের) কিপ্রকারে লব্ধ হইল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যথা জলে' ইত্যাদি। অনাত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণেরই গুণ শোক, মোহাদি, 'দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ'—দ্রষ্টা জীবের, 'অসন্'—না থাকিলেও দেখা যায়, সেখানে লিঙ্গদেহের অধ্যাসবশতঃ প্রতীয়মান হয়, এই অর্থ। উপাধি-ধর্ম্মের সমীপবর্ত্তিত্বহেতু প্রতীতিতে দৃষ্টান্ত—

'যথা জলে'—যেমন জলে তৎকৃত অর্থাৎ জলের উপাধিকৃত কম্পনাদি চন্দ্রের বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু উহা (কম্পনাদি) চন্দ্রের নহে, কিন্তু জলেরই—এই অর্থ। আর, জলে যে চন্দ্র দৃশ্য হয়, উহা চন্দ্রমণ্ডলের কিরণপুঞ্জই, কিন্তু চন্দ্র নহে। সেই-রূপ চন্দ্র ও সূর্য্যাদির কিরণ জল, স্থল, বৃক্ষ, ভিত্তি, পাষাণাদিতে প্রসৃত হইলেও, তাহাদের মধ্যে যাহা স্বচ্ছ, সেখানে জনগণ প্রতিবিম্বরূপে তাহা বলিয়া থাকে। কিন্তু তত্রত্য (সেই চন্দ্রমণ্ডলস্থ) জনগণ মুখ, নাসিকা, হস্ত, পাদাদি, ভূষণ, বাহনাদি, পরিকর-বিশিষ্টত্বরূপেই সেই চন্দ্রকে অনুভব করিয়া থাকে। তাহাই শ্রীভগবানের দৃষ্টান্ত। সেই ভগবানই স্ব-স্বরূপভূত কিরণপুঞ্জের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া, কিছু সমীপস্থ, কিছু দূরস্থ (ভক্ত) জনের দ্বারা কিঞ্চিৎ বিশেষত্বরূপে এবং নির্ব্বিশেষরূপে অনুভূয়মান হইয়া ক্রমশঃ পরমাত্ম-দৃষ্টান্ত এবং ব্রহ্ম-দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। কিন্তু তাহার বহির্ভূত কিরণপুঞ্জ, মণ্ডলাকার সমষ্টি-জীবের দৃষ্টান্ত, তাঁহার প্রতি-বিম্ব যাহা জলে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রতিবিম্বরূপেই প্রতীত হয় মাত্র, কিন্তু উহা বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে। সেখানে জলেও সত্য কিরণপুঞ্জেরই দৃশ্যমান হওয়ায়, তাহাই (সেই প্রতিবিম্বই) জলের উপাধিবর্ত্তী জলধর্ম্ম কম্পনা-দির দ্বারা যেরূপ যুক্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম শোক, মোহাদির দ্বারা জীব যুক্ত হয়, তাহাতে অধ্যাসবশতঃ। তাহার চারিদিকে প্রসরণশীল কিরণ-সমূহ কিন্তু ব্যষ্টি জীবের দৃষ্টান্ত—উহা বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

তথ্য—নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নমনীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥
অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তে বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥
(ভাঃ ১১।২২।৫২-৫৫)

জীব ভগবানের তটস্থাশক্তি, অণুচিৎ বস্তু, সুতরাং জীবের স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম আছে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখতা লাভ করিলেই স্থূল ও লিঙ্গদেহে আত্মাভিমান করিয়া শোকমোহাদিতে ক্লিষ্ট হয়। তখন স্বরূপতঃ শোকদুঃখাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াও দেহাধ্যাস বশতঃ নিজেকে সুখী ও দুঃখী মনে করে। সুতরাং ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপান্তরঙ্গ মহাপ্রবলশক্তিত্বহেতু বহিরঙ্গা মায়া প্রবলা ও অচিন্ত্য শক্তিসমন্বিতা হইলেও জীবের সুখদুঃখাদি মায়ার সৃষ্টি নহে, তাহা জীবেরই সৃষ্টি—ইহাই সিদ্ধান্তিত (শ্রীজীব) ॥ ১১ ॥

বিবৃতি—চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে কথিত "ন প্রতীয়েত চাত্মনি" বুঝাইতে গিয়া এই শ্লোকের অব-তারণা। জলে প্রতিবিম্বিতচন্দ্র দর্শনে জলকম্পনে চন্দ্রকম্পনভ্রান্তি যেরূপ অসার, সেইপ্রকার আত্মবস্তু প্রতীতিকে মায়িকভূমিকায় কৃপণ ও বদ্ধ মনে করায় তাদৃশ বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় এবং সেই বিবর্ত্তবাদ জীবকে ঈশ্বরসহ সমজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিতে স্থাপিত করিয়া ভগবত্তায় মায়ার অধিষ্ঠান আছে অথবা ভগবত্তাই মায়ার বিচিত্রতামাত্র এরূপ নিজবন্ধনকারী অবাস্তব মিথ্যা প্রতীতিতে উপনীত করায়। মায়ার ভূমিকা স্বপ্নসদৃশ কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানরহিত। মায়িকভূমি-কায় জাগরণ কালে যে কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠান প্রতীতি তাহাও নিত্য নহে। স্বপ্নকালীয় প্রতীতিতে যেরূপ কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের অভাব জাগ্রত অবস্থায় বুঝা যায় তদ্রূপ মায়ামুক্ত হইয়া নিত্য ভগবদ্ভজন পরায়ণ জীব জীবদ্দশার নশ্বরপ্রতীতিতে নিত্যসত্যের অধিষ্ঠান নাই বুঝিতে পারেন। বৈকুণ্ঠভূমিকায় মায়িক ভূমিকার ন্যায় চাঞ্চল্য বশতঃ প্রতীতিগত অধিষ্ঠানের বৈষম্য ঘটে না। গোলোকে ভগবান্ ও তাঁহার নিত্য পরিকরগণের সেব্য-সেবকগত নিত্য চিদ্বৈচিত্র্যকে জড়জগতে মায়াবশে বদ্ধজীবের কর্ম্মভূমিকায় নশ্বর প্রতীতি দর্শনে সমান জ্ঞান করিলে নানা বৃথা কুতর্ক উপস্থিত হয়। তাদৃশ দর্শনে ভগবদ্বস্তু মায়িক নশ্বর জড় বস্তুসমূহ সমান ভূমিকায় অবস্থিত মনে হইয়া তর্কের উদয় করায় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ভগবানের স্বরূপ শক্তির লীলা বৈচিত্র্য মায়িকভূমিকায় বদ্ধজীবের নশ্বর চেষ্টার সহ সমান নহে ॥ ১১ ॥

———

স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অনাত্মনঃ গুণঃ) নিবৃত্তিধর্ম্মেণ (বিষয়ানাসক্ত্যা) বাসুদেবানুকম্পয়া (ভগবৎকৃপয়া) ভগবদ্ভক্তিযোগেন ইহ শনৈঃ (ক্রমশঃ সাধনানুসারেণ) বৈ (নিশ্চিতং) তিরোধত্তে (অদৃশ্যো ভবতি) ॥১২॥

অনুবাদ—নিষ্কামস্বভাব ও ভক্তিযোগবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদ্বারা অবিদ্যাভিনিবেশ নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি জীবস্য কথং নিস্তারস্তত্রাহ। অনাত্মনো গুণঃ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ নিবৃত্তিধর্ম্মজন্যেন ভক্তি-মিশ্রজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। তথা স্বভক্তদ্বারয়া বাসুদেবানু-কম্পয়া উদ্ভূতেন ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে। তন্নিবৃত্ত্যুপায়ো হি জ্ঞানং বা ভক্তির্ব্বা ভবেদিতি বাক্যার্থঃ। শনৈরিতি সাধনানুসারেণানর্থনিবৃত্তিতার-তম্যেনেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে জীবের কিপ্রকারে নিস্তার হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'স বৈ নিবৃত্তি-ধর্ম্মেণ' ইত্যাদি। অনাত্মার গুণ (শোক-মোহাদি) নিবৃত্তি ধর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ নিবৃত্তি-ধর্ম্ম-জনিত ভক্তি-মিশ্র জ্ঞানের দ্বারা, এই অর্থ। সেইরূপ নিজভক্তের সাহচর্য্যে বাসুদেবের অনুকম্পাতে উদ্ভূত ভগবদ্ভক্তি-যোগের দ্বারা উহা তিরোহিত হয়। তাহার নিবৃত্তির উপায় হইতেছে—জ্ঞান বা ভক্তি, ইহা বাক্যার্থ। 'শনৈঃ'—ক্রমশঃ, ধীরে ধীরে—ইহা বলায়, সাধনানু-সারে অনর্থ-নিবৃত্তির তারতম্যবশতঃ, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

বিবৃতি—মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় নিত্যাবৃত্তি ভক্তিতে ক্রমশঃ অবস্থিত হইলে ভগবৎকৃপাক্রমে বললাভ করিয়া ভগবৎস্বরূপ ও স্বীয় সেবকস্বরূপ বুঝিতে পারেন। ইহাই নিত্য ভক্তির উন্মেষ বা ভগবৎকৃপা। ভক্তিযোগে অবস্থিত মুক্তপুরুষ কৃপণ ও বদ্ধ হন না। তাঁহারা ক্রমশঃ তাঁহাদের ভজনপ্রবৃত্তিপ্রভাবে বাহ্য জড়-ভোগময় রাজ্যে উদাসীন হইয়া ন্যূনাধিক মায়া-বাদীর সঙ্গ ও কুতর্ক ছাড়িতে সমর্থ হন। মায়াবাদ কুতর্ক পরিহার না করিলে মুক্তজীবের নিত্যাবৃত্তি ভক্তির উন্মেষের সম্ভাবনা নাই। আত্মার নির্ম্মলা ও নিত্যা সেবা-প্রবৃত্তির উদ্‌গমে উপাস্য উপাসক বিষয়ক যাবতীয় কুতর্ক নিরস্ত হয়। বিবর্ত্ত বিচারের অভাবে ভগবৎ শক্তিপরিণামতত্ত্বের সত্যত্ব হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া ভগবানের নিত্য সেবারত অধিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করে ॥ ১২ ॥

যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ যদা দ্রষ্ট্রাত্মনি (দ্রষ্টুঃ সাক্ষিণঃ আত্মনি অন্তর্য্যামিরূপে) পরে (পরমেশ্বরে) হরৌ ইন্দ্রিয়োপরামঃ (ইন্দ্রিয়াণাম্ উপরামঃ নৈশ্চল্যং ভবেদিতি শেষঃ) তদা সংসুপ্তস্য ইব ক্লেশাঃ (অবিদ্যা-দয়ঃ) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন) বিলীয়ন্তে (লয়ং প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যখন সর্ব্বসাক্ষী পরমাত্মা শ্রীহরিতে ইন্দ্রিয়ের নৈশ্চল্য সম্পাদিত হয়, তখন সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহার অবিদ্যাদি ক্লেশ সর্ব্বতো-ভাবে বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিঃ কদেত্যপেক্ষায়া-মাহ যদেতি। তত্র জ্ঞানমতে ইন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তী-নামুপরামো লয়ঃ। সুষুপ্তিব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ দ্রষ্টুরাত্মন্যন্ত-র্য্যামিণি পরে ব্রহ্মণি হরৌ ভগবতি বা জ্ঞানাঙ্গভূতয়া ভক্ত্যা অনুভূয়মানে সতীতি শেষঃ। কৃৎস্নক্লেশ-বিলয়মাত্রে দৃষ্টান্তঃ। সংসুপ্তস্য সুষুপ্তিং প্রাপ্তস্য যথা ধনপুত্রাদিনাশদুঃখানি লীয়ন্তে। অথ ভক্তিমতে হরৌ স্বসৌন্দর্য্যাদিভির্ম্মনোহারিণি যদা ইন্দ্রিয়াণাং চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদীনাং উপরামো নৈশ্চল্যং ভগবৎসম্বন্ধি সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সৌরভ্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যেষ্বেব চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-ত্বগ্-জিহ্বা-মনাংসি সর্ব্বথা নিম-জ্জন্তি। ন পুনঃ প্রাকৃতরূপশব্দাদ্যাস্বাদং জিঘৃক্ষন্তি। হরৌ কথম্ভূতে দ্রষ্ট্রাত্মনি দ্রষ্টৃস্বরূপে স্বীয়ভক্তং কৃপা-কটাক্ষবিষয়ং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। পরে পরমেশ্বরে প্রকৃতেঃ পরত্রেতি বা। ক্লেশাভাবমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। সংসুপ্তস্য ন তু স্বপতঃ সুপ্তোত্থিতস্যেত্যর্থঃ। তস্য যথা স্বপ্ন-দৃষ্টাঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিক্লেশা লীয়ন্ত ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি কখন হইবে? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন —'যদা' ইতি, যখন ইন্দ্রিয়গণের নিশ্চলতা হইবে। তন্মধ্যে জ্ঞানিগণের মতে—ইন্দ্রিয়সকলের অর্থাৎ

মনোবৃত্তিসমূহের উপরাম বলিতে লয়। সুষুপ্তি ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত বলিতেছেন—'দ্রষ্টাত্মনি'—দ্রষ্টা অর্থাৎ সকলের সাক্ষী, তাঁহার 'আত্মনি'—অন্তর্য্যামিতে, 'পরে'—বলিতে ব্রহ্ম-স্বরূপে, অথবা ভগবান্ শ্রীহরিতে, জ্ঞানের অঙ্গভূত ভক্তির দ্বারা অনুভূতি প্রাপ্ত হইলে (ইন্দ্রিয়গণের নৈশ্চল্য হয়)। সমগ্র ক্লেশের বিলয়মাত্রে দৃষ্টান্ত—'সংসুপ্তস্য ইব', সুষুপ্তি দশা প্রাপ্ত হইলে যেমন ধন, পুত্রাদি নাশের দুঃখ লয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ভক্তিমতে—'হরৌ'—নিজ সৌন্দর্য্যাদির দ্বারা মনহরণকারী শ্রীহরিতে যখন চক্ষুঃ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের উপরাম অর্থাৎ নৈশ্চল্য হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য, সৌস্বর্য্য (মধুর কণ্ঠস্বর), সৌরভ্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যেই (ভক্তের) চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণ, ত্বগিন্দ্রিয়, জিহ্বা ও মন সর্ব্বপ্রকারে (যখন) নিমজ্জিত হয় এবং পুনরায় প্রাকৃত রূপ ও শব্দাদির আস্বাদ গ্রহণের অভিলাষও থাকে না। কি প্রকার হরিতে? তাহাতে বলিতেছেন—'দ্রষ্টাত্মনি'—যিনি দ্রষ্টারূপে নিজ ভক্তগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষ বিস্তার করিতেছেন, তাদৃশ হরিতে, এই অর্থ। 'পরে'—বলিতে পরমেশ্বরে, অথবা যিনি প্রকৃতির পর, সেই পরমপুরুষে। ক্লেশের অভাবমাত্রে দৃষ্টান্ত—'সংসুপ্তস্য'—যিনি সুষুপ্তিদশা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু যিনি নিদ্রিত অথবা নিদ্রা হইতে উত্থিত, তাহার নহে। তাহার যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট নিজ শিরশ্ছেদনাদির ক্লেশ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—ইন্দ্রিয়োপরামাখ্যঃ পুরুষার্থো মুক্তিঃ ॥১৩॥

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—মুরারেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গুণানুবাদশ্রবণং (গুণানাম্ অনুবাদঃ কীর্ত্তনং তৎশ্রবণং চ) অশেষসংক্লেশশমং (সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং) বিধত্তে (করোতি) আত্মলব্ধা (আত্মনি মনসি লব্ধা প্রাপ্তা) তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিঃ (তস্য ভগবতঃ পাদপদ্মরেণুনাং সেবায়াং দৃঢ়া আসক্তিঃ) কিং বা পুনঃ (ন বিধত্তে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মুরারির গুণানুবাদশ্রবণে অশেষ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তাঁহার চরণারবিন্দ সেবাবিষয়া-রতি মনে উদয় হইলে যে কি না হয়, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্ববিদ্যোপশমার্থমুক্তয়োর্জ্ঞানভক্তিযোগয়োর্মধ্যে কতরস্য শ্রৈষ্ঠ্যং তত্র ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠেত্যাহ অশেষেতি। কিং বেতি কিং পুনরিত্যর্থঃ। সেবায়াং রতিরত্যাসক্তিরিত্যর্থঃ। আত্মলব্ধা স্বেনৈব স্বস্মিন্ বা প্রাপ্তেতি রতেঃ স্বপ্রকাশত্বেনাজন্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। সাধনভক্তিরেবাবিদ্যামুপশময়তি কিং পুনস্তৎসাধ্যা রতিরিতি রতের্ম্মুখ্যং ফলমবিদ্যোপশমো ন ভবতি কিন্তু ভগবদ্বশীকার ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—অবিদ্যার উপশমের নিমিত্ত, আপনার কথিত জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোন্‌টির শ্রেষ্ঠত্ব? তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা—ইহা বলিতেছেন, 'অশেষ'—ইত্যাদি শ্লোকে। 'কিং বা'—তাহা আর অধিক কি বলিব ?—এই অর্থ। 'সেবায়াং'—সেবাতে, রতি বলিতে অতিশয় আসক্তি, এই অর্থ। 'আত্মলব্ধা'—নিজে নিজেই, অথবা নিজেতে প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে যে রতি, ইহা বলায়, ভগবদ্‌রতির স্বপ্রকাশত্বহেতু উহার অজন্যত্ব (অনুৎপন্নত্ব) ব্যঞ্জিত হইল। সাধনভক্তিই অবিদ্যার উপশম করে, আর তৎসাধ্য রতির কথা অধিক কি বলিব ? রতির মুখ্য ফল কখনই অবিদ্যার উপশম হইতে পারে না, কিন্তু (উহার মুখ্য ফল) 'ভগবদ্বশীকার' অর্থাৎ প্রীতিতে ভগবান্‌কে বশীভূত করা—ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

বিবৃতি—মায়াধীশ অপ্রাকৃত গোলোকাবস্থিত ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণপ্রভাবে ভগবদিতর শ্রবণের নশ্বরতা কৃপণতা ও অকর্ম্মণ্যতারূপ অশেষ ক্লেশ নিবৃত্ত হয় এবং ক্লেশনিবৃত্তিব্যতীত ভগবৎসেবাবিষয়া রতির উদয় হয়। কালক্ষুব্ধ হইয়া জীব ত্রিতাপক্লিষ্ট হয়; পরে সেই ত্রিতাপের অবসানে নিত্য হরি সেবাপর হইয়া বাহ্য ত্রিগুণময় জগতের ভোক্তৃভাবের অপগমে ভগবৎসেবায় মুক্তজীব নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিত্য পরিকররূপে স্বরূপাবস্থিতি হয়। 'ভগবানকে

আসেদং' হইতে এই শ্লোক পর্যন্ত চতুঃশ্লোকীর ও বিশদ ব্যাখ্যা মৈত্রেয় মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

———

শ্রীবিদুর উবাচ—

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো।
উভয়ত্রাপি ভগবন্ মনো মে সংপ্রধাবতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ। (হে) বিভো, সংশয়ঃ (ঈশ্বরস্য জগৎকর্তৃত্বাদিবিষয়কঃ জীবস্য সংসারবিষয়কঃ চ সন্দেহঃ) মহ্যং (ময়ি প্রযুক্তেন) তব সূক্তাসিনা (সূক্তং সোপপত্তিকং বাক্যমেব অসি খড়্গঃ তেন) সংছিন্নঃ, (হে) ভগবন্! মে (মম) মনঃ উভয়ত্র (ঈশ্বরস্বাতন্ত্র্যে জীবপারতন্ত্র্যে চ) সংপ্রধাবতি (সম্যক্ প্রবিশতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে বিভো! আপনার পবিত্র বাক্যরূপ অসিদ্বারা আমার সংশয় সম্যক্‌রূপে ছিন্ন হইল, এখন আমার মন ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ও জীবের পারতন্ত্র্য—এই দুই বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ লাভ করিতেছে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম মাং বোধয়িতুং তব যৎ সূক্তং তদেবাসিস্তেন উভয়ত্র ঈশ্বরে জীবে চ সংপ্রধাবতি সবিবেকং প্রবিশতি ॥ ১৫-॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—মম (আমার সংশয়, এখানে সম্বন্ধে ষষ্ঠী স্থানে চতুর্থী হইয়াছে, অথবা) মাং বোধয়িতুং—আমাকে জানাইবার জন্য (এখানে তুমুন্ প্রত্যয় উহ্য থাকায় দ্বিতীয়া স্থানে চতুর্থী হইয়াছে)। আপনার যে সুন্দর উক্তি, তাহাই অসি (খড়্গ), তাহার দ্বারা, অর্থাৎ আপনার বাক্যরূপ অসির দ্বারা আমার সংশয় সম্যক্‌রূপে ছিন্ন হইয়াছে। 'উভয়ত্র'—উভয় বিষয়ে, জীবে এবং ঈশ্বরে। সংপ্রধাবতি—বিবেকের সহিত প্রবেশ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

তথ্য—উভয়ত্র—বন্ধ ও মোক্ষ (শ্রীধর)। ঈশ্বরে ও জীবে, প্রেমে ও তৎসাধনরূপা ভক্তিতে (শ্রীজীব) ॥ ১৫ ॥

———

সাধ্বেতদ্ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ।
আভাত্যপার্থং নির্ম্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদ্বন্! হরেঃ আত্মমায়ায়নং (হরেঃ যা শক্তিঃ আত্মমায়া জীববিষয়া মায়া তস্যাঃ অয়নং আশ্রয়ম্) এতৎ (জীবস্য দুর্ভগত্বাদিকম্ আভাতি ইতি) সাধু ব্যাহৃতং (সম্যক্ উক্তং) যৎ (যস্মাৎ) অপার্থং (স্বশিরশ্ছেদাদিবৎ অবস্তুভূতং) নির্ম্মূলং (মূলশূন্যঞ্চ যতঃ অস্য) বিশ্বমূলং (বিশ্বস্য মূলং স্বাজ্ঞানং) বহিঃ (বিনা) ন আভাতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বিজ্ঞবর, আপনি যে জীবের বন্ধনাদি শ্রীহরির মায়াদ্বারা সাধিত হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতি ভালই বলিয়াছেন; কারণ জীবের সংসারের মূল ভগবন্মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই মায়াই জীবকে স্বপ্নাবস্থায় স্বশিরশ্ছেদনের ন্যায় অকারণ সুখ ও দুঃখে লিপ্ত করে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মম সূক্তং ত্বয়া কীদৃশমবধারিতং তত্রাহ হে ব্রহ্মন্ সাধু যথাস্যাৎ তথা ত্বয়া ব্যাহৃতং কিং তৎ। হরের্বহিরঙ্গা শক্তির্যা আত্মমায়া তদাশ্রয়মেব এতৎ। ভগবতো নির্গুণস্যাপি গুণবত্ত্বং তৈর্গুণৈঃ সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বঞ্চাভাতি। অপার্থং নিষ্প্রয়োজনং তস্যাত্মারামত্বাৎ। নির্ম্মূলং নিষ্কারণং তস্য প্রযোজকান্তরাভাবাদতর্ক্যমেবেতীশ্বরগতং ত্বয়া ব্যাহৃতম্। তথা এতজ্জীবস্যাঽবিদ্যা-বন্ধনং তদুত্থদুর্ভগত্বাদিকঞ্চাত্মমায়ায়নমেব। নিষ্প্রয়োজনং নিষ্কারণমবস্তু চেতি জীবগতঞ্চ ব্যাহৃতমিতি। তন্ত্রেণেয়ং বিদুরোক্তিঃ, কিঞ্চ যদ্বহিঃ যামাত্মমায়াং বিনা বিশ্বস্য মূলং কারণং নাস্তীতি বিশ্বস্রষ্টৃত্বেন ভগবতঃ সগুণত্বং সক্রিয়ত্বঞ্চ ন স্বরূপসিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আমার বাক্য আপনি কি প্রকার অবধারণ করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি সম্যক্‌রূপে সত্যই বলিয়াছেন। তাহা কি? 'হরেঃ'—শ্রীহরির বহিরঙ্গা শক্তি যে আত্মমায়া, তাহার আশ্রয়ই এই সকল। ভগবান্ নির্গুণ হইলেও, তাঁহার গুণযুক্তত্ব এবং সেই সকল গুণের দ্বারা সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। 'অপার্থং'—উহা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু তিনি আত্মারাম। 'নির্ম্মূলং'—নিষ্কারণ অর্থাৎ তাঁহার অন্য কোন প্রয়োজক না থাকায়, উহা তর্কাতীতই। এইরূপ ঈশ্বরগত আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অতি সুন্দর বলিয়াছেন। সেইরূপ এই জীবের অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন

এবং তাহা হইতে উত্থিত দুর্ভগত্ব প্রভৃতি, তাহাও আত্মমায়ার আশ্রয়ভূতই, নিষ্প্রয়োজন, নিষ্কারণ ও অবস্তু—উহা জীবগত, ইহাও আপনি সুষ্ঠু বলিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই বিদুরের উক্তি। আরও, 'যদ্‌বহিঃ'—অর্থাৎ যে আত্মমায়া ব্যতীত বিশ্বের মূল অর্থাৎ কারণ কিছু নাই। বিশ্বের স্রষ্টৃত্বরূপে ভগবানের সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব, (তাঁহার) স্বরূপসিদ্ধ নহে—এই ভাব ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—স্বরূপসামর্থ্যাশ্রয়ং যদ্ব্যাহৃতম্। অপার্থং নির্ম্মূলঞ্চ দেহসম্বন্ধিত্বাদ্ যা ভাতি। বিশ্বমূলং ব্রহ্ম চ যন্মম জ্ঞানাদবহির্ন ভবতি। তস্মাদুভয়ত্র ধাবতি। তস্মাদন্তরিতোহস্মি। তথাপি তাং প্রতীতিং পরাণুদে।

আত্মনস্তু গুণাভাবং বদতো ন ত্বসত্যতা।
অপৃষ্টস্য দমার্থঞ্চ গুণায়ৈব ভবত্যপিঃ ॥

ইতি ব্যাসস্মৃতেঃ।

বিদ্যমানমপ্যনুভবমন্যথা বদতি বিদুরঃ।
দ্রোণদ্রৌণিকৃপাঃ পার্থা ভীষ্মো বিদুরসঞ্জয়ৌ।
যে চান্যে তত্র দেবাংশাঃ সম্যক্ তত্ত্বাপরোক্ষিণঃ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ১৬-১৮ ॥

প্রপঞ্চং জিহাসতি, ভগবদ্ভক্ত্যলাভাদ্ধাতুঞ্চ ন শক্লোতি, স ত্বন্তরিতো মধ্যবর্ত্তী আনন্দদ্বয়াভাবেন সংশয়সিন্ধুনিমগ্নঃ ক্লিশ্যতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অল্পজ্ঞত্বহেতু এতদিন পর্য্যন্ত আমি সংশয়জাত দুঃখে নিমগ্নই ছিলাম, ইহাই বলিতেছেন—'যশ্চ মূঢ়তমো', বিষয়াসক্তবুদ্ধিবশতঃ যে ব্যক্তি পশুর ন্যায় মূঢ়তম, আর যিনি প্রকৃতির পর ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই দুই জাতীয় ব্যক্তি যথাযোগ্য সুখে বৰ্দ্ধিত হন। সংশয়রূপ ক্লেশের অভাববশতঃ একজন বিষয়ানন্দে, অপর জন ঈশ্বরানন্দে বৰ্দ্ধিত হইতেছেন। কিন্তু যিনি দুঃখের অনুসন্ধানহেতু প্রপঞ্চ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, অথচ ভগবদ্ভক্তির অলাভে উহা পরিত্যাগ করিতেও সমর্থ নহে, সেই মধ্যবর্ত্তী জনই আনন্দদ্বয়ের অভাবে সংশয়সাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্লেশ ভোগ করে ॥ ১৭ ॥

তথ্য—অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥
— (গী ৪।৪০) মূঢ়তম—দেহাদিতে আসক্ত (শ্রীধর); সারাসার বিবেক-রহিত (শ্রীজীব) ॥ ১৭ ॥

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে (জগতি) যশ্চ মূঢ়তমঃ (দেহাদ্যাসক্তঃ) যশ্চ বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (ঈশ্বরং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) তৌ উভৌ সুখং (সুখং যথা ভবতি তথা) এধেতে (জীবতঃ) অন্তরিতঃ (মধ্যস্থঃ অল্পজ্ঞঃ) জনঃ ক্লিশ্যতি (খিদ্যতি) ॥১৭॥

অনুবাদ—এই জগতে যিনি সারাসার-বিবেকরহিত এবং যিনি প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই উভয়বিধ পুরুষই সুখ প্রাপ্ত হন; কেবল সংশয়াত্মা ব্যক্তিই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অল্পজ্ঞত্বাদেতাবদ্দিনপর্য্যন্তমহং সাংশয়িকদুঃখনিমগ্ন এবাসমিত্যাহ। মূঢ়তমঃ পশুরিব বিষয়াসক্তবুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরমীশ্বরং প্রাপ্তঃ। তৌ সুখং যথাস্যাদেবমেধেতে। সংশয়ক্লেশাভাৎ বিষয়ানন্দেশ্বরানন্দাভ্যাং বৰ্দ্ধেতে। যস্তু দুঃখানুসন্ধানেন

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ।
তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ন আত্মনঃ (অনাত্মনঃ প্রপঞ্চস্য) প্রতীতস্যাপি (পরিজ্ঞাতস্য অপি) অর্থাভাবম্ (অর্থোহত্র নাস্তি কিন্তু প্রতীতিমাত্রমিতি) যুষ্মচ্চরণসেবয়া অহং বিনিশ্চত্য (স্থিরীকৃত্য) তাং (প্রতীতিং) চ (অপি) পরাণুদে (অপনেষ্যামি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এই অনাত্ম সংসার প্রপঞ্চ প্রতীত হইলেও ইহাতে কোনও অর্থ নাই, আমার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে, ভবদীয় শ্রীচরণের সেবাদ্বারা আমি ঐ প্রতীতিকেও অপনোদন করিতে সমর্থ হইব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সংপ্রত্যপি মম ক্লেশশেষো বর্ত্তত ইত্যাহ আত্মনো জীবস্য অর্থাভাবং বাস্তবদুর্ভগত্বাদ্যভাবং ত্বন্মুখোদিতসিদ্ধান্তেন বিনিশ্চিত্যাপি ন প্রতীতস্যাপ্যর্থাভাবস্য তামপ্রতীতিমহং পরাণুদেহপনেষ্যামি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সম্প্রতিও আমার ক্লেশের অবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'আত্মনঃ'—জীবের, 'অর্থাভাবং'—বাস্তব দুর্ভগত্ব প্রভৃতির অভাব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব আপনার কথিত সিদ্ধান্তে দৃঢ় নিশ্চিত হইলেও, 'ন প্রতীতস্যাপি'—অর্থাভাবের অপ্রতীতি (এখনও আমার অপগত হয় নাই), সেই অপ্রতীতি (অবিশ্বাস) আপনাদের চরণ-সেবার দ্বারা, 'পরাণুদে'—অপনোদিত করিব (অর্থাৎ এই অনাত্মা সংসারপ্রপঞ্চ প্রতীতিসিদ্ধ হইলেও আপনাদের চরণসেবায় ঐ বিশ্বাসকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব) ॥ ১৮ ॥

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎসেবয়া (যেষাং ভবতাং সেবয়া) কূটস্থস্য (নির্ব্বিকল্পস্য) ভগবতঃ মধুদ্বিষঃ (মধুসূদনস্য) পাদয়োঃ ব্যসনার্দ্দনং (ব্যসনং সংসারং অর্দ্দয়তি নাশয়তি যঃ সঃ) তীব্রঃ (দুর্ব্বার) রতিরাসঃ (প্রেমোৎসবঃ) ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে ভগবজ্জনগণের সেবাদ্বারা নির্ব্বিকার সর্ব্বকালব্যাপী শ্রীমধুসূদনের পদযুগলে ঐকান্তিক প্রেমোৎসব উদিত হয় এবং আনুষঙ্গিক ফলে সংসার-বন্ধনাদিরও নাশ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবজ্জনসেবায়াঃ কিমশক্যমিত্যাহ—যদিতি। ভগবতঃ কূটস্থস্য ভগবত্ত্বেনৈব সর্ব্বকালব্যাপিনঃ একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থ ইত্যমরঃ। মধুদ্বিষো মধুসূদনস্য মধোরিব ভক্তসংসারস্য নাশয়িতুং পাদয়ো রত্যা ভাবভক্ত্যা রাসো বিভাবাদিসংযোগোত্থঃ শান্তদাস্যাদিরসসমূহঃ তীব্রঃ স্বমাধুর্য্যেণ প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সর্ব্বমাধুর্য্যোপমর্দ্দী তেনাপ্রতীতিপরত্বনোদনমিদং কিয়ন্মাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের ভক্তজনের সেবার দ্বারা কি অশক্য থাকিতে পারে?—ইহা বলিতেছেন, 'যৎসেবয়া', যে আপনাদের ন্যায় ভক্তজনের সেবার দ্বারা। 'ভগবতঃ কূটস্থস্য'—ভগবত্ত্ব-হেতুই সর্ব্বকালব্যাপী ভগবানের। অমরকোষ অভিধানে উক্ত হইয়াছে—যিনি একরূপে সর্ব্বকালে অবস্থান করেন, তিনি কূটস্থ (অর্থাৎ যাঁহার কোন বিকার নাই, নির্ব্বিকার)। 'মধুদ্বিষঃ'—মধু নামক অসুরের বিনাশক, মধুসূদন, তাঁহার। অসুর মধুর মত ভক্তজনের সংসারের নাশ করিবার নিমিত্ত 'পাদয়োঃ'—চরণযুগলে, 'রতি-রাসঃ'—রতি বলিতে ভাবভক্তি, তাহার যে রাস, অর্থাৎ বিভাবাদি সংযোগ হইতে উত্থিত শান্ত, দাস্য প্রভৃতি রসসমূহ তীব্র হয়। তীব্র বলিতে যাহা স্বমাধুর্য্যের দ্বারা প্রাকৃত, অপ্রাকৃত সমস্ত মাধুর্য্যের উপমর্দ্দী (বাধক)। ইহাতে আমার অবিশ্বাসের বিনাশ, আর কতটুকু? এই ভাব ॥ ১৯ ॥

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অল্পতপসঃ (অসিদ্ধস্য) বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোঃ তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু) মহৎসু) সেবা দুরাপা (দুর্ল্লভা) হি। যত্র (যেষু মহৎসু) দেবদেবঃ জনার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) নিত্যং উপগীয়তে (কীর্ত্তিতো ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর (অথবা, বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠের) প্রাপ্তির পথস্বরূপ মহৎব্যক্তিগণের সেবা অল্পসুকৃতিমান্ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ল্লভ। এই ভক্তজনসমাজেই ভূতভাবন ভগবান্ নিত্য কীর্ত্তিত হন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ সেয়ং মহৎসেবৈবাতিদুর্ল্লভেত্যাহ—অল্পতপস ইতি লোকরীত্যোক্তির্ম্মহৎসেবায়াস্তৎ-কৃপৈকলভ্যত্বেন তপঃফলত্বাভাবাৎ বৈকুণ্ঠস্য বর্ত্ম-ভূতেষু তদ্ভক্তেষু নিত্যং সাধনসাধ্যাবস্থায়াম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই যে মহৎসেবা, তাহাও অতি দুর্ল্লভ, ইহা বলিতেছেন—'দুরাপা', অর্থাৎ সেই সেবাও অতিদুর্ল্লভ। 'অল্পতপসঃ'—অল্প তপস্যা যাঁহার, ইহা লৌকিক রীতি অনুসারে উক্ত হইয়াছে, যেহেতু একমাত্র মহতের কৃপার দ্বারাই মহতের সেবা করা সম্ভব, অন্য কোন তপস্যার ফলে উহা লভ্য নহে। 'বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু'—বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর বর্ত্মস্বরূপ তাঁহার ভক্তগণে (অর্থাৎ মহদ্‌ব্যক্তিরা ভগবান্ বিষ্ণুর অথবা তদীয় লোকের বর্ত্মস্বরূপ, তাঁহারা সর্ব্বদাই দেবদেব জনার্দ্দনের

গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন)। 'নিত্যং'—সর্ব্বদাই ইহা বলায়, সাধন ও সাধ্য সকল অবস্থাতেই, এই অর্থ ॥ ২০ ॥

তথ্য—আদিপুরাণে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

ভাঃ ১১।১৯।২১-২২—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনম্ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পঃধৃত উত্তরখণ্ড লঘুভাগবত-বাক্য ॥ ২০ ॥

———

সৃষ্ট্বাগ্রে মহদাদীনি সবিকারাণ্যনুক্রমাৎ।
তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনু প্রাবিশদ্বিভুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (ভগবান্) অগ্রে (আদৌ) সবিকারাণি (বিকারৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সহিতানি) মহদাদীনি অনুক্রমাৎ (যথাক্রমং) তেভ্যঃ উদ্ধৃত্য (তদংশৈঃ) বিরাজং সৃষ্ট্বা তং (বিরাজং) অনু (পশ্চাৎ) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অগ্রে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মহত্তত্ত্বাদি যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অংশে বিরাট্শরীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং কৃতকৃত্য উল্লাসেন পূর্ব্বশ্রুত-লীলাবশেষং প্রষ্টুং তদুক্তমনুবদতি সৃষ্ট্বেতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে কৃতকৃত্য (কৃতার্থ) হইয়া উল্লাসে পূর্ব্বের শ্রুত লীলার অবশিষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার উক্ত কথা পুনরায় বলিতেছেন—'সৃষ্ট্বা' ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

মধ্ব—বিরাজং ব্রহ্মাণম্।

ব্রহ্মাণং প্রাবিশদ্বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

—২১

ইতি ব্রাহ্মে। অনুপ্রবিশ্য ব্রহ্মাণং প্রাণং দশবিধং তথা। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ বর্ণাংশ্চৈবাসৃজৎ হরিঃ ॥ ইতি গারুড়ে ॥ ২১ ॥

———

যমাহুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্র্যুরুবাহুকম্।
যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাশং ত আসতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যং সহস্রাঙ্ঘ্র্যুরুবাহুকং (যঃ সহস্র-পাৎ সহস্রোরুঃ সহস্রবাহুশ্চ তং) পুরুষং (বিরাজং পুরুষম্) আদ্যং (প্রথমম্) আহুঃ (কীর্ত্তয়ন্তি) যত্র (যস্মিন্ পুরুষে) তে ইমে বিশ্বে (সর্ব্বে) লোকাঃ (ভুবনানি) সবিকাশম্ (অসঙ্কোচেন) আসতে (তিষ্ঠন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষকেই পণ্ডিতগণ আদি পুরুষ বলিয়া থাকেন। তিনিই গর্ভোদক-শায়িরূপে সহস্রচরণ, সহস্র-উরু ও সহস্রবাহু বলিয়া কীর্ত্তিত হন। তাঁহারই (রোমকূপে) সমস্ত বিশ্ব ও এই লোকসমূহ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যং কারণার্ণবশায়িনং বিশ্বে সর্ব্বে সমাসতে তদ্রোমবিলেষ্বেব সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানাং সত্ত্বাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যম্'—যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে (আদ্যং পুরুষং—আদি পুরুষ বলিয়া থাকে)। 'বিশ্বে'—বলিতে সমস্ত, (ভুবন যাহাতে অসঙ্কোচে) 'সমাসতে'—অবস্থান করিতেছে—যেহেতু তাঁহার রোমবিবরের মধ্যেই সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ॥ ২২ ॥

তথ্য—'যং' অর্থে কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদক-শায়ী পুরুষ (শ্রীজীব) ॥ ২২ ॥

———

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্ত্রিবৃৎ।
ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্বদস্ব নঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (বিরাজি পুরুষে) সেন্দ্রিয়া-র্থেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাঃ শব্দাদিবিষয়াশ্চ ইন্দ্রিয়-দেবতাশ্চ তৈঃ সহিতঃ) দশবিধঃ (প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ

নাগাদয়ঃ পঞ্চ ইতি দশবিধঃ) ত্রিবৃৎ (সহওজোবলত্বেন ত্রিবিধঃ চ) প্রাণঃ ত্বয়া ঈরিতঃ (উক্তঃ) যতঃ বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণপ্রভৃতয়ঃ ভবন্তি) তদ্বিভূতীঃ (তস্য বিভূতীঃ ঐশ্বর্য্যাণি) নঃ (অস্মভ্যং) বদস্ব (বদ কথয়) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, সেই বিরাট্ পুরুষের ইন্দ্রিয়, শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়দেবতা এবং দশবিধ প্রাণ, তথা, সহ, ওজ, বল-ভেদে ত্রিবিধ প্রাণ, এসকল বিষয়ও আপনি কীর্ত্তন করিলেন, এখন আমাদিগের নিকট তাঁহার বিভূতিসকল বর্ণন করুন্ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যস্মিন্ সমষ্টিবিরাজি ইন্দ্রিয়ার্থা বিষয়া ইন্দ্রিয়াণি চ তৈঃ সহিতঃ। ত্রিবৃৎ সহওজোবলত্বেন ত্রিবিধঃ। যতঃ এব বর্ণাঃ যদ্বিশেষা এব বিপ্রাদ্যাঃ। অথ তস্য পরমেশ্বরস্য বিভূতীঃ প্রজাপত্যাদ্যাঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, 'যস্মিন্'—যে সমষ্টি-বিরাজে। 'সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়ঃ'—সেই বিরাট্ পুরুষের ইন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি বিষয় এবং ইন্দ্রিয় দেবতা, তাহাদের সহিত। 'ত্রিবৃৎ'—বলিতে সহ, ওজঃ এবং বলরূপে তিন প্রকার প্রাণ। যাঁহা হইতে বর্ণসকল, যাহাদের বিশেষ ব্রাহ্মণাদি (এই সকল আপনি বলিয়াছেন, এক্ষণে) সেই পরমেশ্বরের প্রজাপতি প্রভৃতি বিভূতির কথা বলুন ॥ ২৩॥

যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ সহ গোত্রজৈঃ।
প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যাসু বিভূতিষু) পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ (দৌহিত্রৈঃ) গোত্রজৈঃ (জ্ঞাতিভিঃ) চ সহ বিচিত্রাকৃতয়ঃ (বিবিধভাবাপন্নাঃ) প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ) আসন্ যাভিঃ (বিভূতিভিঃ) ইদং (বিশ্বং) ততং (ব্যাপ্তম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এই সকল বিভূতিতেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও গোত্রজ সহ বিভিন্ন ভাবাপন্ন প্রজাসমূহের অবস্থান, এবং ঐ সকলের দ্বারাই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র যাসু বিভূতিষু নপ্তৃভিঃ দৌহিত্রৈঃ। ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে 'যত্র'—বলিতে যে সকল বিভূতিতেই। 'নপ্তৃভিঃ'—দৌহিত্রগণের সহিত ॥ ২৪ ॥

প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্লৃপে কান্ প্রজাপতীন্।
সর্গাংশ্চৈবানুসর্গাংশ্চ মনূন্ মন্বন্তরাধিপান্।
এতেষামপি বংশাশ্চ বংশানুচরিতানি চ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতীনাং পতিঃ সঃ (ব্রহ্মা) কান্ প্রজাপতীন্ তথা সর্গান্ (নববিধান্) চৈব অনুসর্গান্ (সর্গভেদান্) মন্বন্তরাধিপান্ মনূন্ চ চক্লৃপে (অকল্পয়ৎ) এতেষাম্ অপি বংশান্ (চ) বংশানুচরিতানি চ (তত্তদ্বংশীয়ানাং বৃত্তান্তানি চ বর্ণয় ইতি উত্তরেণাণ্বয়ঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতিসমূহের পতি ব্রহ্মা কাহাকে কাহাকে প্রজাপতি, কি কি সর্গ ও সর্গভেদ এবং কাহাকেই বা মন্বন্তরাধিপতি কল্পনা করেন—সেই সকল এবং মন্বাদির বংশ ও তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করুন্ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিতা পৃষ্টানেবার্থানৈকজাতীয়-হৃদয়ত্বাৎ বিদুরোঽপি পৃচ্ছতি যাবদধ্যায়-সমাপ্তিঃ প্রজাপতীনাং পতির্ব্রহ্মা সর্গান্ দশবিধান্ অনুসর্গান্ তদ্ভেদান্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় স্কন্ধে মহারাজ পরীক্ষিৎ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, একজাতীয় হৃদয় বলিয়া বিদুরও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'প্রজাপতীনাং পতিঃ'—প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা। 'সর্গান্'—বলিতে দশবিধ সর্গ ও অনুসর্গ, তাহাদের ভেদ ॥ ২৫ ॥

উপর্য্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে।
তেষাং সংস্থাং প্রমাণঞ্চ ভূর্লোকস্য চ বর্ণয় ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মিত্রাত্মজ, (মিত্রায়াঃ আত্মজ মৈত্রেয়), ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) উপরি অধশ্চ যে লোকাঃ (ভুবনানি) আসতে (বর্ত্তন্তে) তেষাং ভূর্লোকস্য চ সংস্থাং (সন্নিবেশং) প্রমাণঞ্চ (পরিমাণমপি) বর্ণয় ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে মৈত্রেয়, পৃথিবীর উপর্য্যধঃ ব্যাপিয়া যে লোকসমূহ বর্ত্তমান, তাহাদের এবং ভূর্লোকের আকারাদি অবস্থান, পরিমাণ বর্ণন করুন্ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে মিত্রায়া আত্মজ, সংস্থাং সংনিবেশম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিত্রাত্মজ'—ইহা সম্বোধনে। হে মিত্রার আত্মজ (পুত্র), মৈত্রেয়। 'সংস্থাং'—সন্নিবেশ, অর্থাৎ এই ভূর্লোকের আকার ॥ ২৬ ॥

তির্য্যঙ্মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্।
বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তির্য্যঙ্মানুষদেবানাং (পশুনরসুরাণাং) সরীসৃপপতত্রিণাং (সর্পাদীনাং পক্ষিণাং চ) গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাং (গার্ভাঃ জরায়ুজাঃ, স্বেদাচ্চ অণ্ডাচ্চ দ্বাভ্যাং চ জাতাঃ স্বেদদ্বিজাঃ অণ্ডজাঃ চ, উদ্ভিদঃ বৃক্ষাদয়ঃ তেষাং চ) সর্গসংব্যূহং (সর্গাণাং সৃষ্টীনাং সংব্যূহং সংবিভাগং) নঃ (অস্মভ্যং) বদ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দেবতা, মনুষ্য, পশু, সরীসৃপ, পক্ষী এবং জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ এ সকলের সৃষ্টিসংবিভাগ আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সংব্যূহং সংবিভাগম্। গার্ভা জরায়ুজা মনুষ্যাদয়ঃ; স্বেদাচ্চ অণ্ডাচ্চ দ্বাভ্যাঞ্চ জাতাঃ স্বেদজাঃ কৃমিদংশাদ্যাঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ উদ্ভিদস্তরুগুল্মাদ্যাস্তেষাম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংব্যূহং'—বলিতে সম্যক্ বিভাগ। 'গার্ভ-স্বেদ-দ্বিজোদ্ভিজাম্'—গার্ভ—গর্ভ হইতে জাত, অর্থাৎ জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি। স্বেদ হইতে, অণ্ড হইতে এবং স্বেদ ও অণ্ড দুইটি হইতে জাত, তন্মধ্যে স্বেদজ—কৃমি, দংশ প্রভৃতি। দ্বিজ—পক্ষিগণ, উদ্ভিদ্—তরু, গুল্ম প্রভৃতি, তাহাদের (সৃষ্টির বিভাগও বলুন) ॥ ২৭ ॥

গুণাবতারৈর্বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্।
সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—গুণাবতারৈঃ বিরিঞ্চিবিষ্ণুহরৈঃ বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ং (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাম্ আশ্রয়ং) সৃজতঃ (কুর্ব্বতঃ) শ্রীনিবাসস্য ভগবতঃ উদারবিক্রমং (মহতীং লীলাং) ব্যাচক্ষ্ব (বর্ণয়) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি গুণাবতার-দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্য্যসাধন-কারী ভগবান্ শ্রীলক্ষ্মীপতির উদার বিক্রম (লীলা) বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন্ করুন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্গাদীনাশ্রয়ঞ্চ সৃজতঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্গাদি (বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়) এবং তাহাদের আশ্রয়কেও যিনি সৃষ্টি করেন, (সেই শ্রীপতি নারায়ণের উদার লীলা বর্ণনা করুন) ॥ ২৮ ॥

বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ।
ঋষীণাং জন্মকর্ম্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—রূপশীলস্বভাবতঃ (রূপং লিঙ্গং শীলমাচারঃ স্বভাবঃ শমাদিঃ ততঃ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ) বর্ণাশ্রমবিভাগান্ ঋষীণাং জন্মকর্ম্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণং (বিভাগম্ আখ্যাহি ইতি উত্তরেণান্বয়) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, লক্ষণ, আচার এবং শমদমাদি স্বভাব অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমসকলের বিভাগ, ঋষিদিগের জন্ম ও কর্ম্ম এবং বেদের বিভাগ বলুন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—রূপং লিঙ্গং শীলমাচারঃ স্বভাবঃ শমাদিস্তৈর্ব্বিকর্ষণং বিভাগম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রূপ-শীল-স্বভাবতঃ'—রূপ বলিতে লক্ষণ (চিহ্ন), শীল—আচার এবং শম প্রভৃতি স্বভাব, তাহাদের দ্বারা। 'বিকর্ষণং'—বিভাগ, (অর্থাৎ বেদের বিভাগ) ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—বিকর্ষণং বিভাগঃ ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো।
নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, যজ্ঞস্য বিতানানি (বিস্তারান্) চ যোগস্য (অষ্টাঙ্গযোগস্য) চ নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ

(জ্ঞানস্য) সাংখ্যস্য (সাংখ্যযোগস্য) চ পথঃ (মার্গান্) ভগবৎস্মৃতং (নারদাদিনা কীর্ত্তিতং) তন্ত্রং বা (নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রম্ চ আখ্যাহি ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এবং যজ্ঞের বিস্তার, যোগমার্গ, নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান) এবং তাহার উপায়-স্বরূপ সাংখ্যের পথ ও নারায়ণ-কথিত নারদপঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রসমূহের বিষয়ও কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বিতানানি বিস্তারান্ যোগস্যাষ্টাঙ্গস্য পথো মার্গান্ নৈষ্কর্ম্ম্যস্য জ্ঞানস্য তদুপায়স্য সাংখ্যস্য চ মার্গান্ ভগবৎস্মৃতং তন্ত্রং নারদপঞ্চরাত্রং চার্থে বাকারঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিতানানি'—বিস্তার, যজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাঙ্গযোগের মার্গ, নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞানের এবং তাহার উপায়স্বরূপ সাংখ্যের পথ, 'ভগবৎস্মৃতং' —ভগবান্ যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, 'তন্ত্রং বা'—এবং নারদ পঞ্চরাত্র তন্ত্র। এখানে 'বা'-শব্দ 'চ'—এবং অর্থে ॥ ৩০ ॥

পাষণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্ ।
জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীর্গুণকর্ম্মজাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পাষণ্ডপথবৈষম্যং (পাষণ্ডানাং পন্থাঃ প্রবৃত্তিঃ তদেব বৈষম্যং) প্রতিলোমনিবেশনং (প্রতিলোমজাতীনাং সংস্থানং) জীবস্য গুণকর্ম্মজাঃ যাঃ চ গতয়ঃ যাবতীঃ (সর্ব্বাঃ তাঃ আখ্যাহি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—পাষণ্ডমার্গের ভেদপ্রবৃত্তি, প্রতিলোম অর্থাৎ সূতাদি জাতির সংস্থান এবং জীবগণের গুণ ও কর্ম্মানুসারে যত সংখ্যা, যে যে অবস্থা (তাহা কীর্ত্তন করুন্) ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—পাষণ্ডপথাৎ পাষণ্ডমার্গতো হেতোর্যদ্-বৈষম্যং প্রতিলোম্নাং সূতাদীনাং নিবেশনং সংস্থানম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাষণ্ড-পথ-বৈষম্যং'—পাষণ্ডমার্গহেতু যে বৈষম্য, (অর্থাৎ পাষণ্ডদিগের যে বিষম প্রবৃত্তি)। 'প্রতিলোম-নিবেশনং'—সূত প্রভৃতি প্রতিলোম জাতিগণের সংস্থান ॥ ৩১ ॥

তথ্য—ভগবৎস্মৃত তন্ত্র—পঞ্চরাত্রাখ্য তন্ত্র (শ্রীজীব); নারদপঞ্চরাত্র (চক্রবর্ত্তী)। মহাভারত বলেন, "পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্"। পুরাকালে বৈষ্ণবগণ দ্বাদশভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের সংজ্ঞা যথা—ফেনপ, বালখিল্য, বৈখানস, সাত্বত, পঞ্চরাত্র, ভাগবত, ভক্ত, পরমহংস, বৈষ্ণব, কর্ম্মহীন, নির্ম্মৎসর ও সৎ। পঞ্চরাত্র শব্দের অর্থ পাঁচ প্রকার জ্ঞান। সে জন্য নারদীয় পঞ্চরাত্রে এরূপ লিখিত আছে—

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

শ্রীজীবপাদ 'পরমাত্মসন্দর্ভ' ১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—তস্মাৎ ঝটিতি বেদার্থ-প্রতিপত্তয়ে পঞ্চরাত্রমেবাধ্যেতব্যম্। দৈবপ্রকৃতয়স্তু তত্তৎসর্ব্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণে এব পর্য্যবস্যন্তি। নানামতানি ইত্যুক্তং তত্ত্বাসুরপ্রকৃত্যনুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচষ্টে।" ভক্তিসন্দর্ভ ২২৯ সংখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

'ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত-বৈষ্ণবানুষ্ঠানেন।'
২০২ সংখ্যায়—

'বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥'
ইতি শ্রীভগবতাভিপ্রেতঃ ।

পাঁচপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীলোকাচার্য্য 'অর্থ-পঞ্চক' মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভু 'ভক্তিসন্দর্ভ' মধ্যে ১৯৮ সংখ্যায় শ্রীহয়-শীর্ষ পঞ্চরাত্র হইতে এরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—

উপাস্যঃ শ্রীভগবান্ তৎ পরমং পদং তদ্দ্রব্যম্ তন্মন্ত্রো জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বম্। শ্রীমহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত—এই দুইখানি গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়গণের আদিগুরু শ্রীমধ্বমুনি বিশেষ আদর করিয়াছেন। সেই দুই গ্রন্থেই পঞ্চরাত্রের প্রাধান্য দিয়াছেন ; ইহাকে বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র বলেন নাই। শ্রীমহাভারত বলিয়াছেন—

'এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে ॥

ইহার শ্রীরামানুজ ভাষ্যে এরূপ লিখিত আছে—'সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সাংখ্যযোগং বেদশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্' পরস্পরাঙ্গান্যেতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদন-

পরতয়া একীভূতানি একং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে।' অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ, বেদ এবং আরণ্যক পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত এই শাস্ত্রসমূহই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত। সুতরাং বেদ ও আরণ্যক শাস্ত্রদ্বয় বেদমূলক অথবা বেদই—বেদবিরুদ্ধ কখনই নহে। বেদ যেরূপ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঋষিকৃত শাস্ত্র নহে, তদ্রূপ পঞ্চরাত্রও জীবের রচিত শাস্ত্র নহে—ইহাও অপৌরুষেয় বেদ বা আরণ্যক সদৃশ। পুরাণাদি শাস্ত্র বেদানুগ ঋষি প্রণীত শাস্ত্র। পঞ্চরাত্র তাহা নহে—ইহা স্বয়ংই অপৌরুষেয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক অসুরমোহনের জন্য আদিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্মকেও আর চারিপ্রকার সকাম উপাসনার সমশ্রেণীস্থ বলিয়া উল্লেখ করিতে গিয়া সাত্বত পঞ্চরাত্রের নিন্দা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ভ্রান্ত হইয়া পঞ্চরাত্রের নিন্দাকারী বলিয়া শঙ্করকে শৈবাগমপন্থীমাত্র বলা যায় না। অসুরস্বভাব মানবগণ শ্রীশঙ্করপাদকে বৈষ্ণববিদ্বেষী জানিয়া বৈষ্ণবহিংসার মানসে যে শঙ্করপদতল আশ্রয় করে, তাহা তাহাদের অদেব-স্বভাবোচিত জানিতে হইবে।

মহারাজ উপরিচর বসু পঞ্চরাত্রগণের যেরূপ সমাদর করিয়া সত্যযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন, সেই ঘটনা শ্রীমহাভারতে সুবিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। পঞ্চরাত্র সাত্বত বৈষ্ণবগণের পরমাদরের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই 'পঞ্চরাত্র সাত্বত-সংহিতা' বলা হয়। ভাঃ ১।৭।৬-৭—

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥

এই পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন বিধানই দ্বাপরের যজ্ঞ বিধান বলিয়া প্রচলিত ছিল। কলিকালে সেই আগমপন্থাই সমধিক আদরণীয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর দ্বারা পাঞ্চরাত্রিক বিধানের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন প্রক্রিয়াকেই কনিষ্ঠ ভাগবতের একমাত্র পাল্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নানাস্থানেই এই কথার সবিশেষ প্রমাণ দিবে।

সাত্বত তন্ত্র পরিহারপূর্ব্বক কাপালতন্ত্র, শৈবতন্ত্র প্রভৃতি নারায়ণের অকথিত তন্ত্রসমূহ বৌদ্ধ জৈনাদির প্রশংসনীয় আগম বলিয়া বেদশাস্ত্রের অনুকূল না হইতে পারে কিন্তু নারায়ণ কথিত সাত্বত তন্ত্রসমূহ ভাগবতগণের আদর ও সম্মানের বস্তু।

প্রতিলোম—'বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্বক উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ। মনুসংহিতা দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, ইত্যাদি প্রতিকূল ক্রমকে 'প্রতিলোম' বলে। চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, অয়োগব মাগধ এবং ক্ষত্তা—এই ছয়টী প্রতিলোমজ সঙ্কর বর্ণ॥ ৩১॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ।
বার্ত্তায়াঃ দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—অবিরোধতঃ (পরস্পরাবিরোধেন) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তানি (উপায়ান্) (তথা) বার্ত্তায়াঃ (কৃষিবাণিজ্যাদি-শাস্ত্রস্য) দণ্ডনীতেঃ (অর্থশাস্ত্রস্য) চ শ্রুতস্য চ (বেদস্য চ) পৃথক্ বিধিম্ (আখ্যাহি)॥ ৩২॥

অনুবাদ—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের পরস্পর অবিরুদ্ধ উপায়সমূহ তথা কৃষিবাণিজ্যাদি শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ বিধিপ্রকারও কীর্ত্তন করুন্॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ—নিমিত্তান্যুপায়ান্ পরস্পরাবিরোধেন বার্ত্তায়াঃ কৃষিবাণিজ্যাদি-শাস্ত্রস্য। দণ্ডনীতেরর্থশাস্ত্রস্য শ্রুতস্য বেদশাস্ত্রস্য॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিমিত্তানি'—বলিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়সমূহ। 'অবিরোধতঃ'—পরস্পর অবিরোধের দ্বারা, (অর্থাৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ ঐ উপায় সকল)। 'বার্ত্তায়াঃ'—কৃষি, বাণিজ্যাদি শাস্ত্রের। 'দণ্ডনীতেঃ'—অর্থশাস্ত্রের। 'শ্রুতস্য'—বেদশাস্ত্রের (পৃথক্ পৃথক্ বিধি যেরূপ, তাহাও বলুন)॥ ৩২॥

শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্ পিতৄণাং সর্গমেব চ।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবয়বসংস্থিতিম্॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং পিতৃণাং (পিতৃদেবানাং) সর্গম্ এব চ (সৃষ্টিং চ) গ্রহনক্ষত্রতারাণাং (সূর্য্যাদিগ্রহনক্ষত্রাণাং) কালাবয়বসংস্থিতিং (নিমেষাদিপরার্দ্ধস্থিতিম্ চ আখ্যাহি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, শ্রাদ্ধের বিধি, পিতৃলোকের সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাগণের কালচক্রে (দিনরাত্রিমাসবর্ষাদিতে) অবস্থান (বর্ণন করুন)॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কালাবয়বে দিনরাত্রিমাসবর্ষাদৌ সংস্থিতিং স্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালাবয়ব-সংস্থিতিং'—কালের অবয়বে অর্থাৎ দিন, রাত্রি, মাস ও বৎসরাদিতে (গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাগণের যে) সংস্থিতি অর্থাৎ অবস্থান (তাহাও বলুন)॥ ৩৩ ॥

———

দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্ত্তয়োঃ ফলম্ ।
প্রবাসস্থস্য যো ধর্ম্মো যশ্চ পুংস উতাপদি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—দানস্য (ত্যাগস্য) তপসঃ (তপশ্চরণস্য) ইষ্টাপূর্ত্তয়োঃ বাপি (যজ্ঞস্য সরোবরাদ্যুৎসর্গস্য চ) যৎ ফলং উত (এবং) প্রবাসস্থস্য পুংসঃ (পুরুষস্য) আপদি যঃ ধর্ম্মঃ (যৎ কৃত্যং তৎ আখ্যাহি)॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দান, তপস্যা ও ইষ্ট (অগ্নিষ্টোমাদি যাগ) পূর্ত্ত (বাপী, কূপ ও তড়াগখনন) প্রভৃতি কর্ম্মের যে যে ফল তৎসমুদায় এবং প্রবাসস্থ পুরুষের বিপৎকালীন ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য বর্ণন্ করুন্॥ ৩৪ ॥

তথ্য—পূর্ত্ত—"শতেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী। ত্রিভিঃ শতৈর্দীর্ঘিকা। চতুর্ভির্দ্রোণঃ। পঞ্চভিস্তড়াগঃ। দ্রোণাদ্দশগুণা বাপী।" ॥ ৩৪ ॥

———

যেন বা ভগবাংস্তুষ্যেদ্ধর্ম্মযোনির্জনার্দ্দনঃ ।
সংপ্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেঽনঘ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (নিষ্পাপ), যেন বা (মার্গেণ) ধর্ম্মযোনিঃ (ধর্ম্মমূলং হি) ভগবান্ জনার্দ্দনঃ তুষ্যেৎ (সন্তুষ্টো ভবতি) যেষাং (যাদৃশানাং সম্বন্ধে) বা সংপ্রসীদতি (প্রসন্নো ভবতি) মে (মহ্যং) এতৎ (সর্ব্বং) আখ্যাহি (কথয়)॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ, নিখিলধর্ম্মের কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদ্দ্বারা পরিতুষ্ট হন এবং যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং পরাবরেষাং ভগবন্ ব্রতানি শ্রুতানীত্যুক্তের্ব্যাসমুখাৎ প্রায়ো জ্ঞাতনামপ্যেষাং জ্ঞেয়বস্তুমাত্র এব নৈরপেক্ষার্থং পুনর্মৈত্রেয়মুখাদপি জিজ্ঞাসাং সমাপ্যেদানীং স্বাভীষ্টং বিধিৎসিতং পৃচ্ছতি যেনেতি। বা-শব্দস্ত্বর্থে সর্ব্বেষাং যোনিঃ কারণং জনার্দ্দনঃ। সকাম-ভক্তান্ কামান্ যাচয়ন্নপীত্যর্থঃ; যদ্বা, শুদ্ধভক্তান্ প্রেমোত্থেনানুতাপেন পীড়য়ন্ যেষাং বেতি ক্রমেণ তৎপ্রসাদস্য সাধনং কিম্। তত্রাধিকারিণশ্চ কীদৃশাস্তন্মে কথয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে, 'পরাবরেষাং ভগবন্'—অর্থাৎ হে ভগবন্! বেদব্যাসের মুখে পর (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) এবং অবর শূদ্রাদি জাতির ধর্ম্মসকল বার বার শ্রবণ করিয়াছি—ইত্যাদি পঞ্চম অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে, ব্যাসদেবের মুখ হইতে প্রায় জ্ঞাত এই সকল বিষয়ের জ্ঞেয় বস্তুমাত্রেই নিরপেক্ষতার নিমিত্ত পুনরায় মহামুনি মৈত্রেয়ের মুখ হইতেও জিজ্ঞাসা সমাপন করিয়া, এখন স্বাভিলষিত সম্পাদনের ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'যেন' ইত্যাদি। 'বা'-শব্দ এখানে 'তু'—কিন্তু অর্থে। 'ধর্ম্মযোনিঃ'—সকল ধর্ম্মের যোনি বলিতে কারণ, জনার্দ্দন (অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মের মূল জনার্দ্দন, যিনি জনগণের দুঃখ বিনাশ করেন, অথবা ভক্তজনকে দুঃখ প্রদান করেন—এই অর্থে বলিতেছেন), সকাম ভক্তদিগকে কামনাসকল প্রদান করিয়াও—এই অর্থ। অথবা—শুদ্ধ ভক্তগণকে প্রেমোত্থ অনুতাপের দ্বারা পীড়িত করিয়াও, কিংবা 'যেষাং'—যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন—ক্রমানুযায়ী তাঁহার প্রসন্নতার কি সাধন? সেই বিষয়ে অধিকারিগণই বা কি প্রকার?—এই সমস্ত আমার নিকট বলুন—এই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

———

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম ।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজোত্তম! (মৈত্রেয়), অনু-

ব্রতানাম্ (অনুগতানাং) শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ (সমীপে ইতি শেষঃ) দীনবৎসলাঃ (নিরাশ্রয়াশ্রয়াঃ) গুরবঃ অনাপৃষ্টমপি (অপৃষ্টমপি) ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পরদুঃখদুঃখী গুরুবর্গ জিজ্ঞাসিত না হইলেও আজ্ঞাকারী শিষ্য এবং পুত্রগণকে কর্ত্তব্যবিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—স্বাভীষ্টমপি প্রষ্টব্যমহং ন জানাম্যতস্তত্র ভবন্ত এব কৃপয়া কথয়ন্ত্বিত্যাহ— অনুব্রতানামিতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যঃ ।। ৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার অভীষ্টও আমি জিজ্ঞাসা করিতে জানি না—অতএব আপনারাই কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন—ইহা বলিতেছেন—'অনুব্রতানাম্', (অর্থাৎ দীনবৎসল গুরুদিগকে জিজ্ঞাসা না করিলেও তাঁহারা অনুব্রত শিষ্য ও পুত্রদিগকে কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন)। 'অনুব্রতানাম্' —এখানে চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ('ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্'—অর্থাৎ কর্ত্তা ক্রিয়ার দ্বারা যাহাকে অভিপ্রায় করেন, তাহাও সম্প্রদান কারক, এই সূত্র অনুসারে চতুর্থীর স্থানে শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে) ।। ৩৬ ।।

তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, তেষাং তত্ত্বানাং (মহদাদীনাং) কতিধা প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়ঃ) তত্র (প্রলয়ে) ইমং (পরমেশ্বরং) কে উপাসীরন্ (সেবেরন্) কে উ স্বিৎ (কেবা ইমম্) অনুশেরতে (অনুস্বপন্তি) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—হে মুনে, আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা বলিলেন, ঐ সকলের কত প্রকার প্রলয় হয় ? প্রলয়কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে কাঁহারা (রাজা নিদ্রিত হইলে চামরধারী ভৃত্যগণ যেরূপ তাহার সেবা করেন, তদ্রূপ) তাঁহার সেবা করেন এবং কাঁহারাই বা পশ্চাৎ সুপ্ত হন তাহাও কীর্ত্তন করুন্ ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—সাধনভক্তিং পৃষ্ট্বা সাধ্যভক্তের্নিত্যত্বে বিপ্রতিপত্তিং নিরস্যন্ প্রলয়ং পৃচ্ছতি তত্ত্বানামিতি প্রতিসংক্রমঃ প্রলয়ঃ। তত্র প্রলয়ে ইমং পরমেশ্বরং শয়ানং রাজানমিব চামরগ্রাহিণঃ কে উপাসীরন্ কে বা অনুশেরতে শয়ানমনুস্বপন্তীতি শ্রীস্বামিচরণাস্তেন ভগবৎপার্ষদানাং তদ্ভক্তেস্তল্লোকস্য চ নিত্যত্বমভিপ্রেতং অতএব ন চ্যবন্তে চ যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি প্রসিদ্ধং কাশীখণ্ডবচনম্ ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধনভক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া, সাধ্যভক্তির নিত্যত্বে বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) পরিহার করিবার নিমিত্ত প্রলয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তত্ত্বানাম্', অর্থাৎ মহদাদি তত্ত্বসকলের। 'প্রতিসংক্রমঃ' —বলিতে প্রলয়। 'তত্র'—সেই প্রলয় সময়ে, শয়ান (নিদ্রিত) এই পরমেশ্বরকে নিদ্রিত রাজাকে চামর ব্যজনকারিগণের ন্যায় কাঁহারা (তাঁহার) সেবা করেন ? কাঁহারাই বা তাঁহার নিদ্রার পশ্চাৎ শয়ন করেন— ইহা শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা। ইহার দ্বারা ভগবৎপার্ষদগণের, তাঁহার ভক্তির এবং তল্লোকের (ভগবদ্ধামাদির) নিত্যত্বই অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব কাশীখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—'মহাপ্রলয়রূপ বিপদেও যাঁহার ভক্তগণ বিচ্যুত হন না, তিনিই অচ্যুত ভগবান্'—ইত্যাদি ।। ৩৭ ।।

তথ্য—নিদ্রিত রাজাকে যেমন চামরগ্রাহী ভৃত্যগণ সেবা করে, তদ্রূপ প্রলয়কালে এই পরমেশ্বরকে নিত্য ভগবৎপার্ষদগণও সেবা করিয়া থাকেন (শ্রীধর)। প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রলয়কালেও ভগবৎপার্ষদগণ ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন—ইহার দ্বারা পার্ষদগণের নিত্যত্বই অভিপ্রেত হইয়াছে। কাশীখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে মহাপ্রলয়রূপ বিপদে যাঁহার ভক্তগণও চ্যুত হন না তিনিই অখিললোকে অচ্যুত, সর্ব্বগ, অব্যয় এবং অদ্বয়তত্ত্ব ।। ৩৭ ।।

পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ ।
জ্ঞানঞ্চ নৈগমং যত্তদ্গুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য সংস্থানং (জীবস্য তত্ত্বং) পরস্য (সর্ব্বেশ্বরস্য) চ স্বরূপং বা (যেনাংশেন তয়োরৈক্যং) (তথা) যৎ গুরুশিষ্যপ্রয়োজনং নৈগমং (ঔপনিষদং) জ্ঞানঞ্চ তৎ চ (ব্রূহি ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—জীবতত্ত্ব, পরমেশ্বরের স্বরূপ ও তদুভয়ের যে অংশে ঐক্য বর্ত্তমান এবং উপনিষদুক্ত জ্ঞান যাহা গুরুশিষ্যের প্রয়োজনীয়তা তাহাও কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপাসকস্য পুরুষস্য সংস্থানং সম্যক্প্রকারেণ কীদৃশী স্থিতিস্তত্ত্বং বা। তথা উপাস্যস্য পরস্য পরমেশ্বরস্য চ স্বরূপম্। তথা উপাসনায়াশ্চ জ্ঞানং নৈগমং নিগমোক্তং যদ্গুরুশিষ্যয়োঃ প্রয়োজনং মত্তঃ সকাশাৎ শিষ্যোঽয়ং জানাতু গুরুতঃ সকাশাদহং ভক্তিং জানীয়ামিত্যেতল্লক্ষণম্। তস্য নিমিত্তানি সৎসঙ্গাদীনি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষস্য'—উপাসক যে জীব, তাহার 'সংস্থানং'—সম্যক্ প্রকারে কিরূপ স্থিতি, অথবা তাহার তত্ত্ব কিরূপ? এবং উপাস্য যে পরমেশ্বর, তাঁহারই বা স্বরূপ কি প্রকার? সেইরূপ উপাসনার যে 'নৈগমং জ্ঞানং'—নিগমোক্ত অর্থাৎ উপনিষৎকথিত জ্ঞান, যাহা শ্রীগুরুদেব ও শিষ্য উভয়েরই প্রয়োজন— অর্থাৎ আমার নিকট হইতে এই শিষ্য জানুক এবং শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আমি ভক্তি জানিতে পারিব—এইরূপ এবং তাহার নিমিত্ত সৎসঙ্গ প্রভৃতি, (তাহাও আপনি বলুন) ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—মুণ্ডক ১।২।১২১—তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

ছান্দোগ্য ৬।১৪।৩ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"

শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩—যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

ভাঃ ৭।৫।৩০ এবং ৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভাঃ ১১।৩।২১—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘ সূরিভিঃ।
স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ (নিষ্পাপ), সূরিভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) প্রোক্তানি (কথিতানি) তস্য (জ্ঞানস্য) ইহ নিমিত্তানি (সাধনানি) চ (তথা) পুংসাং জ্ঞানং ভক্তিঃ বৈরাগ্যং এব চ স্বতঃ (গুরুং বিনা স্বভাবতঃ) কুতঃ (কস্মাৎ ভবতি ? এতচ্চ ব্রূহি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ, সদ্গুরুর আনুগত্য ব্যতীত পুরুষদিগের নিজ হইতে জ্ঞান বৈরাগ্য বা ভক্তি কিছুই হইতে পারে না, অতএব নিরপরাধ বিজ্ঞ ভক্তগণ পরতত্ত্বজ্ঞানের যে সকল সাধন বলিয়াছেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনঘ, সূরিভির্নিরপরাধ-বিজ্ঞভক্তৈঃ গুরুং বিনৈতন্ন ভবতীত্যাহ—স্বত ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে অনঘ! (নিষ্পাপ!), 'সূরিভিঃ প্রোক্তানি'—নিরপরাধ বিজ্ঞ ভক্তগণের দ্বারা কথিত (সেই সাধনসকলের উপদেশ) শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত কখনই লাভ করিতে পারা যায় না, ইহাই বলিতেছেন—'স্বতঃ' ইতি, অর্থাৎ আপনা আপনি (জ্ঞান বা ভক্তি অথবা বৈরাগ্য কিছুই লাভ করিতে পারে না) ॥ ৩৯ ॥

এতান্ মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্ হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া।
ব্রূহি মেঽজ্ঞস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অজয়া (অবিদ্যয়া) নষ্টচক্ষুষঃ (বিনষ্টজ্ঞান-দৃষ্টেঃ) অজ্ঞস্য মে মিত্রত্বাৎ (বন্ধুভাবাৎ) হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া (চরিতানি জ্ঞাতুমিচ্ছয়া) পৃচ্ছতঃ মে (মম সমীপে) এতান্ প্রশ্নান্ ব্রূহি (সম্যক্ কথয়) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আমি অবিদ্যাগ্রস্ত, অতএব অজ্ঞানান্ধ, সুতরাং শ্রীহরির লীলাবলী জানিতে বাসনা করিয়া বন্ধুভাবে আপনার নিকট এই সকল প্রশ্ন করিলাম, কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকলের উত্তর প্রদান করুন্ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি নানাবিধাঃ প্রশ্না এতাবন্তঃ কথং কৃতাস্তত্রাহ—হরেঃ কর্ম্ম পরিচর্য্যাদিকং তস্য বিবিৎসয়া প্রাপ্তীচ্ছয়া এব এতান্মম প্রশ্নান্ ব্রূহি সর্ব্বজিজ্ঞাসিতসিদ্ধৌ সত্যামেব ভগবৎপরিচর্য্যায়াম্ মনোঽন্যনিরপেক্ষমেকাগ্রং ভবতি। মনস ঐকাগ্র্যে সত্যেব তৎপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। মে মহ্যং মামুদ্ধর্ত্তুমিতি মে পদস্য পৌনরুক্ত্যং ন শঙ্ক্যম্। মিত্রত্বাদিতি মিত্রায়াঃ পুত্রস্ত্বমপি মিত্রমেব সর্ব্বজগতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা

হইলে এই প্রকার নানাবিধ প্রশ্ন কিজন্য করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া'—শ্রীহরির পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম, তাহার 'বিবিৎসয়া' অর্থাৎ প্রাপ্তির ইচ্ছায় এই সকল আমার প্রশ্ন, (তাহার উত্তর) আপনি বলুন। সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সিদ্ধি হইলেও, শ্রীভগবানের 'পরিচর্য্যায়াম্'—পরিচর্য্যাতে মন অন্যনিরপেক্ষ ও একাগ্র হয়, মনের একাগ্রতা হইলেই তাঁহার প্রাপ্তি হয়, এই ভাব। 'মে মহ্যং'—আমাকে উদ্ধার করিতে, এখানে 'মে'—এই পদের পুনরুক্ত দোষের শঙ্কা করা উচিত নয়। (এই শ্লোকে প্রথম 'মে'—মম, সম্বন্ধে ষষ্ঠী, আমার প্রশ্নসকল, পরের 'মে—মহ্যং'—উদ্ধর্ত্তুং, উদ্ধার করিতে এই তুমুন্ প্রত্যয় উহ্য থাকায় চতুর্থী স্থানে—(উভয়ত্র) বৈকল্পিক মে পদের প্রয়োগ হইয়াছে। কাজেই অন্বয়ভেদে পুনরুক্ত দোষ হয় নাই।) 'মিত্রত্বাৎ'—মিত্রার পুত্র তুমিও সর্ব্বজগতের মিত্রই, এই ভাব ॥ ৪০ ॥

তথ্য—ভাঃ ১০।৩১।১০—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপোদানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ (নিষ্পাপ), জীবাভয়প্রদানস্য (তত্ত্বোপদেশেন জীবানাং ভয়মূলাহবিদ্যানাশনস্য) সর্ব্বে বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ তপোদানানি চ কলাম্ (অংশম্) অপি ন কুর্ব্বীরন্ (ন অর্হন্তি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ, তত্ত্বোপদেশদ্বারা জীবের প্রতি অভয়দানের একাংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার তুলনা করিতে নাই ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমিদং মদুদ্ধারার্থমেব অপি তু ভবতোহপি পুণ্যযশো লাভার্থমিত্যাহ—সর্ব্বে ইতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল আমার উদ্ধারের নিমিত্তই (যে তুমি তত্ত্বোপদেশ করিবে, তাহা) নহে, কিন্তু তোমারও পুণ্যযশ লাভ হইবে, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বে' ইতি, (অর্থাৎ সমস্ত বেদ, সকল যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান—এই সকল কার্য্য তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জীবের প্রতি অভয়দানের একাংশেরও তুল্য হয় না।) ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ
কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং
সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। কুরুপ্রধানেন (বিদুরেণ) আপৃষ্টপুরাণকল্পঃ (পুরাণে কল্পতে প্রকাশতে ইতি পুরাণ কল্পঃ, বুভুৎসিতঃ অর্থঃ আপৃষ্টঃ জিজ্ঞাসিতঃ চাসৌ পুরাণ কল্পঃ চেতি) সঃ মুনিপ্রধানঃ (মৈত্রেয়ঃ) ভগবৎকথায়াং ইত্থং (অনেন প্রকারেণ) সঞ্চোদিতঃ (শ্রীহরেঃ গুণানুবাদে প্রণোদিতঃ) প্রবৃদ্ধহর্ষঃ (পরমানন্দিতঃ সন্) প্রহসন্নিব তং (বিদুরম্) আহ (উবাচ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ, কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে পুরাণবিৎ মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ভগবানের গুণকথায়-সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সহাস্যবদনে বিদুরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরাণেষু পুরাণতাৎপর্য্যেষু কল্পতে ব্যাখ্যানসমর্থো ভবতীতি পুরাণকল্পঃ। আপৃষ্টশ্চাসৌ পুরাণকল্পশ্চেতি সঃ। প্রহসন্নিবেতি বস্তুতস্তু হর্ষোত্থস্মিতবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে সপ্তমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ইত্যাদি সমাপ্ত।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরাণকল্পঃ'—যিনি পুরাণের তাৎপর্য্যবিষয়ে ব্যাখ্যানে সমর্থ, তিনি পুরাণ-কল্প। 'আপৃষ্ট-পুরাণকল্পঃ'—আপৃষ্ট অর্থাৎ যিনি জিজ্ঞাসিত ও পুরাণকল্প, তিনি (মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়)। 'প্রহসন্নিব'—হাস্য করিতে করিতে যেন, বস্তুতঃ কিন্তু আনন্দোত্থিত স্মিত (মৃদুমন্দ) হাস্যবিশিষ্ট, এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

ইতি ভক্তমানসের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সৎসেবনীয়ো বত পুরুবংশো
যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং
পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

অষ্টমাধ্যায়ে গর্ভোদকশায়ীর নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া ঐ পুরুষকে জানিতে না পারায় জলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তপস্যাদ্বারা তদীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করিলেন।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট কুরুবংশের পবিত্রতা প্রতিপাদন করিয়া জীবের শোকদুঃখমোহ নিবারণকারী ভগবৎকীর্ত্তিত ভাগবত কীর্ত্তন করেন। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ সনৎকুমারকে ভাগবত বলিয়াছেন, সনৎকুমার পরমহংসশ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনিকে, সাংখ্যায়ন ঋষি আবার তদনুগত পরাশর ঋষি ও সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ পবিত্র পুরাণ উপদেশ করেন। পরাশর পুলস্ত মুনির উক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাবান্ মৈত্রেয়কে এই আদিপুরাণ ভাগবত বলেন। মৈত্রেয় আবার বিদুরকে সেই ভাগবত শ্রবণ করান। যখন প্রলয়-জলধিজলে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভিকমল হইতে স্বয়ংই বেদময় ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন; তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভু বলেন। ব্রহ্মা তখন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে গ্রীবা ফিরাইলেন; তাঁহার চারিদিকে চারিটী মুখ হইল। ব্রহ্মা যে পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেই পদ্মের তত্ত্ব, লোকের স্বরূপতত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া পদ্মনালের ছিদ্রমধ্যস্থ পথদ্বারা তিনি জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু যখন সেই পদ্মের আধারভূত নারায়ণের নাভিদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াও অন্বেষণ করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন আবার স্বীয় স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক সংযতচিত্তে শতবৎসরকাল ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে হৃদয়মধ্যে এক পরম-শোভনীয় ভক্তবৎসল পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তখন রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা লোকসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া নাভিসরোবরজাত পদ্ম, আত্মা, প্রলয়কালীন বায়ু, জল ও আকাশ এই পঞ্চাবয়ব অবলোকন করিলেন এবং সৃষ্টি-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ। বত (অহো) সৎসেবনীয়ঃ (সতাং সেবিতুং যোগ্যঃ) অয়ং পুরুবংশঃ যৎ (যস্মাৎ) ইহ (অস্মিন্ বংশে) ভগবৎ-প্রধানঃ (ভগবান্ এব প্রধানভূতঃ যস্য সঃ) লোক-

পালঃ (যমঃ ধৰ্ম্মরাজঃ ত্বং) বভূবিথ (জাতোঽসি) (তথা) অভীক্ষ্ণং (প্রতিক্ষণং) পদে পদে অজিত-কীৰ্ত্তিমালাং (হরেঃ লীলাবলীং) নূতনয়সি (নবীনাং করোষি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুর, পুরুবংশ অতি পবিত্র—সাধুদিগের সেবনীয়, যেহেতু পরমভাগবত লোকপাল যমরাজ আপনিও এই বংশে উদ্ভূত হইয়াছেন। আপনি অজিত শ্রীভগবানের কীৰ্ত্তিসমূহ প্রতিক্ষণে নবনবায়মানভাবে আস্বাদনযোগ্য করিতেছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে শ্রীহরের্নাভিপদ্মোদ্ভূতশ্চতুর্ম্মুখঃ।
অন্বেষণাদ্বিরম্যাপ্ত-সমাধিস্তমবৈক্ষত ॥

ভো বিদুর, তাং চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ইত্যাদিনা স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসামিত্যাদিনা চ ত্বং মৎসঙ্গং প্রার্থয়সে। মন্মতে তু সাক্ষাত্তব সঙ্গঃ পরমদুর্ল্লভঃ কেন মহাসুকৃতিচূড়ামণিনা লভ্যতাম্। ত্বৎপ্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গবত্যপি জনে সেব্যমানে হরৌ ভক্তিঃ স্যাদিতি বিদুরং স্তুবন্নভিনন্দতি। বত অহো তয়াস্মজ্জন্মার্থমঙ্গীকৃতঃ। পুরুবংশোঽপি সতাং সেবিতুং যোগ্যঃ কৃতঃ যদ্যত্র ত্বং বভূবিথ জাতোঽসি। কথম্ভূতঃ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎসু মতভেদেনোপাস্য-স্বরূপেষু ত্রিষু মধ্যে ভগবানেব প্রধানভূতো যস্য সঃ। ইহ ভগবদুপাসকেষ্বপি মধ্যে অজিতকীৰ্ত্তিমালাং অভীক্ষ্ণং প্রতিক্ষণমেব পদে পদে প্রতিসুপ্তিঙন্তমেব প্রতিবাক্যমেব প্রতিশ্লোকমেব প্রতিপ্রকরণমেব নূতনয়সি কীৰ্ত্তিমালামিমাং স্বরসনাসূচ্যা কেবলং গ্রথ্নাম্যেব। ত্বং পুনরেনামতিস্নিগ্ধানুরাগিস্বকর্ণমনঃ-সংপুটান্তর্নিধায় নিত্যনবীনীকরোষীতি ত্বন্মাহাত্ম্যমনির্ব্বাচ্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীহরির নাভিপদ্মোদ্ভূত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অন্বেষণ হইতে বিরত হইয়া সমাধিলাভে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

ওহে বিদুর! 'সেই অপ্রতীতিও আপনাদের ন্যায় ভক্তজনের চরণসেবার দ্বারা অপনোদিত করিব' —ইত্যাদির দ্বারা, এবং 'শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আপনা আপনি জীবের কি প্রকারে জ্ঞান হইতে পারে?'—ইত্যাদির দ্বারা, তুমি আমার সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছ। কিন্তু আমার মতে সাক্ষাৎ তোমার সঙ্গ পরম দুর্ল্লভ, কোন্ মহাসুকৃতি-চূড়ামণি (মহাপুণ্যবান্ শ্রেষ্ঠ) ব্যক্তি উহা লাভ করিতে পারে? তোমার সম্বন্ধান্বিত জনের অনুগত ব্যক্তি সেবিত হইলেও শ্রীহরিতে ভক্তি হয়, এইরূপে বিদুরকে স্তুতিপূৰ্ব্বক অভিনন্দন করিতেছেন—'বত'—আশ্চর্য্যে, অহো! সেই সজ্জনের সেবার দ্বারা আমাদের ন্যায় জন্মলাভের নিমিত্ত তুমি স্বীকৃত হইয়াছ। পুরুবংশও সাধুগণের সেবার যোগ্য করিয়াছ, যেহেতু এই পুরুবংশে তুমি জন্ম লাভ করিয়াছ। তুমি কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবৎ-প্রধানঃ', ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—মতভেদে এই তিন প্রকার উপাস্য-স্বরূপের মধ্যে ভগবানই যাঁহার প্রধানভূত, সেই তুমি। ভগবানের উপাসকগণেরও মধ্যে, 'অজিত-কীৰ্ত্তিমালাং' —অজিত যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কীৰ্ত্তিসমূহ, 'অভীক্ষ্ণং' —প্রতিক্ষণেই, 'পদে পদে', অর্থাৎ প্রতি সুবন্ত, তিঙন্ত প্রত্যয়ই, প্রতিবাক্যই, প্রতিশ্লোকই, প্রতিপ্রকরণই 'নূতনয়সি'—তুমি নিত্য নবনবায়মান করিতেছ, এই কীৰ্ত্তিমালাকে আমি নিজ রসনারূপ সূচীর দ্বারা কেবল গ্রন্থনই করি। তুমি পুনরায় এই মালাকে অতি স্নিগ্ধ ও অনুরাগবিশিষ্ট তোমার কর্ণ ও মনের সম্পুটের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া নিত্য-নবীন করিতেছ, এইরূপ তোমার মাহাত্ম্য অনির্বাচ্যই—এই ভাব ॥ ১ ॥

সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং
মহদ্গতানাং বিরমায় তস্য।
প্রবর্ত্তয়ে ভাগবতং পুরাণং
যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহং ক্ষুল্লসুখায় (অত্যল্প সুখায়) মহৎ দুঃখং গতানাং (প্রাপ্তানাং) নৃণাং তস্য (দুঃখস্য) বিরমায় (নিবৃত্তয়ে) ভাগবতং পুরাণং প্রবর্ত্তয়ে (প্রারভে যৎ পুরাণং) সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণঃ ঋষিভ্যঃ আহ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যে সকল মানব অল্প বিষয়সুখের জন্য মহাদুঃখে পতিত, তাহাদের দুঃখশান্তির নিমিত্ত আমি

এই ভাগবত-পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছি, স্বয়ং শ্রীভগবান্ সঙ্কর্ষণ এই পুরাণ সনৎকুমারাদি ঋষিগণকে কহিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বৎসর্ব্বপ্রশ্নোত্তরাণি শ্রীভাগবতে পুরাণ এবোপলভ্যন্ত ইতি তদ্ভাগ্যবিশেষমেব ত্বাং শ্রাবয়ামীত্যাহ—সঃ প্রসিদ্ধঃ পরাশরশিষ্যোঽহং ক্ষুল্লসুখায় তুচ্ছবিষয়সুখার্থং দুঃখং নরকাদি তস্য দুঃখস্য। এতেন সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোক ইত্যত্র যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্ন ইতি ত্বদাদিমে প্রশ্নেঽপ্যেতদেব যুক্তমুত্তরং ভবতীত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি শ্রীভাগবত পুরাণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইজন্য সেই ভাগ্যবিশেষই তোমাকে শ্রবণ করাইব, ইহা বলিতেছেন—'সোঽহম্', সেই প্রসিদ্ধ, পরাশর মুনির শিষ্য আমি, 'ক্ষুল্লসুখায়'—তুচ্ছ বিষয় সুখের নিমিত্ত, নরকাদি মহৎ দুঃখ (প্রাপ্ত নরগণের) 'তস্য'—সেই দুঃখের ('বিরমায়'—নিবৃত্তির জন্য ভাগবত পুরাণ আরম্ভ করিতেছি)। ইহার দ্বারা 'সুখের নিমিত্ত লোকসকল কর্ম্ম করে' এবং 'এই সংসারে আমাদের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা সর্ব্বজ্ঞ আপনি বলুন' —এই (পঞ্চম অধ্যায়ে) তোমার প্রথম প্রশ্নেও ইহাই সঠিক উত্তর, ইহা বলা হইল ॥ ২ ॥

আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং
সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্ ।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য
কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—উর্ব্ব্যাং (পাতালতলে) আসীনম্ (উপবিষ্টম্) অকুণ্ঠসত্ত্বং (অপ্রতিহতজ্ঞানম্) আদ্যং দেবং ভগবন্তং সঙ্কর্ষণং অতঃ (সঙ্কর্ষণাৎ) পরস্য (শ্রীবাসুদেবস্য) তত্ত্বং (স্বরূপং) বিবিৎসবঃ (জিজ্ঞাসবঃ) কুমারমুখ্যাঃ (সনৎকুমারাদয়ঃ) মুনয়ঃ অন্বপৃচ্ছন্ (পৃষ্টবন্তঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কোন এক সময় সনৎকুমারপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পাতালতলে আসীন, অপ্রতিহতজ্ঞান আদিপুরুষ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের নিকট সঙ্কর্ষণপ্রভু বাসুদেবতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কোঽসৌ ভগবান্ কেভ্য ঋষিভ্য আহ, কথং ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—আসীনমিতি সপ্তভিঃ। অকুণ্ঠসত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপং অপ্রতিহতজ্ঞানং বা। অতঃ সঙ্কর্ষণাৎ পরস্য শ্রীবাসুদেবস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কে সেই ভগবান্, কোন্ কোন্ ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন, আপনি কি করিয়া তাহা লাভ করিলেন—ইত্যাদি প্রশ্নের অপেক্ষায় বলিতেছেন—'আসীনম্' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। 'অকুণ্ঠসত্ত্বম্'—যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, অথবা যাঁহার জ্ঞান অপ্রতিহত (সেই সঙ্কর্ষণদেব)। 'অতঃ'—এই সঙ্কর্ষণের নিকট হইতে, (অথবা এই সঙ্কর্ষণেরও যিনি পরতত্ত্ব, প্রভু) 'পরস্য তত্ত্বং'—শ্রীবাসুদেবের তত্ত্ব ॥ ৩ ॥

স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহুমানয়ন্তং
যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি ।
প্রত্যগ্‌ধৃতাক্ষাম্বুজকোষমীষ-
দুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্বম্ এব ধিষ্ণ্যং (সঙ্কর্ষণস্য আশ্রয়ং) যৎ বাসুদেবাভিধং (যং বাসুদেবসংজ্ঞং) আমনন্তি (পণ্ডিতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি, তং পরমানন্দরূপং ধ্যানপথেন অনুভূয়) বহুমানয়ন্তং (সর্ব্বোৎকর্ষেণ পূজয়ন্তং) বিবুধোদয়ায় (কৃপাবলোকনেন সনৎকুমারাদীনাম্ অভ্যুদয়ার্থং) প্রত্যগ্‌ধৃতাক্ষাম্বুজকোষং (প্রত্যগ্‌ধৃতম্ অন্তর্ম্মুখীকৃতং নেত্রাম্বুজমুকুলং) ঈষৎ (কিঞ্চিৎ) উন্মীলয়ন্তং সঙ্কর্ষণমন্বপৃচ্ছন্ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই সঙ্কর্ষণ-দেব, স্বীয় আশ্রয়স্বরূপ বিজ্ঞ কীর্ত্তিত বাসুদেবাখ্য পরমানন্দময়ের রূপ ধ্যান পথে অনুভব করিয়া বহুমাননপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতেছিলেন, কিন্তু সনৎকুমারাদি ঋষিবর্গের মঙ্গলের জন্য তিনি অন্তর্ম্মুখীকৃত নয়নকমলমুকুল ঈষৎ উন্মীলন করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তমেব বিশিনষ্টি—স্বমেব ধিষ্ণ্যং স্বীয়মাশ্রয়তত্ত্বং বহুমানয়ন্তং সর্ব্বোৎকর্ষেণ পূজয়ন্তং তদেব কিং তত্রাহ—যদিতি। প্রত্যগ্‌ধৃতমন্তর্ম্মুখীকৃত-

মিতি তদ্বাসুদেবস্বরূপানন্দানুভবার্থমিত্যর্থঃ। তদপি ঈষদিতি বিবুধানাং সনৎকুমারাদীনামভ্যুদয়ার্থম্ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সঙ্কর্ষণ দেবকেই বিশেষিত করিতেছেন—'স্বমেব ধিষ্ণ্যং'—নিজের আশ্রয়-তত্ত্বকে, 'বহুমানয়ন্তং'—সর্ব্বোৎকর্ষে পূজা করিতেছেন যিনি, (তাঁহাকে মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)। সেই আশ্রয়তত্ত্ব কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্ বাসুদেবাভিধং'—যাহা বাসুদেব-সংজ্ঞ (বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন)। 'প্রত্যগ্‌ধৃতম্'—সেই বাসুদেবের স্বরূপভূত আনন্দ অনুভবের নিমিত্ত, যিনি নয়নকমল-মুকুল অন্তর্ম্মুখী করিয়াছেন, এই অর্থ। তাহা হইলেও, 'ঈষদ্ ইতি'—সনৎকুমারাদি দেবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত (যিনি নয়নকমল ঈষৎ উন্মীলন করিলেন) ॥ ৪ ॥

মধ্ব—আধার আশ্রয়ো ধিষ্ণ্যং নিধানং চাভিধীয়তে। ইত্যভিধানম্ ॥ ৪ ॥

স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈ-
রুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্ ।
পদ্মং যদর্চ্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ
সপ্রেম নানাবলিভির্ব্বরার্থাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ চরণোপধানং (চরণৌ উপধীয়েতে যস্মিন্ পদ্মে তৎ) পদ্মং (পাদপীঠং) বরার্থাঃ (পতিকামাঃ) অহিরাজকন্যাঃ (নাগরাজকন্যকাঃ) সপ্রেম (প্রেমসহিতং যথা ভবতি তথা) নানাবলিভিঃ (বহুবিধোপহারৈঃ) অর্চ্চন্তি (অর্চ্চয়ন্তি পূজয়ন্তি), স্বর্দ্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ (স্বর্দ্ধুন্যাঃ গঙ্গায়াঃ উদেন উদকেন আর্দ্রৈঃ সিক্তৈঃ) স্বজটাকলাপৈঃ (স্বীয়জটাজালৈঃ মুনয়ঃ তৎ পাদপীঠং) উপস্পৃশন্তঃ (নমন্তঃ অন্বপৃচ্ছন্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নাগরাজের কন্যাগণ পতিকামা হইয়া প্রেমভরে নানাবিধ উপহার প্রদানপূর্ব্বক যে পাদপদ্ম-পীঠের পূজা করিয়া থাকেন, (মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণার্থ সত্যলোক হইতে গঙ্গার মধ্য দিয়া পাতালে অবতীর্ণ হন, সেজন্য) গঙ্গাজলে আর্দ্র স্বীয় জটা-সমূহ দ্বারা মুনিগণ সঙ্কর্ষণের সেই পাদপীঠের প্রণাম-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মুনীন্ বিশিনষ্টি—সার্দ্ধেন। স্বর্দ্ধুন্যুদার্দ্রৈরিতি শ্রীভাগবতশ্রবণার্থং সত্যলোকাৎ পাতালং প্রত্যবতরন্তো নিরন্তরং গঙ্গামধ্যত এবাবতীর্ণা ইতি ভাবঃ। উপধানং উপবর্হম্। বরার্থাঃ পতিকামাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সনৎকুমারাদি মুনিগণের বর্ণনা করিতেছেন—সার্দ্ধ (দেড়টি) শ্লোকের দ্বারা। 'স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ' ইতি—স্বর্ধুনী বলিতে গঙ্গা, তাহার সলিলের দ্বারা সিক্ত হইয়াছে (জটাজাল যে মুনিগণের)। শ্রীভাগবত শ্রবণের নিমিত্ত সত্যলোক হইতে পাতালে অবতরণকালে নিরন্তর গঙ্গার মধ্য দিয়াই তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—এই ভাব। 'উপধানম্'—উপবর্হ, অর্থাৎ চরণ স্থাপনের জন্য পদ্মরূপ পাদপীঠ। 'বরার্থাঃ'—পতিকামাঃ, অর্থাৎ পতি লাভের কামনায় (নাগরাজের কন্যাকাগণ নানাবিধ উপহারের দ্বারা সেই সঙ্কর্ষণ দেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন) ॥ ৫ ॥

মুহুর্গৃণন্তো বচসানুরাগ-
স্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্‌জ্ঞাঃ ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেক-
প্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অনুরাগস্খলৎপদেন (অনুরাগেণ স্খলন্তি পদানি যস্মিন্ তেন) বচসা মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) অস্য (ভগবতঃ) কৃতানি (কর্ম্মাণি) গৃণন্তঃ (কীর্ত্তয়ন্তঃ) তজ্‌জ্ঞাঃ (তানি কৃতানি জানন্তি যে তে মুনয়ঃ) কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেকপ্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রং (কিরীটানাং সাহস্রে সহস্রে যে মণিপ্রবেকাঃ রত্নোত্তমাঃ তৈঃ প্রদ্যোতিতং উদ্দামফণানাং সহস্রং যস্য তং সঙ্কর্ষণম্) (অন্বপৃচ্ছন্ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই মুনিগণ শ্রীভগবানের লীলাবলী অবগত ছিলেন, অতএব তাঁহারা প্রেমভরে গদ্‌গদ্-বচনে তৎসমুদয় বারম্বার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভগবানের কিরীটসহস্রে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ খচিত রহিয়াছে, তাহার কিরণদ্বারা যাঁহার সুমহৎ সহস্র ফণা উদ্ভাসিত হইতেছিল, ঋষিগণ সেই সঙ্কর্ষণ-

দেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতানি কর্ম্মাণি গৃণন্তঃ কেন অনুরাগেণ স্খলন্তি পদানি যস্মিন্ তেন বচসা তানি জানন্তীতি তজ্জ্ঞা ইতি স্বামিচরণাঃ। কৃতানি লীলাঃ। সহস্রমেব সাহস্রং তত্র মণিপ্রবেকৈঃ রত্নমুখ্যৈঃ। মুখ্য-বর্য্যবরেণ্যাশ্চ প্রবেকানুত্তমোত্তমা ইত্যমরঃ। অপৃচ্ছন্নিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতানি গৃণন্তঃ'—ভগবানের কর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিতে করিতে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'অনুরাগ-স্খলৎপদেন বচসা' —অনুরাগ বশতঃ পদসমূহ স্খলিত হইতেছে যাহাতে, তাদৃশ (অর্থাৎ গদ্‌গদ) বাক্যে। 'তজ্জ্ঞাঃ'—বলিতে সেই সকল (ভগবানের লীলাবলী) যাঁহারা জানেন —ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা। 'কৃতানি'—বলিতে লীলাসমূহ। 'কিরীট-সাহস্রমণি-প্রবেক'—সহস্রই সাহস্র, সেই কিরীট-সহস্রে শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের দ্বারা। প্রবেক শব্দের অর্থ মুখ্য, অমরকোষ অভিধানে উক্ত আছে—'মুখ্য, বর্য্য, বরেণ্য, প্রবেক, অনুত্তম (অতুলনীয়) ও উত্তম'—এইগুলি প্রবেকশব্দের পর্য্যায়বাচী শব্দ। 'অপৃচ্ছন্'—অর্থাৎ ঋষিগণ সেই সঙ্কর্ষণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ৬ ॥

প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন
নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় তেন।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ
সাংখ্যায়নায়াঙ্গ ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে বিদুর), এতৎ (ভাগবতং) ভগবত্তমেন তেন (সঙ্কর্ষণেন) নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় (নিষ্কামভক্তিযুক্তায়) সনৎকুমারায় কিল প্রোক্তম্। সঃ চ (সনৎকুমারঃ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) ধৃতব্রতায় (যতচিত্তায়) সাংখ্যায়নায় (তন্নাম-মুনয়ে) আহ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব এই ভাগবত-পুরাণ নিবৃত্তিনিরত সনৎকুমার মুনির নিকট কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর সেই সনৎকুমার জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রতযাজী 'সাংখ্যায়ন'-নামক ঋষিকে শ্রবণ করাইলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেন সঙ্কর্ষণেন সনৎকুমারায় ভগবত্তমেনেতি স্বার্থে তমপ্; যদ্বা, জগদুৎপত্ত্যাদি-জ্ঞানবৎসু ভগবৎসু শ্রেষ্ঠেন ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'—সেই সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক। 'সনৎকুমারায়'—সনৎকুমারকে, অর্থাৎ সঙ্কর্ষণদেব সনৎকুমারকে এই ভাগবত কীর্ত্তন করেন। 'ভগবত্তমেন'—এখানে স্বার্থে তমপ্ প্রত্যয় হইয়াছে, ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্টগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক। অথবা জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির জ্ঞানযুক্ত ভগবদ্‌গণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক ॥ ৭ ॥

সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো
বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্‌গুরবেঽন্বিতায়
পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পারমহংস্যমুখ্যঃ (পরমহংসানাং ধর্ম্মে প্রধানঃ) সঃ সাংখ্যায়নঃ ভগবদবিভূতীঃ (ভগবতঃ বিক্রমান্) বিবক্ষমাণঃ (বক্তুমিচ্ছুঃ সন্) অন্বিতায় (অনুগতায়) অস্মদ্‌গুরবে পরাশরায় বৃহস্পতেশ্চ (বৃহস্পতয়ে অপি) জগাদ (কথয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পরমহংসশ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনি ভগবানের ঐশ্বর্য্যবর্ণনে ইচ্ছুক হইয়া আমাদের গুরুদেব একান্ত অনুগত পরাশর মুনিকে এবং পরে বৃহস্পতিকেও বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহস্পতের্বৃহস্পতয়ে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহস্পতেঃ—বৃহস্পতয়ে', অর্থাৎ বৃহস্পতিকেও বলিয়াছিলেন। (এখানে চতুর্থীর স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৮ ॥

প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো
মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্।
সোঽহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস
শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ দয়ালুঃ মুনিঃ (পরমকারুণিকঃ পরাশরঃ) পুলস্ত্যেন (সন্ততিরক্ষণাৎ তুষ্টেন সতা)

উক্তঃ (পুরাণবক্তা ভবেতি দত্তবরঃ) আদ্যং পুরাণং (ভাগবতং) মহ্যং প্রোবাচ (কথয়ামাস), (হে) বৎস, সঃ অহং শ্রদ্ধালবে (শ্রদ্ধাযুক্তায়) নিত্যমনুব্রতায় (সদা অনুগতায়) তব (তুভ্যম্) এতৎ পুরাণং কথয়ামি (আচক্ষে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পরমকারুণিক মহর্ষি পরাশর পুলস্ত্যের বরপ্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট এই সনাতন ভাগবত-পুরাণ বর্ণন করেন। হে বৎস, তুমি অতি শ্রদ্ধাবান্ এবং আমার নিত্য অনুগত। অতএব আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—স পরাশরঃ পুলস্ত্যেনোক্ত ইত্যত্রেয়ং কথা পিতরং রাক্ষসভক্ষিতং শ্রুত্বা পরাশরো রাক্ষসসত্রে প্রবৃত্তো বশিষ্ঠবচনান্নিবৃত্তস্ততঃ পুলস্ত্যেন স্বসন্ততিরক্ষণাৎ তুষ্টেন বরো দত্তঃ পুরাণপ্রবক্তা ভবেতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই পরাশর, 'পুলস্ত্যেন উক্তঃ'—পুলস্ত্য মুনির দ্বারা উক্ত (অর্থাৎ বর প্রাপ্ত) হইয়া, (কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই ভাগবত পুরাণ বলেন)। এই বিষয়ে একটি পৌরাণিক কথা আছে—পিতা রাক্ষস-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া পরাশর রাক্ষসকুলের বিনাশের জন্য একটি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, পরে (পিতামহ) বশিষ্ঠের বাক্যে তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। তারপর পুলস্ত্য মুনি নিজ সন্ততি (বংশ) রক্ষণের জন্য তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন—'তুমি পুরাণ-বক্তা হও' ॥ ৯ ॥

উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীদ্-
যন্নিদ্রয়ামীলিতদৃঙ্ন্যমীলয়ৎ।
অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ
কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ নিরীহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং বিশ্বম্ উদাপ্লুতং (একার্ণবোদকে-নিমগ্নং) যৎ (যদা) আসীৎ তদা অমীলিতদৃক্ (অতিরোহিত-চিচ্ছক্তিঃ এব) অহীন্দ্রতল্পেঽধিশায়িনঃ (অনন্তশয়নে শয়ানঃ শ্রীনারায়ণঃ) স্বাত্মরতৌ (স্বরূপানন্দে) কৃতক্ষণঃ (কৃতোৎসবঃ) (অতএব) নিরীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ সন্) একঃ (একঃ এব) ন্যমীলয়ৎ (নেত্রে নিমীলিতবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যখন এই বিশ্ব প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন ছিল, তখন অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্ব-স্বরূপ-শক্তির সহিত (মায়াতে ঈক্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক) স্বরূপানন্দে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্টভাবে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন ॥১০॥

বিশ্বনাথ—তদেবং শ্রীভাগবতস্য সঙ্কর্ষণাৎ সংপ্রদায়-প্রবৃত্তিং প্রদর্শ্য তৎকথামারভতে। উদাপ্লুতং একার্ণবোদকনিমগ্নমেব তদা আসীৎ। কদা?—যদ্যদা নৈমিত্তিকপ্রলয়ে অমীলিতদৃক্ অতিরোহিত-চিচ্ছক্তিরেব গর্ভোদশায়ী শ্রীনারায়ণো নেত্রে নিমীলিতবানিত্যর্থঃ। তল্পে ইত্যার্ষম্। স্বাত্মভিঃ স্বরূপশক্তিভিঃ সহ রতৌ রমণে কৃতোৎসবঃ। নিরীহঃ ত্যক্তমায়েক্ষণঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীসঙ্কর্ষণ হইতে সম্প্রদায়প্রবৃত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহার (শ্রীভাগবতের) কথা আরম্ভ করিতেছেন—'উদাপ্লুতং'—সলিলে আপ্লুত, অর্থাৎ তৎকালে এই বিশ্ব একার্ণব সলিলে নিমগ্নই ছিল। কখন? তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্'—যখন, নৈমিত্তিক প্রলয়কালে। 'অমীলিতদৃক্'—মিলিত (বন্ধ) হয় নাই দৃষ্টি যাঁহার, চিচ্ছক্তি তিরোহিত না করিয়াই (অর্থাৎ চিচ্ছক্তিযুক্ত হইয়াই) গর্ভোদশায়ী শ্রীনারায়ণ নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন; এই অর্থ। 'তল্পে'—ইহা আর্ষ-প্রয়োগ। (অধিশয়ানঃ—এখানে অধি পূর্ব্বক শী-ধাতুর যোগে আধারস্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল, 'অধি-শীঙ্-স্থানাং কর্ম্ম'—এই সূত্র অনুসারে।) 'স্বাত্মরতৌ কৃতক্ষণঃ'—নিজের স্বরূপশক্তিগণের সহিত রমণ-বিষয়ে যিনি উৎসব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ স্বরূপভূত আনন্দে যিনি মগ্ন রহিয়াছিলেন। 'নিরীহঃ'—নিশ্চেষ্ট, অর্থাৎ তৎকালে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ যিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

তথ্য—মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি। শক্তির পুত্রই পরাশর। মুনিবর শক্তি রাক্ষসরূপী কল্মষপাদকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিলেন। পিতাকে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছে শুনিয়া পরাশর রাক্ষস-সত্র করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পরাশর মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। পিতামহ মহর্ষি বশিষ্ঠের নির্দ্দেশ মত পরাশর এই রাক্ষস-সত্র সাধনের অধ্যবসায় হইতে বিরত হন। পুলস্ত্য ও স্বীয় সন্ততি-

বর্গের রক্ষা হইল বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পরাশরকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন—'হে পরাশর, তুমি প্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা হইবে।' পরাশর পুলস্ত্যের নিকট হইতে যে পুরাণকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই আবার মৈত্রেয় মুনির নিকট কীর্ত্তন করেন, মৈত্রেয় উহা বিদুরকে বলেন ॥ ১০ ॥

———

সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ
কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে
যথানলো দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তঃশরীরে (শরীরমধ্যে) অর্পিতভূত-সূক্ষ্মঃ (অর্পিতানি ভূতসূক্ষ্মাণি ভবজীবানাং সূক্ষ্ম-শরীরাণি যেন সঃ) সঃ (ভগবান্) কালাত্মিকাং শক্তিং উদীরয়াণঃ (পুনঃ সৃষ্ট্যবসরে প্রবোধনার্থং প্রেরয়ন্ সন্) স্বে পদে (অধিষ্ঠানে) তস্মিন্ সলিলে (একার্ণবোদকে) দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ (কাষ্ঠান্তর্নিহিত-তেজস্কঃ) অনলঃ যথা (ইব) উবাস (তস্থৌ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তিনি নিজশরীরমধ্যে ত্রিভুবনস্থ জীব-বৃন্দের সূক্ষ্মশরীরসকল নিহিত করিয়া অবস্থান করি-লেও পুনর্ব্বার সৃষ্টির সময়ে প্রবোধনার্থ স্বীয় কাল-শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তখন তিনি কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থ অগ্নির ন্যায় নিরুদ্ধবীর্য্য হইয়া স্বীয় অধিষ্ঠান একার্ণবোদক মধ্যে বাস করিয়াছিলেন ॥১১

বিশ্বনাথ—ননু ত্রৈলোক্যগতানাং জীবানাং তদা কা বার্ত্তেত্যত আহ—অন্তঃশরীরে স্বশরীরমধ্য এব অর্পিতানি ভূতসূক্ষ্মানি ত্রৈলোক্যগত-দেবমনুষ্যাদি-সূক্ষ্মশরীরাণি যেন সঃ। কেন প্রকারেণেত্যত আহ—কালাত্মিকাং কালরূপাং স্বশক্তিং উদীরয়ন্ প্রেরয়ন্ তদিচ্ছাবশাৎ প্রলয়ারম্ভকালেনৈব ত্রিলোকস্থানাং সর্ব্বেষাং স্থূলশরীরাণি ধ্বংসয়িত্বা লিঙ্গশরীরাণি ভগবদন্তঃশরীরে অর্পিতানি যান্যেব সমষ্টিলিঙ্গ-শরীরমাহুরিত্যর্থঃ। এবম্ভূতঃ স স্বে পদে পাতাল-তলে স্বস্থানে সলিলে একার্ণবোদকপ্লুতেঽপি জলস্তম্ভন-শক্ত্যা উবাস। ততশ্চ মহর্লোকাদিবাসিনাং দৃষ্ট্য-বিষয়ত্বে তস্য দৃষ্টান্তঃ যথানল ইতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ত্রিভুবনস্থিত জীব-গণের তখন কি বার্ত্তা, অর্থাৎ তখন তাহারা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন? ইহাতে বলিতেছেন—'অন্তঃশরীরে'—নিজ শরীরের মধ্যেই, 'অর্পিত-ভূত-সূক্ষ্মঃ'—ত্রিলোকস্থিত দেব, মনুষ্য প্রভৃতির সূক্ষ্ম-শরীরসকল যিনি অর্পণ (নিহিত) করিয়াছেন। কি প্রকারে অর্পণ করিয়াছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'কালাত্মিকাং শক্তিং উদীরয়ন্', কালরূপা নিজশক্তিকে প্রেরণ করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ প্রলয়ের আরম্ভকালের শক্তির দ্বারা ত্রিলোকস্থিত সকলের স্থূল শরীরসমূহ ধ্বংস করাইয়া, তাহাদের লিঙ্গ শরীর-সকল শ্রীভগবানের শরীরের অভ্যন্তরে অর্পিত (স্থাপিত) হয়, যাহাদিগকে পণ্ডিতগণ সমষ্টিলিঙ্গশরীর বলিয়া থাকেন—এই অর্থ। এইরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণদেব পাতাল-তলে নিজ অধিষ্ঠানে একার্ণব-সলিল-মধ্যে জলস্তম্ভন শক্তিতে বাস করিতেছিলেন। তারপর মহর্লোকাদিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের দৃষ্টির অবিষয়ত্বে দৃষ্টান্ত—'যথা অনলঃ' ইতি (অর্থাৎ অনল যেমন কাষ্ঠ মধ্যে রুদ্ধশক্তি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বাহ্যবৃত্তিশূন্য হইয়া সঙ্কর্ষণদেব আপনার অধিষ্ঠানরূপ পাতালস্থ জলের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন) ॥ ১১ ॥

———

চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রমপ্সু
স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্রো
লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ভগবান্) চতুর্যুগানাং সহস্রং চ (যাবৎ) স্বয়া (চিচ্ছক্ত্যা সহ বর্ত্তমানঃ এব যোগনিদ্রয়া) অপ্সু স্বপন উদীরিতয়া (পূর্ব্বমেব প্রবোধনার্থং নিযুক্তয়া) কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা (স্বকাল-শক্ত্যা) আসাদিত-কর্ম্মতন্ত্রঃ (আসাদিতং প্রাপিতং কর্ম্মতন্ত্রং ক্রিয়াকলাপো যস্য সঃ) স্বদেহে লোকান্ (ভুবনানি) অপীতান্ (লীনান্) দদৃশে (অপশ্যৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি চতুর্যুগ সহস্রকাল ব্যাপিয়া স্বীয় চিচ্ছক্তির সহিত যোগনিদ্রায় জলে শয়নানন্তর প্রলয়-কালের অবসানে যাবতীয় ক্রিয়াসমূহ স্মরণপথে উদিত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব নিযুক্তা স্বীয় কালশক্তিদ্বারা

সমস্ত সৃষ্টিকর্ম্ম অন্তরে অবগত হইলেন এবং নিজদেহে চতুর্দ্দশ-ভুবন লীন রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কিয়ন্তং কালং স বিশশ্র মেত্যাহ —চতুরিতি। স্বয়া চিচ্ছক্ত্যা জাগ্রত্যা সহ জাগ্রদপি স্বপন্ মায়াশক্ত্যা শয়িতয়া সহ শয়ান এবেত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রলয়াবসানসময়ে স্বশক্ত্যা কালাখ্যয়া আসাদিতং ভোগাদ্যর্থং সংযোজিতং স্বান্তঃস্থিত-জীবেষু প্রতি স্বকর্ম্মতন্ত্রং যেন সঃ। ততশ্চ লোকানপি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানপি ইতান্ সূক্ষ্মরূপেণ স্বস্মিন্ প্রাপ্তান্ দদৃশে স্বশরীরান্নিষ্ক্রময়িতুমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ কতকাল তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রম্'—চতুর্যুগ সহস্র কাল ব্যাপিয়া। 'স্বয়া'—জাগ্রতা নিজ চিচ্ছক্তির সহিত জাগরিত থাকিলেও, 'স্বপন্'—নিদ্রিতা মায়াশক্তির সহিত শয়ানই ছিলেন, (অর্থাৎ নিজ জ্ঞানশক্তির সহিত যোগনিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন)—এই অর্থ। তারপর প্রলয়ের অবসান সময়ে, 'স্বশক্ত্যা'—কালরূপিণী নিজ শক্তির দ্বারা, 'আসাদিত-কর্ম্মতন্ত্রঃ'—ভোগাদির নিমিত্ত সংযোজিত (প্রাপিত) হইয়াছে স্বান্তঃস্থিত জীবগণের প্রতি তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ যাঁহা কর্ত্তৃক, (সেই ভগবান্ সঙ্কর্ষণ)। তারপর তিনি 'লোকানপি'—ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকলকে, 'ইতান্'—সূক্ষ্মরূপে নিজেতে প্রাপ্ত (অবস্থিত) দেখিলেন, অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টির জন্য নিজ শরীর হইতে নিষ্ক্রমণ (বাহির) করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের লক্ষ্য করিলেন—এই ভাব ॥ ১২ ॥

———

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে-
রন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ
সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেঃ (লোকসৃষ্ট্যর্থং অর্থসূক্ষ্মে সর্ব্বজীবলিঙ্গদেহে অভিনিবিষ্টা দৃষ্টিঃ যস্য তস্য) তস্য (নারায়ণস্য) অন্তর্গতঃ অর্থঃ (প্রাকৃতপদার্থবিশেষঃ) তনীয়ান্ (অতিসূক্ষ্মোঽপি) কালানুগতেন (কালানুসারিণা) রজসা গুণেন বিদ্ধঃ (ক্ষোভিতঃ সন্) সূষ্যন্ (প্রসোষ্যন্ উদ্ভবিষ্যন্) তদা নাভিদেশাৎ (শ্রীনারায়ণস্য নাভিদেশাৎ) অভিদ্যত (উদ্ভূতঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব্বজীবের লিঙ্গদেহে তাঁহার ঈক্ষণ অভিনিবিষ্ট ছিল; সেজন্য তদন্তর্গত অতিসূক্ষ্ম পদার্থসমূহও তখন কালানুসারে রজোগুণদ্বারা ক্ষোভিত হইয়া জগৎপ্রসবার্থ তদীয় নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তপোষন্যায়েনাহ—তস্য নারায়ণস্য অর্থসূক্ষ্মেষু সর্ব্বজীবলিঙ্গদেহেষু অভিনিবিষ্টা নিষ্কাসনেচ্ছয়া প্রবিষ্টা দৃষ্টির্যস্য তস্য তদন্তর্গত এবার্থঃ প্রাকৃতপদার্থবিশেষঃ তনীয়ানতিসূক্ষ্মোঽপি কালানুসারিণা রজসা গুণেন বিদ্ধঃ সংক্ষোভিতস্ততশ্চ সূষ্যন্ প্রসোষ্যন্ নাভিদেশাদুদভিদ্যত উদ্ধ্র্মুপসসর্প ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্তপোষ (উক্ত কথার সমর্থনরূপ) ন্যায়ের দ্বারা বলিতেছেন—'তস্য', সেই নারায়ণের, 'অর্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেঃ'—অর্থসূক্ষ্ম বলিতে সর্ব্বজীবের লিঙ্গদেহে অভিনিবিষ্ট অর্থাৎ নিষ্কাসনের ইচ্ছায় প্রবিষ্ট হইয়াছে দৃষ্টি যাঁহার। তাঁহার অন্তর্গতই অর্থ, অর্থাৎ তন্মধ্যে অবস্থিত প্রাকৃত পদার্থ-বিশেষ, তাহা অতি সূক্ষ্ম হইলেও কালানুসারী, 'রজসা'—রজো-গুণের দ্বারা বিদ্ধ অর্থাৎ সংক্ষোভিত হইল। তারপর উহা প্রকট হইবার জন্য নাভিদেশ হইতে উর্দ্ধে নির্গত হইল। (অর্থাৎ লোকসৃষ্টির নিমিত্ত যে সূক্ষ্মবস্তুতে নারায়ণের দৃষ্টি অভিনিবিষ্ট ছিল, তাহার অন্তর্গত সেই সূক্ষ্ম অর্থ (পদ্মকোষ) কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া জগৎ প্রসবার্থ তদীয় নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইল) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—উদকং বায়ুনা শুষ্কং ভিন্নং পদ্মমভূদ্ধরেরিতি পাদ্মে ॥ ১৩ ॥

———

স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ
কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং
বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মযোনিঃ (আত্মা শ্রীবিষ্ণুঃ যোনিঃ যস্য সঃ) সঃ (তনীয়ান্ অর্থ) কর্ম্মপ্রতিবোধনেন কালেন পদ্মকোষঃ (সন্) অর্কঃ (রবিঃ) ইব স্বরোচিষা (স্বপ্রভয়া) তৎ বিশালং সলিলং (একার্ণব-সলিলং) বিদ্যোতয়ন্ (প্রকাশয়ন্) সহসা উদতিষ্ঠৎ (আবির্ব্বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—জীবগণের অদৃষ্টপ্রকাশক কালকর্তৃক প্রেরিত সূক্ষ্ম পদার্থবিশেষ পদ্মকোষাকারে পরিণত হইল। উহা সূর্যের ন্যায় নিজকান্তিদ্বারা প্রলয়কালীন বিশাল জলরাশিকে উদ্ভাসিত করিয়া সহসা আবির্ভূত হইল। শ্রীবিষ্ণুই এই পদ্মকোষের উৎপত্তির কারণ ॥১৪

বিশ্বনাথ—স চার্থঃ কালেন পদ্মকোষঃ সন্নুদতিষ্ঠৎ প্রলয়মহার্ণবজলাদপ্যূর্দ্ধপ্রদেশে তস্থৌ কর্ম্মাণি জীবাদৃষ্টানি প্রতিবোধয়তীতি তেন আত্মা শ্রীবিষ্ণুর্যোনির্যস্য স অর্ক ইবেতি স্বপ্রভয়ৈব স ব্যকশদিতি তৎপ্রকাশনার্থমর্কান্তরাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই অতিসূক্ষ্ম পদার্থবিশেষ কালবশতঃ সহসা পদ্মকোষ হইয়া 'উদতিষ্ঠৎ', অর্থাৎ প্রলয়মহার্ণব জল হইতে উর্দ্ধপ্রদেশে অবস্থিত হইল। (কিরূপ কালের দ্বারা, তাহাতে বলিতেছেন) —'কর্ম্ম-প্রতিবোধিতেন'—কর্ম্ম বলিতে জীবের অদৃষ্টসমূহ, যাহার দ্বারা প্রতিবোধিত হয়। 'আত্ম-যোনিঃ'—আত্মা বলিতে শ্রীবিষ্ণু, তিনিই যোনি অর্থাৎ কারণ যাহার (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুই ঐ পদ্মকোষের উৎপত্তির মূল কারণ)। 'স অর্ক ইব'—ঐ পদ্ম-কোষ সূর্য্যের ন্যায় নিজ প্রভার দ্বারাই প্রকাশিত হইল, অর্থাৎ তাহার প্রকাশের জন্য অন্য কোন সূর্য্যের অপেক্ষা নাই, এই ভাব ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—আত্মা বিষ্ণুরস্য যোনিঃ ॥ ১৪ ॥

তথ্য—এই পদ্মকোষ নারায়ণের নাভি-কমল হইতে পৃথগ্‌রূপেই জাত ; কেননা, ইহা প্রাকৃত অর্থযুক্ত (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

———

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্ ।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—উ (ভো বিদুর), সর্ব্বগুণাবভাসং (সর্ব্বান্ গুণান্ ভোগ্যান্ অর্থান্ অবভাসয়তি যঃ তৎ) তৎ লোকপদ্মং (লোকাত্মকং পদ্মং) সঃ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ (প্রকর্ষেণ অলুপ্তশক্তিরেব অন্তর্য্যামিতয়া বিবেশ) তস্মিন্ (বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতে পদ্মে যঃ) স্বয়মেব বেদময়ঃ (বেদস্বরূপঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) বিধাতা (ব্রহ্মা) অভূৎ (আবির্ব্বভূব) যম্ (অদৃষ্টপিতৃকত্বেন পণ্ডিতাঃ) স্বয়ম্ভুবং বদন্তি স্ম ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, সেই লোকাত্মক পদ্মই জীব-ভোগ্য অর্থসমূহের (স্বর্গনরকাদির) প্রকাশক। গর্ভো-দশায়ী সেই বিষ্ণুই সশক্তিক অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত সেই পদ্ম হইতে যিনি স্বয়ংই বেদময়, সেই ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। স্বয়ং আবির্ভূত হওয়ায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'স্বয়ম্ভু' বলিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তল্লোকপদ্মং লোকাত্মকং বৈরাজমিত্যর্থঃ। উ ইতি সম্বোধনে। স এব প্রলয়ারম্ভে যস্যোদরমেব বৈরাজঃ সূক্ষ্মরূপেণ প্রাবিশৎ। প্রলয়ান্তে চ ততঃ পদ্মরূপেণাবির্ভূতঃ বৈরাজঃ স এব গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ স্বার্থে নিচ্ অন্তর্য্যামিত্বেন প্রবিবেশ। পদ্মং কীদৃশং ?—সর্ব্বেষাং গুণানাং গুণকার্য্যাণাং জীবভোগ্যানাং স্বর্গনরকাদীনাং অবভাসঃ প্রকাশো যত্র তৎ। তস্মিন্ পদ্মে বিধাতা ব্রহ্মা অভূৎ। কোঽসৌ ?—অদৃষ্টপিতৃকত্বেন যং স্বয়ম্ভুবং বদন্তি সঃ। প্রাক্কল্পান্তে নারায়ণেন সহ নিদ্রয়া একীভূত আসীৎ। তস্মিন্ প্রবুদ্ধে অতএব পদ্মদ্বারেণাভিব্যক্ত ইত্যর্থঃ। অত্র স্থূলো বৈরাজঃ সূক্ষ্মো হিরণ্য-গর্ভঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ইতি ব্রহ্মণ এব ত্রৈরূপ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'তল্লোকপদ্মং'—সেই লোকাত্মক পদ্ম, উহা বৈরাজ অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত ব্রহ্মার সমষ্টি শরীর—এই অর্থ। 'উ'—ইহা সম্বোধনে। (এখানে 'ওরামান্তানামনন্তানাং চাব্যয়নাং সর্ব্বেশ্বরে'—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের এই সূত্রানুযায়ী—সম্বোধনে 'উ' এই অব্যয়ের পর সন্ধি নিষেধ হইয়াছে।) সেই বৈরাজই (ব্রহ্মার সমষ্টি শরীররূপ লোকপদ্মই) যাহা প্রলয়ের আরম্ভে যাঁহার উদরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিয়াছিল এবং প্রল-

য়ের অন্তে তাহা হইতে পদ্মরূপে প্রকাশিত। সেই বৈরাজই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, তিনি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। 'প্রাবীবিশৎ'—ইহা স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয়, অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু (তাহাতে) অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন। কিরূপ পদ্ম? তাহাতে বলিতেছেন —'সর্ব্বগুণাবভাসং'—সমস্ত গুণের বলিতে গুণ-কার্য্যের অর্থাৎ জীবভোগ্য স্বর্গ, নরকাদির প্রকাশ যেখানে, সেই পদ্ম। সেই (বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত) পদ্মে 'বিধাতা' অর্থাৎ (সৃষ্টিকর্ত্তা) ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন। তিনি কে? তাহাতে বলিতেছেন—অদৃষ্ট-পিতৃকত্ব-হেতু (যাঁহার পিতাকে দেখা যায় না, এই জন্য) যাঁহাকে লোকে 'স্বয়ম্ভু'—বলিয়া থাকেন। পূর্ব্ব কল্পের অন্তে শ্রীনারায়ণের সহিত নিদ্রায় একীভূত ছিলেন, এখন সেই নারায়ণ জাগরিত হইলে, তিনিও পদ্মদ্বারে প্রকাশিত হইলেন—এই অর্থ। এখানে স্থূল বৈরাজ (ব্রহ্মার সমষ্টি শরীর), সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ এবং সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা)—ইহা ব্রহ্মারই 'ত্রৈরূপ্য'—ত্রিবিধ রূপ জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—পদ্মসংস্থাৎ হরেস্তত্র ব্রহ্মাজনি চতুর্ম্মুখ ইতি চ। সর্ব্বগুণাবভাসং পৃথিব্যাত্মকম্।

পৃথিব্যাং হি সর্ব্বে শব্দাদয়ো গুণাঽবভাসন্তে।
তস্যাসনবিধানার্থং পৃথিবী পদ্মমুচ্যতে॥

ইতি মোক্ষধর্ম্মে ॥ ১৫-১৬ ॥

তথ্য—সেই গর্ভোদকশায়ীই বিষ্ণুরূপ হইয়া (শ্রীজীব) ॥ ১৫ ॥

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া-
মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-
শ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং অম্ভোরুহকর্ণিকায়াং (কমল-কর্ণিকামধ্যে) অবস্থিতঃ সঃ চ (সঃ ব্রহ্মা) লোকম্ (দ্বিতীয়ং) অপশ্যমানঃ (অনবলোকয়ন্) ব্যোম্নি (আকাশে) বিবৃত্তনেত্রঃ (লোকনিরীক্ষণার্থং বিবৃত্তে বিচলিতে নেত্রে যস্য সঃ) পরিক্রমন্ (তত্রস্থ এব গ্রীবাং চালয়ন্) অনুদিশং (চতুর্দ্দিক্ষু) চত্বারি মুখানি লেভে (প্রাপ্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই স্থানে থাকিয়াই আকাশের চারিদিকে গ্রীবা ভ্রমণ করায় লোকনিরীক্ষণার্থ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। গ্রীবা সঞ্চালন করায় তখনই ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখ জাত হইল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরিক্রমন্ তত্রস্থ এব লোকনিরীক্ষণার্থং গ্রীবাং চালয়ন্ যুগপদেব দিক্‌চতুষ্টয়ে ব্যোম্নি নির্জ্জনত্বাদাকাশমাত্রে বিবৃত্তনেত্রঃ নিক্ষিপ্তদৃষ্টিঃ চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারি মুখানি লেভে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিক্রমন্'—ব্রহ্মা সেই পদ্মের উপর অবস্থিত হইয়াই অন্য লোককে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত গ্রীবাদেশ চালনা করিলেন এককালেই চারিটি দিকে, তারপর 'ব্যোম্নি'—নির্জ্জনত্ব-হেতু কেবলমাত্র আকাশেই, 'বিবৃত্তনেত্রঃ'—নিক্ষিপ্ত-দৃষ্টি হইয়া। 'অনুদিশং'—চারি দিকে চারিটি বদন লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

তস্মাদ্‌যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণ-
জলোর্ম্মিচক্রাৎ সলিলাদ্বিরূঢ়ম্।
অপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং
নাত্মানমদ্ধাঽবিদদাদিদেবঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—উ (অহো), আদিদেবঃ (সঃ ব্রহ্মা) যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ (যুগান্তশ্বসনঃ প্রলয়-বায়ুঃ তেন অবঘূর্ণং তত্র তত্র প্রকম্পিতং যৎ জলং তস্মাৎ সর্ব্বতঃ উর্ম্মিচক্রং তরঙ্গসমূহঃ যস্মিন্ তস্মাৎ) তস্মাৎ সলিলাৎ বিরূঢ়ং (উদ্‌গতং) কঞ্জং (পদ্মম্) অপাশ্রিতঃ (তত্রোপবিষ্টঃ অপি সাকল্যেন তৎ কঞ্জং) লোকতত্ত্বং আত্মানং (চ) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) ন অবিদৎ (জ্ঞাতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—প্রলয়বায়ুবেগপ্রকম্পিত ঘূর্ণাবর্ত্তযুক্ত জলরাশি হইতে যে পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছিল আদিদেব ব্রহ্মা তখন তাহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ পদ্মরূপ স্বীয় অধিষ্ঠানের সমুদয় তত্ত্ব, লোকতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলেন না ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—ভগবদ্দত্তয়ৈব শক্ত্যা ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিশক্তির্ন স্বত ইতি লোকেষু জ্ঞাপয়িতুং পূর্ব্বাভ্যস্তসৃষ্ট্যাদিশিল্পস্যাপি ব্রহ্মণো বিমোহনমাহ তস্মাৎ সলিলাৎ বিরূঢ়মুদ্‌গত কঞ্জং অপাশ্রিতঃ সন্ উ ইতি বিস্ময়ে লোকানাং তত্ত্বং আত্মতত্ত্বঞ্চ ন বিবেদ সলিলাৎ কথম্ভূতাৎ যুগান্তেত্যাদি যুগান্তশ্বসনঃ প্রলয়বায়ুঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের প্রদত্ত শক্তিতেই ব্রহ্মার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের শক্তি, কিন্তু নিজ হইতে নহে—ইহা জগতে জানাইবার জন্যই পূর্ব্বের (পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের) অভ্যস্ত সৃষ্ট্যাদি রচনারও ব্রহ্মার বিমোহন বলিতেছেন—'তস্মাৎ'—সেই সলিল হইতে 'বিরূঢ়ং কঞ্জং'—উদ্‌গত পদ্মকে আশ্রয় করিয়াও, অর্থাৎ সেই পদ্মের উপর উপবিষ্ট হইয়াও, উ—ইহা বিস্ময়ে, 'লোকতত্ত্বং'—লোকসমূহের তত্ত্ব এবং নিজের তত্ত্বও ব্রহ্মা জানিতে পারিলেন না। কি প্রকার সলিল হইতে? তাহাতে বলিতেছেন—'যুগান্ত' ইত্যাদি, যুগান্ত-শ্বসন বলিতে প্রলয়বায়ু ॥১৭॥

ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠে
এতৎ কুতো বাব্জমনন্যদপ্ সু।
অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনৈত-
দধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৌ অহং অব্জপৃষ্ঠে (কমলোপরিবর্ত্তে); এষঃ কঃ? অপ্সু (বারিণি) অনন্যৎ (একম্ এব) এতৎ অব্জং কুতঃ (কস্মাৎ) বা (জাতম্)? হি (নিশ্চিতং) ইহ অধস্তাৎ কিঞ্চন্ (কিমপি বস্তু) অস্তি যত্র এতৎ (কমলম্) অধিষ্ঠিতং (তেন অধস্তাৎ) সতা (বর্ত্তমানেন ময়া) নু (নিশ্চিতং) ভাব্যং (নিশ্চিতব্যম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—(ব্রহ্মার বিতর্ক বলিতেছেন) পদ্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট আমি কে? আর জলমধ্যে অদ্বিতীয় এই পদ্মই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? নিশ্চয়ই ইহার অধোভাগে কিছু থাকিবে, আর যাহাতে এই পদ্ম অধিষ্ঠিত সেই পদার্থ ইহার নিম্নে নিশ্চয়ই বিরাজিত আছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অবিদুষস্তস্য তর্কমাহ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠে এষ কঃ কুতঃ কস্মাদ্বা উত্থিতমেতদব্জং অনন্যদেকমেব, কিঞ্চ হি নিশ্চিতং, ইহ অধস্তাৎ কিঞ্চন বস্তু অস্তি, যত্র এতৎ পদ্মমধিষ্ঠিতম্, অতএব সতা সুধিয়া ময়া অনুভাব্যং তদনুভবিতুমর্হঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধ ইত্যমরঃ। স ইত্থমুদ্বীক্ষ্যেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণে তিষ্ঠন্ সোঽমন্যত। অস্তি বৈতদ্‌যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতীতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুঝিতে না পারায় ব্রহ্মার বিতর্ক বলিতেছেন—'কঃ এষ' ইত্যাদি। এই যে আমি পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থান করিতেছি, সেই আমি কে? 'কুতঃ'—কোথা হইতেই বা এই অদ্বিতীয় একটি মাত্রই পদ্ম উত্থিত হইয়াছে? আরও, নিশ্চয় ইহার অধোদেশে কোনও বস্তু রহিয়াছে, যেখানে এই পদ্ম অধিষ্ঠিত আছে—অতএব **সুধী** (সুবুদ্ধি-সম্পন্ন) আমার উহা অনুভবের যোগ্য। অমরকোষ অভিধানে 'সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ', ইহা সৎশব্দের পর্য্যায়বাচী শব্দরূপে উক্ত হইয়াছে। 'তিনি এইপ্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া'—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। সেইরূপ শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়—'সেই ব্রহ্মা নিজেকে পদ্মপত্রে অবস্থিত দেখিলেন, তারপর চিন্তা করিলেন—নিশ্চয়ই একটি কিছু রহিয়াছে, যাহাতে এই পদ্ম অধিষ্ঠিত।' ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—প্রধানবাচকস্ত্বেকশ্চানন্যঃ কেবলং স্বয়মিতি ব্রাহ্মে। সতা ব্রহ্মণা। স ব্রহ্মাচিন্তয়ৎ। কুতোঽনুপদ্মং ব্রহ্মণঃ স্যাদিতীতি মৈত্রায়ণ-শ্রুতিঃ ॥ ১৮ ॥

স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনাল-
নাড়ীভিরন্তর্জ্জলমাবিবেশ।
নার্ব্বাগ্ গতস্তৎখরনালনাল-
নাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অজঃ (ব্রহ্মা) ইত্থম্ (এবম্) উদ্বীক্ষ্য (বিচার্য্য) তদব্জনালনাড়ীভিঃ (তস্য অব্জস্য যন্নালং তস্য নাড়ীভিঃ অন্তশ্ছিদ্রৈঃ) অন্তর্জ্জলং (একার্ণবসলিলাভ্যন্তরম্) আবিবেশ (প্রবিষ্টঃ) তৎখরনালনানালনাভিং (তস্য খরনালস্য পদ্মস্য যন্নালং তস্য নাভিম্ অধিষ্ঠানং) বিচিন্বন্ (অন্বেষয়ন্) অর্ব্বাগ্-

গতঃ (সমীপস্থঃ অপি) তৎ (অধিষ্ঠানং) ন অবিন্দত (ন প্রাপ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা এইরূপ বিতর্ক করিয়া সেই পদ্মনালের ছিদ্রমধ্যস্থ পথদ্বারা প্রলয় জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু পদ্মনালের অধিষ্ঠানভূত নারায়ণের নাভিদেশের নিকটে গমন করিয়াও বহু অন্বেষণপূর্ব্বক তখন অধিষ্ঠানের কিছুই জানিতে পারিলেন না ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—ভগবদিচ্ছাং বিনা সাভিমানপুরুষ-প্রযত্নো বৈফল্যায়ৈব স্যাদিতি প্রদর্শয়ন্নাহ স ইতি নালীভির্নাড়ীচ্ছিদ্রৈঃ তস্য খরনালস্য পদ্মস্য যন্নালং তস্য নাভিমধিষ্ঠানং শ্রীনারায়ণনাভিপদ্মং অর্ব্বাগ্-গতোঽপি তন্নিকটগতোঽপি ন অবিন্দন্ ন প্রাপ। ভক্ত্যা বিনা তৎপ্রাপ্তের্দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের ইচ্ছা ব্যতি-রেকে অভিমানী পুরুষের প্রযত্ন বিফলতাই আনয়ন করে—ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—'সঃ' ইতি। 'নালীভিঃ'—সেই পদ্মের যে নাল, তাহার নাড়ী বলিতে ভিতরের ছিদ্র, সেই ছিদ্রমধ্যস্থ পথ দিয়া। 'তৎখরনাল-নাল-নাভিম্'—সেই খরনালের বলিতে পদ্মের যে নাল, তাহার নাভি অথাৎ অধি-ষ্ঠান। শ্রীনারায়ণের নাভিরূপ পদ্মের, 'অর্ব্বাগ্-গতোঽপি'—(তাহার) নিকটবর্ত্তী হইয়াও ব্রহ্মা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেন না, ভক্তি ব্যতীত তাঁহার প্রাপ্তির দুর্ঘটত্বহেতু—ইহা ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

— – —

তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং
বিচিন্বতোঽভূৎ সুমহাংস্ত্রিনেমিঃ ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ
পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর, অজস্য (বিষ্ণোঃ) যঃ ত্রিনেমিঃ (কালঃ) হেতিঃ (সুদর্শনরূপং শস্ত্রং) দেহ-ভাজাং (নরাণাং) অপারে তমসি (বহির্ম্মুখবৃত্তিত্বাৎ ঘোরে অজ্ঞানান্ধকারে) ভয়ম্ ঈরয়াণঃ (উৎপাদয়ন্) আয়ুঃ পরিক্ষিণোতি, আত্মসর্গং (স্বকারণং) বিচিন্বতঃ (অন্বেষয়তঃ ব্রহ্মণঃ অপি) সুমহান্ (সংবৎসর-শতাত্মকঃ সঃ কালঃ) অভূৎ (অতিক্রান্তম্) ॥২০॥

অনুবাদ—হে বিদুর, যে কাল বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্ররূপে দেহধারি মানবগণের ঘোর অজ্ঞান অন্ধ-কারে ভয় উৎপাদন করিয়া পরমায়ু সম্যক্ ক্ষয় করিয়া থাকে, নিজকারণ অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মারও সেই দিব্য শতবৎসরান্ত কাল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মস্বর্গং স্বকারণং ত্রিনেমিঃ কালঃ। যঃ কালঃ দেহভাজাং নরাণাং ভয়ং মৃত্যুসন্নিধিং ঈরয়ন্ কথয়ন্ আয়ুঃ পরিক্ষিণোতীতি সম্বৎসরশতা-ত্মক ইত্যর্থঃ। অজস্য বিষ্ণোর্হেতিঃ সুদর্শনশস্ত্রাংশ-স্বরূপঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মসর্গং'—নিজকারণ (নিজের উৎপত্তি স্থান), অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মার, 'ত্রিনেমিঃ'—সেই কাল উপনীত হইল, যাহা দেহধারী নরগণের ভয় অর্থাৎ মৃত্যুর সন্নিধি জানাইয়া দিয়া আয়ুঃ ক্ষয় করে, সেই কাল সম্বৎসর শতাত্মক —এই অর্থ। সেই কাল 'অজস্য হেতিঃ'—বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অংশস্বরূপ ॥ ২০ ॥

———

ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ
স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো
ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অন্বেষণাৎ) নিবৃত্তঃ অপ্রতি-লব্ধকামঃ (ন প্রতিলব্ধঃ কামো মনোরথঃ যেন সঃ) সঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) পুনঃ স্বধিষ্ণ্যং (পদ্মম্) আসাদ্য শনৈঃ (ক্রমশঃ) জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তঃ (জিতেন শ্বাসেন নিবৃত্তং সংযতং চিত্তং যস্য সঃ অতঃ) আরূঢ়সমাধি-যোগঃ (আরূঢ়ঃ আশ্রিতঃ সমাধিযোগঃ যেন তথাভূতঃ চ সন্) ন্যষীদৎ (উপবিবেশ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসিদ্ধকাম ব্রহ্মা পুনরায় স্বীয় অধিষ্ঠানরূপ পদ্মে ফিরিয়া আসিলেন এবং ক্রমশঃ অন্তর্ম্মুখবৃত্তিদ্বারা জিতশ্বাস হইয়া ভগবদ্ধ্যানোত্থ চিত্তৈকাগ্রতা অবলম্বন-পূর্ব্বক স্থিরাসনে বসিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্যক্তস্বাভিমানস্য তস্য তদিচ্ছয়া তদ্ধ্যানেন তৎপ্রাপ্তিমাহ ততঃ অন্বেষণাৎ। স্বধিষ্ণ্যং পদ্মং নিবৃত্তচিত্তঃ সংযতমনাঃ। ন্যষীদৎ উপবিবেশ।

সমাধির্ভগবদ্ধ্যানোত্থং চিত্তৈকাগ্র্যম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ অভিমান পরিত্যাগ করায় ব্রহ্মার ভগবানের ইচ্ছাতে তাঁহার ধ্যানের দ্বারা তৎপ্রাপ্তি বলিতেছেন—'ততঃ'—অন্বেষণ হইতে (নিবৃত্ত হইয়া)। 'স্বধিষ্ণ্যং'—নিজ অধিষ্ঠানরূপ পদ্মে (ফিরিয়া আসিয়া)। 'নিবৃত্তচিত্তঃ'—বলিতে সংযত মনঃ যাহার। 'ন্যষীদৎ'—উপবেশন করিলেন। 'সমাধিঃ'—এখানে সমাধি বলিতে শ্রীভগবানের ধ্যান হইতে উত্থিত চিত্তের একাগ্রতা ॥ ২১ ॥

———

কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি-
প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষায়ুষা (দিব্যসংবৎসরশতেন) কালেন অভিপ্রবৃত্তযোগেন (অভিপ্রবৃত্তঃ সুসম্পন্নঃ যঃ যোগঃ তেন) বিরূঢ়বোধঃ (বিরূঢ়ঃ উৎপন্নঃ বোধঃ যস্য সঃ) সঃ অজঃ (ব্রহ্মা) যৎ (ভগবৎস্বরূপং) পূর্ব্বং (বিচিন্বন্নপি) ন অপশ্যত (অপশ্যৎ জ্ঞাতবান্) তৎ স্বয়ং অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়াভ্যন্তরে) অবভাতং (পরিস্ফুটং) অপশ্যত (অপশ্যৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মা পুরুষের আয়ুপরিমিত কাল (অর্থাৎ দিব্যমানে শত সংবৎসর কাল) পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও যাঁহার দর্শন পান নাই, তাঁহাকে তখন হৃদয়মধ্যে স্বয়ং বিরাজমান দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষায়ুষা সংবৎসরশতাত্মককালেনেতি মৈত্রেয়ো বর্ত্তমানকলিযুগাপেক্ষয়া প্রাহেতি জ্ঞেয়ম্। অভিপ্রবৃত্তযোগেন পাকদশা-প্রাপ্তভগবদ্ধ্যানেন। ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানামিত্যুপরিষ্টাদুক্তেঃ। যৎ স্বাস্পদকমলাধিষ্ঠানং পূর্ব্বং বিচিন্বন্নপি নাপশ্যৎ। তৎ স্বয়মেবান্তর্হৃদয়েঽবভাতমপশ্যৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষায়ুষা'—পুরুষের আয়ুঃপরিমিত কাল অর্থাৎ শত সম্বৎসর অতিবাহিত হইলে, মৈত্রেয় ইহা বর্ত্তমান কলিযুগের অপেক্ষায় বলিয়াছেন, ইহা জানিতে হইবে। 'অভিপ্রবৃত্তযোগেন'—পাকদশাপ্রাপ্ত ভগবানের ধ্যানের দ্বারা, যেহেতু পরবর্ত্তী (নবম অধ্যায়ে) ব্রহ্মার উক্তিতে বলা হইয়াছে—"ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং", অর্থাৎ হে ভুবনমঙ্গল, আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদের শুভকামনায় ধ্যানাবসরে এই রূপ দেখাইলে। ব্রহ্মা নিজের আশ্রয়রূপ যে কমলের অধিষ্ঠান পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পান নাই, এখন তাহাই অন্তর্হৃদয়ে স্বয়ংই প্রকাশমান দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥

তথ্য—পুরুষের আয়ু অর্থাৎ শতবর্ষ পরিমিত কাল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বর্ত্তমান কলিযুগের অপেক্ষাতেই ইহা বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ উক্তগ্রন্থে (৩।৯।২৯) শ্লোকে "হে ব্রহ্মন্, তুমি পুনরায় তপস্যাচরণ এবং আমার উপাসনা বিষয়িণী বিদ্যা অভ্যাস কর" ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের এই বাক্যের পর দশম অধ্যায়ে (৩।১০।৪) শ্লোকে "ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে যে যে উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মাও তদনুসারে শ্রীনারায়ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের বারলক্ষ বর্ষ অর্থাৎ শত বৎসর কাল ৪ কোটি ৩২ লক্ষ সৌরবর্ষ তপস্যা করিলেন"—এই উক্তি হইতে ব্রহ্মা দিব্যপরিমানের শত বর্ষ কালই তপস্যা করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। তবে যে (২।৯।৮) শ্লোকে "ব্রহ্মা দিব্যপরিমাণের সহস্র বৎসর ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ সৌরবর্ষ তপস্যা করিলেন। ঐ তপস্যাতেই অখিল লোকের প্রকাশ হয়" এই উক্তি আছে, উহা ব্রাহ্মকল্পগতই জানিতে হইবে। (শ্রীজীব) ॥ ২২ ॥

———

মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-
পর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্ ।
ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্ন-
দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্নদ্যুভিঃ (ফণাঃ এব আতপত্রাণি তৈঃ আযুতাঃ সর্ব্বতো যুক্তাঃ যে মূর্দ্ধানঃ তেষাং রত্নানি কিরীটস্থানি তেষাং দ্যুভিঃ প্রভাভিঃ) হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে (দূরীকৃতান্ধকারে প্রলয়কালীনে জলে) মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্কে (মৃণালবৎ গৌরঃ চাসৌ আয়তশ্চ যঃ শেষঃ তস্য

ভোগঃ দেহঃ সঃ এব পর্য্যঙ্কঃ তস্মিন্) শয়ানম্ একং পুরুষং (অপশ্যৎ ইতি অনুষঙ্গঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা দেখিলেন, জলমধ্যে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ শেষ-নাগের শরীররূপ খট্টায় একটী পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন। ঐ শেষ নাগের ফণারূপ ছত্রে সর্ব্বতোভাবে যুক্ত অসংখ্য শিরোদেশস্থ রত্ননিচয়ের প্রভাদ্বারা প্রলয়পয়োধিজলের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব বস্তু বর্ণয়তি নবভিঃ। ফণা এব আতপত্রাযুতানি তেষু মূর্দ্ধরত্নানাং শিরস্থমণীনাং দ্যুভিঃ কান্তিভির্হতধ্বান্তে প্রলয়জলে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বস্তুই নয়টি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন—'মৃণাল-গৌরায়ত'—ইত্যাদি। 'ফণাতপত্রাযুত-মূর্দ্ধরত্ন-দ্যুভিঃ'—শেষনাগের ফণাগুলিই অযুত ছত্র-সদৃশ, (অথবা আযুত বলিতে তাহাদের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে যুক্ত) তাহাতে অর্থাৎ সেই ছত্রসদৃশ ফণাগুলিতে, 'মূর্দ্ধরত্নানাং'—শিরঃস্থিত মণিসমূহের কান্তির দ্বারা 'হতধ্বান্তে', অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে যে প্রলয়জলে (সেখানে একটি পুরুষকে শয়ান দেখিলেন) ॥ ২৩ ॥

———

প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ
সন্ধ্যাব্‌ভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্য-
বনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—হরিতোপলাদ্রেঃ (মরকতশিলাময়-পর্ব্বতস্য) সন্ধ্যাভ্রনীবেঃ (সন্ধ্যাভ্রং নীবিঃ পরিধানং যস্য তস্য চ) প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং উরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ (অনেকসুবর্ণ-শিখরস্য তস্য) রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্যবনস্রজঃ (রত্নানি চ উদধারাশ্চ ওষধয়শ্চ সৌমনস্যানি পুষ্পসমূহাঃ চ সুমনস এব বা তেষাং বনস্রজঃ বনমালাঃ যস্য তস্য) বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ (বেণবঃ এব ভুজাঃ যস্য তস্য, অঙ্ঘ্রিপাঃ বৃক্ষাঃ এব অঙ্ঘ্রয়ঃ পাদাঃ যস্য তস্য চ) প্রেক্ষাং (শোভাং) ক্ষিপন্তং (যথাক্রমং স্বলাবণ্যাতিশয়েন, পীতাম্বরেণ, স্বকিরীটৈঃ, স্বীয়রত্ন-মুক্তাতুলসীপুষ্পদামভিঃ, স্বভুজৈঃ, অঙ্ঘ্রিভিঃ চ তিরস্কুর্ব্বন্তং পুরুষম্ অপশ্যৎ ইত্যনুষঙ্গঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরুষ স্বীয় লাবণ্যাতিশয়দ্বারা মরকতশিলাময় পর্ব্বতের শোভাকেও তিরস্কার করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকালীন মেঘ পরিধেয়-বসনরূপে মরকত পর্ব্বতের শোভা বিস্তার করিলেও উহা ঐ পুরুষের পীতাম্বরের শোভার নিকট হার মানিয়াছিল। আর ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশস্থ বিচিত্র সুবর্ণদ্বারা যে শোভা বিস্তৃত হয়, সেই পুরুষের কিরীটখচিত রত্ন তদপেক্ষা ও সমধিক শোভা বিকীর্ণ করিয়া ঐ ভূধরশিখর-শোভাকে অতিক্রম করিয়াছিল। রত্ন, জলধারা, ওষধি এবং পুষ্পরাজি বনমালারূপে, এবং বেণুসকল বাহুরূপে ও বৃক্ষসমূহ চরণরূপে কল্পিত হইলে পর্ব্বতের যে শোভা হয়, সে শোভাও সেই বিরাট্‌মূর্ত্তি ভগবানের রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পের মালাদ্বারা এবং ভুজ ও চরণের শোভাদ্বারা বিনিন্দিত হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হরিতোপলাদ্রের্ম্মরকতশিলাময়-পর্ব্বতস্য প্রেক্ষামুৎপ্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং কিময়ং মরকতমণিময়ঃ পর্ব্বত ইতি বা উৎপ্রেক্ষা তামপি স্বলাবণ্যাতিশয়েন তিরস্কুর্ব্বন্তং নিরুপমমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য ? সন্ধ্যাব্‌ভ্রাণি নীবীব নিতম্বে যস্য তস্যোৎপ্রেক্ষাং স্বীয়পীতাম্বরেণ ক্ষিপন্তমিত্যর্থঃ। উরুরুক্মাণি কিরীটানীব মূর্দ্ধসু শিখরেষু যস্য তস্যেতি স্বীয়কিরীটৈঃ। রত্নানাং উদধারাণাং ওষধীনাং সৌমনস্যানাং পুষ্পসমূহানাং বনস্রজো বনমালা যস্যেতি স্বীয়রত্নমালা মুক্তামালা তুলসীমালা পুষ্পমালাভিঃ, বনস্রক্-শব্দেন মালামাত্রোক্তেঃ। যদ্বা, রত্নাদিভির্ব্বনস্রগ্ যস্যেত্যুভয়ত্রৈকৈব বনমালা ব্যাখ্যেয়া। পত্রপুষ্পময়ীমালা বনমালা পদাবধীতি বনমালালক্ষণে রত্নমুক্তাদেরপ্যুপলক্ষণং জ্ঞেয়ম্। উপরিস্থা বেণবো ভুজা ইব, অধস্থা অঙ্ঘ্রিপা অঙ্ঘ্রয় ইব যস্য তস্যেতি স্বীয়ভুজপাদৈঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিতোপলাদ্রেঃ'—মরকত শিলাময় পর্ব্বতের 'প্রেক্ষাং'—শোভাকে 'ক্ষিপন্তং'—তিরস্কার করিতেছেন যিনি, (তাঁহাকে দেখিলেন)। অথবা—ইহা কি মরকত মণিময় পর্ব্বত ?—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা (অর্থাৎ ভগবানের বিরাট্‌মূর্ত্তিকে মরকত শিলাময় পর্ব্বত বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন)। যিনি নিজ লাবণ্যের আতিশয্যে পর্ব্বতের শোভাকেও খর্ব্ব করিতেছেন, অর্থাৎ নিরুপম (উপমারহিত)—

এই অর্থ। 'কথম্ভূতস্য'—কিরূপ তাহার ? তাহাতে বলিতেছেন—'সন্ধ্যাভ্রনীবৈঃ'—সন্ধ্যাকালীন মেঘ যে পর্ব্বতের নিতম্বদেশে, তাহার শোভাকে যিনি পরিধানে নিজ পীতবসনের দ্বারা তিরস্কৃত করিতেছেন—এই অর্থ। পর্ব্বতের শিখরদেশস্থ রত্নসমূহই যেন কিরীট-তুল্য, উহা স্বীয় মস্তকস্থিত কিরীটের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে। 'রত্নোদধারৌষধি-সৌমনস্য-বনস্রজো'—পর্ব্বতস্থ রত্নসকলের, জলধারাসকলের, ওষধিসমূহের, পুষ্পসমূহের, বনমালা-সকলের শোভা, যাঁহার স্বীয় রত্নমালা, মুক্তামালা, তুলসীমালা ও পুষ্পমালার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে। 'বনস্রক্'—শব্দের দ্বারা মালা-মাত্রকেই বলা হইয়াছে। অথবা—রত্নাদির দ্বারা 'বনস্রক্', বনমালা যাহার, ইহাতে উভয় স্থলে এক বনমালাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'পুষ্পময়ী মালাই বনমালা পদের অবধি'—ইহাতে বনমালা বলায়, রত্ন ও মুক্তাদির মালাও উপলক্ষিত হইয়া থাকে। উপরিস্থিত বেণুসকল বাহুসকলের ন্যায় এবং নিম্নস্থ বৃক্ষসকল চরণরূপ যাহার, সেই পর্ব্বতের শোভা, ভগবান্ বিরাট্‌মূর্ত্তির ভুজ ও পাদসমূহের দ্বারা (তিরস্কৃত হইয়াছিল)॥ ২৪ ॥

আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমান-
দেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ।
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং
কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেষদেহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—আয়ামতঃ (দৈর্ঘ্যেণ) বিস্তরতঃ (চ) লোকত্রয়-সংগ্রহেণ (ত্রৈলোক্যব্যাপিনা) স্বমানদেহেন (মীয়তে অনেন ইতি মানম্ উপমানং সুশোভনঃ অমানঃ নিরুপমশ্চ যো দেহস্তেন, যদ্বা সুষ্ঠু অমানঃ অপরিচ্ছিন্নঃ তেন দেহেন, যদ্বা তাভ্যাং স্বানুরূপপ্রমাণেন দেহেন, অতএব) লোকত্রয়সংগ্রহেণ (লোকত্রয়ং সংগৃহ্যতে যস্মিন্ তেন, তথা) বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং (বিচিত্রাণি নানাবিধানি দিব্যানি অপূর্ব্বাণি চ আভরণানি অংশুকানি বসনানি চ তেষাং) কৃতশ্রিয়া (কৃতা শ্রীঃ শোভা যেন তেন দেহেন বিশিষ্টম্) অপাশ্রিতবেষদেহং (স্বতঃ এব অতিরম্যং তথাপি অপাশ্রিতবেষঃ স্বীকৃতালঙ্কারঃ দেহঃ যস্য তমপশ্যৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষের দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে অপরিচ্ছিন্ন ও তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল-এই লোকত্রয় বিরাজিত ছিল। সেই দেহ স্বতঃই নানাবিধ অপূর্ব্ব ভূষণ ও বসনের শোভা বিস্তার করিয়া পরম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করায়, তাহা (অলঙ্কারসমূহের শোভাবর্ধনার্থই) যেন অলঙ্কার স্বীকার করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ আয়ামতো দৈর্ঘ্যেণ বিস্তরতো বিস্তারেণ চ স্বমানঃ স্বানুরূপপ্রমাণো যো দেহস্তেন বিশিষ্টং শ্লেষেণ সুষ্ঠু অমানোঽপরিচ্ছিন্নস্তেন অপরিচ্ছেদমেব স্পষ্টয়তি লোকত্রয়সংগ্রহেণ ত্রৈলোক্যব্যাপিনা বিচিত্রাণি দিব্যান্যলৌকিকানি আভরণান্যংশুকানি চ তেষামপি কৃতা শ্রীঃ শোভা যেন তেন। তথা অপাশ্রিত-বেশদা ঈহা ইচ্ছা যস্য তম্। যদৈব যং যং বেষমিচ্ছতি তদৈব সত্য-সংকল্পত্বাত্তং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের দ্বারা 'স্বমান-দেহেন'—নিজের অনুরূপ পরিমাণ যে দেহ, তাহার দ্বারা বিশিষ্ট যিনি, তাঁহাকে। শ্লেষোক্তির দ্বারা (স্বমান—সু-অমান) সুষ্ঠু অমান বলিতে অপরিচ্ছিন্ন যে দেহ, তাহার দ্বারা। শ্রীভগ-বদ্বিগ্রহের অপরিচ্ছেদই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—'লোকত্রয়-সংগ্রহেণ', ত্রৈলোক্য-ব্যাপি বিচিত্র অলৌকিক আভরণসমূহ ও বসনসকলেরও 'কৃতশ্রিয়া'—যিনি শোভা বিস্তার করিয়াছেন। সেইরূপ 'অপাশ্রিত-বেশদা'—অলঙ্কারসমূহের শোভাদানের 'ঈহা' অর্থাৎ ইচ্ছা যাঁহার, অর্থাৎ অলঙ্কারসমূহের শোভাবর্দ্ধনার্থ যিনি অলঙ্কার স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকে (দেখি-লেন)। যখন যে যে বেশ ইচ্ছা করেন, সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ-
রভ্যর্চ্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-
ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্বকামায় (স্বাভিলষিতফলায়) বিবিক্ত-মার্গৈঃ (বিবিক্তৈঃ শুদ্ধৈঃ বেদোক্তৈঃ মার্গৈঃ) অভ্যর্চ্চ-তাং (আরাধয়তাং) পুংসাং (জনানাং সম্বন্ধে) নখেন্দুময়ূখ ভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রং (নখাঃ এব ইন্দবঃ তেষাং ময়ূখাঃ রশ্ময়ঃ তৈঃ ভিন্নাঃ সংভিন্নাঃ প্রকা-শিতাঃ অঙ্গুলয়ঃ এব চারূণি পত্রাণি যস্য তৎ) কামদু-ঘাঙ্ঘ্রি পদ্মং (কামদুঘং ভক্তবাঞ্ছা-পূরকং অঙ্ঘ্রি-পদ্মং চরণকমলং) কৃপয়া প্রদর্শয়ন্তং (কিঞ্চিদুন্নময্য সমর্পয়ন্তং পুরুষম্ অপশ্যৎ ইত্যনুষঙ্গঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষ ফললাভার্থ বিশুদ্ধ বেদোক্ত মার্গদ্বারা অর্চ্চনকারী পুরুষগণের প্রতি কৃপ-পূর্ব্বক স্বীয় কামদুঘ অর্থাৎ সেবনোপযোগী মনোরথ-পূর্ব্বক (সহস্র) পাদপদ্মের কোন একটীকে ঈষদ্ভাবে প্রদর্শন করাইতে ছিলেন। তাঁহার সেই চরণকমলের নখেন্দুকিরণে প্রকাশিত মনোহর অঙ্গুলিপত্র সম্মিলিত হওয়ায় তাহারও সাতিশয় শোভা হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকামায় স্বাভিলষিত-ফলায়; যদ্বা, স্বো ভগবানেব কামস্তস্মৈ ভগবন্তমেব প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ। স্বস্য ভগবতঃ কামায় সেবাভির্ভগবন্তং সুখয়িতুমিতি বা। বিবিক্তৈর্জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বেন শুদ্ধৈর্ম্মার্গৈর্ব্বৈধ-রাগাদিভির্দাস্যসখ্যাদিভাবমার্গৈর্ব্বা কামদুঘং সেবোপ-যোগিমনোরথপূরকমঙ্ঘ্রিপদ্মং সহস্রপাদপদ্মানাং মধ্য এব একং কিঞ্চিদুন্নময্য প্রদর্শয়ন্তং। তত্র পাদপদ্মমিত্যু-ত্তরশ্লোকে মুখেনেত্যেকবচনলিঙ্গেন ভঙ্গ্যাত্রৈব প্রস্তাবে পুংসামিত্যাদিশ্লোকত্রয্যা শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনমেব ব্রহ্মণে দর্শিতং, তদুহোবাচ—ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাৎ আবির্বভুবেতি গোপালতাপনী শ্রুতের্ব্রহ্মসংহিতা-কথা-দৃষ্টেশ্চেতি। তস্যৈব মদনগোপালস্বরূপস্য ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তের্ব্যত্যস্তপাদস্য দক্ষিণচরণপদ্মোন্নমনদৃষ্টেরিতি কেচিদাহুঃ। নখেন্দুময়ূখৈরেব ভিন্নাঃ সংভিন্না অঙ্গু-লয় এব চারূণি পত্রাণি যস্য তদিতি। পদ্মস্যাস্য চন্দ্ররশ্মিবিকসিতত্বাদদ্ভুতত্বমুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বকামায়'—সাধকগণের নিজ নিজ অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত। অথবা, স্ব-শব্দে ভগবানই কাম (অভিলষিত বস্তু), তাহাকে, অর্থাৎ ভগবানকেই লাভ করিবার জন্য—এই অর্থ। কিংবা—'স্বস্য', অর্থাৎ ভগবানের কামনায়, সেবার দ্বারা ভগবান্‌কে সুখ-প্রদানের নিমিত্ত। 'বিবিক্ত-মার্গৈঃ'—বিবিক্ত বলিতে জ্ঞান, কর্ম্মাদির দ্বারা অমি-শ্রিত শুদ্ধ (ভক্তি) মার্গ-দ্বারা, বৈধ-রাগাদি অথবা দাস্য, সখ্যাদি ভাবমার্গের দ্বারা। 'কামদুঘাঙ্ঘ্রি-পদ্মম্'—কামদুঘ বলিতে সেবোপযোগী মনোরথ-পরিপূরক চরণকমল, যাহা সহস্র চরণকমলের মধ্যে কোন একটি কিছুটা উন্নমিত করিয়া প্রদর্শিত হই-তেছে। এখানে 'পাদপদ্মং' এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে 'মুখেন'—এই একবচন প্রয়োগের দ্বারা ভঙ্গিক্রমে প্রসঙ্গতঃ 'পুংসাং' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণা-বতাররূপ দর্শনই ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন। যেমন শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে এবং ব্রহ্মসংহিতার কথায় দৃষ্ট হয়—"তিনি (ভগবান্) বলিলেন, এই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মা) নিরন্তর আমার ধ্যান ও স্তব করতঃ পরার্দ্ধ-কাল পরে জানিতে পারিল, আমার গোপবেশ তাহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে।" সেই মদনগোপাল স্বরূপের ত্রিভঙ্গমূর্ত্তির ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বামচরণের উপর স্থাপিত দক্ষিণ চরণকমল উন্নমিত দৃষ্ট হয়—ইহা কেহ কেহ বলেন। 'নখেন্দু-ময়ূখৈঃ'—শ্রীচরণের নখরূপ চন্দ্রের কিরণসমুহের দ্বারাই উদ্ভাসিত হই-য়াছে অঙ্গুলিরূপ মনোহর পত্রগুলি যাঁহার, সেই চরণ-কমল (প্রদর্শন করাইতেছিলেন)। এই পদ্মের চন্দ্র-রশ্মির বিকসিতত্ব-হেতু অদ্ভুতত্বই উক্ত হইল ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—ভিন্নমন্যোন্যো বিলক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

মুখেন লোকার্ত্তিহরস্মিতেন
পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা
প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্রা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—লোকার্ত্তিহরস্মিতেন (লোকদুঃখবিনা-শকং স্মিতম্ ঈষদ্ধাস্যং যস্মিন্ তেন) পরিস্ফুরৎ-কুণ্ডলমণ্ডিতেন (পরিস্ফুরদ্ভ্যাং দীপ্তিমদ্ভ্যাং কুণ্ড-লাভ্যাং মণ্ডিতেন ভূষিতেন) শোণায়িতেন (রক্তবর্ণ-বিশিষ্টেন) অধরবিম্বভাসা (অধরবিম্বদীপ্ত্যা) সুনসেন (শোভননাসাযুক্তেন) সুভ্রা (শোভনয়া ভ্রুবা চ)

মুখেন প্রত্যর্হয়ন্তং (পূজকান্ প্রতিপূজয়ন্তং সম্মানয়ন্তং পুরুষম্ অপশ্যৎ ইত্যনুষঙ্গঃ)॥ ২৭॥

অনুবাদ—(সেই পুরুষ) সেবকগণের দুঃখ বিনাশক ঈষৎ হাস্য-যুক্ত, উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ে ভূষিত, শোণবর্ণের ন্যায় আরক্তিম অধরকান্তি, সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূদ্বয়-শোভিত বদনদ্বারা সেবকগণকে সম্মান করিতেছিলেন ॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যর্হয়ন্তং পূজকাংস্তান্ প্রতিপূজয়ন্তং ভোগাপবর্গাদেস্তৈর্ভক্তৈরস্বীকারাত্তেনৈব তৎসেবা-ঋণং পরিশোধয়ন্তমিবেত্যর্থঃ। আর্তির্দুঃখমাত্রং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠ্যপীড়া বা সুভ্রূা শোভনয়া ভ্রুবা একয়া রময়ৈব রহস্যভাবপ্রকাশিকয়েতি প্রত্যর্হণীয়া অপি ভক্তবিশেষা এব সূচিতাঃ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যর্হয়ন্তং'—সেই সকল অর্চ্চনাকারী জনগণকে প্রতিপূজা (সম্মাননা) করিতেছেন যিনি, অর্থাৎ ভোগ, অপবর্গ (মোক্ষ) প্রভৃতি তাঁহার ভক্তগণ অস্বীকার করায়, যিনি সেই প্রতিপূজনের দ্বারাই তাঁহাদের সেবার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন (সেই পুরুষকে দেখিলেন)। 'লোকার্তি-হর-স্মিতেন'—লোকগণের আর্তি বলিতে দুঃখমাত্র, অথবা তাঁহার দর্শনের উৎকণ্ঠাজনিত-পীড়া (হরণকারক ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদনের দ্বারা)। 'সুভ্রূা'—শোভন ভ্রূর দ্বারা। এখানে (ভ্রূ-যুগলের মধ্যে) রহস্যভাবের প্রকাশিকা একটিমাত্র মনোহর ভ্রূ-র নির্দ্দেশ করায় প্রতিপূজিতগণের মধ্যেও ভক্তবিশেষই সূচিত হইয়াছে (অর্থাৎ বাম ভ্রূর দ্বারা মধুর ভাববিশিষ্ট কান্তাগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন)॥ ২৭॥

কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা
স্বলঙ্কৃতং মেখলয়া নিতম্বে।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস
শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস (বিদুর), কদম্বকিঞ্জল্ক-পিশঙ্গবাসসা (কদম্বকেশরবৎ পিশঙ্গং পীতং যৎ বাসস্তেন) মেখলয়া চ নিতম্বে স্বলঙ্কৃতম্, অনন্তধনেন (অনর্ঘ্যেণ) শ্রীবৎসবক্ষঃস্থল-বল্লভেন (শ্রীবৎসযুক্তং যৎ বক্ষঃস্থলং তস্য বল্লভেন প্রিয়েণ) হারেণ চ (স্বলঙ্কৃতং সুশোভিতং পুরুষম্ অপশ্যৎ ইত্যনুষঙ্গঃ) ॥ ২৮॥

অনুবাদ—বৎস বিদুর, তাঁহার নিতম্বদেশ কদম্ব-কুসুমের কেশরতুল্য বসন ও মেখলাদ্বারা বিভূষিত এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও ঐ বক্ষোদেশের প্রিয়-স্বরূপ বহুমূল্য হারে বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত ছিল ॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ—বৎস, হে বিদুর, শ্রীবৎসযুক্তং যদ্ বক্ষঃস্থলং তস্য বল্লভেন হারেণ॥ ২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৎস'—হে বিদুর! 'শ্রীবৎস-বক্ষঃস্থল-বল্লভেন'—শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত যে বক্ষঃস্থল, তাহার বল্লভ বলিতে প্রিয় (হারের দ্বারা অলঙ্কৃত পুরুষকে দেখিলেন)॥ ২৮॥

পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেক-
পর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখম্।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-
মহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্শম্॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ—পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেকপর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ড-সহস্রশাখং (পরার্দ্ধ্যানি শ্রেষ্ঠানি কেয়ূরাণি অঙ্গদানি মণিপ্রবেকাঃ মণ্যুত্তমাঃ চ তৈঃ পর্য্যস্তাঃ ব্যাপ্তাঃ দোর্দ্দণ্ডাঃ ভুজদণ্ডাঃ এব সহস্রম্ অনন্তাঃ শাখাঃ যস্য তং চন্দন-বৃক্ষোঽপি কেয়ূরাদি-তুল্যৈঃ ফলপুষ্পাদিভিঃ ব্যাপ্তশাখো ভবতি) অব্যক্তমূলং (অব্যক্তং প্রধানং মূলম্ অধোভাগঃ যস্য, যদ্বা, ব্রহ্মাভি-ব্যক্তিরূপত্বাৎ অব্যক্তং ব্রহ্ম মূলং যস্য তং, বৃক্ষস্যাপি মূলং ন ব্যক্তং) ভুবনাঙ্ঘ্রি-পেন্দ্রং (ভুবনানি অঙ্ঘ্রিণা চরণেন পাতি রক্ষতীতি ভুবনাঙ্ঘ্রিপঃ সঃ চাসৌ ইন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরঃ চেতি তং; বৃক্ষপক্ষে ভুবনাত্মকং অঙ্ঘ্রি পেন্দ্রং বৃক্ষশ্রেষ্ঠং) অহীন্দ্র-ভোগৈঃ (অহীন্দ্রস্য অনন্তস্য ভোগৈঃ ফণৈঃ দেহাবয়বৈঃ বা) অধীবিতবল্শম্ (অধিবীতাঃ সংবেষ্টিতাঃ স্পৃষ্টাঃ বল্শাঃ স্কন্ধাঃ যস্য তং, চন্দনবৃক্ষোঽপি সর্পৈঃ বেষ্টিতো ভবতি, অতঃ বৃক্ষশ্রেষ্ঠং চন্দনবৃক্ষমিব তম-পশ্যৎ ইতি অনুষঙ্গঃ)॥ ২৯॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্ পুরুষ মহাচন্দন-বৃক্ষরূপে বিরাজিত ছিলেন; যেহেতু মহামূল্য অঙ্গদাদিভূষণে এবং উত্তম উত্তম মণিদ্বারা শাখাস্বরূপ তাঁহার অনন্ত-

ভুজদণ্ড ব্যাপ্ত ছিল, আর চন্দনতরুর মূলদেশ যেমন অব্যক্ত, সেইরূপ তাঁহারও মূল অর্থাৎ অধোভাগে অব্যক্তা প্রকৃতি বিরাজিতা। (কিংবা তিনি সকলেরই মূল বলিয়া তাঁহার আর অন্য মূল ছিল না)। চন্দনবৃক্ষের স্কন্ধ যেরূপে সর্পদ্বারা বেষ্টিত, তাঁহারও স্কন্ধদেশ সেইরূপ নাগরাজ অনন্তের ফণায় বেষ্টিত ছিল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বযশঃ-সৌরভ-সুবাসিত-সর্ব্ববিশ্বত্বাৎ মহাচন্দনবৃক্ষরূপকেণ নিরূপয়িতুং তং বিশিনষ্টি। পর্য্যস্তা বিশ্বব্যাপিনো দোর্দ্দণ্ডা এব সহস্রমনন্তাঃ শাখা যস্য তম্। অব্যক্তং ব্যঞ্জনয়াপি কৈরপি নোক্তং মূলমনাদিত্বাৎ যস্য তম্। যদুক্তং—"স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়" ইতি। বৃক্ষপক্ষে স্পষ্টম্। ভুবনানি চতুর্দ্দশ অঙ্ঘ্রিণা একেনৈব পাতি রক্ষতি স চাসাবিন্দ্র ঐশ্বর্য্যবাংশ্চেত্যেকপাদবিভূতিপতিমিত্যর্থঃ। পক্ষে ভুবনেষু মধ্যে যে অঙ্ঘ্রিপাস্তেষামিন্দ্রং অহীন্দ্রস্যানন্তস্য ভোগৈঃ ফণৈঃ দেহাবয়বৈর্বা অধিবীতাঃ স্পৃষ্টা বল্‌শাঃ স্কন্ধা যস্য তং; শতবল্‌শো বিরোহ ইতি শ্রুতেঃ—পক্ষে বহুসর্পবেষ্টিত-স্কন্ধশাখাদিকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবানের যশঃরূপ সৌরভে সকল বিশ্ব সুবাসিত বলিয়া মহাচন্দনবৃক্ষ রূপকের দ্বারা নিরূপণ করিবার জন্য সেই পুরুষকে বিশেষিত করিতেছেন। 'পর্য্যস্ত-দোর্দণ্ড-সহস্র-শাখম্'—বিশ্বব্যাপী ভুজদণ্ডসকলই যাঁহার অনন্ত শাখা, তাঁহাকে। 'অব্যক্তমূলং'—অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) মূল যাঁহার, অর্থাৎ ব্যঞ্জনার দ্বারাও অনাদিত্ব-হেতু কেহই যাঁহার মূল নিরূপণ করিতে পারে না, তাঁহাকে। যেমন উক্ত হইয়াছে—'সেই আত্মা নিজেই নিজের আশ্রয়'। বৃক্ষপক্ষে—স্পষ্টার্থ, অর্থাৎ বৃক্ষের মূলও মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিহিত থাকায় কেহই দেখিতে পায় না। 'ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্র'—চতুর্দ্দশ ভুবন একটিমাত্র চরণের দ্বারাই যিনি রক্ষা করিতেছেন এবং যিনি ইন্দ্র (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), অর্থাৎ একপাদ বিভূতির পতি, এই অর্থ। বৃক্ষপক্ষে—ভুবনের মধ্যে যে 'অঙ্ঘ্রিপাঃ' (অঙ্ঘ্রি অর্থাৎ শিকরের দ্বারা যাহারা পান করে) বৃক্ষসকল, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বৃক্ষ। 'অহীন্দ্রভোগৈঃ'—সর্পশ্রেষ্ঠ অনন্তনাগের 'ভোগ' অর্থাৎ ফণা বা দেহাবয়বের দ্বারা, 'অধিবীত'—স্পৃষ্ট হইয়াছে 'বল্‌শ', অর্থাৎ স্কন্ধদেশ যাঁহার, তাঁহাকে (দেখিলেন)। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'শতবল্‌শো বিরোহঃ', অর্থাৎ যিনি শত স্কন্ধযুক্ত এবং সকলের বিরোহ (উদ্ভবস্থান)। পক্ষে—বহু সর্পের দ্বারা বেষ্টিত স্কন্ধ, শাখাদি যাহার, তাদৃশ বৃক্ষ ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তমেতি মোক্ষধর্ম্মে ॥ ২৯ ॥

তথ্য—অব্যক্তমূল—শাস্ত্রবিদ্‌গণও যাঁহার মূল কোথায় বলিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বমূলাধার তাঁহার আর অন্য মূল নাই ইহাই তাৎপর্য্য। 'অব্যক্ত' অর্থে স্বয়ং ভগবান্‌ই সেই বিরাট্ পুরুষের মূল। (শ্রীজীব) ॥ ২৯ ॥

চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্র-
মহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গ-
মাবির্ভবৎ-কৌস্তুভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—চরাচরৌকঃ (চরাচরাণাং ওকঃ স্থানং, পর্ব্বতোঽপি তথা) সলিলোপগূঢ়ং (সলিলেন আবৃতং পর্ব্বতোঽপি মৈনাকাদিঃ তথা) অহীন্দ্রবন্ধুং (অহীন্দ্রস্য অনন্তস্য বন্ধুং, পর্ব্বতোঽপি সর্পাণাং বন্ধুঃ) কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গং (কিরীটসাহস্রম্ এব হিরণ্যশৃঙ্গাণি যস্য তং, পর্ব্বতোঽপি মের্ব্বাদিঃ তথা) আবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভং (যথা পর্ব্বতস্য গর্ভে কৃচিৎ রত্নম্ আবির্ভবতি তথা আবির্ভবৎ স্পষ্টং দৃশ্যমানং কৌস্তুভরত্নং গর্ভে মূর্ত্তিমধ্যে যস্য তং) ভগবন্মহীধ্রং (ভগবান্ এব মহীধ্রঃ পর্ব্বতঃ তম্ অপশ্যৎ ইত্যনুষঙ্গঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অথবা, সেই বিরাট্ পুরুষ মহাপর্ব্বতরূপে বিরাজমান ছিলেন। পর্ব্বত যেমন চরাচর প্রাণিগণের আবাসস্থান, বিরাট্‌পুরুষের দেহও সেইরূপ সকল প্রাণির আশ্রয়স্থান, আর পর্ব্বতে সর্পসমূহ বাস করে বলিয়া উহাকে যেমন 'অহিবন্ধু' বলা হয়, ভগবান্‌ও তদ্রূপ নাগরাজ অনন্তের বন্ধু ছিলেন। মৈনাকাদি প্রধান প্রধান পর্ব্বত যেমন সিন্ধুজলে নিমগ্ন থাকেন, তিনিও তদ্রূপ-প্রলয় পয়োধিজলে আবৃত, প্রধান প্রধান পর্ব্বতের শৃঙ্গাদি স্বর্ণবর্ণ হয়, তদ্রূপ

তাঁহার কিরীটসহস্রই হিরণ্যশৃঙ্গরূপে শোভিত ছিল। পর্ব্বতের গর্ভে কোথাও কোথাও রত্নাদি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ তাঁহারও মূর্ত্তিমধ্যে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান কৌস্তুভমণি বিরাজিত ছিল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দনবৃক্ষরূপকেণ নিরূপ্য স্বস্য আশ্রয়োঽপি স্বমেবেতি দর্শয়িতুং চন্দনপর্ব্বতরূপকেণাপি নিরূপয়তি। ভগবানেব মহীধ্রো মলয়গিরিস্তং চরাচরাণাং ওক আস্পদং অহীন্দ্রোঽনন্তোঽহীন্দ্রাঃ সর্পাধিপাশ্চ। সলিলেন গর্ভোদেন ক্ষীরোদেন চ আলিঙ্গিতং কিরীটসাহস্রমেব হিরণ্যবর্ণানি শৃঙ্গাণি যস্য তং মলয়স্য স্বর্ণবর্ণশৃঙ্গত্বাৎ কৌস্তুভরত্নং গর্ভে মূর্ত্তিমধ্যে যস্য তং মলয়স্য পর্ব্বতত্বেন রত্ন-খনিমত্ত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চন্দনবৃক্ষ-রূপকের দ্বারা নিরূপণ করিয়া, নিজের আশ্রয়ও যে নিজেই—ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত চন্দন-পর্ব্বতের রূপকের দ্বারাও নিরূপণ করিতেছেন—'ভগবন্মহীধ্রম্', ভগবান্ই মহীধ্র অর্থাৎ মলয়পর্ব্বত, তাঁহাকে। 'চরাচরৌকঃ'—চর ও অচর (স্থাবর ও জঙ্গম)—সকলের আশ্রয়কে। 'অহীন্দ্রবন্ধুং'—ভগবান্ অহীন্দ্রের বন্ধু, অহীন্দ্র বলিতে সর্পসমূহের অধিপতি নাগরাজ অনন্তদেবের বন্ধু। (পক্ষে—পর্ব্বতে সর্পসমূহের বসতিহেতু উহাকেও 'অহিবন্ধু' বলা হয়।) 'সলিলোপগূঢ়ম্'—সলিলের দ্বারা আবৃত, যিনি গর্ভোদক ও ক্ষীরোদ সমুদ্রের দ্বারা আলিঙ্গিত, তাঁহাকে। 'কিরীটসাহস্র-হিরণ্যশৃঙ্গম্'—কিরীটসহস্রই হিরণ্যবর্ণ শৃঙ্গসমূহ-তুল্য যাঁহার, তাঁহাকে, মলয়পর্ব্বতের স্বর্ণবর্ণ শৃঙ্গ বলিয়া (তাহাকেও হিরণ্যশৃঙ্গ বলা হয়।) 'কৌস্তুভরত্নগর্ভং'—কৌস্তুভরত্ন গর্ভে অর্থাৎ মূর্ত্তিমধ্যে যাঁহার, তাঁহাকে। মলয়েরও পর্ব্বতত্বহেতু রত্নের খনিযুক্তত্ব ॥ ৩০ ॥

নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া
স্বকীর্ত্তিময্যা বনমালয়া হরিম্।
সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ
পরিক্রমৎ-প্রাধনিকৈর্দুরাসদম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—আম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া (আম্নায়াঃ বেদাঃ এব মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ তৈঃ শ্রীঃ যস্যাঃ তয়া) স্বকীর্ত্তিময্যা বনমালয়া (কণ্ঠলম্বিন্যা) নিবীতং (ব্যাপ্তং) সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং (সূর্য্যাদিভিঃ অগমম্ অগম্যং) ত্রিধামভিঃ (ত্রিষু অপি লোকেষু ধাম স্ফূর্ত্তিঃ যেষাং তৈঃ) পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈঃ (রক্ষণার্থং পরিক্রমদ্ভিঃ পরিতঃ ধাবদ্ভিঃ প্রাধনিকৈঃ প্রধনং সংগ্রামঃ তৎপ্রয়োজনৈঃ সুদর্শনাদিভিঃ হেতুভূতৈঃ) দুরাসদং (দুষ্প্রাপং) হরিং (পর্ব্বতাদিরূপম্ অপশ্যৎ হরিঃ অসৌ ইতি জ্ঞাতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কণ্ঠদেশে স্বীয় কীর্ত্তিময়ী বনমালা বিলম্বিতা ছিল, বেদরূপ মধুকরপুঞ্জ ঐ মনোহর বনমালার শোভা বিস্তার করিতেছিল। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি স্ব-স্ব ব্যাপার দ্বারাও সেই পুরুষকে ধারণা করিতে পারেন নাই। যে সকল যুদ্ধাস্ত্রের প্রভায় ত্রিলোক ব্যাপ্ত, যাহারা উপাসকগণের রক্ষাণার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান, সংগ্রামপ্রয়োজনীয় সেই সকল সুদর্শনাদি শস্ত্র তাঁহাকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—নিবীতং যুক্তং হরিমিতি পর্ব্বতাদিরূপং পশ্যন্ হরিরসাবিতি জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ। সূর্য্যাদিভিরগমং স্বব্যাপারৈরাকলয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। ত্রিধামভিঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপৈঃ রক্ষণার্থং পরিক্রামদ্ভিঃ পরিতো ধাবদ্ভিঃ প্রাধনিকৈঃ প্রধনং সংগ্রামস্তেন দীব্যদ্ভিঃ সুদর্শনাদিভির্জ্জয়বিজয়াদিপার্ষদৈর্ব্বা হেতুভূতৈর্দুরাসদমন্যৈর্দুষ্প্রাপম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবীতং'—যুক্ত, অর্থাৎ বেদরূপ মধুব্রতের শোভায় স্বকীর্ত্তিময়ী বনমালার দ্বারা যুক্ত হরিকে পর্ব্বতাদিরূপে দেখিতে দেখিতে 'ইনি হরি'—ইহা জানিতে পারিলেন, এই অর্থ। সূর্য্যাদি কর্ত্তৃক নিজ নিজ ব্যাপারের দ্বারা ধারণা করিতে অসমর্থ—এই অর্থ। 'ত্রিধামভিঃ'—সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপের দ্বারা। 'পরিক্রমৎ-প্রাধনিকৈঃ'—উপাসকগণের রক্ষণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান, 'প্রাধনিকৈঃ'—প্রধন বলিতে সংগ্রাম, তাহার প্রয়োজনে দীপ্যমান সুদর্শনাদির দ্বারা, অথবা—জয়, বিজয় প্রভৃতি পার্ষদগণের হেতু, অন্যের দুষ্প্রাপ (হরিকে দেখিলেন) ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যাদিভিস্ত্রিধাম্নো বিষ্ণোর-

গচ্ছদ্ভিঃ প্রাধনিকৈঃ।

মুক্তবায়্বাদিভির্বিষ্ণুং বৃতং ব্রহ্মা দদর্শ হ।
তদন্যাভাবতো নান্যদতস্তৎ স্রষ্টুমৈচ্ছত॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে॥ ৩১॥৮

তর্হ্যেব তন্নাভিসরঃসরোজ-
মাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ।
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা
নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—তর্হ্যেব (যদৈব হরিমপশ্যত তদৈব) লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ (লোকসৃষ্টৌ দৃষ্টিশীলঃ) জগতঃ বিধাতা (স্রষ্টা) দেবঃ (ব্রহ্মা) তন্নাভিসরঃসরোজং (তস্য হরেঃ নাভিসরসি স্বযোনিং সরোজম্) আত্মানং (স্বং) অম্ভঃ (সলিলং) শ্বসনং (প্রবলবায়ুং) বিয়ৎ (আকাশং) চ দদর্শ (দৃষ্টবান্) অতঃপরং ন (এতেভ্যঃ অন্যৎ কিমপি ন দদর্শ)॥ ৩২॥

অনুবাদ—জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষের নাভিসরোবরস্থ আত্মকারণ পদ্ম, আত্মা (নিজকে), জল, প্রলয়কালীন বায়ু এবং আকাশকে দেখিতে পাইলেন অন্য কিছু তাঁহার নয়নগোচর হইল না॥৩২

বিশ্বনাথ—তর্হ্যেব তন্নাভিসরসি সরোজং সরোজে চাত্মানং আত্মনশ্চতুর্দ্দিক্ষু অম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চেতি ভূতত্রিকং দদর্শ। নাতঃ পরং পৃথিব্যাদি, লোকানাং বিবিধে সর্গে দৃষ্টিশ্চিকীর্ষা যস্য সঃ॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালেই (ব্রহ্মা) শ্রীহরির নাভিরূপ সরোবরে (আত্ম-কারণ) পদ্ম, নিজেকে, নিজের চতুর্দ্দিকে জল, বায়ু এবং আকাশ—এই ভূতত্রয়কে দেখিলেন, পৃথিব্যাদি অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। 'লোক-বিসর্গ-দৃষ্টিঃ'—লোকসকলের বিবিধ সৃষ্টি-বিষয়ে দৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা যাঁহার, সেই ব্রহ্মা॥ ৩২॥

স কর্ম্মবীজং রজসোপরক্তঃ
প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্য-
মব্যক্তবর্ত্ম ন্যভিবেশিতাত্মা॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে ভগবদ্দর্শনমষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রহ্মা) রজসোপরক্তঃ (রজসা উপরক্তঃ রজোগুণযুক্তঃ অতঃ) প্রজাঃ সিসৃক্ষন্ (স্রষ্টুমিচ্ছন্) ইয়ৎ এব (নাভিসরোজাদিপঞ্চকমেব) কর্ম্মবীজং (লোকসৃষ্টেঃ কারণং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) বিসর্গাভিমুখঃ (বিসর্গে অভিমুখঃ দত্তচিত্তঃ অপি) অব্যক্তবর্ত্মনি অভিবেশিতাত্মা (অব্যক্তবর্ত্মনি ভগবতি নিবেশিতচিত্তঃ সন্) তম্ ঈড্যং (পূজ্যং ভগবন্তম্) অস্তৌৎ (স্তুতবান্)॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মা তখন রজোগুণযুক্ত হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিবার বাসনায় পূর্ব্বোক্ত নাভিপদ্মাদি-পঞ্চককেই সৃষ্টিক্রিয়ার কারণরূপে নিরীক্ষণ করিলেন এবং সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখ হইয়াও ভগবানে চিত্ত নিবেশিত করিয়া পরমপূজ্য পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মবীজং লোকসৃষ্টেঃ কারণম্। ইয়দেব সরোজাদিপঞ্চকমেব বিসর্গাভিমুখঃ বিসর্গং কথমহং কুর্য্যামিতি ভাবয়ন্ প্রভুমেবাহং শরণং যামীতি বিসর্গাভিনিবেশং পরিত্যজ্য অব্যক্তবর্ত্মনি শ্রীভগবতি অভিনিবেশিত আত্মা মনো যস্য সঃ॥৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়স্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মবীজং'—বলিতে লোক-সৃষ্টির কারণ। 'ইয়দেব'—এই পদ্মাদি পাঁচটিই। 'বিসর্গাভিমুখঃ'—কি প্রকারে আমি সৃষ্টি করিব—এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে, প্রভুরই আমি শরণ গ্রহণ করি—ইহা স্থির করতঃ বিসর্গের অভিনিবেশ

পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'অব্যক্ত-বর্ত্ম নি'—অব্যক্ত যাঁহার বর্ত্ম, সেই ভগবানে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া (তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

জ্ঞাতোহসি মেহদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

নবমাধ্যায়ে ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী স্বীয় অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্তব করিয়া তাঁহার কৃপায় সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিলেন।

ব্রহ্মা ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন—অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ হইতে অন্য বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; এই জগদ্বৈচিত্র্য অনন্তবৈভবযুক্ত শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির পরিণাম। তিনিই অবতারসমূহের কারণ। শ্রুতিকথিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, পূর্ণাবির্ভাবতত্ত্ব ভগ—বানেরই মাত্রা বা অসম্যক্ প্রতীতি। স্বয়ং শ্রীভগবৎ-স্বরূপ সৃষ্ট্যাদি-বিষয়ে উদাসীন। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা, সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যের মূল পুরুষ, অথচ তিনি মায়াধীশ। নরকভাক্ কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই ভগবানের সচ্চিদানন্দ, নিত্য সবিশেষ-স্বরূপকে মায়াময় বলিয়া অনাদর করে। যে সকল শুদ্ধভক্ত কর্ণদ্বারা শ্রুতিকথিত শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের হৃদয় হইতে দূরে যান না। ভগবানের শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ না করা পর্যন্তই, জীবের অর্থাদির জন্য শোক, কামনা, আসক্তি ও দেহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি থাকে। অসদ্‌বিষয়ে অভিনিবেশই সমস্ত দুঃখের কারণ। সাধারণ অবিবেকী লোক ত' দূরের কথা, বিবেকী মুনিগণ পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হইলে সংসারমার্গে বিচরণ করেন। শরণাগত ভক্তগণের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণেরই সহজপ্রাপ্য। ভগবৎ-প্রীতিই সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অক্ষয় ফল। নিজেন্দ্রিয়—তৃপ্তির জন্য সর্ব্ব-শুভকর্ম্মও বিনাশি। যাঁহারা প্রয়াণ-কালে নিষ্কাম হইয়া ভগবানের নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সদ্যই বহুজন্মের পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। যেসকল লোক ভগ-বদ্বহির্মুখ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ নারায়ণকথিত পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুযায়ী অর্চ্চনে অমনোযোগী হন, কাল তাঁহাদের জীবিতাশা সদ্য ছেদন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা সত্যলোকে অধিষ্ঠিত হইয়াও কালকর্ত্তৃক ভীত হন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য দীর্ঘ তপস্যা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী পুরুষের নিকট সৃষ্টি-সামর্থ্য প্রার্থনা করিলে তিনি ব্রহ্মাকে পুনরায় তপস্যা ও উপাসনা-বিদ্যা অভ্যাস করিতে আদেশ করিলেন এবং নানাবিধ উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, ব্রহ্মার পক্ষে সৃষ্টিকার্য্য নূতন নহে; যে সকল জীব পুরুষে শায়িত আছে, উহাদিগকে পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত করিলেই সৃষ্টি-কার্য্য সাধিত হইবে।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—সুচিরাৎ (বহুকালোপাসনেন) অদ্য (সাম্প্রতং) মে (ময়া) জ্ঞাতোঽসি, ননু (অহো) দেহভাজাং (দেহধারিণাং জীবানাম্) ইতি (এতৎ) অবদ্যং (দোষঃ) (যৎ তৈঃ) ভগবতঃ (তব) গতিঃ (তত্ত্বং) ন জ্ঞায়তে ; (হে) ভগবন্, ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অন্যৎ (তত্ত্বং) নাস্তি, যৎ অপি (অস্তীতি-প্রতিভাতি তদপি) শুদ্ধং (সত্যং) ন (কামনা-বিষয়ত্বাৎ, ক্ষয়িষ্ণুত্বাচ্চ নোপাদেয়ং ভবতি) যৎ (যতঃ) মায়াগুণব্যতিকরাৎ (মায়াগুণক্ষোভাৎ ত্বমেব) উরুঃ (বহুরূপঃ) বিভাসি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্, বহুকাল উপাসনা করিয়া অদ্য আপনাকে জানিতে পারিলাম। আহা! দেহধারি-জীবগণের কি মন্দভাগ্য! যেহেতু তাহারা আপনার তত্ত্ব জানিতে পারে না। আপনিই একমাত্র জানিবার যোগ্যপুরুষ, যেহেতু আপনি ব্যতীত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, যাহা আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাও শুদ্ধ (সত্য) নহে। আপনি যে জগদ্রূপে বহুরূপ হইয়া প্রকাশিত হন, তাহাও আপনার বহিরঙ্গা প্রধানরূপ মায়ার গুণসমূহের পরিণাম হইতেই প্রতিভাত হয় (অর্থাৎ তাহাতেও শুদ্ধত্ব নাই) ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

গর্ভোদশায়িনং স্বান্তর্য্যামিনং নবমে বিধিঃ।
স্তুত্বা তস্য কৃপাবৃষ্ট্যা সামর্থ্যং প্রাপ সৃষ্টয়ে ॥

ভগবৎকৃপালব্ধং তদীয়-সাক্ষাৎকারৈককারণং ভগবজ্-জ্ঞানমেব ভবেদিতি প্রদর্শয়ন্নাহ—জ্ঞাতোঽসীতি। মে ময়া অদ্য ত্বং জ্ঞাতোঽসি সুচিরাৎ বহুকালং ত্বদীয়-ধ্যানং কুর্ব্বতাপীত্যর্থঃ। ঈদৃশসৌন্দর্যস্য তব ময়া কদাপ্যধ্যানাৎ ধ্যানদশায়াং ভগবন্তমহং জ্ঞাত্বৈব ধ্যেয়ামীতি হন্ত হন্ত বৃথৈব জ্ঞানাভিমানঃ কৃতঃ। তথা ধ্যাতরূপ এব প্রভুর্ম্মে দর্শনং দদাত্বিত্যাশংসাপি বৃথৈব কৃতেতি ধ্বনিঃ; যত ঈদৃশসৌন্দর্যস্য লেশোঽপি মহামরকত-নীলোৎপল-নবনীরদাদিষু নাস্তীতি তথারূপতয়া ত্বং ধ্যাতোঽপীদৃশরূপতয়া প্রত্যক্ষোঽভূরিতি তব কৃপায়া মাহাত্ম্যমনির্ব্বাচ্যমিত্যনুধ্বনিঃ। স্বয়ং তন্মাধুর্যাস্বাদমনুভূয় তদননুভবিনোঽপরান্ শোচতি। দেহভাজাং প্রাণিনাং ইত্যেবাবদ্যং দোষঃ। কিন্তৎ—ভগবতস্তব গতিস্তত্ত্বং ন জ্ঞায়তে, ঈদৃশসৌন্দর্যমাধুর্যাদিকং নানুভূয়তে দেহভাজামিতি দেহধারণস্য ত্বদ্ভজনমেব ফলম্। যস্মাদেবৈতাদৃশং স্বরূপমনুভবিতুং শক্যত ইতি ভাবঃ। ননু বিচিত্রে জগত্যন্যদপি কিমীদৃশমতিমধুরমনুভবনীয়ং বস্তু নাস্তি, যতোঽস্যাজ্ঞানে দেহিনামবদ্যং ব্রবীসীতি ? তত্রাহ—ত্বত্তোঽন্যন্নাস্তি যৎ কিল জ্ঞানার্থমুপাদেয়মিত্যর্থঃ। ভগবন্নিতি ভগবত্ত্বা ত্বন্যত্র নাস্ত্যেবেতি ভগশব্দবাচ্য-নিখিলাপ্রাকৃত-সৌন্দর্যকীর্ত্যাদীনি বিনা নৈব নেত্রকর্ণাদিভোগ্যং বস্ত্বস্তীতি ভাবঃ। ননু সর্ব্বেন্দ্রিয়ভোগ্যং স্বর্গসুখমেবাস্তি ? তত্রাহ—অপি তন্ন শুদ্ধমিতি, তদপি নশ্বরত্বাদিভিরনিত্যং পরিণামবিরসং পরিমিতমতিনিকৃষ্টমপি ন শুদ্ধমপবিত্রং কামি-কাক-সংঘাস্বাদ্যং, ন তু নিষ্কিঞ্চন-হংসপরিষদ্দৃশ্যমপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তচ্চাপি ত্বন্মায়াশক্তিকার্যত্বান্ন ত্বত্তোঽন্যদিত্যাহ মায়াগুণানাং ব্যতিকরাৎ পরিণামাৎ উরুঃ স্বর্গপারমেষ্ঠ্য-সার্ব্বভৌমাদিরূপঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী নিজের অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্তব করিয়া, তাঁহার কৃপাবর্ষণে সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

শ্রীভগবানের কৃপালব্ধ এবং তদীয় সাক্ষাৎকারের একমাত্র কারণ—ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানই হইতে পারে ; ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন—'জ্ঞাতোঽসি', আজ তুমি আমার বিদিত হইয়াছ, 'সুচিরাৎ'—বহুকাল তোমার ধ্যান করিয়াও (তোমাকে জানিতে পারি নাই, আজ তুমি নিজেই আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছ)—এই অর্থ। এই প্রকার সৌন্দর্য্যশালী তোমার আমি কখনও ধ্যান করি নাই, ধ্যানকালে ভগবানকে জানিয়াই ধ্যান করিতেছি—এইরূপ হায়! হায়! বৃথাই জ্ঞানাভিমান করিয়াছিলাম। সেই প্রকার ধ্যাতরূপই (ধ্যানের বিষয়ীভূতই) প্রভু আমাকে দর্শন প্রদান করুন—এইরূপ অভিলাষও বৃথাই করিয়াছিলাম—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। যেহেতু এই সৌন্দর্য্যের লেশও মহামরকত, নীলোৎপল, নবীন মেঘ প্রভৃতিতে নাই। সেইরূপভাবে তুমি ধ্যাত হইলেও, এতাদৃশ রূপে যে তুমি প্রত্যক্ষ হইয়াছ—ইহা তোমার কৃপার অনির্ব্বাচ্য মাহাত্ম্য—ইহা অনুধ্বনি। ব্রহ্মা নিজে তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদ অনুভবপূর্ব্বক যাহারা সেই মাধুর্য্যের আস্বাদন অনু-

ভব করে নাই, তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছেন—'দেহভাজাং', দেহধারী প্রাণিগণের, 'ইত্যবদ্যম্'—ইহাই একমাত্র দোষ। তাহা কি? তাহাতে বলিতেছেন—ভগবান্ যে তুমি, তোমার তত্ত্ব তাহারা জানে না, এতাদৃশ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যাদির অনুভব তাহারা করে না। 'দেহভাজাম্'—দেহধারিগণের, ইহা বলায়—তাঁহার ভজনই দেহধারণের ফল, যে দেহধারণের ফলেই এই প্রকার স্বরূপ অনুভব করিতে পারা যায়, এই ভাব।

যদি বলেন—দেখুন, বিচিত্র এই জগতে কি অপর কোনও এইপ্রকার অতি মধুর অনুভবনীয় বস্তু নাই, যাহাতে ইহার অজ্ঞানে দেহিগণের দোষ বলিতেছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নান্যৎ ত্বদস্তি', না, তোমা ব্যতীত অপর কোন বস্তুই নাই, যাহা জ্ঞানের নিমিত্ত উপাদেয় (গ্রহণীয়) হইতে পারে—এই অর্থ। 'ভগবন্'—এই সম্বোধন করায়, ভগবত্তা তোমা ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি নাই, ভগ-শব্দ-বাচ্য নিখিল অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য, যশঃ প্রভৃতি ব্যতিরেকে নেত্র, কর্ণাদির ভোগ্য অপর কোন বস্তুই নাই—এই ভাব। দেখুন—সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য স্বর্গসুখই আছে, তাহাতে বলিতেছেন—'অপি যন্ন শুদ্ধং', থাকিলেও উহা শুদ্ধ নহে, তাহাও নশ্বরত্বাদি হেতু অনিত্য, পরিণামে বিরস, পরিমিত ও অতি নিকৃষ্ট হইলেও, 'ন শুদ্ধম্'—অর্থাৎ অপবিত্র, কামিগণের ও কাকসঙ্ঘেরই আস্বাদ্য, কিন্তু উহা নিষ্কিঞ্চন হংসকুলের (পরমহংস ভাগবতগণের) দৃশ্যও নহে—এই অর্থ। আরও, উহাও তোমার মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া তোমা হইতে অন্য কিছু নহে, ইহাই বলিতেছেন—'মায়াগুণ-ব্যতিকরাৎ', মায়ার গুণসমূহের পরিণাম (ক্ষোভ) হইতেই, 'উরুঃ বিভাসি'—(তুমিই) বহুরূপে অর্থাৎ স্বর্গ, পারমেষ্ঠ্য, সার্ব্বভৌমাদিরূপ হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাক ॥ ১ ॥

মধ্ব—স্বতো নাস্তি তদধীনবিদ্যমানমপ্যশুদ্ধম্। যচ্চ স্বনানাত্বং তদপি স্থানভেদাদসদেব ভাতি।

একোঽপি স্থাননানাত্বান্নানেব হরিরীয়তে।

সর্ব্বান্তর্য্যামিণস্তস্য ন ভেদো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ১ ॥

তথ্য—'গতি' অর্থে স্বরূপ, ভগবচ্ছক্তি প্রভৃতিরূপা পরমা স্থিতি। অনন্তবৈভবময়ী অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিদ্বারা আপনি স্বতঃই শুদ্ধ অপ্রাকৃতস্বরূপে বিরাজমান। কিন্তু আপনি জগদ্রূপে বহুরূপ হইয়া যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয়ই আপনার বহিরঙ্গা প্রধানরূপা মায়াখ্যাশক্তিগত দ্রব্যশক্তির গুণসমূহের পরিণাম হইতেই সঞ্জাত হয় অর্থাৎ অনন্ত বৈভব-বৈচিত্র্যযুক্ত চিদ্ধাম ও চিৎসঙ্গী ভগবানেরই অন্তরঙ্গা শক্তিপ্রকটিত বলিয়া শুদ্ধ স্বরূপ, আর তাহারই হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই বিচিত্র নামরূপাত্মক জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির পরিণাম বলিয়া তাহাতে শুদ্ধত্বের অভাব (শ্রীজীব)।

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৪৮)—

হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।

ভাঃ ৪।৩।১১—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥"

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ ও ৭ম পঃ—

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥

* * *

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃতচিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১ ॥

———

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অববোধ-রসোদয়েন (চিচ্ছক্ত্যাবির্ভাবেন) শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ (শশ্বৎ সদা নিবৃত্তং তমঃ

যস্মাৎ তস্য, তব) যৎ এতৎ রূপং সদনুগ্রহায় (সতাম্ উপাসকানাম্ অনুগ্রহায়) গৃহীতং (স্বাতন্ত্র্যেণ ত্বয়ৈব আবিষ্কৃতম্) অবতারশতৈকবীজং (অবতারশতস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য যৎ একং বীজং মূলং) যন্নাভিপদ্মভবনাৎ (যস্য গর্ভোদশায়িনঃ নাভিপদ্মাৎ) অহং আবিঃ (আবির্ভূতঃ) আসম্ (অভবম্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনা হইতে চিচ্ছক্তির নিত্যকালই আবির্ভাবহেতু প্রকৃতির সর্ব্ববিধ গুণ স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াছে। উপাসকগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্য গুণাবতারগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শত শত অবতারের একমাত্র মূল কারণস্বরূপ এই গর্ভোদশায়ী মূর্ত্তি ভক্তগণের অভিমুখে প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহারই নাভিপদ্ম-ভবন হইতে আমি উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিদমপি মদীয়ং রূপমদ্যতনমেব অদ্যতনত্বে চানিত্যমেবাত্র অদ্য জ্ঞাতোঽসীতি ত্বদুক্তিরেব প্রমাণমিতি পরিহাসমাশঙ্ক্যাহ—রূপমিতি। অববোধরসঃ স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিস্তদুদয়েন হেতুনা। শশ্বৎ সনাতনমেব নিবৃত্তং তমো মায়া যস্মাৎ তস্য তব। অত্র শশ্বদিত্যুক্তের্গৃহীতমাবিষ্কৃতমিতি স্বামিচরণাঃ, সতামাভিমুখ্যেনানীতমিতি সন্দর্ভঃ। গৃহীতা মায়য়া গুণা ইতিবদভেদেঽপি ভেদবুদ্ধ্যেত্যেকে, অববোধরসেন কর্ত্রা গৃহীতমিত্যপরে ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ যদি বলেন—দেখ, এই যে আমার রূপ, ইহা অদ্যতনই (অর্থাৎ আজই ইহার প্রকাশ হইয়াছে), আর অদ্যতনত্ব হইলে, উহা অনিত্যই। এই বিষয়ে 'অদ্য জ্ঞাতোহসি'—আজ তুমি জ্ঞাত হইলে, এই তোমার উক্তিই প্রমাণ—এইরূপ ভগবানের পরিহাস আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন —'রূপম্', এই যে তোমার রূপ, তাহা 'অববোধরসঃ' —তোমার স্বরূপভূতা যে চিচ্ছক্তি, তাহার উদয় অর্থাৎ প্রকাশহেতুই, 'শশ্বৎ'—সনাতন, নিত্যই। 'নিবৃত্ত-তমসঃ'—যাঁহা হইতে তমঃ অর্থাৎ মায়া নিবৃত্ত হয়, (সেই তোমার এই রূপ)। এখানে 'শশ্বৎ'—এই উক্তিহেতু 'গৃহীত'—শব্দে আবিষ্কৃত (অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত বস্তুই প্রকাশিত) হইয়াছে—ইহা শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা। গৃহীত, অর্থাৎ সাধুগণের সমক্ষে আনীত হইয়াছে—ইহা সন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আশয়। মায়া কর্ত্তৃক গুণসকল গৃহীত হইয়াছে—এইরূপ অভেদেও ভেদবুদ্ধি-বশতঃ, ইহা কেহ কেহ বলেন। অপর কেহ কেহ বলেন—'অববোধরস', অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই এখানে কর্ত্তৃপদ, তাহা কর্ত্তৃক এই রূপ গৃহীত (প্রকাশিত) হইয়াছে ॥ ২ ॥

মধ্ব—যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসং, যচ্চেদং ভগবৎস্বরূপমানন্দমাত্রং পশ্যামি, যচ্চাশ্রিতোঽস্মি অতঃপরং নাস্তি অতো ন জ্ঞায়ত ইতি অবদ্যমিত্যুক্তমাপেক্ষয়া। অনাদিগৃহীতমেব গৃহ্যতে।

যত্তদ্দিব্যং হরে রূপং ক্ষীরসাগরমধ্যগম্।
জ্ঞানানন্দৈকমাত্রং চ ন ততঃ পরমং ক্বচিৎ।
অনাদিনিত্যাদব্যক্তাৎ তস্মাজ্জজ্ঞে চতুর্ম্মুখঃ ॥

ইত্যধ্যাত্মে। ভূতেন্দ্রিয়াণামাত্মকম্। যচ্চাপ্নোতীত্যাদেঃ ॥ ২-৩ ॥

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে পরম (পরমেশ্বর), অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অনাবৃতপ্রকাশং অতঃ) অবিকল্পম্ (অদ্বয়জ্ঞানম্) আনন্দমাত্রং (বিশুদ্ধানন্দময়ং) যৎ ভবতঃ (তব) স্বরূপং অতঃ (রূপাৎ) পরং (ভিন্নং) (তৎ) ন পশ্যামি, (হে) আত্মন্ (পরমাত্মন্), বিশ্বসৃজং (বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তারম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অবিশ্বং (অক্ষয়ত্বাৎ বিনাশশীলাৎ বিশ্বস্মাৎ অন্যৎ) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (ভূতানাং ইন্দ্রিয়াণাং চ আত্মানং কারণং) তে (তব) অদঃ (এতৎ রূপং) উপাশ্রিতঃ অস্মি (শরণং যামি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে পরমপুরুষ, আপনার যে অনাবৃত-প্রকাশ নির্ভেদ আনন্দমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ তাহা এইরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি না, কিন্তু ইহা সেই অদ্বয়তত্ত্বেরই অসম্যক্ প্রতীতিবিশেষ। হে আত্মন্! এই কারণেই উপাস্যের মধ্যে মুখ্য, অদ্বিতীয়, বিশ্বের

সৃষ্টিবিধানকারী, সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং ভূতেন্দ্রিয়গণের কারণ আপনার ঐ মূর্ত্তিকেই আমি আশ্রয় করিলাম ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নির্বিশেষং ব্রহ্মৈব সর্ব্বাদিমং কেচিদ্ব্যাচক্ষতে, ন তু সবিশেষমেতদিতি তত্রাহ—নাত ইতি। হে পরম, যত্তবতঃ স্বরূপং অবিকল্পং নির্ব্বিশেষং আনন্দমাত্রং ব্রহ্ম। তৎ অতো রূপাৎ পরং ন পশ্যামি, কিন্ত্বিদমেব তন্ন তু তদেবেদমিত্যর্থঃ। হে অবিদ্ধবর্চ্চঃ, অবিদ্ধং কালদেশাদ্যপরিছিন্নং বর্চ্চস্তেজো যস্যেতি সর্ব্বব্যাপকং তত্তেজ এব তদ্ব্রহ্মেতি ভাবঃ। যদুক্তং হরিবংশে অর্জ্জুনং প্রতি ভগবতা—যৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ইতি। ননূভয়োরৈক্যেঽপি ত্বং কুত্র রজ্যসীতি? তত্রাহ—বিশ্বং সৃজতীতি ইগুপধত্বাৎ কঃ, বিশ্বসৃজঃ তে তব রূপমেকং উপাশ্রিতোঽস্মি। ননু ত্বমপি ব্রহ্মা বিশ্বং সৃজসীতি? তত্রাহ—অবিশ্বং বিশ্বস্মাদন্যং চিন্ময়মিত্যর্থঃ। অহন্তু বিশ্বমেব, যতো ভূতেন্দ্রিয়াত্মভির্দেহেন্দ্রিয়মনোভিঃ কং সুখং যত্তেনৈব মদো গর্ব্বো যস্যেতি স্বস্য প্রাকৃতত্বমুক্তম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সকলের আদিতম, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সবিশেষ ব্রহ্ম নহেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'নাতঃ পরং পরম'—হে পরম! আপনার যে নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, আনন্দমাত্র ব্রহ্ম, তাহা আপনার এই রূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখি না; এই রূপই সেই রূপ, কিন্তু সেই রূপ এই রূপ নহে —এই অর্থ। 'হে অবিদ্ধ-বর্চ্চঃ'—অবিদ্ধ বলিতে কাল ও দেশাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বর্চ্চঃ অর্থাৎ তেজঃ যাঁহার, ইহাতে তোমার সর্ব্বব্যাপক সেই তেজই সেই ব্রহ্ম—এই ভাব। যেমন হরিবংশে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—"হে ভারত! প্রকৃতির পর যে পরম ব্রহ্ম সকল জগৎ আবৃত করিয়াছে, তাহা আমারই ঘনীভূত তেজঃ বলিয়া তুমি জানিতে পার।" যদি বলেন—দেখুন, উভয়ের ঐক্য হইলেও তুমি (ব্রহ্মা) কোন্ রূপে আসক্ত রহিয়াছ? তাহাতে বলিতেছেন—'বিশ্বসৃজঃ', যিনি বিশ্ব (সমস্ত কিছু) সৃষ্টি করেন, তিনি বিশ্বসৃক্ (বিশ্ব সমস্ত—সৃজ্ সৃষ্টি করা+ক), 'ইগুপধত্বাৎ কঃ'—ইক্ উপধায় বলিয়া এখানে ক—প্রত্যয় হইয়াছে। সেই বিশ্বস্রষ্টা তোমার একই পূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপকে আমি আশ্রয় করিলাম। (ভগবান্) যদি বলেন—দেখ ব্রহ্মা, তুমিও বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছ। তাহাতে বলিতেছেন—'অবিশ্বম্', উহা বিশ্ব হইতে অন্য, অর্থাৎ (তোমার সৃষ্ট যাহা, তাহা) চিন্ময়, এই অর্থ। কিন্তু আমি যে বিশ্ব সৃষ্টি করি, তাহা 'ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্'—ভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা, অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যে সুখ ('কং' বলিতে সুখ), তাহাতেই আমার 'মদঃ'—গর্ব্ব, ইহা বলায় ব্রহ্মা নিজের প্রাকৃতত্বই বলিলেন ॥ ৩ ॥

তথ্য—সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা রজোগুণবিভাবিত ছিলেন, সুতরাং তখন তিনি ভগবানের পূর্ণস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই—সেই জন্য বলিতেছেন, হে ভগবন্, আপনার যে পূর্ণ-ভগবৎস্বরূপ এখনকার প্রদর্শিতরূপ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই পূর্ণস্বরূপ আমি বর্ত্তমানে দর্শন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি আপনার সেই স্বরূপেরই সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভগবানের সেই পূর্ণ ভগবদাবির্ভাবস্বরূপ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'সেই স্বরূপ আনন্দমাত্র'; অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োপনিষদের তৃতীয় (ভৃগু) বল্লী, ষষ্ঠ অনুবাদে "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" 'ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন'—এই বাক্য হইতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা যায়। ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ, তাহা যাঁহার মাত্রা অর্থাৎ অসম্যক্ আবির্ভাব, তিনিই "আনন্দমাত্র" পুরুষ—পূর্ণভগবৎ-স্বরূপ। 'অবিকল্প' অর্থে যে স্বরূপে বিবিধ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কল্পনা নাই। শ্রীভগবান্ সেব্যতত্ত্ব-ভগবদাদিরূপে স্বীয় চিচ্ছক্তি প্রকটিত নিত্যধাম মহাবৈকুণ্ঠে বিরাজিত থাকিয়া নিত্যপরিকরগণসহ অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করিয়া থাকেন, সুতরাং জগৎসৃষ্ট্যাদি বহিরঙ্গা-মায়ার কার্য্যে ভগবৎস্বরূপ উদাসীন। তাঁহারই স্বাংশ পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী পুরুষ প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তারূপে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে প্রবৃত্ত। এইজন্যই পূর্ব্বে (ভাঃ ৩।৫।২৬) উক্ত হইয়াছে যে, অধোক্ষজ ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারভূত স্বাংশ-প্রকৃতিদ্রষ্টৃপুরুষের দ্বারা নিমিত্তভূতা গুণময়ী প্রকৃতিতে জীবাখ্য বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন। লঘু-

ভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড নবমাঙ্কধৃত ৩৬ অ সাত্ত্বততন্ত্র-বাক্য ইইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুর তিনটী রূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদকশায়ী বা সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ (ইনিই ব্রহ্মার পিতা), তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী বা ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, (তিনি প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর ও পরমাত্মা)। 'অবিদ্ধবর্চঃ' অর্থে মায়ার দ্বারা যাঁহার শক্তি ভিন্ন নহে, তাদৃশ পুরুষ অর্থাৎ যিনি বহিরঙ্গা-মায়াতে ঈক্ষণাদি কার্য্য করিলেও মায়ার গুণে অভিভূত নহেন, তিনি মায়াধীশ। ঐ স্বরূপই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—যিনি ভূত ও ইন্দ্রিয়-সমূহের আত্মা, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বকারণ প্রধানও প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ হয় (শ্রীজীব) ॥ ৩ ॥

———

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভুবনমঙ্গল, তৎ বৈ (তদেব ইদং রূপং) উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায়; ধ্যানে তে (ত্বয়া) দর্শিতং স্ম। অসৎপ্রসঙ্গৈঃ (নিরীশ্বর-কুতর্কনিষ্ঠৈঃ) নরকভাগ্ভিঃ (নরকগামি-ভিঃ কৈশ্চিৎ) যঃ (ত্বং) অনাদৃতঃ (নৈব স্বীকৃতঃ), তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম (বয়ম্ অনু-বৃত্ত্যা করবাম) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে ভুবনমঙ্গল, আমরা আপনার উপা-সক। আপনি আমাদের মঙ্গলবিধানের জন্য ধ্যান-যোগে যে রূপ প্রদর্শন করাইলেন, নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ নারকিগণ তাহার আদর করে না। আপনি সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহ, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নির্ব্বিশেষস্বরূপং কিমিতি নাশ্রয়সি? তত্রাহ—তৎ প্রসিদ্ধমিদং সবিশেষং স্বরূপং বৈ নিশ্চি-তং চতুর্দ্দশভুবনস্থ-জনানাং সর্ব্বেষামপি যানি মঙ্গলানি ধর্মার্থ-কামমোক্ষাস্তেষামপি মঙ্গলায় কল্যাণার্থং এতদ্রূ-পোপাসনে সত্যেব ধর্ম্মাদয়ঃ কুশলিনঃ সার্থকা ভবন্ত্যন্যথা ব্যর্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। নির্ব্বিশেষস্বরূপস্ত্বেবং ন ভবতীতি ভাবঃ। তথা নোঽস্মাকমপি ধ্যানে ইদমেব দর্শিতং ন তু তদিতি ততঃ কৃপালুত্বাধিক্যমপি। তস্মাৎ তস্মৈ সবিশেষস্বরূপায় চিন্ময়গুণসমুদ্রায় তুভ্যং নম এব কেবলং বিধেম করবাম; পরিচর্য্যাং পুনঃ কামহং কর্ত্তুং শক্নোমীতি ভাবঃ। নন্বিদং রূপং ন সচ্চিদানন্দময়ং কিন্তু মায়াময়মিতি ব্রুবাণাঃ কেচিন্মাং বস্তুতো নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ—যোঽনাদৃত ইতি। নরকভাগ্ভিরিতি তে নরক এব নিপতিষ্যন্তীত্যর্থঃ। অসন্মিথ্যৈবেদং সর্ব্বমিতি প্রসঙ্গবদ্ভিরসাধুসঙ্গিভিরিতি বা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি (ব্রহ্মা) কিজন্য নির্ব্বিশেষ স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ না? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্বা ইদং', সেই প্রসিদ্ধ এই সবিশেষ স্বরূপই নিশ্চিত চতুর্দ্দশ ভুবনস্থিত সকল জনগণেরও যে সমস্ত মঙ্গল, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, উহাদেরও 'মঙ্গলায়'—কল্যাণের নিমিত্ত (তুমি এই রূপ দর্শন করাইয়াছ)। এই রূপেরই উপাসনা করিলে, ধর্ম্মাদি সার্থক হইয়া থাকে, অন্যথা (অর্থাৎ এই সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা না করিলে), সকলই ব্যর্থ হয়—এই অর্থ। কিন্তু নির্ব্বিশেষ স্বরূপ এইরূপ হয় না—ইহাই ভাবার্থ। তথা উপাসক আমাদের ধ্যানে এই (সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপই) তুমি দেখাইয়াছ, কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষ রূপ নহে। ইহার দ্বারা তাহা হইতে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতে তোমার সবিশেষ ভগবৎস্বরূপেরই কৃপালুত্বের আধিক্যও ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব সেই সবিশেষস্বরূপ, চিন্ময়গুণের সমুদ্র তোমাকে আমরা কেবল নমস্কারই করিব, কিন্তু উহার কোন্ পরি-চর্য্যা (সেবা) করিতে আমি সমর্থ? (অর্থাৎ কোন সেবা করিতেই আমি সক্ষম নই)—এই ভাব। (যদি ভগবান্ বলেন)—দেখ ব্রহ্মা, কেহ কেহ বলিয়া থাকে—আমার এই রূপ সচ্চিদানন্দময় নয়, কিন্তু মায়াময় এবং বস্তুতঃ তাহারা আমার এই রূপের অনাদরই করিয়া থাকে। তাহাতে বলিতে-ছেন—'যোঽনাদৃতঃ' ইতি, অর্থাৎ যাহারা এই রূপের অনাদর করে, তাহারা নরকেই নিপতিত হইবে—এই অর্থ। 'অসৎপ্রসঙ্গৈঃ'—অসৎ অর্থাৎ এই

জগতের সকল কিছুই মিথ্যা—এইরূপ পর্য্যালোচনাকারিগণের, অথবা অসাধুগণের যাহারা সঙ্গী, (তাহারাই নরকে গমনের জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে) ॥ ৪॥

তথ্য—চৈ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ ও ২৫শ এবং অন্ত্য ৫ম পঃ—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার !
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ, চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥

লঘুভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ডে ৯ম অঙ্কধৃত কৌর্ম্মবাক্য—

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে কৃচিৎ।

গীতা ৯।১১ ও ১৬।১৯—

অবজানান্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৪ ॥

———

**যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥৫॥**

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, যে তু শ্রুতিবাতনীতং (শ্রুতিঃ বেদঃ স এব বাতঃ তেন নীতং প্রাপিতং) ত্বদীয়চরণাম্বুজ-কোষগন্ধং (ত্বৎপদসরোজসৌরভং) কর্ণবিবরৈঃ (শ্রবণ-কুহরৈঃ) জিঘ্রন্তি (ত্বৎকথাশ্রবণমত্যাদরেণ কুর্ব্বন্তি) পরয়া ভক্ত্যা চ (নির্ম্মল-প্রেম্না) গৃহীতচরণঃ (ধৃতপাদপদ্মঃ ত্বং) তেষাং স্বপুংসাং (নিজজনানাং) হৃদয়াম্বুরুহাৎ (হৃদয়পদ্মাৎ) ন অপৈষি (ন অপযাসি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—প্রভো, যে সকল শুদ্ধভক্ত আপনার পাদপদ্মের সৌরভ বেদরূপ গন্ধবহযোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণরন্ধ্র দ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ আদরের সহিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগে ভবদীয় চরণপদ্মই পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন ; হে নাথ, সেই সকল নিজজনের হৃদয়-কমল হইতে আপনি কখনও দূরগত হন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—শাস্ত্রেষু নির্ব্বিশেষস্বরূপোপাসকা জ্ঞানিন উচ্যন্তে ; সবিশেষস্বরূপোপাসকাস্তু ভক্তাস্তেষামুভয়েষাং মধ্যে ভক্তা এব কৃতার্থাঃ প্রিয়াশ্চেত্যাহ দ্বাভ্যাম্। যেত্বিতি শ্রুতির্ব্বেদঃ শ্রবণভক্তির্ব্বা বাতস্তেন নীতং প্রাপিতং ততশ্চ তে চরণাম্বুজসৌরভ্যলোভিনো ভৃঙ্গা ইব চরণাম্বুজমেব পরমপুরুষার্থত্বেন গৃহ্ণন্তীত্যাহ— ভক্ত্যা পরয়া প্রেমলক্ষণয়া নাপৈষীতি তে যথা তব চরণাম্বুজএব লোভিনস্তন্ন ত্যজন্তি, তথা ত্বমপি তেষাং প্রেমমাধুর্য্যবতি হৃদয়াম্বুজ এব লোভী তন্ন ত্যজসীতি পরস্পরবশীকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকল শাস্ত্রে (ভগবানের) নির্ব্বিশেষ স্বরূপের উপাসকগণকে জ্ঞানী বলা হয় ; কিন্তু সবিশেষ স্বরূপের উপাসকগণ ভক্ত, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভক্তই কৃতকৃতার্থ এবং (ভগবানের) প্রিয়, ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি। 'শ্রুতি-বাত-নীতং'—শ্রুতি বলিতে বেদ, অথবা শ্রবণা ভক্তি, তাহাই বায়ুরূপ, তাহার দ্বারা প্রাপিত হইয়াছে (যে তদীয় পাদপদ্মের সৌরভ)। তারপর তোমার চরণকমলের সৌরভলোভী ভৃঙ্গের ন্যায়, ভক্তগণ তোমার চরণ-কমলই পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন— 'ভক্ত্যা', অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তির দ্বারা। 'নাপৈষি' —তোমার চরণকমলেই লোভী সেই ভক্তগণ যেরূপ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তদ্রূপ তুমিও তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্যময় হৃদয়কমলেই লুব্ধ হইয়া, তাহা পরিত্যাগ কর না, ইহাতে পরস্পরের বশীকার সূচিত হইল ॥ ৫ ॥

মধ্ব—

হৃদি ব্যক্তং তু যদ্রূপং হরের্গন্ধঃ স উচ্যতে।
উত্তমানাং তু পাদেন সর্ব্বং রূপং তু ভণ্যতে ॥
গন্ধ-গন্ধবতোর্য্যস্মান্ন ভেদঃ কৃচনেষ্যতে ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৫ ॥

তথ্য—ভাঃ ২।৮।৪-৬ দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

বিবৃতি—যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ বায়ু পরমাণু সমূহকে

আকর্ষণ করিয়া স্থূল পিণ্ড প্রদর্শন করে এবং আদিত্য সূর্য্যমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রদিগকে বায়ুর দ্বারা আকর্ষণ করে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মগন্ধবাহী বায়ু শ্রৌত-পন্থার বিষয় বা বেদ। সেই বেদবায়ু শ্রীগুরুদেবের ও সাত্বতগণের মুখে উদগীত হইয়া ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণে প্রবেশ করে। বায়ু সৌগন্ধ বহন করে এবং নাসা তাহা গ্রহণ করে। সাধুমুখকথিত ভগবৎকথা উচ্চার্য্যমান হইলে তাহাই কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের সুপ্ত হলাদিনী শক্তিকে উন্মেষিত করে, তখনই জীব মহাভাবস্বরূপা হলাদিনীসারসমবেতা মধুর রসের আশ্রয়বিগ্রহ বার্ষভানবীর চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিনী সেবাপ্রবৃত্তিবশে সচ্চিদানন্দের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত হন। বিষয়বিগ্রহ তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য ও ইতর কার্য্য বা ইতর ধ্যান করিবার অবসর দেন না। তাঁহারাও ভগবানের সেবা কোনও কালের জন্য পরিহার করেন না। সেবা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোনও নিত্যা বৃত্তি থাকে না ॥ ৫ ॥

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) লোকঃ (জনঃ) অভয়ং (আশ্রয়মাত্রেণ ভয়াৎ নিবৃত্তিপ্রদং) তে অঙ্ঘ্রিং (চরণং) ন প্রবৃণীত (ন আশ্রয়েৎ) তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং (দ্রবিণং ধনং ধনাদিজন্যং) ভয়ং (দ্রবিণাদৌ বর্ত্তমানে ভয়ং গতেঽপি তদ্বিনাশশঙ্কা) শোকঃ (বিনাশে দুঃখ, পুনশ্চ তল্লাভায়) স্পৃহা (ততশ্চ) পরিভবঃ (তথাপি) বিপুলঃ লোভঃ (তৃষ্ণা) চ (পুনঃ কথঞ্চিৎপ্রাপ্তে) মম ইতি অসদবগ্রহঃ (অসদাগ্রহঃ) তাবৎ আর্ত্তিমূলং (ক্লেশকারণং বর্ত্ততে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—('আমি ও আমার'—অনাত্মভূত অসৎ বস্তুতে যে এইরূপ অভিমান—ইহাই ভয়শোকাদির মূল কারণ।) হে ভগবন্, যে কাল পর্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন-কুটুম্বাদি বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল তৃষ্ণা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে 'আমি ও আমার' এইরূপ দুঃখকারণ জড়াসক্তি বিদ্যমান থাকে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তেঽপি স্ত্রীপুত্রদ্রবিণাদিমন্তশ্চেৎ সংসারিণ এবেতি তত্র নহি নহীতি স্বরসনাদংশমাহ—তাবদিতি। দ্রবিণাদ্যাসক্তিহেতুকং ভয়ং সংসার ইত্যর্থঃ। তস্যৈব প্রপঞ্চং শোক ইত্যাদি তাবদেব যাবত্তবাঙ্ঘ্রিং প্রভুত্বাদিভাবেন ন প্রবৃণীত প্রকর্ষেণ বরণে সতি ত্বয্যাসক্ত্যা দ্রবিণাদ্যাসক্তির্নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ। যদি চ দ্রবিণাদাবাসক্তোঽপি কশ্চিদ্ভক্তো ভবেত্তদাপি নৈব চিন্তেত্যাহ—মমেত্যসদাগ্রহস্তাবদেবার্ত্তিমূলং সংসারকারণং যাবদিতি তবাঙ্ঘ্রেঃ সেব্যত্বেন বরণমাত্র এব দ্রবিণাসক্ত্যাদেরুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশস্যেব নার্ত্তিমূলত্বমিত্যগ্রে চ বক্ষ্যতে। তাবদ্রাগাদয়স্তেনা ইত্যত্র যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনা ইতি। তাবচ্ছব্দস্য দ্বিপাঠবলাদ্ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ যে তু ত্বদীয়েত্যনেন রতিমন্তঃ তাবদ্ভয়মিত্যর্দ্ধেনানর্থনিবৃত্তিমন্তঃ তাবন্মমেত্যর্দ্ধেনানিবৃত্তানর্থাস্ত্রিবিধা অপি ভক্তা ন সংসারিণ ইত্যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সেই সকল ভক্তগণও যদি স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদাদিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাহারাও সংসারীই, তাহাতে 'না, না, এইরূপ কখনই নয়'—ইহা নিজ জিহ্বা দংশন করিয়া বলিতেছেন—'তাবদ্' ইত্যাদি শ্লোকে। ধনাদির আসক্তিহেতু ভয়ই সংসার, এই অর্থ। সেই আসক্তিরই প্রপঞ্চ (ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগাদি)। শোক, স্পৃহা ইত্যাদি ততক্ষণ পর্য্যন্তই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার চরণকমল প্রভুত্বাদিভাবে বরণ না করে। প্রকৃষ্টভাবে তোমার চরণকমল বরণ করিলে, তোমাতে আসক্তিবশতঃ ধনাদির আসক্তি নিবর্ত্তিত হয়—এই ভাব। যদি কোন ভক্ত ধনাদিতে আসক্তও হয়, তাহা হইলেও কোন চিন্তা নাই, ইহা বলিতেছেন—'আমি, আমার' ইত্যাদি অসৎ (অনিত্য) বস্তুতে আগ্রহই আর্ত্তির মূলরূপ সংসারের কারণ, তাহা তত-

ক্ষণ, যতক্ষণ তোমার চরণকমল আশ্রয় না করে। সেব্যস্বরূপে তোমার চরণের বরণমাত্রেই ধনাদির আসক্তি ভগ্নদন্ত সর্পের দংশনের ন্যায় আর আর্ত্তির কারণ হয় না। এইরূপ পরেও (শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তবে) বলিবেন—"হে কৃষ্ণ! রাগাদি ততক্ষণ পর্য্যন্তই চোর হয়, সেইরূপ গৃহও কারাগার অর্থাৎ বন্ধনাগার হয় এবং মোহও ততক্ষণ পর্য্যন্তই চরণের শৃঙ্খল হয়, যতক্ষণ তোমার জন না হয়। তদীয় জনের কিন্তু রাগাদিও তোমাতে নিষ্ঠাবশতঃ মোচকই হইয়া থাকে।" 'তাবৎ'—ততক্ষণ, এই শব্দের দুইবার পাঠ-হেতু এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল। এই প্রকারে —'যাঁহারা তোমার চরণকমলের সৌরভ শ্রবণকুহরের দ্বারা আঘ্রাণ করিতেছেন', ইত্যাদির দ্বারা তোমাতে যাঁহারা রতিমান্ (আসক্তিযুক্ত), 'ততক্ষণ ধনাদি বিনাশের ভয়, যতক্ষণ তোমার অভয় চরণ সেব্যস্বরূপে বরণ না করে', ইত্যাদির দ্বারা যাঁহারা অনর্থ-নিবৃত্তিমান্ অর্থাৎ অনর্থ নিবৃত্তির চেষ্টাশীল এবং 'ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি, আমার—এইরূপ আগ্রহবশতঃ ক্লেশের কারণ বর্ত্তমান থাকে, যতক্ষণ তোমার চরণ আশ্রয় না করে'—ইত্যাদির দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হয় নাই যাঁহাদের—এই ত্রিবিধ ভক্তজন সংসারী নহেন, ইহা বলা হইল ॥ ৬ ॥

তথ্য—১০।১৪।৩৬ দ্রষ্টব্য। ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৫।৩৯—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ ॥ ৬ ॥

বিবৃতি—যাহাদের কর্ণবিবরে হরিকথা প্রবিষ্ট হয় না তাহারাই কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে বৃথা কালাপহরণ করে। যে কাল পর্য্যন্ত না তাহার আত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিতি বুঝিতে না পারেন বা হরিসেবায় প্রবৃত্ত না হয় তৎকালাবধি তাহাদের ভগবান্ ব্যতীত ইতর প্রতীতি প্রবলা থাকে। হরি-সেবায় দ্রবিণ বোধ হয় না। সেবাবিমুখের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে "আমি" বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে। 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আমার'—এই বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া কৃষ্ণ-বিমুখকে স্বজনবোধে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, কিন্তু ভগবৎসেবার অন্তরায় আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি জীবকে অভাব জন্য শোক, আকাঙ্খা, বিজয়াশা ও বিপুল লোভে প্রবৃত্ত করায়। জীব তখন কৃষ্ণবিমুখ হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বয়কে "আমার শরীর" এবং তদিতর বস্তু হইতে সর্ব্বদা ভীত হয়। সেই শরীরসম্পৃক্ত-দ্রব্যাভাবে তাহার ভয়, শোক, অভিলাষ প্রভৃতি প্রবল হওয়ায় ভগবজ্জ্ঞানরহিত হইয়া নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী হইয়া পড়ে। কখনও বা ভোগপ্রবণতায় প্রপীড়িত হইয়া ক্লেশ পায়। ভগবৎ-বস্তু ব্যতীত অন্যবস্তু মাত্র লাভের পিপাসা অসৎ-গ্রহণের চেষ্টা। এরূপ অসচ্চেষ্টা স্থূল সূক্ষ্মদ্বয়ে "আমি" ভ্রান্তি হইতেই উদিত হয়। তাদৃশ ভ্রান্তিই যাবতীয় ক্লেশের মূল। হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাবলে ভগবানে সেবাপ্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই পূর্ব্ব কথিত যাবতীয় অসুবিধার হস্ত হইতে জীবের পরিত্রাণ হয়। সেইকালে অসদ্গ্রহণের বাসনারূপ মূল সমূলে উৎ-পাটিত হয়। স্বরূপের বোধ-রাহিত্যেই নিত্য হরি-সেবা প্রবৃত্তির অভাব। সেবোন্মুখ স্বরূপবৃত্তিই সকল অনর্থ-নিরাশে একমাত্র সমর্থ। তখন ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোনও নশ্বর চেষ্টা থাকে না ॥ ৬ ॥

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যে সর্ব্বাশুভোপশমনাৎ (নিখিলামঙ্গল-বিনাশকাৎ সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকাৎ বা) ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ (ত্বৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাৎ) বিমুখেন্দ্রিয়াঃ (বিমুখানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে) কামসুখলেশলবায় (তুচ্ছকামপরিতৃপ্তিজনিতাল্পসুখলাভার্থং) লোভাভিভূত-মনসঃ (লোভাকৃষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ) শশ্বৎ (নিরন্তরং) অকুশলানি (অক্ষেমকরাণি কর্ম্মাণি) কুর্ব্বন্তি তে দৈবেন (ভাগ্যবশাৎ) হতধিয়ঃ (নষ্টমতয়ঃ) দীনাঃ (এব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন, (ভবদীয় প্রসঙ্গ সর্ব্ববিধ অভদ্ররাশি বিদূরিত করিয়া থাকে।) যে সকল ব্যক্তি আপনার সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তক লীলাকথার শ্রবণকীর্ত্ত-

নাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া তুচ্ছ কামসুখের আশায় লোভাভিভূত-হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গলজনক কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈবকর্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং চেৎ সর্ব্বএব সুধিয়ো ভূত্বা মচ্চরণমাশ্রয়িষ্যন্তে, তর্হি কে সংসারিণো ভবিষ্যন্তি, তত্রাহ—দৈবেন ত্বদপরাধোত্থদুরদৃষ্টেন অকুশলানি কাম্যানি নিষিদ্ধানি চ কর্ম্মাণি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(যদি ভগবান্ বলেন)—দেখ, এইরূপ হইলে কাহারা সংসারী হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'দৈবেন', দৈব বলিতে তোমাতে (অথবা তোমার ভক্তজনে) অপরাধবশতঃ দুরদৃষ্টের দ্বারা (যাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, তাহারাই) 'অকুশলানি'—অমঙ্গলরূপ কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মসকল করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তথ্য—(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২) শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৭॥

ক্ষুৎতৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবরষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) উরুক্রম (চক্রপাণে), ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিঃ (ক্ষুৎ ক্ষুধা চ তৃট্ তৃষ্ণা চ ত্রিধাতবঃ বাতপিত্ত-শ্লেষ্মাণঃ চ তৈঃ) (তথা) শীতোষ্ণবাত-বরষৈঃ (শীতোষ্ণবাতবর্ষাদিভিঃ) ইতরেতরাৎ চ (পরস্পরতঃ অন্য-কারণেভ্যঃ) সুদুর্ভরেণ (সুদুঃসহেন) কামাগ্নিনা (বাসনানলেন) অচ্যুতরুষা চ (অচ্যুতয়া রুষা অবিচ্ছিন্নক্রোধেন চ) মুহুঃ (ভৃশম্) অর্দ্দ্যমানাঃ (পীড্যমানাঃ) ইমাঃ (প্রজাঃ) সংপশ্যতঃ মে (মম) মনঃ সীদতে (সীদতি, দুঃখ মাপ্নোতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—আহা! (ঐ হরিকথাবিমুখ) জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ, বাতবর্ষা প্রভৃতি দ্বারা এবং পরস্পর বহু কারণে মুহুর্মুহুঃ ক্লিষ্ট হয়, আবার সুদুঃসহ কামাগ্নি ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধভরে দুঃখ পাইতে থাকে। হে উরুক্রম, ইহাদিগের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যে চান্যে পশ্বাদিতুল্যাঃ স্বীয়হিতাহিতং কিমপি ন জানন্তি তাংস্তু শোচাম্যেবেত্যাহ—ক্ষুচ্চ তৃট্ চ ত্রিধাতবঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্তৈরিমাঃ প্রজাঃ ইতরেতরাচ্চ স্বপুত্রকলত্রাদিষ্বপি পরস্পরতোঽর্দ্দ্যমানাঃ কামাগ্নিনা অচ্যুতয়া অনবচ্ছিন্নয়া রুষা সুদুর্ভরেতি দ্বয়োরেব বিশেষণং অর্দ্দ্যমানাঃ প্রজাঃ পশ্যতো মম মনঃ সীদতি হন্ত হন্ত কথমাসাং নিস্তারো ভবিতেত্যবসীদতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর, যাহারা পশুতুল্য নিজের হিত বা অহিত কিছুই জানে না, তাহাদের নিমিত্ত আমার অনুশোচনা হয়, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষুৎ-তৃট্'—ইত্যাদি শ্লোকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাদিরূপ ত্রিধাতুর দ্বারা এবং স্ব-পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতেও পরস্পর হইতে যাহারা পীড়িত হইতেছে, আর অনবচ্ছিন্ন কামাগ্নি ও ক্রোধবশতঃ প্রপীড়িত প্রাণিবর্গকে দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে—'হায়! হায়! কি প্রকারে ইহাদের নিস্তার হইবে'—এই চিন্তায় আমার চিত্ত অবসন্ন, এই ভাব ॥ ৮ ॥

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ! (পরমেশ্বর!) জনঃ (লোকঃ) যাবৎ ভগবতঃ (তব) ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং (ইন্দ্রিয়ার্থরূপা যা মায়া তয়া বলং আধিক্যং যস্য তৎ) আত্মনঃ (জীবস্য) ইদং পৃথক্ত্বং (দেহাদিভাবং) পশ্যেৎ (অনুভবেৎ), তাবৎ ব্যার্থা অপি (অনিত্যা অপি) দুঃখনিবহং (দুঃখসমূহং) বহতী (প্রাপয়ন্তী) ক্রিয়ার্থা (ক্রিয়াণাং অর্থঃ ফলং যস্যাং সা) অসৌ সংসৃতিঃ ন প্রতিসংক্রমেত (নোপরমেত) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ, লোকসকল যে কাল পর্যন্ত আপনার ইন্দ্রিয়ফলপ্রদাত্রী মায়াদ্বারা বর্ধিত নিজের এই দেহাদি ভাবকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ স্বীয় শুদ্ধস্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি না করে,

সেইকাল পর্য্যন্ত অনিত্য দুঃখসমূহের প্রাপক কর্ম্মফল-প্রসবকারী এই সংসার ব্যর্থ হইলেও তাহা হইতে উপরত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবংভূতায়াঃ সংসৃতেরবস্তুভূতত্বাদ-নয়া কথমবসীদসীতি, তত্রাহ—যাবদিতি। যাব-দাত্মনো জীবস্য ইদং পৃথক্‌ত্বং দেহাদিভাবং পশ্যেৎ অনুভবেৎ। ভগবত ইন্দ্রিয়ার্থরূপায়া মায়ায়া বলং যত্র তৎ তাবৎ সংসৃতির্ব্যর্থাপ্যবস্তুভূতাপি ন প্রতিসং-ক্রমেত নোপরমেত। দুঃখ-নিবহং প্রাপয়ন্তি যতঃ ক্রিয়াণাং কর্ম্মণামর্থঃ ফলং যতঃ সা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—এইরূপ সংসারের অবস্তুভূতত্বহেতু কিজন্য তাহার নিমিত্ত অবসন্ন হইতে-ছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'যাবদ্', যতক্ষণ 'আত্মনঃ'—জীবের এই পৃথক্‌ত্ব অর্থাৎ জীব দেহাদি-ভাবকে অনুভব করে এবং ভগবানের ইন্দ্রিয়ার্থরূপা (ইন্দ্রিয়ের ফলপ্রদাত্রী) মায়ার বল যেখানে, ততক্ষণ ব্যর্থ অর্থাৎ অবস্তুভূত হইলেও এই সংসৃতির উপরম হয় না, যে সংসৃতি দুঃখসমূহ আনয়ন করে এবং যাহা হইতে 'ক্রিয়ার্থা'—ক্রিয়া বলিতে কর্ম্মসকলের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মধ্ব—মায়াবলং ভগবদিচ্ছাবলং, জ্ঞেয়ত্বং দুর্ঘট-স্যাপি ঘটনাধিকশক্তিতা।

অভেদ ঈশ্বরেণাপি সৃষ্ট্যাদাবন্তরঙ্গতা।
উচ্যতে যস্যাঃ সা মায়া হরেরিচ্ছাথ বা বলম্ ॥
ভগবত্তন্ত্রতা যস্যাস্তদ্ভার্য্যাত্বং সুরূপতা।
উচ্যেত মায়া সা তু শ্রীর্দোষযুক্তা জড়া স্মৃতা ॥
পরিণামিনী যস্যাস্তু দোষাশ্চেতনতা তথা।
শৈবলীনামসৌ মায়া জগদ্বন্ধাত্মিকা সদা ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

ধ্যায়ে মংস্যে তথা পশ্যে শৃণোমীতি বিভক্ততা।
জীবস্থা তু হরেরিচ্ছা-বলাদিন্দ্রিয়ভুক্তয়ঃ ॥

ইতি ষাড়্‌গুণ্যে। ইন্দ্রিয়াণাং ভোগার্থম্। ব্যর্থাপি যজ্ঞাদিক্রিয়ার্থা ॥ ৯ ॥

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু অবিবেকিনাং সংসারনিবৃত্তিঃ মাভূৎ বিবেকিনঃ মুক্তা এবেতি কিং তেষাং ভক্ত্যা ? ইত্যাহ)—দেব, (হে প্রভো), অহ্নি (দিবসে) আপৃতার্ত্তকরণাঃ (আপৃতানি ব্যাপৃতানি চ তানি আর্ত্তানি ক্লিষ্টানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে) নিশি (রাত্রৌ) নিঃশয়ানাঃ (নিদ্রিতাঃ) নানামনো-রথধিয়া (স্বপ্নদর্শনেন চ) ক্ষণভগ্ন-নিদ্রাঃ (ক্ষণে ক্ষণে বিগতনিদ্রাঃ) দৈবাহতার্থরচনাঃ (দৈবেন আহতাঃ। সর্ব্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থানাং রচনাঃ অর্থার্থোদ্যমাঃ যেষাং তে) ঋষয়ঃ অপি যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখাঃ (ভগবৎকথা-বিরতাঃ অভক্তাঃ সন্তঃ) ইহ (অস্মিন্ জগতি) সংসরন্তি (বদ্ধা ভবন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—(যদি বল, অবিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে সংসারক্লেশ সম্ভব হইতে পারে—বিবেকিগণ ত' মুক্ত, তাঁহাদের ভক্তির আবশ্যক কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন)—হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু তখনও নানা অসদ্‌বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্ন-দর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারেন না, যেহেতু, উহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাজ্ঞানকল্পিতায়াঃ সংসৃতের্জ্ঞানে-নৈবোপরাম ইতি বাচ্যং যতো জ্ঞানিনোঽপি ভক্তিরহি-তাঃ সংসরন্তীত্যাহ—অহ্ন্যেতি যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ঋষয়ো জ্ঞানিনোঽপি এবম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তীত্যন্বয়ঃ। মুনয়ঃ ইতি চ পাঠঃ। কথংভূতাঃ অহ্নি আপৃতানি নানাব্যাপারযুক্তানি আর্ত্তানি চ করণানীন্দ্রিয়াণি যেষাং তথাভূতাঃ দৈবেন আহতা অর্থরচনা ভোগ্যবস্তুপ্রতি-পাদনানি যেষাং তে। এবঞ্চ দৈবেন ত ইত্যনেন কর্ম্মিণঃ ক্ষুত্তৃড়িত্যাদিনা মূঢ়াঃ অহ্ন্যাপৃতেত্যনেন

জ্ঞানিন ইতি ত্রিবিধাঃ সংসারিণ উক্তাঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজ্ঞানকল্পিত এই সংসৃতির জ্ঞানের দ্বারাই উপরম হইবে, ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু ভক্তিবিহীন জ্ঞানিগণও এই সংসারে (জগৎপ্রবাহে) গমনাগমন করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'অহ্নি' ইত্যাদি। তোমার প্রসঙ্গবিমুখ জ্ঞানিগণও এইরূপ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন। 'ঋষয়ঃ'—এই স্থানে 'মুনয়ঃ', এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে। মুনিগণ কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন 'অহ্নি', দিবসে নানাবিধ কর্ম্মে আসক্ত হওয়ায় ক্লিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁহাদের, তাদৃশ মুনিগণের দৈব-কর্তৃক 'অর্থরচনা', অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু প্রতিপাদক অর্থাগমের উদ্যমও আহত (নষ্ট) হইয়া থাকে। এইপ্রকারে দৈব কর্তৃক ইত্যাদির দ্বারা কর্ম্মিগণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদির দ্বারা মূঢ়জন এবং দিবসে ব্যাপৃত ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞানিগণ—এই ত্রিবিধ জনই সংসারী, ইহা বলা হইল ॥ ১০ ॥

মধ্ব—অর্থৈরধ্যাহৃতানি করণানি যেষাম্। অজ্ঞানং তু নিশা প্রোক্তা দিবাজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥ ইতি স্কান্দে ॥ ১০ ॥

তথ্য——যে সকল ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি অক্ষজ-জ্ঞানহেতু কুতর্কনিষ্ঠ ও তজ্জন্য শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং শ্রবণকীর্ত্তনরূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে বিমুখ, তাহারা সংসারে পতিত হয়, অধিক কি, ঐ সকল অক্ষজমার্গসিদ্ধ মুনিগণ পর্য্যন্ত ভগবানের কথায় বিমুখ হইলে সংসার প্রপঞ্চে এই অবিবেকী ব্যক্তিগণের ন্যায়ই ক্লেশ প্রাপ্ত হন; অথবা মুনিগণ পর্য্যন্তও ভগবদ্ভক্তিহীন হইলে সংসারে গমনাগমন করিয়া ক্লেশ ভোগ করেন। তাঁহারা কিরূপ ভাবে এই সংসারে ক্লেশ ভোগ করেন, তাহাই এই শ্লোকে অবতারণা করিয়াছেন। দশম স্কন্ধেও (১০।২।২৬) উক্ত হইয়াছে—'হে অরবিন্দাক্ষ, যে সকল নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর ব্যক্তি 'আমি মুক্ত হইয়াছি সুতরাং আর ভক্তির প্রয়োজন কি?' এই মনে করিয়া আপনার চরণসেবায় অনাদর করে, তাঁহারা বহু ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করা হেতু অধঃপতিত হন।' এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধে (৬।৩।১৮-২২) শ্রীযমরাজ বলিয়াছেন "যে পরমধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত, সেই পরমধর্ম্মের কথা—কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষি, কি দেবগণ, কি সিদ্ধগণ, কি অসুরনিকর, কি মানবগণ, কেহই জানেন না, সুতরাং উহা বিদ্যাধর-চারণাদি কি প্রকারেই বা জানিবে? কেবল দ্বাদশজন বৈষ্ণব ঐ পরম ধর্ম্মের কথা অবগত আছেন। তাঁহাদের নাম—ব্রহ্মা, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, দেবহূতিনন্দন কপিল, মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, শুকদেব এবং আমি (যমরাজ)। আমরা এই দ্বাদশজনমাত্রই এই ভাগবত-ধর্ম্ম অবগত আছি, কারণ এই ধর্ম্ম অতিশয় পবিত্র, পরম-গুহ্যতম ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, ইহা অবগত হইলে ইহার দ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। সুতরাং ভগবানে শরণাগত ব্যতীত অপর মনোধর্মী ব্যক্তি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম জানিতে পারিবে? হে দূতগণ, ভগবানের নামসংকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ তাহাই ইহলোকে পুরুষমাত্রের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।" অতএব উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত দ্বাদশজন বৈষ্ণব ও তাঁহাদের অনুগৃহীত শরণাগত ভক্ত ব্যতীত জৈমিন্যাদি মুনিগণের ন্যায় অভক্ত ব্যক্তি অক্ষজদৃষ্টিতে মহাগুণযুক্ত হইলেও পরমধর্ম্মের বিষয় জানেন না, সুতরাং ইহা উত্তমই বলা হইয়াছে যে, ঐ শুষ্ক জ্ঞানিগণ পর্য্যন্ত এই সংসারে দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। (শ্রীজীব) ॥১০॥

হরিভক্তিকল্পলতিকা ১৪।৬—

অহ্নি সোদরপূর্ত্তিমাত্রবিকলো নিদ্রাস্মরেহাদিভি-
র্দুষ্পুরৈশ্চ মনোরথৈরবিরতৈরাক্ষিপ্তচেতা নিশি।
এবং ত্বদ্বিমুখোঽপি দাস্যমধুনা যৎ প্রার্থয়ে তাবকং
ক্ষন্তব্যোঽয়মপত্রপস্য করুণাসিন্ধোঽপরাধো হি মে ॥১০॥

——

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ননু নাথ (হে প্রভো)! শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতেন শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থাঃ যস্য সঃ) ত্বং পুংসাং (ভক্তানাং) ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে (ভক্তি-

যোগেন পরিভাবিতে বিশুদ্ধে হৃৎসরোজে হৃদয়কমলে) আস্সে (বর্ত্তসে), (হে) উরুগায় (পুণ্যশ্লোক)! ধিয়া (একাগ্রেণ মনসা) তে যৎ যৎ বপুঃ (রূপং) বিভাবয়ন্তি (স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় ত্বং) তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে (প্রকটয়সি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে নাথ ! (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক ! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (সিদ্ধদেহভাবগত) ভাবনানুযায়ী যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তাস্তু জ্ঞানং বিনাপি সংসারং নিস্তরন্তীতি কিং বক্তব্যং যতো ভক্ত্যা ত্বামপ্যধীনীকুর্ব্বন্তীত্যাহ। ভক্তিযোগেন পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবিতে বাসিতে ভাবিতং বাসিতং ত্রিষ্বিত্যমরঃ। যদ্বা হে ভক্তিযোগপরিভাবিত ভক্তিযোগেনৈব পরি সর্ব্বতোভাবেন ভাবিতঃ প্রকটীকৃতো ভবতের্ণ্যন্তান্নিষ্ঠয়া ভক্তিযোগএব ত্বৎপ্রকটীভবনস্য প্রযোজকঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অতএব তেষাং হৃৎসরোজে আস্সে উপবিশ্য তিষ্ঠসি ন ততো নিঃসরসি নাপৈষি নাথেতি পূর্ব্বোক্তেঃ। আদৌ গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাদীক্ষিতঃ সাক্ষাৎকৃতশ্চ পন্থা যস্য সঃ। যেন পথা ত্বং হৃৎসরোজমায়াতোঽসি তং পন্থানং সাধনভক্তিপ্রকারং তএব সুষ্ঠু পরিচিন্বন্তীতি ধ্বনিঃ। অতো যস্য ত্বৎপ্রাপ্তীচ্ছা বর্ত্ততে স ততএব পন্থানং পরিচিনোত্বিত্যনুধ্বনিঃ। কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তা মনসা যদ্যদ্বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সীতি স্বামিচরণাঃ। যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্যদ্ধিয়া ভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুস্তেষাং সিদ্ধদেহং প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তগণ কিন্তু জ্ঞান ব্যতিরেকেও সংসার উত্তীর্ণ হন, এই বিষয়ে অধিক আর কি বক্তব্য ? যেহেতু ভক্তির দ্বারা তোমাকেও তাঁহারা অধীন করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'ত্বং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত', ইত্যাদি। ভক্তিযোগের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভাবিত অর্থাৎ বাসিত (ভক্তিরসে ভাবনা দেওয়া) যে হৃদয়কমল। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'ভাবিত অর্থ বাসিত—ইহা তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।' অথবা—হে ভক্তিযোগ-পরিভাবিত! ভক্তিযোগের দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে তুমি 'ভাবিত', অর্থাৎ প্রকটীকৃত হইয়া যাক। এখানে ভূ-ধাতুর ণিচ্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয়ে ভাবিত পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ভক্তিযোগই তোমার প্রকট হইবার প্রযোজক—এই অর্থ। অতএব তাঁহাদের হৃদয়কমলে 'আস্সে'—উপবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছ, তাহা হইতে বহির্ভূত হও না, তাহা পরিত্যাগও কর না, পূর্ব্বে (৫মশ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—'হে নাথ!' তুমি নিজ জনের হৃদয়কমল হইতে কখনও দূরগত হও না। 'শ্রুতেক্ষিত-পথঃ'—প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুত, পশ্চাৎ ঈক্ষিত, অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে পথ যাঁহার, সেই তুমি। যে পথের দ্বারা তুমি তাঁহাদের হৃদয়কমলে আগমন করিয়াছ, সেই পথ, অর্থাৎ সাধনভক্তির প্রকার তাঁহারাই সুষ্ঠু অবগত আছেন—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অতএব যে ব্যক্তির তোমাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা বিদ্যমান, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতেই সেই পথের অনুসরণ করুন—এই অনুধ্বনি। আরও, শ্রবণ ব্যতীতও তোমার ভক্তগণ মনের দ্বারা যে যে রূপ স্বেচ্ছায় ধ্যান করেন, সেই সেই রূপে তুমি প্রকটিত হও—ইহা শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা। অথবা—তোমার সাধক ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব অনুসারে যে যে রূপ মনে মনে চিন্তা করেন, সেই সেই 'বপুঃ'—অর্থাৎ তাঁহাদের সিদ্ধদেহ 'প্রণয়সে'—প্রকৃষ্টরূপে তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়া থাক, অহো! নিজ ভক্তজনের প্রতি তোমার পারবশ্যতা (পরাধীনতা) —এই ভাব ॥ ১১ ॥

মধ্ব—তত্তদ্বপুস্তেষাং প্রণয়সে। যাদৃশো ভাবিতস্ত্বীশস্তাদৃশো জীব আভবেৎ। ইতি তন্ত্রসারে। তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতীতি চ ॥ ১১ ॥

তথ্য—চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ—

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥১১॥

———

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদিবদ্ধকামৈঃ ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে নাথ !) নানাজনেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) অবহিতঃ অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্তমানঃ) একঃ (একমাত্রং) সুহৃৎ (ত্বং) অসদলভ্যয়া (অসতাম্ অভক্তান ম্ অলভ্যয়া দুষ্প্রাপ্যয়া) সর্ব্বভূতদয়য়া যৎ (যথা) অতিপ্রসীদতি (সম্যক্ প্রসন্নো ভবতি) তথা উপচিতোপচারৈঃ) (উপচিতৈঃ উর্জ্জিতৈঃ উপচারৈঃ পুষ্পোপহারাদিভিঃ) হৃদিবদ্ধকামৈঃ (বাসনাযুক্তৈঃ) সুরগণৈঃ (দেবৈঃ অপি) আরাধিতঃ (পূজিতঃ সন্) ন (প্রসীদতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! আপনি নিখিল প্রাণীতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ও সকলের একমাত্র বন্ধু। আপনি অভক্তগণের অলভ্য সর্ব্বভূতে দয়াশীলতা গুণে ভক্ত সকলের প্রতি যেরূপ সম্যক্ প্রসন্ন হন, (অন্যের কি কথা) সকাম দেবগণও নানাবিধ উপচার দ্বারা উপাসনা করিয়া আপনার সেরূপ প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বপি নিষ্কামভক্তানামেবাতিশ্রেষ্ঠং ন তু সকামানামিত্যাহ নাতিপ্রসীদতি ভবানিতি শেষঃ। সকামানাং স্বার্থপরত্বাদেব সর্ব্বভূতেষু দয়ায়া অভাব-মেবাতিপ্রসাদাভাবে হেতুং ব্যঞ্জয়ন্ নিষ্কামানান্তু পরার্থ-পরত্বাৎ সর্ব্বভূতদয়া সাহজিকীত্যতিপ্রসাদোঽপি সাহ-জিক ইত্যাহ যদ্‌যথা সর্ব্বভূতদয়য়া অতিপ্রসীদতি। অসতামলভ্যয়া দয়য়া অতিপ্রসাদে হেতুঃ একএব ভবান্ নানাজনেষ্ববহিতঃ কৃতাবধানঃ, যতঃ সুহৃৎ মদ্ভক্তকৃপয়া ভক্তিপ্রাপ্ত্যা এতে নিস্তরন্তু ইতি তেষাং হিতৈষী। নন্বেবঞ্চেদহমেব স্বয়ং কৃপয়া তান্ কথং নোদ্ধরামি ? তত্রাহ অন্তরাত্মা ত্বং স্বভক্ত এবৈতৎ যশো-দানার্থং জগদুদ্ধারিণীং স্বকৃপাশক্তিং তেষু নিধায় সর্ব্ব-ত্রান্তর্য্যামিস্বরূপেণ স্বয়মৌদাস্যমেবাবলম্বসে ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ সুহৃদন্তরাত্মেতি পদাভ্যাং ক্রমেণ নৈর্ঘৃণ্যবৈষম্য-দোষৌ পরমেশ্বরস্য পরাহতৌ ভক্তবাৎসল্যঞ্চ দ্যোতি-তং। ন চৈবং সর্ব্ব-মুক্তিপ্রসঙ্গঃ ইতি বাচ্যং সর্ব্বভূত-দয়য়েত্যত্র ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ সর্ব্বশব্দস্য প্রাচুর্য্য-মাত্রার্থপরত্বেনাভিধানাৎ ভগবদ্ভক্তকৃপায়া অপি প্রায়ঃ খল্বসার্ব্বত্রিকত্বদর্শনাৎ। যদ্বা ভক্তেন সর্ব্বভূতেষ্বেব দয়া কার্য্যৈব তদপি ন সর্ব্বমুক্তির্দ্রষ্টব্যা। নহি সর্ব্বত্রৈবোপ্তান্যপি বীজান্যূষরক্ষারাদিভূমিষ্বপি প্ররো-হন্তীতি নারদাদীনামপি দক্ষাদিষু কৃপায়াঃ ফলবত্ত্বা-দৃষ্টেঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তগণের মধ্যেও নিষ্কাম ভক্তজনেরই অতিশ্রেষ্ঠতা, কিন্তু সকাম ভক্তদিগের নহে, ইহা বলিতেছেন—'নাতিপ্রসীদতি', তুমি অত্যন্ত প্রসন্ন হও না। সকামগণের স্বার্থপরত্ব-হেতু সকল প্রাণিতে দয়ার অভাবই, (তাহাদের প্রতি) তোমার সাতিশয় প্রসন্নতার অভাবের হেতু—ইহা প্রকাশ করতঃ, নিষ্কাম ভক্তগণের কিন্তু পরার্থ-পরতা-হেতু সকল প্রাণিগণের প্রতি দয়া স্বাভাবিকী, এইজন্য (তাঁহাদের প্রতি) তোমার অত্যন্ত প্রসন্নতাও স্বাভাবিকী, ইহাই বলিতেছেন—'যদ্'—যে প্রকারে সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়ার দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রসন্ন হও। অসজ্জনের অলভ্য দয়ার দ্বারা অত্যন্ত প্রসাদে একটিমাত্র কারণ—তুমি নানা জনে অবহিত (সাবধান অর্থাৎ তাহাদের প্রতি মনোযোগ-সম্পন্ন) হইয়া থাক, যেহেতু তুমি সকলের সুহৃৎ, অর্থাৎ 'আমার ভক্তের কৃপাবশতঃ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া এইসকল জনগণ নিস্তার লাভ করুক,'—এইরূপ তাহাদের প্রতি তুমি হিতৈষী (অর্থাৎ তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী)। দেখুন—আমি যদি এই প্রকারই হই (অর্থাৎ সকল প্রাণির হিতা-কাঙ্ক্ষীই হই), তাহা হইলে আমি স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে কিজন্য উদ্ধার করি না ? তাহাতে বলিতেছেন—'অন্তরাত্মা', তুমি 'স্ব-ভক্ত' (অর্থাৎ এই-সব তোমার নিজভক্ত)—এই যশ প্রদানের নিমিত্ত জগদুদ্ধারিণী কৃপাশক্তি তাহাতে স্থাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামি-স্বরূপে ঔদাস্যই (উদাসীনতাই) অবলম্বন করিয়া থাক, এই অর্থ। এই প্রকারে 'সুহৃৎ' এবং 'অন্তরাত্মা'—এই দুইটি পদের দ্বারা ক্রমশঃ পরমে-শ্বরের কৃপা ও বৈষম্যদোষ পরাহত এবং ভক্ত-বাৎসল্য (গুণ) দ্যোতিত হইল। ইহাতে সকলেরই মুক্তি-প্রসঙ্গ হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ—'সকল প্রাণিগণের প্রতি দয়ার দ্বারা' —এই স্থলে, 'ছত্রধারিগণ গমন করিতেছে'—এইরূপ বাক্যে যেমন সর্ব্ব-শব্দের প্রাচুর্য্যমাত্রে উক্তিবশতঃ কতিপয় ছত্রধারী

ব্যক্তি গমন করিতেছে, ইহা বুঝায়, সেইরূপ শ্রীভগবানের ভক্তের কৃপারও প্রায় অসার্ব্বত্রিকতা দৃষ্ট হয়। অথবা—ভক্তের সকল প্রাণীতে দয়া করা কর্ত্তব্যই, কিন্তু তাহাতে সকলের মুক্তি দেখা যায় না। যেমন—সর্ব্বত্র বীজ বপন করিলেও উষর, ক্ষারাদি ভূমিতেও উহা উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ নারদ প্রভৃতিরও দক্ষ প্রভৃতিতে কৃপার ফলবত্ত্ব দৃষ্ট হয় নাই ॥ ১২ ॥

মধ্ব—সর্ব্বভূতদয়য়াসুরগণৈর্হ্দ্যারাধিতস্ত্বং বদ্ধকামৈর্জনৈরুপচিতোপচারৈর্নাতিপ্রসীদসি।

আরাধিতো যো ব্রহ্মাদ্যৈর্ভক্তিজ্ঞানদয়াদিভিঃ।
কিং তস্য কামুকজনকৃতয়া পরিচর্য্যয়া ॥

ইতি সত্যসংহিতায়াম্ ॥ ১২ ॥

তথ্য—গীতা ৯।২২-২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১২-১৩॥

পুংসামতো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈ-
র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিন্ম্রিয়তে ন যত্র ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) পুংসাং (জীবানাং) অধ্বরাদ্যৈঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) বিবিধকর্ম্মভিঃ দানেন উগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া (জীবসেবয়া) চ ভগবতঃ (তব) আরাধনং (প্রীণনং) সৎক্রিয়ার্থঃ (সন চাসৌ ক্রিয়ার্থঃ চেতি শ্রেষ্ঠং ক্রিয়াফলং) যত্র (ত্বয়ি) অর্পিতঃ ধর্ম্মঃ ন কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ম্রিয়তে (নশ্যতি কামার্থস্তু ধর্ম্মঃ কামং দত্ত্বা নশ্যতি ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই জন্যই পুরুষসকলের নানাবিধ শ্রৌতস্মার্ত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দান, কঠোর তপস্যা ও পরিচর্য্যাদ্বারা যে আপনার আরাধনা—তাহাই কর্ম্মসমূহের শ্রেষ্ঠ ফল। যেহেতু আপনাতে অর্পিত ধর্ম্ম কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তৌ যতো নিষ্কামাঃ শ্রেষ্ঠাঃ অতঃ কেবলভক্ত্যশক্ত্যাবপি প্রধানীভূতা লৌকিকবৈদিককর্ম্মার্পণরূপাপি ভক্তিনিষ্কামৈব কার্য্যেত্যাহ পুংসামিতি। বিবিধকর্ম্মভির্লৌকিকৈঃ অধ্বরাদ্যৈর্ব্বৈদিকৈশ্চ ত্বদর্পিতৈরারাধনং যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যাদিনা (গীতা ৯।২৭) ভগবতা শিক্ষিতমিত্যর্থঃ। অত্র প্রধানীভূতায়াং ভক্তৌ লৌকিকবৈদিক-নিখিল-কর্ম্মার্পণং গুণীভূতায়াং বৈদিকস্যৈব ন তু লৌকিকস্য কেবলায়াং লৌকিকস্য তথা শ্রবণকীর্ত্তনাদেশ্চ অর্পিতস্যৈব কারণমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ। সৎক্রিয়ার্থস্তদেব সৎকর্ম্মাণাং ফলং কুতঃ? যত্র ত্বয্যর্পিতো ধর্ম্মঃ কর্হিচিদপি ন ম্রিয়তে ন নশ্যতি কিন্ত্বারাধনরূপেণ পরিণমতি। কামার্থস্তু ধর্ম্মঃ কামং দত্ত্বা নশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিতে যেহেতু নিষ্কাম ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ, অতএব কেবলা (অহৈতুকী) ভক্তিতে অসমর্থ হইলেও, যাহা প্রধানীভূতা অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তি, তাহাও নিষ্কামভাবেই করা উচিৎ, ইহা বলিতেছেন—'পুংসাম্' ইত্যাদি। বিবিধ লৌকিক কর্ম্ম এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম তোমাতে অর্পিত হইলে, তোমার আরাধনা হয়। যেমন শ্রীগীতাতে শ্রীভগবানই শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন—"হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যার আচরণ কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।" এখানে প্রধানীভূতা ভক্তিতে লৌকিক, বৈদিক নিখিল কর্ম্মের অর্পণ, গুণীভূতা ভক্তিতে কেবল বৈদিক কর্ম্মেরই, কিন্তু লৌকিক কর্ম্মের নহে, আর কেবলা ভক্তিতে লৌকিক ও শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির অর্পণ—এইরূপ ভেদ জানিতে হইবে। 'সৎক্রিয়ার্থঃ'—তাহাই কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ফল, কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'যত্র', যে তোমাতে অর্পিত ধর্ম্ম কখনও বিনষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাই আরাধনারূপে পরিণত হয়। কিন্তু যে ধর্ম্ম কামনার নিমিত্ত, তাহা কামনা পূরণ করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

তথ্য—গীতা ৮।২৮ ও ভা ১১৫।২২ ॥ ১৩ ॥

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায় ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে বিভো!) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) স্বরূপমহসৈব (স্বরূপচৈতন্যেনৈব) নিপীতভেদমোহায়

(নিরস্তভেদভ্রমায়) বোধধিষণায় (বোধ এব ধিষণা বিদ্যাশক্তিঃ যস্য তস্মৈ) বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু (বিশ্বসৃষ্ট্যাদিষু) নিমিত্তলীলারাসায় (তন্নিমিত্তং যা মায়া তস্যাঃ লীলা বিলাসঃ তয়া রাসঃ ক্রীড়া যস্য তস্মৈ) পরস্মৈ ঈশ্বরায় (পরমেশ্বরায়) ইদং নমঃ (নমনং) চক্রম (বয়ং কৃতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! আপনার স্বরূপচৈতন্য-দ্বারাই সর্ব্বদা ভেদভ্রম নিরস্ত হয়। আপনি বিদ্যা-শক্তির আশ্রয় অতএব পরতত্ত্ব ; আপনাকে নমস্কার। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত-কারণ যে (বহিরঙ্গা) মায়ার লীলাবিলাস--সেই মায়ার সহিত আপনি (ঈক্ষণাদি দ্বারা) ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ মায়ার নিয়ন্তা। আমরা আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবমুপাসনাং দ্বিবিধাং ভক্তানাং নিরূপ্য পূর্ব্বোক্তলক্ষণং জ্ঞানিভক্তয়োরুপাস্যং স্বরূপদ্বয়ং প্রণমতি সর্ব্বদা স্বরূপচৈতন্যেনৈব অগস্ত্যেনেব নিপীতো ভেদো মোহসমুদ্রো যতস্তস্মৈ বোধস্য স্বরূপানুভবস্য হেতুর্ধিষণা বুদ্ধির্যতস্তস্মৈ নির্ব্বিশেষস্বরূপায় নমশ্চকৃম করবাম, তথা বিশ্বোদ্ভবাদিনিমিত্তং যা মায়া তস্মিন্নপি লীলয়া অবলোকনরূপয়া রাসঃ সম্ভোগো যস্য তস্মৈ সবিশেষস্বরূপায়। যদ্বা। হে নিমিত্তকারণরূপলীলয়া রাসো গোপীজনসঙ্গতো লাস্যবিশেষো যস্য তস্মৈ। পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্ব্বভূবেতি শ্রুতেঃ। কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রদর্শয়ন্তমিতি পূর্ব্বোক্তেশ্চ সবিশেষস্বরূপেষ্বপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্যৈব পরমপরিপূর্ণত্বাৎ পরমাশ্রয়ত্বম্ জ্ঞাপিতম্ ॥১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ভক্তগণের দ্বিবিধ উপাসনা নিরূপণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী ও ভক্তের উপাস্য (নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ) স্বরূপদ্বয়ের প্রণাম করিতেছেন—'শশ্বৎ', সর্ব্বদা, 'স্বরূপমহসা এব'—স্বরূপচৈতন্যের দ্বারাই, মহামুনি অগস্ত্য যেমন সমুদ্রের জল নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যাঁহা হইতে ভেদরূপ মোহসমুদ্র নিপীত (বিলীন) হইয়াছে, সেই 'বোধ-ধিষণায়'—বোধ বলিতে স্বরূপের অনুভব, তাহার নিমিত্ত বুদ্ধি যাঁহা হইতে হয়, সেই নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে আমরা নমস্কার করি। সেইরূপ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত যে মায়া, তাহাতেও লীলা অর্থাৎ অবলোকনরূপ ক্রীড়ার দ্বারা যে 'রাস' অর্থাৎ সম্ভোগ যাঁহার, সেই সবিশেষ স্বরূপকে (আমরা নমস্কার করিতেছি)। অথবা—'হে নিমিত্ত-লীলারাস' ! অর্থাৎ নিমিত্তকারণরূপা লীলার দ্বারা যে রাস অর্থাৎ গোপীজনের সঙ্গবশতঃ লাস্য-বিশেষ যাঁহার, তাঁহাকে (আমরা নমস্কার করি)। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"পরার্দ্ধ-কাল পরে তিনি (ব্রহ্মা) জানিতে পারিলেন—গোপ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ আমার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন।" পূর্ব্বেও (অষ্টম অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—"ভক্তবাঞ্ছাপূরক চরণকমল কিছুটা উন্নমিত করিয়া প্রদর্শনকারী পুরুষকে দেখিলেন।" ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের সবিশেষ স্বরূপেরও মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেরই পরম পরিপূর্ণত্ব-হেতু পরমাশ্রয়ত্ব জানান হইল ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—ঈশস্যাপূর্ণতাজ্ঞানং বিষ্ণোরন্যস্য চেশতা ভেদস্তস্যাবতারেষু জীবস্যেশত্বমেব চ।
তথা জীবত্বমীশস্য জড়াভেদস্তয়োরপি।
ভেদমোহ ইতি প্রোক্তঃ স সদা ন হরৌ কৃচিৎ।
অন্যেষাং তৎপ্রসাদেন শনৈর্যাতি সতামপি ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১৪ ॥

তথ্য—ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রভাবে তদ্বৈলক্ষণ্য দ্বারাই জীবাদির সহিত ভগবানের ভেদে যে মোহ তাহা দূরীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবাদির সহিত ভগবানের ভেদ সম্ভব হয় না এই ভ্রম ভগবানেরই ইচ্ছায় উৎপাদিত হয়। (শ্রীজীব) ॥ ১৪ ॥

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—যস্য (তব) অবতার-গুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি (অবতারাদীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমস্তি যেষু তানি) নামানি (অবতারবিড়ম্বনানি দেবকীনন্দন ইত্যাদীনি, গুণবিড়ম্বনানি সর্বজ্ঞো ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ কংসারিরিত্যাদীনি) অসুবিগমে (প্রাণাত্যয়ে) বিবশাঃ (সন্তঃ

অপি) যে (জনাঃ) গৃণন্তি (কেবলমুচ্চারয়ন্তি) (তে জনাঃ) অনেকজন্মশমলং (বহুজন্মসঞ্চিতং পাপং) সহসৈব হিত্বা (তৎক্ষণমেব ত্যক্ত্বা) অপাবৃতং (নিরস্তাবরণং) ঋতং (ব্রহ্ম) সংযান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) তম্ অজং (জন্মাদিরহিতং ভগবন্তং ত্বামেব অহং) প্রপদ্যে (শরণং গচ্ছামি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যাঁহার দেবকীনন্দন প্রভৃতি অবতার-সূচক, সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণবাচক ও গোবর্দ্ধনধর, কংসারি ইত্যাদি লীলার অনুরূপ নাম যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়াও কেবলমাত্র উচ্চারণ করেন তিনি সদ্যই বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া নিরস্ত-কুহক সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হন। আমি (ব্রহ্মা) সেই জন্মাদিরহিত ভগবানের শরণাগত হই ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তলক্ষণোপাস্যোপাসনাজ্ঞানগন্ধমপি বিনা নামাভাসমাত্রত এব পশুতুল্যেভ্যোঽপি জনেভ্যঃ স্বপদদায়িত্বেন পরমকৃপৈশ্বর্য্যমাচক্ষাণঃ সবিশেষস্বরূপ এব স্বপ্রপত্তিং বিজ্ঞাপয়তি যস্যেতি। অবতারাদিসদৃশানি তত্তুল্যশক্তীনীতি সন্দর্ভঃ। যদ্বা। অবতারাদীনাং বিড়ম্বনং নটাদিষ্বনুকরণমপি যৈস্তানি। যদ্বা। অবতারাদিবিড়ম্বনানি স্বভ্রাতৃপুত্রাদিজীববিশেষবাচকত্বাদবতারাদ্যননুরূপাণীত্যর্থঃ। তত্র কৃষ্ণোঽয়ং রামোঽয়ং নারায়ণোঽয়মিত্যাদীন্যবতারবিড়ম্বনানি দয়ালুর্দীনবন্ধুর্দামোদর ইত্যাদীনি গুণবিড়ম্বনানি গোবিন্দো গিরিধরো মধুসূদন ইত্যাদীনি কর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যে জনা অজামিলাদয় ইব প্রাণবিগমে বিবশা অপি গৃণন্তি কেবলমুচ্চারয়ন্তি। শমলং পাপং অপাবৃতং নিরস্তাবরণং ঋতং সচ্চিদানন্দস্বরূপং ভগবন্তং আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতং ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমিত্যত্র তথৈব ব্যাখ্যানাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্তরূপ উপাস্য ও উপাসনা জ্ঞানের গন্ধমাত্রও ব্যতীত (শ্রীভগবানের) নামের আভাসমাত্রেই পশুতুল্য জনগণের প্রতিও নিজ চরণ প্রদান করায় তাঁহার পরম কৃপৈশ্বর্য্য অবলোকন করতঃ স্ববিশেষ-স্বরূপেই (ব্রহ্মা) নিজের প্রপত্তি (শরণাগতি) জ্ঞাপন করিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। অবতারাদি সদৃশ বলিতে তাঁহাদের তুল্য শক্তিবিশিষ্ট শ্রীনামসমূহ—ইহা ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ। অথবা—অবতারাদির 'বিড়ম্বন' বলিতে নটাদিতে অনুকরণও রহিয়াছে যাহাদের দ্বারা, সেই নাম-সকল। কিম্বা—অবতারাদি-বিড়ম্বন বলিতে নিজ ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি জীববিশেষ-বাচকত্বহেতু অবতারাদির অননুরূপ—এই অর্থ। তন্মধ্যে এই কৃষ্ণ, এই রাম, এই নারায়ণ ইত্যাদি অবতারের বিড়ম্বনা, দয়ালু, দীনবন্ধু, দামোদর ইত্যাদি গুণের বিড়ম্বনা, গোবিন্দ, গিরিধারী, মধুসূদন ইত্যাদি কর্ম্মের বিড়ম্বনা-রূপ নামসমূহ, অজামিল প্রভৃতির ন্যায় যে সকল ব্যক্তি প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়াও গ্রহণ করে, অর্থাৎ কেবল (ভগবানের নাম) উচ্চারণ করে, (তাহারা সদ্যই পাপমুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়)। 'শমলং'—অনেক জন্মের পাপ, 'হিত্বা'—(তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া)। 'অপাবৃতং'—আবরণরহিত, 'ঋতং'—বলিতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে। যেমন দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—"আত্মতত্ত্ব-বিশুদ্ধ্যর্থং", ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি ব্রহ্মার অকপট তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সত্য ও চিন্ময় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক যে তপস্যাদি উপাসনা বলিয়াছিলেন, জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক, ইত্যাদি স্থলে সেইরূপই ('ঋত'—শব্দে ভগবানের সত্য ও চিন্ময় রূপ) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (অর্থাৎ শ্রীধর স্বামিপাদ ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—ভক্তিবিবশাঃ।

যে ভক্তিবিবশা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
তেঽপি মুক্তিং ব্রজন্ত্যাশু কিমুত ধ্যায়িনঃ সদা ॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্ ॥ ১৫ ॥

তথ্য—'প্রাণত্যাগকালে'ও এই কথার দ্বারা 'অশুদ্ধবর্ণত্ব' সূচিত হইতেছে। "বিবশ" অর্থে তাঁহার নিজ ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোনও কারণেও যদি কেহ হরিনাম উচ্চারণ করেন তবুও নামাভাসহেতু তাহার পাপমুক্তি সম্ভব। "অবতার গুণকর্ম্মবিড়ম্বন"—অর্থে 'শ্রীনাম' অবতারাদির তুল্য শক্তিশালী (শ্রীজীব)। পাদ্মে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা লোভ-পাষণ্ডমধ্যে,

নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ।।
ভা ১১।১।৪; ৬।২।১৩-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।। ১৫ ।।

যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্ ।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—যঃ বৈ একঃ (ত্রিপাৎ) অহং (ব্রহ্মা) গিরিশঃ চ (শিবঃ) স্বয়ং বিভুঃ চ (বিষ্ণুঃ চ ইতি) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়-হেতবঃ (যে বয়ং) ত্রিপাৎ (ত্রয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদাঃ স্কন্ধাঃ যস্য সঃ) উরুপ্ররোহঃ (প্রতেকঞ্চ উরবঃ বহবঃ প্ররোহাঃ শাখোপশাখাঃ মরীচ্যাদি-মন্বাদিরূপাঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) আত্মমূলং (আত্মা স্বয়মেব মূলম্ অধিষ্ঠানং যস্য তৎপ্রধানং) ভিত্ত্বা (গুণত্রয়রুপেণ বিভজ্য) ববৃধে (বিস্তৃতো বভুব) তস্মৈ ভগবতে ভুবনদ্রুমায় (ভুবনরূপবৃক্ষায়) নমঃ ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্! তুমি ভুবনাকার বৃক্ষ, তুমি স্বয়ং যে মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠান সেই প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিনগুণে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিমিত্ত আমি ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু আমাদের তিনজনকে তিনটি পাদস্বরূপে ধারণ করত ত্রিপাৎ হইয়া বৃদ্ধিশীল হইয়াছ। প্রভো! ঐ তরুর তিনটি পাদ বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ এবং মনুসকল ভুরি ভুরি শাখা-প্রশাখা আছে, অতএব হে প্রভো! ভুবনদ্রুম-স্বরূপ যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি ।। ১৬ ।।

বিশ্বনাথ—ন কেবলমহমেক এব প্রপদ্যে অপি তু মহদাদীনাং সর্ব্বেষামেব ত্বত্ত উদ্ভূতত্বাৎ ত্বৎপ্রপত্তিরুচিতৈবেত্যভিব্যঞ্জয়ন্ নমস্যতি। যো বৈ একঃ ত্রিপাৎ ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ঃ পাদাঃ স্কন্ধা যস্য উরবো মরীচ্যাদি-মন্বাদয়ঃ প্ররোহাঃ শাখোপশাখা যস্য তথাভূতঃ সন্ ববৃধে। কিং কৃত্বা ? আত্মমূলং আত্মকারণকং প্রধানং ভিত্ত্বা গুণত্রয়রূপেণ বিভজ্য ত্রিপাত্ত্বমেবাহ অহমিত্যাদয়ঃ স্থিত্যাদিহেতব ইতি যথাসম্ভবনির্দ্দেশঃ। অত্র বিভুর্বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চেতি বিষ্ণৌ স্বয়ং-পদপ্রয়োগাৎ ব্রহ্ম-গিরিশয়োরিব বিষ্ণোর্নাস্তি গুণনিবন্ধনঃ স্বতো ভেদ ইতি জ্ঞাপিতং। যদ্বা। য এব অহমাদয়ঃ য এব আত্মনঃ স্বস্যাপি মূলং কারণং। তথা য এব ভিত্ত্বা স্বশক্তিকৃতং ভেদং প্রাপ্য ত্রিপাৎ প্রথমং ত্রিলোকরূপঃ তত উরুপ্ররোহঃ চতুর্দ্দশলোকরূপঃ তস্মৈ ভুবনাকারায় দ্রুমায় নম ইতি বিশ্বরূপত্বমুক্তম্ ।। ১৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল আমি একাকীই প্রপন্ন নই, কিন্তু তোমা হইতে উদ্ভূত মহদাদি তত্ত্বসমূহেরই তোমাতে প্রপন্ন হওয়া উচিত—ইহা প্রকাশপূর্ব্বক নমস্কার করিতেছেন—'যঃ বৈ', ইত্যাদি। যে (ভুবনাকার বৃক্ষ) একাকীই ত্রিপাৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তিনটি পাদ (স্কন্ধ) এবং মরীচি, মনু প্রভৃতি শাখা, উপশাখা-বিশিষ্ট হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। কি করিয়া ? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মমূলং ভিত্ত্বা', নিজেই যাহার কারণ, সেই প্রধানকে (প্রকৃতিকে) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়রূপে বিভাগ করিয়া। ত্রিপাদ্‌রূপত্বই বলিতেছেন—আমি ব্রহ্মাদি যথাসম্ভব স্থিতি প্রভৃতির কারণ, অর্থাৎ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের, বিষ্ণু পালনকার্য্যের এবং গিরিশ (রুদ্র) প্রলয়ের কারণ। 'বিভুর্বিষ্ণুঃ স্বয়ঞ্চ'—বিভু বলিতে বিষ্ণু, এখানে বিষ্ণুতে স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ-হেতু ব্রহ্মা ও গিরিশের ন্যায় বিষ্ণুতে গুণ-নিবন্ধন স্বাভাবিক ভেদ নাই, ইহা জানান হইল। অথবা—যিনি আমি প্রভৃতির অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও গিরিশের কারণ, তিনিই নিজেরও মূল কারণ। সেইরূপ যিনিই স্বশক্তিরূপ ভেদ উৎপন্ন করিয়া 'ত্রিপাৎ', অর্থাৎ প্রথম ত্রিলোকরূপ, তারপর 'উরুপ্ররোহঃ'—চতুর্দ্দশ লোকরূপ, সেই ভুবনাকার দ্রুম-রূপ তোমাকে নমস্কার করিতেছি, ইহাতে বিশ্বরূপ উক্ত হইল ।। ১৬ ।।

মধ্ব—ব্রহ্মাদিভাবো বিষ্ণোস্তু তন্নিয়ামকতা ভবেৎ।
মৎস্যাদি-তাবৎস্বভাবো নান্যথা কুচিদিষ্যতে ।।
ইতি বামনে ।। অনন্তাসনবৈকুণ্ঠ-ক্ষীরাব্ধিস্থো হরিস্ত্রিপাৎ। ইতি চ ।। ১৬ ।।

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।

যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—অয়ং লোকঃ বিকর্ম্মনিরতঃ (বিরুদ্ধ-কর্ম্মনিষ্ঠঃ) ত্বদুদিতে (গীতাসু যৎকরোষীত্যাদিভিঃ ত্বয়া এব সাক্ষাৎ উক্তে) ভবদর্চ্চনে (ভগবদর্চ্চনরূপে কর্ম্মণি) স্বে (আত্মীয়ে) কুশলে (হিতে) প্রমত্তঃ (অদত্তচিত্তঃ যাবৎ বর্ত্ততে) তাবৎ অস্য (লোকস্য) জীবিতাশাং (জীবনং) যঃ বলবান্ (কালঃ) সদ্যঃ (শীঘ্রমেব) ছিনত্তি (হন্তি) অনিমিষায় (কালরূপায়) তস্মৈ (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে বিভো ! লোকসকল যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ আপনার কথিত (পঞ্চরাত্রোক্ত) ভগবদর্চ্চন-রূপ নিজ হিতে অমনোযোগী ও বিরুদ্ধ কর্ম্মে রত থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই বলবান্ কাল তাহাদের পর-মায়ু সদ্য ছেদন করিয়া থাকে। সেই কালস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বরূপত্বমুক্তমথ বিশ্বনিষন্তৃকালরূপ-ত্বেন প্রণমতি লোকো মনুষ্যাদিঃ কুশলে কর্ম্মণি প্রমত্তঃ অকৃতাবধানঃ। কুশলং কর্ম্মৈব কিং তত্রাহ ভবদর্চ্চনে, ননু স্বধর্ম্মেণ তমভ্যর্চ্চ্যেত্যুক্তেঃ জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহমিত্যুক্তেশ্চ কর্ম্মজ্ঞানযোগাভ্যামপি ভগবদর্চ্চনমেব স্যাদিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে তত্রাহ ত্বদু-দিতে ত্বয়ৈব মদর্চ্চনমিদমেবেতি সাক্ষাদুক্তেঃ যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে ইত্যেকাদশাৎ (১১।২।৩৪)। পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়মিতি মোক্ষধর্ম্মাচ্চ স্বে স্বীয়ে স্বকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। তদেবং ত্বদ্ভক্তলোকেভ্যোঽন্যেষ্বেব কালস্যাধিকার ইতি দ্যোতিতম্। অস্য অভক্তলোকস্য জীবিতস্যা-প্যাশাং কিমুত ভোগাদিবাঞ্ছামিত্যর্থঃ। অনিমিষায় কালায় ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশ্বরূপত্ব বলিয়া, তারপর বিশ্বের নিয়ামক কালরূপে নমস্কার করিতেছেন—'লোকঃ', লোকসকল (বিরুদ্ধ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া) কুশল কর্ম্মে প্রমত্ত অর্থাৎ অমনোযোগী হয়। কুশল কর্ম্মই বা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভবদর্চ্চনে', আপনার অর্চ্চনরূপ কুশল কর্ম্মে। দেখুন—কেহ কেহ বলেন, 'স্বধর্ম্মের দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া' এবং 'জ্ঞানিগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানবিগ্রহ তোমার যজন করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি উক্তিবশতঃ কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগের দ্বারাও ভগবানের অর্চ্চনাই হয়। তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বদুদিতে', তোমার কথিত বাক্যে, অর্থাৎ তুমি নিজেই 'ইহাই আমার অর্চ্চন'—এইরূপ সাক্ষাদ্ভাবে যাহা বলিয়াছ, তাহাতে। যেমন শ্রীএকাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্র-সংবাদে ভাগবত ধর্ম্ম নিরূপণে উক্ত হইয়াছে—"নিজেকে পাইবার জন্য ভগবান্ নিজে যে সকল উপায় বলিয়াছেন, তাহা ভাগবত ধর্ম্ম।" শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেও বলা হইয়াছে—"সমগ্র পঞ্চরাত্রের বক্তা ভগবান্ স্বয়ং"। 'স্বে'—বলিতে নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে। অতএব তোমার ভক্তজন ব্যতীত অন্যের উপরই কালের অধিকার (প্রভাব)—ইহা দ্যোতিত হইতেছে। 'অস্য'—এই অভক্ত জনের জীবনের আশাও (সদ্য ছেদন করিয়া থাকেন), আর ভোগাদি বাঞ্ছার কথা অধিক কি ?—এই অর্থ। 'অনিমিষায়'—বলিতে কালস্বরূপ (তোমাকে নমস্কার করি) ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—

নিত্যজ্ঞানদৃশা নিত্যং লবকালমপীশ্বরঃ।
পশ্যেৎ তাৎকালিকং চৈব তস্মাদনিমিষো হরিঃ।
কালস্যানিমিষত্বং চ লবাদেনিত্যবীক্ষণাৎ ॥

ইতি তন্ত্রসারে ॥ ১৭ ॥

তথ্য—বিকর্ম্ম—ভগবদ্বহির্ম্মুখ কর্ম্ম ; অর্চ্চন—পঞ্চরাত্রাদির উক্ত অর্চ্চনবিধি ; মহাভারত শান্তি-পর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের উক্তি হইতে জানা যায় সমগ্র পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীজীব)।
—ভাঃ ৩।৭।৩১ শ্লোকের তথ্য দ্রষ্টব্য।

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্ ॥

ভঃ রঃ সিন্ধু পূর্ব্ব ২ লহরী ৪৬ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মযামল-বচন ॥ ১৭ ॥

———

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-
মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-
স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায় তুভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ সকললোকনমস্কৃতং (সর্ব্বজীব-

বন্দিতং) দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যং (তৎপরিমিতকালস্থায়ি ধিষ্ণ্যং স্থানং) অধ্যাসিতঃ (আরূঢ়ঃ) অহং (ব্রহ্মা) অপি যস্মাৎ (কালরূপাৎ ভবতঃ) বিভেমি (ভীতঃ ভবামি, ভীতঃ সন্) অবরুরুৎসমানঃ (ত্বামেব প্রাপ্তুমিচ্ছন্) বহুসবঃ (বহবঃ সবাঃ যাগাঃ সংবৎসরাঃ বা যস্য সঃ, বহূন্ যাগান্ কৃত্বা বহূন্ সংবৎসরান্ বা) তপঃ তেপে (তপ্তবান্) তস্মৈ অধিমখায় (যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রে) ভগবতে তুভ্যং নমঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, সর্ব্বলোকমান্য দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী স্থানারূঢ় আমি ব্রহ্মাও কালরূপ আপনা হইতে ভীত হই এবং আপনাকে পাইবার জন্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বা বহু বৎসর তপস্যা করি ; সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তস্য কালবলবত্ত্বস্য সীমামাহ। যস্মাৎ কালাৎ অহং ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধাবস্থায়ি ধিষ্ণ্যং স্থানং সত্যলোকং। অধ্যাসিতোঽপি বিভেমি তথা অবরুরুৎসমানঃ অবরোদ্ধুং কালং বশীকর্ত্তুমিচ্ছন্ বহুসবঃ বহবঃ সবা যজ্ঞা যস্য তথাভূতঃ সন্ তপশ্চ অহন্তেপে। তদপি বিভেমীত্যর্থঃ। ননু কালবশীকারার্থং বহুযজ্ঞপ্রবৃত্তৌ তব কদা কা যুক্তিরাসীত্তত্রাহ অধিমখায় মখানামধিষ্ঠাত্রে তুভ্যং নমঃ। মখানামধিষ্ঠাতুস্তব মখৈরেব যজনেন কালো মে বশী ভবত্বিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। প্রত্যুত কালেনৈবাহং বশীকৃতঃ সংপ্রত্যপি বিভেম্যতস্তব শুদ্ধভক্তিং বিনা কালো ন জেয়ো ভবতীত্যদ্য জ্ঞাততত্ত্বোঽতঃপরং শুদ্ধামেব ভক্তিং করবাণীতি ধ্বনিঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত কালের বলবত্ত্বার সীমা বলিতেছেন—'যস্মাৎ', যে কাল হইতে আমি ব্রহ্মা দ্বি-পরার্দ্ধকাল স্থায়ী সত্যলোকে অবস্থান করিয়াও ভীত হই। 'অবরুরুৎসমানঃ'—সেই কালকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'বহুসবঃ'—বহু যজ্ঞ যাহার, তথাভূত অর্থাৎ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী হইয়া আমি তপস্যাও করিয়াছিলাম, তথাপি আমি (সেই কাল হইতে) ভীত হইতেছি, এই অর্থ। দেখুন—সেই কালকে বশীকারের নিমিত্ত বহুযজ্ঞের প্রবৃত্তিতে আপনার কখন, কি যুক্তি ছিল ? (অর্থাৎ কখন হইতে বহু যজ্ঞের প্রবৃত্তি এবং সেই যজ্ঞবিষয়ে আপনার কি যুক্তি ?) তাহাতে বলিতেছেন—'অধিমখায়', যজ্ঞসকলের অধিষ্ঠাতা তোমাকে নমস্কার। যজ্ঞসকলের অধিষ্ঠাতা তোমার যজ্ঞের দ্বারাই যজনের ফলে কাল আমার বশীভূত হইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে—এই অর্থ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কালের দ্বারাই আমি বশীকৃত হইয়াছি, এখনও আমি ভীত হইতেছি, অতএব তোমার শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কালকে কখনই জয় করা যায় না—এই তত্ত্বই আজ আমি অবগত হইয়াছি, অনন্তর শুদ্ধ ভক্তিরই আমি অনুষ্ঠান করিব, ইহা ধ্বনিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-
ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধদেহ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (পুরুষোত্তমঃ) নিরস্তবিষয়ঃ (স্বানন্দানুভবেনৈব নিরস্তবিষয়সুখঃ) অপি আত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া (স্বকৃতধর্ম্মমর্য্যাদাপালনেচ্ছয়া) তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষু অবরুদ্ধদেহঃ (স্বেচ্ছয়া স্বীকৃতমূর্ত্তিঃ সন্) রেমে (ক্রীড়িতবান্) তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ভগবতে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! আপনি আত্মারামতাহেতু (জীবগোচর প্রাকৃত) বিষয়-সুখ হইতে নিরস্ত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে দেব, পশু, পক্ষী ও নরাদি জীবযোনিতে স্বীয় নিত্য মূর্ত্তি প্রকট করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব (আপনাতে উপাধি ধর্ম্মের সংস্পর্শ না থাকাতে) আপনিই পুরুষোত্তম ; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং জগদ্রূপত্বেন তন্নিয়ন্তৃকালরূপত্বেন চ প্রণম্যেদানীং পরমোপাস্যসচ্চিদানন্দস্বরূপত্বেন প্রণমতি। তির্য্যগাদিষু স্বেচ্ছয়ৈব অবতীর্ণ ইতি শেষঃ। স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া রেমে আত্মারামত্বাৎ ত্যক্তবিষয়সুখোঽপি "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ"

(গীতা ৯।২৬) ইতি স্বকৃত-মর্য্যাদা-পালনায় স্বভক্তোপনীত-স্রক্চন্দনগন্ধপুষ্পশয্যাদ্যুপভোগ্যেষ্বেব রেমে "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" ইত্যাত্মারামত্বেঽপ্যপূর্ণকাম ইবেতি ভাবঃ। স্রগাদীনাং প্রাকৃতবিষয়ত্বেঽপি ভগবদর্থবিনিযুক্তত্বে সতি তৎক্ষণ এবাপ্রাকৃতত্বং স্যাদিত্যেকাদশে (১১।২৫।২৭-২৯) ব্যক্তীভবিষ্যতি। অবরুদ্ধদেহঃ ভাগুরিমতে অবেত্যকারলোপে বিভুত্বাদনাবৃতদেহঃ সচ্চিদানন্দশরীর এবেত্যর্থঃ। যদ্বা। আত্মকৃতসেতোঃ স্বভক্তবশ্যত্বরূপমর্য্যাদায়াঃ পরি সর্ব্বতোভাবেনেপ্সয়া প্রাপ্তীচ্ছয়া শ্রীযশোদয়া দাম্নৈবান্যৈরপি ভক্তৈঃ প্রণয়রসনয়া অবরুদ্ধদেহঃ অতঃ সর্ব্বোৎকর্ষাৎ মহৎস্রষ্টাদ্যন্তর্য্যামিপুরুষেভ্যোঽপ্যুত্তমায়েতি কৃষ্ণাবতার এব তাৎপর্য্যং। যদুক্তং। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (গীতা ১৫।১৮) ইতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার জগদ্রূপে এবং তাহার নিয়ন্তা কালরূপে প্রণাম করিয়া এক্ষণে পরম উপাস্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব-রূপে প্রণাম করিতেছেন—তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদি জীবযোনিতে স্বেচ্ছায় তুমি অবতীর্ণ হইয়া থাক। 'আত্মকৃত-সেতু-পরীপ্সয়া'—স্বকৃত ধর্ম্ম-মর্য্যাদা পালনের ইচ্ছায় 'রেমে'—ভগবান্ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তুমি আত্মরাম বলিয়া বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিলেও, যেমন শ্রীগীতাতে বলিয়াছ—"পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সেই পদার্থ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি।"—এই স্বকৃত মর্য্যাদা পালনের নিমিত্ত নিজ-ভক্তের দ্বারা উপনীত মাল্য, চন্দন, গন্ধ, পুষ্প, শয্যাদি উপভোগ্য বস্তুতেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাক। সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে অম্বরীষ-মহারাজের উপাখ্যানে মহামুনি দুর্ব্বাসার প্রতি—"হে ব্রহ্মন্! যাঁহাদের আমি পরা গতি, সেই আমার ভক্ত সাধুজন ব্যতীত, আমি আমাকে এবং আত্যন্তিক ঐশ্বর্য্যও (মহালক্ষ্মীদেবীকেও) কামনা করি না।" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিবশতঃ ভগবান্ আত্মারাম হইলেও (ভক্ত ব্যতীত) অপূর্ণকামের মতই যেন অবস্থান করেন—এই ভাব। মাল্যাদি প্রাকৃত বস্তু হইলেও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ সেই সকল বস্তুর অপ্রাকৃতত্ব হইয়া থাকে, ইহা একাদশ স্কন্ধে পরিস্ফুট হইবে। (একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কারক, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা—সমস্ত ভাবই আমাতে সমর্পিত হইলে ত্রিগুণাত্মক হইয়া যায়।) 'অবরুদ্ধদেহঃ'—বৈয়াকরণিক ভাগুরি মুনির মতে, (ন অবরুদ্ধ—এই নঞ্ প্রয়োগে) 'অব' এই উপসর্গের অকার লোপ হওয়ায় অবরুদ্ধ শব্দের অর্থ যাহা আবৃত হয় নাই, ভগবান্ বিভু বলিয়া অনাবৃত-দেহ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দশরীরই—এই অর্থ। অথবা—'আত্মকৃত-সেতোঃ'—নিজ ভক্তজনের বশ্যত্বরূপ মর্য্যাদার, 'পরীপ্সয়া'—সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তির ইচ্ছায় মাতা শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক রজ্জুর দ্বারা এবং অন্য ভক্তজনের প্রণয়রসনার দ্বারা যিনি অবরুদ্ধ-দেহ (অর্থাৎ ভক্তবশ্যত্বরূপ স্বকৃত মর্য্যাদা রক্ষণের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রীতির বন্ধন অঙ্গীকার করেন)। অতএব সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষবশতঃ মহৎস্রষ্টাদি অন্তর্য্যামী পুরুষগণ হইতেও যিনি উত্তম, (সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি।)—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতারেই তাৎপর্য্য উক্ত হইল। যেমন শ্রীগীতাতে বলা হইয়াছে—"যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতেও পরমোৎকৃষ্ট, অতএব লোক ও বেদ-মধ্যে আমি 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ হই।" ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—অনিরস্তরতিনিত্যরতিঃ ॥ ১৯ ॥

তথ্য—পুরুষোত্তম—উপাধিধর্ম্মের সংস্পর্শ না থাকাহেতু ভগবান্ই পুরুষোত্তম। গীতা ১৫।১৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীব দ্বিবিধ—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। ক্ষরস্বভাবপ্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধ জীবই ক্ষর পুরুষ। তদভাবপ্রযুক্ত একাবস্থ জীবই 'অক্ষর' বা 'মুক্ত' পুরুষ। ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্ত ভূতসমূহ 'ক্ষর' ও কূটস্থ পুরুষ সর্ব্বদা একাবস্থ অতএব 'অক্ষর'। এই ক্ষর ও অক্ষরবাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতে আমি (ভগবান্) অতীত ও উৎকৃষ্ট। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া গান করে। (শ্রীধর)। বদ্ধজীব-

গোচরীভূত প্রাকৃত অর্থ (বিষয়) হইতে ভগবান্ নিরস্ত। অর্থাৎ প্রাকৃত জীব অক্ষজজ্ঞানে একমাত্র পরমভোক্তা ভগবানের বিষয়ভোগ মাপিয়া নিতে পারে না। (শ্রীজীব)। শ্রীভগবান্ আত্মারাম এবং সমস্ত বিষয়সুখবর্জ্জিত হইলেও "প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু দেন, তাহাই আমি আমার ভক্তের প্রদত্ত বলিয়া অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি (গীতা ৯।২৬)"—এই ভগবদ্ বাক্যানুসারে ভগবান্ নিজকৃত মর্য্যাদা পালনের জন্য স্বভক্ত প্রদত্ত মাল্য, চন্দন, শয্যাদি উপভোগেতেই রমণ করেন। ভগবান্ নিজ সাধু ভক্তগণ ব্যতীত নিজেকে চান না। ভগবান্ আত্মারাম হইলেও ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ করিবার জন্য অপূর্ণকামের ন্যায় অভিনয় করেন—ইহাই ভাবার্থ। মাল্যচন্দনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখের ভোগচক্ষে প্রাকৃত বিষয় বলিয়া বোধ হইলেও ভগবানের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত হইলে সেবোন্মুখ নেত্রে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া দর্শন হয়, ইহা একাদশ স্কন্ধে (১১।২৫।২৭-২৯) বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে। মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, সমষ্টি জীবান্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী ও ব্যষ্টি জীবান্তর্য্যামী পুরুষত্রয় হইতেও উত্তম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই 'পুরুষোত্তম'॥ (চক্রবর্ত্তী) ॥ ১৯ ॥

যোঽবিদ্যয়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ।
অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং
ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দশার্দ্ধবৃত্ত্যা (দশর্দ্ধাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ যস্যাঃ তয়া) অবিদ্যয়া (নিদ্রাহেতুভূতয়া) অনুপহতঃ (অনভিভূতঃ) অপি জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ (জঠরীকৃতা উদরে প্রবিলাপিতা লোকযাত্রা লোকস্থিতিঃ যেন সঃ) জনস্য (নিদ্রাণস্য অবিবেকিনঃ লোকস্য) সুখং (নিদ্রাসুখং ঈদৃক্ ইতি) বিবৃণ্বন্ (প্রদর্শয়ন্ উপহসন্) যঃ (ত্বং) ভীমোর্ম্মিমালিনি (ভীমানাং ভয়ঙ্করীণাম্ উর্ম্মীণাং তরঙ্গাণাং মালাঃ বিদ্যন্তে যস্মিন্ তস্মিন্) অন্তর্জলে (কারণসলিলমধ্যে) অহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং (অহিঃ সর্পরাজঃ এব কশিপুঃ শয্যা তস্য স্পর্শৈঃ অনুকূলৈঃ যস্যাং তাং) নিদ্রাম্ উবাহ (স্বীকৃতবান্ তস্মৈ তুভ্যং নমঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! আপনি পঞ্চ প্রকার বৃত্তি-বিশিষ্ট নিদ্রার হেতুভূত অবিদ্যাকর্ত্তৃক অনভিভূত হইয়াও লোকত্রয়ের সংস্থানরূপ বিশ্ব ভবদীয় উদরে বিলীনপূর্ব্বক অবিবেকী নিদ্রালু জনগণের নিদ্রাসুখ এইরূপ ইহা প্রদর্শন নিমিত্ত ভয়ানক তরঙ্গসঙ্কুল জলমধ্যে অনন্ত নাগশয্যায় শায়িত হইয়া তৎস্পর্শসুখে নিদ্রা স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং দৃশ্যমানাং নিজোপাস্যাং মূর্ত্তিং প্রণমতি দ্বাভ্যাং। দশার্দ্ধাঃ পঞ্চবৃত্তয়ো যস্যাস্তয়া অবিদ্যয়া নিদ্রাহেতুভূতয়া অনভিভূতোঽপি নিদ্রামুবাহ তস্মাদিয়ন্তে স্বরূপশক্তিময়্যেব নিদ্রেতি ভাবঃ। জঠরীকৃতা উদরে প্রবিলাপিতা লোকযাত্রা লোকপরম্পরা যস্য সঃ। অহিরেব কশিপুঃ শয্যা তস্য স্পর্শোঽনুকূলো যস্যাস্তাং। ভীমোর্মিমালিনি প্রলয়-সমুদ্রে জনস্য প্রাকৃতলোকস্যাপি। জলমধ্যস্থকোমল-শয্যাশায়িনঃ সুখং ভবতীতি বিবৃণ্বন্ লোকবল্লীল এব ত্বং ভবসীতি ভাবঃ। যদ্বা প্রলয়কালেঽপি জনমাত্র-ভয়দে সমুদ্রেঽপি সর্পশয্যায়ামপি সুখেন ত্বং নিদ্রাসীতি সর্ব্বকালসর্ব্বদেশসর্ব্বসঙ্গনির্ভয়স্ত্বমেব নান্য ইতি ভাবঃ। সুখং বিবৃণ্বন্নিতি কালদেশসঙ্গতো ভয়যুক্তোঽপি নিদ্রালুর্হি জনঃ সুখমেব নিদ্রাতীতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে দৃশ্যমান নিজের উপাস্যমূর্ত্তির প্রণাম করিতেছেন—দুইটি শ্লোকে। 'দশার্দ্ধাঃ'—দশের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চ বৃত্তি যাহার, সেই নিদ্রার হেতুভূত অবিদ্যার দ্বারা অনভিভূত হইলেও তুমি নিদ্রা স্বীকার করিয়াছিলে (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি-বিশিষ্টা অবিদ্যা নিদ্রার কারণ। সেই অবিদ্যা তোমাকে অভিভূত করিতে পারে না), অতএব ইহা তোমার স্বরূপশক্তিময়ী নিদ্রা—এই ভাব। 'জঠরীকৃত-লোকযাত্রঃ'—উদরে বিলয়-প্রাপ্তা লোকযাত্রা, অর্থাৎ লোকপরম্পরা যাঁহার, সেই তুমি। (তৎকালে এই সমস্ত লোক তোমার উদরমধ্যে বিলীন ছিল, তথাপি অবিদ্যার দ্বারা অনভিভূত হইয়াও) 'ভীমোর্ম্মি-মালিনি অন্তর্জ্জলে'—ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঙ্কুল জলমধ্যে

অর্থাৎ প্রলয়সমুদ্রে, 'জনস্য'—প্রাকৃত লোকেরও, অর্থাৎ জলমধ্যস্থ কোমল শয্যাশায়ী জনের যেরূপ সুখ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য তুমি 'লোকবল্লীলঃ' লোকের ন্যায় লীলাশীলই হইয়াছ—এই ভাব। অথবা —প্রলয়কালেও, প্রত্যেক জনের ভীতিপ্রদ সমুদ্রেও, সর্প-শয্যাতেও তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছ, ইহাতে সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসঙ্গে তুমিই একমাত্র নির্ভয়, অপর কেহ নহে—এই ভাব। 'সুখং বিরূংবন্' —নিদ্রাসুখ যেরূপ হয়, তাহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ কাল, দেশ ও সঙ্গবশতঃ ভয়যুক্ত হইলেও (সংসার-সাগর মধ্যে ভোগরূপ সর্পের উপরে প্রায় অবিবেচক) নিদ্রারত ব্যক্তি সুখেই নিদ্রা যায়, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত ॥ ২০ ॥

———

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য
লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগ-
নিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈড্য ! (স্তবার্হ) লোকত্রয়োপ-করণঃ (লোকত্রয়মুপকরণং যস্য যদ্বা লোকত্রয়স্য স্রষ্টা দিদ্বারেণ উপকরোতি যঃ সঃ) অহং যন্নাভিপদ্ম-ভবনাৎ (যস্য তব নাভিপদ্মমেব ভবনং তস্মাৎ) যদনু-গ্রহেন (যস্য কৃপয়া) আসম্ (অভবম্) উদরস্থভবায় (উদরে স্থিতোভবঃ সংসারপ্রপঞ্চঃ যস্য তস্মৈ) যোগ-নিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় (যোগনিদ্রাবসানে বিক-সৎ-নলিনবৎ ঈক্ষণঃ যস্য তস্মৈ) তস্মৈ (তথা-ভূতায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে স্তবনীয় পুরুষ ! আপনারই অনু-গ্রহে আপনার নাভিকমল হইতে সৃষ্ট্যাদি দ্বারা লোক-ত্রয়ের উপকারবিধানকারী—আমি (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছি। (প্রলয়কালে) সংসারপ্রপঞ্চ যখন আপনার উদরস্থ থাকে তখন আপনি নিদ্রিত থাকেন। যোগ-নিদ্রার অবসান হওয়াতে এখন আপনার নয়নকমল বিকসিত হইয়াছে; আপনাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—আসং অভূবং লোকত্রয়মেব উপকরণ-মাজ্ঞাকারি যস্য সঃ। যদ্বা সৃষ্ট্যাদিদ্বারা লোকত্রয়-স্যোপকারী। উদরে স্থিতো ভবঃ সংসারপ্রপঞ্চো যস্য তস্মৈ। যোগনিদ্রাবসানে সম্প্রতি রাত্র্যন্ত ইব বিক-সন্নলিনমিব ঈক্ষণং যস্য তস্মৈ। তেন হে মৎপ্রভো কৃপাপারাবার জাগৃহি জাগৃহি কিঙ্করোঽহং মঙ্গলারাত্রি-কং করবাণীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসম্'—আমি (ব্রহ্মা, তোমার নাভিকমল হইতে) উৎপন্ন হইয়াছিলাম। 'লোকত্রয়োপকরণঃ'—লোকত্রয়ই উপকরণ অর্থাৎ আজ্ঞাকারী যাহার, সেই আমি। অথবা—সৃষ্ট্যাদির দ্বারা লোকত্রয়ের উপকারী। 'উদরস্থ-ভবায়'—উদরে অবস্থিত ভব অর্থাৎ সংসার-প্রপঞ্চ যাঁহার, সেই তোমাকে (আমি নমস্কার করি)। 'নিদ্রাবসান-বিকসন্নলিনেক্ষণায়'—সম্প্রতি যোগনিদ্রার অবসানে, যেন রাত্রির শেষে প্রস্ফুটন্মুখ পদ্মের ন্যায় যাঁহার নয়নকমল বিকসিত হইয়াছে, সেই তোমাকে (আমি নমস্কার করি)। ইহার দ্বারা—হে আমার প্রভু, কৃপাসমুদ্র ! তুমি জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, আমি তোমার কিঙ্কর, মঙ্গল আরতি করিতে ইচ্ছা করি-তেছি—এই ভাব ॥ ২১ ॥

———

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—সঃ অয়ং (ভগবান্) সমস্তজগতাম্ সুহৃৎ একং (অনুস্যূতঃ) আত্মা (অন্তর্য্যামী চ) যৎ (যেন) সত্ত্বেন (জ্ঞানেন) ভগেন (ঐশ্বর্য্যেণ) মৃড়-য়তে (বিশ্বং সুখয়তি) প্রনতপ্রিয়ঃ (ভক্তবৎসলঃ) অসৌ ভগবান্ তেনৈব (জ্ঞানেন ঐশ্বর্য্যেণ চ) মে দৃশং (প্রজ্ঞাম্) অনুস্পৃশতাৎ (যোজয়তু) যথা অহং পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বকল্পবৎ) ইদং (বিশ্বং) স্রক্ষ্যামি (স্রষ্টুং ক্ষমো ভবিষ্যামি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই এই ভগবান্ আপনিই সমস্ত জগতের একমাত্র সুহৃৎ ও আত্মা। আপনি জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা বিশ্বের সুখ বিধান করেন। আপনি ভক্ত-বৎসল, (আমিও আপনার প্রণত ভক্ত) সেই প্রজ্ঞা আমাতে যোজনা করুন্ যেন আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে সোঽহমিতি চতুর্ভিঃ। সমস্তজগতাং প্রাকৃতাপ্রাকৃতানাং সুহৃৎ পালকঃ আত্মা নিরুপাধিপ্রেমাস্পদং। এবম্ভূতস্যান্যস্যাভাবাদেকঃ। যদ্‌যস্মাৎ সত্ত্বেন গুণেন পালনলক্ষণেন সমস্তজগন্ত্যেব প্রাকৃতানি মৃড়য়তে সুখয়তি। ভগেন স্বীয়ষড়ৈশ্বর্য্যেণ অপ্রাকৃতান্ ভক্তজনানপি মৃড়য়তে। তস্মাৎ তেনৈব সত্ত্বেন কিঞ্চিন্মাত্রেণ ভগেন চ মে মম দৃশং প্রজ্ঞাং প্রাকৃতীং ভক্তিমত্ত্বাদংশেনাপ্রাকৃতীঞ্চ অনুস্পৃশতু পালয়তু যথাহং স্রক্ষ্যামি প্রাকৃতান্ মরীচ্যাদীন্ স্রষ্টুং অপ্রাকৃতান্ নারদাদীংশ্চাবির্ভাবয়িতুং জ্ঞাস্যামি যতোঽসৌ প্রভুঃ প্রণতিমাত্রে কৃতেঽপি প্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা এই প্রকারে স্তব সমাপন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'সোঽহম্'—ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'সমস্তজগতাং'—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের 'সুহৃৎ'—পালক, এবং 'আত্মা'—নিরুপাধিক প্রেমের একমাত্র আস্পদ। 'একঃ'—এইপ্রকার অন্য কেহ নাই বলিয়া, আপনি এক, অদ্বিতীয়। 'যৎ'—যেহেতু 'সত্ত্বেন'—পালন-লক্ষণ সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রাকৃত সমস্ত জগৎকেই আপনি 'মৃড়য়তে'—সুখী করিতেছেন। 'ভগেন'—স্বীয় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অপ্রাকৃত ভক্তজনকেও প্রমোদিত করিতেছেন। অতএব সেই সত্ত্বের দ্বারাই এবং কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর্য্যের দ্বারাও 'মে দৃশং'—আমার প্রজ্ঞাকে প্রাকৃতী এবং ভক্তিমত্ত্বহেতু অংশে আপ্রকৃতীও 'অনুস্পৃশতু'—পালন করুন (অর্থাৎ আমাতে আপনার সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অর্পণ করুন), যাহাতে আমি পূর্ব্বের মত সৃজন করিতে পারি। প্রাকৃত মরীচি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিতে এবং অপ্রাকৃত নারদ প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটাইতে জানিতে পারি। যেহেতু তিনিই আমার প্রভু এবং 'প্রণতপ্রিয়ঃ'—প্রণামমাত্র করিলেও প্রিয় হন ॥ ২২ ॥

মধ্ব—

স্বসামর্থ্যাং স্বকর্ম্মাণি রময়া সহ কেশবঃ।
কুরুতে স্বয়মেবৈষ কানিচিৎ পুরুষোত্তমঃ ॥

ইতি নারদীয়ে।

আত্মশব্দস্য মুখ্যার্থো বিষ্ণুরেকঃ সনাতনঃ।
সন্দেহদেহমনসো বুদ্ধিজীবাঃ স্বয়ং তথা।
ব্রহ্মাপ্যমুখ্যাঃ ক্রমশঃ উৎকর্ষোহ্যাত্মতা ভবেৎ ॥

ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্ ॥ ২২-২৩ ॥

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদ্‌যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মশক্ত্যা রময়া (লক্ষ্ম্যা সহ) গৃহীতগুণাবতারঃ (স্বীকৃতাবতারঃ) প্রপন্নবরদঃ (ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুঃ) সঃ এষঃ (ভগবান্) যৎ যৎ (কর্ম্ম) করিষ্যতি। স্ববিক্রমং (স্বস্য বিষ্ণোঃ এব বিক্রমঃ প্রভাবঃ যস্মিন্ তৎ) ইদং (বিশ্বং তদাজ্ঞয়া) সৃজতঃ অপি (মে) চেতঃ তস্মিন্ (স্বকর্ম্মণি সঃ এব) যুঞ্জীত (নিযোজয়তু) যথা (যেন যোগেন অহং) কর্ম্ম (কর্ম্মাসক্তিং, তৎকৃতং) শমলঞ্চ (বৈষম্যাদিপাপঞ্চ) বিজহ্যাম্ (ত্যক্ষ্যামি তথা দৃশমনুস্পৃতাৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(এইরূপে ব্রহ্মা স্তব সমাপন করিয়া চারিটী শ্লোকে নিজে প্রার্থনা করিতেছেন)—প্রণতজনগণের বরপ্রদ, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের অবতার সেই ভগবান্ নিজ স্বরূপশক্তির সহিত যে যে লীলা সাধন করিবেন, আমি তাঁহারই (সেই বিষ্ণুরই) আদেশে এই বিশ্ব সৃষ্টি কার্য্য করিলেও, আমার চিত্তকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করুন্ যেন আমি কর্ম্মাসক্তি ও তজ্জনিত বৈষম্যাদি পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুনশ্চ রজোগুণময্যা সৃষ্টৈর্বিভ্যৎ স্বীয়ভক্তেরভ্যুদয়ং প্রার্থয়তে। এষ ভবান্ প্রপন্নায় মহ্যং এতদ্বরদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। রময়া স্বরূপভূতয়া ন তু মায়য়েত্যর্থঃ। অতো গৃহীতগুণা ধৃতস্বরূপশক্ত্যুত্থভক্তবাৎসল্যাদিগুণা অবতারা যস্য সঃ। তস্মিন্ ধরোদ্ধরণাদৌ কর্ম্মণি মম চেতো যুঞ্জীত প্রবর্ত্তয়তু। মম কথম্ভূতস্য স্ববিক্রমং স্বস্য স্বপ্রভোর্বিক্রমঃ প্রভাবো যস্মিন্ তদিদং বিশ্বং সৃজতোঽপি তেন সৃষ্টৌ মম চেতো নাসজ্জতু কিন্তু তল্লীলাকথায়ামেবেত্যর্থঃ। কর্ম্মশমলং সৃষ্ট্যুত্থং বৈষম্যাদিপাপং ত্যক্ষ্যামি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, রজোগুণময়ী সৃষ্টি

হইতে ভীত হইয়া নিজভক্তির অভ্যুদয় (বৃদ্ধি) প্রার্থনা করিতেছেন—'এষ প্রপন্ন-বরদঃ', এই আপনি প্রপন্ন আমার প্রতি এইরূপ বরপ্রদ হউন—এই অর্থ। 'রময়া'—স্বরূপভূতা নিজশক্তির দ্বারা, কিন্তু মায়ার দ্বারা নহে, এই অর্থ। অতএব 'গৃহীতগুণাবতারঃ'—স্বরূপশক্তি হইতে উত্থিত ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ যাঁহারা ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ অবতারসকল যাঁহার, তিনি। 'তস্মিন্'—সেই পৃথিবীর উদ্ধরণাদি কর্ম্মে আমার চিত্ত প্রবর্ত্তিত করুন। কিরূপ আমার? তাহাতে বলিতেছেন—'স্ব-বিক্রমং', নিজ প্রভুর বিক্রম অর্থাৎ প্রভাব যাহাতে, সেই এই বিশ্ব, (তাঁহার আজ্ঞায়) আমি সৃষ্টি করিলেও, তাহার দ্বারা এই সৃষ্টিবিষয়ে আমার চিত্ত যেন আসক্ত না হয়, কিন্তু তাঁহার লীলাকথাতেই (যেন আসক্ত হয়)—এই অর্থ। 'কর্ম্মশমলং'—সৃষ্টিজনিত বৈষম্যাদি পাপ যেন আমি পরিহার করিতে সক্ষম হই ॥ ২৩ ॥

———

নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো
বিজ্ঞানশক্তিরহমাসমনন্তশক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—অম্ভসি (জলে) সতঃ (শায়িনঃ) যস্য অনন্তশক্তেঃ পুংসঃ নাভিহ্রদাৎ ইহ বিজ্ঞানশক্তিঃ (বিজ্ঞানে শক্তিঃ যস্য সঃ মহত্তত্ত্বাত্মকস্য চিত্তস্য তদভিমানী) অহং আসম্ অস্য (ভগবতঃ) ইদং বিচিত্রং রূপং (বিশ্বং) বিবৃণ্বতঃ (বিস্তারয়তঃ) মে (মম) নিগমস্য (বেদস্য অবয়বভূতানাং) গিরাং (বাক্যানাং) বিসর্গঃ (উচ্চারণং) মা রীরিষীষ্ট (মা লুপ্যতাম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—জলমধ্যে শায়িত অনন্ত শক্তিমান্ পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে মহত্তত্ত্বাভিমানী আমি জাত হইয়াছি এবং তাঁহার বিচিত্ররূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতেছি, নিগমের অবয়বস্বরূপ আমার বাক্যোচ্চারণ যেন লুপ্ত না হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। ভগবংস্তবৈশ্বর্য্যসিন্ধোঃ কণমাত্রেঽপ্যস্মিন্ মম যৎ প্রবেশস্তং খলু বেদাভ্যাসপ্রসাদাদেব। যদুক্তং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বরেতি সংপ্রতি তু সৃষ্ট্যর্থকবিবিধব্যাপারবত্ত্বেনানধ্যবসায়াৎ তস্য বেদস্য বিস্মৃতির্ম্মে সংভবিষ্যতি সা মা ভূদিতি প্রার্থয়তে নাভীতি যস্যাম্ভসি সতঃ পুংসস্তব নাভিহ্রদাদহমাসং বিজ্ঞানশক্তিঃ বিজ্ঞানময়পুরুষঃ সমষ্টিজীবরূপঃ বুদ্ধিতত্ত্বাধিষ্ঠাতা বা অস্য পরমেশ্বরস্য রূপমিদং বিশ্বং বিস্তারয়তো মম নিগমস্য অবয়বভূতানাং গিরাং বিসর্গঃ ঋগাদিভেদপ্রপঞ্চঃ মা রীরিষীষ্ট মাতিশয়েন লুপ্যতাং মায়য়া বিস্মৃতো ভবত্বিত্যর্থঃ। রিষ্ হিংসায়ামিত্যস্য যঙ্লুগন্তলিঙি কর্ম্মকর্ত্তরি রূপং ছান্দসং ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, হে ভগবন্! তোমার ঐশ্বর্য্যসিন্ধুর এই কণামাত্রেও আমার যে প্রবেশ, তাহা বেদাভ্যাসের কৃপাবশতঃই (সম্ভব হইয়াছে)। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—'হে ঈশ্বর! বেদই তোমার চক্ষুঃ'। সম্প্রতি কিন্তু সৃষ্টিবিষয়ক বিবিধ কর্ম্মে যুক্ত থাকায়, অধ্যবসায় রহিত হওয়ায়, সেই বেদের বিস্মৃতি আমার হইতে পারে, সেই বিস্মরণ যাহাতে না হয়, সেইজন্য প্রার্থনা করিতেছেন—'নাভিহ্রদাৎ' ইত্যাদি। জলমধ্যে শায়িত (অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট) তোমার নাভিরূপ হ্রদ হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি। 'বিজ্ঞানশক্তিঃ'—বিজ্ঞানে শক্তি যাহার, সেই আমি সমষ্টিজীবরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ অথবা বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, এই পরমেশ্বরের বিচিত্ররূপ এই বিশ্ব বিস্তার করিতে করিতে আমার, 'নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ'—বেদের অবয়বভূত বাক্যের উচ্চারণ, অর্থাৎ ঋগাদি ভেদের প্রপঞ্চ (বিস্তার) 'মা রীরিষীষ্ট'—অতিশয়রূপে লুপ্ত না হউক, অর্থাৎ মায়ার দ্বারা বিস্মৃত না হউক—এই অর্থ। 'মা রীরিষীষ্ট'—ইহার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—হিংসা অর্থে রিষ্ ধাতুর যঙ্লুগন্ত করিয়া লিঙ্ লকারে কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে এই রূপ, ইহা বৈদিক প্রয়োগ ॥ ২৪ ॥

———

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—অদভ্রকরুণঃ (অনল্পকৃপাশীলঃ) পুরাণঃ পুরুষঃ সঃ অসৌ ভগবান্ বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন

(অধিকপ্রেমযুক্তহাস্যেন) নয়নাম্বুরুহং (নয়নকমলং) বিজৃম্ভন্ (বিজৃম্ভয়ন্ বিকশয়ন্) বিশ্ববিজয়ায় চ (জগতঃ উদ্ভবায় চকারাৎ অস্মদনুগ্রহায় চ) উত্থায় মাধ্ব্যা (মধুরয়া) গিরা (বাচা) নঃ (অস্মাকং) বিষাদং (খেদম্) অপনয়তাৎ (দূরীকরোতু) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ সামান্য করুণাবিশিষ্ট নহেন। তিনি সাতিশয় প্রেমহাস্যে নয়নকমল বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনোদন করুন্ ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। প্রভোঃ কৃপাকটাক্ষ-কৃপানিদেশাভ্যামেব দাসস্য নিঃসংশয় আনন্দো ভবেদিতি তাবেব প্রার্থয়তে সোঽসাবিতি। বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ নোঽস্মাকং বিশ্বস্মিন্ সর্ব্বত্রৈব বিজয়ায় সৃষ্ট্যাদিষু পরাভবাভাবায় চকারাৎ পূর্ব্বোক্তবাঞ্ছিতসিদ্ধয়ে চ। মাধ্ব্যা মাধুর্য্যময্যা বিশ্বং সৃজেতি নিদেশময্যা গিরা ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, প্রভুর কৃপাকটাক্ষ এবং কৃপাপূর্ব্বক আদেশের দ্বারা দাসের সংশয়াতীত আনন্দ হইয়া থাকে, এই জন্য সেই দুইটিই প্রার্থনা করিতেছেন—'সোঽসৌ' ইত্যাদি। (সেই অতিশয় দয়ালু পুরাণপুরুষ ভগবান্ প্রবৃদ্ধ প্রেমহাস্যে আপনার নয়নপদ্ম) 'বিজৃম্ভন্, বিজৃম্ভয়ন্'—বিকসিত করিয়া, 'নো বিশ্বজয়ায়'—আমাদের 'বিশ্বস্মিন্'—সকল স্থানেই বিজয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে পরাভবের অভাবের জন্য, 'চ'—এবং পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) 'মাধ্বা'—মাধুর্য্যময় অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি কর—এইরূপ আদেশময় বাক্যের দ্বারা (আমাদের বিষাদ দূর করুন) ॥২৫॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ। সঃ (ব্রহ্মা) এবং **স্বসম্ভবং** (স্বস্য সম্ভবঃ যস্মাৎ তং ভগবন্তং) তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ (তপঃ শারীরং বিদ্যা উপাসনা সমাধিঃ ঐকাগ্র্যং তৈঃ) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) যাবৎ মনোবচঃ (যথাশক্তি) স্তুত্বা খিন্নবৎ (শ্রান্তবৎ) বিররাম (বিরতো বভূব) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, সেই ব্রহ্মা এইরূপে তপস্যা, উপাসনা ও সমাধি দ্বারা নিজ কারণ (গর্ভোদকশায়ী পুরুষকে) অবলোকন করিয়া যথাশক্তি মন ও বাক্যদ্বারা স্তব পূর্ব্বক শ্রান্তের ন্যায় বিরত হইলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্য সম্ভবো যস্মাত্তং তপঃ শারীরং বিদ্যা আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি (ভাঃ ১১।২৯।৬) রীত্যা আকস্মিকস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তমন্ত্রোপাসনা। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যেণ ধ্যানং তৈর্নিশাম্য দৃষ্ট্বা যথাশক্তি স্তুত্বা কৃপাকটাক্ষস্যানুপলম্ভাৎ খিন্ন ইব বিররাম॥ ২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ব-সম্ভবং'—নিজের উৎপত্তি যাঁহা হইতে, সেই ভগবানকে, (ব্রহ্মা) 'তপো-বিদ্যা-সমাধিভিঃ'— তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক চেষ্টা, বিদ্যা বলিতে—যেমন একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা"—আচার্য্যবপুঃ অর্থাৎ বাহিরে শ্রীগুরুরূপে এবং অন্তরে চৈত্ত্যবপুষা অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত বিষয়বাসনা বিদূরীত করিয়া 'স্বগতিং' অর্থাৎ নিজ স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন—এই রীতি অনুসারে আকস্মিক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত তাঁহার মন্ত্রোপাসনা এবং সমাধি বলিতে চিত্তের একাগ্রতার সহিত ধ্যান, এই সকলের দ্বারা (ভগবান্‌কে) 'নিশাম্য'—দেখিয়া, যথাশক্তি স্তব করতঃ, 'খিন্নবৎ'—তাঁহার কৃপাকটাক্ষের উপলব্ধি না হওয়ায় যেন খিন্ন হইয়াই বিরত হইলেন ॥ ২৬ ॥

———

অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ ।
বিষণ্ণচেতসস্তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা ॥ ২৭ ॥
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরৎ) মধুসূদনঃ (ভগবান্) কল্পব্যতিকরাম্ভসা (প্রলয়োদকেন) বিষণ্ণচেতসঃ (খিন্নচিত্তস্য) আত্মনঃ (স্বস্য) লোকসংস্থানবিজ্ঞানে (জগৎসৃষ্টিকর্ম্মণি) পরিখিদ্যতঃ (খিন্নস্য) ব্রহ্মণঃ অভিপ্রেতং অন্বীক্ষ্য (আলক্ষ্য) অগাধয়া (গম্ভীরয়া)

বাচা কশ্মলং (মোহং) সময়ন্নিব (দূরীকুর্ব্বন্নিব) তং (ব্রহ্মাণম্) আহ (উবাচ) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ দেখিলেন, ব্রহ্মা দেব-তির্য্যগাদি লোকসৃষ্টিপরিপাটীর বিজ্ঞানলাভজন্য ও প্রলয় সলিল দর্শনে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন—শ্রীমধুসূদন ইহা অবগত হইয়া গম্ভীর বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কল্পব্যতিকরান্তসা প্রলয়কালমিলিতাগন্তুকজলেন হেতুনা বিষণ্ণচেতসঃ তথা আত্মনঃ স্বস্য লোকানাং দেবতির্য্যগাদীনাং সংস্থানং সমুচিতস্বভাবতয়া নির্ম্মাণস্থাপনাদিপরিপাটী তদ্বিজ্ঞানে খিদ্যতো ব্রহ্মণোঽভিপ্রেতং অন্বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা তমাহেত্যন্বয়ঃ। কশ্মলং মোহং শময়ন্নিবেতি ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কল্পব্যতিকরান্তসা'—কল্পের ব্যতিকর অর্থাৎ বিনাশক যে জল, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ প্রলয়কালে মিলিত আগন্তুক জল-হেতু 'বিষণ্ণচেতসঃ'—বিষণ্ণ চিত্ত যাঁহার (সেই ব্রহ্মার), এবং নিজের 'লোক-সংস্থান-বিজ্ঞানে'—দেব, তির্য্যক্ প্রভৃতি লোকসমূহের সংস্থান অর্থাৎ তাহাদের সমুচিত স্বভাব-বশতঃ নির্ম্মাণ, স্থাপনাদির পরিপাটী এবং তদ্বিজ্ঞান-বিষয়ে, 'খিদ্যতঃ'—খেদ-প্রাপ্ত ব্রহ্মার অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহাকে বলিলেন—এই অন্বয়। 'কশ্মলং'—মোহ, বিষাদ, 'শময়ন্নিব'—অপনোদন করিতে করিতেই যেন (ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন) ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

মা বেদগর্ভ গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ।
তন্ময়াপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) বেদগর্ভ (বেদাঃ গর্ভেঃ যস্য তৎ সম্বোধনং), তন্দ্রীং (বিষাদকৃতমালস্যং) মা গাঃ (মা প্রাপ্নুহি) সর্গে (সৃষ্টিবিষয়ে) উদ্যমং (উদ্যোগং) আবহ (কুরু) ভবান্ মাং যৎপ্রার্থয়তে তৎ অগ্রে হি (পূর্ব্বমেব) ময়া আপাদিতং (সম্পাদিতম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বেদগর্ভ ! বিষাদজনিত আলস্য পরিত্যাগ কর। সৃষ্টির জন্য প্রযত্ন কর, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সমস্তমোহোপশমনং দর্শয়তি। তন্দ্রীমজ্ঞানং মা গাঃ বেদগর্ভেতি ন হি সর্ব্ববেদবিজ্ঞস্যাজ্ঞানমুচিতমিতি ভাবঃ। ননু স্বস্য সৃষ্টিসামর্থ্যে সংশয়ানোঽস্মি তত্রাহ সর্গ ইতি। উদ্যমো নিষ্ফলো ভাবীত্যপি মা শঙ্কিষ্ঠা ইত্যাহ তন্ময়েতি তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদিতি যন্মাং প্রার্থয়তে ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকল মোহের উপশম দেখাইতেছেন—'তন্দ্রীং'—অর্থাৎ অজ্ঞান 'মা গাঃ'—প্রাপ্ত হইও না। হে বেদগর্ভ !—বেদ গর্ভে যাঁহার, এই সম্বোধনের দ্বারা জানাইতেছেন, সমস্ত বেদবিজ্ঞ তোমার অজ্ঞান উচিত নহে, এই ভাব। দেখুন—আমার সৃষ্টির সামর্থ্যবিষয়ে আমি সংশয়ান্বিত হইয়াছি, ইহাতে বলিতেছেন—'সর্গে' ইতি। সৃষ্টির বিষয়ে প্রযত্ন কর, উদ্যম নিষ্ফল হবে, এইরূপ শঙ্কাও করিও না, ইহাই বলিতেছেন—'তন্ময়া', 'সেই প্রজ্ঞা আমাতে যোজনা করুন'—এইরূপ তুমি আমার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—প্রার্থনমপি মৎপ্রেরণমেব ॥ ২৯ ॥

ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ লোকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্ ॥৩০

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! ত্বং ভূয়ঃ (পুনরপি) তপঃ মদাশ্রয়াং (পরাং) বিদ্যাং চ আতিষ্ঠ (সমাশ্রয়) তাভ্যাং ॥ (তপোবিদ্যাভ্যাং) এব অন্তর্হৃদি (স্বহৃদয়মধ্যে) অপাবৃতান্ (স্পষ্টীকৃতান্) লোকান্ দ্রক্ষ্যসি (জ্ঞাস্যসি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্ ! তুমি পুনরায় তপস্যাচরণ এবং আমার উপাসনাসম্বন্ধীয় বিদ্যা অভ্যাস কর ; তদুভয় দ্বারা তুমি স্বীয় হৃদয়মধ্যেই ভূরাদি লোকসকল অনাবৃতরূপে দেখিতে পাইবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বিদানীমুদ্যমেন কিং ভবিষ্যতি যে ময়া সৃজ্যান্তে ভূরাদয়ো লোকা এব ন দৃশ্যন্তে ইত্যত আহ ভূয় ইতি তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং বিদ্যাং মন্ত্রোপাসনাং

অন্তর্হৃদি হৃদয় এব বহিঃস্থিতামপি লোকান্ ভূরাদীন্ তত্রস্থান্ মনুষ্যাদীংশ্চ অপাবৃতান্ জলাবরণশূন্যান্ দ্রক্ষ্যসি ততশ্চ ময়ৈব যথাস্থিততয়া দর্শয়িষ্যমাণাংস্তান্ স্বহৃদয় এব দৃষ্ট্বা আদর্শদর্শী লেখক ইব সুখেনৈব বহিঃ স্রক্ষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—এখন উদ্যমের দ্বারা কি হইবে ? যেহেতু আমাকে যাহা সৃজন করিতে হইবে, সেই পৃথিবী প্রভৃতি লোক-সকলই দেখা যাই-তেছে না, ইহাতে বলিতেছেন—'ভূয়ঃ', পুনরায় তুমি তপস্যা অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং আমার সম্বন্ধীয়া বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রোপাসনা 'আতিষ্ঠ'—অভ্যাস কর। তাহাতে তোমার হৃদয়মধ্যেই বহিঃস্থিত পৃথিব্যাদি লোকসকলকে এবং তত্রস্থ মনুষ্যাদি সকলকেও, 'অপাবৃতান্'—জলের আবরণশূন্য দেখিতে পাইবে। তারপর আমার দ্বারাই যথাযথরূপে দর্শয়িষ্যমাণ সেই সকলকে তোমার নিজ হৃদয়েই দেখিয়া 'আদর্শদর্শী' —আদর্শে (আয়নায়) দর্শনকারী লেখকের ন্যায় অনায়াসেই বাহিরে তাহা সৃষ্টি করিবে—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—তপ আলোচনং প্রোক্তং বিদ্যা নিষ্ঠা প্রকীর্ত্তিতা ইতি চ ॥ ৩০ ॥

———

তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) ত্বং ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ চ সন্) আত্মনি (স্বস্মিন্) লোকে চ মাং ততং (ব্যাপ্তং) দ্রষ্টাসি (দ্রক্ষ্যসি) (হে) ব্রহ্মন্ ! (তথা) ময়ি আত্মনঃ লোকান্ (জীবান্ চ দ্রক্ষ্যসি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তৎপর তুমি ভক্তিযুক্ত এবং সমাহিত হইলেই দেখিতে পাইবে তোমার আত্মাতে এবং এই সকল লোকে আমি ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি এবং আমাতে তোমার (সৃজ্যমান্) জীব সকলকেও দেখিতে পাইবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সৃষ্টাবেশবশত্বেঽপি ত্বামহং ন বিস্মরেয়মিতি যৎ প্রার্থিতং, তত্রাহ ততঃ সৃষ্টিসময়েঽপি ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতশ্চ সন্ আত্মনি স্বমনসি বহির্লোকে চ মাং দ্রষ্টাসি। তথা ময়ি লোকান্ ভূরাদীন্ আত্মনো জীবাংশ্চ মৃদ্ভক্ষণলীলায়াং যশোদেব দ্রষ্টাসি। যদ্বা, ততং কৃষ্ণাবতারে বৎসবৎসপালাদ্যাকারৈর্ব্যাপকং মাং ময়ি লোকান্ ব্রহ্মাণ্ডানি আত্মনশ্চতুর্ভুজ-মূর্ত্তীঃ। যদ্বা, আত্মনঃ স্বানি বহূন্ পরমেষ্ঠিনঃ দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৃষ্টির আবেশে বশীভূত হইলেও তোমাকে যেন আমি বিস্মৃত না হই'—এই যাহা ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিতেছেন —'ততঃ', সেই সৃষ্টির সময়েও ভক্তিযুক্ত এবং সমাহিত হইয়া, 'আত্মনি'—তোমার নিজের মনে এবং বহির্লোকেও আমাকে দেখিতে পাইবে। সেইরূপ 'ময়ি'—আমাতে পৃথিব্যাদি লোকসকল, তোমার নিজেকে এবং জীবসকলকেও, মদ্ভক্ষণলীলায় মা যশোমতীর ন্যায় তুমি দর্শন করিতে পারিবে। অথবা —'ততং' কৃষ্ণাবতারে বৎস ও বৎসপালাদির আকারে ব্যাপক আমাকে, আমাতে ব্রহ্মাণ্ডলোকসকল এবং আমার চতুর্ভুজ মূর্তিসমূহ (তুমি দেখিতে পাইবে) কিম্বা—'আত্মনঃ'—আত্মাসকলকে অর্থাৎ বহু পরমেষ্ঠিগণকে দেখিবে ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

দেহে দেহে হরিস্তস্মিল্লোঁকাঃ সর্বে প্রতি ষ্ঠিতাঃ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রেঽপি পরে পরশক্তির্যতো বিভুঃ ॥

ইতি চ। আত্মনি স্থিতে ময়ি ॥ ৩১ ॥

———

যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—যদা লোকঃ (জীবঃ) দারুষু (কাষ্ঠেষু) অগ্নিম্ ইব সর্ব্বভূতেষু স্থিতং (পরিব্যাপ্তং) মাং প্রতিচক্ষীত (পশ্যেৎ) তর্হি এব (তস্মিন্ কালে এব) কশ্মলং (মোহং) জহ্যাৎ (ত্যজেৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থ অগ্নির ন্যায় আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। যখন জীব আমাকে এইরূপ ভাবে দর্শন করিতে পারে তখনই তাহারা মোহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যামিতি যৎ প্রার্থিতং তৎ খল্বেতাদৃশ্যাং দশায়াং সম্ভবেদিত্যাহ যদা ত্বিতি প্রতিচক্ষীত পশ্যেৎ কশ্মলং মোহং ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মের আসক্তি এবং তজ্জনিত বৈষম্যাদি পাপ আমি যাহাতে পরিত্যাগ করিতে পারি'—এইরূপ ব্রহ্মা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ অবস্থা হইলে সম্ভব, ইহাই বলিতেছেন —'যদা তু'—যখন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে স্থিত অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দেখিবে, তখন 'কশ্মলং' অর্থাৎ মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

———

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যস্মিন্‌কালে) ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ রহিতং (ভূতাদিবিরহিতং শুদ্ধম্) আত্মানং (জীবং) স্বরূপেণ (স্বস্য আত্মভূতেন) ময়া উপেতং (তৎপদার্থেন একীভূতং) পশ্যন্ (জানন্ ভবতি তদা) স্বারাজ্যং (মোক্ষম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যখন লোক ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও বিষয় হইতে পরিমুক্ত ("তৎত্বমসি" বাক্যের "ত্বং" অর্থাৎ 'তুমি' পদের প্রতিপাদ্য) শুদ্ধ জীবাত্মাকে স্বীয় আশ্রয়-স্বরূপ আমার ('তৎ' অর্থাৎ 'সেই' পদের প্রতিপাদ্য —শক্তিমান্ ভগবানের) সহিত একীভূত দর্শন করেন, তখনই তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—কস্যাং দশায়াং ত্বাং প্রাপ্নুয়াদিত্যপেক্ষয়ামাহ—যদা আত্মানং স্বং ভূতাদিভীরহিতং স্বরূপেণৈব ন তু স্বীয়জীবাত্মত্বং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। ময়া সেব্যেন পরমেশ্বরেণ সহ উপ সমীপ এব ইতং সেবার্থং প্রাপ্তং পশ্যন্ ভবতি তদা স্বেন স্বীয়েন প্রভুনা সহ রাজত ইতি স্বরাট্ দাসস্তস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা দাস্যং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কেচিৎ পুনর্নির্ব্বিশেষসবিশেষস্বরূপয়োর্দ্বয়োরেব স্তুতৌ প্রক্রান্তত্বাৎ তদুপাসকানাং জ্ঞানিনাং ভক্তানাঞ্চ তন্ত্রেণৈব চরমদশাব্যঞ্জকতয়া পদ্যমিদং ব্যাচক্ষতে। তথাহি জ্ঞানী আত্মানং শুদ্ধত্বংপদার্থস্বরূপেণ ময়া তৎপদার্থেন উপেতমেকীভূতং পশ্যন্ যদা ভবতি তদা স্বারাজ্যং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। তথা ভক্তঃ শান্তাদিপঞ্চবিধোঽপি স্বরূপেণ শান্তশ্চিদ্রূপত্বেন দাসো দাস্যরূপত্বেন সখা সখ্যেনৈব পিত্রাদির্ব্বাৎসল্যেন প্রিয়া প্রেম্নৈব উপেতং যুক্তং আত্মানং স্বং তথা ময়াপি পঞ্চবিধভাববিষয়েণ সহ সাক্ষাৎপরব্রহ্মণা প্রভুনা সখ্যা পুত্রাদিনা কান্তেন চ উপেতমিতি যথাযথমেবার্থঃ। স্বারাজ্যং স্বেন চিদ্‌ঘনাকারেণ স্বীয়েন প্রভুনা সখ্যা পুত্রাদিনা কান্তেন চ সহ রাজত ইতি তস্য ভাবস্তত্ত্বং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন্ অবস্থায় তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যদা', যখন 'ভূতেন্দ্রিয়-গুণাশয়ৈঃ রহিতং'—পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়সকল, সত্ত্বাদি গুণসমূহ এবং আশয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ—এই সকল হইতে রহিত, অর্থাৎ বিলক্ষণ (ভিন্ন) আত্মাকে নিজ স্বরূপেই দেখিবে, কিন্তু নিজ জীবাত্মত্ব পরিত্যাগ করিয়া নহে। 'ময়োপেতং'—'ময়া', সেব্য পরমেশ্বর আমার সহিত 'উপ' অর্থাৎ সমীপেই 'ইতং'—সেবার নিমিত্ত প্রাপ্ত দেখিতে পাইবে, তখন 'স্বারাজ্যং'—'স্বেন', নিজ প্রভুর সহিত 'রাজতে ইতি স্বরাট্'—যিনি অবস্থান করেন, তিনি স্বরাট্ অর্থাৎ দাস, তাহার ভাব বা কর্ম্ম দাস্য 'ঋচ্ছতি'—প্রাপ্ত হয়। [নিত্য কৃষ্ণদাসত্বই জীবের স্বরূপ, সেই অবস্থা যখন প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবার অধিকার জীব যখন লাভ করিবে, তাহাই (স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস্যত্বরূপে অবস্থানই) মোক্ষ বলা হয়]।

কেহ কেহ আবার নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ স্বরূপদ্বয়ের স্তুতিতে ইহা প্রক্রান্ত (আরম্ভ) হওয়ায়, তাহাদের উপাসক জ্ঞানিগণের এবং ভক্তদিগের সংক্ষেপে চরমদশা প্রকাশরূপে এই পদ্যের পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। যেমন—জ্ঞানী আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ত্বং-পদার্থ (তুমি-পদের প্রতিপাদ্য) স্বরূপ জীবাত্মার সহিত, তৎপদার্থের অর্থাৎ সেই-পদের প্রতিপাদ্য যে আমি (ব্রহ্ম বা ভগবান্), তাঁহার একীভূত (একত্র মিলিত) অবস্থা যখন দেখেন, তখন 'স্বারাজ্য' অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ভক্ত শান্ত প্রভৃতি পঞ্চবিধ হইলেও 'স্বরূপেণ', নিজ রূপে অর্থাৎ শান্তভক্ত চিদ্রূপত্ব-রূপে, দাস ভক্ত দাস্যরূপে, সখা সখ্যরূপে, পিত্রাদি

বাৎসল্যভাবে, প্রিয়া প্রীতিতে 'উপেতং'—যুক্ত নিজেকে, সেইরূপ পঞ্চবিধ ভাবের বিষয়—আমার সহিতও সাক্ষাৎ পরব্রহ্মরূপে, প্রভুরূপে, সখারূপে, পুত্রাদিরূপে এবং কান্তরূপে যুক্ত, অর্থাৎ যথাযোগ্য-রূপে (যখন দর্শন করে, তখন), 'স্বারাজ্যং'—'স্বেন' অর্থাৎ চিদ্‌ঘনাকার রূপের সহিত, স্বীয় প্রভুর সহিত, সখার সহিত, পুত্রাদির সহিত এবং কান্তের সহিত 'রাজতে' অর্থাৎ বিরাজ করা, তাহার ভাব স্বারাজ্য অর্থাৎ সেই সেই ভাব, ঋচ্ছতি—প্রাপ্ত হয়।

[অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভই মুক্তি বলেন। কিন্তু ভক্তগণ উহাকে তিরস্কারই করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলেন—হতারিগতি-দায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শত্রুগণকেও যে মুক্তি দান করেন, তাহা কখনই তাঁহার চরণকমলের সেবোন্মুখ ভক্তগণের কাম্য হইতে পারে না। ভক্ত সাধনদশাতে যেমন তাঁহার সেবা করেন, সিদ্ধদশাতেও তত্তদ্ভাব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের সেবারই অভিলাষ করিয়া থাকেন। নিত্য সিদ্ধ দেহে সেই সেবাপ্রাপ্তিই মোক্ষ।] ।। ৩৩ ।।

মধ্ব—স্বরূপেণ ময়োপেতং হৃদিস্থং জীবরূপং হি পরমেশ্বরসহিতং ভবতি।

ত্যক্ত্বা দেহাদ্যাত্মভাবং জীবরূপে হৃদি স্থিতে।
দৃষ্ট্বাত্মভাবং তং চাপি হরিপাদাব্জসংস্থিতম্।
যদাপশ্যত্যাপরোক্ষ্যাৎ তদা মুক্তিং ব্রজত্যসৌ ॥
ইতি দত্তাত্রেয়যোগে ।। ৩৩ ॥

তথ্য—পূর্ব্বশ্লোকে সর্ব্বভূতে পরমাত্মদর্শন দ্বারা মোহ নিবৃত্ত হয় প্রতিপাদন করিয়া এই শ্লোকে মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হইলে জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হয়—ইহাই বলিতেছেন। 'আত্মা' অর্থে 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭) বাক্যের 'ত্বং' অর্থাৎ 'তুমি' পদ-প্রতিপাদ্য শুদ্ধ জীব। "স্বরূপ" অর্থে জীবের স্বীয় আত্মস্বরূপ 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই'-পদার্থ-প্রতিপাদ্য ভগবান্। উপেত অর্থে "একীভূত" "স্বারাজ্য" অর্থে মোক্ষ (শ্রীধর)। শ্রীধর স্বামী যে একজন বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন—তাহা শ্রীধরের এই টীকা হইতে বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীধর কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ জীবের শুদ্ধসত্ত্বা ও তদবস্থায় তাহার ভগবদীয়ত্ব স্বীকার করেন না।

"আত্মা"-অর্থে "জীব", "স্বরূপ" অর্থে জীবশক্তির আশ্রয় স্বরূপ শক্তিমান্ ভগবান্; 'উপেত' অর্থে যুক্ত; 'স্বারাজ্য' অর্থে সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি মোক্ষ। (শ্রীজীব) ॥

হৃদয়স্থিত জীবস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিরাজ করেন। দত্তাত্রেয় যোগে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন হৃদয়স্থিত জীবস্বরূপে আত্মভাব দর্শন করেন এবং সেই আত্ম-ভাবও যদি শ্রীহরির পদকমলসংস্থিত তদীয়ত্বরূপে উপলব্ধ হয়, অপরোক্ষ-দর্শন-নিবন্ধন সেই পুরুষ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন (মধ্বচার্য্য)।

পুরুষ ভগবৎস্বরূপের সমীপে (সেবকরূপে) হৃদয়স্থিত জীবস্বরূপকে দর্শন করিয়া মুক্ত হন—ইহাই ভাবার্থ। 'আত্মা', অর্থে জীবসংজ্ঞক-স্বরূপ, দেহাদিতে আত্মভাব-রহিত হৃদয়স্থিত শুদ্ধ জীবস্বরূপে আত্মভাব। 'স্বরূপ' অর্থে স্বীয় বিম্বরূপ ভগবান্। যখন শুদ্ধ জীবস্বরূপ নিজকে ভগবানের পদকমলের সেবকরূপে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করেন তখনই "স্বরূপানন্দানুভব" লাভ করেন। (বিজয়ধ্বজ)।

সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় বলিয়া আত্মাও ব্রহ্মের শরীর ও প্রকৃতি হইতে বিল-ক্ষণ বলিয়া আত্মোপাসনার দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়—ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন। 'স্বরূপ' অর্থে তৈত্তিরীয় (২।১) শ্রুত্যুক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽ-শ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" অর্থাৎ "ব্রহ্ম বস্তু—সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদির-হিত অধোক্ষজবস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন"—এই শ্রুত্যুক্ত স্বরূপ। 'ময়া'-অর্থে ধারক আত্মার দ্বারা, 'উপেত' অর্থে ব্যাপ্ত—'আত্মানং' অর্থে আত্মার ধার্য্য—আত্মাকে; 'পশ্যন্' জীবাত্মার প্রতি উদাসীন দর্শন করিয়া; "স্বারাজ্য"—অকর্ম্ম বশ্যত্ব। (বীররাঘব) ॥ ৩৩ ॥

———

নানাকর্ম্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—নানাকর্ম্মবিতানেন (বহুকর্ম্মবিস্তারেণ) বহ্বীঃ (অনেকাঃ) প্রজাঃ (লোকান্) সিসৃক্ষতঃ (স্রষ্টুমিচ্ছতঃ) তে (তব) আত্মা ন অবসীদতি (অবসাদং প্রাপ্নোতি) অস্মিন্ (বিষয়ে) মদনুগ্রহঃ বর্ষীয়ান্ (বৃদ্ধতরঃ অত্যধিকঃ অস্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তুমি নানাবিধ কর্ম্ম বিস্তারপূর্ব্বক বহু প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার আত্মা (মন) অবসন্ন হইবে না, এবিষয়ে আমার অতিশয় অনুগ্রহ আছে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং জ্ঞানভক্তিরসতত্ত্বমুপদিশ্য ত্বয়ি মমানুগ্রহো ন কেবলমদ্যতন এব অপি তু সার্ব্বকালিক এবেত্যাহ নানেতি, বর্ষীয়ান্ জ্যায়ান্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জ্ঞান ও ভক্তি-রসের তত্ত্ব উপদেশপূর্ব্বক তোমাতে আমার অনুগ্রহ কেবল অদ্যাই নহে, কিন্তু উহা সার্ব্বকালিক (সব সময়ের জন্যই)—ইহা বলিতেছেন, 'নানা' ইত্যাদি। 'বর্ষীয়ান্'—বলিতে অত্যধিক (অনুগ্রহ আছে) ॥৩৪॥

ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ ।
যন্মনো ময়ি নির্ব্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে ॥৩৫

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) প্রজাঃ সংসৃজতঃ অপি তে (তব) মনঃ ময়ি নির্ব্বদ্ধম্ (একাগ্রং) তৎ (তস্মাৎ) আদ্যম্ (প্রথমম্) ঋষিং ত্বাং পাপীয়ান্ রজোগুণঃ ন বধ্নাতি (অভিভবতি) ॥৩৫॥

অনুবাদ—যেহেতু প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াও তোমার মন আমাতে নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব তুমি আদ্য ঋষি, পাপপ্রসবকারী রজোগুণ তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং রজোগুণান্মাভৈষীরিত্যাহ ঋষি-মিতি দশমস্কন্ধেঽস্য বিক্ষেপো ন রজসা কিন্তু মঞ্জু-মহিমদর্শনসৌভাগ্যাদৃষ্টবশাদেবেতি তত্রৈব ব্যাখ্যা-স্যতে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি রজোগুণ হইতে ভয় করিও না, ইহাই বলিতেছেন—'ঋষিম্', ইত্যাদি। শ্রীদশম স্কন্ধে ব্রহ্মার যে চিত্তের বিক্ষেপ, উহা রজোগুণের দ্বারা নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মহিমা দর্শনের সৌভাগ্যরূপ অদৃষ্টবশতঃই হইয়াছিল, ইহা সেইস্থলেই ব্যাখ্যা করা হইবে ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞাতোঽহং ভবতা ত্বদ্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্ ।
যন্মাং ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—অহং দেহিনাং (জীবানাং) দুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞানাগম্যঃ) অপি ভবতা (ত্বয়া) অদ্য তু জ্ঞাতঃ। যৎ (যস্মাৎ) ত্বং মাং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ (ভূতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ আত্মনা অহঙ্কারেণ চ) অযুক্তং (নির্লিপ্তং) মন্যসে (জানাসি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমি দেহধারি-পুরুষদিগের দুর্জ্ঞেয় হইলেও অদ্য তুমি আমাকে জানিতে পারিলে, যেহেতু আমাকে (আমার সবিশেষ-রূপকে) ভূত, ইন্দ্রিয়, সত্ত্বাদিগুণ ও অহঙ্কারদ্বারা অসংযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যস্মাৎ মাং সাকারমপি ভূতা-দিভিরযুক্তং রূপং যদেতদববোধরসোদয়েনেত্যাদি ব্রুবাণস্ত্বং মন্যসে তস্মান্মমায়মাকারো ন ভূতানি পৃথিব্যাদীনি নাপীন্দ্রিয়াণি তৈজসানি নাপি গুণমায়া নাপ্যাত্মা জীবঃ, কিন্তু সাক্ষাদ্ব্রহ্মৈব ত্বং জানাসীত্যর্থঃ। তেন মদ্রূপস্য সচ্চিদানন্দত্ব-মায়াত্বয়োর্ম্মননমেব মজ্-জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্লিঙ্গমিতি ভগবদভিপ্রায়োঽবগাহ্যঃ ॥ ৩৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমার এই সাকার রূপকেও, ভূতাদির দ্বারা 'অযুক্তং' অর্থাৎ নির্লিপ্ত, 'রূপং যদেতদ্' অর্থাৎ স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির উদয়ের দ্বারা তুমি এই রূপ প্রকটিত করিয়াছ—ইত্যাদি (২য় অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) বলিয়া তুমি যাহা নিরূপণ করিয়াছ, তাহাতে আমার এই আকার পৃথিব্যাদি পাঞ্চভৌতিক নহে, ইন্দ্রিয়সমূহও নহে, রাজসিকও নহে, সত্ত্বাদি মায়িক গুণযুক্তও নহে, আবার জীবাত্মাও নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপেই তুমি জানিয়াছ—এই অর্থ। অতএব আমার এই রূপের সচ্চিদানন্দত্ব-রূপে এবং মায়াত্ব (মায়িক) রূপে চিন্তনই মদ্বিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞানের চিহ্ন (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দত্ব-রূপে জানাই জ্ঞান এবং মায়িকরূপে জানাই অজ্ঞানের

চিহ্ন)—এইরূপ শ্রীভগবানের অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—ভূতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিত্রিগুণাদিষু সর্ব্বশঃ ।
যুক্তং নিয়ামকতয়া পশ্যন্ জানাতি কেশবম্ ॥
ইতি চ ॥ ৩৬ ॥

তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তুভ্যং (তব) নালেন (মার্গেণ) পুষ্করস্য (পদ্মস্য) মূলম্ (অধিষ্ঠানং) সলিলে বিচিন্বতঃ (অন্বেষয়তঃ তব) মদ্বিচিকিৎসায়াং (ময়ি ভবিতব্যমস্য আশ্রয়েণ ন চ দৃশ্যতে অতঃ অস্তি নাস্তীতি সন্দেহে সতি) মে (ময়া) আত্মা (স্বপরূপম্) অবহিঃ (অন্তর্হৃদি) দর্শিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পদ্মনালের ছিদ্রপথদ্বারা জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার মূল অন্বেষণ করিতে থাকিলে যখন মদ্বিষয়ে 'অস্তি' 'নাস্তি' রূপ (অর্থাৎ আমি আছি, কি নাই বলিয়া) তোমার সন্দেহ হয়, তখন আমি তোমার হৃদয়মধ্যে আমার স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলাম ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যতো মদ্রূপস্য মদিচ্ছয়ৈবাতর্ক্যয়া দৃশ্যত্বং ন তু বস্তুতো নেত্রাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বমিত্যত্র ত্বমেব প্রমাণমিত্যাহ—তুভ্যং ত্বাং কৃতার্থীকর্ত্তুং আত্মা শ্রীবিগ্রহো মে ময়া অবহিরন্তর্হৃদি ; যদ্বা, বহিরপি দর্শিতঃ গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্বভূবেতি শ্রুতেঃ আত্মদর্শনস্য দেয়ত্বাৎ ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যমিতি সম্প্রদানে চতুর্থী বা ; কদা ? পুষ্করস্য মূলং বিচিন্বতস্তব ময়ি বিষয়ে বিচিকিৎসায়াং অস্যাধিষ্ঠানমস্তি নাস্তি বেতি সন্দেহে সতীত্যর্থঃ । অত্র তপসঃ সমাধেশ্চানুল্লেখাত্তাবপি মদ্দর্শনস্য বস্তুতো ন হেতূ, কিন্তু মদিচ্ছৈবেতি রহস্যং সিদ্ধান্তমপি ব্রহ্মাণং জ্ঞাপয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমার এই রূপের আমার অতর্কণীয়া (অচিন্তনীয়া) ইচ্ছার দ্বারাই দৃশ্যত্ব হয় (অর্থাৎ আমার ইচ্ছাতেই এই রূপ দেখা যায়), বাস্তবিক কিন্তু নেত্রাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ইহা নহে, এই বিষয়ে তুমিই প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—'তুভ্যং', তোমাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত, 'আত্মা'—এই শ্রীবিগ্রহ, আমাকর্ত্তৃক 'অবহিঃ'—তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে, অথবা, বাহিরেও প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"আমার এই গোপবেশ ব্রহ্মার সমক্ষে আবির্ভূত" । এখানে 'তুভ্যং'—আত্মদর্শনের দেয়ত্ব বলিয়া অর্থাৎ আত্মদর্শন প্রদান করিলেন এই দা-ধাতুর অর্থে সম্প্রদানে চতুর্থী, অথবা 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যম্'—অর্থাৎ কর্ত্তা যাহার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করেন, এই বার্ত্তিক সূত্র অনুসারে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে । 'কদা'—কখন ? তাহাতে বলিতেছেন—'পুষ্করস্য মূলং বিচিন্বতঃ', পদ্মের মূল অন্বেষণ করিতে করিতে যখন তোমার আমার সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল অর্থাৎ এই পদ্মের অধিষ্ঠান (মূল) আছে, কি নাই এই বিষয়ে সন্দেহ হইলে, এই অর্থ । এখানে তপস্যা কিম্বা সমাধির কোন উল্লেখ না থাকায়, তাহারাও (অর্থাৎ সেই তপস্যা ও সমাধি দুইটিও) আমার দর্শনের প্রকৃতপক্ষে কোন হেতু নহে, কিন্তু আমার ইচ্ছাই (আমার দর্শন লাভের কারণ)—এই রহস্য সিদ্ধান্তও ব্রহ্মাকে জানাইয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

যচ্চকর্থাঙ্গ মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্ ।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ (ব্রহ্মন্), মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতং (মম কথা এব অভ্যুদয়ঃ তেন অঙ্কিতং যুক্তং) যৎ মৎস্তোত্রং (মম স্তবঃ) চকর্থে (কৃতবানসি), যদ্বা (যথা বা) তপসি তে নিষ্ঠা (একাগ্রভাবঃ) সঃ এষঃ (সর্ব্বোঽপি) মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, তুমি জীবের পক্ষে মঙ্গলস্বরূপ আমার কথাযুক্ত যে সকল স্তব করিয়াছ, অথবা তপস্যায় তোমার যে একাগ্রতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সকলই আমার কৃপাসঞ্জাত বলিয়া জানিবে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তব মৎস্তবাদয়োঽপি মৎকর্ত্তৃকানুগ্রহেণৈবাভূবন্নিত্যাহ—যচ্চকর্থ অকরোঃ তৎ সর্ব্বং স প্রসিদ্ধ এষ প্রত্যক্ষো মদনুগ্রহ ইতি এতস্যৈব

কার্য্যং তত্তৎ প্রতীহীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি যে আমাকে স্তব করিয়াছিলে, তাহাও আমার অনুগ্রহেই হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'যচ্চকর্থ', অর্থাৎ আমার মঙ্গলকথান্বিত যে সমস্ত স্তব করিয়াছ, অথবা তপস্যায় তোমার যে একাগ্রভাব, সে সকলই আমার এই প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ, সে সমস্ত এই অনুগ্রহেরই কার্য্য বলিয়া জানিও—এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া।
যদস্তৌষীর্গুণময়ং নির্গুণং মানুবর্ণয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) লোকানাং (প্রজানাং) বিজয়েচ্ছয়া (হিতকামনয়া) গুণময়ং (গুণময়ত্বেন প্রতীয়মানমপি) মা (মাং) নির্গুণম্ (প্রাকৃতগুণরহিতং) অনুবর্ণয়ন্ অস্তৌষীঃ (স্তুতবান্ অতঃ) অহং প্রীতঃ (প্রসন্নো ভবামি) তে (তব) ভদ্রম্ (শুভম্) অস্তু ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(হে ব্রহ্মন্), লোকসমূহের সৃষ্টির ইচ্ছায় (প্রাকৃত-লোকের ভোগনেত্রে) গুণময় বলিয়া প্রতীয়মান আমার (অপ্রাকৃত-গুণময়) ভগবৎ-স্বরূপকে যে তুমি অপ্রাকৃত গুণপ্রচুর নির্গুণ (প্রাকৃত-গুণরহিত)-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, মৎকৃপোত্থয়ৈব ভক্ত্যা পুনরহমতীব প্রীণামীত্যদ্ভুতাং মৎপরিপাটীং পশ্যেত্যাহ—প্রীত ইতি। লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া মৎসৃজ্যমানা লোকা জয়যুক্তা ভবন্ত্বিতীচ্ছয়া গুণময়ং কল্যাণসমুদ্রং সাকারং মাং নির্গুণং প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণরহিতং অনুবর্ণয়ন্ যদস্তৌষীঃ। প্রীতোঽহমতস্তেষাং ভদ্রমস্তু। যে তু গুণময়ং মাং শ্রীনারায়ণং সত্ত্বাদিগুণবত্ত্বেনৈব স্তুবন্তি ন তু নির্গুণত্বেন, তেষু ন প্রীতোঽস্মীতি ন তেষাং ভদ্রমস্ত্বিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমার কৃপা হইতে উত্থিত (অর্থাৎ মৎ-কৃপাজনিত) ভক্তির দ্বারাই আবার আমি অত্যন্ত প্রীত হই, এইরূপ অদ্ভুত আমার পরিপাটী (নিপুণতা) দেখ, ইহা বলিতেছেন—'প্রীতঃ' ইতি। 'লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া'—আমার সৃজ্যমান লোকসকল জয়যুক্ত হউক্—এইরূপ ইচ্ছায়, 'গুণময়ং'—কল্যাণগুণের সমূদ্র সাকার আমাকে, 'নির্গুণং'—প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণরহিত বলিয়া যে স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তাহাদের মঙ্গল হউক্। কিন্তু যাহারা অখিল-কল্যাণগুণময় নারায়ণ আমাকে, সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণময় বলিয়া স্তব করে, কিন্তু নির্গুণরূপে নহে, তাহাদের প্রতি আমি প্রীত হই না, অতএব তাহাদের মঙ্গলও হয় না—এই ভাব ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—সার্বজ্ঞ্যাদিগুণৈর্যুক্তং সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিতম্।
যো জানাতি হরিং তস্য প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্ ॥ ৩৯ ॥

তথ্য—(১) গুণময়—গুণময় বলিয়া প্রতীয়মান (শ্রীধর); অপ্রাকৃত ও অনন্ত গুণবিশিষ্ট (শ্রীজীব); সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণসমূহদ্বারা যুক্ত (বিজয়ধ্বজ); কল্যাণগুণ-প্রচুর (বীররাঘব); কল্যাণগুণরাশি (সিদ্ধান্তপ্রদীপ); অনন্তগুণপূর্ণ (বল্লভ); কল্যাণ-গুণসমুদ্র-সাকার-স্বরূপ (চক্রবর্ত্তী)। (২) নির্গুণ—অপ্রাকৃতগুণপ্রচুর (শ্রীজীব); সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণ-বর্জ্জিত (বিজয়ধ্বজ); হেয়গুণরহিত (বীররাঘব); প্রাকৃতগুণরহিত (সিদ্ধান্তপ্রদীপ); সত্ত্বাদিপ্রাকৃত-গুণরহিত ও নির্দ্দোষ পূর্ণগুণযুক্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-স্বরূপ (বল্লভ); প্রাকৃতসত্ত্বাদি-গুণরহিত (চক্রবর্ত্তী)। কোন কোনও প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক আমার ভগবৎস্বরূপকে প্রাকৃত-গুণযুক্ত মনে করিয়া স্তব করেন, আবার কেহ কেহ আমার ভগবৎস্বরূপ প্রাকৃত-গুণরহিত—এই বুদ্ধিতে স্তবাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি 'গুণময়' অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও অনন্তগুণবিশিষ্ট আমার ভগবৎস্বরূপকে প্রাকৃতগুণনির্ম্মুক্ত অপ্রাকৃতগুণ-প্রচুর বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া আমার স্তব করিয়াছ—এই জন্য আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি (শ্রীজীব) ॥ ৩৯ ॥

য এতেন পুমান্ নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ পুমান্ এতেন (ত্বৎকৃতেন)

স্তোত্রেণ (স্তবেন) স্তুত্বা মাং ভজেত (সেবেত) সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ (নিখিলবাঞ্ছাপ্রদঃ পরমেশ্বরঃ অহং) তস্য (সম্বন্ধে) আশু (শীঘ্রং) সংপ্রসীদেয়ং (তুষ্টো ভবেয়ম্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ তোমার কৃত এই স্তোত্রদ্বারা স্তব করিয়া আমার ভজনা করিবে, সর্ব্বকাম ও সর্ব্ববরপ্রদাতা আমি তাহার প্রতি অতি শীঘ্রই প্রসন্ন হইব ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়ি প্রীত ইতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—য ইতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা তোমার প্রতি আমি প্রীত, ইহা আর অধিক কি ? কিন্তু যে কেহ তোমার কৃত এই স্তবের দ্বারা নিত্য আমাকে উপাসনা করিবে, আমি আশু প্রসন্নচিত্তে তাহার সকল বাসনা পূর্ণ করিব ও তাহাকে সকল বর প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥

মধ্ব—আধিকারিকদেবানাং স্বাধিকারাধিকামিতা।
ভবতি প্রীতয়ে বিষ্ণোর্ভক্ত্যাদ্যৈরপি যৎ সদা॥
ইতি চ ॥ ৪০ ॥

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—পুংসাং পূর্ত্তেন (দীর্ঘিকাদিখননেন) তপসা যজ্ঞৈঃ দানৈঃ যোগৈঃ (অষ্টাঙ্গাদিভিঃ) সমাধিনা (যোগাঙ্গেন) রাদ্ধং (এতৈঃ সিদ্ধং) নিঃশ্রেয়সং (যৎ শ্রেষ্ঠং ফলং তৎ) মৎপ্রীতিঃ (ময়ি প্রেমা এব তৎফলং দদাতীতি) তত্ত্ববিন্মতং (তত্ত্ববিদাং তত্ত্বদর্শিনাং মতম্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—(হে ব্রহ্মন্), জলাশয়-খননাদি কর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয়, তাহা আমার প্রতি প্রীতিতেই প্রাপ্ত হয়— ইহাই সাধুদিগের মত ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মৎপ্রীতেরভ্যধিকং কিঞ্চিদস্তীত্যাহ—পূর্ত্তাদিভিঃ রাদ্ধং সাধিতং যন্নিঃশ্রেয়সং ফলং তৎ তত্ত্ববিদাং মতং মৎপ্রীতিরেব। মৎপ্রীতিং বিনা রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সমনিঃশ্রেয়সমেবেত্যতস্তত্ত্ববিদো মৎপ্রীত্যর্থমেব পূর্ত্তাদিকং কুর্ব্বন্তীতি তে মাং প্রীণন্তমেব কর্ত্তুমিচ্ছন্তি ন তু মাং স্বপ্রীতের্বিষয়ং চিকীর্ষন্ত্যতস্তয়া সাত্ত্বিক্যা ভক্ত্যা তান্ প্রত্যহং প্রীতস্তেভ্যো মোক্ষং দদামীতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার প্রীতি অপেক্ষা অত্যধিক কিছুরই প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতেছেন—'পূর্ত্তেন' ইত্যাদি। পূর্ত্ত (কূপাদি প্রতিষ্ঠা), তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি—এই সকলের দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয়, তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে, 'মৎপ্রীতিরেব'—অর্থাৎ আমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেই, তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার প্রীতি ব্যতীত সাধিত মঙ্গলও অমঙ্গলই, এইজন্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমার সন্তোষের নিমিত্তই পূর্ত্তাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহারা আমাকে তুষ্ট করিবার জন্যই কর্ম্মাদি ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমাকে তাহাদের প্রীতির বিষয় করেন না (অর্থাৎ আমাকে প্রীতি করেন না), তাহা হইলেও সেই সাত্ত্বিক ভক্তি-হেতু তাহাদের প্রতি আমি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকি—এই ভাব ॥ ৪১ ॥

মধ্ব—নিঃশ্রেয়সং রাদ্ধ্যম্। মোক্ষেঽপি রঞ্জনীয়া মৎপ্রীতিরেব মুক্তস্যাপি হরেঃ প্রীতিঃ সর্ব্বতোঽপ্যনুরজ্যত ইতি বামনে ॥ ৪১ ॥

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধাতঃ (বিধাতঃ ব্রহ্মন্), অহং আত্মনাং (অহংকারোপাধীনাং জীবানাং) আত্মা (অতঃ) প্রেয়সাম্ (অতিপ্রিয়াণাম্) অপি (মধ্যে) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) সন্ (নিরবদ্যঃ)। যৎকৃতে (যদর্থং) দেহাদেঃ প্রিয়ঃ (দেহাদীনাং প্রিয়ত্বম্) অতঃ ময়ি রতিং (প্রীতিং) কুর্য্যাৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ, আমি অহঙ্কারোপাধিধারি-জীবগণের আত্মা, এইজন্য অতিপ্রিয়বস্তুসমূহের মধ্যেও প্রিয়তম এবং নির্দ্দোষ ; আমার নিমিত্তই দেহাদির প্রতি প্রিয়ভাব উদিত হয় (অর্থাৎ এই দেহ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হইবার উপযোগী নতুবা ভগবদ্রতি ব্যতীত কেবল দেহপ্রীতি দেহারাম মাত্র) ; অতএব আমার প্রতি রতি করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—নির্গুণভক্তিমতাং তু প্রীতেরহং বিষয় ইতি ব্যঞ্জয়ন্ সর্ব্বেষামপি জীবানাং বস্তুতঃ প্রীতেরহমেব বিষয়ীভবিতুং যোগ্য ইত্যতঃ স্বস্মিন্ প্রীতিং বিধত্তে—অহমিতি। আত্মনাং জীবানামহমাত্মা পরমাত্মা যৎকৃতে দেহাদিঃ প্রিয় ইতি কলত্রপুত্রাদিষু প্রীতির্দেহসম্বন্ধেন দেহে প্রীতির্জীবাত্মসম্বন্ধেন জীবাত্মনি প্রীতিঃ পরমাত্মসম্বন্ধেনেতি পরমাত্মন্যেব প্রীতিঃ স্বাভাবিকী জীবাত্মাদিষ্বৌপচারিকীতি তেষু ক্রমেণ প্রিয়ত্বহ্রাসঃ। ননু তর্হি ময়ি রতিং কুর্য্যাদিত্যস্য বাক্যস্য কথং বিধিত্বং রতেঃ প্রাপ্তত্বাদেব—যদুক্তং বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ ইতি ? উচ্যতে—মায়ায়াং খল্বধিকারো জীবাত্মপর্য্যন্ত এব ন তু ততোঽপি পরত্র পরমাত্মনীতি মায়াবন্ধপতিতানাং মনুষ্যাদীনাং মায়িকেষ্বেব বস্তুষ্বনুভবঃ প্রবর্ত্ততে, জীবস্যাপ্যারোপিতং মায়িকত্বং বর্ত্তত ইতি তথাপি পরমাত্মনি তু স্বাভাবিক্যাঃ প্রীতের্ব্বর্ত্তমানত্বেঽপ্যনুভবাভাবাদজ্ঞাতস্ববহুবিত্তস্য বণিজো দারিদ্র্যমিব তত্র প্রীত্যভাব ইতি প্রীতিং বিধত্তে শাস্ত্রমিতি। কিঞ্চ, বস্তুতঃ প্রেষ্ঠোঽপি পরমাত্মা জ্ঞানিভিঃ সাক্ষাদনুভূতোঽপি রত্যা বিনা প্রেমাস্পদং ন ভবত্যতো ভক্তানামেব সর্ব্বদেশকালবর্ত্তী সন্ প্রেষ্ঠো ভবতি ন তু জ্ঞানিনাং, যথা শীতাদ্যার্ত্তিহরে চক্ষুঃপ্রকাশসুখপ্রদেঽপি সূর্য্যে সাক্ষাদনুভূতেঽপি কেঽপি যৎ নানুরজ্যন্তি তত্র মমত্বাভাব এব হেতুঃ। সূর্য্যশ্চ তৎসুখপ্রদোঽপি তেষূদাস্ত এব। এবং জ্ঞানিজনাঃ খল্বজ্ঞানতমোহন্তরি স্বানুভবসুখপ্রদেঽপি ব্রহ্মণি মমত্বাভাবান্নানুরজ্যন্তি। ব্রহ্মাপি স্বং নির্ব্বিশেষমেবানুভাবয়ংস্তেষূদাস্ত এব। যদা চ সূর্য্যভক্তো জনশ্চক্ষুষ্মানন্ধো বা ভক্ত্যা সন্তোষিতং সূর্য্যমিহৈব করচরণাদিমন্তং সহাশ্বরথসারথ্যাদিকং পশ্যতি তং স্বপ্রেমবশঞ্চ করোতি, তথৈব মুক্তো বদ্ধো বা জীবো ভক্ত্যৈব পরমাত্মানং সবিশেষমনুভবংস্তত্রানুরজ্যতি, তঞ্চ স্বপ্রেমবশং করোতীত্যতঃ পরমাত্মনঃ সর্ব্বতঃ প্রেষ্ঠত্বং ভক্তানাং কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যৈব ; ন তু জ্ঞানিনাং গুণীভূতয়া ভক্ত্যেত্যত উক্তং স্বয়ং পরমাত্মনৈব অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদিতি বিবেচনীয়ম্। যদ্বা, অত উক্তযুক্তেরেব হেতোর্ম্ময়ি রতিং কুর্য্যাৎ। যস্যা রতেঃ কৃতে দেহাদাবপ্রীতিমতোঽপি বিবেকিনো দেহাদিপ্রিয়ো ভবতি, দেহেন্দ্রিয়াদিভিরেব পরিচর্য্যা-কীর্ত্তনাদির্ভক্তিসিদ্ধিরিতি নৈব তে মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণঃ স্যুরিতি ভাবঃ ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্গুণ ভক্তিমান্ জনগণের কিন্তু আমিই প্রীতির বিষয়—ইহা প্রকাশ করতঃ, সমস্ত জীবগণেরও বস্তুতঃ প্রীতির বিষয় আমিই হইবার যোগ্য (অর্থাৎ সকলেরই আমাকেই প্রীতি করা উচিত)—এইজন্য, ভগবান্ নিজ বিষয়ে প্রীতির বিধান করিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি, (আমিই অহঙ্কারোপাধি জীবের আত্মা, অতএব আমি অতিপ্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয়তম এবং নিরবদ্য।) 'আত্মনাং' বলিতে জীবগণের আমিই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, যাঁহার নিমিত্ত দেহাদি প্রিয় হয়। আর, স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রীতি দেহসম্বন্ধবশতঃ, দেহে প্রীতি জীবাত্মার সম্বন্ধে এবং জীবাত্মার প্রীতি পরমাত্মার সম্বন্ধে হইয়া থাকে। অতএব পরমাত্মাতেই প্রীতি স্বাভাবিকী, জীবাত্মা প্রভৃতিতে ঔপচারিকী, এইজন্য সেই সকল স্থানে ক্রমশঃ প্রিয়ত্বের হ্রাস হইয়া থাকে। দেখুন—তাহা হইলে, 'আমাতে প্রীতি করা উচিৎ'—এইরূপ বাক্যে কিজন্য বিধান করিতেছেন, রতির স্বাভাবিকী প্রাপ্তি-হেতু ? যেহেতু উক্ত হইয়াছে—অত্যন্ত অপ্রাপ্তি বিষয়েই বিধি হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মায়ার অধিকার জীবাত্মা পর্য্যন্তই, কিন্তু তাহার পর (অর্থাৎ মায়াতীত) পরমাত্মাতে (মায়ার কোন অধিকার নাই)। মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পতিত মনুষ্যগণের মায়িক বস্তুসকলেই অনুভব প্রবর্ত্তিত হয়। যদিও জীবেরও আরোপিত মায়িকত্বই, তথাপি পরমাত্মাতে কিন্তু স্বাভাবিকী প্রীতির বর্ত্তমানতা হইলেও, অনুভবের অভাববশতঃই, যেমন নিজের বহু ধনসম্পদ্ থাকিলেও তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত বণিকের দারিদ্র্যই দৃষ্ট হয়, (সেইরূপ) পরমাত্মাতে প্রীতির অভাব—এইজন্য শাস্ত্র প্রীতির বিধান করিতেছেন।

আরও, বস্তুতঃ পরমাত্মা প্রিয়তম হইলেও এবং জ্ঞানিগণ-কর্ত্তৃক সাক্ষাদ্ অনুভূত হইলেও রতি (অনুরাগ) ব্যতীত (তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা) প্রেমাস্পদ হন না, অতএব (অর্থাৎ অনুরক্তির নিমিত্তই) ভক্তগণের নিকট পরমাত্মা সর্ব্বদেশ ও কালবর্ত্তী হইয়া নিরবদ্য প্রেষ্ঠই হন, কিন্তু জ্ঞানিগণের নহে। এইপ্রকার জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম অজ্ঞানান্ধকার-হন্তা ও

স্বানুভব-সুখপ্রদ হইলেও তাঁহাতে (সেই ব্রহ্মস্বরূপে) মমতার অভাববশতঃ তাঁহারা কখনই অনুরক্ত হন না। ব্রহ্মও নিজের নির্ব্বিশেষই অনুভব করাইয়া, তাঁহাদের প্রতি উদাসীনভাবেই অবস্থান করেন। যেমন কোন সূর্য্যভক্ত জন চক্ষুষ্মান্ অথবা অন্ধ, ভক্তির দ্বারা সন্তোষিত সূর্য্যকে এই জগতেই কর-চরণাদিযুক্ত অশ্ব, রথ, সারথি প্রভৃতির সহিতই দেখিয়া থাকেন এবং সূর্য্যকে নিজের প্রেমের বশীভূত করেন, সেইরূপ মুক্ত বা বদ্ধ জীব ভক্তির দ্বারাই পরমাত্মাকে সবিশেষরূপে অনুভব করিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হন এবং তাঁহাকে (সেই পরমাত্মাকেও) নিজের প্রীতির বশীভূত করেন, অতএব পরমাত্মার সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তগণের কেবলা অথবা প্রধানীভূতা ভক্তিই দ্বারাই, কিন্তু জ্ঞানিগণের গুণীভূতা ভক্তির দ্বারা নহে, এইজন্য স্বয়ং পরমাত্মাই বলিয়াছেন—"অতএব আমাতে রতি (প্রীতি) করাই কর্ত্তব্য।"—ইহাই বিবেচ্য। অথবা—'অতঃ', পূর্ব্বোক্ত যুক্তিহেতুই আমাতে রতি করা উচিত। যে রতি করিলে দেহাদিতে অপ্রীতিমান্ বিবেকী জনের দেহাদি প্রিয় হয়, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারাই শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা, কীর্ত্তনাদি ভক্তি সিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু কখনই তাঁহারা (সেই ভক্তগণ) মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হন না—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—সর্ব্বতোহপি প্রিয়ো হ্যাত্মা তস্যাপি প্রিয়তাং হরিঃ।
আপাদয়তি যৎ তস্মাৎ স্বাত্মনোহপি প্রিয়ো হরিঃ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ৪২ ॥

সর্ব্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্ব্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্ববেদময়েন আত্মযোনিনা (আত্মা অহং যোনিঃ কারণং যস্য তেন) আত্মনা (অন্যনিরপেক্ষেণ এব) আত্মা (ত্বং) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পানুরূপম্) ইদং (ত্রৈলোক্যং) যাঃ চ প্রজাঃ ময়ি অনুশেরতে (তাঃ চ) সৃজ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আমিই তোমার কারণ; অতএব তুমি সর্ব্ববেদময় অন্যের অপেক্ষাশূন্য হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় আমাতে অনুশায়ী প্রজাসমূহ এবং এই ত্রৈলোক্য প্রকাশ কর ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—মা রীরিষীষ্ট নিগমস্যেতি—যৎ প্রার্থিতং তত্রাহ—সর্ব্ববেদময়েনেতি। বেদস্ত্বয়া ন বিস্মর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। ইদমাত্মনা অনেনৈব দেহেন প্রজাঃ সৃজ আত্মনাং আত্মা অহমেব যোনিঃ কারণং যস্যেতি তেন। যথাপূর্ব্বমিতি পূর্ব্বপূর্ব্বদিনসৃষ্টিং স্মারয়তি—ময্যনুশেরত ইতি। স্থিতানামভিব্যক্তিমাত্রং কর্ত্তব্যমিত্যনায়াসত্বমুক্তং, চকারাদ্ভক্তিঞ্চ কুরু ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদের অবয়বভূত বাক্য-সমূহের উচ্চারণ আমার যেন লুপ্ত না হয়'—এইরূপ ব্রহ্মা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্ববেদময়েন' ইতি। (আমিই তোমার কারণ, তুমি সর্ব্ববেদময়, অতএব) বেদ তুমি কখনই বিস্মৃত হইবে না—এই ভাব। 'ইদমাত্মনা'—এই দেহের দ্বারাই প্রজাসকলের সৃষ্টি কর, আত্মাসকলের আত্মা (পরমাত্মা) আমিই 'যোনিঃ' অর্থাৎ কারণ যাঁহার, সেই তোমা কর্ত্তৃক। 'যথাপূর্ব্বং'—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপ, ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের সৃষ্টি স্মরণ করাইতেছেন—'ময়ি অনুশেরতে', আমাতেই যাহারা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। স্থিত বস্তুসকলের কেবল অভিব্যক্তি (প্রকাশ) করিতে হইবে, ইহাতে এই কার্য্যের অনায়াসত্ব বলা হইল। 'চ'—এবং, ইহাতে ভক্তিও কর—এই অর্থ ॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয় উবাচ—
তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে
পাদ্মোদ্ভবে ব্রহ্মস্তবো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ। প্রধানপুরুষেশ্বরঃ

(প্রকৃতি জীবয়োরীশ্বরঃ) কঞ্জনাভঃ (পদ্মনাভঃ) তস্মৈ জগৎস্রষ্ট্রে (ব্রহ্মণে) এবং (অনেন প্রকারেণ) ইদং (সৃজ্যং জগৎ) ব্যজ্য (প্রকাশ্য) স্বেন রূপেণ (শ্রীনারায়ণ স্বরূপেণ) তিরোদধে (অদৃশ্যো বভূব) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট এইরূপে সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ করিয়া স্বীয় নারায়ণ-স্বরূপে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ইদং সৃজ্যং জগৎ ব্যজ্য প্রকাশ্য স্বেন শ্রীনারায়ণরূপেণ। অত্র ব্রাহ্ম্যে কল্পে অহমেবাসমেবাগ্রে ইত্যাদি চতুঃশ্লোকী-ভাগবতমিব পাদ্মে কল্পে যদা তু সর্ব্বলোকেম্বিবতি যদা রহিতমিতি পূর্ত্তেনেতি অহমাত্মাত্মনামিতি চতুঃশ্লোকী-ভাগবতমিদং ভগবানুপদিদেশেতি কেচিদাহুঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইদং'—এই সৃজ্য জগৎ, 'ব্যজ্য'—প্রকাশ করিয়া 'স্বেন'—নিজ শ্রীনারায়ণ-রূপেই (অন্তর্হিত হইলেন)। এখানে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—পূর্ব্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে) ব্রাহ্ম্য কল্পে, 'অহমেবাসমেবাগ্রে'—অগ্রে একমাত্র আমিই ছিলাম—ইত্যাদি চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ন্যায়, এই পাদ্ম কল্পে—'যদা তু সর্ব্বলোকেষু'—কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অগ্নির মত সর্ব্বভূতে অবস্থিত যখন আমাকে দেখিবে, ইত্যাদি, 'যথা রহিতম্'—ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অন্তঃকরণরহিত শুদ্ধ জীবাত্মা যখন আমার সহিত যুক্ত দেখিবে, ইত্যাদি, 'পূর্ত্তেন'—পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধ হয়, তাহা একমাত্র আমার প্রতি প্রীতিতেই সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি, এবং 'অহমাত্মাত্মনাং'—আমিই সমস্ত জীবাত্মার আত্মা (পরমাত্মা), আমাতে প্রীতি করাই কর্ত্তব্য—ইত্যাদি চতুঃশ্লোকী এই ভাগবত ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সঙ্গত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৯ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—প্রধানপুরুষেশ্বর—'প্রধান' অর্থে প্রকৃতি; 'পুরুষ' অর্থে ব্রহ্মা; প্রকৃতি ও ব্রহ্মার ঈশ্বর গর্ভোদক-শায়ী বিষ্ণু (বিজয়ধ্বজ) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবিদুর উবাচ—

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীর্বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

দশম অধ্যায়ে কালবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ প্রাকৃতাদি-ভেদে কালোৎপন্ন দশবিধ সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরের পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন যে, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর আদেশানুসারে ব্রহ্মা দিব্য শতবৎসরকাল তপস্যা করিলেন এবং পদ্মকেই ত্রিভুবনরূপে তিনপ্রকারে বিভক্ত করিলেন। এই তিন লোক প্রত্যহ সৃজ্যমান জীবকুলের ভোগ্যস্থানের রচনাবিশেষ। ত্রিলোকের ন্যায় ব্রহ্মলোকের প্রতিকল্পে উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না—উহা দ্বিপরার্দ্ধ কালপর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, যেহেতু ব্রহ্মলোক তপোবিদ্যাদি ফলের পরাকাষ্ঠা। গুণসমূহের মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণাম যাহা দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই 'কাল'; ইহাকে নিমিত্ত-কারণ করিয়াই ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেন। বিশ্ব— পূর্ব্বে, পরে ও বর্ত্তমানে একই প্রকার। বিশ্বের নয় প্রকার সৃষ্টি এবং প্রাকৃত ও বৈকৃত—এই উভয়াত্মক সৃষ্টিই দশম। প্রলয় ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত। পূর্ব্বোক্ত নয়টী সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমে মহৎসৃষ্টি তৎপরে যথাক্রমে অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেব ও মন, অবিদ্যা (জীবগণের আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা), স্থাবর, তির্য্যগ্‌যোনি ও মনুষ্য—এই নয় প্রকার সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ বর্ত্তমান।

এইরূপে বিশ্বের দশবিধ সৃষ্টি বর্ণন করিয়া মৈত্রেয় মুনি বিদুরের নিকট বংশ ও মন্বন্তর বর্ণন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—ভগবতি (শ্রীনারায়ণে) অন্তর্হিতে (অদৃষ্টে সতি) লোকপিতামহঃ বিভুঃ ব্রহ্মা দৈহিকীঃ মানসীঃ (মনোভূতাঃ) কতিধাঃ প্রজাঃ (লোকান্) সসর্জ (সৃষ্টবান্)? ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেহ এবং মন হইতে কতপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

কালস্য লক্ষণং সামান্যতো দশম উচ্যতে।
সর্গো দশবিধশ্চাতঃ প্রাকৃতাদিবিভেদবান্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে সাধারণভাবে কালের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। তারপর প্রাকৃতাদি ভেদে দশবিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

যে চ মে ভগবন্ পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহুবিত্তম।
তান্ বদস্বানুপূর্ব্ব্যেণ ছিন্ধি নঃ সর্ব্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্ বহুবিত্তম (বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ), ত্বয়ি মে (ময়া) যে অর্থাঃ (বিষয়াঃ) পৃষ্টাঃ (জিজ্ঞাসিতাঃ) আনুপূর্ব্ব্যেণ (যথাযথং) তান্ বদস্ব নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বসংশয়ান্ (সকলসন্দেহান্) চ ছিন্ধি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আপনি বহুদর্শিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আপনাকে পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমুদায় ও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন্ এবং আমাদের সর্ব্ববিষয়ে সংশয় ছেদন করুন্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বদস্ব ত্বং সর্ব্বথা জানাসীত্যতো বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বদস্ব'— আপনি সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত কিছুই জানেন, অতএব (আমাদের নিকট) বলুন—এই অর্থ ॥ ২ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্ত্রা কৌশারবির্ম্মুনিঃ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ—(হে) ভার্গব (শৌনক), অথ (অনন্তরং) তেন ক্ষত্ত্রা (বিদুরেণ) এবং সঞ্চোদিতঃ (প্রার্থিতঃ) মুনিঃ কৌশারবিঃ (মৈত্রেয়ঃ) প্রীতঃ (সন্) হৃদিস্থান্ (স্মৃতিগতান্ ন তু বিস্মৃতান্)

তান্ (পৃষ্টান্) আহ ।। ৩ ।।

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন শৌনক, অনন্তর বিদুরকর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া মৈত্রেয় মুনি সন্তুষ্ট হইলেন। হৃদয়স্থিত পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নসমূহের যথাক্রমে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ।। ৩ ।।

বিশ্বনাথ—ভার্গবেত্যাদিনা জ্ঞানে সামর্থ্যং দ্যোতিতম্। হৃদিস্থানিতি ন তে প্রশ্নাস্তেন বিস্মৃতা ইত্যর্থঃ ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভার্গব'—হে ভৃগু-নন্দন (শৌনক)! ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞানে সামর্থ্য দ্যোতিত হইয়াছে। 'হৃদিস্থান্'—হৃদয়ে স্থিত ইহা বলায়, সেই (বিদুরোক্ত) প্রশ্নসকল তিনি (মৈত্রেয় মুনি) বিস্মৃত হন নাই—এই অর্থ ।। ৩ ।।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যথাহ ভগবানজঃ ।। ৪ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে বিদুর), ভগবান্ অজঃ (শ্রীনারায়ণঃ) যথা আহ বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) অপি তথা দিব্যং বর্ষশতং আত্মনি (ভগবতি) আত্মানং (মনঃ) আবেশ্য (নিধায়) তপঃ চক্রে (কৃতবান্) ।। ৪ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর, প্রাকৃত-জন্মরহিত শ্রীভগবান্ যেরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাও তদনুসারে দিব্য পরিমাণে শতবৎসর ভগবানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন ।। ৪ ।।

বিশ্বনাথ—আত্মনি শ্রীনারায়ণে আত্মানং মনঃ ।। ৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'আত্মনি' — শ্রীনারায়ণে, 'আত্মানং'—মন (অভিনিবেশপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন) ।। ৪ ।।

মধ্ব—আত্মনি পরমেশ্বরে মন আবেশ্য ।। ৪ ।।

তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ।
পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্য্যেণ কম্পিতম্ ।। ৫ ।।

তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া।
বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্বায়ুং সহাম্ভসা ।। ৬ ।।

অন্বয়ঃ—অব্জসম্ভূতঃ (পদ্মযোনিঃ) যদধিষ্ঠিতঃ (যৎ অধিষ্ঠায় স্থিতঃ) তৎ পদ্মং অম্ভঃ (সলিলং) চ তৎকালকৃতবীর্য্যেণ (তেন প্রলয়কালেন কৃতং বীর্য্যং যস্য তেন) বায়ুনা কম্পিতং (পরিচালিতং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) এধমানেন (বর্দ্ধিতেন) তপসা আত্মসংস্থয়া বিদ্যয়া (অধ্যাত্মজ্ঞানেন) চ হি (নিশ্চিতং) বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলঃ (বিবৃদ্ধং বিজ্ঞানং বলং চ যস্য তথাভূতঃ সন্) অম্ভসা সহ বায়ুং ন্যপাৎ (প্রলয়কালীনং সর্ব্বং জলং বায়ুং চ পীতবান্) ।।৫-৬।।

অনুবাদ—তদনন্তর পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই পদ্ম এবং তাহার আধারস্বরূপ সলিল প্রলয়কালের বীর্য্যবান্ বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে, তখন তিনি স্বীয় বর্দ্ধিত তপস্যা ও আত্মসংস্থিত বিদ্যাদ্বারা প্রভূতবিজ্ঞানবল-সম্পন্ন হইয়া প্রলয় জলের সহিত ঐ বীর্য্যবান্ প্রলয় বায়ু পান করিলেন ।। ৫-৬ ।।

বিশ্বনাথ—অব্জসংভূতো ব্রহ্মা যৎ পদ্মং অধিষ্ঠিতঃ ইতি কর্ত্তরি ক্তঃ। তদেব পদ্মমম্ভশ্চ বায়ুনা কম্পিতং বীক্ষ্য ন্যপাদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। বায়ুনা কথম্ভূতেন ? তৎকালেন প্রলয়সময়েন কৃতং বীর্য্যং যস্য তেন ন্যপাৎ নাশয়ামাসেত্যর্থঃ। প্রলয়কালে যাবৎপ্রমাণমম্ভো বায়ুশ্চাবর্দ্ধত তাবৎপ্রমাণমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ।।৫-৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অব্জসম্ভূতঃ'—পদ্মযোনি ব্রহ্মা, যে পদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'অধিষ্ঠিতঃ'—ইহা কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় হইয়াছে। সেই পদ্ম এবং (তাহার অধিষ্ঠান) জল বায়ুর দ্বারা কম্পিত দেখিয়া, 'ন্যপাৎ'—পান করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কি প্রকার বায়ুর দ্বারা ? তাহাতে বলিতেছেন—'তৎকাল-কৃত-বীর্য্যেণ', তৎকাল অর্থাৎ প্রলয়কালের দ্বারা বর্দ্ধিত শক্তিশালী বায়ুর দ্বারা (কম্পিত)। 'ন্যপাৎ'—বিনাশ করিয়াছিলেন, এই অর্থ। 'বায়ুং সহাম্ভসা'—প্রলয়কালে যত পরিমাণ জল ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই পরিমাণই (জলের সহিত ঐ সমুদয় বায়ু পান করিলেন)—ইহা জানিতে হইবে ।। ৫-৬ ।।

তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্ ।
অনেন লোকান্ প্রাগ্‌লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) যৎ পুষ্করং (পদ্মং) অধিষ্ঠিতং (আশ্রিতং) তৎ বিয়দ্ব্যাপি (আকাশব্যাপি) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) অনেন (পদ্মেন) প্রাগ্‌লীনান্ লোকান্ কল্পিতাস্মি (স্রক্ষ্যামি) ইতি অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা যে পদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাকে আকাশব্যাপি অবলোকন করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি এই পদ্মের দ্বারাই পূর্ব্ববিলীন লোকসমূহ সৃষ্টি করিব ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পুষ্করং পদ্মং বিয়দ্ব্যাপি সত্যলোকপর্য্যন্তমুচ্ছ্রিতং তং কল্পিতাস্মি স্রক্ষ্যামি ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'পুষ্করং'—সেই পদ্মকে, 'বিয়দ্‌ব্যাপি'—সত্যলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত (দেখিয়া চিন্তা করিলেন—পূর্ব্বকালীন লোকসমূহকে এই পদ্মের দ্বারাই) 'স্রক্ষ্যামি'—সৃষ্টি করিব ॥ ৭ ॥

———

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ ।
একং ব্যভাঙ্‌ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ (ভগবতা স্বয়ং করণীয়ে কর্ম্মণি চোদিতঃ নিযুক্তঃ সন্ ব্রহ্মা) তদা পদ্মকোষম্ আবিশ্য (প্রবিশ্য) দ্বিসপ্তধা (চতুর্দ্দশলোকরূপেণ) উরুধা (ততোহপি বহুপ্রকারেণ) ভাব্যং (ভাবয়িতুং যোগ্যং) একম্ (এব পদ্মং) ত্রিধা (লোকত্রয়রূপেণ) ব্যভাঙ্‌ক্ষীৎ (বিবভাজ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ব্রহ্মা ভগবৎকর্তৃক কর্ত্তব্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই পদ্মকোষে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দশলোক বা তদতিরিক্ত বহুলোক নির্ম্মাণের যোগ্য সেই এক পদ্মকেই তিন প্রকারে (ত্রিভুবনরূপে) বিভক্ত করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ আবিশ্য প্রবিশ্য ভগবতা কর্ম্মণি জগৎসর্গে নিযুক্তঃ। তমেকমেব ত্রিধা লোকত্রয়রূপেণ ব্যভাঙ্‌ক্ষীৎ বিবভাজ। একেন কমলকোষেণ কথং লোকত্রয়-সৃষ্টিরিত্যসম্ভাবনাং বারয়িতুং তস্য বিশালতামাহ—দ্বিসপ্তধা চতুর্দ্দশলোকরূপেণ উরুধা ততোহপি বহুপ্রকারেণ ভাব্যং ভাবয়িতুং যোগ্যমতো ন তেন ত্রিলোকীকরণং চিত্রমিতি স্বামিচরণাঃ। প্রথমং স নালেন কমলকোষেণ ত্রিধা, ততশ্চতুর্দ্দশধা, ততঃ সূর্যচন্দ্রাদিলোকভেদেন উরুধা ব্যভাঙ্‌ক্ষীৎ। কীদৃশম্? ভাব্যং ধ্যেয়ং বৈরাজোপাসকৈরিত্যন্যে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর (সেই পদ্মকোষে) 'আবিশ্য'—প্রবেশ করিয়া, 'ভগবৎ-কর্ম্ম-চোদিতঃ'—ভগবান্ কর্ত্তৃক কর্ম্ম অর্থাৎ জগতের সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত (ব্রহ্মা)। সেই একটি পদ্মকেই 'ত্রিধা'—লোকত্রয়রূপে 'ব্যভাঙ্‌ক্ষীৎ'—বিভক্ত করিলেন। একটিমাত্র পদ্মকোষের দ্বারা কিপ্রকারে লোকত্রয়ের সৃষ্টি ? এই অসম্ভাবনা নিষেধ করিবার জন্য তাহার বিশালতা বলিতেছেন—'দ্বি-সপ্তধা' অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোকরূপে এবং 'উরুধা'—তাহা অপেক্ষাও বহুপ্রকারে 'ভাব্যং'—নির্ম্মাণের যোগ্য সেই পদ্ম। অতএব তাহার দ্বারা ত্রিভুবনের সৃষ্টি কোন আশ্চর্য্য নহে—ইহা শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা। প্রথমে ব্রহ্মা সেই পদ্মকোষের দ্বারা তিন প্রকার, তারপর চতুর্দ্দশ প্রকার, তারপর সূর্য্য, চন্দ্রাদির লোকভেদে বহুপ্রকারে বিভক্ত করিলেন। উহা কি প্রকার ? তাহাতে অপরে বলেন—বৈরাজের (সমষ্টি জীব বিরাট্ পুরুষের) উপাসকের জন্য 'ভাব্যং'—ধ্যেয় (অর্থাৎ তাহাদেরই ধ্যেয় বিষয় এই পদ্মকোষ) ॥ ৮ ॥

———

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—এতাবান্ (ত্রিলোকীরূপঃ) জীবলোকস্য (জীবানাং ভোগস্থানস্য প্রত্যহং সৃজ্যস্য) সংস্থাভেদঃ (রচনাবিশেষঃ) সমাহৃতঃ (উক্তঃ), হি (যস্মাৎ) অসৌ পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) অনিমিত্তস্য (নিষ্কামস্য) ধর্ম্মস্য বিপাকঃ (ফলরূপঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এই যে ত্রিলোক, ইহা প্রত্যহ সৃজ্যমান জীবকুলের ভোগস্থানের রচনাবিশেষ—ইহার বিষয় উক্ত হইল। ব্রহ্মলোকের প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না, যেহেতু এই ব্রহ্মা নিষ্কামধর্ম্মের (তপোবিদ্যাদির) ফল-স্বরূপ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জীবলোকস্য ব্যষ্টিবিরাট্‌সমূহস্য সংস্থাভেদঃ প্রতিবিম্বোচিতস্থানরচনাবিশেষ উক্তঃ। ননু

কথমেতাবতাং জীবানামেকেনৈব ব্রহ্মণা সংস্থানির্ম্মাণমিত্যত আহ—হি যস্মাদসৌ পরমেষ্ঠী অনিমিত্তস্য নিষ্কামস্য ধর্ম্মস্য তপোবিদ্যাদেঃ বিপাকঃ পরিপাকমূর্ত্তি এব তপোবলেন কিমশক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীবলোকস্য'—ব্যষ্টি-বিরাট্-সমূহের 'সংস্থাভেদঃ'—প্রতিবিম্বোচিত ভোগ্যস্থানসকলের রচনাবিশেষ বলা হইল। যদি বলেন—দেখুন, এই সমস্ত জীবগণের ভোগ্যস্থানের নির্ম্মাণ একমাত্র ব্রহ্মার দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব? তাহাতে বলিতেছেন—'হি', যেহেতু সেই পরমেষ্ঠী, 'অনিমিত্তস্য বিপাকঃ'—অনিমিত্ত বলিতে নিষ্কাম ধর্ম্ম যে তপস্যা, বিদ্যাদি, তাহার পরিপক্ব-মূর্ত্তিই (এই ব্রহ্মা)। তপস্যার প্রভাবে কি অশক্য?—এই ভাব ॥ ৯ ॥

মধ্ব—অনিমিত্তস্য ব্রহ্মার্পণবুদ্ধ্যা কৃতস্য—অ ইতি ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥

তথ্য—ত্রিলোকীরূপে বিভাগের কারণ বলিতেছেন—এই যে তিন লোক ইহা প্রত্যহ সৃজ্যমান জীবলোকের ভোগ্যস্থানের রচনাবিশেষ। যদি বল, ব্রহ্মাও ত' একজন জীব, তবে ব্রহ্মলোকেরই বা কেন প্রত্যহ সৃষ্টি হইবে না? তজ্জন্যই বলিতেছেন যে, ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক অথবা মহঃ প্রভৃতি লোক নিষ্কাম-ধর্ম্মের (তপো-বিদ্যাদির) ফলস্বরূপ, এইজন্যই ইহাদের প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না। ত্রৈলোক্য কাম্যকর্ম্মের ফল; এইজন্য প্রতিকল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। মহঃ প্রভৃতি লোক উপাসনা-সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল বলিয়া দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত উহাদের বিনাশ হয় না, তাহার পরও তত্তৎ স্থান হইতে প্রায়ই মুক্তি হইয়া থাকে (শ্রীধর)।

'এতাবান্' অর্থে দ্বিসপ্তধাপর্য্যন্ত; 'অনিমিত্ত' অর্থে স্বভাবের দ্বারাই ক্রিয়মাণ, কামিগৃহস্থের ন্যায় তত্তৎ-সঙ্কল্প দ্বারা নহে; 'বিপাক' অর্থে পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত পরিণাম। 'অসৌ—এই শব্দটীর দ্বারা ব্রহ্মান্তরের বিভেদ করিতেছেন, যেহেতু (ভা ১১।১০।৩০) ভগবানের উক্তি হইতে জানা যায় যে, দ্বিপরার্দ্ধপরমায়ু ব্রহ্মার পর্য্যন্ত ভগবান্ হইতে ভয় আছে (শ্রীজীব) ॥ ৯ ॥

———

শ্রীবিদুর উবাচ—

যদাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্ যথা বর্ণয় নঃ প্রভো ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—প্রভো ব্রহ্মন্, (হে ভগবন্ মৈত্রেয়), অদ্ভুতকর্ম্মণঃ বহুরূপস্য হরেঃ (শ্রীবিষ্ণোঃ) যৎ কালাখ্যং (কালনামকং) লক্ষণং (স্বরূপং) আত্থ (অব্রবীঃ, তৎ রূপং) যথা (যেন প্রকারেণ তথা) নঃ (অস্মাকং পুরতঃ) বর্ণয় (কীর্ত্তয়) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর বলিলেন হে প্রভো, অদ্ভুতলীলাময় বহুরূপী শ্রীবিষ্ণুর 'কাল'-নামক যে স্বরূপের কথা আপনি বলিয়াছেন, সেই কালরূপ স্বরূপের কথা যথাবৎ আমার নিকট বর্ণন করুন্ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কালাখ্যয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্র ইতি গুণেন কালানুগতেনেতি কালেন সোহজঃ পুরুষায়ুষেতি তৎকাল-কৃতবীর্য্যেণেত্যাদিভিঃ প্রলয়সৃষ্ট্যাদিকং পুরুষপ্রযত্নাদিকঞ্চ কালেনৈব সিদ্ধ্যতীতি বিস্মৃতঃ কালং পৃচ্ছতি, যৎ কালাখ্যং লক্ষণং স্বরূপং আত্থ অব্রবীঃ তদ্‌যথাবদেব বর্ণয় ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালাখ্যয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্রঃ'—অর্থাৎ প্রলয়ের অবসানসময়ে সেই ভগবান্ কাল নামক নিজ শক্তির দ্বারা স্বান্তঃস্থিত জীবগণের ভোগাদির নিমিত্ত স্বকর্ম্মতন্ত্র সংযোজিত করিলেন, ইত্যাদি। 'গুণেন কালানুগতেন'—অর্থাৎ লোকসৃষ্টির নিমিত্ত যে সূক্ষ্ম অর্থে (সর্ব্বজীবের লিঙ্গদেহে) তাঁহার দৃষ্টি অভিনিবিষ্ট ছিল, তাহার অন্তর্গত সেই সূক্ষ্ম অর্থ কালানুসারে রজোগুণদ্বারা ক্ষোভিত হইয়া জগৎপ্রসবার্থ তদীয় নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল, ইত্যাদি। 'কালেন সোহজঃ পুরুষায়ুষা'—অর্থাৎ পুরুষের আয়ুঃ-পরিমিত কাল অর্থাৎ শত সংবৎসর অতীত হইলে তাঁহার যোগ সুসম্পন্ন হইল এবং জ্ঞান উৎপন্ন হইল, তাহাতে পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান দেখিতে পাইলেন, ইত্যাদি, এবং 'তৎকালকৃত-বীর্য্যেণ'—অর্থাৎ তাঁহার কালকৃত শক্তির দ্বারা, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে প্রলয়, সৃষ্টি প্রভৃতি এবং পুরুষের সকল চেষ্টাদি কালের দ্বারাই সিদ্ধ হয়—ইহা বিস্মৃত হইয়া সেই কালই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর

যে কালনামক স্বরূপের কথা আপনি বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি যথাবৎ বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

মধ্ব—লক্ষণং লক্ষ্যমাত্মা চ স্বরূপমিতি কথ্যতে ইত্যভিধানম্ ॥ ১০ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—গুণব্যতিকরাকারঃ (গুণানাং ব্যতিকরঃ মহদাদি-পরিণামঃ তেন এব আক্রিয়তে যঃ সঃ, কালঃ ইতি শেষঃ) নির্ব্বিশেষঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ (ক্বাপি অপর্য্যবসিতঃ আদ্যন্তশূন্যঃ) পুরুষঃ (ভগবান্) লীলয়া (লীলার্থমিতি যাবৎ) তদুপাদানং (উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রিয়তে ইত্যুপাদনম্ সঃ কালঃ এব উপাদানং নিমিত্তং যস্মিন্ তম্) আত্মানম্ (এব বিশ্বরূপেণ) অসৃজৎ (সৃষ্টবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, গুণসমূহের মহত্তত্ত্বাদিরূপে যে পরিণাম, তাহা যাহাদ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাই 'কাল', তাহা আদ্যন্তশূন্য। ঈশ্বর লীলাবশতঃ সেই কালকেই নিমিত্ত করিয়া (স্বীয় বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির কার্য্যস্বরূপ) 'আত্ম'-শব্দবাচ্য বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—গুণানাং ব্যতিকরাৎ মহদাদিপরিণামাদেব আকারঃ স্বরূপজ্ঞানং যস্য সঃ। স্বতস্তু নির্ব্বিশেষঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ ক্বাপ্যপর্য্যবসিতঃ আদ্যন্তশূন্য ইত্যর্থঃ। যেন নিমিত্তভূতেন সৃষ্ট্যাদিকং ভবতি স কাল ইত্যাহ—পুরুষ ইতি। উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রিয়ত ইত্যুপাদানম্। স কাল এব উপাদানং নিমিত্তকারণং যস্মিন্ তং আত্মানং আত্মশক্তিকার্য্যত্বাদাত্মশব্দবাচ্যং বিশ্বং অসৃজৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'গুণ-ব্যতিকরাকারঃ'—(সত্ত্বাদি) গুণসকলের ব্যতিকর হইতে (সাম্যাবস্থার ত্যাগ হইতে) অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদি-রূপে যে পরিণাম, তাহা হইতেই আকার অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান যাহার, তাহাই কাল। স্বাভাবিক কিন্তু নির্ব্বিশেষ (মূর্ত্তত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কারণের দ্বারা বিশেষ-রহিত, কার্য্যের দ্বারা অনুমেয়) এবং অপ্রতিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা বলিতে পর্য্যবসান, তদ্রহিত অর্থাৎ কোথাও পর্য্যবসিত হয় না, আদি ও অন্তশূন্য—এই অর্থ। যে নিমিত্তের দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হয়, তাহা কাল, ইহা বলিতেছেন—'পুরুষঃ' ইতি। 'উপাদানং'—নিমিত্তরূপে যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা উপাদান। সেই কালই উপাদান অর্থাৎ নিমিত্তকারণ যাহাতে, সেই আত্মাকে, অর্থাৎ আত্মশক্তির কার্য্যত্বহেতু আত্মশব্দ-বাচ্য বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। (অর্থাৎ ভগবান্ পরমপুরুষ লীলাবশতঃ সেই কালকেই নিমিত্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন ॥ ১১ ॥

মধ্ব—গুণব্যতিকরমাকরোতি তদ্দ্রষ্টা অপ্রতিষ্ঠিতোঽন্যত্র। স ভগবতঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বমহিম্নীতি শ্রুতিঃ। তদুপাদানম্। গুণব্যতিকরোপাদানকর্ত্তারম্। সৃষ্ট্যাদ্যর্থত্বেন তস্য পুরুষস্য। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা ইতি ত্রীণি রূপণ্যাত্মনা সৃষ্টানি ॥ ১১ ॥

———

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুমায়য়া (বিষ্ণোঃ ঈশ্বরস্য মায়য়া সৃষ্ট্যাদিশক্ত্যা সহ) সংস্থিতং (লীনং) বিশ্বং ব্রহ্মতন্মাত্রং (ব্রহ্মণি বিষ্ণৌ এব তাদাত্ম্যোপপন্নং সৎ, পুনঃ) অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন) ঈশ্বরেণ (তৎপ্রভাবরূপেণ) কালেন পরিচ্ছিন্নং (পৃথক্ প্রকাশিতম্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি শক্তির সহিত এই বিশ্ব ব্রহ্মে লীন ছিল, তাহাই পুনরায় অব্যক্তস্বরূপ ঈশ্বরপ্রভাবরূপী কালের দ্বারা পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যো বিশ্বং পরিচ্ছিনত্তি স কাল ইত্যাহ—বিশ্বমিতি। বিষ্ণোর্ম্মায়য়া শক্ত্যা সম্যক্ স্থিতমিদং বিশ্বং ব্রহ্মতন্মাত্রং কারণং যস্য তৎ ঈশ্বরেণ ঈশ্বরপ্রভাব-রূপেণ কালেন পরিচ্ছিন্নং এতাবদিতি পরিচ্ছেদবিষয়ীকৃতং অব্যক্তা মূর্ত্তির্যস্য ইতি স্বতো নির্ব্বিশেষতা দর্শিতা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যিনি বিশ্বকে পরিচ্ছিন্ন করেন অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত করেন, তিনি কাল,

ইহা বলিতেছেন—'বিশ্বম্' ইত্যাদি। 'বিষ্ণুমায়য়া'—বিষ্ণুর মায়া-শক্তির দ্বারা 'সংস্থিতং'— সম্যক্‌রূপে স্থিত এই বিশ্ব 'ব্রহ্মতন্মাত্রং'—ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণুতে তাদাত্ম্যরূপে লীন ছিল। ব্রহ্মতন্মাত্র বলিতে ব্রহ্মই কারণ যাহার, সেই বিশ্ব, 'ঈশ্বরেণ—ঈশ্বর কর্তৃক অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রভাবরূপ কালের দ্বারা 'পরিচ্ছিন্নং'—এইরূপ ইহা—এই পরিচ্ছেদের বিষয়ীকৃত। 'অব্যক্তমূর্ত্তিনা'—অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত মূর্ত্তি বলিতে স্বরূপ যাহার, (সেই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন); ইহার দ্বারা স্বাভাবিক-ভাবে নির্ব্বিশেষতা দেখান হইল ॥ ১২ ॥

মধ্ব—ব্রহ্ম নির্ম্মাতৃকম্। মায়য়া সামর্থ্যেন। তত্র যৎ সংহর্ত্রীশ্বরাখ্যং রূপং তৎ কালাখ্যং—কল্ ছেদন ইতি ধাতোঃ। অথ ত্রয়ী বাব প্রকৃতিঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি তাং নারায়ণঃ পর্য্যপশ্যদনন্যপ্রতিষ্ঠঃ ত্বং বা এতমাহুঃ পুরুষ ইতি পূর্ণো হ্যেষ ভবতি সত্রে ধাব ভূবৈষাং গুণানামুপাদানায় বিষ্ণুর্ব্বাব সত্ত্বস্য রজসো ব্রহ্মেশানো নাম তমসঃ স আবিবেশ। ব্রহ্মা ব্রহ্মানং নাম চতুর্ম্মুখং ঈশ ঈশানং নাম পঞ্চমুখং যো বা ঈশ ঈশানমাবিবেশ। তং বা এনং কাল ইত্যাচক্ষতে কাল ইত্যাচক্ষতে ইতি সৌকরায়ণ-শ্রুতিঃ ॥ ১২ ॥

যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (বিশ্বম্) যথা ইদানীং (অধুনা অস্তি) তথা অগ্রে চ (পূর্ব্বমপি আসীৎ) পশ্চাৎ অপি ঈদৃশং (তথা ভবিষ্যতি) ॥ ১৩॥

অনুবাদ—এই বিশ্ব এখন যে প্রকার, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেও উহা এই প্রকারই ছিল, প্রলয়ের অন্তেও উহা আবার এইরূপই হইবে ॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ—নন্বাদ্যন্তয়োরসত্ত্বাসদেব বিশ্বমিত্যতোহসত্যস্য বিশ্বস্য কিং পরিচ্ছিন্নত্বাদ্ যুক্তেতি চেন্নৈবং বাচ্যমিত্যাহ—যথেতি। অগ্রে পূর্ব্বমহাপ্রলয়স্যাদাবপি এতদ্বিশ্বমাসীদেব, পশ্চাদুত্তরপ্রলয়ান্তেহপি ভবিষ্যত্যেবেত্যপেহস্য ন মিথ্যাভূতত্বং কিন্তু নশ্বরত্বমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—দেখুন, আদি ও অন্ত্যে অবিদ্যমানতা-হেতু এই বিশ্ব অসতই, অতএব অসত্য বিশ্বের পরিচ্ছিন্নত্বরূপে (পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিকত্ব-রূপে) বলার কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ কখনই বলিতে পারেন না। ইহা বলিতেছেন—'যথা' ইতি। 'অগ্রে'—অর্থাৎ পূর্ব্ব মহাপ্রলয়ের আদিতেও এই বিশ্ব ছিলই এবং 'পশ্চাৎ'—পরবর্তী প্রলয়ের অন্তেও থাকিবেই, অতএব এই বিশ্বের মিথ্যাভূতত্ব নহে, কিন্তু নশ্বরত্ব—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব সংসারো মুক্তিরেব চ।
দেবর্ষি-প্রভৃতয়ো লোকা লোকা ভূরাদয়স্তথা ॥
অনাদ্যনন্তকালীনাঃ সর্ব্বদৈকপ্রকারকাঃ।
জগৎপ্রবাহঃ সত্যোঽহয়ং নৈব মিথ্যা কথঞ্চন ॥
যে ত্বেতদন্যথা প্রাহুঃ সর্ব্বহন্তার এব তে।
দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ শপ্তা ঋষিভির্মানুষাদিভিঃ ॥
সেতিহাসৈস্তথা বেদৈঃ সর্ব্বে যান্ত্যবরং তমঃ।
সর্ব্বব্রহ্মত্ব-বেত্তারো জীবব্রহ্মত্ববেদিনঃ ॥
অন্যসাম্যবিদো বিষ্ণোবিষ্ণুদ্বেষ্টার এব চ।
সর্ব্বে যান্তি তমো ঘোরং ন চৈষামুত্থিতিঃ কৃচিৎ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ১৩ ॥

সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (বিশ্বস্য) সর্গঃ (সৃষ্টিঃ) নববিধঃ (নবধা) যঃ তু (সর্গঃ) প্রাকৃতঃ বৈকৃতঃ (সঃ তু দশমঃ ইতি শেষঃ) কালদ্রব্যগুণৈঃ অস্য (দশমস্থানীয়সর্গস্য) ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়ঃ) ॥ ১৪॥

অনুবাদ—সেই বিশ্বের সৃষ্টি নববিধ, প্রাকৃত ও বৈকৃত যে সৃষ্টি আছে, তাহা দশম; এই প্রাকৃত বৈকৃত সৃষ্টির কাল, দ্রব্য ও গুণদ্বারা ত্রিবিধ প্রলয় নিরূপিত হয়। (কেবল কালনিমিত্ত নিত্য, প্রলয় সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিরূপ দ্রব্যনিমিত্ত নৈমিত্তিক-প্রলয় এবং স্ব-স্ব কার্য্য-গ্রাসকারী গুণসমূহনিমিত্ত প্রাকৃতিক প্রলয়) ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সামান্যতঃ কালং নিরূপ্যোত্তরাধ্যায়ে বিশেষতো নিরূপয়িষ্যন্ তন্নিমিত্তং সর্গং বিস্তরেণোক্তং বক্ষ্যমাণঞ্চ সুখবোধার্থং সংক্ষেপতো দশবিধ-

ত্বেন সঙ্কলয়তি সর্গ ইতি। যস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ স দশম ইতি শেষঃ। তন্নিমিত্তমেব ত্রিবিধং প্রলয়-মাহ—কালেনৈব কেবলেন নিত্যঃ প্রলয়ঃ দ্রব্যেণ সঙ্কর্ষণাগ্ন্যাদিনা নৈমিত্তিকঃ গুণৈঃ স্ব-স্ব-কার্য্যং গ্রসদ্ভিঃ প্রাকৃতিকঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে সাধারণভাবে কালের নিরূপণ-পূর্ব্বক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষভাবে নিরূপণ করিবার জন্য কাল-নিমিত্তক সৃষ্টি বিস্তৃত-রূপে উক্ত হইয়াছে এবং বক্ষ্যমাণ সৃষ্টিবিষয়ে সুখ-বোধের জন্য সংক্ষেপে দশবিধত্ব-রূপে সঙ্কলন করিতে-ছেন—'সর্গ' ইতি, (অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার)। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত ও বৈকৃত— (এই উভয়া-ত্মক যে সৃষ্টি আছে,) তাহা দশম। তন্নিমিত্ত অর্থাৎ দশমস্থানীয় প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টির ত্রিবিধ প্রলয় বলিতেছেন—(নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিক)। 'কাল-দ্রব্য-গুণৈঃ'—কালের দ্বারাই অর্থাৎ কেবল কাল-নিমিত্ত নিত্য প্রলয়, দ্রব্যের দ্বারা অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাদির মুখাগ্নিরূপ দ্রব্য-নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রলয় এবং গুণের দ্বারা অর্থাৎ স্ব-স্ব কার্য্য-গ্রাসকারী গুণসমূহের নিমিত্ত প্রাকৃতিক প্রলয় ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—

তামসস্য পদার্থস্য সত্ত্বং হি লয়কারণম্।
সাত্ত্বিকস্য তমশ্চৈব তয়োরপি রজঃ ক্বচিৎ ॥
গুণতোঽয়ং লয়ং প্রোক্তো দ্রব্যতস্ত বিরোধিনা।
কালতঃ কালসংখ্যাকো লয়ঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৪ ॥

আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—আদ্যঃ (প্রথমঃ) মহতঃ সর্গঃ আত্মনঃ (হরেঃসকাশাৎ) গুণবৈষম্যং (গুণানাং বৈষম্যং তস্য মহতঃ লক্ষণং) দ্বিতীয়ঃ অহমঃ (অহঙ্কারস্য সর্গঃ) যত্র (অহঙ্কারে) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ (দ্রব্যাদয়ঃ ত্রয়ঃ সর্গাঃ ভবন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—নয়প্রকার যে সৃষ্টির কথা কহিলাম, তাহা এই—তন্মধ্যে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি প্রথম সৃষ্টি, সেই মহত্তত্ত্ব পরমেশ্বরের নিকট হইতে গুণসমূহের বৈষম্য করিয়া থাকে; দ্বিতীয় সৃষ্টি অহঙ্কার—তাহাতে ভূতসমূহ, জ্ঞানেন্দ্রিয় দেবতা, মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের উদয় হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তানেব সর্গান্ বিবৃণোতি—আদ্য ইত্যা-দিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। মহতো লক্ষণং আত্মনঃ পরমেশ্বরাৎ সকাশাৎ গুণানাং বৈষম্যং প্রথমঃ, অহ-মোঽহঙ্কারস্য তস্য লক্ষণং যত্রেতি দ্রব্যাণি ভূতানি জ্ঞানানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি দেবতা মনশ্চ ক্রিয়াঃ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণি তেষামুদয়ো যতঃ সঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সৃষ্টিসমূহই বিবৃত করিতেছেন—'আদ্য' ইত্যাদির দ্বারা অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'মহতঃ'—মহত্তত্ত্বের লক্ষণ বলিতেছেন—'আত্মনঃ' —আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে 'গুণ-বৈষ-ম্যং'—গুণসকলের বৈষম্য (অর্থাৎ বৈষম্যাপন্ন গুণ-ত্রয়াত্মক প্রকৃতির বিকার-বিশেষ যাহা, তাহা মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি), উহাই প্রথম সৃষ্টি। 'অহমঃ'—অহঙ্কারের, তাহার লক্ষণ—'যত্র দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়োদয়ঃ'—দ্রব্য বলিতে (পৃথিব্যাদি) ভূতসমূহ, জ্ঞান বলিতে জ্ঞানে-ন্দ্রিয়সকল, দেবতা এবং মন, এবং ক্রিয়া বলিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল, তাহাদের উদয় (উৎপত্তি) যাহা হইতে, (তাহাই অহঙ্কার, ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি) ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—

তমসো রজস্তু দ্বিগুণং রজসঃ সত্ত্বমেব চ।
পরিমাণতঃ এবং স্যুস্ত্রয়ঃ প্রকৃতিজা গুণাঃ ॥
তত্র সত্ত্বং কেবলং স্যাৎ রজস্যপি শতাধিকম্।
সত্ত্বং রজঃশতাংশং তু তমস্তত্র প্রকীর্ত্তিতম্।
তমস্যপি তথা সত্ত্বং তমসস্তু দশোত্তরম্।
তদ্দশাংশেন তু রজোমূলজং যৎ রজস্তু তৎ ॥
বিলয়ে দশাংশতঃ সত্ত্ব একাংশেন তমস্যপি।
মিশ্রিতং ভবতি হ্যেতাং সাম্যাবস্থাং বিদুর্বুধাঃ ॥
যদা তু তৎ রজঃ সর্ব্বং তমসা সহ সঙ্গতম্।
তদা ত্বাহুর্মহত্তত্ত্বং তচ্চতুর্ভাগসম্ভবম্ ॥
তত্র ত্রিভাগো রজস একোঽংশমসস্তথা।
তদাহুর্ব্রহ্মণো রূপং গুণবৈষম্যনামকম্ ॥
তদেব কেবলং সত্ত্বমিতরাপেক্ষয়া ভবেৎ।
শ্রীর্মূলসত্ত্বং বিজ্ঞেয়া ভূর্মূলরজ উচ্যতে ॥

মূলং তমস্তথা দুর্গা মহালক্ষ্মীস্ত্রীমূলিকা।
গুণেভ্যো গুণমূলাচ্চ যোঽতীতঃ স জনার্দ্দনঃ ॥
যৎ রজো মূলরজসি মূলে তমসি যৎ রজঃ।
তমশ্চ মূলে তমসি মহত্তত্ত্বং তদাত্মকম্ ॥
দশাংশাস্তত্র সত্ত্বং স্যাদেকাংশো রজ এব তু।
তদ্দশাংশং তমো জ্ঞেয়মহঙ্কারস্তদাত্মকঃ ॥
স রুদ্রস্তামসো জ্ঞেয়ো বিরিঞ্চাপেক্ষয়ৈব তু।
ইতরাপেক্ষয়া সত্ত্বং সত্ত্বাদ্যাস্তদ্বদস্য চ ॥
তত্তমোঽংশাৎ সাত্ত্বিকাংশো মনআদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রজসোঽংশস্ত্বিন্দ্রিয়াণি তমসোঽংশশ্চ খাদয়ঃ ॥
ইতি তত্ত্ববিবেকে ॥ ১৫ ॥

ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্।
চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তন্মাত্রঃ দ্রব্যশক্তিমান্ (মহাভূতোৎপাদকঃ) ভূতসর্গঃ (ভূতসূক্ষ্মসৃষ্টিঃ) তৃতীয়ঃ, যঃ তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ঐন্দ্রিয়ঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকঃ সঃ) চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ভূতসমূহের সূক্ষ্মাবস্থাবিশিষ্ট মহাভূত-প্রকাশনযোগ্য ভূতসৃষ্টি তৃতীয়; এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক ইন্দ্রিয়সৃষ্টি চতুর্থ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভূতসর্গঃ তন্মাত্রঃ তন্মাত্রাত্মকঃ দ্রব্যেষু মহাভূতেষু শক্তিমান্ তৎপ্রকাশনসামর্থ্যশ্চেত্যর্থঃ। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণামাত্মা স্বরূপং যতঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূতসর্গঃ তন্মাত্রঃ'—ভূতসর্গ অর্থাৎ ভূতসূক্ষ্মের সৃষ্টি তৃতীয়। তন্মাত্র বলিতে তন্মাত্রাত্মক অর্থাৎ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপ; তাহা 'দ্রব্য-শক্তিমান্'—দ্রব্য বলিতে মহাভূতসকলে 'শক্তিমান্' তাহার প্রকাশনে সামর্থ্য, (অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদক পঞ্চ তন্মাত্ররূপ ভূতসূক্ষ্মের উদ্ভব তৃতীয়)—এই অর্থ। 'জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ'—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহা হইতে, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের হেতুভূত ইন্দ্রিয়সমূহের সৃষ্টি চতুর্থ) ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—

ভূতানি দ্রব্যশক্তীনি ভূতেষু দ্রবণং যতঃ।
তথা তন্মাত্রশক্তীনি শব্দাদ্যাত্মকতা যতঃ ॥
ক্রিয়াশক্তীনি বাগাদ্যানীন্দ্রিয়াণীতরাণি তু।
জ্ঞানশক্তীনি মনসা দেবাশ্চ জ্ঞানশক্তয়ঃ ॥
এতেষাং মূলভূতত্বাদহংকারস্ত্রিশক্তিমান্।
মানুষাপেক্ষয়া দেবা সাত্ত্বিকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
তত্রাপি সাত্ত্বিকাঃ প্রোক্তা তাত্ত্বিকায়াস্তু দেবতাঃ।
তত্রাপি সাত্ত্বিকো রুদ্রস্তত্রাপি তু চতুর্ম্মুখঃ ॥
অবিকারৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ দেহভেদাদি-সম্ভবৌ।
বিকারবন্ত ইন্দ্রাদ্যাস্তস্মাদ্বৈকারিকা মতাঃ ॥
ত এবেন্দ্রিয়রূপেণ যতস্তুতিবিকারিণঃ।
জ্ঞানমাত্রগুণোদ্রিক্তাস্তস্মাত্তৈজস-নামকাঃ ॥
অবিকারিত্বযোগ্যত্বং নিবৃত্তং হীন্দ্রিয়েষু তু।
বৈকারিকত্বনামাপি ততস্তেষাং ন বিদ্যতে ॥
যথা বিপ্রকুলে মূর্খো মূর্খ ইত্যভিধীয়তে।
বিদ্যাযোগ্যত্বতঃ শূদ্রো ন মূর্খো মূর্খ এব সন্ ॥
তামসানি হি ভূতানি কিঞ্চিদ্ব্যবহিতত্বতঃ।
জ্ঞানস্য সুষ্ঠুজ্ঞত্বেঽপি পূর্ণজ্ঞানো হরিঃ স্বয়ম্ ॥
ইতি চ ॥ ১৬ ॥

বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ।
ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্তু বুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারসম্বন্ধী) দেবসর্গঃ (দেবানাং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণাং সর্গঃ) যন্ময়ং (সাত্ত্বিকাহঙ্কারজাতং) মনঃ (চ) পঞ্চমঃ (সর্গঃ) যঃ তু প্রভোঃ (পরমেশ্বরস্য) অবুদ্ধিকৃতঃ (অবুদ্ধিঃ জীবানাম্ আবরণং বিক্ষেপশ্চ তাং করোতীতি অবুদ্ধিকৃৎ তস্য) তমসঃ (পঞ্চপর্ব্বাঽবিদ্যায়াঃ) সর্গঃ (সঃ) তু ষষ্ঠঃ (ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জাত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের ও মনের সৃষ্টি পঞ্চম এবং পরমেশ্বরের অবিদ্যা নাম্নী জীবমোহিনী শক্তিদ্বারা কৃত তমঃ (অজ্ঞানই) ষষ্ঠ সৃষ্টি ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারসম্বন্ধী। দেবানাং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণাং সর্গঃ যন্ময়ং মনঃ মনসোঽপি সর্গঃ পঞ্চম ইত্যর্থঃ। এতে পঞ্চসর্গাঃ প্রাধানিকা উক্তাঃ। আবিদ্যকং সর্গমাহ—ষষ্ঠস্ত্বিতি। তু ভিন্নোপক্রমে। তমসোঽজ্ঞানস্য সর্গঃ, ষষ্ঠঃ, প্রভোঃ পরমেশ্বরস্য শক্তিরবুদ্ধির্জীবমোহিনী যা অবিদ্যানাম্নী

তয়া কৃতঃ। অয়মর্থঃ—প্রধানং অবিদ্যা বিদ্যেতি মায়ায়াস্তিস্রো বৃত্তয়ঃ। তত্র প্রধানেন মহদাদি-পৃথিব্যন্তানি তত্ত্বানি সত্যান্যেব সৃষ্টানি যৈরেব সমষ্টি-ব্যষ্টি-রূপাঃ জীবস্য স্থূলাস্তথা সূক্ষ্মাশ্চোপাধয়োঽভবন্। দ্বিতীয়য়া অবিদ্যয়া তু জীবং মোহয়ন্ত্যা জীবসম্বন্ধমবিদ্যা অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাত্মকং তমঃ পঞ্চবিধমজ্ঞানমসত্যমেব সৃষ্টম্। এবং সত্যমিথ্যাত্মকং জগদিদং প্রধানাবিদ্যাভ্যাং সৃষ্টম্। তৃতীয়য়া বিদ্যয়া তু পঞ্চবিধাঽজ্ঞাননিবর্ত্তকং জ্ঞানং সৃষ্টম্। তচ্চাগ্রে বিবৃত্য ব্যাখ্যাস্যতে॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈকারিক বলিতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার-সম্বন্ধ। 'দেব-সর্গঃ'—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের সৃষ্টি, 'যন্ময়ং মনঃ'—যন্ময় বলিতে ঐ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জাত মনেরও সৃষ্টি, পঞ্চম—এই অর্থ। এই পাঁচটি সৃষ্টিকে প্রাধানিক (অর্থাৎ প্রধান হইতে উৎপন্ন) বলা হয়। অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন সৃষ্টি বলিতেছেন—'ষষ্ঠস্তু', 'তু'—কিন্তু, ইহা ভিন্নোপক্রমে। 'তমসঃ'—অজ্ঞানের সৃষ্টি ষষ্ঠ, ইহা প্রভুর অর্থাৎ পরমেশ্বরের, 'অবুদ্ধিকৃতঃ'—জীব-মোহিনী যে অবিদ্যা নামক শক্তি, তাহার দ্বারা কৃত। এখানে বিশেষ এই অর্থ—প্রধান, অবিদ্যা এবং বিদ্যা—এই তিনটি মায়ার বৃত্তি। তন্মধ্যে প্রধানের দ্বারা মহত্তত্ত্বাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সত্য তত্ত্বসমূহই সৃষ্ট হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা জীবের সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাধিসকল (উৎপন্ন) হইয়াছে। কিন্তু জীবের মোহকারিণী দ্বিতীয়া অবিদ্যার দ্বারা জীব-সম্বন্ধি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ 'তমঃ', অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান, অসত্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে সত্য এবং মিথ্যাত্মক এই জগৎ প্রধান ও অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু তৃতীয়া বিদ্যার দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত) পঞ্চবিধ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা পরে বিবৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইবে॥ ১৭॥

মধ্ব—

অবুদ্ধিপূর্ব্বমিব তু ব্রহ্মণো হরিবুদ্ধিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥
তামসানাং তু ভূতানাং সহস্রং সত্ত্বভাগিনাম্।
শতাংশরজসামেকতমসাং সর্ব্ববেদিনাম্।
কেবলস্তমসো যোঽংশঃ সাবিদ্যা পঞ্চপর্বিকা॥
জাতাতিদুষ্টাস্তদ্দেহাদ্দৈত্যরক্ষঃপিশাচকাঃ।
যৎ রজোভৌতিকং তেন মানুষাণাং সদা জনিঃ॥
তমোগূঢ়েন রজসাত্বিতরস্থাস্নুচারিণাম্।
ভৌতিকেন তু সত্ত্বেন গূঢ়ং ব্রহ্মণ আণ্ডজম্।
রূপং তত্রাপি তু তমঃ শতাংশেন প্রকীর্ত্তিতম্।
তজ্জো রুদ্রস্ততস্ত্বেমিন্দ্রাদীনাং পুনর্জনিঃ॥
গূহিতং ভূতরজসা তৎ সত্ত্বং মানুষা যদা।
দেবা এবং গুণাস্তৈতে সর্ব্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতাঃ॥১৭॥

ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু।
রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—ইমে ষট্ প্রাকৃতাঃ (মায়িকাঃ) সর্গাঃ, বৈকৃতান্ (বিকৃতিঃ সমষ্টিবিরাট্ ব্রহ্মা তস্মাৎ জাতান্ বৈকৃতান্ সর্গান্) অপি মে (মত্তঃ) শৃণু। রজোভাজঃ (রজোগুণাশ্রয়স্য ব্রহ্মরূপস্য) হরিমেধসঃ (হরিঃ মেধায়াং যস্য তস্য) ভগবতঃ (হরেঃ) ইয়ং (তম-আদি-সর্গরূপা) লীলা॥ ১৮॥

অনুবাদ—এই ছয়প্রকার সৃষ্টিই (মায়াশক্তি হইতে জাত বলিয়া) প্রাকৃত সৃষ্টি; সমষ্টি বিরাট্ ব্রহ্মা হইতে জাত বৈকৃতিক সৃষ্টিসমূহের বিষয়ও আমার নিকট শ্রবণ করুন্। যাঁহাতে মেধাবিশিষ্ট হইলে সংসার নষ্ট হয়, সেই হরির রজোগুণাশ্রিত অংশরূপ ব্রহ্মার এই সকল লীলা॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ—প্রকৃতের্মায়াশক্তেঃ সকাশাজ্জাতা ইতি প্রাকৃতা ইমে ষট্। বিকৃতিঃ সমষ্টিবিরাড়্ ব্রহ্মা তস্মাজ্জাতান্ বক্ষ্যমাণানপি মে মত্তঃ বৈকৃতানিত্যেতদ্বিবৃণোতি— রজোভাজো ব্রহ্মরূপস্য হরির্মেধায়াং যস্য তস্য॥ ১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাকৃতাঃ'—প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবানের মায়াশক্তি হইতে উৎপন্ন এই ছয় প্রকার সৃষ্টিই প্রাকৃত সৃষ্টি। 'বৈকৃতান্'—বিকৃতি অর্থাৎ সমষ্টি-বিরাট্ ব্রহ্মা, তাহা হইতে জাত বৈকৃত (বৈকারিক) সৃষ্টির কথা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। বৈকারিক সৃষ্টি বিবৃত করিতেছেন—'রজোভাজঃ'—রজোগুণাবলম্বী ব্রহ্মা-রূপ (ভগবানের এই লীলা)।

'হরিমেধসঃ'—(সংসার ক্লেশ-বিনাশক) হরি মেধাতে (বুদ্ধিতে) যাঁহার, (সেই ব্রহ্মরূপ ভগবানের এই লীলা অবশ্য শ্রোতব্যা) ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—

গুণাতীতং চ যদ্রূপং ব্রহ্মাদীনাং সুখাত্মকম্।
চিদ্রূপং তচ্চ সত্ত্বস্যৈবোৎকর্ষো যত্র বিদ্যতে ॥
তচ্চোৎকৃষ্টং তমো যত্র হীনং তত্র স্বভাবতঃ।
উপগূহনে তু নৈবাস্তি বিশেষো নিত্যচিন্ময়ে ॥
প্রকৃতেগু‍র্ণরূপায়া মূলিকায়াশ্চ ন কৃচিৎ।
বিশেষঃ পরমে তত্ত্বে বাসুদেবে কুতঃ পুনঃ ॥
অব্যক্তাদ্যাঃ পৃথিব্যন্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ।
তদুপাদানকঃ সর্গঃ প্রাকৃতঃ পরিপঠ্যতে ॥
অণ্ডং তু বিকৃতং জ্ঞেয়ং তজ্জো বৈকৃত উচ্যতে।
পঞ্চপর্ব্বাত্ববিদ্যা তু ভূতেভ্যো হরিণা পুরা ॥
উদ্ধৃত্য ব্রহ্মণি ক্ষিপ্তা সা পুনস্তেন নিঃসৃতা।
তৎস্রষ্টৃত্বজ্ঞাপনায় তস্মাৎ সা প্রাকৃতা মতা ॥
এতে গুণাঃ হরেঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যবিষয়াঃ সদা।
স্বতন্ত্রাঃ প্রকৃতেশ্চাপি ব্রহ্মণোঽন্যেষু তু ক্রমাৎ।
দেবেষ্বেব তদন্যেষু পরতন্ত্রা হি তে মতাঃ ॥

ইতি চ ॥ ১৮ ॥

সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্ বিধস্তস্থুষাঞ্চ যঃ।
বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্সারা বীরুধো দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্থূষাং (স্থাবরাণাং) যঃ মুখ্যসর্গঃ (মুখমিব প্রথমং কৃতঃ সর্গঃ সঃ তু) সপ্তমঃ বনস্পত্যোষধিলতাত্বকসারাঃ (পুষ্পং বিনা যে ফলন্তি তে বনস্পতয়ঃ, ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ, লতাঃ আরোহণাপেক্ষাঃ, ত্বকসারাঃ বেন্বাদয়ঃ) বিরুধঃ (লতা এব কাঠিণ্যেন আরোহণানপেক্ষাঃ বিরুধঃ) দ্রুমাঃ (যে পুষ্পৈঃ ফলন্তি তে দ্রুমাঃ ইতি) ষড়্ বিধঃ (অসৌ সর্গঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—স্থাবরসমূহের যে সৃষ্টি, তাহা সপ্তম; এই সৃষ্টিই প্রথমে হইয়াছিল; উহা বনস্পতি (পুষ্প বিনা ফলবান্ বৃক্ষ), ওষধি (যে সকল বৃক্ষ ফল পাকিলে মরিয়া যায়), লতা (যাহারা আরোহণের অপেক্ষা করে), ত্বক্সার (বেণু প্রভৃতি), বিরুধ্ (লতা, কিন্তু কাঠিন্যহেতু তাহাদের আরোহণাপেক্ষা নাই), দ্রুম (পুষ্পসমূহদ্বারাই ফলবান্)—এই সব ভেদে সপ্তম সৃষ্টি ছয় প্রকার ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতঃ স্থাবরাণাং প্রাথম্যাৎ মুখে প্রথমে ভবো মুখ্যঃ যস্তস্থুষাং স্থাবরাণাম্। পুষ্পং বিনা ফলবন্তো বনস্পতয়ঃ। ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ। লতা আরোহণাপেক্ষাঃ। ত্বক্সারা বেণ্বাদয়ঃ। লতা এব কাঠিন্যেনারোহণানপেক্ষা বীরুধঃ। পুষ্পৈরেব ফলন্তো দ্রুমাঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগতের মধ্যে 'তস্থুষাং'—স্থাবরসমূহের প্রথম সৃষ্টি বলিয়া উহা মুখ্য (বনস্পতি প্রভৃতি ষড়্ বিধ সপ্তম সৃষ্টি)। পুষ্প ব্যতীত যাহারা ফল প্রদান করে, তাহারা বনস্পতি। ফল পক্ব হইলে যে সকল বৃক্ষ মারা যায়, তাহারা ওষধি (যেমন ধান্যাদি)। যাহাদের আরোহণের জন্য অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রহিয়াছে, তাহারা লতা। ত্বক্ সার যাহাদের, তাহারা ত্বক্সার, যেমন বেণু (বাঁশ) প্রভৃতি। বীরুধ একপ্রকার লতাই, কিন্তু কাঠিন্যহেতু উহাদের আরোহণের জন্য অন্য অপেক্ষা নাই। পুষ্পের সহিত যাহারা ফলবান্ হয়, সেই সকল বৃক্ষকে দ্রুম বলে ॥ ১৯ ॥

উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—উৎস্রোতসঃ (ঊর্দ্ধং স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যেষাং তে) তমঃপ্রায়াঃ (অব্যক্তচৈতন্যাঃ) অন্তঃস্পর্শাঃ (স্পর্শমেব জানন্তি নান্যৎ তদপি অন্তঃ এব ন বহিঃ ইতি যে তে) বিশেষিণঃ (অব্যবস্থিত-পরিণামাদ্যনেক-ভেদবন্তঃ ভবন্তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বৎস, ঐ সকল স্থাবর আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল, অব্যক্তচৈতন্য, অন্তরে স্পর্শজ্ঞান-বিশিষ্ট এবং অব্যবস্থিত পরিণামাদি-ভেদে অনেক প্রকার ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং সাধারণং লক্ষণমাহ—ঊর্দ্ধং স্রোত আহারসঞ্চারো যেষাং তে। তমঃপ্রায়া অব্যক্ত-চৈতন্যাঃ অন্তঃস্পর্শা অন্তশ্ছেদ এব ব্যথানুভবিনঃ। বিশেষিণঃ অব্যবস্থিত-পরিণামাদ্যনেক-ভেদবন্তঃ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐ সকল স্থাবরের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন—'উৎস্রোতসঃ', আহারার্থ ঊর্দ্ধে

সঞ্চরণশীল। 'তমঃপ্রায়াঃ'—তাহাদের সকলেরই অব্যক্ত চৈতন্য আছে। 'অন্তঃস্পর্শাঃ'—তাহাদের কেবল অন্তরে স্পর্শজ্ঞান রহিয়াছে, অর্থাৎ ছেদনকালে অন্তরে ব্যথা অনুভব করে। 'বিশেষিণঃ'—অব্যবস্থিত পরিণামাদি অনেক ভেদযুক্ত; (অর্থাৎ জাতিভেদে তাহাদের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে) ॥ ২০ ॥

মধ্ব—

স্থাস্নু ভির্নিয়মান্মুখ্যা-স্থিতের্গতিরবাপ্যতে।
প্রায়ঃ পরোপকর্ত্তৃত্বাৎ তে মুখ্যস্রোতসঃ স্মৃতাঃ ॥
নাধো নোর্দ্ধ্বং তিরশ্চাং তু পুনস্তত্রৈব যজ্জনিঃ।
যজ্ঞোপযোগং চ সতামুপকারং বিনাপি চ ॥
তির্য্যক্‌স্রোতস ইত্যেব প্রোচ্যন্তে জ্ঞানিভিস্ততঃ।
প্রায়োঽধোগমনং যস্মাৎ প্রযত্নেন বিনা ভবেৎ ॥
অর্ব্বাক্-স্রোতস ইত্যেব মানুষাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নিয়মাদূর্দ্ধগন্তারো দেবা মোক্ষৈকভাগিনঃ।
উর্দ্ধ্বস্রোতস ইত্যেব তস্মাৎ তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

ইতি ব্রাহ্মে।

তিরশ্চাং স্থাবরাণাং চ বুদ্ধিপূর্ব্বপ্রবর্ত্তনাম্।
অসুরাণাং রক্ষসাং বা পিশাচানাং তথৈব চ ॥
অর্ব্বাক্‌স্রোতস্ত্বমুদ্দিষ্টং নিয়মাদসুরাদিনাম্ ॥
মুখ্যস্রোতস ইত্যস্য অর্থ উৎস্রোতস ইতি।
উর্দ্ধ্ব ইত্যেব যস্তুচ্চতম এবাভিধীয়তে ॥
উর্দ্ধ্বস্রোতস এতস্মাদ্দেবা এব ন তৎপরে।
উচ্ছব্দ উচ্চমাত্রেঽপি তস্মাৎ স্থাস্নুষু ভণ্যতে ॥

ইতি চ।

তিরশ্চীনা স্থাবরাশ্চ অন্তঃস্পর্শা ইতীরিতাঃ।
যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং হৃজ্জজ্ঞানং হি শাস্ত্রতঃ ॥

ইতি পাদ্মে ॥ ২০ ॥

তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশদ্বিধো মতঃ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অষ্টমঃ তিরশ্চাং (তির্য্যক্-স্রোতসাং পশুপক্ষিনাং সর্গঃ, সঃ (সর্গঃ) অষ্টাবিংশদ্বিধঃ (অষ্টাবিংশতিভেদঃ) মতঃ (তে) অবিদঃ (শ্বস্তনাদি-জ্ঞানশূন্যাঃ) ভূরিতমসঃ (আহারাদিমাত্রনিষ্ঠাঃ) ঘ্রাণজ্ঞাঃ (ঘ্রাণেনৈব ইষ্টমর্থং জানন্তি যে তে) হৃদি অবেদিনঃ (দীর্ঘানুসন্ধানশূন্যাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তির্য্যগ্‌যোনিদিগের যে সৃষ্টি, তাহা অষ্টম, উহা অষ্টাবিংশতি প্রকার—তাহারা ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য এবং আহারাদি কার্য্যমাত্রে তৎপর, তাহারা কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অভিলষিত বস্তুজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তাহারা দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তিরশ্চাঃ তির্য্যক্‌স্রোতসাম্। অবিদঃ শ্বস্তনাদিজ্ঞানশূন্যাঃ। ভূরিতমসঃ আহারাদিমাত্রনিষ্ঠাঃ। ঘ্রাণজ্ঞাঃ ঘ্রাণেনৈবেষ্টমর্থং জানন্তি। হৃদি অবেদিনঃ দীর্ঘানুসন্ধানশূন্যাঃ অল্পপরামর্শাঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—অথেতরেষাং পশূনাং অশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকাবিতি; যদ্বা, ভূরিতমসো বহুরুষঃ ঘ্রাণেনৈব জানন্তি হৃদ্যং প্রতি স্বপ্রিয়ং বস্ত্বেব বিন্দন্তি ভোজনশয়নাদ্যর্থং গৃহ্নন্তি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তিরশ্চাঃ'—তির্য্যক্-স্রোতাঃ (অর্থাৎ পশু-পক্ষি, জলচর প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিদিগের সৃষ্টি অষ্টম)। 'অবিদঃ'—ইহারা ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য। 'ভূরিতমসঃ'—বহুল তমোগুণ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ কেবল আহারাদি কার্য্যেই তাহারা তৎপর। 'ঘ্রাণজ্ঞাঃ'—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে। 'হৃদি অবেদিনঃ'—(সুখ, দুঃখাদি) দীর্ঘ অনুসন্ধান-রহিত, অল্পমাত্রই চিন্তা করিতে পারে। সেইরূপ শ্রুতি-তেও উক্ত হইয়াছে—এই সকল পশুদিগের ভোজন ও পিপাসাতেই কেবল জ্ঞান রহিয়াছে, বিজ্ঞাত (অর্থাৎ অনুভূত) কিছু বলে না এবং দেখেও না, ভবিষ্যৎ কোন লোক বা অলোক (ইহলোক কিংবা পরলোক) কিছুই জানে না। অথবা—'ভূরিতমসঃ' বলিতে বহুল-রূপে ক্রোধশীল, কেবল ঘ্রাণের দ্বারাই জানে, 'হৃদ্য-বেদিনঃ'—হৃদ্য অর্থাৎ অভিলষিত স্বপ্রিয় বস্তুই ভোজন ও শয়নের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

মধ্ব—যদপ্রযত্নাদ্ধৃদয়ঙ্গমং তদেব জানন্তি নো শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যর্থঃ।

অষ্টাবিংশদ্বিশেষেণ যজ্ঞেষূপকৃতঃ যতঃ।
তিরশ্চাং তাবদেতস্মাদ্ গণ্যতে শাস্ত্রবেদিভিঃ ॥২১

গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম ॥ ২২ ॥

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা ।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্ ॥ ২৩॥
শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥২৪॥
কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লকবর্হিণঃ ।
হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম, গৌঃ অজঃ মহিষঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণসারঃ) শূকরঃ গবয়ঃ (গোসদৃশঃ পশুঃ) রুরুঃ (মৃগবিশেষঃ) অবিঃ (মেষঃ) উষ্ট্রঃ চ—ইমে (নব) পশবঃ দ্বিশফাঃ (দ্বিখুরাঃ) ; তথা খরঃ (গর্দ্দভঃ) অশ্বঃ অশ্বতরঃ (গর্দ্দভজাতিবিশেষঃ) গৌরঃ (তজ্জাতীয়মৃগবিশেষঃ) শরভঃ চমরী চ—এতে (ষট্) চ একশফাঃ (হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর), পঞ্চনখান্ (শ্বাদীন্ গোধান্তান্ দ্বাদশ) পশূন্ শৃণু (মত্তঃ জানীহি)—শ্বা (কুক্কুরঃ) শৃগালঃ বৃকঃ ব্যাঘ্রঃ মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ (শশঃ শল্লকঃ চ) সিংহঃ কপিঃ গজঃ কূর্ম্মঃ গোধা চ (ইতি স্থলচরাঃ সপ্তবিংশতিঃ) । (তথা) মকরাদয়ঃ (জলচরাঃ), কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লকবর্হিণঃ হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ (স্ব-স্ব-নাম্না প্রসিদ্ধাঃ জীবাঃ খগাঃ (অন্যে চ খেচরাঃ—এতান্ মকরাদীন্ জীবান্ একবিধত্বেন জানীহি) ॥ ২২-২৫ ॥

অনুবাদ—হে সাধুগণশ্রেষ্ঠ বিদুর, গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণসারমৃগ, শূকর, গবয়, রুরু (মৃগবিশেষ), মেষ ও উষ্ট্র—এই নয়প্রকার পশু দ্বিখুর ; গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গৌর (মৃগবিশেষ), শরভ এবং চমরী—এই ছয় প্রকার পশু একখুর ; আর যে সকল পঞ্চ পঞ্চনখ তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর —কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, সজারু, সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং গোসাপ—এই দ্বাদশ প্রকার জন্তু এই সপ্তবিংশতি স্থলচর। মকরাদি কতকগুলি জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক ও পেচকাদি আকাশচারী মকরাদি হইতে পেচকাদি পর্য্যন্ত সকলকে একবিধ গণনায় অষ্টাবিংশ প্রকার তির্য্যক্ সৃষ্টি ॥ ২২-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—গবাদয় উষ্ট্রান্তা দ্বিশফা দ্বিখুরা নব; অবির্মেষঃ খরাদয়শ্চমর্য্যন্তা একশফাঃ ষট্; শ্বাদয়ো গোধান্তাঃ পঞ্চনখা দ্বাদশ; এবমেতে স্থলচরাঃ সপ্তবিংশতিঃ। মকরাদয়ো জলচরাঃ; কঙ্কাদয়ঃ স্থলচরাঃ; হংসাদয়ঃ পুনর্জলচরাঃ; কাকাদয়ঃ পুনঃ স্থলচরা ইতি। এতে মকরাদয় একবিধত্বেনৈব ব্যপদিষ্টাঃ। তদেবমষ্টাবিংশতিভেদা গবাদয়স্তেষু রুরুকৃষ্ণগৌরা মৃগবিশেষাঃ। অন্যেষামপি তির্য্যক্-প্রাণিনাং যথাযথমেতেষ্বন্তর্ভাবঃ ॥ ২২-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গবাদি উষ্ট্র পর্য্যন্ত দ্বিশফ, অর্থাৎ এই নয় প্রকার পশুর পদে দুইটি করিয়া খুর আছে।'অবিঃ'—বলিতে মেষ। খর (গর্দ্দভ) হইতে চমরী পর্য্যন্ত ছয়টি পশু এক-শফ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ ইহাদের পদে একখানি খুর আছে। শ্বা (কুকুর) হইতে গোধা (গোসাপ) পর্য্যন্ত দ্বাদশ প্রকার জন্তু পঞ্চ-নখ (অর্থাৎ ইহাদের পাঁচটি নখ আছে)। এই সকল সপ্তবিংশতি জন্তু স্থলচর। মকরাদি জন্তু জলচর। কঙ্ক (কাঁকপক্ষী, বাঙ্গালায় ইহার নাম হাড়গেলা-পক্ষী) প্রভৃতি স্থলচর, আর হংস প্রভৃতি জলচর (ও স্থলচর), কাক প্রভৃতি স্থলচর (ও খেচর)। এই সকল মকরাদি একবিধরূপে গণনা করা হইয়াছে। এই সকল গবাদি অষ্টাবিংশতি প্রকার তির্য্যক্ সৃষ্টি। তন্মধ্যে রুরু, কৃষ্ণ ও গৌর—ইহারা মৃগবিশেষ (অর্থাৎ এক শ্রেণীর মৃগের নাম)। এইরূপে অন্যান্য তির্য্যক্ প্রাণিগণের যথাযোগ্য ইহাদের মধ্যে গণনা করিতে হইবে ॥ ২২-২৫ ॥

মধ্ব—

গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণং শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
অব্যুষ্ট্রৌ চ খরাশ্বৌ চ তথৈবাশ্বতরোপরঃ ॥
গৌরশ্চ শরভশ্চৈব চমরী শ্বশৃগালকৌ।
বৃকো ব্যাঘ্রশ্চ মার্জ্জারো হরিশ্চ শশশল্লকৌ ॥
কপির্গজশ্চ গোধাদ্যা জলজাঃ পক্ষিণস্তথা ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। কূর্ম্মো জলজত্বেনাষ্টাবিংশস্ত্বন্তর্ভূতোঽপি পঞ্চনখত্বপ্রদর্শনার্থং পৃথগুক্তঃ।

তত্তদাকারসংযুক্তান্ সৃজ্যান্ স্রষ্টারমেব চ।
যঃ সদা সংস্মরেদ্ যোগী ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥

ইতি স্কান্দবচনাৎ প্রসিদ্ধানামপি দ্বিশফাদীনাং স্মরণবিধানার্থমুক্তিঃ।

উচ্যতে সুপ্রসিদ্ধং চ স্মরণার্থং চ কুত্রচিৎ।
অপ্রসিদ্ধজ্ঞাপনার্থং দ্বিধা শাস্ত্রবচঃ স্মৃতম্ ॥

ইতি ষাড়্গুণ্যে।

বল্লুরো নৃত্যপক্ষী চ সললুকশ্চ কথ্যত ইত্যভিধানে।
অষ্টাবিংশৎ প্রধানাস্ত তিরশ্চাং যাস্ত জাতয়ঃ।
যো যস্য সদৃশস্তন্যঃ তন্তান্তর্গতো ভবেৎ॥
জলজান্তর্গতাঃ সর্পাঃ কীটাদ্যা যাশ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং জলপ্রধানত্বাচ্ছরীরস্য তু সর্ব্বশঃ॥
ইতি সত্যসংহিতায়াম্॥ ২২-২৫॥

অর্ব্বাক্স্রোতস্ত নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম।
রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরাদুঃখে চ সুখমানিনঃ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর), নবমঃ অর্ব্বাক্-স্রোতঃ (অধঃ আহারসঞ্চারঃ যস্য সঃ) নৃণাং এক-বিধঃ (সর্গঃ)। রজোঽধিকাঃ (রজঃ অধিকং যেষু তে) কর্ম্মপরাঃ (কর্ম্মাসক্তাঃ নরাঃ) দুঃখে চ (দুঃখ-জনকে কর্ম্মণি অপি) সুখমানিনঃ (তত্র সুখমস্তি ইতি ধারণাযুক্তাঃ ভবন্তি)॥ ২৬॥

অনুবাদ—অধোভাগে আহারার্থ সঞ্চরণশীল মনুষ্যগণের যে সৃষ্টি, তাহা নবম, তাহা এক প্রকার; মনুষ্যগণে রজোগুণই অধিক, এইজন্য ইহারা কর্ম্ম-তৎপর এবং দুঃখকর বিষয়কেও সুখকর মনে করিয়া থাকে॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ—অর্ব্বাগধ আহারসঞ্চারো যস্য সোঽ-র্ব্বাক্-স্রোতঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। নৃণাং লক্ষণং—রজ ইত্যাদি॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্ব্বাক্স্রোতঃ'—অর্ব্বাক্ অর্থাৎ অধোভাগে আহারার্থে সঞ্চরণশীল (মনুষ্য-গণের সৃষ্টি নবম)। এখানে 'অর্ব্বাক্শ্রোতাঃ'—এই দীর্ঘ-স্থলে 'স্রোতঃ'—এই হ্রস্বত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। মনুষ্য-দিগের লক্ষণ বলিতেছেন—'রজঃ' ইতি, (অর্থাৎ মনুষ্যগণে রজোগুণই অধিক, এইজন্য ইহারা কার্য্যে তৎপর এবং দুঃখেও সুখ অনুভব করে)॥ ২৬॥

মধ্ব—

রজোনিষ্ঠা তমোনিষ্ঠা দ্বেধার্বাক্স্রোতসঃ স্মৃতাঃ।
অসুরাদ্যাস্তমোনিষ্ঠা মানুষাস্ত রজোঽধিকাঃ॥
ইতি ব্যোমসংহিতায়াম্॥ ২৬॥

বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম।
বৈকারিকস্ত যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম, এতে ত্রয়ঃ বৈকৃতাঃ (সর্গাঃ) এব; (দশমঃ) দেবসর্গঃ চ (বৈকৃতঃ)। যঃ (প্রাকৃতেষু পূর্ব্বমেব) প্রোক্তঃ (সঃ) তু বৈকা-রিকঃ (দেবসর্গঃ প্রাকৃতঃ তদন্যঃ বৈকৃতঃ), কৌমারঃ (সনৎকুমারাদীনাং সর্গঃ) তু উভয়াত্মকঃ (প্রাকৃতঃ বৈকৃতঃ চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্যঃ)॥ ২৭॥

অনুবাদ—হে সত্তম, এই যে (সপ্তম, অষ্টম নবম) ত্রিবিধ সৃষ্টির বিষয় বলা হইল, তাহা বৈকৃতই। আর বৈকারিক দেবসৃষ্টির বিষয় যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত সৃষ্টি, তদ্ভিন্ন দেবসৃষ্টি বৈকৃত। কিন্তু সনৎকুমারাদির সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত—উভয়াত্মক (যেহেতু তাঁহাদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব, উভয়ই বর্ত্তমান)॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—এতে ত্রয়ো বৈকৃতা এব। দেবসর্গশ্চ বৈকৃতঃ। প্রাকৃতশ্চ ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্ত বৈকা-রিকঃ বৈকারিকাহঙ্কারভবানাং দেবানাং সর্গঃ প্রাকৃ-তেষু প্রোক্তঃ, পুনস্তেষামেব ব্রহ্মসৃষ্টত্বাদ্বৈকৃতশ্চ। তথা কৌমারঃ সনৎকুমারঃ সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্ত উভ-য়াত্মক ইতি তেষাং ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততো-ঽসৃজদিত্যগ্রিমোক্তের্ভগবদ্ধ্যানজন্যত্বেন ভগবজ্জন্যত্বাৎ ব্রহ্মজন্যত্বাচ্চ প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চেত্যর্থঃ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতে ত্রয়ঃ'—এই তিনটী (অর্থাৎ সপ্তম, অষ্টম ও নবম এই ত্রিবিধ) সৃষ্টি বৈকৃ-তই। দেবসৃষ্টিও বৈকৃত। এবং প্রাকৃত কে? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যস্ত বৈকারিকঃ'—বৈকা-রিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন দেবগণের যে সৃষ্টি পূর্ব্বে প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে উক্ত হইয়াছে, তাহারাই আবার ব্রহ্মার সৃষ্ট বলিয়া বৈকৃতও। সেইরূপ 'কৌমারঃ'—সনৎকুমারাদির সৃষ্টি উভয়াত্মক। তাঁহাদিগের বিষয় পরবর্ত্তী দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে—"ব্রহ্মা ভগবানের ধ্যান করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্রভূত মনে অন্যান্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারি জন মুনির সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ হই-লেন।" এই উক্তিবশতঃ ভগবানের ধ্যানজন্যত্ব-হেতু ভগবজ্জন্যত্ব (ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট) এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট বলিয়া তাঁহারা প্রাকৃত এবং বৈকৃত—এই অর্থ॥ ২৭॥

মধ্ব—দুঃখে চ সুখমানিনো সুরাঃ, সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সাপার্থতামসীতি বচনাৎ। সুখে সুখৈকভাবাস্তু দেবা নৈবং তু দানবা ইতি ষাড়্গুণ্যে।

কুমারস্তীতি কৌমারো দেবানামন্তজোদ্ভবঃ।
বৈকারিকাণাং জননাৎ প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ সঃ॥
বৈকারিকেষ্বেবান্যেষামীষদ্ভোগিত্বহেতুতঃ।
উভয়াত্মকত্বেনৈব প্রোচ্যন্তেঽষ্টগণা অপি॥

ইতি চ। দেবসর্গশ্চেতি চ-কারার্থ উভয়াত্মকঃ, বৈকারিকস্তু দেবসর্গঃ প্রাকৃত্বেনোক্তঃ ॥ ২৭ ॥

দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ।
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্কৃতাঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(বৈকৃতঃ) দেবসর্গঃ চ অষ্টবিধঃ,—(১) বিবুধাঃ, (২) পিতরঃ, (৩) অসুরাঃ, (৪) গন্ধর্ব্বাপ্সরঃসঃ, (৫) সিদ্ধাঃ চারণাঃ বিদ্যাধ্রাঃ (৬) যক্ষরক্ষাংসি (৭) ভূতপ্রেতপিশাচাঃ, চ (৮) কিন্নরাদয়ঃ। (হে) বিদুর, এতে দশ বিশ্বসৃক্-কৃতাঃ (ব্রহ্মণা রচিতাঃ) সর্গাঃ তে (তুভ্যম্) আখ্যাতাঃ (কথিতাঃ)॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, বৈকারিক দেবসৃষ্টিও আটপ্রকার, যথা—দেব, পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কিন্নর, কিংপুরুষ ইত্যাদি। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা অগ্রে যে দশপ্রকার সৃষ্টি করেন, তাহা কথিত হইল ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বৈকৃতস্তু দেবসর্গোঽষ্টভেদঃ তত্র বিবুধাদয়স্ত্রয়ো ভেদাঃ গন্ধর্বাপ্সরস একঃ যক্ষরক্ষাংস্যেকঃ ভূতপ্রেতপিশাচা একঃ সিদ্ধচারণবিদ্যাধরা একঃ কিন্নরাদয় এক ইত্যষ্টৌ ভেদাঃ। আদিশব্দাৎ কিংপুরুষাদয়ঃ। বিশ্বসৃক্ পরমেশ্বরো ব্রহ্মা চ॥ ২৮-২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু বৈকৃত দেবসৃষ্টিও আট প্রকার। তন্মধ্যে দেবাদির (অর্থাৎ দেব, পিতৃ ও অসুর) তিনটি ভেদ। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের একটি, যক্ষ ও রাক্ষসগণের একটি, ভূত, প্রেত ও পিশাচ একটি, সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর একটি এবং কিন্নর প্রভৃতি একটি—এই আটটি ভেদ। 'কিন্নরাদি'—এই আদি পদের দ্বারা কিংপুরুষগণকেও বুঝিতে হইবে। 'বিশ্বসৃক্-কৃতাঃ'—বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত (সৃষ্টির কথা তোমাকে বলা হইল) ॥ ২৮-২৯ ॥

মধ্ব—

প্রোক্তা অষ্টবিধা দেবা বিবুধাঃ সর্ব্ব এব তু।
পিতৃণাং শতমেবাত্র অসুরাস্ত্রিংশদেব চ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং চৈব দ্বিশতং পরিকীর্ত্তিতম্।
সপ্ততির্যক্ষরক্ষঃসু ত্রিংশচ্চারণ-জাতিষু॥
শতং সিদ্ধাস্তথান্যাসু সপ্ততিঃ সর্ব্বজাতিষু।
ঊর্দ্ধস্রোতস এতে বৈ অন্যেঽর্ব্বাক্‌স্রোতঃ স্মৃতাঃ॥
বৈকারিকেষু দেবেষু এতে বৈ মুখ্যভোগিনঃ।
অভোগিনস্তদন্যে তু দেবা এতে ততঃ স্মৃতাঃ॥
সর্ব্বজ্ঞাস্তে সহারাধ্যা ভক্তাস্তেষ্বন্তরেব চ।
নৃত্যগানাদি-কর্ত্তারো বাহনাদি-কৃতস্তথা॥
সিদ্ধসিদ্ধেতিবক্তারো চারাশ্চৈষাং কৃচিৎ কৃচিৎ।
সেবাকরা ইতি হ্যেতৈর্ভেদৈরষ্টবিধা মতাঃ॥
অন্যে চ যে তু সর্ব্বজ্ঞা বিবুধাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথান্যে কর্ম্মভিস্তৈস্তৈরষ্টভেদান্তরং গতাঃ॥

ইতি তত্ত্ববিবেকে।

যদি দেবাদয়ো দোষাজ্জায়েরন্মানুষাদিষু।
তথাপি দেবা বিজ্ঞেয়াসুরাদ্যাস্তু তথাধ্রুবম্॥

ইতি চ॥ ২৮-২৯ ॥

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ পরং বংশান্ মন্বন্তরাণি চ প্রবক্ষ্যামি, এবং (এবম্প্রকারেণ) হরিঃ রজঃপ্লুতঃ (রজোগুণাবতারঃ) আত্মভূঃ (স্বয়ম্ভূঃ) স্রষ্টা (ব্রহ্মা ভূত্বা) কল্পাদিষু (ভিন্নেষু কল্পেষু) অমোঘলীলঃ (অব্যর্থকর্ম্মা) আত্মা (স্বয়মেব) আত্মনা (নিজশক্ত্যা) আত্মানং সৃজতি (প্রকটয়তি)॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বংশ ও মন্বন্তরসমূহ বলিব। হরিই অব্যর্থসঙ্কল্প রজোগুণাশ্রিত সৃষ্টিকর্ত্তা আত্মভূ

ব্রহ্মা হইয়া নিজেই নিজশক্তিদ্বারা নিজকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হরিরেবাত্মভূঃ সন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মভূ-র্হরিঃ'—হরিই ব্রহ্মা হইয়া, এই অন্বয় ॥ ৩০-৩২ ॥

শ্রীমধ্ব—

গুণাপ্লুতো হরির্নিত্যং গুণানাং মধ্যগো যতঃ।
অনহংবেদনাৎ তস্য গুণাসংস্পর্শ এব চ ॥

ইতি চ।

সৃষ্ট্বা দেবাদি দেহান্ স আত্মানং বহুধাকরোৎ।
তন্নিয়ন্তৃতয়াত্মানং প্রকৃতিং দেহভেদতঃ ॥

ইতি নারদীয়ে।

কর্ত্তা চ করণং চৈব কর্ম্ম চৈব স্বয়ং হরিঃ।
আত্মানো বহুধা ভাবে প্রকৃতেস্তু স্বতন্ত্রতা ॥

ইত্যাগ্নেয়ে ॥ ৩০ ॥

গুণব্যত্যয় এতস্মিন্ মায়াবিত্বাদধীশিতুঃ।
ন পৌর্ব্বাপর্য্যমিচ্ছন্তি সৃষ্টে নদ্যাং যথা ভ্রমে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—নদ্যাং ভ্রমে (আবর্ত্তবুদ্বুদাদৌ সৃষ্টে) যথা (যথা নদ্যাং ভ্রমতঃ আবর্ত্তবুদ্বুদাদেঃ যুগপৎ এব উৎপত্তিঃ তথা) অধীশিতুঃ (অধীশস্য স্রষ্টুঃ পরমাত্মনঃ) মায়াবিত্বাৎ (আশ্চর্য্যশক্ত্যুপেতত্বাৎ) গুণব্যত্যয়ে (গুণ-ব্যতিকরাত্মকে) এতস্মিন্ (অস্তে) পৌর্ব্বাপর্য্যং (পূর্ব্বাপরীভাবং) ন ইচ্ছন্তি (বিপশ্চিতঃ ইতি শেষঃ, সৃষ্টে মহদাদিতত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিঃ যুগপৎ এব ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—নদীতে আবর্ত্তবুদ্বুদাদি যেমন যুগপৎ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মায়ী ও আশ্চর্য্যশক্তি-যুক্ত বলিয়া গুণপরিবর্ত্তনাত্মক এই সৃষ্টিতে পণ্ডিতগণ পূর্ব্বা-পরভাব ইচ্ছা করেন না ॥ ৩১ ॥

দেবাসুরাদয়ো নামরূপাভ্যাং যে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
অস্মিন্ কল্পে ত এবাসন্ ক্ষত্তর্ম্মন্বন্তরান্তরে ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে তত্ত্বাদ্যুৎপত্তিক্রমো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর), নামরূপাভ্যাম্ (ইন্দ্রাদিনাম্না সহস্রাক্ষশুক্লাদিরূপেণ চ) অস্মিন্ কল্পে (ইদানীং) যে দেবাসুরাদয়ঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ, তে এব মন্বন্তরান্তরে (অন্যস্মিন্ কল্পে) আসন্ (নামান্তর-রূপান্তরাভ্যাম্ উপলক্ষিতাঃ অসৃজ্যন্ত, ন তু অন্যে সৃষ্টাঃ) ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে বিদুর, (ইন্দ্রাদি সহস্রাক্ষ প্রভৃতি) নামরূপভেদে এই কল্পে যে সকল দেবাসুর প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারাই অন্য মন্বন্তরে (কল্পে) (অন্য নাম-রূপভেদে) ছিলেন (নূতন নূতন জীব সৃষ্ট হন নাই) ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রী-ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১০ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

একাদশাধ্যায়ে পরমাণু প্রভৃতির লক্ষণসমূহদ্বারা কাল-নিরূপণ এবং যুগ-মন্বন্তরাদি হইতে কল্পমানাদি ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

মৈত্রেয় মুনি বিদুরকে বলিতে লাগিলেন—যাহা পৃথিব্যাদি অংশের চরম, যাহা অন্যের সহিত অসংযুক্ত, কার্য্য ও সমুদায়াবস্থা আর গমনেও যাহা বিদ্যমান, তাহাই 'পরমাণু'। এই সকল পরমাণু দ্বারাই প্রাকৃত মনুষ্যের দেহাত্মবুদ্ধির উদয় হয়। পরমানুগণ যাহার চরমাংশ, তাহার স্বরূপাবস্থিতিরূপ ঐক্যই 'পরম মহৎ'। পরমাণুর অবস্থা-ব্যাপ্তিদ্বারা যেরূপ পদার্থের স্থূল, সূক্ষ্ম, ও মধ্যাবস্থা অনুমিত হয়, কালও তদ্রূপই অনুমিত হইয়া থাকে। কাল হরির শক্তি, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত-পদার্থের পরিচ্ছেদক ও উৎপত্ত্যাদি-কার্য্যে দক্ষ। কালের পরিমাণ দুই প্রকার—পরমাণু-কাল ও সংবৎসরাত্মক স্থূল কাল। শেষোক্ত কাল-দ্বারাই যুগ-মন্বন্তরাদিক্রমে দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভেদ হয়। অতঃপর কালবিভাগ বলিতে লাগিলেন—দুই পরমাণুতে এক 'অণু', তিন অণুতে এক 'ত্রসরেণু'—ইহা সূর্য্যরশ্মি-যোগে গবাক্ষদ্বারে প্রত্যক্ষ হয়। তিন ত্রসরেণুর ভোগ্য-কাল 'ত্রুটি', শত ত্রুটি-পরিমিত-কাল 'বেধ', তিন বেধে এক 'লব', তিন লব-পরিমিত কালে এক 'নিমেষ', তিন নিমেষে এক 'ক্ষণ,' পাঁচ ক্ষণে এক 'কাষ্ঠা', পনর কাষ্ঠায় এক 'লঘু', পনর লঘুতে এক 'নাড়িকা', দুই নাড়িকায় এক 'মুহূর্ত্ত', ছয় বা সাত নাড়িকায় এক 'প্রহর', —ইহাই মনুষ্যের দিন বা রাত্রির চতুর্থাংশ পনর অহোরাত্রে এক 'পক্ষ' —উহা শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ। উক্ত দুইপক্ষে এক 'মাস' বা পিতৃলোকের দিবারাত্র। দুইমাসে এক 'ঋতু', ছয় মাসে এক 'অয়ন'—উহা দক্ষিণ ও উত্তর-ভেদে দ্বিবিধ। দুই অয়নে দেবতাগণের এক অহোরাত্র বা মনুষ্যের এক বৎসর; ঐরূপ শত সম্বৎসর মনুষ্যের পরমায়ু। সম্বৎসর পাঁচ প্রকার—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এবং ইহাদের পরিমাণ দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়। মনুষ্য পরিমাণে ১৭২৮০০০ বৎসরে সত্য, ১২৯৬০০০ বৎসরে ত্রেতা, ৮৬৪০০০ বৎসরে দ্বাপর, ৪৩২০০০ বৎসরে কলি যুগ। যুগের অগ্রে ও অন্তে সন্ধ্যাংশ। মনুষ্যের চতুঃষষ্টি কোট্যধিক অষ্টপদ্মপরিমিত বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি এক এক মনুর ভোগ-কাল মনুষ্য-পরিমাণের ৩০৬৭২০০০০ বৎসর। এইরূপে মৈত্রেয় ঋষি ব্রাহ্ম-কল্প ও ব্রাহ্মকল্পাবির্ভূত 'শব্দব্রহ্ম' নামক ব্রহ্মা, এবং পাদ্মকল্প, বরাহকল্প প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত যখন ক্ষীণ হয়, তখন মনুষ্যগণের আর কি কথা? মনুষ্যগণ যৎকিঞ্চিন্মাত্র আয়ু পাইয়া কোন্ সাহসে ভগবৎ-সেবাবিমুখ হয়? যে সকল ব্যক্তি দেহগেহাদ্যভিমানী তাহাদের উপরই কালশক্তির আধিপত্য। যাঁহাতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট

থাকিয়া পরমাণুতুল্য লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ 'ব্রহ্ম' বলেন, সেই ব্রহ্মই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর ধাম অর্থাৎ অঙ্গকান্তি।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—সদ্বিশেষাণাং (সতঃ কার্য্যস্য বিশেষাণাম্ অংশানাং) চরমঃ (যঃ অন্ত্যঃ যস্য অংশঃ নাস্তি সঃ) সদা (নিত্যম্) অনেকঃ (কার্য্যাবস্থামপ্রাপ্তঃ) অসংযুতঃ (সমুদায়াবস্থাং চ অপ্রাপ্তঃ) সঃ পরমাণুঃ বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্যঃ) যতঃ (যেভ্যঃ সমুদিতেভ্যঃ পরমাণুভ্যঃ) নৃণাং (ব্যবহর্ত্তৃণাম্) ঐক্যভ্রমঃ (অবয়বি-বুদ্ধিঃ ভবতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় মুনি কহিলেন, কার্য্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের চরম অর্থাৎ যাহার আর অংশ সম্ভব হয় না, অনেক অর্থাৎ কার্য্যাবস্থাও প্রাপ্ত হয় না, এবং যাহা অন্যের সহিত অমিলিত বা সমুদায়াবস্থা অপ্রাপ্ত অতএব কার্য্য ও সমুদায়াবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাই পরমাণু বলিয়া বিদিত। এই সকল একত্রীকৃত পরমাণু হইতেই মনুষ্যগণের পরমাণু-সমষ্টিরূপ জীবদেহে দেহি-বুদ্ধির উদয় হয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একাদশে পুনঃ কালো বিশেষেণাপি লক্ষ্যতে।
মাসবর্ষযুগাদীনাং প্রমাণং জ্ঞায়তে যতঃ ॥

প্রথমমাত্যন্তিকং সূক্ষ্মকালং স্বরূপতো লক্ষয়িতুমশক্নুবং স্তৎপরিচ্ছেদ্যং বস্তু লক্ষয়তি। সতঃ কার্য্যস্য পৃথিব্যাদের্বিশেষাণামংশানাং যশ্চরমঃ যস্যাংশো ন সম্ভবতি। ননু চরম ইত্যেকবচনাৎ স কিমেক এব ন কিন্তনেকঃ। অত্র সূক্ষ্মকালজ্ঞানার্থং তেষাং বহুত্বেঽপি একস্যৈবোপযোগিতেত্যেকবচনপ্রয়োগঃ। ননু তর্হি স স্বৈর্মিলিতোঽমিলিতো বা অত্রোপাদীয়ত ইত্যত আহ—অসংযুতঃ পরমাণুর্বিজ্ঞেয় এব ন তু দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। ননু তর্হি তস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং তত্রাহ—যতঃ যেভ্যঃ সমুদিতেভ্যঃ নৃণামৈক্যমিতি ভ্রমো ভবতি। সূর্য্যরশ্মিযুক্তে গবাক্ষরন্ধ্রে যে ভ্রমন্তোঽতিসূক্ষ্মাঃ পার্থিবকণা দৃশ্যন্তে তেষ্বয়মেকোঽয়মেকোঽতিসূক্ষ্ম এব কণ ইতি বুদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্য ষষ্ঠোঽংশ এব পরমাণুঃ স ত্বদৃশ্য এবেত্যর্থঃ। নৃণামিত্যুক্ত্যা ত্রসরেণুপ্রমাণদেহানাং কীটবিশেষাণাং কেষাঞ্চিৎ কোঽপি দৃশ্য এবেতি ব্যজ্যতে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে পুনরায় বিশেষরূপে কাল নিরূপিত হইতেছে, যাহার দ্বারা মাস, বর্ষ ও যুগাদির পরিমাণ অবগত হওয়া যায় ॥

প্রথমতঃ আত্যন্তিক সূক্ষ্ম কালকে স্বরূপতঃ দেখান অসম্ভব বলিয়া তাহার পরিচ্ছেদ্য বস্তুকে দেখাইতেছেন—'সদ্বিশেষাণাম্'—সৎ বলিতে কার্য্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি, তাহার বিশেষ অর্থাৎ অংশসমূহের যাহা চরম অংশ (শেষ পরিণতি), অর্থাৎ যাহার আর অংশ হইতে পারে না। দেখুন—'চরমঃ', এই একবচন প্রয়োগে তাহা কি একটিই? তাহাতে বলিতেছেন—না, কিন্তু অনেক (অর্থাৎ যাহা কার্য্যাবস্থায় থাকে না)। এখানে সূক্ষ্ম কাল বুঝাইবার জন্য তাহাদের বহুত্ব হইলেও একটি মাত্রেরই উপযোগিতা, এই হেতু এক বচনের প্রয়োগ। দেখুন—তাহা হইলে সেই চরম অংশ নিজ অন্য অংশের সহিত মিলিত, অথবা অমিলিত এখানে গৃহীত হইয়াছে? তাহাতে বলিতেছেন—'অসংযুতঃ', অমিলিত (যাহা অন্যের সহিত অসংযুক্ত, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থায় থাকে, এইহেতু সর্ব্বদা বর্ত্তমান, অর্থাৎ কার্য্য ও মিলিতাবস্থায় না থাকিলেও যাহা বিদ্যমান থাকে), তাহাই পরমাণু বলিয়া জানিতে হইবে। এখানে বিজ্ঞেয়ই, কিন্তু তাহা দৃশ্য নহে—এই অর্থ। দেখুন—তাহা হইলে তাহার (সেই পরমাণুর) অস্তিত্বে কি প্রমাণ? তাহাতে বলিতেছেন—'যতঃ', যাহা হইতে অর্থাৎ এই একত্রীকৃত পরমাণু-সমষ্টি হইতেই মানবের ঐক্যভ্রম (অর্থাৎ এই বিশ্ব একটি অবয়বী, এইরূপ জ্ঞান) হইয়া থাকে। যেমন, সূর্য্যরশ্মিযুক্ত গবাক্ষরন্ধ্রে যে সকল অতিসূক্ষ্ম পার্থিবকণা যাতায়াত করিতে দেখা যায়, তন্মধ্যে এই একটি, এই একটি অতিসূক্ষ্ম কণা, এইরূপ বুদ্ধি হয়—এই অর্থ। তাহার ষষ্ঠ অংশই পরমাণু, কিন্তু উহা অদৃশ্যই, এই অর্থ। 'নৃণাম্'—মনুষ্যগণের, ইহা বলায়—ত্রসরেণু-পরিমাণ দেহবিশিষ্ট কতকগুলি কীটবিশেষের মধ্যে কোনটি দৃশ্য হয়—ইহা ব্যঞ্জিত হইতেছে ॥ ১ ॥

মধ্ব—কালপরিমাণং দর্শয়িতুং দ্রব্যপরিমাণং দৃষ্টান্তত্বেন দর্শয়তি।

মনুষ্যাদেব লোকোঽপি বিশেষেণৈব দর্শনে।
অংশাংশত্ববিশেষং তু যস্য দ্রষ্টুং ন শক্নুয়ুঃ ॥
চরমো বিশেষ ইতি মুনয়ো ব্রুয়ুরঞ্জসা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কণাদাদ্যা নিরংশিনম্ ॥
অনন্তাংশযুতত্বেঽপি যং ব্রুয়ুর্ভ্রান্তিদর্শনাৎ।
ততোঽপি পরমাণুত্বং তদংশানাং তু যদ্যপি ॥
অনন্তত্বাদ্বিবেকার্থমস্যোক্তা পরমাণুতা।
ইতি তত্ত্ববিবেকে। অনেকাংশৈরাসমন্তাদ্ যুঃ ॥ ১ ॥

সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরম-মহানবিশেষো নিরন্তরঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(যস্য চরমঃ অংশঃ পরমাণুঃ তস্য) সতঃ (কার্য্যমাত্রস্য) এব স্বরূপাবস্থিতস্য (পরিণামান্তরম্ অপ্রাপ্তস্য) পদার্থস্য যৎ কৈবল্যং (ঐক্যং সঃ) অবিশেষঃ (বিশেষবিবক্ষারহিতঃ) নিরন্তরঃ (ভেদবিবক্ষারহিতঃ চ সর্ব্বঃ অপি প্রপঞ্চঃ) পরম-মহান্ (ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যাহার চরমাংশ পরমাণু, তাহারই অবস্থান্তর প্রাপ্তি না হইয়া স্বরূপে অবস্থান হইলে তাহার যে ঐক্য, তাহার নাম পরমমহৎ; তাহা বিশেষভেদবিবক্ষারহিত; এইজন্য সমগ্র প্রপঞ্চই 'পরম-মহৎ' শব্দবাচ্য ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্যন্তিকং সূক্ষ্মমুক্ত্বা আত্যন্তিকং স্থূলমপ্যাহ—যস্য চরমোঽংশঃ পরমাণুস্তস্যৈব সতঃ কার্য্যমাত্রস্য স্বরূপাবস্থিতস্য প্রলয়পরিণাম-প্রাগ্ভূতস্য যৎ কৈবল্যমৈক্যং স পরমমহান্ পুংস্ত্বন্তু পরমাণুপ্রতিযোগিত্বাৎ। ননু নানাবিশেষবান্ পরস্পরং ভিন্নশ্চ সর্ব্বঃ পদার্থঃ কথমৈক্যং তস্য, তত্রাহ—অবিশেষঃ বিশেষবিবক্ষা-রহিতঃ নিরন্তর-ভেদবিবক্ষারহিতশ্চ। সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চঃ পরমমহানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্যন্তিক সূক্ষ্ম বর্ণনাপূর্ব্বক আত্যন্তিক স্থূলও বলিতেছেন—যাহার চরম অংশ পরমাণু, 'সতঃ'—সেই কার্য্যমাত্র পদার্থের যাহা 'স্বরূপাবস্থিতস্য'—প্রলয় পরিণামের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা, অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া, 'যৎ কৈবল্যং'—যাহা একত্ব-স্বরূপে অবস্থিত, তাহার নাম পরম মহৎ। এখানে 'পরম-মহান্'—ইহা পরমাণুর প্রতিযোগী বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে। যদি বলেন—কার্য্যে নানা বৈলক্ষণ্য এবং পরস্পর ভেদ আছে, কিরূপে সমস্ত পদার্থ ঐক্য হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অবিশেষঃ'—বিশেষ বিবক্ষারহিত এবং 'নিরন্তরঃ'—ভেদ-বিবক্ষারহিত (অর্থাৎ তাহাতে বিশেষ বিবক্ষা বা ভেদ-বিবক্ষা নাই); এই হেতু সমস্ত প্রপঞ্চই (বিশ্বই) পরম মহান্—এই অর্থ ॥ ২ ॥

মধ্ব—কালতো দেশতো গুণতশ্চ পরম-মহত্ত্বম্। সতঃ পরব্রহ্মণ এব। সচ্ছব্দোঽন্যত্রাপ্যুপচারতো ভবতীত্যতঃ পদার্থস্যেতি। সৎপদস্য যো মুখ্যাভিধেয়স্তস্য।

মুখ্যাভিধেয়স্ত্বর্থঃ স্যাদ্বাচ্যমন্যচ্চ ভণ্যতে।
অমুখ্যেষ্বর্থশব্দস্তু নীচো পরিহিতো ভবেৎ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে। যদ্যেব সমঃ প্লুষিণেত্যাদিনান্যত্রস্থিতস্য তৎপরিমাণত্বমপ্যস্তীত্যতঃ স্বরূপাবস্থিতস্যেতি। জগদাবরকস্বরূপস্য ততঃ কিঞ্চিন্মহত্ত্বমিত্বমিত্যতঃ কৈবল্যমিতি। তত্রাপি বহুবিধানি রূপাণি তস্য সন্তীতি অবিশেষ ইতি। সর্ব্বগতে প্রাদেশমাত্রমপি বিদ্যত ইত্যতো নিরন্তর ইতি। পরব্রহ্মণো যঃ কেবলভাবঃ। অণ্ডাদ্যন্তঃপ্রবিষ্টং তদাবরকং তস্যৈব পরম-পুরুষাদিরূপান্তরং তদেকদেশং প্রাদেশঃ প্রাদেশমাত্রাদিবিশেষং চ বিনা যৎ সর্ব্বগতং রূপং তদেব পরম্-মহান্।

কালকোটিবিহীনত্বং কালানন্ত্যং বিদুর্ব্বুধাঃ।
দেশকোটিবিহীনত্বং দেশানন্ত্যং তথৈব চ ॥
গুণানামপ্রমেয়ত্বং বস্ত্বানন্ত্যং বিদো বিদুঃ।
আনন্ত্যং ত্রিবিধং নিত্যং হরের্নান্যস্য কস্যচিৎ ॥
তস্য সর্ব্বস্বরূপেষ্বপ্যানন্ত্যং তু ত্রিলক্ষণম্।
তথাপি দেশতস্তস্য পরিচ্ছেদোঽপি বিদ্যতে ॥
পরিচ্ছেদস্তথা ব্যাপ্তিরেকরূপেঽপি যুজ্যতে।
তস্যাচিন্ত্যাদ্ভুতৈশ্বর্য্যাদ্ব্যবহারার্থমেব চ ॥
গুণতঃ কালতশ্চৈব পরিচ্ছেদো ন কুত্রচিৎ।
ব্যাপ্তত্বং দেশতোঽপ্যস্তি সর্ব্বরূপেষু যদ্যপি ॥
ন চ ভেদঃ ক্বচিত্তেষামণুমাত্রোঽপি বিদ্যতে।
তথাপি বিদ্যতেঽণুত্বং তস্মাদৈশ্বর্য্যযোগতঃ।
তস্মাদ্বুদ্ধ্যবতারার্থমব্যাপ্তত্বং চ ভণ্যতে ॥

যত্তস্য ব্যাপকং রূপং পরং নারায়ণাভিধম্ ।
শূন্যং ব্রহ্মেতি তৎপ্রাহুর্দ্বিতীয়ং স্রষ্টৃ যত্ততঃ ॥
পরমঃ পুরুষো নাম মিতং তদ্দেশতো বিভুঃ ।
তৃতীয়ং বাসুদেবাখ্যং জগদাবরকং মিতম্ ॥
দেশতো জগদাবিষ্টং তুরীয়ং বিষ্ণুনামকম্ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মরূপস্য কালাদিরূপয়া প্রকৃত্যা সমব্যাপ্তাবপি দার্ষ্টান্তিকান্তর্ভাবাত্তদন্যস্মিন্নবস্থানাচ্চ স্বরূপাবস্থিতস্যেত্যুক্তম্ ।

দেব্যাং কালাদিরূপিণ্যাং স্থিতং ব্রহ্মাপি সর্ব্বগম্ ।
উচ্যতেঽনন্যগং যস্মাদাত্মবৎ সা হরের্বিভোঃ ।
মহদাদিগতং যত্তু তদন্যগতমুচ্যতে ॥

ইতি ব্রাহ্মে। অনুমিতঃ শাস্ত্রলোকানুসারেণ জ্ঞাতঃ। অনুমেতি দ্বয়ং প্রাহুর্যথা জ্ঞানং চ লিঙ্গজমিত্যভিধানম্ ।

যাবন্তং তদেব লোকস্থো মানুষস্ত্ববধারয়েৎ ।
মহাপ্রাজ্ঞো দেবজূকঃ স কালঃ পরমাণুকঃ ॥
সর্গাদ্যোরনবচ্ছিন্নস্তদনন্তর ইত্যপি ।
তথৈব পরমাণ্বাদিবিশেষাত্মাপি নো ভবেৎ ॥
পূর্ব্বাপরাদিভেদো ন স কালঃ পরমো মহান্ ।

ইতি ব্রহ্মতর্কে। স্বরূপাবস্থিতস্য কৈবল্যং অবিশেষো নিরন্তর ইত্যেতানি বিশেষণানি ক্রমেণ পরমমহতঃ কালস্যাপ্যত্রোক্তানি ।

দেশতঃ কালতশ্চৈব বস্তুতস্তু ত্রিধা হরেঃ ।
যথানন্ত্যং ন চান্যস্য প্রকৃতের্দেশকালতঃ ॥
তথা শব্দস্য কালস্য দেশানন্ত্যং ন কালতঃ ।
কালশব্দাত্মিকা সৈব তথাপি তু হরেঃ সদা ॥
নাস্যাঃ সামর্থ্যলেশোঽপি জ্ঞানানন্দ-গুণেষ্বপি ।
জ্ঞেয়স্তদবরো বায়ুঃ শেষবীন্দ্রহরাস্ততঃ ॥
অবরাস্তত ইন্দ্রাদ্যা গুণৈঃ সর্বৈর্ন সংশয়ঃ ।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ।

অণ্বাদি কালসংস্থানভোক্তৃত্বাৎ পরমেশ্বরঃ ।
অণ্বাদিনামবাচ্যোঽসৌ কালশ্চেত্যভিধীয়তে ॥

ইতি চ। সতো ব্রহ্মণঃ অবিশেষং স্বরূপং যঃ কালঃ কালান্তর্য্যামী তদেব ব্রহ্ম ভুঙ্ক্তে। তদপি ব্রহ্ম পরমমহান্, তস্যাপি ত্রিধা পরিচ্ছেদাভাবাৎ ।

সর্ব্বং সর্বত্র ভোক্তাপি বিশেষাদেকভোক্তৃবৎ ।
স্থিতো হরিরচিন্ত্যাত্মা নিজৈশ্বর্য্যাদজো বিভুঃ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২-৪ ॥

এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম ।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগ্বিভুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম, এবং (যথা পরমাণুঃ পরমমহান্ তথা) সৌক্ষ্ম্যে (অল্পত্বে) স্থৌল্যে চ (বৃহত্বে চকারাৎ মধ্যমভাবে চ) সংস্থানভুক্ত্যা (সংস্থানং পরমাণ্বাদ্যবস্থা তস্য ভুক্তিঃ ব্যাপ্তিঃ তয়া) কালঃ অপি অনুমিতঃ (জ্ঞাতঃ) ভগবান্ অব্যক্তঃ (স্বতঃ অব্যক্তঃ অপি) ব্যক্তভুক্ (ব্যক্তং ভুঙ্‌ক্তে পরিচ্ছিনত্তি ইতি) বিভুঃ (উৎপত্ত্যাদিষু দক্ষঃ ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে সাধুগণশ্রেষ্ঠ, পরমাণু প্রভৃতি যেরূপে অবস্থা-ব্যাপ্তি দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কালও ঐরূপে অনুমিত হয়। ভগবান্ স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত সর্ব্বপ্রপঞ্চকে পরিচ্ছেদ করেন, যেহেতু স্বয়ং বিভু অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি-ব্যাপারে দক্ষ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথা সূক্ষ্মঃ স্থূলশ্চায়ং পদার্থঃ। এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ জ্ঞাতঃ। কেন প্রকারেণ সংস্থানং পরমাণু-পরম-মহতোঃ স্বরূপং তস্য ভুক্ত্যা ব্যাপ্ত্যা ভগবচ্ছক্তিত্বাদ্ভগবান্ স্বতোঽব্যক্তঃ ব্যক্তং সর্ব্বপ্রপঞ্চং ভুঙ্‌ক্তে পরিচ্ছিনত্তীতি তথা বিভুরত এব ব্যাপকঃ। উৎপত্ত্যাদিষু দক্ষো বা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমাণু ও পরমমহান্ পদার্থ যেরূপে অবস্থা-দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম, স্থূল (ও মধ্যাবস্থা) প্রাপ্ত হয়, ঐরূপে কালও অনুমিত অর্থাৎ জ্ঞাত হইতে পারে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'সংস্থানভুক্ত্যা'—সংস্থান বলিতে পরমাণু ও পরম মহতের স্বরূপ, তাহার ভুক্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তির দ্বারা। ঐ কাল ভগবান্ শ্রীহরির শক্তি বলিয়া ভগবান্, স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও 'ব্যক্তভুক্'—ব্যক্ত সর্ব্বপ্রপঞ্চকে পরিচ্ছেদ করেন, অথচ স্বয়ং বিভু, অতএব ব্যাপক, অথবা উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্যে দক্ষ ॥ ৩ ॥

স কালঃ পরমাণুর্ব্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্ ।
সতোঽবিশেষভুগ্‌যস্তু স কালঃ পরমো মহান্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সতঃ (প্রপঞ্চস্য) যঃ পরমাণুতাং (পরমাণ্ববস্থাং) ভুঙ্‌ক্তে সঃ কালঃ পরমাণুঃ বৈ ;

যঃ তু অবিশেষভুক্ (তস্যৈব সতঃ সাকল্যং ভুঙ্‌ক্তে) সঃ কালঃ পরমঃ মহান্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যে কাল প্রপঞ্চের পরমাণু-অবস্থা ভোগ করে, তাহাকে পরমাণুকাল (সূক্ষ্ম), এবং যে কাল তাহার সাকল্য-অবস্থা ভোগ করে, তাহাকে পরম মহৎ বা স্থূলকাল কহে (অর্থাৎ সূর্য্য যে পরমাণু-স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করেন, তাহাই পরমাণু-কাল, আর যে পরিমিতকালে দ্বাদশরাশ্যাত্মক সমগ্র ভুবন-কোষ অতিক্রম করেন, সেই পরিমিতকালই পরমমহৎ সম্বৎসর-কাল ; সেই কালের অনুবৃত্তি-দ্বারাই যুগমন্বন্তরাদিক্রমে দ্বিপরার্ধ পর্য্যন্ত ভেদ হয়) ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্থানভুক্ত্যেত্যস্যার্থং বিবৃণোতি । সতঃ কার্য্যস্য পরমাণুতাং পরমাণুস্বরূপং যঃ কালো ভুঙ্‌ক্তে সূর্য্যরূপেণাতিক্রাম্যতি স পরমাণুঃ। গ্রহর্ক্ষেতি বক্ষ্যমাণ-বাক্যদৃষ্ট্যা যাবতা কালেন সূর্য্যঃ পরমাণুদেশ-মতিক্রামতি তাবান্ কালঃ পরমাণুরিত্যর্থঃ। স চ তস্যৈব অবিশেষং সর্ব্বমেব প্রপঞ্চং ভুঙ্‌ক্তে বৎসর-যুগাদ্যাবৃত্ত্যা সূর্য্যরূপী যঃ কালঃ স পরম-মহান্ সৃষ্টিমারভ্য প্রপঞ্চস্য সংহারপর্য্যন্তং যাবান্ কালঃ তাবান্ সর্ব্ব এব পরম-মহানিত্যর্থঃ। তত্র পরমাণ্বণু-ত্রসরেণূনাং কার্য্যাংশানাং সংজ্ঞপ্রমাণে তুল্যে এব, তথা পরমমহতঃ কার্য্যস্য কালস্য চ সংজ্ঞেব তুল্যা তন্মধ্যস্থানাং সংজ্ঞাপ্রমাণয়োর্ভিন্নত্বমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্থান-ভুক্ত্যা', অর্থাৎ পর-মাণু ও পরম মহতের ব্যাপ্তির দ্বারা, এই কথারই অর্থ বিবৃত করিতেছেন—'স কালঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। 'সতঃ'—কার্য্যের অর্থাৎ প্রপঞ্চের, 'পরমাণুতাং'—পরমাণু-স্বরূপ যে কাল ভোগ করে, অর্থাৎ সূর্য্যরূপে অতিক্রম করে, তাহা পরমাণু। বক্ষ্যমাণ (১৩ অঙ্ক কৃত শ্লোকে)—'গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ', অর্থাৎ—চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারায় যে কালচক্র উপলক্ষিত হয়, ইত্যাদি বাক্য অনুসারে—যে পরিমাণ কালে সূর্য্য পরমাণুদেশ অতিক্রম করে, সেই কাল পরমাণু (সূক্ষ্ম)—এই অর্থ। সেই কালই যখন প্রপঞ্চের অবিশেষ, অর্থাৎ সমগ্র প্রপঞ্চই ভোগ করে, অর্থাৎ বৎসর, যুগাদির আবৃত্তির দ্বারা সূর্য্যরূপী যে কাল, তাহা পরম মহান্ (অর্থাৎ স্থূল কাল)। সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রপঞ্চের সংহার পর্য্যন্ত যে পরিমিত কাল, তাহা সমস্তই পরম মহান্, এই অর্থ। সেখানে পরমাণু, অণু ও ত্রসরেণু সকলের কার্য্যাংশ-সমূহের সংজ্ঞা ও পরিমাণ তুল্যই, সেইরূপ পরম মহতের কার্য্য এবং কালের সংজ্ঞাও সমানই, তাহার মধ্যস্থানসকলের সংজ্ঞা ও পরিমাণের ভিন্নত্ব জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

———

অণুর্দ্বৌ পরমাণূ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বৌ পরমাণূ (পরমাণুদ্বয়ং) অণুঃ স্যাৎ ত্রয়ঃ অণবঃ (অণুত্রয়ং) ত্রসরেণুঃ স্মৃতঃ (উক্তঃ, যঃ ত্রসরেণুঃ) জালার্করশ্ম্যবগতঃ (গবাক্ষে প্রবিষ্টেষু সূর্য্যকিরণেষু দৃষ্টঃ লঘুত্বেন) খম্ (আকা-শম্) এব অনুপতন (উদ্‌গচ্ছন্) অগাৎ (গতঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণুতে এক ত্রসরেণু বলিয়া কথিত হয় ; ঐ ত্রসরেণু গবাক্ষদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মির মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় ; অতিশয় লঘুত্বহেতু যাহা আকাশগামী বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ত্রসরেণু ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বৌ পরমাণূ অণুঃ স্যাৎ। ত্রয়োঽণব-স্ত্রসরেণুঃ স তু প্রত্যক্ষ ইত্যাহ—জালার্কেতি। গবাক্ষ-প্রবিষ্টেষ্বর্করশ্মিষু খমেবাতিলাঘবেন অনুপতন্ অবগতশ্চক্ষুষা জ্ঞাতঃ ন তু গাং পৃথ্বীং অগাদিতি পাঠে তথাভূতশ্চলতীত্যর্থঃ। অত্রাণুপরমাণ্বোঃ সত্ত্বে কিং জ্ঞাপকমিতি চেৎ ত্রসরেণুরেব। তথা হি অবয়বানাং স্থৌল্যপ্রচুরত্বে বিনা অবয়বী দৃশ্যো ন ভবতীতি সর্ব্বত্র নিয়মঃ। অত্র ত্রসরেণোরবয়বিনঃ ত্রয়ঃ স্থূলা অণবঃ এবাবয়বাঃ কল্প্যা ন তু পরমাণ-বস্তেষাং স্থৌল্যাভাবাৎ স্থৌল্যমনেকবস্তু-ঘটিতত্ব-মিত্যণোঃ স্থৌল্যং পরমাণুং বিনা ন সংভবেদিতি পরমাণুসিদ্ধিঃ। ত্রসরেণোর্দৃশ্যত্বমবয়বস্থৌল্যং বিনা ন সম্ভবেদিত্যনুসিদ্ধিঃ। তথা অণোঃ স্থৌল্যার্থং পরমাণোর্দ্বিত্বমেব কল্প্যতে ন তু ত্রিত্ব-চতুষ্ট্বাদিকং প্রথমোপস্থিতেস্তন্ত্রত্বাদিতি ন্যায়াৎ। যথা—কপিঞ্জলা-

নালভেত প্রাচুর্য্যার্থমনোরপি ত্রিত্বমেব কল্প্যতে তথা যুক্তেরিতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুই পরমাণুতে এক 'অণু' (অর্থাৎ দ্ব্যণুক) হয়। তিন অণুতে এক 'ত্রসরেণু' হয়, সেই ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই বলিতেছেন—'জালার্ক'-ইত্যাদি। গবাক্ষদ্বার দিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাতে উহা (ত্রসরেণু) চক্ষুর দ্বারা দেখা যায়। সেই সূর্য্যরশ্মিযোগে অতিশয় লঘুত্ববশতঃ যাহা আকাশগামী বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ত্রসরেণু। উহা নিম্নে পৃথিবীর দিকে আসে না, লঘুতা বলিয়া ঊর্দ্ধে আকাশগামী হয়। 'অগাৎ'—এই পাঠে সেইরূপ (আকাশগামী) হইয়া গমন করে, এই অর্থ। যেহেতু অবয়বসমূহের স্থূলতার প্রাচুর্য্যত্ব ব্যতীত অবয়বী কখন দৃশ্য হয় না, ইহাই সর্ব্বত্র নিয়ম। এখানে অবয়বী ত্রসরেণুর তিনটি স্থূল অণুই অবয়ব কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু পরমাণু নহে, কারণ পরমাণুসমূহের স্থূলত্বের অভাব রহিয়াছে। অনেক বস্তু-ঘটিতত্বই স্থৌল্য হইয়া থাকে, অণুর স্থূলতা পরমাণু ব্যতীত সম্ভব হয় না, ইহাতে পরমাণু সিদ্ধি হইল। ত্রসরেণুর দৃশ্যত্ব অবয়বের স্থূলতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, ইহাতে অণু সিদ্ধি হইল। সেই অণুর স্থূলত্বের নিমিত্ত পরমাণুর দ্বিত্বই (দুইটি পরমাণুরই) কল্পনা করা হয়, কিন্তু তিনটি বা চারিটি নহে, কারণ প্রথম উপস্থিতিই গ্রহণীয়, এই ন্যায়। যেমন বেদে উক্ত হইয়াছে—'বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত', অর্থাৎ বসন্ত যাগে বহু কপিঞ্জল (গৌরবর্ণ তিত্তির পক্ষী) হনন করিবে। এস্থলে বহুত্ব—শব্দটীকে ত্রিত্ববাচী গ্রহণ করা হইয়াছে। সেইরূপ প্রাচুর্য্যার্থ অণুরও ত্রিত্বই কল্পনা করিতে হইবে এবং উহাই যুক্তিযুক্ত ॥ ৫ ॥

মধ্ব—অগাৎ দৃষ্টিবিষয়ং প্রাপ্য জ্ঞাত ইত্যর্থঃ রাশিভেদাৎ ॥ ৫ ॥

ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সা ত্রুটিঃ স্মৃতা।
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাৎ তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—ত্রসরেণুত্রিকং যঃ কালঃ ভুঙ্‌ক্তে সা ত্রুটিঃ স্মৃতা (ত্রুটিনাম্না অভিহিতা) শতভাগস্তু (শতং ভাগাঃ ত্রুটিরূপাঃ যস্মিন্ সঃ) বেধঃ স্যাৎ, তৈঃ ত্রিভিঃ (বেধৈঃ) লবঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥৬॥

অনুবাদ—ঐরূপ তিন ত্রসরেণু যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম 'ত্রুটি', শত ত্রুটি পরিমিতকালকে 'বেধ' বলে, তিন বেধে এক 'লব' কথিত ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রসরেণুত্রিকমিতি। ত্রিভিস্ত্রসরেণুভিঃ ত্রুটিঃ। সূচ্যা ভিন্নে পদ্মপত্রে ত্রুটিরিত্যভিধীয়তে ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ। যাবতা কালেন পদ্মপুষ্পপত্রং ভিদ্যতে তাবান্ কালঃ ত্রুটিরিত্যর্থঃ। শতং ভাগাঃ ত্রুটিরূপা যস্মিন্ স বেধঃ ত্রুটিশতেন বেধ ইত্যর্থঃ। তৈস্ত্রিভির্লবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রসরেণু-ত্রিকম্'—তিনটি ত্রসরেণুর দ্বারা এক ত্রুটি, অর্থাৎ তিন ত্রসরেণু যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম 'ত্রুটি'। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে—'সূচীর দ্বারা পদ্মপত্র ছিন্ন হইলে, তাহাকে ত্রুটি বলে'। অর্থাৎ পদ্মপুষ্পের একটি পত্রকে ছিন্ন করিতে যতটুকু সময় লাগে, সেই কালকে ত্রুটি বলে, এই অর্থ। 'শতভাগঃ'—ত্রুটির একশত ভাগ যেখানে, তাহা বেধ, অর্থাৎ শত ত্রুটিপরিমিত কালকে 'বেধ' বলে। সেইরূপ তিন বেধে এক 'লব' হয় ॥ ৬ ॥

নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘু তা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিলবঃ (ত্রিলব-পরিমিতকালঃ) নিমেষঃ জ্ঞেয়ঃ; তে ত্রয়ঃ (ত্রি নিমেষাঃ) ক্ষণঃ (ইতি) আম্নাতঃ, পঞ্চ ক্ষণান্ কাষ্ঠাং বিদুঃ (পণ্ডিতাঃ জানন্তি); দশ পঞ্চ চ তাঃ (পঞ্চদশকাষ্ঠাঃ) লঘু (একং লঘু ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তিন লব পরিমিতকালে এক 'নিমেষ' হয়, তিন নিমেষে এক 'ক্ষণ' হইয়া থাকে; আর পঞ্চক্ষণে এক 'কাষ্ঠা' এবং পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক 'লঘু' হয়—পণ্ডিতগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তে নিমিষাস্ত্রয়ঃ ক্ষণ ইত্যাম্নাতঃ কথিতঃ তাঃ কাষ্ঠাঃ পঞ্চদশ একং লঘু ভবতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে ত্রয়ঃ'—সেই তিন নিমেষ

কালকে এক 'ক্ষণ' বলা হয়। 'তাঃ পঞ্চদশঃ'—সেই পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক 'লঘু' হয়॥ ৭॥

লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা।
তে দ্বে মুহূর্ত্তঃ প্রহরঃ ষড়্ যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—দশ পঞ্চ চ (পঞ্চদশ) লঘূনি বৈ নাড়িকা (ইতি) সমাম্নাতা (কথিতা), তে দ্বে (নাড়িকে) মুহূর্ত্তঃ (আম্নাতঃ), ষট্ সপ্ত বা (নাড়িকাঃ) প্রহরঃ নৃণাং (মনুষ্যাণাং সম্বন্ধে) যামঃ (দিনস্য রাত্রেশ্চ চতুর্থো ভাগঃ কথিতঃ)॥৮॥

অনুবাদ—পঞ্চদশ লঘুতে এক 'নাড়ী' অর্থাৎ 'দণ্ড', দুই দণ্ডে এক 'মুহূর্ত্ত' এবং ছয় বা সাত দণ্ডে এক 'প্রহর'; এই প্রহর মানবগণের দিবাভাগ বা রাত্রির একচতুর্থাংশ॥ ৮॥

বিশ্বনাথ—নাড়িকা দণ্ডঃ তে দ্বে নাড়িকে। ষট্ সপ্ত বা নাড়িকাঃ প্রহরঃ স এব যামোঽপি। দিনস্য রাত্রেশ্চ চতুর্থভাগঃ। হ্রাসে ষট্ বৃদ্ধিপ্রবৃত্তৌ সপ্ত। সন্ধ্যাদ্বয়ঘটিকাং বিনেতি জ্ঞেয়ম্। তত্রাপ্যনিয়মে বা-শব্দঃ, প্রত্যহং তদ্ভেদানাং গণয়িতুমশক্যত্বাৎ॥ ৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পঞ্চদশ লঘুতে এক 'নাড়ী' অর্থাৎ 'দণ্ড' হয়। 'তে দ্বে'—সেই দুই নাড়ী অর্থাৎ দণ্ডে এক 'মুহূর্ত্ত' হয়। ছয় বা সাত দণ্ডে এক 'প্রহর' হয়, সেই প্রহরকেই 'যাম'ও বলা হয়। ইহা মানবদের দিন ও রাত্রির চতুর্থ ভাগ। 'ষড়্ যামঃ সপ্ত বা'—অর্থাৎ হ্রাস হইলে ছয় দণ্ডে এক যাম (প্রহর) এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সাত দণ্ডে এক যাম (প্রহর) হয়। সন্ধ্যাংশের মুহূর্ত্তদ্বয় ব্যতীত বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যেও অনিয়মে 'বা'-শব্দ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কারণ প্রত্যহ তাহার ভেদসকলের গণনা করা সম্ভব নয়॥ ৮॥

মধ্ব—ঊনাতিরেকাৎ সপ্ত বেতি॥ ৮॥

দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং (উন্মীয়তে অনেন ইতি উন্মানং পাত্রং ষট্পলতাম্রবিরচিতং পাত্রং) চতুরঙ্গুলৈঃ (চতুরঙ্গুল-শলাকারূপেণ রচিতৈঃ) চতুর্ভিঃ স্বর্ণমাষৈঃ (স্বর্ণস্য পঞ্চগুঞ্জা মাষঃ তৈঃ) কৃতচ্ছিদ্রং (কৃতমূলচ্ছিদ্রং) যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতং (তেন ছিদ্রেণ যাবৎ প্রস্থপরিমিতং জলং প্রবিশতি তেন চ প্লুতং নিমগ্নং ভবতি তাবান্ কালঃ নাড়িকা)॥ ৯॥

অনুবাদ—অহে বিদুর, নাড়ী-পরিমিতকাল এই-রূপে অনুমিত হয়। মাষ-চতুষ্টয়-পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত চারি অঙ্গুলি পরিমাণ শলাকা দ্বারা ছিদ্রীকৃত ষট্পল পরিমিত তাম্রপাত্রে এক প্রস্থ পরিমিত জল যতক্ষণে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাতে পাত্রটী নিমগ্ন হয়, তৎপরিমিত কালকে নাড়ী অথবা দণ্ড বলে॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—নাড়িকায়া উন্মানমাহ—উন্মীয়তেঽ-নেনেত্যুন্মানং ষট্পলতাম্ররচিতং পাত্রং চতুঃষষ্ট্যা মাষৈঃ পলং ভবতি। পঞ্চগুঞ্জা মাষঃ তৈশ্চতুর্ভিশ্চতু-রঙ্গুলায়াম-শলাকারূপেণ রচিতৈঃ কৃতমূলচ্ছিদ্রং তেন ছিদ্রেণ যাবৎ প্রস্থপরিমিতং জলং প্রবিশতি। তেন চ প্লুতং নিমগ্নং ভবতি তাবান্ কালো নাড়িকা অত্র পলচ্ছিদ্রয়োরাধিক্যে শীঘ্রং নিমজ্জেৎ অল্পত্বে চ বিলম্বেনেতি পলশলাকয়োর্নিয়মস্তত্রাপি রজতাদি-শলাকয়া ছিদ্রপুষ্টিঃ স্যাদিতি স্বর্ণস্যাপি নিয়মঃ॥ ৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নাড়িকা (দণ্ড)-পরিমিত কালের অনুমান বলিতেছেন। যাহার দ্বারা মাপ করা হয়, তাহা উন্মান (অর্থাৎ পাত্র)। ষট্পল তাম্রের দ্বারা রচিত পাত্র। চতুঃষষ্টি মাষে এক পল হয়। পঞ্চ গুঞ্জায় এক মাষ, তাহার চারিটির দ্বারা চারি অঙ্গুলি পরিমিত শলাকারূপে নির্ম্মিত করিয়া, উহার দ্বারা নিম্নভাগ ছিদ্র করিতে হইবে, সেই ছিদ্র দিয়া যে পরিমিত জল প্রবিষ্ট হইয়া পাত্রটি জলমগ্ন হইতে যতটুকু সময় লাগিবে, তাহা নাড়ী বা দণ্ডপরিমিত কাল। (অর্থাৎ ছয় পল (পাঁচ গুঞ্জায়) এক মাষ হয়, চতুঃষষ্টি মাষে এক পল হয়, ছয় পল তাম্রে একটি পাত্র রচনা করিতে হইবে। চারি মাষ স্বর্ণে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত শলাকা প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা তাম্রপাত্রের নিম্নে ছিদ্র করিবে, তাম্র পাত্রটি এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে ছিদ্রযোগে যত কালে তাহাতে এক প্রস্থ পরিমিত জল প্রবেশ করে এবং তাহাতেই পাত্রটি জলমগ্ন হয়, সেই কালকে নাড়ী বা দণ্ড বলে।) এখানে পল ও ছিদ্রের

আধিক্য হইলে শীঘ্র জলপূর্ণ হইবে, আর অল্প হইলে বিলম্বে পূর্ণ হইবে। এইজন্য পল ও শলাকার নিয়ম। তাহাতে আবার রজতাদি শলাকার দ্বারা ছিদ্রের পুষ্টি হয়, স্বর্ণের শলাকারও এইরূপ নিয়ম ॥ ৯ ॥

শ্রীমধ্ব—

কাকণিকা-চতুষ্কং তু বিংশাংশেত্যভিধীয়তে।
কৃষ্ণলেত্যপি তং ব্রূয়ুস্তৈশ্চতুর্ভিস্তু মাষকম্ ॥
চতুরঙ্গুলদীর্ঘে তু কৃতে মাসচতুষ্টয়ম্।
যাবৎ স্যাৎ পরিণাহেন তাবদ্দ্বারং বিধীয়তে ॥
প্রস্থস্য নাড়ীপাত্রস্য ষট্‌দলস্য শুভে জলে।
ভারাধিক্যে নোদকেন ক্ষিপ্রং পূর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥
অতিশৈত্যে কলঙ্কে চ মাঘেনৈব তু পূরণম্।
তস্মাদ্বসন্তকালে তু প্রয়াগস্থোদকেন তু ॥
নাড়ীশুদ্ধিপরীক্ষা স্যাদন্যথা ন সম্ভবেৎ।

ইতি পাদ্মে।

নির্ম্মলেন সমোক্ষেন নিত্যসূর্য্যাংশুবারিণা।
প্রবাহগেন কার্য্যা স্যাৎ কলিশুদ্ধিঃ সদৈব তু ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৯ ॥

যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্ত্যানামহনী উভে।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—চত্বারঃ যামাঃ (প্রহরাঃ) মর্ত্ত্যাণাং (নৃণাম্) উভে অহনী (অহোরাত্রে ভবতঃ), (হে) মানদ, পঞ্চদশ অহানি শুক্লঃ কৃষ্ণঃ পক্ষঃ (উক্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে মানদ বিদুর, চারি চারি প্রহরে মানবগণের এক অহোরাত্র হয়, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ; তাহা শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুইপ্রকার ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অহনী অহোরাত্রৌ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভে অহনী'—অর্থাৎ পূর্ব্বে যে যাম-পরিমিত কালের কথা বলা হইয়াছে, সেই চারি চারি যামে মনুষ্যদিগের এক-দিবারাত্র হয় ॥ ১০ ॥

মধ্ব—যত্রোভয়োঃ সশব্দঃ স্যাত্তত্র দ্বিবচনেঽপ্যুভ ইত্যভিধানম্ ॥ ১০ ॥

তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্।
দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণঞ্চোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥
অয়নে অহনী প্রাহুর্ব্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ।
সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (শুক্লকৃষ্ণপক্ষয়োঃ) সমুচ্চয়ঃ (সমবায়ঃ) মাসঃ; তৎ (সঃ মাসঃ) পিতৃণাং; অহর্নিশং; তৌ দ্বৌ মাসৌ ঋতুঃ; ষট্ (মাসাঃ) অয়নম্; দক্ষিণং উত্তরং চ (ইতি, দ্বে) অয়নে দিবি (স্বর্গে) অহনী (অহোরাত্রে) প্রাহুঃ; দ্বাদশ (মাসাঃ) বৎসরঃ স্মৃতঃ; সম্বৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুঃ (জীবিতকালঃ) নিরূপিতং (নির্দ্ধারিতম্) ॥১১-১২॥

অনুবাদ—শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষ মিলিয়া একমাস হয়, তাহাই পিতৃলোকের দিবারাত্র; দুইমাসে এক ঋতু এবং ছয়মাসে এক অয়ন, তাহা দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ।

এই দুই অয়নে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র; ঐ দুই অয়নে বা দ্বাদশ মাসে একবৎসর, শত বৎসর মনুষ্যদিগের পরমায়ুকাল নিরূপিত হয় ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—ষণ্মাসা অয়নং দিবীত্যস্যোত্তরেণান্বয়ঃ। তে অয়নে দিবি দেবানামহনী অহোরাত্রৌ দ্বাদশমাসা বৎসরঃ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ষণ্মাষাঃ'—ছয় মাসে এক অয়ন, (ঐ অয়নও দুই প্রকার—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ)। 'দিবি'—(১১ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের) এই 'দিবি', (স্বর্গে)—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। অর্থাৎ মনুষ্যদিগের দুই অয়নে দেবতাদিগের 'অহনী'—এক অহোরাত্র হয়। দ্বাদশ মাসে এক বৎসর ॥ ১১-১২ ॥

গ্রহর্ক্ষ-তারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ।
সংবৎসরাবসানেন পর্য্যেত্যনিমিষো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ (গ্রহাঃ চন্দ্রাদয়ঃ ঋক্ষাণি অশ্বিন্যাদীনি তারাঃ অন্যানি নক্ষত্রাণি তদুপলক্ষিতং যৎ কালচক্রং তত্র স্থিতঃ) অনিমিষঃ (কালাত্মা) বিভুঃ (ঈশ্বরঃ 'সূর্য্যঃ) পরমাণ্বাদিনা সংবৎসরাবসানেন (পূর্ণসংবৎসর-কালেন) জগৎ

(দ্বাদশরাশ্যাত্মকং ভুবনকোষং) পর্য্যেতি (পর্য্যটতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তারায় যে কালচক্র উপলক্ষিত হয়, সেই কালচক্রস্থিত কালাত্মা ঈশ্বরাংশ সূর্য্য পরমাণু হইতে সম্বৎসর-পর্য্যন্ত কালে দ্বাদশরাশ্যাত্মক ভুবনকোষ পর্য্যটন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্চ নৃণামায়ুরুদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্যো হরতীত্যাহ—গ্রহাশ্চন্দ্রাদয়ঃ ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদীনি তারা অন্যানি নক্ষত্রাণি তেষাং চক্রে মণ্ডলে তিষ্ঠতীতি জ্যোতিশ্চক্রস্থ ইত্যর্থঃ। অনিমিষঃ কালস্বরূপঃ বিভুরীশ্বরাংশঃ পর্য্যেতি পরিক্রাম্যতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কালচক্রস্থিত সূর্য্য উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা মনুষ্যগণের পরমায়ুঃ হরণ করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'গ্রহর্ক্ষ'—ইত্যাদি। গ্রহ বলিতে চন্দ্র প্রভৃতি, ঋক্ষ (নক্ষত্র)—অশ্বিনী প্রভৃতি, তারা—অন্যান্য নক্ষত্রসকল, তাহাদের 'চক্রে' বলিতে মণ্ডলে যিনি অবস্থিত, অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে যিনি স্থিত, এই অর্থ। 'অনিমিষঃ'—কালস্বরূপ, 'বিভুঃ'—ঈশ্বরের অংশ সূর্য্য (পরমাণু হইতে সংবৎসরকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ রাশ্যাত্মক ভুবন কোষ অবিরত) 'পর্য্যেতি'—পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইদাবৎসর এব চ।
অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদুর, (গ্রহাদীনাং গতি-ভেদেন (সৌরবার্হস্পত্যসাবনচান্দ্রনাক্ষত্রমাসভেদেন) সংবৎসরঃ পরি বৎসর ইদাবৎসরঃ এব চ অনুবৎসরঃ বৎসরঃ চ—এবং (পঞ্চধা) প্রভাষ্যতে (প্রকথ্যতে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, সৌর, বার্হস্পত্য, সাবন, চান্দ্র ও নক্ষত্র ভেদে সংবৎসর পঞ্চপ্রকার বলিয়া বিখ্যাত; যথা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রহর্ক্ষতারা-চক্রস্থ ইত্যুক্তমতঃ সূর্য্যগত্যা গ্রহাদীনামপি গত্যা বর্ষস্য নামভেদানাহ—সংবৎসর ইতি সৌরগত্যা; পরিবৎসর ইতি বার্হস্পত্যগত্যা; অনুবৎসর ইতি চান্দ্রগত্যা; ঋক্ষতারাণাং স্বতো গত্যভাবাৎ চক্রগতিরেব গতিরিতি, তত্রাপি ঋক্ষাণাং সপ্তবিংশতিদিনমানৈর্মাসৈর্দ্বাদশভির্বৎসর ইতি, তারাণাং সংখ্যাভাবাৎ ত্রিংশদ্দিনপ্রমাণৈঃ সাবনৈর্মাসৈরিদাবৎসর ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাগণের মণ্ডলস্থিত সূর্য্য ইহা উক্ত হইয়াছে, অতএব সূর্য্যের গতির দ্বারা গ্রহ, নক্ষত্রাদিরও গতি হয়। তাহাতে বর্ষসমূহের নামভেদ বলিতেছেন—'সংবৎসরঃ', ইত্যাদি। 'সৌরগত্যা'—অর্থাৎ যাবৎকালে সূর্য্যের দ্বাদশরাশি ভোগ হয়, তাহার নাম 'সংবৎসর'। 'বার্হস্পত্য-গত্যা'—বৃহস্পতির গতির দ্বারা, অর্থাৎ বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগকাল 'পরিবৎসর'। 'চন্দ্রগত্যা'—চন্দ্রের গতির দ্বারা, অর্থাৎ চন্দ্রের দ্বাদশ-রাশির যে ভোগকাল, তাহার নাম 'অনুবৎসর'। নক্ষত্র, তারকাদির নিজের গতির অভাববশতঃ, চক্রের গতিই তাহাদের গতি; তন্মধ্যে নক্ষত্রগণের সপ্তবিংশতি দিনমান সংক্রান্ত মাসের বার মাসে 'বৎসর' হয়। তারাগণের সংখ্যার অভাবে (অর্থাৎ উহারা অসংখ্য বলিয়া) ত্রিশ সৌরদিনে যে সাবন মাস হয়, তাহার বারমাসে 'ইদাবৎসর' জানিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

মধব—

ইড়াবৎসরনামাসৌ নক্ষত্রদ্বাদশস্থিতঃ।
তিথীনাং দ্বাদশাবর্ত্তে যো হরিঃ সোঽনুবৎসরঃ ॥
বৎসরো যঃ স্থিতস্তুহ্নাং ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ে।
গুর্ব্বাবর্ত্তে দ্বাদশাংশে যঃ স্থঃ স পরিবৎসরঃ ॥
সৌরদ্বাদশকে মাসে যঃ স্থঃ সংবৎসরো হরিঃ।
এবং স কালনামাপি কালস্থঃ পরমেশ্বরঃ ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

সর্ব্বদা দর্শনাত্তস্যানিমিষত্বং বিদুর্ব্বুধাঃ।
সততং গমনাদ্বাপি কালস্থস্য মহাত্মনঃ ॥

ইতি চ ॥ ১৪ ॥

যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসয়ন্ স্বশক্ত্যা
পুংসোঽভ্রমায় দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ।

কালাখ্যয়া গুণময়ং ক্রতুভির্বিতন্বং-
স্তস্মৈ বলিং হরত বৎসরপঞ্চকায় ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভূতভেদঃ (মহাভূতবিশেষঃ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্যঃ) সৃজ্যশক্তিং (সৃজ্যম্ কার্য্যম্ অঙ্কুরাদি তদ্বিষয়াং বীজাদীনাং শক্তিং) স্বশক্ত্যা (কালরূপয়া) উরুধা (বহুধা) উচ্ছ্বসয়ন্ (কার্য্যাভিমুখী কুর্ব্বন্) পুংসঃ (পুরুষস্য) অ-ভ্রমায় (ভ্রমো মোহঃ তন্নিবৃত্তয়ে আয়ুরাদিব্যয়েন বিষয়াসক্তিং নিবর্ত্তয়ন্ ইত্যর্থঃ) (সকামানাং তু) কালাখ্যয়া (কালরূপয়া শক্ত্যা) গুণময়ং (স্বর্গাদিফলং ক্রতুভিঃ বিস্তারয়ন্ (বর্দ্ধয়ন্ সন্) দিবি (অন্তরীক্ষে) ধাবতি। তস্মৈ বৎসরপঞ্চকায় (বৎসরাদিপঞ্চপ্রবর্ত্তকায় সূর্য্যায়) বলিং হরত (পূজাং কুরুত) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যে মহাভূত-বিশেষ তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্য পুরুষগণের মোহ-নিবৃত্তি অর্থাৎ আয়ু প্রভৃতি ব্যয় দ্বারা বিষয়াসক্তি-নিবারণের জন্য এবং স্বীয় কালশক্তি দ্বারা কার্য্যসমূহের বীজ অর্থাৎ মূলকারণকে বহুপ্রকারে কার্য্যাভিমুখী করিয়া অন্তরীক্ষে ধাবমান হইতেছেন ও সকাম পুরুষগণের স্বর্গাদিফলপ্রাপক যজ্ঞাদির বিস্তার করিতেছেন, (হে ধার্মিক লোকসকল) সেই পঞ্চবিধ বৎসরের প্রবর্ত্তক কালাত্মা ঈশ্বরাংশ সূর্য্যের পূজা কর ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিমর্থং ইদং বৎসরভেদকল্পনমিতিচেৎ তত্তদ্বর্ষবিহিতধর্ম্মাদিসিদ্ধ্যর্থমিত্যাহ—য ইতি। সৃজ্যানামুদ্ভিজ্জাদীনাং শক্তিমঙ্কুরাদৌ সামর্থ্যং স্বশক্ত্যা কালরূপয়া উরুধা উচ্ছ্বসয়ন্ প্রকাশয়ন্ দিবি অন্তরীক্ষে ধাবতি কৌঽসৌ ভূতভেদঃ মহাভূতবিশেষস্তেজোমণ্ডলরূপী সূর্য্যঃ কিমর্থং ধাবতি পুংসঃ পুরুষস্য অভ্রমায় দিঙ্মোহাদিনিবৃত্তয়ে সকামানাং গুণময়ং স্বর্গাদিফলং সংবৎসরাদিবিহিতকর্ম্মকালজ্ঞাপনয়া ক্রতুভিরনুষ্ঠেয়ৈঃ। তস্মাত্তস্মৈ বৎসরপঞ্চকপ্রবর্ত্তকায় বলিমর্ঘ্যাদি-পূজোপহারং দত্ত। হে ধার্ম্মিকলোকাঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য এই সমস্ত বৎসরাদির ভেদকল্পনা? তাহাতে বলিতেছেন—সেই সেই বর্ষে বিহিত ধর্ম্মাদি সিদ্ধির নিমিত্ত, ইহাই বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি শ্লোকে। যিনি 'সৃজ্যশক্তিম্'—সৃজ্য উদ্ভিদ্ প্রভৃতির শক্তি, অর্থাৎ অঙ্কুরাদি উৎপন্নের সামর্থ্য, 'স্বশক্ত্যা'—নিজের কালরূপ শক্তির দ্বারা, 'উরুধা উচ্ছ্বসয়ন্'—বিবিধরূপে প্রকাশ করিতে করিতে, 'দিবি'—অন্তরীক্ষে ধাবিত হইতেছেন। তিনি কে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভূতভেদঃ', মহাভূত-বিশেষ, তেজোমণ্ডলবর্ত্তী সূর্য্য। কি নিমিত্ত ধাবমান হইতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'পুংসঃ অভ্রমায়'—পুরুষদিগের দিঙ্-মোহাদি নিবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ সকাম জনগণের সংবৎসরাদি-বিহিত কর্ম্মের কাল জ্ঞাপনপূর্ব্বক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা গুণময় স্বর্গাদি ফল, 'বিতন্বন্'—বিস্তার করিবার জন্য (ধাবমান হইতেছেন)। অতএব 'তস্মৈ বৎসরপঞ্চকায়'—সেই পঞ্চবিধ বৎসরের প্রবর্ত্তক কালরূপী সূর্য্যকে, 'বলিং হরত'—অর্ঘ্যাদি পূজোপহার প্রদান কর, হে ধার্ম্মিক লোকসকল! ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—

অ-ভ্রমায়াভূতভেদকঃ ক্রতুভিঃ স্বপ্রজ্ঞাভিঃ।
ভূতানাং জ্যৈষ্ঠ-কানিষ্ঠ্যজ্ঞপ্ত্যৈ যজ্ঞাদিবৃত্তয়ে।
বোধয়ন্ সৃজ্যশক্তিং চ কালস্থো বর্ত্ততে হরিঃ ॥
ইতি তন্ত্রপ্রকাশিকায়াম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্।
পরেষাং গতিমাচক্ষ্ব যে স্যুঃ কল্পাদ্বহির্বিদঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ—পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ইদং (কথিতপ্রকারম্) আয়ুঃ (স্ব-স্ব-মানেন বর্ষশতং গণিতম্ আয়ুর্মানং) স্মৃতং পরং (কিন্তু) কল্পাৎ (প্রত্যহং কল্প্যতে সৃজ্যতে ইতি কল্পঃ ত্রৈলোক্যং তস্মাৎ) বহিঃ (বাহ্যতঃ) যে বিদঃ (জ্ঞানিনঃ) স্যুঃ পরেষাং (তেষাং) গতিং (আয়ুঃ) আচক্ষ্ব (পুনঃ সম্যক্ বর্ণয়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিদুর কহিলেন—হে মৈত্রেয়, পিতৃদেব এবং মনুষ্যদিগের (যেরূপ স্ব-স্ব মানে শতবর্ষ) আয়ুষ্কাল এই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা শুনিলাম; কিন্তু ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে অবস্থিত জ্ঞানিগণের গতি বর্ণন করুন্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং স্ব-স্ব-মানেন বর্ষশতং যে বিদো

বিদ্বাংসঃ কল্পাদ্দৈনন্দিনাদ্বহিঃ পরত্রাপি তিষ্ঠন্তি তেষাং সনকাদীনাং ভৃগ্বাদীনাঞ্চ গতিমায়ুঃ ।। ১৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইদং'—অর্থাৎ পিতৃ, দেব ও মনুষ্যদিগের যেরূপে স্ব-স্ব-মানে শতবর্ষ পরমায়ুঃ হয়, তাহা আপনি বলিলেন। কিন্তু 'যে বিদঃ'—যে সকল জ্ঞানিজন, 'কল্পাদ্ বহিঃ'—কল্প, অর্থাৎ দৈনন্দিন সৃষ্ট ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত সনকাদি এবং ভৃগুগণের 'গতিং'—অর্থাৎ আয়ুঃ কিরূপ (তাহাও আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন) ।। ১৬ ।।

ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু ।
বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা ।। ১৭ ।।

অন্বয়ঃ—কালস্য (কালরূপিণঃ) ভগবতঃ গতিং ভগবান্ (ভবান্) বেদ (জানাতি)। ননু (ভোঃ) ধীরাঃ যোগরাদ্ধেন (যোগসিদ্ধেন) চক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুষা) বিশ্বং (সর্ব্বং) বিচক্ষতে (জানন্তি) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি কালরূপী ঈশ্বরের গতি অবগত আছেন, যেহেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যোগসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা সমস্ত বিশ্বই দেখিতে পান ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—ভগবান্ ভবান্ যোগরাদ্ধেন যোগসিদ্ধেন ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্'—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ আপনি (মহামুনি মৈত্রেয়), 'যোগরাদ্ধেন'—যোগসিদ্ধ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা (সমস্ত কিছুই বিদিত আছেন) ।। ১৭ ।।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (হে বিদুর), কৃতং (সত্যং) ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিঃ চ ইতি চতুর্যুগং দিব্যৈঃ দ্বাদশভিঃ বর্ষৈঃ (বর্ষসহস্রৈঃ) সাবধানং (অবধীয়তে ইতি অবধানং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তৎসহিতং যথা ভবতি তথা) নিরূপিতং (পরিমিতম্) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারিযুগ, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ সহিত ঐ চারিযুগ দিব্য দ্বাদশসহস্রবৎসর পরিমাণে নিরূপিত হইয়াছে ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—কল্পবহিরায়ুষো হি ভৃগ্বাদয়ো ব্রহ্মতুল্যায়ুষ এব ভবন্তীতি ব্রহ্মণ আয়ুর্ব্বক্তুং যুগাদীনাং মানমাহ—কৃতমিতি। বর্ষৈর্বর্ষসহস্রৈঃ। অবধীয়ত ইত্যবধানং সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশশ্চ তৎসহিতম্ ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রৈলোক্যের বহির্ভাগে অবস্থিত ভৃগুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু লাভ করিয়া থাকেন, এই হেতু ব্রহ্মার আয়ু বলিবার জন্য যুগাদির পরিমাণ বলিতেছেন—'কৃতম্', অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগ। 'দিব্যৈর্দ্বাদশভিঃ বর্ষৈঃ'—দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরে, 'সাবধানং'—যাহার দ্বারা যুগাদির কাল নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা অবধান, অর্থাৎ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের সহিত (ঐ চারি যুগ নিরূপিত হইয়াছে) ।। ১৮ ।।

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্ ।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ।। ১৯ ।।

অন্বয়ঃ—কৃতাদিষু (সত্যপ্রভৃতিযুগেষু) যথাক্রমং (ক্রমাণুসারেণ সত্যে) চত্বারি সহস্রাণি (ত্রেতায়াং) ত্রীণি (দ্বাপরে) দ্বে (সহস্রে, কলৌ) একং চ (সহস্রং) দ্বিগুণানি শতানি চ সংখ্যাতানি ।। ১৯ ।।

অনুবাদ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও একসহস্র বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ তদ্রূপ আট, ছয়, চারি ও দুই শত বৎসর ।। ১৯ ।।

বিশ্বনাথ—যথাক্রমমিতি। কৃতযুগে চত্বারি সহস্রাণি। সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োশ্চত্বারি চত্বারি শতানীত্যষ্টৌ শতানি এবং ত্রেতাদিষ্বপি যোজ্যম্ ।। ১৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথাক্রমম্'—যথাক্রমে, অর্থাৎ সত্যযুগের পরিমাণ—(দিব্য পরিমাণে) চারি সহস্র বৎসর এবং সন্ধ্যার চারি শত ও সন্ধ্যাংশের চারি শত—ইহাতে আট শত বৎসর। এইরূপ ত্রেতাদি যুগেও যথাক্রমে যোজনা করিতে হইবে ।। ১৯ ।।

সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শতসংখ্যয়োঃ (উক্তানি শতানি সংখ্যা যয়োঃ তয়োঃ) সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োঃ (যুগস্য আদৌ সন্ধ্যা অন্তে সন্ধ্যাংশঃ তয়োঃ) অন্তঃ (মধ্যে) যঃ কালঃ তজ্জ্ঞাঃ (কালবিদঃ) তমেব (কালং) যুগম্ আহুঃ (কথয়ন্তি) যত্র (যুগে) ধর্ম্মঃ (যুগধর্ম্মঃ) বিধীয়তে (নিরূপ্যতে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, যুগের আদিতে সন্ধ্যা এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ, ইহাদের পরিমাণ যথাক্রমে যুগসংখ্যক শতবৎসর, ঐ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তীকালকে যুগজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'যুগ' বলিয়া থাকেন, সেইকালেই যুগবিশেষের (ধ্যানযজ্ঞাদি) ধর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যুগস্যাদৌ সন্ধ্যা অন্তে সন্ধ্যাংশস্তয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ । উক্তানি শতানি সংখ্যা যয়োস্তয়োরন্তর্ম্মধ্যবর্ত্তী যঃ কালস্তং যুগমাহুঃ । যত্র ধর্ম্ম ইতি ধ্যানযজ্ঞপরিচর্য্যা-কীর্ত্তনাত্মকো ধর্ম্মবিশেষঃ । সাধারণ-ধর্ম্মস্তু গুণভূতঃ । সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরপ্যস্ত্যেব । কিঞ্চ, যস্য যুগস্য যো ধর্ম্মঃ স এব তৎসন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োরপি প্রধানীভূত ইতি জ্ঞেয়ং । মনুষ্যাণাং ষষ্ট্যধিক-ত্রিশতবর্ষৈর্দ্দেবানামেকবর্ষং । এবং মনুষ্যাণাং বিংশতি-সহস্রাধিক-ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষবর্ষৈশ্চতুর্যুগং শাস্ত্রেষু যুগ-শব্দেনোচ্যতে । তত্রাষ্টাবিংশসহস্রাধিক - সপ্তদশ - লক্ষৈর্বর্ষৈঃ সত্যং, ষণ্ণবতিসহস্রাধিকদ্বাদশলক্ষৈস্ত্রেতা । চতুঃষষ্টিসহস্রাধিকাষ্টলক্ষৈর্দ্বাপরঃ । দ্বাত্রিংশৎ-সহস্রাধিকচতুর্লক্ষৈঃ কলিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োঃ'— যুগের আদিতে সন্ধ্যা এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ, তাহাদের, কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—উক্ত শত সংখ্যা যাহাদের (অর্থাৎ যে যুগের যত সংখ্যা, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের তদ্রূপ শত সংখ্যা) । তাহাদের (অর্থাৎ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের) মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাকে পণ্ডিতগণ 'যুগ' বলিয়া থাকেন । 'যত্র'—যে যুগে, 'ধর্ম্মঃ'—যুগধর্ম্ম অর্থাৎ যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা এবং সঙ্কীর্ত্তনাত্মক ধর্ম্মবিশেষ (অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা এবং কলিযুগে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ বিশেষ যুগধর্ম্ম) নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম গৌণরূপে সর্ব্বযুগে রহিয়াছে । সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশেও এইরূপ আছে । আর, যে যুগের যে ধর্ম্ম, তাহাই সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশেও প্রাধান্যরূপে বর্ত্তমান, ইহা জানিতে হইবে ।

মনুষ্যগণের তিনশত ষাট্ (৩৬০) বৎসরে দেবগণের এক বর্ষ । এই প্রকার মনুষ্যগণের পরিমাণে বিংশতি সহস্রাধিক, ত্রি-চত্বারিংশৎ লক্ষ (অর্থাৎ তেতাল্লিশ (৪৩) লক্ষ), বিশ (২০) হাজার বর্ষে । 'চতুর্যুগ'—শাস্ত্রে যুগ শব্দে বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে মনুষ্য-পরিমাণে সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র (১৭,২৮০০০) বৎসরে সত্যযুগ । দ্বাদশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার (১২,৯৬০০০) বৎসরে ত্রেতাযুগ । আটলক্ষ চৌষট্টি হাজার (৮,৬৪০০০) বৎসরে দ্বাপর যুগ । চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার (৪,৩২০০০) বৎসরে কলিযুগ ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্ কৃতে সমনুবর্ত্ততে ।
স এবান্যেষ্বধর্ম্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্দ্ধতা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতে (সত্যযুগে) চতুষ্পাৎ (সম্পূর্ণঃ) ধর্ম্মঃ মনুজান্ (নরান্) সমনুবর্ত্ততে (আশ্রয়তি) । সঃ এব (ধর্ম্মঃ) পাদেন (পাদেন পাদেন) বর্দ্ধতা (বর্দ্ধমানেন) অধর্ম্মেণ (হেতুনা) অন্যেষু (ত্রেতাদিষু যুগেষু পাদ্দেন পাদেন) ব্যেতি (হ্রসতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর !) সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ্ (তপঃ, শৌচ, দয়া ও ক্ষমা) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মানবগণকে আশ্রয় করেন । সেই ধর্ম্মই অন্যান্য যুগে এক একপাদ করিয়া বর্দ্ধমান অধর্ম্মের দ্বারা একপাদ করিয়া হ্রাস হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—চতুষ্পাৎ পূর্ণঃ মনুজাননুলক্ষীকৃত্য অন্যেষু ত্রেতাদিষু অধর্ম্মেণ পাদেন পাদেন বর্দ্ধতা বর্দ্ধমানেন হেতুনা ব্যেতি পাদেন পাদেন হ্রসতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতে ধর্ম্মঃ চতুষ্পাৎ'—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য-দিগের অনুবর্ত্তী ছিল । অন্যান্য ত্রেতাদি যুগে অধর্ম্মের এক একটি পাদ বর্দ্ধিত হওয়ায়, ধর্ম্মেরও ক্রমশঃ এক একটি পাদ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ সত্যযুগে

তপঃ, শৌচ, দয়া ও ক্ষমা—এই চারিটি ধর্ম্ম সম্পূর্ণ-রূপে মনুষ্যগণে বর্ত্তমান ছিল, ত্রেতাদি যুগে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমশঃ ধর্ম্মের এক একটি পাদ ক্ষীণ হইয়াছে)॥ ২১ ॥

ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরাব্রহ্মণো দিনম্ ।
তাবত্যেব নিশা তাত যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, ত্রিলোক্যাঃ বহিঃ আব্রহ্মণঃ (মহর্ল্লোকঃ প্রভৃতি ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য) যুগসাহস্রং (চতুর্যুগহস্রং একং) দিনং তাবতী (চতুর্যুগহস্রপরিমিতা) এব নিশা যৎ (যস্মাৎ) বিশ্বসৃক্ (ব্রহ্মা) নিমীলতি (স্বপিতি)॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে তাত, এই ত্রিলোকের বহির্ভাগে মহর্লোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্যুগ-সহস্র বৎসরে একদিন ; রাত্রিও তদ্রূপ। ঐ রাত্রিকালে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রিত হন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিলোক্যা বহির্ম্মহর্লোকপ্রভৃতি-ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য চতুর্যুগসহস্রমেকং দিনম্। যদ্‌যস্যাং বিশ্বসৃগ্‌ব্রহ্মা নিমীলতি, তদৈব স্বপন্তং গর্ভোদশায়িনমনুস্বপিতি। এবং যুগসহস্রদ্বয়ং ব্রহ্মণোঽহোরাত্রঃ তত্র মনুষ্যাণাং চতুঃষষ্টিকোট্যধিকাষ্টপদ্মবর্ষাণি ভবন্তি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিলোক্যাঃ বহিঃ'—ত্রিলোকের বহির্ভাগে, 'আব্রহ্মণঃ'—মহর্ল্লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্যুগ সহস্র বৎসরে (ব্রহ্মার) এক দিন, 'তাবতী'—ঐরূপ অর্থাৎ চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি। 'যদ্'—যে রাত্রিকালে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রিত হন, অর্থাৎ ঐ কালেই নিদ্রিত গর্ভোদক-শায়ীতে (ব্রহ্মা) শয়ন করেন। এইরূপ যুগসহস্রদ্বয় ব্রহ্মার এক অহোরাত্র, তখন মনুষ্যগণের চতুঃষষ্টি (৬৪) কোটি অধিক অষ্ট পদ্ম বৎসর হয় (অর্থাৎ মনুষ্যপরিমিত অষ্টপদ্ম চৌষট্টি কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়)॥ ২২ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মণা কালনাম্না তু সহ শেতে হরির্নিশি ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২২ ॥

নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ত্ততে ।
যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—নিশাবসানে (চতুর্যুগসহস্রপরিমিতায়াঃ রাত্র্যাঃ অন্তে) আরব্ধঃ লোককল্পঃ যাবৎচ তুর্দ্দশ মনূন্ ভুঞ্জন্ (পালয়ন্ ব্যাপ্নুবন্ ইত্যর্থঃ) অনুবর্ত্ততে (তাবৎ) ভগবতঃ (ব্রহ্মণঃ) দিনং (দিবসপরিমাণং ভবতি)॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রাত্রিশেষ হইলে লোকসৃষ্টি-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহা চতুর্দ্দশ মনু ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই ভগবান্ ব্রহ্মার দিন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র দিনস্থিতিমাহ—নিশাবসান ইতি। চতুর্দ্দশ মনূন্ মন্বন্তরাণি ভুঞ্জন্ ব্যাপ্নুবন্ লোকানাং কল্পঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে (ব্রহ্মার) দিন-স্থিতি বলিতেছেন—'নিশাবসানে'—রাত্রির শেষে (অর্থাৎ ব্রহ্মার চতুর্যুগ পরিমিত রাত্রি শেষ হইলে) 'লোক-কল্পঃ'—লোকসৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহা চতুর্দ্দশ মনু (মন্বন্তর) ব্যাপিয়া যতকাল বর্ত্তমান থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ ব্রহ্মার দিন ॥ ২৩ ॥

স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্॥২৪॥

অন্বয়ঃ—সাধিকাং (কিঞ্চিদধিকাং) যুগানাং (চতুর্যুগানাং) একসপ্ততিং হি (কালম্ এব ব্যাপ্য মনুঃ) স্ব-স্ব-কালং ভুঙ্‌ক্তে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর), এক এক মনু কিঞ্চিদধিক একসপ্ততিযুগ-পরিমিত কাল স্ব-স্ব-আধিপত্য ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মনুঃ স্বায়ম্ভুবাদিঃ কিঞ্চিদধিকাং চতুর্যুগানামেকসপ্ততিং কালং ব্যাপ্য তত্র দেবমানেন দ্বিপঞ্চাশৎ-সহস্রাধিকান্যষ্টলক্ষাণি বর্ষাণি ভবন্তি, মনুষ্যমানেন তু ত্রিংশৎকোট্যঃ সপ্তষষ্টিলক্ষাণি বিংশতিঃ সহস্রাণীতি। তথোক্তং বিষ্ণুপুরাণে—ত্রিংশৎকোট্যস্ত সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ। সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে। বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়মধিকং বিনা। মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈর্বৎসরৈর্দ্বিজ ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনুঃ'—স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি এক এক মনু কিঞ্চিদধিক চতুর্যুগের এক সপ্ততি (অর্থাৎ এক সপ্ততি যুগ পরিমিত) কাল ভোগ করেন। তাহাই তাঁহাদের স্ব স্ব কাল। উহা দেব-পরিমিত অষ্ট লক্ষ দ্বি-পঞ্চাশৎ সহস্র (৮,৫২০০০) বৎসর কাল। মনুষ্যপরিমাণে—ত্রিশ কোটি শপ্তষষ্টি (৬৭) লক্ষ বিশ হাজার বৎসর কাল। তথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"হে দ্বিজ! সম্পূর্ণ ত্রিংশৎ (৩০) কোটি গণনা করিয়া, হে মহামুনে! তারপর আরও সপ্তষষ্টি (৬৭) নিযুত; বিংশতি সহস্র কাল গণনা করিবে, হে দ্বিজ! তাহাই মনুষ্য-পরিমিত বৎসরে (এক একটি) মন্বন্তরের কাল।" ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—দিনস্থো ভগবান্ ভোক্তা।
যুগৈকসপ্ততেরূর্ধ্বং সার্দ্ধাষ্টাদশলক্ষকম্।
বৎসরাণাং মনোর্ভুক্তিঃ সহস্রং চতুরুত্তরম্ ॥
শতানাং প্রলয়শ্চৈব পঞ্চোত্তরমথাপি চ।
আদ্যেষু ষট্সু প্রথমে দ্বিসাহস্রাং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৎসারাণাং মনোরন্তরেবমীন্দ্রাদীনাং ভবেৎ ॥
ইতি মহাবারাহে ॥ ২৪ ॥

মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ।
ভবন্তি চৈতে যুগপৎ সুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—মন্বন্তরেষু তদ্বংশ্যাঃ (মনুবংশ্যাঃ পৃথ্বীপালকাঃ ক্রমেণ ভবন্তি, পরন্তু) মনবঃ ঋষয়ঃ সুরাঃ সুরেশাঃ (ইন্দ্রাঃ) চ যে চ তান্ অনু (অনুবর্ত্তন্তে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ তে অপি) যুগপৎ (সমকালমেব ভবন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—মন্বন্তরসমূহে মনুবংশীয় পৃথ্বীপালগণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হন, কিন্তু মনু সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র এবং ইঁহাদের অনুবর্ত্তী গন্ধর্ব্বাদি একই সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—মনুবংশঃ পৃথ্বীপালকঃ ক্রমেণ ভবতি। সপ্তর্ষিপ্রভৃতয়স্তু যুগপৎ সমকালমেব ভবন্তি। সুরেশা ইন্দ্রাস্তাননুবর্ত্তন্তে যে গন্ধর্ব্বাদয়স্তেঽপি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যাঃ' —মন্বন্তরসমূহে মনু এবং তদ্বংশীয় পৃথিবীপালকগণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তর্ষি প্রভৃতি 'যুগপৎ'—অর্থাৎ এককালেই উৎপন্ন হন। 'সুরেশাঃ'—ইন্দ্রগণ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী যে সকল গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি, তাঁহারাও সমকালেই উৎপন্ন হন ॥ ২৫ ॥

এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ।
তির্য্যঙ্ নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্ম্মভিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ (ত্রৈলোক্যং বর্ত্তয়তি ইতি ত্রিলোকপ্রবর্ত্তয়িতা) এষ (কথিতরূপঃ) দৈনন্দিনঃ ব্রাহ্মঃ (ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধী) সর্গঃ (সৃষ্টি-প্রকারঃ) যত্র (সর্গে) কর্ম্মভিঃ তির্য্যঙ্নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবং (উৎপত্তিঃ ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর) ইহাই ত্রিলোকের উৎপাদক, ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি—ইহাতে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে তির্য্যক্, মনুষ্য, পিতৃ ও দেবতাগণের জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রৈলোক্যে বর্ত্তত ইতি সঃ ত্রৈলোক্য-সৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রৈলোক্য-বর্ত্তনঃ'—ত্রৈলোক্যে যাহা থাকে, অর্থাৎ ত্রৈলোক্য সৃষ্টি—এই অর্থ ॥২৬॥

মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎ সত্ত্বং স্বমূর্ত্তিভিঃ।
মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মন্বন্তরেষু উদিতপৌরুষঃ (আবিষ্কৃত-পুরুষা-বতারঃ) স্বমূর্ত্তিভিঃ সত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্ব-ময়মূর্ত্তিং) বিভ্রৎ (বিভ্রাণঃ) ভগবান্ মন্বাদিভিঃ (সহ) ইদং বিশ্বং অবতি (রক্ষতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মন্বন্তরসমূহে ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন-পূর্ব্বক পুরুষাকার প্রকাশ করিয়া মন্বন্তরাবতারসমূহ দ্বারা এই বিশ্বের রক্ষা করিয়া থাকেন ॥২৭॥

বিশ্বনাথ—স্বমূর্ত্তিভিরবতারৈঃ উদিত-পৌরুষঃ আবিষ্কৃতপুরুষাকারঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমূর্ত্তিভিঃ'—(শুদ্ধসত্ত্বময়) অবতারগণের দ্বারা, 'উদিত-পৌরুষ'—যিনি পুরুষাকার প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ ।
কালেনানুগতাশেষ আস্তে তূষ্ণীং দিনাত্যয়ে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তমসঃ মাত্রাং (লেশং) উপাদায় (স্বীকৃত্য) প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ (প্রতিসংরুদ্ধঃ বহ্ন্যাদিভিঃ অথবা নিবৃত্তঃ আবৃতঃ বিক্রমঃ ভূরাদিলোকত্রয়ং ব্যাপারো বা যেন সঃ) কালেন অনুগতাশেষঃ (অনুগতং অনুপ্রবিষ্টং অশেষং ত্রৈলোক্যস্য জীববৃন্দং যস্মিন্ সঃ বিভুঃ) দিনাত্যয়ে (রাত্রৌ) তূষ্ণীং (ত্যক্তমায়াবিনোদঃ) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দিবাবসানে তিনি তমোগুণের লেশমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কালাগ্নিরুদ্ররূপে আপনার সমুদয় বিক্রম প্রত্যাহৃত করেন; সেইকালে ত্রিলোকস্থ জীবসমূহ তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়, সুতরাং তিনি মায়িক লীলাবিনোদ পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীভাবে অবস্থিত হন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—রাত্রিগতাং স্থিতিমাহ—তমসো মাত্রাং ত্রৈলোক্যমাত্রসংহারার্থং লেশং কালাগ্নিরুদ্ররূপেণ স্বীকৃত্য সংহারং প্রতিসংরুদ্ধো বহ্ন্যাদিভিরাবৃতো বিক্রমো ভূরাদিলোকত্রয়ং যেন সঃ। বিক্রমো ভূর্ভুবঃস্বরিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। ততশ্চানুগতমনুপ্রবিষ্টমশেষং ত্রৈলোক্যস্থ-জীববৃন্দং যত্র সঃ। তূষ্ণীং ত্যক্ত-মায়িকলীলাবিনোদ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাত্রিকালীন স্থিতি বলিতেছেন—'তমোমাত্রাং', কেবল ত্রৈলোক্যের সংহারের নিমিত্ত তমোগুণের কিঞ্চিন্মাত্র লেশ কালাগ্নি-রুদ্ররূপে 'উপাদায়'—স্বীকার (অবলম্বন) করিয়া, 'প্রতিসংরুদ্ধ-বিক্রমঃ'—প্রতিসংরুদ্ধ অর্থাৎ বহ্নি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হইয়াছে, বিক্রম বলিতে ভূরাদি লোকত্রয় যাহা কর্ত্তৃক, তিনি। পূর্ব্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—"সেই পুরুষের বিক্রম (পাদন্যাস) ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোকের আশ্রয়।" তারপর 'অনুগতাশেষঃ'—অনুগত অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, অশেষ অর্থাৎ ত্রৈলোক্যে অবস্থিত জীববৃন্দ যেখানে, তিনি। 'দিনাত্যয়ে'—দিনের অবসানে, রাত্রিতে, 'তূষ্ণীম্ আস্তে' মায়িক লীলাবিনোদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি তূষ্ণীম্ভাবে থাকেন, এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকাভূরাদয়স্ত্রয়ঃ ।
নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নির্ম্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—নিশায়ামনুবৃত্তায়াং (সত্যাং) ভূরাদয়ঃ (ভূর্ভুবঃস্বরাত্মকঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ নির্ম্মুক্ত-শশিভাস্করং (নির্ম্মুক্তঃ নিবৃত্তঃশ শী ভাস্করশ্চ যত্র যথা ভবতি তথা) তমেব অনু অপি (তৎকালানন্তরমেব) ধীয়ন্তে (তিরোহিতাঃ ভবন্তি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মনিশা উপস্থিত হইলে ভূরাদি লোকত্রয় সম্পূর্ণ চন্দ্রসূর্যরহিত হইলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ কালাগ্নি রুদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনা হইতেই তিরোহিত হয় ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তমনুলক্ষীকৃত্য অপিধীয়ন্তে কর্ম্মকর্ত্তরি স্বয়মেব তিরোহিতা ভবন্তীত্যর্থঃ। নির্ম্মুক্তঃ রহিতঃ শশী ভাস্করশ্চ যথা স্যাত্তথা ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততশ্চ'—তারপর, ব্রাহ্মী নিশা উপস্থিত হইলে, 'তম্ অনু'—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ সেই কালাগ্নিরুদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ভূরাদি লোকত্রয় আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া থাকে। 'অপিধীয়ন্তে'—ইহা কর্ম্ম-কর্ত্তরি প্রয়োগ, অর্থাৎ যেন নিজে নিজেই তিরোহিত হইল, এই অর্থ। তাহাতে দৃষ্টান্ত—'নির্ম্মুক্ত-শশিভাস্করম্'—চন্দ্র ও সূর্য্য একেবারেই রহিত হইলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ ॥ ২৯ ॥

ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা ।
যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দিতাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা (ভগবচ্ছক্তিরূপেণ সঙ্কর্ষণ-মুখোদ্ভূত-রুদ্রাগ্নিনা) ত্রৈলোক্যাং দহ্যমানায়াং (সত্যাং) উষ্মণা (উত্তাপেন) অর্দিতাঃ (পীড়িতাঃ) ভৃগ্বাদয়ঃ (মহর্লোকবাসিনঃ ঋষয়ঃ) মহর্লোকাৎ জনং (জনলোকং) যান্তি (প্রবিশন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ সঙ্কর্ষণ দেবের মুখাগ্নিদ্বারা এই ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইলে ঐ অগ্নির উত্তাপ-পীড়িত ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কেন প্রকারেণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ত্রিলোক্যামিতি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ত্রিলোক্যাম্'—অর্থাৎ ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিলে ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

তাবৎ ত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ ।
প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপ-চণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তদা) কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ (কল্পান্তেন কালেন এধিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ) উৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ (উৎকটঃ প্রবলঃ আটোপঃ ক্ষোভঃ যেষাং তে চ চণ্ডবাতেন প্রবলবায়ুনা ঈরিতোর্ম্ময়ঃ পরিচালিত-তরঙ্গাঃ চ তথাভূতাঃ) সদ্যঃ (অবিলম্বেন) ত্রিভুবনং প্লাবয়ন্তি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—কল্পান্তকাল উপস্থিত হইতে সমুদ্রসকল বর্দ্ধিত হয় এবং উৎকট ক্ষোভযুক্ত প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গসমূহ পরিচালিত হইয়া ত্রিভুবনকে সদ্যই পরিপ্লাবিত করিয়া দেয় ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্য ইতি ত্রিলোক্যাং দগ্ধায়াং সত্যামবিলম্বেনেত্যর্থঃ । দাহস্তু শতবর্ষপর্য্যন্তো জ্ঞেয়ঃ। উৎকট আটোপঃ ক্ষোভো যেষাং তে চ; তে চণ্ডবাতেরিততরঙ্গাশ্চেতি তে ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদ্যঃ'—তৎক্ষণাৎ, অর্থাৎ ত্রিলোক দগ্ধ হইলে, তৎপরক্ষণেই, অবিলম্বে, এই অর্থ। দাহ কিন্তু শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। 'উৎকটাটোপ-চণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ'—যাহাদের তরঙ্গসমূহ উৎকট (প্রবল) আটোপ অর্থাৎ ক্ষোভযুক্ত এবং প্রচণ্ড বায়ুর বেগে ভীষণভাবে বিচলিত হইয়াছে, (সেই সকল সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়া সদ্যই ত্রিভুবনকে প্লাবিত করিয়া দেয়) ॥ ৩১ ॥

অন্তঃ স তস্মিন্ সলিলে আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তাসনঃ (শেষঃ এব শয্যা যস্য সঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) হরিঃ তস্মিন্ সলিলে অন্তঃ (মধ্যে) যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ (যোগ এব নিদ্রা তয়া নিমীলে মীলিতে অক্ষিণী যস্য সঃ) জনালয়ৈঃ (জনলোকবাসি-মহর্লোকাগতৈঃ ভৃগুপ্রভৃতিভিঃ অন্যৈশ্চ) স্তূয়মানঃ (সংস্তুতঃ) আস্তে (তিষ্ঠতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেইকালে ভগবান্ হরি প্রলয়পয়োধিজলে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন এবং জনলোকবাসী ও মহর্লোক হইতে আগত ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া যোগনিদ্রায় নয়ন মুদ্রিত করতঃ অবস্থান করেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগাখ্যা বিমলাদীনাং চিচ্ছক্তিবৃত্তীনাং পঞ্চমী সৈব তদানীং নিদ্রারূপা তয়া মুদিতনেত্রঃ। জনালয়ৈর্জ্জনলোকনিবাসিভির্মুনিভিঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগনিদ্রা-নিমীলাক্ষঃ'—যোগনিদ্রার দ্বারা যাঁহার অক্ষিদ্বয় নিমীলিত হইয়াছে। এখানে যোগ বলিতে বিমলাদি চিচ্ছক্তিবৃত্তির পঞ্চমী যোগ-নাম্নী, তিনিই তৎকালে নিদ্রারূপে ছিলেন, তাহার দ্বারা যিনি নেত্র মুদিত করিয়াছেন। 'জনালয়ৈঃ'—জনলোক-নিবাসী মুনিগণ কর্ত্তৃক (স্তূয়মান হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন) ॥ ৩২ ॥

এবংবিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ ।
অপক্ষিতমিবাস্যাপি পরমায়ুর্বয়ঃশতম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—কালগত্যা (কালস্য গত্যা পরমা এবাদিরূপয়া) উপলক্ষিতৈঃ এবংবিধৈঃ (চতুর্যুগদ্বিসহস্র-পরিমিতৈঃ) অহোরাত্রৈঃ বয়ঃশতং (বর্ষশতং) অস্য অপি (ব্রহ্মণ অপি) পরমায়ুঃ অপক্ষিতং (অপক্ষীণমিব গতপ্রায়মিব) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—কালগতি দ্বারা উপলক্ষিত এইপ্রকার অহোরাত্রে যে একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু, তাহাও কালধর্ম্মে গতপ্রায় বোধ হয় ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য ব্রহ্মণোঽপ্যায়ুরপক্ষিতমপক্ষীণং গতপ্রায়মেবেতি যস্মাদ্বিভেম্যহমিত্যুক্ত্যা কালাদ্বিভ্যতা ব্রহ্মণাপি বিষয়ভোগেভ্যো বিরজ্য নিরন্তরমেব ভগবানুপাস্যতে মনুষ্যাঃ কিয়দায়ুষঃ কেন সাহসেন বিষয়মুপভুঞ্জানাস্তং ন ভজন্তীতি ভক্তিবৈরাগ্যয়োঃ প্রযত্ন আবশ্যক ইতি কালনিরূপণ-প্রয়োজনমুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্রহ্মারও আয়ুষ্কাল, 'অপক্ষিতমিব'—গতপ্রায়ের ন্যায়, অর্থাৎ প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে (তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে) ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"যস্মাদ্ বিভেম্যহমপি", অর্থাৎ যে কাল হইতে দ্বি-পরার্দ্ধ-কালস্থায়ী সত্য-লোকে অধিষ্ঠিত হইয়াও আমি (ব্রহ্মা) ভীত হইতেছি—ইহাতে কাল হইতে ভীত ব্রহ্মাও বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তরই শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেছেন, আর অত্যল্প পরমায়ুবিশিষ্ট মনুষ্যগণ কোন্ সাহসে বিষয় উপভোগে রত হইয়া সেই ভগবানকে ভজন করে না? অতএব ভক্তি এবং বৈরাগ্যের প্রযত্ন করা আবশ্যক—ইহা বুঝাই-বার নিমিত্ত কাল-নিরূপণের প্রয়োজন উক্ত হইল ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—অস্য ব্রহ্মণঃ, ব্রহ্মণো দিনমিত্যুক্তত্বাৎ।
নায়ুর্মানং ভগবতঃ কস্মিন্ রূপেঽপি বিদ্যতে।
অনাদিত্বাদমধ্যত্বাদনন্তত্বাচ্চ সোঽব্যয়ঃ॥
ইতি হরিবংশে ॥ ৩৩ ॥

যদর্দ্ধমায়ুষস্তস্য পরার্দ্ধমভিধীয়তে।
পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ত্ততে ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(তস্য ব্রহ্মণঃ) আয়ুষঃ যৎ অর্দ্ধং (তৎ) পরার্দ্ধম্ (ইতি) অভিধীয়তে (কথ্যতে তত্র অস্য আয়ুষঃ) পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধঃ অপক্রান্তঃ (অপগতঃ) অপরঃ (পরার্দ্ধঃ) হি অদ্য (অধুনা) প্রবর্ত্ততে ॥৩৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধকাল 'পরার্দ্ধ' বলিয়া কথিত, তন্মধ্যে পূর্ব্বপরার্দ্ধ গত হইয়াছে, অপর পরার্দ্ধ এখন চলিতেছে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদায়ুর্দ্বিধা বিভক্তমাহ—যদিতি ॥৩৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধকালকে 'পরার্দ্ধ' বলে, তাহা দুইভাগে ভাগ করা হয়—যেমন পূর্ব্ব পরার্দ্ধ এবং অপর পরার্দ্ধ (যাহা এখন চলি-তেছে)—ইহা বলিতেছেন, 'যদ্' ইত্যাদি শ্লোকে ॥৩৪॥

পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ।
কল্পো যত্রাভবদ্‌ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বস্য পরার্দ্ধস্য আদৌ ব্রাহ্মো নাম মহান্ কল্পঃ অভূৎ। যত্র (কল্পে) ব্রহ্মা অভবৎ (উৎপন্নঃ)—যঃ (ব্রহ্মাণং) শব্দব্রহ্ম ইতি বিদুঃ (জানন্তি পণ্ডিতাঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব পরার্দ্ধের আদিতে ব্রাহ্ম নামে মহান্ কল্প হইয়াছিল, সেই কল্পেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ সেই ব্রহ্মাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলিয়া জানেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বস্যেতি প্রভাসখণ্ডোক্তেঃ শ্বেত-বারাহাদিভিঃ পিতৃকল্পান্তৈস্ত্রিংশৎকল্পৈরেব শুক্লপ্রতি-পদাদ্যমাবাস্যান্তানি ত্রিংশদ্দিনানি তেষামেব কল্পানাং পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যা মাসাঃ মাসৈর্দ্বাদশভির্ব্বর্ষং পঞ্চাশতা বর্ষৈরেকং পরার্দ্ধম্। তত্র পূর্ব্বস্য প্রথমস্য আদৌ ব্রাহ্ম ইতি শ্বেতবারাহ এব ব্রহ্মজন্মতিথিত্বাৎ ব্রাহ্ম-শব্দেনোচ্যতে। সা তিথিশ্চ চৈত্রশুক্লপ্রতিপদেব জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত্যা জ্ঞেয়া ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূর্ব্বস্যাদৌ'—পূর্ব্ব পরার্দ্ধের আদিতে। প্রভাসখণ্ডের উক্তি অনুসারে—শ্বেত-বরাহ কল্প হইতে পিতৃ-কল্প পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ (৩০) কল্পের দ্বারাই, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ দিন, সেই কল্পসমূহের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা মাস, দ্বাদশ মাসে এক বৎসর, পঞ্চশত বর্ষে এক পরার্দ্ধ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম পরার্দ্ধের আদিতে ব্রাহ্মকল্প, ইহা শ্বেতবারাহ কল্পই, ব্রহ্মার জন্মতিথি বলিয়া ব্রাহ্ম-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। সেই তিথি চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ্—ইহা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে জানিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

তস্যৈবান্তে চ কল্পোঽভূদ্‌যং পাদ্মমভিচক্ষতে।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যৈব (পূর্ব্বপরার্দ্ধস্য) চ অন্তে যং পাদ্মং (পাদ্মকল্পং) অভিচক্ষতে (মনষিণঃ কথয়ন্তি সঃ) কল্পঃ অভূৎ (বভূব) যৎ (যত্র কল্পে) হরেঃ (ভগবতঃ) নাভি-সরসঃ (নাভিঃ এব সরঃ তস্মাৎ) লোকসরোরুহং (ত্রিভুবনাত্মকং কমলম্) আসীৎ (উদপদ্যত) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তাহারই (সেই ব্রাহ্মকল্পেরই) অন্তে যে কল্প হইয়াছিল, তাহাই 'পাদকল্প' বলিয়া কথিত,

সেই কল্পে গর্ভোদকশায়ী হরির নাভি-সরোবর হইতে নিখিল ভুবনাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কল্পঃ পিতৃকল্পঃ যং পরার্দ্ধস্যৈবান্তিমং পিতৃকল্পমেব পাদ্মং বদন্তি ; পাদ্মত্বে হেতুঃ—যদিতি। তেন সর্ব্বেষ্বেব কল্পেষু লোকাত্মকং পদ্মং ন ভবতি, কিন্তু ক্বাপি ক্বাপ্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্যৈব অন্তে, কল্পঃ'—সেই পূর্ব্বপরার্দ্ধের অন্তে যে কল্প, তাহাকে পিতৃ-কল্প বলে। পরার্দ্ধেরই অন্তিম পিতৃকল্পকেই পাদ্ম-কল্প বলা হয়, তাহার কারণ—সেই কল্পে শ্রীহরির নাভিরূপ সরোবর হইতে নিখিল ভুবনাত্মক পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা জানা গেল—সমস্ত কল্পেই লোকাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হয় না, কিন্তু কোন কোন কল্পেই—এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

অয়ন্তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীচ্ছূকরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (বিদুর), অয়ং তু বারাহঃ (বরাহস্য কল্পঃ) ইতি বিখ্যাতঃ কল্পঃ দ্বিতীয়স্যাপি (দ্বিতীয়-পরার্দ্ধস্য এব আদৌ) কথিতঃ যত্র (কল্পে) হরিঃ শূকরঃ (বরাহ-মূর্ত্তিধারী) আসীৎ (আবির্বভূব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদি কল্পই 'বারাহ কল্প' বলিয়া বিখ্যাত ; সেই কল্পে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ-মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ন্তু সম্প্রতি বর্ত্তমান-দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য একপঞ্চাশত্তমবর্ষস্য প্রথমদিবস ইত্যর্থঃ। অত্র পাদ্মং কল্পমথো শৃণ্বিত্যুপক্রান্তায়াং উদাপ্লুতং বিশ্বমিত্যাদি-পাদ্ম-কল্পকথায়ামেকার্ণবোদকে একস্য পদ্মস্যৈব শ্রবণাৎ তত্রৈকস্য ব্রহ্মণ এবোদ্ভবাদ্বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমান ইত্যাদ্যুক্তের্ম্মহাকল্পায়ুষাং সনকাদীনাঞ্চ তত্রানুপলম্ভাৎ কেচিৎ প্রথম-পরার্দ্ধান্তে মহর্জনস্তপঃসত্যানাং দ্বিপরার্দ্ধান্তপর্য্যন্তস্থায়িনামনষ্টানামপি জলপ্লাবনং তথা তত্রত্যানাং সর্ব্বেষামেব কল্পায়ুষাং ব্রহ্মসাহিত্যেনৈব শ্রীনারায়ণে প্রবেশমাখ্যায় প্রথম-পরার্দ্ধসমাপ্তৌ দ্বিতীয়পরার্দ্ধস্যাদিমং শ্বেতবারাহমেব পাদ্মমাহুঃ। দ্বাদশাধ্যায়ে চ সনকাদিমরীচ্যাদীনাং ব্রাহ্মকল্প ইব ব্রহ্মত এবাবির্ভাবশ্চ বক্ষ্যতে, ন চ তত্র ব্রাহ্মকল্পকথৈবেতি বাচ্যং, পাদ্মকল্পকথায়াঃ প্রক্রান্তত্বাৎ। তস্মাত্তস্যৈব চান্ত ইত্যত্র অন্তে অবসানে সমাপ্তাবিত্যর্থ ইতি। অয়ন্ত্বিতি তুরেবার্থে অয়মেব পাদ্ম এব বারাহ ইতি খ্যাতঃ। তত্র হেতুর্যত্রাসীদিতি দ্বিতীয়স্যাপীত্যপিকারেণ প্রথমপরার্দ্ধস্যাদিমো ব্রাহ্মঃ কল্পোঽপি পাদ্ম উচ্যত ইতি ব্যাচক্ষতে ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং তু'—এই, অর্থাৎ সম্প্রতি বর্ত্তমান দ্বিতীয় পরার্দ্ধের একপঞ্চাশৎ-(৫১) তম বর্ষের প্রথম দিবস, এই অর্থ। এখানে—"অনন্তর পাদ্মকল্পের কথা শ্রবণ কর"—এই বলিয়া উপক্রম (আরম্ভ) করিয়া, "বিশ্ব প্লাবিত হইয়াছিল"—ইত্যাদি পাদ্ম-কল্পের কথাতেই—একার্ণব সলিলে একটি পদ্মেরই কথা শ্রবণ করা হইয়াছে, সেখানে একমাত্র ব্রহ্মারই উদ্ভব দেখা যায়। 'সেখানে অন্য কিছু ব্রহ্মা দর্শন করেন নাই'—ইত্যাদি উক্তি-বশতঃ মহাকল্পকাল পর্য্যন্ত পরমায়ুবিশিষ্ট সনকাদিকেও তখন সেখানে দেখা যায় নাই, এইজন্য কেহ কেহ বলেন—প্রথম পরার্দ্ধের অন্তে, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের দ্বি-পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়ায় তাহাদের বিনাশ না হইলেও জল-প্লাবন হইয়াছিল। সেইরূপ সেখানের সকলেরই কল্পকাল-পরমায়ু বলিয়া, তাঁহাদের ব্রহ্মার সহিতই শ্রীনারায়ণে প্রবেশ উল্লেখ থাকায়, প্রথম পরার্দ্ধের সমাপ্তিতে দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিবস শ্বেত-বারাহ কল্পই পাদ্ম-কল্প বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আর, দ্বাদশ অধ্যায়ে সনকাদি ও মরীচি প্রভৃতির ব্রাহ্মকল্পের ন্যায় ব্রহ্মা হইতেই আবির্ভাবও বলিবেন, ইহার দ্বারা তাহা ব্রাহ্মকল্পের কথা, ইহা বলা চলে না, কারণ পাদ্ম-কল্পের কথারই আরম্ভ হইয়াছে। অতএব 'তস্যৈব অন্তে'— তাহারই অন্তে এই স্থলে 'অন্তে' বলিতে অবসানে, অর্থাৎ সমাপ্ত হইলে, এই অর্থ। 'অয়ং তু'—এখানে 'তু'-শব্দ 'এব' অর্থে, ইহাই, অর্থাৎ এই পাদ্মকল্পই বারাহ কল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার কারণ—এই কল্পে ভগবান্ হরি বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'দ্বিতীয়স্য অপি'—এখানে 'অপি'-শব্দের প্রয়োগ-বশতঃ, প্রথম পরার্দ্ধের আদি ব্রাহ্মকল্পও পাদ্মকল্প

বলিয়া কথিত হয়, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

কালোহয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্যতে।
অব্যাকৃতস্যানন্তস্য হ্যনাদের্জগদাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিপরার্দ্ধাখ্যঃ (দ্বিপরার্দ্ধপরিমিতঃ) অয়ং কালঃ অব্যাকৃতস্য (কার্য্যোপাধিশূন্যস্য) অনন্তস্য অনাদেঃ (আদ্যন্তশূন্যস্য ইত্যর্থঃ) জগদাত্মনঃ (জগৎকারণস্য হরেঃ) নিমেষঃ (ইতি) উপর্যতে (অভিধীয়তে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এই দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিতকাল বিকার-রহিত অনন্ত ও অনাদি অর্থাৎ কালপরিচ্ছেদের অতীত সর্ব্বজগৎকারণ পরমেশ্বরের একটী নিমেষ মাত্র ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সূক্ষ্মং স্থূলং কালমুক্ত্বেদানী-মাত্যন্তিকং স্থূলং পরমমহান্তং কালমাহ—দ্বিপরার্দ্ধ-সংজ্ঞঃ কালস্য পর্য্যবসানাসম্ভবেহপ্যাত্যন্তিক-স্থূলত্বেন স এব শাস্ত্রে ব্যবহ্রীয়তে সোহপি জগদাত্মনঃ পরমেশ্বরস্য নিমেষঃ। নন্বেবং নিমেষাদিক্রমেণ তস্যাপি কিমায়ুর্গণ্যতে, তত্র নহি নহীতি সরসনাদংশমাহ—উপচর্য্যতে কুচিন্নিমেষ ইতি। যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথা-বলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথা ইতি ব্রহ্মসংহিতাদৌ কুচিন্নিশ্বাস ইত্যুপচারমাত্রং ন তু বস্তুতো নিমেষোহপীত্যর্থঃ। যতোহব্যাকৃতস্য কাল-কৃত-বিকাররহিতস্য ; তত্র হেতুরনন্তস্যানাদেঃ কালপরিচ্ছেদাতীতস্যেত্যর্থঃ ; যতো জগদাত্মনঃ কালাদি-সর্ব-জগৎ-কারণস্য ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে সূক্ষ্ম ও স্থূল কালের কথা বলিয়া এক্ষণে আত্যন্তিক স্থূল পরম মহান্ কালের বিষয় বলিতেছেন—'কালোহয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ এই যে দুই পরার্দ্ধ নামে কালের বিষয় উক্ত হইল, উহা কার্য্যোপাধিশূন্য, অনন্ত, অনাদি, জগৎকারণ শ্রীভগবানের এক নিমেষ-মাত্র বলিয়া উপচারিত হয় বটে, কিন্তু ঐ নিমেষও তাঁহার আয়ুর্গণনায় ধর্ত্তব্য নহে)। দ্বিপরার্দ্ধ এই যে নাম, কালের পর্য্যবসানের (পরিসমাপ্তির) অসম্ভব হইলেও আত্যন্তিক স্থূলত্ব-রূপে শাস্ত্রে ঐরূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও (সেই দ্বি-পরার্দ্ধ নামক কালও) জগদাত্মা (জগতের কারণ) পরমেশ্বরের নিমেষমাত্র। যদি বলেন—দেখুন, এইরূপ নিমেষাদি-ক্রমে সেই পরমেশ্বরেরও কি পরমায়ুঃ গণনা করা হয়? তাহার উত্তরে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিতেছেন—না, না, কখনই নহে, কোন কোন স্থলে উহা পরমেশ্বরের নিমেষমাত্র কাল বলিয়া উপচারিত হয়, এই মাত্র। যেমন ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"যস্যৈক-নিশ্বসিত-কালম্", ইত্যাদি—অর্থাৎ যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস কাল অবলম্বন করিয়া তাঁহার লোমবিবরস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনাদি কর্ত্তা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার অংশ-স্বরূপ ; সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। এইরূপ কোন কোন স্থলে 'নিশ্বাস'—ইহা উপচার মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ নিমেষও তাঁহার আয়ুর্গণনায় গণ্য হইতে পারে না। তাহার কারণ বলিতেছেন—যেহেতু তিনি অব্যাকৃত, অর্থাৎ কালকৃত বিকার-রহিত। তদ্বিষয়ে হেতু—তিনি অনন্ত এবং অনাদি, অর্থাৎ কাল-পরিচ্ছেদের অতীত, এই অর্থ। তাহাতে কারণ—যেহেতু তিনি জগদাত্মা, অর্থাৎ কালাদি সর্ব্বজগতের কারণ ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—এইরূপভাবে ব্রহ্মার দিনকল্পন দ্বারা গর্ভোদকশায়ী (ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা) বিষ্ণুর দিনকল্পনা জানিতে হইবে। কারণ ব্রাহ্মকল্পের (?) অন্তে গর্ভোদকশায়ি-পুরুষও যোগনিদ্রা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। কারণার্ণবশায়ি-বিষ্ণুরও কালকল্পন এইরূপ-ভাবেই হইবে—ইহাই বক্ষ্যমাণ ভাগবতীয় শ্লোকে বলিতেছেন। ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৪৮ শ্লোকে উক্ত হই-য়াছে—মহাবিষ্ণুর একটী নিশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল অবস্থিতি করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি তৎকালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ (শ্রীজীব) ॥ ৩৮ ॥

কালোহয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধান্ত ঈশ্বরঃ।
নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—পরমাণ্বাদিঃ দ্বিপরার্দ্ধান্তঃ অয়ং কালঃ ঈশ্বরঃ (অতিসমর্থঃ অপি) ভূম্নঃ (পরিপূর্ণস্য ব্রহ্মণঃ)

ঈশিতুং (নিয়ন্তুং) স এব প্রভুঃ (নৈব শক্নোতি যতঃ) ধামমানিনাং (দেহগেহাদ্যভিমানবতাম্) (এব) ঈশ্বরঃ (বিনাশে সমর্থঃ ভবতি ন তু ব্রহ্মণঃ) ।।৩৯।।

অনুবাদ—হে বিদুর, পরমাণু হইতে দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল সামর্থ্যযুক্ত হইলেও পরিপূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু দেহ, গেহাদির অভিমানী (বা সত্যলোকাদির অধিকারী বলিয়া অভিমানী) জীবের প্রতিই আধিপত্য করিতে সমর্থ ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—ব্যঞ্জিতমেবার্থং পুনঃ স্পষ্টয়তি—কালোঽয়মিতি। ভূম্নঃ পরমেশ্বরস্য ধামমানিনাং সত্যলোকাদ্যধিকারিণাম্ ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত বিষয়ই পুনরায় স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—"কালোঽয়ং"—ইত্যাদি শ্লোকে। 'ভূম্নঃ'—ভূমাস্বরূপ পরমেশ্বরের (উপর প্রভুত্ব করিবার এই কালের কোন সামর্থ্য নাই)। 'ধামমানিনাং'—সত্যলোকাদির অধিকারী বলিয়া যাহারা অভিমানী, (তাদৃশ জীবের প্রতিই কালের প্রভাব বিস্তার করিবার সামর্থ্য) ।। ৩৯ ।।

তথ্য—ধামমানী—দেহগেহাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিযুক্ত (শ্রীধর) ; 'আমরা সত্য-লোকাদির অধিকারী'—এইরূপ অভিমানযুক্ত (শ্রীজীব ও চক্রবর্ত্তী) ।। ৩৯ ।।

বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ ।
অণ্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ।। ৪০ ।।

অন্বয়ঃ—বিকারৈঃ (ভূতেন্দ্রিয়রূপৈঃ ষোড়শভিঃ) যুক্তৈঃ (প্রকৃতিমহদহঙ্কারতন্মাত্ররূপাষ্টপ্রকৃতিমিলিতৈঃ) সহিতঃ (আরব্ধঃ) পঞ্চাশৎ-কোটিবিস্তৃতঃ (অন্তঃ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজনবিস্তৃতঃ) বহিঃ (চ) বিশেষাদিভিঃ (পৃথিব্যাদিসপ্তভিঃ) আবৃতঃ (পরিব্যাপ্তঃ) অয়ং অণ্ডকোষঃ ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—প্রকৃতি, মহদহঙ্কারও পঞ্চতন্মাত্ররূপ অষ্টপ্রকৃতি এবং একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতরূপ ষোড়শ প্রকার বিকারদ্বারা আরব্ধ এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার অভ্যন্তর পঞ্চাশৎ কোটী যোজন-বিস্তৃত এবং বহির্ভাগ পৃথিব্যাদি সপ্তপদার্থদ্বারা আবৃত ।।৪০।।

বিশ্বনাথ—জগদাত্মন ইত্যনেন ব্যঞ্জিতং সর্ব্বজগৎ-পরিচ্ছেদকত্বং তস্যাহ—বিকারৈঃ ষোড়শভির্যুক্তৈঃ অষ্ট-প্রকৃতিযুক্তৈঃ সহিতস্তদারব্ধ ইত্যর্থঃ। অয়মণ্ডকোষো যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবল্লক্ষ্যতে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কীদৃশঃ বহির্বিশেষাদিভিঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সপ্তভিরাবৃতঃ ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বর জগদাত্মা ইহা বলায় সমস্ত জগতের তাঁহার পরিচ্ছেদকত্ব বলিতেছেন —'বিকারৈঃ'—পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ ষোড়শ বিকার এবং প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপ অষ্ট প্রকৃতিশব্দ-বাচ্য বিকারের দ্বারা মিলিত এই ব্রহ্মাণ্ড। (ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত এবং বহির্ভাগ পৃথিব্যাদি সপ্ত পদার্থে আবৃত)। এই অণ্ডকোষ যেখানে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হয়—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। কিরূপ অণ্ডকোষ ? তাহাতে বলিতেছেন—'বহির্বিশেষাদিভিঃ'—অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগ পৃথিব্যাদি সপ্ত পদার্থে আবৃত ।। ৪০ ।।

মধ্ব—দর্শেন্দ্রিয়াণি চ মনোভূতান্যণুগতানি তু।
বিকারা ইতি বিজ্ঞেয়া ভূতাহং মহতঃ পরঃ ।।
পৃথিবীং বিশেষ ইত্যাহুঃ শব্দাদীনাং বহুত্বতঃ।
সা সূক্ষ্মত্বাদ্‌গোত্যণুং দ্বিগুণা তু দশোত্তরাঃ।
অবাদয়ঃ প্রকৃত্যন্তা অষ্ট প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ।।

ইতি চ।

শরীরাণাং বহুত্বেন অতীতানাগতৈস্তথা।
অস্যেব দেবকায়েষু প্রতি প্রতি চ দর্শনাৎ ।।
বিষ্ণুসামর্থ্যতোঽণ্ডানাং বহুত্বং নান্যথা ভবেৎ ।।

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

একমণ্ডং বহুত্বেন প্রত্যেকং রোমকূপগম্।
ব্রহ্মাপশ্যত্তথাত্মানং হরেস্তেষু পৃথক্ পৃথক্ ।।

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। বৃহদণ্ডমভূদেকমিতি চ ভারতে ।।৪০।।

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ।। ৪১ ।।
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ।। ৪২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে কালস্বরূপকথনং নামৈকা-দশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—দশোত্তরাধিকৈঃ (দশগুণোত্তরঃ অধিকঃ যেষু তথাভূতৈঃ সপ্তভিঃ আবৃতঃ অণ্ডকোষঃ) যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ লক্ষ্যতে (এবংবিধাঃ) অন্যে চ (অপি) কোটিশঃ হি অণ্ডরাশয়ঃ (যত্র) অন্তর্গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ পরমাণুবৎ দৃশন্তে) তৎ সর্ব্বকারণ-কারণং (সর্ব্বেষাং কারণানাং প্রধানাদীনাম্ অপি কারণম্) অক্ষরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ মহাত্মনঃ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পরং (সর্ব্বতঃ উৎকৃষ্টং) ধাম (স্বরূপম্ আহুঃ) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ও কোটি কোটি এবং রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুতুল্য লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ মহাবিষ্ণুর স্বতঃসিদ্ধ পরম অংশিরূপ নিত্যাবির্ভাবস্বরূপ পরিপূর্ণ ভগবতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যেহেতু তিনি কারণার্ণবশায়ী ও জগৎ-কারণ পুরুষেরও কারণ ॥ ৪১- ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—কীদৃশৈঃ ? অণ্ডকোষ-প্রমাণাদ্দশগুণ উত্তরোত্তরোঽধিকো যেষু তৈঃ । ন কেবলময়মেক এব অপি ত্বন্যেঽপি লক্ষ্যন্তে বিষ্ণোঃ কারণার্ণবশায়িনো ধাম দেহঃ, গৃহদেহত্বিট্‌প্রভাবা ধামনীত্যমরঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একাদশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিরূপ সপ্ত পদার্থের দ্বারা আবৃত ? তাহাতে বলিতেছেন—ঐ সপ্তপদার্থের পরি-মাণও ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক । কেবল এই একটি ব্রহ্মাণ্ড নহে, এইরূপ কোটি কোটি রাশি রাশি অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া (পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হয়, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই সকল কারণের কারণস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন । তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণুর পরম স্বরূপ) । 'বিষ্ণোঃ'—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর—'ধাম'—অর্থাৎ দেহ । অমরকোষে ধাম-শব্দের নিরুক্তিতে উক্ত হইয়াছে—'ধাম বলিতে গৃহ, দেহ, ত্বিট্ (কান্তি) ও প্রভাব ।' [শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাংশী, সর্ব্বজগৎকারণেরও কারণ, ইহা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসং-হিতাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে । কারণার্ণবশায়ী মহা-বিষ্ণুগণও তাঁহার অংশের অংশ ।] ॥ ৪১-৪২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত 'সারার্থদর্শিনী' টীকার শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১১ ॥

মধ্ব—

অন্তর্গতা শরীরাণি । ধামগৃহমণ্ডরাশয়ঃ ॥
যমঃ কালো মানুষাণাং তস্য কালঃ সুদর্শনঃ ।
তস্যাপি রুদ্রস্তৎকালো ব্রহ্মা দুর্গাপি তস্য তু ॥
সা ব্রহ্মপ্রলয়ে দেবী বর্ত্ততে চক্ররূপিণী ।
সংহরতি সদা লোকান্ সৈব ব্রহ্মাদিষু স্থিতা ॥
তস্যা নিয়ামকো বিষ্ণুঃ পরঃ কালঃ স উচ্যতে ।
কালাভিমানিনী সৈব প্রভুর্ন জগদীশিতুঃ ॥
তস্যাঃ প্রভুঃ স এবেশো বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥
ইতি চ ॥ ৪১-৪২ ॥

তথ্য—যদিও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ ৩।১১।৩৯ শ্লোকের অনুযায়ী কারণার্ণবশায়ী মহা-পুরুষাবতার কখনও কালের অধীন নহেন, তথাপি আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলাবশতঃ তিনি 'অক্ষর' শব্দ-বাচ্য হন না, কিন্তু তাঁহারই পরমস্বরূপ স্বয়ং ভগবানই নিত্য আবির্ভাবহেতু 'অক্ষর' শব্দবাচ্য ; তাহাই বক্ষ্যমাণ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । মহাবিষ্ণুর স্বয়ংসিদ্ধ পরম অংশিরূপ তত্ত্বকেই অক্ষর অর্থাৎ নিত্যাবির্ভাবস্বরূপ ব্রহ্ম বা 'পরিপূর্ণ-ভগবত্তত্ত্ব' বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । কেননা, পূর্ণ ভগবতত্ত্ব সর্ব্বকারণ পুরুষাবতারেরও কারণস্বরূপ (শ্রীজীব) ।

'বিষ্ণু'-শব্দে এইস্থলে কারণার্ণবশায়ি-মহাবিষ্ণু ; তাঁহার ধাম অর্থাৎ অঙ্গকান্তি ; যেহেতু অমরকোষে ধাম, দেহ, গৃহ, দেহকান্তি ও প্রভাব—একপর্য্যায় শব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৪২ ॥

কাল-তথ্যসার—কাল দ্বিবিধ—অখণ্ড ও খণ্ড কাল। অখণ্ড কাল 'পর'-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে খণ্ড ও অখণ্ডকাল অদ্বয়জ্ঞানের পোষণ করে। প্রাকৃতরাজ্যে খণ্ডকাল সূক্ষ্ম ও স্থূল-ভেদে দ্বিবিধ। স্থূলকালের শেষ সীমায় পরার্দ্ধ অবস্থিত। প্রাকৃত খণ্ড ও অখণ্ড কালের মধ্যে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব ও পরস্পর ভেদজ্ঞান অবস্থিত। সূর্য্যের রাশিচক্র পরিভ্রমণ-কালকে পূর্ণ খণ্ডকাল গ্রহণ করিয়া তদংশস্থিত কালপরিমিতিকে 'সূক্ষ্মকাল' বলা হয়; আর সূর্য্যের জ্যোতিশ্চক্র-ভ্রমণের গুণিতক-বিচারে স্থূলকাল পরিগণিত হয়। সূর্য্য পরিভ্রমণ করে; যে আধারে বা রাশিচক্রে ভ্রমণ করে, তদ্দ্বারা সূর্য্যগতি হইতে খণ্ড কালের নির্দ্দেশ হয়। সূক্ষ্মকাল পর্য্যায়ে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম আধারকে 'পরমাণু' বলে। সূর্য্যগমন-ভূমিকার উহা পরম ক্ষুদ্রাংশ। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশিচক্র-ভ্রমণ স্থূল এবং সূক্ষ্মকালদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি। সূক্ষ্ম কালগুলি মধ্যকালের মধ্যাবস্থানের কালগত ভগ্নাংশ, আর স্থূল-কালগুলি উহারই গুণিতক। খণ্ডব্যাপ্তির পরিমিতি সমভূমিকায় একপ্রকার পরিমিতি, আবার চাপভূমিতে উহা কোণদ্বারা পরিমিতি হয়। সূক্ষ্মকালের বিভাগগুলি সূর্য্যের ভ্রমণ-ভূমিতে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহা দিক্ বা কোণবিচারের অন্তর্গত, সমভূমির পরিমাণ-সংজ্ঞা ঐ কোণ বা চাপ-ভূমিকায় গণিত হইয়াছে। রাশিচক্রের দ্বাদশ ভাগের একভাগে ত্রিশ অংশ বর্ত্তমান। সমগ্র রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে, তাহাকে এক 'সৌর-বর্ষ' বলে। সূক্ষ্মকাল রাশিচক্রের দ্বাদশভাগের এক-ভাগ মাস; প্রত্যেক মাসে দুইটী পক্ষ; প্রতিপক্ষে পঞ্চদশ দিবস; প্রতি দিবসভাগে চারি যাম ও রাত্রিতে চারি যাম; দুই মুহূর্ত্তে এক প্রহর বা যাম; দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত; পনর লঘুতে এক নাড়ি বা দণ্ড; পনর কাষ্ঠায় এক লঘু; পঞ্চ ক্ষণে এক কাষ্ঠা; তিন নিমেষে এক ক্ষণ; তিন লবে এব নিমেষ; তিন বেধে এক লব; একশত ত্রুটিতে এক বেধ; তিন ত্রসরেণুতে এক ত্রুটি; তিন অনুতে এক ত্রসরেণু; দুই পরমাণুতে এক অণু প্রভৃতি সূক্ষ্মকাল-পর্য্যায়।

৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে এক মহাযুগ, তাহার দশ-ভাগের একভাগ (৪৩২০০০)—কলিযুগ; দুই-ভাগ (৮৬৪০০০)—দ্বাপর যুগ; তিন ভাগ (১২৯৬০০০)—ত্রেতাযুগ; চারি ভাগ (১৭২৮০০০)—সত্যযুগ।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।
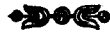
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ।
মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই দ্বাদশাধ্যায়ে ব্রহ্মা যে প্রকারে সনক এবং মরীচ্যাদি এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য যে প্রকারে স্ত্রীপুরুষকে তাঁহার দেহ হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বেই তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র প্রভৃতি অজ্ঞানবৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি ভগবদ্ধ্যান-প্রভাবে চতুঃসনের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ঐ সকল বাসুদেবাশ্রয় ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণকে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করাতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন না। ব্রহ্মার ক্রোধ সঞ্চার হইল; তখন তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান হইতে নীললোহিতাকার এক পুরুষ রোদন করিতে করিতে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে স্বীয় নাম ও স্থানাদিবিষয় প্রশ্ন করিলে

ব্রহ্মা তাঁহার রোদন-ব্যাপার হইতে 'রুদ্র' নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তিনি মন্যু, মনু, শিব প্রভৃতি আরও দশটি নামে এবং রুদ্রাণী, অম্বিকা প্রভৃতি নামে তাঁহার পত্নী বিখ্যাত হইবেন, ইহাও বলিলেন। হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং তপস্যা এই স্থানসমূহ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহাও বলিলেন। সেই রুদ্র হইতে অসংখ্য জগৎগ্রাসকারী রুদ্র সৃষ্ট হইতে থাকিলে ব্রহ্মা ভীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রুদ্রকে সুখাবহ তপস্যাপ্রভাবে সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা ভগবচ্ছক্তিযুক্ত হইয়া সৃষ্ট্যর্থ চিন্তা করিতে থাকিলে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং পৃষ্ঠাদি দেশ হইতে অধর্ম্ম, কাম-ক্রোধাদি অনর্থসকল জাত হইল। কর্দ্দমঋষি ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার ঝক্‌নাম্নী একটী মনোহারিণী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল, *ব্রহ্মা কামোন্মত্ত হইয়া সেই কন্যায় অভিলাষ* করিলে তাঁহার মরীচ্যাদি পুত্রগণ তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলে ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। দিক্‌সকল দেহ গ্রহণ করিল, উহাই নীহারময় তমঃ। অন্য এক সময়ে সৃষ্টি-চিন্তারত ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে চারিটি বেদ, চাতুর্হোত্র, উপবেদ, ধর্ম্মের চারিটী পাদ, বৃত্তির সহিত আশ্রম-সমূহ এবং পঞ্চমবেদ যে ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি, তাহাও আবির্ভূত হইল। সাবিত্র্য, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম, বৃহৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্ম, বার্ত্তা, সঞ্চর প্রভৃতি গার্হস্থ্য বৃত্তি, বৈখানসাদি চারি প্রকার বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম, কুটী-চকাদি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, তর্কবিদ্যা, দণ্ডনীতি, তিন ব্যাহৃতি, প্রণব, বিবিধ ছন্দ, যাবতীয় বর্ণ, সপ্তস্বর প্রভৃতি ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা বেদময়তনু; তাঁহার ব্যক্তস্বরূপ—বৈখরী, অব্যক্ত-স্বরূপ—প্রণব। ব্রহ্মা পূর্ব্বের কামাসক্ত-তনু পরিত্যাগ করিয়া শব্দ-ব্রহ্মময় নিত্যস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। সৃষ্টিবৃদ্ধ্যর্থ চিন্তা করিলে ব্রহ্মার মূর্ত্তি দুই অংশে বিভক্ত হইল—তাহাতে মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ হইল। স্বায়ম্ভুব মনুই পুরুষ, আর তাঁহার স্ত্রী শত-রূপা; উভয়ের সংযোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, এই দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি, এই কন্যাত্রয় উৎপন্ন হইল। মনু, আকূতিকে রুচি ঋষিকে, দেবহূতিকে কর্দ্দম-ঋষিকে এবং প্রসূতিকে দক্ষ-প্রজাপতিকে প্রদান করেন। দক্ষের সন্তানেই জগৎ পরিপূর্ণ হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ— (হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর), পরমাত্মনঃ (শ্রীহরেঃ) কালাখ্যঃ মহিমা (প্রভাববিশেষঃ) তে (তুভ্যম্) ইতি (এবম্প্রকারঃ) তে বর্ণিতঃ (ময়া কথিতঃ) অথ (অনন্তরং) বেদ-গর্ভঃ (ব্রহ্মা) যথা (প্রজাঃ) অস্রাক্ষীৎ (সৃষ্টবান্ তৎপ্রকারং বক্ষ্যমাণং) মে (মত্তঃ) নিবোধ (ত্বং শৃণু) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, আপনার নিকট পরমাত্মার কালনামক প্রভাব এইরূপে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে বেদগর্ভ ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন্ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সনকাদি-মরীচ্যাদি-ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসৃগ্‌বিধিঃ।
দ্বাদশে সর্গবৃদ্ধ্যর্থং মিথুনং দেহতোঽসৃজৎ ॥
মহিমা প্রভাবঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে সনক, মরীচি প্রভৃতি এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদির সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ দেহ হইতে মিথুন (স্ত্রী ও পুরুষ) যেভাবে সৃষ্টি করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

'মহিমা'—বলিতে প্রভাব (অর্থাৎ পরমাত্মার কাল-নামক প্রভাববিশেষ তোমার নিকট বলিলাম) ॥ ১ ॥

সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—আদিকৃৎ (প্রজা-স্রষ্ঠা ব্রহ্মা) অগ্রে (স্বসৃষ্টেৌ প্রথমঃ) তমঃ (স্বরূপাপ্রকাশঃ) অথ (ততঃ) মোহং চ (দেহাদ্যহং-বুদ্ধিং) মহামোহং (ভোগেচ্ছাং) চ তামিস্রং (তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধং) অন্ধতামিস্রং (তন্নাশে অহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিং)

সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্ তাঃ চ) অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ (অবিদ্যায়াঃ বৃত্তয়ঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ সৃষ্টির প্রথমে জীবগণের স্বরূপের অপ্রকাশক তমঃ, দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি বা মোহ ও ভোগেচ্ছা, তামিস্র বা ভোগেচ্ছার বাধা হইলে ক্রোধসঞ্চার, অন্তঃকরণ ধর্ম্ম অন্ধতামিস্র বা ভোগ্যবস্তনাশে 'আমার মৃত্যু ঘটিল' এইরূপ বুদ্ধি —এই সকল এবং অন্য অজ্ঞান-বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অবিদ্যাবৃত্তয়ঃ পূর্ব্বসিদ্ধা এব সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মতঃ সকাশাৎ তম আদিরূপেণাবির্বভূবুরিত্যাহ —সসর্জ্জেতি। তত্র তমো নাম জীবস্য স্বরূপাপ্রকাশঃ। মোহো দেহাদাবহমারোপঃ মহামোহা ভোক্তব্যবিষয়েষু মমত্বারোপঃ। তামিস্রঃ ভোগপ্রতিঘাতে সত্যন্তঃকরণ-ধর্ম্মস্য ক্রোধস্য স্বীকারঃ। ততশ্চান্ধতামিস্রঃ ক্রোধ-তন্ময়ীভাবরূপা মূর্চ্ছেব মরণম্। এতে জীবস্যাসন্তোঽপ্যবিদ্যয়া সৃষ্টাঃ। যথোক্তং বৈষ্ণবে—তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ। মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা॥ মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥ ইতি। পাতঞ্জলেঽপ্যেত এবোক্তাঃ —অবিদ্যা অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা—অজ্ঞানবিপর্য্যাসভেদভয়শোকা বস্তুতস্তু-বিদ্যায়া আবরণবিক্ষেপাবেব দ্বৌ ধর্ম্মৌ তাবেব অবিদ্যাস্মিতা-শব্দাভ্যাং অজ্ঞানবিপর্য্যাস-শব্দাভ্যাঞ্চোচ্যেতে। রাগদ্বেষাভিনিবেশাস্ত্বন্তঃকরণধর্ম্মা অপি বিক্ষেপাংশপ্রাধান্যাদ্বিক্ষেপপ্রপঞ্চতয়ৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবিদ্যার বৃত্তিসমূহ পূর্ব্বসিদ্ধই ছিল, সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা হইতে তমঃ প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হইল, ইহা বলিতেছেন—'সসর্জ্জ' ইত্যাদি। তন্মধ্যে তমঃ হইতেছে—জীবের স্বরূপের অপ্রকাশ। মোহ—দেহাদিতে অহং-বুদ্ধির আরোপ। মহামোহ—ভোক্তব্য-বিষয়ে মমত্বের আরোপ। তামিস্র —ভোগের প্রতিঘাত অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃ-করণের ধর্ম্ম-স্বরূপ ক্রোধের স্বীকার। তাহা হইতে অন্ধতামিস্র—অর্থাৎ ক্রোধের তন্ময়ীভাবরূপা মূর্চ্ছাই, তাহাই মরণ (অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর নাশ হইলে, আমি মৃত হইলাম, এইরূপ বুদ্ধি)।

এই সকল জীবে না থাকিলেও অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন বৈষ্ণবে (অর্থাৎ মহর্ষি পরাশর কৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণে) উক্ত হইয়াছে— 'তমোঽবিবেকঃ' ইত্যাদি, — অর্থাৎ অবিবেকের (অজ্ঞানতার) নাম তমঃ। অন্তঃকরণের বিভ্রমকে (অস্থিরতাকে) মোহ বলে। গ্রাম্যভোগের সুখের ইচ্ছাকে মহামোহ বলিয়া জানিতে হইবে। অন্ধতামিস্র— হইতেছে মরণ (মরণের মত বুদ্ধি)। ক্রোধকে তামিস্র বলে। পঞ্চ পর্ব্ব-(গ্রন্থি)-যুক্তা অবিদ্যা মহাত্মার (ব্রহ্মার) নিকট হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পাতঞ্জলেও ইহাই বলা হইয়াছে—অবিদ্যা, অস্মিতা (আমি বা আমার ইত্যাকার অভিমান), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এইরূপ শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রোক্ত— অজ্ঞান, বিপর্য্যাস (স্বরূপের অন্যথা জ্ঞান), ভেদ, ভয় ও শোক। বস্তুতঃ কিন্তু উহারা অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপরূপ দুইটি ধর্ম্ম, সেই দুইটিই অবিদ্যা ও অস্মিতা শব্দদ্বয়ের দ্বারা এবং অজ্ঞান ও বিপর্য্যাস শব্দদ্বয়ের দ্বারা বলা হইয়াছে। আর, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ইহারা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইলেও বিক্ষেপ অংশের প্রাধান্যবশতঃ বিক্ষেপের প্রপঞ্চরূপেই (বিস্তৃতিরূপেই) উক্ত হইয়াছে—ইহা জানিতে হইবে ॥ ২ ॥

মধ্ব—তমস্তু শার্ব্বরং প্রোক্তং মোহশ্চৈব বিপর্য্যয়ঃ।
তদাগ্রহো মহামোহস্তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে॥
মরণন্ত্বন্ধতামিস্রমবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বিকা॥
ইতি ভারতে। তমোঽজ্ঞানং বিপর্য্যাসো মোহোঽন্যো তু তদাগ্রহা ইতি হরিবংশে ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং ব্রহ্মা) পাপীয়সীং (অজ্ঞান-বৃত্তীনাং পাপবহুলাং) সৃষ্টিং দৃষ্ট্বা আত্মানং (তৎস্রষ্টারং) বহু (সমীচীনং) ন অমন্যত (নাভ্যনন্দৎ) ততঃ (তদনন্তরং) ভগবদ্ধ্যানপূতেন

(স্বদোষনিবৃত্ত্যর্থং কৃতং যদ্ ভগবতো ধ্যানং তেন পূতেন বিশুদ্ধেন) মনসা অন্যান্ অসৃজৎ (সসর্জ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপবহুলা দর্শন করিয়া ব্রহ্মা নিজকে বহুমানন করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগবানের ধ্যানদ্বারা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া ব্রহ্মা অন্যান্য সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবিদ্যায়া নিবর্ত্তিকা বিদ্যৈবেতি জ্ঞাপয়িতুং বিদ্যাবৃত্তয়োঽপি তস্মাদেব সনকাদিরূপেণাবির্বভূবুরিত্যাহ—দৃষ্ট্বেত্যাদিনা। মহাকল্পায়ুষাং ব্রহ্মাদীনাং জীবতামেব প্রথমপরার্দ্ধান্তে পরমেশ্বরে প্রবেশাৎ পাদ্মে কল্পে যথা ব্রহ্মা পদ্মাদুদপদ্যত তথা ব্রহ্মাপি সনকাদীন্ পুনরুৎপাদয়ামাসেত্যাহ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবিদ্যার নিবর্ত্তিকা (বিনাশিকা) বিদ্যাই, ইহা জানাইবার নিমিত্ত বিদ্যার বৃত্তিসকলও তাঁহা হইতেই (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মা হইতেই) সনকাদি-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। মহাকল্পকাল-স্থায়ী পরমায়ুঃ-বিশিষ্ট ব্রহ্মাদির জীবিতকালেই প্রথম পরার্দ্ধের অন্তে পরমেশ্বরে প্রবেশ হওয়ায়, পাদ্ম-কল্পে যেমন ব্রহ্মা পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাও সনকাদিকে পুনরায় উৎপন্ন করিলেন—ইহা বলিতেছেন ॥ ৩ ॥

সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) নিষ্ক্রিয়ান্ (কাম্য-কর্ম্মরহিতান্) ঊর্দ্ধরেতসঃ (জিতেন্দ্রিয়ান্) সনকং চ সনন্দং চ সনাতনং সনৎকুমারং চ (এতান্) মুনীন্ (অসৃজৎ ইতি শেষঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আত্মভু ব্রহ্মা নিষ্ক্রিয় ও অস্খলিতবীর্য্য, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারিজন মুনিকে প্রকটিত করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সনকঞ্চেতি—সাংখ্যযোগবৈরাগ্যতপাংসীতি চত্বার্য্যেব বিদ্যায়াশ্চতস্রো বৃত্তয়স্তাসামেব সনকাদিচতুষ্টয়রূপেণাবির্ভাবঃ। কিঞ্চ, ভক্ত্যা বিনা বিদ্যায়া বৈফল্যাৎ তদ্বৃত্তিষু তপ আদিষ্বপি ভক্তির্গুণীভূতা সতী তিষ্ঠেদিতি সনকাদয়োঽপি ভক্তিমন্ত এব দৃষ্টাঃ। মুখ্যভক্তেরাবির্ভাবস্তু নারদরূপেণাগ্রে বক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সনকং চ'—ইতি। সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য এবং তপস্যা—এই চারিটিই বিদ্যার চারি বৃত্তি, সেই সকলেরই সনকাদি-রূপে আবির্ভাব। আর, ভক্তি ব্যতীত বিদ্যার বিফলতা-হেতু সেই তপস্যাদি বৃত্তিসমূহেও ভক্তি গৌণরূপে অবস্থান করেন, এইজন্য সনকাদিও ভক্তিমানই দৃষ্ট হন। কিন্তু মুখ্য ভক্তির আবির্ভাব শ্রীনারদ-রূপে, ইহা পরে (২৩ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) বলিবেন ॥ ৪ ॥

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বভূঃ (ব্রহ্মা) তান্ (স্বপুত্রান্) বভাষে (উবাচ)—(হে) পুত্রকাঃ, প্রজাঃ (পুত্রান্ যূয়ং) সৃজত (ইতি)। মোক্ষধর্ম্মাণঃ (নিবৃত্তিধর্ম্মনিষ্ঠাঃ) বাসুদেবপরায়ণাঃ (ভগবদ্ভক্তাঃ তে চ) তৎ পিত্রা জ্ঞপ্তং প্রজাসর্জ্জনং) ন ঐচ্ছন্ (নাভিলষিতবন্তঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে পুত্রগণ, তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর, কিন্তু মোক্ষধর্ম্মনিষ্ঠ বাসুদেবপরায়ণ (সনকাদি ঋষিগণ) সেই প্রজাসৃষ্টিরূপ অভিলাষ করিলেন না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তন্নৈচ্ছন্নিতি জ্ঞানযোগং খল্বাবিদ্যককর্ম্মযোগনিরাসক এব স্যাদিতি দ্যোতিতম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ ন ঐচ্ছৎ'—ইতি, অর্থাৎ ব্রহ্মা নিবৃত্তিধর্ম্মনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত সনকাদিকে প্রজা-সৃষ্টির আদেশ করিলেও তাঁহারা তাহা অভিলাষ করিলেন না। ইহার দ্বারা, জ্ঞানযোগ অবিদ্যাজনিত কর্ম্মযোগের নিরাসকই—ইহা দ্যোতিত হইল ॥ ৫ ॥

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোঽনুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রহ্মা) প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ (প্রত্যাখ্যাতম্ অনঙ্গীকৃতম্ অনুশাসনম্ আজ্ঞা যৈঃ

তৈঃ) সুতৈঃ (পুত্রৈঃ) এবং অবধ্যাতঃ (সৃষ্ট্যাজ্ঞা-প্রত্যাখ্যানেন অবজ্ঞাতঃ অতএব) দুর্ব্বিষহং (সোঢ়ুমশক্যং) জাতং (সমুৎপন্নং) ক্রোধং নিয়ন্তুং (নিগ্রহীতুম্) উপচক্রমে (প্রযত্নং কৃতবান্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী পুত্রগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হওয়ায় ব্রহ্মার দুর্ব্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল, ব্রহ্মা সেই ক্রোধ (মনোমধ্যে) সংবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অবধ্যাতো অবজ্ঞাতঃ নিয়ন্তুমুপচক্রম ইতি ব্রহ্মণো রাজস-স্বভাবত্বং ব্যক্তম্। এবং তম আদি সনকাদ্যোঃ সৃষ্টৌ তামস-সাত্ত্বিকভাবোদয়ৌ তস্য পূর্ব্বং জ্ঞেয়ৌ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবধ্যাতঃ'—অর্থাৎ সনকাদি পুত্রগণ তাঁহার আদেশ পালনে অনিচ্ছুক দেখিয়া, ব্রহ্মা নিজেকে অবমানিত বোধ করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মার দুর্ব্বিসহ ক্রোধ উৎপন্ন হইল, উহা তিনি মনোমধ্যেই সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন—এই কথায় ব্রহ্মার রাজস-স্বভাবত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রকার তমঃপ্রভৃতি এবং সনকাদির সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার তামস ও সাত্ত্বিক ভাবের উদয় পূর্ব্বে হইয়াছিল—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

ধিয়া নিগৃহ্যমানোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধিয়া (বুদ্ধ্যা) নিগৃহ্যমানঃ (বিষ্টভ্যমানঃ) অপি সদ্যঃ (তদৈব) তন্মন্যুঃ (তস্য ব্রহ্মণঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ স চাসৌ মণ্যুশ্চ ইতি) প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) ভ্রুবোর্মধ্যাৎ নীললোহিতঃ (তদ্বর্ণঃ) কুমারঃ অজায়ত (সমুদ্ভূতঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধির দ্বারা সম্বরণ করিলেও সেই ক্রোধ প্রজাপতি ব্রহ্মার ভ্রুযুগল হইতে নির্গত হইয়া নীল-লোহিত কুমাররূপে সমুদ্ভূত হইল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অবিদ্যায়া নিবর্ত্তিকা যথা বিদ্যায়া অপি কুচিন্নিবর্ত্তিকা তথা অবিদ্যা স্যাদিতি দর্শয়িতুং বিদ্যোদয়বত্যপি ব্রহ্মণি অবিদ্যাবৃত্তি-মুখ্যস্য তামিস্রাভিধানস্য ক্রোধস্য রুদ্ররূপেণাবির্ভাবমাহ—ধিয়েতি। তন্মন্যুঃ তস্য প্রজাপতের্মন্যুঃ স চাসৌ মন্যুশ্চেতি বা নীললোহিত ইতি ক্রোধোঽপি তদ্বর্ণ এব ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদ্যা যেমন অবিদ্যার নিবর্ত্তিকা (নিরাসক), তদ্রূপ কোথাও অবিদ্যাও বিদ্যার বিনাশক হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত—ব্রহ্মাতে বিদ্যার উদয় থাকিলেও, অবিদ্যার বৃত্তিসমূহের মধ্যে মুখ্য যে তামিস্র নামক ক্রোধ, তাহার (সেই ক্রোধের) রুদ্র-রূপে আবির্ভাব বলিতেছেন—'ধিয়া' ইত্যাদি শ্লোকে। 'তন্মন্যুঃ'—সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার ক্রোধ, অথবা সেই ক্রোধই (ব্রহ্মার ভ্রূ-যুগলের মধ্য দিয়া নীল-লোহিত কুমার-রূপে প্রকটিত হইল)। 'নীল-লোহিতঃ'—নীল ও লোহিত (রক্ত) বর্ণ (কুমার), ক্রোধও সেইরূপ বর্ণ-বিশিষ্টই হয় ॥ ৭ ॥

স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ স্থানানি চ জগদ্গুরো ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ দেবানাং পূর্ব্বজঃ ভগবান্ ভবঃ (রুদ্রঃ) রুরোদ (রোদনপূর্ব্বকম্ উবাচ)—(হে) ধাতঃ, (হে) জগৎগুরো, মে (মম) নামানি স্থানানি চ কুরু ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই নীললোহিত দেবতাই দেবগণের পূর্ব্বজ এবং শক্তিশালী ; তিনি ব্রহ্মার সমীপে রোদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে বিধাতঃ, হে জগদ্গুরো, আমার নাম এবং স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া দি'ন্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তল্লীলামাহ—স বা ইতি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তল্লীলামাহ'—সেই ভগবান্ নীললোহিতের লীলা (কার্য্য) বলিতেছেন—'স বৈ', ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্।
অভ্যধাত্তদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎ করোমি তে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (রুদ্রস্য) ইতি (এবংভূতং) বচঃ (বাক্যানি) পরিপালয়ন্ (সংরক্ষয়ন্) ভগবান্ পাদ্মঃ (পদ্মযোনিঃ ব্রহ্মা) ভদ্রয়া (মধুরয়া) বাচা (কথয়া) অভ্যধাৎ (উবাচ)—মা রোদীঃ (রোদনং

মা কুরু), তে (তব) তৎ (উক্তং) করোমি (ইতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পদ্মযোনি ব্রহ্মাও তাঁহার ঐ বাক্য প্রতিপালনপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন,—বৎস, রোদন করিও না, তোমার এই বাঞ্ছা পরিপূরণ করিয়া দিতেছি ॥ ৯ ॥

যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ সোদ্বেগ ইব বালকঃ।
অতস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরশ্রেষ্ঠ, সোদ্বেগঃ (ভয়সহিতঃ) বালকঃ ইব যৎ (যস্মাৎ তম্) অরোদীঃ অতঃ তস্মাৎ প্রজাঃ (জনাঃ) রুদ্র ইতি নাম্না ত্বাং (ভবন্তং) অভিধাস্যন্তি (আহ্বয়ন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সুরশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তুমি বালকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রোদন করিলে, এই কারণে প্রজাসমূহ তোমাকে 'রুদ্র' এই নামে আহ্বান করিবে ॥ ১০ ॥

হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জলং মহী।
সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি তে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—হৃৎ (হৃদয়ং), ইন্দ্রিয়াণি, অসুঃ (প্রাণাঃ), ব্যোম (আকাশঃ), বায়ুঃ অগ্নিঃ জলং মহী (পৃথ্বী) সূর্য্যঃ চন্দ্রঃ তপশ্চৈব (এতানি একাদশ) তে (তব) স্থানানি অগ্রে (ত্বৎপ্রার্থনাতঃ পূর্ব্বমেব ময়া) কৃতানি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রান, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র এবং তপস্যা—এই সকল স্থান, তোমার জন্য পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদীতি হৃদাদীনামহঙ্কারকার্য্যত্বাদহঙ্কারাধিষ্ঠাতুঃ রুদ্রস্য তত্তৎস্থানৌচিত্যাৎ ; ক্রোধপক্ষে তু হৃৎ—ক্রোধস্য জন্মস্থানমেব স তত্র প্রবৃত্তো নেত্রপাণিপাদেন্দ্রিয়েষ্বপি তিষ্ঠতি তত্তদ্ব্যাপারসূচ্যঃ। তথৈবাসুষু প্রাণেষ্বপি নাসাশ্বাসাধিক্যসূচ্যঃ। তথা বহিরাকাশস্য প্রচণ্ডঘোরসিংহাদিশব্দৈর্ব্বায়ুগ্নিজলানাং শোষকত্ব-দাহকত্ব-প্লাবকত্বৈঃ মহ্যাঃ স্ববিকারৈর্মুদ্গরাদিভিস্তথা তেষাং সংঘাতৈঃ সিংহব্যাঘ্রসর্পাদিভিঃ। সূর্য্যচন্দ্রয়োস্তাপহিমাভ্যাং মারকত্বমস্তীতি তেষ্বপি ক্রোধস্তিষ্ঠতি। তপ ইত্যুপলক্ষণং সাংখ্যযোগবৈরাগ্যাণামপি তেষামপি ভক্তিপাল্যত্বাভাবে ক্রোধস্থানত্বং দৃষ্টং তপোদীপিতমন্যব ইত্যাদি বাক্যৈরতএবোক্তমারুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয় ইতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃৎ'—হৃদয় প্রভৃতি স্থানসমূহ রুদ্রের জন্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। হৃদয় প্রভৃতি অহঙ্কারের কার্য্য বলিয়া, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রের সেই সেই স্থান যোগ্যই। কিন্তু ক্রোধ-পক্ষে —হৃদয় হইতেছে ক্রোধের জন্মস্থানই, সেই ক্রোধ সেখানে (হৃদয়ে) উৎপন্ন হইয়া নেত্র, পাণি ও পাদ ইন্দ্রিয়সমূহে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সেই ব্যাপারের (কার্য্যের) কারক হইয়া থাকে। সেইরূপ (পঞ্চ) প্রাণ-সকলেও ক্রোধ প্রবিষ্ট হইলে নাসিকা-দ্বারে শ্বাসাদি ক্রিয়ার আধিক্য সূচনা করে। সেইরূপ বাহিরে আকাশের প্রচণ্ড ঘোর সিংহাদি শব্দের দ্বারা ; বায়ু, অগ্নি ও জলে যথাক্রমে শোষকত্ব, দাহকত্ব ও প্লাবকত্বের দ্বারা, পৃথিবীর বিকার মুদ্গর (মুগুর) প্রভৃতির দ্বারা, সেইরূপ তাহাদের সংঘাত সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্পাদির দ্বারা (পৃথিবীতে ক্রোধের প্রকাশ হইয়া থাকে)। সূর্য্য এবং চন্দ্রেও তাপ ও হিমের দ্বারা মারকত্ব আছে, অতএব সেখানেও ক্রোধ অবস্থান করে। 'তপঃ'—তপস্যা, ইহা উপলক্ষণ, সাংখ্য, যোগ এবং বৈরাগ্যেও (ক্রোধ দৃষ্ট হয়), সেই সকল তপস্যাদিরও ভক্তিদেবীর দ্বারা পালিত (রক্ষিত) না হইলে ক্রোধের স্থানত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন উক্ত হইয়াছে—'তপো-দীপিত-মন্যবঃ' —তপস্যার দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়াছে ক্রোধ যাহাদের, ইত্যাদি। অতএব (শ্রীভাগবতের শ্রীদশমে দ্বিতীয়ে গর্ভস্তুতিতে) উক্ত হইয়াছে—'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে অরবিন্দাক্ষ ! অপর জ্ঞানিগণ, যাঁহারা নিজেদের বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তোমাতে (ভগবানে) ভক্তির অভাবে তাঁহারা অবিশুদ্ধ বুদ্ধি-সম্পন্ন, এবং বহু জন্মের তপস্যায় তাঁহারা উৎকৃষ্ট পদ, অর্থাৎ মোক্ষলাভের সন্নিহিত সৎকুল, বিদ্যা ও তপস্যাদি লাভ করিয়াও তোমার চরণকমল-

যুগলে অনাদর-বশতঃ বহু বহু বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা হইতে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

মন্যুর্ম্মনুর্ম্মহিনসো মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ ।
উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মন্যুঃ, মনুঃ, মহিনসঃ, মহান্, শিবঃ, ঋতধ্বজঃ, উগ্ররেতাঃ, ভবঃ, কালঃ, বামদেবঃ, ধৃতব্রতঃ, (ইতি তব একাদশ নামানি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রুদ্র, মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত —তোমার এই একাদশটী নাম ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মন্যুরিত্যাদীন্যেকাদশ রুদ্রাণাং নামানি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মন্যুঃ'—মন্যু, মনু প্রভৃতি একাদশ রুদ্রের নাম উল্লেখ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

ধীর্ধৃতি রসলোমা চ নিযুৎ সর্পিরিলাম্বিকা ।
ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র তে স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রুদ্র, ধীঃ, ধৃতিঃ, রসলা, উমা, চ নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, (এতাঃ একাদশ) রুদ্রাণ্যঃ তে স্ত্রিয়ঃ (ভবিষ্যন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা—এ সকল রুদ্রাণী তোমার স্ত্রী ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ধীরিত্যাদীন্যেকাদশ তচ্ছক্তীনাং নামানি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধীঃ'—ধী, ধৃতি প্রভৃতি একাদশ সেই রুদ্রদেবের শক্তিসমূহের নাম ॥ ১৩ ॥

গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ ।
এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎ পতিঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—সংযোষণঃ (সস্ত্রীকঃসন্) এতানি নামানি স্থানানি চ গৃহাণ (স্বীকুরু); এভিঃ (স্থানৈঃ নামভিঃ চ যুক্তঃ ত্বং) বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজ, যৎ (যস্মাৎ ত্বং) প্রজানাং পতিঃ (প্রজাসৃষ্টৌ অধিকৃতঃ) অসি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তুমি ঐ সকল নাম এবং স্থানসমূহ গ্রহণ কর; তুমি প্রজাপতি, অতএব সস্ত্রীক ঐ সকল নামাদিযুক্ত হইয়া প্রজা সৃষ্টি কর ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সযোষণঃ সস্ত্রীকঃ। এভিঃ স্থানৈর্নামভিশ্চ যুক্তঃ সন্ প্রজাঃ সৃজ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সযোষণঃ'—সস্ত্রীক, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীগণের সহিত এই সকল স্থান ও নামে যুক্ত হইয়া তুমি (রুদ্র) প্রজাগণের সৃষ্টি কর ॥ ১৪ ॥

ইত্যাদিষ্টঃ স্বগুরুণা ভগবান্ নীললোহিতঃ ।
সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ নীললোহিতঃ (রুদ্রঃ) সগুরুণা (পিত্রা ব্রহ্মণা) ইতি আদিষ্টঃ (উক্তঃ সন্) স্বত্ত্বাকৃতি-স্বভাবেন (সত্ত্বং বলং আকৃতিঃ নীললোহিততা স্বভাবঃ তীব্রতা চ তেন) আত্মসমাঃ (স্বেন সমানাঃ) প্রজাঃ সসর্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ নীললোহিত স্বীয় গুরু ব্রহ্মা-কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বল, নীললোহিতত্ব এবং তীব্রতা অনুসারে আত্মসম প্রজা সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বং বলমাকৃতির্নীললোহিততা স্বভাবস্তীব্রতা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বাকৃতি-স্বভাবেন'—সত্ত্ব বলিতে বল, আকৃতি নীল ও লোহিতবর্ণ এবং স্বভাব বলিতে তীব্রতা—(এই অনুসারে ভগবান্ রুদ্র নিজের তুল্য প্রজা সৃষ্টি করিলেন) ॥ ১৫ ॥

রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ ।
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) রুদ্রসৃষ্টানাং (রুদ্রেণ সৃষ্টানাং) রুদ্রাণাং (ভয়ঙ্করস্বরূপাণাং) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) জগৎ গ্রসতাং (জগদাক্রমণোদ্যতানাং) অসংখ্যশঃ (অসংখ্যাতান্) যূথান্ (সমূহান্) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) অশঙ্কত (শঙ্কাম অবাপ) ॥১৬

অনুবাদ—সেই রুদ্র হইতে যে সকল রুদ্র সৃষ্ট হইলেন, তাহাদিগকে অসংখ্য দলবদ্ধ হইয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা শঙ্কাযুক্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্রসৃষ্টানাং রুদ্রাণাং যূথানি দৃষ্ট্বে-ত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুদ্র-সৃষ্টানাং'—ভগবান্ নীললোহিত রুদ্র কর্ত্তৃক সৃষ্ট, 'রুদ্রাণাং যূথানি'—ভয়ঙ্কর-সদৃশ রুদ্রগণের দলসমূহ 'নিশাম্য'—দেখিয়া, এইরূপ অন্বয় হইবে ॥ ১৬ ॥

অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম ।
ময়াসহ দহন্তীভির্দিশশ্চক্ষুভিরুল্বণৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুরোত্তম, উল্বণৈঃ (ক্রূরৈঃ) চক্ষুভিঃ ময় সহ দিশঃ দহন্তীভিঃ ঈদৃশীভি সৃষ্টাভিঃ প্রজাভিঃ অলং (ঈদৃশ্যঃ প্রজাঃ ন স্রষ্টব্যাঃ)॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ, অতি-তীব্র দৃষ্টি দ্বারা আমার সহিত দিক্‌সমূহ দগ্ধ করিতে উদ্যত এইরূপ (জগৎ-উৎপাতকারিরূপে) সৃষ্ট প্রজাসমূহে কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ১৭ ॥

তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্ব্বভূতসুখাবহম্ ।
তপসৈব যথা পূর্ব্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) ভদ্রং (ভবতু, ত্বং) সর্ব্ব-ভূতসুখাবহং (সর্ব্বজীবানাং মঙ্গলকরং) তপঃ আতিষ্ঠ (আচার)। (যতঃ) ইদং বিশ্বং যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্ববৎ) তপসা এব ভবান্ স্রষ্টা (স্রক্ষ্যসি সংহ-রিষ্যসি ইতি গূঢ়ার্থঃ)॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তোমার মঙ্গল হউক্—তুমি নিখিল জীবের মঙ্গল কর এবং তপস্যার অনুষ্ঠান কর। তপস্যা প্রভাবেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারিবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তপ আতিষ্ঠেতি সৃষ্টিস্থিতিসময়ে রুদ্রস্য লীলা ন ভদ্রায়েতি তপসি প্রবর্ত্তনা যথা পূর্ব্বং স্রষ্টেতি বিপরীতলক্ষণা। যথা পূর্ব্বকল্পান্তে বিশ্বং সমহরস্তথা ইত উর্দ্ধমপি সংহর্ত্তাসীত্যর্থঃ। কুচিৎ কল্পে শিবোঽপি ব্রহ্মেব প্রজাঃ সসর্জ্জেত্যেকে। সৃজামি তপসা বিশ্বং গ্রসামি তপসা পুনঃ। বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুস্তরং তপঃ ॥—ইত্যুক্তবতা ভগ-বতা শিবস্যৈক্যাদিদমুক্তমিত্যপরে ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপঃ আতিষ্ঠ'—সর্ব্বপ্রাণীর সুখাবহ তপস্যার আচরণ কর—সৃষ্টি ও স্থিতিকালে রুদ্রের (ভয়ঙ্কর) লীলা মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না, এইজন্য তপস্যায় প্রবর্ত্তনা। 'যথা পূর্ব্বং স্রষ্টা'—যেরূপ পূর্ব্বে তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে, ইহা বিপরীত-লক্ষণা, অর্থাৎ যেরূপ পূর্ব্বকল্পান্তে বিশ্বকে তুমি 'সমহরঃ'—সংহার করিয়াছিলে, 'তথা'—সেইরূপ ইহার পরেও তুমি সংহার করিতে পারিবে, এই অর্থ। কেহ কেহ বলেন—কোন কোন কল্পে শিবও ব্রহ্মার ন্যায় প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (শ্রীমদ্-ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে)—"সৃজামি তপসা বিশ্বং, অর্থাৎ আমি তপস্যা-দ্বারাই এই জগতের সৃজন করি, তপস্যার দ্বারাই বিশ্বের পালন করি, এবং তপস্যার দ্বারাই এই সমুদয়কে পুনর্ব্বার সংহার করি, অতএব দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি।" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি-বশতঃ, অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—শিবের সহিত ঐক্য-হেতু শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সর্ব্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ তপসা এব অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) পরং জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃস্বরূপং) সর্ব্বভূতগুহাবাসং (সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদয়েষু গুহাসু আবসতি তথা অতঃ) ভগবন্তং অধোক্ষজং (প্রাকৃতজ্ঞানাতীতং বিষ্ণুং) বিন্দতে (প্রাপ্নোতি)॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পুরুষ তপস্যা-প্রভাবেই সর্ব্বজীবের হৃদয়কন্দরস্থ পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ অতীন্দ্রিয় ভগবান্ বিষ্ণুকে শীঘ্র লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ—ইতি ন্যায়েন ত্বত্তপঃ শিক্ষিত্বা সাংসারিকো লোকোঽপি নিস্তরিষ্যতীত্যাহ—তপসৈবেতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ'

(শ্রীগীতা ৩।২১), অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর সাধারণ লোক তাহা তাহাই আচরণ করে—ইত্যাদি নীতি অনুসারে তোমার নিকট হইতে সেই তপস্যা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক জনগণও নিস্তারপ্রাপ্ত হইবে, এইজন্য বলিতেছেন—'তপসৈব' ইতি (অর্থাৎ পুরুষ তপস্যার প্রভাবেই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী ভগবান্ অধোক্ষজকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—

কালতো বলতশ্চৈব জ্ঞানানন্দাদিকৈরপি ।
সর্ব্বৈর্গুণৈর্বিষ্ণুরেব শ্রেষ্ঠস্তদবমা রমা ॥
অনন্তাংশেন কালাত্ত্বসমতস্যাশ্চতুর্ম্মুখঃ ।
অবরো বহুলাংশেন তৎসমো বায়ুরুচ্যতে ॥
নিয়মাদ্বায়ুরেবৈকো ব্রহ্মত্বং যাতি নাপরঃ ।
তস্মাৎ সমানতামুক্তৌ বায়ুত্বে কিঞ্চিদূনতা ॥
দশবর্ষং তু তৎপশ্চাজ্জননং তৎস্ত্রিয়োরপি ।
আনন্দাদিস্তদ্দশাংশঃ কালঃ সংবৎসরাৎ পরঃ ॥
যাবৎ পশ্চাজ্জনিস্তাবৎ পূর্ব্বং দেহক্ষয়ো ভবেৎ ।
ব্রহ্মবায়ো্স্তু যে দেবৌ তদ্দশাংশঃ সুখাদিকঃ ॥
শেষস্য গরুড়স্যাপি কালো দিব্যসহস্রকঃ ।
শেষরুদ্রৌ ব্রহ্মবায়ু যথা তদ্বৎ পরস্পরম্ ॥
তদ্দেব্যস্তদ্দশাংশা স্যুস্ততস্ত্বিন্দ্রাদয়ো মতাঃ ।
এবমুক্তৌ চ পূর্ব্বং চ নান্যথা কৃচিদিষ্যতে ॥
অন্যথোক্তির্যত্র চ স্যাত্তন্মোহার্থং ভবিষ্যতি ।
পূর্ব্বাপরবিপর্য্যাসো বহুরূপত্বহেতুতঃ ॥

ইতি বিষ্ণুকৃত-তত্ত্ববিবেকে । অথাত । আনন্দস্য মীমংসা । দেবাসুরভ্যো মঘবান্ প্রধান ইত্যাদি চ ।

ইন্দ্রাদ্যাঃ সনকাদ্যাশ্চ দক্ষাদ্যা যেঽপি চাপরে ।
ঋষয়ো মনবো দেবাস্তদ্বশা যে চ কেচন ॥
রামায়া অবরাঃ সর্ব্বে গুণৈঃ সর্ব্বৈর্নিসংশয়ঃ ।
তৎসমো ন ভবিষ্যো বা ন ভূতোঽদ্যতনোঽপি বা ॥
ঋতে হরিং ব্রহ্মবায়ু শেষবীন্দ্রান্ সভার্যকান্ ।
শঙ্করং চেতি বেত্তব্যমন্যন্মোহার্থমুচ্যতে ॥

ইতি বিষ্ণুকৃত-তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ১৯ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবমাত্মভুবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্ ।
বাঢ়মিত্যমুমামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—আত্মভুবা (ব্রহ্মণা) এবম্ আদিষ্টঃ (তপস্যার্থং চোদিতঃ রুদ্রঃ) গিরাং পতিং (বাক্‌পতিং ব্রহ্মাণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণী-কৃত্য) অমুং (ব্রহ্মাণং) বাঢ়ং (তথা ভবতু) ইতি উপামন্ত্র্য (উক্ত্বা) তপসে (তপঃ কর্ত্তুং) বনং বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—এইরূপে সেই নীললোহিত রুদ্র আত্মভূ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রহ্মার আদেশ স্বীকার করিলেন এবং ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তপস্যার জন্য বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২০ ॥

———

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে ।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (পুনঃ) সর্গং অভিধ্যায়তঃ (সৃষ্টিঃ কথং বর্ধেত ইতি চিন্তয়তঃ) ভগবচ্ছক্তি-যুক্তস্য (ভগবতঃ যা স্বশক্তিঃ লোকসৃষ্টিসামর্থ্যরূপা ব্রহ্মণে দত্তা তদ্‌যুক্তস্য ব্রহ্মণঃ) লোকসন্তানহেতবঃ (লোকসৃষ্টি-প্রবৃত্তিহেতুভূতাঃ) দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে (জাতাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষভাবে ধ্যানপরায়ণ ও ভগবানের শক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মা লোকবিস্তারের হেতুভূত দশটি পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ২১ ॥

———

মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—মরীচিঃ অত্র্যঙ্গিরসৌ (অত্রিঃ অঙ্গিরাঃ চ) পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ভৃগুঃ বশিষ্ঠঃ দক্ষঃ চ তত্র (তেষু) দশমঃ নারদঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা যথাক্রমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মার দশমপুত্ররূপে নারদ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মযোগস্যাপি মরীচ্যাদিরূপেণাবির্ভাব-মাহ—মরীচিরিতি । জ্ঞানবৈরাগ্যতপোযোগকর্ম্মণাং

সাফল্যং ভক্ত্যৈব, তথা স্বয়মপি নিরপেক্ষতয়ৈব ভক্তিঃ সর্ব্বফলদাত্রী স্বয়ং ফলরূপা চেতি সর্ব্বান্তে ভক্তের্নারদরূপেণাবির্ভাবমাহ—দশম ইতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মযোগেরও মরীচি প্রভৃতি-রূপে আবির্ভাব বলিতেছেন—'মরীচিঃ' ইত্যাদি। জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, যোগ এবং কর্ম্মসকলের সাফল্য ভক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিজেই নিরপেক্ষরূপে শ্রীভক্তিদেবী সকলের সর্ব্বফল-প্রদাত্রী এবং স্বয়ং ফলরূপা—এইজন্য সকলের শেষে ভক্তির নারদ-রূপে আবির্ভাব বলিতেছেন—'দশমঃ' ইতি, অর্থাৎ ব্রহ্মার দশম পুত্ররূপে নারদ আবির্ভূত হইলেন ॥ ২২ ॥

উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ ॥ ২৩ ॥
পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োঋষিঃ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্ম্মরীচির্ম্মনসোঽভবৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) উৎসঙ্গাৎ (ক্রোড়াৎ) নারদঃ জজ্ঞে (জাতঃ) অঙ্গুষ্ঠাৎ দক্ষঃ, প্রাণাৎ বশিষ্ঠঃ সংজাতঃ, ত্বচি (ত্বচঃ সকাশাৎ) ভৃগুঃ (সঞ্জাতঃ) পুলহঃ নাভিতঃ (নাভিদেশাৎ) জজ্ঞে, পুলস্ত্যঃ ঋষিঃ কর্ণয়োঃ কর্ণাভ্যাং (জজ্ঞে) মুখতঃ (মুখাৎ) অঙ্গিরাঃ (জজ্ঞে), অক্ষ্ণঃ (নেত্রাৎ) অত্রিঃ (জজ্ঞে), মনসঃ মরীচিঃ অভবৎ (জজ্ঞে) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষুযুগল হইতে অত্রি, মনঃ হইতে মরীচি প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উৎসঙ্গাৎ প্রীতিস্থানাৎ শ্লেষেণ উৎকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ সাধুসঙ্গাদিত্যর্থঃ। "আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ" ইত্যাদি দৃষ্টের্নরশব্দেন পরমেশ্বর উচ্যতে; নরস্যেদমিত্যর্থে তস্যেদমিত্যণা নারং ভগবদ্দাস্য-সখ্যাদিকং দদাতীতি নারদো ভক্তিযোগঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎসঙ্গাৎ'—প্রীতিস্থান (ক্রোড়দেশ) হইতে নারদ উৎপন্ন হইলেন। শ্লেষোক্তিতে—উৎসঙ্গ বলিতে উৎকৃষ্ট সঙ্গ, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ হইতে (নারদের আবির্ভাব হয়)—এই অর্থ। (নারদ-শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিতেছেন)—'আপো নারাঃ'—অর্থাৎ জলরাশিকে নার বলে; ইত্যাদি উক্তি অনুসারে, সেখানে 'নর'-শব্দে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। 'নরস্য ইদম্'—নর-সম্বন্ধীয় ইহা, এই অর্থে, 'তস্যেদম্'—এই তদ্ধিত সূত্র অনুযায়ী অণ্-প্রত্যয়ের দ্বারা 'নার'—পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'নার' বলিতে শ্রীভগবানের দাস্য, সখ্যাদি, তাহা যিনি দান করেন, তিনি 'নারদ', অর্থাৎ ভক্তিযোগ (ইহার দ্বারা সাধুসঙ্গ হইতেই ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইল) ॥ ২৩-২৪ ॥

ধর্ম্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ধর্ম্মঃ দক্ষিণতঃ স্তনাৎ (জজ্ঞে)—যত্র (যস্মিন্ ধর্ম্মে) স্বয়ং নারায়ণঃ (বর্ত্ততে) অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠদেশাৎ জজ্ঞে)—যস্মাৎ (অধর্ম্মাৎ) লোকভয়ঙ্করঃ (লোকানাং ভয়প্রদঃ) মৃত্যুঃ (জাতঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যে স্তনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজিত, সেই দক্ষিণ স্তন হইতে ধর্ম্ম প্রকাশিত হইলেন। অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রকাশিত হইল—এই অধর্ম্ম হইতেই লোকের ভয়াবহ মৃত্যু সংঘটিত হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তিযোগস্য কর্ম্মযোগস্য চ বিহিতস্যানুষ্ঠানে পরমো ধর্ম্মশ্চ ভবতীতি ধর্ম্মোৎপত্তিমাহ—ধর্ম্ম ইতি। স্তনাদিতি সর্ব্বোৎকৃষ্টস্থানস্য হৃদয়স্যাপ্যুত্তমপ্রদেশাদতিপ্রিয়াৎ। ধর্ম্মস্যৈব বিহিতস্যাকরণে নিষিদ্ধস্য চ করণে অধর্ম্ম ইত্যধর্ম্মস্যাপ্যুৎপত্তিমাহ—অধর্ম্ম ইতি। পৃষ্ঠত ইত্যপ্রকৃষ্টস্থানাদনতিপ্রিয়াৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিযোগ এবং বিহিত (বেদোক্ত) কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে পরম ধর্ম্মও হয়, এইজন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি বলিতেছেন—'ধর্ম্মঃ' ইতি। 'স্তনাৎ'—দেহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান হৃদয়, তাহা হইতেও উত্তম প্রদেশ, অতি প্রিয় স্থান (স্তন) হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হইলেন। বেদ-বিহিত ধর্ম্মেরই অকরণে (অননুষ্ঠানে) এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের করণে অধর্ম্ম হয়, এইজন্য অধর্ম্মেরও উৎপত্তি বলিতেছেন

—'অধর্ম্মঃ' ইতি। 'পৃষ্ঠতঃ'—পৃষ্ঠদেশ হইতে, ইহা অপ্রকৃষ্ট স্থান এবং অনতিপ্রিয় (অর্থাৎ অতিশয় প্রিয় স্থানও নহে)॥ ২৫॥

হৃদি কামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ।
আস্যাদ্বাক্ সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ॥২৬

অন্বয়ঃ—হৃদি (হৃদয়াৎ) কামঃ (জজ্ঞে), ভ্রুবোঃ (ভ্রূভ্যাং) ক্রোধঃ, অধরদচ্ছদাৎ (অধরোষ্ঠাৎ) লোভঃ, আস্যাৎ (মুখাৎ) বাক্ (বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা), মেঢ্রাৎ (উপস্থাৎ) সিন্ধবঃ, পায়োঃ (গুদাৎ) আঘাশ্রয়ঃ (পাপপ্রবর্ত্তকঃ) নির্ঋতিঃ (রাক্ষসঃ জজ্ঞে)॥ ২৬॥

অনুবাদ—তাঁহার হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ, অধর ও ওষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্রদেশ হইতে সাগর, মলদ্বার হইতে পাপাশ্রয় নির্ঋতি উৎপন্ন হইল॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ—অধর্ম্মঃ কথং স্যাদিতি তৎপ্রবর্ত্তকানাং কামাদীনামুৎপত্তিমাহ—হৃদি মনসীতি মনসঃ পুরুষানধীনত্বাত্তত্রস্থস্য কামস্যোন্মূলনং দুঃশকমিতি দ্যোতয়তি। ক্রোধাদীনামপি মনস এবোৎপন্নানাং ভ্রূপ্রভৃতিপ্রাকট্যস্থানমেব জ্ঞেয়ম্। কামক্রোধাদিমত্ত্বেঽপি শাস্ত্রজ্ঞানময়ং পাণ্ডিত্যং সংভবেদিতি দর্শয়িতুং তদৈব সরস্বত্যা উৎপত্তিমাহ—আস্যাদিতি॥ ২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধর্ম্ম কিরূপে হইবে? এইজন্য সেই অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক (প্রেরণা-দায়ক) কামাদির উৎপত্তি বলিতেছেন—'হৃদি কামঃ', হৃদয় অর্থাৎ মনে (কামের উৎপত্তি হয়)। মন পুরুষের অধীন নয় বলিয়া, সেই মনে উৎপন্ন কামের উন্মূলন দুঃশক্য (অর্থাৎ অতি সহজে উহাকে উন্মূলিত করা যায় না)—ইহা দ্যোতিত হইতেছে। ক্রোধ প্রভৃতিও মন হইতে উৎপন্ন হইলেও ভ্রূ প্রভৃতি উহাদের প্রাকট্য (প্রকাশ) স্থান জানিতে হইবে। কাম ও ক্রোধাদি-যুক্ত হইলেও শাস্ত্রজ্ঞানময় পাণ্ডিত্য সম্ভব, ইহা প্রদর্শনের জন্য তখনই সরস্বতীর উৎপত্তি বলিতেছেন—'আস্যাৎ' ইতি, অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ হইতে বাক্-রূপিণী সরস্বতীর আবির্ভাব হইল॥২৬॥

ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—ছায়ায়াঃ (দেহচ্ছায়ায়াঃ কান্তেঃ বা সকাশাৎ) প্রভুঃ দেবহূত্যাঃ (কপিলমাতুঃ) পতিঃ কর্দ্দমঃ জজ্ঞে। (এবং) বিশ্বকৃতঃ (ব্রহ্মণঃ) মনসঃ দেহতঃ চ ইদং জগৎ জজ্ঞে (জাতম্)॥ ২৭॥

অনুবাদ—দেবহূতির পতি প্রভাবশালী কর্দ্দম ঋষি, ব্রহ্মার কান্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সেই বিশ্বস্রষ্টার মন ও দেহ হইতে উৎপন্ন হইল॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—সদা তামসরাজস-ভাববতামপি কদাচিৎ কিঞ্চিৎ সাত্ত্বিকভাবোদয়ঃ স্যাদিতি দর্শয়িতুমাহ—ছায়ায়াঃ কান্তেঃ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বদা রাজস ও তামস ভাবযুক্ত ব্যক্তিগণেরও কখনও কিঞ্চিৎ সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইয়া থাকে, ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—'ছায়ায়াঃ', ছায়া বলিতে কান্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মার কান্তি হইতে কপিল-জননী দেবহূতির পতি প্রভাবশালী কর্দ্দম ঋষি উৎপন্ন হইলেন)॥ ২৭॥

বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর), স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) সকামঃ (কামী সন্) মনঃ হরতীং (হরন্তীং) তন্বীং (সুন্দরীং) অকামাম্ (অকাময়মানামপি) দুহিতরং (স্বকন্যাং) বাচং (বাগ্দেবীং) চকমে (কামিতবান্) ইতি নঃ (অস্মাভিঃ) শ্রুতম্॥ ২৮॥

অনুবাদ—হে বিদুর, স্বয়ম্ভূ কামোন্মত্ত হইয়া বাক্নাম্নী মনোহারিণী ও সুন্দরী কন্যাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ কন্যা নির্ব্বিকারা ছিলেন॥২৮॥

বিশ্বনাথ—অতিবিদুষামতিবিবেকিনামপি কামজয়ো ন ভবেদতঃ কন্যাভগিন্যাদিভিঃ সহ রহসি ন বসেদিতি জ্ঞাপয়িতুমাহ—বাচমিতি। নঃ শ্রুতমিত্যনেনৈতদ্বক্তুমনর্হমপি তজ্জ্ঞানার্থমপরাধাদ্বিভ্যদদোষদৃগেব ব্রবীমীতি দ্যোতিতম্। দোষদৃষ্টৌ তু মরীচিপুত্রাণামিবাধঃপাতঃ স্যাদিতি ভীষণা চ জ্ঞেয়া। তথা

নঃ শ্রুতমিত্যেতৎকল্পভবানাং কেষাঞ্চিদ্দৃষ্টমপ্যেতন্ন ভবেদিতি প্রসঙ্গতোঽতিপূর্ব্বকল্পগতমেবৈতৎ কর্ম্ম সম্প্রত্যুক্তমিতি ভাবঃ—চতুঃশ্লোকীভাগবতোপদেশ-প্রাপ্ত্যনন্তরমেতদঘটনাৎ। যদুক্তং ভগবতা—"এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা। ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিদিতি ॥" ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতিশয় বিদ্বান্ এবং অত্যন্ত বিবেকি-জনেরও কাম জয় হয় না, অতএব নিজ কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতির সহিত নির্জ্জনে বাস করা উচিৎ নহে, ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—'বাচম্' ইতি। 'নঃ শ্রুতম্'—আমাদিগ-কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে ; ইহার দ্বারা—ইহা বলার অযোগ্য হইলেও তাহার জ্ঞানের জন্য অপরাধ হইতে ভীত হইয়া অদোষ-দৃষ্টিতেই বলিতেছি, ইহা দ্যোতিত হইল। দোষদৃষ্টিতে কিন্তু মরীচির পুত্রগণের ন্যায় অধঃপাত হইবে এবং উহা ভীষণা (ভয়-বিত্রাসক শক্তিরূপে পরিণত) হইবে, ইহা জানিতে হইবে। 'তথা নঃ শ্রুতম্'—সেইরূপ শ্রুত হয়, ইহা বলায়—এই কল্পোদ্ভব কাহারও দৃষ্ট হইলেও, উহা সম্ভব নয়, অতএব এই প্রসঙ্গ হইতে অতি পূর্ব্ব কল্পগত এই কর্ম্ম সম্প্রতি কথিত হইতেছে—এই ভাব। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার চতুঃশ্লোকী ভাগবত শ্রবণের পর এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, কারণ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক (দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—'এতন্মতং সমাতিষ্ঠ'—ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! তুমি একাগ্রচিত্তে আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ করিলে কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও তুমি মুগ্ধ হইবে না ॥ ২৮ ॥

তমধর্ম্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অধর্ম্মে কৃতমতিং (কৃতা মতিঃ যেন তৎ) তং পিতরং (ব্রহ্মাণং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) মরীচিমুখ্যাঃ (মরীচিপ্রভৃতয়ঃ) সুতাঃ (ব্রহ্মপুত্রাঃ) মুনয়ঃ বিশ্রম্ভাৎ (বিশ্বাসাৎ, ন তু ক্রোধাৎ) প্রত্যবোধয়ন্ (শান্তয়ামাসুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আমরা শুনিয়াছি, মরীচিপ্রমুখ ব্রহ্মার মুনিপুত্রগণ পিতার ঐ প্রকার অধর্ম্মে মতি হইয়াছে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মাকে সবিনয়-বচনে প্রবোধ দিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্রম্ভাৎ জন্যজনকসম্বন্ধোত্থ-সখ্যাৎ, ন তু পাপদর্শনোত্থ-কোপাদিত্যর্থঃ ; যদ্বা, মহতাং বিকর্ম্মাপি নাপকারকমিতি বিশ্বাসাৎ কেবলমনুপ্রবৃত্ত-লোকানিষ্টশঙ্কয়ৈব প্রবোধয়ামাসেতি মরীচ্যাদীনাম-পরাধাভাবো দ্যোতিতঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্রম্ভাৎ'—বিশ্বাস-হেতু, অর্থাৎ পিতা-পুত্র সম্বন্ধ হইতে উত্থিত সখ্যবশতঃ (মরীচি-প্রমুখ পুত্রগণ বলিয়াছিলেন), কিন্তু পাপ-দর্শনজনিত কোপ-হেতু নহে—এই অর্থ। অথবা—মহতের বিকর্ম্মও অপকারক হয় না, এই বিশ্বাস-হেতু, কেবল প্রবৃত্তিমার্গের লোকদিগের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সবিনয়ে প্রবোধ দিয়াছিলেন, ইহাতে মরীচি প্রভৃতির অপরাধের অভাবই দ্যোতিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

নৈতৎ পূর্ব্বৈঃ কৃতং ত্বদ্যে ন করিষ্যন্তি চাপরে।
যস্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে প্রভো), ত্বৎ (ভবতঃ) পূর্ব্বৈঃ (যে পূর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ তৈঃ) এতৎ ন কৃতং যে চ অপরে (অগ্রে ভাবিনঃ তে অপি) ন করিষ্যন্তি—যঃ ত্বং প্রভুঃ (কামনিগ্রহসমর্থঃ সন্ অপি) অঙ্গজং (কামম্) অনিগৃহ্য (তদ্বশীভূতঃ সন্) দুহিতরং (স্বাং কন্যাং) গচ্ছেঃ (কাময়েঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—পিতঃ, আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের কোনও ব্রহ্মা বা অন্য কেহই এইরূপ কর্ম্ম করেন নাই, ভবিষ্যতেও কেহ করিবেন না; আপনি প্রভু হইয়াও কামকে দমন না করিয়া কন্যা-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বকল্পগতৈর্লোকৈঃ। ত্বত্তঃ পূর্ব্বে যে ব্রহ্মাদয়স্তৈর্ব্বা। অঙ্গজং কামম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূর্ব্বৈঃ'—পূর্ব্বকল্পগত কোন লোকের দ্বারা (এইরূপ কার্য্য করা হয় নাই)। অথবা—তোমা হইতে পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মাদি

ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাও (নহে)। 'অঙ্গজং'—অঙ্গ (মন) হইতে জাত, অর্থাৎ কাম ॥ ৩০ ॥

তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্‌গুরো।
যদ্‌বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগদগুরো, তেজীয়সামপি (পাপসংশ্লেষাভাবাৎ অতিতেজস্বিনাং পাপপ্রক্ষালনসমর্থানামপি যুষ্মাকম্) এতৎ (দুহিতৃগমনং) ন সুশ্লোক্যং (সৎকীর্ত্তিদং ভবতি) ; হি (যতঃ) যদ্‌বৃত্তং (যেষাং তেজীয়সাং ভবতাম্ আচারং) অনুতিষ্ঠন্ (অনুকুর্ব্বন্) লোকঃ (প্রাণিমাত্রং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) কল্পতে (সমর্থো প্রভবতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে জগদ্‌গুরো, এইরূপ গর্হিত কার্য্য তেজস্বী ব্যক্তির পক্ষেও সংকীর্ত্তিপ্রদ নহে ; যেহেতু, লোক আপনাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করিয়াই মঙ্গল লাভ করিবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সুশ্লোক্যং সংকীর্ত্ত্যর্হং বৃত্তং চরিত্রম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'সুশ্লোক্যং' — সৎকীর্ত্তির যোগ্য। 'বৃত্তং'—বলিতে চরিত্র (অর্থাৎ আচরণ) ॥ ৩১ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্ম্মং পাতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্) আত্মস্থং (আত্মনি স্থিতম্) ইদং বিশ্বং (জগৎ) স্বেন রোচিষা (স্বতেজসা) ব্যঞ্জয়ামাস (প্রকাশিতবান্), সঃ (ভগবান্) ধর্ম্মং পাতুম্ (অধর্ম্মনিবর্ত্তনেন রক্ষিতুম্) অর্হতি (যোগ্যো ভবতি) তস্মৈ ভগবতেঃ নমঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বীয় তেজপ্রভাবে এই পরিদৃশ্যমান নিজগর্ভস্থিত জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি—তিনিই ধর্ম্মরক্ষা করিবার যোগ্য ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং প্রবোধিতোঽপি ব্রহ্মা যদা ন প্রাবুধ্যত, তদা ভগবৎকৃপাং বিনা কামঃ প্রকারান্তরেণ নোপশাম্যেদিতি সিদ্ধান্তমনুস্মৃত্য তে মুনয়ো ভগবন্তমেব প্রাপদ্যন্তেত্যাহ—তস্মা ইতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার (মরীচিগণ কর্ত্তৃক) প্রবোধিত হইয়াও যখন ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইলেন না (অর্থাৎ প্রবোধ মানিলেন না), তখন, 'শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে কখনই কাম উপশম-প্রাপ্ত হয় না,—এই সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়া সেই মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীভগবানেরই শরণাগত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'তস্মৈ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ৩২ ॥

স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদা সঃ প্রজাপতিঃ (সনকাদি-প্রজাপতীনাং গুরুঃ ব্রহ্মা) ইত্থম্ (উক্তপ্রকারেণ পুরঃ (অগ্রে) গৃণতঃ (ভাষমাণান্) পুত্রান্ প্রজাপতীন্ (মরীচ্যাদীন্) দৃষ্ট্বা প্রজাপতিপতিঃ (ব্রহ্মা) ব্রীড়িতঃ (লজ্জিতঃ সন্) তদা তন্বং (তনুং) তত্যাজ (পরিহৃতবান্। ঘোরাং (নিন্দ্যাং) তাং (ত্যক্তাং তনুং) (ভয়ঙ্করশরীরং) দিশঃ জগৃহুঃ (গৃহ্ণন্তি স্ম) —যৎ (যাং ত্যক্তাং তনুং) নীহারং (ধূমিকাং) তমঃ (ইতি চ) বিদুঃ (পণ্ডিতাঃ জানন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তখন প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা নিজের সম্মুখে স্বীয় পুত্র প্রজাপতিগণকে, পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রবোধবাক্য দিতেছেন, দেখিয়া লজ্জিতান্তঃকরণে শরীর পরিত্যাগ করিলেন। দিক্‌সকল তাঁহার সেই শরীর গ্রহণ করিল ; পণ্ডিতগণ তাহাকে নীহারময় তমঃ বলিয়া জানেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তন্বং তনুং তত্যাজেতি মহাপাতকস্য প্রাণান্তমেব প্রায়শ্চিত্তং মুখ্যমিতি জ্ঞাপয়ামাস। দ্বিপরার্দ্ধমধ্যে তস্য তনুত্যাগাসম্ভবাত্তাবত্যাগ এব তনুত্যাগত্বেনোক্তঃ। দিশ ইতি তা এব তমসা অদ্যাপ্যাব্রীয়ন্তে ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্বং'—তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা মহাপাতকের প্রাণান্তই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত ইহা জ্ঞাপন করিলেন। দ্বি-পরার্দ্ধ কালের মধ্যে ব্রহ্মার দেহত্যাগ অসম্ভব বলিয়া, সেই ভাব

(কামভাব) ত্যাগই এখানে তনুত্যাগ-রূপে উক্ত হইয়াছে। 'দিশঃ'—ইতি, দিক্‌সকল তাঁহার সেই দেহ গ্রহণ করিল, তাহাকেই পণ্ডিতগণ নীহারময় তমঃ বলিয়া থাকেন। অদ্যাপি সেই তমের দ্বারা দিক্‌সকল আবৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—যাং তত্যাজ বিভুর্ব্রহ্মা মানুষী বাক্ চ সা স্মৃতা।

সরস্বতীং নিজভার্য্যাং দেবীং বাচং তু তাং বিদুঃ ॥ ইতি চ ॥ ৩৩ ॥

কদাচিদ্ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ ।
কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥৩৪

অন্বয়ঃ—সমবেতান্ (সুসঙ্গতান্) লোকান্ যথা পুরা (পূর্ব্বকল্পবৎ) কথম্ (অহং) স্রক্ষ্যামি (ইতি) কদাচিৎ ধ্যায়তঃ (অভিধ্যায়তঃ) স্রষ্টুঃ (ব্রহ্মণঃ) চতুর্ম্মুখাৎ (চতুঃসংখ্যাযুক্তাৎ মুখাৎ) বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ চত্বারঃ) আসন্ (আবির্ভূতাঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কোনও সময়ে যখন ব্রহ্মা, 'এইসকল সুসঙ্গত লোক প্রাক্‌কল্পে যেরূপ ছিল, ইহাদিগকে কি প্রকারে সেইরূপে সৃষ্টি করিব' এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চারিমুখ হইতে বেদসমূহ আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথেত্যাদিবচনাৎ স্বকন্যানুগামিনোঽপি ব্রহ্মণো মালিন্যং নাশঙ্কনীয়মিতি বক্তুং ব্রহ্মণস্তেজস্বিত্বমাহ—কদাচিদিত্যাদিনা। "নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন যথা পুরাহমসৃজং তথা কথং স্রক্ষ্যামীতি ধ্যায়তঃ বেদা আসন্নিতি বেদেষু সৃষ্টিপ্রকারঃ সর্ব্ব এব বর্ত্তত ইতি তদ্দৃষ্ট্যা সুখেন সৃজেতি ভগবদাজ্ঞাবশাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেজীয়সাং ন দোষায়'—অর্থাৎ সর্ব্বভুক্ বহ্নির ন্যায় তেজস্বিগণের কোন কার্য্যই দোষের নিমিত্ত হয় না—(শ্রীদশমে রাসলীলার পরিসমাপ্তিতে শ্রীল শুকদেবের) এই বচন অনুসারে, স্বকন্যার প্রতি অনুগামী ব্রহ্মার কোন মালিন্য শঙ্কা করা উচিত নয়, ইহা বলিবার জন্য ব্রহ্মার তেজস্বিত্ব বলিতেছেন—'কদাচিৎ' ইত্যাদির দ্বারা। 'নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ'—বহুবিধ শক্তির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, ইত্যাদি পরবর্ত্তী (৪৭ অঙ্ক ধৃত) শ্লোক অনুযায়ী, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে আমি যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেইরূপ কি প্রকারে সৃষ্টি করিব—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার চতুর্বদন হইতে চারি বেদ প্রকাশিত হইলেন। 'বেদসমূহে সৃষ্টির প্রকার সমস্তই রহিয়াছে, তাহার দর্শনে অনায়াসে তুমি সৃষ্টি কর'—এইরূপ শ্রীভগবানের আজ্ঞাবশতঃ, এই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥

চাতুর্হোত্রং কর্ম্মতন্ত্রমুপবেদ-নয়ৈঃ সহ ।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—চাতুর্হোত্রং (হোতা উদ্‌গাতা অধ্বর্যুর্ব্রহ্মা ইতি চতুর্ণাং হোতৃণাং কর্ম্ম) কর্ম্মতন্ত্রং (যজ্ঞবিস্তারঃ) উপবেদ-নয়ৈঃ (উপবেদাঃ আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ নয়ঃ নীত্যাদিশাস্ত্রাণি তৈঃ) সহ ধর্ম্মস্য চত্বারঃ (সত্যং তপঃ দয়া দানম্ ইত্যুক্তাঃ) পাদাঃ আশ্রমবৃত্তয়ঃ (আশ্রমাঃ ব্রহ্মচর্য্যাদয়ঃ তেষাং বৃত্তয়শ্চ) তথা এব আশ্রমবৃত্তয়ঃ (চতুর্ম্মুখাৎ আসন্ ইত্যনুষঙ্গঃ) ॥৩৫॥

অনুবাদ—হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা—এই চারিজনের কর্ম্ম, উপবেদ ও নীতিসমূহের সহিত যজ্ঞবিস্তার, ধর্ম্মের চারিপাদ এবং আশ্রমসকলের বৃত্তিসমূহও উৎপন্ন হইল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মেতি চতুর্ণাং হোতৃণাং কর্ম্ম চাতুর্হোত্রম্। কর্ম্মতন্ত্রং যজ্ঞবিস্তারঃ উপবেদৈর্নয়ৈর্ন্যায়ৈশ্চ সহ। আশ্রমাস্তদ্বৃত্তয়শ্চাসন্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চাতুর্হোত্রম্'—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্মা—এই চারিজন হোতার দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম্মকে চাতুর্হোত্র বলে। 'কর্ম্মতন্ত্র' বলিতে যজ্ঞের বিস্তার, তাহা আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ এবং 'নয়' বলিতে নীতিশাস্ত্রাদি ন্যায়ের সহিত। 'আশ্রমবৃত্তয়ঃ'—ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ (উৎপন্ন হইল) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

সঃ বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ।
যদ্যদ্যেনাসৃজদ্দেবস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ—(হে) তপোধন, (মৈত্রেয়!) বিশ্বসৃজাং (প্রজাপতীনাম্) ঈশঃ (প্রভুঃ) সঃ বৈ (ব্রহ্মা) (বেদাদীন্) মুখতঃ (মুখেভ্যঃ) অসৃজৎ (ইতি সামান্যতঃ শ্রুতম্। যত্রাপি বিশেষতঃ) দেবঃ (স ব্রহ্মা) যৎ যৎ (শাস্ত্রং) যেন (মুখেন) অসৃজৎ (সসর্জ্জ), মে (মহ্যং) তৎ ব্রূহি (কথয়) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে তপোধন, বিশ্বস্রষ্টৃগণের ঈশ্বর ব্রহ্মা মুখচতুষ্টয় হইতে বেদাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ বেদ কোন্ মুখ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন্ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মুখতো মুখেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখতঃ'—চারিটি মুখ হইতে ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—

অভিমানিতঃ শব্দতশ্চ ব্রহ্মা বেদান্ সসর্জ্জ হ।
যজ্ঞাদীংশ্চ ক্লিপে বাচা তথা সর্ব্বাভিমানিনঃ ॥৩৬॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পূর্ব্বাদিভিঃ মুখৈঃ ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্বাখ্যান্ (তত্তন্নামকান্) বেদান্ ক্রমাৎ ব্যধাৎ (ব্যসৃজৎ)। শস্ত্রং (অপ্রগীত-মন্ত্রস্তোত্রং—হোতুঃ কর্ম্ম) ইজ্যাং (অধ্বর্য্যোঃ কর্ম্মযজ্ঞাদিকং) স্তুতিস্তোমং (স্তুতিঃ সঙ্গীতং স্তোত্রং স্তোমং তদর্থমৃক্-সমুদায়ম্—উদ্গাতৃপ্রযোজ্যং কর্ম্ম) প্রায়শ্চিত্তং (ব্রহ্মণা প্রযোজ্যং কর্ম্ম—এতান্যপি চত্বারি যথাক্রমং) ব্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বলিলেন,—ব্রহ্মা পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ প্রকাশ করেন এবং হোতার কর্ম্মরূপে শস্ত্র বা অপ্রগীত মন্ত্র-স্তোত্র এবং অধ্বর্য্যুর কর্ম্মরূপে ইজ্যা, উদ্গাতার কর্ম্মরূপে স্তুতিস্তোম অর্থাৎ স্তোত্রার্থে রচিত ঋক্‌সমুদায় এবং ব্রহ্মার কর্ম্মরূপে প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যথাক্রমে বিধান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—চাতুর্হোত্রস্য সৃষ্টিমাহ—শস্ত্রং অপ্রগীতমন্ত্রস্তোত্রং হোতুঃ কর্ম্ম; ইজ্যাং অধ্বর্য্যোঃ কর্ম্ম; স্তুতিস্তোমং স্তুতিঃ সঙ্গীতং স্তোত্রং, স্তোমং তদর্থমৃক্-সমুদায়ং—ত্রিবৃৎস্তোমো ভবতীত্যাদি বিহিতমুদ্গাতুঃ কর্ম্ম; প্রায়শ্চিত্তং ব্রহ্মণঃ কর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চাতুর্হোত্রের সৃষ্টি বলিতেছেন—শস্ত্র, ইজ্যা, স্তুতিস্তোম এবং প্রায়শ্চিত্ত যথাক্রমে হোতা প্রভৃতির কর্ম্ম। তন্মধ্যে 'শস্ত্র' বলিতে অপ্রগীত (যাহা গান করা হয় না, এমন) মন্ত্র-স্তোত্র, তাহা হোতার কর্ম্ম। 'ইজ্যা' বলিতে যজ্ঞ, যাহা অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম। 'স্তুতি-স্তোম'—স্তুতি হইতেছে সঙ্গীত-স্তোত্র এবং স্তোম—ঐ স্তোত্রের নিমিত্ত ঋক্-সমুদায়, 'ত্রিবৃৎ স্তোম হইয়া থাকে', ইত্যাদির দ্বারা বিহিত (ঐ স্তুতি-স্তোম) উদ্গাতার কর্ম্ম। 'প্রায়শ্চিত্ত'—(কর্ম্মাদি করিতে কোন অঙ্গহানি হইলে) যে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, উহা ব্রহ্মার কর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) আত্মনঃ পূর্ব্বাদিভিঃ মুখৈঃ ক্রমাৎ আয়ুর্ব্বেদং (বৈদ্যশাস্ত্রং) ধনুর্ব্বেদং (যুদ্ধশাস্ত্রং) গান্ধর্ব্বং বেদং (গানশাস্ত্রং) স্থাপত্যং (স্থপতীনাং কর্ম্ম) বেদং (বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রং) চ (ইতি উপবেদাখ্যান্ চতুরো বেদান্) অসৃজৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মা স্বীয় পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ বা বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র সৃষ্টি করিলেন ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ—উপবেদানাং সৃষ্টিমাহ—আয়ুরিতি। স্থাপত্যং স্থপতেঃ কর্ম্ম বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপবেদসমূহের সৃষ্টি বলিতেছেন—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ—এইগুলি উপবেদ বলিয়া গণ্য; (তাহাও ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে সৃষ্টি হইল)।

'স্থাপত্য'—স্থপতির (শিল্পীর) কর্ম্ম—ইহা বিশ্বকর্ম্মার শাস্ত্র ॥ ৩৮ ॥

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বদর্শী) ঈশ্বরঃ (ব্রহ্মা) পঞ্চমং বেদং ইতিহাসপুরাণানি সর্ব্বেভ্যঃ এব বক্ত্রেভ্যঃ (মুখেভ্যঃ, সর্ব্ববেদবিবৃতিরূপত্বাৎ) সসৃজে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তথা পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণসমূহও তাঁহার সমস্ত বদন হইতেই সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেভ্য ইতি সর্ব্ববেদবিবরণরূপত্বাত্তেষাম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বেভ্যঃ'—ইতি, ইতিহাস ও পুরাণ, ইহা পঞ্চম বেদ, সকল বেদের বিবরণ-রূপ বলিয়া ব্রহ্মার চারি বদন হইতেই তাহা সৃষ্ট হইল ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—

ইতিহাসপুরাণে তু শ্রুত্বা হরিমুখাৎ স্বয়ম্ ।
ভারতাদীন্ বিনা পশ্চাৎ হরিণান্যৈশ্চ নির্ম্মিতান্ ॥
ইতি ॥ ৩৯ ॥

ষোড়শ্যুক্থৌ পূর্ব্ববক্ত্রাৎ পুরীষ্যগ্নিষ্টু তাবথ ।
আপ্তোর্য্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—অথ ষোড়শ্যুক্থৌ (ষোড়শী উক্থঃ চ যজ্ঞকর্ম্মবিশেষৌ) পূর্ব্ববক্ত্রাৎ (পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিনঃ মুখাৎ) পুরীষ্যগ্নিষ্টুতৌ (পুরীষি চয়নম্ অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোমঃ তৌ দক্ষিণমুখাৎ) আপ্তোর্য্যামাতিরাত্রৌ চ (আপ্তোর্য্যামঃ অতিরাত্রঃ চ তৌ পশ্চিমমুখাৎ) সগোসবং বাজপেয়ং (উত্তরমুখাৎ অসৃজৎ) ॥৪০॥

অনুবাদ—ষোড়শী ও উক্থ (যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মবিশেষ) পূর্ব্বদিকের মুখ হইতে এবং পুরীষি (অগ্নিচয়ন) ও অগ্নিষ্টোম, আপ্তোর্য্যাম, অতিরাত্র, গোসব এবং বাজপেয় এই সকল যজ্ঞ-কর্ম্ম তাঁহার অন্যান্য মুখ হইতে উদ্ভূত হইল ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মতন্ত্রসৃষ্টিমাহ—ষোড়শ্যুক্থাবিতি । পুরীষি চয়নং অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোমঃ এতৌ দক্ষিণবক্ত্রাদিত্যেবং ক্রমঃ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মতন্ত্রের সৃষ্টি বলিতেছেন—ষোড়শী এবং উক্থ, ইহারা যজ্ঞাঙ্গের প্রধান কর্ম্মবিশেষ। পুরীষী অগ্নিচয়ন এবং অগ্নিষ্টুৎ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম—এই দুইটি দক্ষিণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইপ্রকার ক্রমান্বয়ে সর্ব্বত্র জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্ম্মস্যেতি পদানি চ ।
আশ্রমাংশ্চ যথা-সংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যা (শৌচং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরজ্ঞানাৎ বিশুদ্ধিঃ) দানং (দয়া ভূতাভয়প্রদানং) তপঃ সত্যং চ ইতি ধর্ম্মস্য পদানি আশ্রমান্ চ (ব্রহ্মচর্য্যাদীন্ চতুরঃ) বৃত্তিভিঃ সহ যথা সংখ্যং (পূর্ব্বাদিভ্যঃ মুখেভ্যঃ) অসৃজৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তিনি বিদ্যা (শৌচ), দান (দয়া বা প্রাণিগণকে অভয়-প্রদান), তপস্যা ও সত্য ধর্ম্মের এই পদসমূহ এবং বৃত্তির সহিত আশ্রমসকল যথাক্রমে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—বিদ্যেতি—শৌচং, ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্‌বিশুদ্ধিঃ পরমা মতেতি স্মৃতেঃ। দানমিতি—দয়া ভূতাভয়প্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীমিতি বচনাৎ। এবং তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতা ইতি প্রথমস্কন্ধোক্তেরবিরোধঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্যা'—বলিতে শৌচ (পবিত্রতা)। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে পরম পবিত্রতা হইয়া থাকে।' দান—বলিতে দয়া। বলা হইয়াছে—অন্যান্য দানসকল প্রাণিগণের প্রতি অভয়দানের অপেক্ষা ষোড়শভাগের একভাগও নহে, (অর্থাৎ প্রাণিগণের প্রতি অভয়দান শ্রেষ্ঠ দান)। এই প্রকারে—"হে ধর্ম্ম! সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্টয়-দ্বারা তোমার চারিটি পদ সম্পূর্ণ ছিল"—প্রথম স্কন্ধের (১৭ অধ্যায়ে) মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তির সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই ॥ ৪১ ॥

সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা।
বার্ত্তা সঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সাবিত্রং (ব্রহ্মচর্য্যং গায়ত্রীমধীয়ানস্য ত্রিরাত্রং ব্যাপ্য) প্রাজাপত্যং (ব্রতানি আচরতঃ সংবৎসরান্তং) ব্রাহ্মং (বেদগ্রহণান্তং) অথ চ তথা বৃহৎ (নৈষ্ঠিকং মরণপর্য্যন্তম্ ইতি ব্রহ্মচর্য্যং) বার্ত্তা (অনিষিদ্ধা কৃষ্যাদিবৃত্তিঃ) সঞ্চয়-শালীনশিলোঞ্ছঃ (সঞ্চয়ঃ যাজনাদিবৃত্তিঃ শালীনং অযাচিতবৃত্তিঃ শিলোঞ্ছঃ পতিতকণিশ-কণবৃত্তিঃ) ইতি গৃহে বৈ এতাঃ গৃহস্থাশ্রমবৃত্তয়ঃ ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সাবিত্রং (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী-অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য, প্রাজাপত্যব্রতসমূহের আচরণশীল ব্যক্তির সংবৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), ব্রাহ্ম (বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), বৃহদ্ব্রত (আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য), এবং বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদিবৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), শালীন (অযাচিত বৃত্তি) শিলোঞ্ছ (পতিত কণিকা-ভক্ষণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহবৃত্তি)—এই সকল গৃহের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানও সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—উপনয়নাদারভ্য গায়ত্রীমধীয়ানস্য ত্রিরাত্রং ব্যাপ্য ব্রহ্মচর্য্যং সাবিত্রম্। ব্রতান্যাচরতঃ সংবৎসরপর্য্যন্তং প্রাজাপত্যম্। বেদগ্রহণপর্য্যন্তং ব্রাহ্মম্। মরণপর্য্যন্তং বৃহদিতি চতুর্ব্বিধং ব্রহ্মচর্য্যম্। বার্ত্তা অনিষিদ্ধকৃষ্যাদিবৃত্তিঃ। সঞ্চয়ো যাজনাদিবৃত্তিঃ। শালীনমযাচিতবৃত্তিঃ। শিলোঞ্ছনং পতিতকণিশকণবৃত্তিঃ। শিলোঞ্ছ ইতি দ্বন্দ্বৈক্যং উকারোঽজ হ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুত ইতিবৎ। গৃহে ইতি জীবিকা-চাতুর্ব্বিধ্যাৎ গার্হস্থ্যমপি চতুর্ব্বিধমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাবিত্র'—হইতেছে উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। 'প্রাজাপত্য'—ব্রতসমূহের আচরণকারী ব্যক্তির সম্বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। 'ব্রাহ্ম'—বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। 'বৃহৎ'—আমরণ পর্য্যন্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। 'বার্ত্তা'—অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি বৃত্তি। 'সঞ্চয়'—যাজন প্রভৃতি বৃত্তি। 'শালীন'—অযাচিত বৃত্তি। 'শিলোঞ্ছন'—ক্ষেত্রাদিতে পতিত ধান্য-কণিকা সংগ্রহরূপ বৃত্তি। শিলোঞ্ছ—ইহা সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে এক বচন, পুংলিঙ্গ ও অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে—যেমন হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ। (তন্মধ্যে শিল বলিতে হট্টাদিতে পতিত ধান্যাদির সংগ্রহ এবং উঞ্ছ—ক্ষেত্রাদিতে ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ধান্যাদির সংগ্রহ, উভয়ই একবৃত্তি)। 'গৃহে'—ইতি, অর্থাৎ চারিপ্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ বৃত্তি বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের চারিপ্রকার উক্ত হইল ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—প্রাজাপত্যং ব্রহ্মচর্য্যমেকভার্য্যর্ত্তুগামিতা ইতি ব্যাসস্মৃতৌ। বার্ত্তা যাযাবরং জ্ঞেয়মেকা হি ত্বমসঞ্চয় ইতি ॥ ৪২ ॥

বৈখানসা বালিখিল্যৌড়ুম্বরাঃ ফেনপা বনে।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥৪৩

অন্বয়ঃ—বৈখানসঃ (অকৃষ্টপচ্যবৃত্তয়ঃ) বালিখিল্যাঃ (নবে অন্নে লব্ধে পূর্ব্বসঞ্চিতান্নত্যাগিনঃ) ঔড়ুম্বরাঃ (প্রাতরুত্থায় যাং দিশং প্রথমং পশ্যন্তি ততঃ আহৃতৈঃ ফলাদিভিঃ জীবন্তঃ) ফেনপাঃ (স্বয়ং পতিতৈঃ ফলাদিভিঃ জীবন্তঃ) বনে (এবং চতুর্ব্বিধাঃ বানপ্রস্থাঃ ভবন্তি) ন্যাসে (তথা সন্ন্যাসবৃত্তৌ) পূর্ব্বং কুটীচকঃ (স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধানঃ) বহ্বোদঃ (কর্ম্ম উপসর্জ্জনীকৃত্য জ্ঞানাভ্যাসপ্রধানঃ) হংসঃ (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠঃ) নিষ্ক্রিয়ঃ (পরমহংসঃ প্রাপ্ততত্ত্বঃ—এতে যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—বৈখানস (অকৃষ্ট-পচাবৃত্তি), বালিখিল্য (যাহারা নূতন অন্ন পাইলে পূর্ব্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন), ঔড়ুম্বর (প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক্ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পান, সেই দিক্ হইতে আহৃত ফলাদিভক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহকারী), ফেনপ (স্বয়ং পতিত ফলাদি দ্বারা জীবনধারণকারী) —এই চারিপ্রকার বৃত্তিভেদে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং কুটীচক (স্বীয় আশ্রম-কর্ম্মপ্রধান), বহূদক (কর্ম্মের অপ্রাধান্য-বিবেচক অর্থাৎ জ্ঞান-প্রধান), হংস (জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠ) এবং নিষ্ক্রিয় (প্রাপ্ততত্ত্ব অর্থাৎ পরমহংস)—এই চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বীও (উৎপন্ন হইলেন) ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৈখানসাঃ—অকৃষ্টপচ্যবৃত্তয়ঃ ; বালিখিল্যাঃ—নবেঽন্নে লব্ধে পূর্ব্বসঞ্চিতান্নত্যাগিনঃ ; ঔড়ুম্বরাঃ—প্রাতরুত্থায় যাং দিশং প্রথমং পশ্যন্তি তত

আহৃতৈঃ ফলাদিভির্জীবন্তঃ ; ফেনপাঃ—স্বয়ং পতিতৈঃ ফলাদিভির্জীবন্তঃ। বনে ইতি বৃত্তিভেদেন নামভেদাদ্বানপ্রস্থাশ্রমোঽপি চতুর্ব্বিধঃ। ন্যাসে ইতি সন্ন্যাসোঽপি চতুর্ব্বিধঃ। তত্র কুটীচকঃ—স্বাশ্রমকর্ম্মপ্রধানঃ ; বহ্বোদঃ—কর্ম্মোপসর্জনীকৃত্য জ্ঞানপ্রধানঃ ; হংসো—জ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠঃ। নিষ্ক্রিয়ঃ ;—প্রাপ্ততত্ত্ব ইতি যথোত্তরং শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চারি প্রকার বানপ্রস্থী বলিতেছেন—যথা, বৈখানস, বালিখিল্য, ঔড়ুম্বর ও ফেনপ। তন্মধ্যে 'বৈখানস'—অকৃষ্ট-পচ্যবৃত্তি অর্থাৎ যাহাদের মূলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। 'বালিখিল্য'—নূতন অন্ন (খাদ্য) পাইলে যাহারা পূর্ব্বসঞ্চিত অন্ন ত্যাগ করেন। 'ঔড়ুম্বর'—প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া যে দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিক্ হইতে আনীত ফলাদির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী। 'ফেনপ'—স্বয়ং পতিত ফলাদির দ্বারা জীবনধারণকারী। 'বনে'—ইহা বলায়—বৃত্তিভেদ ও নামভেদের দ্বারা বানপ্রস্থ আশ্রমও চারিপ্রকার বলা হইল। 'ন্যাসে'—সন্ন্যাস আশ্রমও চারিপ্রকার—যথা কুটীচক, বহ্বোদ, হংস ও নিষ্ক্রিয়। তন্মধ্যে—'কুটীচক'—নিজ আশ্রম কর্ম্মে প্রধান। 'বহ্বোদ'—কর্ম্ম অপ্রধান বিবেচনা করিয়া জ্ঞানাভ্যাসে প্রধান। 'হংস'—জ্ঞানাভ্যাসে নিষ্ঠ। 'নিষ্ক্রিয়'—যিনি তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমহংস, ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যে যে পরবর্ত্তী, তাহা তাহা প্রধান ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—বৈখানসা মূলভক্ষাঃ ফলভক্ষা উড়ুম্বরাঃ।
বালখিল্যাঃ সর্ব্বভক্ষা ফেনপা বৎসফেন পাঃ ॥
ইতি চ ॥ ৪৩ ॥

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রনবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—আন্বিক্ষিকী (ন্যায়শাস্ত্রং) ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) বার্ত্তা (কামশাস্ত্রং) দণ্ডনীতিঃ চ (অর্থশাস্ত্রম্, এতাঃ ক্রমাৎ মোক্ষধর্ম্ম-কামার্থবিদ্যাঃ) তথা এব (পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাদিমুখেভ্যঃ এব উৎপন্নাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি ব্যস্তাঃ তিস্রঃ সমস্তা চতুর্থী ইতি চতস্রঃ) এবং (অত্রাপি পূর্ব্ববৎমুখ ক্রমঃ) আসন (প্রাদুর্ব্বভূবুঃ) প্রণবঃ অস্য (ব্রহ্মণঃ) দহ্রতঃ (হৃদয়াকাশাৎ আসীৎ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আন্বিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা) ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) বার্ত্তা (কামশাস্ত্র) এবং দণ্ডনীতি (অর্থশাস্ত্র); ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যস্ত সমস্ত ব্যাহৃতি-চতুষ্টয় সেইরূপ পূর্ব্বাদি মুখ হইতে এবং প্রণব ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিবক্ত্রক্রমেণোৎপত্তিমাহ—আন্বীক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্ম্মকামার্থবিদ্যা ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যস্তাস্তিস্রঃ সমস্তা চতুর্থীত্যেবং চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। যথাহাশ্বলায়নঃ—'এবং ব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তা ব্যস্তাঃ সমস্তা অপি' ; [যদ্বা, মহ ইতি চতুর্থী। তথা চ শ্রুতিঃ—ভূর্ভুবঃস্বরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তাসাং মহস্মৈতাং চতুর্থীমাহ মহৎ প্রবেদয়তে মহতীমিতীতি।] হৃৎস্বতঃ হৃদয়াকাশাৎ, দহ্রত ইতি পাঠে স এবার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ন্যায় প্রভৃতির ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে উৎপত্তি বলিতেছেন—আন্বিক্ষিকী প্রভৃতি মোক্ষ, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থবিদ্যা। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই তিনটি ব্যস্ত (অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ রূপে) এবং সমস্ত (অর্থাৎ একত্রে 'ভূর্ভুবঃ সঃ')—এইরূপ চারিটি ব্যাহৃতি। যেমন আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—"এইরূপ ব্যাহৃতিসমূহ বলা হইল ব্যস্ত ও সমস্ত।" 'হৃৎস্বতঃ'—হৃদয়াকাশ হইতে। 'দহ্রতঃ'—এই পাঠে পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ হৃদয়াকাশ হইতে, এইরূপ অর্থ। (এখানে 'যদ্বা-মহ ইতি'—ইত্যাদি শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার অংশ। অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে—'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—ইহারা ব্যস্ত ও সমস্তরূপে চারিপ্রকার ব্যাহৃতি। 'মহঃ'—ইহা চতুর্থী, মহান্‌কে যাহা জানায় এবং নিজেও মহতী ইতি) ॥ ৪৪ ॥

মধ্ব—আন্বীক্ষিকী তন্ত্রবিদ্যা সা চ বেদানুসারিণী।
বিষ্ণুপ্রোক্তা শিবাদ্যুক্তা জ্ঞেয়া বেদবহিস্কৃতা ॥
দণ্ডনীতিঃ রাজধর্ম্মস্ত্রয়ীবেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বার্ত্তাবাণিজ্যকাদিঃ স্যাদেতাভির্যুক্তু জীবনম্ ॥
তদান্বীক্ষিক্যাদিনাম ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতং পুরা ॥
ইতি চ ॥ প্রণবঃ পূর্ব্ববক্ত্রাৎ।

প্রণবঃ পূর্ব্ববক্ত্রেণ ভূরাদ্যাশ্চ মুখত্রয়াৎ।
প্রদক্ষিণমবর্ত্তন্ত বেদাশ্চৈবাশ্রমাস্তথা ॥ ৪৪ ॥

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুব্‌জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—তস্য বিভোঃ (ব্রহ্মণঃ) লোমভ্যঃ উষ্ণিক্ (অষ্টাবিংশত্যক্ষরঃ ছন্দোবিশেষঃ) আসীৎ; ত্বচঃ (সকাশাৎ) গায়ত্রী (চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরং ছন্দঃ) চ (আসীৎ); মাংসাৎ ত্রিষ্টুপ্ (চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরং ছন্দঃ), স্নুতঃ (স্নায়ুতঃ) অনুষ্টুপ্ (দ্বাত্রিংশদক্ষরং ছন্দঃ), প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) অস্থ্নঃ (অস্থিতঃ) জগতী (অষ্টচত্বারিংশদক্ষরং ছন্দঃ), মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিঃ (চত্বারিংশদক্ষরং ছন্দঃ) উৎপন্না; (তথা) প্রাণতঃ বৃহতী (ষট্‌ত্রিংশদক্ষরং ছন্দঃ) অভবৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—সেই বিভু ব্রহ্মার রোমরাজি হইতে উষ্ণিক্, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু হইতে অনুষ্টপ্, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ উৎপন্ন হইল ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ছন্দসামুৎপত্তিমাহ—তস্যেতি। স্নুতঃ স্নায়ুতঃ সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদকনাড়ীত ইত্যর্থঃ। অনুষ্টুপ্ স্নাবান্ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ছন্দঃ-সমূহের উৎপত্তি বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদি। 'স্নুতঃ'—সর্ব্বাঙ্গের আচ্ছাদক নাড়ী স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্ (বত্রিশ অক্ষর-বিশিষ্ট ছন্দঃ উৎপন্ন হইল)। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'অনুষ্টুপ্ স্নাবান্'—স্নায়ুরূপ অনুষ্টুপ্ ॥ ৪৫ ॥

স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থা বলমাত্মনঃ।
স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—স্পর্শঃ (কাদি-মান্তবর্গপঞ্চকম্) তস্য (প্রজাপতেঃ) জীবঃ (জীবাৎ) অভবৎ; স্বরঃ (অকারাদিঃ) দেহঃ (দেহাজ্জাতঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) ইন্দ্রিয়াণি উষ্মাণম্ (শ-ষ-স-হ-চতুষ্কম্) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ জাতম্) আহুঃ; অন্তস্থাঃ (য-র-ল-বাঃ তান্ বর্ণান্) বলং (বলকার্য্যম আহুঃ)। (তথা) প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) বিহারেণ (ক্রীড়য়া) সপ্তস্বরাঃ (ষড়্‌জর্ষভগান্ধার-মধ্যমপঞ্চমধৈতনিষাদাখ্যাঃ) ভবন্তি স্ম (অভবন্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—সেই প্রজাপতির জীবত্ব হইতে ককারাদি মকার পর্য্যন্ত পঁচিশটী স্পর্শবর্ণ, দেহ হইতে অকারাদি চতুর্দ্দশটি স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ, ষ, স, হ এই চারিটী উষ্মবর্ণ এবং বল হইতে য, র, ল, ব এই চারিটী অন্তস্থবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ বর্ণন করেন। আর প্রজাপতির ক্রীড়াবৃত্তি হইতে ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর উদ্ভূত হইল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ণানামুৎপত্তিমাহ—স্পর্শ ইতি সার্দ্ধেন। কাদিবর্গপঞ্চকং স্পর্শঃ; স্বরো অকারাদিঃ; উষ্মাণঃ শ-ষ-স-হ-চতুষ্কম্। অন্তস্থাঃ য-র-ল-বাঃ। সপ্তস্বরাঃ ষড়্‌জাদয়ঃ। বিহারেণ ক্রীড়য়া ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ণসকলের উৎপত্তি বলিতেছেন—স্পর্শ ইত্যাদি সার্দ্ধ (দেড়) শ্লোকের দ্বারা। ককারাদি পঞ্চবর্গ (অর্থাৎ ককার হইতে মকার পর্য্যন্ত পঁচিশটি) স্পর্শবর্ণ। অকারাদি স্বরবর্ণ। উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স ও হ—এই চারিটি বর্ণ। য, র, ল ও ব—এই চারিটি অন্তস্থ বর্ণ। 'সপ্ত স্বরাঃ'—ষড়্‌জ প্রভৃতি (অর্থাৎ ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামক) সাতটি স্বর ব্রহ্মার ক্রীড়া হইতে উৎপন্ন হইল। 'বিহারেণ'—অর্থাৎ ক্রীড়ার দ্বারা ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—স্পর্শাস্তস্যাভবজ্জীবাৎ স্বরা দেহাৎ প্রজজ্ঞিরে।
উষ্মাণ ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ অন্তস্থা বলতো বিভোঃ ॥
ইতি চ। যস্মাৎ যজ্জায়তে চাঙ্গাত্তত্তদঙ্গাভিধং ভবেৎ।
ইতি চ ॥ ৪৬ ॥

শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—শব্দব্রহ্মাত্মনঃ (শব্দাত্মকং ব্রহ্ম বেদাঃ আত্মস্বরূপং যস্য তস্য) ব্যক্তাব্যক্ত্যাত্মনঃ (ব্যক্তা বৈখরী, অব্যক্তঃ প্রণবঃ আত্মা যস্য তস্য) তস্য (ব্রহ্মণঃ চিত্তে) ব্রহ্ম (নির্গুণম্ অক্ষরং তত্ত্বং তথা) নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ (ইন্দ্রাদিরূপঃ ইতি চ দ্বিবিধোঽপি) বিততঃ (পরিপূর্ণঃ) পরঃ (পরমেশ্বরঃ) অবভাতি (প্রকাশতে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম বেদময় তনুবিশিষ্ট। তাঁহার ব্যক্ত স্বরূপ—'বৈখরী' নামক বাক্যরূপ ভাষা এবং অব্যক্ত স্বরূপ—'প্রণব'। সেই অব্যক্ত স্বরূপ হইতে পরব্রহ্মরূপ আবির্ভূত হন এবং ব্যক্ত স্বরূপ হইতে বহুবিধ শক্তিসমন্বিত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বাহির হন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্ফুর্ত্ত্যৈব ব্রহ্মণস্তেজস্বিত্বমধিকমিত্যাহ—শব্দব্রহ্ম বেদস্তন্ময়এব আত্মা দেহো যস্য তস্য। যতো ব্যক্তা বৈখরী অব্যক্তঃ প্রণবস্তদাত্মনস্তস্য ব্রহ্মণ উপাস্যত্বেন পরঃ পরমেশ্বর আভাতি সম্যক্ স্ফুরতি। য এব নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানগম্যত্বেন ব্রহ্ম। সবিশেষ-শুদ্ধজ্ঞানগম্যত্বেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতো ভগবানিত্যতস্তস্য কন্যানুগমনজন্যমালিন্যং নাস্তীতি সাধিতম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেশ্বরের স্ফূর্ত্তির (হৃদয়ে প্রকাশের) দ্বারাই ব্রহ্মার অধিক তেজস্বিত্ব—ইহা বলিতেছেন, 'শব্দব্রহ্মাত্মনঃ'—শব্দব্রহ্ম বলিতে বেদ, তন্ময়ই আত্মা অর্থাৎ দেহ যাঁহার, সেই বেদময় তনুবিশিষ্ট ব্রহ্মার। যেহেতু ব্যক্ত, অর্থাৎ বৈখরী নামিকা বাক্যরূপ ভাষা এবং অব্যক্ত অর্থাৎ প্রণব, তদাত্মক ব্রহ্মার (হৃদয়ে) উপাস্যরূপে 'পরঃ'—অর্থাৎ পরমেশ্বর 'আভাতি'—সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে পরমেশ্বরই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানগম্যত্বরূপে ব্রহ্ম এবং সবিশেষ জ্ঞানগম্যত্বরূপে নানাশক্তির সহিত পরিবর্দ্ধিত ভগবান্—অতএব (অর্থাৎ এই পরমেশ্বর-স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে প্রকটিত হওয়ায়) সেই ব্রহ্মার কন্যার অনুগমনজন্য মালিন্য নাই, ইহা সাধিত হইল ॥ ৪৭ ॥

মধ্ব—শব্দব্রহ্মাত্মকো ব্রহ্মা সর্ব্বশব্দাভিধেয়তঃ।
ঋতে নারায়ণাদীনি নাম্নাং স বিষয়ো যতঃ ॥
ব্যক্তব্রহ্মাণ্ডমুদ্দিষ্টমব্যক্তং মহদাদি চ।
তদ্ব্যাপকত্বাদ্ ব্রহ্মা তু ব্যক্তাত্মকঃ সদা স্মৃতঃ ॥
ইতি চ ॥ ৪৭ ॥

ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (বেদাদিসর্গাদনন্তরং) সঃ (ব্রহ্মা) অপরাং (যা পূর্ব্বং বিসৃষ্টা সতি নীহার-তমোরূপা অভবৎ ততঃ অন্যাং শুদ্ধাং অনিষিদ্ধকামা-সক্তাং তনুম্) উপাদায় (স্বীকৃত্য) সর্গায় (সৃষ্ট্যর্থং) মনো দধে (চিন্তয়ামাস) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সেই ব্রহ্মা পূর্ব্বে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নীহারময় তমঃ হওয়ায় সেই অনিষিদ্ধ কামাসক্ত তনু পরিত্যাগ করিয়া শব্দ-ব্রহ্মময় নিত্যস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সৃষ্টির জন্য মনোনিবেশ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—যা পূর্ব্বং বিসৃষ্টা সতী নীহারং তমোঽভবৎ ততোঽপরামনিষিদ্ধকামাসক্তাং তনুং। শব্দব্রহ্ম তনুস্তু সদা অস্ত্যেব ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মার যে তনু পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হইয়া নীহারময় তমোরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা হইতে অপর অনিষিদ্ধ কামাসক্তা (শুদ্ধা) তনু (গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি-বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন)। কিন্তু তাঁহার শব্দ-ব্রহ্মময় তনু সর্ব্বদা আছেই ॥৪৮॥

ঋষীণাং ভূরিবীর্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব, (বিদুর !) ভূরিবীর্য্যাণাং (ভূরিবীর্য্যং প্রজনন-সামর্থ্যং যেষাং তথাভূতানাম্) অপি ঋষীণাম (মরীচ্যাদীনাং) সর্গং (সৃষ্টি-কার্য্যং) অবিস্তৃতং (অবহুলং) হৃদয়ে জ্ঞাত্বা ভূয়ঃ (পুনরপি ব্রহ্মা) চিন্তয়ামাস ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে কৌরব ! অনন্তর সেই ব্রহ্মা অন্য দেহ ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টির জন্য মনঃসংযোগ করিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, মহাপরাক্রমশালী ঋষিগণের সৃষ্টি অবিস্তৃত রহিল, সুতরাং তিনি পুনরায় সৃষ্ট্যর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তেন পূর্ব্বসৃষ্টা মরীচ্যাদয় এব বহুতরাঃ প্রজাঃ সৃজন্তীতি সর্গে তস্যালং পুনঃ প্রযত্নেনেত্যত আহ—ঋষীণামিতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন দেখুন, তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণই বহুতর প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্মার পুনরায় প্রজাসৃষ্টির বিষয়ে প্রযত্নের আবশ্যক কি? তাহাতে বলিতেছেন—'ঋষীণাম্'—(অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী ঋষিদের সৃষ্টি বিস্তৃত হইল না, ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন)॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—ঋষীণাং ভূরিবীর্য্যাণামিতি সিংহাবলোকনম্।
যত্র পশ্চাত্তনঃ শ্রেষ্ঠাস্তত্র সিংহাবলোকনম্॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৪৯ ॥

———

অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা।
ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যদা (সর্ব্বদা) ব্যাপৃতস্যাপি (প্রজাবৃদ্ধয়ে সর্ব্বথা যত্নং কুর্ব্বতঃ অপি) মে (মম) প্রজাঃ ন এধন্তে (বর্দ্ধন্তে) অহো এতৎ অদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যমেব) নূনং (অতঃ নিশ্চিতম্) অত্র (প্রজাবৃদ্ধৌ) দৈবং (দুরদৃষ্টমেব) বিঘাতকং (প্রতিবন্ধকং ভবতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অহো কি আশ্চর্য্য! আমি সর্ব্বদা সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমার প্রজাসমুহ বিস্তার লাভ করিতেছে না। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে দৈবই প্রতিকূল ॥ ৫০ ॥

———

এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা।
কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—এবং যুক্তকৃতঃ (যথোচিতং কুর্ব্বতঃ) তদা দৈবঞ্চ (দুরদৃষ্টনিবর্ত্তকং ভগবদনুগ্রহং চ) অবেক্ষতঃ (প্রতীক্ষমাণস্য) কস্য (ব্রহ্মণঃ) রূপং দ্বেধা (দ্বিধা বিভক্তম্) অভূৎ। যৎ (উভয়মপি রূপং) কায়ং (কস্য ব্রহ্মণঃ জাতত্বাৎ) অভিচক্ষতে (অদ্যাপি সর্ব্বে কথয়ন্তি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—এইরূপ যথোচিত কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া ও দৈবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন ব্রহ্মা চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ঐ মূর্ত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ঐ বিভক্ত রূপকেই লোকে 'কায়' বলিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—যুক্তকৃতঃ যথোচিতং কুর্ব্বতঃ। দৈবং স্বীয়দিষ্টমেবাবেক্ষমাণস্য কস্য ব্রহ্মণঃ রূপং একমেব দ্বিধা একং শ্মশ্রুযুক্তমপরং কুচদ্বয়যুক্তমিতি দ্বিবিধমভূৎ। যদুভয়মপি কায়ং ক-সম্বন্ধিত্বাৎ কায়শব্দবাচ্যং "নড়াদিত্বাৎ যন্" ন লোপশ্ছান্দসঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুক্তকৃতঃ'—এইরূপ যথোচিত সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত হইলেও (দৈবই উহার বিঘাতক মনে করিয়া তাহাতে দৃষ্টি দিলেন)। 'দৈবং'—নিজ দৈবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন ব্রহ্মা চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মার এক রূপই দুইভাগে বিভক্ত হইল—একটি শ্মশ্রুযুক্ত (পুরুষ), অপরটি স্তনদ্বয়-যুক্ত (স্ত্রী)। ঐ উভয়বিধ রূপকেই ব্রহ্মার 'কায়' বলা হয়। ক-শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, তাঁহার সম্বন্ধীয় বলিয়া উহাকে কায় বলা হয়। কায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিতেছেন—(ক-ব্রহ্মা-অয় গমনার্থ, 'ই' ধাতুজ অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মা হইতে গমন করে), এখানে 'নড়াদিত্বাৎ যন্'—প্রত্যয় হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া (ক+অয়ন=কায়ন) ন লোপ হইয়া 'কায়' শব্দ হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

মধ্ব—কেন ব্যাপ্তত্বাৎ কায়ঃ ॥ ৫১ ॥

———

তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং (বিভক্তাভ্যাং রূপাভ্যাং) মিথুনং (স্ত্রীপুরুষাত্মকং দ্বন্দ্বং) সমপদ্যত (অভূৎ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ঐ কায় হইতে স্ত্রী ও পুরুষ মিথুন উৎপন্ন হইল ॥ ৫২ ॥

———

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (মিথুনে) যঃ তু পুমান্ (পুরুষঃ) সঃ স্বরাট্ স্বায়ম্ভুবঃ (ইতাখ্যঃ) স্বরাট্ (সার্ব্বভৌমঃ)

মনুঃ অভূৎ। যা (চ) স্ত্রী শতরূপাখ্যা (সা) অস্য মহাত্মনঃ (মহাবুদ্ধেঃ) মহিষী (ভার্য্যা) আসীৎ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে (মিথুন দ্বয়ের মধ্যে) যিনি পুরুষ, তিনি সার্ব্বভৌম স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন এবং যিনি স্ত্রী, তিনি সার্ব্বভৌম মহিষী 'শতরূপা'-নামে পরিচিতা হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, তদা (ততঃ প্রভৃতি) মিথুন-ধর্ম্মেণ (পুংস্ত্রীযোগেন) প্রজাঃ হি এধাং বভূবিরে (বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—সেই সময় হইতে মিথুনধর্ম্মদ্বারা প্রজাসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিল ॥ ৫৪ ॥

স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত।
আকূতির্দ্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভারত, হে সত্তম, সঃ চ অপি (মনুঃ) শতরূপায়াং প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ (ইতি পুত্রৌ) আকূতিঃ দেবহূতিঃ প্রসূতিঃ চ ইতি (তিস্রঃ কন্যাঃ চ ইতি) পঞ্চ অপত্যানি অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে ভরতবংশাবতংস, হে সত্তম, তিনিও (স্বায়ম্ভুবমনু) শতরূপাতে পাঁচটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই পুত্রদ্বয় এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি এই তিন কন্যা (উৎপাদন করিলেন) ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—স চ স্বায়ম্ভুবঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবার—'স চাপি'—তিনি অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু ॥ ৫৫ ॥

আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় তু মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে সৃষ্টিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ মনুঃ) রুচয়ে আকূতিং প্রাদাৎ ; কর্দ্দমায় তু মধ্যমাং (দেবহূতিং প্রাদাৎ); দক্ষায় চ প্রসূতিং অদাৎ—যতঃ (যাসাং সন্ততিভিঃ) জগৎ (কৃৎস্নং বিশ্বং) আপূরিতম্ (পরিব্যাপ্তম্) ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মনু, আকূতিকে রুচি-নামক ঋষিকে, মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দম-নামক ঋষিকে এবং প্রসূতিকে দক্ষঋষিকে প্রদান করিলেন ; ইহাদের সন্তানের দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যতঃ যাসাং সন্ততিভিঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যাঁহাদিগের সন্ততিগণের দ্বারা (জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে) ॥ ৫৬ ॥

ইতি ভক্তগণের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১২ ॥

শ্রীমধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি-প্রকরণ, বরাহমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ-বধের সূচনা বর্ণিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয় ভার্য্যার সহিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মদাতা ব্রহ্মাকে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদন করিবার আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশ মান্য করিয়া ব্রহ্মার নিকট সর্ব্বভূতের বাসস্থানরূপা প্রলয়জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মাও জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার চিন্তা করিতে থাকিলেন, এমন সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ একটী সূক্ষ্ম বরাহমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকারে পরিবর্দ্ধিত হইল। বরাহরূপধারী শ্রীবিষ্ণুর গর্জ্জন শুনিয়া সত্যলোকাদির অধিবাসিগণ বেদমন্ত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বরাহদেব জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া জল বিদারণ করিতে করিতে রসাতলে ভ্রমণ করিলেন এবং তথা হইতে ক্ষণমধ্যে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। তৎপর তিনি জলমধ্যে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ বরাহদেবের এই অলৌকিক পৃথিবী-উদ্ধারলীলা-দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বহুবিধভাবে স্তব করিলেন। পরে ভগবান্ হরি উদ্ধৃত পৃথ্বিকে জলের উপর রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

যে ব্যক্তি নিষ্কাম-ভক্তিযোগে এই শ্রীহরির ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে পরম পদ প্রদান করেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির মধ্যে ভক্তিই পুরুষার্থ-সার। সুতরাং একমাত্র পশু ব্যতীত আর কেহই হরিকথা হইতে বিমুখ থাকিতে পারেন না।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ—(হে) নৃপ (পরীক্ষিৎ), বদতঃ (কথয়তঃ) মুনেঃ (মৈত্রেয়স্য) পুণ্যতমাং (পবিত্রাং) বাচং (কথাং) নিশম্য (শ্রুত্বা) বাসুদেবকথাদৃতঃ (বাসুদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কথায়াং গুণ-কীর্ত্তনশ্রবণে আদৃতঃ আদরবান্) কৌরব্যঃ (বিদুরঃ) ভূয়ঃ (পুনরপি) পপ্রচ্ছ (পৃষ্ঠবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, কুরু-শ্রেষ্ঠ বিদুর মৈত্রেয় মুনির কথিত এই সকল অতিশয় পবিত্র কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের কথায় আদর প্রকাশ পূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োদশে মনোর্বাচা ধ্যায়তো ব্রহ্মণো নসঃ।
উদ্ভূয় গাং গতঃ ক্রোড়ো গামুদ্দধ্রে দ্বিজৈঃ স্তুতঃ ॥

আদৃতিরস্যাস্তীত্যর্শ আদ্যচ্ আদৃতঃ সাদর ইত্যর্থঃ; যদ্বা, কথয়ৈব কর্ত্র্যা মামসৌ বিদুরঃ শৃণোতু, মন্মাধুর্য্যমেতৎ কর্ত্তৃকাস্বাদাৎ সার্থকং ভবত্বিত্যাদৃতঃ; যদ্বা, কথায়ামাদৃতঃ বক্তৃভিঃ শ্রোতৃভিশ্চেত্যর্থাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মনুর বাক্য অনুসারে (পৃথিবীর উদ্ধার-বিষয়ে) চিন্তাশীল ব্রহ্মার নাসাবিবর হইতে উদ্ভূত ক্রোড় (বরাহ-মূর্ত্তি ভগবান্) জলে প্রবেশ-পূর্ব্বক জলমগ্না পৃথিবীকে, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্তুত হইয়া উদ্ধার করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

'বাসুদেব-কথাদৃতঃ'—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের কথা-শ্রবণে আদরযুক্ত (বিদুর)। 'আদৃতঃ'—আদৃতি যাহার আছে, এই অর্থে—'অর্শ আদিভ্যোঽচ্'—এই সূত্র অনুসারে তদ্ধিতে অচ্-প্রত্যয় হইয়া আদৃত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ সাদর, আদরযুক্ত, এই অর্থ। অথবা—'কথাদৃত' বলিতে কথার দ্বারা আদৃত, এখানে ভগবৎ-কথাই কর্ত্রী, 'আমাকে বিদুর শ্রবণ করুক, আমার মাধুর্য্য এই বিদুর কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া সার্থক হউক'—এইরূপ ভগবৎকথার দ্বারা আদৃত। (ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের চিন্ময়ী নিত্যা কথা শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত কেহই স্ব-শক্তিতে

শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নয়, এই ভক্তি-সিদ্ধান্তও জ্ঞাপিত হইল।) কিম্বা—'কথায়াম্ আদৃতঃ' —অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতার দ্বারা ভগবৎ কথাতে আদৃত, এইরূপ অর্থ ॥ ১ ॥

———

শ্রীবিদুর উবাচ—

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে ॥২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ—(হে) মুনে, সঃ বৈ স্বয়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) প্রিয় পুত্রঃ সম্রাট্ (সার্ব্বভৌমঃ নৃপতিঃ) স্বায়ম্ভুবঃ (মনুঃ) প্রিয়াং পত্নীং (শতরূপাং) প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) ততঃ কিং চকার ? ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে মুনে, ব্রহ্মার প্রিয়তম পুত্র সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু. প্রিয়পত্নী লাভ করিয়া তৎপরে কি করিয়াছিলেন ? ২ ॥

———

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম।
ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায় বিষ্বক্সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) সত্তম, আদিরাজস্য তস্য রাজর্ষেঃ (স্বায়ম্ভুবস্য) চরিতং শ্রদ্দধানায় (শুশ্রূষবে) মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়); হি (যস্মাৎ) অসৌ (মনুঃ) বিষ্বক্সেনাশ্রয়ঃ (বিষ্বক্সেনঃ ভগবান্ হরিরেব আশ্রয়ঃ যস্য তথাভূতঃ পরমভাগবতঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—হে সাধুশ্রেষ্ঠ, সেই আদিরাজ-রাজর্ষির চরিত্র শ্রদ্ধান্বিত আমার নিকট বর্ণন করুন্। সেই রাজর্ষি সত্য সত্যই হরির আশ্রিত ছিলেন ॥ ৩ ॥

———

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ননু যেষাং হৃদয়েষু মুকুন্দপাদারবিন্দং (মুকুন্দস্য হরেঃ পাদারবিন্দং চরণকমলং বর্ত্ততে) তত্তদ্গুণানুশ্রবণং (তেষাং ভাগবতানাং তত্তদ্গুণানাং চরিত্র-কথানাম্ অনুশ্রবণং যৎ তৎ) সুচিরশ্রমস্য (সুচিরং বহুকালং শ্রমো যস্মিন্ তস্য) পুংসাং শ্রুতস্য (অধ্যয়নাদেঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনং ফলম্) অঞ্জসা (মুখ্যত্বেন অয়মেব) সূরিভিঃ (বিদ্বদ্ভিঃ) ঈড়িতঃ (স্তুতিপূর্ব্বকং কীর্ত্তিতঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—(হে মুনে), যাঁহাদের হৃদয়-দেশে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু আয়াস-সাধ্য বেদ-অধ্যয়নের ফল,—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বৈষ্ণবকথাশ্রবণং বিনা বিদুষামপি বিদ্যা বিফলা ভবতীত্যাহ—সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য গুরুমুখাৎ শ্রুতস্য শাস্ত্রাদ্যধ্যয়নস্যেত্যর্থঃ। অয়-মেবার্থঃ প্রয়োজনম্। ঈড়িতঃ স্তুতঃ তদন্যস্তু নিন্দিত ইত্যর্থঃ। স চ কঃ যেষাং যেষাং হৃদয়েষু কৃষ্ণপাদ-পদ্মং বর্ত্ততে তেষাং তেষাং গুণানুশ্রবণকীর্ত্তনাদীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈষ্ণব-কথা-শ্রবণং বিনা' —শ্রীকৃষ্ণের কথা, অথবা শ্রীবৈষ্ণবের মুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণের অথবা তদীয় ভক্তের কথা শ্রবণ ব্যতীত বিদ্বদ্গণেরও বিদ্যা বিফল হয়, ইহা বলিতেছেন—'সুচির-শ্রমস্য শ্রুতস্য'—সুচির অর্থাৎ বহুকালব্যাপী শ্রম যেখানে, অর্থাৎ আয়াস-সাধ্য শ্রীগুরু-মুখ হইতে শ্রুত বলিতে শাস্ত্রাদির অধ্যয়নের ইহাই 'অর্থঃ'—প্রয়োজন। 'ঈড়িতঃ'—বিদ্বদ্গণের দ্বারা স্তুত, কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য অর্থ, অর্থাৎ শ্রীভাগবতগণের কথাশ্রবণ ব্যতীত অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা নিন্দিত—এই অর্থ। সেই প্রয়োজন কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'তত্তদ্গুণানুশ্রবণং'—যাঁহাদের যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বিরাজিত, সেই সেই ভক্ত-গণের গুণসমূহের অনুশ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনাদি (অনু-শব্দের অর্থ পশ্চাৎ এবং নিরন্তর, অর্থাৎ মহতের মুখ হইতে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-কথা বা তদীয় ভক্তের কথা শ্রবণপূর্ব্বক কীর্ত্তনাদি করাই মুখ্য প্রয়োজন) —এই অর্থ ॥ ৪ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।

প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে রাজন্), সহস্র-শীর্ষঃ (হরেঃ) চরণোপধানম্ (চরণৌ উপধীয়তে যস্মিন্ তং—শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্য বিদুরস্য উৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তি তং) ইতি ব্রুবাণং (পৃচ্ছন্তং) বিনীতং (নম্রং বিদুরং) প্রহৃষ্টরোমা (প্রহৃষ্টানি পুলকিতানি রোমাণি যস্য সঃ তথোক্তঃ) ভগবৎ-কথায়াং (হরিগুণানুবর্ণনে) প্রণীয়মানঃ (বিদুরেণ প্রবর্ত্ত্যমানঃ) মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) অভ্যচষ্ট (তম অভ্যভাষত) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণোপধান (পাদপীঠ) স্বরূপ বিদুর বিনীত হইয়া ঐরূপ কহিলে, ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তনে পুলকিতাঙ্গ মৈত্রেয় মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সহস্রশীর্ষা বিদুরশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং তদ্-গৃহে ধৃত-সহস্রশীর্ষবিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চরণয়োরুপ-ধানমুপবর্হরূপং—মহাভারতে বিদুরগৃহে ভোজনে ভগবাংস্তদুৎসঙ্গে চরণৌ নিধায় সুষ্বাপেতি প্রসিদ্ধেঃ। প্রণীয়মানঃ তেন প্রবর্ত্ত্যমানঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্'—সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার চরণযুগলের উপাধানরূপ (বালিশের তুল্য) যিনি, সেই বিদুরকে। বিদুরের শঙ্কা-নিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ সহস্রশীর্ষ-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-দ্বয়ের উপাধান অর্থাৎ উপবর্হ-রূপ বিদুরকে। মহা-ভারতে প্রসিদ্ধি আছে— বিদুরের গৃহে ভোজনের পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ক্রোড়ে চরণদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিলেন। 'প্রণীয়মানঃ'—সেই বিদুর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্ত্যমান হইয়া (মহামুনি মৈত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন) ॥ ৫ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
যদা স্বভার্য্যয়া সার্দ্ধং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—যদা স্বভার্য্যয়া (শতরূপয়া) সার্দ্ধং (সহ) স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ জাতঃ (সমুৎপন্নঃ) তদা প্রাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলিপুটঃ) প্রণতশ্চ (সন্) বেদগর্ভং (ব্রহ্মাণম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অভাষত (উবাচ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, স্বায়ম্ভুব মনু আপনার ভার্য্যার সহিত উৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন ॥ ৬ ॥

———

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মকৃদ্‌বৃত্তিদঃ পিতা।
তথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতানাং (নিখিলজীবানাং) ত্বম্ একঃ (এব) পিতা (যতঃ) জন্মকৃৎ (উৎপাদকঃ) বৃত্তিদঃ (পোষকশ্চ অতঃ) অথাপি (যদ্যপি তব অন্যাপেক্ষা নাস্তি তথাপি) প্রজানাং নঃ (সন্ততীনাং অস্মাকং) তে (তব) শুশ্রূষা (পরিচর্য্যা) কেন বা (কেন কর্ম্মণা বা) ভবেৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনি নিখিল প্রাণীর জন্ম-প্রদাতা ও প্রতিপালক পিতা, যদিও আপনার অন্যা-পেক্ষা নাই, তথাপি আপনার প্রজা আমরা যে প্রকারে আপনার সেবা করিতে পারি, তাহার বিধান করুন্ ॥ ৭ ॥

———

তদ্বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্ম্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু।
যৎ কৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্‌গতিঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—ঈড্য, (হে পূজ্য!) তুভ্যং নমঃ (অস্তু) আত্মশক্তিষু কর্ম্মসু (অস্মচ্ছক্যেষু কর্ম্মসু মধ্যে (যৎ) কর্ম্ম) কৃত্বা ইহ (অস্মিন্ লোকে) বিষ্বক্ (সর্ব্বতঃ) যশঃ অমুত্র চ (পরলোকেঽপি) গতিঃ (সুগতিঃ) ভবেৎ, তৎ বিধেহি (ইদং কর্ত্তব্যমিতি কথয়) ॥৮॥

অনুবাদ—আমাদের শক্তিসাধ্য কোন্ কার্য্যদ্বারা আপনার সেবা হইতে পারে? হে পরমপূজ্য, যে কর্ম্মদ্বারা ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে পরমা গতি লাভ হয়, আপনাকে নমস্কার, আপনি তাহার বিধান করুন্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—হে ঈড্য, আত্মশক্তিষু অস্মচ্ছক্যেষু কর্ম্মসু মধ্যে কেন কর্ম্মণা তে শুশ্রূষা ভবেত্তদ্বিধেহি

আজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ ; যৎ কৃত্বা স্থিতস্য মমেত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে ঈড্য'—(স্তবের যোগ্য)। 'আত্মশক্তিষু'—আমাদের সামর্থ্যযোগ্য কর্ম্মের মধ্যে কোন্ কর্ম্মের দ্বারা আপনার শুশ্রূষা হইতে পারে, তাহা 'বিধেহি'—আজ্ঞা করুন, এই অর্থ। 'যৎ কৃত্বা' —যাহা করিয়া। এখানে ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন—'সমানকর্ত্তৃকত্বে ক্ত্বাচ্', অর্থাৎ একই কর্ত্তার উভয় ক্রিয়া থাকিলে পূর্ব্ব অসমাপিকা ক্রিয়ায় ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। এখানে 'যাহা করিয়া', ইহার কর্ত্তা নিজে, 'গতি হয়'—এখানে 'ভবেৎ' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'গতিঃ'। এইজন্য বলিতেছেন—'স্থিতস্য মম' —ইহা অধ্যাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ যে কাজ করিয়া অবস্থিত আমার ইহলোকে যশ এবং পর-লোকে গতি হইবে, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর।
যন্নির্ব্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ হে তাত, ক্ষিতীশ্বর, যৎ (যস্মাৎ) নির্ব্ব্যলীকেন (নিষ্কপটেন) হৃদা (হৃদয়েন) মা (মাং) শাধি (শিক্ষয়) ইতি আত্মনা (স্বয়মেব) অর্পিতং (ত্বয়া নিবেদিতং তস্মাৎ) তুভ্যম্ অহং প্রীতঃ (অতঃ) বাং (যুবাভ্যাং স্ত্রী-পুরুষাভ্যাং) স্বস্তি (ভদ্রং) স্তাৎ (ভূয়াৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে তাত, হে ক্ষিতীশ্বর, তুমি নিষ্কপটে 'আমাকে শিক্ষা দাও' এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক্ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যং প্রীত ইতি—'পত্যে শেতে' ইতি-বৎ সম্প্রদানম্। অতো বাং যুবাভ্যাং স্ত্রীপুংসাভ্যা-মেব স্বস্তি স্তাৎ। তদ্‌যতঃ মা মাং শাধি অনুশিক্ষয় ইতি আত্মনা স্বয়মেবার্পিতং—বিশেষ্যপদানুক্ত্যা অহং-তাস্পদ-মমতাস্পদাদিকং সর্ব্বমেব নিবেদিতমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং প্রীতঃ'—তোমার উদ্দেশ্যে আমি প্রীত হইয়াছি। এখানে প্রীত হওয়া ক্রিয়ায় দ্বিতীয়া বা সপ্তমী না হইয়া, চতুর্থী হওয়ায় ব্যাকরণ-গত সমাধান বলিতেছেন—'তুভ্যং'—এই স্থানে 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্'—অর্থাৎ কর্ত্তা যাহার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাহাও সম্প্রদান কারক। যেমন—'পত্যে শেতে'—পতির উদ্দেশ্যে শয়ন করিয়া আছে, ইত্যাদি। অতএব তোমাদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল হউক, যেহেতু তুমি 'আমাকে শিক্ষা দিন'—ইহা বলিয়া, 'আত্মনা'—স্বয়ং নিজেকেই অর্পণ করিয়াছ। এখানে বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকায়, অহন্তার (অর্থাৎ আমি, আমার ইত্যাদির) আস্পদ ও মমতার আস্পদ —সমস্ত কিছুই নিবেদিত হইয়াছে, এই অর্থ ॥ ৯ ॥

এতাবত্যাত্মজৈর্বীর কার্য্যা হ্যপচিতির্গুরৌ।
শক্ত্যাপ্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—হে বীর, অপ্রমত্তৈঃ (সাবধানৈঃ) গত-মৎসরৈঃ (সনকাদয়ঃ ন কুর্ব্বন্তি, বয়ং কিমিতি করিষ্যাম ইত্যেবম্ভূতো গতো মৎসরো যেভ্যঃ তৈঃ) আত্মজৈঃ (পুত্রাদিভিঃ) শক্ত্যা (স্বশক্ত্যনুসারেণ) (গুরোঃ আজ্ঞা) সাদরং (যথা স্যাৎ তথা) গৃহ্যেত, গুরৌ (পিত্রাদৌ পূজ্যে) এতাবতী অপচিতিঃ (পূজা সেবা) কার্য্যা (করণীয়া) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে বীর, নির্ম্মৎসর, অপ্রমত্ত পুত্র যথা-শক্তি সাগ্রহে পিতার আজ্ঞা পালন করিবে—ইহাই পিতার প্রতি পুত্রের সেবা-কার্য্য ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অপচিতিঃ সেবা গৃহ্যেত আজ্ঞেতি শেষঃ। সনকাদয়ো ন কুর্ব্বন্তি বয়ং কিমিত্যাজ্ঞাং কুর্ম্ম ইত্যেবম্ভূতো গতো মৎসরো যেভ্য ইতি তৈঃ ॥১০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপচিতিঃ'—সেবা। 'গৃহ্যেত' —অর্থাৎ আজ্ঞা, আদেশ গ্রহণ করা (পালন করা) কর্ত্তব্য। 'গত-মৎসরৈঃ'—যাহাদের কোন প্রকার মৎসরতা (অসূয়া ভাব) নাই অর্থাৎ আমাদের অগ্রজ সনকাদি আদেশ পালন করিলেন না, আমরা কিজন্য আজ্ঞা পালন করিব—এইরূপ মৎসরতা যাহাদের হৃদয় হইতে অপগত হইয়াছে, সেইরূপ

পুত্রগণই (সাদরে পিতার আদেশ পালন করিবে—ইহা পিতার প্রতি তাহাদের সেবা) ॥ ১০ ॥

—

স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ।
উৎপাদ্য শাস ধর্ম্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—সঃ (মদাজ্ঞাপেক্ষকঃ) ত্বং অস্যাং (শতরূপায়াং) গুণৈঃ আত্মনঃ (তব) সদৃশানি (অনুরূপাণি) অপত্যানি (পুত্রান্) উৎপাদ্য ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মানুসারেণ) গাং (পৃথিবীং) শাস (শাধি, পালয় ইত্যর্থঃ); যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) পুরুষং (হরিং) যজ (সেবস্ব) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তুমি নিজপত্নীতে আত্মসদৃশ গুণশালী অপত্যসকল উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মদ্বারা পৃথিবী পালন এবং যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা কর ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—গাং পৃথ্বীং শ্বাস শাধি পালয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাং'—পৃথিবী, 'শাস'—শাসন কর, পালন কর, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

—

পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎ প্রজারক্ষণান্নৃপ।
ভগবাংস্তে প্রজাভর্ত্তুর্হৃষীকেশো নু তুষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে নৃপ), প্রজারক্ষণাৎ মহ্যং (মম) পরং শুশ্রূষণং স্যাৎ প্রজাভর্ত্তুঃ (প্রজাপালকস্য) তে (তব) ভগবান্ হৃষীকেশঃ অনুতুষ্যতি (তুষ্টো ভবিষ্যতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রজাপালনদ্বারাই আমার পরিচর্য্যা হইবে, প্রজাপালক হইলে ভগবান্ হৃষীকেশও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম মাং প্রীণয়িতুমিতি বা ॥১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—মম, আমার (শুশ্রূষা করা হইবে)। এখানে সম্বন্ধ অর্থে 'মম' স্থানে চতুর্থী 'মহ্যং' হইয়াছে। অথবা—'মাং প্রীণয়িতুং'—আমাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত, এই অর্থে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ'—এই সূত্র অনুসারে অপ্রযুজ্যমান তুমুন্ প্রত্যয়ের স্থানে অর্থাৎ এখানে 'প্রীণয়িতুং' এই তুমুন্ প্রত্যয় উহ্য থাকায় ইহার কর্ম্মে (মাং এই স্থানে) 'মহ্যং'—এই চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে ॥ ১২ ॥

—

যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দ্দনঃ।
তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যেষাং যজ্ঞলিঙ্গঃ (যজ্ঞমূর্ত্তিঃ) ভগবান্ জনার্দ্দনঃ ন তুষ্টঃ তেষাং (কর্ম্মাদৌ সর্ব্বঃ অপি) শ্রমঃ অপার্থায় হি (অপগতঃ অর্থঃ যস্মাৎ তস্মৈ নিষ্ফলত্বায় কেবলং শ্রমায় এব ভবতি) যৎ (যতঃ) স্বয়ং আত্মা (হরিঃ এব তৈঃ) অনাদৃতঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বৎস, যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন যাহাদের প্রতি প্রসন্ন না হয়েন, তাহাদের শ্রম বিফল; কেন না, আত্মস্বরূপ ভগবান্ হরিকে তাহারা নিজেরাই অনাদর করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞৈর্যজনৈঃ অর্চ্চনশ্রবণকীর্ত্তনাদ্যৈরেব লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে ইতি সঃ। যদ্যস্মাদাত্মৈব নাদৃতঃ পরমাত্মানাদরেণ স্বত এবাত্মানাদরাৎ তস্মিন্নতুষ্টে স্বার্থস্যৈবাসিদ্ধেঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞলিঙ্গঃ'—যজ্ঞ অর্থাৎ অর্চন, শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি যজনের দ্বারাই যাঁহাকে জানা যায়, তিনি যজ্ঞলিঙ্গ (অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন)। 'যদাত্মা নাদৃতঃ'—যেহেতু আত্মাই আদৃত হয় নাই, কারণ পরমাত্মার অনাদরের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই নিজের আত্মাকেই অনাদর করা হইয়াছে। সেই পরমাত্মা অতুষ্ট হইলে, নিজের প্রয়োজনই অসিদ্ধ হইবে ॥ ১৩ ॥

—

শ্রীমনুরুবাচ—

আদেশেঽহং ভগবতো বর্ত্তেয়ামীবসূদন।
স্থানন্ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমনুঃ উবাচ—(হে) প্রভো, অমীবসূদন, (পাপনাশন!) ভগবতঃ (তব) আদেশে (আজ্ঞায়াং) অহং বর্ত্তেয় (বর্ত্তিষ্যে), তু (পরন্তু)

ইহ (অস্মিন্ কার্য্যে) প্রজানাং মম চ স্থানং (নিবাসম্) অনুজানীহি (পরামৃশ, অত্র স্থাতব্যম্ ইতি অনুজ্ঞাং দেহি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মনু কহিলেন,—হে ভগবন্, হে পাপনাশন, আমি আপনার আদেশানুবর্ত্তী ; হে প্রভো, আপনি প্রজাগণের নিমিত্ত স্থান প্রদর্শন করুন্, অথবা 'এইস্থানে অবস্থান কর' এই আজ্ঞা প্রদান করুন্ ॥১৪

বিশ্বনাথ—বর্ত্তেয় বর্ত্তিষ্যে। স্থানং বসতিস্থলম্। অনুজানীহি পরামৃশ। অমীবসূদন হে পাপনাশন ॥১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ত্তেয়'—বর্ত্তিষ্যে, ইহা ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ আপনার আজ্ঞাতে অবস্থান করিব। 'স্থানং'—বলিতে বসতি স্থল, অর্থাৎ যেখানে প্রজাগণের সহিত বাস করিব, সেই স্থল (পৃথিবী)। 'অনুজানীহি'—আলোচনা করুন, অর্থাৎ 'এই স্থানে বাস কর, এইরূপ আদেশ দিন'। 'অমীবসূদন'—হে পাপনাশন ॥ ১৪ ॥

———

যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, সর্ব্বভূতানাং (সকলপ্রাণিনাং) যৎ ওকঃ (নিবাসস্থানং সা তু) মহী (পৃথিবী) মহাম্ভসি (প্রলয়-জলে) মগ্না (অস্তি) ; অস্যাঃ দেব্যাঃ (ভূমেঃ) উদ্ধরণে যত্নঃ বিধীয়তাং (ক্রিয়তাম্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, সর্ব্ব-প্রাণীর বাসস্থান-স্বরূপা পৃথিবী প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন রহিয়াছেন, সেই পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য কৃপাপূর্ব্বক যত্ন করুন্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পে মনবঃ কুত্র সপ্রজা আসন্নিতি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ ত্বং জানাসি ন বেত্তি চেৎ সত্যং জানাম্যেবেত্যাহ—যদোক ইতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে প্রজাগণের সহিত মনুগণ কোথায় ছিলেন —ইহা শাস্ত্রজ্ঞহেতু তুমি জান বা জান না ? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—সত্য, তাহা জানি। 'যদোকঃ' —অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর বাসস্থান-স্বরূপা যে পৃথিবী ছিল, তাহা প্রলয়কালীন সমুদ্রজলে নিমগ্না হইয়াছে। অতএব উহার উদ্ধরণে যত্ন করুন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্।
কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পরমেষ্ঠী তু (ব্রহ্মা অপি) (যথা মনুনোক্তং) তথা (পূর্ব্বং পানে কৃতে অপি পুনঃ উদ্ভূতানাম্) অপাং মধ্যে সন্নাং (অবসন্নাং নিমগ্নাং) গাং (পৃথিবীম্) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) এনাং (পৃথিবীং) কথং (কেনোপায়েন) সমুন্নেষ্যে (অহম্ উদ্ধরিষ্যামি) ইতি ধিয়া চিরং দধ্যৌ (বহুকালং চিন্তয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মৈত্রেয় মুনি কহিলেন,—হে বিদুর, ব্রহ্মা জলমধ্যে পৃথিবীকে নিমগ্ন দেখিতে পাইয়া 'কি উপায়ে ইহাকে উদ্ধার করিব' বহুকাল ধরিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

পীতং ময়া জলং পূর্ব্বং পৃথিবী চ নিবেশিতা।
তথাপি কিমিদং সাদ্য প্লাব্যতে পুনরম্বুভিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ময়া (ব্রহ্মণা) পূর্ব্বম্ এব জলং পীতং (নিঃশেষিতং) পৃথিবী নিবেশিতা (সংস্থাপিতা) চ ; তথাপি অদ্য (অধুনা) পুনঃ সা (পৃথিবী) অম্বুভিঃ (জলরাশিভিঃ) প্লাব্যতে (নিমজ্জ্যতি)—ইদং কিম্ ? (ইতি ন জ্ঞাতুং শক্নোমি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমি ইতঃপূর্ব্বেই সমস্ত জল নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছি, এবং পৃথিবীকেও সংস্থাপিত করিয়াছি, তথাপি এখন এই পৃথ্বী পুনরায় জলরাশির দ্বারা প্লাবিত হইতেছে, ইহার কারণ কি ? ॥ ১৭ ॥

———

প্রজা দেবাসুরপিতৃমনুষ্যপশুপক্ষিণঃ।
সরীসৃপান্নগান্নাগান্ ভূতান্যুচ্চাবচানি চ ॥ ১৮ ॥
সৃজতো মে ক্ষিতির্ব্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ।
যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজা দেবাসুরপিতৃমনুষ্যপশুপক্ষিণঃ সরীসৃপান্ (কৃকলাসাদীন্) নগান্ (পর্ব্বতান) নাগান্ (মহাসর্পান্) উচ্চাবচানি (মহান্তি ক্ষুদ্রাণি চ) ভূতানি চ সৃজতঃ (স্রষ্টুঃ) মে (মম সতঃ মামনাদৃত্য)

বাৰ্ভিঃ (অদ্ভিঃ জলৈঃ) প্লাব্যমানা (নিমজ্জ্যমানা) ক্ষিতিঃ (পৃথিবী) রসাং (রসাতলং) গতা, অথ (অনন্তরম্) অত্র (অস্মিন্ কালে) সর্গযোজিতৈঃ (ঈশ্বরেণ সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্তৈঃ) অস্মাভিঃ কিম্ অনুষ্ঠেয়ং (কিং কর্ত্তব্যম্) ? অহং যস্য হৃদয়াৎ আসং (অভবম্ পুত্রতয়া জাতঃ) সঃ (এব) ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) মে (মম অনুষ্ঠেয়ং ইতি শেষঃ) বিদধাতু (সম্পাদয়তু) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ— প্রজা, দেবতা, অসুর, পিতৃগণ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পর্ব্বত মহাসর্পসমূহ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় প্রাণী আমি সৃষ্টি করিতে-ছিলাম ; আমার নিকট হইতে পৃথ্বী জলপ্লাবিত হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছে। এখন ত' আমি ভগবদা-দেশক্রমে সৃষ্ট্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছি, এখন আমার এই পৃথিবী উদ্ধারের বিষয়ে কি কর্ত্তব্য ? আমি যে ভগবানের নাভিপথ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুই এখন আমার কর্ত্তব্য বিধান করুন্ ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—রসাং রসাতলোপলক্ষিতং গর্ভোদ-মিত্যর্থঃ। রসাতলস্য ভূ-বিবরত্বাত্তত্র ভুবো মজ্জনানু-পপত্তেঃ। বিদধাত্বিতি অনুষ্ঠেয়মিত্যস্য পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রসাং'—রসাতলে গমন করিয়াছে। এখানে রসাতল— ইহার দ্বারা গর্ভোদক উপলক্ষিত হইতেছে, কারণ রসাতল পৃথিবীর একটি বিবর, সেখানে পৃথিবীর মজ্জন যুক্তিযুক্ত নহে। 'বিদধাতু'—পৃথিবীর উদ্ধার বিষয়ে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সেই পরমেশ্বরই সম্পাদন করুন। এখানে পূর্ব্বোক্ত 'অনুষ্ঠেয়ম্'— এর সহিত 'বিদধাতু' —ইহার সম্বন্ধ ॥ ১৯ ॥

———

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ।
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ —(হে) অনঘ (নিষ্পাপ), ইতি (এবম্) অভিধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ ব্রহ্মণঃ) নাসাবিবরাৎ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণকঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ) বরাহতোকঃ (সূক্ষ্মঃ বরাহঃ) সহসা নিরগাৎ (নিশ্চক্রাম) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ বিদুর, এইরূপে ব্রহ্মা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অকস্মাৎ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত একটী সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বরাহতোকঃ সূক্ষ্মো বরাহঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বরাহতোকঃ'—সূক্ষ্ম, অতি ক্ষুদ্রাকৃতি একটি বরাহ (শূকর) মূর্ত্তি (ব্রহ্মার নাসাবিবর হইতে নির্গত হইল) ॥ ২০ ॥

———

তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত।
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত (বিদুর) ! তস্য (ব্রহ্মণঃ) অভিপশ্যতঃ (তং বরাহং পশ্যতঃ সতঃ) ক্ষণেন (সহসা) খস্থঃ কিল (আকাশে স্থিতঃ সন্ সঃ সূক্ষ্মঃ বরাহঃ) গজমাত্রঃ প্রববৃধে (গজপরিমাণঃ জাতঃ) তৎ (বর্দ্ধনং) মহৎ অদ্ভুতম্ (অতীব বিস্ময়জনকম্) অভূৎ (জাতম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভারতঃ, সেই বরাহ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সমীপেই আকাশস্থ হইয়া ক্ষণমধ্যে হস্তীর আকারে পরিবৰ্দ্ধিত হইল—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—গজমাত্রঃ হস্তিশরীরপরিমিতঃ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গজমাত্রঃ'—একটি হস্তি-শরীরের পরিমিত ॥ ২১ ॥

———

মরীচিপ্রমুখৈর্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্মনুনা সহ।
দৃষ্ট্বা তচ্ছৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—মরীচিপ্রমুখৈঃ বিপ্রৈঃ কুমারৈঃ (সনকা-দিভিঃ) মনুনা (স্বায়ম্ভুবেন মনুনা চ) সহ (ব্রহ্মা) তৎ শৌকরং রূপং দৃষ্ট্বা চিত্রধা (বহুধা অনেকথা) তর্কয়ামাস (বিচারয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, মরীচিপ্রমুখ বিপ্রগণ এবং সনকাদি ঋষি ও মনুর সহিত সেই বরাহরূপ দর্শন করিয়া নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥২২

———

কিমেতচ্ছূকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্ ।
অহো বতাশ্চর্য্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—শূকরব্যাজং (শূকরঃ শূকররূপম্ এব ব্যাজঃ ছদ্মবেষো যস্য তৎ) এতদ্ দিব্যম্ (অলৌকিকং) সত্ত্বং কিং (মমাগ্রে) অবস্থিতম্ ? অহো বত আশ্চর্য্যম্ ইদং, (যৎ) মে (মম) নাসায়াঃ (নাসাবিবরাৎ) বিনিঃসৃতম্ (আবির্ভূতম্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন—শুদ্ধসত্ত্বময় পরব্যোমস্থ কোন দেবতা কি ছদ্মবেশে শূকররূপে আবির্ভূত হইলেন ? অহো কি আশ্চর্য্য ! আমার নাসারন্ধ্র হইতেই যে এই অপরূপ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল ? ২৩ ॥

দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্গণ্ডশিলাসমঃ ।
অপি স্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(পূর্ব্বং) অঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠাগ্র-প্রমাণঃ) দৃষ্টঃ (অবলোকিতঃ) ক্ষণাৎ (পশ্চাৎ ক্ষণকালেন) গণ্ডশিলাসমঃ (স্থূলপাষাণসমঃ জাতঃ) ; অপি স্বিৎ (সম্ভাবনায়াম্) এষঃ (বরাহ-মূর্ত্তিঃ) ভগবান্ যজ্ঞঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) মে মনঃ খেদয়ন্ (নিজ-রূপ-তিরোধানেন মোহয়ন্) বর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ, এই বরাহ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছিল, ক্ষণকালমধ্যে স্থূল পাষাণসদৃশ হইল। ইনিই কি যজ্ঞস্বরূপ শ্রীভগবান্ নিজরূপ গোপনপূর্ব্বক আমার মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন ? ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞঃ প্রথম-মন্বন্তরাবতারঃ। খেদয়ন্ অদৃষ্টরূপাবির্ভাবেন সংশয়ৈর্মনঃ ক্ষোভয়ন্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যজ্ঞঃ'—প্রথম মন্বন্তরের অবতার যজ্ঞ-স্বরূপ ভগবান্ই কি ইনি ? এইরূপ 'খেদয়ন্'—অদৃষ্ট রূপের আবির্ভাবহেতু সংশয়ের দ্বারা আমার মনকে ক্ষোভিত করিতে করিতে (অবস্থান করিতেছেন) ॥ ২৪ ॥

ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ ।
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জ্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সূনুভিঃ সহ (মন্বাদিপুত্রৈঃ সহ) তস্য ব্রহ্মণঃ ইতি (এবং) মীমাংসতঃ (মীমাংসমানস্য তর্কয়তঃ সতঃ) অগেন্দ্রসন্নিভঃ (গিরীন্দ্রতুল্যঃ) যজ্ঞপুরুষঃ ভগবান্ জগর্জ্জ (অগর্জ্জৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা আপনার পুত্রগণের সহিত ঐরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় গিরিরাজতুল্য যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্ ।
স্বগর্জ্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ হরিঃ (বিষ্ণুঃ) ককুভঃ (দিশঃ) প্রতিস্বনয়তা (প্রতিধ্বনয়তা) স্বগর্জ্জিতেন (নিজ-গর্জ্জনেন) ব্রহ্মাণং তান্ দ্বিজোত্তমান্ (মরীচ্যাদীন্ ব্রাহ্মণবরান্) হর্ষয়ামাস (পুলকিতান্ অকরোৎ) ॥২৬

অনুবাদ—সর্ব্বব্যাপী হরি স্বীয় গর্জ্জনদ্বারা দিক্-সমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মা ও দ্বিজোত্তমগণের উৎসাহানন্দ বিধান করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ককুভো দিশঃ প্রতিস্বনয়তা প্রতিধ্বনি-মতীঃ কুর্ব্বতা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ককুভঃ'—দিক্সমূহ, 'প্রতি-স্বনয়তা'—হরি নিজগর্জ্জনের দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিয়া (ব্রহ্মা ও দ্বিজোত্তমগণের আনন্দ বিধান করিয়া-ছিলেন) ॥ ২৬ ॥

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদ-
ক্ষয়িষ্ণু মায়াময়শূকরস্য ।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে
ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্ম্মুনয়োঽগৃণন্ স্ম ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মায়াময়শূকরস্য (চিন্ময়-শূকররূপ-ধারিণঃ ভগবতঃ) স্বখেদক্ষয়িষ্ণু (অনিশ্চয়েন ভ্রমজ্জনেন বা যঃ স্বখেদঃ তং ক্ষয়িষ্ণু ক্ষপয়িষ্ণু নাশ-কং) ঘর্ঘরিতং (তজ্জাত্যনুকরণধ্বনিং) নিশম্য (শ্রুত্বা) তে (পূর্ব্বোক্তাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) তে চ (প্রসিদ্ধাঃ) মহর্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনঃ (মুনয়ঃ) পবিত্রৈঃ ত্রিভিঃ (ঋক্যজুঃসামমন্ত্রৈঃ) অগৃণন্ স্ম (তং ভগবন্তম্ অস্তুবন্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সপুত্র ব্রহ্মা, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক-নিবাসী মুনিগণ সেই বরাহরূপী ভগবানের স্ব-স্ব দুঃখ বিনষ্টকারী গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পবিত্র বেদত্রয়োক্ত মন্ত্রদ্বারা তাঁহার (শ্রীবরাহদেবের) স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মায়ামস্য কৃপাময়স্য জ্ঞানময়স্যেতি বা মায়ায়া অবিদ্যায়া অপি আময়ো রোগো যস্মাৎ তস্যেতি বা। ঘর্ঘরিতং তজ্জাত্যনুকরণধ্বনিম্। স্বেষাং তদনিশ্চয়েন পৃথিব্যা অনুপালম্ভেন বা যঃ খেদস্তস্য ক্ষয়িষ্ণু ক্ষপয়িষ্ণু নাশকং তে ব্রহ্মাদয়োহগৃণন্ অস্তুবন্, তথা তে প্রসিদ্ধা জন-আদিবাসিনো ভৃগবাদয়ো মুনয়স্ত্রিভিঃ পবিত্রৈঃ ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈরস্তুবন্নিতি তে ইত্যস্য দ্বিঃপাঠাদ্ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়ামস্য'—এখানে মায়া-শব্দের অর্থ কৃপা অথবা জ্ঞান ; মায়াময় বলিতে কৃপাময় অথবা জ্ঞানময়, (অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানময় স্বরূপেই বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, ঐ মূর্ত্তিও চিন্ময়, প্রাকৃত নহে)। অথবা—মায়া বলিতে অবিদ্যা, অবিদ্যারও আময় অর্থাৎ রোগ যাহা হইতে, তাঁহার। 'ঘর্ঘরিতং'—শূকর জাতির অনুকরণ-ধ্বনি ; যাহা 'স্বখেদ-ক্ষয়িষ্ণু'—নিজেদের ঐ মূর্ত্তির অনিশ্চয়তা-জনিত, অথবা পৃথিবীর উদ্ধার করিতে না পারায় যে খেদ, তাহার নাশক। সেই ব্রহ্মাদি (সপুত্র ব্রহ্মা) তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। তদ্রূপ সেই জনলোকাদি নিবাসী ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিনটি বেদের পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। শ্লোকে দুইবার 'তে'—শব্দের উল্লেখ থাকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ২৭ ॥

তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্ত্তি-
র্ব্রহ্মাবধার্য্যাত্মগুণানুবাদম্।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায়
গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রবৎ লীলা যস্য সঃ) বেদবিতানমূর্ত্তিঃ (বেদৈঃ বিতন্যতে স্তূয়তে মূর্ত্তির্যস্য সঃ ভগবান্) তেষাং সতাং (মুনীনাং) আত্মগুণানুবাদং (নিজগুণানুবর্ণনরূপং তৎ) ব্রহ্ম (উচ্চারিতং বেদম্) অবধার্য্য (জ্ঞাত্বা শ্রুত্বা বা) ভূয়ঃ (পুনঃ) বিনদ্য (শব্দং কৃত্বা) বিবুধোদয়ায় (বিবুধানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবানাং উদয়ায় শ্রেয়োলাভায়) জলম্ আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—বেদগণকর্ত্তৃক স্তুত বরাহমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু গজেন্দ্রতুল্য লীলা করিতে করিতে সেই সাধুগণোচ্চারিত বেদবাক্যকে নিজ গুণানুবাদ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় গর্জ্জনপূর্ব্বক দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বেদবিতানরূপা সর্ব্ববেদময়ী, ন তু প্রাকৃতী মূর্ত্তির্যস্য সঃ। বেদানাং ভগবন্নিঃশ্বাসরূপত্বাৎ ভগবন্নিশ্বাসস্যৈব লীলয়া ব্রহ্মনাসাপ্রবিষ্টস্য শূকররূপত্বং জ্ঞেয়ম্। অতস্তেষাং মুনীনাং আত্মগুণানুবাদং তন্মুনিকর্ত্তৃকমাত্মগুণানুকথনমেব ব্রহ্ম বেদং অবধার্য্য জ্ঞাত্বা ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ-বিতান-মূর্ত্তিঃ'—বেদে বিতানরূপা (কীর্ত্তিত-রূপা) অর্থাৎ সর্ব্ববেদময়ী মূর্ত্তি যাঁহার, কিন্তু উহা প্রাকৃতী (প্রকৃতি-সম্ভূতা) মূর্ত্তি নহে। বেদসমূহ শ্রীভগবানের নিঃশ্বাসরূপ বলিয়া ভগবানের নিঃশ্বাসেরই লীলাতে ব্রহ্মার নাসা-বিবরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, শূকর-রূপত্ব জানিতে হইবে। অতএব 'তেষাং'—সেই মুনিগণের, 'আত্ম-গুণানুবাদং'—সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক নিজের গুণানুকথনই 'ব্রহ্ম'—অর্থাৎ বেদ ইহা জানিয়া (পুনরায় গর্জ্জনপূর্ব্বক দেবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৮ ॥

উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ
সটা বিধুন্বন্ খররোমশত্বক্।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষা-
জ্যোতির্ব্বভাসে ভগবান্ মহীধ্রঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—মহধ্রীঃ (পৃথিব্যাঃ উদ্ধর্ত্তা বরাহরূপধারী) উৎক্ষিপ্তবালঃ (উৎ উচ্চৈঃ ক্ষিপ্তঃ বালঃ পুচ্ছং যেন সঃ) খচরঃ (আকাশচারী) কঠোরঃ (কঠিনাঙ্গঃ) সটাঃ (স্কন্ধবালান্) বিধুন্বন্ (কম্পয়ন্) খররোমশত্বক্ (খরাণি তীব্রাণি রোমানি যস্যাঃ সা ত্বক্ যস্য

সঃ) খুরাহতাভ্রঃ (খুরৈঃ আহতানি ইতস্ততঃ চালিতানি অভ্রানি মেঘসমূহাঃ যেন সঃ) সিতদংষ্ট্রঃ (সিতে অতি-শুক্লে দংষ্ট্রে দন্তৌ যস্য সঃ) ঈক্ষাজ্যোতিঃ (ঈক্ষা নিরীক্ষণমেব জ্যোতিঃ আলোকঃ যস্য সঃ) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) বভাসে (অশোভত) ॥২৯॥

অনুবাদ— পৃথিবীর উদ্ধারকারী বরাহরূপী ভগবান্ পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইলেন এবং কন্ধরস্থিত কঠোর কেশসমূহ কম্পিত করিয়া খুরদ্বারা মেঘরাশিকে আহত করিলেন। তাঁহার ত্বকের উপরে তীব্র রোম ছিল ; তাঁহার দন্ত শুভ্রবর্ণ ও স্বীয় দর্শনরূপ মহাজ্যোতিবিশিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—জলং প্রবিশতস্তস্য ধ্যানমাহ—উচ্চৈঃ ক্ষিপ্তো বালঃ পুচ্ছং যেন সঃ। খচর ইতি ব্রহ্মলোকাদাকাশমার্গেণৈব ত্রিলোক্যামবততারেত্যর্থঃ। খররোমযুক্তা ত্বগ্ যস্য সঃ। ঈক্ষৈব জ্যোতিষী চন্দ্রসূর্য্যাবিব যস্য সঃ। মহীধ্রঃ পৃথিব্যা উদ্ধর্ত্তা পর্ব্বততুল্যো বা ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলে প্রবেশকারী সেই বরাহদেবের ধ্যান (রূপ) বলিতেছেন—'উৎক্ষিপ্ত-বালঃ'—উর্দ্ধদিকে যিনি পুচ্ছ উত্তোলন করিয়াছেন। 'খ-চরঃ'—আকাশচারী ইহা বলায়, ব্রহ্মলোক হইতে আকাশ পথে ত্রিলোকীতে অবতরণ করিলেন, এই অর্থ। 'খর-রোমশ-ত্বক্'—তীব্র রোমযুক্ত ত্বক্ যাঁহার। 'ঈক্ষা-জ্যোতিঃ'—ঈক্ষা অর্থাৎ নিরীক্ষণই সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিঃবিশিষ্ট যাঁহার, তিনি। 'মহীধ্রঃ'—পৃথিবীর উদ্ধারকারী, অথবা যিনি পর্ব্বততুল্য ॥ ২৯ ॥

পৃথ্ব্যাঃ পদবীং (স্থানং) বিজিঘ্রন্ (অন্বেষয়ন্) কং (জলম্) অবিশৎ (বিবেশ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তিনি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ হইয়াও বরাহরূপচ্ছলে পশুর ন্যায় ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর নিমজ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং ভয়ঙ্কর দর্শনধারী হইয়াও স্তবকারী বিপ্রদিগকে প্রশান্ত-নয়নে উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য লীলামাহ—ঘ্রাণেনেতি। অধ্বরাঙ্গঃ স্বয়ং বেদ এব ক্রোড়াপদেশো বরাহচ্ছদ্মেতি। স্তনাপদেশং ফলযুগ্মমেব ধত্তে মৃদুঃ কাঞ্চনবল্লিরিবেতিবদপহ্নুত্যলঙ্কারেণ ক্রোড়ত্বস্যৈব বাস্তবত্বং প্রত্যাখ্যতে। প্রকৃতং যন্নিষিদ্ধ্যান্যৎ স্থাপ্যতে, সা ত্বপহ্নুতিরিতিলক্ষণাৎ। কং জলম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বরাহদেবের লীলা বলিতেছেন—'ঘ্রাণেন' ইত্যাদি। 'অধ্বরাঙ্গঃ'—যজ্ঞমূর্ত্তি, অর্থাৎ স্বয়ং বেদ-রূপ হইয়াও, 'ক্রোড়াপদেশঃ'—বরাহ-চ্ছলে (অর্থাৎ শূকর—ইহা একটি ছদ্ম-রূপ)। ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কার, যেমন উক্ত হইয়াছে—'মৃদু কাঞ্চনলতা স্তন-চ্ছলে ফলযুগ্ম ধারণ করিতেছে'—(এখানে স্তনদ্বয়ই মিথ্যা, ফলদ্বয় সত্য) সেইরূপ অপহ্নুতি অলঙ্কারের দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানের ক্রোড়ত্বেরই বাস্তবত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন। যেহেতু অপহ্নুতি অলঙ্কারের লক্ষণই হইতেছে—'যাহা প্রকৃত (যথার্থ) বস্তুকে নিষেধ করিয়া, অপর বস্তু স্থাপন করা হয়, তাহা অপহ্নুতি'। 'কং'—এখানে ক-শব্দের অর্থ জল, অর্থাৎ জলে প্রবেশ করিলেন ॥৩০॥

ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্
ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্ভ্যা-
মুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎ কম্ ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ—স্বয়ং অধ্বরাঙ্গঃ (স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তিঃ সন্ অপি) ক্রোড়াপদেশঃ (বরাহচ্ছদ্মা অতএব পশুঃ ইব) করালদংষ্ট্রঃ (ভয়ঙ্করদন্তঃ) অপি অকরালদৃগ্ভ্যাং (কৃপাযুক্তাভ্যাং নয়নাভ্যাং) গৃণতঃ (স্তোতৄন্) বিপ্রান্ উদ্বীক্ষ্য (উর্দ্ধং দৃষ্ট্বা) ঘ্রাণেন (গন্ধবত্যাঃ)

স বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগ-
বিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈরিবার্ত্ত-
শ্চুক্রোশ যজ্ঞেশ্বর পাহি মেতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণকুক্ষিঃ (বজ্রময়ঃ পর্ব্বতঃ তদ্বৎ যৎ ভগবতঃ অঙ্গং তস্য নিপাতবেগেন বিশীর্ণা কুক্ষিঃ যস্য তথাভূতঃ) সঃ উদন্বান্ (সমুদ্রঃ) আর্ত্তঃ ইব উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈঃ (উৎসৃষ্টাঃ প্রসারিতাঃ দীর্ঘাঃ উর্ম্ময়ঃ এব ভুজাঃ তৈঃ বিশিষ্টঃ

সন্) স্তনয়ন্ (শব্দং কুর্ব্বন্) '(হে) যজ্ঞেশ্বর, মা (মাং) পাহি (রক্ষ)' ইতি চুক্রোশ (রুরোদ ইব) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার বজ্রময় পর্ব্বতসদৃশ দেহ সমুদ্রে পতিত হইলে, তাহার বেগে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইল ; তখন সমুদ্র যেন ভয়ে তরঙ্গরূপ দীর্ঘবাহু বিস্তার করিয়া, 'হে যজ্ঞেশ্বর, আমাকে রক্ষা করুন্' —এইরূপ আর্ত্তজনোচিত 'বাক্য উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তদানীন্তনং সমুদ্রধ্বনিমুৎপ্রেক্ষতে। বজ্রকূটো বজ্রময়ঃ পর্ব্বতঃ তদ্বদঙ্গং যস্তগবতস্তস্য নিপাতবেগেন বিশীর্ণা কুক্ষির্যস্য সঃ। উদন্বান্ স্বপ্রাণত্যাগশঙ্কয়েবার্ত্তশ্চুক্রোশ। উৎসৃষ্টাঃ প্রসারিতা দীর্ঘা উর্ম্ময় এব ভুজাস্তৈঃ, হে যজ্ঞেশ্বর মা মাং পাহীতি চুক্রোশ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালীন সমুদ্র-ধ্বনিকে উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন—'বজ্রকূটাঙ্গ-নিপাত-বেগ-বিশীর্ণ-কুক্ষিঃ'—বজ্রকূট বলিতে বজ্রময় পর্ব্বত, তাহার ন্যায় অঙ্গ যাঁহার, তাদৃশ ভগবানের নিপতনের বেগের দ্বারা বিশীর্ণ, অর্থাৎ বিদীর্ণ হইয়াছে কুক্ষি (গর্ভদেশ) যাহার সেই 'উদন্বান্'—সমুদ্র। সমুদ্র স্বপ্রাণত্যাগের শঙ্কাতেই যেন আর্ত্ত হইয়া শব্দ করিলেন। 'উৎসৃষ্ট-দীর্ঘোর্ম্মি-ভুজৈঃ'—উৎসৃষ্ট অর্থাৎ প্রসারিত হইয়াছে দীর্ঘ তরঙ্গরূপ বাহুসকল, তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ তরঙ্গরূপ দীর্ঘভুজ প্রসারণ করিয়া, 'হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা করুন'—এইরূপে 'চুক্রোশ'—উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ॥ ৩১ ॥

———

খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাপ
উৎপারপারং ত্রিপরু রসায়াম্।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে
যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিপরুঃ (ত্রীণি পরূংষি সবনাত্মকানি পর্ব্বাণি যস্য সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ ভগবান্) ক্ষুরপ্রৈঃ (ক্ষুরপ্রাঃ আয়তাগ্রাঃ শরাঃ তাদৃশৈঃ) খুরৈঃ আপঃ (জলানি) উৎপারপারম্ (উৎপারাণাং পারশূন্যানাম্ অপি অপাং পারম্ অবসানং যথা ভবতি তথা) দরয়ন্ (বিদারয়ন্) তদা রসায়াং (রসাতলে) গাং (পৃথিবীং) দদর্শ। অগ্রে (প্রলয়সময়ে) তত্র (তাসু অপ্সু) সুষুপ্সুঃ (শিশয়িষুঃ সন্) জীবধানীং (জীবাঃ ধীয়ন্তে যস্যাং তাঃ সর্ব্বজীবাধারভূতাং) যাং (পৃথ্বীং) স্বয়ং অভ্যধত্ত (আভিমুখ্যেন দধার—জঠরে ধৃতবান্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহদেব তখন অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি বাণসদৃশ স্বীয় খুরদ্বারা পারাবারশূন্য সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে পৃথিবীকে দর্শন করিলেন, প্রলয়কালে যেমন শয়নেচ্ছু ভগবান্ সর্ব্বজীবের আধারভূত ধরণীকে নিজ উদরে ধারণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুরপ্রৈরস্ত্রবিশেষৈরিব খুরৈস্তদা অপো জলানি দরয়ন্ উৎপারাণাং পারশূন্যানামপ্যপাং পারম-বসানং যথা স্যাত্তথা দরয়ন্ ত্রীণি পরূংষি সবনাত্মকানি পর্ব্বাণি যস্য যজ্ঞমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। রসায়াং রসা-তলোপলক্ষিতে পাতালতলে গর্ভোদে ইত্যর্থঃ। অতলা-দীনাং সপ্তানামেব ভূবিবরত্বেন পৃথিবীত্বাৎ রসাতলে তস্যাঃ স্থিত্যসম্ভবাৎ (১৯ টীকা)। যদুক্তং বিষ্ণু-ধর্ম্মে—পাতালমূলেশ্বরভোগসংহতৌ বিন্যস্য পাদৌ পৃথিবীঞ্চ বিভ্রতঃ। যস্যোপমানঃ ন বভূব সোঽচ্যুতো মমাস্তু মাঙ্গল্যবিবৃদ্ধয়ে হরিরিতি। অত্রাপি সলিলে স্বখুরাক্রান্ত ইতি বক্ষ্যতি। গাং পৃথ্বীং দদর্শ। তত্র গর্ভোদে সুষুপ্সুঃ শিশয়িষুরগ্রে দৈনন্দিনপ্রলয়ে ভব-তীত্যন্বয়ঃ। যাং পৃথ্বীং জীবধানীং জীবা ধীয়ন্তেঽস্যামিতি জীবধানীং অভ্যধত্ত স্বয়মেব বেদরূপেণোদ্ধৃত-বানিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুরপ্রৈঃ'—(যাহার অগ্রভাগ বিস্তৃত তীরের ন্যায়, তাদৃশ) অস্ত্রবিশেষের তুল্য *খুরের দ্বারা, তৎকালে জলরাশি বিদীর্ণ করিতে* করিতে, 'উৎপার-পারং'—অর্থাৎ পারাপারশূন্য সমুদ্রের জলরাশির অবসান যাহাতে হয়, সেইরূপে বিদীর্ণ করিতে করিতে। 'ত্রিপরুঃ'—তিনটি সবনাত্মক পর্ব্ব যাঁহার, অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি—এই অর্থ। 'রসায়াম্'—রসাতলে, রসাতল উপলক্ষণে পাতালতলে গর্ভোদকে, এই অর্থ। অতল প্রভৃতি সাতটিরই ভূ-বিবরত্ব-হেতু পৃথিবীত্বই, এইজন্য সেই পৃথিবীর রসাতলে স্থিতি অসম্ভব। যদ্রূপ বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—"পাতাল-

মূলে অবস্থিত যে ঈশ্বর (অনন্তদেব), তাহার ভোগ-সমূহে (ফণাসকলে) পাদদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া যিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার কোন উপমান (তুলনা) নাই, সেই অচ্যুত হরি আমার মাঙ্গল্য বৃদ্ধির নিমিত্ত হউন।” এখানেও (৪৮ অঙ্কধৃত শ্লোকে) 'সলিলে নিজের খুরের দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক'—ইহা বলিবেন। 'গাং'—বলিতে পৃথিবীকে দেখিলেন। 'তত্র সুষুপ্সুঃ'—সেই গর্ভোদকে শয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'অগ্রে'—বলিতে দৈনন্দিন প্রলয় হইলে—এই অন্বয়। 'যাং'—যে পৃথিবীকে, 'জীবধানীং'—জীবগণ যাহাতে অবস্থান করে, সেই সর্ব্বজীবের আধার পৃথিবীকে, 'অভ্যধত্ত'—বেদরূপে স্বয়ংই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

———

স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং
স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং
সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ ॥ ৩৩ ॥
জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং
স লীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো
যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—বিলগ্নাং (জলনিমগ্নাং) মহীং (পৃথিবীং) স্বদংষ্ট্রয়া (স্বীয়দশনেন) উদ্ধৃত্য রসায়াঃ (রসাতলাৎ) উত্থিতঃ (উৰ্দ্ধম্ আগচ্ছন্) সঃ (ভগবান্) সংরুরুচে (সম্যক্ অ.শাভত)। তত্রাপি অম্ভসি (সলিলমধ্যে) গদয়া আপতন্তং (গদামুদ্যম্য আগচ্ছন্তং) রুন্ধানং (প্রতিঘ্নন্তং) অসহ্যবিক্রমং (দুর্দ্ধর্ষপরাক্রমং) দৈত্যং (হিরণ্যাক্ষং) সুনাভসন্দীপিত-তীব্রমন্যুঃ (সুনাভং চক্রং তদ্বৎ; যদ্বা, সুনাভেন চক্রেণ সন্দীপিতঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ ভগবান্) মৃগরাট্ (সিংহঃ) ইভমিব (গজমিব) লীলয়া জঘান অনায়াসেন বিনাশিতবান্)। গজেন্দ্রঃ যথা জগতীং (পর্ব্বতপ্রান্তভূমিং) বিভিন্দন্ (ক্রীড়য়া বিদারয়ন্ গৈরিকয়া অরুণবর্ণগণ্ডতুণ্ডঃ ভবতি তথা) তদ্রক্ত-পঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডঃ (তস্য রক্তমেব পঙ্কঃ তেন অঙ্কিতৌ গণ্ডৌ তুণ্ডঞ্চ যস্য সঃ বরাহরূপী ভগবান্) (অশোভত) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবরাহদেব নিজ দন্ত দ্বারা রসাতলস্থ পৃথিবীকে উত্তোলনপূর্ব্বক রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া অতিশয় শোভিত হইলেন। পৃথিবীর উদ্ধারণ-কালে প্রবল পরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য জলমধ্যে গদা উত্তোলন করিয়া প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। চক্রপাণি বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রোধদীপ্ত হইয়া স্বীয় চক্রদ্বারা পশুরাজ সিংহ যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষ-দৈত্যকে বধ করিলেন। পর্ব্বতপ্রান্তদেশ-বিদারণকালে গৈরিক ধাতুদ্বারা গজেন্দ্রের যেমন গণ্ড ও তুণ্ড অরুণ বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ দৈত্যের রক্ত-পঙ্কেও ভগবানের কপোল ও মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণে অঙ্কিত হইল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাপি তাদৃশসংপ্লবাম্ভস্যপীত্যপিবিস্ময়ে; দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং জঘান আদিদৈত্যমিতি চ পাঠঃ। কীদৃশং? গদয়া সহ আপতন্তম্। স কীদৃশঃ? সুনাভেন চক্রেণ সন্দীপিতঃ। ময়ি বর্ত্তমানেঽপি ত্বাং প্রত্যয়ং গদামুদ্যচ্ছতীত্যুদ্দীপ্তীকৃতো মন্যুর্যস্য সঃ। রুন্ধানং রোদ্ধুং চতুর্দ্দিক্ষু ভ্রমন্তং তং ঘ্নন্তং শ্রীবরাহমুপমিমীতে গজেন্দ্রস্ত্রিকূটপর্ব্বতস্থঃ। সিংহশরভাদীনামপি হন্তা জগতীং তত্রত্যাং পৃথিবীং ক্রীড়য়া বিদারয়ন্ গৈরিকয়া অরুণগণ্ডতুণ্ডো ভবতি তথা। জগতী জগতিচ্ছন্দোবিশেষেঽপি ক্ষিতাবপীত্য-মরঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি'—সেখানেও, অর্থাৎ তাদৃশ প্রলয়কালীন জলমধ্যেও, এখানে 'অপি'-শব্দ বিস্ময়ে। 'দৈত্যং'—দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে, জঘান—বধ করিলেন। 'আদিদৈত্যং'—এইরূপ পাঠও আছে, হিরণ্যাক্ষই আদিদৈত্য। কিরূপ দৈত্যকে? তাহাতে বলিতেছেন—'গদয়া আপতন্তং'—গদা উত্তোলনপূর্ব্বক প্রতিরোধ করিতে সম্মুখে সমাগত দৈত্যকে। সেই বরাহদেব কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'সুনাভ-সন্দীপিত-তীব্রমন্যুঃ'—সুনাভ বলিতে সুদর্শন চক্র, তাহার দ্বারা, 'আমি (চক্র) বর্ত্তমান থাকিতে আপনার প্রতি এই দৈত্য গদা উত্তোলন করিতেছে'—এইরূপে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে

তীব্র ক্রোধ যাঁহার, সেই বরাহদেব। 'রুন্ধানং'—প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে ভ্রমণকারী দৈত্যকে, হত্যাকারী শ্রীবরাহদেবের উপমা দিতেছেন, যথা 'গজেন্দ্রঃ'—অর্থাৎ ত্রিকূট-পর্ব্বতস্থিত সিংহ, শরভ প্রভৃতির হত্যাকারী গজরাজ যেমন 'জগতীং'—সেখানের পৃথিবী ক্রীড়ার দ্বারা বিদীর্ণ করায় গৈরিক বর্ণে তাহার গণ্ড ও তুণ্ড যেরূপ অরুণবর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীবরাহদেবও। 'জগতী'—অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'জগতি ও জগতী শব্দ ক্ষিতি ও ছন্দোবিশেষ (দ্বাদশাক্ষর ছন্দ) বুঝায় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মধ্ব—

ব্রহ্মজস্তু হিরণ্যাক্ষঃ প্রথমঃ দ্রংষ্ট্রয়া হতঃ।
স এব পার্ষদাবিষ্টো দ্বিতীয়ঃ কর্ণতাড়নাৎ ॥
পূর্ব্বং লয়োদকে মগ্নাং দ্বিতীয়ং তেন মজ্জিতাম্।
ভুবমুদ্ধরতৈবাসৌ হরিণা ক্রোড়মূর্ত্তিনা ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—লঘুভাগবতামৃত—লীলাবতারপ্রকরণে ৬-১৭ সংখ্যায় বরাহদেবের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভাঃ ১।৩।৭, ২।৭।১ শ্লোকে বরাহদেব-কথা বর্ণিত আছে। লঘুভাগবতামৃত-কারিকা বলেন—ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেব দুইবার আবির্ভূত হন। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবী-উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য জল হইতে আবির্ভূত হন। ভাগবতামৃত-কারিকা বলেন, উত্তানপাদবংশ-সম্ভূত প্রচেতার পুত্র দক্ষ; সেই দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদি বরাহ অবতীর্ণ হন, সেই কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুরও পুত্র-কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই, তখন প্রচেতার পুত্র দক্ষ, দক্ষকন্যা দিতি ও দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে বরাহদেবের স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ-মন্বন্তরীয়—উভয় লীলাই একস্থানে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা
ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈ-
র্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে বিদুর)! তমালনীলং (তমালমিব শ্যামাঙ্গং) গজলীলয়া (গজস্য ইব লীলয়া অনায়াসেন) সিতদন্তকোট্যা (শুভ্রদন্তাগ্রেণ) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) উৎক্ষিপন্তং (উদ্ধরন্তম্) ঈশং (পরমেশ্বরং) প্রজ্ঞায় (আলক্ষ্য) বিরিঞ্চিমুখ্যাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) বদ্ধাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ) অনুবাকৈঃ (বৈদিকসূক্তসদৃশৈঃ বাক্যৈঃ) উপতস্থুঃ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে অঙ্গ, বরাহদেব হস্তীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে শুভ্র দন্তাগ্র দ্বারা পৃথিবীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিলে ব্রহ্মাদিপ্রমুখ ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তমালশ্যাম-শ্রীমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়া বৈদিকসূক্তসদৃশ বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরারম্ভে ব্রহ্মনাসাত এব শ্বেতবরাহ আবির্ভূয় কেবলং পৃথ্বীমুদ্ধৃত্যৈবান্তরধাত্তঃ ষষ্ঠে চাক্ষুষমন্বন্তরে পুনরাকস্মিকে প্রলয়ে জলাদেরাবির্ভূয় নীলো বরাহঃ পৃথ্বীমুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষং জঘানেতি বরাহদ্বয়লীলামেকীকৃত্যৈবাত্র মৈত্রেয়ঃ প্রাহ স্মেতি শ্রীভাগবতামৃতকারিকাভ্যোঽবগন্তব্যম্। তাশ্চ যথা —দ্বিধাবিরাসীৎ কল্পেঽস্মিন্নাদ্যে স্বায়ম্ভুবান্তরে। ঘ্রাণাদ্বিধের্দ্ধরোদ্ধৃত্যৈ চাক্ষুষীয়ে তু নীরতঃ। হিরণ্যাক্ষং ধরোদ্ধারে নিহন্তুং দংষ্ট্রিপুঙ্গবঃ। চতুষ্পাৎ শ্রীবরাহোঽসৌ নৃবরাহঃ কৃচিন্মতঃ। কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদাচিচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ। যজ্ঞমূর্ত্তিঃ স্থবিষ্ঠোঽয়ং বর্ণদ্বয়যুতঃ স্মৃতঃ ॥ দক্ষাৎ প্রাচেতসাৎ সৃষ্টিঃ, শ্রূয়তে চক্ষুষান্তরে। অতস্তত্রৈব জন্মাস্য হিরণাক্ষস্য যুজ্যতে। উত্তানপাদবংশ্যানাং তনয়স্য প্রচেতসাম্। দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হিরণ্যাক্ষো দিতেঃ সুতঃ। কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সুতোৎপত্তির্ম্মনোরপি। ক্বাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ ক্ব দিতিঃ ক্ব দিতেঃ সুতঃ। অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহস্য চেষ্টিতম্। একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষত্তুঃ প্রশ্নানুসারতঃ। মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি। প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্য্যতে। অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষেঽহ

প্যন্তরে মনোঃ। প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলায়তি তু কুত্রচিদিতি। অনুবাকো বৈদিকং সূক্তং তৎসদৃশৈর্ব্বাক্যৈস্তুষ্টুবুঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আরম্ভে ব্রহ্মার নাসাবিবর হইতেই শ্বেতবরাহ আবির্ভূত হইয়া কেবলমাত্র পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তারপর ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরায় আকস্মিক প্রলয় হইলে জল হইতে আবির্ভূত হইয়া নীল বরাহ পৃথিবীর উদ্ধারপূর্ব্বক হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। এই দুইটি বরাহদেবের লীলাকে একত্র করিয়াই এখানে মৈত্রেয় মুনি বলিয়াছেন—ইহা শ্রীভাগবতামৃত-কারিকা (শ্রীল রূপ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থ) হইতে জানিতে হইবে। সেই কারিকা-সমূহ যথা—"দ্বিধাবিরাসীৎ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেব বারদ্বয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথমে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, এবং দ্বিতীয়ে—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ও প্রাচেতস দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে। শ্রীবরাহদেব কদাচিৎ চতুষ্পাদ এবং কদাচিৎ নৃ-বরাহ। যজ্ঞমূর্ত্তি এই বরাহদেব বৃহদাকার ও বর্ণদ্বয়-যুক্ত; ইনি কদাচিৎ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও কদাচিৎ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণবরাহ ও শ্বেতবরাহ ভেদে বরাহ অবতার দ্বিবিধ ॥

চাক্ষুষ-মন্বন্তরে প্রাচেতসদিগের পুত্র দক্ষ হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়, ইহা (ষষ্ঠ স্কন্ধে) শ্রবণ করা যায়। অতএব সেই চাক্ষুষ-মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম যুক্তি-সঙ্গত। [চতুর্থ স্কন্ধে সেইরূপই বলিয়াছেন, যথা—কালপ্রভাবে ভগবতী সতীদেবীর শাপে দক্ষের পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরায় সেই দক্ষ, প্রাচেতসদিগের (ধ্রুব-বংশীয় প্রাচীনবর্হি রাজার পুত্রদিগের) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রেরণায় অভিমত প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।] উত্তানপাদ-বংশসম্ভূত প্রাচেতসদিগের পুত্র দক্ষ, দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যেই সময়ে আদিবরাহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মকল্পের আরম্ভে স্বায়ম্ভুব-মনুর পুত্র ও কন্যা হইতে সুতোৎপত্তিই হয় নাই, তখন কোথায় বা দিতি এবং কোথায় বা দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নের অনুরোধে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে এবং চাক্ষুষ-মন্বন্তরে বরাহদেবের যে বিভিন্নাকারে লীলা হইয়াছিল, সেই লীলাদ্বয়কে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া একত্র সামান্যাকারে বরাহ অবতারমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (মৎস্য) পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি (অগস্ত্য) ঋষির শাপবশতঃ অসময়ে মন্বন্তরের মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রলয়ে নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারার্থ বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরাদিতেও উক্ত চাক্ষুষ মন্বন্তরের মধ্যে শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃ অকস্মাৎ প্রলয় হইয়াছিল—এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইতি। 'অনুবাকৈঃ'—অনুবাক বলিতে বৈদিক সূক্ত, তৎসদৃশ বাক্যসমূহের দ্বারা (ব্রহ্মাদি-প্রমুখ ঋষিগণ) স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—ব্যত্যাসেনাপি চোচ্যন্তে অবিবেকেন কুত্রচিৎ।
দুষ্টানাং মোহনার্থায় তত্র তত্র কথাঃ ক্বচিৎ ॥
ইতি স্কান্দে। অবিবেকেনেত্যস্য বিবিচ্য নোচ্যত ইত্যর্থঃ। ন তু কর্ত্তুরবিবেকঃ। সর্ব্বজ্ঞস্য কুতোঽজ্ঞানং ব্যাসস্যোদারকর্ম্মণঃ। দুষ্টানাং মোহনার্থায় ইতি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীঋষয় উচুঃ—

জিতং জিতং তেঽজিত যজ্ঞভাবন
ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোমগর্ত্তেষু নিলিল্যুরধ্বয়স্তস্মৈ
নমঃ কারণশূকরায় তে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষয়ঃ উচুঃ (কথয়ামাসুঃ)—হে অজিত, যজ্ঞভাবন, (যজ্ঞানাং ভাবন পালক!) তে (ত্বয়া) জিতং জিতং (উৎকর্ষঃ আবিষ্কৃতঃ)। ত্রয়ীং (বেদময়ীং) স্বাং (স্বকীয়াং) তনুং পরিধুন্বতে (সর্ব্বতঃ চালয়তে তুভ্যং) নমঃ। যদ্রোমগর্ত্তেষু (যস্য তব রোমবিবরেষু) অধ্বয়ঃ (সমুদ্রাঃ) নিলিল্যুঃ (লীনপ্রায়াঃ ভবন্তি), তস্মৈ কারণশূকরায়

(কারণং পৃথিব্যাঃ উদ্ধরণং তদর্থং শূকররূপধারিণে) তে (তুভ্যং) নমঃ ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—ঋষিগণ বলিলেন—হে অজিত, হে যজ্ঞারাধ্য, আপনিই জয়যুক্ত হইলেন, জয়যুক্ত হইলেন ; আপনি স্বীয় বেদময়ী তনুকে অত্যন্ত চালনা করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার। যাঁহার লোমকূপে সাগরসমূহ বিলীনপ্রায় রহিয়াছে, পৃথিবীর উদ্ধার নিমিত্ত শূকররূপধারী সেই আপনাকে নমস্কার ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—তে ত্বয়া জিতং জিতম্। হে অজিত, জয়জয়েত্যর্থঃ। যজ্ঞান্ ভাবয়সি, হে সর্ব্বযজ্ঞকারণেত্যর্থঃ। ত্রয়ীং বেদময়ীম্। হে সর্ব্বজগৎকারণ ।।৩৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—তোমা কর্ত্তৃক জয় হইল, জয় হইল, 'হে অজিত'! তোমার জয়, জয়াকার—এই অর্থ। 'যজ্ঞ-ভাবন'—যজ্ঞসমূহকে তুমি বিস্তার করিতেছ, হে সর্ব্ব যজ্ঞের কারণ!—এই অর্থ। 'ত্রয়ীং তনুং'—ত্রয়ী বলিতে বেদময়ী তনু। 'কারণ'—অর্থাৎ হে সর্ব্বজগতের কারণ! (তোমাকে নমস্কার) ।। ৩৬ ।।

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং
দুর্দ্দর্শনং দেব যদধ্বরাত্মকম্ ।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোম-
স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষুচাতুর্হোত্রম্ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—ননু দেব, (হে প্রভো !) যৎ অধ্বরাত্মকং (যজ্ঞস্বরূপং) তব এতৎ রূপং (তৎ) দুষ্কৃতাত্মনাং (পাপিনাং) দুর্দ্দর্শনং (দর্শনাযোগ্যং)। যস্য ত্বচি ছন্দাংসি (গায়ত্র্যাদীনি আসন্) রোমসু বর্হিঃ (যজ্ঞীয়-কুশাদিকং আসীৎ) দৃশি (চক্ষুষি) আজ্যং (হবনীয়ং ঘৃতাদিকং) অঙ্ঘ্রিষু (পাদপদ্মেষু) চাতুর্হোত্রং (হোত্রাদি-কর্ম্মচতুষ্টয়ং আসীৎ) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—হে দেব, আপনার যজ্ঞাত্মক শ্রীমূর্ত্তি দুষ্কৃতগণের দর্শন বিষয় নহে। আপনার চর্ম্মে গায়ত্র্যাদি ছন্দ, রোমে কুশাদি, চক্ষুতে ঘৃতাদি এবং পাদপদ্মে হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয় বিরাজমান ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—যজ্ঞাত্মতাং প্রপঞ্চয়ন্তঃ স্তুবন্তি রূপমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। ত্বচি ছন্দাংসীত্যাদৌ ছন্দ আদীনাং তব ত্বগাদয় এব কারণমিত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ। বর্হিঃশব্দে দীর্ঘাভাব আর্ষঃ। চাতুর্হোত্রং হোত্রাদিকর্ম্মচতুষ্টয়ম্ ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞময় স্বরূপের বর্ণনা করতঃ স্তব করিতেছেন—'রূপম্'—ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'ত্বচি ছন্দাংসি'—তোমার এই ত্বকে ছন্দঃসমূহ, ইত্যাদিতে ছন্দঃ প্রভৃতির তোমার ত্বগাদিই কারণ—এই অর্থ জানিতে হইবে। 'বর্হিঃ'-শব্দে দীর্ঘাভাব—আর্ষ-প্রয়োগ। (বর্হিঃ+রোমসু—এই স্থলে সন্ধি হইলে—'রো রে লোপ্যঃ পূর্ব্বশ্চ ত্রিবিক্রমঃ' —শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের সূত্র, অর্থাৎ র্ পরে থাকিলে, বিসর্গ স্থানে যে র্ হয় তাহার লোপ হয় এবং পূর্ব্ব-স্বর দীর্ঘ হয় ; এই অনুসারে 'বর্হী রোমসু' —হওয়া উচিত ছিল, এখানে বিসর্গের লোপ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয় নাই, ইহা আর্ষ-প্রয়োগ জানিতে হইবে।) 'চাতুর্হোত্রং'—হোতা প্রভৃতির চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ।। ৩৭ ।।

স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশো নাসয়ো-
রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে ।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (পরমেশ্বর !) তে তুণ্ডে (তব মুখাগ্রে) স্রুক্ (জুহূঃ তন্নামক-যজ্ঞীয়পাত্রং), নাসয়োঃ (নাসিকয়োঃ) স্রুবঃ, উদরে ইড়া (হবির্ভক্ষণ-পাত্রং), কর্ণরন্ধ্রে (শ্রবণ-বিবরে) চমসাঃ (সোমপাত্রাণি) আস্যে (মুখে) প্রাশিত্রং (ব্রহ্মভাগপাত্রং), গ্রসনে তু (গ্রস্যতে অনেন ইতি গ্রসনং মুখান্তর্ব্বর্ত্তিচ্ছিদ্রং তস্মিন্) গ্রহাঃ (সোমপাত্রাণি)। (হে) ভগবন্, যৎ অগ্নিহোত্রং (তৎ) তে (তব) চর্ব্বণং (ভক্ষণং) আসীৎ ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, আপনার মুখাগ্রে স্রুক্ ('জুহূ' নামক যজ্ঞপাত্র) আপনার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র, উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় হবিভক্ষণপাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস নামক সোমপাত্র, মুখে প্রাশিত্র নামক ব্রহ্মভাগপাত্র প্রকাশিত ; আর মুখান্তর্ব্বর্ত্তি ছিদ্রে আপনার যে চর্ব্বণ, তাহাই আমাদের অগ্নিহোত্র ।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—স্রুক্ জুহূঃ তুণ্ডে মুখাগ্রে স্রুবো

নাসিকয়োঃ। ইড়া ভক্ষণপাত্রং চমসা গ্রহাশ্চ সোম-পাত্রাণি। প্রাশিত্রং ব্রহ্মভাগপাত্রং গ্রস্যতেঽনেনেতি গ্রসনং মুখান্তর্ব্বর্ত্তিচ্ছিদ্রং চর্ব্বণং ভক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্রুক্ তুণ্ডে'—তোমার তুণ্ডে অর্থাৎ মুখাগ্রে স্রুক্—জুহু-নামক যজ্ঞীয় পাত্র। তোমার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব। ইড়া—যজ্ঞীয় ভক্ষণ পাত্র। চমস এবং গ্রহ—সোমপাত্র-বিশেষ। প্রাশিত্র—ব্রহ্মভাগ পাত্র। গ্রসনে—যাহার দ্বারা গ্রাস গ্রহণ করা হয়, গ্রসন অর্থাৎ মুখের অন্তর্বর্ত্তী ছিদ্র। চর্ব্বণ—বলিতে ভক্ষণ (অর্থাৎ তুমি যাহা চর্ব্বণ কর, তাহাই আমাদের অগ্নিহোত্র) ॥ ৩৮ ॥

———

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং
ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ
সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্), দীক্ষা (দীক্ষণীয়া ইষ্টিঃ) তব অনুজন্ম (বারংবারং অভিব্যক্তিঃ), উপসদঃ (তিস্রঃ ইষ্টয়ঃ) শিরোধরং (তব গ্রীবা), প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ (প্রায়ণীয়া দীক্ষানন্তরা ইষ্টিঃ উদয়নীয়া সমাপ্তীষ্টিঃ তে এব দংষ্ট্রে যস্য তথাভূতঃ) ত্বম্। প্রবর্গ্যঃ (মহাবীরঃ, যঃ প্রত্যুপসদঃ পূর্ব্বং ক্রিয়তে সঃ তব) জিহ্বা, সত্যাবসথ্যং (সত্যঃ হোমরহিতঃ অগ্নিঃ আবসথ্যঃ ঔপাসনাগ্নিঃ তয়োঃ দ্বন্দ্বৈক্যং তৎ) ক্রতোঃ (যজ্ঞরূপস্য তব) শীর্ষকং (শিরঃ), চিতয়ঃ (ইষ্টকাচয়নানি) তে (তব) অসবঃ হি (পঞ্চপ্রাণাঃ এব) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আপনার পুনঃ পুনঃ প্রকাশই দীক্ষা অর্থাৎ দীক্ষনীয় যজ্ঞ, গ্রীবাদেশ উপসদ অর্থাৎ তিনটি যজ্ঞবিশেষ, দন্তসমূহ প্রায়ণীয়া অর্থাৎ দীক্ষানন্তর যজ্ঞ এবং উদয়নীয়া অর্থাৎ সমাপ্তি-যজ্ঞ, জিহ্বাই প্রবর্গ্য অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর-নামক যজ্ঞ-বিশেষ, সত্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি, ও আবসথ্য অর্থাৎ ঔপাসনাগ্নি —এই দুইটীই আপনার শিরোদেশ এবং চিতি অর্থাৎ যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন আপনার পঞ্চপ্রাণ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—দীক্ষা দীক্ষণীয়েষ্টিঃ অনুজন্ম বারম্বার-মভিব্যক্তিঃ। উপসদস্তিস্র ইষ্টয়ঃ শিরোধরং গ্রীবা প্রায়ণীয়া দীক্ষানন্তরেষ্টিঃ। উদয়নীয়া সমাপ্তীষ্টিঃ, তে এব দংষ্ট্রে যস্য প্রবর্গ্যো মহাবীরঃ প্রত্যুপসদঃ পূর্ব্বং ক্রিয়তে। সত্যো হোমরহিতোঽগ্নিঃ, আবসথ্য ঔপাসনাগ্নিঃ ; তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তত্তব ক্রতুরূপস্য শীর্ষং শিরঃ। চিতয় ইষ্টকাচয়নানি পঞ্চ অসবঃ প্রাণাঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দীক্ষা'—দীক্ষণীয় ইষ্টি, তোমার যে বার বার অভিব্যক্তি, তাহাই দীক্ষা, অর্থাৎ দীক্ষণীয় ইষ্টি। 'উপসদঃ'—তিনটি ইষ্টি-বিশেষ, তোমার গ্রীবা। 'প্রায়ণীয়া' অর্থাৎ দীক্ষানন্তর ইষ্টি এবং 'উদয়নীয়া', অর্থাৎ সমাপ্তি ইষ্টি, সেই দুইটিই যাঁহার দংষ্ট্রে, তিনি। তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য, অর্থাৎ উপসদের পূর্ব্বে ক্রিয়মাণ মহাবীর নামক যজ্ঞবিশেষ। 'সত্যাবসথ্যং'—সত্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি এবং অবসথ্য অর্থাৎ ঔপাসনাগ্নি, উভয়ের দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে—ঐ দুইটি যজ্ঞস্বরূপ তোমার শিরোদেশ। 'চিতয়ঃ'—চিতি বলিতে যজ্ঞার্থে ইষ্টকাচয়ন, উহারাই আপনার পঞ্চ প্রাণ ॥ ৩৯ ॥

———

সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ
সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্ব্বাণি শরীরসন্ধয়স্ত্বং
সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ— (হে) দেব, সোমঃ (ঔষধিবিশেষঃ) রেতঃ তু (তব রেতঃ এব) সবনানি (প্রাতঃসবনাদীনি) অবস্থিতিঃ (তব আসনং বালাদ্যবস্থা বা) সংস্থাবিভেদাঃ (অগ্নিষ্টোমঃ অত্যগ্নিষ্টোমঃ উক্থঃ ষোড়শী বাজপেয়ঃ অতিরাত্রঃ আপ্তোর্য্যামঃ ইতি সপ্ত সংস্থাবিভেদাঃ) তব ধাতবঃ (ত্বক্‌মাংসাদি সপ্ত ধাতবঃ) সর্ব্বাণি সত্রাণি (দ্বাদশাহাদীনি বহুযাগসংঘাতরূপাণি তব) শরীরসন্ধয়ঃ, সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুঃ (অসোমা যজ্ঞাঃ সসোমাঃ ক্রতবঃ তদ্রূপঃ) ত্বম্ ইষ্টি বন্ধনঃ (ইষ্টিঃ যজনং অনুষ্ঠানং তদেব বন্ধনং যস্য তথাভূতঃ ভবসি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনার রেতঃ—সোমযজ্ঞ ;

আসন অথবা বাল্যাদি অবস্থাই—প্রাতঃসবনাদি কর্ম্ম, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্য্যাম, এই সপ্তযজ্ঞ-ভেদই আপনার ত্বক্‌মাংসাদি সপ্তধাতু এবং আপনার শরীরের সন্ধিসকল সমগ্র যজ্ঞস্বরূপ ; আপনি সর্ব্বযজ্ঞময়, যজ্ঞাঙ্গভূতা ঈশ্বর ভক্তিই আপনার বন্ধন ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—সবনানি প্রাতরাদিকর্ম্মকালাঃ। অবস্থিতিরাসনম্। সংস্থাবিভেদা অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোমঃ উক্থঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রং আপ্তোর্য্যাম ইতি সপ্তধাতবস্ত্বঙ্মাংসাদয়ঃ। সত্রাণি দ্বাদশাহাদীনি বহুযাগসঙ্ঘাতরূপাণি। যজ্ঞাঃ অসোমাঃ ক্রতবঃ সসোমাস্তদ্রূপস্ত্বম্। ইষ্টির্যজনং যজ্ঞাঙ্গভূতা ত্বদ্ভক্তিঃ, সৈব বন্ধনং যস্য সঃ ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সবনানি'—সবন বলিতে প্রাতঃ প্রভৃতি কর্ম্ম-কাল। অবস্থিতি—আসন। 'সংস্থা-বিভেদাঃ'—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম—এই সাতটি যজ্ঞভেদ তোমার ত্বক্, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও রুধিররূপ সপ্ত ধাতু। 'সত্রাণি'—দ্বাদশাহ প্রভৃতি বহু যজ্ঞসমূহ-স্বরূপ (তোমার শরীরের সন্ধিসকল)। যজ্ঞ বলিতে অসোম এবং ক্রতু সোমযুক্ত, এই উভয় যজ্ঞরূপই তুমি। 'ইষ্টিবন্ধনঃ'—ইষ্টি বলিতে যজন, যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ তোমাতে যে ভক্তি, তাহাই বন্ধন যাঁহার, তিনি, (অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গভূতা ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ ভক্তের নিকট বদ্ধ হন) ।। ৪০ ।।

———

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতা-
দ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-
জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ—অখিলমন্ত্রদেবতাদ্রব্যায় (তৎতদ্‌রূপায়) সর্ব্বক্রতবে (সকলযজ্ঞস্বরূপায়) ক্রিয়াত্মনে (সামান্যব্যাপাররূপায়) তে (তুভ্যং) নমো নমঃ। বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় (বৈরাগ্যযুক্তকর্ম্মসাধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিঃ ততো ভক্তিঃ ততঃ আত্মজয়ঃ চিত্তস্থৈর্য্যং তেন অনুভাবিতং সাক্ষাৎকৃতং যজ্জ্ঞানং তস্মৈ) বিদ্যাগুরবে (জ্ঞান-প্রদায় গুরবে চ তুভ্যং) নমো নমঃ ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—সমগ্র মন্ত্র, দেবতা, দ্রব্য, সর্ব্বযজ্ঞ ও যজ্ঞাদিব্যাপাররূপী আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বৈরাগ্য অর্থাৎ কর্ম্মফলস্পৃহাশূন্য যে ভক্তি, তদ্দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য ও ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়, আপনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ; অতএব, জ্ঞানপ্রদানকারী গুরুস্বরূপ, আপনাকে বারম্বার নমস্কার ।। ৪১ ।।

বিশ্বনাথ—উক্তার্থং সমাসেন স্তবানাঃ প্রণমন্তি নমো নম ইতি। ক্রিয়াত্মনে যজ্ঞাদিব্যাপাররূপায়। যদ্যপ্যেবং ত্বং লীলয়া কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকত্বেন সর্ব্বকারণমূর্ত্তিরসি। তদপি কর্ম্মফলস্পৃহারহিতয়া ভক্ত্যৈব তবানুভবো ভবেদিত্যাহুঃ—বৈরাগ্যং দৃষ্টাদৃষ্টকর্ম্মফলস্পৃহারাহিত্যং তদ্‌যুক্তা যা ভক্তিস্তয়ৈবাত্মনো মনসো জয়স্তেনানুভাবিতং সাক্ষাৎকৃতং জ্ঞানং স্ববিষয়কং যেন তস্মৈ, অতএব বিদ্যাগুরবে। 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' ইতি ত্বদুক্তেস্ত্বৎপ্রাপকং জ্ঞানং ত্বমেব দাতুমর্হসীতি ভাবঃ ।। ৪১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয় সংক্ষেপে স্তুতিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন—'নমো নমঃ' ইতি অর্থাৎ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। 'ক্রিয়াত্মনে'—যজ্ঞাদি ব্যাপার-স্বরূপ তোমাকে (নমস্কার করিতেছি)। যদিও তুমি এই প্রকারে লীলার দ্বারা কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তকরূপে সর্ব্বকারণমূর্ত্তি, তথাপি কর্ম্মফলের স্পৃহারহিত ভক্তির দ্বারাই তোমার অনুভব হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন। বৈরাগ্য বলিতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মফলের স্পৃহাশূন্যতা, তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ অন্যফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যা যে ভক্তি, তাহার দ্বারা যে 'আত্মজয়'—অর্থাৎ মনের জয়, তাহার ফলে স্ববিষয়কজ্ঞান অনুভাবিত অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃত হয় যাঁহার দ্বারা, সেই তোমাকে। অতএব, অর্থাৎ তুমি জ্ঞান-প্রদান করিয়া থাক বলিয়া, তুমিই বিদ্যাগুরু, তোমাকে নমস্কার। 'দদামি বুদ্ধিযোগং'—অর্থাৎ আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যাহাতে জনগণ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে—ইত্যাদি (শ্রীগীতায়) তোমার উক্তিবশতঃ, তোমার প্রাপক জ্ঞান, তুমিই প্রদান করিতে সমর্থ—এই ভাব ।।৪১।।

———

দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা ।
বিরাজতে ভূধর ভূঃ সভূধরা ।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতা ।
মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূধর, ভগবন্, যথা বনাৎ (উদকাৎ) নিঃসরতঃ (নির্গচ্ছতঃ) মতঙ্গজেন্দ্রস্য (গজশ্রেষ্ঠস্য) দতা (দন্তেন) ধৃতা সপত্রপদ্মিনী (পত্রযুক্ত্যা পদ্মিনী) বিরাজতে (শোভতে তথা) দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা (দশনাগ্রভাগেন) ত্বয়া (ভবতা) সভূধরা (ভূধরৈঃ পর্ব্বতৈঃ সহিতা) ভূঃ (পৃথিবী) ধৃতা (উত্তোলিতা সতী) বিরাজতে (শোভতে) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে পৃথ্বীধর, হে ভগবন্, আপনার দশনাগ্রে ধৃত পর্ব্বতাদির সহিত পৃথিবী জল হইতে বহির্গত মত্ত গজরাজের দন্তধৃত সপত্র কমলিনীর ন্যায়, শোভা পাইতেছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অহো পৃথিব্যা ভাগ্যং, যাং ত্বং ধৎসে ইতি তাং বর্ণয়তি—দংষ্ট্রেতি । হে ভূধর, সভূধরা সপর্ব্বতা । বনাৎ জলাৎ । সপত্রপদ্মিনীতি তস্যাঃ কোরককুটন্নলাদিভিরুচ্চনীচপর্ব্বতা উপমিতা ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো ! পৃথিবীর কি সৌভাগ্য, যাহাকে তুমি (দন্তাগ্রের দ্বারা) ধারণ করিয়াছ, ইহাতে সেই পৃথিবীর শোভা বর্ণন করিতেছেন—'দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা' ইত্যাদি । হে ভূধর ! পৃথিবীর ধারক ! স-ভূধরা—পর্ব্বতের সহিত (পৃথিবী) । 'বনাৎ'—এখানে বন বলিতে জল, তাহা হইতে । সপত্র-পদ্মিনী—জল হইতে উত্থিত গজরাজের করোদ্ধৃত সপত্র পদ্মিনীর যেরূপ শোভা—ইহা বলায়, সেই পদ্মিনীর কোরক, কুটন্নল প্রভৃতির সহিত পর্ব্বতের উচ্চ, নীচ স্থানসমূহের উপমা (তুলনা) দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং
ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে ।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা
কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অপি চ) ভূয়সা (অতি মহতা) শৃঙ্গোঢ়ঘনেন (শৃঙ্গেণ উঢ়ঃ ধৃতঃ যঃ ঘনঃ মেঘঃ তেন) কুলাচলেন্দ্রস্য (পর্ব্বতশ্রেষ্ঠস্য) যথৈব বিভ্রমঃ (বিলাসঃ শোভাতিশয়ঃ ভবতি তথৈব) দতা (দন্তেন) ধৃতেন ভূমণ্ডলেন ত্রয়ীময়ং (বেদময়ং) তে (তব) ইদং শৌকরং রূপং (বরাহরূপং) চকাস্তি (শোভতে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গদ্বারা মেঘ ধৃত হইলে যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনার বেদময় এই শৌকর বপুঃ, দন্তধৃত ভূমণ্ডলদ্বারা শোভা পাইতেছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ত্বয়া স্বামিনা ধৃতা ভূঃ শোভতে তথা ভুবাপি স্বভক্ত্যা ধৃতস্ত্বং শোভস ইত্যাহঃ—ত্রয়ীতি । কুলাচলেন্দ্রস্য মহাপর্ব্বতস্য শৃঙ্গেণ উঢ়ো ধৃতো যো ঘনো মেঘস্তেন বিভ্রমঃ শোভা যথা ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ প্রভু তোমার দ্বারা ধৃতা পৃথিবী শোভিতা হইতেছে, তদ্রূপ স্বভক্ত পৃথিবীকে ধারণ-করতঃ তুমিও শোভা পাইতেছ—ইহা বলিতেছেন—'ত্রয়ীময়ং' ইত্যাদি শ্লোকে । 'কুলাচলেন্দ্রস্য'—শৃঙ্গের দ্বারা মেঘ ধৃত হইলে যেমন মহাপর্ব্বতের শোভা হয়, (দন্ত দ্বারা ভূমণ্ডল ধারণ করাতে তোমার বেদময় শৌকর দেহেরও তেমনি শোভা হইতেছে) ॥ ৪৩ ॥

সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা ।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া
যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সতস্থুষাং (স্থাবরৈঃ সহ বর্ত্তমানানাং) জগতাং (জঙ্গমানাং) লোকায় (বাসস্থানার্থং) পত্নীং (তব পত্নীং অতঃ জগতাং) মাতরম্ এনাং (ভূমিং) স্থাপয় (সংরক্ষ), (যতঃ ত্বং জগতাং) পিতা অসি । এবং সতি তত্র স্থিতাঃ সন্তঃ) ত্বয়া (পিত্রা) সহ অস্যৈ (মাত্রে পৃথিব্যৈ) নমসা বিধেম (প্রণমনং বিদধ্যামঃ করিষ্যামঃ নমস্কারেণ পরিচরামঃ বা) । (যাজ্ঞিকাঃ মন্ত্রেণ) অরণৌ (অরণিকাষ্ঠে) অগ্নিম্ ইব (ধারয়ন্তি যথা তথা ত্বং) যস্যাং (পৃথিব্যাং) স্বতেজঃ (ধারণা-শক্তিম্) অধাঃ (নিহিতবান্ অসি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থান জন্য আপনার

পত্নী জগজ্জননী এই ধরণীকে সংস্থাপন করুন্। আপনি জগতের পিতা, আপনার সহিত মাতা ধরণীকে নমস্কার করি। যাজ্ঞিকগণের কাষ্ঠে অগ্নি-স্থাপনের ন্যায় আপনি এই ধরণীতে নিজশক্তি নিহিত করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিং যুষ্মাকমভীপ্সিতং তদ্বদতেতি চেদত আহুঃ—সংস্থাপয়েতি। লোকায় বাসস্থানার্থং তে পত্নীং জাগতাং মাতরং যতস্ত্বং পিতাসি। অতস্ত্বয়া পিত্রা সহ অস্যৈ মাত্রে নমসা বিধেম নমস্কারং করবাম। স্বতেজোধারণশক্তিং ত্বং অধাঃ ধৃতবানসি। অরণৌ অগ্নিং যাজ্ঞিকা যথা ধারয়ন্তি তথা ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি ভগবান্ বলেন—তোমাদের কি অভীপ্সিত, তাহা বল, তাহাতে বলিতেছেন—'সংস্থাপয়' ইত্যাদি। 'লোকায়'—স্থাবর-জঙ্গমের বাসস্থানের নিমিত্ত আপনার পত্নী এই পৃথিবীকে সেইরূপে স্থাপন করুন, ইনি সমস্ত জগতের মাতা, যেহেতু আপনি পিতা, অতএব পিতা আপনার সহিত এই মাতাকে যেরূপে নমস্কার করিতে পারি। আপনি ইঁহাতে নিজ তেজোধারণশক্তি ধারণ করিয়াছেন, যেমন যজ্ঞিকগণ অরণি কাষ্ঠে অগ্নি ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

———

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো
রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে
যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, তব (ত্বয়া কৃতং) রসাং (রসাতলং) গতায়াঃ ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) উদ্বিবর্হণং (উদ্ধরণং) অন্যতমঃ কঃ (ত্বদন্যঃ কঃ) শ্রদ্দধীত (স্পৃহয়েৎ, অধ্যবস্যেৎ ইত্যর্থঃ) যঃ (ভবান্) অতিবিস্ময়ম্ (অত্যদ্ভুতম্) ইদং (বিশ্বং) সসৃজে (সৃষ্টবান্), (যতঃ) বিশ্ববিস্ময়ে (বিশ্বে সর্বে বিস্ময়াঃ যস্মিন্ তস্মিন্) ত্বয়ি অসৌ বিস্ময়ঃ (আশ্চর্য্যজনকঃ) ন (ভবতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি যে রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার করিলেন, এ বিষয়ে আপনি ভিন্ন কাহারই বা অধ্যবসায় হইতে পারে? ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে, আপনি সর্ব্ববিস্ময়ের আধারস্বরূপ; আপনি (মায়ার ঈক্ষণ দ্বারা) অতিশয় আশ্চর্য্যজনক এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—তবেমাং লীলামন্যৈর্দুষ্করাং বয়ং গায়াম ইত্যাহুঃ ক ইতি। হে বিভো, ভুব উদ্বিবর্হণং তব ত্বৎকর্ত্তৃকং ত্বত্তোঽন্যতমঃ কঃ শ্রদ্দধীত কর্ত্তুং স্পৃহয়েৎ অধ্যবস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার এই লীলা (কার্য্য) অন্যের পক্ষে দুষ্কর বলিয়া আমরা গান করি, ইহা বলিতেছেন—'কঃ' ইতি। হে বিভো! তোমা কর্ত্তৃক এই যে পৃথিবীর উদ্ধার-কর্ম্ম, ইহা তুমি ব্যতীত অন্য কেহই বা 'শ্রদ্দধীত'—স্পৃহা করিতে পারে? তুমি ভিন্ন কাহারই বা অধ্যবসায় (যত্ন) হইতে পারে? —এই অর্থ ॥ ৪৫ ॥

———

বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-
র্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভি-
বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ পাবিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে ঈশ, বেদময়ং নিজং বপুঃ বিধুন্বতা (কম্পয়তা ত্বয়া) সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভিঃ (সটানাং স্কন্ধবালানাং শিখাভিঃ অগ্রভাগৈঃ উদ্ধূতাঃ উচ্ছলিতাঃ যে শিবাঃ পবিত্রাঃ অম্বুবিন্দবঃ তৈঃ) বিমৃজ্যমানাঃ (সিচ্যমানাঃ সন্তঃ) জনস্তপঃসত্যনিবাসিনঃ বয়ং ভৃশং (অত্যন্তং) পাবিতাঃ (পবিত্রীকৃতাঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, আপনি যে স্বীয় বেদময় শৌকরবপুঃ কম্পন করিতেছেন, তাহাতে আপনার কেশরের অগ্রভাগ হইতে উচ্ছলিত পবিত্র জলকণা, জন, তপ ও সত্যলোক-নিবাসী আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া আমাদের পরম পবিত্রতা বিধান করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথিব্যুদ্ধরণং ত্বয়ি ন বিস্ময়ো বিস্ময়ঃ পুনরয়মেব যত্তন্নিমেষেণ মহার্ণবে নিপততা বস্তুতস্তুস্মাস্বেব কৃপাপরবশেন ত্বয়া স্বাঙ্গক্ষালনামৃতৈরূর্দ্ধোর্দ্ধং প্রাপিতৈর্বয়মৃষয়ঃ কৃতার্থীকৃতা ইত্যাহুঃ—বিধুন্বতেতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীর উদ্ধরণ তোমাতে

কোন বিস্ময়ের নহে, কিন্তু বিস্ময় ইহাই যে—ঐ ছলে মহার্ণবে নিপতিত হইয়া, বস্তুতঃ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ-বশতঃ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধলোকে প্রাপিত তোমার অঙ্গ-ক্ষালনামৃতের দ্বারা, ঋষি আমাদের তুমি কৃত-কৃতার্থ করিয়াছ, ইহাই বলিতেছেন—'বিধুন্বতা' —ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৪৬ ॥

———

স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে
যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং
বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ বিধেহি শম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, যঃ অপারকর্ম্মণঃ (অনন্তকর্ম্মণঃ) তব কর্ম্মণাং পারং এষতে (অবলোকয়তি অভিমানেন জ্ঞাতুম্ ইচ্ছতি বা), বত (অহো) সঃ বৈ ভ্রষ্টমতি (মন্দবুদ্ধিঃ) যদ্‌যোগ-মায়া-গুণযোগমোহিতং (যস্য তব যোগমায়ায়াঃ গুণৈঃ সহ যঃ যোগঃ তেন মোহিতম্) সমস্তং বিশ্বম্। (অতঃ) শং বিধেহি (বিশ্বস্য মঙ্গলং কুরু) ॥৪৭॥

অনুবাদ—আপনার লীলা অগম্য ও অপার; অহো, যে ব্যক্তি ভবদীয় লীলার অবধি জানিতে বাসনা করে, সে অতিশয় মূঢ়মতি; হে ভগবন্, আপনার মায়ার গুণসংযোগ-মোহিত এই সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করুন্ ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ত্বল্লীলাং কতি বর্ণয়ামো বয়ং সর্ব্ববেদবিদোঽপি তল্লীলাসিন্ধোঃ কণমপি সামস্ত্যেন ন বিদ্মঃ, কে পুনরন্যে বরাকা ইত্যহুঃ—স বৈ ইতি। **যস্তব** কর্ম্মণাং পারং এষতে জানাতি জানামীত্যভিমন্যত ইত্যর্থঃ। "এষৃ গতৌ ভৌবাদিকঃ"। ননু মায়ামোহিতো জীবো ন জানাতু নাম, মায়াতীতো মদ্ভক্তো নারদাদির্জানাত্যেবেতি তত্রাহুঃ—যস্য তব যোগমায়া চিচ্ছক্তিবৃত্তিভেদঃ গুণযোগো গুণমেলনরূপোঽবিদ্যা চ তাভ্যাং মোহিতং সমস্তমপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ বিশ্বং, তত্র যে অপ্রাকৃতাস্ত্বদ্ভক্তাস্তে যোগমায়য়া ত্বন্মাধুর্য্যেষু নিমজ্য মোহ্যন্তে। যে চ ত্বদন্যে প্রাকৃতা জীবাস্তে মায়য়া বৈষয়িকসুখদুঃখেষু নিমজ্য মোহ্যন্তে ইতি কস্তে কর্ম্মণাং পারং জ্ঞাস্যতীত্যর্থঃ। **অতঃ শং বিধেহি**, যথা জানীম ইতি মিথ্যাভিমানো ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ তোমার লীলা কত বর্ণনা করিব? আমরা সর্ব্ববেদ-বিদ্ হইয়াও তোমার লীলা-সিন্ধুর কণামাত্রও সমগ্ররূপে জানি না, তাহাতে অন্য অর্ব্বাচীন জন কি বর্ণনা করিবে? ইহাই বলিতেছেন—'স বৈ' ইত্যাদি শ্লোকে। যে তোমার কর্ম্মের পার (লীলার অবধি) জানে, অর্থাৎ জানি বলিয়া অভিমান করে, এই অর্থ। 'এষতে'—'এষৃ'-ধাতু গতি অর্থে ভুবাদি, অর্থাৎ জানিতে বা বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করে, এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, মায়ামোহিত জীব না জানিতে পারে, কিন্তু মায়াতীত আমার ভক্ত নারদাদি জানেই, তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্-যোগমায়া-গুণযোগ-মোহিতং সমস্তং বিশ্বং'—(অর্থাৎ তোমার যোগমায়ার সহিত গুণের যোগে সমস্ত বিশ্বই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে)। 'যস্য' —যে তোমার 'যোগমায়া' অর্থাৎ চিচ্ছক্তির বৃত্তিভেদ, এবং 'গুণযোগ' অর্থাৎ গুণের সহিত মিলনরূপ অবিদ্যা, তাহাদের উভয়ের দ্বারা সমস্ত প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিশ্ব মোহিত। তন্মধ্যে যাঁহারা অপ্রাকৃত তোমার ভক্তগণ, তাঁহারা যোগমায়ার দ্বারা তোমার মাধুর্য্যসমূহে নিমগ্ন হইয়া মুগ্ধ হইয়াছে, আর, অপর যাহারা প্রাকৃত জীব, তাহারা মায়ার দ্বারা বৈষয়িক সুখ-দুঃখে নিমজ্জিত হইয়া মুগ্ধ রহিয়াছে, অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমার কর্ম্মের ইয়ত্তা জানিবে?—এই অর্থ। অতএব 'শং বিধেহি'—মঙ্গল বিধান কর, যাহাতে জানি—এইরূপ মিথ্যা অভিমান না হয়—এই ভাব ॥ ৪৭ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইত্যুপস্থীয়মানোঽসৌ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—ব্রহ্মবাদিভিঃ মুনিভিঃ ইতি (এবম্) উপস্থীয়মানঃ (স্তূয়মানঃ) অসৌ অবিতা (রক্ষকঃ ভগবান্) স্বখুরাক্রান্তে সলিলে অবনিং (পৃথিবীং) উপাধত্ত (স্থাপিতবান্) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় মুনি বলিলেন—ব্রহ্মবাদী মুনিগণ উক্ত প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে, জগৎপাতা

শ্রীবিষ্ণু নিজখুরাক্রান্ত সলিলের উপর পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—উপস্থীয়মানঃ স্তুত্যা পরিচর্য্যমাণঃ সলিলে সলিলোপরি স্বখুরাক্রান্ত ইতি জলেঽপি ধারণ-শক্ত্যাধানং দর্শয়তি। অবিতা রক্ষকঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপস্থীয়মানঃ'—এই প্রকারে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তুতির দ্বারা পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া, (জগতের রক্ষক ভগবান্) 'সলিলে'—অর্থাৎ নিজের খুরের দ্বারা আক্রান্ত জলের উপর (পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন)। ইহার দ্বারা জলেও ধারণ-শক্তির আধান দেখাইতেছেন। 'অবিতা'—অর্থ রক্ষক ॥ ৪৮ ॥

———

স ইত্থং ভগবানুর্ব্বীং বিষ্বক্‌সেনঃ প্রজাপতিঃ।
রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ বিষ্বক্‌সেনঃ প্রজাপতিঃ হরিঃ ইত্থং (এবং) রসায়াঃ (রসাতলাৎ) লীলয়া (অবলীলাক্রমেণ) উন্নীতাং (উদ্ধৃতাম্) উর্ব্বীং (পৃথিবীং) অপ্সু (সলিলে) ন্যস্য (সংস্থাপ্য) যযৌ (অন্তর্দ্দধে) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—প্রজাগণের রক্ষক ভগবান্ বিষ্বক্‌-সেন প্রজাপতি শ্রীহরি রসাতল হইতে অবলীলাক্রমে উদ্ধৃত পৃথিবীকে জলোপরি স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—যযৌ স্বলোকমিতি শেষঃ, অন্তর্দ্দধে ইতি বা ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যযৌ'—নিজ ধামে গমন করিলেন, অথবা—অন্তর্হিত হইলেন, এই অর্থ ॥৪৯॥

———

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ
কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং
জনার্দ্দনোঽস্যাশু হৃদি প্রসীদতি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এবম্প্রকারাং) হরিমেধসঃ (হরতি সংসারং যদ্বিষয়া মেধা তস্য) কথনীয়-মায়িনঃ (কথনীয়ানি মায়ীনি মায়াবন্তি চরিত্রাণি যস্য তস্য) হরেঃ এতাং সুভদ্রাং (মঙ্গলকরীং) উশতীং (কমনীয়াং) কথাং যঃ (জনঃ) ভক্ত্যা শৃণ্বীত (শৃণুয়াৎ) শ্রবয়েত (শ্রাবয়েৎ) বা জনার্দ্দনঃ (ভগবান্) অস্য (জনস্য) হৃদি (স্বমনসি) আশু (শীঘ্রং) প্রসীদতি (সন্তুষ্যতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—ভক্তজনের সংসারনাশন ভগবানেরই কথাই কীর্ত্তনের বিষয়। স্বরূপশক্তিবিশিষ্টা ভগ-বানের সুমঙ্গলময়ী কমনীয়া কথা যিনি ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করান, জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া শীঘ্র তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—হরন্তী ভক্তসংসারং নাশয়ন্তী মেধা বুদ্ধির্যস্মিন্ তস্য। কথনীয়া বর্ণনীয়া মায়া মায়া-শক্তিঃ কৃপা বা স্বরূপশক্তির্বা তদ্বতঃ। শ্রবয়েত শ্রাব-য়েৎ। উশতীং কমনীয়াম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিমেধসঃ'—'হরন্তী'—অর্থাৎ ভক্তের সংসার নাশকারিণী মেধা—বুদ্ধি যাহাতে, সেই ভগবান্ হরির। 'কথনীয়-মায়িনঃ'—কথনীয়া অর্থাৎ বর্ণনীয়া মায়া বলিতে মায়াশক্তি, কৃপা অথবা স্বরূপশক্তি, তদ্‌যুক্ত (যে হরি, তাঁহার কথা)। 'শ্রবয়েত'—শ্রবণ করাইবেন। 'উশতীং'—বলিতে কমনীয়া (কথা) ॥ ৫০ ॥

বিবৃতি—মানবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান মানবকে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করায়। তখন জীব ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমে কামক্রোধাদি রিপু-ষট্‌কের বশবর্ত্তী হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশাকে বরণ করে। ভগবান্ বরাহদেব এই ভোগপর-প্রয়োজনকামিগণের কাম-বিনাশক। তিনি হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়া জীব-কুলের চরম কল্যাণ অধোক্ষজ-সেবা শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। সেই ভগবানের কথা শ্রবণ করিলে জীবের অনর্থরাশি নিবৃত্ত হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা-লাভ ঘটে। ভগবান্ বরাহদেবের লীলা-কথা কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণকারীর বিষয়গ্রহণ প্রবৃত্তি বিদূরিত হয় ॥ ৫০ ॥

———

তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ
কিং দুর্ল্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সকলাশিষাং (সর্ব্বপুরুষার্থানাং) প্রভৌ (স্বামিনি) তস্মিন্ (ভগবতি শ্রীহরৌ) প্রসন্নে (প্রীতে সতি) কিং দুর্ল্লভং (ন কিমপি) লবাত্মভিঃ তাভিঃ (অতিতুচ্ছাভিঃ তাভিঃ আশীভিঃ) অলং (ন প্রয়োজনম্)। অনন্যদৃষ্ট্যা (ভগবদ্ভজনব্যতিরেকেণ ফলান্তরদৃষ্টিং বিনা) ভজতাং (সেবমানানাং ভক্তানাং) গুহাশয়ঃ (অন্তঃকরণস্থঃ) পরঃ (পরমেশ্বরঃ) স্বয়ং (প্রার্থনাং বিনাঽপি) পরাং (সর্ব্বোত্তমাং) স্বগতিং (স্বপদপ্রাপ্তিং) বিধত্তে (বিদধাতি)॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? অন্যান্য সর্ব্ববিধ কল্যাণ তুচ্ছ ও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। যিনি একান্ত ভক্তির সহিত ভগবানের ভজনা করেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান্ ভক্তের অন্তরের শুদ্ধভাব বিদিত হইয়া তাঁহার পরমপদপ্রাপ্তি বিষয়ে স্বয়ংই বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—কিং বস্তু দুর্ল্লভম্ অপি তু সর্ব্বমেব সুলভং, তদপি তাভিরাশীভিরলং; লবাত্মভিঃ ক্ষুদ্রাভিস্তুচ্ছাভিরিত্যর্থঃ। ন চ তদা ভজনস্য বৈফল্যং শঙ্কনীয়মিত্যাহ—অনন্যদৃষ্টা ভগবদ্ভজনব্যতিরেকেণ ফলান্তরদৃষ্টিং বিনা ভজতাং স্বপদপ্রাপ্তিং স্বয়মেব বিধত্তে গুহাশয়ত্বাদহৈতুকীং ভক্তিং জানন্নিতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিং দুর্ল্লভং'—(অর্থাৎ সকল মঙ্গলের আধার সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে), কি বস্তু দুর্ল্লভ থাকিতে পারে? কিন্তু সকলই সুলভ হইয়া যায়, তথাপি সেই সকল আশীর্ব্বাদ নিষ্প্রয়োজন, 'লবাত্মভিঃ'—ঐ সকল অতি তুচ্ছ বস্তুর কোন প্রয়োজন নাই, এই অর্থ। সেই হেতু তৎকালে ভজনের বৈফল্য শঙ্কা করা যায় না, ইহা বলিতেছেন—'অনন্যদৃষ্ট্যা', অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজন ব্যতিরেকে ফলান্তরের দৃষ্টি (ভজন ব্যতীত অন্য কোন ফলের অপেক্ষা) না করিয়া, 'ভজতাং'—যাঁহারা নিরন্তর ভজন করিতেছেন, তাঁহাদের 'স্বগতিং স্বয়ং বিধত্তে'—নিজের সর্ব্বোত্তম পরম পদ প্রাপ্তি-বিষয়ে নিজেই বিধান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ গুহাশয় (প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান) বলিয়া, সেই ভজনকারী ভক্তজনের অহৈতুকী ভক্তি জানিয়া (নিজেই স্বপদ প্রাপ্তি করান)—ইহা শ্রীল শ্রীধর স্বামি-চরণের ব্যাখ্যা ॥ ৫১ ॥

বিবৃতি—ভগবান্ সকলমঙ্গলনিলয়। তাঁহার প্রসন্নতা হইলে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। ভগবৎ-প্রসন্নতা ব্যতীত অপর সকল লাভই নিতান্ত হেয় ও অপ্রয়োজনীয়। ভগবদ্ভক্তগণের অন্য কোন কৃত্য নাই। তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য—ভগবানের সেবা এবং সেই সেবা-ফলে ভগবান্ সেবকের সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান্ যে ক্ষেত্রে জীবকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ তুচ্ছ ফল প্রদান করেন না, সেইস্থলে মুক্তজীব তাঁহার প্রেমা লাভ করেন। বদ্ধদশায় ইন্দ্রিয়ের সুখসমৃদ্ধির অভাব দেখিয়া কহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, ভক্তের ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ ঘটিল না ॥ ৫১ ॥

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে পৃথিব্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—লোকে (জগতি) নরেতরং (পশুং বিনা) কঃ নাম পুরুষার্থতত্ত্ববিৎ (ভগবৎপ্রেম এব পুরুষার্থসারঃ ইতি যো বেত্তি সঃ) পুরাকথানাং (পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে) ভবাপহাং (সংসারনাশিনীং) ভগবৎকথাসুধাং কর্ণাঞ্জলিভিঃ (কর্ণৌ এব অঞ্জলী তাভ্যাম্) আপীয় (কথঞ্চিৎ শ্রুত্বা) বিরজ্যেত (বিরমেৎ, ন কোঽপীত্যর্থঃ)॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—একমাত্র পশুবিনা পুরুষার্থসারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ববৃত্তান্ত মধ্যে সংসারবিনাশক ভগবৎ-কথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিতে বিরত হয় ? ৫২॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ভক্তিরেব সর্ব্বপুরুষার্থমহাফলমিতি জানন্নেব সারজ্ঞ উচ্যতে। ভক্তিঃ পুরুষার্থসাধনমেব, ন তু স্বতঃ ফলরূপেতি ব্যাচক্ষাণস্তু পশুরেবেত্যাহ—কো নামেতি। পুরাকথানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে; ভবাপহাং সংসারধ্বংসিনীং অহো আশ্চর্য্যং নরেতরং পশুং বিনা কো বিরজ্যেত—স পশুরেবেতি তেন ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমানস্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্ক্তে ইতি বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য যোগিনঃ পশুত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিই সকল পুরুষার্থের মহাফল, ইহা যিনি জানেন, তিনিই সারজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। 'ভক্তি পুরুষার্থ লাভের সাধনই, কিন্তু স্বতঃ ফলরূপা নহে'—এইরূপ যিনি বলেন, তিনি পশুই, ইহা বলিতেছেন—'কো নাম' ইত্যাদি। 'পুরাকথানাং'—বলিতে পূর্ব্ববৃত্ত-সমূহের মধ্যে। 'ভবাপহাং'—সংসারের ধ্বংস-কারিণী (ভগবানের কথামৃত কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিতে যে ব্যক্তি বিরত হয়)। অহো! কি আশ্চর্য্য! 'নরেতরং'—অর্থাৎ পশু ব্যতীত কোন্ জন বিরত হইবে? যে বিরত হয়, সে পশুই। ইহার দ্বারা—'ঔৎকণ্ঠ্য-বাষ্পকলয়া'—অর্থাৎ ভক্তি সাধনের ফলে 'ঔৎসুক্য-জনিত অশ্রুকলার দ্বারা আনন্দ-সংপ্লবে যোগী যখন নিমগ্ন হন, তাহাতে দুর্ব্বিগাহ ভগবানের গ্রহণ-বিষয়ে মৎস্যবেধন বড়িশের তুল্য উপায়স্বরূপ তাঁহার যে চিত্ত, তাহা ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হয়, অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত ভগবদ্ধারণার্থ শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়ে।'—ইত্যাদি পরে (বক্ষ্যমাণ ২য় অধ্যায়ে) লক্ষিত যোগির পশুত্ব ব্যঞ্জিত হইল ॥ ৫২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৩ ॥

মধ্ব—ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ত্রয়োদশোঽ-ধ্যায়ঃ।

তথ্য—ইতি তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—মানবের সহিত পশুর অক্ষজ-জ্ঞানে বিষয়-ভোগের সৌসাদৃশ্য আছে। পশুগণ বা মানব-নামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণ হরিকথা-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করেন না। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা এই যে, তিনি হরিকথামৃত সাধু গুরুর মুখে শ্রবণ করিবার অধিকার পান। যে ভাগ্যহীন মানব তাদৃশ সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত, তাহাকে পশু জানিতে হইবে। অত্রি বলিয়াছেন—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥

ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার ॥ ৫২ ॥

[**বিবৃতি**—হরিবিমুখ মানবগণ স্ব-স্ব-ভোগপর বিষয়কথা হৃদয়ে স্থান দেন, কিন্তু জীবের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদ্‌গত বৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। সেই সকল হরিসেবা-পর বৈষ্ণবের গুণানুবাদ শ্রবণ ক্রিয়াই পণ্ডিতগণের একমাত্র বরণীয় ও প্রশংসার্হ। গুরুদাস বৈষ্ণব—শ্রীগুরুমুখ হইতে অবহিতচিত্তে উহাই প্রয়োজন-জ্ঞানে চিরদিন শ্রবণ করিয়া থাকেন। হরিজনগুণানু-বাদ-শ্রবণরূপ তদীয়-সেবাতেই মানবের যাবতীয় চেষ্টার একমাত্র সার্থকতা ॥ ১৩।৪ ॥]

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবতে-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতাং
হরেঃ কথাং কারণশূকরাত্মনঃ ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলির্ন
চাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে হিরণ্যাক্ষবধের কারণ উল্লেখ করিবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যাকালে কশ্যপ হইতে দিতির গর্ভসঞ্চারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বিদুর মৈত্রেয় ঋষির নিকট হইতে বরাহদেবের অবতারের কারণ ও তাঁহার বিস্তারিত লীলাবর্ণন শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ঋষিপ্রবর বরাহদেব ও হিরণ্যাক্ষের সংগ্রাম-বৃত্তান্ত—যাহা, ব্রহ্মা দেবতাগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই বিদুরের নিকট বর্ণন করিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে দাক্ষায়ণী দিতি পুত্রকামনায় মরীচিপুত্র পতি কশ্যপের নিকট রমণ প্রার্থনা করেন। কশ্যপ সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হইলে পত্নীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন ; কারণ, ঐ সময় রুদ্রাধিকারভুক্ত—সন্ধ্যা সময়ে ভূতনাথ বৃষে আরোহণ করিয়া ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করেন ; দ্বিতীয়তঃ, একই পিতা দক্ষের কন্যা বলিয়া সতী দিতির ভগ্নী, সুতরাং সতীপতি শিবও দক্ষের জামাতা, আবার কশ্যপও দক্ষের জামাতা ; এই হিসাবে কশ্যপ ও রুদ্র পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং উক্ত কার্য্যে দেবরের নিকট দিতির লজ্জিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু অত্যন্ত কাম প্রপীড়িতা দিতি কশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন কশ্যপ দিতির মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। পরে দিতির এইরূপ কুকার্য্য জন্য বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি কশ্যপের নিকট শুনিতে পাইলেন, তৎকার্য্যফলে তাহার গর্ভে দুইটী অধম ও অত্যাচারী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে এবং উহারা অপরের দ্বারা বিনষ্ট হইবে। তখন দিতিপতি কশ্যপের নিকট ভগবানের হস্তেই যেন পুত্রদ্বয়ের বধ হয়—এই প্রার্থনা জানাইলেন। দিতির সেই পুত্রদ্বয়ই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু-নামক অসুরদ্বয়। দিতির প্রার্থনায় কশ্যপ হিরণ্যকশিপুর ঘরে 'প্রহলাদ' নামক মহাভাগবত-বৈষ্ণবপুত্রের আবির্ভাবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। দিতিও অগত্যা স্বীয় পৌত্র মহাভাগবত হইবেন ও ও পুত্রদ্বয় শ্রীবিষ্ণুর হস্তে বিনষ্ট হইবেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কৌশারবিণা (মৈত্রেয়েণ) উপবর্ণিতাং (কীর্ত্তিতাং) কারণ-শূকরাত্মনঃ (পৃথিবী-কারণভূত-শূকরাবতারস্য) হরেঃ কথাং নিশম্য (শ্রুত্বা) ন অতি তৃপ্তঃ (নৈব বিতৃষ্ণঃ অতঃ) ধৃতব্রতঃ (ধৃতং কথা-শ্রবণব্রতং যেন সঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (উদ্যতাঞ্জলিঃ) চ (সঃ বিদুরঃ) তং (মৈত্রেয়ং) পুনঃ (ভূয়ঃ) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন,—ধৃতব্রত বিদুর মৈত্রেয় মুনির কথিত বরাহরূপী ভগবানের কথা-শ্রবণে সবিশেষ তৃপ্ত না হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্দ্দশে দিতিঃ সায়মকামং চকমে মুনিম্।
অনুতেপে চ তদ্দুষ্টপুত্রাভূৎ শিষ্টনপ্তৃকা ॥
চকার এবার্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে একদিন দিতি নিষ্কাম মুনি নিজ পতি কশ্যপের নিকট পুত্র কামনায় রমণ প্রার্থনা করেন এবং পরে তিনি অনুতপ্তা হন। তাঁহার দুষ্ট পুত্রদ্বয় এবং শিষ্ট পৌত্র হইয়াছিল—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

'চ'—এখানে চ-কার এব অর্থে, (অর্থাৎ নিশ্চিতই বিদুর হরিকথা শ্রবণে অতিশয় তৃপ্ত না হইয়া পুনরায় মৈত্রেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ১ ॥

———

শ্রীবিদুর উবাচ—

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ হরিণা যজ্ঞমূর্ত্তিনা ।
আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ—(হে) মুনিশ্রেষ্ঠ, (যেন ভূরুদ্ধৃতা) তেনৈব তু যজ্ঞমূর্ত্তিনা (যজ্ঞবরাহ-রূপধারিণা) হরিণা আদিদৈত্যঃ হিরণ্যাক্ষঃ হতঃ (বিনাশিতঃ) ইতি অনুশুশ্রুম (বয়ং তন্মুখাৎ শ্রুত-বন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বিদুর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা যজ্ঞমূর্ত্তি হরিকর্ত্তৃক আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে—এই কথা আপনার মুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তেনৈব যেন হরিণা স্বায়ম্ভুবে পৃথ্বী উদ্দধ্রে তেন চ চাক্ষুষীয়ে হিরণ্যাক্ষো হত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেনৈব হরিণা'—যে হরি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে (বরাহরূপে) পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া-ছিলেন, তিনিই চাক্ষুষীয় মন্বন্তরেও হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ২ ॥

তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া ।
দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ (মুনে), লীলয়া স্বদং-ষ্ট্রাগ্রেণ ক্ষৌণীং (পৃথিবীম্) উদ্ধরতঃ তস্য চ (ভগ-বতঃ) দৈত্যরাজস্য চ (হিরণ্যাক্ষস্য) কস্মাৎ হেতোঃ মৃধঃ (যুদ্ধং) অভূৎ ? ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন, নিজদশনাগ্রে অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার সময় বরাহদেবের কি জন্য দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মৃধো যুদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃধঃ'—যুদ্ধ, (দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের সহিত কিজন্য ভগবানের যুদ্ধ হইয়া-ছিল ?) ॥ ৩ ॥

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ব্রূহি তজ্জন্মবিস্তরম্ ।
ঋষে ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতুহলং হি মে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঋষে, মে (মম) মনঃ ন তৃপ্যতি, পরং হি কৌতুহলং (বর্ত্ততে, অতঃ) তজ্জন্ম-বৃত্তান্তং (তস্য দৈত্যস্য জন্মবৃত্তং) শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধা-শীলায়) ভক্তায় (মহ্যং) বিস্তরং (সম্যক্) ব্রূহি (কথয়) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, হরিচরিতকথায় আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, বরং উহা শ্রবণ করিতে কৌতু-হল হইতেছে ; আমি শ্রদ্ধাযুক্ত ও বিষ্ণুর সেবা-প্রয়াসী, আমার নিকট দৈত্যের জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন্ ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ ।
যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) বীর, ত্বয়া (ভবতা) সাধু (সম্যক্) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতং) যৎ (যস্মাৎ) ত্বং মর্ত্ত্যানাং (নরাণাং) মৃত্যুপাশ-বিশাতনীং (মৃত্যুপাশং বিশাতয়তি মোচয়তি ইতি তাং) হরেঃ অবতারকথাং পৃচ্ছসি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয়মুনি বলিলেন,—হে বীর, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ ; যেহেতু তুমি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যু-ভয়নাশিনী ভগবানের অবতার-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীর, হরের্যুদ্ধলীলাশুশ্রূষোঃ পৃষ্ট-মিদং সাধু, যতঃ এতৎ প্রশ্নমিষেণ অবতারয়োর্ব্বরাহ-নৃসিংহয়োঃ কথাং পৃচ্ছসি ; তদ্বৈরকারণোক্তৌ তয়োরুপস্থিতেঃ অন্যানপি কৃতার্থয়িতুমিত্যাহ—মর্ত্ত্যানামিতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে বীর ! শ্রীহরির যুদ্ধ-লীলা শ্রবণের ইচ্ছায় তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা উত্তম, যেহেতু এই প্রশ্নের ছলে শ্রীবরাহ ও শ্রীনৃসিংহ অবতারদ্বয়ের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ । তাহাদের (হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর) সহিত শত্রুতার কারণ কথিত হইলে, সেই অবতারদ্বয়ের উপস্থিতিতে অন্য-কেও তুমি কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা বলিতেছেন—'মর্ত্ত্যানাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীহরির অবতারকথা মরণশীল মানবগণের মৃত্যুভয় বিনা-শিনী ॥ ৫ ॥

যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্‌ন্যঙ্‌ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—মুনিনা (নারদেন) গীতয়া (কীর্ত্তিতয়া) যয়া (হরিকথয়া) উত্তানপদঃ (তদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ) পুত্রঃ অর্ভকঃ এব (বালকঃ এব ধ্রুবঃ) মৃত্যোঃ মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অঙ্‌ঘ্রিং (পদং) কৃত্বা (সংস্থাপ্য) হরেঃ পদং (বিষ্ণুলোকং) আরুরোহ (গতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ-মুনি-কীর্ত্তিত যে হরিকথা-দ্বারা রাজর্ষি উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—হরিকথৈব জগদুদ্ধারিণীত্যত্র প্রমাণমাহ—যয়া কথয়া মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নীতি ধ্রুবস্যান্তকালং জ্ঞাত্বা যদৈব মৃত্যুরাগতস্তদৈব সুনন্দাদিভির্বিমানমানীতমারোঢ়ুং ধ্রুবঃ সোপানান্বেষণে মৃত্যুমবস্থিতং দৃষ্ট্বা ভদ্রমিদং জাতমিতি তস্যৈব মূর্দ্ধ্নি পদং দত্ত্বা শরীরমত্যক্ত্বৈব বিমানমারুহ্য বিষ্ণুপদং জগামেতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির কথাই জগতের উদ্ধারকারিণী—এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'যয়া', যে হরির কথার দ্বারা, 'মৃত্যোঃ মূর্দ্ধ্নি'—মৃত্যুর মস্তকে, অর্থাৎ ধ্রুবের অন্তকাল জানিয়া যখনই মৃত্যু আগমন করিল, তৎক্ষণাৎ সুনন্দাদির দ্বারা আনীত বিমানে আরোহণ করিবার জন্য ধ্রুব সোপান অন্বেষণ করিতে মৃত্যুকে অবস্থিত দেখিয়া, ইহা মঙ্গলই হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া সেই মৃত্যুরই মস্তকে পদ স্থাপনপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ না করিয়াই (অর্থাৎ সশরীরেই) বিমানে আরোহণ করতঃ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা ।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (প্রশ্নোত্তরারম্ভে) অত্রাপি (ত্বয়া পৃষ্টবিষয়েঽপি) দেবানাং অনুপৃচ্ছতাং (সতাং) দেবদেবেন ব্রহ্মণা পুরা (পূর্ব্বকালে) বর্ণিতঃ (কীর্ত্তিতঃ) অয়ং ইতিহাসঃ (পুরাবৃত্তং) মে (ময়া) শ্রুতঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের (ভগবান্ ও হিরণ্যাক্ষের) যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে দেবতাগণ দেবদেব ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; তাঁহার বর্ণিত ইতিহাস আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—মে ময়া অনুপৃচ্ছতাং দেবানাং সম্বন্ধেন ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মে শ্রুতঃ'—আমা কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে। 'অনুপৃচ্ছতাং দেবানাম্'—দেবগণ দেবদেব ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কথিত এই ইতিহাস (আমি শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭ ॥

দিতির্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তার্মারীচং কশ্যপং পতিম্ ।
অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা ॥ ৮ ॥
ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্ ।
নিম্লোচত্যর্ক আসীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর) ! দাক্ষায়ণী (প্রাচেতস্য দক্ষস্য পুত্রী) দিতিঃ অপত্যকামা (সন্তানাভিলাষিণী) হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা (হৃচ্ছয়ঃ কামঃ তেন অর্দ্দিতা পীড়িতা অতঃ কালাকালস্থানাস্থানবিচার-রহিতা সতী) সন্ধ্যায়াং (সন্ধ্যাসময়ে) অর্কে (সূর্য্যে) নিম্লোচতি (অস্তং গচ্ছতি সতি) অগ্ন্যাগারে (অগ্নিহোত্র-যজ্ঞশালায়াং) যজুষাং (যজ্ঞানাং) পতিং অগ্নিজিহ্বং (অগ্নিঃ জিহ্বা মুখং যস্য তং) পুরুষং (শ্রীবিষ্ণুং) পয়সা (পয়োহোমেন) ইষ্ট্বা (পূজয়িত্বা) সমাহিতং (কৃতসমাধিং) পতিং (নিজস্বামিনং) মারীচং (মরীচি-তনয়ং) কশ্যপং চকমে (কাময়ামাস) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, দক্ষকন্যা দিতি সন্তান-কামনায় কামশরে প্রপীড়িতা হইয়া সন্ধ্যাকালে নিজ পতি মরীচিতনয় কশ্যপকে রমণার্থ কামনা করিয়াছিলেন। যখন দিনমণি অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় কশ্যপ যজ্ঞাহুতিদ্বারা অগ্নিহোত্র-শালায় যজ্ঞপতি অগ্নিজিহ্ব শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া সমাধিস্থ ছিলেন ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেবপ্রশ্নপ্রস্তাবায় প্রথমং হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপূৎপত্তিপ্রসঙ্গমাহ—দিতিরিত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। মরীচেঃ পুত্রং কশ্যপং, হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা

কামপীড়িতা, অতঃ সন্ধ্যায়ামেব তত্রাপ্যগ্নিহোত্রশালায়াং তত্রাপি সমাহিতং কৃতসমাধিং সন্ধ্যায়ামপি নিম্লোচত্যর্কাস্তময়কাল এবেত্যর্থঃ। অগ্নির্জিহ্বা যস্য তং, যজুষাং যজ্ঞানাং পতিং বিষ্ণুম্ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবতাদিগের প্রশ্ন-প্রস্তাবে প্রথমতঃ হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর উৎপত্তি-প্রসঙ্গ বলিতেছেন—'দিতিঃ' ইত্যাদির দ্বারা অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'মারীচং'—মরীচির পুত্র নিজপতি কশ্যপকে। 'হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা'—কামপীড়িতা, অতএব সন্ধ্যাকালেই, তাহাতে আবার অগ্নিহোত্র শালাতে, তাহাতেও সমাধিতে অবস্থিত (ধ্যানপরায়ণ) পতিকে, সন্ধ্যাসময়ের মধ্যেও আবার কেবল সূর্য্যের অস্তগমন কালেই—এই অর্থ। 'অগ্নিজিহ্বং'—অগ্নিই জিহ্বা যাঁহার, তাঁহাকে। 'যজুষাং পতিং'—যজ্ঞসমূহের পতি শ্রীবিষ্ণুকে (হোমের দ্বারা পূজা করিয়া মহামুনি কশ্যপ যখন সমাধিস্থ ছিলেন, তৎকালেই দিতি রমণ-বিষয়ে প্রার্থনা জানাইলেন) ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ—

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্ কাম আত্তশরাসনঃ।
দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—দিতিঃ উবাচ—হে বিদ্বন্, আত্তশরাসনঃ (আত্তং গৃহীতং শরাসনং ধনুর্যেন সঃ) এষঃ (প্রসিদ্ধঃ) কামঃ বিক্রম্য (শৌর্য্যমাবির্ভাব্য) দীনাং (কৃপণাং কাতরাং) মাং ত্বৎকৃতে (ত্বয়া সহ সঙ্গমার্থং) রম্ভাং (কদলীং) মতঙ্গজঃ (মত্তগজঃ) ইব দুনোতি (পীড়য়তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দিতি কহিলেন,—হে বিদ্বন্, হস্তী যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া কদলীবৃক্ষকে পীড়ন করে, তদ্রূপ আপনার সঙ্গজন্য কন্দর্পদেব শরাসন-গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে ক্লেশ দিতেছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এষ মামিতি মুদ্রিতনেত্রে পত্যৌ কায়িকাশ্চাক্ষুষাশ্চ অভিযোগে অকিঞ্চিৎকরা এব বাচিকেষ্বপি মধ্যে শব্দোত্থা অর্থোত্থাশ্চ ব্যঙ্গ্যাঃ। পরমেশ্বরাভিনিবেশিতবুদ্ধৌ কশ্যপেহনাবকাশং লভন্ত এবেত্যুত্তমাঙ্গনানামভিধয়ৈব পুরুষে সম্ভোগপ্রার্থনা যদ্যপি নৈব স্বভাবস্তদপি কন্দর্পপীড়য়োন্মাদিতা দিতির্লজ্জাশঙ্কে নিগিলন্তীব সমাধিভঙ্গার্থমুচ্চৈরাহ—এষ সাক্ষাদিব দৃশ্যমান ইত্যর্থঃ। ত্বৎকৃতে ইতি যদ্যহমেকাকিন্যস্থাস্যং, তদৈষ মম কিমকরিষ্যদিতি পত্যৌ তস্মিন্নেব দোষো ন্যস্তঃ। দীনাং দুনোতীতি ত্বং পতিঃ কথং মাং ন রক্ষসীতি ভাবঃ। ননু লজ্জাং কথং সহসৈবাহাসীস্তত্রাহ—রম্ভামিবেতি। যদি প্রাণা এব নশ্যন্তি তদা কিং লজ্জয়েতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষঃ মাম্'—ইতি। মুদ্রিত-নেত্র পতিকে কায়িক ও চাক্ষুষ অভিযোগ করিলে, তাহা অকিঞ্চিৎকরই হইবে, বাচিকের মধ্যেও শব্দোত্থ, অর্থোত্থ এবং ব্যঙ্গার্থ (ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য) রহিয়াছে। পরমেশ্বরে অভিনিবিষ্টচিত্ত কশ্যপে কোন অবসর প্রাপ্ত না হইয়া, যদিও উত্তম অঙ্গনাগণের বাক্যের দ্বারা পুরুষে সম্ভোগ-প্রার্থনা করা স্বভাব নয়, তথাপি কন্দর্প-পীড়ায় উন্মত্তা দিতি লজ্জা ও শঙ্কা যেন নিগিলিত করিয়াই সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত উচ্চস্বরে বলিলেন—এই যে সাক্ষাৎ দৃশ্যমান কাম (শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে পীড়া দিতেছে)। 'ত্বৎকৃতে'—তোমার সহিত সঙ্গমের জন্য, যদি আমি একাকিনী থাকিতাম, তাহা হইলে এই কাম আমার কি করিতে পারিত? ইহার দ্বারা সেই পতিতেই দোষ নিক্ষিপ্ত হইল। 'দীনাং দুনোতি'—আমি দীনা, আমাকে ক্লেশ দিতেছে, তুমি আমার পতি, কিজন্য রক্ষা করিতেছ না?—এই ভাব। যদি বলেন—দেখ, লজ্জা কি প্রকারে সহসা পরিত্যাগ করিলে? তাহাতে বলিতেছেন—'রম্ভামিব', মদমত্ত হস্তী যেমন কদলীবৃক্ষ দলন করে। যদি প্রাণই বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে লজ্জায় কি হইবে—ইহা ভাবার্থ ॥ ১০ ॥

তদ্ভবান্ দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ।
প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যাযুঙ্‌ক্তামনুগ্রহম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ দীনত্বাৎ) প্রজাবতীনাং (পুত্রবতীনাং) সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ (বিভবৈঃ) দহ্যমানায়াং ময়ি ভবান্ অনুগ্রহম্ আযুঙ্‌ক্তাং (সর্ব্বতঃ যুনক্তু সম্যক্ করোতু); (এতেন) তে (তব চ) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবিষ্যতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমি অপুত্রাহেতু দীনা, পুত্রবতী সপত্নী-দিগের সমৃদ্ধিদর্শনে দগ্ধীভূতা, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনার মঙ্গল হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ কেবলমহং কামাতুরৈব রতিং যাচে, কিন্তু পুত্রার্থিণ্যপীত্যাহ—তদিতি। আযুঙ্ক্তাং সর্ব্বতোভাবেন করোতু ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কেবল কামাতুর হয়েই রতি প্রার্থনা করিতেছি না, কিন্তু আমি পুত্রার্থিনীও, ইহা বলিতেছেন—'তদ্ভবান্', অতএব আপনি, 'আযুঙ্ক্তাং'—সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ॥ ১১ ॥

———

ভর্ত্তর্য্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ।
পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ননু ভবদ্বিধঃ (গুণবান্) পতিঃ যাসাং (মাদৃশানাং স্ত্রীণাং) প্রজয়া (পুত্ররূপেণ) জায়তে, তাসাং ভর্ত্তরি (ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ) আপ্তোরুমানানাং (প্রাপ্তবহুমানানাং স্ত্রীণাং) যশঃ লোকান্ (ভুবনানি) আবিশতে (আবিশতি, ব্যাপ্নোতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তি যাহাদের পতি এবং সেই গুণবান্ পতিই যাহাদের গর্ভে গুণবান্ পুত্ররূপে জাত হন, সে সকল পত্নী পতির নিকট বহু সম্মান লাভ করেন এবং তাদৃশী নারীগণের যশঃ ভুবনে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ত্বৎপ্রসাদাদ্যশস্বিনী পুত্রবতী চ ভুয়াসমিত্যাহ—ভর্ত্তরি ভর্ত্তুঃ সকাশাদিত্যর্থঃ। প্রাপ্ত-বহুসম্মানানাং স্ত্রীণাং যশঃ লোকান্ ব্যাপ্নোতি প্রজয়া পুত্ররূপেণ। তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনরিতি শ্রুতেঃ ; যদ্বা, ভবদ্বিধঃ পতিঃ প্রজয়া হেতু-নৈব জায়তে ভবতি, অতোঽহং প্রজাবতী কথং ন ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার কৃপায় আমি যশ-স্বিনী ও পুত্রবতী হইব, ইহা বলিতেছেন—'ভর্ত্তরি', স্বামীর নিকট হইতে, এই অর্থ। বহু সম্মানপ্রাপ্ত স্ত্রীগণের যশ লোকে ব্যাপ্ত হয়। 'প্রজয়া'—(গুণবান্ পতিই যাহাদের গর্ভে) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সেই জায়াই জায়া, যেহেতু সেই পত্নীতে পতি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অথবা আপনার ন্যায় পতি, সন্তানের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি কিজন্য পুত্রবতী হইব না ? এই ভাব ॥ ১২ ॥

———

পুরা পিতা নো ভগবান্ দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।
কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—পুরা (বিবাহাৎ পূর্ব্বং) দুহিতৃবৎসলঃ (কন্যাসু প্রীতিভাবাপন্নঃ) নঃ (অস্মাকং) পিতা ভগবান্ দক্ষঃ নঃ (অস্মান্), '(হে) বৎসাঃ, কং বরং (স্বামিনং) বৃণীত ?' ইতি পৃথক্ (প্রত্যেকম্) অপৃচ্ছত (অপৃচ্ছৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে আমাদিগের দুহিতৃবৎসল পিতা দক্ষ 'হে কন্যাগণ তোমরা কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা কর ?' এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, বিবাহাৎ পূর্ব্বমেবাহং ত্বয্যনু-রাগিণীতি প্রত্যাখ্যেয়বাক্যা ন ভবিতুমর্হামীত্যাহ—পুরেতি। নোঽস্মাকং পিতা নোঽস্মানপৃচ্ছৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, বিবাহের পূর্ব্বেই আমি তোমাতে অনুরক্তা, অতএব তোমার প্রত্যাখ্যান বাক্যের যোগ্য হইতে পারি না, ইহা বলিতেছেন—'পুরা' ইতি। 'নঃ'—আমাদের পিতা আমাদিগকে (পৃথক্ পৃথক্ভাবে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

———

স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ।
ত্রয়োদশাদদাৎ তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সন্তানভাবনঃ (অপত্যহিতেচ্ছুঃ) সঃ (ভগবান্ দক্ষঃ) আত্মজানাং (কন্যানাং) নঃ (অস্মাকং) ভাবম্ (অভিপ্রায়ং) বিদিত্বা তাসাং (মধ্যে) যাঃ ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশসংখ্যকাঃ বয়ং তাঃ) অদদাৎ (তুভ্যং দত্তবান্) ; (বয়ং) তে (তব) শীলং (চরিতম্) অনুব্রতাঃ (অনুসৃতাঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সন্তানবৎসল পিতা কন্যাগণের অভি-লাষ জানিতে পারিয়া ত্রয়োদশজনকেই আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন ; আমরা আপনার অনুব্রতা ॥১৪॥

বিশ্বনাথ—নো ভাবমিতি লজ্জয়া ত্বন্নামাগৃহ্ণতী-নামপ্যস্মাকমিঙ্গিতেনৈব জনান্তরদ্বারা সহসা জ্ঞাত্বে-ত্যর্থঃ। তাসাং দুহিতৃণাং মধ্যে তেন ত্রয়োদশানাং মধ্যে কথমহমেবাপুত্রিণীতি তদ্বৈষম্যমিদমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নঃ ভাবম্'—ইতি, লজ্জায় তোমার নাম উল্লেখ না করিলেও, আমাদের ইঙ্গিতের দ্বারাই অন্য জনের নিকট হইতে আমাদের মনের ভাব সহসা জানিয়া—এই অর্থ। 'তাসাং'—সেই কন্যাকাগণের মধ্যে ত্রয়োদশ জনকেই তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তোমার দ্বারা সেই ত্রয়োদশ কন্যাগণের মধ্যে আমি একাকিনী অপুত্রবতী কেন হইব ? এই বৈষম্য ত উচিত হয় না—ইহা ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

অথ মে কুরু কল্যাণং কামং কমললোচন।
আর্ত্তোপসর্পণং ভূমন্নমোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অতএব), (হে) কমললোচন, (হে) ভূমন্ (মহত্তম)! হি (যতঃ) মহীয়সি (ভবাদৃশে মহত্তমে পুরুষে) আর্ত্তোপসর্পণং (আর্ত্তা-নাং দুঃখিতানাং মাদৃশানাম্ উপসর্পণং প্রার্থনং) মোঘং (বৃথা) ন (ভবতি অতঃ) মে (মম) কামং (বাঞ্ছিতং) কল্যাণং (মঙ্গলং) কুরু (সম্পাদয়) ॥১৫॥

অনুবাদ—অতএব, হে কমললোচন, হে মঙ্গল-স্বরূপ, আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন্ ; হে মহত্তম, মহতের নিকট দুঃখিতজনের নিবেদন বিফল হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স্ব-রমণার্থং সায়ং মৎসমাধিভঙ্গে যতমানা ত্বং কথং মৎসমশীলেত্যত আহ—আর্ত্তোপ-সর্পণমিতি। সম্প্রত্যহমার্ত্তা কিং করোমি, নার্ত্তঃ কালমপেক্ষত ইতি শাস্ত্রং ত্বং পরমদয়ালুর্জানাস্যে-বেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, নিজ রমণের জন্য এই সন্ধ্যাকালে আমার সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করিয়া, কিরূপে তুমি আমার সমশীলা (আমার চরিত্রের অনুবর্ত্তিনী) হইবে ? ইহাতে বলিতেছেন —'আর্ত্তোপসর্পণম্', ইতি, অর্থাৎ আর্ত্তজনের প্রার্থনা মহতের নিকট বিফল হয় না। সম্প্রতি আমি আর্ত্ত, কি করি ? 'আর্ত্তজন কোন কালের অপেক্ষা করে না'—এই শাস্ত্র, পরম দয়ালু তোমার বিদিতই আছে —এই ভাব ॥ ১৫ ॥

ইতি তাং বীর মারীচঃ কৃপণাং বহুভাষিণীম্।
প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর (বিদুর)! মারীচঃ (কশ্যপঃ) ইতি (এবম্প্রকারেণ) বহুভাষিণীং কৃপ-ণাং (দীনাং) প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাং (প্রবৃদ্ধেন বর্দ্ধিতেন অনঙ্গেন কামেন কশ্মলং মোহঃ যস্যাঃ তাং) তাং (দিতিং) বাচা (সান্ত্বনাবাক্যেন) অনুনয়ন্ (সান্ত্বয়ন্) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তরং দদৌ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, মরীচিতনয় কশ্যপ এই প্রকার বহুভাষিণী, দীনা ও অতিশয় কামমুগ্ধা দিতিকে বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীরেতি—যথা ভবদ্বিধা ধর্ম্ম-বীরাস্তথা ন কশ্যপ ইতি যতোঽনুনয়ন্নেব প্রত্যাহ, ন তু সকোপকটাক্ষং তর্জ্জনিতি। যদি কৃত্রিমমপি কোপমদর্শয়িষ্যত্তদা তস্যাঃ কামপীড়াপি ভীত্যা অন্তরধাস্যতৈবেতি ভাবঃ। প্রবৃদ্ধেতি ন হ্যনঙ্গঘূর্ণিতা অনুনয়ং সহত ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে বীর'—ইতি, অর্থাৎ তোমরা যেমন ধর্ম্মবীর, সেইরূপ কশ্যপ নহেন, যেহেতু অনুনয়ের দ্বারাই সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন, কিন্তু কোপপূর্ণ কটাক্ষের সহিত তর্জ্জন করিতেছেন না। যদি কৃত্রিমও কোপ দেখাইতেন, তাহা হইলে তাহার (দিতির) কামপীড়াও ভয়ে অন্তর্হিত হইত —এই ভাব। 'প্রবৃদ্ধানঙ্গ-কশ্মলাম্'—ইতি, বর্দ্ধিত কামের দ্বারা যে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দিতিকে। কামের দ্বারা বিঘূর্ণিতা রমণী কখনও অনুনয় সহ্য করিতে পারে না—এই ভাবার্থ ॥ ১৬ ॥

এষ তেঽহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু যদিচ্ছসি।
তস্যাঃ কামং ন কঃ কুর্য্যাৎ সিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—(হে) ভীরু, যৎ ইচ্ছসি (ত্বাং বাঞ্ছসি) এষঃ (ত্বয়া প্রার্থিতম্) অহং তে (তব তৎ) প্রিয়ং বিধাস্যামি (করিষ্যামি), যতঃ (যস্যাঃ ভার্য্যায়াঃ সকাশাৎ) ত্রৈবর্গিকী সিদ্ধিঃ (ধর্ম্মার্থ-কামানাং ত্রিবর্গাণাং ফলং) ভবতি তস্যাঃ (ভার্য্যায়াঃ) কামং (বাঞ্ছিতং) কঃ নঃ কুর্য্যাৎ (বিদধ্যাৎ) ॥১৭

অনুবাদ—হে ভয়শীলে, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, আমি তোমার সেই বাসনা পূর্ণ করিব ; যে স্ত্রী হইতে ত্রিবর্গসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার কামনা কে না পূর্ণ করে ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—এষ তেঽহমিতি। কশ্যপস্য বহু-বাগ্বিলাসরচনা সায়ংকালযাপনার্থমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষ তে অহম্'—তোমার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া এই আমি তোমার প্রিয় কার্য্য করিতেছি, ইত্যাদি। এখ'নে মহামুনি কশ্যপের বহু বাক্যের বিলাস, সায়ংকাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্ ।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে প্রিয়ে,) কলত্রবান্ (সস্ত্রীকঃ গৃহস্থঃ) স্বাশ্রমেণ (গৃহস্থাশ্রমেণ) সর্ব্বাশ্রমান (অপ-রান্ অপি ত্রীন্ আশ্রমান্) উপাদায় (অন্নাদিদানেন কৃচ্ছ্রতঃ তারয়ন্) জলযানৈঃ (নৌভিঃ) অর্ণবং (সমুদ্রম্) ইব ব্যসনার্ণবং (দুঃখসমুদ্রম্) অত্যেতি (স্বয়ম্ অপি উত্তীর্ণো ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—নৌকাদ্বারা যেরূপ সমুদ্র পার হওয়া যায়, তদ্রূপ (গৃহী পুরুষ) স্ত্রীর সহিত নিজ আশ্রমো-চিত ধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বাশ্রমিগণের অন্নাদিদানরূপ উপকার করিয়া দুঃখসাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বাশ্রমানিতি। চতুরোঽপ্যাশ্রমান-ন্নাদিদানেন কৃচ্ছ্রতস্তারয়ন্ স্বয়ং তরতীত্যর্থঃ ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বাশ্রমান্' ইতি—এই যে সস্ত্রীক গৃহাশ্রমী জন ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমস্থিত জনগণের অন্নাদি প্রদানের দ্বারা দুঃখবিমোচন-পূর্ব্বক নিজেও দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

যামাহুরাত্মনো হ্যর্দ্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি ।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানিনি (প্রিয়ে) ! শ্রেয়স্কামস্য (স্বর্গাপবর্গাখ্য-মঙ্গলার্থিনঃ পুরুষস্য) আত্মনঃ (দেহস্য) হি (কর্ম্মসু সমানাধিকারাৎ) অর্দ্ধং যাং (স্ত্রিয়ম্) আহুঃ (শ্রুতয়ঃ কথয়ন্তি) যস্যাং (পত্ন্যাং) স্বধুরং (দৃষ্টা দৃষ্টকর্ম্মভারং) অধ্যস্য (নিক্ষিপ্য) পুমান্ বিজ্বরঃ (নিশ্চিন্তঃ সন্) চরতি (বিচরতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে মানিনি, যজ্ঞাদি-কর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার-হেতু যাহাকে শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির 'অর্দ্ধাঙ্গ' বলা হইয়া থাকে এবং যাহার প্রতি নিজ দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মের ভার বিন্যস্ত করিয়া পুরুষ নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যাং স্ত্রিয়ম্ আত্মনো দেহস্য অর্দ্ধো বা এষ যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। স্বধুরং দৃষ্টাদৃষ্টকর্ম্ম-ভারম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাম্'—যে স্ত্রীকে, 'আত্মনঃ' —দেহের অর্দ্ধ বলা হয়। শ্রুতিতেও উক্ত আছে —'এই যে পত্নী, পুরুষের দেহের অর্দ্ধ, অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গিনী। 'স্বধুরং'—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্ম্মের ভার (স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়া পুরুষ নিশ্চিতমনে বিচরণ করিতে পারে) ॥ ১৯ ॥

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জ্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ ।
বয়ং জয়েম হেলাভির্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যথা দুর্গপতিঃ দস্যূন্ (জয়তি তথা) বয়ং (গৃহস্থাঃ) যাং (স্ত্রীং) আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) ইতরাশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদ্যৈঃ) দুর্জ্জয়ান্ (জেতুমশক্যান্ অপি) ইন্দ্রিয়ারাতীন্ (ইন্দ্রিয়রূপশত্রূন্) বয়ং হেলাভিঃ (লীলাভিঃ) জয়েম ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অধিকন্তু দুর্গপতি যেরূপ অনায়াসে দস্যুদিগকে জয় করে, তদ্রূপ আমরা যাহাকে আশ্রয়

করিয়া অন্যান্য আশ্রমিগণের দুর্জ্জেয় রিপুসদৃশ ইন্দ্রিয়গ্রামকেও জয় করিতে পারি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্গপতিরিতি। দস্যবঃ খলু দুর্গমাশ্রিত্যৈব জনান্ লুণ্ঠন্তি; যস্তু দুর্গপতিস্তত্র কথং প্রভবন্তীত্যর্থঃ। দুর্গোঽত্র বিষয়ভোগ এব, তত্র দৈবাৎ পতিতান্ ব্রহ্মচর্য্যাদীনেব ভ্রংশয়ন্তি, ন তু গৃহস্থান্, তেষাং ভোগবিশেষস্য শাস্ত্রবিহিতত্বেন দুরদৃষ্টানুৎপাদনাৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্গপতিঃ'—ইতি, (অর্থাৎ দুর্গপতি যেমন দুর্গাশ্রয়ে দস্যুদিগকে অবহেলায় জয় করে, আমরা তেমনই যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবলীলাক্রমে অন্যান্য আশ্রমীদিগের অতি দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিতে পারি)। (ইন্দ্রিয়রূপ) দস্যুগণ দুর্গ আশ্রয় করিয়াই জনগণকে লুণ্ঠন করে, কিন্তু যিনি দুর্গপতি, তিনি কি করিয়া প্রভাবিত হইবেন ?—এই অর্থ। এখানে দুর্গ বলিতে বিষয়-ভোগই, সেই বিষয়ভোগে দৈবাৎ পতিত ব্রহ্মচর্য্যাদিরই ভ্রংশ করিয়া থাকে, কিন্তু গৃহস্থদিগকে ভ্রষ্ট করিতে পারে না, কারণ তাহাদের ভোগ-বিশেষের শাস্ত্র-বিহিতত্ব-হেতু দুরদৃষ্ট উৎপাদন হয় না ॥ ২০ ॥

ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্ত্তুং গৃহেশ্বরি।
অপ্যায়ুষা বা কার্ৎস্ন্যেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(হে) গৃহেশ্বরি, তাং (অনেকোপকারকর্ত্রীং) ত্বাং (ভবতীং) কার্ৎস্ন্যেন (কৃৎস্নেন, সম্পূর্ণেন) আয়ুষা (জীবনেন) বা (জন্মান্তরৈঃ অপি) অনুকর্ত্তুং (প্রত্যুপকারৈঃ ত্বৎসদৃশী ভবিতুং) ন প্রভবঃ (ন বয়ং সমর্থাঃ), যে চ অন্যে গুণগৃধ্নবঃ (গুণপ্রিয়াঃ তেঽপি ন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে গৃহেশ্বরি, আমি সমস্ত আয়ুর্দ্বারা অথবা জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করিয়া তোমার সদৃশ হইতে পারিব না, অপর গুণপ্রিয় ব্যক্তিগণও সমর্থ হইবেন না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং স্ত্রিয়মাশ্রিত্যৈব গৃহস্থ এব সুখেন বিষয়মপি ভুঙ্ক্তে নরকেঽপি ন পততি ন তু বিরক্ত ইত্যতস্তাং প্রসিদ্ধাং ত্বাং স্ত্রীজাতিং অনুকর্ত্তুং প্রত্যুপকারৈস্তাদৃশীভবিতুং বয়ং পুরুষজাতয়ো ন প্রভবঃ। কার্ৎস্ন্যেন যদায়ুস্তেনাপি সম্পূর্ণেনাপ্যায়ুষেত্যর্থঃ। বাশব্দাজ্জন্মান্তরৈরপি যে চান্যেঽতিথয়ঃ গুণগৃধ্নবস্তদ্‌গুণগ্রাহিণঃ, পক্ষে ত্বামিত্যেকবচনেন বয়মিতি বহুবচনেন অপ্যায়ুষেত্যাদিনা চ পরিহাসঃ সূচিতঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়াই গৃহস্থ সুখে বিষয়ও ভোগ করে, নরকেও পতিত হয় না, কিন্তু বিরক্ত জন এইরূপ নহে, এইজন্য সেই প্রসিদ্ধ স্ত্রীজাতি তোমাকে, 'অনুকর্ত্তুং'—প্রত্যুপকারের দ্বারা তোমাদের মত হইতে, পুরুষজাতি আমরা সমর্থ নই। সম্পূর্ণ পরমায়ু লাভ করিলেও সমর্থ হইব না। 'বা'—এই শব্দের দ্বারা, অথবা জন্মান্তরেও অন্য যে সকল অতিথি তাহাদের গুণগ্রাহী (তাহারাও সমর্থ হইবে না)। পক্ষে—'ত্বাম্'—তোমাকে, এই একবচনের দ্বারা, 'বয়ম্'—আমরা, এই বহুবচনের দ্বারা, এবং 'অপ্যায়ুষা'—সম্পূর্ণ আয়ুর দ্বারা—ইত্যাদি বাক্যে পরিহাস সূচিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

অথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্।
যথা মাং নাতিরোচন্তি মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অথাপি (ত্বৎপ্রত্যুপকারানুরূপেণ উপকর্ত্তুমশক্যত্বেঽপি) তে (তব) প্রজাত্যৈ (পুত্রোৎপত্ত্যৈ) এতং কামং (অভিলষিতম্) অলং (পূর্ণং) করবাণি, (অপি তু) যথা (যেন কর্ম্মণা) মাং নাতিরোচন্তি (লোকাঃ মাং ন নিন্দন্তি তথা) মুহূর্ত্তং (সন্ধ্যাকালং) প্রতিপালয় (প্রতীক্ষস্ব) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যদ্যপি আমি তোমার সদৃশ হইতে অসমর্থ, তথাপি আমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ, কিন্তু লোকে যাহাতে আমার নিন্দা না করে, তজ্জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা কর ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং যদ্যপি ত্বদনুকরণমশক্যং, তথাপি এতং কামং প্রজাত্যৈ পুত্রোৎপত্ত্যৈ করবাণি; নন্বলং বাগ্‌বিলাসেন কালবিলম্বস্য দুঃখসহত্বাত্তূর্ণং তল্পগৃহং প্রবিশেতি তত্রাহ—নাতিরোচন্তি ন নিন্দন্তি প্রতিপালয় প্রতীক্ষস্ব ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে যদিও তোমাদের অনুকরণ (প্রত্যুপকার) করা অসম্ভব, তথাপি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত তোমার এই অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব। যদি বল—বাগ্বিলাসের কোন প্রয়োজন নাই, কালবিলম্ব দুঃসহ বলিয়া শীঘ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ কর, তাহাতে বলিতেছেন—'নাতিরোচন্তি'—যাহাতে লোকে আমার নিন্দা না করে, অতএব মুহূর্ত্তকাল (সন্ধ্যাকাল) অপেক্ষা কর ॥ ২২ ॥

এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—এষা (সন্ধ্যা) ঘোরতমা (অতিভয়ঙ্করী) ঘোরদর্শনা (ঘোরং দর্শনং যস্যাঃ সা) ঘোরাণাং (ভূতপ্রেতাদীনাং) বেলা—যস্যাং (বেলায়াং) ভূতেশানুচরাণি হ (রুদ্রস্য অনুচরাণি) ভূতানি (ভূতপ্রেতপিশাচাদীনি) চরন্তি (সর্ব্বতঃ পরিভ্রমন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই সময় অতি ঘোরতম এবং ঘোরদর্শন অর্থাৎ এই সায়ংকালে ভূতপ্রেতাদির দর্শন, হইয়া থাকে। এখন ভূতপতি রুদ্রের অনুচরগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ - নিন্দামগণয়ন্তীং ভীষয়মাণঃ শ্রীরুদ্রমনুবর্ণয়তি—এষেতি সপ্তভিঃ। ঘোরাণাং দর্শনং যস্যাম্, অতএব ঘোরতমা। ঘোরাণামিতি ঘোরস্বামিকেত্যর্থঃ। ঘোরাণ্যেবাহ—চরন্তীত্যাদি ॥ ২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিন্দা অগ্রাহ্যকারিণী দিতিকে ভয় দেখাইতে শ্রীরুদ্রের বর্ণনা করিতেছেন—'এষা', ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। ভয়ঙ্কর ভূত প্রেতাদির দর্শন হয় যে কালে, অতএব এই সময় অতি ঘোরতম। 'ঘোরাণাং বেলা'—বলিতে এই সময়ের অধিপতি ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতাদি। ভয়ঙ্করত্বই বলিতেছেন—'চরন্তি' ইত্যাদির দ্বারা, অর্থাৎ ভূতপতি রুদ্রের অনুচরবৃন্দ ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি এই সময়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥

এতস্যাং সাধ্বি সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধ্বি, এতস্যাং সন্ধ্যায়াং ভূতভাবনঃ (নিখিল-জনপালকঃ) ভূতরাট্ (ভূতপতিঃ) ভগবান্ (রুদ্রঃ) পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) ভূতপর্ষদ্ভিঃ (ভূতপ্রমথাদীনাং পরিষদঃ সভাঃ সমূহাঃ তৈঃ সহ) বৃষেণ (স্ববাহনেন) অটতি (পরিভ্রমতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে পতিব্রতে, এই সন্ধ্যাকালে ভূতগণের পালক ভূতপতি ভগবান্ রুদ্র ভূতগণপরিবেষ্টিত হইয়া বৃষে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—ভূতান্যপ্যগণয়ন্তী পুনরাহ—এতস্যামিতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূতগণকেও অগ্রাহ্য করায় পুনরায় বলিতেছেন—'এতস্যাম্' ইতি, অর্থাৎ এই সন্ধ্যাকালে ভূতভাবন ভগবান্ ভূতপতি ভূত-প্রমথাদি পার্ষদগণের সহিত বৃষে আরোহণপূর্ব্বক চারিদিকে বিচরণ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র-
বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো
দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্রবিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ (শ্মশানে যঃ চক্রানিলঃ বাতমণ্ডলী তস্মিন্ যা ধূলিঃ তয়া ধূম্রঃ বিকীর্ণঃ বিক্ষিপ্তঃ বিদ্যোতঃ দ্যুতিমান্ জটাকলাপঃ জটাসমূহঃ যস্য সঃ), ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহঃ (ভস্মনা অবগুণ্ঠঃ প্রাবৃতঃ অমলঃ নির্ম্মলঃ রুক্মবৎ রজতবৎ দেহঃ যস্য সঃ) তে দেবরঃ (একস্য দক্ষস্য জামাতৃত্বাৎ মম ভ্রাতা অতঃ তব দেবরঃ) দেবঃ (মহাদেবঃ) ত্রিভিঃ (সোমার্কাগ্নিনেত্রৈঃ) পশ্যতি (অবলোকয়তি) ॥২৫॥

অনুবাদ—শ্মশানমধ্যে চক্রাকার (ঘূর্ণিত বায়ুমণ্ডলীর ধূলিদ্বারা ধূম্রবর্ণ দ্যুতিবিশিষ্ট জটাকলাপ ও ভস্মাচ্ছাদিত নির্ম্মল স্বর্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট তোমার দেবর মহাদেব, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ত্রিবিধনয়ন দ্বারা সকলই দর্শন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি তৎ সম্মুখত্বমাত্রং বর্জ্জনীয়মিতি-চেত্তত্রাহ—শ্মশানে যশ্চক্রানিলঃ বাতমণ্ডলী তত্র ধূলি-

ধূম্রঃ বিকীর্ণো বিক্ষিপ্তো বিদ্যোতো দ্যুতিমান্ জটাসমূহো যস্য সঃ। ভস্মনা অবগুণ্ঠ আবরণং যস্য তথাভূতোঽমলঃ স্বর্ণবদ্দেহো যস্য স দেবস্ত্রিভিঃ সোমার্কাগ্নিনেত্রৈঃ পশ্যতী.ত্যতদপরাধফলং সদ্য এব স নো দাস্যতীতি ভাবঃ। স চ তেন নিঃসম্বন্ধো নাপ্যপরিচিতশ্চেত্যাহ—দেবর ইতি। একস্য জামাতরঃ পরস্পরং ভ্রাতরো ব্যবহ্রিয়ন্তে, অতো মম ভ্রাতাসৌ তব দেবর ইতি ত্বং বা কথং ন লজ্জসে ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখভাগই কেবল বর্জ্জন করা উচিত—যদি এইরূপ বল, তাহাতে বলিতেছেন—'শ্মশান'—ইত্যাদি। শ্মশানে যে চক্রাকার বায়ুমণ্ডলী, তাহাতে ধূলিদ্বারা ধূম্রবর্ণ দ্যুতিমান্ জটাসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে যাঁহার, এবং ভস্মের আবরণেও উজ্জ্বল স্বর্ণতুল্য দেহ যাঁহার, সেই দেব—চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ তিনটি নয়নের দ্বারা দেখিতেছেন, ইহাতে এই অপরাধের ফল সদ্যই আমাদের প্রদান করিবেন, এই ভাব। আর, তিনি সম্পর্কশূন্য এবং অপরিচিতও নহেন, ইহা বলিতেছেন—'দেবরঃ' ইতি, তিনি তোমার দেবর। একজনের বহু জামাতাগণ পরস্পর ভ্রাতা—এইরূপ লোক-ব্যবহার রহিয়াছে, অতএব তিনি আমার ভ্রাতা, তোমার দেবর, ইহাতে তুমি কিজন্য লজ্জিত হইতেছ না—ইহা ভাবার্থ ॥ ২৫ ॥

ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা।
নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্বিগর্হ্যঃ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধা-
মাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে (জগতি) যস্য (দেবস্য) স্বজনঃ পরঃ বা ন (অস্তি), উত (অথবা) ন অত্যাদৃতঃ (অতীব আদরণীয়ঃ), ন (বা) কশ্চিৎ বিগর্হ্যঃ (নিন্দ্যঃ); বত (অহো) বয়ং (সংসারিণঃ জীবাঃ) ব্রতৈঃ (নিয়মাদিভিঃ) যচ্চরণাপবিদ্ধাং (যেন চরণেন অপবিদ্ধাং নির্ম্মাল্যবৎ দূরতঃ ত্যক্তাং) ভুক্তভোগাং (ভুক্তঃ ভোগো যস্যাঃ তাং দৃষ্টদোষাম্) অজাং (মায়াং তন্ময়ীং বিভূতিং মহাপ্রসাদ ইতি) আশাস্মহে (প্রার্থয়ামহে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার ইহলোকে আত্মীয় ও পর কেহ নাই, অথবা অতীব আদরণীয় ও নিন্দনীয়ও কেহ নাই, আমরা ব্রতাচরণ দ্বারা তাঁহার চরণকর্ত্তৃক নির্ম্মাল্যবৎ, দূরে পরিত্যক্ত ও ভুক্তবিশিষ্ট মায়াময়ী বিভূতিকে 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকি ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—নন্বার্ত্তয়া ময়া লজ্জাভয়াভ্যাং জলাঞ্জলির্দত্ত এব ত্বয়াপ্যত্র ন ভেতব্যমেব; মহত্ত্বেনাদরণীয়স্য স্বজনস্য তব সর্ব্বমেবাসৌ দেবঃ ক্ষমেতৈবেতি তত্রাহ—ন যস্যেতি। যস্য স্বস্য স্বজনাদির্নাস্তি ঈশ্বরত্বেন সর্ব্বত্র সাম্যাদিতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যমেবাহ—যেন চরণেনাপবিদ্ধাং নির্ম্মাল্যবদ্দূরে ত্যক্তাং ভুক্তভোগামজাং তন্ময়ীং বিভূতিং মহাপ্রসাদং বয়মাশাস্মহে তত্রাপি ব্রতৈঃ সকামা বয়ং তদুচ্ছিষ্টবিষয়ভোজিন এব ভবাম ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—আমি আর্ত্ত, এইজন্য লজ্জা ও ভয় জলাঞ্জলি দিয়াছি, অতএব তোমারও এই বিষয়ে কোন ভয় করিতে হইবে না, মহত্ত্বরূপে আদরণীয় স্বজন তোমার সকল দোষ, সেই দেবতা ক্ষমা করিবেনই, তাহাতে বলিতেছেন—'ন যস্য' ইত্যাদি। যাঁহার নিজের স্বজনাদি কেহ নাই, ঈশ্বর-হেতু সর্ব্বত্র তাঁহার সাম্য (সমদৃষ্টি) রহিয়াছে—এই ভাব। ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—তিনি চরণের দ্বারা প্রসাদী নির্ম্মাল্যের ন্যায় দূরে যে বস্তু নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই তাঁহার ভোগাবশিষ্ট মায়াময়ী বিভূতিকে আমরা মহাপ্রসাদ জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি।' তথাপি ব্রতের দ্বারা সকাম আমরা তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজীই হইব—এই ভাব ॥ ২৬ ॥

যস্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো
গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎ স্বয়ং
পিশাচ-চর্য্যামচরদগতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবিদ্যাপটলং (অবিদ্যা-কৃতং পটলম্ আত্মাবরণং) বিভিৎসবঃ (ছেত্তুমিচ্ছবঃ) মনীষিণঃ যস্য (মহাদেবস্য) অনবদ্যাচরিতং (অনবদ্যং বিষয়াসক্তিশূন্যম্ আচরিতং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি),

যৎ (যস্মাৎ নিরাসক্তঃ সঃ) নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ (নিরস্তং সাম্যম্ অতিশয়শ্চ যস্মাৎ তথাভূতঃ সন্) অপি সতাং গতিঃ (গুরুঃ) স্বয়ং পিশাচ-চর্য্যাম্ অচরৎ (ভোগাদ্বিমুখত্বাৎ পিশাচ-চরিতমপি অগৃহ্ণাৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অবিদ্যারাশি বিনাশ করিতে ইচ্ছুক মনীষিবৃন্দ যাঁহার বিষয়াসক্তিশূন্য আচরণ আদরের সহিত গ্রহণ করেন, সেই সাধুদিগের গতিস্বরূপ শিব সাম্যাতিশয়রহিত হইয়াও স্বয়ং পিশাচের ন্যায় আচরণ করেন ।। ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তস্যাপি দিগম্বরতয়া সদৈব স্ত্রিয়া সহ মিথুনীভূয় তিষ্ঠতশ্চিতাভস্মাস্থিভূষণস্য সর্ব্বং সচ্চরিতমহং জানামীতি তত্র হে কুমনীষিণি দিতে, মত্তঃ সকাশাৎ তচ্চরিতস্য তত্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—যস্য অনবদ্যমনিন্দ্যমেব চরিতং তৎ সর্ব্বং মনীষিণ এবাদরেণ গৃণন্তি তে সংসারান্মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। নিরস্তেতি ভগবতা সহৈক্যাৎ ; যদ্বা, নিরস্তঃ সাম্যেন সাম্যগুণবত্ত্বেন অতিশয়ো যস্মাৎ সঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, দিগম্বররূপে সর্ব্বদাই স্ত্রীর সহিত মিথুনভাবে অবস্থিত, চিতার ভস্ম ও অস্থি যাঁহার ভূষণ, তাঁহার সকল সচ্চরিত্রই আমি জানি, তাহাতে (মহামুনি কশ্যপ) বলিতেছেন—হে কুদৃষ্টিসম্পন্না দিতি ! আমার নিকট হইতে তাঁহার চরিত্রের তত্ত্ব শ্রবণ কর, ইহাই বলিতেছেন—'যস্য'—যাঁহার 'অনবদ্যং'—অনিন্দনীয়ই (নির্ম্মল) চরিত্র, সেই সকল মনীষিগণই সাদরে গ্রহণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন—এই অর্থ। 'নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ'—যাঁহা হইতে সাম্য ও অতিশয় নিরস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহার সমান ও অতিশয় কেহ নাই—ইহা ভগবানের সহিত ঐক্যবশতঃ উক্ত হইয়াছে, অথবা—সাম্যগুণবত্ত্বহেতু অতিশয় যাঁহা হইতে নিরস্ত হইয়াছে, তিনি ॥ ২৭ ॥

হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ
স্বাত্মন্ রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্ ।
যৈর্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ
শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ (দুর্ভগৈঃ) বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ শ্বভোজনং (শুনাং ভোজ্যং শরীরং) স্বাত্মতয়া (অয়মেব আত্মা ইতি বুদ্ধ্যা উপলালিতম্ (আদরেণ বর্দ্ধিতং) দুর্ভগাঃ হি (মন্দভাগ্যাঃ তে এব) স্বাত্মন্ (স্বাত্মনি) রতস্য (আত্মারামস্য) সমীহিতং (লোকশিক্ষারূপম্ অভিপ্রেতম্) অবিদুষঃ (অবিদ্বাংসঃ অজাতন্তঃ এব যদ্বা, ন বিদ্বান্ যস্মাৎ তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য) আচরিতম্ হসন্তি (নিন্দন্তি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যাহারা কুক্কুরভক্ষ্য এই শরীরে আত্মবুদ্ধি করেন এবং বস্ত্র, মাল্য আভরণ ও অনুলেপনদ্বারা ইহার লালন পালন করেন, সেই দুর্ভাগাগণই আত্মারাম (শ্রীকৃষ্ণে রত) মহাদেবের লোকশিক্ষারূপ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার আচরণকে উপহাস করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—যে তু নিন্দন্তি তে সংসারে বদ্ধা ভবন্তীত্যাহ— হসন্তীতি। দুর্ভগাঃ ন কস্যাপ্যনুকম্প্যা ইত্যর্থঃ। স্বাত্মন্ স্বস্যাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে রতস্য সমীহিতমভিপ্রায়ং অবিদুষোঽবিদ্বাংসঃ। সমীহিতঞ্চেদম্। সমীচীনগন্ধপুষ্পবস্ত্রাভরণাদীনি মৎপ্রভোর্ভগবত এবার্হাণীতি তস্মৈ দত্তান্যতো নাহমুপভুঞ্জ ইত্যেবং রূপম্। যৈর্দুর্ভগৈঃ শ্বভোজনং শুনাং ভোজ্যং শরীরং স্বাত্মতয়া অয়মেবাত্মেতি বুদ্ধ্যা বস্ত্রাদিভিরুপলালিতম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ কিন্তু যাহারা রুদ্রের নিন্দা করে, তাহারা সংসারে বদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন — 'হসন্তি' ইত্যাদি। 'দুর্ভগাঃ'—তাহারা দুর্ভাগ্যবান্, কাহারও অনুকম্পার পাত্র নহে—এই অর্থ। 'স্বাত্মন্' —নিজের আত্মাতে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রত মহাদেবের 'সমীহিতং'—অভিপ্রায় না জানিয়া (নিন্দা করিয়া থাকে)। তাঁহার অভিপ্রায় এই প্রকার—উত্তম গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও আভরণাদি আমার প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই যোগ্য, তাঁহাকে এইগুলি প্রদত্ত হইবে, অতএব আমি উহা উপভোগ করিব না—এইরূপ (তাঁহার অভিপ্রায়)। যাহারা দুর্ভাগা, তাহারাই কুক্কুরের ভক্ষ্য এই শরীরকে, 'স্বাত্মতয়া'—ইহাই আত্মা—এইরূপ বুদ্ধিতে বস্ত্রাদির দ্বারা লালনপালন করেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা
যৎকারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া ।
আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচ-চর্য্যা
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ যৎকৃতসেতুপালাঃ (যেন-মহাদেবেন কৃতান্ সেতূন্ স্ব-স্বাধিকারান্ পালয়ন্তি) ইদং বিশ্বং যৎকারণং (যঃ কারণং যস্য তৎ, যেন কৃতমিতি যাবৎ), মায়া চ যস্য আজ্ঞাকরী (বশ্যা), (তস্য) বিভূম্নঃ (পরমেশ্বরস্য) পিশাচ চর্য্যা চরিতং (পিশাচবৎ আচরণং) অহো (অত্যাশ্চর্য্যং) বিড়ম্বনম্ (অতর্ক্যমিত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবতাগণও যাঁহা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব অধিকার পালন করিতেছেন, যিনি বিশ্বের কারণ এবং মায়া যাঁহার অধীনা, অহো ! তাঁহারও পিশাচের ন্যায় আচরণ !—ঈশ্বরের চরিত্র তর্কের অগোচর ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র বিশ্বেশ্বরে কে বয়ং বরাকা ইত্যাহ—ব্রহ্মাদয়োঽপি যৎকৃতান্ সেতূন্ সায়ং স্ত্রীসঙ্গং ভোজনস্বাপ-ত্যাগাদিরূপমর্য্যাদাঃ পালয়ন্তি। য এব কারণং যস্য তৎ মায়া চ যস্যাধীনা, তস্যাপ্যহো চিত্রং পিশাচচর্য্যা তস্মাদ্বিভূম্নঃ পরমেশ্বরস্য চরিতং সর্ব্বং বিড়ম্বনমনুকরণমাত্রমেব ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিশ্বেশ্বরে আমরা কোন্ তুচ্ছ—ইহা বলিতেছেন—'ব্রহ্মাদয়ঃ' ইত্যাদি। ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার নির্দ্ধারিত 'সেতূন্'—ধর্ম্মমর্য্যাদা, অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে স্ত্রীসঙ্গ, ভোজন, নিদ্রা-ত্যাগাদিরূপ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। 'যৎকারণং'—যিনি এই বিশ্বের কারণ এবং মায়া যাঁহার অধীনা, তাঁহারও (মহাদেবেরও), 'অহো'—কি আশ্চর্য্য, 'পিশাচ-চর্য্যা'—পিশাচের ন্যায় আচরণ ! অতএব 'বিভূম্নঃ'—পরমেশ্বরের চরিত সমস্তই বিড়ম্বনা, অর্থাৎ অনুকরণমাত্রই ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—পিশাচচর্য্যামচরৎ রুদ্রো বিষ্ণ্বাজ্ঞয়ৈব তু।
গর্ভিণীবধনাদার্থমহে বিষ্ণুর্বিড়ম্বকৃৎ ॥
ইতি বারাহে ॥ ২৯ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া ।
জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীব গতত্রপা ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ভর্ত্রা (স্বামিনা) এবং (কথিত-প্রকারেণ) সংবিদিতে (জ্ঞাপিতে সতি অপি) মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া (কামপীড়িতচিত্তা) সা (দিতিঃ) বৃষলী ইব (বেশ্যা ইব) গতত্রপা (নির্লজ্জা সতী) ব্রহ্মর্ষেঃ (কশ্যপস্য) বাসঃ (বস্ত্রং) জগ্রাহ (চকর্ষ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন,—নিজ পতি কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াও কামোন্মত্তা দিতি বেশ্যার ন্যায় নির্লজ্জা হইয়া ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বসন ধারণ করিয়া ছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্রা এবং সম্বিদিতে জ্ঞাপিতেঽপি সতি ; যদ্বা, ভর্ত্রা হেতুনা এবং জ্ঞাপিতে সতি বৃষলীব বেশ্যেব। কামো বিবেকং গ্রসতি স্বীয়মন্যৈশ্চ দর্শিতম্। অত্র প্রমাণং ব্রহ্মৈব পুংসঃ স্ত্রীষূচ্যতে দিতিঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভর্ত্রা'—স্বামি-কর্ত্তৃক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়াও, অথবা—যেহেতু তিনি স্বামী, এইজন্য তিনি জানাইলেও, দিতি 'বৃষলীব'—বেশ্যার ন্যায় (নির্লজ্জা হইয়া কশ্যপের বসন ধারণ করিয়া টানিতে লাগিলেন)। কাম বিবেককে গ্রাস করে, তাহা নিজ হইতে হউক, অথবা অপরের দ্বারা প্রদর্শিত হউক—ইহা দেখান হইল। এই বিষয়ে পুরুষদিগের মধ্যে ব্রহ্মাই প্রমাণ এবং স্ত্রীগণের মধ্যে দিতি—এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

———

স বিদিত্বাথ ভার্য্যায়াস্তং নির্ব্বন্ধং বিকর্ম্মণি ।
নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সঃ (কশ্যপঃ) ভার্য্যায়াঃ বিকর্ম্মণি (নিষিদ্ধকর্ম্মণি) তং নির্ব্বন্ধং (হঠং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) দিষ্টায় (দৈবরূপায় ঈশ্বরায়) নত্বা (নমস্কৃত্য) তয়া (ভার্য্যয়া সহ) অথ রহসি (একান্তে) উপবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মুনিবর কশ্যপ ভার্য্যার নিষিদ্ধ-কর্ম্মে দৃঢ়মতি জানিয়া দৈবরূপ ঈশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক

ভার্য্যার সহিত নির্জ্জনে মৈথুন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্টায় স্বাদৃষ্টায়, উপবিবেশ রেমে ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিষ্টায়'—নিজের অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে (প্রণাম করিয়া)। 'উপবিবেশ'—রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানাযম্য বাগ্‌যতঃ।
ধ্যায়ন্ জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সলিলং উপস্পৃশ্য (জলে স্নাত্বা) প্রাণান্ আযম্য (প্রাণায়ামং কৃত্বা) বাগ্‌যতঃ (মৌনী সন্) বিরজং (ভর্গশব্দবাচ্যং বিরজস্কং) জ্যোতিঃ ধ্যায়ন্ সনাতনং ব্রহ্ম (গায়ত্রীং প্রণবং বা) জজাপ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর জলে স্নান ও প্রাণায়ামাদি সমাপনপূর্ব্বক সংযতবাক্ হইয়া 'ভর্গ' শব্দবাচ্য জ্যোতির্ম্ময়, সনাতন, বিরজ-ব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—উপস্পৃশ্য স্নাত্বা আচম্য জজাপ প্রণবং গায়ত্রীং বা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপস্পৃশ্য'—জলে স্নান ও আচমন করিয়া। 'জজাপ'—প্রণব-মন্ত্র অথবা গায়ত্রী জপ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্ম্মাবদ্যেন ভারত।
উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত (বিদুর), দিতিস্তু (দিতিঃ অপি) তেন কর্ম্মাবদ্যেন (কর্ম্মদোষেণ) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী অতঃ) অধোমুখী (বিনম্রবদনা চ সতী) বিপ্রর্ষিং (কশ্যপম্) উপসঙ্গম্য (সমীপং গত্বা অভ্যভাষত (উবাচ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, দিতিও তাঁহার দোষাবহ কর্ম্মের জন্য অতিশয় লজ্জিতভাবে বিপ্রর্ষি কশ্যপের নিকটে গমন করিয়া অধোবদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মাবদ্যেন কর্ম্মদোষেণ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মাবদ্যেন'—সেই কর্ম্মদোষের দ্বারা (লজ্জিতা হইয়া) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ—

ন মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্ ভূতানামৃষভোঽবধীৎ।
রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদিতিঃ উবাচ—(হে) ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মর্ষে), যস্য (রুদ্রস্য) অহং অংহসম্ (অংহঃ অপরাধস্তম্) অকরবং (কৃতবতী সঃ) ভূতানাং (প্রমথাদীনাম্) ঋষভঃ (স্বামী) ভূতানাং হি পতিঃ রুদ্রঃ মে ইমং গর্ব্ভং ন অবধীৎ (মা হন্তু) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দিতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, ভূতপতি রুদ্রের নিকট আমি অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি যেন আমার গর্ভ বিনষ্ট না করেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন অবধীৎ মা হন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন অবধীৎ'—যেন বিনাশ না করেন, এই অর্থ ॥ ৩৪ ॥

নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢুষে।
শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—রুদ্রায় (রুৎ দুঃখং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ তস্মৈ) মহতে উগ্রায় (অনতিলঙ্ঘ্যায়) মীঢুষে (সকামেষু ফলসেচন কর্ত্রে) শিবায় (নিষ্কামেষু মঙ্গলপ্রদায়) ন্যস্তদণ্ডায় (বস্তুতঃ অগৃহীতশাসনদণ্ডায় পরন্তু দুষ্টেষু) ধৃতদণ্ডায় মন্যবে (সংহারে ক্রোধরূপিণে) নমঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—রুৎ অর্থাৎ দুঃখকে দ্রাবিত বা বিনষ্ট করেন বলিয়া যিনি রুদ্র, যাঁহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, যিনি সকাম পুরুষগণের ফলসেচন কর্ত্তা ও নিষ্কামব্যক্তিগণের পক্ষে পরমমঙ্গলস্বরূপ, বস্তুতঃ যিনি স্বয়ং ত্যক্তদণ্ড হইয়াও দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডধর, সংহারকালে যিনি ক্রোধস্বরূপ, সেই মহাদেবকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—পশ্চাত্তাপবতী প্রণমতি। রুদ্রায়—মাং রোদয়িষ্যতে কিম্বা মম রুৎ রোদনং কৃপয়া

দ্রাবয়িষ্যতে দূরীকরিষ্যতে ; যতো মহতে দেবায় মদপরাধং ক্ষমিষ্যমাণায় ; কিম্বা উগ্রায় মদ্গর্ব্বমিমং হনিষ্যতে ; কিম্বা মীঢ়ুষে মন্মনোরথশাখিনং কৃপামৃতেনাভিষেক্ষ্যতে যতঃ শিবায় নিরস্তদণ্ডায় ; কিংবা ধৃতদণ্ডায় মাং দণ্ডয়িষ্যতে ; যতো মন্যবে মন্যুস্বরূপায় ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরে অনুতপ্তা হইয়া দিতি প্রণাম করিতেছেন—'রুদ্রায়', শ্রীরুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র বলিতে—যিনি আমাকে রোদন করাইবেন, কিম্বা আমার রোদন কৃপাপূর্ব্বক বিদূরিত করিবেন। 'মহতে দেবায়'—যেহেতু তিনি মহান্ দেব, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, তাঁহাকে নমস্কার। কিম্বা —'উগ্রায়', তিনি উগ্র, আমার এই গর্ব্ব বিনাশ করিবেন, অথবা—'মীঢ়ুষে'—আমার মনোরথ-বৃক্ষকে কৃপামৃতের দ্বারা অভিষিঞ্চিত করিবেন, যেহেতু তিনি শিব, মঙ্গলময়, শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন। অথবা—'ধৃতদণ্ডায়', অপরাধী আমার প্রতি দণ্ড ধারণপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিবেন ; যেহেতু 'মন্যবে' —সংহারকালে তিনি ক্রোধস্বরূপ, (তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি)॥ ৩৫ ॥

স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্ব্বনুগ্রহঃ
ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—উর্ব্বনুগ্রহঃ (উরুঃ মহান্ অনুগ্রহঃ কৃপা যস্য সঃ) সঃ ভগবান্ ভামঃ (দক্ষ-জামাতৃত্বেন ভাগিনীপতিঃ) দেবঃ সতীপতিঃ ব্যাধস্য (নির্দ্দয়স্য) অপি অনুকম্প্যানাং (কৃপাযোগ্যানাং) স্ত্রীণাং নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাং (প্রসীদতু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ রুদ্রদেব আমার ভগিনীপতি, তিনি পার্ব্বতীর পতি (সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বভাব তিনি স্বয়ং জ্ঞাত আছেন) ; ব্যাধাদি নির্দ্দয়গণও দয়ার-পাত্র স্ত্রীলোকগণের প্রতি কৃপা করিয়া থাকে, অতএব আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং সংশয়ানৈব স্তুবানা স্বদৈন্যং দর্শয়ন্তী তস্মাদভয়ং প্রার্থয়তে। ভামো ভগিনীপতিঃ উরুরনুগ্রহো যস্য সঃ। ব্যাধস্য নির্দ্দয়স্যাপি, সতীপতিরিতি স্ত্রীণাং স্বভাবং স স্বয়মেব বেত্তীতি সূচয়তি ; যদ্বা, সত্যা অপ্যনুরোধেন তত্ভগিনীং মাং মা দণ্ডয়ত্বিতি সা সতী মদপরাধং মার্জ্জয়ত্বিতি বা ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দিতি এইরূপ সংশয়ান্বিতা হইয়াই স্তব করিতে করিতে নিজ দৈন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন—'স নঃ প্রসীদতাং'—তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। 'ভামঃ'—তিনি আমার ভগিনীপতি (ভগিনী সতী, তাঁহার পতি) 'উর্ব্বনুগ্রহঃ'—তাঁহার প্রভূত অনুগ্রহ রহিয়াছে। 'ব্যাধস্য'—নির্দ্দয় ব্যাধেরও অনুকম্পার যোগ্যা স্ত্রীগণের প্রতি কৃপা থাকে। 'সতীপতিঃ'—তিনি সতীর পতি, অতএব স্ত্রীগণের স্বভাব নিজেই জানেন—ইহা সূচনা করিতেছেন, অথবা—সতীরও অনুরোধে তাঁহার ভগিনী আমাকে দণ্ড প্রদান না করুন, কিম্বা—সেই সতী আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—ইহা ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্।
নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্য্যামাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—স্ব-সর্গস্য (স্ব-সন্তানস্য) লোক্যাং (লোকদ্বয়ার্হাম্) আশিষং (মঙ্গলম্) আশাসানাং (প্রার্থয়ন্তীং) প্রবেপতীং (কম্পমানাং) ভার্য্যাং (দিতিং) নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মঃ (সন্ধ্যায়াং যঃ নিয়মঃ সঃ নিবৃত্তঃ যস্য সঃ) প্রজাপতিঃ (কশ্যপঃ) আহ (উবাচ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় বলিলেন,—প্রজাপতি কশ্যপ, সন্ধ্যাকালীন নিয়ম ভঙ্গ জন্য কম্পিত-কলেবরা নিজ সন্তানের উভয়লোকে মঙ্গলকামিনী দিতিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসর্গস্য স্ব-সন্তানস্য লোক্যাং লোকদ্বয়ার্হাম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ব-সর্গস্য'—নিজ সন্তানের, 'লোক্যাং আশিষং'—ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল (আকাঙ্ক্ষাকারিণী দিতিকে বলিলেন) ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ—

অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষান্মৌহূর্ত্তিকাদুত।
মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাঞ্চাতিহেলনাৎ ॥ ৩৮ ॥
ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে জাঠরাধমৌ।
লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ—(হে) অভদ্রে (অশুভে), (হে) চণ্ডি (কোপনে)! তে (তব) আত্মনঃ (চিত্তস্য) অপ্রায়ত্যাৎ (অশুচিত্বাৎ) উত (অপি চ) মৌহূর্ত্তিকাৎ (সন্ধ্যারূপাৎ) দোষাৎ মন্নিদেশাতিচারেণ (মমাজ্ঞালঙ্ঘনেন চ) দেবানাং (রুদ্রানুচরাণাম্) অতিহেলনাৎ চ (অবজ্ঞানাদপি) তব অভদ্রৌ (অমঙ্গলকরৌ) জাঠরাধমৌ (পুত্রাপসদৌ) ভবিষ্যতঃ সপালান্ (ইন্দ্রাদি-লোকপাল-সহিতান্) ত্রীন লোকান্ মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) আক্রন্দয়িষ্যতঃ (পীড়নেন রোদয়িষ্যতঃ) ॥৩৮-৩৯॥

অনুবাদ—শ্রীকশ্যপ কহিলেন,—হে অভদ্রে, তোমার চিত্ত অপবিত্র এবং এই সন্ধ্যারূপ মুহূর্ত্তের দোষ আছে, আমার আজ্ঞার লঙ্ঘন এবং রুদ্রাদি দেবগণের অবজ্ঞা-জন্য তোমার উদরে অমঙ্গলস্বরূপ দুইটী কুলাঙ্গার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। হে কোপনে, তাহারা দিক্‌পালগণের সহিত ত্রিভুবনকে বারম্বার পীড়ন করিবে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তে তব আত্মনো মনসোঽপ্রায়ত্যাদপাবিত্র্যাৎ ক্রূরমনসৌ। মুহূর্ত্তঃ সন্ধ্যারূপো ঘোরস্তত্ত্বাদ্দোষাদ্ঘোরৌ সন্ধ্যায়া দ্বিঘটিকত্বাচ্চ দ্বৌ। মম নির্দ্দেশস্য আজ্ঞাবাক্যস্য অতিচারেণাতিক্রমেণ চ ধর্ম্মমর্য্যাদাভঞ্জনৌ দেবানাং শ্রীরুদ্রাণাং হেলনাচ্চ ভগবদ্দ্বেষিণৌ। হে অভদ্রে, ইতি তবৈবাভদ্রাণি ত্বৎপুত্রয়োঃ সঞ্চরিষ্যন্তীতি ভাবঃ।

জাঠরৌ তজ্জঠরভবৌ অধমৌ পুত্রৌ এবং ব্যস্তাৎ সমস্তাচ্চ দোষাৎ লোকানিত্যাদি। হে চণ্ডীতি মদ্ধর্ম্মবাক্যেঽপি যত্ত্বয়া প্রাচণ্ড্যং কৃতং, তস্যেদং ফলং ভুঙ্ক্ষ্বেতি কামক্রোধয়োস্ত্বং খনিরেবাসীতি কশ্যপস্যাপি তস্যাং কোপো ব্যক্তঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(দুইটি কুলাঙ্গার পুত্রের উৎপত্তি হইবার কারণ বলিতেছেন)—'তে অপ্রায়ত্যাৎ', তোমার মনের অপবিত্রতাহেতু, ক্রূর-চিত্তযুক্ত দুইটি সন্তান হইবে। 'মৌহূর্ত্তিকাৎ দোষাৎ'—সন্ধ্যারূপ মুহূর্ত্ত ঘোরকাল, তৎকালে উৎপন্ন হওয়ায় তাহারা ঘোর অর্থাৎ ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি হইবে এবং সন্ধ্যার দ্বিঘটিকা কাল বলিয়া দুইটি সন্তান হইবে। 'মন্নিদেশাৎ'—আমার নির্দ্দেশ, অর্থাৎ আজ্ঞাবাক্যের অতিক্রম-জনিত উহারা ধর্ম্ম ও মর্য্যাদার ভঙ্গকারী হইবে। 'দেবানাং অতিহেলনাৎ'—পূজনীয় শ্রীরুদ্রদেবের ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের অবহেলাবশতঃ তাহারা দুইজন শ্রীভগবানের বিদ্বেষকারী হইবে। হে অভদ্রে!—এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা, অমঙ্গলরূপা তোমারই অমঙ্গলসমূহ তোমার পুত্রদ্বয়ে সঞ্চারিত হইবে—এই ভাব ॥

'জাঠরাধমৌ'—তোমার জঠরোদ্ভূত অধম এই পুত্রদ্বয়—এইপ্রকার ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক দোষহেতু, 'লোকান্'—ইন্দ্রাদি লোকপাল-সহ ত্রিলোকের পীড়ন করিবে। হে চণ্ডি! —আমার ধর্ম্মসম্মত বাক্যেও যেহেতু তুমি প্রচণ্ড ভাব দেখাইয়াছিলে, তাহার এই ফল ভোগ কর, কাম ও ক্রোধের তুমি খনিই (আকরভূমি), ইহাতে ব্রহ্মর্ষি কশ্যপেরও তাঁহার (দিতির) প্রতি কোপ ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্।
স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু ॥ ৪০॥
তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
হনিষ্যত্যবতীর্য্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্ব্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—দীনানাম্ অকৃতাগসাং (নিরপরাধানাং) প্রাণিনাং হন্যমানানাং (সতাং প্রাণিষু হন্যমানেষু সৎসু ইতি যাবৎ) স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং (স্ত্রীষু পাতিব্রত্যধর্ম্মাৎ চাল্যমানাসু সতীষু) মহাত্মসু কোপিতেষু (সৎসু চ) তদা অসৌ (প্রসিদ্ধঃ) ভগবান্ বিশ্বেশ্বরঃ লোকভাবনঃ (লোকানাং পালকঃ বিষ্ণুঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) অবতীর্য্য (বরাহ-নৃসিংহরূপে স্বীকৃত্য) যথা শতপর্ব্বধৃক্ (বজ্রধরঃ ইন্দ্রঃ) অদ্রীন্ (পর্ব্বতান্ নাশিতবান্ তথা) হনিষ্যতি (এতৌ ত্বৎ পুত্রৌ নাশয়িষ্যতি) ॥ ৪০-৪১ ॥

অনুবাদ—নিরপরাধ দীন প্রাণিগণের হনন, স্ত্রীলোকগণের নিগ্রহ ও তজ্জনিত মহাত্মগণের ক্রোধ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলে লোকপালক ভগবান্

বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া বরাহ ও নৃসিংহ অবতার গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতকে বিদারণ করেন, তদ্রূপ ঐ পুত্রদ্বয়কে বিনষ্ট করিবেন ॥ ৪০-৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কিয়ত্তয়োরায়ুরিতি চেৎ শৃণ্বিত্যাহ—প্রাণিনামিত্যাদি,প্রাণিষ্বিত্যর্থঃ। শতপর্ব্বধৃক্ বজ্রধর ইন্দ্র ইব ॥ ৪০-৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের দুইজনের পরমায়ু কতকাল, তাহা যদি জানিতে চাও, তবে শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'প্রাণিনাম্'—অর্থাৎ নিরপরাধী প্রাণিগণে, এই অর্থ। 'শতপর্ব্ব-ধৃক্'—শত পর্ব্ব যাহার, বজ্র—তাহার ধারক, অর্থাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় ॥ ৪০-৪১ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ—

বধং ভগবতা সাক্ষাৎ সুনাভোদারবাহুনা।
আশাসে পুত্রয়োর্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্‌ব্রাহ্মণাৎ প্রভো ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদিতিঃ উবাচ—প্রভো (হে স্বামিন্), সুনাভোদারবাহুনা (সুনাভেন চক্রেণ উদারঃ ভূষিতঃ বাহুঃ যস্য তেন) সাক্ষাৎ ভগবতা মহ্যং (মম ইত্যর্থঃ) পুত্রয়োঃ বধং আশাসে (প্রার্থয়ামি), ক্রুদ্ধাৎ ব্রাহ্মণাৎ মা (বধঃ মা অভূৎ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীদিতি বলিলেন—হে স্বামিন্ আমার পুত্রদ্বয় যেন সুদর্শনধারী স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণের ক্রোধ হইতে যেন বিনষ্ট না হয়—ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—সুনাভেন চক্রেণ উদারো বাহুর্যস্য তেনেতি তস্য তমতিসুন্দরং বাহুমুন্নমন্তং পুত্রৌ মে দ্রক্ষ্যত ইতি ভাগ্যবন্তাবেব পুত্রৌ মে ভবিষ্যতঃ তথা মরণস্যাবশ্যকত্বেঽপি তদ্ধস্ততো মরণাৎ সর্ব্বপাপেভ্যো নিস্তারশ্চ তয়োর্ভাবী। আশাসে বাঞ্ছামি মহ্যং মামপি নিস্তারয়িতুমিতি তাদৃশপুত্রয়োর্মাতা অহমপি জন্মমধ্যেঽপ্যদৃষ্টভগবদ্রূপাপি পুত্রসম্বন্ধেন ভগবদ্দর্শিনীবাভিমংস্যে; ক্রুদ্ধাদ্বিপ্রাদ্বধং মা আশাসে ইতি। কোপিতেষু মহাত্মস্বিতি ত্বদুক্ত্যা ব্রহ্মশাপাদেব পুত্রৌ মে মরিষ্যত ইতি শঙ্কিতচিত্তা ব্যাকুলৈবাহমাখিদ্যং, সম্প্রতি ভগবদ্ধস্ততো বধং শ্রুত্বা স্থিরচিত্তৈবাভূবমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুনাভোদারবাহুনা'—সুনাভ অর্থাৎ চক্রের দ্বারা ভূষিত হইয়াছে যাঁহার বাহু, সেই সুদর্শন-চক্রধারীর হস্তে, ইহা বলায়, তাঁহার অতি সুন্দর উন্নমিত বাহু আমার পুত্রদ্বয় দর্শন করিবে ইহাতে আমার সেই পুত্র দুইটি ভাগ্যবানই হইবে। আর, মরণের আবশ্যকতা হইলেও, তাঁহার হস্তে মৃত্যু হওয়ায়, সকল পাপ হইতে তাহাদের নিস্তারও হইবে। 'আশাসে'—বাঞ্ছা করি সেইরূপ মরণই, 'মহ্যং'—আমাকেও নিস্তার করিবার নিমিত্ত, তাদৃশ পুত্রদ্বয়ের মাতা আমিও জন্মমধ্যেও শ্রীভগবানের রূপ দর্শনও করি নাই, অতএব পুত্রের সম্পর্কে আমি শ্রীভগবানের দর্শন পাইব—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে তাহাদের বধ আশা করি না। 'কোপিতেষু মহাত্মসু'—'মহাত্মগণের ক্রোধ উৎপাদন করিলে'—তোমার এইরূপ পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ব্রহ্মশাপ হইতেই আমার পুত্রদ্বয় নিহত হইবে, এইরূপ শঙ্কায় আমি ব্যাকুল হইয়া খেদ করিতেছিলাম, সম্প্রতি শ্রীভগবানের হস্ত হইতে বধ শ্রবণ করিয়া আমি স্থিরচিত্ত হইয়াছি—এই ভাব ॥ ৪২ ॥

ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ।
নারকাশ্চানুগৃহ্নন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য (ব্রহ্মশাপাৎ মৃতস্য) ভূতভয়দস্য চ (প্রাণিনাম্ উদ্বেগকারিণঃ) নারকাঃ চ নরকবাসিনঃ অপি) ন অনুগৃহ্নন্তি (কৃপাং ন কুর্ব্বন্তি) অসৌ (ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধঃ ভূতভয়দশ্চ পুরুষঃ) যাং যাং যোনিং গতঃ (যদ্ যদ্ জন্ম প্রাপ্তঃ তত্রস্থঃ অপি নানুগৃহ্নন্তি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মশাপে হত এবং যাহারা প্রাণিগণকে ভয় প্রদান করে, নারকীগণও তাহাদিগকে কৃপা করে না, তাহারা যে যোনি প্রাপ্ত হয়, তত্রস্থ প্রাণিসকলও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করে না ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ ন ব্রহ্মেত্যাদি দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যৌ; নারকা অপি তথা যাং যাং যোনিমসৌ গতো ভবতি তত্রস্থাশ্চ নানুগৃহ্নন্তি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ ন ব্রহ্মেত্যাদি'—যেহেতু

ব্রহ্মদণ্ডে দগ্ধ ও প্রাণিগণের ভয়প্রদ জনকে, এখানে দ্বিতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। ('ন অনুগৃহ্ণন্তি'—অনুগ্রহ করে না, এই ক্রিয়ার যোগে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।) ব্রহ্মদণ্ডে দগ্ধ ও প্রাণিদিগের ভয়প্রদ জীব যে যে যোনিতে গমন করুক, নারকীয় জীবগণও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করে না—এই অর্থ ॥ ৪৩ ॥

———

শ্রীকশ্যপ উবাচ—

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ।
গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ—কৃতশোকানুতাপেন (কৃতঃ যঃ অপরাধঃ তেন শোকঃ ততঃ অনুতাপঃ তেন) সদ্যঃ প্রত্যবমর্ষণাৎ (যুক্তাযুক্তবিচারাৎ) ভগবতি (হরৌ) ভবে (রুদ্রে) উরুমানাৎ চ (ভক্তিপ্রদর্শনাৎ অপি) ময়ি অপি চ আদরাৎ (সম্মানপ্রদর্শনাৎ হেতোঃ) তব পুত্রস্য (হিরণ্যকশিপোঃ) পুত্রাণাং (চতুর্ণাং তনয়ানাং মধ্যে) একঃ এব (প্রহলাদঃ) সতাং মতঃ (পূজিতঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি); (শুদ্ধং নির্ম্মলং) যদ্‌যশঃ (যস্য কীর্ত্তিং) ভগবদ্‌যশসা সমং (সহ সদৃশং বা) গাস্যন্তি (বুধাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ কহিলেন, নিজকৃত অপরাধজন্য শোক ও অনুতাপ দ্বারা সদ্যঃ বিবেক, এবং তাহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরি, (তদীয় ভক্ত) রুদ্র ও আমাকে বহুমানন,—এই পঞ্চকারণজন্য তোমার পুত্রের পুত্রগণের মধ্যে একজন সাধুগণের আদৃত হইবেন। ভগবানের ন্যায় তাঁহারও নির্ম্মল যশঃ সকলে কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতো যোঽপরাধস্তেন শোকস্ততোঽনুতাপস্তেন। প্রত্যবমর্শনাৎ এতৈঃ পঞ্চভিঃ কারণৈঃ পুত্রস্য হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাণাং মধ্যে একঃ সতাং মতো ভবিষ্যতি। সন্ত এব গাস্যন্তি সমং সহ সদৃশং বা ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতশোকানুতাপেন'—তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার জন্য শোকবশতঃ অনুতাপহেতু, 'প্রত্যবমর্শনাৎ'—যুক্ত ও অযুক্ত বিচারহেতু, অর্থাৎ অনুতাপ, যুক্তাযুক্তবিচার এবং শ্রীভগবান্ হরিতে, রুদ্রে ও আমাতে সমাদর প্রদর্শন—এই পাঁচটি কারণে তোমার পুত্র হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণের মধ্যে একজন (প্রহলাদ) সাধুগণের সমাদরণীয় হইবে। সাধুগণ শ্রীভগবানের যশের সহিত, অথবা ভগবদ্-যশঃ-সদৃশ তাঁহার নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

———

যোগৈর্হেমেব দুর্ব্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ।
নির্ব্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্ত্তিতুম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বর্ণং (হীনবর্ণং) হেম ইব (যথা) যোগৈঃ (দাহাদিভিঃ উপায়ৈঃ শোধ্যতে তথা) সাধবঃ যচ্ছীলং (যস্য স্বভাবং) অনুবর্ত্তিতুং (অনুগন্তুং প্রাপ্তুং) নির্ব্বৈরাদিভিঃ (যোগৈঃ) আত্মানং ভাবয়িষ্যন্তি (শোধয়িষ্যন্তি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হীনবর্ণ সুবর্ণকে যেরূপ দাহাদি উপায় দ্বারা সংশোধিত করা হয়, তদ্রূপ সাধুগণ তোমার সেই পৌত্রের স্বভাব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত নির্ব্বৈরাদি যোগ দ্বারা নিজ নিজ চিত্ত শোধন করিবেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—হীনবর্ণং হেম যোগৈর্দাহাদিভির্যথা শোধ্যতে, তথা যস্য শীলং স্বভাবমনুবর্ত্তিতুং অনুগন্তুং প্রাপ্তুং নির্ব্বৈরাদিভির্যোগৈরাত্মানং ভাবয়িষ্যন্তি শোধয়িষ্যন্তি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুর্ব্বর্ণং'—হীনবর্ণ স্বর্ণকে যেমন দাহাদি যোগের দ্বারা শোধন করা হয়, সেইরূপ তোমার পৌত্রের স্বভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধুগণ নির্ব্বৈরাদি যোগের দ্বারা নিজেদের চিত্তকে শোধন করিবেন ॥ ৪৬ ॥

———

যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্।
স স্বদৃগ্ ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎপ্রসাদাৎ (যস্য ভগবতঃ প্রসাদাৎ কৃপয়া) যদাত্মকং (ভগবদাত্মকম্) ইদং বিশ্বং

প্রসীদতি (প্রসন্নঃ ভবতি), সঃ স্বদৃক্ (আত্মসাক্ষী) ভগবান্ (হরিঃ) যস্য (তব পৌত্রস্য প্রহলাদস্য) অনন্যয়া (ভগবান্ এব সত্যঃ ইত্যেবম্ভূতয়া) দৃশা (একান্তয়া ভক্ত্যা) তোষ্যতে (তোক্ষ্যতি তোষং প্রাপ্স্যতি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অনুগ্রহে তদাত্মক এই বিশ্ব প্রসন্ন হয়, আত্মসাক্ষী সেই ভগবান্ তোমার পৌত্র প্রহলাদের অনন্যভক্তিদ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য ভগবতঃ প্রসাদাদ্ধেতোর্যস্মৈ প্রহলাদায় ইদং বিশ্বমেব প্রসীদতি ; কীদৃশং সৎ ? য এবাত্মা অন্তর্য্যামী যস্য তৎ অন্তর্য্যামিরূপেণ তথা লোকান্ প্রেরয়তি যথা তৎপিতৃবৈরিণ ইন্দ্রাদ্যা অপি প্রহলাদায় প্রসীদন্তীত্যর্থঃ। স্বীয়ান্ ভক্তানেব প্রীত্যা পশ্যতীতি স্বদৃক্। ন বিদ্যতেহন্যো যস্যাং তাদৃশ্যা দৃশা বুদ্ধ্যা যদ্বুদ্ধৌ অন্যঃ প্রবেষ্টুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎপ্রসাদাৎ'—যে ভগবানের অনুকম্পাহেতু সেই প্রহলাদের প্রতি এই সমগ্র বিশ্বই প্রসন্ন হইবে। কিপ্রকার বিশ্ব ? তাহাতে বলিতেছেন —'যদাত্মকং', যিনি আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী যাহার, সেই বিশ্ব—অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ লোকদিগকে সেইরূপে প্রেরণ করিবেন, যেমন তাঁহার পিতার (হিরণ্যকশিপুর) শত্রু ইন্দ্রাদি দেবগণও প্রহলাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এই অর্থ। 'স্বদৃক্' —শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্তগণকেই প্রীতিপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকেন। 'অনন্যয়া দৃশা'—যাহাতে অন্য কিছু নাই, সেইরূপ দৃষ্টির দ্বারা, অর্থাৎ যে বুদ্ধিতে অন্য কিছু প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না—এই অর্থ ॥ ৪৭ ॥

স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা
মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে
নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ (প্রহলাদঃ) মহাভাগবতঃ (পরমভক্তঃ) মহাত্মা (অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ) মহানুভাবঃ (মহাপ্রভাবঃ) মহতাং (মধ্যে) মহিষ্ঠঃ (অতিশয়েন মহান্) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হি (প্রবৃদ্ধয়া সম্বর্দ্ধিতয়া ভক্ত্যা ভগবৎপ্রেম্না এব) অনুভাবিতাশয়ে (অনুভাবিতে (সংশোধিতে আশয়ে চিত্তে) বৈকুণ্ঠং (হরিং) নিবেশ্য (ধৃত্বা) ইমং (দেহাদ্যভিমানং) বিহাস্যতি (ত্যক্ষ্যতি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তোমার পৌত্র মহাভাগবত প্রহলাদ মহাত্মা (অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টি), মহানুভব ও মহদ্গণের মধ্যে অতিশয় মহৎ হইবেন। সংবর্দ্ধিত-ভক্তিসংশোধিত চিত্তে ভগবান্ হরিকে সংস্থাপন পূর্ব্বক দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—মহাত্মা মহাধৃতির্ম্মহাবুদ্ধির্বা। মহান্ত এব স্তম্ভস্বেদাদ্যাঃ প্রেমানুভাবা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ —প্রবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা অনুভাবিতে অনুভাবং প্রাপিতে আশয়ে মনসি বৈকুণ্ঠস্থং বস্তুমাত্রং বা নিবেশ্য ইমং মায়িকং লোকং ত্যক্ষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাত্মা'—মহান্ ধৈর্য্য অথবা মহাবুদ্ধিসম্পন্ন (যে প্রহলাদ)। 'মহানুভাবঃ' —মহৎ স্তম্ভ, স্বেদাদি প্রেমের অনুভাবসকল যাঁহার (সেই প্রহলাদ)। তাহার কারণ—প্রবৃদ্ধ ভক্তির দ্বারা 'অনুভাবিতাশয়ে'—অনুভাবিত অর্থাৎ অনুভাব-প্রাপ্ত যে আশয় (মন), সেই মনে বৈকুণ্ঠ বলিতে ভগবান্ শ্রীহরিকে, অথবা বৈকুণ্ঠস্থিত সমস্ত বস্তুকে স্থাপনপূর্ব্বক, 'ইমং বিহাস্যতি'—এই মায়িক লোক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪৮ ॥

অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো
হৃষ্টঃ পরর্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু।
অভূতশত্রুর্জগতঃ শোকহর্ত্তা
নৈদাঘিকং তাপমিবোড়ুরাজঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ তব পৌত্রঃ) অলম্পটঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) শীলধরঃ (সুস্বভাবঃ) গুণাকরঃ (গুণানাং ধৈর্য্যাদীনাং আকরঃ জন্মভূমিঃ) পরর্দ্ধ্যা (পরেষাং সমৃদ্ধ্যা) হৃষ্টঃ (সন্তুষ্টঃ পরেষু) দুঃখিতেষু (সৎসু) ব্যথিতঃ (দুঃখিত) অভূতশত্রুঃ (ন ভূতঃ জাতঃ শত্রুঃ যস্য সঃ) উড়ুরাজঃ (চন্দ্রঃ) নৈদাঘং (গ্রীষ্মভবং) তাপমিব (চন্দ্রো যথা তাপং হরতি তথা) জগতঃ শোকহর্ত্তা (সন্তাপহরঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—তোমার পৌত্র প্রহলাদ অলম্পট, সৎ-স্বভাববিশিষ্ট, ধৈর্য্যাদিগুণের আকর, পরের সমৃদ্ধিতে সুখী, পরদুঃখে দুঃখী এবং অজাতশত্রু হইবেন। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন তাপ দূর করেন, তদ্রূপ প্রহলাদও জগতের শোক হরণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য ভক্তিং ভক্ত্যুত্থান্ মহাগুণাংশ্চাবোচং অন্যানপি ভক্ত্যনুকূলান্ স্বাভাবিকান্ গুণান্ শৃণ্বিত্যাহ—অলম্পট ইতি। বক্তুমশক্যা এব গুণা ইত্যাহ—গুণানামাকরঃ। পরেষাং ঋদ্ধ্যা সম্পত্ত্যা পরেষু দুঃখিতেষু সৎসু নিদাঘভবং তাপং চন্দ্রো যথা তথা জগতঃ শোকহর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ভক্তি ও ভক্তি হইতে উত্থিত মহান্ গুণসকল বলিলাম, অপর অন্যান্য ভক্তির অনুকূল স্বাভাবিক গুণগুলি শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'অলম্পট' ইত্যাদি। তাঁহার সকল গুণ বর্ণন করা সম্ভব নয় জন্য বলিতেছেন—'গুণানাম্ আকরঃ'—গুণসমূহের খনি। 'পরাদ্ধ্যা'—ইত্যাদি, অর্থাৎ অপরের সমৃদ্ধিতে হৃষ্ট এবং অপর জন দুঃখিত হইলে, গ্রীষ্মকালীন তাপ যেমন চন্দ্রমা দূর করে, সেইরূপ (তোমার এই পৌত্র) প্রহলাদ জগতের শোকহর্ত্তা হইবেন ॥ ৪৯ ॥

অন্তর্ব্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং
স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্ ।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং
দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) তব পৌত্রঃ অমলং (নির্ম্মল-স্বরূপং) অব্জনেত্রং (পদ্মনেত্রং) স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীত-রূপং (স্বপুরুষাণাং নিজভক্তানাম্ ইচ্ছয়া পুনঃ পুনঃ গৃহীতানি রূপাণি যেন তং) স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননং (স্ফুরন্তী যে কুণ্ডলে তাভ্যাং মণ্ডিতম্ আননং যস্য তং) শ্রীললনাললামং (শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ এব ললনা সুন্দরী তস্যাঃ ললামং মণ্ডনং ভূষণভূতং পতিং হরিং) অন্তঃ (স্ব-হৃদয়ে) বহিঃ চ (সর্ব্বত্র) দ্রষ্টা (দ্রক্ষ্যতি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তোমার সেই পৌত্র হেয়গুণ-রহিত, কমল-নয়ন, ভক্তেচ্ছানুরূপ অপ্রাকৃত-রূপধারণকারী, লক্ষ্মীরূপা ললনার ভূষণস্বরূপ, কুণ্ডলদ্বয়-সুশোভিত-মুখমণ্ডল ভগবান্‌কে সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিবেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তরন্তঃকরণে ধ্যানেন বহিঃ সাক্ষান্নেত্রাভ্যাঞ্চ পৌত্রঃ প্রহলাদো দ্রষ্টা দ্রক্ষ্যতি। শ্রীরেব ললনা কান্তা তস্যা ললামং মণ্ডনরূপম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তঃ'—ধ্যানের দ্বারা নিজ অন্তঃকরণে এবং 'বহিঃ'—বাহিরে সাক্ষাৎ নেত্রদ্বয়ের দ্বারা, তোমার পৌত্র প্রহলাদ (ভগবান্ হরিকে) দর্শন করিবেন। (কিরূপ ভগবান্? তাহাতে বলিতেছেন—) 'শ্রীললনা-ললামং'—শ্রী (মহালক্ষ্মী দেবীই) ললনা অর্থাৎ কান্তা, তাঁহার 'ললাম' অর্থাৎ মণ্ডনরূপ (যে ভগবান্, তাঁহাকে দর্শন করিবেন) ॥ ৫০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতির্ভৃশম্ ।
পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদেদিতিগর্ভাধানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—দিতিঃ (এবংভূতং) পৌত্রং (প্রহলাদং) ভাগবতং (পরমভক্তং) শ্রুত্বা ভৃশম (অত্যন্তম্) অমোদত (প্রীতা বভূব) পুত্রয়োঃ (হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপোঃ) চ কৃষ্ণাৎ (হরেঃ) বধং বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মহামনাঃ (মহোৎসাহচিত্তা) আসীৎ (বভূব) ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—নিজের এক পৌত্র মহাভাগবত হইবেন শ্রবণ করিয়া দিতি অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণু হইতে পুত্রদ্বয়ের বিনাশ হইবে জানিয়া তাঁহার চিত্ত মহোৎসাহান্বিত হইল ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ভৃশং অমোদত। হন্ত হন্ত মদ্বিকর্ম্মাণি সৎকর্ম্মশিরোমণিদুর্লভং ফলং ধ্যাস্যতীত্যহো মে ভাগ্যমিত্যানন্দ। মহামনাঃ পুত্রয়োর্ম্মে সৎকীর্ত্তি-সদ্গতী ভবিষ্যত ইতি সোৎসাহচিত্তা ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভৃশম্ অমোদত'—অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, হায়, হায়! আমার বিকর্ম্মসকল, এইরূপ সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিবে—অহো! আমার কি ভাগ্য!—এইরূপ চিন্তা করিয়া (দিতি) আনন্দিত হইলেন। 'মহামনাঃ'—আমার পুত্রদ্বয়ের সৎকীর্ত্তি ও সদ্‌গতি হইবে—ইহা জানিয়া দিতি উৎসাহ-যুক্ত-চিত্তা হইলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৪ ॥

মধ্ব—বিষ্ণুহস্তবধাল্লোকো ভক্তস্যান্যস্য ন কৃচিৎ।
তথাপ্যসুরমোহায় ন বিবিক্তং কৃচিৎ কৃচিৎ ॥
ইতি স্কান্দে। হিরণ্যকশিপুশ্চাপি ভগবন্নিন্দয়া তম ইতি চ।

স্বতঃ সদগতয়োঽন্যস্য পুত্রাদের্হেতুতা ভবেৎ।
যোগ্যতানাদি-ভক্তিঃ স্যাদযোগ্যস্য কুতো গতিঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচেতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

তথ্য—

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশঅধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

প্রাজাপত্যং হি তৎ তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ।
দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দ্দনাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

দিতির গর্ভস্থ সন্তান হইতে ভীত ও হতপ্রভ দেবতাগণ ব্রহ্মাকে দিতির সন্তানদ্বয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুভক্তদ্বয়ের ব্রহ্মশাপাদির বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাই এ অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়।

দিতি একশত বর্ষকাল কশ্যপ ঋষির অমোঘ বীর্য্য ধারণ করিলে গর্ভতেজে চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশ রুদ্ধ হইল—ত্রিভুবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। দেবতাগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রতিকার-প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মা দেবতাগণের নিকট বৈকুণ্ঠধামের অপ্রাকৃত অতুল ঐশ্বর্য্য ও বৈভব, বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণপর ভক্তবৃন্দের, এমন কি, সেই স্থানের পশুপক্ষীরও হরিগুণগানে মত্ততার কথা কীর্ত্তন করিলেন এবং আরও বলিলেন, যে সকল মনুষ্য হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অনায়াসে বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিতে পারেন, আর যাহারা দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদির চেষ্টায় নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া সংসারে গতাগতি লাভ করে। একদা সনকাদি পরমহংস দিগম্বর মুনিগণ

বৈকুণ্ঠের ছয়টী কক্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তম কক্ষ-দ্বারও পূর্ব্বের ন্যায় অতিক্রম করিবেন, এমন সময়ে তত্রস্থ দ্বার-রক্ষক গদাধারী দুইজন পুরুষ দিগম্বর মুনিগণকে উপহাসপূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন করিয়া প্রবেশ করিতে বাধা দিলেন। মুনিগণ শ্রীহরির দর্শনে মহা-ব্যাঘাত জন্মিল দেখিয়া ও দ্বারিদ্বয়ের উৎকৃষ্ট ভাবী মঙ্গল করিবার জন্য শাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, উভয়েরই কাম, ক্রোধ, লোভপূর্ণ পাপীয়সী যোনি লাভ হইবে। অন্তর্য্যামী নারায়ণ মুনিগণের ক্রোধের কারণ জানিতে পারিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীসহ মুনিগণকে দর্শন-প্রদানের জন্য পদব্রজে সেই স্থানে আগমন করিলেন। মুনিগণ ভগবান্‌কে প্রণাম করিলে তাঁহার চরণকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর ঘ্রাণ তাঁহাদের নাসিকায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দমগ্ন মুনিগণেরও চিত্তে পুলক উৎপাদন করিল। মুনিগণ তখন ভগ-বান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন—"যে সকল কুশল মানব ভগবৎকথারসে মত্ত, তাঁহারা মোক্ষপদকেও গ্রাহ্য করে না—ইন্দ্রাদিপদ ত' অতিতুচ্ছ। হরিকথায় যদি সর্ব্বদা কর্ণ পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ভক্তগণ নরককেও আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।"

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—দিতিঃ প্রাজাপত্যং (প্রজাপতিনা কাশ্যপং) তৎ তেজঃ (বীর্য্যং গর্ভং) হি (নিশ্চিতং) পরতেজোহনং (পরেষাং দেবানাং তেজো হন্তি যতঃ) সুরার্দ্দনাৎ (সুরাণাম্ অর্দ্দনং যৎ পীড়নং ভবিষ্যতি তস্মাৎ) শঙ্কমানা (ভীতা সতী) শতং বর্ষাণি দধার (উদরে ধৃতবতী) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয়ঋষি বলিলেন,—কশ্যপের অব্যর্থ এই বীর্য্য নিশ্চয়ই দেবতাগণের পীড়াদায়ক হইবে, সেজন্য দেবগণ উহা নষ্ট করিতে পারে—এই ভয়ে দিতি শঙ্কিতমনা হইয়া উহা শতবৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সুরৈঃ পৃষ্টো বিধিস্তত্ত্বং বক্তুং দিতিতনূজয়োঃ।
শাপং পঞ্চদশে বিষ্ণুপার্ষদোবিপ্রতোহভ্যধাৎ ॥ ০ ॥

ততো দিতের্গর্ভস্য কা বার্ত্তেত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাজাপত্যং প্রজাপতেঃ কশ্যপস্য সম্বন্ধি। পরেষাং তেজো হন্তীতি তথা তৎ পচাদ্যচ্। সুরাণামর্দ্দনং পীড়নং তস্মাৎ শঙ্কমানা, অসুরার্দ্দনাদ্বিষ্ণোরিতি বা তদ্ধস্ততো মৃত্যুশ্রবণাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেবগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মা দিতির পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত বলিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ হইতে বিষ্ণুর পার্ষদদ্বয়ের অভিশাপের কথা বলিতেছেন ॥ ০ ॥

তারপর দিতির গর্ভের কি সংবাদ ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'প্রাজাপত্যং' প্রজাপতি কশ্য-পের সেই তেজ। 'পরতেজোহনং'—যাহা শত্রুগণের তেজ বিনাশ করে। 'হন্তীতি হনঃ'—এখানে 'পচাদ্যচ্' এই সূত্রে হন্ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হইয়া হন পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'সুরার্দ্দনাৎ'—(স্বামীর মুখে গর্ভস্থ পুত্রদ্বয় দেবগণের উৎপীড়ক হইবে, ইহা শ্রবণ করায়) দেবগণের পীড়ন হইতে ভীতা হইয়া, অথবা 'অসুরার্দ্দনাৎ'—বিষ্ণুর হস্ত হইতে পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইবে, ইহা শ্রবণহেতু, অসুরবিমর্দ্দক বিষ্ণু হইতে ভীতা হইয়া ॥ ১ ॥

লোকে তেনাহতালোকে লোকপালা হতৌজসঃ ॥
ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তেন (গর্ভস্থ তেজসা) লোকে আহতা-লোকে (নিরস্ত-সূর্য্যাদিপ্রকাশে সতি) লোকপালাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) হতৌজসঃ (হতপ্রভাবাঃ সন্তঃ) দিশাং ধ্বান্তব্যতিকরং (ধ্বান্তেন অন্ধকারেণ ব্যতিকরণ সঙ্করং) বিশ্বসৃজে (ব্রহ্মণে) ন্যবেদয়ন্ (নিবেদিত-বন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দিতির গর্ভতেজোদ্বারা জগতে চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশ রুদ্ধ হইল ; ইন্দ্রাদি লোকপালগণ হতপ্রভ হইয়া দিক্‌সমূহের অন্ধকারাচ্ছন্নতার বিষয় বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তেন গর্ভতেজসা হতালোকে আহতা-লোক ইতি চ পাঠঃ। ব্যতিকরং ব্যাপ্তিম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই গর্ভের তেজে জগতের আলোক (সূর্য্যাদির প্রকাশ) হত (রুদ্ধ) হইলে, এখানে 'আহতালোকে'—এইরূপ পাঠও রহিয়াছে, অর্থ এক প্রকারই। 'ধ্বান্ত-ব্যতিকরং'—অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্তি (অর্থাৎ দিক্‌সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায়,

দেবগণ তাহার কারণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ২ ॥

শ্রীদেবা ঊচুঃ—

তম এতদ্বিভো বেত্থ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্ ।
ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবাঃ ঊচুঃ—(হে) বিভো, যৎ (যতঃ তমসঃ) বয়ং ভৃশং (অতীব) সংবিগ্নাঃ (ভীতাঃ স্মঃ) এতৎ তমঃ বেত্থ (ত্বং জানাসি এব), হি (যস্মাৎ) কালেন অস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ (ন স্পৃষ্টম্ অভিভূতং বর্ত্ম জ্ঞানপ্রচারো যস্য তস্য) ভগবতঃ (তব) ন অব্যক্তং (অজ্ঞাতং কিমপি ন বর্ত্ততে—ত্বং হি সর্ব্বজ্ঞঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দেবতাবৃন্দ কহিলেন,—হে প্রভো, আমরা যাহা হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছি, আপনি সেই অন্ধকারের কারণ নিশ্চয়ই জানেন, যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কাল আপনার জ্ঞান-প্রচারে বাধা দিতে অসমর্থ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বেত্থ জানাস্যেব, যতো ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য তব কালেনালুপ্তজ্ঞানমার্গস্য ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেত্থ'—(সেই অন্ধকারের কারণ) আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যেহেতু আপনি ভগবান্, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ আপনার কালের দ্বারা কখনও জ্ঞানের পথ লুপ্ত হয় না ॥ ৩ ॥

দেবদেব জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে ।
পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতানামসি ভাববিৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবদেব, হে জগদ্ধাতঃ (জগতাং ধাতঃ স্রষ্টঃ), হে লোকনাথশিখামণে (হে লোকনাথানাম ইন্দ্রাদীনাং শিখামণে আদরণীয়)! ত্বং পরেষাং (শ্রেষ্ঠানাম্) অপরেষাং (নিকৃষ্টানাং) ভূতানাং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং) ভাববিৎ (অভিপ্রায়জ্ঞঃ) অসি (ভবসি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব, হে জগদুদ্ধারণ-কর্ত্তা, হে ইন্দ্রাদিলোকপালগণের চূড়ামণি, আপনি পর ও অপর সমস্ত প্রাণিগণেরই অভিপ্রায় অবগত আছেন (কি অভিপ্রায়ে দিতির গর্ভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা জানেন) ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—লোকনাথানামিন্দ্রাদীনাং শিখামণে ॥ ৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকনাথ-শিখামণে'—লোকনাথ অর্থাৎ জগতের রক্ষক ইন্দ্রাদি লোকপালগণের আপনি শিখামণি (শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪ ॥

নমো বিজ্ঞানবীর্য্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে ।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিজ্ঞানবীর্য্যায় (বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ এব বীর্য্যং বলং যস্য তস্মৈ) মায়য়া (অচিন্ত্যশক্ত্যা) ইদং (ব্রহ্মদেহং) উপেয়ুষে (প্রাপ্তবতে) গৃহীতগুণভেদায় (গৃহীতঃ গুণভেদঃ রজোগুণঃ যেন তস্মৈ) ব্যক্তযোনয়ে (ব্যক্তস্য প্রপঞ্চস্য যোনয়ে কারণায় যদ্বা, অব্যক্তযোনয়ে ন ব্যক্তা কেনাপি প্রমাণেন বিজ্ঞাতা যোনিঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ (নমস্কারং করোমি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, বিজ্ঞানই আপনার বল-স্বরূপ, আপনি কোন অচিন্ত্য শক্তিবলে এই ব্রহ্মার তনু প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং (সৃষ্ট্যাদি জন্য) রজোগুণ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষাদি কোনও প্রমাণদ্বারা আপনার উৎপত্তি জানা যায় না অথবা দৃশ্যমান জগতের আপনিই একমাত্র কারণ—আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইদং ব্রহ্মদেহং উপেয়ুষে প্রাপ্তবতে। গুণভেদো রজঃ। অব্যক্তঃ পরমেশ্বর এব যোনিঃ কারণং যস্য তস্মৈ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইদম্ উপেয়ুষে'—এই ব্রহ্মার দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে আপনি, আপনাকে নমস্কার। গুণভেদ বলিতে রজোগুণ। 'অব্যক্ত-যোনয়ে'—অব্যক্ত পরমেশ্বরই যোনি অর্থাৎ কারণ যাঁহার, সেই ব্রহ্মাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

যে ত্বনন্যেন ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্ ।
আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

তেষাং সুপক্বযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্।
লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎ পরাভবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যে (ভক্তাঃ) আত্মভাবনং (যঃ আত্মনো জীবান্ ভাবয়তি উৎপাদয়তি তং) আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রোতভুবনং (প্রোতানি গ্রথিতানি ভুবনানি যেন তং চেতনাচেতন-প্রপঞ্চকারণং ইত্যর্থঃ) সদসদাত্মকং (কার্য্যকারণরূপং বস্তুতঃ তাভ্যাং) পরং ত্বা (ত্বাম্) অনন্যেন (নিষ্কামেণ) ভাবেন (ভক্ত্যা) ভাবয়ন্তি (ধ্যায়ন্তি) সুপক্বযোগানাং (পরিপক্বযোগানাং) জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাং (জিতঃ বশীকৃতঃ শ্বাসঃ ইন্দ্রিয়াণি আত্মা মনশ্চ যৈঃ তেষাং) লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং (প্রাপ্তভবদনুগ্রহাণাং) তেষাং কুতশ্চিৎ অপি পরাভবঃ ন (ভবতি) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—আপনি জীবকুলের সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনি, আপনাতে নিখিল ভুবন গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ চেতনাচেতন প্রপঞ্চের কারণ, আপনি কার্য্য-কারণ-স্বরূপ হইয়াও বস্তুতঃ তদুভয় হইতে ভিন্ন। যাঁহারা আপনাকে নিষ্কাম ভক্তিযোগ দ্বারা ধ্যান করেন, সেই সকল পরিপক্ব ভক্তিযোগীর (আনুষঙ্গিকভাবে) প্রাণাদিবায়ু, ইন্দ্রিয় ও মন জিত হইয়া থাকে এবং তাঁহারা আপনার কৃপা লাভ করেন। ভবদীয় কৃপালব্ধ পুরুষগণের কোথাও পরাভব হয় না ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি অনন্যেন পরমেশ্বরাদভিন্নেন ভাবেন যে হিরণ্যগর্ভোপাসকাঃ; যদ্বা, অনন্যেন নিষ্কামেণ ভাবেন ভক্ত্যা ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তি আত্মনো জীবান্ ভাবয়তি সৃজতীতি তথা। সমষ্টিত্বাদাত্মনি স্বস্মিন্ প্রোতানি গ্রথিতানি ভুবনানি যেন তম্। অতঃ সন্তোহসন্তশ্চ আত্মনো দেবাসুরাদ্যা জীবা যস্মিংস্তম্ ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্যেন ভাবেন'—'তদপি', তাহা হইলেও (অর্থাৎ আপনি পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইলেও) যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাঁহারা আপনাকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করেন, অথবা—নিষ্কাম ভক্তিভাবে ধ্যান করিয়া থাকেন। 'আত্মভাবনম্'—আপনি আত্মার অর্থাৎ জীবগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। 'আত্মনি'—সমষ্টিরূপে নিজ আত্মাতে সকল ভুবন যিনি গ্রথিত করিয়াছেন, সেই আপনাকে। অতএব 'সদসদাত্মনঃ'—সৎ ও অসৎ আত্মা অর্থাৎ দেবতা ও অসুরাদি জীবগণ যাঁহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, সেই আপনাকে (ধ্যান করিয়া-থাকেন) ॥ ৬-৭ ॥

যস্য বাচা প্রজাঃ সর্ব্বা গাবস্তন্ত্যেব যন্ত্রিতাঃ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (লোকাঃ) যস্য (তব) বাচা (বেদরূপবাক্যেন) তন্ত্র্যা (দামন্যা) আয়ত্তাঃ (অধীনাঃ) গাবঃ ইব যন্ত্রিতাঃ (স্ব-স্বাধিকারে প্রয়োজিতাঃ সন্তঃ) বলিং (পূজোপহারং) হরন্তি (আহরন্তি স্ব-স্বাধিকারানুরূপাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি) তস্মৈ মুখ্যায় (নিয়ন্ত্রে প্রাণরূপায় বা) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ গোসমূহের ন্যায় প্রজাসকল যাঁহার বেদ-লক্ষণ-বাক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পূজোপহার আহরণ করিতেছে, সেই মুখ্য নিয়ামক বা প্রাণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বাচা বেদলক্ষণয়া। তথা চ শ্রুতিঃ—তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানীত্যাদি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাচা'—বেদরূপ বাক্যের দ্বারা। শ্রুতিতেও সেইরূপ উক্ত হয়—"তাঁহার বাক্য তন্ত্রি, অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জু" ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমন্ তমসা লুপ্তকর্ম্মণাম্।
অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভূমন্ (বিভো), সঃ ত্বং তমসা (অহোরাত্রবিভাগাভাবেন) লুপ্তকর্ম্মণাং (লুপ্তানি কর্ম্মাণি যেষাং তেষাম্ অস্মাকং) শং (মঙ্গলং) বিধৎস্ব (কুরু); অদভ্র-দয়য়া (অদভ্রা অনল্পা দয়া যস্যাং তথা) দৃষ্ট্যা (অবলোকনেন) আপন্নান্ (আপদ্গতান্ শরণাপন্নান্ বা অস্মান্) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুম্) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বব্যাপিন্, আপনি সেই প্রকার (মুখ্য নিয়ামক); সুতরাং সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারদ্বারা অহোরাত্র বিভাগের অভাবহেতু যাঁহাদের যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-সমূহ লুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল লোকের কল্যাণ

বিধান করুন্। প্রচুর কৃপাদৃষ্টিতে বিপদ্‌গ্রস্ত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবলোকন করুন্ ॥৯॥

বিশ্বনাথ—তমসা অহোরাত্রবিভাগাভাবেন। আপন্নান্ অস্মান্। অদভ্রদয়য়া অনল্পকৃপয়া ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমসা'—অন্ধকারহেতু দিন-রাত্রির বিভাগের অভাববশতঃ। 'আপন্নান্'—তোমার শরণাগত আমাদের। 'অদভ্র-দয়য়া'—অদভ্র অর্থাৎ অনল্প দয়ার দ্বারা (অর্থাৎ প্রভূত কৃপাদৃষ্টিতে আমাদের প্রতি অবলোকন করুন ॥ ৯ ॥

———

এষ দেব দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্।
দিশস্তিমিরয়ন্ সর্ব্বা এধতেঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, অর্পিতং (নিক্ষিপ্তং) কাশ্যপং (কশ্যপসম্বন্ধি—কশ্যপস্য) ওর্জঃ (বীর্য্যং) এষঃ দিতেঃ গর্ভঃ সর্ব্বাঃ দিশঃ তিমিরয়ন্ (তমোব্যাপ্তাঃ কুর্ব্বন্) এধসি (শুষ্কে কাষ্ঠে) অগ্নিঃ ইব এধতে (বর্দ্ধতে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, কশ্যপকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তবীর্য্য-সমুদ্ভূত এই দিতির গর্ভ সমস্ত দিক্ অন্ধকারদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠে জ্বলিত অগ্নির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিশ্বনাথ—ননু বিশেষবার্ত্তাং ব্রূতেতি তত্রাহুঃ—কাশ্যপমোজো বীর্য্যং অর্পিতং সৎ দিতের্গর্ভঃ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, বিশেষ কোন সংবাদ থাকিলে বল, তাহাতে বলিতেছেন—'কাশ্যপম্ ওজঃ'—কাশ্যপের বীর্য্য নিক্ষিপ্ত হইয়া দিতির গর্ভ দিক্‌সকলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

স প্রহস্য মহাবাহো ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ।
প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহাবাহো (হে বীর বিদুর)! সঃ ভগবান্ শব্দগোচরঃ (দেবানাং যে শব্দাঃ বিজ্ঞপ্তিবাক্যানি তেষাং গোচরঃ বিষয়ভূতঃ) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) প্রহস্য (দিতেঃ কুচেষ্টিতং জ্ঞাত্বা হাস্যং কৃত্বা) রুচিরয়া (মধুরয়া) গিরা (বাচা) দেবান্ প্রীণন্ (সন্তোষয়ন্) প্রত্যাচষ্ট (প্রত্যভাষতঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন,—হে মহাবাহো বিদুর, সেই বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাগণের নিবেদনবাক্য শ্রবণ করিলেন এবং ঐ গর্ভ দিতির কুচেষ্টিত-জ্ঞানে হাস্য করিয়া প্রীতিসহকারে সুমধুর বাক্যে দেবতা-বৃন্দকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অহো, অজ্ঞা মামেব স্তুবন্তি—এতদ্বিপত্তিত্রাণে কোঽহং বরাক ইতি বৃদ্ধো বালান্ প্রতীব প্রহস্য। শব্দা দেবানাং বিজ্ঞপ্তিবাক্যানি তেষাং গোচরঃ বিষয়ঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! এই অজ্ঞ দেবগণ আমাকেই স্তব করিতেছে, এই বিপত্তি হইতে ত্রাণ-বিষয়ে আমি কোন্ বরাক (তুচ্ছাতিতুচ্ছ), এই ভাবিয়া, বালকগণের প্রতি বৃদ্ধের ন্যায় হাস্যপূর্ব্বক (ব্রহ্মা বলিলেন)। 'শব্দ-গোচরঃ'—এখানে শব্দ বলিতে দেবগণের বিজ্ঞপ্তি-বাক্য, তাহার গোচর অর্থাৎ বিষয়ীভূত (ব্রহ্মা) ॥ ১১ ॥

———

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ সনকাদয়ঃ।
চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ (যুষ্মৎ-সকাশাৎ পূর্ব্বং জাতাঃ) মে (মম) মানসাঃ সুতাঃ সনকাদয়ঃ লোকেষু (জনেষু) বিগতস্পৃহাঃ (প্রয়োজনরহিতাঃ সন্তঃ) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) লোকান্ (ভুবনানি) চেরুঃ (অচরন্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—তোমাদের পূর্ব্ব-জাত ভ্রাতা সনকাদি ঋষিবৃন্দ আমার মানস-পুত্র; তাঁহারা সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া আকাশ-মার্গে বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—এতদ্বিপৎকারণবতীং প্রাচীনামদ্ভুতাং কথাং তাবৎ শৃণুতেত্যাহ—মানসা ইতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিপদের কারণরূপ প্রাচীন কালের এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'মানসাঃ' ইতি, অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্ব-

জাত আমার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ ॥ ১২ ॥

ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ ।
যযুর্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তে (সনকাদয়ঃ) একদা অমলাত্মনঃ ভগবতঃ বৈকুণ্ঠস্য (বিষ্ণোঃ) সর্ব্বলোকনমস্কৃতং (সকলভুবনশ্রেষ্ঠং) বৈকুণ্ঠনিলয়ং (বৈকুণ্ঠাখ্যং লোকং) যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় জীবের হৃদয় নির্ম্মল হয়, সেই কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত অমলাত্মা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের সর্ব্বলোক-নমস্কৃত 'বৈকুণ্ঠ'-নামক ধামে একদা তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অমলাঃ শুদ্ধা ভবন্ত্যাত্মানোঽন্তঃকরণানি যতস্তস্য ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমলাত্মনঃ'—যাঁহা হইতে (সকলের) অন্তঃকরণসমূহ শুদ্ধ হয়, তাঁহার, অর্থাৎ অমলাত্মা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ॥ ১৩ ॥

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৈকুণ্ঠে) যে (যে পুরুষাঃ) অনিমিত্তনিমিত্তেন (ন নিমিত্তং ফলং নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণ) ধর্ম্মেণ হরিম্ আরাধয়ন্ (আরাধিতবন্তঃ তে) বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ (বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্ত্তিঃ যেষাং তথাভূতাঃ) সর্ব্বে পুরুষাঃ বসন্তি (তিষ্ঠন্তি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই ধামে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট (ভগবৎসারূপ্যবান্) ; তাঁহারা পূর্ব্বে নিষ্কাম পরমধর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ ভগবৎসারূপ্যবন্তঃ । অনিমিত্তং স্বপ্রয়োজনাভাব এব নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিংস্তেন । নিষ্কামেণ পরমধর্ম্মেণ ইত্যর্থঃ । আরাধয়ন্ পূর্ব্বমারাধিতবন্তঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ'—বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীহরির মূর্ত্তির মত মূর্ত্তি যাঁহাদের, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সারূপ্য-(সমান-রূপতা) প্রাপ্ত হইয়াছেন যাঁহারা । 'অনিমিত্ত-নিমিত্তেন'—অনিমিত্ত অর্থাৎ (শ্রীভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে) নিজের প্রয়োজনের অভাব, তাহাই নিমিত্ত অর্থাৎ প্রবর্ত্তক যাহাতে, তাদৃশ ধর্ম্মের দ্বারা, অর্থাৎ নিষ্কাম পরম ধর্ম্মের দ্বারা—এই অর্থ । 'আরাধয়ন্'—পূর্ব্বে আরাধনা করিয়াছিলেন যাঁহারা ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—অনিমিত্তেন বিষ্ণ্বর্পণেন ।

মুক্তাশ্চৈবাধিকারস্থা দ্বেষা বৈকুণ্ঠলোকগাঃ ।
অমুক্তানাং ভ্রমঃ ক্বাপি ন মুক্তানাং কুচিদ্ভবেৎ ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণে । কৃষ্ণাত্মনাং মনরজ আদধুরিতি চ ।

তিরশ্চীনা স্থাবরাশ্চ সর্ব্বে জ্ঞানাদ্বিকুণ্ঠগাঃ ।
অমুক্তা মুক্তিমায়ান্তি নিয়মাৎ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ে ॥
ইতি চ ॥ ১৪ ॥

যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্চ্ছব্দগোচরঃ ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ বৈকুণ্ঠে) শব্দগোচরঃ (বেদান্তৈকবেদ্যঃ) ভগবান্ বৃষঃ (ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ) আদ্যঃ (কারণরূপঃ) পুমান্ (পরমপুরুষঃ) বিরজং (রজোগুণেন অননুবিদ্ধং) সত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীং মূর্ত্তিং) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্বানাং নঃ (স্বান্ অস্মান্) মৃড়য়ন্ (সুখয়ন্) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই ধামে বেদান্তৈকবেদ্য ধর্ম্মমূর্ত্তি আদ্যপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নিজজনগণের আনন্দ বিধান করিয়া বিরাজিত আছেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিরজং সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বং বিষ্টভ্য ধৃত্বা যস্য নামরূপগুণলীলাদিকং সর্ব্বমেব শুদ্ধসত্ত্বমিত্যর্থঃ । স্বানাং স্বান্ বৃষঃ সাক্ষাৎ পরমধর্ম্মরূপঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিরজং সত্ত্বং'—বি-রজঃ বলিতে রজোগুণ-বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব, 'বিষ্টভ্য' ধারণ করিয়া (বেদপ্রতিপাদ্য যে ভগবান্ বিরাজিত)। যাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি সমস্তই শুদ্ধসত্ত্ব—এই অর্থ । 'স্বানাং'—(এখানে 'মৃড়' ধাতুর কর্ম্মে

দ্বিতীয়া স্থানে ষষ্ঠী প্রয়োগ হইয়াছে) অর্থাৎ নিজ জন আমাদিগকে সুখপ্রদান করতঃ বিরাজিত আছেন। 'বৃষঃ'—যিনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্মমূর্ত্তি ॥ ১৫ ॥

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৈকুণ্ঠে) সর্ব্বর্তুশ্রীভিঃ (সর্ব্বেষু ঋতুষু শ্রীঃ পুষ্পাদি-সম্পদ্ যেষাং তৈঃ) কামদুঘৈঃ (অভীষ্টানি বর্ষদ্ভিঃ) দ্রুমৈঃ বিভ্রাজৎ (শোভমানং) মূর্ত্তিমৎ কৈবল্যমিব (সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপমিব) নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সেই ধামে মূর্ত্তিমান্ শুদ্ধভক্তিসুখস্বরূপ 'নিঃশ্রেয়স'-নামে একটী বন বিরাজিত ; সেই বনটী সকল ঋতুর পুষ্পাদিসম্পদ্‌যুক্ত কামবর্ষী বৃক্ষসমূহ-দ্বারা পরিশোভিত ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৈবল্যমূর্ত্তিমদিবেতি বনস্পতিসমূহস্য নিত্যসিদ্ধত্বং একরসনিরুদ্বেগপরমানন্দময়ত্বং আত্মারামবিহঙ্গম-স্পৃহণীয়ত্বঞ্চোক্তম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ'—কৈবল্য বলিতে মোক্ষ, মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপের মতই—ইহা বলায়, বনস্পতি-সমূহের নিত্যসিদ্ধত্ব, একরসত্ব, নিরুদ্বেগত্ব, পরমানন্দ-ময়ত্ব এবং আত্মারামরূপ বিহঙ্গমগণের স্পৃহণীয়ত্ব উক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

বিবৃতি—প্রপঞ্চ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ক্ষেত্র। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ও মননাদি-বিষয় নশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যরূপে গৃহীত হয়। নশ্বর ইন্দ্রিয়গণ মাপিয়া লয় বলিয়া ভোগময় দৃশ্য জগৎকে 'মায়িক' বলা হয়। যে দেশ ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় না, নশ্বর ইন্দ্রিয় যাহাকে ভোগ করিতে পারে না, সেই ভোগাতীত প্রদেশকে 'পরব্যোম' বা 'বৈকুণ্ঠ' বলে। সেই বৈকুণ্ঠে নৈঃশ্রেয়স কানন অবস্থিত ; অর্থাৎ, নৈঃশ্রেয়স বন ভবদাবাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অবসর দেয় না। সেই কাননের বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, অর্থাৎ কামী বা কামুকগণের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার অবকাশ দেয় না। কামিগণ সেই বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে কল্পতরুর নিকট হইতে কোন ফল প্রার্থনা করেন না। সেই কল্পতরুর নিকট কেবল বৈকুণ্ঠ-বস্তু গমন করেন, কেননা, তাঁহাদের কোন প্রকারে নশ্বর কামনার উদয় হয় না। সকল কাম তাদৃশ তরুর দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিসুখময় কৈবল্য মূর্ত্তিমান্ হইয়াই সেই নিঃশ্রেয়সবনে শোভা বিস্তার করে। নানা সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি সেখানে পরিপূর্ণ। বৈকুণ্ঠের কাল সর্ব্বদা ভগবৎসেবা-সুখের উপযোগী। ভজনীয় বস্তু, ভজন ও ভক্ত—বৈকুণ্ঠের এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা দেশ-কাল-পাত্রে বিরাজিত থাকিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিমন্ত হইয়াই নিত্যাবস্থিতি করে ॥ ১৬ ॥

বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্-
গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ।
অন্তর্জ্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৈকুণ্ঠে) সললনাঃ (সস্ত্রীকাঃ) বৈমানিকাঃ (বিমানচারিণঃ জনাঃ) অন্তর্জলে (জলমধ্যে) অনুবিকসন্মধুমাধবীনাং (অনুবিকসন্ত্যঃ মধু মকরন্দঃ তদ্‌যুক্তাঃ মাধব্যঃ বাসন্ত্যঃ লতাঃ যদ্বা, অনুবিকসন্মধবঃ প্রসরন্মকরন্দাঃ মাধব্যঃ মধুকালীনাঃ সুমনসঃ তাসাং) গন্ধেন খণ্ডিতধিয়ঃ (খণ্ডিতাঃ বিস্মিতাঃ ধীঃ যেষাং তে) অপি অনিলং (তদগন্ধ-প্রাপকং বায়ুং) ক্ষিপন্তঃ (তিরস্কুর্ব্বন্তঃ) ভর্ত্তুঃ (বৈকুণ্ঠনাথস্য) শমলক্ষপণানি (শমলানি কামাদি-দোষান্ ক্ষপয়ন্তি নিরাকুর্ব্বন্তি যৈঃ তাদৃশানি) চরিতানি (চরিত্রাণি) শশ্বৎ (নিরন্তরং) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সেই ধামে বিমানচারী সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে ; তাহারা ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, জলমধ্যে বিকশিত মকরন্দ-যুক্ত মাধবীলতার (অথবা, মকরন্দবিস্তারকারী বসন্তকালীয় পুষ্পরাশির) গন্ধে তাঁহাদের চিত্ত বাধা-প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা সেই গন্ধবহকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—শমলেতি ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিজীবানাং সর্ব্ব-মালিন্যক্ষপণানি স্বেষান্ত তদ্বিরহদুঃখোপশমকানি। বৈমানিকা স্বরবিশেষোদ্ভাবনার্থং বিমানাদবতীর্য্য

সরোবরস্যান্তর্জলে কণ্ঠমগ্নজলে ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, তটবর্ত্তিনীনামেব জলসংলগ্নবৃক্ষশাখামারুহ্য তাঃ স্বপত্রাদিভিরাচ্ছাদয়ন্তীনামন্তর্জল এব বিকসন্তীনাং মধুযুক্তমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতাঃ ভগবচ্চরিতাস্বাদনৈকতানত্বে সবিঘ্নীকৃতা ধীর্যেষাং তথাভূতা অপি গায়ন্ত্যেব, ন তু গানাদ্বিরমন্তীত্যর্থঃ। কিন্ত্বনিলং ক্ষিপন্তঃ, অরে মাধবীপুষ্পামোদতুন্দিলসুমন্দশীতানিল! ভগবল্লীলামৃতমাধুর্য্যেষু নিমজ্জিতা অস্মাকং ধিয়ো বৃত্তীঃ কথমাক্রষ্টুং যতসে? কিং ত্বং তেভ্যোঽহপ্যাত্মানং মধুরং মন্যসে? ধিক্ ত্বাং মূঢ়েতি নিন্দন্তঃ, তেন কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমদিতি পূর্ব্বোক্তেস্তদ্বনস্থপুষ্পামোদাদীনাং ব্রহ্মানন্দরূপত্বেঽপ্যাক্ষেপাৎ ব্রহ্মানন্দাদপি ভজনানন্দোঽত্যধিক ইতি দ্যোতিতম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শমল-ক্ষপণানি'—ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সকল জীবের সমস্ত মালিন্য ক্ষালনকারক, নিজেদের কিন্তু তাঁহার বিরহজনিত দুঃখের উপশমক (ভগবানের চরিত্রসকল)। বৈমানিকগণ (সস্ত্রীক) স্বরবিশেষের উদ্ভাবনের নিমিত্ত বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সরোবরের 'অন্তর্জলে'—কণ্ঠমগ্ন জলমধ্যে, এই অর্থ। অথবা—তটবর্ত্তিনী জলসংলগ্ন বৃক্ষশাখায় আরোহণপূর্ব্বক ভগবানের চরিতসমূহ গান করিয়া থাকেন। নিজ নিজ পত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদনকারী, জলমধ্যেই বিকসিত, মধুযুক্ত মাধবীলতার গন্ধে, 'খণ্ডিতধিয়ঃ'—খণ্ডিত অর্থাৎ ভগবচ্চরিতের আস্বাদনে একতানত্ববিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহাদের, সেইরূপ হইলেও তাঁহারা (সস্ত্রীক সেই বৈমানিকগণ) ভগবানের গুণগান করিতেছেন, কিন্তু সেই গান হইতে বিরত হন নাই, এই অর্থ। অপরন্তু বায়ুকেই তিরস্কার করিতেছেন—অরে! মাধবীপুষ্পের গন্ধে আমোদিত মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু! শ্রীভগবানের লীলামৃত-মাধুর্য্যে নিমজ্জিত আমরা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কিজন্য আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ? তুমি কি নিজেকে ভগবন্মাধুর্য্য হইতেও মধুর বলিয়া মনে কর? হে মূঢ়! ধিক্ তোমাকে—এইভাবে তিরস্কার করিতেছেন। 'সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মোক্ষের ন্যায় বৃক্ষসমূহ'—এইরূপ পূর্ব্বে বলায়, সেই বনস্থিত পুষ্পগন্ধাদির ব্রহ্মানন্দ-রূপত্ব হইলেও, তাহা তিরস্কৃত হওয়ায়, ব্রহ্মানন্দ হইতেও ভজনানন্দ অত্যধিক—ইহাই দ্যোতিত হইল ॥ ১৭ ॥

———

পারাবতান্যভৃত-সারস-চক্রবাক্-
দাত্যূহ-হংস-শুক-তিত্তিরি-বর্হিণাং যঃ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-
র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যত্র) ভৃঙ্গাধিপে (ভৃঙ্গশ্রেষ্ঠে) হরিকথামিব (শ্রীহরেঃ লীলাগানমিব) উচ্চৈঃ গায়মানে (গায়তি গীতধ্বনিং কুর্ব্বতি সতি) পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাকদাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং (পারাবতাঃ কপোতাঃ, অন্যভৃতঃ কোকিলাঃ, সারসাঃ, চক্রবাকাঃ, দাত্যূহাঃ চাতকাঃ, হংসাঃ, শুকাঃ, তিত্তিরয়ঃ পক্ষিভেদাঃ, বর্হিণঃ ময়ূরাঃ, তেষাং) যঃ কোলাহলঃ (কলরবঃ সঃ) অচিরমাত্রং (ক্ষণমাত্রং) বিরমতে (বিরমতি শাম্যতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বনমালাধিকারী কোনও মুখ্য ভৃঙ্গ ভগবৎপার্ষদাদিকীর্ত্তিত হরিকথার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলে তত্রস্থ কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গমকুলের কোলাহল অবিলম্বেই বিরাম লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বৈমানিকা ইব তত্রত্যাঃ পক্ষিণোঽপি পরমভক্তা নির্ম্মৎসরাশ্চেত্যাহ—পারাবতাঃ কপোতাঃ অন্যভৃতাঃ কোকিলাঃ দাত্যূহা ডাহুকা ইতি খ্যাতাঃ। অচিরমাত্রং শীঘ্রমেব; হংহো সম্প্রতি হরিকথা প্রবর্ত্ততে তদ্বয়ং সর্ব্বে তাবত্তূষ্ণীমেব শৃণুম ইত্যেবং কোলাহলো বিরমতে। কদা ভৃঙ্গাধিপে ভগবদ্বনমালাধিকারিণি হরিকথামিব হরিকথাতুল্যমেব কিমপি ঘুণাক্ষরন্যায়েন গায়তি সতি হরিহরীত্যাকারকস্বপক্ষশব্দং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। ন জানে তস্মিন্ সাক্ষাদ্ধরি-কথাং গায়তি সতি পক্ষিণাং তেষাং তস্মিন্ কীদৃশ আদরো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈমানিকগণের ন্যায় সেখানকার পক্ষিগণও পরমভক্ত এবং নির্ম্মৎসর, ইহা বলিতেছেন—'পারাবত'-ইত্যাদির দ্বারা। পারাবত বলিতে কপোত, অন্যভৃৎ অর্থাৎ অপরের দ্বারা পালিত কোকিল, দাত্যূহ ডাহুক বলিয়া খ্যাত।

'অচিরমাত্রং'—শীঘ্রই, ওহে! সম্প্রতি হরিকথা আরম্ভ হইতেছে, অতএব আমরা সকলে নিঃশব্দে স্থিরভাবে শ্রবণ করিব, এইজন্য পক্ষিগণের কোলাহল বিরত হইতেছে। কখন? তাহাতে বলিতেছেন—'ভৃঙ্গাধিপে'—ভগবানের বনমালার অধিকারী কোন মুখ্য ভৃঙ্গ যখন, 'হরিকথামিব'—হরিকথার তুল্যই ঘুণাক্ষর-ন্যায়ে কিছু গান করে, অর্থাৎ হরি, হরি—এই প্রকার নিজ পক্ষের শব্দ করিতে থাকিলে—এই অর্থ। [ঘুণাক্ষর ন্যায়—বংশখণ্ডে ঘুণ লাগিয়া ছিদ্র করে, তাহা হইতে পতিত ঘুণসমূহ রেখাবৎ মিলিয়া দৈবাৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ অক্ষরও নিষ্পন্ন হইতে পারে—সেইরূপ এখানে ভৃঙ্গের পক্ষের ধ্বনিতে কখনও হরি, হরি—এইপ্রকার শব্দ বাহির হইতেছে, তাহা তাহাদের হরিকথা গান বলা হইয়াছে।] জানি না, সেই ভৃঙ্গ সাক্ষাৎ হরিকথা গান করিলে, সেই পক্ষিগণের সেই ভৃঙ্গে কি প্রকার সমাদর হইবে—এই ভাব ॥ ১৮ ॥

———

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-
পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ।
গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মিন্ (বৈকুণ্ঠে) মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ (মন্দারপারিজাতৌ সুরতরুবিশেষৌ, কুন্দঃ, কুবরঃ তিলকবৃক্ষঃ, উৎপলং রাত্রিবিকাশি, চম্পকঃ, অর্ণঃ পুষ্পবিশেষঃ, পুন্নাগঃ, নাগঃ নাগকেশরঃ বকুলঃ, অম্বুজং (দিনবিকাশি পদ্মং এতাঃ) সুমনসঃ (পুষ্পজাতয়ঃ অতিসুগন্ধয়োঽপি) তুলসিকাভরণেন (তুলসীদলার্চ্চিতেন শ্রীহরিণা) তস্যাঃ (তুলস্যাঃ) গন্ধে অর্চ্চিতে (আদৃতে সতি) তস্যাঃ তপঃ (সৌভাগ্যং) বহু মানয়ন্তি (স্তবন্তি, ন তু অসূয়ন্তি ; তদ্বৈকুণ্ঠং যযুঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তুলসীই শ্রীনারায়ণের আভরণস্বরূপ। বৈকুণ্ঠধামে সেই তুলসীভূষণ শ্রীনারায়ণ তুলসীর গন্ধকে সমাদর করায় মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, তিলকপুষ্প, রাত্রিবিকাশি, উৎপল, চম্পক, অর্ণ-নামক পুষ্প, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, পদ্ম ও পারিজাত প্রভৃতি কুসুমবৃক্ষরাশি সেই তুলসীর তপস্যাকে বহুমানন করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—পক্ষিণ ইব তত্রত্যা বৃক্ষা অপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিরহিতাঃ পরমভক্তা এবেত্যাহ—মন্দারপারিজাতৌ সুরতরুবিশেষৌ কুরবস্তিলকবৃক্ষঃ। অর্ণং পুষ্পবিশেষঃ নাগো নাগকেশর এতে বৃক্ষাঃ পরমসুগন্ধকুসুমা অপি তুলসিকাভরণেন শ্রীহরিণা বনবিহরণসময়ে তস্যাস্তুলস্যা গন্ধে অর্চ্চিতে আদৃতে সতি যস্মিন্ বনে অহো ধন্যাসি ত্বং তুলসীতি তস্যা এব তপো বহুমানয়ন্তি ন তু স্বেষামিতি তেন, যদ্যস্যাস্তপো জানীমঃ তর্হি তদেব তপো বয়মিতো ভারতভূমিং গত্বা আচরাম ইতি তেষাং মনোঽনুলাপো ধ্বন্যতে। ততশ্চ বৈকুণ্ঠবাসিনোঽপি ভারতভূমৌ জন্ম বাঞ্ছন্তীতি বৈকুণ্ঠাদপি ভারতভূমেরুৎকর্ষোঽনুধ্বন্যতে, বহুমানয়ন্ত্যেব ন ত্বসূয়ন্তীত্যর্থঃ ; যতঃ সুমনসঃ শুদ্ধচিত্তাঃ পক্ষে পুষ্পতরবঃ, তেন বৈমানিকা ইতি পারাবতেতি মন্দারেত্যাদিভির্জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিদস্ত্রয় এব হরিং ভজন্তো বর্ত্তন্তে, ন তু চতুর্থঃ স্বেদজোঽবর্ণাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পক্ষিগণের ন্যায় সেখানকার বৃক্ষগণও স্পর্দ্ধা, অসূয়াদি-রহিত পরম ভক্তই, ইহা বলিতেছেন—'মন্দার-কুন্দ' ইত্যাদি শ্লোকে। এখানে মন্দার এবং পারিজাত সুরতরু-বিশেষ। কুরব তিলকবৃক্ষ (ঝিণ্টী পুষ্প বৃক্ষ)। অর্ণ পুষ্পবিশেষ (সেগুণ গাছ), নাগ, নাগকেশর—এই সকল বৃক্ষ পরম সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট হইলেও, 'তুলসিকাভরণেন'—তুলসীই আভরণ যাঁহার, সেই শ্রীহরি কর্ত্তৃক বনবিহারকালে সেই তুলসীর গন্ধ সমাদৃত হইলে, 'যস্মিন্'—যে বনে, অহো! হে তুলসি! তুমি ধন্য—এইরূপে সেই তুলসীর তপস্যাকেই বহু বলিয়া সম্মাননা করে, কিন্তু নিজেদের নয়। ইহার দ্বারা, যদি এই তুলসীর তপস্যা আমরা জানিতে পারি, তাহা হইলে সেই তপস্যাই আমরা এখান হইতে ভারতভূমিতে গমনপূর্ব্বক আচরণ করিতাম—এইরূপ তাহাদের মনের অনুলাপ ধ্বনিত হইতেছে। আরও, বৈকুণ্ঠবাসিগণও ভারতভূমিতে জন্ম বাঞ্ছা করেন—ইহার দ্বারা বৈকুণ্ঠ হইতেও ভারতভূমির

উৎকর্ষ অনুধ্বনিত হইতেছে। 'বহুমানয়ন্তি'—বহু মাননাই করেন, কিন্তু অসূয়া করেন না, এই অর্থ। যেহেতু 'সুমনসঃ'—শুদ্ধচিত্ত, পক্ষে পুষ্পতরুগণ। এখানে বৈমানিকগণ, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিগণ, মন্দার প্রভৃতি বৃক্ষগণ—ইহা বলায়, জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ—এই তিন প্রাণিই শ্রীহরিকে ভজন করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু অবর্ণ বলিয়া চতুর্থ স্বেদজ প্রাণী নহে, ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—ভক্তৈরর্চ্চিতে সতি ভগবতা তুলসিকাভরণে কৃতে তস্য গন্ধার্থং তপো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈ-
র্বৈদুর্য্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ
কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ ॥ ২০॥

অন্বয়ঃ—তৎ (বৈকুণ্ঠধাম) হরিপদানতিমাত্র-দৃষ্টৈঃ (হরেঃ পাদয়োঃ আনতিঃ প্রণামঃ তাবন্মাত্রেণ দৃষ্টৈঃ প্রাপ্তৈঃ) বৈদুর্য্যমারকতহেমময়ৈঃ (তত্তন্মণি-নির্ম্মিতৈঃ) বিমানৈঃ (ভক্তানাম্ আকাশরথৈঃ) সঙ্কুলং (ব্যাপ্তং) যেষাং কৃষ্ণাত্মনাং (কৃষ্ণে আত্মা যেষাং তেষাং) বৃহৎকটিতটাঃ (বৃহন্তি কটি তটানি যাসাং তাঃ) স্মিতশোভিমুখ্যঃ (স্মিতেন ঈষৎহসনেন শোভীনি শোভাযুক্তানি মুখানি যাসাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ অপি শোভীনি) উৎস্ময়াদ্যৈঃ (পরিহাসাদিভিঃ) রজঃ (কামং) ন আদধুঃ (জনয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই বৈকুণ্ঠধাম, শ্রীহরির পদযুগলে প্রণতি অর্থাৎ শরণাগতিমূলা ভজনপ্রভাবে লব্ধ (জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্য নহে) ভক্তগণের বৈদুর্য্য-মারকত-খচিত স্বর্ণময় বিমানসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। যে সকল ভক্তগণের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত অর্থাৎ যাঁহারা ভজনানন্দী ও নির্বৃত্ত পুরুষ, তাঁহাদের চিত্তে বিপুল-নিতম্বা, সহাস্যবদন-সুশোভিতা ললনাগণ পরিহাসাদি দ্বারাও কিছুমাত্র চিত্তবিকার জন্মাইতে পারে না (এবম্বিধ পুরুষগণেও বৈকুণ্ঠ পরিব্যাপ্ত) ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অভিতো বর্ত্তিনীমুদ্যানশোভাং বর্ণয়িত্বা মধ্যবর্ত্তিনীং বৈকুণ্ঠনগরশোভাং বর্ণয়তি—তদিতি। হরিপাদয়োরানতিঃ প্রণতিস্তাবন্মাত্রেণাপি ভজনেন দৃষ্টৈঃ ন তু সম্পূর্ণাঙ্গৈরপি জ্ঞানকর্ম্মাদিভিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তত্র ভজনানন্দনির্বৃতেষু লোকেষু পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা ব্রহ্মানন্দোঽপি ন প্রভবতি, কিং পুনর্বিষয়ানন্দ ইত্যাহ বৃহৎকোটিতটাঃ, পরমসুন্দর্য্যোঽপি যেষাং কৃষ্ণাত্মনাং কৃষ্ণনিমগ্নমনসাং উৎস্ময়াদ্যৈঃ উৎকৃষ্টস্মিতা-বলোকগত্যালাপাদিব্যাপারৈঃ স্বাভাবিকৈরজঃ কামং ন আদধুর্ন জনয়ামাসুস্তৈশ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চারিদিকের উদ্যানের শোভা বর্ণনপূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তী বৈকুণ্ঠ-নগরের শোভা বর্ণনা করিতেছেন—'তদ্' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদিগের অগণ্য বৈদূর্য্য, মারকত ও স্বর্ণময় বিমানে সেই বৈকুণ্ঠধাম পরিপূর্ণ)। 'হরিপদানতমাত্র-দৃষ্টৈঃ'—শ্রীহরির পদযুগলে প্রণতিমাত্র ভজনের দ্বারাই দৃষ্ট অর্থাৎ লব্ধ (ঐ বিমানগুলি), কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হয় না, এই অর্থ। আরও, সেখানে ভজনানন্দে নির্বৃত (পরিতুষ্ট) জনগণের উপর পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মানন্দও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আর বিষয়ানন্দ কি করিয়া তাঁহাদের তুষ্টি-বিধান করিবে ?—ইহাই বলিতেছেন —'বৃহৎকটিতটাঃ'—(বিপুলনিতম্বা), পরমা সুন্দরী রমণীগণও, 'যেষাং কৃষ্ণাত্মনাং'—শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নচিত্ত বৈকুণ্ঠবাসি ভক্তগণের মনে, 'উৎস্ময় দ্যৈঃ'—উৎকৃষ্ট স্মিত, অবলোকন, গতি, আলাপাদি স্বাভা-বিক ব্যাপারের দ্বারাও 'রজঃ ন আদধুঃ'—রজঃ অর্থাৎ কামভাব জন্মাইতে পারে না, তাদৃশ ভক্তগণের বিমানের দ্বারা ব্যাপ্ত যে বৈকুণ্ঠ ॥ ২০ ॥

শ্রীরূপিণী কণয়তী চরণারবিন্দং
লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি
সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যদনুগ্রহণে (যস্যাঃ শ্রিয়ঃ অনুগ্রহণে অনুগ্রহলাভায় শ্রীঃ অনুগ্রহং করোতু ইত্যেতদর্থম্) অন্যযত্নঃ (অন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং যত্নঃ প্রয়াসঃ ভবতি সা) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) রূপিণী (মনোহরমূর্ত্তিধারিণী সতী) স্ফটিককুড্যে (স্ফটিকময়ানি কুড্যানি ভিত্তি-সমূহাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) উপেতহেম্নি (মধ্যে মধ্যে

চ শোভার্থং উপেতং সংযুক্তং হেম যস্মিন্ তস্মিন্) হরিসদ্মনি (শ্রীহরেঃ সদ্মনি আলয়ে) চরণারবিন্দং কৃণয়তী (নূপুরেণ শব্দয়ন্তী সতী) মুক্তদোষা (ত্যক্ত-চাপল্যা, যদ্বা, প্রসারিতেন ভুজেন) লীলাম্বুজেন (হস্ত-স্থিতলীলাকমলেন) সম্মার্জ্জতীব (সম্মার্জ্জনং কুর্ব্বতীব যস্মিন্ লোকে বৈকুণ্ঠে) সংলক্ষ্যতে (পরিদৃশ্যতে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যে লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহ-লাভার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণও যত্ন করিয়া থাকেন, সেই মনোহরমূর্ত্তি-ধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে চাপল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক (অথবা প্রসারিত বাহুলতাদ্বারা) মধ্যে মধ্যে সুবর্ণ-সংযুক্ত স্ফটিকময় ভিত্তিসমূহবিশিষ্ট শ্রীহরির ভবনে নূপুরের মন্দমধুর শব্দ করিতে করিতে হস্তধৃত লীলা-কমলদ্বারা যেন ঐ গৃহের সংমার্জ্জন-সেবায় নিযুক্তা বলিয়া লক্ষিত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বে হরিভজনানন্দবন্ত ইতি কিং বক্তব্যং, সাক্ষাল্লক্ষ্মীরপি যত্র সদা ভজন্তী বর্ত্তত ইত্যাহ দ্বাভ্যাম্। রূপিণী পরমসৌরূপ্যবতী চরণার-বিন্দং কৃণয়ন্তী মন্দগত্যা নূপুরেণ শব্দয়ন্তী হরেঃ সদ্মনি স্ফটিকময়ভিত্তৌ উপেতহেম্নি মধ্যে মধ্যে শোভার্থং সংযুক্তসুবর্ণে। মুক্তদোষা প্রসারিতেন ভুজেন লীলাম্বুজেন পাণিধৃতেন সম্মার্জ্জতীব স্বচ্ছভিত্তৌ প্রতি-বিম্বিতা শোধন্যা সম্মার্জ্জনং কুর্ব্বতীব সংলক্ষ্যতে, লীলাম্বুজমত্র শোধনীস্থানীয়ম্; যদ্বা, সম্মার্জ্জতীব সম্মা-র্জ্জন-কারিণ্যন্যা দাসীব। যদুক্তং কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়াং—তদ্গৃহমার্জ্জনীতি। তদা মুক্তদোষা নির্দ্দোষা। লীলাম্বুজেনেত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া। ন চানেন সাল্প-মাহাত্ম্যা মন্তব্যেত্যাহ—যস্যা অনুগ্রহণে শ্রীরনুগ্রহং করোত্বেতদর্থমন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং যত্নঃ সা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বৈকুণ্ঠলোকে সকলেই শ্রীহরির ভজনে আনন্দিত, ইহা আর বিশেষ কি বক্তব্য, সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মীদেবীও যেখানে ভজন (সেবা) করিতে করিতে অবস্থিতা রহিয়াছেন, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'রূপিণী'—পরম মনো-হর রূপধারিণী লক্ষ্মীদেবী, 'চরণারবিন্দং কৃণয়ন্তী'—মন্দগতির দ্বারা চরণস্থিত নূপুরের শব্দ করিতে করিতে, শ্রীহরির মন্দিরে স্ফটিকময় ভিত্তিসমূহে, যেখানে 'উপেতহেম্নি'—মধ্যে মধ্যে শোভার নিমিত্ত সুবর্ণ খচিত রহিয়াছে। 'মুক্তদোষা'—চাপল্যাদি দোষ-রহিতা লক্ষ্মীদেবী প্রসারিত ভুজে হস্তধৃত লীলা-কমলের দ্বারা, 'সম্মার্জ্জতীব'—স্বচ্ছভিত্তিতে প্রতি-বিম্বিত হওয়ায় শোধনীর দ্বারা যেন সম্মার্জ্জন-করিতেছেন, এইরূপ লক্ষিত হইতেছেন। লীলাকমল এখানে শোধনী-স্থানীয়। অথবা—'সম্মার্জ্জতীব'—সম্মার্জ্জনা-কারিণী অন্য দাসীর মত। যেমন শ্রীদশমে (৮২ অধ্যায়ে) কুরুক্ষেত্রযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীকালিন্দীর উক্তি—'তদ্ গৃহমার্জ্জনী'—অর্থাৎ আমরা শ্রীকৃষ্ণের গৃহ সম্মার্জ্জনী দাসী। সেখানে মুক্তদোষা বলিতে নির্দ্দোষা। 'লীলাম্বুজেন'—লীলাকমলের দ্বারা, ইহা উপলক্ষণে তৃতীয়া। ('ইত্থম্ভূতলক্ষণে'—এই সূত্রে, অর্থাৎ যে লক্ষণ (পরিচায়ক চিহ্ন) দ্বারা কোন ব্যক্তি সূচিত হয়, তাহার উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। এখানে হস্তধৃত লীলাকমলের দ্বারা শ্রীলক্ষ্মীদেবী সূচিত হইয়াছেন।) ইহার দ্বারা সেই লক্ষ্মীদেবীর অল্প মাহাত্ম্য, ইহা মনে করা উচিত নহে, তাহাই বলিতেছেন—'যদনুগ্রহণে'—যাঁহার অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত 'মহালক্ষ্মী আমাকে অনুগ্রহ করুন'—এইহেতু 'অন্যযত্নঃ'—অপর ব্রহ্মাদির যত্ন যেখানে, সেই লক্ষ্মী-দেবী, অর্থাৎ যে লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু
প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র-
মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে দেববৃন্দ!) যৎ (যস্মিন্ লোকে) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) প্রেষ্যান্বিতা (পরিচারিকা-ভির্যুক্তা) নিজবনে (লক্ষ্মীবনে স্ববিহারবাটিকায়াং) তুলসীভিঃ ঈশং (স্বামিনং শ্রীহরিং) অভ্যর্চ্চতী (পূজয়ন্তী সতী) বিদ্রুমতটাসু (বিদ্রুমমণিময়ানি তটানি যাসাং তাসু) অমলামৃতাপ্সু (অমলাঃ স্বচ্ছাঃ অমৃতাঃ অমৃততুল্যাঃ আপঃ জলানি যাসাং তাসু) বাপীষু (তড়াগেষু উদকে প্রতিবিম্বিতং) স্বলকং

(শোভনালকযুক্তং সুন্দরকেশবিশিষ্টম্) উন্নসং (উৎকৃষ্টনাসিকং চ) বক্ত্রং (স্বমুখম্) ঈক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভগবতা উচ্ছেষিতং (চুম্বিতম্) ইতি (এবম্) অমত (অমন্যত) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে দেববৃন্দ, সেই ধামে লক্ষ্মীদেবী, দাসীগণের সহিত যুক্ত হইয়া পদ্মরাগমণিখচিত তট ও নির্ম্মলামৃততোয়পূর্ণ বাপীতটস্থ নিজবনে তুলসীদল-দ্বারা প্রভু নারায়ণকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনে নিযুক্ত থাকা-কালে স্বীয় অলকাযুক্ত উন্নতনাসিকা-সুশোভিত বদনমণ্ডল স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত দর্শন করিয়া উহা শ্রীভগবান্-কর্তৃক চুম্বিত হইতেছে, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পরিচরণভক্তিমুক্ত্বা সাধকভক্তানামিব তস্যা অর্চ্চনভক্তিমাহ—বাপীষু দীর্ঘিকাসু অমৃততুল্য-জলাসু নিজবনে নিঃশ্রেয়সবনৈকদেশস্থে লক্ষ্মীবনে তুলসীভিরীশং শ্রীনারায়ণং অভ্যর্চ্চয়িতুং প্রাতঃস্নানং করিষ্যন্তী প্রথমং মুখক্ষালনার্থং সোপানতটমধ্যাসীনা জলে প্রতিবিম্বিতং শোভনালকং উৎকৃষ্টনাসিকাযুক্তঞ্চ স্বমুখমীক্ষ্য ঈক্ষিত্বা ভগবতা উচ্ছেষিতমুচ্ছিষ্টীকৃতং চুম্বনাধরপানাভ্যামিত্যমত অমন্যত ; যদ্বা, তত্র জলে নীলোৎপলপ্রতিবিম্বে মিলিতং স্ববক্ত্র-প্রতিবিম্বং বীক্ষ্য ভগবতা তন্মুখং চুম্বিতং জাতমিতি ভাবোদয়ো জাতঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিচর্য্যারূপ ভক্তি বলিয়া সাধক ভক্তজনের ন্যায় তাঁহার (শ্রীলক্ষ্মীদেবীর) অর্চ্চনরূপা ভক্তি বলিতেছেন—'বাপীষু'—বৈকুণ্ঠ ধামের সরোবরসমূহের অমৃততুল্য জলে, 'নিজবনে' —নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মঙ্গলময় বনের একদেশে লক্ষ্মী-বনে তুলসীর দ্বারা নিজপ্রভু শ্রীনারায়ণের অভ্যর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত (লক্ষ্মীদেবী) প্রাতঃস্নান করতঃ প্রথমতঃ মুখপ্রক্ষালনের জন্য সোপানতটে উপবেশন-পূর্ব্বক জলে প্রতিবিম্বিত শোভন অলক (কেশ) এবং উৎকৃষ্ট নাসিকাযুক্ত নিজ বদন অবলোকন করিয়া, 'ভগবতা উচ্ছেষিতং'—ভগবান্ স্বপতি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক (ঐ বদন) চুম্বন ও অধরপানের দ্বারা উচ্ছিষ্টীকৃত (অর্থাৎ ভগবানই বুঝি আমার মুখ-চুম্বন করিলেন)—এইরূপ 'অমত'—মনে করিলেন। অথবা—সেই জলে নীলোৎপল-প্রতিবিম্বে মিলিত নিজ বদনের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ভগবান্ কর্ত্তৃক সেই বদন চুম্বিত হইয়াছে—এইরূপ ভাবোদয় হইল ॥ ২২ ॥

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) অঘভিদঃ (অঘং পাপং ভিনত্তি ইতি পাপহারিণঃ অঘাসুরহন্তুঃ বা শ্রীহরেঃ) রচনানুবাদাৎ (রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা তস্যাঃ অনুবাদাৎ বিমুখীভূত্যা) মতিঘ্নীঃ (বুদ্ধিভ্রংশিকাঃ) অন্যবিষয়াঃ কুকথাঃ (অর্থকামাদিবার্ত্তাঃ) শৃণ্বন্তি (তে) যৎ (বৈকুণ্ঠং) ন ব্রজন্তি (ন গন্তুং ন শক্নুবন্তি), হন্ত (অহো) হতভগৈঃ (দুর্ভাগ্যৈঃ) নৃভিঃ (পুরুষৈঃ) যাঃ তু আত্তসারাঃ (আত্তঃ গৃহীতঃ সারঃ শ্রোতৄণাং পুণ্যং যাভিঃ তাঃ কথাঃ) শ্রুতাঃ (সত্যঃ) তান্ তান্ (শ্রোতৄন্) অশরণেষু (নিরাশ্রয়েষু) তমঃসু (নরকেষু) ক্ষিপন্তি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল পুরুষ পাপহারী ভগবানের সৃষ্ট্যাদি-লীলানুবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইয়া মতিভ্রংশকারী অর্থ-কামাদিরূপ কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখনও সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে না ; হায়! ঐ সকল ভগবদিতর অসদ্বার্ত্তা হতভাগ্য লোকগণেরই শ্রবণীয় বিষয় ; যেহেতু উহা শ্রোতৃবর্গের যাবতীয় পুণ্য হরণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে পাতিত করে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র গন্তুং কেঽধিকারিণ ইত্যপেক্ষায়াং প্রথমমনধিকারিণ আহ—অঘভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রচনা লীলাকথা তস্যা অনুবাদাৎ অনুকীর্ত্তনাৎ অন্যবিষয়া এব কথাঃ ন্যায়াদিশাস্ত্রবিষয়া অপি কথাঃ কুকথাস্তা যে শৃণ্বন্তি তে যদ্বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি, তর্হি কিং ব্রজন্তি? তত্রাহ—যাঃ কুকথা হতভগৈঃ শ্রুতা ইতি হতভগা এব তত্রাধিকারিণঃ। অতো হতভগৈর্নৃভিরেবাত্তো গৃহীতঃ সারঃ শ্রোতব্যত্বেনানুসংহিতং মহত্ত্বং যাসাং, অতএব তাংস্তান্ হতভগান্ তমঃসু নরকেষু তাঃ কথা এব বলাৎকারেণ ক্ষিপন্তি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বৈকুণ্ঠে গমনের কাহারা অধিকারী ? ইহার অপেক্ষায় প্রথমতঃ যাহারা অনধিকারী, তাহাদের কথা বলিতেছেন—'অঘভিদঃ' —(অঘ বলিতে পাপ, পাপ-বিনাশক, অথবা) অঘাসুরের বিনাশক শ্রীকৃষ্ণের 'রচনানুবাদাৎ'—রচনা বলিতে লীলাকথা, তাহার অনুবাদ অর্থাৎ অনুকীর্ত্তন হইতে 'অন্যবিষয়াঃ'—কৃষ্ণকথা ব্যতিরেকে অন্য-বিষয়ক কথা, এমন কি ন্যায়াদি শাস্ত্র বিষয়ক কথাও কুকথা, তাহা যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা যে বৈকুণ্ঠে গমন করে না। তাহা হইলে তাহারা কোথায় গমন করে ? ইহাতে বলিতেছেন—'যাস্তু শ্রুতাঃ হতভগৈঃ' যে সকল কুকথা হতভাগ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রুত হয়, অর্থাৎ হতভাগ্যগণই সেই কুকথা শ্রবণে অধিকারী। অতএব হতভাগ্য মনুষ্যগণই 'আত্তসারাঃ'—সেই কুকথাকে শ্রোতব্যত্ব ও আনুষঙ্গিক মহত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য সেই কুকথাই সেই সেই হতভাগ্যদিগকে বলপূর্ব্বক নরকসমূহে ক্ষেপণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—অরচনানুবাদাঃ ॥ ২৩ ॥

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্মং যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) নঃ (অস্মাভিঃ ব্রহ্মাদিভিঃ) অপি চ অভ্যর্থিতাং (প্রার্থিতাম্) যত্র (যস্যাং নৃগতৌ) সহধর্ম্মং (ধর্ম্মেণ সহিতং) তত্ত্ববিষয়ং জ্ঞানং চ (ভবতি তাং) নৃগতিং (মনুষ্যজাতিং) প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সন্তঃ অপি) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) আরাধনং (ভজনং) ন বিতরন্তি (নৈব কুর্ব্বন্তি) বত (অহো) তে অমুষ্য (ভগবতঃ) বিততয়া (সর্ব্বত্র বিস্তৃতয়া) মায়য়া সম্মোহিতাঃ (বিমোহিতাঃ এব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হায়! যে মনুষ্যজন্ম আমাদিগেরও (ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও) প্রার্থনীয় বস্তু, যাহা ভগবদ্ধর্ম্মের সহিত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপযোগী, তাদৃশ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা (সর্ব্বধর্ম্ম ও জ্ঞানের মূল) শ্রীহরির ভজন না করে, তাহারা সেই ভগবানের বিস্তৃতা মায়ার দ্বারা বিমোহিত ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত যদ্যপি তত্র গন্তুং নৃজাতয় এবাধিকারিণো, ন তু দেবাদিজাতয়স্তদপি ভক্তিরহিত-শাস্ত্রতাৎপর্য্যভ্রংশিতবুদ্ধয়ো নৃজাতয় এব কেচিদ্বঞ্চিতা ভবন্তীতি তান্ শোচতি—যে ইতি। হা হন্ত ভারতভূমৌ কদা নৃজনুষো ভূত্বা বয়ং কৃষ্ণং ভজন্তঃ ক্ষণমাত্রেণৈব প্রাপ্স্যামেতি নোঽস্মাভির্ব্রহ্মাদিভিরপ্যভ্যর্থিতাং নৃগতিং যে প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ, যত্র যস্যাং তত্ত্ববিষয়ং ব্রহ্মবিষয়কং ধর্ম্মসহিতং জ্ঞানঞ্চ ভবতি, তদপি ভগবত আরাধনং ন বিতরন্তি ন কুর্ব্বন্তি চেৎ তে অমুষ্য মায়য়া মোহিতাঃ ধর্ম্মজ্ঞানয়োরপি ভক্তিং বিনা ফলাসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ; যদ্বা, যত্র ধর্ম্মসহিতং জ্ঞানং কুর্ব্বন্তি ন ত্বারাধনং তে মোহিতাঃ ; যদ্বা, ভগবতঃ এবারাধনং ভগবতে ন দদতি তৎসুখতাৎপর্য্যতয়া ন কল্পয়ন্তি, তে সকামভক্তা অপীতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! যদিও সেই বৈকুণ্ঠ-গমনে মনুষ্যজাতিই অধিকারী, কিন্তু দেবজাতি নহে, তথাপি ভক্তিহীন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের দ্বারা ভ্রষ্টবুদ্ধি কোন কোন মনুষ্য বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন—'যে' ইত্যাদি। হায়! ভারতভূমিতে কখন মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করতঃ ক্ষণকালমাত্রেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব—এইরূপ ব্রহ্মাদি আমাদেরও বাঞ্ছনীয় মনুষ্যজন্ম যাহারা লাভ করিয়াছে, 'যত্র'—যে মনুষ্যজন্মে 'তত্ত্ববিষয়ং'—ব্রহ্মবিষয়ক ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানও হইয়া থাকে, তথাপি যদি শ্রীভগবানের আরাধনা না করে, তাহা হইলে তাহারা সেই ভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত ; ধর্ম্ম এবং জ্ঞানেরও ভক্তি ব্যতীত ফললাভ হয় না, এই ভাব। অথবা—যে মনুষ্যজন্মে যাহারা ধর্ম্মের সহিত জ্ঞানই অর্জ্জন করে, কিন্তু ভগবদারাধনা করে না, তাহারা মোহিত, কিম্বা—যাঁহারা ভগবানের আরাধনা (সেবা) ভগবান্‌কে প্রদান করেন না, অর্থাৎ ভগবানের সুখ-তাৎপর্য্যরূপে সম্পাদন করেন না, সেই সকাম ভক্তগণও (ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ) ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—যে নৃগতিং জ্ঞানাদি-যোগ্যাং ন প্রপন্নাঃ।

তে মোহাদ্ভগবদারাধনং ন কুর্ব্বন্তি। ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিতা মানুষা মানুষা এব ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অনিমিষাং (দেবানাম্) ঋষভানুবৃত্ত্যা (ঋষভস্য শ্রেষ্ঠস্য শ্রীহরেঃ অনুবৃত্ত্যা অনুসরণেন) দূরেযমাঃ (দূরে যমঃ যেষাং তে, যদ্বা, দূরীকৃত-যমনিয়মাঃ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (স্পৃহণীয়ং করুণা-দিশীলং যেষাং তে) ভর্ত্তুঃ (শ্রীহরেঃ) সুযশসঃ (সুমঙ্গল-লীলাগুণস্য) মিথঃ (পরস্পরং) কথনানু-রাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া (কথনে বর্ণনে যঃ অনুরাগঃ তেন বৈক্লব্যং বৈবশং তেন বাষ্পকলা অশ্রুবিন্দুঃ তয়া সহ) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (পুলকীকৃতং রোমাঞ্চিতম্ অঙ্গং যেষাং তথাভূতাঃ) নঃ (অস্মাকম্) উপরি (উপরিস্থিতং) যচ্চ (বৈকুণ্ঠং) ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি সর্ব্ব দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সেই শ্রীহরির সেবা-প্রভাবে শমনভয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, (অথবা, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়াকে তুচ্ছ করিয়াছেন), যাঁহারা কারুণ্যাদি গুণযুক্ত এবং পরস্পর শ্রীহরির সুমঙ্গল নামরূপগুণ-লীলা-বর্ণনে অনুরাগনিবন্ধন যাঁহাদের অঙ্গে পুলকাদি বিকার প্রকটিত হয়, তাঁহারা আমাদিগের উপরিস্থিত সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথাধিকারিণ আহ—যচ্চেতি। অনি-মিষামৃষভো হরিস্তস্যানুবৃত্ত্যা দূরে যমো যেষাং ; যদ্বা, দূরীকৃতা যমনিয়মাঃ। 'দূরেঽহম্' ইতি পাঠে দূরীকৃতাহঙ্কারাঃ—নোঽস্মাকমপ্যুপরিভূতাঃ অধিকাঃ যতোঽস্মাভিঃ স্পৃহণীয়মেব, ন তু প্রাপ্যং শীলং যেষাং তে। কিং তৎ শীলং তত্র তেষাং প্রমাণমাহ—ভর্ত্তুঃ প্রভোর্মিথ ইতি পরস্পরপ্রণয়বত্ত্বেন কথনেনা-স্বাদবিশেষোপলব্ধেঃ। কৃচিৎ পুরাণাদাবসুরাণামপি কদাচিৎ কেষাঞ্চিৎ তত্র যৎ ক্ষণিকগমনং শ্রূয়তে তত্তু তত্রত্য-চিদ্বিভূতিসুখানুভবাভাবাৎ গমনমপ্যগ-মনায়মানমেব যথা বিবিধসৌরভ্যাদিগুণযুক্তেষু মনি-ময়রাজসদনেষু ব্যাঘ্রভল্লুকাদীনাং প্রবেশঃ স্বপুরস্থ-পরিজনবৃন্দান্যেব কৌতুকবিশেষবশাৎ তাংস্তান্ দর্শয়িতুমিচ্ছো রাজ্ঞ এবাজ্ঞয়া ভবতি তথৈব স্বীয়া-প্রাকৃতনিত্যধামনিবাসিনঃ স্বজনান্ কৌতুকবশাদ্দর্শ-য়িতুং প্রাকৃতপদার্থান্ কদাচিৎ ঘোরসত্ত্বান্ অসুরান্ কদাচিৎ সাত্ত্বিকান্ ভৃগ্বাদীন্ কদাচিত্ত্রিগুণাতিক্রমিণঃ সনকাদীংশ্চ স্বেচ্ছয়ৈব ভগবানেব নয়তি পুনঃ শীঘ্র-মেব তদ্‌যোগ্যত্বাত্ততো নিঃসারয়তি চ। স্বৈকান্তিক-ভক্তিসিদ্ধাংস্তু স্বপার্ষদদ্বারা বিমানৈর্বৈকুণ্ঠমানয়তি তত্র সদা নিবাসয়তি স্বধামমাধুর্য্যং স্বলীলাদিমাধুর্য্যং তানেবাস্বাদয়তীতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর যাঁহারা সেই বৈকুণ্ঠ-লোকে গমনের অধিকারী, তাঁহাদের কথা বলিতেছেন —'যচ্চ' ইত্যাদি। 'অনিমিষাং'—যাঁহাদের নয়নের নিমেষ পড়ে না, অর্থাৎ দেবগণের, ঋষভঃ—শ্রেষ্ঠ শ্রীহরি, তাঁহার অনুবৃত্তি, অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের যাজন-হেতু যম যাঁহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে, অথবা—যাঁহারা যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগাঙ্গ পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা। 'দূরেঽহম্'—এই পাঠান্তরে—যাঁহাদের অহঙ্কার দূরীকৃত হইয়াছে, তাঁহারা (অর্থাৎ নিরহঙ্কারী ভক্তগণ), 'নঃ উপরি'—দেবগণ আমাদের হইতেও অধিক, যেহেতু 'স্পৃহনীয়শীলাঃ'—আমাদের স্পৃহনীয়ই, কিন্তু প্রাপ্য নয়, শীল (কারুণ্যাদিগুণ) যাঁহাদের, তাঁহারা (বৈকুণ্ঠগমনে সমর্থ)। কি সেই স্বভাব ? সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রমাণ বলিতেছেন—'ভর্ত্তুঃ মিথঃ'—পরস্পর প্রণয়বত্ত্বহেতু প্রভুর কথা বর্ণনে আস্বাদ-বিশেষ উপলব্ধি হয় বলিয়া, (অর্থাৎ তাঁহারা পরস্পর বসিয়া ভগবানের সুযশ-কীর্ত্তনে এরূপ অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা হয় ও বাষ্পবারি বিগলিত হয় এবং শরীরও পুলকে পূর্ণ হয়, এইজন্যই তাঁহা-দের কারুণ্যাদি স্বভাব সকলের বাঞ্ছনীয়।)

'কৃচিৎ পুরাণাদৌ'—ইত্যাদি, কোন কোন পুরাণা-দিতে অসুরগণেরও কখনও কাহার কাহারও যে সেখানে ক্ষণকালের জন্য গমন শোনা যায়, তাহা কিন্তু সেখানের চিদ্বিভূতির সুখানুভবের অভাববশতঃ সেই গমনও অগমনের মতই, যেমন নানাবিধ সৌরভ্যাদি

গুণযুক্ত মণিময় রাজভবনে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির প্রবেশ, স্বপুরস্থ পরিজনবৃন্দের কৌতুহলবিশেষের নিমিত্তই তাহাদিগকে দেখাইবার জন্য রাজার আজ্ঞাতেই হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ অপ্রাকৃত নিত্য ধামে নিবাসী স্বজনগণকে কৌতুকবশতঃ দর্শন করাইবার নিমিত্ত প্রাকৃত পদার্থ কখন ভয়ঙ্কর-প্রকৃতির অসুরগণকে, কখন সাত্ত্বিক ভৃগু প্রভৃতিকে, কখন ত্রিগুণাতীত সনকাদিকে স্বেচ্ছায় শ্রীভগবানই আনয়ন করান এবং পুনরায় শীঘ্রই তাহাদের যোগ্যতানুরূপ সেখান হইতে নিঃসারিত করান। কিন্তু যাঁহারা নিজের ঐকান্তিক ভক্তিসিদ্ধ, তাঁহাদিগকে স্বপার্ষদগণের দ্বারা বিমানে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করান এবং সেখানে সর্ব্বদা নিবাস করান, স্বধামের মাধুর্য্য এবং স্বলীলাদির মাধুর্য্য তাঁহাদিগকেই আস্বাদন করান—ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগ-
মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদা) বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং (বিশ্বগুরুণা হরিণা অধিকৃতম্ অধিষ্ঠিতং) ভুবনৈকবন্দ্যং (ভুবনানাম্ একম্ এব বন্দ্যং পূজ্যং) দিব্যম্ (অলৌকিকম্ অপ্রাকৃতং) বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ (বিচিত্রাণি বিবুধাগ্র্যাণাং দেবানাং বিমানানি তেষাং শোচিঃ দীপ্তিঃ যস্মিন্ তৎ) অপূর্ব্বম্ (অদৃষ্টপূর্ব্বং) তৎ (উক্তবিধং) বিকুণ্ঠং মুনয়ঃ (সনকাদ্যাঃ) যোগমায়াবলেন উপেত্য (প্রাপ্য) অথো (অনন্তরং) পরাং মুদং (পরমানন্দং) আপুঃ (প্রাপ্নুবন্তি স্ম ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তখন (সনকাদি) মুনিগণ যোগমায়া অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে বিশ্বগুরু স্বয়ং শ্রীহরিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ভুবনসমূহের একমাত্র বন্দ্য, অলৌকিক, দেবগণের নানাপ্রকার বিমানদ্বারা দীপ্তিমান্, সেই কুণ্ঠাধর্ম্মনির্ম্মুক্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তত্র সনকাদীনাং গমনং বর্ণয়তি—অথো তদ্বিকুণ্ঠং যোগমায়ায়া ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তিন্যা ভগবচ্ছক্তের্বলেন, ন তু স্ববলেন উপেত্য, ভগবৎকৃপয়া পরাং মুদং অপূর্ব্বং যথা স্যাত্তথা আপুঃ। অত্র পরামপূর্ব্বমিতি পদাভ্যাং তদীয়-ব্রহ্মানুভবমুদোঽপি সকাশাৎ বৈকুণ্ঠীয় মুদ আধিক্যং দর্শিতম্। বিকুণ্ঠং কীদৃশং? তেনৈব বিশ্বগুরুণা হরিণা স্বয়মধিকৃতমিতি নাত্র তন্মায়াশক্তেরধিকার ইত্যর্থঃ। কৃপয়া স্বীয়ভক্তিমুপদেষ্টুমেব মুনীনপ্যানিনায়েতি বিশ্বগুরুপদব্যঙ্গং বস্তু। বিচিত্রাণি বিবুধাগ্র্যাণাং বিমানানি তেষাং শোচির্যত্র তৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর সেখানে সনকাদির গমন বর্ণনা করিতেছেন—'অথ তদ্বিকুণ্ঠং'—অনন্তর সনকাদি মুনিগণ সেই 'বিকুণ্ঠং'—যেখানে কুণ্ঠা অর্থাৎ শোক-মোহাদি বিগত হইয়াছে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ নামক ভগবদ্ধামে, 'যোগমায়া-বলেন'—যোগমায়া ভগবানের ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী শ্রীভগবানের শক্তি, তাঁহার শক্তিতে, কিন্তু নিজেদের শক্তিতে নহে, 'উপেত্য'—উপনীত হইয়া, ভগবৎকৃপায় পরম আনন্দ অপূর্ব্বরূপে (পূর্ব্বে যাহা লাভ করেন নাই, সেইরূপে) প্রাপ্ত হইলেন। এখানে 'পরাম্' এবং 'অপূর্ব্বং'—এই দুইটি পদের দ্বারা তদীয় ব্রহ্মানুভব আনন্দ হইতেও বৈকুণ্ঠীয় আনন্দের আধিক্য দর্শিত হইল। কিরূপ বিকুণ্ঠ? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং'—সেই বিশ্বগুরু হরি কর্ত্তৃক স্বয়ং অধিকৃত (অর্থাৎ অধিষ্ঠিত) যে বৈকুণ্ঠ, এখানে তাঁহার মায়াশক্তির কোন অধিকার নাই, এই অর্থ। কৃপাপূর্ব্বক নিজভক্তি উপদেশ করিবার নিমিত্তই মুনিগণকেও আনয়ন করিয়াছেন—ইহা বিশ্বগুরু পদের ব্যঙ্গার্থ। 'বিচিত্র-বিবুধাগ্র্য-বিমান-শোচিঃ'—শ্রেষ্ঠ দেবগণের বিচিত্র বিমানসমূহের দীপ্তি যেখানে, সেই (বৈকুণ্ঠধামে মুনিগণ উপনীত হইলেন) ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ
কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্ ।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্দ্ধ্য-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (বৈকুণ্ঠে) ষট্ কক্ষাঃ (প্রাকার-

দ্বারাণি) অতীত্য (অতিক্রম্য) অসজ্জমানাঃ (ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তৎ তদ্ অদ্ভুতদর্শনে আসক্তিমকুর্ব্বাণাঃ) মুনয়ঃ (সনকাদ্যাঃ) অথ (অনন্তরং) সপ্তমায়াং (কক্ষায়াং) সমানবয়সৌ (সমানঃ একং বয়ঃ যয়োঃ) গৃহীতগদৌ (গৃহীতে ধৃতে গদে যাভ্যাং তৌ) পরার্দ্ধ্যকেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ (পরার্দ্ধ্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটৈঃ তত্তদ্ভূষণবিশেষৈঃ বিটঙ্কঃ সুন্দরঃ বেশঃ যয়োঃ তৌ) দেবৌ (দ্বারপালৌ জয়বিজয়াখ্যৌ) অচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সেই বৈকুণ্ঠে (সনকাদি) মুনিবৃন্দ ছয়টি প্রাকার-দ্বার অতিক্রম করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনের উৎকণ্ঠাহেতু তাদৃশ অদ্ভুত দর্শনীয় বিষয়েও তাঁহারা আসক্ত না হইয়া সপ্তম প্রাকার-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সমানবয়স্ক, গদাধারী এবং পরার্দ্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীটাদি দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত দুইজন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে ষট্ কক্ষাঃ প্রাকারদ্বারাণি অতিক্রম্য। অসজ্জমানাঃ জন্মত এব ব্রহ্মানুভবিত্বাৎ। তত্র তত্র দ্বারপ্রাকারাদৌ সৌরূপ্য-সৌরভ্য-সৌন্দর্য্যাদিষু বিষয়বুদ্ধ্যা আসক্তিমকুর্ব্বাণাঃ। অথ সপ্তম্যাং কক্ষায়াং দেবৌ দ্বারপালৌ জয়বিজয়াবপশ্যন্ গৃহীতগদৌ তত্রাপি বক্তৃং মনাগ্রভসং কিঞ্চিৎ কোপক্ষুব্ধঞ্চ দধানৌ। কেন লক্ষণেনেত্যপেক্ষায়ামাহ—ভ্রুবেত্যাদি, স্ফুটনির্গমাভ্যামিত্যস্য নাসাশ্বাসাভ্যামিতি বিশেষ্যপদমধ্যাহার্য্যম্ ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই বৈকুণ্ঠে (মুনিগণ ক্রমে ক্রমে) ছয়টি কক্ষ অর্থাৎ প্রাকারদ্বার, 'অতীত্য'—অতিক্রম করিয়া (সপ্তম কক্ষায় দুইজন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন)। 'অসজ্জমানাঃ'—তাঁহারা জন্ম হইতেই ব্রহ্মানুভবী বলিয়া, সেখানকার দ্বার-প্রাকারাদিতে সৌরূপ্য, সৌরভ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতিতে বিষয়বুদ্ধিতে কোন আসক্তি করিলেন না। অনন্তর সপ্তম কক্ষাতে, 'দেবৌ'—জয় ও বিজয় নামক দুইজন দ্বারপালকে দেখিতে পাইলেন। 'গৃহীত-গদৌ'—তাঁহারা দুইজনেই হস্তে গদা ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার 'বক্তৃং মনাক্ রভসং'—তাঁহাদের মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ কোপ-ক্ষুব্ধ। কোন্ চিহ্নের দ্বারা তাঁহাদের কোপ লক্ষিত হইল ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভ্রুবা' ইত্যাদি, (অর্থাৎ উৎফুল্ল নাসিকা, অরুণবর্ণ নয়ন ও কুটিল ভ্রূ-যুগল দ্বারা উভয়েরই বদন ঈষৎ কোপক্ষুব্ধ দেখাইতেছিল)। 'স্ফুট-নির্গমাভ্যাম্'—এখানে 'নাসা-শ্বাসাভ্যাম্'—এই বিশেষ্যপদ অধ্যাহার করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাদের নাসিকার শ্বাসমার্গদ্বয় কিঞ্চিৎ ক্রোধে উৎফুল্ল হইতেছিল ॥ ২৭-২৮ ॥

———

মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ
বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়া স্ফুটনির্গমাভ্যাং
রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে (অসিতাঃ নীলাঃ চতুষ্টয়ে চতুঃসংখ্যকাঃ বাহবঃ হস্তাঃ তেষাং মধ্যে) বিন্যস্তয়া মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া (মত্তাঃ উন্মত্তাঃ দ্বিরেফাঃ ভ্রমরাঃ যস্যাং তয়া বনমালয়া) নিবীতৌ (কণ্ঠলম্বিন্যা অলঙ্কৃতৌ) কুটিলয়া (বক্রয়া) ভ্রুবা স্ফুটনির্গমাভ্যাং (স্ফুটৌ উৎফুল্লৌ নির্গমৌ শ্বাসমার্গৌ নাসাপুটে তাভ্যাং) রক্তেক্ষণেন চ (রক্তনয়নেন চ) মনাক্ (কিঞ্চিৎ) রভসং (কোপক্ষুব্ধং যথা স্যাৎ তথা) বক্ত্রং (মুখং) দধানৌ (তৌ দেবৌ অচক্ষত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সেই দ্বারপালদ্বয় মধুমত্ত ভ্রমরবেষ্টিত বনমালার দ্বারা অলঙ্কৃত ; ঐ মালা তাঁহাদের নীলবর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে ; তাঁহাদের কুটিল ভ্রুভঙ্গি, উৎফুল্ল নাসাপুট এবং আরক্তলোচনের দ্বারা দুইজনেরই বদনমণ্ডল কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বলিয়া মুনিগণ দেখিতে পাইলেন ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—বক্ত্রস্থয়া ভ্রুবা সহ নির্গতেন ॥ ২৮ ॥

———

দ্বার্য্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা
পূর্ব্বা যথা পুরটবজ্রকবাটিকায়াঃ।
সর্ব্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ট্যা
যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশঙ্কাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যে মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) সর্ব্বত্র

অবিহতাঃ (অনিবারিতাঃ) অবিষময়া (উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-স্ত্রীপুংস্ত্বাদি-বৈষম্য-রহিতয়া) স্বদৃষ্ট্যা (নিজবুদ্ধ্যা) বিগতাভিশঙ্কাঃ (আশঙ্কাশূন্যাঃ) সঞ্চরন্তি (চরন্তি) তে (নির্ভয়াঃ মুনয়ঃ) এতয়োঃ (দ্বারপালয়োঃ) মিষতোঃ (পশ্যতোঃ সতোঃ এতৌ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) অপৃষ্ট্বা (গন্তব্যং ন বা ইতি কঞ্চিদপি প্রশ্নং ন কৃত্বা এব) যাঃ পূর্ব্বাঃ (ষট্‌দ্বারঃ) পুরটবজ্রকবাটিকাঃ (পুরটালঙ্কৃতাঃ বজ্রময্যঃ কবাটিকাঃ যাসু তাঃ যথা বিবিশুঃ তথা সপ্তমায়ামপি) দ্বারি নিবিবিশুঃ (নিবিবিশিরে প্রবিষ্টাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—সেই সনকাদি মুনিগণের গতি সর্ব্বত্র অবারিত ছিল ; তাঁহারা আপন ও পর—এইরূপ বৈষম্যজ্ঞানরহিত নিজবুদ্ধি দ্বারা নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন ; দ্বারপালদ্বয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়াই পূর্ব্বে যেমন উজ্জ্বলস্বর্ণালঙ্কৃত বজ্রময়কবাটযুক্ত ছয়টি প্রাকারদ্বার অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা সপ্তম প্রাকার দ্বারেও প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তয়োঃ কোপকারণমাহ—এতয়োর্মিষতোঃ পশ্যন্তৌ এতাবপ্রশ্নাদনাদৃত্য যাঃ পূর্ব্বাঃ ষট্‌ দ্বারঃ পুরপট্টিকা হীরককীলয়কবাটিকাবত্যস্তা যথা বিবিশুঃ তথা সপ্তম্যামপি দ্বারি তে বিবিশুঃ। প্রশ্নাকরণে হেতুং তেষাং স্বভাবমেবাহ—সর্ব্বত্র তে সঞ্চরন্তি যে অবিহতাঃ কেনাপ্যশক্যাভিঘাতাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই দ্বারপালদ্বয়ের কোপের কারণ বলিতেছেন—'এতয়োঃ মিষতঃ'—এই দুইজন দেখিতে থাকিলেও, ইহাদিগকে কোন জিজ্ঞাসা না করায় অনাদর করিয়াই যেন, পূর্ব্বে যেমন ছয়টি স্বর্ণালঙ্কৃত বজ্রময় কবাটযুক্ত প্রাকারদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সপ্তম কক্ষের দ্বারেও তাঁহারা প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা না করার কারণ—তাঁহাদের স্বভাবই, তাহাই বলিতেছেন—সর্ব্বত্র তাঁহারা বিচরণ করেন, 'যে অবিহতাঃ'—কাহারও দ্বারা কোথাও নিবারিত হন না ॥ ২৯ ॥

———

তান্ বীক্ষ্য বাতবসনাংশ্চতুরঃ কুমারান্
বৃদ্ধান্ দশার্দ্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ
তেজো বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—বাতবসনান্ (নগ্নান্) বৃদ্ধান্ অপি দশার্দ্ধ বয়সঃ (পঞ্চবর্ষবালকবৎ প্রতীয়মানান্) বিদিতাত্মতত্ত্বান্ (বিদিতং জ্ঞাতম্ আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ তত্ত্বং যৈঃ তান্ ব্রহ্মজ্ঞান্) অতদর্হণান্ (ন তয়োঃ অর্হণং স্খলনং অর্হন্তি যে তান্) তান্ চতুরাঃ কুমারান্ (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ সনকাদীন্) বীক্ষ্য তেষাং তেজো (প্রভাবম্) বিহস্য (অনাদৃত্য) ভগবৎ-প্রতিকূলশীলৌ (ভগবতঃ ব্রহ্মণ্যদেবস্য প্রতিকূলং বিরুদ্ধং শীলং যয়োঃ তৌ) তৌ (দ্বারপালৌ) বেত্রেণ চ (চকারাৎ আজ্ঞয়া চ) অস্খলয়তাং (নিবারিতবন্তৌ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা বৃদ্ধ হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবানের প্রতিকূলচরিত্রবিশিষ্ট (জয়-বিজয় নামক) বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয় সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ চতুঃসনকে নগ্ন দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব অনাদরপূর্ব্বক সেই মুনিগণকে নিবারণের অনুপযুক্ত হইলেও বেত্র ও বাক্যদ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বাতস্য বসনা ক্ষুদ্রঘণ্টিকা তদুপলক্ষিতানি সর্ব্বাণি বস্ত্রালঙ্কারাদীনি যেষাং তে। বৃদ্ধান্ ব্রহ্মসমবয়স্কানপি পঞ্চবর্ষবালকবৎ প্রতীয়মানান্ ব্রহ্মজ্ঞান্ বীক্ষ্য বেত্রেণ তির্য্যগ্‌বেত্রধারণেন চকারাৎ সহসা ভগবদন্তঃপুরমিতো মা বিশতেতি বাচা চ অস্খলয়তাং নিবারয়ামাসতুঃ। ন তৎস্খলনমর্হন্তীতি তথা তান্ তৌ জয়বিজয়ৌ অহো অত্রাপি ব্রহ্মজ্ঞত্বাদহঙ্কারেণ ধার্ষ্ট্যমিত্যেবং তেষাং তেজো বিহস্য ভগবতো ব্রহ্মণ্যদেবস্য প্রতিকূলশীলাবিতি দাসদ্বারাপি স্বব্রহ্মণ্যতা-বিঘাতো নৈব সম্মতো যতঃ প্রভোর্মনোহনুসারিশীলা এব ভৃত্যাঃ অদণ্ড্যাঃ কুশলিনো ভবন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাতবসনান্'—বায়ুর বসন ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, তদুপলক্ষিত সর্ব্ব বস্ত্র অলঙ্কারাদি যাঁহাদের, তাঁহারা দিক্‌বসন অর্থাৎ নগ্ন ছিলেন। 'বৃদ্ধান্'—ব্রহ্মার সমান বয়স্ক হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান ব্রহ্মজ্ঞ সেই চারিজন কুমারকে, 'বীক্ষ্য'—দেখিয়া, 'বেত্রেণ চ'—তির্য্যক্

বেত্রধারণের দ্বারা, 'চ-কার'-প্রয়োগে এবং 'সহসা অন্তঃপুরে এখান হইতে গমন করিও না'—এইরূপ বাক্যের দ্বারাও 'অস্খলয়তাং'—নিবারণ করিয়াছিলেন। 'অতদর্হণান্'—সেইরূপভাবে নিবারণের যাঁহারা যোগ্য নহেন, সেই মুনিগণকে। 'তৌ'—সেই জয় ও বিজয় দ্বারপালদ্বয়, 'অহে! এখানেও ব্রহ্মজ্ঞত্বহেতু অহঙ্কারের দ্বারা ধৃষ্টতা'—এইরূপে তাঁহাদের প্রভাব অবজ্ঞা করিয়া (উপহাসপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন)। 'ভগবৎ-প্রতিকূল-শীলৌ'—তাহারা ব্রহ্মণ্যদেব ভগবানের প্রতিকূল স্বভাব-বিশিষ্ট ছিলেন; ভৃত্যদ্বারাও নিজের ব্রহ্মণ্যতার বিঘাত কখনই ভগবানের সম্মত নয়, যেহেতু প্রভুর মনের অনুসারী স্বভাববিশিষ্ট ভৃত্যগণই অদণ্ডনীয় এবং কুশলী হইয়া থাকে—এই ভাব ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—জয়স্য বিজয়স্যাপি কদাচিদ্ব্রহ্মশাপতঃ।
কৃষ্ণাবতারপর্য্যন্তং প্রাতিকূল্যং চ জায়তে॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ৩০ ॥

তথ্য—'বাতরশনান্' পাঠান্তর শ্রীবীররাঘব ও শ্রীবিজয়-ধ্বজ স্বীকার করিয়াছেন; উহার অর্থও 'নগ্ন'। বীররাঘব বলেন, জয় ও বিজয়ের ভগবৎপ্রতিকূল স্বভাবহেতু তাঁহারা চতুঃসনগণ কোনও ক্রমে নিবারণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাদিগকে নিবারিত করিয়াছিলেন। বিজয়ধ্বজ বলেন, জয় ও বিজয়ের স্বভাব ভগবান্ শ্রীহরির বিরুদ্ধ ছিল এবং "কোন সময়ে ব্রহ্মশাপপ্রভাবে জয় ও বিজয়ের কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত প্রাতিকূল্যভাব জন্মিয়াছিল" এই বাক্যানুসারে ইহাদের শাপ নিমিত্ত প্রাতিকূল্যভাব ও খণ্ডবুদ্ধির কথা জানা যায়, অন্যথা রজঃপ্রধান ভাব উক্তি হেতু তাহাদের তথায় (বৈকুণ্ঠে) অবস্থানই যোগ্য নহে। শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু বলেন, জয় ও বিজয় ভগবৎ-প্রতিকূলশীল ছিলেন—এই শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ স্বয়ংই সকলের পরমেশ্বর,—এই নিজ পারমৈশ্বর্য্যের উল্লঙ্ঘন ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ) গণ করিলেও তিনি সহ্য করেন বটে; কিন্তু তাঁহার সেবকগণ, তৎকর্ত্তৃক নিয়োগহেতু যে পালনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বা তাহার কোন অংশের কাহারও কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারেন না, ভগবানের এই বিরুদ্ধভাববিশিষ্ট সেই জয় ও বিজয় চতুঃসনগণের এইরূপ স্বাধীনভাবে ভগবৎ-সন্নিধানে গমন-চেষ্টা দেখিয়া উহা সহ্য করিলেন না। ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত চিত্রকেতু ও হরগৌরীর বৃত্তান্ত (ভা ৬।১৭ অঃ) জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

তাভ্যাং মিষৎস্বনিমিষেষু নিষিদ্ধ্যমানাঃ
স্বর্হত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্।
ঊচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ-
কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অনিমিষেষু (অন্যেষু দেবেষু) মিষৎসু (পশ্যৎসু সৎসু) স্বর্হত্তমাঃ অপি হি (সুষ্ঠু পূজ্যতমাঃ ভগবৎসমীপং গন্তুম্ অর্হাঃ অপি) হরেঃ (নারায়ণস্য) প্রতিহারপাভ্যাং (দ্বারপালাভ্যাং) তাভ্যাং (জয়-বিজয়াভ্যাং) নিষিদ্ধ্যমানাঃ (নিবার্য্যমাণাঃ) সুহৃত্তম-দিদৃক্ষিতভঙ্গ (সুহৃত্তমস্য শ্রীহরেঃ দিদৃক্ষিতস্য দর্শনেচ্ছায়াঃ ভঙ্গে প্রতিরোধে সতি) ঈষৎ কামানুজেন (ঈষৎ স্বল্পঃ কামস্য অনুজঃ ক্রোধঃ তেন) সহসা (অকস্মাদেব) উপপ্লুতাক্ষাঃ (উপপ্লুতানি ক্ষুভিতানি অক্ষীণি চক্ষূংষি যেষাং তে) তে (মুনয়ঃ) ঊচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বৈকুণ্ঠস্থ দেবতাগণের দৃষ্টির সমক্ষেই উক্ত দ্বারপালদ্বয় পূজ্যতম মুনিগণকে পুরীপ্রবেশে নিষেধ করাতে মুনিগণ প্রিয়তম শ্রীহরির দর্শনেচ্ছা প্রতিহত হইল দেখিয়া সহসা ক্রোধকষায়িতনেত্রে দ্বারপালদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অনিমিষেষু বৈকুণ্ঠীয়দেবেষু পশ্যৎসু অর্হত্তমা অপি ভগবৎসমীপমতিশয়েন গন্তুমর্হা অপি হরের্দ্বারপাভ্যাং নিষিদ্ধমানা ঊচুঃ। সুহৃত্তমস্য হরের্দর্শনেচ্ছায়া ভঙ্গে উপঘাতে সতি কামানুজেন ক্রোধেন সহসা উপলক্ষিতমেব উপপ্লুতানি ব্যাপ্তানি অক্ষীণি যেষাং তে ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনিমিষেষু'—বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণ দেখিতে থাকিলে (অর্থাৎ তাঁহাদের চোখের সামনেই), 'স্বর্হত্তমাঃ অপি'—সুষ্ঠু পূজ্যতম হইলেও, অর্থাৎ ভগবৎসমীপে গমনের অতিশয় যোগ্য হইলেও, শ্রীহরির দ্বারপালদ্বয়ের দ্বারা নিষেধপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। 'সুহৃত্তম-দিদৃক্ষিত-ভঙ্গে'—সুহৃত্তম ভগবান্ শ্রীহরি, তাহার দর্শনের ইচ্ছা, তাহার ভঙ্গ অর্থাৎ

প্রতিরোধ হইলে, 'কামানুজেন'—কামের অনুজ ক্রোধের দ্বারা সহসা ক্ষোভিত হইলেন, তাহাই লক্ষিত হইতেছে—'উপপ্লুতাক্ষাঃ'—উপপ্লুত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে নয়নগুলি যাঁহাদের, অর্থাৎ ক্রোধে তাঁহাদের নয়নযুগল অতিশয় ক্ষোভিত হইল ॥ ৩১ ॥

শ্রীমুনয় ঊচুঃ—

কো বা ইহেত্য ভগবৎপরিচর্য্যয়োচ্চৈ-
স্তদ্ধর্ম্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং
কো বাত্মবৎ কুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—মুনয়ঃ ঊচুঃ—উচ্চৈঃ (পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মেষু কৃতয়া মহত্যা) ভগবৎপরিচর্য্যয়া (ভগবৎসেবয়া) এত্য (বৈকুণ্ঠং প্রাপ্য) ইহ (বৈকুণ্ঠে) নিবসতাং (অধিষ্ঠিতানাং) তদ্ধর্ম্মিণাং (ভগবদ্ধর্ম্মিণাং সমদর্শিনাং মধ্যে) বাং (যুবয়োরেব) কঃ (অয়ং) বৈ বিষমঃ (কৈশ্চিৎ প্রবেষ্টব্যং কৈশ্চিন্ন ইত্যেবম্ভূতঃ সমদৃষ্টিরহিতঃ) স্বভাবঃ প্রশান্তপুরুষে (শত্রুভ্যঃ উদ্বেগরহিতে) গতবিগ্রহে (দ্বন্দ্বশূন্যে) তস্মিন্ (ভগবতি শ্রীহরৌ) কুহকয়োঃ (কপটয়োঃ যুবয়োঃ) আত্মবৎ (স্বদৃষ্টান্তেন যথা আবাং কপটৌ তথা অন্যঃ অপি কশ্চিৎ কপটঃ প্রবেক্ষ্যতি ইতি) কঃ বা পরিশঙ্কনীয়ঃ ? ৩২ ॥

অনুবাদ—মুনিগণ বলিলেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শ্রীভগবানের মহতী পরিচর্য্যাপ্রভাবে বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া যে সকল ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ ও সমদর্শী পুরুষ এই স্থানে বাস করিতেছেন, তোমরাও তাঁহাদের মধ্যে দুই জন, কিন্তু তোমাদের এরূপ বিষম স্বভাব কেন ? শ্রীভগবান্ শ্রীহরি প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার কোনও শত্রু নাই। তোমরা নিজেরাই কপট, এইজন্য আত্মদৃষ্টান্তে অপর সাধুগণকেও কপট মনে করিতেছ। এই বৈকুণ্ঠরাজ্যে ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপরে আসিতে পারে না, সুতরাং এরূপ শঙ্কা করিবার অবসর কোথায় ? ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ক্রোধোপরক্তত্বাৎ প্রথমং নিন্দন্তি কো বা ইতি। তদ্ধর্ম্মিণাং ভগবত্তুল্যধর্ম্মিণাং তত্রাপি ইহ তৎসমীপ এব বসতাং বিষমঃ ব্রাহ্মণৈর্ন প্রবেষ্টব্যমিতি ভগবৎস্বভাবপরিপন্থী কঃ স্বভাবঃ। ননু ব্রাহ্মণবেশেন ভগবদ্দ্বেষিণোঽপি কপটেন প্রবিশন্ত্যতঃ প্রথমং ব্রাহ্মণা অপি জিজ্ঞাস্যা এব ততঃ প্রবেশনীয়া ইতি চেত্তর্হি যুবামেব তদ্ভক্তবেশেন কপটিনৌ, তদীয়-ব্রহ্মণ্যত্ব-প্রশান্তত্ব-গতবিগ্রহত্বাদিমহাগুণলোপে প্রবৃত্তৌ তদ্দ্বেষিণাবত্রস্থঃ ন ত্বন্যঃ কোঽপি তস্য শঙ্কনীয় ইত্যাহুঃ—তস্মিন্নিত্যাদি। আত্মবদিতি আত্মবন্মন্যতে জগদিতি ন্যায়েন বাং যুবয়োঃ কপটিনোরপি কো বা শঙ্কনীয় ইতি কাক্বা যুবামেব শঙ্কনীয়াবিতি ভাবঃ। ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্রোধের দ্বারা গ্রস্ত হওয়ায় (অর্থাৎ ক্রোধাবেগে) প্রথমতঃ নিন্দা করিতেছেন—'কো বা' ইতি। 'তদ্ধর্ম্মিণাং'—ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণগণের মধ্যে, তাহাতে আবার 'ইহ'—তৎসমীপেই বাসকারী তোমাদের 'বিষমঃ স্বভাবঃ'—বৈষম্যমূলক স্বভাব, ব্রাহ্মণগণ প্রবেশ করিতে পারিবে না—এইরূপ ভগবানের স্বভাবের পরিপন্থী তোমাদের কিরূপ বিপরীত স্বভাব ? দেখুন—ব্রাহ্মণবেশে ভগবানের বিদ্বেষিগণও কপটভাবে প্রবেশ করিতে পারে, অতএব প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তারপর প্রবেশ করান উচিত, এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে —তোমরাই তাঁহার ভক্তবেশে দুইজন কপটী, তাঁহার (ভগবানের) ব্রহ্মণ্যত্ব, প্রশান্তত্ব, নির্ব্বৈরতাদি মহাগুণের লোপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বিদ্বেষী এখানে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু এখানের অন্য কেহই তাঁহার শঙ্কনীয় (ভীতিজনক) নহে—ইহা বলিতেছেন, 'তস্মিন্ ইত্যাদি'। 'আত্মবৎ'—ইতি, 'সকলে নিজের মত সমস্ত জগৎকে দর্শন করে'—এই ন্যায় অনুসারে, তোমরা নিজেরাই কপট, এইজন্য অপর সাধুজনকে কপট মনে করিতেছ। কপটী তোমাদের আবার কি শঙ্কা ? এই কাকু উক্তির দ্বারা, তোমরাই শঙ্কনীয় —এই ভাব ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—যুবয়োর্যথা বিরুদ্ধস্বভাবত্বং তদ্বদ্ভগবদ্বিষয় ইহ শঙ্কনীয়ঃ কঃ তস্মান্নিষেধো ব্যর্থ ইত্যর্থঃ ॥৩২॥

তথ্য—ভগবানের মহতী পরিচর্য্যাদ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর সেই বৈকুণ্ঠবাসী ভগবদ্ধর্ম্মী ও সম-

দর্শিগণের মধ্যে তোমাদের দুইজনের এ কিরূপ বিষম স্বভাব যে, কেহ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে যোগ্য হইবে, কেহ হইবে না ? যদি বল, স্বামীর রক্ষণার্থে দ্বারপালগণের এই স্বভাব তাহাদের গুণ ব্যতীত কিছু দোষ নহে, তবে বলি, তোমরা উভয়েই কপট বলিয়া নিজ নিজ দৃষ্টান্তানুসারে তোমাদের এই মনের ভাব যে, আমরা যেমন কপট, তদ্রূপ অন্য কোন কপট আসিয়া বুঝি প্রবেশ করিবে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈকুণ্ঠে ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন কেহ আসিতে সমর্থ নহে, দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বর নারায়ণ প্রশান্ত, সুতরাং তাঁহার কাহারও সহিত বিরোধ বিদ্যমান না থাকায় তাঁহার রক্ষণার্থ ভয় বা শঙ্কাও নাই, অতএব তোমরা কেবল ধূর্ত্ত (শ্রীধর)॥ ৩২ ॥

———

ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষা-
বাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং
ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—সমস্তকুক্ষৌ (সমস্তং বিশ্বং কুক্ষৌ উদরে যস্য তস্মিন্) যত্র (ভগবতি) ধীরাঃ (বিদ্বাংসঃ) অন্তরং (আত্মনঃ ভেদং) ন হি পশ্যন্তি (নানুভবন্তি) (কিন্তু) নভসি (মহাকাশে) নভঃ (ঘটাকাশমিব) ইহ আত্মনি (অস্মিন্ পরমাত্মনি) আত্মানং (জীবাত্মানং অন্তর্ভূতং পশ্যন্তি)। অস্য (শ্রীহরেঃ) উদরভেদি (অন্যস্য রাজাদের্যথা উদরভেদি দেহভেদপ্রযুক্তং ভয়ং ভবতি তথা) ভয়ং সুরলিঙ্গিনোঃ (দেববেশধারিণোঃ) যুবয়োঃ (যুবাভ্যাং) যতঃ ব্যুৎপাদিতং (যস্মাৎ বিশেষেণ উৎপাদিতং তৎ) কিং (ন কিঞ্চিদপি)॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহার উদরগহ্বরে নিখিল বিশ্ব বিরাজিত (সুতরাং আশঙ্কনীয় যাহা কিছু, তাহা সেই কুক্ষিতেই অবস্থিত, অতএব ভয়ের কিছুই নাই), যে (অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব) ভগবানে বিদ্বদ্‌গণ ভেদ দর্শন করেন না (অর্থাৎ কোনও বস্তুরই ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র সত্তা বা অধিষ্ঠান আছে বলিয়া উপলব্ধি করেন না) এবং মহাকাশের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ঘটাকাশের ন্যায় যে পরমাত্মাতে অণুচৈতন্য জীবাত্মস্বরূপ অন্তর্ভুক্ত আছেন বলিয়া দর্শন করেন (অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মায় গুণগত কোনও ভেদ নাই, কেবল পরিমাণগত ভেদ—উভয়ই সমজাতীয় ও সেব্যসেবকভাববিশিষ্ট), সেই (সর্ব্বাশ্রয় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব) শ্রীভগবানের প্রতি দেববেশধারী তোমরা দুইজন অন্যান্য রাজন্যবর্গের মত উদরভেদি ভয় যে কারণের দ্বারা বিশেষরূপে উৎপাদিত বলিয়া অনুমান করিতেছ, সেই কারণটী কি ? ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—শৃণুতং রে মূর্খৌ শৃণুতমিত্যাহুঃ—ন হীতি। সমস্তমেব বিশ্বং কুক্ষৌ যস্য তস্মিন্নিতি যুবয়োর্যে শঙ্কনীয়াস্তেঽপ্যস্য কুক্ষাবেব বসন্তীত্যর্থঃ। ইহ বৈকুণ্ঠে যত্র ভগবতি আত্মনি পরমাত্মনি আত্মানং সর্ব্বমেব জীবাত্মানং ধীরা জ্ঞানিনোঽন্তরং ভিন্নং ন পশ্যন্তি ; নভসি মহাকাশে নভো ঘটাকাশমিব তস্যাস্য পরমেশ্বরস্য যুবাভ্যাং সুরলিঙ্গিভ্যাং উদরভেদি ভয়ং শত্রুঃ কশ্চিৎ কপটেনাত্রাগত্য প্রভোরস্য উদরং ভেৎস্যতীতি ভয়ং যতঃ কারণাৎ বিশেষেণোৎপাদিতং তৎ কিং অস্মাকমগ্রে ব্রূতং তাবৎ প্রথমমিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি সার্ব্বজ্ঞাদিস্বরূপভূতানন্তকল্যাণগুণাদীশ্বরচৈতন্যাদল্পজ্ঞত্বাধীনত্বাদিস্বভাবং জীবচৈতন্যমীশিতব্যং সূর্য্যাত্তদা তপ ইব জাত্যৈব ভিদ্যতে, তদাপ্যত্র বক্তৄণাং সনকাদীনাং জ্ঞানিত্বাজ্জ্ঞানিনাঞ্চ পদ্ধতৌ অদ্বৈতজ্ঞানলভ্যনির্ব্বাণসিদ্ধ্যর্থং চিৎসামান্যগ্রহণস্যৈব বিধীয়মানত্বাৎ চিদ্‌বিশেষভূতানামীশ্বরজীবয়োর্গুণানাং মায়ায়াশ্চ গ্রহণস্য নিষিদ্ধত্বাদীশ্বরজীবয়োর্মহাকাশদৃষ্টান্তো নানুপপন্নো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ 'শোন রে মূর্খদ্বয়, শোন'—ইহা বলিতেছেন—'ন হি'—ইত্যাদি। 'সমস্তকুক্ষৌ'—সকল বিশ্বই যাঁহার কুক্ষিতে, তাহাতে, তোমাদের যাহারা শঙ্কার বিষয়, তাহারাও ইঁহারই কুক্ষিতে বাস করিতেছে, এই অর্থ। 'ইহ'—এই বৈকুণ্ঠে, 'ভগবতি আত্মনি'—ভগবান্ পরমাত্মাতে সমস্ত জীবাত্মাকে ধীর জ্ঞানিগণ ভিন্ন দেখেন না, 'নভসি'—মহাকাশের অভ্যন্তরে 'নভঃ'—ঘটাকাশের ন্যায়। (অর্থাৎ ব্যাপক মহাকাশের অন্তর্গত বাপ্য ঘটাকাশ যেমন রহিয়াছে, তাহাতে পণ্ডিতগণ কোন ভেদদর্শন করেন না। ভেদজ্ঞানই ভয়ের কারণ, ভগবানে তো কাহারও ভেদবুদ্ধি নাই।) সেই পরমেশ্বরে দেববেশধারী

তোমাদের উদরভেদি ভয় দেখিতেছি, অর্থাৎ সাধারণ অন্য ভৃত্যেরা যেমন কোন কপট শত্রু আসিয়া আমার প্রভুর উদর ভেদ করিবে, এইরূপ ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ ভয় তোমাদের যে কারণে বিশেষরূপে উৎপাদিত হইয়াছে, সেই কারণটি কি? তাহা আমাদের সামনে বল, ইহা প্রথম জিজ্ঞাস্য—এই অর্থ।

এখানে যদিও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্বরূপভূত অনন্তকল্যাণ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্য হইতে অল্পজ্ঞত্ব, অধীনত্বাদি জীবচৈতন্যের ঈশিতব্যত্ব অর্থাৎ সেব্য-সেবকভাব বিদ্যমান এবং সূর্য্য ও তাহার তাপে যেমন জাতিগত ভেদ, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবে ভেদ থাকিলেও, এখানে বক্তা সনকাদি জ্ঞানী বলিয়া এবং জ্ঞানিগণের পদ্ধতিতে অদ্বৈত-জ্ঞানলভ্য নির্ব্বাণ (সাযুজ্য মুক্তি) সিদ্ধির নিমিত্ত চিৎসামান্য গ্রহণ করিয়া চিদ্বিশেষ-ভূতের (অভেদ রূপে) বলা হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে গুণ ও মায়ারও নিষিদ্ধত্বহেতু এখানে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে মহাকাশ ও ঘটাকাশ দৃষ্টান্ত অযৌক্তিক হয় নাই—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—সমস্ত কুক্ষৌ স্থিতে ভগবতি ন হি ভেদঃ। অস্মিঁল্লোকেঽন্তস্থভগবদ্রূপং বহিস্থৈক্যেন পশ্যন্তি। নভো নভসীব। তত্র প্রত্যুদরভেদনিমিত্তং ভয়ং যুবাভ্যাং ব্যুৎপাদিতং কিং সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বেনাভয়স্য ভয়মস্তীতি ভাবঃ কৃতঃ। অন্যথা কিমিতি নিবারণম্।

সর্ব্বোদরগতঃ ব্রহ্ম যে ভেদেন বিচক্ষতে।
সর্ব্বত্রাপি ভয়ং তেষাং মৃতানাং তম এব চ॥

ইতি তত্ত্ববিবেকে ॥ ৩৩ ॥

তথ্য—সমস্ত বিশ্ব যঁাহার কুক্ষিতে অবস্থিত, এ পণ্ডিতগণ সেই ভগবানে যখন আত্মা হইতে জগতে পৃথক্ বা ভেদ কিছুই দর্শন করেন না, কিন্তু মহাকাশের মধ্যে ঘটাকাশের ন্যায়, এক অদ্বয়জ্ঞান পরমাত্মার মধ্যেই আত্মাকে অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় বিচিত্রতা থাকিলেও তত্ত্ববস্তু পরমাত্মাকে এক অভয় ও অদ্বয়জ্ঞানরূপেই) দর্শন করেন, তখন ভৃত্যগণের যেমন শত্রুকর্ত্তৃক স্বীয় রাজার উদর বিদীর্ণ হইবে বলিয়া ভয় হয়, তদ্রূপ তোমরা উভয়ে দেববেষধারী হইলেও যে কারণে সেই ভগবান্ শ্রীহরির তাদৃশ ভয় বিশেষভাবে উৎপাদিত হইয়াছে, মনে করিলে, তাহা কি? কোন কারণেই ত' তাঁহার তাদৃশ ভয় হইতে পারে না। (শ্রীধর) ॥ ৩৩ ॥

তদ্বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ
কর্ত্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা
পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) অমুষ্য পরমস্য (শ্রেষ্ঠস্য) বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ (বৈকুণ্ঠনাথস্য) মন্দধীভ্যাং (মন্দা ধীঃ বুদ্ধিঃ যয়োঃ তাভ্যাং ভৃত্যাভ্যাং) বাং (যুবাভ্যাং) প্রকৃষ্টং (ভদ্রমেব) কর্ত্তুং (সম্পাদয়িতুম্) ইহ (অস্মিন্ অপরাধে যদ্‌যুক্তং ইতি শেষঃ) তৎ ধীমহি (চিন্তয়েম) অন্তরভাবদৃষ্ট্যা (অন্তরস্য ভেদস্য ভাবঃ সত্তা তদ্দৃষ্ট্যা তদ্দর্শনেন দোষেণ হেতুনা) ইতঃ (বৈকুণ্ঠলোকাৎ) লোকান্ (দেহান্ ইত্যর্থঃ) ব্রজতং (প্রাপ্নুতং) যত্র (যেষু লোকেষু) অস্য পাপীয়সঃ (অন্তরভাবদ্রষ্টুঃ) ইমে (কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ ইতি গীতোক্তাঃ) ত্রয়ঃ রিপবঃ (অবয়ঃ ভবন্তীতি শেষ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ওহে পরমেশ্বর-বৈকুণ্ঠনাথের মন্দমতি ভৃত্যদ্বয়! তোমাদের সম্যক্ মঙ্গল-বিধানার্থই এই অপরাধের উপযুক্ত (প্রায়শ্চিত্ত) আমরা চিন্তা করিতেছি। ভেদদর্শনরূপ অপরাধনিবন্ধন তোমরা এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া এমন যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে থাক, যেখানে এইরূপ ভেদদর্শনকারী অপরাধিজনের উপযুক্ত কাম, ক্রোধ, লোভ—এই রিপুত্রয় বিদ্যমান ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নিন্দিত্বাপ্যশান্তত্বাৎ পুনরতিক্রোধাৎ শপন্তি। তত্তস্মাদ্বাং যুবাভ্যাং মন্দধীভ্যাং ভৃত্যাভ্যাং অমুষ্য বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ প্রকৃষ্টং প্রকর্ষং কর্ত্তুং ধীমহি—অত্র ভেদদর্শনং বিশেষতো ব্রাহ্মণবারণঞ্চ ব্রহ্মণ্যদেবস্যাপকর্ষস্তদভাবমেব প্রকর্ষস্তং কর্ত্তুং তদনন্তরঙ্গত্বেন বয়মেব চিন্তয়েমেতি ক্ষণং তূষ্ণীং স্থিত্বা তদেবাহুঃ—ইতো বৈকুণ্ঠাদ্‌ব্রজতম্। যত্র লোকেষু পাপীয়সো যুষ্মদ্বিধাপরাধিজনস্য ভেদভাবদৃষ্ট্যা ইমে 'কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ' ইতি গীতোক্তাস্ত্রয়ো

রিপবো ভবন্তি, অত্রাপরোক্ষার্থবাচিনা ইদম্-শব্দ-প্রয়োগেণেমে সম্প্রত্যস্মাদ্দেহাদ্ভূতাঃ ক্রোধাদয় ইতি সরস্বত্যভিমতোঽর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ নিন্দা করিয়াও উপশান্তি না হওয়ায় পুনরায় অতিক্রোধবশতঃ অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—'তদ্ বাম্', সেইহেতু মন্দবুদ্ধি ভৃত্যদ্বয় তোমাদের দ্বারা, 'অমুষ্য বিকণ্ঠভর্ত্তুঃ'—এই বৈকুণ্ঠনাথের 'প্রকৃষ্টং'—প্রকর্ষ বিধানের জন্য চিন্তা করিতেছি। এখানে ভেদদর্শন এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের নিবারণ—ইহা ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীনারায়ণের অপকর্ষ, তাহার অভাবই প্রকর্ষ, তাহা করিবার নিমিত্ত তাহার পরবর্তী কার্য্যান্তররূপে আমরাই চিন্তা করিতেছি, এই বলিয়া ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া তাহাই বলিলেন—'ইতঃ', এই বৈকুণ্ঠ হইতে 'ব্রজতম্'—গমন কর। 'যত্র'—যে সকল লোকে 'পাপীয়সঃ'—তোমাদের ন্যায় অপরাধী জনের ভেদভাব দৃষ্টিহেতু 'ইমে',—এই সকল 'কাম, ক্রোধ ও লোভ'—এই শ্রীগীতোক্ত 'রিপবঃ'—তিনটি শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) অর্থবাচী ইদং-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা 'ইমে'—এই সকল সম্প্রতি (তোমাদের) এই দেহ হইতে উদ্ভূত ক্রোধাদি—ইহা সরস্বতীপক্ষে অভিমত অর্থ ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—ত্রয়ো রিপবো দেহত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—তোমরা উভয়েই বৈকুণ্ঠনাথের ভৃত্যদ্বয়; তোমাদের এই অপরাধে তোমাদের প্রতি উৎকৃষ্ট মঙ্গল বিধান করিবার জন্য যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহা চিন্তা করিতেছি—অন্তরে ভেদদর্শনপ্রযুক্ত তোমরা এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে সেই পাপীয়সী লোকসমূহে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, যেস্থলে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই গীতোক্ত রিপুত্রয় বর্ত্তমান (শ্রীধর)।

যত্র—যে যে নিভ্রমণে; ইমে—আমাদের নির্দ্দিষ্ট লোকসমূহ অর্থাৎ দৈত্য, রাক্ষস ও ক্ষত্রিয় রাজগণ; রিপুত্রয়—দৈত্যাদি উক্ত ত্রিবিধ শত্রু।

ভগবানের অভিপ্রায়বলে আমরা অপরাধী নহি, তোমরা উভয়েই অপরাধী, সুতরাং তোমরা যোনি ভ্রমণ কর ইহাই অভিপ্রায়, যেহেতু পরে (ভা ৩।১৬।২৫) উক্তি—"অথবা আমরা আপনার এই নিরপরাধ ভৃত্যদ্বয়কে অন্যায় রকমে অভিশাপ দিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি যদি কোন দণ্ড বিধান করিতে হয়, করুন, আপত্তি নাই।" যদি বল, "সেই মহাত্মা দুর্ল্লভ" এই ভগবদগীতা-বাক্যে নিত্যসিদ্ধগণের কিরূপে শাপানুভব ঘটিল, তাঁহারা ত' সমস্ত হেয়রহিত এবং নিত্য অসঙ্কুচিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যগুণশালী, বিশেষতঃ তাঁহারা "নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য্যযোগাদি উপকরণান্বিত" বলিয়া কথিত? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাদৃশ পরব্যোমবর্ত্তি পুরুষগণের পক্ষে উহা সত্য বটে, কিন্তু এই দুইজন দ্বারপাল পরব্যোমবাসি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিজনগণের তুল্যস্বরূপ হইলেও বিশেষ সুকৃতবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ ইহারা সাক্ষাৎ ভগবৎপরিজন নহেন, সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহে), নতুবা ভগবদ্ভক্তে প্রাতিকূল্যভাববিহীনতা ও প্রবেশ-নিবারণ ভাবশূন্যতাহেতু সাক্ষাদ্-ভগবৎপরিজনগণের পূর্ব্বোক্ত নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য্যাদি প্রমাণবলে ভগবানের অভিপ্রায় জানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে, বিশেষতঃ ভগবদুদ্দেশক অনুষ্ঠানবিশেষ হইতেও ভগবানের অনুচরত্ব-প্রাপ্তি ঘটে; স্মৃতিতেও আছে—"বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভূমিতে বা প্রস্তরে শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচর হওয়া যায়।" যেমন অনন্ত ও গরুড় ব্যতীত নাগ ও পক্ষিজাতীয় বহু ভক্ত বর্ত্তমান, তদ্রূপ সুকৃতিবশে বহু জীব (নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও) ভগবৎ-পরিজনতুল্য রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলেও পূর্ব্বকথিত ১৪ শ্লোকে "যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন।" এই বাক্যে সাধারণভাবেই বৈকুণ্ঠবাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে "সুমহতী পরিচর্য্যাপ্রভাবে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুগণের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব কেন?" ইত্যাদি বাক্যে বিশেষভাবে ইহাদের উভয়ের ভগবদ্ভক্তিসাধনদ্বারাই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, আরও, "নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন, গরুড়, শ্রুতদেব, সাত্বত পুষ্পদন্ত, ইহারা সকলেই অযুতনাগতুল্য বলশালী এবং সমগ্র সুরাসুরের অজেয়"—এই শ্লোকে ত্রিবিক্রম (বামন) অবতারে জয় বিজয়ের অবস্থানের কথা জানা যায় বলিয়া এই শাপাভিভূত জয় ও বিজয় যে পূর্ব্বোক্ত সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয়

হইতে পৃথক্, তাহা নিশ্চিত; কেননা, যদি উভয়স্থলে জয় ও বিজয় একই ধরিয়া লওয়া হয়, তবে কৃষ্ণাবতারে শাপগ্রস্ত জয় ও বিজয়ের মোচন, এবং বামনাবতারে আবার তাঁহাদের পার্ষদত্ব লাভ সিদ্ধ নহে অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে; অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্ত্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিজন আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয় ও বিজয় তদ্ব্যতীত অন্য জীব—অন্য প্রমাণের সহিতও এই ব্যক্যের বিরোধ নাই (বীররাঘব) ॥ ৩৪ ॥

তেষামিতীরিতমুভাববধার্য্য ঘোরং
তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎ-
পাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (সনকাদীনাং) ইতি (এবং প্রকারম্) ঈরিতং (ভাষিতং) ঘোরং (ভয়ানকং) তং ব্রহ্মদণ্ডং (ব্রহ্মশাপং) অস্ত্রপূগৈঃ (অস্ত্রসমূহৈরপি) অনিবারণম্ (অনিবার্য্যম্ চ) অবধার্য্য (অবগম্য) (এবম্ভূতেভ্যঃ মুনিভ্যঃ তাভ্যামপি) উরু (অধিকং) বিভ্যতঃ (ভয়ং ভাবয়তঃ) হরেঃ (শ্রীবিষ্ণোঃ) অনুচরৌ (পরিচারকৌ) উভৌ (জয়বিজয়ৌ) অতিকাতরেণ (অতিব্যাকুলতয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তৎপাদগ্রহৌ অপততাং (তেষাং মুনীনাং পাদগ্রহণং কুর্ব্বন্তৌ সন্তৌ দণ্ডবৎ ভূমৌ পতিতবন্তৌ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সেই মুনিগণের এইরূপ বাক্যকে বিষ্ণুর উভয় অনুচরই ভয়ানক এবং অস্ত্রসমূহদ্বারাও অচ্ছেদ্য ব্রহ্মশাপ বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক অতি কাতরভাবে সেই মুনিগণের পদ গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নিপতিত হইলেন। শ্রীনারায়ণ দ্বারপালদ্বয় অপেক্ষাও সেই মুনিগণের নিকট হইতে অধিক ভয়-ভাবনা করিতেছিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অহো অপরাদ্ধমাবাভ্যাং যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ কোপিতা ইতি তয়োর্বৈক্লব্যমাহ—তেষামিতি। হরেঃ সকাশাৎ প্রথমং বিভ্যতঃ ভীতৌ, অতুস্ উকারলোপশ্ছান্দসঃ। ততশ্চ অতিকাতর্য্যেণ তেষাং পাদগ্রহণং কুর্ব্বন্তৌ দণ্ডবদপততাম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! অপরাধ অনুষ্ঠিত হইল, যেহেতু আমরা ব্রাহ্মণদের কোপ উৎপন্ন করিলাম, এইপ্রকারে তাহাদের দুইজনের বৈক্লব্য বলিতেছেন—'তেষাম্', ইত্যাদি। 'হরেঃ সকাশাৎ'—শ্রীহরির নিকট হইতে প্রথমতঃ সেই দ্বারপালদ্বয় 'বিভ্যতঃ ভীতৌ'—ভীত হইলেন। এখানে অতুস্ এর উকারলোপ ছান্দস-প্রয়োগ। (ভী ধাতুর লিটে প্রথমপুরুষের দ্বিবচনে 'বিভ্যতুঃ'—পদ হয়, এখানে ছান্দস প্রয়োগ বলিয়া অতুস্ এর উকার লোপ হইয়া বিভ্যতঃ হইয়াছে। অপর পক্ষে—শতৃ প্রত্যয় করিয়া 'বিভ্যতঃ হরেঃ'—উহা ষষ্ঠী প্রয়োগে হরির বিশেষণ করা হইয়াছে।) তারপর অত্যন্ত কাতর্য্যবশতঃ সেই ব্রাহ্মণগণের চরণগ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো
যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—অঘোনি (অঘবতি পাপিষ্ঠে) যঃ (উচিতঃ স এব) দণ্ডঃ ভগবদ্ভিঃ (ভবদ্ভিঃ) অকারি (কৃতঃ) নৌ (আবয়োঃ সম্বন্ধে সঃ) ভূয়াৎ (ভবতু)। অশেষং (বহুবিধং) সুরহেলনমপি (ঈশ্বরাজ্ঞাতিক্রমরূপমপি পাপং) হরেত (অসৌ হরেৎ বিনাশয়েৎ); তু (কিন্তু) বঃ (যুস্মাকং) অনুতাপকলয়া (কৃপানিমিত্তঃ যঃ অনুতাপঃ তস্য কলয়া লেশেন) অধোঽধঃ (মূঢ়যোনীঃ) ব্রজতোঃ (ভ্রমতোঃ) নৌ (আবয়োঃ) ইহ (মূঢ়যোনৌ) ভগবৎস্মৃতিঘ্ন (ভগবৎস্মরণপ্রতিঘাতকঃ) মোহঃ মা ভবেৎ (ন স্যাৎ ইতি প্রার্থনা) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে ঋষিগণ, আপনারা মহাপাপীর প্রতি যেরূপ দণ্ডবিধান করা উচিত, আমাদের ন্যায় পাপিদ্বয়ের প্রতি তাহাই করিয়াছেন, ইহা আপনাদের উচিতই হইয়াছে; এইরূপ দণ্ডদ্বারা ঈশ্বরাজ্ঞার অতিক্রমরূপ অশেষ অপরাধ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু একটি প্রার্থনা এই যে, আমরা ক্রমশঃ নীচ পাপযোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলেও আপনাদের অনুগ্রহরূপ অনুতাপলেশে যেন আমাদের সেই সেই জন্মে

ভগবৎস্মৃতি-প্রতিঘাতক মোহ উপস্থিত না হয় ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ—অহো অপরাদ্ধমস্মাভিরেব, যদ্যুবাং ভগবদ্ভক্তৌ শপ্তৌ ; হন্ত হন্ত অতঃপরং কিং কুর্ম্মঃ ? ক্রোধাদ্যা জিতা ইত্যস্মাকং সার্ব্বকালিকোঽভিমানোঽত্র বৈকুণ্ঠে চূর্ণীবভূবেতি পশ্চাত্তাপবতস্তান্ প্রত্যেকমাহতুঃ—অঘোনি অপরাধিনি ময়ি ভগবদ্ভির্যুষ্মাভির্য্যো দণ্ডোঽকারি, স ভূয়াদিত্যাশীর্লিঙা তমহং স্বস্মিন্নাশীর্ব্বাদমেব ভাবয়ামি, ন তু দণ্ডম্। অত্র হেতু পুনর্দ্বৌ সংহতাবেবাহতুঃ। যো দণ্ডঃ নৌ আবয়োরশেষমেব সুরহেলনং যুষ্মদবজ্ঞানাৎ ভগবদনভিপ্রেতাচরণাচ্চ। বৈকুণ্ঠদেশানুচিতক্রোধকরণাচ্চ যুষ্মাসু ভগবতি চ বৈকুণ্ঠধাম্নি চ জাতমপরাধং সর্ব্বং হরেত নাশয়েৎ। কিন্তু যুষ্মাকং যঃ কৃপানিমিত্তঃ সম্প্রত্যনুতাপস্তস্য কলয়া একেন লেশেন এতদেবাবাং প্রাপ্নুয়াবঃ নৌ আবয়োরধোঽধঃ পততোরপি মোহো ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মা ভবেৎ। মোহস্তু ভগবতি সেবাবুদ্ধিপরিপন্থী ভবিষ্যত্যেব। যুষ্মদভিশাপান্যথানুপপত্তেস্তদপি মোহঃ সোঽপি স্মৃতিমেব প্রবহতাৎ, ন তু বিস্মৃতিমিতি প্রার্থনা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো ! কি আশ্চর্য্য ! আমরাই ত অপরাধ করিলাম, যেহেতু ভগবদ্ভক্ত তোমাদের দুইজনের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, হায় ! হায় ! ইহার পর কি করিব ? 'ক্রোধাদি জয় করিয়াছি'—এইরূপ আমাদের সার্ব্বকালিক অভিমান এই বৈকুণ্ঠে চূর্ণ হইল, এইরূপ পশ্চাৎ অনুতপ্ত সেই মুনিগণকে প্রত্যেকে তাঁহারা (দ্বারপালদ্বয়) বলিলেন —'অঘোনি'—অপরাধী আমার প্রতি আপনারা যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা 'ভূয়াৎ'—হউক। এখানে ভূয়াৎ—এই আশীর্লিঙ্—প্রয়োগের দ্বারা, তাহাকে আমি নিজের প্রতি আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে করিব, কিন্তু দণ্ড নয়। তাহার কারণ পুনরায় তাহারা দুইজন মিলিতভাবে বলিলেন—যে দণ্ড আমাদের 'অশেষম্' অর্থাৎ আপনাদের অবজ্ঞাজনিত দেবহেলন এবং ভগবানের অনভিপ্রেত আচরণরূপ সমস্ত পাপই হরণ করিবে। বৈকুণ্ঠদেশের অনুচিত ক্রোধ-প্রকাশ করায়—আপনাদের প্রতি এবং শ্রীভগবানে ও শ্রীবৈকুণ্ঠধামে যে অপরাধ করা হইয়াছে, সে সমস্তই বিনষ্ট হইবে। কিন্তু 'বঃ অনুতাপ-কলয়া'—আপনাদের কৃপানিমিত্ত সম্প্রতি যে অনুতাপ, তাহার একটু লেশের দ্বারা ইহাই যেন আমরা প্রাপ্ত হই—আমরা অধঃ অধঃ (নিকৃষ্ট) যোনিতে পতিত হইলেও, ভগবানের স্মৃতি-বিঘাতক মোহ যেন আমাদের না হয়। কারণ মোহ ভগবানের সেবাবুদ্ধির পরিপন্থী হইবেই। আর, আপনাদের অভিশাপও অন্যথা হওয়া অযৌক্তিক, অতএব সেই মোহও যেন আমাদের (ভগবানের) স্মৃতিই বহন করুক, কিন্তু বিস্মৃতি নহে—এই প্রার্থনা ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—সুরহেলনস্যাপি দণ্ডো ভবতি ॥ ৩৬ ॥

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ
স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংস-মহামুনীনা-
মন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং স্বানাং (ভৃত্যানাং) সদতিক্রমং (সৎসু মহৎসু অতিক্রমম্ অপরাধং) তদৈব (তৎক্ষণমেব) বিবুধ্য (জ্ঞাত্বা) আর্য্যহৃদ্যঃ (আর্য্যাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ) অরবিন্দনাভঃ (পদ্মনাভঃ শ্রীহরিঃ) পরমহংস-মহামুনীনাং (পরমহংসানাং ব্রহ্মবিদাং মহামুনীনাং) অন্বেষণীয়-চরণৌ (অন্বেষণীয়ৌ অন্বেষ্টুং যোগ্যৌ চরণৌ তান্ সনকাদীন্ দর্শয়ন্ শময়িষ্যামি ইতি) চলয়ন্ (পদ্ভ্যামেব গচ্ছন্) সহশ্রীঃ (লক্ষ্মীসহিতঃ) তস্মিন্ (যত্র তে রুদ্ধাঃ তং দেশং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে স্বীয় ভৃত্যদ্বয়ের মহদতিক্রমরূপ অপরাধ জানিতে পারিয়া আর্য্যগণের মনোজ্ঞ পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণ পরমহংস-মহামুনিগণের অন্বেষণীয় চরণযুগল চালন করিতে করিতে লক্ষ্মীদেবীর সহিত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং পরস্পরাপরাধভাবনোদ্ভূতান্তর্দৈন্যসমুদ্রপৃষদ্ভিরেবাশ্রুমিষেণ বহির্নিঃসরদ্ভিঃ স্বপয়িত্বেব দোষাৎ পুনঃ শুদ্ধীকৃতেষু সনকাদিজয়বিজয়েষু বিপ্রত্বভক্তত্বয়োর্যাথার্থ্যমনুভাবিতেষু তত্রত্য-সভ্যেষ্বাত্মধিক্কারেণৈব ভক্তিঃ সমুদ্যোততে, সমুদ্যোতিনী চ ভক্তির্ভগবন্তমাকর্ষতীমমর্থং প্রমাণীকুর্ব্বন্নিব ব্রহ্মণ্য-

দেবো ভক্তবৎসলো ভগবাংস্তদা তত্রৈবোপজগামেত্যাহ —এবমিতি। স্বানাং সদতিক্রমং স্বভক্তকর্তৃকং ব্রাহ্মণাতিক্রমম্। আর্য্যাণাং হৃদি প্রাদুর্ভবতীতি তথা সোঽপি তেষাং নেত্রেষ্বপি প্রাদুর্ভবিতুমিতি ভাবঃ। তস্মিন্ সপ্তমদ্বারপ্রদেশে। মহামুনীনামন্বেষণীয়ৌ অন্বেষ্টুং যোগ্যাবিতি তথা নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানানন্তরং সবিকল্পকজ্ঞানমপেক্ষিতব্যং ভবতি, তথা ব্রহ্মস্বরূপানুভবানন্তরং ভগবৎস্বরূপমনুভবিতুমর্হন্ত্যত এব চরণৌ চলয়ন্নিতি মচ্চরণমাধুর্য্যমননুভূতচরমেতাননুভাব্য মহানির্বৃতিচমৎকারসিন্ধৌ নিমজ্জয়ামীত্যভিপ্রায়েণৈব, সহশ্রীরিতি বহিরঙ্গায়া এব মচ্ছক্তিত্বমেতে জানন্তি, ন ত্বস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্বরূপভূতায়া ইত্যেতামপ্যাহ্লাদিনীং শক্তিমনুভাবয়ামীত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ পরস্পর অপরাধ-চিন্তা হইতে উদ্ভূত অন্তরের দৈন্যসমুদ্রের জলবিন্দু-সমূহ, যাহা অশ্রুচ্ছলে বাহিরে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা স্নাত হইয়াই যেন দোষ হইতে পুনরায় শুদ্ধীকৃত সনকাদি এবং জয়-বিজয় বিপ্রত্ব ও ভক্তত্বের যাথার্থ্য অনুভব করিলে, সেখানকার সভ্যবৃন্দের প্রতি 'আত্ম-ধিক্কারের (অর্থাৎ অনুতাপের) দ্বারাই ভক্তি সমুদ্ভূতা হন এবং প্রকটিতা ভক্তিদেবীই শ্রীভগবান্‌কে আকর্ষণ করেন'—এই তত্ত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্তই যেন ব্রহ্মণ্যদেব ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তখন সেখানেই উপনীত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'এবম্ তদৈব' ইত্যাদি। 'স্বানাং সদতিক্রমং'—স্বভক্ত কর্তৃক ব্রাহ্মণগণের অতিক্রম (অর্থাৎ নিজ ভক্ত জয়-বিজয় কর্তৃক সনকাদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অপরাধ) বিদিত হইয়া, 'আর্য্যহৃদ্যঃ'—আর্য্য-গণের হৃদয়ে যিনি প্রাদুর্ভূত হন, সেইরূপ হইলেও তিনি তাঁহাদের নয়নেরও গোচরীভূত হইবার জন্য (সেখানে আগমন করিলেন)—এই ভাব। 'তস্মিন্'—সেই সপ্তম কক্ষার দ্বারপ্রদেশে। 'মহামুনীনাম্ অন্বেষণীয়ৌ'—পরমহংস মহামুনিগণের অন্বেষণ-যোগ্য (চরণযুগল)—ইহা বলায়, নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের পরেও সবিকল্পক জ্ঞানের অপেক্ষা রহিয়াছে এবং সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভবের পরে ভগবৎস্বরূপ অনুভবের যোগ্য হয়, অতএব 'চরণৌ চলয়ন্'—চরণযুগল চালনা করিতে করিতে—অননুভূতচর (যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই, এইরূপ) আমার চরণের মাধুর্য্য অনুভব করাইয়া মহান্ আনন্দের চমৎকার-সিন্ধুতে ইঁহাদিগকে (সনকাদি মুনিগণকে) নিমজ্জিত করিব, এই অভিপ্রায়েই (ভগবান্ সেখানে উপনীত হইলেন)। 'সহশ্রীঃ'—লক্ষ্মীদেবীর সহিত, ইঁহারা আমার বহিরঙ্গা (মায়া) শক্তিকেই জানে, কিন্তু আমার এই স্বরূপভূতা শক্তিকে জানে না, অতএব ইঁহাদিগকে আমার আহলাদিনী শক্তি অনুভব করাইব—এই অভিপ্রায়ে (ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীর সহিত সেই দ্বারপ্রদেশে উপনীত হইলেন) ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—অত্র স্থিতয়োঃ পুনঃ পূর্ব্ববন্মোহো ন স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

তথ্য—শ্রীভগবানের পদব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই যে, 'সনকাদি ঋষিগণের আমার চরণ-দর্শনে ব্যাঘাতজনিত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে' অতএব তাঁহাদিগকে আমার চরণযুগল প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদের ক্রোধের উপশম করাইব, এই ভাবিয়া শীঘ্রগতিতে পদব্রজে গমন করিলেন ; আর শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া যাইবার তাৎপর্য্য এই যে, 'আমি সনকাদি মুনিগণের ন্যায় নিষ্কামদিগকেও ক্ষমা করিয়া ঐশ্বর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া থাকি (শ্রীধর)।

এস্থলে, সেই চতুঃসনাদি আত্মারামগণেরও আনন্দবিধানের জন্য ভগবচ্চরণদর্শনদ্বারা তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘনত্ব এবং লক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলনদ্বারা তাঁহার শক্তিবিলাসও যে তাঁহার স্বরূপের অতিরিক্ত অন্য বস্তু নহে, তাহাই বলিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে। 'স্বানাং' অর্থাৎ 'নিজ পরিজনগণের' এই বহুবচনে অনুচরদ্বয়ের অপরাধ স্বীয় পরিবারের সকলের উপর পড়িয়াছে, ইহা বলিবার জন্য ; অথবা অনুচরদ্বয়কে বহুমাননপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'নিজ' শব্দে অভিহিত করিয়া মুনিগণকে যে তাদৃশ আত্মীয় বিবেচনা করিতেছেন না—ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। অথবা, পাদুকার স্বীকার না করিয়াও শুধু চরণে গমন করিলেন—ইহার দ্বারা মুনিগণের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শিত হইল। 'সহশ্রীঃ' এই শব্দে মুনিগণের নিকট নিজের লক্ষ্মীকেও গোপন করিলেন না, ইহা দেখাইয়া

অনুচরদ্বয়ের অপরাধকেই দৃঢ়ীকৃত করিলেন (শ্রীজীব) ॥ ৩৭ ॥

তন্ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভি-
স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্ ।
হংসশ্রিয়োর্ব্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল-
শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—আগতং (পদ্ভ্যামাগচ্ছন্তং) স্বপুংভিঃ (স্বভৃত্যৈঃ) প্রতিহৃতৌপয়িকং (প্রতিহৃতম্ আনীতম্ ঔপয়িকং গমনোচিতং ছত্রপাদুকাদি যস্য তং) স্বসমাধিভাগ্যং (স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্ব্রহ্ম তদেব) অক্ষবিষয়ং (অতীন্দ্রিয়মপি ইন্দ্রিয়-গোচরং) হংসশ্রিয়োঃ (হংসবৎ শ্রীঃ যয়োঃ তয়োঃ অতিশুভ্রয়োরিত্যর্থঃ) ব্যাজনয়োঃ (চামরয়োঃ) শিব-বায়ুলোলশুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুং (শিবেন অনু-কূলেন বায়ুনা লোলন্তঃ চলন্তঃ শুভ্রঃ যৎ আতপত্র ছত্র তদেব শশী তস্য কেশরাঃ মুক্তাহারবিলম্বাঃ তেভ্যঃ গলন্তি পতন্তি শীকরাম্বুনি অম্বুকণাঃ যস্মিন্ তং) তং (শ্রীহরিং) তে (মুনয়ঃ) অচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীনারায়ণ এইরূপে (পদব্রজে) আগত হইলে সেই মুনিগণ স্ব-স্ব-সমাধির ফল-স্বরূপ অধোক্ষজ ভগবৎ-স্বরূপকে, ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে দেখিয়া অনিমিষনেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগ-বৎপার্ষদগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমনোচিত ছত্রপাদু-কাদি আনয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে হংসবৎ শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয় এবং মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র শোভিত ছিল। চতুষ্পার্শ্বে মুক্তাবিলম্বিত ছত্র ও চামর অনুকূল বায়ুসঞ্চারে সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহা হইতে জলকণা বিগলিত হইয়া শ্রীনারায়ণের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তৈরনুভূতচরং তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। তত্র ভগবৎসাক্ষাৎকারে রূপমাধুর্য্যং ব্যাপকমেব, শব্দাদিমাধুর্য্যঞ্চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভগ-বদ্দত্তস্ববিষয়ক-রতিশক্ত্যা তৈরনুভূতং জ্ঞেয়ম্। তং তু তত্রাগতং তে অচক্ষত অপশ্যন্। কীদৃশং? স্বপুংভিঃ প্রতিহৃতান্যৌপয়িকানি যস্মৈ তম্, অহো! শ্রীভগবচ্চরণাঃ সম্প্রতি বহিশ্চত্বরমলং কুর্ব্বত ইতি তাৎকালিক্যা প্রথয়া তমবলোকিতুমত্যুৎকণ্ঠয়া দ্বার-পুরনগরবিমানকাননস্থা ভক্তজনা আগত্য বিবিধরত্ন-বস্ত্রালঙ্কারফলগন্ধপুষ্পমাল্যারাত্রিকাদীন্যুপকল্পয়াঞ্চক্রু-রিত্যর্থঃ। অক্ষবিষয়ং তেষামিন্দ্রিয়গোচরীভূতঃ। ননু তর্হি তস্য বিষয়ত্বং প্রসক্তং তত্র স-হুঙ্কারভ্রূতর্জ্জন-মাহ—স্বসমাধেস্তেষাং স্বহৃদি ব্রহ্মাকারে ব্রহ্মানন্দানু-ভবস্যাপি ভাগ্যং মূর্ত্তিমদিত্যর্থঃ। অহো! এত-দ্দর্শনেনৈবাস্মাকং সমাধিরপি সফলো বভূবেতি তেঽমন্যন্ত, তদপি তদ্রূপাদের্বিষয়ত্বং কো মূঢ়ঃ সম্ভা-বয়েদিতি ভাবঃ। হংসবৎ শ্রীর্যয়োস্তয়োরুভয়তশ্চল-তোর্ব্যজনয়োর্যঃ শিবোঽনুকূলো বায়ুস্তেন লোলন্তশ্চলন্তঃ শুভ্রাতপত্রশশিকেশরাঃ শুভ্রং যদাতপত্রং তদেব শশীব তস্য কেশরা মুক্তাহারবিলম্বাস্তেভ্যো গলন্তি শীকরাম্বুনি যস্মিংস্তং, অত্র অতিশয়োক্ত্যা মুক্তাবিলম্বানাং কেশর-ত্বেন ছত্রস্য অধোমুখসহস্রদলকমলাকারত্বমারোপিতং, তেন চ ছত্রস্য শৈত্যসৌগন্ধ্যমার্দ্দবানি ব্যঞ্জিতানি। তথা শীকরাম্বুনাং শশিসম্বন্ধিত্বেনামৃতত্বম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেখানে মুনিগণের দ্বারা অনুভূত ভগবন্মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছেন পাঁচটি শ্লোকে। ভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে সমগ্র রূপমাধুর্য্য এবং কিছু কিছু শব্দাদি মাধুর্য্য ভগবানের প্রদত্ত স্ববিষয়ক রতিশক্তির দ্বারা তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে। 'তং তু আগতং'—তাঁহাকে সেখানে আসিতে তাঁহারা দেখিলেন। কি প্রকার তাঁহাকে? 'স্বপুংভিঃ'—নিজ ভৃত্যগণের দ্বারা প্রতি-হৃত অর্থাৎ গমনমার্গে আনিয়া সমর্পিত হইয়াছে। 'ঔপয়িকানি'—অর্থাৎ ছত্র, চামর, ব্যজন, পাদুকাদি গমনসাধন দ্রব্যসমূহ যাঁহাকে, সেই ভগবান্কে দেখিলেন। অহো! সম্প্রতি পূজনীয় ভগবান্ বাহিরের চত্বর অলঙ্কৃত করিতেছেন—এইজন্য তাৎকালিক প্রথা অনুযায়ী দ্বার, পুর, নগর, বিমান ও কাননস্থিত ভক্তজন আগমনপূর্ব্বক বিবিধ রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার, ফল, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও আরত্রিকাদি আহরণ করিতেছিলেন—এই অর্থ। 'অক্ষবিষয়ং'—ভগবান্ সেই মুনিগণের ইন্দ্রিয়গোচরীভূত হইলেন। দেখুন, তাহা হইলে ভগবানের বিষয়ত্ব প্রসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে হুঙ্কার ও ভ্রূ-তর্জ্জনের সহিত বলিতেছেন—

'স্ব-সমাধি-ভাগ্যম্', স্ব-সমাধি অর্থাৎ তাঁহাদের নিজ নিজ হৃদয়ে ব্রহ্মাকারে স্ফুরিত ব্রহ্মানন্দের অনুভবেরও মূর্ত্তিমান্ ভাগ্যই, এই অর্থ। অহো! ইঁহার দর্শনের দ্বারাই আমাদের সমাধিও সফল হইল, তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার রূপাদির বিষয়ত্ব—কোন্ মূঢ় সম্ভাবনা করিবে? এই ভাব। 'হংসশ্রিয়োঃ'—হংসের মত 'শ্রীঃ' অর্থাৎ (শুভ্র) শোভা যাহাদের, তাদৃশ উভয়দিকে সঞ্চালিত, 'ব্যজনয়োঃ'—চামরদ্বয়ের, 'শিব-বায়ুলোল'—ইত্যাদি, শিব অর্থাৎ অনুকূল যে বায়ু, তাহার দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে—'শুভ্রাতপত্র-শশি-কেশরাঃ'—শুভ্র যে আতপত্র (ছত্র), তাহাই শশিতুল্য, তাহার কেশরসমূহ অর্থাৎ মুক্তাহার-বিলম্ব-সকল, তাহা হইতে বিগলিত হইতেছে জলকণাসকল যাহাতে, তাঁহাকে। (অর্থাৎ ভগবানের দুই পার্শ্বে হংসবৎ শ্বেতবর্ণ দুই চামর এবং মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই ছত্রের চারিদিকে মুক্তাহার বিলম্বিত ছিল। অনুকূল বায়ুর সঞ্চারে মুক্তামালাযুক্ত ছত্র সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহা হইতে জলকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল।)—সেইরূপ ভগবান্‌কে মুনিগণ দেখিলেন। এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দ্বারা—মুক্তাবিলম্বসমূহের কেশরত্বরূপে এবং ছত্রের অধোমুখ সহস্রদলবিশিষ্ট কমলের আকারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহাতে ছত্রের শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও মার্দ্দবাদি গুণসকল ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সেইরূপ জলকণাসমূহের শশি-সম্বন্ধিত্ব হওয়ায় অমৃতত্ব ব্যঞ্জিত ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—শশিনোঃ কেশরা রশ্ময়ঃ ॥ ৩৮ ॥

কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম
স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং (কৃৎস্নস্য দ্বারপাল-মুনিবৃন্দস্য প্রসাদে অনুগ্রহে সুমুখং তেষু অনুগ্রহং কুর্ব্বন্তং) স্পৃহণীয়ধাম (স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানং) স্নেহাবলোককলয়া (স্নেহপূর্ব্বকাঃ যে ভগবতঃ অবলোকাঃ তেষাং কলয়া সপ্রেমকটাক্ষেণ) হৃদি সংস্পৃশন্তং (সুখয়ন্তং) শ্যামে পৃথৌ (বিশালে চ) উরসি (বক্ষসি) শোভিতয়া শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) স্বশ্চূড়ামণিম্ ইব (ত্রৈলোক্যবিবক্ষাপক্ষে সত্যলোকপর্য্যন্তঃ যঃ স্বর্গঃ তস্য চূড়ামণিবৎ স্থিতম্) আত্মধিষ্ণ্যং (স্বস্থানং বৈকুণ্ঠং) সুভগয়ন্তং (শোভয়ন্তম্ অচক্ষত) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারায়ণের মুখমণ্ডলের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি হইতে বোধ হইল যে, তিনি দ্বারপাল ও মুনিগণের প্রতি অনুগ্রহে সুমুখ, তিনি সমস্ত বাঞ্ছনীয় গুণের আলয়স্বরূপ। তাঁহার সপ্রেম কটাক্ষ সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিয়া সুখানুভব করাইল। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার বিস্তৃত বক্ষে বিরাজিত থাকায় শ্রীনারায়ণ সত্যলোকের চূড়ামণি-স্বরূপ স্ব-স্থান বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভক্তাভ্যামভিশাপদায়িষ্বস্মাসু ন জানীমহে ভগবানন্তঃ কুপ্যতি ন বেতি সংশয়সিন্ধু-নিমগ্নেষু কৃৎস্ন আভ্যন্তরো বাহ্যশ্চ যঃ প্রসাদস্তেন সুমুখং, অতএব হন্ত হন্তাস্মাসু প্রত্যুত প্রসাদ এব পূর্ণ উপলভ্যেত ইত্যন্তরুল্লসন্মুনিবৃন্দস্য নেত্রাদীন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃহণীয়ানাং সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সৌরভ্য-সৌকুমার্য্য-কারুণ্যৌদার্য্যাণাং ধাম পূর্ণাস্পদম্। হা হন্তাবয়োর্ব্রহ্মশাপানলদগ্ধয়োরধঃপততোরীদৃগ্দর্শন-মাধুরী পুনর্ন ঘটিষ্যতে ইতি খেদার্ণবনিমগ্নৌ রুদন্তৌ জয়-বিজয়ৌ প্রতি যঃ স্নেহাবলোকস্তস্য কলয়া কৌশলেন, তত্রত্য-জনানাং সর্ব্বেষামেব হৃদি সংস্পৃশন্তং অহো ভক্তবাৎসল্যমিতি মনোলোভয়ন্তং, শ্রিয়া বামস্তনোর্দ্ধ্বে স্বর্ণরেখারূপেণ স্থিতয়া স্বশ্চূড়ামণিং সত্যলোকান্তানাং স্বর্গাণাং চূড়ায়াং মণিমিব স্বধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠং সুভগয়ন্তং ধন্যঃ স বৈকুণ্ঠো যত্রত্যাঃ স্বর্ণরেখাময়ীং লক্ষ্মীং ভগ-বদ্বক্ষসি বিলোকয়ন্তীত্যেবং সৌভাগ্যবন্তং কুর্ব্বন্তং, এবমগ্রেহপি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কৃপামাধুর্য্যরূপমাধুর্য্যে তন্মনোনেত্রাভ্যামনুভূতে জ্ঞেয়ে ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবানের ভক্তদ্বয়ে অভিশাপ প্রদানকারী আমাদের প্রতি, জানি না ভগবান্ অন্তরে ক্ষুব্ধ অথবা নয়—এইরূপ সংশয়সিন্ধুতে নিমগ্ন (সনকাদি মুনিগণ)—'কৃৎস্ন-প্রসাদ-সুমুখং'—কৃৎস্ন

(সমগ্র) অর্থাৎ অভ্যন্তর ও বাহিরে যে প্রসন্নতা, তাহাতে সুমুখ অর্থাৎ প্রসন্নবদন (যে ভগবান্, তাঁহাকে দেখিলেন)। অতএব হায়! হায়! বস্তুতঃ পূর্ণ প্রসন্নতাই আমরা উপলব্ধি করিতেছি—এইহেতু অন্তঃকরণে উল্লসিত মুনিবৃন্দের নেত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের —'স্পৃহণীয়ধাম', স্পৃহণীয় অর্থাৎ অভিলষিত সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠর্য্য, সৌরভ্য, সৌকুমার্য্য, কারুণ্য ও ঔদার্য্যের ধাম অর্থাৎ পূর্ণ আস্পদ। অপর দিকে —হায়! হায়! ব্রহ্মশাপানলে দগ্ধ অধঃপতিত আমাদের দুইজনের এইরূপ দর্শন-মাধুরী পুনরায় আর মিলিবে না—এইরূপ খেদসমুদ্রে নিমগ্ন ক্রন্দন-পরায়ণ জয় ও বিজয়ের প্রতি—'স্নেহাবলোক-কলয়া', যে স্নেহপূর্ব্বক অবলোকন, তাহার কলা অর্থাৎ কৌশলের দ্বারা, সেখানে অবস্থিত সকল জনগণেরই 'হৃদি সংস্পৃশন্তং'—হৃদয় স্পর্শ করিতেছেন, অর্থাৎ 'অহো ভক্ত-বাৎসল্য'—এইরূপে সকলের মনকে প্রলুব্ধ করিতেছেন, যিনি। 'শ্রিয়া'—বাম স্তনের উর্দ্ধদেশে স্বর্ণরেখারূপে স্থিত (লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা) 'স্বশ্চূড়ামণিং'—সত্যলোক পর্য্যন্ত স্বর্গসমূহের চূড়াতে মণির ন্যায়, 'আত্মধিষ্ণ্যম্'—নিজ অধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠ-লোককে, 'সুভগয়ন্তং'—ধন্য সেই বৈকুণ্ঠধাম, যেখানের অধিবাসিগণ স্বর্ণরেখাময়ী লক্ষ্মীকে ভগবানের বক্ষঃস্থলে অবলোকন করেন—এই প্রকারে সৌভাগ্য-বান্ করিতেছেন যিনি, (সেই ভগবান্‌কে তাঁহারা দর্শন করিলেন)। এইরূপে পরেও ব্যাখ্যা করা হইবে। এখানে তাঁহারা ভগবানের কৃপামাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য তাঁহাদের মন ও নেত্রযুগলের দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—কৌস্তুভো ব্রহ্মণো রূপং প্রাণশ্চূড়ামণিস্তথা ॥ ৩৯-৪১ ॥

পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা
কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতা-সুতাংসে
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথুনিতম্বিনি (পৃথুঃ বিশালঃ নিতম্ব-দেশঃ আশ্রয়ত্বেন বিদ্যতে যস্য তস্মিন্) পীতাংশুকে (পীতে অম্বরে) বিস্ফুরন্ত্যা (শোভমানয়া) কাঞ্চ্যা (মেখলয়া) অলিভিঃ (ভ্রমরৈঃ) বিরুতয়া (নাদিতয়া) বনমালয়া চ (যুক্তং) বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং (বল্গুষু সুশোভনেষু প্রকোষ্ঠেষু বলয়ানি যস্য তং) বিনতা-সুতাংসে (গরুড়স্য স্কন্ধে) বিন্যস্তহস্তং (বিন্যস্তঃ নিহিতঃ একঃ হস্তঃ যেন তম্) ইতরেণ (অন্যেন হস্তেন) অব্জং (লীলাকমলং) ধুনানং (ভ্রাময়ন্তম্ অচক্ষত) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার বিপুল নিতম্ব প্রদেশে পীতবাসোপরি কাটিভূষণ শোভমান, বক্ষঃস্থলে বনমালা সুশোভিত; তাহাতে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে, মণিবন্ধে বলয় শোভা পাইতেছে। তিনি বামহস্ত গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণকরদ্বারা সনাল পদ্ম ঘুরাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথুনিতম্ব আস্পদত্বেন বর্ত্ততে যস্য তস্মিন্নিতি নিতম্বোহয়ং মমৈব নান্যস্যেতি পীতাংশুকেন তত্র স্বীয়সত্ত্বমারোপিতমিতি ইন্-প্রত্যয়ধ্বনিঃ। তাদৃশে পীতাংশুকে বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যেতি পীতাংশুকমপি স্বাস্পদীকৃত্য তদুপরি স্ব-স্বত্বমারোপ্য স্থিতয়েত্যর্থঃ। তথা তাং কাঞ্চীমপি স্বাস্পদীকৃত্য তদুপরিস্থিতয়া বনমালয়া কীদৃশ্যা অলিভির্বিরুতয়েতি বনমালামপি স্বাস্পদীকৃত্য তদুপর্য্যলিভিঃ সত্ত্বমারোপিতমিত্যলিভ্য এব সর্ব্বতোঽপি সাম্রাজ্যং ভগবতা দত্তমিতি ভাবঃ। তৃতীয়ান্তানামাত্মধিষ্ণ্যং সুভগয়ন্তমিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। বল্গু মনোহরং প্রকোষ্ঠে বলয়ং যত্র যদ্যথা স্যাদেবং গরুড়স্কন্ধে বিন্যস্ত-বামহস্তং, বিন্যস্যেতি পাঠে বল্গিত্যাদি হস্তস্য বিশেষণং, ইতরেণ দক্ষিণহস্তেন কমলং ভ্রাময়ন্তমিতি লীলাকমলভ্রামণমিষেণ মুনীনাং হৃদয়কমলং ব্রহ্মাস্বাদসুস্থিরমপি স্বমাধুর্য্যদর্শনয়া চপলীকুর্ব্বন্তং, তেন চ হে মুনয়ো মন্নির্ব্বিশেষস্বরূপানন্দাৎ সর্ব্বোত্তমত্বেন নিশ্চিতাৎ সম্প্রতি কথং চিত্তং চালয়থ? তত্রৈব কিং ন স্থিরীকুরুদ্ধ্ব মা স্বনিষ্ঠাং ত্যজতেতি মুনিষু নর্ম্ম দ্যোতিতম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃথুনিতম্বিনি'—পৃথু অর্থাৎ বিস্তৃত নিতম্বদেশ আস্পদত্বরূপে বর্ত্তমান যাহার, তাহাতে —ইহার দ্বারা এই নিতম্ব আমারই, অন্য কাহারও নহে, এই বলিয়া পীতাংশুক অর্থাৎ পীত

বসন কর্ত্তৃক সেখানে নিজের সত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে —ইহা ইন্-প্রত্যয়ের ধ্বনি। [অর্থাৎ 'নিতম্বঃ অস্য অস্তি'—নিতম্ব ইহার আছে, এই অর্থে তদ্ধিতে ইন্ প্রত্যয়ের দ্বারা নিতম্বিন্-শব্দের সপ্তমীর একবচনে নিতম্বিনি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইজন্য ইন্ প্রত্যয়ের ধ্বনিত অর্থ বলিতেছেন। এই রূপ অন্যত্রও সত্ত্ব আরোপিত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীভগবদঙ্গে পীতবসন প্রভৃতি স্থান লাভ করিয়াই যেন নিজেদের সত্ত্ব আরোপ করিতেছে। ইহা অলঙ্কারের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এক বৈচিত্র্যময়ী ব্যাখ্যা।] তাদৃশ পীতবসনে 'বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যা'—শোভমান কাঞ্চীর (মেখলার) দ্বারা—ইহাতে কাঞ্চী পীত বসনকেও নিজের আস্পদ করিয়া স্ব-সত্ত্ব আরোপণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে—এই অর্থ। সেইরূপ সেই কাঞ্চীকেও নিজের আস্পদ করিয়া তাহার উপরে অবস্থিত বনমালার দ্বারা, কিরূপ বনমালার দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—'অলিভিঃ বিরুতয়া', ভ্রমরগণ-কর্ত্তৃক নাদিত, ইহাতে বনমালাকেও নিজের আস্পদ করিয়া তাহার উপরে ভ্রমরগণের দ্বারা সত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে। অলিগণ-কেই সকলের অপেক্ষা সাম্রাজ্য ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে—এই ভাব। এখানে তৃতীয়ান্ত পদসমূহের দ্বারা "যিনি নিজাধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠকে সৌভাগ্যবান্ করিতে-ছেন, তাঁহাকে"—এই পূর্ব্বোক্ত পদের সহিত অন্বয় হইবে। "বল্গু-প্রকোষ্ঠ-বলয়ং'—বল্গু অর্থাৎ মনো-হর, প্রকোষ্ঠে (মণিবন্ধে) মনোহর বলয় যেরূপে অবস্থিত তদ্রূপ, 'বিন্যস্তহস্তং'—গরুড়ের স্কন্ধে বামহস্ত বিন্যস্ত রহিয়াছে যাঁহার। এখানে 'বিন্যস্য'—বিন্যাস (স্থাপন) করিয়া—এই পাঠান্তরে—বল্গু প্রভৃতি হস্তের বিশেষণ। 'ইতরেণ'—অপর অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা কমল যিনি ঘুরাইতেছেন। এখানে লীলাকমল ভ্রামণের ছলে মুনিদিগের হৃদয়কমল ব্রহ্মাস্বাদে সুস্থির হইলেও, নিজ মাধুর্য্য প্রদর্শনের দ্বারা যিনি চঞ্চল করাইতেছেন (সেই ভগবান্‌কে দেখিলেন)। লীলা-কমল ঘূর্ণনের দ্বারা যেন ইঙ্গিত করিতেছেন—হে মুনিগণ! তোমরা আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের আনন্দ-কেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছিলে, সম্প্রতি কিজন্য তোমাদের চিত্তকে (আমার সবিশেষ রূপে) চালনা করিতেছ? 'তত্রৈব'—সেখানেই (সেই নির্ব্বি-শেষ স্বরূপেই) কিজন্য চিত্ত স্থির করিতেছ না? নিজেদের নিষ্ঠা ত্যাগ করিও না—এইরূপ মুনিগণের প্রতি ভগবানের নর্ম্ম (ইঙ্গিত) দ্যোতিত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-
গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্।
দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্দ্ধ্য-
হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হগণ্ডস্থলো-ন্নসমুখং (স্বকান্ত্যা বিদ্যুতঃ ক্ষিপন্তী তিরস্কুর্ব্বতী যে মকরাকারে কুণ্ডলে তাভ্যাং যৎ মণ্ডনম্ অলঙ্করণং তস্য অর্হে যোগ্যে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ তচ্চ তৎ উন্নসম্ উৎকৃষ্ট-নাসিকং চ মুখং যস্য তং) মণিমৎকিরীটং (মণিযুক্তং কিরীটং যস্য তং) দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে (দোর্দ্দণ্ডানাং ভুজদণ্ডানাং ষণ্ডঃ সমূহঃ তস্য বিবরে মধ্যে বক্ষঃস্থলে স্থিতেন) হরতা (মনোহরেণ বিহরতা বা) পরার্দ্ধ্যহারেণ (পরার্দ্ধ্যঃ উৎকৃষ্টঃ তেন হারেণ) কন্ধরগতেন (কন্ধরায়াং স্থিতেন) কৌস্তুভেন (মণিনা চ শোভমানম্ অচক্ষত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—(মুনিগণ দেখিতে পাইলেন), শ্রীনারা-য়ণের গণ্ডস্থল সৌদামিনীর শোভারও ধিক্কারকারী মকরাকৃতি কুণ্ডলে ভূষিত; বদন উচ্চনাসাযুক্ত এবং মস্তক মণিময় কিরীটে সুশোভিত। তাঁহার বাহুচতু-ষ্টয়ের মধ্যদেশস্থিত বক্ষঃস্থল মনোহর ও শ্রেষ্ঠ লম্বিতহারে ও কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ-মণিতে শোভিত ছিল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকান্ত্যা বিদ্যুতঃ ক্ষিপন্তী যে মকরা-কারে কুণ্ডলে তয়োরপি মণ্ডনার্হে গণ্ডস্থলে যত্র তচ্চ তথা উন্নসং মুখং যস্য তং দোর্দ্দণ্ডানাং ষণ্ডং সমূহ-স্তস্য বিবরে মধ্যে হরতা মুনীনাং চিত্তং চোরয়তা অতএব চৌর্য্যহেতুকভয়েনেব ভুজচ্ছিদ্রে প্রবিশতে-ত্যর্থঃ। পরার্দ্ধমূল্যহারেণ কন্ধরশব্দেনাত্র বক্ষ-সোঽভিধানং; যদ্বা কন্ধরাভ্যাং সকাশাৎ স্বর্ণসূত্রদ্বারা গতেন বক্ষঃপর্য্যন্তং লম্বিতেন কৌস্তুভেনেতি পূর্ব্ব-বদন্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্যুৎ-ক্ষিপন্'—ইত্যাদি,

নিজকান্তির দ্বারা বিদ্যুতের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে যে মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়, তাহাদেরও মণ্ডনযোগ্য ভগবানের গণ্ডস্থল, তাহা এবং সেখানে উন্নত নাসিকাযুক্ত বদন যাঁহার, তাঁহাকে (সেই মুনিগণ দেখিলেন)। 'দোর্দ্দণ্ড-ষণ্ড-বিবরে'—দোর্দ্দণ্ড অর্থাৎ ভুজরূপ দণ্ড, তাহাদের ষণ্ড বলিতে সমূহ, তাহার বিবরে অর্থাৎ মধ্যে 'হরতা'-মুনিগণের চিত্তহরণকারী, অতএব চৌর্য্যভয়েই যেন ভুজসমূহের ছিদ্রে প্রবেশ করিতেছে যে হার—এই অর্থ। পরার্দ্ধ অর্থ মহামূল্যবান্ হারের দ্বারা (শোভমান ভগবান্‌কে)। 'কন্ধরগতেন কৌস্তুভেন'—কন্ধর শব্দে এখানে বক্ষঃস্থল, অথবা কন্ধর বলিতে স্কন্ধদ্বয়, সেখান হইতে স্বর্ণসূত্রের দ্বারা বক্ষঃপর্য্যন্ত লম্বিত কৌস্তুভ মণিতে সুশোভিত ভগবান্‌কে মুনিগণ দেখিলেন—ইহা পূর্ব্বের ন্যায় অন্বয় ॥ ৪১ ॥

অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ
স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্ ।
মহ্যং ভবস্য ভবতাঞ্চ ভজন্তমঙ্গং
নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশৌ মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দিরায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) উৎস্মিতং (সৌন্দর্য্যগর্ব্বঃ) অত্র (ভগবৎসৌন্দর্য্যে) উপসৃষ্টম্ (অস্তং গতম্) ইতি স্বানাং (ভক্তানাং) ধিয়া বিরচিতং (ভৃত্যৈঃ স্বমনসি এবং বিতর্কিতম্)। (হে দেবাঃ !)—মহ্যং (মম) ভবস্য (ঈশ্বরস্য) ভবতাং চ (যুষ্মাকম্ অন্যেষাম্ অপি) কৃতে (উপাসনার্থং) বহুসৌষ্ঠবাঢ্যং (বহুনা সৌষ্ঠবেন সৌন্দর্য্যেণ আঢ্যং যুক্তম্) অঙ্গং (মূর্ত্তিং) ভজন্তং (প্রকটয়ন্তং অচক্ষত)। নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা চ) ন বিতৃপ্তদৃশঃ (ন বিশেষণ তৃপ্তাঃ দৃশঃ নেত্রাণি যেষাং তে, মুনয়ঃ) কৈঃ (শিরোভিঃ) মুদা (হর্ষেণ) নেমুঃ (নমশ্চক্রুঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আর অধিক কি, শ্রীনারায়ণের এইরূপ অদ্ভুত সৌন্দর্য্যপরিপূর্ণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভক্তগণ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন—'আমিই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের নিধিস্বরূপ'—এই বলিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর যে অহঙ্কার ছিল, তাহা এই ভগবৎসৌন্দর্য্যের নিকট খর্ব্ব হইল। হে দেববৃন্দ, সেই ভগবান্ আমার (ব্রহ্মার), মহাদেবের এবং তোমাদের ভজনীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন; মুনিগণ সেই শ্রীহরিকে সন্দর্শন করিলেন; সেই রূপ দেখিয়া তাঁহাদের নয়ন ভরিল না, তাঁহারা আনন্দভরে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া নমস্কার করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—কিং বহুনা ইন্দিরায়া উৎস্মিতং অহমেব সর্ব্বসৌন্দর্য্যাণাং নিধিরিত্যহঙ্করণং ; অত্র ভগবৎসৌন্দর্য্যে উপসৃষ্টমস্তং গতং ইতি স্বানাং ভক্তানাং ধিয়া বিরচিতং ভৃত্যৈঃ স্বমনস্যেবং বিতর্কিতমিতি স্বামিচরণঃ। পরমসৌন্দর্য্যাদিগুণশালিনঃ কান্তস্য লাভেন তস্যা উৎস্মিতং গর্ব্ব উপ আধিক্যেন সৃষ্টমাবির্ভাবিতমিতি সন্দর্ভঃ ; যদ্বা, অত্র ভগবতি উপসৃষ্টং ব্রহ্মাদিভিরারাধ্যয়াপি রূপগুণমাধুর্য্যৈঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠয়াপি ময়া উপসর্জ্জনীভূতমপ্রধানীভূতমিত্যর্থঃ। ইতি হেতুনা চকারাৎ প্রেম্না চ ইন্দিরায়া লক্ষ্ম্যা উৎকৃষ্টং স্মিতং ধন্যাহং যস্যা ঈদৃশঃ প্রেয়ানিত্যানন্দোত্থ উল্লাসো যস্মাত্তথাভূতমঙ্গং ভজন্তং সমুচিতবস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ শোভয়ন্তং, ন তু শম্ভুমিব সুন্দরমপ্যঙ্গং ভস্মাদিভির্বিরূপয়ন্তমিত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চ স্বাঙ্গপরিষ্কারেঽপি পূজাদিশব্দপ্রয়োগঃ। যথা পাদয়োরল্পপূজেতি সামুদ্রিকাদৌ। তচ্চ পরঃ সহস্রকিঙ্করদ্বারৈবেত্যাহ—স্বানাং স্বাঙ্গপরিচারকাণাং ধিয়া নিত্যবিবিধবস্ত্রাদিশৃঙ্গারবৈলক্ষণ্যবিধায়িন্যা সূক্ষ্মবুদ্ধ্যৈব বহুসৌষ্ঠবাঢ্যং বিরচিতম্। অঙ্গং পুনঃ কীদৃশং ? ভবস্য শম্ভোর্ভবতামস্মদাদীনাঞ্চ মহ্যং মহনীয়ং গন্ধপুষ্পাদিভির্ধ্যানেন দেশান্তরে পূজনীয়মেব, ন তু তেষামিব বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ পরিচরণীয়মিত্যর্থঃ। মহঃ পূজায়ামিত্যস্য চুরাদ্যন্তস্য রূপম্। এবম্ভূতং তং অচক্ষত, ততো বিশেষতস্তং নিরীক্ষ্য চ অতৃপ্তনেত্রাঃ সন্তঃ কৈঃ শিরোভিঃ নেমুঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধিক কি, 'ইন্দিরায়াঃ উৎস্মিতং'—আমিই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের নিধি, এইরূপ মহালক্ষ্মীদেবীর যে অহঙ্কার ছিল, তাহা ভগবানের সৌন্দর্য্যে 'উপসৃষ্টম্'—অস্তগত হইয়াছে, এইরূপ 'স্বানাং ধিয়া বিরচিতম্'—নিজ ভৃত্যগণের মনে বিতর্কিত হইয়াছে—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা। পরম সৌন্দর্য্যাদি গুণশালী তাদৃশ কান্তের প্রাপ্তিতে

সেই লক্ষ্মীদেবীর গর্ব্ব অধিকরূপে আবির্ভাবিত হইয়াছে—ইহা সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ। অথবা—'অত্র উপসৃষ্টম্', এই ভগবানে ব্রহ্মাদির দ্বারা আরাধ্যা এবং রূপ, গুণ ও মাধুর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্টা হইয়াও আমি (লক্ষ্মী) অপ্রধানীভূতা (গৌণী) হইয়াছি—এই অর্থ। এই হেতু এবং চ-কারের দ্বারা প্রেমেও লক্ষ্মীদেবীর উৎকৃষ্ট স্মিত, অর্থাৎ 'আমি ধন্যা, যাহার এইপ্রকার প্রিয়তম কান্ত'—এইরূপ আনন্দোত্থিত উল্লাস যাঁহা হইতে, তাদৃশ অঙ্গ 'ভজন্তং'—সমুচিত বস্ত্র, অলঙ্কারাদির দ্বারা শোভিত করিতে (দেখিলেন), কিন্তু শম্ভুর ন্যায় অতি সুন্দর অঙ্গকেও ভস্মাদির দ্বারা বিরূপ করিতে নয়—এই অর্থ। নিজ অঙ্গের পরিষ্কারেও পূজাদি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন সামুদ্রিকাদি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'পাদদ্বয়ে অল্প পূজা' ইতি। সেই পূজাও পরঃসহস্র (অসংখ্য) কিঙ্করের (ভক্তের) দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, ইহা বলিতেছেন—'স্বানাং ধিয়া বিরচিতং'—নিজ অঙ্গ পরিচারক পার্ষদগণের বুদ্ধিতে, অর্থাৎ নিত্য বিবিধ বস্ত্রাদি শৃঙ্গার-বৈলক্ষণ্য বিধায়িনী সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারাই, 'বহুসৌষ্ঠবাঢ্যং'—বহু সৌন্দর্য্যযুক্ত বিরচিত হয় (যে অঙ্গ)। পুনরায় সেই অঙ্গ কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'ভবস্য ভবতাং চ'—ভব (মহাদেব), তোমাদের এবং আমাদেরও, 'মহ্যং'—পূজনীয়, অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্পাদির দ্বারা ধ্যানে দেশান্তরে পূজনীয়ই সেই অঙ্গ, কিন্তু তাহা বৈকুণ্ঠে পার্ষদগণের ন্যায় সাক্ষাৎ পরিচরণীয় নহে—এই অর্থ। 'মহ্যং'—ইহা পূজা অর্থে চুরাদিগণীয় মহ ধাতুর রূপ। মুনিগণ এইপ্রকার ভগবান্‌কে দেখিলেন, তারপর বিশেষভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অতৃপ্তনেত্র হইয়া, 'কৈঃ'—মস্তকের দ্বারা, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥ ৪২॥

মধ্ব—অবিদ্যমানকরণং বিদ্যমানস্মৃতিস্তথা।
উভয়ং রচনং প্রোক্তং পূর্ব্বসিদ্ধেষু তু স্মৃতিঃ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে॥ ৪২॥

———

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—অরবিন্দনয়নস্য (কমলাক্ষস্য) তস্য (ভগবতঃ) পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (পদারবিন্দয়োঃ পাদপদ্ময়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরতুল্যৈঃ অঙ্গুলিভিঃ সহ মিশ্রা যা তুলসী তস্যাঃ মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ) স্ববিবরেণ (নাসাচ্ছিদ্রেণ) অন্তর্গতঃ (অন্তঃ প্রবিষ্টঃ সন্) অক্ষরজুষাং (ব্রহ্মানন্দসেবিনাম্) তেষাং (মুনীনাং অপি) চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভং (চিত্তে মনসি অতিহর্ষং তনৌ দেহে রোমাঞ্চং) চকার॥ ৪৩॥

অনুবাদ—সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরতুল্য অঙ্গুলির সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তানি ভগবদঙ্গমাধুর্য্যাণি তান্ ব্রহ্মানন্দতোঽপি পরমচমৎকারং প্রাপয়িত্বা স্বেষু মজ্জয়ামাসুরিতি কিং বক্তব্যং, তদেকাঙ্গসম্বন্ধিবস্তুসম্বন্ধী মারুতোঽপি তান্ স্বনিষ্ঠাং চ্যাবয়িত্বা ক্ষোভয়ন্ বিজিগ্যে ইত্যাহ—তস্যেতি। পদারবিন্দয়োর্যে কিঞ্জল্কাঃ শ্বেতারুণকান্তিমন্নখরাস্তৈর্মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দসম্বন্ধী বায়ুস্তেষামন্তরন্তঃকরণগতঃ তত্র স্বাধিকারং কর্ত্তুমিব প্রবিষ্টঃ। নন্বাজ্ঞাং বিনা পরকীয়ান্তঃপুরপ্রবেশঃ সনকাদীনামিব সহসানুচিত ইতি চেত্তত্র সন্যায়মাহ—স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ নাসাচ্ছিদ্রং খলু বায়োরেব বিবরং ভবতি, তত্র প্রবেষ্টুং কস্যাজ্ঞাং গৃহ্নীয়াদিতি ভাবঃ। তত্র গত্বা কিমকরোত্তত্রাহ—চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভঞ্চকার; আদৌ বলাচ্চিত্তং সানন্দবিবর্ত্তে নিপাত্য ক্ষোভয়ামাস, ততস্তনুমপি কম্পাশ্রুরোমাঞ্চস্বেদাদিভিঃ। লোকে হ্যন্যোঽপি পরকীয়দেশে স্বাধিকারং চিকীর্ষুঃ প্রথমং তদ্দেশাধ্যক্ষং নিবধ্য বিলুণ্ঠ্য ক্ষোভয়তি, ততস্তদ্দেশমপি স্বসৈন্যসম্মর্দিতং করোতীতি। ননু ব্রহ্মানন্দজুষাং তেষাং চিত্তং ব্রহ্মানন্দময়মেব, কথং ভগবদানন্দস্তৎ স্বময়ং করোতু? তত্রাহ—অক্ষরজুষামপীতি।

এবমেবাস্য মাধুর্য্যাধিক্যেন **বলবত্ত্বমিতি** ভাবঃ ॥৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই ভগবদঙ্গের মাধুর্য্যসমূহ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরম চমৎকাররূপে প্রাপ্ত করাইয়া নিজেতে (সেই সকল অঙ্গসমূহে) নিমজ্জিত করাইলেন—ইহা আর অধিক কি বক্তব্য? সেই ভগবানের এক অঙ্গের বস্তু-সম্বন্ধীয় বায়ুও সেই মুনিগণকে নিজ নিজ নিষ্ঠা ত্যাগ করাইয়া বিক্ষুব্ধ করতঃ বিজয়লাভ করিতেছে—ইহা বলিতেছেন—'তস্য' ইতি সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের 'পদারবিন্দ-কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসীমকরন্দ-বায়ুঃ'—পাদপদ্মযুগলের যে কিঞ্জল অর্থাৎ কেশর-তুল্য শ্বেত ও অরুণকান্তিযুক্ত অঙ্গুলিসমূহ, তাহাদের সহিত সংযুক্ত (ভক্তজনের দ্বারা অর্পিত) যে তুলসী, তাহার মকরন্দ-সম্বন্ধীয় বায়ু, 'অন্তর্গতঃ'—সেই মুনিগণের অন্তঃকরণে স্বাধিকার স্থাপনের নিমিত্তই যেন প্রবিষ্ট হইল। যদি বলেন—দেখুন, আজ্ঞা ব্যতীত সনকাদির ন্যায় সহসা পরকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ অনুচিত, ইহাতে সযুক্তিক বলিতেছেন—'স্ব-বিবরেণ' নাসিকার ছিদ্রপথে, নাসিকার ছিদ্র—বায়ুরই প্রবেশ পথ, তাহাতে প্রবেশ করিতে কাহার আজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে?—এই ভাব। সেখানে প্রবেশ করিয়া (সেই চরণকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ বায়ু) কি করিল? তাহাতে বলিতেছেন—চিত্ত ও তনুর সংক্ষোভ করিল (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত হৃষ্ট এবং গাত্র রোমাঞ্চিত হইল)। প্রথমে বলপূর্ব্বক চিত্তকে সানন্দবিবর্ত্তে নিপাতিত করিয়া ক্ষুব্ধ করিল, তারপর গাত্রকেও কম্প, অশ্রু, রোমাঞ্চ ও স্বেদাদির দ্বারা ক্ষোভিত করিল। যেমন এই জগতে অন্য ব্যক্তিও পরকীয় দেশে স্বাধিকার লাভের ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ সেই দেশের অধ্যক্ষকে বদ্ধ করিয়া বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক ক্ষুব্ধ করে, তারপর সেই দেশও নিজ সৈন্যগণের দ্বারা সম্মর্দ্দিত করিয়া থাকে। যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনকারী তাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মানন্দময়ই, কি করিয়া ভগবদানন্দ তাহাকে স্বময় (ভগবদানন্দময়) করিল? তাহাতে বলিতেছেন-'অক্ষরজুষামপি,' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দসেবী সেই মুনিগণেরও। ইহাতে শ্রীভগবদানন্দের মাধুর্য্যাধিক্যের **বলবত্ত্বই** প্রমাণীকৃত হইল—এই ভাবার্থ ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—অক্ষরজুষামপি তদ্রূপসেবাভ্যাসিনামপি ॥৪৩॥

তথ্য—

ভাঃ ১২।১২।৬৯—

"স্বসুখনিভৃতচেতস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥"

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

ভাঃ ১।৭।১০—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

এই সব রহু কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥

-- চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ

'গুণ'-শব্দের অর্থ গুণ কৃষ্ণের অনন্ত।
সৎচিৎ রূপগুণ সর্ব্ব-পূর্ণানন্দ ॥
ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কারুণ্য, স্বরূপপূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥
অলৌকিক রূপরসসৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে ॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্ত-দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হইয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃত-শ্রুতিঃ—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ পঃ ॥ ৪৩ ॥

তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ-
মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্ ।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তে (মুনয়ঃ) বৈ (কিল) সুন্দরতরাধরকুন্দহাসং (সুন্দরতরে অরুণে অধরৌষ্ঠে কুন্দপুষ্পবৎ হাসঃ যস্মিন্ তম্) অমুষ্য (ভগবতঃ) বদনাসিতপদ্মকোশং (বদনম্ এব অসিতপদ্মস্য কোশঃ অন্তর্ভাগঃ তম্) উদ্বীক্ষ্য (উৎ উর্দ্ধং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা) লব্ধাশিষঃ (প্রাপ্তমনোরথাঃ সন্তঃ) নখারুণমণিশ্রয়ণং (নখা এব অরুণমণয়ঃ চিন্তামণিবৎ-প্রকাশমানাঃ তেষাং শ্রয়ণম্ আশ্রয়ভূতম্) অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বঃ (চরণযুগলং) পুনঃ অবেক্ষ্য (অধোদৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ এবং বীক্ষ্য) নিদধ্যুঃ (পশ্চাৎ ধ্যাতবন্তঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীলপদ্মের কোশের ন্যায় শ্রীনারায়ণের বদনমণ্ডলে অরুণবর্ণ মনোহর অধর এবং প্রস্ফুটিত কুন্দকুসুমের মত হাস্য দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। মুনিগণ পুনরায় শ্রীনারায়ণের অরুণবর্ণ মণিসদৃশ নখরাজিশোভিত শ্রীচরণযুগল অবলোকন করিয়া এককালে সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্যশোভা গ্রহণে অশক্ত ভাবিয়া আপাদমস্তক ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তুলসীগন্ধেন শোধিতপ্রাণানাং তেষামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রাণাধীনত্বাৎ প্রথমং চক্ষুর্ভ্যাং রূপমাধুর্য্যগ্রহণে লব্ধাধিকারাণাং রূপমাধুর্য্যস্য চ প্রত্যঙ্গগতবৈবিধ্যেনানন্ত্যাৎ যুগপজ্জিঘৃক্ষায়ামাবেগসঞ্চারিকারিতমানন্দসম্মর্দ্দবৈবশ্যমাহ—তে বা ইতি। বৈ নিশ্চিতং বদনমেবাসিতপদ্মস্য কোষঃ, বাহ্যরূক্ষদলপটলরহিতোঽন্তর্ভাগস্তমুদ্বীক্ষ্য উৎকৃষ্টমাধুর্য্যত্বেনাস্বাদ্যস্তত্রাপি সুন্দরতরেতি অধরমাধুর্য্যমুৎকৃষ্টতরং তদুপরি চ হাসপরিহাসমাধুর্য্যমুৎকৃষ্টতমমিতি ভাবঃ। লব্ধাশিষ ইতি পিত্রা ব্রহ্মণা ভ্রাত্রা নারদেন চ ভক্ত্যর্থং যা আশিষঃ পূর্ব্বং দত্তাস্তৎফললাভাৎ তা লব্ধা ইত্যর্থঃ। অহো চরণসৌন্দর্য্যং কীদৃশমিতি মুখমাধুর্য্যমীষদেব গৃহীত্বা তত্রাতৃপ্তা এব তে চরণমাধুর্য্যে দত্তেক্ষণা বভূবুরিত্যাহ—পুনরিতি। নখা এব অরুণমণয়স্তেষাং শ্রয়ণমাশ্রয়ভূতং অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং পুনরেব অধঃপ্রদেশে ঈক্ষিত্বা ঈষদ্বীক্ষ্য নিদধ্যুঃ পুনরপি মুখং বীক্ষ্য পুনঃ পুনরপ্যেবং দদৃশুরিত্যর্থঃ। নির্বর্ণনং তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরঃ। এবং শ্রীস্বামিচরণাস্তু যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গলাবণ্যগ্রহণাশক্তেঃ পশ্চাৎনিদধ্যুর্দ্ধ্যাতবন্ত ইত্যাহুঃ। এবমত্র লব্ধাশিষঃ ইত্যগ্রে চ পিত্রানুবর্ণিতরহা ইত্যাভাং ভক্তকৃপানুগামিন্যা ভগবৎকৃপয়ৈবৈষাং ভক্তেরুৎপত্তাবপি ভগবৎকৃপায়া ভূয়স্ত্বাদ্ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন ভগবৎকৃপয়ৈব সনকাদীনাং ভক্তির্ভক্ত্যৈব তেষাং তন্মাধুর্য্যানুভব ইতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার তুলসীর গন্ধের দ্বারা যাঁহাদের প্রাণ শোধিত হইয়াছে, সেই সনকাদি মুনিগণের, ইন্দ্রিয়সকলও প্রাণের অধীন বলিয়া প্রথমতঃ চক্ষুর্দ্বয়ের দ্বারা রূপ-মাধুর্য্য গ্রহণে তাঁহারা অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রূপমাধুর্য্যের প্রত্যেক অঙ্গগত বহুপ্রকার হেতু অনন্ত বলিয়া, যুগপৎ গ্রহণাকাঙ্ক্ষায় আবেগে সঞ্চারিত আনন্দে সম্মর্দ্দিত হওয়ায় তাঁহাদের বিবশতা বলিতেছেন—'তে বৈ' ইতি। 'বৈ'—নিশ্চিত অর্থ। 'বদনাসিত-পদ্মকোশং'—বদনই হইতেছে নীলপদ্মের কোষ অর্থাৎ বাহিরের রুক্ষ দলপটল রহিত অন্তর্ভাগ, অর্থাৎ নীলপদ্মের কোষের ন্যায় ভগবানের বদনমণ্ডল, 'উদ্বীক্ষ্য'—(উর্দ্ধদিকে দর্শন করিয়া), অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যত্বরূপে যাহা আস্বাদ্য, তন্মধ্যেও 'সুন্দরতরাধর-কুন্দহাসম্'—অরুণবর্ণ মনোহর অধরে কুন্দকুসুম-সদৃশ মধুর হাস্য (অবলোকন করিয়া মুনিগণ অতিশয় আহলাদিত হইলেন)। এখানে বদনের মাধুর্য্য উৎকৃষ্ট, অধরের মাধুর্য্য উৎকৃষ্টতর, এবং তাহার উপরে হাস্য-পরিহাসের মাধুর্য্য উৎকৃষ্টতম—এই ভাব। 'লব্ধাশিষঃ'—পিতা ব্রহ্মা এবং ভ্রাতা নারদ পূর্ব্বে ভক্তির নিমিত্ত যে আশীর্ব্বাদ দিয়াছিলেন, তাহার ফললাভহেতু সেই আশীর্ব্বাদ তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ প্রাপ্তমনোরথ হইলেন। অহো! চরণের সৌন্দর্য্য কিপ্রকার! ইহাতে মুখমাধুর্য্য ঈষৎ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়াই তাহারা চরণমাধুর্য্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—ইহা বলিতেছেন—'পুনঃ ইত্যাদি'। 'নখারুণমণিশ্রয়ণং তদীয়ম্ অঙ্ঘ্রিম্'—নখসমূহই অরুণবর্ণের মণিসদৃশ, তাহাদের আশ্রয়-স্বরূপ চরণযুগল পুনরায় অধঃপ্রদেশে ঈষৎ অবলোকন করিয়া, 'নিদধ্যুঃ'—

পুনরায় মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনঃ পুনঃই এইরূপভাবে দেখিতে থাকিলেন—এই অর্থ। অমরকোষে নিধ্যান শব্দের নিরুক্তিতে উক্ত হইয়াছে—'নির্ব্বর্ণন, নিধ্যান, দর্শন, আলোকন এবং ঈক্ষণ।' এইরূপ শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—'যুগপৎ সর্ব্ব অঙ্গের লাবণ্য গ্রহণে অসামর্থ্যবশতঃ পশ্চাৎ ধ্যান করিয়াছিলেন।' এইরূপ এখানে 'লব্ধাশিষঃ'—প্রাপ্তমনোরথ এবং পরেও (৪৬ অঙ্ক-ধৃত শ্লোকে) 'পিত্রানুবর্ণিতরহাঃ'—পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুবর্ণিত হইয়াছে ভগবদ্‌রহস্য (অর্থাৎ ভক্তি) যাহাদের নিকট, এই দুইটি বাক্যের দ্বারা—ভক্তের কৃপার অনুগামিনী শ্রীভগবানের কৃপাবশতঃই ইঁহাদের ভক্তির উদয় হইলেও, ভগবৎকৃপার প্রাচুর্য্যহেতু 'ভূম্না ব্যপদেশাঃ ভবন্তি'—অর্থাৎ বহুত্বেই নামোল্লেখ হইয়া থাকে, এইরূপ ন্যায় অনুসারে—শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই সনকাদি মুনিগণের ভক্তি লাভ এবং সেই ভক্তিতেই তাঁহাদের শ্রীভগবানের মাধুর্য্যের অনুভব—ইহা প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

———

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-
র্ধ্যানাস্পদং বহুমতং নয়নাভিরামম্‌।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ লোকে) যোগমার্গৈঃ গতিং (মোক্ষং) মৃগয়তাম্ (অভিকাঙ্ক্ষতাং) পুংসাং (জনানাং) ধ্যানাস্পদং (ধ্যানস্য বিষয়ভূতং) নয়নাভিরামং (নেত্রয়োঃ সুন্দরং) বহুমতং (অত্যাদরাস্পদং বহূনাং তত্ত্বদৃশাং সম্মতং বা) পৌংস্নং (পৌরুষং) বপুঃ দর্শয়ানং (দর্শয়ন্তম্) অনন্যসিদ্ধৈঃ (অন্যেষু অসিদ্ধৈঃ অসাধারণৈঃ) (ঔৎপত্তিকৈঃ) (নিত্যৈঃ) অষ্টভোগৈঃ (অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যৈঃ) যুতং (ভগবন্তং) সমগৃণন্ (সম্যক্ অস্তুবন্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ সেই মুনিগণকে যোগমার্গিগণের অন্বেষণীয়, ধ্যানের বিষয়ীভূত ও অত্যন্ত আদরাস্পদ (অথবা তত্ত্বদর্শিগণের সম্মত) এবং নয়নাভিরাম পুরুষশরীর দর্শন করাইতে লাগিলেন। মুনিগণও অসাধারণ এবং নিত্যসিদ্ধ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত সেই ভগবান্‌কে সম্যক্ প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু মুমুক্ষূণামপি শুদ্ধভক্ত্যভাবাৎ তন্মাধুর্য্যমজিঘৃক্ষূণামপি তদ্ধ্যানং বিনা ন মুক্তিরিত্যাহ—পুংসামিতি। গতিং মুক্তিং যোগমার্গৈরষ্টাঙ্গযোগৈর্বহুমতং ধ্যানাস্পদমিতি সবিশেষরূপস্যাবশ্যধ্যেয়ত্বে নারায়ণস্বরূপমেব বহূনাং সম্মতমিত্যর্থঃ। পৌংস্নং পুরুষসম্বন্ধি বপুর্দর্শয়ন্তমিতি মোহিন্যাদিবপুরন্তরমপি তস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যং বহুতরমস্তীতি ধ্বনিতম্। অনন্যেন স্বেনৈব সিদ্ধৈঃ স্বরূপভূতৈরিত্যর্থঃ। অতএবোৎপত্তিকৈর্নিত্যৈঃ অষ্টভিঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধকৃপাকর্ম্মৈশ্বর্য্যৈর্ভোগৈর্নানাবিধভক্তৈর্ভক্ত্যা ভুজ্যমানত্বাদাস্বাদ্যমানত্বাদ্ভোগৈঃ। তত্র শব্দাদীনি সৌস্বর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌরভ্য-বাৎসল্য-লীলা-শব্দবাচ্যানি সপ্ত মাধুর্য্যাণি ভক্তানাং প্রেমাকারষড়িন্দ্রিয়ভোগ্যানি অষ্টমং ভগবচ্ছব্দবাচ্যমৈশ্বর্য্যষট্‌কং ভক্তৈর্মুমুক্ষুভির্মুক্তৈশ্চ যথাশক্তি স্বাদ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। অষ্টভোগৈরণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যৈরিতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু মুক্তি-কামিগণেরও শুদ্ধা ভক্তির অভাবহেতু, শ্রীভগবানের মাধুর্য্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহার ধ্যান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, ইহা বলিতেছেন—'পুংসাং' ইত্যাদি। (অর্থাৎ যে সকল পুরুষ যোগমার্গ দ্বারা পরমগতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন), 'গতিং' বলিতে মুক্তি, যোগমার্গৈঃ'—অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা, এবং 'বহুমতং ধ্যানাস্পদং'—বহুজনের আদরণীয় এবং ধ্যানের বিষয়ীভূত, ইহা বলায়—শ্রীভগবানের সবিশেষ রূপেরই অবশ্য ধ্যেয়ত্ব হইলেও শ্রীনারায়ণ স্বরূপই বহুজনের সম্মত—এই অর্থ। 'পৌংস্নং বপুঃ'—পুরুষসম্বন্ধীয় বপুঃ, অর্থাৎ পুরুষাকার শ্রীবিগ্রহ, 'দর্শয়ানং'—দর্শন করাইতেছিলেন যিনি (তাঁহাকে স্তব করিলেন)। ইহার দ্বারা মোহিনী প্রভৃতি বপু ভিন্নও তাঁহার ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য বহুতর শ্রীবিগ্রহ রহিয়াছে—ইহা ধ্বনিত হইল। 'অনন্যসিদ্ধৈঃ'—অনন্য বলিতে অপরের দ্বারা নহে, নিজের দ্বারাই সিদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপভূত ভোগের দ্বারা যিনি যুক্ত এই অর্থ। অতএব 'ঔৎপত্তিকৈঃ'—নিত্য, 'অষ্টভোগৈঃ'— অষ্টবিধ ভোগের দ্বারা, অর্থাৎ (অপ্রাকৃত) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কৃপা, কর্ম্ম

ও ঐশ্বর্য্যরূপ ভোগের দ্বারা, এখানে নানাবিধ ভক্তজনের দ্বারা ভক্তিতে ভুজ্যমানত্ব এবং আস্বাদ্যমানত্বহেতু ভোগসমূহের দ্বারা, এইরূপ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দাদি (ভগবানের) সৌস্বর্য্য (সুমধুর স্বর), সৌকুমার্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সৌরভ্য, বাৎসল্য এবং লীলাশব্দবাচ্য সাতটি মাধুর্য্য ভক্তগণের প্রেমাকার ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্য, আর অষ্টম ভগবচ্ছব্দবাচ্য ছয়টি ঐশ্বর্য্য, যাহা ভক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্তগণের দ্বারা যথাশক্তি আস্বাদিত হইয়া থাকে—ইহা জানিতে হইবে। অথবা—'অষ্টভোগৈঃ', অষ্টভোগ বলিতে অণিমাদি (অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা) অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ ভগবানের বিভূতি ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকুমারা ঊচুঃ—

যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং
নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহা গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে অনন্ত, যঃ ত্বং দুরাত্মনাং হৃদি গতঃ অপি অন্তর্হিতঃ (ন স্ফুরসি সঃ ত্বং) নঃ (অস্মাকম্ অন্তর্হিতো ন ভবসি পরং) নয়নমূলং (নয়নগোচরতাং) অদ্যৈব (বিলম্বম্ অকৃত্বা) রাদ্ধঃ (প্রাপ্তঃ অসি)। যর্হি (যদা) এব ভবদুদ্ভবেন (ভবতঃ সকাশাৎ উদ্ভবো যস্য তেন) পিত্রা (অস্মৎপিত্রা ব্রহ্মণা) অনুবর্ণিতরহাঃ (অনুবর্ণিতম্ উপদিষ্টং রহঃ রহস্যং যস্য সঃ) নঃ (অস্মাকং) কর্ণবিবরেণ (কর্ণমার্গেণ তদৈব) গুহাম্ (অন্তঃকরণং বুদ্ধিং) গতঃ (প্রাপ্তঃ প্রবিষ্টঃ অসি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—সনৎকুমারাদি মুনিগণ বলিতে লাগিলেন, হে অনন্ত, আপনি জীবের অন্তরে বিরাজিত থাকিয়াও দুরাত্ম ব্যক্তিগণের নিকট অপ্রকাশিত থাকেন ; কিন্তু অদ্য আমাদিগের সম্মুখে অপ্রকাশিত থাকিতে পারিলেন না। আমরা আপনারই কৃপায় আপনাকে সম্প্রতি নয়নের বিষয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম। আপনা হইতে উদ্ভূত আমাদের পিতা ব্রহ্মা, যখন আপনার রহস্য আমাদিগকে উপদেশ করেন, তৎকালে আপনি কর্ণবিবর দ্বারা আমাদের বুদ্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহো মহৎকৃপায়া অপারো মহিমা যতো ভগবতা ঈদৃশসাক্ষাৎকারানন্দমনুভাবিতাঃ স্ম ইত্যহো ভাগ্যমস্মাকমিত্যাহুঃ—হে অনন্ত, অপারমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসিন্ধো, যস্ত্বং হৃদ্গতোঽপি দুরাত্মনামন্তর্হিত এব স ত্বং ন কেবলমদ্যৈব নোঽস্মাকং নয়নমূলং রাদ্ধঃ প্রাপ্তোঽসি অপি তু পূর্ব্বমপি। ননু কদাহমেবং দৃষ্ট আসং, তত্র সরসমাহুঃ—যর্হীতি ন স্মরসি ভবদুদ্ভবেন পিত্রা ব্রহ্মণা অনুবর্ণিতং রহো যস্য স ত্বং যদৈব নোঽস্মাকং কর্ণমার্গেণ গুহাং গতঃ প্রাপ্তোঽসি তদৈবেত্যয়মর্থঃ। ভো ব্রহ্মানুভবিনো মত্তনয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদপি ভগবৎসাক্ষাৎকারঃ কোটীগুণিতানন্দঃ সোঽপি ভবতামস্তু, স তু ভগবান্নীলোৎপলদলশ্যামলঃ পীনায়ত-চতুর্বাহুঃ কটককেয়ূরকুণ্ডলাদিমণ্ডিতশ্চন্দ্রবদনো বৈকুণ্ঠে বিরাজমানো ভক্ত্যা লভ্যত ইতি ভগবদ্ভক্তস্যাস্মৎপিতুঃ কৃপাশীর্বচনং যদৈবাশ্রৌষ্ম, তদৈব কারণে লব্ধে তৎফললব্ধেরাবশ্যকত্বাৎ ভাবি কিলাদ্যতনমপি ভগবদ্দর্শনং তদ্ভক্তকৃপাতুল্যকালমেব জাতং জানন্তো বয়মাস্মেতি ভঙ্গ্যা হন্ত ভগবন্ন ত্বং স্বতন্ত্রোঽস্মান্ কৃপয়সি, কিন্তু স্বভক্তাধীন এবেতি তদ্ভক্তকৃপায়া মাহাত্ম্যমনির্ব্বচনীয়মেবেতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! মহতের কৃপার কি অপার মহিমা! যেহেতু ভগবান্ আমাদিগকে এই প্রকার সাক্ষাৎকারের আনন্দ অনুভব করাইলেন, অহো! আমাদের কি সৌভাগ্য!— ইহা বলিতেছেন—হে অনন্ত! অপার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সিন্ধু!— যে তুমি হৃদয়গত হইয়াও দুরাত্মাদিগের (অর্থাৎ বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের) নিকট অন্তর্হিতই থাক, সেই তুমি কেবল অদ্যাই আমাদের 'নয়নমূলং রাদ্ধঃ'—অর্থাৎ নয়নের বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নহে, কিন্তু পূর্ব্বেও। যদি বলেন— কখন আমি এইরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলাম? তাহাতে 'সরসমাহুঃ'—অনুরাগভরে তাঁহারা বলিতেছেন— 'যর্হি' ইতি, তোমার কি মনে নাই, 'ভবদুদ্ভবেন পিত্রা'—তোমা হইতে

উদ্ভূত পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক 'অনুবর্ণিতরহাঃ'—অনুবর্ণিত হইয়াছিল রহস্য যাঁহার, সেই তুমি যখনই আমাদের কর্ণমার্গ দ্বারা 'গুহাং গতঃ'—আমাদের হৃদয়গুহায় প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎকালেই (তোমাকে আমরা দর্শন করিয়াছি)— এই অর্থ। "ওহে ব্রহ্মানুভবী আমার পুত্রগণ! ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইতেও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার কোটীগুণ অধিক আনন্দ-বিশিষ্ট, তাহা তোমাদের হউক, কিন্তু সেই ভগবান্ নীলোৎপলদল-শ্যামল, পীনায়ত-(স্থূল ও বিস্তৃত, অর্থাৎ আজানুলম্বিত) চতুর্ব্বাহুযুক্ত, কটক, কেয়ূর ও কুণ্ডলাদির দ্বারা মণ্ডিত চন্দ্রবদন বৈকুণ্ঠে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনি ভক্তির দ্বারা লভ্য হন"—এইরূপ ভগবদ্ভক্ত আমার পিতৃদেবের কৃপাপূর্ব্বক আশীর্ব্বচন যখনই আমরা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎকালেই (তোমাকে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম)। কারণ (হেতু) প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ তৎকালে পিতা আমাদের হৃদয়ে ভক্তিলতা-বীজ বপন করিলে), তাহার ফলপ্রাপ্তির আবশ্যকত্ব-হেতু পরবর্ত্তী অদ্যতন কালেও (তোমাকে আমরা লাভ করিলাম)। শ্রীভগবানের দর্শন তাঁহার ভক্ত-কৃপার সমকালেই উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা বিদিতই ছিলাম। ভঙ্গিক্রমে বলিতেছেন—হে ভগবন্! তুমি স্বতন্ত্রভাবে আমাদের কৃপা কর নাই, কিন্তু তুমি স্বভক্তের অধীন বলিয়াই (কৃপা করিয়াছ)। ইহার দ্বারা তাঁহার ভক্তজনের কৃপার মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়ই — ইহা বলা হইল ॥ ৪৬ ॥

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যৎ তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, সত্ত্বেন (বিশুদ্ধসত্ত্ব-শ্রীমূর্ত্ত্যা) এষাং (ভক্তানাং) সম্প্রতি (সম্যক্ প্রতিক্ষণং) রতিং (প্রীতিং) রচয়ন্তং তং (প্রসিদ্ধং) ত্বাং পরং (শ্রেষ্ঠম্) আত্মতত্ত্বং বিদাম (বিদ্মঃ প্রত্যভিজানীমঃ) যৎ (তত্ত্বং) উদ্গ্রন্থয়ঃ (নিরহংমানাঃ অতএব) বিরাগাঃ (বিগতরাগাঃ) মুনয়ঃ তে অনুতাপবিদিতৈঃ (অনুতাপঃ কৃপা তেন বিদিতৈঃ জ্ঞাতৈঃ) দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ (দৃঢ়ৈঃ ভক্তিযোগৈঃ) হৃদি বিদুঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, নিরহঙ্কার অতএব অসৎ বিষয়ে নিস্পৃহ মুনিসকল একমাত্র আপনার কৃপা-দ্বারাই যাঁহার স্বরূপ অবগত হন এবং শ্রবণাদিলক্ষণ দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা হৃদয়ে যে পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, আমরা বেশ বুঝিতেছি, আপনিই সেই পরম-তত্ত্ব। আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব (সচ্চিদানন্দাকার) শ্রীমূর্তি, তদ্দ্বারা আপনি প্রতিক্ষণে ভক্তগণের নবনবায়মান আনন্দ রচনা করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, এতাবন্তং কালং বয়ং জ্ঞানিন এবাস্ম, সম্প্রতি তু ভক্তা অভূমেত্যহো ভাগ্যমস্মাকমিত্যাহুঃ। তং পিত্রানুবর্ণিতরহস্যং ত্বাং সম্প্রতি সত্ত্বেন সাধুত্বেন ত্বৎকৃপয়াপীত্যর্থঃ। উদ্ভূতেন বৈষ্ণবত্বেন হেতুনা বিদাম সাক্ষাদনুভবাম পরমং যদাত্মতত্ত্বমিতি আত্মতত্ত্বমস্মাকং পূর্ব্বমনুভূতমাসীদেব, অধুনা তু "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি" তদ্ভক্তেরুৎকৃষ্টাত্মতত্ত্বমপীত্যর্থঃ। এষাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং রতিং প্রেম রচয়ন্তম্। ননু ভো জ্ঞানিনো ভক্তিযোগেন বিনা মমেদং সাকারং স্বরূপং নানুভূয়তে, তত্রাহুঃ—যদুৎকৃষ্টাত্মতত্ত্বং তে তব দৃঢ়ভক্তিযোগৈরেব মুনয়োঽস্মল্লক্ষণাঃ সনকাদয়ো বিদুর্জানন্তি। ননু কেন লক্ষণেন ভক্তিযোগো জ্ঞাতব্যঃ, তত্রাহুঃ—অনুতাপেন ত্বদ্ভক্তাভ্যাং শাপদানানন্তরজাতেন পশ্চাত্তাপেনৈব বিদিতৈর্জ্ঞাতৈঃ, ন হি বীতরাগা নির্ব্বিকারা মুনয়ো ভক্তিং বিনানুতপন্তীতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— আরও, এতকাল পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞানীই ছিলাম, কিন্তু এখন আমরা ভক্ত হইলাম—অহো! আমাদের কি সৌভাগ্য! ইহা বলিতেছেন—'তং'—সেই পিতা কর্ত্তৃক অনুবর্ণিত-রহস্য যে তুমি, সেই তোমাকে, সম্প্রতি 'সত্ত্বেন'-(বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তির দ্বারা), সাধুত্বরূপে, তোমার কৃপার দ্বারাই (জানিতে পারিলাম)— এই অর্থ। উদ্ভূত বৈষ্ণবত্ব-হেতু 'বিদাম'— সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি 'পরমাত্ম-তত্ত্বং'—পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্ব আমাদের পূর্ব্বে অনুভূতই ছিল, কিন্তু এক্ষণে 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—আমিই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান—ইত্যাদি ত্বদুক্ত ভক্তির উৎকৃষ্ট আত্মতত্ত্বও (অনুভব করি-

তেছি)— এই অর্থ। 'এষাং'—এই বৈকুণ্ঠ বাসিগণের, 'রতিং'—অর্থাৎ প্রেম, 'রচয়ন্তং'—উৎপাদন করিতেছ যে তুমি, সেই তোমাকে জানিলাম। যদি বলেন— হে জ্ঞানিগণ! ভক্তিযোগ ব্যতীত আমার এই সাকার স্বরূপ অনুভূত হয় না। তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্'—যাহা উৎকৃষ্ট আত্মতত্ত্ব, তোমার দৃঢ়ভক্তিযোগের দ্বারাই সনকাদি আমাদের ন্যায় মুনিগণ জানেন। দেখুন— কি লক্ষণের (চিহ্নের) দ্বারা ভক্তিযোগ জানা যায়? তাহাতে বলিতেছেন— 'অনুতাপেন'— অনুতাপের দ্বারা, তোমার ভক্তদ্বয়কে শাপ প্রদানের পর উৎপন্ন এবং পশ্চাৎ তাপের দ্বারাই বিদিত (অর্থাৎ জ্ঞাত যে ভক্তিযোগ)। কারণ বীতরাগ অর্থাৎ নির্ব্বিকার মুনিগণ ভক্তি ব্যতীত কখনও অনুতপ্ত হন না।। ৪৭।।

মধ্ব—

ভক্তিজ্ঞানপরীপাকাৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং চ মুচ্যতে।
দর্শনেন হরেস্তত্র নানন্দঃ পূর্ণতাং ব্রজেৎ।।
ইতি ব্রহ্মতর্কে।। ৪৭।।

———

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্‌ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ।। ৪৮।।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে ভগবন্)! যে তদঙ্‌ঘ্রিশরণাঃ (তব পাদপদ্মমেব শরণং যেষাং তে) কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ (কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থঞ্চ পবিত্রঞ্চ যশঃ যস্য তস্য) ভবতঃ (তব) কথায়াঃ রসজ্ঞাঃ কুশলাঃ (চ) তে আত্যন্তিকং (মোক্ষাখ্যম্) অপি (তব) প্রসাদং ন বিগণয়ন্তি (ন আদ্রিয়ন্তে); তে (তব) ভ্রুবঃ উন্নয়ৈঃ (উজ্জৃম্ভৈঃ) অর্পিতভয়ং (অর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্ তৎ) অন্যৎ (ইন্দ্রাদিপদং) কিমু (ন গণয়ন্তি এব)।। ৪৮।।

অনুবাদ—হে ভগবন্, ভবদীয় যশ পরম মনোহর সুতরাং একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য ও পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। যে সকল কুশল রসতত্ত্ববিৎ ভক্তগণ আপনার শ্রীচরণে শরণাগত, তাঁহাদিগকে যদি আপনি মোক্ষপদও দিতে অগ্রসর হন, তথাপি তাঁহারা উহাকে গ্রাহ্য করেন না, আপনার কুটিল কটাক্ষের ভয়যুক্ত ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব? ৪৮।।

বিশ্বনাথ—ত্বৎসাক্ষাৎকারস্য কা কথা, ত্বৎপরোক্ষেঽপি ত্বৎকথাকীর্ত্তনানন্দোঽপি ব্রহ্মানন্দাদধিক ইত্যাহুঃ—আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যং সাযুজ্যমপি তে প্রসাদং ত্বৎপ্রসাদত্বেন ন গণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে, কিমু কিমুতান্যৎ ইন্দ্রাদিপদম্। তে ভ্রুব উন্নয়ৈরুজ্জৃম্ভিতৈরর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্ তৎ। ত এব কে তত্রাহুঃ—যেঽঙ্গেতি। কথারসজ্ঞাস্তএব কুশলা অন্যে অকুশলিন ইত্যর্থঃ। কথায়াঃ কীদৃশ্যাঃ কীর্ত্তনার্হাণি পাবনত্বাত্তীর্থরূপাণি যশাংসি যস্যাঃ। ভবতঃ ইত্যস্য বা বিশেষণম্।। ৪৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— তোমার সাক্ষাৎকারের কথা কি বক্তব্য? তোমার অপ্রত্যক্ষেও তোমার কথাকীর্ত্তনের আনন্দও ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিক—ইহা বলিতেছেন— 'নাত্যন্তিকং', আত্যন্তিক অর্থাৎ মোক্ষাখ্য সাযুজ্যও তাঁহারা তোমার কৃপারূপে আদর করেন না। 'কিমু'-আর অন্য ইন্দ্রাদি পদের কি কথা? ঐ সমস্ত পদে (কালস্বরূপ) তোমার 'ভ্রুবঃ উন্নয়ৈঃ'— কুটিল কটাক্ষের ভয় নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা কে? ইহাতে বলিতেছেন—'যেঽঙ্গ'— হে অঙ্গ (প্রিয়) ভগবন্! ইত্যাদি। 'কুশলাঃ রসজ্ঞাঃ' — যাঁহারা তোমার কথাতে রসজ্ঞ অর্থাৎ রসতত্ত্ববিদ্, তাঁহারাই কুশলী, অন্য ব্যক্তিগণ অকুশলী— এই অর্থ। কিরূপ কথার? তাহাতে বলিতেছেন— 'কীর্ত্তন্য-তীর্থযশসঃ', যাহার কীর্ত্তনযোগ্য ও পাবনত্ব-হেতু তীর্থরূপ যশঃ রহিয়াছে, তাদৃশ কথার। অথবা — ইহা 'ভবতঃ'— এই পদের বিশেষণ, (অর্থাৎ কিরূপ তোমার? তাহাতে বলিতেছেন— 'কীর্ত্তন্য-তীর্থযশসঃ'— কীর্ত্তনযোগ্য এবং তীর্থ বলিতে পবিত্র-কর যশঃ যাঁহার, তাদৃশ তোমার কথার রস যাঁহারা আস্বাদন করেন, তাঁহারাই কুশলী)।। ৪৮।।

মধ্ব—

অতোঽনপেক্ষাণামানন্দোদ্রেকো মোক্ষেচ্ছু ভ্যঃ।
তেষাং পরিপাকতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মদৃংষ্ট্যা মুক্তিপ্রাপ্তেঃ।
মোক্ষঃ কেবলো ভক্তো মুক্তাবপি সুখী ভবেৎ।। ৪৮

———

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্ !) যদি নু (বিতর্কে) নঃ চেতঃ (অস্মাকং মনঃ) তে (তব) পদয়োঃ অলিবৎ (অলিঃ যথা কণ্টকৈঃ আবিধ্যমানঃ অপি পুষ্পেষু রমতে তদ্বৎ বিঘ্নান্ অবিগণয্য) রমেত, (তর্হি) অঙ্ঘ্রিশোভাঃ (অঙ্ঘ্রিভ্যাং চরণাভ্যাং শোভা যাসাং তাঃ) বাচঃ (কথাঃ) যদি তুলসিবৎ (যথা তুলসী স্বগুণনৈরপেক্ষ্যেণ ত্বদঙ্ঘ্রি সম্বন্ধেনৈব শোভতে তথা শোভেরন), যদি (চ) কর্ণরন্ধ্রঃ তে (তব) গুণগণৈঃ পূর্য্যেত (তর্হি) স্ববৃজিনৈঃ (ভক্তাভিশাপ-জনিতৈঃ স্বকৃতৈঃ পাপৈঃ) নিরয়েষু (নীচযোনিষু) নঃ (অস্মাকং) কামং (যথেষ্টং নূনং) ভবঃ (জন্ম) স্তাৎ (ভবতাৎ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমরা আপনার ভক্তদ্বয়ের নিকট অপরাধ করিয়াছি। সেই ভক্তাপরাধ (?) (ভক্তাপরাধাভাস) হেতু আমাদের নরকই প্রাপ্য। কিন্তু, হে নাথ ! মধুকর যেমন কন্টকবিদ্ধ হইয়াও পদ্মপুষ্পের মধুপানে রত থাকে, আমাদের চিত্তভৃঙ্গও যদি সেইপ্রকার আপনার শ্রীচরণকমলের মাধুর্য্যরসা-স্বাদন-সেবায় নিত্যকাল আনন্দ লাভ করিতে পারে, তুলসী যেমন নিজ গুণের কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভবদীয় শ্রীচরণসম্বন্ধেই শোভিত হইয়া বিরাজ করে, আমাদের বাক্যও যদি সেইপ্রকার আপনার শ্রীচরণের গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত থাকিয়া শোভা পায় এবং আপনার অপ্রাকৃত গুণগ্রাম দ্বারা যদি কর্ণরন্ধ্র নিত্যকাল পরিপূরিত থাকে অর্থাৎ যদি আমরা নিত্য-কাল আপনার গুণানুস্মরণকীর্ত্তনশ্রবণসৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের যথেষ্ট নরকজন্ম লাভ হউক্ তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মদ্ভক্তা সত্যমীদৃশা এব মোক্ষং ন গণয়ন্ত্যেব। স্বেষাং সম্প্রতি কা নিষ্ঠা বঃ শুদ্ধভক্তৌ মুক্তৌ বা তাং স্পষ্টং ব্রূথ, ব্যঞ্জনয়ালমিত্যত আহুঃ —নোঽস্মাকং ভব এব স্তাৎ, ন তু মোক্ষ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি স্ববৃজিনৈঃ স্বাশুভকর্ম্মভির্নিরয়েষু নারকীষ্বপি যোনিষু, কস্তত্রাধিকো লাভো মুক্তৌ বা কঃ খল্বলাভস্ত-মাহুঃ—চেত ইতি অলির্যথা কণ্টকৈরাবিদ্ধমানোঽপি পুষ্পেষু রমতে, তদ্বৎ বিঘ্নান্ অবিগণয্য যদি রমেতেতি প্রেমা ব্যঞ্জিতঃ। যদীত্যনেন নারক্যামপি যোনৌ ভক্তৌ নরকমপি মোক্ষাদুত্তমমিত্যাশীস্তাতঙা লভ্যতে। অঙ্ঘ্রিভ্যামেব শোভা যাসাং তা ইতি তুলসী যথা স্বশোভায়া অভাবাদন্যত্র ন তিষ্ঠতি অঙ্ঘ্র্যোরেব শোভতে তথৈবাস্মাকং বাচোঽপি ত্বদঙ্ঘ্রিরূপগুণনাম-বর্ণন এব শোভন্তাং নান্যত্র। পূর্য্যেতেতি তত্রান্যবার্ত্তা ন প্রবিশত্বিতি ; যদ্বা, কর্ণরন্ধ্রস্য ইত্যল্পস্য পূরণমেব যাচকরীত্যা প্রার্থয়ন্তে। অয়ন্তু গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। কর্ণ-রন্ধ্রস্যাকাশত্বাৎ গুণানাঞ্চামূর্ত্তত্বাৎ ন কদাপি পূরণ-মতো নিত্যমেব শ্রবণং ফলিষ্যতীত্যেবং শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণানীত্যানন্দত্রয়ং মুক্তৌ নাস্ত্যেব ভবে তু সম্ভবেদ-পীতি নিকৃষ্টোঽপি ভব এব প্রার্থিতো ন মোক্ষঃ। এবমেব "নাথ যোনিসহস্রেষ্বিবতি" "কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষ্বিত্যাদি" প্রার্থনা নিষ্কামভক্তানাং স্বভাব এব। তেষ মনুসংহিতম্ ভজনানন্দমননুসংহিতমপি ভব-ক্ষয়ঞ্চ কুরুতে ইতি ভগবতোঽপি স্বভাবঃ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমার ভক্তগণ সত্য এইরূপই, মোক্ষ তাঁহারা সমাদরই করেন না। সম্প্রতি তোমাদের (সনকাদি মুনিগণের) কোন্ বিষয়ে নিষ্ঠা ? শুদ্ধভক্তিতে অথবা মুক্তিতে ? তাহা স্পষ্ট করিয়া বল, ব্যঞ্জনা বাক্যের কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে তাঁহারা (সেই মুনিগণ) বলিতেছেন—'কামং ভবঃ নঃ স্তাৎ'—আমাদের (যথেষ্ট) জন্মই হউক, কিন্তু মোক্ষ নহে—এই অর্থ। তন্মধ্যেও 'স্ববৃজিনৈঃ'—নিজেদের অশুভ কর্ম্মের ফলে 'নিরয়েষু' —নারকীয় যোনিতেও (জন্ম হউক)। দেখুন—সেখানে (সেই নারকীয় জন্মে) কি অধিক লাভ ? মুক্তিতেই বা কি অলাভ ? তাহাতে বলিতেছেন—'চেতঃ' ইত্যাদি। 'অলিবৎ'—মধুকর যেমন কণ্ট-কের দ্বারা আবিদ্ধ হইলেও পুষ্পসমূহে সদা রমণ করে (অর্থাৎ মধুপানে রত থাকে), সেইরূপ বিঘ্ন সকলকে গণনা না করিয়া আমাদের চিত্ত যদি তোমার চরণকমলে সদা রত থাকে—এই কথার দ্বারা তাঁহাদের প্রেম ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'যদি'—ইত্যাদির দ্বারা-নারকীয় যোনিতেও যদি ভক্তি হয়,

তাহা হইলে সেই নরকও মোক্ষ হইতে উত্তম—ইহা 'স্তাৎ', এই আশীলিঙ্ প্রয়োগের দ্বারা লভ্য হইতেছে। 'তে অঙ্ঘ্রিশোভাঃ'—তোমার চরণযুগলের দ্বারাই যাহাদের শোভা, সেই তুলসী যেমন নিজশোভার অভাবে অন্যত্র অবস্থান করে না, চরণদ্বয়েই সে শোভিত হয়, সেইরূপ আমাদের বাক্যও তোমার চরণকমলের রূপ, গুণ ও নামবর্ণনেই শোভিত হউক, অন্য কোথাও নহে। 'পূর্য্যেত' ইতি—তোমার গুণ-সমূহের দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র সদা পরিপূর্ণ হয়, ইহার দ্বারা সেখানে অন্য বার্ত্তা প্রবেশ না করুক, এই অর্থ। অথবা—কর্ণের ছিদ্র, এই অল্প স্থানের পূরণের মত, ইহা যাচকের রীতিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের গূঢ় (হৃদ্‌গত) অভিপ্রায় এই—কর্ণরন্ধ্রের আকাশত্বহেতু এবং ভগবানের গুণ-সমূহও অমূর্ত্ত বলিয়া, উহা কোন কালেই পূর্ণ হইবে না, অতএব নিত্যই (ভগবৎকথা) শ্রবণ হইবে; এইরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই আনন্দত্রয় মুক্তিতে কখনই নাই, কিন্তু জন্ম হইলে উহা সম্ভবও হইতে পারে, এইজন্য নিকৃষ্ট হইলেও জন্মই প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু মোক্ষ নহে। এইরূপই—'নাথ যোনি-সহস্রেষু'—অর্থাৎ হে নাথ! সহস্র সহস্র যোনিতে, অর্থাৎ কীট, পক্ষি, মৃগাদি যোনিতে ভ্রমণ করিলেও তোমাতে যেন মতি থাকে—ইত্যাদি প্রার্থনা নিষ্কাম ভক্তের স্বভাবই। কিন্তু তাঁহাদিগকে অনু-সংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল ভজনানন্দ এবং আনুষঙ্গিক ফল সংসার-ক্ষয় (ভগবান্) প্রদান করেন—এইরূপ ভগবানেরও স্বভাব সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য ॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—

যাবৎ পরমভক্তৈস্তু ভুজ্যতে দুঃখমুল্বণম্।
তাবন্মুক্তৌ সুখোদ্রেকস্তত্র চেদ্ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥

প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুহূত (বিপুলকীর্ত্তে, হে) ঈশ, যৎ ইদম্ (অলৌকিকং) রূপং (বিগ্রহং) প্রাদুশ্চকর্থ (প্রকটিতবান্ অসি) তেন (তদ্দর্শনেন) নঃ (অস্মাকং) দৃশঃ (নেত্রাণি) অলম্ (অতিশয়েন) নির্বৃতিং (সুখং) অবাপুঃ (প্রাপুঃ)। অনাত্মনাম্ (অজিতেন্দ্রিয়াণাং) দুরুদয়ঃ (অপ্রকটঃ অপি) যঃ ভগবান্ (ত্বং) ইৎ (ইত্থং প্রত্যক্ষতয়া) প্রতীতঃ (অস্মাভিঃ দৃষ্টঃ) তস্মৈ ভগবতে (তুভ্যম্) ইদং নমঃ বিধেম (নমনং কুর্ম্মঃ) ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে বিপুলকীর্ত্তে, আপনি যে শ্রীমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে প্রকট করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত রূপদর্শনে আমাদের নেত্র বড়ই তৃপ্তি লাভ করিল। হে পরমেশ্বর, আপনি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট অপ্রকাশিত হইয়াও কৃপাপূর্ব্বক যে আমাদের গোচরীভূত হইলেন, সেই ভগবৎ-স্বরূপ আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—এবং ত্বদীয়শ্রবণাদ্যানন্দত্রিকলোভেন ত্বৎপরোক্ষময়ো ভবোঽপি প্রার্থ্যতে। ত্বয়া তু স্ব-সাক্ষাৎকারামৃতমপি বয়ং ত্বদ্ভক্তাপরাধিনোঽপি পায়িতাঃ স্মেত্যহো তে ক্ষমায়া এতাবতী সীমা কারুণ্যন্ত্বপারমিত্যাহুঃ—প্রাদুরিতি। পুরু যথা স্যাৎ পুরুভির্বহুভির্ভক্তৈরাহূত হে নারায়ণ, বিষ্ণো, গোবিন্দ, কৃপয়া দর্শনং দেহীত্যাহূত তেন স্বভক্তাহ্বানোত্থ-কৃপাপরবশেনৈব ভবতা স্বরূপমাবিষ্কুর্ব্বতা বয়মপি কৃতার্থীকৃতা ইতি ভাবঃ। দৃশো নেত্রাণি বুদ্ধিবৃত্তয়ো বা ইদং নম ইতি মূর্দ্ধসু ধৃতানঞ্জলীন্ দর্শয়ন্তি। ইৎ ইত্থং, যদ্বা, ইদিতি নম ইত্যস্য বিশেষণং শ্রীচরণার-বিন্দং প্রতিগচ্ছদিত্যর্থঃ। অনাত্মনাং আত্মা ত্বং সেব্যত্বে ন বর্ত্ততে যেষাং তেষাং দুরুদয়ঃ শ্লেষেণ যেষাং ত্বং দুরুদয়স্তে অনাত্মনঃ আত্মশূন্যা মৃতকা এবেতি ভাবঃ। প্রতীতঃ উলূকানাং সূর্য্য ইব দুর্দ্দর্শ এব নিশ্চিত ইত্যর্থঃ। অত্র সমস্তাত্মারাম-মুকুটমণীনাং

লব্ধনিরন্তরব্রহ্মানুভবানাং শ্রুতাবপি তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইত্যাদিবাক্যেষু প্রসিদ্ধানাং সনকাদীনাং ভক্তাবীদৃশপ্রার্থনালিঙ্গৈনৈব ব্রহ্মানন্দাদপি ভজনানন্দস্যাধিক্যেঽহবগতে ভগবদ্রূপনামগুণপরিচ্ছদভক্তধাম্নাং চিদ্ঘনাকারত্বং স্বত এব লব্ধং তথাভূতত্বং বিনা ভক্তেরসিদ্ধেরগ্রে চ কাপিলেয়ে নিগু‍র্ণত্বঞ্চাস্যা বক্ষ্যতে। 'মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণী'তি ভারততাৎপর্য্যে। প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ—"তথা আপ্রাণায়নাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইত্যত্র মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা সৌপর্ণশ্রুতিঃ—"সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তিরমুক্তা হ্যেনমুপাসত" ইতি। অতএব প্রহলাদবলিপ্রভৃতি-মহাভাগবতসম্বন্ধমভিপ্রেত্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপ্যুক্তং—'পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়ত' ইতি ॥৫০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়েঽস্মিন্ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-
তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার তদীয় শ্রবণাদি (শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ) ত্রিবিধ আনন্দের লোভে তোমার পরোক্ষময় (অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমাকে দেখিতে না পাইলেও তাদৃশ) জন্মও প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু তুমি নিজ সাক্ষাৎকারামৃতও তোমার ভক্তের নিকট অপরাধী আমাদিগকে পান করাইলে, অহো! তোমার ক্ষমাগুণের এতদূর সীমা, কিন্তু তোমার কারুণ্য অপার—ইহা বলিতেছেন—'প্রাদুশ্চকর্থ' ইতি। হে পুরুহূত! পুরু অর্থাৎ বিপুল, কীর্ত্তি যাঁহার (বিপুলকীর্ত্তে) অথবা—'পুরুভিঃ'—অর্থাৎ বহু ভক্তের দ্বারা তুমি আহূত, 'হে নারায়ণ, বিষ্ণো (বিষ্ণু), গোবিন্দ—কৃপাপূর্ব্বক দর্শন প্রদান কর'—এইরূপে আহূত। অতএব তোমার স্বভক্তের আহ্বানোত্থ কৃপাপরবশতাহেতু তুমি স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকেও কৃতার্থ করিলে—এই ভাব। 'দৃশঃ'—আমাদের নয়নগুলি অথবা বুদ্ধিবৃত্তি (অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিল)। 'ইদং নমঃ'—এই নমস্কার, ইহা বলায় মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন। 'ইৎ'—এই প্রকার, অথবা—ইৎ, ইহা নমঃ পদের বিশেষণ, (ইন্ ধাতু গতি অর্থে, শতৃপ্রত্যয় করিয়া ক্লীবলিঙ্গে নমঃ শব্দের বিশেষণ করতঃ অর্থ করিতেছেন)—তোমার চরণারবিন্দের প্রতি গমনকারী (আমাদের) নমস্কার—এই অর্থ। 'অনাত্মনাং'—অনাত্মগণের অর্থাৎ আত্মস্বরূপ তুমি সেব্যত্বরূপে যাহাদের নিকট অবস্থিত নহে, তাহাদের নিকট তুমি 'দুরুদয়ঃ'—অপ্রকাশিত, শ্লেষোক্তিতে—যাহাদের নিকট তুমি অপ্রকট, তাহারাই অনাত্মা, অর্থাৎ আত্মশূন্য মৃতকই, এই ভাব। 'প্রতীতঃ'—উলূকগণের নিকট সূর্য্যের ন্যায় তুমি দুর্দ্দর্শই, ইহা নিশ্চিত, এই অর্থ। (অর্থাৎ উলূকগণ যেমন সূর্য্যের প্রকাশ সহ্য করিতে পারে না, তেমনি দুরাত্মগণের নিকট তুমি দুর্দ্দর্শ)।

এখানে যাঁহারা সমস্ত আত্মরামগণের মুকুটমণি, নিরন্তর ব্রহ্মানুভব প্রাপ্ত হইতেছেন, শ্রুতিতেও "ভগবান্ সনৎকুমার মৃদিতকষায় অর্থাৎ বিষয়বাসনাশূন্য তাঁহাকে অন্ধকারের পরপার দর্শন করাইতেছেন'—ইত্যাদি বাক্যে প্রসিদ্ধ সনকাদির ভক্তিতে এইপ্রকার প্রার্থনার দ্বারাই—ব্রহ্মানন্দ হইতেও ভজনানন্দের আধিক্য অবগত হওয়ায়, ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, পরিচ্ছদ, ভক্ত ও ধামসমূহের চিদ্ঘনাকারত্ব স্বাভাবিকভাবেই লব্ধ হইতেছে, সেইরূপ অর্থাৎ রূপনামাদির চিন্ময়ত্ব, না হইলে ভক্তিরই অসিদ্ধি হইয়া পড়ে, এবং পরেও (৩।২৯।১২) শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে ভক্তির নিগু‍র্ণত্বই বলা হইবে। ভারততাৎপর্য্যে উক্ত হইয়াছে—"মুক্তগণের নিকটও ভক্তিই নিত্য আনন্দস্বরূপিণী"। শ্রুতির প্রমাণেও ইহা প্রমাণিত হয়, যেমন—"আপ্রাণায়নাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্"—(ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১২—অর্থাৎ আমরণ উপাসনা করিবে। মরণ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত উপাসনা করিবে, মোক্ষের পরেও করিবে। কারণ শ্রুতিতে দেখা যায়, যে পর্য্যন্ত না মুক্তি হয়, সর্ব্বদা ইঁহার উপাসনা করিবে। ইত্যাদি)—এই স্থলে মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিতা সৌপর্ণ শ্রুতিতে আছে—"সর্ব্বদৈনমুপাসীত" ইত্যাদি অর্থাৎ সর্ব্বদাই ভগবানের উপাসনা করিবে। মুক্ত হইয়াও ভগবানের উপাসনা করিবে—ইত্যাদি। (বস্তুতঃ মুক্ত ব্যক্তির উপাসনায় বিধির অভাব হইলেও ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যবলেই উপাসনায় আকৃষ্ট হইতে

হয়।) অতএব প্রহলাদ, বলি প্রভৃতি মহাভাগবত-গণের সম্পর্কলাভের অভিপ্রায়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—পাতালে (যেখানে প্রহলাদ, বলি প্রভৃতি ভাগবতগণ রহিয়াছেন) কাঁহার না প্রীতি হয়, কারণ বিমুক্তগণেরও সেখানে (ভক্তসঙ্গ-লোভে) অবস্থানের প্রীতি জন্মে ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তমানসের আহলাদিনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয়স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী'—টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৫ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ—
ইতি তদ্‌গৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাম্।
প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনারায়ণের সনকাদি ঋষিগণকে সান্ত্বনা প্রদান, ঋষিগণের দ্বারপালদ্বয়ের প্রতি কৃপা-প্রকাশ ও দ্বারপালদ্বয়ের বৈকুণ্ঠলোক হইতে অধঃ-পতনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনারায়ণ সনকাদি মুনিগণকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা শ্রীনারায়ণের ভক্ত; সুতরাং জয়বিজয়ের প্রতি তাঁহাদের যে দণ্ড তাহা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। ভক্তগণই শ্রীভগবানের যশোবিস্তারের মূল কারণ, সুতরাং যাহারা ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ করে, তাহারা ভগবানের বাহুস্থানীয় লোকেশ্বর হইলেও ভগবান্ তাহাদিগের বিনাশ করিয়া থাকেন। ঋষভ-নন্দন নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি মুনিগণ ভগবানের ভক্ত, সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ভগ-বান্ বিষ্ণুর পদজলে শিবের সহিত লোকপালগণ সদ্য পবিত্র হন, এইজন্য বিষ্ণুই পরমেশ্বর। তিনিই যাব-তীয় জীবগণের সেব্য, ভক্তগণ তাঁহার সেবক। কিন্তু ভগবান্ সেব্য হইয়াও সেবকের সেবাবৃত্তিতে এত মুগ্ধ যে, সেবকের চরণরেণু পর্য্যন্ত বহন করিতে উদ্‌গ্রীব। জয়-বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয় সেই ভগবদ্ভক্ত ও প্রকৃত ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধ করিয়াছে। শ্রীনারায়ণ আরও বলিলেন যে, জয়-বিজয়ের প্রতি ভগবদ্ভক্ত মুনিগণের প্রদত্ত শাপ ভগবান্ বিষ্ণুরই সৃষ্ট। অতঃ-পর জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠ হইতে ক্রমে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল। সেই জয়-বিজয়ই কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—ইতি (এবং প্রকারং) গৃণতাং (স্তবতাং) তেষাং যোগধর্ম্মিণাং (ভক্তিযোগঃ ধর্ম্মঃ যেষাং তেষাং) মুনীনাং (সনকাদীনাং) তৎ (বাক্যং) প্রতিনন্দ্য বিকুণ্ঠনিলয়ঃ (কুণ্ঠারহিতঃ নিলয়ঃ নিবাসঃ যস্য সঃ) বিভুঃ (হরিঃ) ইদং (বক্ষ্যমাণং) জগাদ (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারা-য়ণ সেই স্তবকারী, যোগধর্ম্মরত মুনিগণের পূর্ব্বোক্ত

বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক এই সকল বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ভৃত্যেষ্বাত্মীয়তামাত্মস্বাদরং জানতাং হরিঃ।
ষোড়শে বিভ্যতাং তেষাং শাপমেবান্বমোদত ॥
ইতি গৃণতাং স্তবতাং তেষাং তদ্বাক্যম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে ভৃত্যগণের প্রতি আত্মীয়তা এবং নিজেদের প্রতি সমাদর জানিয়া ভীত সনকাদি মুনিগণের প্রদত্ত শাপই শ্রীহরি অনুমোদন করিলেন ॥

'ইতি গৃণতাং'—এইপ্রকারে স্তবকারী সেই সনকাদি মুনিগণের, 'তদ্'—সেই বাক্য (অভিনন্দিত করিয়া শ্রীহরি বলিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বক্রান্তামতিক্রমম্ ॥ ২ ॥
যস্তে্বতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্ম্মামনুব্রতৈঃ।
স এবানুমতোঽস্মাভির্ম্মুনয়ো দেবহেলনাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—**জয়ঃ** বিজয়ঃ চ এতৌ দ্বৌ মহ্যং (মম) পার্ষদৌ বঃ (যুষ্মাকং) বহু (যথা ভবতি তথা) যৎ অতিক্রমম্ (অপরাধম্) অক্রান্তাম্ (অকার্ষ্টাং কৃতবন্তৌ তং) মাং কদর্থীকৃত্য (তুচ্ছীকৃত্য) এব, (হে) মুনয়ঃ মাম্ অনুব্রতৈঃ (মম ভক্তৈঃ) ভবদ্ভিঃ যঃ তু এতয়োঃ (জয়বিজয়য়োঃ সম্বন্ধে) দণ্ডঃ ধৃতঃ (অভিশাপঃ প্রদত্তঃ) সঃ এব (দণ্ডঃ) দেবানাং (যুষ্মাকং) হেলনাৎ (অবজ্ঞানাৎ হেতোঃ) অস্মাভিঃ (ময়া হরিণা) অনুমতঃ (অঙ্গীকৃতঃ) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,— জয় ও বিজয় নামক এই দুই পুরুষ আমারই পার্ষদ বটে, কিন্তু ইহারা যখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাদিগের প্রতি অতিশয় অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছে, তখন হে মুনিগণ, আমার পরম অনুগত নিজ জন আপনারা এতদুভয়ের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, প্রভুর অবজ্ঞাহেতু উহাদের সেই দণ্ডই আমি অনুমোদন করিলাম ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—অপরাধাশঙ্কয়া যুষ্মাভির্ন ভেতব্যমিত্যাহ—এতাবিত্যেকাদশভির্মহ্যং মম। যদ্যস্মান্মাং কদর্থীকৃত্য তুচ্ছীকৃত্য বহু যথা স্যাত্তথা অতিক্রমং বঃ কৃতবন্তৌ। মদনভিপ্রেতাচরণমেব তুচ্ছীকরণং, অতো ময়া কর্ত্তব্য এব দণ্ডো ভবদ্ভিঃ কৃত ইত্যাহ—য ইতি। মামনুলক্ষীকৃত্য ব্রতানি যেষাং তৈঃ, দেবস্য মম হেলনাদিতি মদ্বিষয়ক এবানয়োরপরাধো বস্তুত ইতি ভাবঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপরাধের আশঙ্কায় আপনাদের ভয় করিতে হইবে না—ইহাই একাদশটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন। 'যদ্'—যেহেতু আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, 'বহু অতিক্রমং'—অনেক প্রকার অবহেলা, 'বঃ'—আপনাদের প্রতি করিয়াছে। আমার অনভিপ্রেত আচরণই তুচ্ছীকরণ, অর্থাৎ অবজ্ঞা করা, অতএব আমার করণীয়ই দণ্ড আপনারা প্রদান করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, অর্থাৎ আপনারা জয় ও বিজয়ের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা আমার অনুমত। 'মাম্ অনুব্রতৈঃ'—আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রতসকল (নিয়মসমূহ) যাঁহাদের, সেই আপনাদের প্রদত্ত (অভিশাপ আমার অনুমোদিত)। 'দেব-হেলনাৎ'—দেব যে আমি, আমার প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ, বস্তুতঃ মদ্বিষয়কই এই অপরাধ, অর্থাৎ এই জয় ও বিজয় আমার প্রতিই অপরাধ করিয়াছে— এই ভাব ॥ ২-৩ ॥

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুংভিরসৎকৃতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) মে (মম) পরং দৈবং (দৈবতং) তৎ (তস্মাৎ) বঃ (যুষ্মান্) অদ্য (অধুনা) প্রাসাদয়ামি (প্রবোধয়ামি); স্বপুংভিঃ (মদীয়ৈঃ ভৃত্যৈঃ) অসৎকৃতাঃ (তিরস্কৃতাঃ) ইতি যৎ তৎ (অবজ্ঞানম্) আত্মকৃতম্ (এব) মন্যে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ আমার পরম দেবতা, এই জন্য আমি আপনাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি (যদ্যপি এ বিষয়ে বস্তুতঃ আমার কোন অপরাধ দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য, তথাপি) আপনারা যখন আমারই

অনুচরগণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছেন, তখন আমি তাহা মৎকর্ত্তৃকই কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যুষ্মাসু মমৈবাপরাধোঽভূদিত্যাহ—তদ্ব ইতি। ননু কথং তবাপরাধস্তত্রাহ—তদ্ধীতি। যদি জয়বিজয়ৌ মদ্ভৃত্যৌ ন স্যাতাং, অহং বা তত্র প্রীতিমান্ন স্যাং, তদা অপরাধো মে ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপনাদের প্রতি আমারই অপরাধ হইয়াছে—ইহা বলিতেছেন—'তদ্বঃ' ইতি, অর্থাৎ যেহেতু আপনারা আমার পরম দেবতা, সেইজন্য আপনাদের প্রসন্নতা বিধান করিতেছি। যদি বলেন—দেখুন, আপনার অপরাধ কি করিয়া হইল? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্ হি' (অর্থাৎ আমার ভৃত্যদ্বয় আপনাদের প্রতি যে অপরাধ করিয়াছে, উহা আমার দ্বারাই করা হইয়াছে)। যদি জয় ও বিজয় আমার ভৃত্য না হইত, অথবা আমি যদি তাহাদের প্রতি প্রীতিযুক্ত না হইতাম, তাহা হইলে তাহাদের কৃত সেই অপরাধ আমার হইত না—এই ভাব ॥ ৪ ॥

———

যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি।
সোঽসাধুবাদস্তৎকীর্ত্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃত্যে কৃতাগসি (কৃতাপরাধে সতি) যস্য (স্বামিনঃ) নামানি গৃহ্ণাতি (অনেনৈব ভৃত্যদ্বারা এতৎ কৃতম্ ইতি লোকং অপবদতি) সঃ অসাধুবাদঃ (নিন্দাবচনম্) আময়ঃ (শ্বেতকুষ্ঠরোগঃ) ত্বচং (গাত্রং তস্য সৌন্দর্য্যম্ ইব তৎকীর্ত্তিং (তস্য স্বামিনঃ যশঃ) হন্তি (নাশয়তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আরও দেখুন, ভৃত্যগণ কোন অপরাধ করিলে লোকে তাহাদের স্বামীর নামই গ্রহণ করিয়া থাকে, শ্বেতকুষ্ঠ যেরূপ ত্বগিন্দ্রিয়ের হানি করে, সেইরূপ ঐ অসাধুবাদে স্বামীরই কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ——ননু পরমেশ্বরস্য তব কথমপরাধঃ, অপরাধিত্বেঽপি কো দণ্ডয়িতেতি কিং সঙ্কুচসীতি তত্র নাস্ত দণ্ডয়িতা দুষ্কীর্ত্তিস্তু স্যাদেব ইত্যাহ—যস্য স্বামিনো নামানি অমুকস্য ভৃত্যোঽয়ং কুকর্ম্মকৃদিতি তস্য স্বামিন এব কীর্ত্তিং হন্তি। আময়ঃ শ্বিত্রং ত্বচং হন্তি অথ চ যস্য ত্বক্ তস্যৈব কুষ্ঠী পুমানয়মিতি নিন্দামুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপনি পরমেশ্বর, আপনার কি করিয়া অপরাধ হইবে? আর অপরাধী হইলেও কে আপনার দণ্ডপ্রদাতা, যে-জন্য সঙ্কুচিত হইতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—দণ্ডপ্রদাতা না থাকুক, কিন্তু দুষ্কীর্ত্তি ত হইবেই, ইহা বলিতেছেন—'যৎ নামানি'—যে স্বামীর (প্রভুর) নাম ভৃত্য অপরাধ করিলে গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ অমুকের এই ভৃত্য কুকর্ম্ম করিয়াছে, এইরূপ বলা হইলে, সেই স্বামীরই কীর্ত্তি বিনষ্ট হয়। যেমন কুষ্ঠ রোগ ত্বগিন্দ্রিয়ের হানি করে বটে, কিন্তু যাহার ত্বক্, তাহারই 'এই লোকটি কুষ্ঠী' অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত, এইরূপ নিন্দাই উৎপন্ন হইয়া থাকে, (অর্থাৎ ভৃত্য-কৃত অপরাধ প্রভুরই নিন্দা বহন করিয়া থাকে)—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

———

যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ
সদ্যঃ পুনাতি জগদাশ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তি-
শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (মে) অমৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ (অমৃতরূপে অমলে যশসি শ্রবণেন অবগাহঃ প্রবেশঃ) আশ্বপচাৎ (শ্বপচং চাণ্ডালম্ অভিব্যাপ্য সর্ব্বমপি) জগৎ সদ্যঃ (তৎক্ষণম্ এব) পুনাতি সঃ অহং বিকুণ্ঠঃ (কুণ্ঠারহিতঃ) ভবদ্ভ্যঃ (হেতুভূতেভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ এব) উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তিঃ (উপলব্ধা প্রাপ্তা সুশোভনা তীর্থভূতা কীর্ত্তিঃ যেন সঃ) বঃ (যুষ্মাকং) প্রতিকূলবৃত্তিং (প্রতিকূলা বৃত্তিঃ যস্য তথাভূতং চেৎ) স্ববাহুং (স্ববাহুস্থানীয়ং লোকেশ্বরম্) অপি ছিন্দ্যাং (হন্যাম্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যে অমৃতস্বরূপ মদীয় নির্ম্মল যশঃ নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিলে আচণ্ডাল সমগ্র জগৎই

সদ্যঃ পবিত্রতা লাভ করে, আমিই সেই বৈকুণ্ঠ (অর্থাৎ আমাতে কুণ্ঠ বা মায়িক ধর্ম্ম নাই), আপনারাই আমার সেই সুশোভন কীর্ত্তিবিস্তারের মূল কারণ; যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতিকূলাচরণ করে, সে আমার বাহুস্থানীয় লোকেশ্বর হইলেও আমি তাহাকে ছেদন করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বস্মদপরাধাত্তব দুষ্কীর্ত্তিরস্মৎপ্রসাদনাচ্চ তব কীর্ত্তিরিতি ত্বৎসৃজ্যা অস্মদ্বিধজীবা এব ত্বত্তঃ পরমেশ্বরাদপি তর্হ্যধিকা অভূমেতি চেৎ, তত্র কঃ সন্দেহ ইত্যাহ—যস্যেতি। সোঽহং বিকুণ্ঠঃ ভবদ্ভ্যো হেতুভূতেভ্য উপলব্ধা প্রাপ্তা সুতীর্থরূপা কীর্ত্তির্যেন সঃ। স্ববাহুমপীতি মমতাস্পদয়োর্জয়-বিজয়য়োঃ কা বার্ত্তাঽহংতাস্পদং স্বাঙ্গমপি ছিন্দ্যাং; তদসমর্থো যুষ্মাসু সাপরাধ এবাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আমাদের প্রতি অপরাধবশতঃ আপনার দুষ্কীর্ত্তি এবং আমাদের প্রসন্নতা সম্পাদনে আপনার কীর্ত্তি, ইহা হইলে আপনার সৃষ্ট আমাদের ন্যায় জীবসমূহই, পরমেশ্বর আপনা হইতেও অধিক (মাননীয়) হইলাম, এইরূপ বলিলে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই বিষয়ে কি সন্দেহ? 'যস্য'—অর্থাৎ যে আমার অমৃতসদৃশ নির্ম্মল যশ একান্তমনে শ্রবণ করিলে আচণ্ডাল যাবতীয় লোকই পবিত্র হয়, সেই আমি 'বিকুণ্ঠ' (সর্ব্বত্র প্রতিহতি-রহিত)—এই শোভন তীর্থরূপ কীর্ত্তি আমি আপনাদের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছি। (যে ব্যক্তি আপনাদের প্রতিকূল আচরণ করিবে) 'স্ববাহুমপি'—মমতার বিষয় জয়-বিজয়ের কথা কি, অহন্তার আস্পদ নিজের অঙ্গও ছেদন করিয়া থাকি। তাহা করিতে অসমর্থ বলিয়াই, আপনাদের প্রতি আমি অপরাধী হইয়াছি—এই ভাব ॥ ৬ ॥

মধ্ব—

অনুক্তাশ্চ গুণা বিষ্ণোরুক্তা দোষা ন তস্য তু।
অজ্ঞানাদ্দোষবিজ্ঞানং গুণজ্ঞানং যথার্থতঃ ॥
ইতি পৈঙ্গি-শ্রুতিঃ ॥ ৬ ॥

———

যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং
সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ
প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্যাঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) প্রেক্ষালবার্থম্ (অবলোকন-লেশার্থম্) ইতরে (ব্রহ্মাদয়ঃ) নিয়মান্ বহন্তি (তপোব্রতাদীনি) কুর্ব্বন্তি (সা) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) যৎসেবয়া (যেষাং ব্রাহ্মণানাং) সেবয়া চরণপদ্মপবিত্র-রেণুং (চরণপদ্ময়োঃ স্থিতঃ পবিত্রঃ রেণুঃ যস্য তং, যদ্বা, চরণপদ্মাৎ লগ্নঃ পবিত্রঃ রেণুঃ যস্মিন্ তং) সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং (সদ্যঃ ক্ষতঃ নিরস্তঃ অখিলস্য লোকস্য মলঃ যেন তং, যদ্বা, ক্ষতঃ অখিলঃ মলঃ যস্য তং) প্রতিলব্ধশীলং (প্রতিলব্ধং প্রাপ্তং শীলং যেন তং) বিরক্তম্ অপি মাং ন বিজহাতি, (তেষাং বঃ প্রতিকূলবৃত্তিং স্ববাহুমপি ছিন্দ্যামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের সেবাদ্বারা আমার পাদপদ্মস্থিত রেণু পবিত্র হইয়া অখিল লোকের কামাদি মলসমূহ সদ্য সদ্যই বিনষ্ট করে এবং যদ্দ্বারা আমি এতাদৃশ স্বভাব লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণও যে কমলার কৃপাকটাক্ষ-লেশ লাভ করিবার নিমিত্ত তপঃ ব্রতাদি বহুবিধ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন, সেই কমলা আমি বিরক্ত হইলেও আমাকে ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করেন না, (সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতি যে প্রতিকূলাচরণ করে তাহাকে আমি বিনাশ করি) ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বস্মাকং বৈকুণ্ঠাগমনস্যেদমেব ফলং বৃত্তং যত্তবানস্মদভীষ্টদৈবতমপ্যস্মান্ প্রত্যেবং ব্রূতে ইতি তত্র কিং বিপরীতং ব্রূথেত্যাহ—যৎসেবয়া মম চরণে পদ্মে অভূতাং তত্রত্যা রেণবোঽপি জগৎ পবিত্রয়ন্তি অখিলা অপি কামাদয়ো মলাঃ মত্তো হেতোরপ্যন্যেষামপি ক্ষতাঃ। সৌশীল্যানি লব্ধানি লক্ষ্মীরপারসম্পদপি মাং ন জহাতি। যস্যা লক্ষ্ম্যা অবলোকলেশার্থমপি ইতরে ব্রহ্মাদ্যা অপি নিয়মাংস্তপ আদীন্ ভজন্তীত্যেতৎ সর্ব্বং যেষামেব সেবয়া তেষাং বঃ প্রতিকূলবৃত্তিং স্ববাহুমপি ছিন্দ্যামিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আমাদের বৈকুণ্ঠে আগমনের এই ফল হইল যে আপনি আমাদের অভীষ্ট দেবতা হইয়াও আমাদের প্রতি এইরূপ

বলিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—আপনারা কি বিপরীত বলিতেছেন ? 'যৎ সেবয়া'—যে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার দ্বারা, 'চরণপদ্ম-পবিত্ররেণুং'—আমার চরণদ্বয়ই পদ্ম হইয়াছে, সেই চরণপদ্মস্থিত রেণুসমূহও জগৎ পবিত্র করে। 'ক্ষতাখিলমলং'—যাহার অখিল কামাদি মালিন্য নিরস্ত হইয়াছে, সেই আমাকে, অথবা আমার নিমিত্তই অপরেরও অখিল মালিন্য অপসারিত হইয়া থাকে। 'প্রতিলব্ধশীলং'—ভক্ত বাৎসল্যাদি সৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি, সেই আমাকে। 'বিরক্তমপি'—অনাসক্ত আমাকেও, 'শ্রীঃ'—লক্ষ্মীদেবী এবং অপার সম্পদ্‌ও পরিত্যাগ করে না। যে লক্ষ্মীদেবীর অবলোকনের (কৃপা-কটাক্ষের) লেশমাত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত, 'ইতরে'—অপর ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যা প্রভৃতি নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। এই সমস্তই যাঁহাদের সেবার ফলে হইয়াছে, সেই আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের যাহারা প্রতিকূল আচরণ করিবে, 'নিজ বাহু হইলেও তাহা ছেদন করিব'—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে ॥ ৭ ॥

মধ্ব—

সর্ব্বোত্তমোঽপি ভগবান্ বিপ্রাদেঃ পূজনায় তু।
গুণলব্ধিং ততো ব্রূতে নিত্যপূর্ণগুণোঽপি সন্ ॥
ব্রূয়ুশ্চান্যে কৃচিত্তত্ত্ব তদুক্তরেণুসারতঃ।
উপাদত্তে বরাশ্চাপি লোকানাং মোহনায় চ ॥

ইতি কৌর্ম্মে। বিপ্রাণাং চরণপদ্মপবিত্ররেণোঃ সেবয়া প্রতিলব্ধশীলং শ্রীর্ন জহাতীতি যৎ ॥ ৭ ॥

নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে
শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।
যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং
তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যথা) শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতং (শ্চ্যোততা ক্ষরতা ঘৃতেন প্লুতং বিলোড়িতং পায়সাদি) অনুঘাসং (প্রতিগ্রাসং রসাস্বাদপূর্ব্বকং) চরতঃ (ভুঞ্জানস্য) ময়ি অবহিতৈঃ (সমর্পিতৈঃ) নিজকর্ম্মপাকৈঃ (নিজকর্ম্মণাং পাকৈঃ ফলৈঃ) তুষ্টস্য (নিষ্কামস্য জ্ঞানিনঃ) ব্রাহ্মণস্য মুখতঃ অশ্নামি, বিতানে (যজ্ঞে) যজমানহবিঃ (যজমানস্য হবিঃ চরুপুরোডাশাদি) হুতভুঙ্মুখেন (হুতভুক্ অগ্নিঃ তেন মুখেন) অদন্ (অশ্নন্ অপি) ন তথা অদ্মি (অশ্নামি যতঃ ব্রাহ্মণো মম শ্রেষ্ঠং মুখম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ, আমি যজ্ঞে অগ্নিরূপ মুখ-দ্বারা যজমানের হবিঃ অর্থাৎ চরু ও পিষ্টকাদি ভোজন করিলেও যে সকল জ্ঞানী নিষ্কাম ব্রাহ্মণ আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া তুষ্ট, তাঁহারা প্রতিগ্রাসে রসাস্বাদনপূর্ব্বক ঘৃতপক্ব পায়সাদি ভোজন করেন, তাঁহাদের মুখে আমার যেরূপ পরিতৃপ্ত ভোজন হয়, অগ্নিমুখদ্বারা ভোজনে তদ্রূপ তৃপ্তি হয় না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবমহং ব্রাহ্মণানেব সেবে মদ্দৃষ্ট্যা চ যে ব্রাহ্মণান্ সেবমানা ভবেয়ুস্ত এব মৎসেবকা যতো ব্রাহ্মণমুখেনৈবাহং ভুঞ্জে ইত্যাহ—নাহমিতি। যজমানস্য হবিশ্চরুপুরোডাশাদি হুতভুগগ্নিস্তেন মুখেন অদন্নপি নাদ্মি তথা ; যথা ব্রাহ্মণস্য মুখতো মুখেনানুঘাসং প্রতিগ্রাসমেব শ্চ্যোতদ্ভির্ঘৃতৈঃ প্লুতং ব্যাপ্তমিত্যত্রাপ্যনুবর্ত্তনীয়ং চরতো ভুঞ্জানস্য ময়ি সমর্পিতৈঃ কর্ম্মফলৈস্তুষ্টস্যেত্যনেন তথা 'বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবত'মিত্যগ্রিমবাক্যেন ব্রাহ্মণস্য ভক্তিরাহিত্যে সত্যপূজ্যত্বমভিব্যজ্য শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবমিত্যাদিবচনবিরোধঃ পরিহৃতঃ, —অবৈষ্ণবং বৈষ্ণবদ্বেষিণমিতি তত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ। এবঞ্চ ভক্তিমিশ্রস্বধর্ম্মবানেব ব্রাহ্মণো ভবতি যথা বশিষ্ঠাদিঃ। ভক্তেঃ কৈবল্যে প্রাধান্যে সতি জাত্যা ব্রাহ্মণোঽপি বৈষ্ণব এবোচ্যতে, যথা শ্রীনারদাদিরিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে আমি ব্রাহ্মণগণকেই সেবা করি এবং আমার দৃষ্টান্তে যাহারা ব্রাহ্মণদিগের সেবাপরায়ণ হইবে, তাহারাই আমার সেবক, যেহেতু ব্রাহ্মণ-মুখেই আমি ভোজন করিয়া থাকি, ইহা বলিতেছেন—'নাহং' ইত্যাদি শ্লোকে। 'বিতানে যজমানহবিঃ'—যজ্ঞে যজমানের হবিঃ, অর্থাৎ চরু পুরোডাশাদি, 'হুতভুঙ্মুখেন'—হুতভুক্ বলিতে অগ্নি, তাহার মুখ-দ্বারা আহার করিলেও সেইরূপ আহার করি না, যেরূপ ব্রাহ্মণগণের মুখে। 'অনুঘাসং'—প্রতিগ্রাসেই, 'ক্ষরিত ঘৃতের দ্বারা ব্যাপ্ত' —ইহা যজ্ঞের ন্যায় এখানেও যোজনা করিতে হইবে। 'চরতঃ'—ভোজনকারীর অর্থাৎ আমাতে

কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া পরিতুষ্ট (যে সকল জ্ঞানী নিষ্কাম ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রাসে রসাস্বাদপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত পায়সাদি ভোজন করেন, তাঁহাদের মুখে আমার যেরূপ ভোজন হয়, যজ্ঞে অগ্নিমুখ দ্বারা সেইরূপ তৃপ্তিকর আহার হয় না।) ইহার দ্বারা এবং পরবর্ত্তী (১৭ অঙ্কধৃত শ্লোকে)—"দেবপূজ্য ব্রাহ্মণগণের ভগবানই আত্মা এবং দেবতা"—এইরূপ উক্তির দ্বারা —ব্রাহ্মণ ভক্তিরহিত হইলে তাঁহার অপূজ্যত্ব কল্পনা করিয়া, 'লোকে অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের ন্যায় অবলোকন করিবে না'—ইত্যাদি বচনের বিরোধ পরিহৃত হইল, কারণ সে-স্থলে অবৈষ্ণব বলিতে বৈষ্ণব-বিদ্বেষীই, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইরূপ যিনি ভক্তিমিশ্র স্বধর্ম্মপরায়ণ, তিনিই ব্রাহ্মণ হন, যেমন বশিষ্ঠ প্রভৃতি। ভক্তির একাগ্রতা ও প্রাধান্য হইলে জাতিতে ব্রাহ্মণও বৈষ্ণব বলিয়াই অভিহিত হন, যেমন শ্রীনারদ প্রভৃতি, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

———

যেষাং বিভর্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগ-
মায়াবিভূতিরমলাঙ্ঘ্রি রজঃ কিরীটৈঃ।
বিপ্রান্ নু কো ন বিষহেত যদার্হণাম্ভঃ
সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অখণ্ডবিকুণ্ঠযোগমায়াবিভূতিঃ (অখণ্ডা অনবচ্ছিন্না বিকুণ্ঠা অপ্রতিহতা যোগমায়া-বিলাসভূতা বিভূতিঃ যস্য সঃ) যদর্হণাম্ভঃ (যস্য পাদোদকং গঙ্গা) সহচন্দ্র-ললামলোকান্ (চন্দ্রঃ ললামং চিহ্নং যস্য তেন ঈশ্বরেণ শিবেন সহিতান্ সর্ব্বান্ লোকান্) সদ্যঃ পুনাতি (এবং পরমেশ্বরঃ পরমপাবনঃ অপি সন্ অহং) যেষাং (ব্রাহ্মণানাম্) অমলাঙ্ঘ্রিরজঃ (অমলং পবিত্রম্ অঙ্ঘ্রিরজঃ চরণরেণুং) কিরীটৈঃ বিভর্মি (ধারয়ামি তান্) বিপ্রান্ (অপকুর্ব্বতোঽপি ব্রাহ্মণান্) নু কঃ (অন্যঃ) ন বিষহেত (ন ক্ষাম্যেত)।।৯।।

অনুবাদ—যে আমার পবিত্র পাদোদক শশিশেখর মহাদেবের সহিত লোকপালসকলকে সদ্য পবিত্র করে, সেই অনবচ্ছিন্না এবং অপ্রতিহতগতিবিশিষ্টা যোগমায়া বিভূতির ঈশ্বর এবং পরমপাবন হইয়াও আমি যাহাদের পাদপদ্মস্থিত নির্ম্মলরেণু আমার মস্তকস্থ মুকুটে ধারণ করি, সেই বিপ্রগণ কোন অপকার করিলেও তাহা কে না সহ্য করিবে? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ব্রাহ্মণকৃতাতিক্রমোঽপি সোঢ়ব্য এব, ন তু প্রতিকর্ত্তব্য ইত্যাহ—যেষামিতি। বিপ্রানপকুর্ব্বতোঽপি কো ন সহেত, অপি তু সর্ব্ব এব, তত্র কারণজিজ্ঞাসায়াং স্বকিরীটং তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্নাহ—যেষামঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈরহং বিভর্ম্মি যদ্ধারণপ্রসাদাৎ অকুণ্ঠযোগমায়াসম্পত্তিরহমভূবং, তথা যস্য মম অর্হণাম্ভশ্চরণোদকং চন্দ্রললামেন মহাদেবেন সহিতান্ লোকান্ সদ্যঃ পুনাতি তেন যো মচ্চরণরজো মূর্দ্ধি ধত্তে তস্যৈব চরণামৃতং গ্রাহ্যং নান্যস্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ব্রাহ্মণকৃত অতিক্রমও (অবজ্ঞাও) সহ্য করিতে হইবেই, কিন্তু তাঁহার প্রতিকার করা উচিৎ নয়, ইহা বলিতেছেন 'যেষাম্' ইত্যাদি। বিপ্রগণ অপকার (তিরস্কার) করিলেও, কে তাহা না সহ্য করিবে? কিন্তু সকলেই। তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিজ মস্তকস্থিত কিরীট তর্জ্জনীর দ্বারা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'যেষাম্ অঙ্ঘ্রিরজঃ', যাঁহাদের (যে ব্রাহ্মণগণের) চরণরেণু কিরীটের দ্বারা আমি ধারণ করিয়া থাকি। যাহা ধারণের প্রসাদে আমি 'অকুণ্ঠ-যোগমায়া-সম্পত্তিঃ'—অপরিচ্ছিন্ন ও অব্যাহতাদি যোগসম্পত্তিবিশিষ্ট হইয়াছি। সেইরূপ 'যদর্হণাম্ভঃ' 'যস্য'—যাহার অর্থাৎ আমার পাদোদক (তীর্থোদকরূপা গঙ্গা) 'সহ-চন্দ্রললাম-লোকান্'—চন্দ্রললাম বলিতে মস্তকে যাঁহার চন্দ্র চিহ্ন রহিয়াছে, অর্থাৎ শশিশেখর মহাদেব, তাঁহার সহিত সমস্ত লোকপালগণকে সদ্য পবিত্র করে। ইহার দ্বারা যিনি আমার চরণরজঃ মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহারই চরণামৃত গ্রহণীয়, অন্যের নহে—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

মধ্ব—

বিপ্রাণাং চাপি ভক্তানামন্যেষাং চ জনার্দ্দনঃ।
ব্রহ্মণঃ শঙ্করাদ্বাপি দেবতাভ্যস্তথৈব চ ॥
আত্মনশ্চ শ্রিয়শ্চৈব সকাশাৎ প্রিয়তামপি।
পূজ্যতামত্যযুক্তং চ বদেৎ ক্বাপি বিমোহয়ন্ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ৯ ॥

———

যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া
ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা ।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্
গৃধ্রা রুষা মম কুশন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) দ্বিজবরান্ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠান্) মদীয়াঃ দুহতীঃ (দোগ্ধ্রীঃ গাঃ) অলব্ধশরণানি (রক্ষকহীনানি) ভূতানি চ মে (মম) তনূঃ (অধিষ্ঠানানি) ভেদবুদ্ধ্যা (মদধিষ্ঠানং ন ভবন্তি ইতি পৃথক্ দৃষ্ট্যা) দ্রক্ষ্যন্তি (পশ্যন্তি) অঘক্ষতদৃশঃ (অঘেন পাপেন ক্ষতা নষ্টা দৃক্ দৃষ্টিঃ যেষাং তান্) তান্ (পুরুষান্) হি (নিশ্চিতং) মম (মদীয়ঃ) অধিদণ্ডনেতুঃ (অধিকৃতঃ দণ্ডনেতা যঃ যমঃ তস্য) অহিমন্যবঃ (অহেঃ সর্পস্য ইব মন্যুঃ যেষাং তে) গৃধ্রাঃ (গৃধ্রাকারাঃ দূতাঃ) রুষা (ক্রোধেন) **কুশন্তি** (চঞ্চুভিঃ ছিন্দন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আচারবান্ ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী এবং রক্ষকহীন প্রাণী—এই তিনটীই আমার শরীর স্থানীয়। ইহাদিগকে যাহারা ভেদবুদ্ধিদ্বারা দর্শন করে (অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে আমার অধিষ্ঠান নাই, এইরূপ বিবেচনায় পৃথগ্দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করে), তাহাদের দৃষ্টি পাপে বিনষ্ট হইয়াছে, আমার অধিকৃত দণ্ড-নেতা যমের গৃধ্রাকার দূতগণ সর্পবৎ রোষপরিপূর্ণ হইয়া চঞ্চুদ্বারা চক্ষু ও গাত্রমাংসসকল ছেদন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণকৃতাতিক্রমমসহিষ্ণূনাং কা বার্ত্তা ব্রাহ্মণেষু মদ্বুদ্ধিভেদদর্শিন এব নারকিন ইত্যাহ—যে জনা মে তনূর্মম দেহরূপান্ দুহতীর্দোগ্ধ্রীর্গা ইত্যর্থঃ। দুহিতৃরিতি পাঠে গা এব বিষ্ণুরূপাৎ সূর্য্যাদুৎপন্নত্বাৎ সূর্য্যসুতাশ্চ গাব ইতি বচনাৎ। অলব্ধশরণানি অনাথানি, ভেদবুদ্ধ্যা মত্তনবো ন ভবন্তীতি পৃথগ্-দৃষ্ট্যা যে দ্রক্ষ্যন্তি তান্ মদীয়োঽধিকৃতো দণ্ডনেতা যো যমস্তস্য গৃধ্রাকারা দূতা অহিমন্যবঃ রুষা কুশন্তি নেত্রাদিষু চঞ্চুভিশ্ছিন্দন্তি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায় যাহারা সহ্য করে না, তাহাদের কথা অধিক কি, যাহারা ব্রাহ্মণগণে আমার ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকে, তাহারাই নারকীয়, ইহাই বলিতেছেন—'যে' —যে সকল লোকেরা 'মে তনূঃ'—আমার শরীর-স্থানীয় (ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণি-দিগকে)। 'দুহতীঃ'—বলিতে দুগ্ধবতী গাভীসকল, এই অর্থ। 'দুহিতৃঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে, গাভী-গণই বিষ্ণুরূপ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার কন্যা-সদৃশ। 'সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ'— অর্থাৎ গাভীগণ সূর্য্যের কন্যা, এইরূপ প্রমাণ-বচনও দৃষ্ট হয়। 'অলব্ধ-শরণানি'—যাঁহাদের কোন আশ্রয় নাই, অর্থাৎ যাহারা অনাথ (রক্ষকহীন)—ইহাদিগকে ভেদবুদ্ধিতে অর্থাৎ এই সকল আমার তনু নয়, এই-রূপ পৃথক্দৃষ্টিতে যাহারা দেখিবে, তাহাদিগকে আমার অধিকৃত দণ্ডনায়ক যে যম, তাহার গৃধ্ররূপী (শকুনের আকার) দূতগণ 'অহিমন্যবঃ'—সর্পের ন্যায় মন্যু বলিতে ক্রোধ যাহাদের, অর্থাৎ সর্পবৎ রোষে পরিপূর্ণ হইয়া, 'কুশন্তি'—নেত্রাদিতে চঞ্চুর দ্বারা ছিন্ন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

যে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চ্চয়ন্ত-
স্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্গৃণন্তঃ
সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাকৃতস্তৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) ক্ষিপতঃ (পরুষং ভাষ-মাণান্ অপি ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া (বাসুদেবদৃষ্ট্যা) অর্চ্চয়ন্তঃ তুষ্যদ্ধৃদঃ (প্রীয়মাণচিত্তাঃ) স্মিতসুধো-ক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ (স্মিতং হাস্যম্ এব সুধা তয়া উক্ষিতং সিক্তং পদ্মতুল্যং বক্ত্রং বদনং যেষাং তে সন্তঃ) অনুরাগকলয়া (প্রেমশোভয়া) বাণ্যা (বাচা) অহম্ ইব (অহং যথা ভৃগুং যুষ্মান্ বা সন্তোষয়ামি তথা) আত্মজবৎ (যথা কুপিতম্ আত্মজং স্নিগ্ধঃ পিতা সৎ-পুত্রো বা পিতরং) গৃণন্তঃ (স্তুবন্তঃ) সংবোধয়ন্তি (সন্তোষয়ন্তি) তৈঃ অহম্ উপাকৃতঃ (বশীকৃতঃ ভবামি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণ কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলেও যাঁহারা আমাতে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া (বাসুদেব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে) তাঁহাদের অর্চ্চনা করেন এবং পুত্রবৎ সস্নেহ বাক্যদ্বারা আমি যেরূপ ভৃগু বা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করি, তদ্রূপ হৃষ্টচিত্ত ও হাস্যরূপ সুধাসিক্ত মুখপদ্মে

তাঁহাদের স্তব করেন, তাঁহাদের কর্তৃক আমি বশীভূত হই ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যে তু কৃতাতিক্রমানপি ব্রাহ্মণান্ ন প্রতিকুর্ব্বন্তি প্রত্যুতাধিকং প্রসাদয়ন্তি তেষামহমেব বশ ইত্যাহ—যে ময়ি যা ধীস্তয়া ভগবদ্দৃষ্ট্যা ব্রাহ্মণান্ ক্ষিপতঃ পরুষং ভাষমাণানপি অর্চ্চয়ন্তঃ কটূক্তিভিরপি তুষ্যদ্ধৃদঃ। অনুরাগকলয়া প্রেমবৈদগ্ধীময্যা বাণ্যা আত্মজবৎ কুপিতং পিতরং সৎপুত্রা ইব গৃণন্তঃ পরুষমিদং ন ভাষধ্বে, কিন্তু পরমহিতং কৃপামৃতমেব বর্ষথেতি স্তুবন্তঃ সম্বোধয়ন্তি—হে স্বামিনঃ, হে কৃপাসিন্ধবঃ ইত্যাদি-কোমলামন্ত্রণেন প্রীণয়ন্তি অহমিব যুষ্মান্ ভৃগুং তৈরহমুপাকৃতো বশীকৃতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণ অন্যায়কারী হইলেও তাহাদের প্রতি কোন অপকার করে না, অধিকন্তু তাঁহাদের অধিকরূপে প্রসন্নতা-বিধান করেন, তাহাদেরই আমি বশীভূত হই, ইহা বলিতেছেন—'যে ময়ি'—যাহারা আমার প্রতি যেরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ ভগবদ্-দৃষ্টিতে, 'ব্রাহ্মণান্ ক্ষিপতঃ'—কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তাহাদের কটু উক্তিতেও যাহাদের হৃদয় তুষ্ট থাকে। আর, 'অনুরাগকলয়া'—প্রেমবৈদগ্ধীময়ী, অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ বাক্যের দ্বারা, 'আত্মজবৎ'—ক্রুদ্ধ পিতার প্রতি সৎপুত্রের ন্যায়, অর্থাৎ কুপিত পিতাকে সৎপুত্রগণ যেমন স্তুতি করে—'আপনি কটু বাক্য বলিতেছেন না, কিন্তু পরম হিতকর কৃপামৃতই বর্ষণ করিতেছেন'—এইরূপে স্তুতিপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া 'হে প্রভু! হে কৃপাসিন্ধু'—ইত্যাদি কোমল সম্ভাষণের দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান করে, আমি যেরূপ (অপরাধী) আপনাদিগকে এবং ভৃগুকে সম্বোধন করিয়া থাকি। এইরূপ যাহারা করে, তাহাদের দ্বারা আমি 'উপাকৃতঃ'—বশীকৃত, অর্থাৎ আমি তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকি ॥ ১১ ॥

———

তন্মে স্বভর্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ
যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে
যৎ কল্পতামচিরতো ভৃতয়োর্বিবাসঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) স্বভর্ত্তুঃ (স্বয়োঃ স্বামিনঃ) মে (মম) অবসায়ম্ (অভিপ্রায়ম্) অলক্ষমাণৌ (অজানন্তৌ) যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং (যুষ্মাসু যঃ কৃতঃ ব্যতিক্রমঃ অপরাধঃ তস্য গতিং ফলং) সদ্যঃ (আশু) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) ভূয়ঃ (পুনঃ) মমান্তিকং (মৎসমীপম্) ইতাং (প্রাপ্নুতাং) ভৃতয়োঃ (ভৃত্যয়োঃ) যৎ বিবাসঃ (দূরনিবাসঃ) অচিরতঃ (শীঘ্রং) কল্প্যতাং (সম্পাদ্যতাং সমাপ্যতাং) তৎ (সঃ এব) মে (ময়ি) অনুগ্রহঃ (যুষ্মাকং কৃপা) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অতএব এই দুই ভৃত্য আমা'র অভিপ্রায় অবগত না হইয়া আপনাদিগের নিকট অপরাধ করিয়াছে, ইহারা সেই অপরাধোচিত গতি সদ্যই প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আমার সন্নিধান প্রাপ্ত হউক্। ভৃত্যদ্বয়ের স্থান ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র বাস অচিরে সমাপন করিলেই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাদেবং স্বভর্ত্তুর্মম অবসায়মভিপ্রায়ং অলক্ষমাণৌ দৈবাদপশ্যন্তৌ যুষ্মদপরাধোচিতাং গতিং সদ্যঃ প্রাপ্য মৎসমীপং ইতাং পুনঃ প্রাপ্নুতামিতীয়ং মে প্রার্থনেতি ভাবঃ। ননু প্রভো ব্রাহ্মণাতিক্রমিণো মদপরাধিন এবেতি শ্রীমুখেন স্বয়মেব ব্রূষে, তৎকথং পুনরপি তয়োরেবং স্নিহ্যসীতি তত্র সবৈবশ্যমাহ—তদনুগ্রহো মে ইতি। যদ্যস্মাত্তত্র জয়বিজয়য়োর্মমানুগ্রহ এব, ন তু নিগ্রহ ইতি ন হি স্বাভাবিকো ধর্ম্মস্ত্যক্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ ভৃতয়োর্ভৃত্যয়োর্বিবাসঃ বিশিষ্টো ময়া সহবাসঃ অচিরাদেব কল্প্যতাং সমর্থো ভবতু ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্মে'—অতএব নিজপ্রভু আমার এইরূপ অভিপ্রায় 'অলক্ষমানৌ'—দৈববশতঃ জানিতে না পারিয়া এই ভৃত্যদ্বয়, আপনাদের নিকট অপরাধের সমুচিত ফল সদ্য প্রাপ্ত হইয়া, 'মম অন্তিকম্ ইতাং'—আমার সান্নিধ্য পুনরায় প্রাপ্ত হউক্—এই আমার প্রার্থনা, এই ভাব। যদি বলেন—হে প্রভো! 'ব্রাহ্মণের অতিক্রম কারিগণ আমারই প্রতি অপরাধী'—এইরূপ আপনি নিজেই শ্রীমুখে বলিতেছেন, অতএব কিজন্য পুনরায় এই দুইজনের প্রতি এইরূপ স্নেহ করিতেছেন? তাহার উত্তরে ব্যাকুলতার সহিত বলিতেছেন—'তদনুগ্রহো মে', তাহাই

আমার অনুগ্রহ। 'যৎ'—যেহেতু সেই বিষয়ে জয় ও বিজয়ের প্রতি আমার অনুগ্রহই, কিন্তু নিগ্রহ নহে, কারণ স্বাভাবিক ধর্ম্ম (স্বভাব) কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না—এই ভাব। সুতরাং এই ভৃত্য-দ্বয়ের 'বি-বাস'—বিশিষ্ট আমার সহিত বাস শীঘ্রই সম্পন্ন হউক, (অর্থাৎ তাহারা অপরাধের ফল ভোগ করিয়া শীঘ্রই আমার নিকট ফিরিয়া আসুক।) ॥ ১২ ॥

———

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্।
নাস্বাদ্য মন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—অথ উশতীং (কমনীয়াং প্রিয়াং) দেবীং (দ্যোতমানাং পূজ্যাং চ) ঋষিকুল্যাম্ (ঋষিকুলায় হিতাং ঋষীণাং কুল্যাং জলাশয়রূপাং চ, ঋষয়ঃ মন্ত্রাঃ তৎপ্রবাহরূপাং বা, ঋষিকুলযোগ্যাং বা) তস্য (হরেঃ) সরস্বতীং (বাচং নদীং চ) আস্বাদ্য (তন্মাধুর্যাম্ অনুভূয়) মন্যুদষ্টানাং (সর্পপ্রায়েণ মন্যুনা ক্রোধেন দষ্টানাং ক্রোধ-বিষব্যাপ্তানাং) অপি তেষাং আত্মা (মনঃ) ন অতৃপ্যত (অলম্ (অলম্ ইতি ন অমন্যত) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন, যদিও ঋষিগণ সর্পের ন্যায় মহাক্রোধ-বিষদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ভগবানের এইরূপ কমনীয় মধুরোজ্জ্বল এবং যোগ্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না (অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রবণেচ্ছা আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল) ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সরস্বতীং বাণীং নদীং চ। উশতীং কমনীয়াং পক্ষে স্বচ্ছাং, দেবীং মুনীনাং বুদ্ধ্যা বিবিধ-বিতর্কাদিময্যা সহ ক্রীড়ন্তীং পক্ষে পূজ্যাং, ঋষিকুলায় হিতাং পক্ষে ঋষীণাং কুল্যাং জলাশয়রূপাং আস্বাদ্য মাধুর্য্যমনুভূয়, মন্যুনা সর্পতুল্যেন দষ্টানাং ক্রোধ-বিষব্যাপ্তানাং মনো রসানুভবাভাবাৎ প্রিয়ভাষণমপি ন সহতে তেষান্তু আত্মাপি বুদ্ধিরপি মনোঽপি নাতৃপ্যৎ অলমিতি নামন্যত। অত্র তেষাং মহানুতাপত্বেঽপি যন্মন্যুসর্পবিষানপগমস্তদ্ভক্তাপরাধস্য দুর্ব্বারত্বমেব জ্ঞাপয়তি। সত্যপি তাদৃশে ভক্তাপরাধে যো ভগবচ্চরণতুলসীগন্ধাদি-মাধুর্য্যানুভবঃ স খলু ব্রাহ্মণাতিক্রমানন্তরমনুতপ্তয়োর্জয়বিজয়োর্যা তেষু কৃপা তদনুগামিন্যা ভগবৎকৃপায়াঃ প্রভাবমেব জ্ঞাপয়তি, অতো যদ্যেষাং ভক্তাপরাধো নাভবিষ্যত্তদা ভক্তভগবতোঃ কৃপাপাত্রীভূতানামেষাং শুদ্ধদাস্যপ্রেমৈবাজনিষ্যৎ। তস্মাদপরাধ-সম্ভাবাচ্ছান্ত-ভক্তত্বমেবৈষামভূৎ। যদুক্তং—ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্ন্যূনজাতীয়তামপীতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সরস্বতীং'—সরস্বতী শব্দে বাণী এবং নদী—এই উভয় পক্ষে আস্বাদন করিতেছেন। 'উশতীং'—বলিতে কমনীয়া, নদী-পক্ষে—স্বচ্ছা। 'দেবীং'—দ্যোতমানা, অর্থাৎ মুনি-গণের বিবিধ বিতর্ক্যাদিময়ী বুদ্ধির সঙ্গে যিনি ক্রীড়া করিতেছেন, পক্ষে—পূজ্যা যে সরস্বতী নদী। 'ঋষি-কুল্যাং'—ঋষিকুলের হিতকরী যে বাণী, পক্ষে—ঋষিগণের কুল্যা বলিতে জলাশয়-রূপা নদী। 'আস্বাদ্য'—ভগবানের বাক্যের মাধুর্য্য অনুভব করিয়া, পক্ষে সরস্বতী নদীর স্বচ্ছ জল আস্বাদন করিয়া, (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির সেই মনোজ্ঞ ওজোগুণযুক্ত ঋষিকুলের যোগ্য বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া, পক্ষে ঋষিগণের পূজ্যা সরস্বতী নদীর স্বচ্ছ জল পান করিয়া—এইরূপ অর্থ); 'মন্যু-দষ্টানাং'—সর্পতুল্য ক্রোধের দ্বারা দংশিত, অর্থাৎ ক্রোধরূপ বিষের দ্বারা ব্যাপ্ত (অভিভূত) মুনিগণের মন, রসানুভবের অভাব-বশতঃ শ্রীভগবানের প্রিয়ভাষণও সহ্য করিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহাদের 'আত্মা অপি'—বুদ্ধি এবং মনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, অর্থাৎ যথেষ্ট হইয়াছে, আর না—এইরূপ মনে হইল না, বরং আরও অধিক-রূপে শ্রবণের ইচ্ছা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এখানে তাঁহাদের অতিশয় অনুতাপ হইলেও যে ক্রোধরূপ সর্পের বিষের অপগম (বিনাশ) হয় নাই, ইহার দ্বারা ভক্তের প্রতি অপরাধের দুর্ব্বারত্বই (অর্থাৎ ভক্তের প্রতি অপরাধ করিলে, উহা সহজে কোন প্রকারে ক্ষালন হয় না, ইহা) জানান হইল। তাদৃশ ভক্তাপরাধ হইলেও তাঁহারা যে ভগবানের শ্রীচরণের তুলসীর গন্ধাদি-মাধুর্য্য অনুভব করিলেন, ইহা নিশ্চিতই ব্রাহ্মণগণের অবজ্ঞার পর অনুতপ্ত জয় ও বিজয়ের যে তাঁহাদের প্রতি কৃপা, তাহার (অর্থাৎ

ভক্তকৃপার) অনুগামিনী শ্রীভগবানের কৃপার প্রভাবই জ্ঞাপন করিতেছে। অতএব যদি ইঁহাদের ভক্তাপরাধ না হইত, তাহা হইলে ভক্ত এবং ভগবানের কৃপা-পাত্রীভূত এই মুনিগণের শুদ্ধ দাস্যপ্রেমই উৎপন্ন হইত। সুতরাং অপরাধ থাকার জন্য ইঁহাদের শান্তভক্তত্বই হইয়াছিল। যেরূপ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব-বিভাগে ভাবভক্তিলহরীতে ১।৩।৫৪ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"ভাবোঽপ্যভাবম্ আয়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা-পরাধতঃ"—ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয় (পার্ষদাদির) নিকট অপরাধ ঘটিলে ভাবও একে-বারেই নষ্ট হইয়া যায়। (যেমন শ্রীরঘুনাথের পার্ষদ বানর দ্বিবিদ—শ্রীলক্ষ্মণের নিকট গুরুতর অপরাধ করায়, তাহার ভাব অভাবে পর্য্যবসিত হওয়ায় সে অধঃপতিত হইয়াছিল।) মধ্যম অপরাধে ঐ ভাব আভাসত্ব এবং অল্প অপরাধে ন্যূনজাতীয়তা প্রাপ্তি করে, অর্থাৎ উজ্জ্বল রতিমান্ সাধক দাস্যরতি এবং দাস্যবান্ জন শান্তাদি রতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—দেবীং দ্যোতমানাম্। ঋষিকুল্যাম্ ঋষি-কুলস্তুতিপরাম্ ॥ ১৩ ॥

সতীং ব্যাদায় শৃণ্বন্তো লঘ্বীং গুর্ব্বর্থগহ্বরাম্।
বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যাদায় (প্রসার্য্য কর্ণং দত্ত্বা) সতীং (শ্রেষ্ঠাং) লঘ্বীং (মিতাক্ষরাং) গুর্ব্বর্থগহ্বরাং (গুরুভিঃ অর্থৈঃ গহ্বরাং দুষ্প্রবেশাম্) অগাধগম্ভী-রাম্ (অভিপ্রায়েণ অগাধাম্ অর্থেন গম্ভীরাং বাচং) শৃণ্বন্তঃ (মুনয়ঃ) বিগাহ্য (বিচার্য্য অপি) তচ্চিকী-র্ষিতং (তস্য হরেঃ অভিপ্রায়ং) ন বিদুঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক কর্ণ প্রসারণ করিয়া অল্পাক্ষর অথচ অর্থপরিপূর্ণ গম্ভীর দুষ্প্রবেশ্য দুরবগাহ-মর্ম্মযুক্ত সুমধুর ভগবদ্বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিচার করিয়াও 'ভগবান্ কি আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন ? অথবা আমরা যে দণ্ড বিধান করি-য়াছি, তাহারই সঙ্কোচ করিতেছেন ?' ভগবানের এত-দ্বিষয়ক গূঢ় অভিপ্রায়ই বা কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যাদায় কর্ণৌ প্রসার্য্য শৃণ্বন্তঃ। সতীং সত্যাং শোভনাঞ্চ, লঘ্বীং মিতাক্ষরাম্। গুরু-ভিরর্থৈর্গহ্বরাং দুষ্প্রবেশাং, অগাধাং অগম্যাভিপ্রায়াং গম্ভীরাং দুর্ব্বোধবাহ্যাভ্যন্তরার্থাং বিগাহ্য বিচার্য্যাপি কিমস্মানভিনন্দতি নিন্দতি বা অস্মৎকৃতং দণ্ডং ব্যবস্থাপয়তি সঙ্কোচয়তি বা নিরস্যতি বা অস্মান্ বাপরাধেন যোজয়তি ভৃত্যৌ বা প্রসাদাধিক্যেনেতি তচ্চিকীর্ষিতং ন বিদুঃ। অত্রাভিনন্দনপক্ষো ব্যাখ্যাত এব নিন্দনপক্ষস্তু ভগবদনভিপ্রেতোঽপি বিভ্যদ্ভি-র্মুনিভিরাত্মনি সম্ভাবিতত্বাৎ সরস্বত্যা চ দত্তাবকাশত্বা-দেবং ব্যাখ্যেয়ঃ। তথাহি—এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ মহ্য-মিতি সর্ব্বজ্ঞানপি মুনীন্ যৎ পরিচায়য়তি স্ম তেন রে মূঢ়া মৎপার্ষদাবপ্যভিশপথ এতাবদপি বলং ধধ্বে ইতি ব্যঞ্জিতম্। কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বক্রাতা-মতিক্রমমিত্যত্র সনকাদ্যতিক্রমাৎ পূর্ব্বং ভগবৎ-কদর্থনাভাবাদিয়ং তেষু ভগবতো বক্রোক্তিঃ কোপ-ব্যঞ্জিকৈব। বস্তুতস্তু চতুর্থ্যাতিশয়োক্ত্যা প্রথমং মৎকদর্থনং কৃতম্, ততো যুষ্মদতিক্রম ইতি কারণ-কার্য্যয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়ো ভগবতা প্রযুক্তঃ। স এবানুমতোঽস্মাভিরিতি। অস্মদনুমতির্যদ্য-ভবিষ্যৎ তদা যুষ্মৎকৃতো দণ্ডোঽপি নাবেৎস্যৎ "ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। ততশ্চ যূয়ঞ্চ বটকার্দ্ধমূল্যা অভ-বিষ্যতেতি মদ্ব্রহ্মণ্যতৈব যুষ্মানুন্মাদয়তীতি ভাবঃ। তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে ইতি জয়বিজয়য়োরাত্মত্বেন স্বীকারাৎ প্রেমাধিক্যং, সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধ-সুতীর্থকীর্ত্তিরিতি মুনিষ্বাদরমাত্রম্। ছিন্দ্যাং স্ববাহু-মপীতি পুনরপি তয়োঃ প্রেমাস্পদতা যৎসেবয়েতি মুনিষু পুনরপ্যাদরঃ সোঽপি বাহ্য এব, ব্রাহ্মণ-সেবয়ৈব কিং তস্য চরণরেণুঃ পবিত্রোঽভূৎ তয়ৈব কিং তস্যা-খিলা মলাঃ ক্ষতাঃ তয়ৈব কিং লক্ষ্মীস্তং ন ত্যজতীতি হেত্বসত্ত্বাদিতি। নাহং তথাদ্মীত্যাদৌ যূয়ং ব্রাহ্মণা ভোজনপ্রিয়াঃ কেবলং ভোজনীয়া এবেতি। ব্রাহ্মণ-মুখেনাহং ভুঞ্জে ইতি খ্যাতের্লোকেষু বিস্তারিতা ঘাসং চরত ইতি শ্লেষেণ ব্রাহ্মণঃ খলু গৌরিবাদরণীয়ঃ পশু-বুদ্ধিত্বাদেব মদ্দত্তেন গৌরবেণ হৃষ্যতি, ন তু যুষ্মাভি-র্মৎসুখতাৎপর্য্যা কাচিন্মদীয়পরিচর্য্যা সম্ভবেদিতি। যেষাং বিভর্মীতি কিরীটেষু ব্রাহ্মণপদরজো ধারণাদেব

মম যোগমায়য়ৈশ্বর্য্যং তথা তস্মাদেব হেতোর্মচ্চরণোদকং সর্ব্বজগৎপাবনী গঙ্গেতি গৌরবমুপহাস এব ফলিতং। দুহতীর্ম্মদীয়া ইতি গোব্রাহ্মণয়োর্ভেদো নাস্তি দ্বয়োরেব মত্তনুত্বাদিতি পুনরপি হাস এব। যে ব্রাহ্মণানিতি ব্রাহ্মণানাং খলু ক্রোধ ঔৎপত্তিক এব ধর্ম্মস্তঞ্চাহং মদ্ভক্তাশ্চ হসন্ত এবেতি সহিষ্ণুতা সুধা মদ্ভক্তেভ্য এব ময়া দত্তেতি তয়ৈবাহং বশীকৃতঃ স্যামিতি, জয়বিজয়োহস্তু সহিষ্ণুতায়াঃ সম্প্রত্যনুদয়ান্মম তত্রৌদাসীন্যং জাতমতঃ শাপোহপি বঃ প্রাভূদন্যথা তু নৈব প্রাভবিষ্যদত এবাম্বরীষে মমৌদাসীন্যাভাবাৎ দুর্ব্বাসসঃ কোপাৎ ক্ষিপ্তজটায়া অপি বৈফল্যং, প্রত্যুত মৎস্বরূপচক্রকৃতঃ সন্তাপঃ সাক্ষান্ময়া ব্রহ্মণ্যেন কারিতমম্বরীষপাদপতনাদিকমিতি। যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্। অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো যেহনাগসৌ বয়মযুঙ্‌ক্ষ্মহি কিল্বিষেণেত্যগ্রিমবাক্যদৃষ্ট্যা চ নিন্দনপক্ষোহয়ং ব্যাখ্যাতঃ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যাদায়'—কর্ণদ্বয় প্রসারিত করিয়া 'শৃন্বন্তঃ'—শ্রবণকারী মুনিগণ। 'সতীং'—শ্রেষ্ঠা ও শোভনা, 'লঘ্বীং'—স্বল্পাক্ষর-যুক্তা, 'গুর্ব্বর্থগহ্বরাং'—বহু অর্থের দ্বারা দুষ্প্রবেশা (দুর্ব্বোধা), 'অগাধ-গম্ভীরাং'—অগাধ বলিতে যাহার অভিপ্রায় বুঝা যায় না, এবং গম্ভীর বলিতে বহিরের ও অভ্যন্তরের অর্থ যেখানে দুর্ব্বোধ, এতাদৃশ ভগবানের বাক্য বিচার করিয়াও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। ভগবান্ কি আমাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন, অথবা নিন্দা করিতেছেন? আমাদের প্রদত্ত দণ্ড অনুমোদন করিতেছেন, কিম্বা তাহার সঙ্কোচ করিতেছেন, অথবা একেবারেই উহা পরিহার করিতেছেন? আমাদিগকেই কি অপরাধী বলিয়া স্থির করিতেছেন, অথবা ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি অধিক প্রসন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন?—এইরূপভাবে বিবেচনা করিয়াও সেই মুনিগণ শ্রীহরির মনোগত অভিপ্রায় কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এখানে অভিনন্দন পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইল।

কিন্তু নিন্দাপক্ষে—ইহা ভগবানের অনভিপ্রেত হইলেও, শঙ্কিত মুনিগণের মনে উদয় হওয়ার সম্ভাবনায় এবং সরস্বতীপক্ষে অবসর প্রাপ্ত হওয়ায়, এইরূপ (নিম্নে) ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যেরূপ—'এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ মহ্যং' (২য় শ্লোক)—অর্থাৎ এই দুইজন জয় ও বিজয় নামক আমারই পার্ষদ—ইহা বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণকেও যে পরিচয় প্রদান করিতেছেন, ইহাতে, রে মূঢ়গণ! আমার পার্ষদদ্বয়েও অভিশাপ দিয়াছ? এতদূর শক্তি ধারণ কর?—ইহা ব্যঞ্জিত হইল। 'কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো'—ইত্যাদি, অর্থাৎ যেহেতু আমাকে তুচ্ছ করিয়া আপনাদের প্রতি অতিশয় অনুচিত ব্যবহার করিয়াছে—এখানে সনকাদির প্রতি অবজ্ঞার পূর্ব্বে ভগবানের প্রতি তুচ্ছীকরণের অভাবহেতু, ইহা তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কোপ-ব্যঞ্জিকা বক্রোক্তিই। (অভিধাবৃত্তিদ্বারা এক অর্থে যে বস্তু উক্ত হইয়াছে, শ্লেষ ও কাকুদ্বারা যদি তদ্‌ভিন্ন বস্তুর প্রতীতি হয়, তবে উহা বক্রোক্তি।) বস্তুতঃ এখানে চতুর্থ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দ্বারা—প্রথমে আমাকে তুচ্ছীকৃত করা হইয়াছে, তারপর আপনাদের অতিক্রম (অবহেলা)—এইরূপ কারণ ও কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যের বিপর্য্যয় ভগবান্ দেখাইতেছেন। [উপমান-দ্বারা নিগীর্ণ অর্থাৎ শব্দোপাত্ত না হইয়া লুপ্তপ্রায় উপমেয়ের নিরূপণ হইলে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। কার্য্য ও কারণের বিপর্য্যয়ে ইহা চতুর্থ অতিশয়োক্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ব্বে মুনিগণের প্রতি অবজ্ঞা করা হইয়াছে, ইহাই কারণ, তাহাতে ভগবানের অবহেলা, উহা কার্য্য—এখানে উহা বিপর্য্যয়রূপে প্রযুক্ত হওয়ায়, চতুর্থ অতিশয়োক্তি হইয়াছে।] 'স এবানুমতোহস্মাভিঃ' (৩য় শ্লোক), অর্থাৎ আপনাদের প্রদত্ত দণ্ডই আমি অনুমোদন করিলাম—ইহাতে যদি উহা আমার অনুমোদিতই হইত, তাহা হইলে আপনাদের কৃত দণ্ডও প্রদত্ত হইত না, কারণ পরে (২৯ শ্লোকে)—শ্রীভগবানই বলিবেন—'ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোহপি', ইত্যাদি, অর্থাৎ এই ব্রহ্মশাপ অন্যথা করিতে সমর্থ হইলেও, উহার অন্যথা করিতে ইচ্ছা করি না, ইহা আমার মত। তাহাতে আপনারাও কপর্দ্দক-মূল্যই হইতেন, অহো! আমার ব্রহ্মণ্যতাই আপনাদিগকে উন্মাদিত করিয়াছে—এই ভাব।

'তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে', (৪র্থ শ্লোক) ইত্যাদি, যেহেতু মদীয় ভৃত্যগণ আপনাদের যে তিরস্কার করিয়াছে, উহা আমার দ্বারাই করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি—ইহাতে জয় ও বিজয়ের প্রতি আত্মীয়ত্ব-রূপে স্বীকার করায় প্রেমাধিক্য দেখান হইয়াছে, অপরদিকে, 'সোঽহং ভবদ্ভ্যঃ'—(ষষ্ঠ শ্লোক) অর্থাৎ সেই আমি আপনাদের দ্বারাই শোভন ও তীর্থস্বরূপ কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইত্যাদি বাক্যে মুনিদিগের প্রতি আদরমাত্র দেখান হইয়াছে। আর, 'ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি'—(৬ষ্ঠ শ্লোক)—অর্থাৎ নিজবাহুস্থানীয় জনকেও ছেদন করি, ইত্যাদি বাক্যে পুনরায় তাহাদের প্রতি প্রেমাস্পদতা এবং 'যৎসেবয়া' (৭ম শ্লোক), অর্থাৎ যাঁহাদের সেবার দ্বারা, ইত্যাদি বাক্যে পুনরায় মুনিগণের প্রতি সমাদরই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সমস্ত বাহ্যই (অর্থাৎ লোক-দেখানর জন্যই উক্ত হইয়াছে), কারণ ব্রাহ্মণগণের সেবার দ্বারাই কি তাঁহার চরণরেণু পবিত্র হইয়াছে? তাহার (সেই সেবার) দ্বারাই কি অখিল জীবের মালিন্য অপসারিত হয়? তাহার জন্যই কি মহালক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না?—এই সকল কোন হেতুই নহে। 'নাহং তথাদ্মি', (৮ম শ্লোক), অর্থাৎ আমি সেইরূপ ভোজন করি না, ইত্যাদি বাক্যে—তোমরা ব্রাহ্মণজাতি ভোজন-প্রিয়ই, অতএব তোমাদিগকে কেবল ভোজনই করান উচিৎ, এই অর্থ। 'ব্রাহ্মণমুখেনাহং ভুঞ্জে', অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণগণের মুখে ভোজন করি—এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকায় জগতে ঘুরে ঘুরে অন্নই ভোজন কর (ঘাসই চর্ব্বণ কর)—ইহার দ্বারা শ্লেষোক্তিতে, ব্রাহ্মণ কেবল গরুর ন্যায় আদরণীয়, পশুর মত বুদ্ধি, এইজন্যই মৎপ্রদত্ত সম্মাননায় আনন্দিত হয়, কিন্তু তোমাদের দ্বারা আমার সুখতাৎপর্য্যময়ী কোনও পরিচর্য্যা সম্ভব নয়। 'যেষাং বিভর্মি', (৯ম শ্লোক), অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণগণের পাদপদ্মধূলি আমি মস্তকস্থ মুকুট দ্বারা ধারণ করি, ইত্যাদি বাক্যে কিরীটে ব্রাহ্মণের পদরজঃ ধারণের ফলেই আমার যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য। সেইরূপ সেই কারণেই আমার পাদোদক সর্ব্বজগৎপাবনী গঙ্গা—ইত্যাদি গৌরবপূর্ণ উপহাসেই ফলিত হইয়াছে। আর, 'দুহতীর্ম্মদীয়া' (১০ম শ্লোক), অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, গাভী প্রভৃতি আমার শরীর-স্থানীয়—ইহা বলায় ব্রাহ্মণ ও গাভীর মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেহেতু উভয়ই আমার শরীর, ইহাতে পুনরায় হাস্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

'যে ব্রাহ্মণান্' (১১শ শ্লোক), অর্থাৎ ভৎর্সনাকারী ব্রাহ্মণগণকেও যে সকল লোক অর্চ্চনা করে, ইত্যাদি বাক্যে—ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ স্বাভাবিকই ধর্ম্ম, যাহা আমি এবং আমার ভক্তগণ হাস্যই করিয়া থাকি। এইজন্য সহিষ্ণুতারূপ সুধা আমি আমার ভক্তগণকেই প্রদান করিয়াছি, সেই সহিষ্ণুতার দ্বারাই আমি তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি জয় ও বিজয়ের সহিষ্ণুতার (ধৈর্য্যের) অনুদয়-হেতু (উদয় না হওয়ায়), আমার সেখানে ঔদাসীন্য হইয়াছিল, অতএব তোমাদের অভিশাপও উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছে, অন্যথা কখনই উহা কার্য্যকরী হইত না। সুতরাং মহারাজ অম্বরীষের প্রতি আমার ঔদাসীন্যের অভাব-বশতঃই, মহামুনি দুর্ব্বাসার কোপ হইতে নিক্ষিপ্ত জটার বিফলতা দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ব্রহ্মণ্যদেব আমা কর্ত্তৃকই মৎস্বরূপভূত চক্রের দ্বারা কৃত (দুর্ব্বাসার) সন্তাপ এবং অম্বরীষ মহারাজের চরণে পতনাদি কার্য্য করান হইয়াছে। "যং বানয়োর্দমমধীশ", (২৫ শ্লোক) অর্থাৎ হে জগদীশ্বর! আপনার এই ভৃত্যদ্বয় জয়-বিজয়কে আমরা যেরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছি, যদি আপনি তাহা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ড, অথবা অধিক জীবিকা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকলই আমরা অনুমোদন করিতেছি। আমরা নিরপরাধী এই জয়-বিজয় নামক ভৃত্যদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিলাম, ইহাতে যদি আমাদের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করিতে হয়, তাহাও করুন, আমাদের আপত্তি নাই—এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যের দৃষ্টিতেও এই নিন্দন-পক্ষ ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১৪ ॥

———

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ ক্ষুভিতত্বচঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—প্রহৃষ্টাঃ (তদ্দর্শনেন আনন্দিতাঃ) ক্ষুভিতত্বচঃ (কুপিতা ক্ষুভিতা রোমাঞ্চিতা ত্বক্ যেষাং

তে) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সন্তঃ) তে বিপ্রাঃ (সনকাদয়ঃ) যোগমায়য়া আরব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ (আরব্ধঃ আবিষ্কৃতঃ পারমেষ্ঠ্যস্য পরমৈশ্বর্য্যস্য মহোদয়ঃ পরমোৎকর্ষঃ যেন তং হরিং) প্রোচুঃ (প্রত্যুত্তরং দত্তবন্তঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অভিনন্দনই করিতেছেন জানিয়া বিপ্রগণ আহলাদিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বরূপশক্তি দ্বারা ব্রহ্মত্বেরও পরমোৎকর্ষপ্রকাশক সেই ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নিন্দনাভিনন্দনয়োর্দ্বয়োরপি পক্ষয়োঃ পর্য্যবসানে কৃতরস্মিন্ ভগবদাভিমত্য বিশ্রান্তিরিতি চিরং বিমৃষ্যাভিনন্দনমেব নিশ্চিত্য হৃষ্যন্ত আহুস্তে ইতি। যোগমায়া স্বরূপশক্তিস্তয়া আরব্ধমনাদিত এব বিস্তারিতং পারমেষ্ঠ্যং পরমৈশ্বর্য্যং মহানুদয়শ্চ যস্য তম্। তস্মাদনন্যানধীন-মহামহৈশ্বর্য্যেণানেন প্রভুনা কস্যানুরোধেন স্তুতিগর্ভা নিন্দা কর্ত্তব্যা যদি বয়ং দণ্ড্যা এব ভবিষ্যাম তদা বিপ্রা ইমে মদ্ভক্তাপরাধীনো নরকে নিপতন্ত্বামিতি প্রকটমেবাবক্ষ্যদিতি বিবিচ্য ক্ষুভিতা রোমাঞ্চিতা ত্বগ্ যেষাং তে, কুপিতেতি পাঠে সংজাতরোমকূপোক্ত্যা রোমাঞ্চিতত্বমেবোক্তম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার নিন্দন ও অভিনন্দন দুইটি পক্ষের মধ্যে পরিশেষে কোন্ পক্ষে ভগবানের অভিমতের বিশ্রান্তি (অর্থাৎ ভগবান্ তিরস্কার বা প্রশংসা—কি করতে ইচ্ছা করেন) এই বিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করতঃ অভিনন্দনই স্থির করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতেছেন—'তে' ইতি। 'যোগমায়য়া'—যোগমায়া ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি, তাহার দ্বারা, 'আরব্ধ-পারমেষ্ঠ্য-মহোদয়ম্'—আরব্ধ বলিতে অনাদিকাল হইতেই বিস্তারিত হইয়াছে পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্য এবং মহান্ উদয় (উৎকর্ষ) যাঁহার, সেই ভগবান্‌কে তাঁহারা বলিলেন। অতএব যাঁহার মহান্ মহৈশ্বর্য্য অন্যের অধীন নয়, তাদৃশ প্রভু কাহার অনুরোধে (অপেক্ষায়) স্তুতিগর্ভ নিন্দা করিবেন ? যদি আমরা দণ্ডনীয়ই হইব, তাহা হইলে—'এই ব্রাহ্মণগণ আমার ভক্তের নিকট অপরাধী, অতএব ইহারা নরকে নিপতিত হউক্'—এইরূপ প্রকাশ্যেই বলিতেন, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক—'ক্ষুভিত-ত্বচঃ'—ক্ষুভিত অর্থাৎ রোমাঞ্চিত (স্পন্দিত) হইয়াছে ত্বক্ যাঁহাদের, সেই মুনিগণ, অর্থাৎ তাঁহারা পুলকিত শরীর হইয়া (ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন)। এখানে 'কুপিত-ত্বচঃ'—এই পাঠান্তরে সংজাত অর্থাৎ উৎপন্ন রোমকূপ—এই উক্তিতে রোমাঞ্চিতত্বই বলা হইল। (রোমমূলসমূহের উচ্ছূনরূপে তদন্তরালে সংজাত হইয়াছে কূপের ন্যায় নিম্নপ্রদেশ যেখানে, তাদৃশ ত্বক্-সকল—ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ) ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—তদ্ভ্রবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যমিত্যুক্তম্ ॥১৫॥

শ্রীঋষয়ঃ উচুঃ—

ন বয়ং ভগবন্ বিদ্মস্তব দেব চিকীর্ষিতম্।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষয়ঃ উচুঃ—(হে) ভগবন্ (হে) দেব, (স্বয়ং) অধ্যক্ষঃ (সর্ব্বেশ্বর সন্) যৎ মে (ময়ি) অনুগ্রহঃ (ইতি ময়া অপরাধঃ) কৃতঃ ইতি চ যৎ প্রভাষসে (কথয়সি) তব চিকীর্ষিতম্ (তৎ অভিপ্রায়ং) বয়ং ন বিদ্মঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ বলিলেন,—'হে ভগবন্, আপনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও 'আমার প্রতি আপনারা অনুগ্রহ করিলেন' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করায় আপনার অভিপ্রায় আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং জ্ঞাততত্ত্বা অপি তদভিপ্রায়ং তন্মুখাদেব শ্রোতুং পুনঃ প্রশ্নগর্ভমাহুঃ—ন বয়মিতি। চিকীর্ষিতং অনুগ্রহং নিগ্রহং বেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাদধ্যক্ষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সন্নস্মান্ প্রত্যপি কৃতো মেঽনুগ্রহো যুষ্মাভিরিতি ভাষসে তদসম্ভাব্যত্বাদস্মান্নিজিঘৃক্ষুরেব প্রথমমুপহসসি ; কিংবা, ব্রহ্মণ্যত্বাৎ স্বকৃতধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থমস্মাননুজিঘৃক্ষুরেব বাস্তবমেব স্তৌষীতি ত্বচ্চিকীর্ষিতং জ্ঞাতুমসমর্থানজ্ঞানস্মান্ স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়েতি ধ্বনিঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে সেই মুনিগণ তত্ত্ব জানিলেও, শ্রীভগবানের অভিপ্রায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই শ্রবণের অভিপ্রায়ে পুনরায় প্রশ্নমুখে বলিতেছেন—'ন বয়ম্' ইতি, অর্থাৎ আমরা বুঝিতে পারি-

তেছি না আপনার অভিমত কি? 'চিকীর্ষিতং'—অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ, কি আপনি করিতে ইচ্ছা করেন। 'যদ্ অধ্যক্ষঃ'—যেহেতু আপনি অধ্যক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর হইয়া আমাদের প্রতিও, 'আমার প্রতি আপনারা অনুগ্রহ করিলেন'—ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন, তাহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া, আমাদিগকে নিগ্রহ করিবার অভিলাষেই প্রথমতঃ উপহাস করিতেছেন, কিংবা, ব্রহ্মণ্যত্ব-হেতু (ব্রাহ্মণগণের হিতকারী বলিয়া) স্বকৃত (বেদ) ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই প্রকৃতই স্তুতি করিতেছেন—এইরূপ আপনার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে অসমর্থ, অজ্ঞ আমাদিগের নিকট নিজের অভিমত জ্ঞাপন করুন—ইহা ধ্বন্যর্থ ॥ ১৬ ॥

— ——

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো।
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, ব্রহ্মণ্যস্য (ব্রাহ্মণেভ্যঃ হিতস্য) তে (তব সম্বন্ধে) ব্রাহ্মণাঃ কিল (লোকশিক্ষার্থং) পরং দৈবম্। (বস্তুতস্তু) দেবদেবানাং (দেবপূজ্যানাম্ অপি) বিপ্রাণাং ভগবান্ (ত্বম্ এব) আত্মদৈবতম্ (আত্মা চ দৈবতম্ আরাধ্যশ্চ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ আপনার পরমদেবতা, ইহা লোকশিক্ষার্থ বলেন, সত্য, কিন্তু দেবপূজ্য ব্রাহ্মণগণের আপনিই মূলদেবতা ও উপাস্য বস্তু ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীমুখবাক্যানাং দুর্জ্ঞেয়ত্বং প্রপঞ্চয়ন্ত আহুঃ—ব্রহ্মণ্যস্য তব ব্রহ্মণ্যত্বেনৈব দৈবতমিতি তবৈব দৈবতত্বং বাস্তবং, ন তু ব্রাহ্মণানাং, শ্লেষেনাত্মা দৈবতঞ্চেতি ত্বাং বিনা তে মৃতকা এব তদপি ত্বং যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুমিত্যাদি যৎ ব্রূষে তৎ কিং স্বিদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবানের শ্রীমুখবাক্যের দুর্জ্ঞেয়ত্ব বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন — 'ব্রহ্মণ্যস্য', ব্রাহ্মণগণের হিতকারী আপনার ব্রহ্মণ্যত্ব গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ আপনার নিকট দেবতা, কিন্তু আপনারই দৈবতত্ব বাস্তব, ব্রাহ্মণগণের নহে, (কারণ আপনি ব্রাহ্মণগণের মূল দেবতা, গুরু এবং আত্মতুল্য উপাস্যদেবতা)। শ্লেষোক্তিতে—আত্মা এবং আরাধ্য দেবতা —ইহা বলায়, আপনি ব্যতিরেকে তাহারা আত্মাহীন মৃতকই, তথাপি আপনি 'যৎসেবয়া'—(৭ম শ্লোক) অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণগণের সেবার দ্বারা আপনার চরণপদ্মের পবিত্ররেণু—ইত্যাদি যাহা বলিতেছেন, তাহা কি (সত্য)?—এই ভাব ॥ ১৭ ॥

————

ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্ম্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব।
ধর্ম্মস্য পরমো গুহ্যো নির্ব্বিকারো ভবান্ মতঃ ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—সনাতনঃ (নিত্যঃ) ধর্ম্মঃ ত্বত্তঃ (ত্বৎসকাশাৎ এব ভবতি) তব তনুভিঃ (অবতারৈঃ চ) রক্ষ্যতে। ভবান্ ধর্ম্মস্য পরমঃ (ফলরূপঃ অতঃ) গুহ্যঃ (গোপ্যঃ) নির্ব্বিকল্পঃ (নির্ব্বিকারঃ) মতঃ (তত্ত্ববিদ্ভিঃ জ্ঞাতঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনা হইতে সনাতনধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং আপনার অবতারসমূহদ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে এবং নির্ব্বিকার আপনিই ঐ ধর্ম্মের পরমগুহ্য ফলস্বরূপ—ইহাই শাস্ত্রবিদ্‌গণের অভিমত। অতএব আপনার এবম্ভূত আচরণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চানুষ্ঠীয়মানেন ধর্ম্মেণৈব লোকাঃ পূজ্যা ভবন্তি। স ধর্ম্মস্তদ্ভক্তিলক্ষণ এব ন বর্ণাশ্রমনিষ্ঠঃ। তঞ্চ ধর্ম্মং তদ্ভক্তা এব প্রবর্ত্তয়ন্তীতি ত্বদ্ভক্তা ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠা ইত্যাহুঃ—ত্বত্তঃ প্রাদুর্ভূতো ভক্তিলক্ষণঃ সনাতনো ধর্ম্মঃ 'দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনামিতি' দৃষ্ট্যা, তব তনুভির্ভক্তৈ রক্ষ্যতে সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তনাদিত্যর্থঃ। তস্য চ ধর্ম্মস্য পরমঃ ফলরূপঃ ন চ স্বর্গাদিফলবদ্বিকারী কিন্তু নির্ব্বিকারঃ ভবানেব মতঃ ত্বৎপ্রাপ্তিরেব ত্বদ্ভক্তেঃ ফলমিত্যর্থঃ। অত্র সনাতন-নির্ব্বিকারপদাভ্যামন্যো ধর্ম্মো ন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্মের দ্বারাই সকল লোক পূজনীয় হন। সেই ধর্ম্ম আপনাতে ভক্তিলক্ষণই (অর্থাৎ ভগবানে ভক্তি করাই ধর্ম্ম), কিন্তু উহা বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠ ধর্ম্ম নহে। সেই ভক্তি-ধর্ম্ম আপনার ভক্তগণই প্রবর্ত্তন করেন, এইহেতু আপনার ভক্তগণ ব্রাহ্মণগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ,

ইহাই বলিতেছেন—'ত্বত্তঃ', আপনা হইতেই ভক্তি-লক্ষণ সনাতন ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যেমন—(শ্রীদশমে নলকূবর-মণিগ্রীবের প্রার্থনায়) 'দৃষ্টিঃ সতাং', অর্থাৎ আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ যে সাধুজন, তাঁহাদের দর্শনে আমাদের যেন দৃষ্টি থাকে—ইত্যাদি প্রমাণে আপনার তনুসদৃশ ভক্তগণের দ্বারাই সেই ভক্তিধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে, অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বারাই সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে—এই অর্থ। সেই ধর্ম্মের পরম ফলস্বরূপ এবং উহা স্বর্গাদি ফলের ন্যায় বিকারী নহে, কিন্তু নির্ব্বিকার আপনিই—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত ; অর্থাৎ আপনার প্রাপ্তিই আপনাতে ভক্তি করার ফল—এই অর্থ। এখানে সনাতন এবং নির্ব্বিকার—এই দুইটি পদের উল্লেখ থাকায়, ইহা (ভক্তিধর্ম্ম ভিন্ন) অন্য ধর্ম্ম, এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—ধর্ম্মস্যাপি দুর্জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

———

তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ।
যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎপরৈঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—যদনুগ্রহাৎ (যস্য তব কৃপয়া) নিবৃত্তাঃ (বিরক্তাঃ) যোগিনঃ (ভক্তিযোগশীলাঃ) অঞ্জসা (অনায়াসেনৈব) মৃত্যুং (জন্মমরণাদি) তরন্তি, সঃ ভবান্ যৎ পরৈঃ (অন্যৈঃ) অনুগৃহ্যেত (কৃপাং প্রার্থয়েৎ তৎ) কিং স্বিৎ (ন কিঞ্চিৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অনুগ্রহে লোকসমূহ বৈরাগ্য-যুক্ত যোগী হইয়া অনায়াসে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায়, এবম্বিধ আপনি অন্যের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী, ইহার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বপি ব্রাহ্মণেষু মধ্যে প্রবৃত্তি-নিষ্ঠেভ্যো নিবৃত্তাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপি যোগিনস্তেঽপি যদনুগ্রহান্মৃত্যুং তরন্তি, স ভবান্ যৎপরৈরন্যৈরনু-গৃহ্যেত তৎ কিং স্বিদিতি প্রশ্নো বিস্ময়াধিক্যেন ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিষ্ঠ হইতে নিবৃত্তি-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতেও (ভক্তিনিষ্ঠ) যোগিগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও যে আপনার অনুগ্রহে অনায়াসে মৃত্যু হইতে (জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রবাহ হইতে) পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন, সেই আপনি অন্যের দ্বারা অনুগৃহীত হন—ইহা কিরূপ ? 'কিং স্বিদ্'—ইহা বিস্ময়াধিক্যে প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥

———

যং বৈ বিভূতিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈ-
রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রি তুলসীনবদামধাম্নো
লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থার্থিভিঃ (অর্থঃ ঐশ্বর্য্যাদিঃ তদর্থিভিঃ দেবমনুষ্যাদিভিঃ) স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ (ধৃতপাদরেণুঃ যস্যাঃ সা) বিভূতিঃ (লক্ষ্মীঃ) ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসী-নবদামধাম্নঃ (ধন্যৈঃ সুকৃতিভিঃ অর্পিতম্ অঙ্ঘ্রৌ যৎ তুলস্যাঃ নবং দাম মালা তদ্ধাম স্থানং যস্য তস্য) মধুব্রতপতেঃ (ভ্রমরমুখ্যস্য) লোকং (স্থানং ত্বচ্চ-রণং) কাময়ানা (কাময়মানা) ইব (এব) অনু-বেলম্ (অবসরে অবসরে) যং (ত্বাং) বৈ উপযাতি (সেবতে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভক্ত ভিন্ন অন্য ঐশ্বর্য্যাভিলাষী পুরুষ-গণ স্ব-স্ব-মস্তক দ্বারা যাঁহার পদরেণু ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী, সুকৃতিমান্ পুরুষ-প্রদত্ত ভগবচ্চরণের নবীন তুলসীদলস্থিত ভ্রমর-রাজের স্থান আপনার পদ কামনা করিয়াই যেন অবসরে অবসরে আপনাকে সেবা করিতেছেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চোক্তম্—'যৎসেবয়া চরণপদ্ম-পবিত্ররেণুং সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্ ; ন শ্রীবিরক্তমপি মাং বিজহ্যাতী'তি তদপ্যসম্ভবত্বাদিতি দুর্জ্ঞেয়মিত্যাহুর্দ্বাভ্যাম্। যং ত্বাং বিভূতিঃ সম্পত্তি-রূপা লক্ষ্মীঃ অনুবেলং অবসরে অবসরে উপযাতি সেবতে, ধৃতঃ পাদরেণুর্যস্যাঃ সা। ধন্যৈর্ভক্তৈরর্পিতং অঙ্ঘ্রৌর্যত্তুলস্যা নবদাম তত্রৈব ধাম ঐশ্বর্য্যং যস্য তস্য মধুব্রতপতের্ভ্রমরমুখ্যস্য লোকমঙ্ঘ্রিং কাময়মানা ইব ত্বৎকান্তাপি ত্বদ্ভক্তৈবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর, আপনি যে বলিয়াছেন, 'যৎ সেবয়া' (৭ম শ্লোক) অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া আমার চরণপদ্মরেণু পবিত্র ও অখিল লোকের পাপহারী হইয়াছে এবং আমি স্বয়ং এতা-দৃশ স্বভাব লাভ করিয়াছি, যাঁহাদের সেবার ফলে

আমি বিরক্ত (নিরাসক্ত) হইলেও লক্ষ্মীদেবী আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ত্যাগ করেন না, ইত্যাদি—তাহাও অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া আপনি দুর্জ্ঞেয়ই, ইহা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকের দ্বারা—'যং বৈ', যে আপনাকে 'বিভূতিঃ'—সম্পত্তিরূপা লক্ষ্মী, 'অনুবেলং'—অবসরে অবসরে, অর্থাৎ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেবা করিয়া থাকেন। 'ধৃতপাদরেণুঃ'—যে লক্ষ্মীদেবীর পাদরেণু সকাম পুরুষগণ নিজ নিজ মস্তক দ্বারা প্রার্থনা করেন, (তিনিও আপনার শ্রীচরণই কামনা করেন)। 'ধন্যার্পিত'—সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণের দ্বারা অর্পিত হইয়াছে শ্রীচরণযুগলে যে তুলসীর নবদাম (মাল্য), সেইখানেই যাহার ঐশ্বর্য্য, সেই ভ্রমরশ্রেষ্ঠের যে স্থান (ভগবানের) শ্রীচরণ, তাহাই লক্ষ্মীদেবী যেন নিরন্তর কামনা করিতেছেন, (অর্থাৎ পত্নীর উচিত সেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচরণ সেবারই যেন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন)। ইহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী আপনার কান্তা হইলেও আপনার ভক্তই—এই অর্থ (প্রকাশ পাইতেছে) ॥ ২০ ॥

মধ্ব— মধুব্রতপতেঃ—সারগ্রাহিণাং পতেঃ। অঙ্ঘ্রিস্থতুলসীলোকং স্থানমুরসিস্থাপি স্পর্দ্ধয়েব কাময়ানা লব্ধাপি বক্ষসি পদমিতি চ ॥ ২০ ॥

———

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুরবর্ত্তমানাং
নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ পুনীতঃ
শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ (একান্তভক্তেষু প্রকৃষ্টসঙ্গবান্) যঃ ত্বং বিবিক্তচরিতৈঃ (বিশুদ্ধৈঃ পরিচরণৈঃ) অনুবর্ত্তমানাং (সেবমানাম্ অপি) তাং (লক্ষ্মীং) ন অত্যাদ্রিয়ৎ (ন অতীব আদৃতবান্), সঃ (পরমসৌভাগ্যনিধিঃ) ত্বং ভগভাজনঃ (স্বতঃএব ভজনীয়ানাং গুণানাম্ আশ্রয়ঃ পরমশুদ্ধঃ চ) দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃ (দ্বিজানাম্ অনুপথং পথি পথি লগ্নং যৎ পুণ্যং রজঃ তথা) শ্রীবৎসলক্ষ্ম (লক্ষ্মীনিবাসচিহ্ন চ) কিং (ত্বাং) পুনীতঃ (পবিত্রীকুরুতঃ), কিং (কিমর্থঞ্চ তে উভে) অগাঃ (প্রাপ্তঃ ভূষণত্বেন স্বীকৃতবান্ অসি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আপনি পরমভাগবতগণে এতই আসক্ত যে, বিশুদ্ধ পরিচর্য্যাদ্বারা সেবাকারিণী লক্ষ্মীকেও অধিক আদর করেন না। সেই সর্ব্বসৌভাগ্যনিধি, স্বয়ংই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও পরমশুদ্ধ যে আপনি, সেই আপনাকে পথে পথে সংলগ্ন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি ও শ্রীবৎসচিহ্ন কি পবিত্র করিতেছে? এবং কি জন্যই বা আপনি এই উভয়কে ভূষণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন? আপনার ঐ সকল লোকশিক্ষার্থই মনে করি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বিবিক্তচরিতৈর্বিশুদ্ধৈঃ পরিচরণৈঃ নাত্যাদ্রিয়ৎ নাতীবাদৃতবান্। অত্রাতিশব্দেন পত্নীত্বেনৈব নাদ্রিয়ত ভক্তত্বাংশেন ত্বাদ্রিয়তৈব; যতঃ পরমভাগবতেষ্বেব প্রকৃষ্টঃ সঙ্গ আসক্তির্যস্য সঃ। স ত্বং লক্ষ্ম্যা সদৈবাপেক্ষমাণোঽপি তস্যাং নিরপেক্ষোঽপি ব্রাহ্মণ-প্রসাদাদেব মাং শ্রীর্ন জহাতীতি যদ্ব্রূষে তৎ কিং স্বিদিতি ভাবঃ। তথা দ্বিজানামনুপথং পথি পথি লগ্নং যৎ পুণ্যং রজঃ তথা শ্রীবৎসলক্ষ্ম চ কিং অগাঃ প্রাপ্তবানসি কিং তত এব হেতোস্ত্বং ভগভাজনঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবানভূঃ তথা পুনীতঃ তে এব পুণ্যরজঃ-শ্রীবৎসলক্ষ্মণী ত্বাং পবিত্রীকুরুত এতৎ সর্ব্বং দুর্জ্ঞেয়ং কিং স্বিদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবিক্তচরিতৈঃ অনুবর্ত্তমানাং'—বিশুদ্ধচরিত্র ঋষিগণ কর্তৃক সেবমানা লক্ষ্মীকেও, 'ন অত্যাদ্রিয়ৎ'—অতিশয় আদর করেন না। এখানে অতি-শব্দের দ্বারা পত্নীত্বরূপে আদর করেন না, কিন্তু ভক্তত্ব অংশে আদর করেনই, যেহেতু 'পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ'—পরম ভাগবতগণেই আপনার প্রকৃষ্ট আসক্তি। সেই আপনি লক্ষ্মীর দ্বারা সর্ব্বদা অপেক্ষমাণ হইলেও এবং তাঁহাতে নিরপেক্ষ হইয়াও—'ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহেই লক্ষ্মীদেবী আমাকে পরিত্যাগ করেন না'—এইরূপ যে বলিতেছেন—তাহা কি?—এই ভাব। সেইরূপ—'পথে পথে সংলগ্ন ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র পদধূলি ও শ্রীবৎসলক্ষ্ম আমাকে পবিত্র করুন'—ইহা যে বলিতেছেন, তাহা কি আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন? এবং সেই কারণেই কি আপনি 'ভগ-ভাজনঃ', অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ হইয়াছেন? সেইরূপ 'পুনীতঃ' অর্থাৎ সেই পুণ্য পাদরজঃ এবং শ্রীবৎসচিহ্ন—এই দুইটি আপনাকে পবিত্র করিতেছে—এই

সকল আপনার বাক্য কি দুর্জ্ঞেয় নহে ?—এই অর্থ ॥ ২১ ॥

মধ্ব—পরমভাগবতত্বেন তস্যামত্যাদঃ ন তু কামাৎ ।

হরিভক্তির্হরেঃ প্রীতির্জ্ঞানানন্দাদয়ো গুণাঃ ।
অধিকারে চ মুক্তৌ চ ব্রহ্মবায়োশ্চ তৎস্ত্রিয়োঃ ॥
শেষবীন্দ্রহরাণাং চ তৎস্ত্রীণাং বাসবাদিনাম্ ।
যথাক্রমং তু বিজ্ঞেয়া ভূমৌ কারণতোহন্যথা ॥
দেহস্য লক্ষণং চৈব ভূমাবপ্যন্যথা ভবেৎ ।
ব্রহ্মাদিষু ক্রমেণৈব নিত্যং স্যাদ্দেহলক্ষণম্ ॥
শ্রিয়োঽধিকা গুণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বেভ্যো নিয়মেন তু ।
উক্তাশ্চৈবাপ্যনুক্তাশ্চ ততো বিষ্ণোর্ন সংশয়ঃ ॥

ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ত্রিভিঃ স্বৈঃ
পদ্ভিশ্চরাচরমিদং দ্বিজদেবতার্থম্
নূনং ভৃতং তদভিঘাতি-রজস্তমশ্চ
সত্ত্বেন নো বরদয়া তনুবা নিরস্য ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ত্রিযুগ (ত্রিষু এব যুগেষু আবির্ভবতি ইতি, যদ্বা, ত্রীণি যুগানি যুগলানি ষড়্‌গুণাঃ ভগশব্দবাচ্যাঃ সন্তি অস্য ইতি ত্রিযুগঃ), ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মরূপস্য) ভগবতঃ তে (তব) নঃ (অস্মাকং) বরদয়া (অভীষ্টপ্রদয়া) সত্ত্বেন (সত্ত্বময্যা) তনুবা (তন্বা সত্ত্বমূর্ত্ত্যা) তদভিঘাতিরজস্তমঃ চ (তেষাং ধর্ম্মপাদানাম্ অভিঘাতকং রজঃ চ তমঃ চ) নিরস্য (নিরাকৃত্য) স্বৈঃ (অসাধারণৈঃ) ত্রিভিঃ পদ্ভিঃ (তপঃশৌচদয়াদিভিঃ) দ্বিজদেবতার্থং (দ্বিজানাং দেবতানাং চ প্রয়োজনায়) ইদং চরাচরং (চরাচরাত্মকং বিশ্বং) নূনং ভৃতং (পালিতম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি ত্রিযুগ অর্থাৎ ত্রিযুগেই সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন, (অথবা ত্রিযুগল অর্থাৎ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য বা ভগ আপনাতে বর্ত্তমান), সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ আপনার অসাধারণ তপস্যা, শৌচ ও দয়ারূপ তিনটি পদ, উহাদের অভিঘাতক রজঃ ও তমোরূপ গুণদ্বয়কে নিরসন করিয়া আমাদের প্রতি বরপ্রদায়িনী বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তি-দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের প্রয়োজনার্থ উক্ত পদত্রয়-দ্বারা এই চরাচর বিশ্বকে পালন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, বিপ্রা বয়মিতঃ পূর্ব্বং ত্বত্তঃ পরাভবং নৈব প্রাপ্তা ইত্যাহুঃ—ধর্ম্মস্যেতি । ত্রিষ্বেব যুগেষু—স্পষ্ট আবির্ভবসীতি হে ত্রিযুগ ; যদ্বা, ত্রীণি যুগলানি ষড়্‌গুণাঃ ভগবচ্ছব্দবাচ্যাঃ সন্ত্যস্যেতি ত্রিযুগঃ, ত্রিভিস্তপঃশৌচদয়াদিভিঃ স্বৈঃ অসাধারণৈঃ পদ্ভিঃ ইদং বিশ্বং ভৃতং পালিতং, সত্যস্য ধর্ম্মবিপ্লবেঽপি কলাবনুবর্ত্তমানত্বাত্ত্রিভিরিত্যুক্তম্ । দ্বিজদেবতার্থং দ্বিজানাং দেবতানাঞ্চ প্রয়োজনায়ৈব নূনং ভৃতং, কিং কৃত্বা নোঽস্মাকং বরদায়িন্যা তনুবা তন্বা তদভিঘাতি তেষাং পাদানামভিঘাতকং রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বগুণেন নিরস্য নিরাকৃত্য ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ব্রাহ্মণ আমরা ইহার পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে কখনই পরাভব প্রাপ্ত হই নাই, ইহা বলিতেছেন—'ধর্ম্মস্য' ইতি । 'ত্রিযুগ'—তিনটি (সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর) যুগেই স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এইজন্য হে ত্রিযুগ ! [ইহার দ্বারা 'ছন্নঃ কলৌ'—কলিকালে প্রচ্ছন্নরূপে আবির্ভাবের ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।] অথবা—তিনটি যুগল অর্থাৎ ভগশব্দ-বাচ্য ষড়্‌বিধ গুণ (ঐশ্বর্য্য) আপনাতে বিদ্যমান, এইজন্য ত্রিযুগ । 'ত্রিভিঃ স্বৈঃ পদৈঃ'—তপস্যা, শৌচ ও দয়ারূপ স্বীয় অসাধারণ পদের দ্বারা এই বিশ্ব 'ভৃতং'—পালন করিতেছেন । কলিকালে ধর্ম্ম-বিপ্লব হইলেও সত্যের অনুবর্ত্তমানত্ব-হেতু তিনটি পদের দ্বারা, এইরূপ উক্ত হইল । 'দ্বিজদেবতার্থং'—ব্রাহ্মণগণের এবং দেবতাদিগের প্রয়োজনের নিমিত্তই, 'নূনং ভৃতং'—নিশ্চিতই আপনি পালন করিতেছেন । 'কিং কৃত্বা'—করিয়া ? তাহাতে বলিতেছেন—'নো বরদয়া তনুবা'—আমাদিগের বরদায়িনী (অভীষ্টপ্রদা) শ্রীমূর্ত্তির (প্রকাশের) দ্বারা, সেই তপঃ, শৌচ ও দয়ারূপ তিনটি পাদের অভিঘাতক রজঃ ও তমোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা 'নিরস্য'—নিরাকৃত করিয়া ॥ ২২ ॥

মধ্ব—ধারণাদ্ভগবান্ ধর্ম্মো যমনাদ্ যম উচ্যতে ॥ ইতি শব্দনির্ণয়ে ।

অনন্তাসনবৈকুণ্ঠক্ষীরসাগরগৈস্ত্রিভিঃ ।
রক্ষাং করোতি ভগবান্ কপিলঃ সত্ত্ববর্দ্ধনাৎ ॥
অসত্ত্বোঽপি রজশ্চৈব তমশ্চাপি নিরস্য তু ।

ইতি মূর্ত্তিভেদে। কপিলো বরদশ্চৈব বিকলশ্চেতি কথ্যতে ইতি চ। অতঃ সত্ত্বস্য কারণত্বমাত্রং কপিলো বরদা তনুঃ ॥ ২২ ॥

ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদি হাত্মগোপং
গোপ্তা বৃষস্ত্বর্হণেন সসুনৃতেন।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব পন্থা
লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎ প্রমাণম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে (দেব), আত্মগোপং (আত্মনা ত্বয়া এব গোপঃ রক্ষা যস্য তৎ, ত্বয়া এব রক্ষণীয়ং) দ্বিজোত্তমকুলং (দ্বিজোত্তমানাং কুলং সমূহং) সসুনৃতেন (প্রিয়বাক্যসহিতেন) অর্হণেন (পূজনেন) বৃষঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ত্বং যদি হ (স্ফুটং) গোপ্তা (রক্ষয়িতা) ন (ন ভবিষ্যতি), তর্হি (তদা) এব তব (ত্বয়া প্রবর্ত্তিতঃ) শিবঃ পন্থাঃ (বেদমার্গঃ) নঙ্ক্ষ্যতি (নাশং যাস্যতি); হি (যস্মাৎ) লোকঃ ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য তব) তৎ (তব যদ্ আচরিতং তদেব অনর্হণম্ অসুনৃতং চ) প্রমাণং (প্রমাণত্বেন) অগ্রহীষ্যৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও যদি সুমধুর বাক্য ও পূজাদ্বারা আপনার রক্ষণীয় দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের রক্ষা না করেন, তবে আপনার মঙ্গলময় বেদমার্গ একেবারে বিনষ্ট হইবে; যেহেতু লোকসকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদধুনাপ্যস্মাসু তবানুগ্রহ এবায়ম্, ন তু নিগ্রহ ইতি নিশ্চিত্য সমাশ্বসিম ইত্যাহুঃ। দ্বিজোত্তমানাং কুলং আত্মগোপং ত্বয়ৈব রক্ষণীয়ং ত্বং যদি হ স্পষ্টং ন গোপ্তা নাগোপায়িষ্যৎ। বৃষো ধর্ম্মরূপঃ শ্রেষ্ঠো বা তর্হি হে দেব, পন্থাঃ বেদমার্গো নঙ্ক্ষ্যতি অনঙ্ক্ষ্যৎ, ঋষভস্য হি যস্মাৎ তদনর্হণং অসুনৃতঞ্চ অগ্রহীষ্যৎ। যদুক্তং গীতাসু—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে" ইতি। অতোঽস্মাস্বঘটমানমপি যৎসেবয়েত্যাদি তদ্বচো লোকশিক্ষার্থমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এখনও আমাদিগের প্রতি আপনার ইহা অনুগ্রহই, কিন্তু নিগ্রহ নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আশ্বস্ত হইব—ইহা বলিতেছেন। 'দ্বিজোত্তমকুলং'—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের কুল, যাহা 'আত্মগোপং'—আপনার দ্বারাই রক্ষণীয়, 'ত্বং যদি'—আপনি যদি, 'হ'—স্পষ্টরূপে, 'ন গোপ্তা'—না রক্ষা করেন (অর্থাৎ আপনি যদি সুমধুর সত্যবাক্য ও পূজাদির দ্বারা আপনারই প্রতিপাল্য ঐ ব্রাহ্মণকুলকে রক্ষা না করেন), 'বৃষঃ'—ধর্ম্মরূপ বা শ্রেষ্ঠ আপনি, 'তর্হি'—তাহা হইলে, হে দেব! আপনার মঙ্গলময় বেদমার্গ বিনষ্ট হইবে, 'হি'—যেহেতু, 'ঋষভস্য'—শ্রেষ্ঠ আপনার, 'তদনর্হণং অসুনৃতঞ্চ'—সেই অপূজনীয় এবং কর্কশ ভাষণ লোকে গ্রহণ করিবে। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করে, অপর জন তাহা তাহা (সেইরূপই) আচরণ করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণিত করেন, অপর জন তাহারই অনুবর্ত্তন করে।' অতএব আমাদের দ্বারা অঘটমান হইলেও, 'যৎসেবয়া'—যে ব্রাহ্মণগণের সেবার দ্বারা—ইত্যাদি আপনার বাক্য লোক-শিক্ষার নিমিত্তই, ইহাই আপনার অভিপ্রায় ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—আত্মৈব গোপো যস্য তদাত্মগোপম্ ॥২৩॥

ততেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ
ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্ব্বত বিশ্বভর্ত্তুস্তেজঃ
ক্ষতং ত্ববনতস্য স তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বনিধেঃ (বিশুদ্ধসত্ত্বনিধেঃ) জনায় (লোকস্য) ক্ষেমং (মঙ্গলং) বিধিৎসোঃ (কর্ত্তুম্ ইচ্ছোঃ) নিজশক্তিভিঃ (রাজাদিভিঃ) উদ্ধৃতারেঃ (উদ্ধৃতাঃ উৎপাটিতাঃ অরয়ঃ ধর্ম্মপ্রতিপক্ষাঃ যেন তস্য) তে (তব) তৎ (বেদমার্গনশনম্) অনভীষ্টম্ (অনভীপ্সিতম্) ইব (এব)। বত (অহো) এতাবতা (ধর্ম্মত্রাণ-প্রয়োজনেন) তু ত্র্যধিপতেঃ (ত্রিলোকস্বামিনঃ ত্রিগুণনিয়ন্তুঃ বা) বিশ্বভর্ত্তুঃ (জগৎপাতুঃ) অবনতস্য (নমনং কৃতবতঃ তব) তেজঃ (প্রভাবঃ) ন ক্ষতং (ন ক্ষীণং যতঃ) সঃ (নমনাদিঃ) তে (তব) বিনোদঃ (লীলামাত্রম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—বেদমার্গ বিনষ্ট করা আপনার অভি-

লায় নয়, যেহেতু আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বের নিধিস্বরূপ এবং লোকসমূহের মঙ্গলকামনায় নিজ শক্তিস্বরূপ রাজাদি অবতার দ্বারা ধর্ম্মপ্রতীপদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্য আপনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর এবং বিশ্বের পালনকর্ত্তা হইয়াও যে ব্রাহ্মণগণের নিকট অবনত হওয়ার অভিনয় করেন, তাহাতে আপনার প্রভাব ক্ষীণ হয় না ; বরং তাহা আপনার এক লীলা (কৌতুকবিশেষ) বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নশ্যতু পন্থাস্তত্রাহুঃ—তৎ বেদমার্গনশনং, ইবেতি লোকোক্তিঃ। জনায়েতি 'ক্রিয়য়া সম্প্রদানং ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যমিতি', ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বা। অতএব নিজশক্তিভির্লোকে রাজাদিভিরুৎপাটিতধর্ম্মপ্রতিপক্ষস্য। ননু তদপি পরমোৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্টেষ্ববনতিস্তেজোহানিকরী, তত্রাহুঃ—নৈতাবতেতি। এতাবতা তু ধর্ম্মত্রাণপ্রয়োজনেন অবনতস্য নমনং কৃতবতস্তব তেজঃ প্রভাবঃ ন ক্ষতং ন ক্ষীণং ; যতঃ স নমনাদিস্তে বিনোদঃ কৌতুকবিশেষ এব ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—বেদমার্গ নষ্ট হয়, হউক্। তাহাতে বলিতেছেন—'তৎ অনভীষ্টম্ ইব'—তাহা, অর্থাৎ সেই বেদমার্গের বিনশন আপনার অভিপ্রেত নহে, 'ইব'—ইহা লোকোক্তি, অর্থাৎ জনগণ এইরূপই বলিয়া থাকে। 'জনায় ক্ষেমং বিধিৎসোঃ'—জনগণের মঙ্গলবিধান করিবার ইচ্ছুক আপনার। 'জনায়'—এই স্থলে ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন—'ক্রিয়য়া' ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ত্তা যাহার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাহাও সম্প্রাদান কারক। এখানে সকল লোকের উদ্দেশ্যে মঙ্গল করিতে অভিলাষী আপনার—এইরূপ অর্থ। অথবা ষষ্ঠীর অর্থে এখানে বিবক্ষাবশতঃ চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। 'নিজশক্তিভিঃ'—অতএব নিজশক্তিস্বরূপ রাজাদি অবতার দ্বারা, 'উদ্ধৃতারেঃ'—ধর্ম্মের প্রতিপক্ষ অসুরদিগের বিনাশকারী আপনার। যদি বলেন—দেখুন, তাহাতেও পরম উৎকৃষ্ট (শ্রেষ্ঠ) জনের, নিকৃষ্ট জনের নিকট অবনতি (এখানে ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কারাদি কার্য্য)—প্রভাব-হানিকর, তাহাতে বলিতেছেন—'নৈতাবতা' ইতি। এইটুকু-মাত্রেই কিন্তু, অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার প্রয়োজনে, 'অবনতস্য তে'—নতিস্বীকারকারী আপনার প্রভাব ক্ষীণ হয় নাই, যেহেতু সেই নতি প্রভৃতি লীলা আপনার বিনোদমাত্র, অর্থাৎ কৌতুকবিশেষই ॥ ২৪ ॥

মধ্ব—অসুরা অপ্রিয়াশ্চাপি নিত্যানন্দান্ন লোকবৎ।
নিষেধ্যবুদ্ধিবিষয়মপ্রিয়ং হি হরের্মতম্ ॥
ইতি চ। তস্মাদনভীষ্টমিব ॥ ২৪ ॥

যং বানয়োর্দমমধীশ ভবান্ বিধত্তে
বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্যলীকম্।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো
যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধীশ, অনয়োঃ (স্বভৃত্যয়োঃ জয়বিজয়োঃ) যং বা দমং (দণ্ডম্ অস্মাভিঃ বিহিতম্ অন্যং বা দণ্ডং) বৃত্তিং নু বা (অধিকাং জীবিকাং বা) ভবান্ বিধত্তে, তৎ (ভবৎকৃতং সর্ব্বং) নির্ব্যলীকং (নিষ্কপটং সশ্রদ্ধং যথা স্যাৎ তথা) অনুমন্মহি (বয়ম্ অনুমন্যামহে অনুমোদয়ামঃ), যে বয়ং অনাগসৌ (নিরপরাধৌ এতৌ) কিল্বিষেণ (শাপেন) অযুঙ্ক্ষ্মহি (যোজিতবন্তঃ, তেষু) অস্মাসু বা যঃ উচিতঃ (যোগ্যঃ) সঃ দণ্ডঃ ধ্রিয়তাং (বিধীয়তাম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে জগদীশ্বর, আপনার এই দুই ভৃত্যের প্রতি আমরা যে দণ্ডবিধান করিয়াছি তাহা বা অন্য কোন দণ্ড, অথবা অধিক জীবিকা বিধান করিতে যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহাই আমরা নিষ্কপটে অনুমোদন করিব। আর, আমরা যে ঐ নিরপরাধ ভৃত্যদ্বয়কে অভিশাপগ্রস্ত করিয়াছি, তজ্জন্য আমাদিগের প্রতিও যে দণ্ড উপযুক্ত হয় তাহা বিধান করুন্ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুতস্তু দুরবগাহাভিপ্রায়ং ত্বাং কায়মনোবাক্যৈরবনতা বয়মিদং নিবেদয়াম ইত্যাহুঃ—যং বা দমং দণ্ডং ব্রহ্মণ্যত্বাত্তথা ভক্তবৎসলত্বাদ্বৃত্তিং যাং অধিকাং জীবিকাং বা ভবান্ বিধত্তে তৎসর্ব্বমনুমন্যামহে, স্বচ্ছন্দেনৈব প্রভো তাং বিধেহি। অস্মদ্দত্তোঽভিশাপস্তু রসাতলং গচ্ছত্বিতি ভাবঃ।

পুনশ্চ সভয়াশ্রুকম্পমাহুঃ—অস্মাস্বিতি। যে বয়ং নিরপরাধাবেতৌ কিল্বিষেণ শাপেনাযুঙ্ক্ষ্মহি যোজিতবন্তঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু আপনার অভিপ্রায় দুরবগাহ, এইজন্য আপনার নিকট কায়, মন ও বাক্যে অবনত হইয়া আমরা ইহা নিবেদন করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'যং বা'—অর্থাৎ এই যে দণ্ড, যাহা আমরা আপনার ভৃত্যদ্বয়কে দিয়াছি, তাহা, বা অন্য কোন দণ্ড, অথবা—ব্রহ্মণ্যত্ব ও ভক্তবাৎসল্য গুণে যদি অধিক জীবিকা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন—সে সমস্তই আমরা (সানন্দে) অনুমোদন করিব, হে প্রভো! আপনি স্বেচ্ছানুসারেই তাহা বিধান করুন। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত অভিশাপ রসাতলে যাউক্, তাহাতে কোন আপত্তি নাই—এই ভাব। পুনরায় ভয়, অশ্রু ও কম্পের সহিত বলিতেছেন—'অস্মাসু বা' ইতি। যে আমরা নিরপরাধ এই ভৃত্যদ্বয়কে, 'কিল্বিষেণ'—অভিশাপের দ্বারা যুক্ত করিয়াছি, (অর্থাৎ তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছি, তাহার জন্য আমাদিগের প্রতিও যে দণ্ড উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহাও বিধান করুন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ।
ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্যত আশু যো বঃ
শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবেত বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) বিপ্রাঃ, এতৌ (জয়বিজয়য়ৌ) সদ্যঃ (শীঘ্রম্ এব) সুরেতরগতিম্ (আসুরীং যোনিং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) ময়ি সংরম্ভসংভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ (সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন সংভৃতঃ সম্বদ্ধঃ যঃ সমাধিঃ একাগ্রতা তেন অনুবদ্ধঃ দৃঢ়ীকৃতঃ যোগঃ যয়োঃ তাদৃশৌ সন্তৌ) আশু (শীঘ্রমেব) ভূয়ঃ (পুনঃ) সকাশং (মৎসমীপম্) উপযাস্যতঃ (আগমিষ্যতঃ)। বঃ (যুষ্মাকং কৃতঃ) যঃ শাপঃ (সঃ) ময়া এব নিমিতঃ (নির্ম্মিতঃ) তৎ অবেত (জানীত) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,- হে বিপ্রগণ, এই দুইজন সদ্যঃই অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক, ক্রোধাবেশ পুষ্ট সমাধিদ্বারা ইঁহাদের যোগ দৃঢ়ীকৃত হইবে, তাহাতে ইহারা সত্বরই পুনরায় আমার নিকট আসিবে; আপনাদের যে অভিশাপ, তাহা আমারই নির্ম্মিত জানিবেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মাভৈষ্টেতি তানাশ্বাসয়ন্নাহ—এতাবিতি। সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন সম্ভৃতঃ সংস্পৃষ্টো যঃ সমাধির্ম্মদীয়ধ্যানপরিপাকস্তেনানুবদ্ধঃ প্রতিক্ষণাভ্যস্তো যোগো মৎসংযোগো যাভ্যাং তৌ। ভো বিপ্রা বো যুষ্মাকং শাপঃ স ময়ৈব নিমিতো নির্ম্মিতঃ অনয়োর্ম্মৎপরমভক্তয়োরসুরভাবসিদ্ধ্যর্থং যুষ্মান্ বৈকুণ্ঠমানীয় দ্বারপালাবিমৌ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাবপি ব্রাহ্মণমাত্র-পরমভক্তাবপি যুষ্মৎপ্রাতিকূল্যে প্রবর্ত্ত্য যুষ্মাকমাত্মারামচূড়ামণীনামপি ক্রোধমুপপাদ্য শাপমুৎপাদিতো ময়ৈব। ন তু মৎপার্ষদয়োর্নাপি যুষ্মাকং কোঽপ্যপরাধ ইতি ভাবঃ। ননু ভক্তবৎসলস্যাপি তব ভক্তাভ্যামাভ্যামীদৃশদুঃখদানে প্রবৃত্তৌ কিং কারণং? তত্রাহ—তৎকারণং হে বিপ্রা অবৈত পরামৃশ্য সর্ব্বজ্ঞত্বেনৈবাবগচ্ছত ময়া প্রকাশিতেন তেনালমিতি ভাবঃ। তচ্চ কারণং জয়বিজয়য়োরেব প্রেমবিজৃম্ভিতা কাচিদিচ্ছা। সা চ ভো প্রভুবর দেবাধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ অন্যত্রাল্পবলত্বাৎ, অস্মাসু প্রাতিকূল্যাভাবাৎ যদি তত্র ভবতো যুযুৎসাসুখং ন সংপদ্যতে, তদা আবামেব কেনাপি প্রকারেণ প্রতিকূলীকৃত্য তদ্‌যুদ্ধসুখমনুভূয়তামিত্যাবয়োস্তৎসর্ব্বসুখপরিপূর্ণতায়াং অণুমাত্রমপি ন্যূনত্বমসহমানয়োঃ কিঙ্করয়োঃ প্রার্থনা হঠঃ স্বভক্তবাৎসল্য-গুণমপি লঘূকৃত্য নিষ্পাদ্যতামিতি মনোঽনুলাপময়ী "রসো বৈঃ সঃ" ইতি "আনন্দময়ঃ" ইতি "সৈষা আনন্দময়স্য মীমাংসা ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবিবৃতেষু ভগবতঃ শৃঙ্গারাদি-সর্ব্বরসপরিপূর্ত্তিবিবেচনপ্রসঙ্গভবা জ্ঞেয়া। ততশ্চ 'স্বেচ্ছাময়স্যেতি' 'মদ্ভক্তানাং বিনোদায় করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ' ইতি তৎপ্রকারসম্পাদনে ভগবতোঽপীচ্ছাপ্যজনীতি রহস্যস্য প্রকটানুক্তিরহো মহদপরাধাদ্বৈকুণ্ঠাদপি পরমসিদ্ধানামপ্যধঃপাতো ভবেৎ, কিং পুনর্মর্ত্ত্যলোকাৎ সাধকাভাসানামস্মাকমিতি সাধকভক্তান্মহদপরাধেষু সাবধানীকর্ত্তুং জ্ঞেয়া ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভয় করিও না'—এইরূপ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিতেছেন—'এতৌ'

ইতি। এই দুইজন (জয় ও বিজয়) 'সংরম্ভ-সম্ভৃত-সমাধ্যনুবদ্ধ-যোগৌ'—সংরম্ভের দ্বারা, অর্থাৎ ক্রোধাবেশের দ্বারা সংস্পৃষ্ট যে সমাধি অর্থাৎ মদীয় ধ্যানের পরিপাক, তাহাতে অনুবদ্ধ অর্থাৎ প্রতিক্ষণে অভ্যস্ত যে যোগ অর্থাৎ আমার সহিত সংযোগ, তাহা প্রাপ্ত হইয়া, (অর্থাৎ ইহারা আমার সহিত অতিশয় বৈরভাবে ব্যবহার করায় শত্রুবোধে সর্ব্বদাই আমাকে ধ্যান করতঃ উচ্চ যোগপ্রভাব লাভ করিয়া) আবার আমার নিকট সত্বর ফিরিয়া আসিবে। হে বিপ্রগণ! আপনাদের প্রদত্ত যে অভিশাপ, তাহা আমা কর্ত্তৃকই 'নিমিতঃ'—নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা জানিবেন। আমার পরমভক্ত এই দুইজনের (জয় ও বিজয়ের) অসুরভাব সিদ্ধির নিমিত্ত আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিয়া, এই দ্বারপালদ্বয় শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ হইলেও এবং ব্রাহ্মণমাত্রের প্রতি পরম ভক্তিমান্ হইলেও আপনাদিগকে প্রাতিকূল্যে (প্রতিকূল আচরণে) প্রবর্ত্তিত করিয়া, আত্মারামগণের চূড়ামণি আপনাদিগেরও ক্রোধ উৎপন্ন করিয়া, আমা কর্ত্তৃকই শাপ উৎপাদিত হইয়াছে (অর্থাৎ আপনাদের দ্বারা আমিই ইহাদিগকে শাপ প্রদান করাইয়াছি)। এই পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কাহারও কোনই অপরাধ নাই—এই ভাব।

যদি বলেন—দেখুন, ভক্তবৎসল আপনারও এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এইপ্রকার দুঃখদানে প্রবৃত্তির কি কারণ? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্ অবেত বিপ্রাঃ', হে ব্রাহ্মণগণ! সেই কারণ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞত্বহেতু আপনারাই অবগত হউন, আমার প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন—এই ভাব। সেই কারণ জয় ও বিজয়ের প্রেম-বিজৃম্ভিতা কোন ইচ্ছা। তাহা এইরূপ— হে প্রভুবর! দেবাধিদেব! বৈকুণ্ঠনাথ! অন্যত্র (অপর ব্যক্তিতে) অল্পবলত্ব-হেতু, আর আমাদের প্রতি প্রাতিকূল্যের অভাব-বশতঃ যদি আপনার যুযুৎসা-সুখ (যুদ্ধাভিলাষের সুখ) সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকেই কোন প্রকারে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া সেই যুদ্ধ-সুখ অনুভব করুন। আপনার সর্ব্বসুখের পরিপূর্ণতা-বিষয়ে অনুমাত্রও ন্যূনতা অসহনশীল কিঙ্করদ্বয় আমাদের এই প্রার্থনারূপ হঠকারিতা, স্বভক্তের প্রতি আপনার বাৎসল্য গুণকেও লঘু করিয়া নিষ্পন্ন অর্থাৎ পূর্ণ করুন—এইরূপ তাঁহাদের মনের অনুলাপময়ী (ইচ্ছা), 'তিনি রসস্বরূপ', 'তিনি আনন্দময়' এবং 'ইহাই আনন্দময়ের মীমাংসা'—ইত্যাদি শ্রুতি-বিবৃত বচনে শ্রীভগবানের সর্ব্বরসের পরিপূর্ত্তি বিবেচনাপ্রসঙ্গ হইতে উত্থিত ইচ্ছা জানিতে হইবে। অপরদিকে—'স্বেচ্ছাময়স্য' (শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতিতে), অর্থাৎ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ ভক্তজনের ইচ্ছায় স্বীয় অপ্রাকৃত রূপ প্রকট করিয়া থাকেন এবং 'আমার ভক্তগণের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত আমি নানাবিধ লীলা করিয়া থাকি'—এইরূপ তাহার প্রকার সম্পাদন বিষয়ে শ্রীভগবানেরও ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছিল, এই রহস্যের প্রকাশ্যে অনুক্তির কারণ—'অহো! মহতের চরণে অপরাধের ফলে বৈকুণ্ঠ হইতেও পরম সিদ্ধগণেরও যদি অধঃপাত হইয়া থাকে, আর মর্ত্ত্যলোক হইতে সাধকাভাস আমাদের যে মহদপরাধে অধঃপতন হইবে—ইহাতে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে?—ইহা সাধক ভক্তগণকে মহতের চরণে অপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্যই—জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—অন্তর্ভক্তা বহিঃক্রুদ্ধা হিরণ্যাদ্যা হরিং প্রতি।
সর্ব্বক্রুদ্ধাঃ শম্বরাদ্যা অন্তঃক্রোধবশাস্তথা ॥ ২৬ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ২৭ ॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—অথ (অনন্তরং) তে মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) নয়নানন্দভাজনং (নেত্রোৎসবজনকং) বিকুণ্ঠং (হরিং) তদধিষ্ঠানং (তন্নিবাসং) স্বয়ংপ্রভং (প্রকাশান্তরানপেক্ষং) বৈকুণ্ঠং চ দৃষ্ট্বা ভগবন্তং (হরিং) পরিক্রম্য প্রণিপত্য অনুমান্য (অনুজ্ঞাপ্য) চ বৈষ্ণবীং শ্রিয়ং (সম্পদং) শংসন্তঃ (প্রশংসয়ন্তঃ) প্রমুদিতাঃ (প্রহৃষ্টাঃ সন্তঃ) প্রতিজগ্মুঃ (প্রতস্থিরে) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—অনন্তর সেই মুনি-

গণ নয়নানন্দজনক স্বপ্রকাশ ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ এবং তদধিষ্ঠান বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যের কথা পরস্পর আলাপ করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব-স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিকুণ্ঠং হরিং তদধিষ্ঠানং বৈকুণ্ঠং চ স্বয়ংপ্রভং স্বপ্রকাশং শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বাৎ অনুমান্য অনুজ্ঞাপ্য ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিকুণ্ঠ বলিতে শ্রীহরি এবং তাঁহার নিবাসস্থল বৈকুণ্ঠ। 'স্বয়ংপ্রভং'—শুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া উভয়ই স্ব-প্রকাশ। 'অনুমান্য'—অনুজ্ঞা (অনুমতি) গ্রহণ করিয়া ॥ ২৭-২৮ ॥

মধ্ব—স্বরূপশ্রীস্তথা ভার্য্যা দ্বেধা শ্রীস্ত হরের্মতা ॥ ২৮ ॥

———

ভগবাননুগাবাহ যাতং মাভৈষ্টমস্তু শম্।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (হরিঃ) অনুগৌ (ভৃত্যৌ জয়বিজয়ৌ) আহ (উবাচ), যাতং (মর্ত্ত্যলোকং গচ্ছতম্) মা ভৈষ্টং (ভয়ং মা কুরুতম্)। শম্ (সুখম্) অস্তু। ব্রহ্মতেজঃ (ব্রাহ্মণশাপং) হন্তুং (নিরসিতুং) সমর্থঃ (সন্) অপি ন ইচ্ছে (ন ইচ্ছামি) তু (পক্ষান্তরে) এতৎ সর্ব্বং মে (মম) মতং (সম্মতম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ সেই অনুচরদ্বয়কে বলিলেন,—তোমরা এস্থান হইতে গমন কর, ভয় করিও না। তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মশাপখণ্ডনে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে আমার ইচ্ছা নাই, যেহেতু ইহা আমারই অভিপ্রায় মত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদৈবোপস্থিতাবনুগৌ জয়বিজয়ৌ দৃষ্ট্বাহ—যাতং ইতো মর্ত্ত্যলোকং গচ্ছতং, তদৈব বিরহব্যাকুলৌ ফুৎকৃত্য রুদন্তৌ বীক্ষ্য পুনঃ কৃপার্দ্রচিত্তনবনীত আহ—মাভৈষ্টং শং কল্যাণং যুবয়োরস্তু। ইতো মা যাতং অত্রৈব বৈকুণ্ঠে মাং সেবমানৌ সদা তিষ্ঠতমিতি মা-পদমুভয়ত্রান্বিতং, পুনরানন্দিতৌ তৌ বীক্ষ্যাহ—ব্রহ্মতেজঃ ব্রহ্মশাপং হন্তুং সমর্থোঽপ্যহং মেতু মম তু মতং নেচ্ছামি। ব্রহ্মশাপস্যামোঘত্বমর্য্যাদায়া ময়ৈব কৃতত্বাৎ অতো বজ্রস্যামোঘত্ব-রক্ষণার্থং গরুড়ো যথা পক্ষাংশমেকং দদৌ তথৈবৈকাংশেন একৈকপ্রকাশেন অসুরভাবং গচ্ছতং বৈকুণ্ঠেঽপি স্ব-স্বরূপেণ তিষ্ঠতমিত্যতো বামনচরিতে—"তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা দিতিজানীকপান্নৃপ। প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধন্নুদায়ুধাঃ। নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ। কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্সেনঃ পতত্রিরাট্॥" ইত্যাদীনাং যুধ্যমানানাং ভগবৎপার্ষদানাং মধ্যে জয়-বিজয়য়োরপ্যুল্লেখঃ শ্রূয়তে। তদা চ তয়োর্হিরাণ্যাক্ষত্বহিরণ্যকশিপুত্বানন্তরং রাবণকুম্ভকর্ণত্বপ্রাপ্ত্যুন্মুখতা চ লক্ষ্যতে তয়োর্যুগপদেব পার্ষদত্বাসুরত্বান্যথানুপপত্তেরেবমবশ্যমেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ মুনিগণ গমন করিলে, তারপর সমীপে অবস্থিত অনুচরদ্বয় জয় ও বিজয়কে দেখিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—'যাতং'—তোমরা দুই-জন এই স্থান হইতে মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তৎকালে তাহাদিগকে বিরহ ব্যাকুল হইয়া ফুৎকারপূর্ব্বক রোদন করিতে নিরীক্ষণ করতঃ, কৃপার্দ্রচিত্তে নবনীত-কোমল হইয়া বলিলেন—'মা ভৈষ্টম্', তোমরা ভীত হইও না, 'শম্'—তোমাদের কল্যাণ হউক। 'মা'—এইপদ উভয় স্থানে অন্বয়পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন—'ইতো মা যাতং', এইস্থান হইতে গমন করিও না, এই বৈকুণ্ঠেই আমার সেবা করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান কর। ইহাতে আনন্দিত তাহাদের দেখিয়া পুনরায় বলিতেছেন—ব্রহ্মতেজঃ—ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে আমি সমর্থ হইলেও, 'মেতু'—উহা অপগত না হউক, 'মম তু মতং'—ঐ ব্রহ্মশাপ কিন্তু আমারই অভিমত, 'নেচ্ছামি'—অতএব উহার অন্যথা করিতে আমি ইচ্ছা করি না, কারণ—ব্রহ্মশাপের অব্যর্থ মর্য্যাদা আমিই স্থাপন করিয়াছি। অতএব বজ্রের অমোঘত্ব (অনিষ্ফলতা) রক্ষণের নিমিত্ত গরুড় যেরূপ একটি পক্ষাংশ (পুচ্ছ) প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ তোমরা একাংশে অর্থাৎ এক একটি প্রকাশের দ্বারা অসুরভাব প্রাপ্ত হও, আবার নিজ স্বরূপে বৈকুণ্ঠেও অবস্থান কর। এইহেতু বামনদেবের চরিত্রে (শ্রীভাগবতে ৮।২১।১৫-১৬ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়—"তানভিদ্রবতো"—ইত্যাদি, অর্থাৎ হে নৃপ।

বলিমহারাজের সেইসকল সেনাযূথপতিদিগকে বামনদেবের অভিমুখে আক্রমণোদ্যত অবলোকনপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া প্রতিষেধ করিয়াছিলেন। নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিশ্বক্সেন, গরুড় প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দ ঐ সেনানীগণকে আহত করিলেন। এখানে যুধ্যমান ভগবৎপার্ষদগণের মধ্যে জয় ও বিজয়েরও উল্লেখ শ্রুত হয়। তৎকালে (অর্থাৎ বামনদেবের অবতারকালে) কিন্তু এই জয় ও বিজয় দ্বারপালদ্বয়ের হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুরূপে জন্ম লাভের পর, রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্ম প্রাপ্তির উন্মুখতা লক্ষিত হয়, অতএব তাঁহাদের (ঐ পার্ষদদ্বয়ের) যুগপৎ (সমসকলেই) পার্ষদত্ব এবং অসুরত্বের অন্যথা অনুপপত্তিহেতু (বিরুদ্ধ অসঙ্গতি-বশতঃ) পূর্ব্বোক্তরূপ (অর্থাৎ একাংশে অসুরত্ব এবং নিজ স্বরূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থিতিরূপ) ব্যাখ্যা অবশ্যই করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

এতৎ পুরৈব নির্দ্দিষ্টং রময়া ক্রুদ্ধয়া তদা।
পুরা যদ্বারিতা দ্বারি বিশন্তী ময্যুপারতে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—পুরা ময়ি (ভগবতি) উপারতে (যোগনিদ্রাং প্রাপ্তে) দ্বারি বিশন্তী (মন্নিলয়াদ্বহির্নির্গত্য পুনরন্তং প্রবিশন্তী রমা) যুবাভ্যাং (দ্বারপাভ্যাম্) যদ্ (যদা) বারিত (নিবারিতা) তদা ক্রুদ্ধয়া রময়া এব (লক্ষ্ম্যৈব) এতৎ পুরা (পূর্ব্বকালে) নির্দ্দিষ্টম্ (যদ্ ব্রাহ্মণৈরিদানীমুক্তং তৎ পুরৈব নির্দ্দিষ্টম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে যখন আমি যোগনিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলাম, তখন আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোমরা তাঁহাকে প্রবেশপথে বাধা দিয়াছিলে; শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এই ঋষি ব্রাহ্মণগণ অধুনা যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রৈতৎ পুরেতি পদ্যং সর্ব্বত্রদৃষ্টমপ্যসাম্প্রদায়িকত্বান্ন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে 'এতৎ পুরৈব নির্দ্দিষ্টং'—ইত্যাদি পদ্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইলেও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় নাই ॥ ৩০ ॥

ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মোকালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—ময়ি সংরম্ভযোগেন (সংরম্ভস্য ক্রোধস্য যোগঃ অনবরতসম্বন্ধঃ তেন) ব্রহ্মহেলনং (ব্রাহ্মণতিরস্কারজং পাপং) (অপোহ্য) অল্পীয়সা কালেন পুনঃ মে নিকাশং (সমীপং) প্রত্যেষ্যতং (প্রত্যেষ্যথঃ প্রত্যোগমিষ্যথঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আমার প্রতি ক্রোধযোগহেতু স্বল্পকালের মধ্যেই তোমরা এই ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া আবার আমার নিকট আসিবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন চৈকাংশেনাসুরভাবেঽপি চিন্তা কার্য্যা যতোঽহমপ্যবতারত্রয়েণ যুবাভ্যাং সহ বীররসময়ং যুদ্ধসুখমনুভবিষ্যামীত্যসুরভাবেঽপি মৎসেবৈব ভবদ্ভ্যাং সম্পাদয়িষ্যতে। তৃতীয়ে তু জন্মনি সাক্ষাদেব বাং স্বীকরিষ্যে ইত্যাহ—ময়ীতি সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন যোগঃ যুদ্ধেষু ময়ি যঃ সংযোগো ধ্যানং বা তেন প্রত্যেষ্যতং প্রত্যেষ্যথঃ। নিকাশং সমীপম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—একাংশের দ্বারা অসুরভাব প্রাপ্তি হইলেও কোন চিন্তা করিতে হইবে না, কারণ আমিও তিনটি অবতারে (অর্থাৎ বরাহ, নৃসিংহ ও রামরূপে) তোমাদের দুইজনের সহিত বীররসময় যুদ্ধসুখ অনুভব করিব, ইহাতে অসুরভাবেও আমার সেবাই তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত হইবে। কিন্তু তৃতীয় জন্মে সাক্ষাৎরূপে তোমাদিগকে স্বীকার করিব, ইহা বলিতেছেন—'ময়ি সংরম্ভ-যোগেন', ইত্যাদি। সংরম্ভ বলিতে ক্রোধের আবেশ, তাহার যে যোগ, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আমাতে যে সংযোগ (মিলন), অথবা মদ্বিষয়ে যে ধ্যান, তাহার দ্বারা 'প্রত্যেষ্যতং'—আবার ফিরিয়া আসিবে। 'নিকাশং'—বলিতে আমার সমীপে ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—অন্তর্ভক্তা বহির্বৈরা হিরণ্যাদ্যা হরের্ম্মতাঃ।
তত্র ভক্ত্যাঽভবন্ পূতা দ্বেষ আবেশকান্ গতাঃ ॥

ব্রহ্মজা অসুরা যে তু বিষ্ণোঃ পার্ষদতাং গতাঃ।
কল্যাদ্যাশ্চ হরের্দ্বেষমন্তঃকৃত্বা তমো গতাঃ।
ইতি চ। তস্মাৎ সংরম্ভোঽল্পফলঃ কথ্যত এব। ভক্তিযোগ এব ব্রহ্মহেলননিস্তারকঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্।
সর্ব্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ দ্বাঃস্থৌ (দ্বারপালৌ) আদিশ্য (অজ্ঞাপ্য) বিমানশ্রেণিভূষণং (বিমানশ্রেণয়ঃ এব ভূষণং যস্য তং) সর্ব্বাতিশয়য়া (সর্ব্বতঃ উৎকৃষ্টয়া) লক্ষ্ম্যা (সম্পদা) জুষ্টং (পূর্ণং) স্বং (স্বকীয়ং) ধিষ্ণ্যং (স্থানম্ বৈকুণ্ঠস্থভবনং আবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ দ্বারপালদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানশ্রেণীদ্বারা ভূষিত ও সর্ব্বোত্তম-শোভা-বিশিষ্ট স্বকীয়ধামে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

তৌ তু গীর্ব্বাণবৃষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ।
হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতস্ময়ৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ তু গীর্ব্বাণবৃষভৌ (দেবশ্রেষ্ঠৌ পার্ষদৌ) দুস্তরাৎ ব্রহ্মশাপাৎ হরিলোকতঃ (বৈকুণ্ঠাৎ পতন্তৌ) হতশ্রিয়ৌ (নষ্টতেজসৌ অতঃ) বিগত-স্ময়ৌ (বিগতগর্ব্বৌ চ) অভূতাম্ (বভূবতুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই দুই দেবশ্রেষ্ঠ দুস্তর-ব্রহ্মশাপ-হেতু বৈকুণ্ঠলোক হইতে অধঃপতিত হইতেছিল বলিয়া হতশ্রী ও নষ্টগর্ব্ব হইল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরিলোকতঃ পতন্তাবিতি শেষঃ। বিগত-স্ময়ৌ নষ্টানন্দৌ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিলোকতঃ'—(হরিলোক বলিতে এখানে) বৈকুণ্ঠ হইতে পতিত হইতেছিল যে পার্ষদদ্বয়। 'বিগতস্ময়ৌ'—যে দুইজনের আনন্দ তিরোহিত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

তদা বিকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ।
হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পুত্রকাঃ (দেবাঃ)! তদা বিকুণ্ঠধিষণাৎ (বিকুণ্ঠস্য হরেঃ ধিষণাৎ স্থানাৎ) তয়োঃ নিপতমানয়োঃ (নিপততোঃ) বিমানাগ্র্যেষু (তত্র বসতাং সর্ব্বেষাং দেবানাং) মহান্ (উচ্চৈঃ) হাহাকারঃ আসীৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ, তাহারা দুইজন বৈকুণ্ঠ-লোক হইতে পতিত হইতে থাকিলে বিমানস্থিত দেব-গণের তখন অতিশয় হাহাকার-শব্দ উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিকুণ্ঠস্য ধিষণাৎ স্থানাৎ বিমানাগ্র্যেষু সত্যাদিলোকস্থবিমানশ্রেষ্ঠেষু, পুত্রকা হে দেবাঃ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকুণ্ঠ-ধিষণাৎ'—বিকুণ্ঠ বলিতে (কুণ্ঠারহিত) শ্রীনারায়ণ, তাঁহার স্থান হইতে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক হইতে। 'বিমানাগ্র্যেষু'—সত্যাদি লোকস্থিত শ্রেষ্ঠ বিমানসমূহে (বাসকারী দেবতা-বৃন্দের অতিশয় হাহাকার-ধ্বনি হইয়াছিল)। 'পুত্রকাঃ' —পুত্রসদৃশ হে দেবগণ! (ইহা সম্বোধনে) ॥৩৪॥

তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ।
দিতের্জঠরনির্ব্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ এব হরেঃ পার্ষদপ্রবরৌ হি অধুনা দিতেঃ জঠরনিবিষ্টম্ উল্বণং (তীব্রং) কাশ্যপং তেজঃ (কশ্যপস্য বীর্য্যং) প্রাপ্তৌ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের সেই প্রধান পার্ষদদ্বয়ই সম্প্রতি দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া কশ্যপের ভীষণ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কাশ্যপং তেজঃ কশ্যপস্য বীর্য্যং প্রাপ্তৌ স্বদেহত্বেনাঙ্গীকৃতবন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাশ্যপং তেজঃ'—কশ্যপের বীর্য্য, 'প্রাপ্তৌ'—সেই পার্ষদদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাই নিজ দেহত্বরূপে অঙ্গীকার করিয়াছে, এই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ ।
আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্বিধিৎসতি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তয়োঃ যময়োঃ (সহ এব গর্ভে প্রবিষ্টৌ যমৌ তয়োঃ) অসুরয়োঃ (হিরণ্যাক্ষহিরণ্যকশিপোঃ) তেজসা হি অদ্য বঃ (যুষ্মাকং দেবানাং) তেজঃ আক্ষিপ্তং (তিরস্কৃতম্)। এতর্হি (ইদানীং) ভগবান্ (এব) তৎ (লোকোপদ্রবণং) বিধিৎসতি (বিধাতুম্ ইচ্ছতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—সেই অসুরদ্বয়ের তেজোদ্বারাই সম্প্রতি আপনাদের তেজঃ তিরস্কৃত হইয়াছে ; (ইহার প্রতিবিধান করিতে আমার শক্তি নাই, যেহেতু) ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে এইরূপ হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—যময়োঃ শ্লেষেণান্তকতুল্যয়োঃ। তর্হি কিমপ্যুপশমনং কুর্ব্বিতি চেৎ তত্র কে বয়ং বরাকাঃ। শাপভ্রষ্টয়োরপি ভগবৎপার্ষদয়োরুপরি নাস্মাকং প্রভুতেত্যাহ—তৎ খলূপশমনং স এব ভগবান্ বিধাতুমিচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যময়োঃ'—যমক সেই অসুরদ্বয়ের, শ্লেষোক্তিতে যম অর্থাৎ অন্তক-তুল্য তাহাদের দুইজনের (তেজের দ্বারাই সম্প্রতি আপনাদের তেজঃ তিরস্কৃত হইয়াছে)। যদি বলেন—তাহা হইলে কোন প্রতীকার বিধান করুন, তাহাতে বলিতেছেন—সেই বিষয়ে আমরা কোন্ বরাক (ছাড়্, অর্থাৎ অতিতুচ্ছ)। শাপভ্রষ্ট হইলেও ভগবৎপার্ষদদ্বয়ের উপরে আমাদের কোন প্রভুতা (কর্ত্তৃত্ব) নাই, ইহা বলিতেছেন—'তৎ'—সেই উপশম (প্রতীকার) সেই ভগবানই, 'বিধিৎসতি'—বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে জয়বিজয়ভ্রংশো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—যঃ বিশ্বস্য স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুঃ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণম্) আদ্যঃ (সর্ব্বকারণকারণং) যোগেশ্বরৈঃ (অস্মদাদিভিঃ অপি) দুরত্যয়যোগমায়ঃ (দুরত্যয়া দুষ্পারা যোগমায়া যস্য সঃ) সঃ ত্র্যধীশঃ (ত্রয়াণাং গুণানাং লোকানাং বা অধীশ্বরঃ) ভগবান্ নঃ (অস্মাকং) ক্ষেমং (মঙ্গলং) বিধাস্যতি। ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) অস্মদীয়বিমৃশেন (অস্মাকং বিমৃশেন বিমর্শনেন বিচারেণ) কিয়ান্ (কিং পরিমাণঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনম্ সিধ্যতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—(অতএব) যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কারণ আদিপুরুষ, যাঁহার শক্তি যোগমায়াকে যোগেশ্বরগণও অতিক্রম করিতে পারেন না, সেই ত্রিগুণের অধীশ্বর ভগবান্ হরি সত্ত্বোৎকর্ষকালে স্বয়ং আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের চিন্তায় কোন ফল নাই ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বয়ং সম্প্রতি ম্রিয়ামহে, স কদা উপশমং বিধাস্যতীতি চেত্তত্র ভবন্তো ম্রিয়ন্তাং জীবন্তু বা তস্যৈবেচ্ছা কারণং কিন্তু সম্প্রতি পালনসময়ে স পালয়িষ্যত্যেবেত্যাহ—বিশ্বস্যেতি। তত্র প্রকারস্তু বয়ং নৈব জানীম ইত্যাহ—যোগেশ্বরৈরিতি। তত্র সর্ব্বজ্ঞানামপি ন জ্ঞানমিতি ভাবঃ। ননু তদপ্যত্র বিপত্তাবস্মদাশ্বাসনার্থং কিমপি পরামৃশেতি তত্রাহ—তত্রাস্মদীয়েন বিমৃশেন বিমর্শেন কিয়ানর্থ ইতি অস্মদ্বিমৃশ্যমন্যথাপি স কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে ষোড়শোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সম্প্রতি আমরা মৃত্যুমুখে পতিত (মারা যাইতেছি), সেই ভগবান্ কবে প্রতীকার করিতে ইচ্ছা করিবেন ? তাহাতে বলিতেছেন—আপনারা মারা যান, অথবা জীবিতই থাকুন, তাঁহার ইচ্ছাই একমাত্র কারণ, কিন্তু সম্প্রতি পালনসময়ে তিনি রক্ষা করিবেনই, ইহা বলিতেছেন—'বিশ্বস্য' ইত্যাদি, (অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের আদিকর্ত্তা)। কিন্তু সেই বিষয়ে প্রকার (অর্থাৎ কি প্রকারে রক্ষা করি-

বেন ইহা) আমরা কোনরূপেই জানিতে পারি না, ইহা বলিতেছেন—'যোগেশ্বরৈঃ' ইতি, অর্থাৎ (যাঁহার যোগমায়া যোগেশ্বর দেবগণও অতিক্রম করিতে পারেন না)। সেই বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞগণেরও কোন জ্ঞান নাই—এই ভাব। দেখুন—তবুও এই বিপত্তি-কালে আমাদের আশ্বাস প্রদানের জন্য কোনও পরামর্শ (চিন্তা) করুন। তাহাতে বলিতেছেন—সেই বিষয়ে আমাদের চিন্তার কি ফল ? অর্থাৎ আমাদের পর্য্যালোচনা তিনি অন্যথা করিতে পারেন—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৬ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্ঝিতাঃ।
ততঃ সর্ব্বে ন্যবর্ত্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জয় ও বিজয়ের লোকভয়ঙ্কর জন্ম-বিবরণ এবং হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়-বিষয়ে অদ্ভুত প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে।

শতবর্ষ পূর্ণ হইলে দিতি দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। উহারা যেকালে ভূমিষ্ঠ হইল, সেই সময় স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশে বহুবিধ অমঙ্গলসূচক উৎপাত ঘটিতে থাকিল। সনকাদি ঋষি ব্যতীত আর কেহই উৎপাতের কারণ জানিতে না পারিয়া বিশ্ব বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কশ্যপ পুত্রদ্বয়ের নাম রাখিলেন—হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইলেও কশ্যপের শুক্র-নিষেকের ক্রমানুসারে হিরণ্যকশিপুই শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে অমর হইলেন ও বাহুবলে ত্রিলোককে বশে আনয়ন করিলেন। হিরণ্যাক্ষ— হিরণ্যকশিপুর অতি প্রিয়পাত্র ছিল। হিরণ্যাক্ষ কখনও স্বর্গে গমন করিয়া দেবতাগণকে ভয়যুক্ত করিয়া তুলিল, কখনও বা পাতাললোকপালক বরুণকে উপহাস করিয়া তাহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার জন্য প্ররোচনা করিতে চেষ্টা করিল। বরুণ নিজের অসামর্থ্য বুঝিয়া ও বিষ্ণুকে হিরণ্যাক্ষের উপযুক্ত প্রতিফল-বিধাতা জানিয়া হিরণ্যাক্ষকে শ্রীবিষ্ণুর কথা জানাইয়া বলিলেন যে, একমাত্র বিষ্ণুই তাহার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে সন্তোষ জন্মাইতে পারিবেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—সর্ব্বে দিবৌকসঃ (দেবাঃ) আত্মভুবা (ব্রহ্মণা) গীতং (বর্ণিতং) কারণং (দেবাভিভবহেতুং) নিশম্য (শ্রুত্বা) শঙ্কয়া (তদ্ভয়েন) উজ্ঝিতাঃ (ত্যক্তাঃ রহিতাঃ, ক্ষেমং বিধাস্যতি ইতি শ্রুত্বা অপি নির্ভয়াঃ সন্তঃ) ততঃ (ব্রহ্ম-স্থানাৎ) ত্রিদিবায় (স্বর্গধাম গন্তুং) ন্যবর্ত্তন্ত (আজগ্মুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার মুখে সেই উপদ্রবের উৎপত্তি হেতু (অর্থাৎ দিতির গর্ভতেজের কারণ) শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সকলে স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তয়োর্জন্মন্যরিষ্টানি স্পষ্টং সপ্তদশেঽভবন্।
উপাহসচ্চ দিগ্জেতা হিরণ্যাক্ষঃ প্রচেতসম্ ॥
শঙ্কয়া উজ্ঝিতা ভগবত্যেব বিশ্বাসেনেতি ভাবঃ ॥১

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে সেই জয় ও বিজয়ের জন্মকালে স্পষ্টরূপে অরিষ্টসমূহ লক্ষিত হইতেছিল এবং দিগ্‌বিজয়ী হিরণ্যাক্ষ বরুণদেবকে উপহাস করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

'শঙ্কয়া উজ্‌ঝিতাঃ'—শঙ্কারহিত হইয়া, অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাসের ফলে নির্ভয় হইয়া (দেবগণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন)—এই ভাব ॥ ১ ॥

দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী ।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সাধ্বী দিতিস্তু ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ কশ্যপস্য) আদেশাৎ (লোকান্ আক্রন্দয়িষ্যতঃ ইতি বাক্যাৎ) অপত্যপরিশঙ্কিনী (অপত্যাভ্যাং স্বপুত্রাভ্যাং পরিশঙ্কিনী দেবোপদ্রবং শঙ্কমানা) বর্ষশতে পূর্ণে (সতি) যমৌ (সহযাতৌ) পুত্রৌ প্রসুষুবে (প্রসূতবতী) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—এদিকে সাধ্বী দিতিও তদীয় ভর্ত্তার আদেশানুযায়ী স্বীয় অপত্যদ্বয়ের দেবতাকর্ত্তৃক উপদ্রব বিষয়ে আশঙ্কমানা হইয়া শতবর্ষ পূর্ণ হইলে দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তুরাদেশাৎ লোকান্ ক্রন্দয়িষ্যতীতি তদ্বাক্যাৎ অপত্যাভ্যাং সর্ব্বলোকোপদ্রবং অপত্যং প্রতি বিষ্ণুহস্ততো বধাদ্বা শঙ্কমানা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভর্ত্তুঃ আদেশাৎ'—'ত্রিভুবনের উৎপীড়ন করিবে'—এইরূপ পতি কশ্যপের বাক্যে। 'অপত্য-পরিশঙ্কিনী'—সমস্ত লোকের উপদ্রবকারী পুত্রদ্বয় হইতে, অথবা বিষ্ণুহস্তে পুত্রদ্বয়ের বিনাশ হইবে—এই ভয়ে শঙ্কিতচিত্তা (দিতি) ॥ ২ ॥

উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তয়োঃ) জায়মানয়োঃ (প্রসূয়মানয়োঃ) তত্র (তদা) দিবি ভুবি অন্তরীক্ষে চ লোকস্য উরুভয়াবহাঃ (বহুভয়ম্ আ সমন্তাৎ বহন্তি) বহবঃ উৎপাতাঃ নিপেতুঃ (উদ্ভূবুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হইলে দ্যুলোকে ভূলোকে এবং অন্তরীক্ষে লোকসমূহের মহাভীতিপ্রদ বহুতর উপদ্রব সংঘটিত হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিপেতুরুদ্ভূবুঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিপেতুঃ'—(নানা উৎপাত) প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৩ ॥

সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দ্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রজজ্বলুঃ ।
সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্ত্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সহাচলাঃ (পর্ব্বতৈঃ সহিতাঃ) ভুবঃ (ভূ-প্রদেশাঃ) চেলুঃ (অচলন্) সর্ব্বাঃ দিশঃ প্রজজ্বলুঃ (প্রজ্জ্বলিতাঃ বভূবুঃ) সোল্কাঃ (উল্কাসহিতাঃ সাঙ্গরাঃ) অশনয়ঃ (বজ্রাণি) চ পেতুঃ (অপতন্) আর্ত্তিহেতবঃ (লোকপীড়াসূচকাঃ) কেতবঃ (ধূমকেত্বাদয়ঃ) চ (উদয়াঞ্চক্রুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তখন, পর্ব্বতাদির সহিত সমস্ত ভূপ্রদেশ কম্পিত হইতে লাগিল, দিক্‌সমূহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং লোকসমূহের ভয়প্রদ কেতুসকল উদিত হইল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কেতবশ্চ উদগুরিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেতবশ্চ'—ধূমকেতুসমূহ উদিত হইল ॥ ৪ ॥

ববৌ বায়ুঃ সুদুঃস্পর্শঃ ফেৎকারানীরয়ন্মুহুঃ ।
উন্মূলয়ন্নগপতীন্ বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সুদুঃস্পর্শঃ (স্পর্শদুঃখকরঃ) বাত্যানীকঃ (বাত্যাঃ চক্রবয়বঃ এব অনীকং সেনা যস্য সঃ) রজোধ্বজঃ (রজঃ গগনস্পর্শিধূলিরাশিঃ এব ধ্বজঃ যস্য সঃ) বায়ুঃ মুহুঃ (ভৃশং) ফেৎকারান্ (তীব্রবায়ুশব্দানুকরণম্) (ঈরয়ন্ ধ্বনয়ন্) নগপতীন্ (মহাবৃক্ষান্) উন্মূলয়ন্ (মূলতঃ উৎপাটয়ন্) ববৌ (প্রবাহিতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সুদুঃস্পর্শ, বায়ুসমূহ প্রবল ঝটিকাকে সৈন্য এবং ধূলিসমূহকে ধ্বজা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ

বৃক্ষরাজি উন্মূলন পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ শোঁ শোঁ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ।। ৫ ।।

বিশ্বনাথ—ফুৎকারানিতি তীব্রবায়ুশব্দানুকরণং বাত্যা এব অনীকং সেনা যস্য সঃ ।। ৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ফুৎকারান্' — ফুৎকার, ইহা তীব্র বায়ুশব্দের অনুকরণ ধ্বনি, (শোঁ শোঁ এই-রূপ শব্দ)। 'বাত্যানীকঃ'—বাত্যা অর্থাৎ প্রবল ঝটিকাই যাহার সৈন্যসদৃশ, সেই দুঃসহ বাতমণ্ডলী ।। ৫ ।।

মধ্ব—

ফট্কারশ্চৈব ফুৎকারাস্তথা কিল কিলাদয়ঃ।
অনুকারশব্দা বিজ্ঞেয়া যে চান্যে তাদৃশা মতাঃ।।

ইত্যভিধানম্ ।। ৫ ।।

উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া নষ্টভাগণে।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ।।৬।।

অন্বয়ঃ—উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া (উচ্চৈঃ হসন্ত্যঃ ইব তড়িতঃ যেষু তেষাম্ অম্ভোদানাং মেঘানাং ঘটয়া সমূহেন) নষ্টভাগণে (নষ্টঃ ভাগণঃ সূর্য্যাদিপ্রভা-সমূহঃ যস্মিন্ তস্মিন্) ব্যোম্নি (আকাশে) প্রবিষ্ট-তমসা (প্রবিষ্টেন অন্ধকারেণ) পদং (স্থানং) ন ব্যাদৃশ্যতে স্ম (ন ঈষদপি অদৃশ্যত) ।। ৬ ।।

অনুবাদ—সেই সময় বিদ্যুৎরূপ অট্টহাস্যযুক্ত নিবিড় মেঘমালাদ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রের প্রভা বিনষ্ট হইল, সুতরাং নভোমণ্ডল অন্ধকারাবৃত হইল, সেজন্য আকাশের অত্যল্প স্থানও আর দৃষ্টিগোচর হইল না ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—উচ্চৈর্হসন্ত্য ইব তড়িতো যেষু তেষা-মম্বুদানাং ঘটয়া নষ্টো ভাগণঃ সূর্য্যাদিপ্রভা যস্মিং-স্তস্মিন্ ব্যোম্নি পদং স্থানম্ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'উদ্ধসত্তড়িদ্' — ইত্যাদি, যাহাতে বিদ্যুৎসকল যেন উচ্চহাস্য করিতেছে, এই-রূপ মেঘসমূহের দ্বারা, 'নষ্টভাগণে ব্যোম্নি'—নষ্ট অর্থাৎ অলক্ষিত হইয়াছে ভা-গণ বলিতে সূর্য্যাদির প্রভা যাহাতে, এইরূপ গগনমণ্ডলে, 'পদং'—স্থান (অর্থাৎ এমনই অন্ধকারে আবৃত হইল যে আকাশের অত্যল্প স্থানও দৃষ্টিগোচর হইল না।) ।। ৬ ।।

চুক্রোশ বিমনা বার্দ্ধিরুদূর্ম্মিঃ ক্ষুভিতোদরঃ।
সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—উদূর্ম্মিঃ (উদগতাঃ ঊর্ম্ময়ঃ যস্মাৎ তথাভূতঃ) ক্ষুভিতোদরঃ (ক্ষুভিতাঃ উদরস্থাঃ মক-রাদয়ঃ যস্মিন্ তথাভূতঃ) বিমনাঃ (দুঃখিতচিত্তঃ ইব) বার্দ্ধিঃ (সমুদ্রঃ) চুক্রোশ (চক্রন্দ)। সোদ-পানাঃ (উদকানি পিবন্তি যেষু তে উদপানাঃ বাপী-কূপাদয়ঃ তৈঃ সহিতাঃ) শুষ্কপঙ্কজাঃ (শুষ্কাণি পঙ্কজানি যাসু তাঃ) সরিতঃ (নদ্যঃ) চ চক্ষুভুঃ (ক্ষোভান্বিতাঃ বভূবুঃ) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—সমুদ্র যেন বিমনা হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহাতে ভীষণ তরঙ্গসমূহ উত্থিত হইয়া উদরস্থ মকরাদি জলজন্তুসমূহকে ক্ষোভিত করিল, আর বাপীকূপাদির সহিত নদীসকলও এরূপ ক্ষুব্ধ হইল যে, তত্রস্থ পদ্মরাজি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেল ।।৭।।

বিশ্বনাথ—বার্দ্ধিঃ সমুদ্রঃ। সোদপানাঃ সকূপাঃ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বার্ধিঃ'—বারিসমূহের ধারক, অর্থাৎ সমুদ্র। 'সোদপানাঃ'—উদপান বলিতে বাপী, কূপ প্রভৃতি, তাহাদের সহিত (নদীসকল ক্ষুব্ধ হইল) ।। ৭ ।।

মুহুঃ পরিধয়োঽভুবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্য্যয়োঃ।
নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—সরাহ্বোঃ (রাহুগ্রস্তয়োঃ) শশিসূর্য্যয়োঃ মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) পরিধয়ঃ (পরিবেশাঃ) অভূবন্। নির্ঘাতাঃ (নিরভ্রগর্জ্জিতানি মেঘান্ বিনাঽপি গর্জ্জ-নানি) রথনির্হ্রাদাঃ (রথধ্বনিতুল্যাঃ ধ্বনয়ঃ) বিব-রেভ্যঃ (গিরিগুহাভ্যঃ) প্রজজ্ঞিরে (সঞ্জাতাঃ) ।।৮।।

অনুবাদ—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের বারংবার পরিবেশ (পরিধি) প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং বিনা মেঘেও পুনঃ পুনঃ মেঘগর্জ্জন ও গিরিগুহা হইতে রথচক্র-নির্ঘোষবৎ ভয়াবহ শব্দ উদ্গত হইতে লাগিল ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—নির্ঘাতা নিরভ্রগর্জ্জিতানি রথ-নির্হ্রাদ-তুল্যা ধ্বনয়ঃ বিবরেভ্যঃ গিরিগুহাভ্যঃ ।। ৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ঘাতাঃ'—জলশূন্য মেঘের গর্জ্জন সকল। 'রথ-নির্হ্রাদাঃ'—রথচক্রের নির্হ্রাদ-

তুল্য ধ্বনিসমূহ। 'বিবরেভ্যঃ'—পর্ব্বতের গুহাভ্যন্তর হইতে; (অর্থাৎ বিনা মেঘে পুনঃ পুনঃ পর্ব্বতগুহা হইতে রথ-নির্ঘোষের ন্যায় মেঘ-গর্জ্জন শব্দ হইতে লাগিল।) ॥ ৮ ॥

———

অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্ ।
শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবং শিবাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তর্গ্রামেষু (গ্রামমধ্যেষু) মুখতঃ উল্বণং (ভয়সূচকং) বহ্নিম্ (অগ্নিং) বমন্ত্যঃ (উদগীরন্ত্যঃ) শিবাঃ (শৃগাল্যঃ) শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ (শৃগালানাম্ উলূকানাং পেচকানাং চ টঙ্কারৈঃ শব্দৈঃ সহ) অশিবম্ (অমঙ্গলং যথা স্যাৎ তথা) প্রণেদুঃ (ধ্বনিতবত্যঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—গ্রামমধ্যে শৃগাল ও পেচকের ধ্বনিসহ শৃগালীগণ মুখ বিবর হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি উদগীরণ করিতে করিতে অমঙ্গলসূচক চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—টঙ্কারৈর্ধ্বনিভিঃ সহ, শিবাঃ শৃগাল-স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'টঙ্কারৈঃ'—ধ্বনির সহিত, অর্থাৎ শৃগাল ও পেচকের শব্দের সহিত। 'শিবাঃ' —শৃগালীগণ ॥ ৯ ॥

মধ্ব—টঙ্কারোঽপ্যনুকারশব্দঃ। শৃগালাস্তত্র পুমাংসঃ। অপি সম্ভাবনা-প্রশ্নগর্হাশঙ্কা-সমুচ্চয়ে। নাশস্তত্র শৃগালানাং শিবানাং চান্যথা স্বরঃ—ইত্যাগ্নেয়ে ॥ ৯ ॥

———

সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নময্য শিরোধরাম্ ।
ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—গ্রামসিংহাঃ (শ্বানঃ) শিরোধরাং (কন্ধরাং) উন্নময্য (উদ্ধৃত্য) সঙ্গীতবৎ রোদনবৎ (চ) বিবিধাঃ বাচঃ (রুতানি) ততঃ ততঃ (তত্র তত্র) ব্যমুঞ্চন্ (অকুর্ব্বন্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কুক্কুরসকল যেখানে সেখানে গ্রীবা উত্তোলন করিয়া কখনও সঙ্গীতবৎ, কখনও বা ক্রন্দনবৎ বিবিধ শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রামসিংহাঃ শ্বানঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রামসিংহাঃ'—(গ্রামেই যাহার সিংহের ন্যায়, অর্থাৎ) কুক্কুর সকল ॥ ১০ ॥

———

খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্ ।
খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্য্যধাবন্ বরূথশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—হে ক্ষত্তঃ (বিদুর)! খরাঃ (গর্দ্দভাঃ) চ কর্কশৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) খুরৈঃ ধরাতলং (পৃথ্বীং) ঘ্নন্তঃ (খনয়ন্তঃ) খার্কাররভসাঃ (খার্কারঃ গর্দ্দভ-জাতিশব্দঃ তস্মিন্ রভসঃ সংভ্রমঃ যেষাং তে) মত্তাঃ (সন্তঃ) বরূথশঃ (সঙ্ঘশঃ দলে দলে) পর্য্যধাবন্ (চতুর্ষু দিক্ষুঃ ধাবন্তি স্ম) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর! গর্দ্দভসকল দলবদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ খুরদ্বারা পৃথিবী খনন ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্বজাতীয় খার্কার রব করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—হে ক্ষত্তঃ, খার্কারো গর্দ্দভশব্দানুকরণং তেনৈব রভসো হর্ষো যেষাং তে ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষত্তঃ'—হে বিদুর! 'খার্কার-রভসাঃ'—খার্কার বলিতে গর্দ্দভের শব্দের অনুকরণ ধ্বনি, তাহাতেই রভস, অর্থাৎ হর্ষ যাহাদের, সেই 'খরাঃ'—গর্দ্দভসকল ॥ ১১ ॥

মধ্ব—খার্কারোঽপ্যনুকারশব্দঃ ॥ ১১ ॥

———

রুদন্তো রাসভাৎ ত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ ।
ঘোষেঽরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্ব্বত ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—রাসভাৎ ত্রস্তাঃ (রাসভশব্দাৎ ভীতাঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) রুদন্তঃ (সর্ব্বতঃ ক্রোশন্তঃ রবং কুর্ব্বাণাঃ) নীড়াৎ (কুলায়াৎ) উদপতন্ (উপরি উড্ডীয়ানাঃ)। ঘোষে (আভীরপল্ল্যাম্) অরণ্যে চ (যে) পশবঃ (তে) শকৃন্মূত্রম্ (পুরীষং মূত্রং চ) অকুর্ব্বত (উৎসসৃজুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—গর্দ্দভের শব্দে ভীত পক্ষিকুল খেদসূচক শব্দ করিতে করিতে নীড় হইতে ঊর্দ্ধে পতিত হইতে লাগিল, এবং গোষ্ঠে ও অরণ্যে পশুসকল ভীত হইয়া বারংবার বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥১২॥

বিশ্বনাথ—রাসভাৎ গর্দভশব্দাৎ ত্রস্তাঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাসভাৎ ত্রস্তাঃ'—গর্দ্দভের শব্দ হইতে ভীত (পক্ষিগণ) ॥ ১২ ॥

গাবোঽত্রসন্নসৃগ্দোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ ।
ব্যরুদন্ দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্বিনানিলম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ (ধেনবঃ) অত্রসন্ (ভীতাঃ অভবন্) অসৃগ্দোহাঃ (রক্তং দুহত্যশ্চ বভূবুঃ), তোয়দাঃ (মেঘাঃ) পূয়বর্ষিণঃ (জাতাঃ, পূয়ং বর্ষুঃ), দেবলিঙ্গানি (দেবপ্রতিমাঃ) ব্যরুদন্ (অশ্রূণি মুমুচুঃ) অনিলং (বায়ুং) বিনা (অপি) দ্রুমাঃ পেতুঃ (বৃক্ষাঃ অপতন্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—গাভীসকল ভীতা হইয়া শোণিতময় দুগ্ধ বর্ষণ করিতে লাগিল ; মেঘসকল পূয় (পূজ) বর্ষণ করিতেছিল, দেবপ্রতিমা সকলে যেন অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষ-সমূহ ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অসৃগ্দোহা রুধিরদুগ্ধাঃ, দেবলিঙ্গানি দেবপ্রতিমাঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৃগ্-দোহাঃ'—রক্তদুগ্ধ ক্ষরণকারী গাভীগণ, অর্থাৎ গাভীগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্তন হইতে শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। 'দেবলিঙ্গানি'—দেবপ্রতিমাসকল ॥ ১৩ ॥

গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ ।
অতিচেরুর্ব্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে (ক্রূরগ্রহাঃ মঙ্গলশনৈশ্চরাদয়ঃ) অপি দীপিতাঃ (অতি দীপ্তিমন্তঃ সন্তঃ) পুণ্যতমান্ (শুভকরান্) গ্রহান্ (গুরুশুক্রাদীন্) ভগবান্ (অন্যানি বহূনি নক্ষত্রাণি) চ অতিচেরুঃ (অতিক্রম্য জগ্মুঃ পুনঃ) বক্রগত্যা (প্রত্যাগত্য) পরস্পরং যুযুধুঃ (যুযুধিরে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শনি-মঙ্গলাদি ক্রূর গ্রহগণও অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাদি শুভ গ্রহগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিল, এবং বক্রগতি দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুণ্যতমান্ বৃহস্পতিশুক্রাদীন্ অন্যে ক্রূরগ্রহা মঙ্গলাদয়ঃ অতিক্রম্য জগ্মুর্বক্রগত্যা প্রত্যাবৃত্য যুযুধুঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুণ্যতমান্'—বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি শুভ গ্রহগণকে, 'অন্যে'—অপর মঙ্গল প্রভৃতি ক্রূর গ্রহগণ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং 'বক্রগত্যা'—বক্রগতিরদ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতান্ন তত্তত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ ।
ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসংপ্লবম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যান্ চ (উক্তেভ্যঃ অপরান্ অপি) মহোৎপাতান্ (উপদ্রবান্) দৃষ্ট্বা ব্রহ্মপুত্রান্ (স্বশাপাভিজ্ঞান্ সনকাদীন্) ঋতে (বিনা) ন তৎতত্ত্ববিদঃ (শাপানভিজ্ঞাঃ) প্রজাঃ (জনাঃ) ভীতাঃ (সন্তঃ) বিশ্বসংপ্লবং (বিশ্বস্য জগতঃ সংপ্লবং প্রলয়ং) মেনিরে (স্বীচক্রুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য মহোৎপাত দর্শন করিয়া ব্রহ্মপুত্র সনকাদি ভিন্ন অপর শাপকারণে দৈত্যোৎপত্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রজাসমূহ ভীত হইয়া বিশ্ব-প্রলয় উপস্থিত হইল মনে করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মপুত্রান্ সনকাদীন্ তেষাং স্বশাপাদিজ্ঞানাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মপুত্রান্ ঋতে'—সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ ভিন্ন, কারণ তাঁহারা নিজেদের প্রদত্ত অভিশাপাদি সমস্তই জানিতেন ॥ ১৫ ॥

তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ ।
ববৃধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ (জাতৌ) আদিদৈত্যৌ (হিরণ্যাক্ষহিরণ্যকশিপু) সহসা (আশু) ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ (ব্যজ্যমানং প্রকাশিতং আত্মপৌরুষং পূর্ব্বসিদ্ধং স্বপৌরুষং যয়োঃ তৌ) অশ্মসারেণ (প্রস্তরতুল্যেন) কায়েন (শরীরেণ) অদ্রিপতী (পর্ব্বতশ্রেষ্ঠৌ) ইব ববৃধাতে (বর্দ্ধিতৌ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—(এদিকে) ঐ আদি দৈত্যদ্বয়ের পূর্ব্ব-

সিদ্ধ স্বপৌরুষ সহসা প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং দুই বৃহৎ পর্ব্বতসদৃশ এবং প্রস্তরবৎ কঠিন তাহাদের কলেবর দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মশাপেঽপি ভগবদ্ভক্তানাং সর্ব্বাধিক্যমিতি বোধয়িতুং তয়োরকৃতৈরতিসুকৃতৈঃ ত্রৈলোক্যাধিপত্যবলপ্রভাবভোগযোগৈশ্বর্য্যাদীনি কৃতৈরপি বহুভির্দুষ্কৃতৈর্নরকযাতনাগন্ধমাত্রাভাবঞ্চ বক্তুমাহ তাবিতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মশাপেও ভগবদ্‌ভক্তগণের সর্ব্বতঃ আধিক্যই দৃষ্ট হয়, ইহা জানাইবার জন্য—এই দুইজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইলেও অতি সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কৃত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য, বল, প্রভাব, ভোগ, যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি, আবার বহু দুষ্কৃত জনের দ্বারা কৃত হইলেও নরক যাতনা গন্ধমাত্রের অভাব দৃষ্ট হয়, ইহা বলিতেছেন—'তৌ' ইত্যাদি অর্থাৎ সেই দুইজনের পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মপৌরুষ প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

———

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভি-
র্নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ ।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে
কট্যা সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—হেমকিরীটকোটিভিঃ (স্বর্ণময়-মুকুটাগ্রৈঃ) দিবিস্পৃশৌ (দিবং স্বর্গং স্পৃশ্যন্তৌ) নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ (নিরুদ্ধাঃ ব্যাপ্তাঃ কাষ্ঠাঃ দিশঃ যাভ্যাং তৌ) স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ (স্ফুরন্তি শোভমানানি অঙ্গদানি কেয়ূরাণি যেষু তে ভুজাঃ যয়োঃ তৌ) চরণৈঃ পদে পদে (প্রতিপদবিন্যাসেন) গাং (পৃথ্বীং) কম্পয়ন্তৌ সুকাঞ্চ্যা (শোভনা কাঞ্চী মেখলা যস্যাং তয়া) কট্যা (কটিদেশস্য দীপ্ত্যা উচ্চতয়া চ) অর্কং (সূর্য্যং) অতীত্য (অতিক্রম্য) তস্থতুঃ (অবস্থিতবন্তৌ) ॥১৭॥

অনুবাদ—তাহাদের স্বর্ণময় মুকুটাগ্রভাগ যেন স্বর্গ স্পর্শ করিল, শরীর যেন দিক্‌সমূহ অবরোধ করিল, ভুজলতাসকল অঙ্গদাদি ভূষণে শোভিত ছিল, চরণের প্রতি পদবিক্ষেপে ভূমিকম্প হইতে লাগিল এবং সুশোভিত কাঞ্চিযুক্ত কটিদেশের দীপ্তিও উচ্চতায় যেন সূর্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চষদিনবয়স্ত্বে এব তাবেবমভূতামিত্যাহ—দিবীতি। কাষ্ঠা দিশঃ। অঙ্গদেতি টাবন্তত্বমার্ষম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চষ-দিন-বয়স্ত্বে এব'—পাঁচ বা ছয় দিনের বয়সেই তাহারা দুইজন এইরূপ হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'দিবিস্পৃশৌ' ইত্যাদি। 'কাষ্ঠাঃ'—দিক্‌সমূহ। 'স্ফুরদঙ্গদা-ভুজৌ'—প্রকাশিত হইতেছে অঙ্গদ অর্থাৎ বলয় প্রভৃতি যেখানে, তাদৃশ বাহুদ্বয় যাহাদের, তাহারা দুইজন, (অর্থাৎ যাহাদের বাহুযুগলে অঙ্গদাদি শোভিত হইতেছিল)। 'অঙ্গদা'—এখানে অঙ্গদ শব্দের আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগ আর্ষ ॥ ১৭ ॥

———

প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীৎ
যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্‌যময়োরজায়ত ।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা
যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যময়োঃ (সহজাতয়োঃ মধ্যে) যঃ প্রাক্ (প্রথমং) স্বদেহাৎ (কশ্যপশরীরাৎ) অজায়ত, তং হিরণ্যকশিপুং (যথা জ্যেষ্ঠতয়া) প্রজাঃ বিদুঃ, সা (দিতিঃ) যম্ অগ্রতঃ (প্রথমম্) অসূত (প্রসূতবতী) তং হিরণ্যাক্ষং (যথা কনিষ্ঠতয়া বিদুঃ তথা) প্রজাপতিঃ (কশ্যপঃ) তয়োঃ নাম (নামকরণম্) অকার্ষীৎ (কৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রদ্বয়ের নামকরণ করিলেন, তন্মধ্যে যে কশ্যপের নিজদেহ হইতে প্রথমে জন্মিয়াছিল, প্রজাসকল তাহাকে জ্যৈষ্ঠ হিরণ্যকশিপু বলিয়া এবং দিতি যাহাকে অগ্রে প্রসব করেন, তাহাকে কনিষ্ঠ ও হিরণ্যাক্ষ বলিয়া জানিলেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—দশমেঽহ্নি নামকরণমাহ—প্রজাপতিঃ কশ্যপঃ। যময়োর্মধ্যে স্বদেহাদ্ যঃ প্রথমমজায়ত তং হিরণ্যকশিপুং যথা বিদুঃ, সা দিতিঃ প্রথমং যং অসূত তং হিরণ্যাক্ষং যথা বিদুস্তথা তয়োর্নাম অকার্ষীদিতি। যথা-তথয়োরধ্যাহারেণান্বয়ঃ। যথা বিশেদ্‌দ্বিধাভূতং বীর্য্যং পুষ্পং পরিক্ষরৎ। দ্বৌ তদা ভবতো গর্ভৌ সূতির্বেশবিপর্য্যয়াদিতি পিণ্ডসিদ্ধিস্মরণাৎ পিতৃক্রমেণ হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠঃ পিত্রা কশ্যপেন তস্যৈবাদাবাহি-

তত্ত্বাৎ। তথা মাতৃক্রমেণ হিরণ্যাক্ষো জ্যেষ্ঠঃ মাত্রা দিত্যা তস্যৈবাদৌ প্রসূতত্বাৎ। এবং ক্রমাদ্দ্বৈবিধ্যেন দ্বয়োরপি জ্যেষ্ঠত্বে পিতুঃ প্রাধান্যাৎ হিরণ্যকশিপুরেব জ্যেষ্ঠত্বেন ব্যাহৃতঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দশম দিবসে তাহাদের নামকরণ বলিতেছেন—প্রজাপতিঃ'—প্রজাপতি এখানে মহামুনি কশ্যপ। যমক পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কশ্যপের শরীর হইতে পূর্ব্বে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে হিরণ্যকশিপু বলিয়া যেরূপে প্রজাগণ জানিলেন, সেইরূপ দিতি যাহাকে প্রথম প্রসব করেন, তাহাকে হিরণ্যাক্ষ বলিয়া প্রজাগণ যাহাতে জানিতে পারে—এইরূপভাবে প্রজাপতি কশ্যপ তাহাদের নাম রাখিলেন। এখানে 'যথা-তথয়োঃ'—অর্থাৎ যথা এবং তথা—ইহা অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। 'যথা বিশেদ্ দ্বিধাভূতং'—অর্থাৎ যেরূপে দুইভাগে বিভক্ত বীর্য্য যোনিপুষ্পে পরিক্ষরিত হইয়া প্রবেশ করিবে, তখন বেশ বিপর্য্যয় বশতঃ সূতি দুইটি গর্ভ ধারণ করিবে, ইত্যাদি পিণ্ডসিদ্ধি (গ্রন্থ) অনুসারে, পিতৃক্রমে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ, যেহেতু কশ্যপ কর্ত্তৃক প্রথমে তিনিই (মাতৃগর্ভে) আহিত হইয়াছেন। সেইরূপ মাতৃক্রমে হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ, কারণ মাতা দিতি তাহাকেই প্রথমে প্রসব করিয়াছেন। এইপ্রকার দ্বিবিধ ক্রম অনুযায়ী উভয়েরই জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তি হইলেও, পিতার প্রাধান্যবশতঃ হিরণ্যকশিপুই জ্যেষ্ঠত্বরূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ।
বশে সপালান্ লোকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দোর্ভ্যাং (স্বভুজবলেন) উদ্ধতঃ (অনম্রঃ) ব্রহ্মবরেণ (ব্রহ্মণঃ বরেণ) অকুতোমৃত্যুঃ (সর্ব্বতঃ মৃত্যুরহিতঃ) চ হিরণ্যকশিপুঃ সপালান্ ত্রীন্ লোকান্ বশে (স্ব-বশীভূতান্) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুর স্বীয় বাহুবলে গর্ব্বিত এবং ব্রহ্মার বরে অমর হইয়া দিক্‌পালগণের সহিত ত্রিভুবনকে স্বায়ত্ত করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—দোর্ভ্যাং বাহুবলেনৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্মবরেণ চেতি চকারাৎ ব্রহ্মবরোঽপি তত্র সহায়োঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৌর্ভ্যাং'—বাহুবলের দ্বারাই, এই অর্থ। 'ব্রহ্মবরেণ চ'—এখানে 'চ'-কার (এবং) প্রয়োগের দ্বারা ব্রহ্মার বরও সেখানে সহায় হইয়াছিল—এইরূপ অর্থ ॥ ১৯ ॥

হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্।
গদাপাণির্দিবং যাতো যুযুৎসুর্মৃগয়ন্ রণম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (হিরণ্যকশিপোঃ) প্রিয়ঃ অন্বহং (প্রতিক্ষণং) প্রীতিকৃৎ চ অনুজঃ হিরণ্যাক্ষঃ যুযুৎসুঃ (যোদ্ধুম্ ইচ্ছুঃ) গদাপাণিঃ (সন, করে গদাং গৃহীত্বা) রণং (যুদ্ধং) মৃগয়ন্ (অন্বিষ্যন্ কদাচিৎ) দিবং (স্বর্গং) যাতং ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই হিরণ্যকশিপুর প্রিয় এবং প্রতিদিন প্রীতিকর কার্য্যসম্পাদনকারী অনুজ হিরণ্যাক্ষ গদাহস্তে সংগ্রাম অন্বেষণ করিতে করিতে একদিন স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্।
বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্ ॥ ২১ ॥
মনোবীর্য্যবরোৎসিক্তমসৃণ্যমকুতোভয়ম্।
ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—দুঃসহজবং (দুঃসহো জবো বেগো যস্য তং) রণৎকাঞ্চননূপুরং (রণন্তৌ শব্দায়মানৌ কাঞ্চনময়ৌ নূপুরৌ যস্য তং) বৈজয়ন্ত্যা স্রজা (পুষ্প-পল্লবাদি-নির্ম্মিতয়া মালয়া) জুষ্টং (অলঙ্কৃতম্) অংসন্যস্তমহাগদম্) অংসে স্কন্ধে ন্যস্তা মহতী গদা যেন তং) মনোবীর্য্যবরোৎসিক্তং (মনসা শৌর্য্যেণ বীর্য্যেণ বলেন ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তেন বরেণ চ উৎসিক্তং গর্ব্বিতম্) অসৃণ্যং (নিরঙ্কুশম্) অকুতোভয়ং (সর্ব্বতঃ নির্ভয়ং) তং (হিরণ্যাক্ষং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) (দেবাঃ ভীতাঃ (সন্তঃ) তার্ক্ষ্যত্রস্তাঃ (গরুড়াৎ ভীতাঃ) অহয়ঃ (সর্পাঃ) ইব (যথা তথা) নিলিল্যিরে (লীনাঃ অন্তর্হিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—দুঃসহ বেগবান্, পদদ্বয়ে শব্দায়মান

স্বর্ণ নূপুরবিশিষ্ট, গলদেশে বৈজয়ন্তীমাল্যশোভিত, স্কন্ধদেশে মহতী গদা-ন্যস্ত, শৌর্য্যবীর্য্যবলে ও ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত, নিরঙ্কুশ এবং অকুতোভয় সেই হিরণ্যাক্ষকে দেখিয়া দেবগণ গরুড় দর্শনে সর্প যেরূপ ভীত হইয়া পলায়ন করে তদ্রূপ ভীত হইয়া লুক্কায়িত হইলেন ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ—মনোবীর্য্যবরৈর্মনোবল-দেহবল-দেবতাবলৈরুৎসিক্তং গর্ব্বিতং অস্পৃণ্যং নিরঙ্কুশম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনো-বীর্য্য-বরোৎসিক্তম্'—মনোবল, দেহবল এবং দেবতার (ব্রহ্মার) বলের দ্বারা উৎসিক্ত অর্থাৎ গর্ব্বিত (হিরণ্যাক্ষকে দেখিয়া দেবগণ পলায়ন করিলেন)। 'অস্পৃণ্যং'—নিরঙ্কুশ (অর্থাৎ যাহাকে বাধা প্রদানের কেহই নাই, সেই হিরণ্যাক্ষকে) ॥ ২২ ॥

মধ্ব—ন দেবানাং প্রজাপানাং বিজেতা বরতো বিনা।
বলেন বিদ্যয়া বাপি ন সমস্তৎ পতীন্ বিনা ॥
বরোঽপি তাদৃশো যাবচ্ছরীরং নান্যদেহগঃ ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ২২ ॥

স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্।
সেন্দ্রান্ দেবগণান্ ক্ষীবানপশ্যন্ ব্যনদদ্ভৃশম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—সঃ দৈত্যরাট্ (হিরণ্যাক্ষঃ) সেন্দ্রান্ (ইন্দ্রসহিতান্) দেবগণান্ ন পশ্যন্ (সন্ ন দৃষ্ট্বা) স্বেন (হিরণ্যাক্ষসম্বন্ধিনা) মহসা (তেজসা) বৈ (এব) তিরোহিতান্ (পলায়িতান্) ক্ষীবান্ (প্রমত্তঃ সন্, ক্লীবান্ পাঠে পৌরুষহীনান্) দৃষ্ট্বা (জ্ঞাত্বা) ভৃশম্ (অতীব) ব্যনদৎ (অগর্জ্জৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ দেবরাজের সহিত দেবতাগণের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় তেজোবলে ভীত হইয়াই দেবতাগণ পলায়ন করিয়াছে ইহা জানিয়া প্রমত্ত হইল এবং ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন পশ্যন্ ক্ষীবা মত্তঃ সন্, ক্লীবানিতি পাঠে পৌরুষহীনান্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন পশ্যন্'—দেবগণকে না দেখিয়া, 'ক্ষীবা'—অর্থাৎ মত্ত হইয়া। এখানে 'ক্ষীবান্ অপশ্যন্'—ক্ষীব অর্থাৎ পৌরুষহীন। এই স্থলে 'ক্লীবান্'—এই পাঠান্তরেও একই অর্থ—পৌরুষহীন, (অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ দেবগণকে না দেখিয়া, পৌরুষহীন তাঁহাদিগকে নিজের তেজের দ্বারাই তিরোহিত জানিয়া বারংবার অতীব গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।) ॥ ২৩ ॥

ততো নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিঃস্বনম্।
বিজগাহে মহাসত্ত্বো বার্দ্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (স্বর্গাৎ) নিবৃত্তঃ মহাসত্ত্বঃ (মহাবলঃ সঃ হিরণ্যাক্ষঃ) ক্রীড়িষ্যন্ (ক্রীড়িতুং ইচ্ছন্) মত্তঃ দ্বিপঃ (হস্তী) ইব গম্ভীরং ভীমনিঃস্বনং (ভীষণধ্বনিং) বার্দ্ধিং (সমুদ্রং) বিজগাহে (প্রবিষ্টঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তৎপর সেই মহাবলী হিরণ্যাক্ষ স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিবার মানসে গভীর ও ভয়ানক শব্দায়মান সমুদ্রে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবগাহন করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপ্রতিযোদ্ধারং দশদিক্ষু ক্বাপি কমপ্যদৃষ্ট্বা স্বীয়-মহাবলস্যোষ্মণানুতপ্তো বারিধিমধ্যে কথঞ্চিৎ কশ্চিদ্বা তিষ্ঠেত্তেন সহ যুদ্ধ্যেয়েত্যাকাঙ্ক্ষয়া বার্দ্ধিং জগাহে ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দশ দিকে কোথায়ও নিজের প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, স্বীয় মহাবলের উষ্মায় (উত্তাপে, তীব্রতায়) অনুতপ্ত হইয়া, সমুদ্রমধ্যে কোনপ্রকারে কেহ যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব—এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকা
যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চ্চসা
প্রধর্ষিতা দূরতরং প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (হিরণ্যাক্ষে) প্রবিষ্টে (সমুদ্রম্ আবিশতি সতি) সন্নিধিয়ঃ (সন্না অবসন্না ধীঃ যেষাং তে বিশীর্ণবুদ্ধয়ঃ) স-সাধ্বসাঃ (ভীতাঃ) বরুণস্য সৈনিকাঃ যাদোগণাঃ (কুম্ভীরাদয়ঃ) অহন্যমানাঃ

(তেন হিরণ্যাক্ষেণ অনাহতাঃ) অপি তস্য (হিরণ্যাক্ষস্য) বর্চ্চসা (তেজসা) প্রধর্ষিতাঃ (অভিভূতাঃ সন্তঃ) দূরতরং প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সেই হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে বরুণের সৈন্যস্বরূপ জলজন্তুসমূহ অতি ভীত এবং হতবুদ্ধি হইয়া তৎ-কর্ত্তৃক তাড়িত না হইয়াও তাহার তেজে অভিভূত হইয়া দূরাতিদূরে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবল-
শ্চরন্মহোর্ম্মীন্ শ্বসনেরিতান্মুহুঃ ।
মৌর্ব্ব্যাভিজঘ্নে গদয়া বিভাবরী-
মাসেদিবাংস্তাত পুরীং প্রচেতসঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে তাত (বিদুর) ! সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) বর্ষ পূগান্ (বহূন্ সংবৎসরান্) উদধৌ (সমুদ্রে) চরন্ (বিহরন্) শ্বসনেরিতান্ (শ্বসনেন শ্বাসেন ঈরিতান্ সঞ্জাতান্) মহোর্ম্মীন্ (উচ্চৈস্তরঙ্গান্) মৌর্ব্ব্যা (লৌহনির্ম্মিতয়া, যদ্বা, তৃণবিশেষময্যা রজ্জ্বা দৃঢ়ং নিবদ্ধয়া) গদয়া মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অভিজঘ্নে (প্রহৃতবান্)। (ততঃ) প্রচেতসঃ (বরুণস্য) বিভাবরীং (নাম) পুরীম্ আসেদিবান্ (প্রাপ্তবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ মহাবল দৈত্য সমুদ্রমধ্যে বহু বৎসর যাবৎ বিচরণ করিল। তাহার নিঃশ্বাস-বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকিল। হিরণ্যাক্ষ ঐ তরঙ্গসমূহকে কৃষ্ণবর্ণ লোহময়ী গদা দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ আঘাত করিতে লাগিল। হে বিদুর, অনন্তর সে বরুণের বিভাবরী নামক পুরী প্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষপূগান্ বর্ষসমূহান্ ব্যাপ্য মহোর্মীমেব গদয়া জঘ্নে। চলন্ চপলঃ মৌর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং মুর্ব্বানাম-তৃণ-বিশেষো বা তন্ময্যা। অহো জলমধ্যে কাচিৎ পুরী বর্ত্ততে তদিমাং প্রবিশামীতি বিভাবরী-সংজ্ঞাং প্রাপ্তঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্ষপূগান্'—অনেক বৎসর ব্যাপিয়া, 'ভ্রমন্'—বিচরণ করতঃ। এই স্থলে 'চলন্'—এই পাঠে চঞ্চল হইয়া, এইরূপ অর্থ। 'মৌর্ব্ব্যা'—মৌর্ব্ব বলিতে যাহার দ্বারা মারণ করা হয়, লোহময়ী (গদা), তাহার দ্বারা, অথবা—মুর্ব্বা নামক তৃণ-বিশেষ, তাহার দ্বারা নির্ম্মিত গদার দ্বারা (তরঙ্গসমূহকে আঘাত করিতে লাগিলেন।) তারপর 'অহো! জলমধ্যে কোন একটি পুরী আছে, অতএব ইহাতে প্রবেশ করি'—এইরূপ ভাবিয়া বিভাবরী নামক বরুণদেবের পুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥

তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং
যাদোগণানামৃষভং প্রচেতসম্ ।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচবদ্-
জগাদ মে দেহ্যধিরাজ সংযুগম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (পুর্য্যাম্) অসুরলোকপালং (পাতালরাজং) যাদোগণানাং (জলজন্তুনাম্) ঋষভং (স্বামিনং) প্রচেতসং (বরুণম্) উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) স্ময়ন্ (স্ময়মানঃ হসন্) প্রলব্ধুং (বঞ্চয়িতুম্ উপহসিতুং) নীচবৎ (হীনঃ ইব) প্রণিপত্য (প্রণম্য) (হে) অধিরাজ (মহারাজ) ! মে (মহ্যং) সংযুগং (যুদ্ধঃ) দেহি (ইতি) জগাদ (উবাচ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সেই পুরী মধ্যে পাতালস্থ লোকগণের পালক এবং জলজন্তুগণের অধিপতি বরুণদেবের নিকটস্থ হইয়া সগর্ব্বে উপহাস করিবার জন্যই যেন প্রণিপাত করিয়া নীচবৎ কহিতে লাগিল—হে অধিরাজ আমাকে যুদ্ধ দান করুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অসুরলোকস্য পাতালস্য পালকং প্রলব্ধুমুপহসিতুং প্রণিপত্য ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসুরলোক-পালকং'—অসুরলোক অর্থাৎ পাতালের পালক, বরুণদেবকে প্রাপ্ত হইয়া। 'প্রলব্ধুং'—উপহাস করিবার নিমিত্ত, 'প্রণিপত্য'—প্রণিপাত-পূর্ব্বক ॥ ২৭ ॥

ত্বং লোকপালাঽধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা
বীর্য্যাপহো দুর্ম্মদবীরমানিনম্ ।
বিজিত্য লোকে কিল দৈত্যদানবান্
যদ্রাজসূয়েন পুরাযজৎ প্রভো ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, (বরুণ,) ত্বং লোকপালাধিপতিঃ (লোকপালানামপি অধিপতিঃ) বৃহচ্ছ্রবাঃ (মহাযশাঃ) দুর্ম্মদবীরমানিনাং (দুর্ম্মদেন দর্পেণ যে আত্মনং বীরং মন্যন্তে তেষাং) বীর্য্যাপহঃ (তেজোবিনাশী) যৎ (যতঃ ভবান্) পুরা কিল লোকে (ইহ জগতি) দৈত্যদানবান্ (সর্ব্বান্ দৈত্যান্ দানবান্ চ) বিজিত্য (পরাভূয়) রাজসূয়েন (যজ্ঞেন) অযজৎ (ইষ্টবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি লোকপালগণের অধীশ্বর, মহাযশস্বী এবং বীরাভিমানী দুর্ম্মদ ব্যক্তিদিগের দর্পহারী। আপনি পূর্ব্বে ইহলোকে দৈত্য ও দানবদিগকে পরাজিত করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, (এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বকীর্ত্তি সংরক্ষণ করুন্) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অযজস্তবানিতি পৃথগ্‌বাক্যং বিজিত্যেতি বিপরীতলক্ষণা, তেন তদানীং দৈত্যানামভাবাৎ সর্ব্বৈরপি রাজসূয়ঃ কর্ত্তুং শক্যতে স্ম ; তেন সংপ্রতি মাং জিত্বা পুনরপি রাজসূয়ং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। যদ্বা, কৃতোহপি রাজসূয়স্তদৈব তে সিদ্ধ্যতি যদি মাং জয়সীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অযজৎ ভবান্'—আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন—ইহা পৃথক্ বাক্য, 'বিজিত্য'—সমস্ত দৈত্য দানবদের জয় করিয়া—ইহা বিপরীতলক্ষণা, (অর্থাৎ জয় করিয়াছিলেন —এইরূপ আপনি মনে করিতেছেন, বস্তুতঃ জয় করা আপনার হয় নাই,) কারণ তৎকালে (প্রকৃত) দৈত্যগণের অভাবহেতু সকলেই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইতেন, অতএব এখন আমাকে জয় করিয়া পুনরায় রাজসূয় যজ্ঞ করুন—এই ভাব। অথবা —রাজসূয় যজ্ঞ করা হইলেও, তখনই আপনার তাহা সিদ্ধ হইবে, যদি আমাকে জয় করিতে পারেন—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা
দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাংপতিঃ।

রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া
ন্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ অপাংপতিঃ (বরুণঃ) উৎসিক্তমদেন (উৎসিক্তঃ প্রবৃদ্ধঃ মদঃ গর্ব্বঃ যস্য তেন) বিদ্বিষা (শত্রুণা হিরণ্যাক্ষেণ) দৃঢ়ম্ (অতিশয়িতং যথা স্যাৎ তথা) প্রলব্ধঃ (উপহসিতঃ সন্) সমুত্থম্ (উদ্রিক্তং) রোষং (ক্রোধং) স্বয়া (নিজয়া) ধিয়া (বিচারেণ) শময়ন্ ন্যবোচৎ (প্রত্যুবাচ)—অঙ্গ (হে হিরণ্যাক্ষ)! বয়ম্ উপশমং (যুদ্ধাদিকৌতুকাৎ উপরমং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—মদমত্ত শত্রুকর্ত্তৃক এইরূপে উপহসিত হইয়া জলাধিপতি বরুণদেব সমুত্থিত ক্রোধকে নিজবুদ্ধি দ্বারা সম্বরণপূর্ব্বক বলিলেন,—হে দৈত্যরাজ, আমরা অধুনা যুদ্ধাদি-কৌতুক হইতে বিরত হইয়াছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়া ধিয়া শময়ন্নিতি অত্র মে রোষো ন ফলবান্ ভবিষ্যতীতি পরামর্শেনেত্যর্থঃ। উপশমং গতাঃ বয়ং সংপ্রতি প্রবয়সোহভূমেত্যর্থঃ। তেন যৌবনাবস্থায়াং যদি ত্বাং প্রাপ্স্যং তদা ত্বাদৃশানাং সহস্রমপ্যজেষ্যমিতি ভাবঃ ; যদ্বা, উপশমং সন্ন্যাসম্। তেন সন্ন্যাসঞ্চেন্নাকরিষ্যং তদাধুনাপি ত্বামজেষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বয়া ধিয়া শময়ন্'—সমুত্থিত ক্রোধকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা সম্বরণ করিয়া, অর্থাৎ এখানে আমার ক্রোধ ফলবান্ হইবে না, এইরূপ পর্য্যালোচনার দ্বারা (ক্রোধ সম্বরণ করিলেন)—এই অর্থ। 'উপশমং গতাঃ'—সম্প্রতি আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, এই অর্থ। ইহার দ্বারা, যদি যৌবনকালে তোমাকে পাইতাম, তাহা হইলে তোমাদের ন্যায় সহস্র বীরকে জয় করিতাম—এই ভাব। অথবা —উপশম বলিতে সন্ন্যাস, ইহাতে—যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে এখনও তোমাকে জয় করিতাম—এই ভাব ॥ ২৯ ॥

পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎ পুরাতনাদ্
যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্।

আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহি তং
মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসুরর্ষভ (দৈত্যরাজ)! রণমার্গকোবিদং (যুদ্ধমার্গেষু নিপুণং) ত্বাং সংযুগে (যুদ্ধে) যঃ আরাধয়িষ্যতি (তোষয়িষ্যতি) পুরাতনাৎ (সর্ব্বাদেঃ) পুরুষাৎ (শ্রীহরেঃ) অন্যং (কম্ অপি) ন পশ্যামি। (অতঃ) তং (হরিম্) ইহি (গচ্ছ, প্রাপ্নুহি) যং ভবাদৃশাঃ মনস্বিনঃ (শূরাঃ) গৃণতে (স্তুবন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এক আদি পুরুষ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য এমন কাহাকেও দেখি না, যিনি যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ আপনাকে যুদ্ধ প্রদান করিয়া সন্তোষ-বিধানে সমর্থ। অতএব আপনার ন্যায় বীরগণ যাঁহার স্তব করেন, সেই বিষ্ণুর নিকটই আপনি গমন্ করুন্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি মে রণকণ্ডূয়াতঃ কথং নিস্তারস্তত্রাহ—পশ্যামীতি। তস্মাৎ হে অসুরর্ষভ, ত্বং ইহি গচ্ছ। মনস্বিনঃ শূরা গৃণতে রণকণ্ডূয়াপহর্তৃত্বেন স্তুবন্তি ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে আমার যুদ্ধ কণ্ডূতি হইতে কি প্রকারে নিস্তার হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'পশ্যামি' ইতি, (অর্থাৎ আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখি না, যিনি যুদ্ধমার্গে নিপুণ মহাবীর আপনাকে যুদ্ধ প্রদানে সন্তুষ্ট করিতে পারেন)। অতএব হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। 'মনস্বিনঃ'—আপনাদিগের ন্যায় বীরপুরুষগণ রণকূণ্ডতির অপহর্ত্তা বলিয়া যাঁহাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ
শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ।
যস্ত্বদ্বিধানামসতাং প্রশান্তয়ে
রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে হিরণ্যাক্ষদিগ্বিজয়ে আদিদৈত্যোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—তং বীরং (হরিম্) আরাৎ (শীঘ্রম্) অভিপদ্য (প্রাপ্য) বিস্ময়ঃ (নষ্টগর্ব্বঃ সন্ ত্বং) বীরশয়ে (রণাঙ্গনে) শ্বভিঃ (কুক্কুরৈঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ মৃতঃ সন্) শয়িষ্যসে, যঃ (হরিঃ) ত্বদ্বিধানাং (ত্বাদৃশাম্) অসতাং (দুষ্টানাং) প্রশান্তয়ে (বিনাশায়) সদনুগ্রহেচ্ছয়া (সতঃ স্বভক্তান্ অনুগ্রহীতুং চ) রূপাণি (অবতারান্) ধত্তে (স্বীকরোতি) ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—তিনি মহাবীর, আপনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই নষ্টগর্ব্ব ও কুক্কুরাদি পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিবেন। শ্রীবিষ্ণু সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং আপনার ন্যায় অসাধুগণের বিনাশের জন্য নৃসিংহবরাহাদি রূপসকল ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ননু তং কতিভির্দিনৈর্লপস্য ইতি তত্রাহ—তমিতি। আরাৎ পঞ্চভিরেব দিনৈরিত্যর্থঃ। বিস্ময়ো বিগতগর্ব্বঃ সন্ শয়িষ্যসে সংপ্রতি তু গর্ব্বরোগপীড়িতো রণকণ্ডুয়োদ্বেগেন ত্বং ন শেষে ইতি ভাবঃ। বীরশয়ে বীরাঃ শেরতে যত্র তত্র রণাজিরে ইতি তব শয্যাপি সমুচিতা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তদা চরণাদ্যঙ্গযন্ত্রণকারিণঃ পরিচারকা অপি বহবো ভবিষ্যন্তীত্যাহ — শ্বভিরিতি। নন্বেবঞ্চেত্তস্যাকারং জ্ঞাপয়। যথাধুনৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্বহিরপি অন্বিষ্য তং নিষ্কাশ্য তেন সহাহং যোৎস্যে, কথং স মাং হন্যাদিতি যূয়ং পশ্যথেতি তত্রাহ—য ইতি। প্রশান্তয়ে নাশায় রূপাণি বরাহনৃসিংহাদ্যাকারান্ ধত্তে ইতি সামান্যতো জানামি, ত্বান্তু কেন রূপেণ বধিষ্যতীতি বিশেষন্তু ন জানামীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ॥
তৃতীয়েঽস্মিন্ সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-

তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কতদিনে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তম্' ইতি । 'আরাৎ'—অতি শীঘ্রই, পঞ্চ দিবসের মধ্যেই, এই অর্থ । 'বিস্ময়ঃ শয়িষ্যসে'—গর্ব্ব-রহিত হইয়াই শায়িত হইবেন, সম্প্রতি আপনি গর্ব্বরোগে পীড়িত এবং রণকণ্ডূয়ণরূপ উদ্বেগ-বশতঃ শয়ন করিতে পারিতেছেন না, এই ভাব । 'বীর-শয়ে'—বীরগণ যেখানে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই সমরাঙ্গণে, ইহাতে আপনার শয্যাও সমুচিতা হইবে—এই অর্থ । তৎকালে চরণাদি অঙ্গের যন্ত্রণাভোগকারী আপনার পরিচারকগণও বহু মিলিবে—ইহা বলিতেছেন—'শ্বভিঃ' ইতি (অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে কুকুর শৃগালাদি পরিবৃত হইয়াই শয়ন করিবেন) । দেখুন—যদি এইরূপ কেহ থাকেন, তাহার আকার (আকৃতি, রূপ) জানাইয়া দিন ; যাহাতে এক্ষণেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাকে বাহির করিয়া (টানিয়া আনিয়া) তাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু তিনিই আমাকে নিহত করিতে পারিবেন, এইরূপ কি করিয়া আপনারা ভাবিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, যিনি আপনাদের ন্যায় অসৎ পুরুষদিগের, 'প্রশান্তয়ে'—বিনাশের নিমিত্ত 'রূপাণি ধত্তে'—বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন—ইহাই সাধারণভাবে জানি, কিন্তু আপনাকে কিপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া বধ করিবেন—ইহার বিশেষ ত জানি না—এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৭ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের
বিবৃতি সমাপ্ত ।

**ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের
শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।**

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

তদেবমাকর্ণ্য জলেশভাষিতং
মহামনাস্তদ্বিগণয্য দুর্ম্মদঃ ।
হরের্বিদিত্বা গতিমঙ্গ নারদা-
দ্রসাতলং নির্ব্বিবিশে ত্বরান্বিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পৃথিবী-উদ্ধারকারী শ্রীবরাহদেবের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।

হিরণ্যাক্ষ বরুণের মুখে 'বিষ্ণুই যে তাহার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ'—ইহা জানিতে পারিলেন ও নারদের নিকট হইতে শ্রীহরির অবস্থান-বিষয়ে সন্ধান পাইলেন । ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক তখন রসাতল হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছিলেন । হিরণ্যাক্ষ রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীবরাহদেবকে 'সামান্য শূকর' 'কাপুরুষ' 'হীনবল' প্রভৃতি মর্ম্মবিদারক-বাক্যে উপহাস করিতে লাগিল । ভগবান্ও উহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দান করিলে হিরণ্যাক্ষ ক্রোধে অধীর হইয়া ভগবানের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গদা দ্বারা

আঘাত করিলেন—গদাঘাত ব্যর্থ হইল। এইরূপে মহাগদাযুদ্ধে উভয়েই জয়লাভাশায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রহ্মা এই যুদ্ধ দেখিয়া শ্রীবরাহদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, হিরণ্যাক্ষকে লইয়া আর অধিকক্ষণ খেলা না করিয়া উহাকে অতিশীঘ্র বধ করাই শ্রেয়; কারণ, ঐ অহঙ্কারী ও দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, আসুরী বেলা প্রাপ্ত হইলে আরও বর্দ্ধিতবেগ হইবে। এখন লোকসংহারকারিণী সন্ধ্যা ও 'অভিজিৎ' নামক মঙ্গলময় যোগ; সুতরাং উহাই দুর্দ্দান্ত দৈত্যের বধের উপযুক্ত কাল; অতএব এখনই উহাকে বধ করুন্।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) অঙ্গ (বিদুর)! এবং তৎ (পূর্ব্বোক্তং) জলেশভাষিতং (বরুণেন কথিতং প্রতিযোদ্ধারং হরিম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) মহামনাঃ (নির্ভয়চিত্তঃ) দুর্ম্মদঃ (সঃ হিরণ্যাক্ষঃ শয়িষ্যসে ইতি বরুণোক্তং) বিগণয্য (অগণয়িত্বা) নারদাৎ (নারদ-সকাশাৎ) হরেঃ গতিং (স্থিতিং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) ত্বরান্বিতঃ (সত্বরঃ) রসাতলং (নিব্বিবিশে প্রবিষ্টবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—জলাধিপতি বরুণের এবম্বিধ বাক্য (অর্থাৎ প্রতিযোদ্ধার বিষয়) শ্রবণ করিয়াও মহাবল মদান্ধ হিরণ্যাক্ষ বরুণের ঐ তিরস্কারবাক্য একেবারেই গ্রাহ্য করিল না, পরন্তু নারদের মুখে ভগবান্ শ্রীহরির গতি অবগত হইয়া সত্বর রসাতলে প্রবেশ করিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অসুরস্য বরাহস্যাপ্যুক্তি-প্রত্যুক্ত্যনন্তরম্।
অষ্টাদশে গদাযুদ্ধং ব্রহ্মভীতীদমুচ্যতে ॥

প্রতিযোদ্ধারং শ্রুত্বা মহামনাঃ সোৎসাহচিত্তঃ শয়িষ্যসে ইতি প্রশান্তয়ে ইতি যদুক্তং তৎ খলু স্ববধস্যাসম্ভবত্বনিশ্চয়াৎ বিগণয্য অগণয়িত্বা তমহং ক্ব প্রাপ্স্যামীত্যন্বিষ্যন্ দৈবাৎ পুরোদৃষ্টান্নারদাৎ পৃষ্টাৎ হরের্গতিং গমনং বিদিত্বা রসাতলং গর্ভোদমেব প্রবিবেশ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে হিরণ্যাক্ষ অসুরের সহিত বরাহদেবের উক্তি-প্রত্যুক্তির পর ব্রহ্মার ভীতিপ্রদ গদাযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে ॥

প্রতিযোদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া 'মহামনাঃ'—উৎসাহযুক্ত চিত্ত হিরণ্যাক্ষ, 'রণাঙ্গনে শায়িত হইবে' এবং 'তোমাদের ন্যায় অসৎ ব্যক্তিদিগের বিনাশের নিমিত্ত'—ইত্যাদি বরুণদেবের তিরস্কার বাক্য—নিজের বধবিষয়ে অসম্ভাবনা নিশ্চয় করতঃ, 'বিগণয্য'—অগ্রাহ্য করিয়া, 'তাঁহাকে আমি কোথায় পাইব'—এইরূপ অন্বেষণ করিতে করিতে দৈববশতঃ সম্মুখে সমাগত নারদের নিকট হইতে হরির অবস্থিতি বিদিত হইয়া রসাতল অর্থাৎ গর্ভোদকেই প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং
প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া।
মুষ্ণন্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (রসাতলে) ধরাধরং (পর্ব্বত-সদৃশাকারম্) অগ্রদংষ্ট্র্যা (দশনাগ্রেণ) প্রোন্নীয়মানাবনিম্ (প্রকর্ষেণ উর্দ্ধং নীয়মানা অবনিঃ যেন তম্) অরুণশ্রিয়া (অরুণশ্রীযুক্তেন) অক্ষ্ণা (নেত্রেণ) স্বরুচঃ (হিরণ্যাক্ষতেজাংসি) মুষ্ণন্তং (হরন্তং তিরস্কুর্ব্বন্তম্) অভিজিতম্ (অভিতঃ জয়তি ইতি তং বরাহমূর্ত্তিং শ্রীহরিং) দদর্শ। অহো (আশ্চর্য্যং) বনগোচরঃ মৃগঃ (বারিচরঃ বরাহঃ ইতি) জহাস চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই ধরাতলে সর্ব্বজয়ী ধরাধারী বরাহরূপী শ্রীহরি তদীয় দংষ্ট্রাগ্রভাগ দ্বারা ধরিত্রীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন এবং আরক্ত নেত্রদ্বারা যেন দৈত্যের তেজোরাশি তিরস্কার করিতেছেন, হিরণ্যাক্ষ দৈত্য শ্রীভগবান্‌কে এইরূপ ভাবে দেখিতে পাইয়া উপহাস করিয়া কহিল,—অহো, এটা যে একটা জলচর বরাহ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বোক্তে বরাহচরিতে যুদ্ধলীলা বিশেষতো ন বিবৃতেতি তাং বিবরিতুমাহ—দদর্শেত্যাদি। অভিতো জয়তীত্যভিজিত্তং অভিজিন্নক্ষত্রাধিদৈবতং বা। প্রকর্ষেণোর্দ্ধং নীয়মানা অবনির্যেন তম্। স্বরুচঃ হিরণ্যাক্ষতেজাংসি। বনগোচরঃ বারিচরঃ। হিরণ্যাক্ষেণাধিক্ষেপার্থং প্রযুক্তাপি সরস্বতী বস্তুতো ভগবন্তং স্তৌতি। বনগোচরঃ জলশয়নো নারায়ণঃ স এব, মুনিভির্মৃগ্যত্বান্মৃগঃ; যদ্বা,

বনে বিবিক্তারণ্যে এব ন তু গ্রামে, ভবদ্বিধদর্শনার্হত্বাদ্বন-গোচরঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) শ্রীবরাহদেবের চরিত্রবর্ণনে যুদ্ধলীলা বিশেষরূপে বিবৃত হয় নাই, এইজন্য এখানে সেই যুদ্ধলীলা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'দদর্শ' ইত্যাদি। 'অভিজিতং'—যিনি সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ করেন, তিনি অভিজিৎ, সেই অভিজিৎ নামক শ্রীহরিকে, অথবা—অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের অধিদেব যিনি, তাঁহাকে। 'প্রোন্নীয়মানাবনিং'—যিনি প্রকর্ষরূপে (দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা) পৃথিবীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, (সেই বরাহরূপী শ্রীহরিকে দর্শন করিলেন)। 'স্বরুচঃ'—হিরণ্যাক্ষের তেজোরাশি (আরক্তনেত্রে যিনি হরণ করিতেছেন, সেই শ্রীহরিকে দর্শন করিলেন)। 'বারিচরঃ'—জলচর (একটা শূকর)। হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কারের জন্যই প্রযুক্তা সরস্বতী (বাণী, পক্ষে—বাগ্‌দেবী সরস্বতী) বাস্তবিক পক্ষে শ্রীভগবানেরই স্তুতি করিতেছেন—'বন-গোচরঃ'—জলশায়ী শ্রীনারায়ণ, তিনিই (এই বরাহ)। 'মৃগঃ'—মুনিগণের দ্বারা অন্বেষণীয় বলিয়া মৃগ। অথবা—বনগোচর বলিতে নির্জ্জন অরণ্যেই যিনি দৃষ্ট হন, কিন্তু গ্রামে নহে, তোমাদের ন্যায় অসজ্জনের দর্শনযোগ্য বলিয়াই তিনি বনগোচর (ইহাতে হিরণ্যাক্ষকেই বনচর বলিয়া তিরস্কার করা হইল) ॥ ২ ॥

আহৈনমেহ্যজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো
রসৌকসাং বিশ্বসৃজেয়মর্পিতা।
নঃ স্বস্তি যাস্যস্যনয়া মমেক্ষতঃ
সুরাধমাসাদিতশূকরাকৃতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—এনং (ভগবন্তম্) আহ (সঃ হিরণ্যাক্ষঃ উক্তবান্, হে) অজ্ঞ! (মূঢ়! স্তুতিপক্ষে, সর্ব্বজ্ঞ)! এহি (যুদ্ধার্থম্ আগচ্ছ), মহীং (পৃথ্বীং) বিমুঞ্চ (ত্যজ)। বিশ্বসৃজা (ব্রহ্মণা) রসৌকসাং (রসাতল-বাসিনাং রসৌকোভ্যঃ) নঃ (অস্মাকম্ অস্মভ্যম্) ইয়ং (মহী) অর্পিতা (প্রদত্তা, অতঃ পাতালে অব-তীর্ণা)। (হে) সুরাধম! (সুরেষু অধম! পক্ষান্তরে, সুরাঃ অধমাঃ যস্মাৎ তথাভূত!) আসাদিতশূকরা-কৃতে (গৃহীতশূকরমূর্ত্তে) মম ঈক্ষতঃ (ঈক্ষ-মাণস্য পশ্যতঃ সতঃ) অনয়া (ভূম্যা সহ) স্বস্তি (মঙ্গলং যথা স্যাৎ তথা) নঃ যাস্যসি (স্তুতিপক্ষে, নঃ অস্মদীয়ং স্বস্তি সমস্তং মঙ্গলং রাজ্যং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি নাত্র সংশয়ঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—পরে সেই দৈত্য এই বরাহরূপী শ্রীভগ-বানকে কহিল,—রে মূর্খ, এদিকে অগ্রসর হও, পৃথি-বীকে পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মা পাতালবাসী আমাদিগকে এই ধরা প্রদান করিয়াছেন। রে বরাহরূপধারী দেবতাধম! আমার সমক্ষে কি তুই পৃথিবীর সহিত মঙ্গল লাভ করিতে পারিবি? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বসৃজা ব্রহ্মণা রসৌকসাং বিভক্তি-পরিণামেন রসৌকোভ্য এবার্পিতা, অন্যথা পাতালা-বতরণমস্যা ন ঘটত ইতি ভাবঃ। ঈক্ষতঃ ঈক্ষমাণং মামনাদৃত্য অনয়া সহ, পক্ষে, ন বিদ্যতে জ্ঞো যস্মাৎ হে সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ। নো ইতি নিষেধে, মহীং মা বিমুঞ্চেত্যর্থঃ। হে বিশ্বসৃজ—ইগুপধত্বাৎ কঃ। ইয়ং মহী অর্পিতা তুভ্যমুপহারীকৃতা ন কেবলাময়-মেব, কিন্তু নোঽস্মাকং স্বস্তি মঙ্গলং রাজ্যাদিকং অনয়া সহৈব যাস্যসি প্রাপ্স্যসি, নঃ স্বস্তীতি অনচি চেতি বা শরীতি চ সকারদ্বয়সিদ্ধের্ব্যাখ্যাদ্বয়ম্। ননু কস্মান্মহ্যং মহীং দদাসি, তত্রাহ—মম ঈক্ষঃ ঈক্ষণং তস্মাৎ মৎকর্ম্মকাৎ কৃপাবলোকাদীদৃশাদ্ধেতো-রিত্যর্থঃ। সুরা অধমা যস্মাৎ হে সুরোত্তম! আসাদিতা প্রাপিতা স্বভক্তেভ্যো দত্তা সেবার্থং শূকরা-কৃতির্যেন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বসৃজা'—বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই পৃথিবী, 'রসৌকসাং'—রসাতলবাসিগণের, এই ষষ্ঠী স্থলে বিভক্তি বিপরিণাম করিয়া সম্প্রদানে চতুর্থী 'রসৌকোভ্যঃ'—অর্থাৎ রসাতল যাহাদের বাসস্থান, তাহাদিগকেই অর্পিত হইয়াছে, তাহা না হইলে এই পৃথিবীর পাতালে অবতরণই ঘটিত না—এই ভাব। 'মম ঈক্ষতঃ'—(ইহা অনাদরে ষষ্ঠী) —আমার চোখের সামনেই, আমাকে অনাদর করিয়া, 'অনয়া স্বস্তি যাস্যসি'—এই পৃথিবীর সহিত তুমি কি মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে? 'অজ্ঞ'—হে মূর্খ!, স্তুতিপক্ষে—যাঁহা হইতে জ্ঞ অর্থাৎ বিজ্ঞাতা অপর

কেহ নাই, তিনি, অর্থাৎ হে সর্ব্বজ্ঞ—এই অর্থ। এখানে 'নো'—ইহা নিষেধ অর্থে, অর্থাৎ পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন না—এই অর্থ। হে বিশ্বসৃজ!—বিশ্বসৃষ্টিকারিন্! এখানে ব্যাকরণের 'ইগুপধত্বাৎ কঃ'—অর্থাৎ ইক্ উপাধায় থাকিলে ক প্রত্যয় হয়। এই সূত্র অনুসারে বিশ্বসৃজ—ইহা অকারান্ত শব্দের সম্বোধনের পদ। 'ইয়ং মহী অর্পিতা'—এই পৃথিবী আপনাকে উপহার প্রদান করা হইয়াছে, কেবল ইহাই নহে, কিন্তু 'নঃ স্বস্তি'—আমাদিগের রাজ্যাদি সমস্ত মঙ্গলই, এই পৃথিবীর সহিতই প্রাপ্ত হইবেন। নঃ স্বস্তি—ইহা 'অনচি চ' এবং 'বা শরি'—এই দুই সন্ধির সূত্রানুযায়ী সকার-দ্বয়ের সিদ্ধির জন্য দুইপ্রকার ব্যাখ্যা করা হইল। যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য আমাকে পৃথিবী দান করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'মম ঈক্ষতঃ', আমার ঈক্ষ বলিতে ঈক্ষণ, সেইহেতু—অর্থাৎ আমাকে যে আপনি কৃপাপূর্ব্বক অবলোকন করিতেছেন, এই জন্য (পৃথিবী দান করিতেছি)—এই অর্থ। 'সুরাধম'—দেবগণ অধম (নিকৃষ্ট) যাঁহা হইতে, অর্থাৎ হে সুরোত্তম! 'আসাদিতাশূকরাকৃতে'—স্বভক্তদিগকে সেবা প্রদানের নিমিত্ত শূকরাকৃতি (শ্রীবরাহ-বিগ্রহ) প্রাপিত হইয়াছে যাঁহা কর্ত্তৃক, (সম্বোধনে), (অর্থাৎ নিজ ভক্তবৃন্দকে সেবার অবসর দিবার জন্য যিনি শ্রীবরাহরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।) ॥ ৩ ॥

ত্বং নঃ সপত্নৈরভবায় কিং ভৃতো
যো মায়য়া হন্ত্যসুরান্ পরোক্ষজিৎ।
ত্বাং যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং
সংস্থাপ্য মূঢ় প্রমৃজে সুহৃচ্ছুচঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মূঢ়, (বুদ্ধিহীন! স্তুতিপক্ষে, মূঢ়ান্ প্রতি আপ্যায়তি ইতি) ত্বং কিং নঃ (অস্মাকং) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ দেবৈঃ) অভবায় (অস্মাকং নাশায়, যদ্বা, মোক্ষায়) ভৃতঃ (পুষ্টঃ, ধৃতঃ আশ্রিতঃ বা) যঃ (ভবান্) মায়য়া (কপটেন, স্তুতিপক্ষে কৃপয়া) পরোক্ষজিৎ (পরোক্ষেণ চৌর্য্যেণ জয়তি ইতি, যদ্বা, দূরতঃ এব স্থিত্বা জয়তি ইতি) অসুরান্ হন্তি। যোগমায়াবলং (যোগমায়া লোকব্যামোহিকা এব বলং যস্য তং, যদ্বা, যোগমায়ারূপম্ অচিন্ত্যং বলং যস্য তং) অল্পপৌরুষম্ (অল্পং পৌরুষং যস্য তং, যদ্বা, অল্পং পৌরুষং যস্মাৎ তং) ত্বাং সংস্থাপ্য (হত্বা, পক্ষান্তরে, সম্যক্ স্থাপয়িত্বা ভক্ত্যা হৃদি স্থিরীকৃত্য) সুহৃচ্ছুচঃ (ত্বদ্ধতবন্ধূনাং শুচঃ অশ্রূণি, স্তুতিপক্ষে, বন্ধূনাং সংসারদুঃখানি) প্রমৃজে (প্রমার্জ্জয়ামি, বা, মৃজে নাশয়ামি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—রে অমরাধম! তুই কি আমাদের নাশের নিমিত্ত আমাদের পরমশত্রু দেবগণকর্ত্তৃক পুষ্ট হইতেছিস্? তুই ত' পরোক্ষভাবে চোরের মত থাকিয়া মায়াদ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাকিস্! রে মূঢ়। যোগমায়াই তোর বল, (প্রকৃত প্রস্তাবে তোর বল নাই); তোর মত দুর্ব্বলকে বিনাশ করিয়া আজ আমার সুহৃদ্গণের শোকাশ্রু মোচন করিব।

(দ্বিতীয় প্রকার অর্থ)—আমাদের বৈরিপক্ষ দেবতাগণ আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন? আপনি ত' অপ্রত্যক্ষভাবে থাকিয়াও কৃপাপূর্ব্বক অসুরগণের পর্য্যন্ত সদ্গতি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি প্রমূঢ়গণকে পর্য্যন্ত স্বভক্তি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। যোগমায়াই আপনার অচিন্ত্যশক্তি; কারণার্ণবশায়ী মহৎস্রষ্টা পুরুষের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি পৌরুষও আপনার অনুরূপ নহে। আপনাকে হৃদয়-মন্দিরে ভক্তিযোগে সংস্থাপন করিয়া সুহৃদ্গণের সংসার-দুঃখ দূর করিব ॥ ৪ ॥

বিশ্বনথ—সপত্নৈর্দেবৈর্নোঽস্মাকং অভবায় নাশায় ত্বং ভৃতঃ কিং পালিতঃ যো মায়য়ৈব হন্তি অতঃ পরোক্ষং জয়তি, ন তু সাক্ষাৎ তং ত্বাং যোগমায়ৈব, ন তু দৈহিকং বলং যস্য তং সংস্থাপ্য হত্বা সুহৃদাং শুচঃ শোকাশ্রূণি প্রমৃজামি; পক্ষে, অভবায় মোক্ষায় ভৃতঃ ধৃতঃ আশ্রিত ইত্যর্থঃ। কিন্তু মায়য়া কৃপয়া অসুরানপি যো হন্তি স্বকর্ত্তৃকহননেন তেষামপি সদ্গতিং করোতি। অতএব কৃপাধিক্যাদেব পরোক্ষোঽপি সর্ব্বেষাম্ প্রত্যক্ষীভূতোঽপি জয়সি দেবতান্তরেভ্যোঽল্পসাধনেনৈব প্রত্যক্ষীভূতেভ্যোঽপি বহুতর-সাধনৈরপ্যসাক্ষাদ্ভূতস্ত্বং তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য উৎকর্ষেণ বর্ত্তস ইত্যর্থঃ। যোগমায়ারূপমচিন্ত্যং বলং যস্য তং, অল্পপৌরুষং পুরুষস্য মহৎস্রষ্টুঃ কর্ম্ম পৌরুষং বিশ্ব-

সৃষ্ট্যাদি তদপি অল্পং অননুরূপং যস্য তং ত্বাং সম্যক্ স্থাপয়িত্বা স্বহৃদয়মন্দিরে ভক্ত্যা স্থিরীকৃত্যেত্যর্থঃ। হে মৃতপ্র মৃতান্ প্রাতি স্বভক্তিদানেনাপ্যায়তীতি তথা; প্রা-পূর্ত্তৌ; সুহৃদঃ শুচঃ সংসারদুঃখানি মৃজে নাশয়ামি যতস্ত্বং স্মর্ত্তুর্ব্বান্ধবানপি মোচয়সীতি ভাবঃ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপত্নৈঃ'—আমাদের পরম শত্রু দেবগণের দ্বারাই কি তুমি আমাদের বিনাশের নিমিত্ত পালিত হইতেছ? 'যঃ মায়য়া হন্তি'—যে তুমি মায়ার দ্বারাই বিনাশ করিয়া থাক, অতএব পরোক্ষে (অন্যের অলক্ষিতে) তুমি জয় কর, কিন্তু সাক্ষাৎ নহে। 'ত্বাং যোগমায়া-বলং'—যোগমায়াই যাহার একমাত্র বল, কিন্তু দৈহিক কোন শক্তিই যাহার নাই, সেই তোমাকে আজ 'সংস্থাপ্য'—বধ করিয়া, আমার বন্ধুগণের শোকাশ্রু মোচন করিব। স্তুতিপক্ষে—'অভবায়'—দেবগণ মুক্তির নিমিত্তই আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু 'মায়য়া'—কৃপাপূর্ব্বক অসুরগণকেও আপনি বিনাশ করেন, অর্থাৎ স্ব-কর্ত্তৃক বিনাশের ফলে তাহাদেরও সদ্‌গতি আপনি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব কৃপাধিক্যহেতুই 'পরোক্ষ-জিৎ'—পরোক্ষ হইলেও সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াই আপনি জয়যুক্ত হইতেছেন। অল্প সাধনের দ্বারাই প্রত্যক্ষীভূত অন্যান্য দেবগণ হইতেও, বহুতর সাধনের দ্বারাও অসাক্ষাদ্ভূত আপনি, তাঁহাদের সকলের হইতে উৎকর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—এই অর্থ। 'যোগমায়াবলং'—যোগমায়ারূপ অচিন্ত্য বল যাঁহার, সেই আপনাকেও 'অল্প-পৌরুষং'—পুরুষের কর্ম্ম পৌরুষ, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদির স্রষ্টা (কারণার্ণবশায়ী) পুরুষের বিশ্বসৃষ্ট্যাদি যে কর্ম্ম, তাহাও অল্প অর্থাৎ অননুরূপ (উপযুক্ত নয়) যাঁহার, সেই আপনাকে, 'সংস্থাপ্য'—সম্যক্‌রূপে নিজ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা স্থির করিয়া—এই অর্থ। হে মৃত-প্র! 'মৃতান্ প্রাতি' অর্থাৎ মৃত জনকে নিজ ভক্তি প্রদানের দ্বারা যিনি আপ্যায়িত করেন, তথাভূত আপনি (সম্বোধনে)। এখানে পূর্ত্তি অর্থাৎ পূরণ করা অর্থে—প্রা ধাতুর রূপ। 'সুহৃচ্ছুচঃ, —সুহৃদ্‌গণের যে শোক, অর্থাৎ সংসার-দুঃখ, তাহা 'মৃজে'—মোচন করিব, যেহেতু আপনি স্মরণকারীর বান্ধবদিগকেও মোচন করিয়া থাকেন—এইভাব ॥৪॥

———

ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ষ-
ণ্যস্মদ্ভুজচ্যুতয়া যে চ তুভ্যম্।
বলিং হরন্ত্যৃষয়ো যে চ দেবাঃ
স্বয়ং সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মদ্ভুজচ্যুতয়া (ময়া বিসৃষ্টয়া) গদয়া শীর্ণশীর্ষণি (শীর্ণং ভিন্নং, স্তুতিপক্ষে, অশীর্ণং শীর্ষং শিরঃ যস্য তস্মিন্) ত্বয়ি সংস্থিতে (মৃতে সতি, পক্ষান্তরে, সুখং স্থিতে সতি) যে (নবীনাঃ ভক্তাঃ) যে চ (পূর্ব্বে ভক্তাঃ) ঋষয়ঃ দেবাঃ চ তুভ্যং বলিং হরন্তি (পূজাং প্রযচ্ছন্তি তে) সর্ব্বে স্বয়ং (মৎপ্রযত্নং বিনাঽপি, অন্যপক্ষে, উদ্যমং বিনা অপি) অমূলাঃ ন ভবিষ্যন্তি (আশ্রয়হীনাঃ সন্তঃ নঙ্ক্ষ্যন্তি, স্তুতিপক্ষে, কিন্তু দৃঢ়মূলা ভবিষ্যন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আমার হস্ত হইতে এই গদা নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর মস্তক চুর্ণ হইলে তুই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবি। তখন তোর যে সকল ভক্ত, ঋষি ও দেবগণ তোর জন্য পূজোপহার সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলে আপনা হইতেই নির্ম্মূল হইয়া আর প্রকাশ পাইবে না

(দ্বিতীয় প্রকার অর্থ)—আমার হস্তনিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা আপনার মস্তকে কোনও আঘাত লাগিবে না, আপনি সুখে অবস্থিত থাকিবেন। আপনার যে সকল নবীন ভক্ত মনুষ্য এবং যে সকল পুরাতন ভক্ত ঋষি ও দেবতাগণ, আপনার জন্য পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই স্বয়ং চেষ্টা না করিলেও দৃঢ়মূল হইবেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্থিতে মৃতে সতি ন ভবিষ্যন্তি, পক্ষে অস্মদ্ভুজচ্যুতয়াপি গদয়া অশীর্ণং শীর্ষং যস্য তস্মিন্ সংস্থিতে সতি যে তুভ্যমধুনা বলিং হরন্তি, নবীনা ভক্তা যে চ পূর্ব্বে ভক্তা ঋষয়ো দেবাশ্চ তে সর্ব্বে স্বয়মেব উদ্যমং বিনৈব অমূলা ন ভবিষ্যন্তি কিন্তু দৃঢ়মূলা এব ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্থিতে'—(আমার হস্ত-নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে চূর্ণিতমস্তক হইয়া তুমি) মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, 'ন ভবিষ্যন্তি'—দেবগণও থাকিবে না, অর্থাৎ তাহারাও নির্ম্মূল হইবে। স্তুতি-পক্ষে—'অস্মদ্ভুজ-চ্যুতয়া'—আমার হস্তনিক্ষিপ্ত গদার দ্বারাও, 'অশীর্ণ-শীর্ষণি'—যাঁহার মস্তক চূর্ণ হয় না, সেই আপনি 'সংস্থিতে সতি'—সম্যক্‌রূপে অবস্থিত

থাকিলে, যে সকল নবীন ভক্ত এখন আপনাকে পূজোপহার প্রদান করিতেছেন, এবং পূর্ব্বতন যে সকল ভক্ত, ঋষি এবং দেবগণ আছেন, তাঁহারা সকলে নিজেরা কোন চেষ্টা না করিলেও, 'অমূলাঃ ন ভবিষ্যন্তি'—নির্ম্মূল হইবেন না, কিন্তু দৃঢ়মূলই হইবেন—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

স তুদ্যমানোঽরিদুরুক্ততোমরৈ-
র্দংষ্ট্রাগ্রগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্ ।
তোদং মৃষন্নিরগাদম্বুমধ্যাদ্-
গ্রাহাহতঃ সকরেণুর্যথেভঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ভগবান্ বরাহদেবঃ) অরিদুরুক্ত তোমরৈঃ (অরেঃ হিরণ্যাক্ষস্য দুরুক্তানি এব তোমরাঃ শস্ত্রবিশেষাঃ তৈঃ, যদ্বা, অরেঃ দুরুক্ততঃ দুর্ব্বচনাৎ অমরৈঃ দেবৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ) তুদ্যমানঃ (ব্যথমানঃ অপি) দংষ্ট্রাগ্রগাং (দশনাগ্রপ্রাপ্তাং) গাং (মহীং) ভীতাম্ উপলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) যথা গ্রাহাহতঃ (গ্রাহৈঃ যাদোভিঃ আহতঃ জলে ব্যথিতঃ) সকরেণুঃ (হস্তিনী-সহিতঃ) ইভঃ (গজঃ তথা) তোদং (ব্যথাং) মৃষন্ (সহমান এব) অম্বুমধ্যাৎ (জলাভ্যন্তরাৎ) নিরগাৎ (নির্গতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শত্রুর এই প্রকার কটুবাক্যরূপ অস্ত্র-দ্বারা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও ভগবান্ দণ্ডাগ্র-স্থিতা পৃথিবীকে ভয়বিহবল দেখিয়া তাহা সহ্য করিলেন। কুম্ভীরাদি জলজন্তু দ্বারা আহত হস্তী যেমন হস্তিনীর সহিত জলমধ্য হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ ধরিত্রীকে লইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স হরিঃ অরেরসুরস্য দুরুক্তিতোমরৈস্তুদ্যমানঃ, পক্ষেঽরিদুরুক্তিতোঽমরৈরেব নিমিত্তভূতৈস্তুদ্যমানঃ যথাশ্রুতার্থগ্রাহিণাং ব্রহ্মাদীনাং ব্যথাং দৃষ্ট্বা অনুকম্পয়া পীড্যমান ইত্যর্থঃ। তোদং পাক্ষিকদুরুক্ত-ব্যথাং মৃষন্। পাক্ষিকসূক্তসুখপ্রাপ্ত্যা সহমান ইত্যর্থঃ। অতএব গ্রাহেণ আহতঃ অহতশ্চ করেণুর্হস্তিনী ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই বরাহরূপী শ্রীহরি, 'অরি-দুরক্ত-তোমরৈঃ'—শত্রু হিরণ্যাক্ষের কটুবাক্য-সমূহই তোমর নামক অস্ত্রবিশেষ, তাহার দ্বারা পীড়িত হইয়াও, পক্ষে—শত্রুর দুরক্তিতে দেবগণের নিমিত্তই যিনি ব্যথিত, অর্থাৎ যথাশ্রুত কটুবাক্যের অর্থ গ্রহণ-কারী ব্রহ্মাদি দেবগণের ব্যথা অবলোকন করিয়া অনুকম্পাবশতঃ যিনি ব্যথিত—এই অর্থ। 'তোদং মৃষন্'—শত্রুপক্ষের আংশিক দুরুক্তিরূপ ব্যথা সহ্য-করিয়া, পক্ষে—গরুড়ের গমনকালে তাহার পক্ষ হইতে উত্থিত বেদবাক্য উচ্চারণরূপ সূক্ত-সুখ (বেদমন্ত্রোচ্চারণের সুখ) প্রাপ্তিতে সহ্য করিয়া—এই অর্থ। অতএব গ্রাহ অর্থাৎ কুম্ভীরাদি জলজন্তুর দ্বারা আহত হস্তী, পক্ষে অহত অর্থাৎ অক্ষত বরাহদেব। 'সকরেণুঃ'—করেণু অর্থাৎ হস্তিনী, তাহার সহিত, (পক্ষে—ধরিত্রীর সহিত।) ॥ ৬ ॥

তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো
হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ ।
করালদংষ্ট্রোঽশনিনিঃস্বনোঽব্রবীৎ
গতহ্রিয়াং কিং ত্বসতাং বিগর্হিতম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ঝষঃ (মকরঃ) দ্বিরদং (হস্তিনম অনুদ্রবতি তথা) তং (ভগবন্তং বরাহদেবং) সলিলাৎ নিঃসরন্তং (নির্গচ্ছন্তম্) অনুদ্রুতঃ (অনুধাবন্) করাল দংষ্ট্রঃ (ঘোরদশনঃ) অশনিনিঃস্বনঃ (বজ্রকঠোরস্বরঃ) সঃ হিরণ্যকেশঃ (হিরণ্যবৎ কেশাঃ কপিশাঃ যস্য সঃ হিরণ্যাক্ষঃ) অব্রবীৎ (কথয়ামাস) গতহ্রিয়াং (নির্লজ্জানাম, স্তুতিপক্ষে, প্রাপ্তলজ্জানাম্) অসতাম্ (অবীরাণাং যুষ্মাকং, পক্ষান্তরে, ন সন্তঃ যেভ্যঃ তেষাং কৃপালূনাং যুষ্মাকং যদ্বা, অসতাম্ অস্মাকং) কিং নু বিগর্হিতং (নিন্দনীয়ম্ অস্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ভগবানের জল হইতে নির্গমনকালে মকর যেরূপ হস্তীর অনুসরণ করে তদ্রূপ পশ্চাদনু-ধাবনকারী, করালদংষ্ট্র, বজ্রসম গর্জ্জনকারী হিরণ্য-কেশ হিরণ্যাক্ষ কহিতে লাগিল,—লজ্জাহীন অসৎ-লোকের পক্ষে কি কিছুই নিন্দনীয় নাই ? ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তং ভগবন্তং অনুদ্রুতোঽনুধাবন্, গতহ্রিয়াং নির্লজ্জানামসতামবীরাণাং কিং বিগর্হিতং অপি তু নৈব নিন্দা, প্রতিযোদ্ধারং দৃষ্ট্বা পলায়নং নাযুক্তমিত্যর্থঃ ; পক্ষে, গতা প্রাপ্তা হ্রীর্যৈস্তেষাং কৃপালূনাং বিগর্হিতং অপি তু কৃপালুত্বাদ্দংষ্ট্রাশ্রিতভূরক্ষণার্থং

কিঞ্চিৎ পলায়নমপি ন নিন্দিতমিত্যর্থঃ; যদ্বা, লোকোপকারায় ভুবমুদ্ধরতো ভগবতোঽনুদ্রবণমনুচিতং মন্বানো দৈত্য আত্মানমেবাধিক্ষিপতি গতহ্রিয়াং স্বার্থৈকপরাণামসতামস্মাকং কিং বিগর্হিতগণনাস্তি, অপি তু নাস্ত্যেব ধিগস্মানিত্যব্রবীদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং'—সেই ভগবান্ বরাহদেবের, 'অনুদ্রুতঃ'—পশ্চাৎ অনুধাবনকারী (হিরণ্যাক্ষ)। 'গতহ্রিয়াং অসতাং কিং বিগর্হিতং'—নির্লজ্জ অসৎ কাপুরুষগণের বিগর্হিত (অকার্য্য) কি আছে? অর্থাৎ প্রতিযোদ্ধাকে দেখিয়া তাহাদের পলায়ন করা অযৌক্তিক নয়—এই অর্থ। পক্ষে—লজ্জা-প্রাপ্ত—(লাজুক) দয়াশীলগণের অকার্য্যও নিন্দনীয় নহে, কিন্তু কৃপালুত্বহেতু দন্তে ধৃত পৃথিবীর রক্ষার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পলায়নও (পশ্চাৎপদ হওয়াও), নিন্দিত কর্ম্ম নহে—এই অর্থ। অথবা—লোকের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীর উদ্ধারকারী ভগবানের অনুধাবন করা অনুচিত বিবেচনা করতঃ দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিজেকেই নিন্দা করিতেছেন—'গতহ্রিয়াং'—কেবল স্বার্থপর অসৎ আমাদের কি কোন অকার্য্যের গণনা আছে? কিন্তু নাই, (অর্থাৎ সমস্ত অকার্য্যই আমরা করিতে পারি।) অতএব, আমাদিগকে ধিক্—এইরূপ বলিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৭ ॥

স গামুদস্তাৎ সলিলস্য গোচরে
বিন্যস্য তস্যামদধাৎ স্বসত্ত্বম্।
অভিষ্টুতো বিশ্বসৃজা প্রসূনৈ-
রাপূর্য্যমানো বিবুধৈঃ পশ্যতোঽরেঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অরেঃ (হিরণ্যাক্ষস্য) পশ্যতঃ (সতঃ) বিশ্বসৃজা (ব্রহ্মণা) অভিষ্টুতঃ (সংস্তুতঃ সন্) বিবুধৈঃ (দেবৈঃ) প্রসূনৈঃ (পুষ্পৈঃ) আপূর্য্যমাণঃ (সন্) সঃ (ভগবান্ বরাহদেবঃ) সলিলস্য উদস্তাৎ (উপরি) গোচরে (ব্যবহারযোগ্যদেশে) গাং (পৃথ্বীং) বিন্যস্য (সংস্থাপ্য) তস্যাং (পৃথ্ব্যাং) স্বসত্ত্বং (আধারশক্তিম্) অদধাৎ (নিহিতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুত ও দেবগণের পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া ভগবান্ বরাহদেব ঐ দৈত্যকে গ্রাহ্য না করিয়াই সলিলোপরি স্বীয় গোচরীভূত স্থানে পৃথিবীকে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে স্বীয় আধার-শক্তি নিহিত করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথ্বীয়ং বিভেতীত্যেতৎ-সহিতস্য মমাসুরেণ সহ যুদ্ধং ন সাধ্বিবতি স ভগবান্ গাং পৃথ্বীং সলিলস্য উদস্তাৎ উপরি গোচরে স্বনয়নগোচরে দেশে বিন্যস্য নিধায় তস্যাং গবি স্বসত্ত্বং স্বশক্তিং ন্যধাৎ, যথা জলে সা ন মজ্জেদিত্যর্থঃ। বিশ্বসৃজা ব্রহ্মণা, বিশ্বসৃজামিতি পাঠে প্রজাপতিভির্বিবুধৈশ্চ প্রসূনৈর্বৃষ্যমাণৈরাপূর্য্যমাণঃ। পশ্যতঃ পশ্যন্তমরিমনাদৃত্য ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পৃথিবী ভয় পাইতেছে, এইজন্য ইহাকে সঙ্গে করিয়াই আমার অসুরের সহিত যুদ্ধ করা সুসঙ্গত নহে—এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক, 'সঃ গাম্'—সেই ভগবান্ বরাহদেব পৃথিবীকে জলের উপরে নিজের দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করতঃ, 'তস্যাং স্বসত্ত্বম্'—সেই পৃথিবীতে নিজের আধারশক্তি নিহিত করিলেন, যাহাতে পৃথিবী জলে না নিমজ্জিত হয়—এই অর্থ। 'বিশ্বসৃজা'—বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিষ্টুত (ভগবান্)। 'বিশ্বসৃজাং'—এইরূপ পাঠে—প্রজাপতিগণ (কর্ত্তৃক) এবং 'বিবুধৈঃ' দেবগণ কর্ত্তৃক বর্ষিত কুসুমবৃষ্টির দ্বারা পরিব্যাপ্ত (ভগবান্)। 'পশ্যতঃ'—শত্রুর সমক্ষেই, তাহাকে অনাদর করিয়া—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

পরানুষক্তং তপনীয়োপকল্পং
মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্।
মর্ম্মাণ্যভীক্ষ্ণং প্রতুদন্তং দুরুক্তৈঃ
প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসংস্তং বভাষে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পরা (পরাক্ পৃষ্ঠতঃ) অনুষক্তং (লগ্নং) তপনীয়োপকল্পং (সুবর্ণাভরণং) কাঞ্চনচিত্রদংশং (কাঞ্চনময়ঃ চিত্রঃ দংশঃ কবচং যস্য তং) মহাগদং (মহতী গুর্ব্বী গদা যস্য তং) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) মর্ম্মাণি (মন আদীনি) দুরুক্তৈঃ (দুর্বচনৈঃ) প্রতুদন্তং (ব্যথয়ন্তং) তং (দৈত্যং প্রতি) প্রচণ্ডমন্যুঃ (দুরুক্তশ্রবণেন সঞ্জাতভীষণক্রোধং বস্তুতস্তু দেবানাং ভয়নিবৃত্তয়ে অনুকৃতমাত্রক্রোধঃ) প্রহসন্

(ভগবান্) বভাষে (উবাচ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই মহাগদাধারী, সুবর্ণাভরণভূষিত ও কাঞ্চনময়-বিচিত্র-কবচ-পরিহিত দৈত্য ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল এবং কটূক্তি-প্রয়োগ-দ্বারা বরাহদেবকে মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছিল ; ভগবান্ তাহাতে ক্রোধযুক্ত হইয়া ঐ দৈত্যকে উপহাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ – পরা পৃষ্ঠতো অনুষক্তং লগ্নং তপনীয়োপকল্পং স্বর্ণালঙ্কারং দংশং কবচং দুরুক্তৈস্তুদন্তং ন তু সূক্তৈরিতি ভাবঃ, অতএব দুরুক্তশ্রবণেন প্রচণ্ডমন্যুঃ, সূক্তশ্রবণেন প্রহসন্। হিরণ্যাক্ষবাক্যে সরস্বতীকৃতস্য স্তুতিবচনস্য প্রতিবচনমবশ্যমপেক্ষত ইত্যতো ভগবদ্বাক্যেঽপি দ্বিতীয়োঽর্থো ব্যাখ্যায়তে ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরানুষক্তং'—পরা অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে, অনুষক্ত লগ্ন, অর্থাৎ পিছনে পিছনে আসিতেছিল যে হিরণ্যাক্ষ তাহাকে। 'তপনীয়কল্পং'—সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণে ভূষিত, এবং 'কাঞ্চন-চিত্র-দংশং'—স্বর্ণময় চিত্র-বিচিত্র কবচে সুদৃঢ়গাত্র (হিরণ্যাক্ষকে)। 'দুরক্তৈঃ তুদন্তং'—কটুবাক্যের দ্বারা মর্ম্মস্থানে ব্যথাপ্রদানকারীকে, কিন্তু শোভন বাক্যের দ্বারা নহে, এই ভাব। অতএব কুকথা শ্রবণের দ্বারা 'প্রচণ্ডমন্যুঃ'—অত্যন্ত ক্ষুব্ধ (ভগবান্)। পক্ষে—সূক্ত (শোভনভাষণ) শ্রবণের দ্বারা উপহাস-পূর্ব্বক। এখানে হিরণ্যাক্ষের বাক্যে সরস্বতী-কৃত স্তুতিবচনের প্রত্যুত্তর অবশ্যই অপেক্ষণীয়—এইজন্য শ্রীভগবানের বাক্যেও দ্বিতীয় (স্তুতিপক্ষে) অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্ ।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা
বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (বরাহদেবঃ) উবাচ—ভোঃ (হে) অভদ্র, (অসুর)! বয়ং বনগোচরাঃ (জলবাসিনঃ) মৃগাঃ (ইতি যৎ ত্বয়া উক্তং তৎ) সত্যম্। যুষ্মদ্বিধান্ (তাদৃশান্) গ্রামসিংহান্ (শুনঃ) মৃগয়ে (অহম্ অন্বেষয়ামি)। মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য (বদ্ধস্য) তব বিকত্থনং (শ্লাঘনং) বীরাঃ (মাদৃশাঃ) ন গৃহ্ণন্তি (নাদ্রিতবন্তঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—রে অভদ্র! আমরা জলচর শূকর, সত্য, কিন্তু তোর ন্যায় কুক্কুর-গণকেই অন্বেষণ করিতেছি ; তুই ত' মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস! আমার মত বীরপুরুষেরা কখনই তোর আত্মশ্লাঘার আদর করেন না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রামসিংহান্ শুনঃ বীরা অস্মদ্বিধাঃ প্রতিমুক্তস্য বদ্ধস্য পক্ষে বনগোচরাঃ বনস্থৈস্ত্যক্ত-বিষয়ভোগৈর্ভক্তৈরেব দৃশ্যাস্তদপি কৃপয়ৈব গ্রামসিংহান্ গ্রামস্থা বিষয়াসক্তাস্তন্মুখ্যানপি মৃগয়ে স্বপদং দাতুমন্বেষয়ামি। নন্বাত্মশ্লাঘিনো দুর্ব্বিনীতান্ কথং কৃপয়সীতি তত্রাহ—বীরাঃ অস্মদ্বিধা দয়াবীরাস্তব বিকত্থনং দোষং ন গৃহ্ণন্তি। অতএব তব কথম্ভূতস্য মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য অতিশয়েন ত্যক্তস্য অস্মদনুকম্পিতজনে মৃত্যোরনধিকারাৎ ; হে অভদ্র—ন বিদ্যতে ভদ্রং যস্মাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রামসিংহান্'-কুক্কুরগণকে। 'বীরাঃ'-আমাদের ন্যায় বীরগণ। 'প্রতিমুক্তস্য'—মৃত্যুপাশে বদ্ধ (তোমার আত্মশ্লাঘার সমাদর করে না)। পক্ষে—'বনগোচরাঃ'—সমস্ত বিষয়ভোগ যাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ বিরক্ত বনবাসী ভক্তজনের দ্বারাই আমরা দৃশ্য হই ইহা সত্য, তথাপি কৃপাপূর্ব্বক 'গ্রাম-সিংহান্'—গ্রামবাসী বিষয়াসক্ত-গণের মধ্যে যাহারা মুখ্য, তাহাদিগকেও, 'মৃগয়ে'—স্ব-পদ (নিজ চরণকমল অথবা নিজধাম) প্রদানের নিমিত্তই অন্বেষণ করি। যদি বলেন—দেখুন—আত্ম-শ্লাঘী দুর্ব্বিনীত জনকে কিজন্য কৃপা করেন? তাহাতে বলিতেছেন—'বীরাঃ'—আমাদের মত দয়া-বীরগণ তোমার দোষ গ্রহণ করেন না। অতএব মৃত্যুর পাশ যাহাকে অতিশয়রূপে ত্যাগ করিয়াছে, তাদৃশ তোমার, যেহেতু আমার অনুকম্পিত জনে (কৃপাপাত্রে) মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। হে অভদ্র! —যাহা হইতে অন্য কোন মঙ্গল নাই, অর্থাৎ হে পরম মঙ্গলময়! ॥ ১০ ॥

এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং
গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে।
তিষ্ঠামহেঽথাপি কথঞ্চিদাজৌ
স্থেয়ং ক্ব যামো বলিনোৎপাদ্য বৈরম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—রসৌকসাং (রসাতলবাসিনাং যুষ্মাকং) এতে বয়ং ন্যাসহরাঃ (নিক্ষেপহরাঃ প্রজাপতিন্যস্ত-পৃথ্বীহরাঃ) তে (তব) গদয়া দ্রাবিতাঃ (পলায়নং কারিতাঃ) অথাপি গতহ্রিয়ঃ (নির্লজ্জাঃ সন্তঃ) আজৌ (যুদ্ধে) কথঞ্চিৎ তিষ্ঠামহে (তিষ্ঠামঃ বর্ত্তামহে) ; (যতঃ) স্থেয়ম্ (অস্মাভিঃ অত্রৈব স্থাতব্যম্), (যতঃ) বলিনা (ত্বয়া সহ) বৈরম্ উৎপাদ্য ক্ব যামঃ (পলায়নেঽপি গন্তব্যদেশাভাবাৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমরা রসাতলবাসিদিগের স্থাপ্য ধন হরণ করিয়া লজ্জাহীন হইয়াছি এবং তোর গদাদ্বারা তাড়িত হইয়াছি ; তথাপি অসমর্থ হইয়াও কোন প্রকারে এস্থানে রহিয়াছি ; যেহেতু আমাদিগকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই থাকিতে হইবে, কারণ তোর মত বলবানের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিয়া কোথায় যাইব ? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কাকূক্ত্যা উপহসতি—ন্যাসহরা ন্যস্ত-বস্তুহরা দ্রাবিতাঃ পলায়নং কারিতা অথাপি অসমর্থা অপি। ননু কিমনেন ক্লেশেন যথেষ্টং পলায়ধ্বম্, তত্রাহ—স্থেয়মেব যতঃ ক্বেত্যাদি। পক্ষে—রসৌক-সামসুরাণামপি ন্যাসহরা ভক্ত্যা সমর্পিত-পূজোপহার-গ্রাহিণঃ গতহ্রিয়ঃ ভক্তবাৎসল্যাদেব হেতো র্ন লজ্জামহে ইত্যর্থঃ। যতো গদয়া তব স্তুতিবাচা দ্রাবিতা দ্রুতচিত্তীকৃতা, গদেৰ্ভিদাদিত্বাদঙ্। অথাপি তদপি ত্বয়া সহ আজৌ যুদ্ধেঽপি তিষ্ঠামহে— স্ববলোদ্রেকং প্রকাশয়াম ইত্যর্থঃ। প্রকাশনে আত্মনেপদম্। ননু হে প্রভবো বৈকুণ্ঠং গত্বা সুখেন বিরাজধ্বং, কিং যুদ্ধ-ক্লেশেন ? তত্রাহ—স্থেয়মিতি সনকাদিদ্বারা অভিশাপেন বৈরমুৎপাদ্য যুদ্ধসুখার্থং বলিনা ত্বয়া সহাজৌ স্থেয়মেব ক্ব যামঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কাকু উক্তির দ্বারা উপহাস করিতেছেন—'ন্যাসহরাঃ'—তোমাদের ন্যস্ত বস্তু (অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রসাতলবাসী তোমাদের নিকট অর্পিত বস্তু যে পৃথিবী, তাহা) আমরা হরণ করিতেছি, 'দ্রাবিতাঃ'—তোমাদের দ্বারা গদাঘাতে তাড়িত ও দূরীকৃত হইয়াছি, 'অথাপি'—অসমর্থ হইলেও, (এই যুদ্ধক্ষেত্রেই কোনপ্রকারে আমাকে অবস্থান করিতে হইবে)। যদি বলেন—এইরূপ ক্লেশ করিবার কি প্রয়োজন, স্বচ্ছন্দে পলায়ন কর, তাহাতে বলিতেছেন —'স্থেয়মেব'—এখানেই থাকিতে হইবে, যেহেতু 'ক্ব যামঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বলবান্ তোমাদের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিয়া, কোথায় গিয়া প্রাণরক্ষা করিব, সকল স্থানেই তোমাদের অধিকার। পক্ষে —রসাতলবাসী অসুরগণেরও, 'ন্যাসহরাঃ'—ভক্তিতে সমর্পিত পূজোপহার আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। 'গতহ্রিয়ঃ'—ভক্তজনের প্রতি বাৎসল্যবশতঃই তাহাতে আমরা লজ্জাবোধ করি না, এই অর্থ। যেহেতু 'গদয়া'—তোমার স্তুতি বাক্যের দ্বারা, 'দ্রাবিতাঃ'—আমার চিত্ত দ্রবীভূত করা হইয়াছে। গদা—বলা অর্থে ভ্বাদি গণীয় গদ্ ধাতুর উত্তর ভিদাদি বলিয়া অঙ প্রত্যয় হইয়াছে। ('ষিদ্ ভিদাদিভ্যোঽঙ্'—এই সূত্র অনুসারে, অর্থাৎ যে সকল ধাতু গণ-পাঠ-কালে ষ-কার সংসৃষ্ট থাকে, তাহাদের উত্তর এবং ভিদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অঙ্ (অ) হয়। অঙ্ নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।) অথাপি—তাহা হইলেও তোমার সহিত যুদ্ধেও 'তিষ্ঠামহে'—নিজের বলোদ্রেক প্রকাশ করিব, এই অর্থ। এখানে স্থা-ধাতুর প্রকাশন অর্থে আত্মনেপদ হইয়াছে। ('স্থো নির্ণীতৌ প্রকাশনে প্রতিজ্ঞায়াম্'—অর্থাৎ মধ্যস্থ নির্ণয়, অভিপ্রায় প্রকাশ এবং প্রতিজ্ঞা বুঝাইলে উপসর্গশূন্য স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়,—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ।) যদি বলেন—হে প্রভো! বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক সুখে বিরাজমান হউন, এই যুদ্ধক্লেশের কি প্রয়োজন ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্থেয়ম্' ইতি, আমি যুদ্ধসুখার্থ (যুদ্ধসুখ অর্থাৎ বীররস আস্বাদনের নিমিত্ত) সনকাদির দ্বারা অভিশাপ প্রদানে তোমাদের শত্রুতা উৎপন্ন করিয়াছি, অতএব বলবান্ তোমার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে অবস্থান করিতে হইবেই, অন্যত্র কোথায় যাইব ? (অর্থাৎ কে আমাকে বীররস আস্বাদন করাইবে ?) ॥ ১১ ॥

ত্বং পদ্রথানাং কিল যূথপাধিপো
ঘটস্ব নোঽস্বস্তয় আশ্বনূহঃ।

সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রমৃজাশ্রু স্বকানাং
যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্ত্যসভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং কিল (প্রসিদ্ধঃ) পদ্রথানাং (পদাতীনাং) যূথপাধিপঃ (যে যূথপাঃ দলপতয়ঃ তেষাম্ অধিপঃ মুখ্যঃ)। অনূহঃ (নির্ব্বিতর্কঃ সন্) নঃ (অস্মাকম্) অস্বস্তয়ে (পরাভবার্থম্) আশু (শীঘ্রং) ঘটস্ব (যতস্ব)। অস্মান্ সংস্থাপ্য (হত্বা) চ স্বকানাং (সুহৃদাম্) অশ্রু প্রমৃজ (প্রমৃঙ্ধি)। যঃ (জনঃ) স্বাং (স্বীয়াং) প্রতিজ্ঞাং (প্রতিশ্রুতিং) ন অতিপিপর্ত্তি (ন সম্যক্ পূরয়তি পালয়তি সঃ) অসভ্যঃ (সভায়াম্ অনর্হঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তুই পদাতিদিগের যূথপতিগণের প্রধান, তুই ত' ভয়হীন। আয় দেখি! শীঘ্রই আমাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য চেষ্টা কর্। আমাদিগকে হত্যা করিয়া তোর আত্মীয়-স্বজনের অশ্রুমোচন কর্। যে নিজের প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রাখিতে পারে না, সে ত' নিতান্ত অসভ্য ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পদ্রথানাং পদাতীনাং যে যূথপা স্তেষামধিপঃ অস্বস্তয়ে পরাভবার্থং আশু ঘটস্ব যতস্ব। অনূহো নির্ব্বিতর্কঃ। যো নাতিপিপর্ত্তি ন পূরয়তি অসৌ অসভ্যঃ সভায়ামনর্হঃ, পক্ষে, ত্বয়ৈব প্রেম্না মদ্‌যুদ্ধসুখোৎপাদনার্থং প্রতিজ্ঞায় অসুরভাবোঽঙ্গীকৃতঃ অতো যঃ স্বামিত্যাদি। অতএব ত্বমিত্যাদি নোঽস্মান্ সুখয়িতুং ঘটস্ব—ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিনা চতুর্থী। অসূনামস্বস্তয়ে স্বপ্রাণত্যাগার্থং কিং কৃত্বা সংস্থাপ্য হৃদয়ে সম্যক্ স্থিরীকৃত্য স্বীয়ানাং কানাং আনন্দানাং সম্বন্ধি অশ্রু প্রমৃজ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদ্রথানাং' ইতি—পদাতিগণের যাহারা দলপতি, তাহাদের তুমি অধিপতি, অতএব 'নঃ অস্বস্তয়ে'—আমাদিগকে পরাভব করিবার নিমিত্ত শীঘ্র যত্নবান্ হও। 'অনূহঃ'—নির্বিতর্ক, অর্থাৎ কোনরূপ শঙ্কা না করিয়া। 'যঃ নাতিপিপর্ত্তি'—যে ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারে না, সে অত্যন্ত অসভ্য, অর্থাৎ সভ্যসমাজের অযোগ্য। পক্ষে—তুমিই প্রীতিতে আমার যুদ্ধসুখ উৎপাদনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অসুরভাব অঙ্গীকার করিয়াছ, অতএব 'যঃ স্বাং'—ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করেন, তিনি সভ্যগণের সভাতে অনুপযুক্ত। অতএব 'ত্বম্' ইত্যাদি অর্থাৎ সৈন্যগণের যূথপতি তুমি আমাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা কর। 'নঃ'—অস্মভ্যং—আমাদিগকে সুখদানের নিমিত্ত—এখানে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ অস্মান্ সুখয়িতুং—এই তুমুন্ প্রত্যয় উহ্য থাকায়, 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ'—তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকিলে উহার কর্ম্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়—এই সূত্র অনুসারে চতুর্থী। 'অসূনাম্ অস্বস্তয়ে' —নিজ প্রাণত্যাগের নিমিত্ত 'যতস্ব'—চেষ্টা কর। কি করিয়া? তাহাতে বলিতেছেন—'সংস্থাপ্য'—তোমার হৃদয়ে আমাকে সম্যক্‌রূপে স্থির করিয়া, 'স্ব-কানাং'—নিজের যে 'ক' অর্থাৎ আনন্দ, তৎসম্বন্ধীয় 'অশ্রু প্রমৃজ'—অর্থাৎ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কর ॥ ১২ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

সোঽধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলব্ধশ্চ রুষা ভৃশম্।
আজহারোল্বণং ক্রোধং ক্রীড্যমানোঽহিরাড়িব ॥১৩।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ভগবতা অধিক্ষিপ্তঃ (সত্যং বয়মিত্যাদিনা তিরস্কৃতঃ) রুষা (ক্রোধেন) ভৃশম্ (অত্যন্তং) প্রলব্ধঃ (এতে বয়মিত্যাদিনা উপহসিতঃ সন্) সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) ক্রীড্যমানঃ (ক্রীড়াং কার্য্যমাণঃ) অহিরাট্ (মহাসর্পঃ) ইব উল্বণম্ (অধিকং) ক্রোধম্ আজহার (সংগৃহীতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ শ্রীহরি দৈত্যকে এইরূপে তিরস্কার ও উপহাস করিলে ক্রীড়া করিবার কালে মহাসর্প যেরূপ ক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ ঐ দৈত্যও অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—সোঽধিক্ষিপ্তঃ সত্যং বয়মিতি শ্লোকেন রুষা প্রলব্ধ উপহসিতঃ এতে বয়মিতি দ্বাভ্যাং। ক্রীড়াং কার্য্যমাণোঽহিরাট্ মহাসর্প ইব, পক্ষে-অধিক্ষিপ্তঃ অধিকারাৎ পার্ষদত্বলক্ষণাৎ ক্ষিপ্তঃ; অতএব রুষা কর্ত্র্যা প্রকর্ষেণ লব্ধশ্চ। ভগবদিচ্ছাপ্রযুক্ত-ব্রহ্মশাপবশাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়োঽপি তমোময়োঽভূদিত্যর্থঃ। তদা তু যুদ্ধকালে আসম্যক্‌প্রকারেণৈব উল্বণমত্যুদ্রিক্তং ক্রোধং জহার জগ্রাহ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ অধিক্ষিপ্তঃ'—সেই হিরণ্যাক্ষ ভগবান্ কর্ত্তৃক, 'সত্যই আমরা জলচর শূকর, তোমাদের মত কুক্কুরদের অন্বেষণ করিতেছি'—ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কৃত, এবং 'রুষা প্রলব্ধঃ'—অর্থাৎ 'আমরা রসাতলবাসী তোমাদের ন্যস্ত বস্তু অপহরণ করিয়াছি' ও 'তুমি পদাতিগণের যূথপতিদিগের প্রধান হইয়া শীঘ্রই আমাদের পরাভূত করিতে চেষ্টা কর'—এই দুইটি বাক্যে ক্রোধে প্রলব্ধ, অর্থাৎ উপহসিত হইয়া, 'ক্রীড্যমানঃ অহিরাট্ ইব'—অর্থাৎ মহাসর্প যেমন অপর কর্ত্তৃক ক্রীড়ার্থ চালিত হইয়া ক্রুদ্ধ হয়, (সেইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।) পক্ষে—'অধিক্ষিপ্তঃ' নিজ পার্ষদত্বরূপ অধিকার হইতে ক্ষিপ্ত (বিচ্যুত) হইয়াছিলেন, অতএব 'রুষা'—ক্রোধ কর্ত্তৃক অর্থাৎ ক্রোধই হিরণ্যাক্ষকে প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হইল। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই ব্রাহ্মণগণের অভিশাপহেতু শুদ্ধ সত্ত্বময় হইলেও তমোময় হইলেন—এই অর্থ। কিন্তু সেই যুদ্ধকালে 'আ'—সম্যক্ প্রকারেই 'উল্বণং ক্রোধং জহার'—অতিশয় উদ্রিক্ত ক্রোধ গ্রহণ (প্রকাশ) করিলেন ॥ ১৩ ॥

সৃজন্নমর্ষিতঃ শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
আসাদ্য তরসা দৈত্যো গদয়া ন্যহনদ্ধরিম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অমর্ষিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) শ্বাসান্ সৃজন্ (বিসৃজন্ বিমুঞ্চন্) মন্যু প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ (মন্যুনা ক্রোধেন প্রচলিতানি ক্ষুভিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) দৈত্যঃ আসাদ্য (ভগবৎসমীপং প্রাপ্য) তরসা (বেগেন) গদয়া হরিম্ ন্যহনৎ (অহন্ তাড়িতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ক্রোধবশতঃ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিচলিত হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে ঘনঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সে তীব্রবেগে ভগবানের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে গদাদ্বারা আঘাত করিল ॥১৪

ভগবাংস্তু গদাবেগং বিসৃষ্টং রিপুণোরসি।
অবঞ্চয়ত্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবান্তকম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ তু রিপুণা (শত্রুণা হিরণ্যাক্ষেণ) উরসি (বক্ষসি) বিসৃষ্টং (নিক্ষিপ্তং) গদাবেগং তিরশ্চীনঃ (বক্রাঙ্গঃ সন্) যোগারূঢ়ঃ অন্তকম্ (মৃত্যুম্) ইব অবঞ্চয়ৎ (ন আঘাতং প্রাপ্তঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ—পরন্তু, মহাযোগী যেরূপ যোগারূঢ় হইয়া মৃত্যুকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, ভগবান্ও তদ্রূপ তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত সেই গদা-বেগ ঈষৎ বক্রীভূত হইয়া ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তকং মৃত্যুম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তকং'—মৃত্যুকে, (অর্থাৎ যোগিগণ যেমন যোগক্রিয়ার দ্বারা মৃত্যুকে জয় করে, সেইরূপ বক্রগতিদ্বারা ভগবান্ হিরণ্যাক্ষের নিক্ষিপ্ত গদার আঘাত নিষ্ফল করিলেন।) ॥ ১৫ ॥

পুনর্গদাং স্বামাদায় ভ্রাময়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ।
অভ্যধাবদ্ধরিঃ ক্রুদ্ধঃ সংরম্ভাদ্দষ্টদচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ স্বাং (স্বকীয়াং) গদাম্ আদায় অভীক্ষ্ণশঃ (পুনঃ পুনঃ) ভ্রাময়ন্তং (বিঘূর্ণয়ন্তং) সংরম্ভাৎ (ক্রোধাৎ) দষ্টদচ্ছদং (দষ্টঃ দচ্ছদঃ দন্তাচ্ছাদকঃ ওষ্ঠঃ যেন তং হিরণ্যাক্ষং) হরিঃ ক্রুদ্ধঃ (সন্) অভ্যধাবৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পুনর্ব্বার সে স্বীয় গদা গ্রহণ করিয়া বারংবার ঘুরাইতে এবং ক্রোধবশতঃ দন্তদ্বারা অধরোষ্ঠ দংশন করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ শ্রীহরি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি প্রভুঃ।
আজঘ্নে স তু তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোঽহনৎ ॥১৭

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, (বিদুর) ততঃ (তদনন্তরং) প্রভুঃ (ভগবান্) স গদয়া অরাতিং (শত্রুং দৈত্যং) দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি আজঘ্নে (আজঘান)। সঃ তুঃ কোবিদঃ (যুদ্ধকুশলঃ দৈত্যঃ) তাং (হরিগদাং) অহনৎ (অহন্ তাড়িতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবান্ তাঁহার নিজ গদাদ্বারা ঐ শত্রুর দক্ষিণ ভ্রূর মধ্যে আঘাত করিলেন। কিন্তু হে বিদুর, গদাযুদ্ধবিশারদ সেই দৈত্য ভগবানের গদা-

হত হইতে না হইতেই তাহা প্রতিরোধ করিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সোঽসুরস্তু তাং ভগবদ্গদাং অপ্রাপ্তামেবাহন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ তু'—কিন্তু সেই অসুর ভগবানের নিক্ষিপ্ত গদা ভ্রূ-মধ্যে পতিত হইতে না হইতেই প্রতিরোধ করিল ॥ ১৭ ॥

এবং গদাভ্যাং গুর্ব্বীভ্যাং হর্য্যক্ষো হরিরেব চ ।
জিগীষয়া সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হর্য্যক্ষঃ (হরৌ হরিতবর্ণে অক্ষিণী যস্য সঃ হিরণ্যাক্ষঃ) হরিঃ এব চ (উভৌ) সুসংরব্ধৌ (অতিক্রুদ্ধৌ) জিগীষয়া (পরস্পরং জেতুম্ ইচ্ছয়া) গুর্ব্বীভ্যাং (মহতীভ্যাং) গদাভ্যাম্ অন্যোন্যং (পরস্পরম্) অভিজঘ্নতুঃ (তাড়িতবন্তৌ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে হিরণ্যাক্ষ এবং ভগবান্ বরাহদেব উভয়েই জয়েচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে গুরুতর গদাদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—হর্য্যক্ষো হিরণ্যাক্ষঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হর্য্যক্ষঃ'—হরিতবর্ণ অক্ষিদ্বয় যাহার, এখানে হিরণ্যাক্ষ ॥ ১৮ ॥

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ
ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্ব্যোঃ ।
বিচিত্রমার্গাংশ্চরতোর্জিগীষয়া
ব্যভাদিলায়ামিব শুষ্মিণোর্মৃধঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (হরিহিরণ্যাক্ষয়োঃ) স্পৃধোঃ (স্পর্দ্ধমানয়োঃ) তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ (তিগ্মাভ্যাং তীক্ষ্ণাভ্যাং গদাভ্যাম্ আহতানি অঙ্গানি যয়োঃ তয়োঃ) ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্ব্যোঃ) ক্ষতাৎ আস্রবতি ইতি ক্ষতাস্রবং রুধিরং তস্য ঘ্রাণম্ অবঘ্রাণং তেন বিবৃদ্ধঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যয়োঃ তয়োঃ) ইলায়াং (ইলা গৌঃ তস্যাং নিমিত্তভূতায়াং প্রস্তুতেঽপি ইলা পৃথ্বী তদর্থং) শুষ্মিণোঃ (মত্তয়োঃ বৃষভয়োঃ) ইব জিগীষয়া (পরস্পরং জেতুম্ ইচ্ছয়া) বিচিত্রমার্গান্ (বিবিধান্ গদাযুদ্ধভ্রমণপ্রভেদান্) চরতঃ (কুর্ব্বতঃ) মৃধঃ (সংগ্রামঃ) ব্যভাৎ (বভৌ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—উভয়েই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন, তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে উভয়ের অঙ্গই ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল এবং ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রুধিরের গন্ধ পাইয়া উভয়েই অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইতেছিলেন। উভয়ে পরস্পর জয়েচ্ছায়-গদা-যুদ্ধের নানাপ্রকার মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বাসিতা গাভীর জন্য যেরূপ মত্ত বৃষদ্বয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাদের সংগ্রামও সেই প্রকার শোভাযুক্ত হইল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্পৃধোঃ স্পর্দ্ধমানয়োঃ ক্ষতাদাস্রবতীতি ক্ষতাস্রবং রুধিরং তস্য ঘ্রাণেন বিবৃদ্ধো মন্যুর্যয়োঃ ইলায়াং বাসিতায়াং গবি বিষয়ে শুষ্মিণোর্মত্তয়োর্বৃষভয়োরিব ইলায়াং ভুবি শুষ্মিণোর্হরি-হর্য্যক্ষয়োর্মৃধো ব্যভাৎ অশোভত। "ভূগোবাচস্ত্বিড়া ইলা" ইত্যমরঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্পৃধোঃ'—যাহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেছিলেন, সেই হিরণ্যাক্ষ ও বরাহদেবের, 'ক্ষতাস্রাব-ঘ্রাণ-বিবৃদ্ধ-মন্যোঃ'—(গদার আঘাতে) ক্ষতস্থান হইতে নির্গত হইতেছিল যে রুধির, তাহার গন্ধে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ক্রোধ যাহাদের। 'ইলায়াম্ শুষ্মিনোঃ ইব'—রজস্বলা গাভীর প্রতি মত্ত বৃষভদ্বয়ের মত, এখানে ইলা বলিতে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর নিমিত্ত রণোন্মত্ত হিরণ্যাক্ষ ও বরাহদেবের 'মৃধঃ ব্যভাৎ'—যুদ্ধ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ইলা শব্দের নিরুক্তি অমরকোষ অভিধানে উক্ত হইয়াছে—"পৃথিবী, গাভী, বাক্য, ইড়া এবং ইলা"—অর্থাৎ এই সকল ইলা শব্দের পর্য্যায়বাচী শব্দ ॥ ১৯

মধ্ব—

অক্ষতঃ ক্ষতবদ্বিষ্ণুরসমঃ সমবত্তথা ।
অজিতো জিতবচ্চৈব জ্ঞোঽজ্ঞবচ্চ প্রকাশয়েৎ ॥
সর্ব্বরূপেষ্বনন্তোঽপি ব্রহ্মাদ্যাশ্চৈব তন্মতেঃ ।
অনুসারিতয়া হ্যয়ুঃ কুর্য্যুশ্চ স ন দুঃখভাক্ ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৯ ॥

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়য়া
গৃহীতবারাহ-তনোর্মহাত্মনঃ ।

কৌরব্য মহ্যাং দ্বিষতোর্হি মর্দ্দনং
দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভির্বৃতঃ স্বরাট্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব্য, (বিদুর !) স্বরাট্ (ব্রহ্মা) ঋষিভিঃ (মরীচ্যাদিভিঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) মহ্যাং (পৃথিব্যাং নিমিত্তভূতায়াং) দ্বিষতোঃ (যুধ্যমানয়োঃ) দৈত্যস্য (হিরণ্যাক্ষস্য) মায়য়া (কপটেন কৃপয়া বা) গৃহীতবারাহ-তনোঃ (স্বীকৃত শূকররূপস্য) মহাত্মনঃ (মহাপুরুষস্য) যজ্ঞাবয়বস্য (যজ্ঞময়স্য ভগবতঃ চ) হি মর্দ্দনং (যুদ্ধং) দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুম্ ইচ্ছুঃ সন্) আগাৎ (আজগাম) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু স্বরূপশক্তি-প্রভাবে (অথবা কৃপাপূর্ব্বক) বরাহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের সহিত ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা, মহাপুরুষ শ্রীহরি ও দৈত্যের পৃথিবীর নিমিত্ত সংগ্রাম দর্শন করিবার জন্য মরীচ্যাদি ঋষিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মায়য়া শক্ত্যা গৃহীতা স্বস্বামিত্বেনাঙ্গীকৃতা বারাহী তনুর্যস্য তস্য মায়াভর্ত্তুর্ব্বরাহস্যেত্যর্থঃ। মায়য়া কৃপয়া গৃহীতত্বং প্রপঞ্চং প্রত্যানীতত্বমিতি সন্দর্ভঃ। স্বরাট্ ব্রহ্মা ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়য়া'—নিজের স্বরূপ-ভূত চিচ্ছক্তির দ্বারা, 'গৃহীত-বারাহ-তনোঃ—গৃহীত হইয়াছে বলিতে স্ব-স্বামিত্বরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, বারাহী তনু যাঁহা কর্ত্তৃক, অর্থাৎ যিনি নিজের নিত্য শ্রীবিগ্রহ নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মায়াধীশ ভগবান্ বরাহদেবের—এই অর্থ। এখানে মায়ার দ্বারা গৃহীতত্ব বলিতে কৃপাপূর্ব্বক যিনি (নিজের চিন্ময় বিগ্রহ) এই প্রাপঞ্চিক জগতে আনয়ন (প্রকট) করিয়াছেন—ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামি পাদ। 'স্বরাট্' বলিতে ব্রহ্মা ॥ ২০ ॥

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং
কৃতপ্রতীকারমহার্য্যবিক্রমম্ ।
বিলক্ষ্য দৈত্যং ভগবান্ সহস্রণী-
র্জগাদ নারায়ণমাদিশূকরম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ সহস্রণীঃ (ঋষীণাং সহস্রাণাং নেতা ব্রহ্মা) আসন্নশৌণ্ডীরং (আসন্নং প্রাপ্তং শৌণ্ডীরং শৌর্য্যং মদো বা যেন তং) অপেতসাধ্বসং (ভয়শূন্যং) কৃতপ্রতীকারং (কৃতঃ প্রতীকারঃ প্রতিক্রিয়াঃ যেন তম্) অহার্য্যবিক্রমম্ (অপ্রতীকার্য্যঃ বিক্রমঃ যস্য তং) দৈত্যং বিলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আদিশূকরং নারায়ণং (হরিং) জগাদ (উবাচ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ঋষিসহস্রের নেতা ব্রহ্মা দেখিলেন, দৈত্য অতিশয় শৌর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভয়ের লেশমাত্র নাই ; অধিকন্তু, সে ভগবৎপ্রদত্ত আঘাত-সমূহের প্রতীকার করিতেছে, কিন্তু ভগবান্ হইতে দৈত্যের বিক্রমের প্রতিক্রিয়া হইতেছে না। ব্রহ্মা ইহা দর্শন করিয়া আদি-বরাহদেব শ্রীবিষ্ণুকে কহিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—আসন্নং প্রাপ্তং শৌণ্ডীরং শৌর্য্যং মদো বা যেন তম্। ঋষিসহস্রাণাং নেতা সহস্রণীঃ ব্রহ্মা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসন্ন-শৌণ্ডীরং'—আসন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে, শৌণ্ডীর বলিতে শৌর্য্য (বীরত্ব) অথবা মত্ততা যাহা কর্ত্তৃক, (সেই শৌর্য্যমদে উন্মত্ত হিরণ্যাক্ষকে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন)। 'সহস্রণীঃ'—বলিতে ঋষি-সহস্রের নেতা ব্রহ্মা ॥ ২১ ॥

মধ্ব—অনেক-কল্পজন-নেতৃত্বাৎ সহস্রণীঃ ॥ ২১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

এষ তে দেব দেবানামঙ্ঘ্রিমূলমুপেয়ুষাম্ ।
বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীণাং ভূতানামপ্যনাগসাম্ ।
আগস্কৃদ্ভয়কৃদ্দুষ্কৃদস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ ।
অন্বেষন্নপ্রতিরথো লোকানটতি কন্টকঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—(হে দেব ! এষঃ অসুরঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (চরণতলম্) উপেয়ুষাং (প্রাপ্তানাং) দেবানাং বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীণাং (গবাম্) অনাগসাং (নিরপরাধানাং) ভূতানাং (জীবানাম্) অপি আগস্কৃৎ (বৃথা এব অপরাধারোপকঃ), ভয়কৃৎ (ভয়কারকঃ), দুষ্কৃৎ (ভীতং জ্ঞাত্বা অর্থপ্রাণাদিহর্ত্তা) অস্মদ্রাদ্ধবরঃ (অস্মত্তঃ রাদ্ধঃ লব্ধঃ বরঃ যেন সঃ) অপ্রতিরথঃ (প্রতিপক্ষশূন্যঃ) কন্টকঃ (সন্মার্গরোধকঃ) অন্বেষন্ (প্রতি-

রথম্ অন্বেষয়ন্ অবলোকয়ন্) লোকান্ (ভুবনানি) অটতি (পরিভ্রমতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব ! এই অসুর আমাদের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষশূন্য হইয়াছে। এ ব্যক্তি ভবদীয় চরণাশ্রিত দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো ও নিরপরাধ প্রাণীগণের প্রতি বৃথা অপরাধ আচরণ করিয়া থাকে, কেহ নিবারণ করিতে গেলে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং ভীত দেখিলে অর্থপ্রাণাদি অপহরণ করিয়া লয়। এই কন্টকতুল্য উৎপীড়ক দৈত্য ইহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোকে পর্য্যটন করিতেছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেব, আগস্কৃৎ বৃথৈবাপরাধারোপকঃ তৎপরিহারায় প্রবৃত্তৌ ভয়কৃৎ ভীতান্ জ্ঞাত্বা দুষ্কৃৎ অর্থপ্রাণাদিহর্ত্তা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে দেব ! 'আগস্কৃৎ'—এই অসুর বৃথাই (প্রাণিগণের প্রতি) অপরাধ আচরণকারী, তাহার পরিহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের 'ভয়কৃৎ'— ভীতিপ্রদায়ক, অন্যকে ভীত জানিলে 'দুষ্কৃৎ' —তাহাদের অর্থ ও প্রাণাদির হরণকারী ॥ ২২ ॥

মৈনং মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্ ।
আক্রীড় বালবদ্দেব যথাশীবিষমুত্থিতম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব ! মায়াবিনং দৃপ্তং (গর্বিতং) নিরঙ্কুশং (ভয়রহিতম্) অসত্তমম্ (অতিদুষ্টম্) এনং (হিরণ্যাক্ষং) বালবৎ যথা উত্থিতম্ আশীবিষং (যথা বালকঃ ক্ষুভিতং সর্পং পুচ্ছাকর্ষণাদিনা ক্রীড়য়তি তদ্বৎ) মা আক্রীড় (আক্রীড়য়) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! এই দুরাত্মা মায়াবী, অহঙ্কারী এবং দুর্দ্দান্ত। বালক যেমন ক্ষুভিত সর্পের পুচ্ছ আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার সহিত ক্রীড়া করে, আপনি তদ্রূপ ইহাকে লইয়া আর খেলা করিবেন না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এনং মা আক্রীড়য়, বালবৎ অজ্ঞ ইব স্বয়ন্তু বিজ্ঞচূড়ামণিরেবাসীতি ভাবঃ। যদ্‌যথা আশীবিষং সর্পং উত্থিতং গরুড় ইতি শেষঃ অথবা যদ্‌যস্মাদাশীবিষমুত্থিতং এনং মন্য ইতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এনং মা আক্রীড়'—এই দৈত্যকে লইয়া খেলা করিবেন না। 'বালবৎ'—বাল অর্থাৎ অজ্ঞের মত, আপনি কিন্তু বিজ্ঞগণের চূড়ামণি (শ্রেষ্ঠ)—এই ভাব। 'যদ্'—যেরূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পকে লইয়া গরুড় ক্রীড়া করে, অথবা যেহেতু এই দৈত্যকে ক্রুদ্ধ সর্প বলিয়াই আমি (ব্রহ্মা) মনে করি ॥ ২৩ ॥

ন যাবদেষ বর্দ্ধেত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ ।
স্বাং দেব মায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, অচ্যুত, (নারায়ণ !) এষঃ দারুণঃ (নির্দ্দয়ঃ দৈত্যঃ) যাবৎ স্বাম্ (আসুরীং) বেলাং প্রাপ্য ন বর্দ্ধেত তাবৎ স্বাং মায়াম্ (অচিন্ত্যশক্তিম্) আস্থায় (আবিষ্কৃত্য) অঘং (পাপরূপম্ এনং) জহি (মারয়) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! হে অচ্যুত, ! এই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য যে কাল পর্য্যন্ত না আসুরী বেলা প্রাপ্ত হইয়া (উহার নিজ মায় দ্বারা) বর্দ্ধিত হইতে না পারে, সেই কাল মধ্যেই আপনি আপনার মায়াশক্তি প্রকট করিয়া মূর্ত্তিমান্ পাপরূপী এই দৈত্যের বিনাশ সাধন করুন্ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বাং বেলাং আসুরীম্। হে দেব, স্বাং মায়াং তেনাসুরবেলায়াং বিবৃদ্ধবলমেনং ত্বং পরমেশ্বরোঽপি হন্তুং নৈব প্রভবিষ্যতীত্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানবতোঽপি ব্রহ্মণঃ প্রেম্নৈবানিষ্টাশঙ্কিত্বং জ্ঞেয়ং। যথৈশ্বর্য্যজ্ঞানপূর্ণয়োরপি বসুদেবদেবক্যোঃ 'সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধী'রিত্যাদি বাক্যম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বাং বেলাং'—নিজের আসুরিক বেলা (প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ এই দৈত্য বর্দ্ধিত না হয়), হে দেব ! (বিচিত্র ক্রীড়াশীল) 'স্বাং মায়াং'—আপনার স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি (প্রকাশপূর্ব্বক এই দৈত্য বর্দ্ধিত হইতে না হইতেই, ইহাকে বিনাশ করুন)। আসুরিক বেলাতে অতিশয় বলপ্রাপ্ত এই দৈত্যকে, আপনি পরমেশ্বর হইয়াও কখনই বধ করিতে সমর্থ হইবেন না—ইহা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও প্রীতিবশতঃই ব্রহ্মার অনিষ্ট আশঙ্কা জানিতে হইবে। যেমন (কংসের কারাগারে আবির্ভূত ভগবান্‌কে অবলোকন করতঃ) ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইলেও বসুদেব ও দেবকীর উক্তি (শ্রীদশমে তৃতীয় অধ্যায়ে) —"হে মধুসূদন ! আমাতে আপনার এই জন্ম যেন

পাপী কংস জানিতে না পারে। আপনার জন্যই আমি এই কংস হইতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি, যেহেতু আমি অতিশয় অধীরচিত্ত"— ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্ন(ম্ব)ট্করী প্রভো।
উপসর্পতি সর্ব্বাত্মন্ সুরাণাং জয়মাবহ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, সর্ব্বাত্মন্! এষা লোক-চ্ছম্নট্করী (লোকানাং বিনাশকরী) ঘোরতমা (অতিভয়ঙ্করী) সন্ধ্যা উপসর্পতি (আগচ্ছতি, অধুনৈব) সুরাণাং জয়ম্ আবহ (সম্পাদয়) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, সম্প্রতি লোক-সংহারকারিণী ঘোরতমা সন্ধ্যা উপস্থিত; হে সর্ব্বাত্মন্! এই সময়, দেবগণের জয় বিধান করুন্ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ছম্নট্করী ছম্নড়িত্যব্যয়ং বিনাশবাচকম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ছম্নট্করী'—ছম্নট্ শব্দ বিনাশবাচক অব্যয়, (অর্থাৎ সম্প্রতি লোকবিনাশকারী ঘোরতমা সন্ধ্যাবেলা উপস্থিত হইতেছে) ॥২৫॥

মধ্ব—আদরং সুমুখং বিন্দ্যাংচ্ছম্নট্কারস্ত ভক্ষণমিত্যভিধানম্ ॥ ২৫ ॥

অধুনৈষোঽভিজিন্নাম যোগো মৌহূর্ত্তিকো হ্যগাৎ।
শিবায় নস্ত্বৎসুহৃদামাশু নিস্তর দুস্তরম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ অভিজিৎ নাম মৌহূর্ত্তিকঃ যোগঃ (মধ্যাহ্ন-ঘটীদ্বয়পরিমিতঃ শুভদঃ কালঃ) হি অগাৎ (গতপ্রায়ঃ) অধুনা ত্বৎ সুহৃদাং (তব ভক্তানাং) নঃ (অস্মাকং) শিবায় (সুখার্থং) আশু দুস্তরং (দুর্জ্জয়ম্ এনং) নিস্তর (জহি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এইক্ষণে 'অভিজিৎ' নামক শুভযোগ আছে; এই শুভযোগের স্থিতিকাল মূহূর্ত্ত মাত্র হওয়ায় তাহাও আবার নিশ্চয়ই গতপ্রায়। আমরা আপনার সুহৃৎ; আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত এই দুর্ব্বৃত্তকে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বধ করুন্ ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—অভিজিৎ মধ্যাহ্নঃ মৌহূর্ত্তিক মূহূর্ত্ত এব ভবঃ। অগাৎ গতপ্রায়ঃ, অতো যাবদস্যাবশিষ্টোঽস্তি তাবদাশু দুস্তরমেনং নিস্তর জহীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিজিৎ'—মধ্যাহ্ন, মৌহূর্ত্তিক— মূহূর্ত্তে উৎপন্ন, (অর্থাৎ মধ্যাহ্নের দ্বিঘটিকা পরিমিত অভিজিৎ নামক শুভপ্রদ যোগ এখনও আছে)। 'অগাৎ'—তাহাও গতপ্রায়, অতএব এই শুভযোগের যতটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে, তন্মধ্যে শীঘ্রই 'দুস্তরং'— দুর্জ্জয় এই হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে, 'নিস্তর'— বিনাশ করুন, এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—

মধ্যাহ্নস্ত্বভিজিৎপ্রোক্ত আষঢ়োত্তর এব চ।
শ্রবণস্যাপি পূর্ব্বার্দ্ধো বিষুবং চাভিজিৎ স্মৃতা ॥
ইতি চ ॥ ২৬ ॥

দিষ্ট্যা ত্বাং বিহিতং মৃত্যুময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্।
বিক্রম্যৈনং মৃধে হত্বা লোকানাধেহি শর্ম্মণি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে হিরণ্যাক্ষবধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বিহিতং (ত্বয়া এব শাপানুগ্রহকালে নির্ম্মিতং) মৃত্যুং (মৃত্যুরূপং) ত্বাম্ অয়ম্ (হিরণ্যাক্ষঃ) স্বয়ম্ দিষ্ট্যা (সর্ব্বেষাং ভাগ্যেন) আসাদিতঃ (প্রাপ্তঃ)। মৃধে (যুদ্ধে) এনং (হিরণ্যাক্ষং) বিক্রম্য (পরাক্রমং প্রদর্শ্য) হত্বা লোকান্ শর্ম্মণি (সুখে) আধেহি (স্থাপয়) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি শাপানুগ্রহ-সময়ে আপনাকেই ইহার মৃত্যুস্বরূপ করিয়া স্থির করিয়াছেন। অধুনা এই দৈত্য ভাগ্যক্রমে আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ইহাকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া ত্রিভুবনকে সুখে স্থাপন করুন্ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাং বিহিতং ত্বয়ৈব শাপানুগ্রহসময়ে নির্ম্মিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়েঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বাং বিহিতং'— আপনি

স্বয়ং শাপানুগ্রহকালে (অর্থাৎ জয়-বিজয়ের প্রতি ব্রহ্মশাপ হইতে অনুগ্রহ করিবার সময়) আপনাকেই ইহার মৃত্যুরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন— এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৮ ॥

ইতি, অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

অবধার্য্য বিরিঞ্চস্য নির্ব্ব্যলীকামৃতং বচঃ।
প্রহস্য প্রেমগর্ভেণ তদপাঙ্গেন সোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মাদি দেবগণের মহাযুদ্ধে বরাহদেব কর্ত্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে নিকটে দেখিতে পাইয়া লম্ফ দিয়া উহার উপরে পতিত হইলেন এবং গদার আঘাত করিলেন। দুরন্ত দৈত্যও বরাহদেবের গদার উপর গদাঘাত করায় শ্রীবিষ্ণুর হস্ত হইতে গদা ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পড়িয়া গেল। তখন বরাহদেব 'সুলভ' নামক সুদর্শনচক্রের স্মরণ করিলেন এবং গদার প্রতিঘাত করিলেন। দৈত্য বরাহদেবের উপর ত্রিশিখ-শূল নিক্ষেপ করিলে শ্রীবিষ্ণু তাঁহার শানিতাগ্র চক্র দ্বারা উহা ছেদন করিলেন। দৈত্য পুনরায় কঠোর মুষ্ট্যাঘাতে বরাহদেবকে আহত করিলে বরাহদেবের নিকট উহা মত্ত হস্তীর প্রতি ফুলমালার আঘাতের ন্যায়ই বোধ হইল। দৈত্য তখন নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিতে লাগিল, তৎফলে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উৎপাত হইতে থাকিল। ভগবান্ বরাহদেব সুদর্শনচক্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষের এমায়াকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ঐ দৈত্য বরাহদেবকে পুনরায় বজ্রতুল্য দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে বরাহদেব এক পদাঘাত দ্বারাই উহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পদাঘাতে ঐ দৈত্যের বিনাশ দর্শন করিয়া উহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; দেবতাগণ বরাহদেবের স্তব আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট হিরণ্যাক্ষবধ ও বরাহদেবের কীর্ত্তি-শ্রবণের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—বিরিঞ্চস্য (ব্রহ্মণঃ) নির্ব্ব্যলীকামৃতং (নির্ব্ব্যলীকং নিষ্কপটং অমৃতং প্রীতিকরং চ, পাঠান্তরে নির্ব্ব্যলীকম্ ঋতং সত্যঞ্চ) বচঃ (বাক্যং) অবধার্য্য (শ্রুত্বা) প্রহস্য সঃ (বরাহরূপঃ ভগবান্) প্রেমগর্ভেণ (প্রেমপূর্ণেন) অপাঙ্গেন (কটাক্ষেণ) তদ্ (বচঃ) অগ্রহীৎ (স্বীকৃতবন্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মার নিষ্কপট ও অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবরাহদেব ঈষৎ হাস্যের সহিত স্নেহপূর্ণ অপাঙ্গদৃষ্টিপাতে তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

যুদ্ধে তস্যাসমর্থস্য মায়াঃ সৃষ্টবতো হরিঃ।
স্বাস্ত্রেণ হত্বা তমহন্ নবিংশে স্ব-পাণিনা ॥ ০ ॥

নির্ব্ব্যলীকং নিষ্কপটং অস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুর ইতি অমৃতং ন যাবদেষ বর্দ্ধেতেত্যাদি-প্রেমময়ত্বাদমৃততুল্যং বচস্তদ্ভগবতাপ্যাদরেণাস্বাদিতং তদিত্যাহ—প্রহস্যেতি। অহো মৎপ্রেম্নঃ সর্ব্ববিস্মারকতা-সামর্থ্যং যৎ

কালাত্মনোঽপি মম মুহূর্ত্তবলমুপদিশতীতি প্রেমগর্ভে-ণৈবাপাঙ্গেন স্বীচকার, সত্যং ; ত্বং যথা দিশসি তথৈব কুর্ব্বন্নিমমধুনৈব হন্মি ; কিন্তু মমাস্য চ যুযুৎসা-সুখং পূর্য্যতামতোঽদ্য রাত্রাবেবৈনং হনিষ্যামীতি জ্ঞাপয়া-মাসেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঊনবিংশ অধ্যায়ে বরাহ-রূপী শ্রীহরি যুদ্ধে হতবল মায়া-সৃষ্টিকারী হিরণ্যাক্ষের মায়াসমূহ নিজ অস্ত্র (সুদর্শন চক্রের) দ্বারা বিনাশ-পূর্ব্বক স্ব-হস্তে (সম্মুখস্থ পদদ্বারা) তাহাকে বধ করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'নির্ব্ব্যলীকং' — নিষ্কপট, 'অস্মদ্ রাদ্ধবরঃ' (৩।১৮।২২ শ্লোক), অর্থাৎ এই অসুর আমাদের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া, এইরূপ অকপট বাক্য এবং 'অমৃতং'—'ন যাবদ্ এষ বর্দ্ধেত' (৩।১৮।২৪), অর্থাৎ যতক্ষণ আসুরী বেলা প্রাপ্ত হইয়া এই দারুণ দৈত্য বর্দ্ধিত না হয়—ইত্যাদি প্রেমময়হেতু অমৃত-তুল্য ব্রহ্মার বচন, শ্রীভগবান্‌ও সাদরে আস্বাদন করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'প্রহস্য', হাস্য সহ-কারে। 'অহো! আমার প্রতি প্রীতির কি সর্ব্ব-বিস্মারণের (সব কিছু ভুলাইবার) সামর্থ্য ! যেহেতু কালস্বরূপ যে আমি, আমাকেও মুহূর্ত্তবলের উপদেশ দিতেছে'—এইরূপ সপ্রেম অপাঙ্গ দৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলেন, অর্থাৎ হাঁ, তুমি যেরূপ বলিতেছ, তদ্রূপেই, এই এখনই ইহাকে বিনাশ করি-তেছি। কিন্তু আমার এবং ইহারও যুদ্ধ করিবার সুখ পূর্ণ হউক, অতএব আজ রাত্রিতেই ইহাকে বিনাশ করিব—ইহা জ্ঞাপন করিলেন, এই অর্থ ॥ ১ ॥

ততঃ সপত্নং মুখতশ্চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
জঘানোৎপত্য গদয়া হনাবসুরমক্ষজঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অক্ষজঃ (ব্রহ্মণঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াৎ প্রাদুর্ভূতঃ ভগবান্) উৎপত্য (উল্লম্ফ্য) অকুতোভয়ং (সর্ব্বতঃ ভয়শূন্যং) মুখতঃ (অভিমুখে) বিচরন্তং সপত্নং অসুরং (শত্রুং হিরণ্যাক্ষং) গদয়া হনৌ (কপোলস্য অধোভাগে) জঘান ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে আবি-র্ভূত আদি বরাহদেব স্বীয় শত্রু হিরণ্যাক্ষকে তাঁহার সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর পতিত হইলেন এবং উহার কপোলদেশের অধোভাগে গদাদ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মুখতঃ সম্মুখএব হনৌ কপোলস্যাধো-ভাগে, অক্ষজঃ ব্রহ্মণো ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদাবির্ভূতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুখতঃ'—নিজের সমক্ষেই, (নির্ভীকভাবে বিচরণকারী হিরণ্যাক্ষের) 'হনৌ'—কপোলের অধোভাগে (গদাদ্বারা আঘাত করিলেন)। 'অক্ষজঃ'—ব্রহ্মার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসাবিবর হইতে আবির্ভূত ভগবান্ বরাহদেব ॥ ২ ॥

সা হতা তেন গদয়া বিহতা ভগবৎকরাৎ ।
বিঘূর্ণিতাপতদ্রেজে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা (ভগবৎপ্রযুক্তা) গদা তেন (হির-ণ্যাক্ষেণ) গদয়া (স্ব-গদয়া) হতা ভগবৎকরাৎ বিহতা (বিচ্যুতা সতী) বিঘূর্ণিতা (ভূত্বা) অপতৎ রেজে (শুশুভে) ; তৎ (পতনং) অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যম্ ইব) অভবৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দৈত্যও স্বীয় গদাদ্বারা বরাহদেবের গদার উপর প্রত্যাঘাত করাতে উহা তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নে পতিত হইলেও সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল ; (অথবা, তাহাতে হিরণ্যাক্ষের বিক্রম অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল) ॥৩॥

বিশ্বনাথ—সা হরের্গদা তেনাসুরেণ বিহতা বিচ্যুতা সতী বিঘূর্ণিতা ভূত্বা অপতৎ ; বিরেজে চ, তৎ ভগ-বৎকরাৎ পতনম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সা'—হরির গদা, সেই দৈত্যের গদার দ্বারা আহত হইয়া হস্তচ্যুত হইল এবং ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নে পতিত হইল। 'বিরেজে চ' —এবং অতিশয় শোভা ধারণ করিল। 'তৎ'—তাহা, অর্থাৎ শ্রীভগবানের হস্ত হইতে গদার পতন, (আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ হইল) ॥ ৩ ॥

স তদা লব্ধতীর্থোঽপি ন ববাধে নিরায়ুধম্ ।
মানয়ন্ স মৃধে ধর্ম্মং বিষ্বক্‌সেনং প্রকোপয়ন্ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) তদা লব্ধতীর্থঃ (প্রাপ্তাবসরঃ সন্) অপি নিরায়ুধম্ (ভগবন্তং) ন ববাধে (অহন্)। সঃ মৃধে (যুদ্ধে) ধর্ম্মং (যুদ্ধনীতিং) মানয়ন্ (স্বীকুর্ব্বন্) বিষ্বক্‌সেনং (ভগবন্তং) প্রকোপয়ন্ (বভূব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ নিরস্ত্র হইলে সেই দৈত্যরাজ বরাহদেবকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত হইলেও যুদ্ধধর্ম্মের সম্মান করিয়া হিরণ্যাক্ষ তাঁহার প্রতি গদাঘাত করিল না। অবশ্য এইরূপ আচরণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের ক্রোধ উদ্দীপন করাই হিরণ্যাক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—লব্ধতীর্থঃ লব্ধাবসরোঽপি ন ববাধে ন প্রাহরৎ। তত্র হেতুঃ—মানয়ন্নিতি। তেন চ প্রকোপয়ন্নিতি 'কিমরে মামপি ত্বদ্বাহুবলাদেব পতিতগদং ব্যাকুলং জানাসি যৎ স্বধার্ম্মিকত্বং প্রথয়ন্ন প্রহরসি। পশ্য রে পশ্য! ক্ষণমাত্রেণৈব ত্বৎপ্রাণানেবাপহরামীতি ভগবাংশ্চুকোপেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'লব্ধতীর্থঃ' — (ভগবান্ নিরস্ত্র হইলে) ঐ দৈত্য প্রহারের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াও প্রহার করিল না। তাহার কারণ—'মানয়ন্'—'যুদ্ধে নিরস্ত্রকে অস্ত্রধারী আঘাত করিবে না'—এইরূপ বীরের যুদ্ধনীতি রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহাতে ভগবান্‌কে 'প্রকোপয়ন্'—কুপিত করিবার নিমিত্ত। 'ওরে! আমাকেও কি তোমার বাহুবলেই গদা পতিত হওয়ায় ব্যাকুলিত মনে করিয়াছ, যেহেতু নিজের ধার্ম্মিকত্ব প্রখ্যাপনের নিমিত্ত প্রহার করিতেছ না? ওরে? দেখ, দেখ, ক্ষণকালের মধ্যেই তোমার প্রাণই অপহরণ করিতেছি'—এইরূপে ভগবান্ ক্ষুব্ধ হইলেন—এই অর্থ ॥ ৪ ॥

মধ্ব—ধর্ম্মঃ সত্যঃ ইতি প্রোক্তা ধর্ম্মশ্চাপি হরেঃ প্রিয়ঃ ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৪ ॥

———

গদায়ামপবিদ্ধায়াং হাহাকারে বিনির্গতে।
মানয়ামাস তদ্ধর্ম্মং সুনাভঞ্চাস্মরদ্বিভুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—গদায়াম্ অপবিদ্ধায়াং (ভগবৎকরাৎ বিগতায়াং সত্যাং) হাহাকারে (ব্রহ্মাদীনাং মুখাৎ ভীতিসূচকশব্দে) বিনির্গতে (সতি) বিভুঃ (ভগবান্) তদ্ধর্ম্মং (তস্য দৈত্যস্য যুদ্ধনীতিং) মানয়ামাস (প্রশংসয়ামাস), সুনাভং (সুদর্শনং চক্রম্) চ অস্মরৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সে যাহা হউক, এদিকে ভগবানের হস্ত হইতে গদা চ্যুত হইল দেখিয়া দেবগণের মধ্যে হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। তখন ভগবান্ বরাহদেব হিরণ্যাক্ষের সেই যুদ্ধনীতি-ধর্ম্মরক্ষারূপ কার্য্যের প্রশংসা করিয়া 'সুলভ' নামক সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপবিদ্ধায়াং পতিতায়াং, ন চৈতৎ শাল্বযুদ্ধে সার্ঙ্গধনুঃপতনমিব পরমতমাশঙ্কনীয়ম্। হিরণ্যাক্ষস্য পার্ষদত্বাৎ পার্ষদস্য চ ভগবত্তুল্যবলত্বাৎ তুল্যবলত্বে চ গদাপতনস্যাসম্ভবত্বাভাবাৎ তুল্যবলত্বং বিনা চ যুদ্ধসুখস্যানুৎপত্তের্গদাপতনমিদং ভগবদুৎসাহবর্দ্ধকত্বাদ্ভূষণমেব ন তু দূষণম্। ভক্তস্থানে ভগবতা প্রেমাম্বুধিনা স্বপরাভবস্য শতশোঽঙ্গীকৃতত্বাদিত্যেতদর্থব্যঞ্জকমুত্তরশ্লোকে স্বপার্ষদমুখ্যেনেতি পদমনুসন্ধেয়ম্। সুনাভঞ্চেতি—চকারাদ্গদামপি পূর্ব্বং সস্মারৈবেতি গম্যতে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অপবিদ্ধায়াম্'— ভগবান্ বরাহদেবের গদা ব্যর্থ হইয়া পতিত হইলে, দেবগণ হাহাকার ধ্বনি করিল। 'ন চৈতৎ শাল্বযুদ্ধে'—ইত্যাদি, এখানে শাল্বের সহিত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে শার্ঙ্গধনুঃ পতনের ন্যায় পরমত আশঙ্কা করা সঙ্গত নহে। [শ্রীদশমে ৭৭ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শাল্বের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে "বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাৎ শার্ঙ্গমাসীৎ তদদ্ভুতম্"—ইত্যাদি (১৫ অঙ্ক ধৃত) শ্লোকে, শাল্ব বাণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গ ধনুকের সহিত বাম বাহু ভেদ করিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে শার্ঙ্গ ধনুঃ নিপতিত হইল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা শ্রীল শুকদেবের সম্মত নহে। উহা যে পরমত, তাহা তিনি স্বয়ং (৭৭।৩০ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) বলিয়াছেন—"এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ। যৎ স্ববচো বিরুদ্ধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যনু ॥"—অর্থাৎ হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ! কোন কোন ঋষি এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেদের বাক্য যে বিরুদ্ধ হইয়া

পড়ে, নিশ্চয়ই তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই—ইত্যাদি যথাস্থানে শ্রীচক্রবর্ত্তি-পাদের টীকা দ্রষ্টব্য।]

তাহার সঙ্গত কারণ বলিতেছেন—এখানে হিরণ্যাক্ষ শ্রীভগবানের পার্ষদ, পার্ষদগণের ভগবানের তুল্য বলই হইয়া থাকে এবং তুল্য বল হইলে গদা-পতনের অসম্ভাবনাও হইতে পারে না, আরও, সমবল না হইলে যুদ্ধসুখেরও উৎপত্তি হয় না ; অতএব এই স্থলে বরাহদেবের হস্ত হইতে গদার পতন, শ্রীভগবানের উৎসাহ-বর্দ্ধকত্ব-হেতু উহা ভূষণই, কিন্তু দূষণ নহে। আরও, প্রেমাম্বুধি শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের নিকট নিজের পরাভব শত শতবার অঙ্গীকার করিয়াছেন—ইহারই অর্থব্যঞ্জক পরবর্ত্তী শ্লোকে 'স্বপার্ষদমুখ্যেন'—নিজের শ্রেষ্ঠ পার্ষদ (বিজয়ের) সহিত মিলিত হইলেন—ইত্যাদি পদ অনুসন্ধেয়। 'সুনাভঞ্চ'—এখানে চ-কার প্রয়োগের দ্বারা সুদর্শন চক্র এবং গদাও পূর্ব্বেই স্মরণ করিয়াছিলেন—ইহা বোধগম্য হয় ॥ ৫ ॥

তং ব্যগ্রচক্রং দিতিজাধমেন
স্বপার্ষদমুখ্যেন বিসজ্জমানম্।
চিত্রা বাচোঽতদ্বিদাং খেচরাণাং
তত্র স্মাসন্ স্বস্তি তেঽমুং জহীতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যগ্রচক্রং (ব্যগ্রং স সম্ভ্রমং চক্রং যস্য তং) স্বপার্ষদমুখ্যেন (প্রাক্ 'জয়েন') দিতিজাধমেন (অধুনা 'হিরণ্যাক্ষেণ') বিসজ্জমানং (বিশেষেণ সঙ্গং প্রাপ্নুবন্তং ক্রীড়ন্তং) তং (ভগবন্তং প্রতি) তত্র খেচরাণাম্ (আকাশবর্ত্তিনাম্) অতদ্বিদাং (তৎপ্রভাবম্ অজানতাং দেবাদীনাং) তে (তুভ্যং) স্বস্তি (শুভম্ অস্তু), অমুং (দৈত্যং) জহি ইতি চিত্রাঃ (বিবিধাঃ) বাচঃ আসন্ (আ সমন্তাৎ আসন্ অভবন্ স্ম) ॥৬॥

অনুবাদ—ভগবান্ তাঁহার চক্রকে স্মরণ করিবামাত্র চক্র অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উপস্থিত হইল। দেবতাগণ সেই সম্ভ্রমযুক্ত চক্রধারী ভগবান্‌কে বাহিরে দিতির পুত্রাধমরূপে ন্যায় আচরণকারী ও অন্তরে স্বীয় প্রধান পার্ষদরূপে অবস্থিত হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত হইতে দেখিলেন। উক্ত আকাশচারী দেবতাগণ ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাব অবগত ছিলেন না ; তাই তাঁহারা রণভূমিতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিচিত্র বাক্য বলিতে লাগিলেন—হে দেব, আপনার মঙ্গল হউক্, এই অসুরকে এখনই বিনাশ করুন্ ॥৬॥

বিশ্বনাথ—ব্যগ্রং সম্ভ্রমযুক্তং হন্ত হন্ত ভগবান্মাং স্মরতি স্মেতি স্বয়মেবাগত্য হস্তে লগ্নং চক্রং যস্য তম্। অত্র দিতিপুত্রাভিধেন দিতিপুত্রাধমেনেতি পাঠ-ত্রয়ম্। বিসজ্জমানং বীক্ষ্যেতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যগ্রচক্রং'—সম্ভ্রমযুক্ত চক্র যাঁহার, অর্থাৎ হায়! হায়! শ্রীভগবান্ আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, অতএব চক্র নিজেই ব্যাকুলিত হইয়া যাঁহার হস্তে লগ্ন হইয়াছে, সেই ভগবান্‌কে। এখানে 'দিতিজাধমেন', 'দিতিপুত্রাভিধেন' এবং 'দিতিপুত্রাধমেন'—এইরূপ তিনটি পাঠান্তর রহিয়াছে। 'বিসজ্জমানং'—হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধে সম্মিলিত (চক্রধারী ভগবান্‌কে দেবগণ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন।) ॥ ৬ ॥

স তং নিশাম্যাত্তরথাঙ্গমগ্রতো
ব্যবস্থিতং পদ্মপলাশলোচনম্।
বিলোক্য চামর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ো
রুষা স্বদন্তচ্ছদমাদশচ্ছ্বসন্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দৈত্যঃ) তং (ভগবন্তং) আত্ত-রথাঙ্গং (গৃহীতচক্রং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) অগ্রতঃ (পুরতঃ) ব্যবস্থিতং (শোভমানং) পদ্মপলাশলোচনং (প্রসন্নে নয়নে যস্য তং হরিং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) অমর্ষপরিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ (অমর্ষেণ ক্রোধেন পরিপ্লুতানি ক্ষভিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তথাভূতঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) শ্বসন্ (শ্বাসান্ বিমুঞ্চন্) চ স্বদন্তচ্ছদং (নিজম্ ওষ্ঠম্) আদশৎ (সম্যক্ দৃষ্টবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দৈত্য পদ্মপলাশলোচন শ্রীভগবান্‌কে চক্র ধারণপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ভয়ঙ্কর ক্রোধভরে বিকলেন্দ্রিয় হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দন্তাগ্রভাগ দ্বারা স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে লালিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমমাত্তরথাঙ্গং নিশাম্য দৃষ্ট্বা পুনর-গ্রতো ব্যবস্থিতঞ্চ বিলোক্য। দন্তচ্ছদং অধরম্ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্তরথাঙ্গং'—প্রথমে গৃহীত-

চক্র দর্শন করিয়া, পুনরায় সামনে (পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে) 'ব্যবস্থিতং নিশাম্য'—বিশেষরূপে স্থির-ভাবে অবস্থিত অবলোকন করতঃ। 'দন্তচ্ছদং'—দন্তের আচ্ছাদক অধর, অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষ ক্রোধে নিজেই নিজের ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

করালদংষ্ট্রশ্চক্ষুর্ভ্যাং সংচক্ষাণো দহন্নিব।
অভিদ্রুত্য স্বগদয়া হতোঽসীত্যহনদ্ধরিম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—করালদংষ্ট্রঃ (করালা ভয়ঙ্করী দংষ্ট্রা যস্য সঃ দৈত্যঃ) চক্ষুর্ভ্যাং দহন্ ইব ('ইব' ইত্যনেন বস্তুতঃ তু ক্রোধাভাবঃ) সংচক্ষাণঃ (পশ্যন্) হতঃ (স্তুতিপক্ষে, জ্ঞাতঃ) অসি ইতি (উক্ত্বা) অভিদ্রুত্য (সহসা সমীপম্ আগত্য) স্বগদয়া হরিম্ অহনৎ (অহন্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—করালদংষ্ট্র সেই দৈত্য আরক্ত চক্ষুদ্বারা যেন চারিদিক দগ্ধ করিতে করিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়া 'অরে! তুই হত হইলি' এই বলিয়া স্বীয় গদাদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সংচক্ষাণঃ পশ্যন্ হতোঽসি, পক্ষে, জ্ঞাতোঽসি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সংচক্ষাণঃ' — নিরীক্ষণ করতঃ। 'হতোঽসি'—তুই হত হইলি, পক্ষে—আপনি আমার নিকট বিদিত হইয়াছেন, অর্থাৎ আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি, (এখানে হন্ ধাতু গতি অর্থে) ॥ ৮ ॥

পদা সব্যেন তাং সাধো ভগবান্ যজ্ঞশূকরঃ।
লীলয়া মিষতঃ শত্রোঃ প্রাহরদ্বাতরংহসম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধো, (বিদুর)! যজ্ঞশূকরঃ (বরাহাবতারঃ) ভগবান্ বাতরংহসং (বায়ুবেগং) তাং (হিরণ্যাক্ষপ্রযুক্তাং গদাং) শত্রোঃ (হিরণ্যাক্ষস্য) মিষতঃ (পশ্যতঃ সতঃ) সব্যেন (বামেন) পদা (চরণেন) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) প্রাহরৎ (ব্যর্থাং চকার) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে সাধো বিদুর, বরাহ-শরীরধারী ভগবান্ শ্রীহরি ঐ শত্রুর নয়নসমক্ষেই আপনার বাম-পদ দ্বারা তাহার বায়ুবৎ বেগবতী গদাকে অবলীলা-ক্রমে নিবারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বাতরংহসং বায়ুবেগম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাতরংহসং'—বায়ুর ন্যায় বেগশালী গদাকে ॥ ৯ ॥

আহ চায়ুধমাধৎস্ব ঘটস্ব ত্বং জিগীষসি।
ইত্যুক্তঃ স তয়া ভূয়স্তাড়য়ন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) ত্বং জিগীষসি (জেতুম্ ইচ্ছসি অতঃ) আয়ুধম্ (অস্ত্রং) আধৎস্ব (গৃহাণ); ঘটস্ব (উদ্যমং কুরু ইতি) আহ (ভগবান্ উবাচ)। ইতি (এবং) উক্তঃ (ভগবতা কথিতঃ) সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) তয়া (স্বয়া গদয়া) ভূয়ঃ (পুনঃ) তাড়য়ন্ (ভগবন্তং প্রহরন্) ভৃশম্ (অত্যন্তং) ব্যনদৎ (শব্দং কৃতবান) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—পরে বলিলেন 'রে দৈত্য, তুই যখন আমাকে জয় করিতেই ইচ্ছা করিয়াছিস্, তখন আবার অস্ত্রধারণ করিয়া চেষ্টা কর্। শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক এইরূপে আহূত হইয়া সে পুনরায় গদা নিক্ষেপ করিল এবং ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

তাং স আপততীং বীক্ষ্য ভগবান্ সমবস্থিতঃ।
জগ্রাহ লীলয়া প্রাপ্তাং গরুত্মানিব পন্নগীম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—আপততীম্ (আপতন্তীং) তাং (গদাং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সঃ ভগবান্ সমবস্থিতঃ (সম্মুখমেব অবস্থিতঃ) (সন্) প্রাপ্তাং (সমীপম্ আগতাং) পন্নগীং (নাগপত্নীম্) গরুত্মান্ (গরুড়ঃ) ইব লীলয়া (অনায়াসেন) জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বরাহদেব উক্ত গদা ভীষণবেগে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। গরুড় যেমন তাহার সম্মুখাগতা সর্পীকে ধারণ করে, সেইরূপ ভগবান্ও অবলীলাক্রমে ঐ গদাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তাং গদাম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং'—গদাকে, (অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষের নিক্ষিপ্ত সেই গদাকে আসিতে দেখিয়া

বরাহদেব উহা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন) ॥১১॥

মধ্ব—

যথেচ্ছয়ৈব সর্ব্বং তু মনসা দেহতোঽপি বা।
কর্ত্তুং শক্তোঽপি শস্ত্রাদ্যা লীলৈবানন্তশক্তিতঃ ॥
ইতি বরাহে ॥ ১১ ॥

—— – ——

স্বপৌরুষে প্রতিহতে হতমানো মহাসুরঃ।
নৈচ্ছদ্গদাং দীয়মানাং হরিণা বিগতপ্রভঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বপৌরুষে (স্ববলে) প্রতিহতে (ব্যাহতে সতি) হতমানঃ (হতঃ মানঃ গর্ব্ব যস্য সঃ) বিগত-প্রভঃ (নষ্টতেজাঃ) মহাসুরঃ হিরণ্যাক্ষঃ) হরিণা (ভগবতা) দীয়মানাং (প্রত্যর্প্যমাণামপি) গদাং ন ঐচ্ছৎ (ন গৃহীতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ তখন নিজ পৌরুষ প্রতিহত দেখিয়া হতগর্ব্ব এবং অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ভগবান্ তাহার গদা প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না ॥ ১২ ॥

————

জগ্রাহ ত্রিশিখং শূলং জ্বলজ্জ্বলনলোলুপম্।
যজ্ঞায় ধৃতরূপায় বিপ্রায়াভিচরন্ যথা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রিশিখং (তিস্রঃ শিখাঃ অগ্রভাগাঃ যস্য তৎ) জ্বলজ্জ্বলনলোলুপং (জ্বলন্ প্রজ্জ্বলিতঃ যঃ জ্বলনঃ অগ্নিঃ তদ্বৎ লোলুপং গ্রসনব্যগ্রং) শূলং ধৃতরূপায় (বরাহরূপিণে) যজ্ঞায় (যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুম্ আলক্ষ্য) জগ্রাহ (প্রাহিণোৎ চ)। যথা (কশ্চিৎ জনঃ) বিপ্রায় (বিপ্রম্ উদ্দিশ্য) অভিচরন্ (অভিচারং মারণযাগং কুর্ব্বন্ আস্তে তদ্বৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অভিচারে প্রযুক্ত ব্যক্তি যেমন বিপ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া (তাহাকে হনন করিবার নিমিত্ত) অভিচার যাগ করে (মারণাদি প্রয়োগ করে), তদ্রূপ বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য জ্বলন্ত বহ্নি-সদৃশ, গ্রাস করিতে উদ্যত, ভীষণ ত্রিশিখ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—জ্বলৎ জ্বালাযুক্তং জ্বলনো বহ্নিস্তদ্বল্লোলুপং গ্রসনব্যগ্রং যজ্ঞায় মূর্তিমন্তং যজ্ঞমিব হন্তুম্। অত্যন্তানৌচিত্যে দৃষ্টান্তঃ। বিপ্রায় হন্তুম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— ‘জ্বলজ্জ্বলন-লোলুপম্’—‘জ্বলৎ’—জ্বালাযুক্ত, ‘জ্বলনঃ’—অগ্নি, তাহার মত লোলুপ, অর্থাৎ গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র (ত্রিশিখ নামক শূল)। ‘যজ্ঞায়’—মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞকেই যেন, অর্থাৎ যজ্ঞস্বরূপ বরাহরূপী ভগবান্‌কে হত্যা করিবার জন্য। এখানে অত্যন্ত অনৌচিত্যে দৃষ্টান্ত—‘বিপ্রায়’, অর্থাৎ অভিচারে প্রযুক্ত অকার্য্যকারী পুরুষ যেমন বেদজ্ঞ বিপ্রকে হত্যা করিবার জন্য মারণাদি প্রয়োগ করে, (এবং তাহাতে উহা যেমন নিষ্ফলই হয়, তদ্রূপ এখানেও হিরণ্যাক্ষপ্রযুক্ত শূল বিফলই হইবে, ইহা ইঙ্গিত করিতেছে।) ॥ ১৩ ॥

————

তদোজসা দৈত্যমহাভটার্পিতং
চকাসদন্তঃখ উদীর্ণদীধিতি।
চক্রেণ চিচ্ছেদ নিশাতনেমিনা
হরির্যথা তার্ক্ষ্যপতত্রমুজ্ ঝিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (ইন্দ্রঃ) যথা তার্ক্ষ্যস্য (গরুড়স্য) উজ্ ঝিতং (ইন্দ্রপ্রযুক্তস্য অমোঘস্য বজ্রস্য মানং দাতুং ত্যক্তং) পতত্রং (পক্ষং) চিচ্ছেদ (তথা হরিঃ ভগবান্) ওজসা (বলেন) দৈত্যমহাভটার্পিতং (দৈত্যেষু যঃ মহাভটঃ মহাশূরঃ হিরণ্যাক্ষঃ তেন অর্পিতং প্রযুক্তং) অন্তঃখে (আকাশমধ্যে) চকাসৎ (প্রকাশমানম্) উদীর্ণদীধিতি (উদীর্ণা উৎকটা দীধিতিঃ দীপ্তিঃ যস্য তৎ) তৎ (ত্রিশূলং) নিশাতনেমিনা (তীক্ষ্ণধারেণ) চক্রেণ (সুদর্শনেন) চিচ্ছেদ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহাবীর হিরণ্যাক্ষ কর্ত্তৃক প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত ঐ শূল উৎকট দীপ্তি সহকারে আকাশমধ্যে প্রতিভাত দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ গরুড়ের পরিত্যক্ত একটীমাত্র পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হরিও তদীয় নিশিতধার (তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট) চক্রদ্বারা ঐ অস্ত্র খণ্ডবিখণ্ডিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—চকাসদ্দীপ্যমানমন্তর্মস্য তথা খে আকাশে উদীর্ণা উদ্গতা বহিরপি দীধিতয়ো যস্য তৎ। যদ্বা, চকাসন্ত্যঃ অন্তঃখে আকাশমধ্যে উদীর্ণা দীধিতয়ো যস্য তৎ। নিশাতনেমিনা তীক্ষ্ণধারেণ হরিরিন্দ্রো যথা তার্ক্ষ্যস্য গরুড়স্য পতত্রং পক্ষং উজ্ ঝিতং ত্যক্তং চিচ্ছেদ। দেবান্ জিত্বা অমৃতকলসং নয়তা

গরুড়েন ইন্দ্রপ্রযুক্তবজ্রস্যামোঘরক্ষণার্থং পিচ্ছমেকং ত্যক্তম্। তদ্‌যথা ইন্দ্রশ্চিচ্ছেদ ছিন্নঞ্চ যথা খে প্রকাশতে, তদ্বৎ প্রকাশমানমিত্যপি সম্বন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চকাসদ্-অন্তঃ-খে'—যাহার ভিতরে দীপ্যমান হইতেছে, এবং 'খে'—আকাশে, 'উদীর্ণ-দীধিতি'—উদীর্ণ অর্থাৎ বাহিরেও উদ্গত হইয়াছে দীপ্তিসকল যাহার, সেই শূল। অথবা—প্রকাশিত হইতেছে 'অন্তঃখে'—আকাশমধ্যে উদ্দীপ্ত দীপ্তিসকল যাহার, সেই শূল, 'নিশিত-নেমিনা'—তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা, 'হরিঃ যথা'—দেবরাজ ইন্দ্র গরুড়ের পরিত্যক্ত পক্ষ যেমন ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ (ভগবান্ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিলেন)। পুরাকালে গরুড় দেবগণকে পরাভূত করিয়া অমৃতকলস গ্রহণপূর্ব্বক যাইতেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে ইন্দ্রপ্রযুক্ত বজ্রের অমোঘত্ব (সাফল্য) রক্ষণের নিমিত্ত গরুড় নিজের একটি পুচ্ছ (পক্ষ) পরিত্যাগ করেন। সেই পুচ্ছই ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা ছেদন করেন এবং সেই ছিন্ন পক্ষ প্রদীপ্ত হইয়া আকাশে যেরূপ প্রকাশ পাইতেছিল, সেইরূপ আকাশে প্রকাশমান ঐ শূল, এইরূপ সম্বন্ধও যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

———

বৃক্ণে স্বশূলে বহুধারিণা হরেঃ
প্রত্যেত্য বিস্তীর্ণমুরো বিভূতিমৎ।
প্রবৃদ্ধরোষং স কঠোরমুষ্টিনা
নদন্ প্রহৃত্যান্তরধীয়তাসুরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বশূলে অরিণা (অরাঃ সন্তি অস্য ইতি অরি চক্রং তেন) বহুধা বৃক্ণে (ছিন্নে সতি) প্রবৃদ্ধরোষঃ (প্রবৃদ্ধঃ বর্দ্ধিতঃ রোষঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ) সঃ অসুরঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) নদন্ (শব্দং কুর্ব্বন্) প্রত্যেত্য (বরাহস্য অভিমুখম্ আগত্য) কঠোরমুষ্টিনা (কঠিনেন মুষ্টিনা) হরেঃ (ভগবতঃ) বিভূতিমৎ (লক্ষ্মীনিবাসং) বিস্তীর্ণং (বিশালং) উরঃ (বক্ষঃ) প্রহৃত্য (তাড়য়িত্বা) অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীহরির নিশিতধার চক্রদ্বারা স্বীয় শূল বহুধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ অত্যন্ত ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ভগবানের সম্মুখে আসিয়া (বিভূতিশালী) লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত ভগবানের বিস্তীর্ণ বক্ষঃপ্রদেশে কঠোর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া অন্তর্হিত হইল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বৃক্ণে ছিন্নে উরঃ প্রহৃত্য সাক্ষাদ্‌যুদ্ধে স্বসামর্থ্যাভাবমবধার্য্য মায়াঃ স্রক্ষ্যন্নন্তর্দধৌ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃক্ণে'—নিজের শূল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলে। 'উরঃ প্রহৃত্য'—শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া। 'অন্তরধীয়ত'—বরাহদেবের সহিত সাক্ষাৎযুদ্ধে নিজের সামর্থ্যের অভাব বিবেচনা করিয়া, মায়াসকল সৃষ্টি করতঃ হিরণ্যাক্ষ অন্তর্হিত হইল ॥ ১৫ ॥

———

তেনেত্থমাহতঃ ক্ষত্তর্ভগবানাদিশূকরঃ।
নাকম্পত মনাক্ ক্বাপি স্রজা হত ইব দ্বিপঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ! (বিদুর)! তেন (হিরণ্যাক্ষেণ) ইত্থম্ (এবম্প্রকারেণ মুষ্টিনা) আহতঃ (তাড়িতঃ সন্) আদিশূকরঃ (বরাহাবতারঃ) ভগবান্ স্রজা (পুষ্পমালয়া) হতঃ (তাড়িতঃ) দ্বিপঃ (গজঃ) ইব মনাক্ (ঈষদপি ক্বাঽপি অংশে) ন অকম্পত (জাতবেপথুঃ বভূব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ভগবান্ আদিবরাহ দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ দ্বারা এইরূপে আহত হইয়া পুষ্পমাল্যকর্ত্তৃক আহত হস্তীর ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনাক্ ঈষদপি ক্বাপ্যংশে ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনাক্'—ঈষন্মাত্রও, কোন অংশে এতটুকুও বিচলিত হইলেন না ॥ ১৬ ॥

———

অথোরুধাসৃজন্মায়াং যোগমায়েশ্বরে হরৌ।
যাং বিলোক্য প্রজাস্ত্রস্তা মেনিরেঽস্যোপসংযমম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং হিরণ্যাক্ষঃ) যোগমায়েশ্বরে (অচিন্ত্যায়াঃ যোগমায়ায়াঃ ঈশ্বরে নিয়ন্তরি) হরৌ উরুধা (বহুধা) মায়াম্ (কপটম্) অসৃজৎ, যাং (মায়াং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) ত্রস্তাঃ (ভীতাঃ) প্রজাঃ (প্রাকৃতাঃ জনাঃ) অস্য (জগতঃ) উপসংযমং (প্রলয়ং) মেনিরে (জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ঐ দৈত্য যোগমায়াধীশ শ্রীহরির প্রতি নানাবিধ মায়াবিস্তার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রজাকুল ভীত হইয়া জগতের প্রলয়কাল সমুপস্থিত বলিয়া স্থির করিল ॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—অসৃজৎ সসর্জ। অস্য বিশ্বস্য উপসংযমং প্রলয়ম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৃজৎ'—সৃষ্টি করিলেন, (অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়া বিস্তার করিলেন)। 'অস্য উপসংযমম্'—এই জগতের প্রলয়কাল (বুঝি উপস্থিত হইয়াছে) ॥ ১৭ ॥

প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্ ।
দিগ্‌ভ্যো নিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—প্রচণ্ডাঃ (ভীষণবেগাঃ) বায়বঃ প্রববুঃ (প্রবাহিতাঃ বভূবুঃ), পাংশবম্ (পাংশুকৃতং) তমঃ (অন্ধকারম্ চ) ঐরয়ন্ (বায়বঃ প্রেরিতবন্তঃ)। গ্রাবাণঃ (পাষাণাঃ) ক্ষেপণৈঃ (সেচনযন্ত্রৈঃ) প্রহিতাঃ (নিক্ষিপ্তাঃ) ইব দিগ্‌ভ্যঃ নিপেতুঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সহসা প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহাতে ধূলিসমূহদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, এবং 'ক্ষেপণ' নামক কোন পাষাণ ভেদন যন্ত্রবিশেষ দ্বারা যেন চালিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পতিত হইতে লাগিল ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেপণৈর্যন্ত্রৈঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষেপণৈঃ'—ক্ষেপণ নামক যন্ত্রের দ্বারা ॥ ১৮ ॥

দ্যৌর্নষ্টভগণাভ্রৌঘৈঃ স বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ ।
বর্ষদ্ভিঃ পূয়কেশাসৃগ্‌বিন্মূত্রাস্থীনি চাসকৃৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—দ্যৌঃ (আকাশম্) পূয়কেশাসৃগ্ বিন্মূত্রাস্থীনি (পূয়ং কেশান্ রুধিরং বিষ্ঠা মূত্রং অস্থি চ) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) বর্ষদ্ভিঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ (বিদ্যুতঃ তড়িতঃ স্তনয়িত্নবঃ গর্জ্জনানি তৈঃ সহিতৈঃ) অভ্রৌঘৈঃ (মেঘসমূহৈঃ) নষ্টভগণা (নষ্টঃ ভগণঃ নক্ষত্রসমূহঃ যস্যাং তথাভূতা অভূৎ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ ও বজ্রনির্ঘোষ সহ মেঘসমূহ উদিত হইয়া বারংবার রক্ত, পূয়, কেশ, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্রাদি-বর্ষণ করিতে থাকায় নক্ষত্ররাজি যেন একেবারেই বিনষ্ট (বিলুপ্ত) হইয়া গেল বলিয়া বোধ হইল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নষ্টভগণেত্যনেন যুদ্ধকুতূহলিনা ভগবতা ব্রহ্মদত্তমুহূর্ত্তস্যাতিক্রমো গম্যতে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নষ্ট-ভগণা'—নক্ষত্রসমূহের কিরণ আচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহা বলায়—যুদ্ধকৌতুকী শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার কথিত মুহূর্ত্তকালের অতিক্রম বুঝাইতেছে, (কারণ দিবাভাগে আকাশে নক্ষত্ররাজির উদয় হয় না) ॥ ১৯ ॥

গিরয়ঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত নানায়ুধমুচোঽনঘ ।
দিগ্বাসসো যাতুধান্যঃ শূলিন্যো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (নিষ্পাপ বিদুর)। গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) নানায়ুধমুচঃ (বিবিধানি আয়ুধানি মুঞ্চন্তঃ) প্রত্যদৃশ্যন্তঃ (দৃষ্টাঃ বভূবুঃ)। দিগ্বাসসঃ (দিগম্বর্য্যঃ নগ্নাঃ) শূলিন্যঃ (শূলহস্তাঃ) মুক্তমূর্দ্ধজাঃ (আলুলায়িত-কেশাঃ) যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যঃ চ প্রত্যদৃশ্যন্ত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ বিদুর, পর্ব্বতসকল যেন নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে, এরূপ দৃষ্ট হইল। পরে কতকগুলি নগ্না, আলুলায়িতকেশা শূলধারিণী রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নানায়ুধমুচো যাতুধান্যশ্চ প্রত্যদৃশ্যন্ত ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানায়ুধমুচঃ'— নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপকারিণী যাতুধানী (রাক্ষসীগণও) দেখা দিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

বহুভির্যক্ষরক্ষোভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ ।
আততায়িভিরুৎসৃষ্টা হিংস্রা বাচোঽতিবৈশসাঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—আততায়িভিঃ (বধোদ্যতৈঃ) বহুভিঃ পত্ত্যশ্বরথকুঞ্জরৈঃ (পদাতিকৈঃ তথা আশ্বাদ্যারোহিভিঃ

চ) যক্ষরক্ষোভিঃ অতিবৈশসাঃ (অত্যুগ্রাঃ) হিংস্রাঃ (ক্রূরাঃ ছিন্ধি ভিন্ধীত্যেবম্ভূতাঃ) বাচঃ উৎসৃষ্টাঃ প্রযুক্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দেখিতে দেখিতে বহু বহু আততায়ী গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস, পদাতি এবং হস্তী, অশ্ব ও রথারোহীরূপে প্রকাশিত হইয়া, 'মার্‌মার্ কাট্‌কাট্' এই প্রকার হিংসাসূচক অত্যুগ্র বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অতিবৈশসা অত্যুগ্রা বাচশ্চ উৎসৃষ্টা উদসৃজ্যন্ত ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিবৈশসাঃ'—অতি উগ্র কর্কশ বাক্যসকলও প্রযুক্ত হইল ॥ ২১ ॥

প্রাদুষ্কৃতানাং মায়ানামাসুরীণাং বিনাশয়ন্ ।
সুদর্শনাস্ত্রং ভগবান্ প্রাযুঙ্‌ক্ত দয়িতং ত্রিপাৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাদুষ্কৃতানাং (প্রকটিতানাং) আসুরীণাং (অসুরপ্রযুক্তানাং) মায়ানাং (তাঃ) বিনাশয়ন্ (বিনাশয়িতুম্ ইচ্ছন্) ত্রিপাৎ (ত্রীণি সবনানি পাদাঃ যস্যঃ সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ) ভগবান্ দয়িতং (নিজপ্রিয়ং) সুদর্শনাস্ত্রং প্রাযুঙ্‌ক্ত (নিয়োজিতবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন (তপঃ, সত্য, দয়ারূপ ত্রিপাদ বিশিষ্ট) যজ্ঞমূর্তি ভগবান্ সেই অসুরপ্রকটিতা মায়াবিনাশার্থ তাঁহার অতিপ্রিয় সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বিনাশনং বিনাশকং বিনাশয়নিতি পাঠে দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যঃ। ত্রয়স্তপ আদয়ঃ পাদা যস্য স ত্রিপাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তিঃ, যদ্বা, ত্রীণি সবনানি পাদা যস্য। 'ত্রয়োহস্য পাদা' ইতি শ্রুতের্যজ্ঞমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিনাশনং', 'বিনাশকং' এবং 'বিনাশয়ন্'—এই তিনটি পাঠান্তর রহিয়াছে, অর্থাৎ আসুরিক মায়াসমূহকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া। 'মায়ানাং'—এখানে দ্বিতীয়ার অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, (কারণ, 'ন লোকাব্যয়-নিষ্ঠা-খলর্থ-তৃণাম্' এই সূত্রে ষষ্ঠী নিষেধ)। 'ত্রিপাৎ'—তপঃ, সত্য ও দয়া—এই তিনটি পাদ যাঁহার, তিনি ত্রিপাৎ, অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহদেব। অথবা, প্রাতঃসবন প্রভৃতি তিনটি সবনই যাঁহার পাদ, তিনি ত্রিপাৎ। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'ইহার তিনটি পাদ', অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, এই অর্থ ॥ ২২ ॥

তদা দিতেঃ সমভবৎ সহসা হৃদি বেপথুঃ ।
স্মরন্ত্যা ভর্ত্তুরাদেশং স্তনাচ্চাসৃক্ প্রসুস্রুবে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ কশ্যপশ্য) আদেশং (ত্বৎপুত্রৌ ভগবান্ হনিষ্যতি ইত্যেবম্ভূতং) স্মরন্ত্যাঃ দিতেঃ হৃদি সহসা (অকস্মাৎ) বেপথুঃ (কম্পঃ) সমভবৎ, স্তনাৎ অসৃক্ (শোণিতং) প্রসুস্রুবে (ক্ষরিতবৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই সময়ে দিতির 'ভগবান্ শ্রীহরি তোমার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিবেন'—এই ভর্ত্তৃবাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে সহসা তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল এবং স্তন হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভর্ত্তুরাদেশং ত্বৎপুত্রৌ ভগবান্ হনিষ্যতীত্যেবম্ভূতম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভর্ত্তুরাদেশং'—'তোমার পুত্রদ্বয়কে ভগবান্ বিনাশ করিবেন'—এইরূপ নিজ পতি কশ্যপের বাক্য ॥ ২৩ ॥

ব্যুদস্তাসু স্বমায়াসু ভূয়শ্চাব্রজ্য কেশবম্ ।
রুষোপগূহমানোহমুং দদৃশেহবস্থিতং বহিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্বমায়াসু ব্যুদস্তাসু (বিনষ্টাসু সতীষু হিরণ্যাক্ষঃ) ভূতঃ (পুনঃ) আব্রজ্য (সমীপম্ আগত্য) রুষা (ক্রোধেন) কেশবম্ উপগূহমানঃ (বাহ্বোঃ অন্তর্নিধায় সংঘট্টয়ন্) অমুং (কেশবং) বহিঃ (বাহুমধ্যাৎ বহিঃ) অবস্থিতং দদৃশে (দদর্শ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ কেশবের সুদর্শন চক্রদ্বারা দৈত্যের সমুদয় মায়া বিনষ্ট হইলে ঐ দৈত্য পুনরায় বরাহদেবের প্রতি ধাবিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে তাঁহাকে বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী করিয়া পেষণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঐ দৈত্য দেখিতে পাইল যে, ভগবান্ বরাহদেব তাহার বাহুদ্বয়ের বহির্দ্দেশেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বাহ্বোরন্তর্নিধায় মর্দ্দয়িষ্যন্নুপগূহ-

মানোঽপি তং স্বস্মাদ্বহিরবস্থিতং দদর্শ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপগূহমানঃ'—বাহুদ্বয়ের মধ্যে মর্দ্দিত করিবার জন্য আলিঙ্গন করিলেও, (হিরণ্যাক্ষ) সেই ভগবান্‌কে নিজের বাহুমধ্য হইতে বাহিরেই অবস্থিত দেখিলেন ॥ ২৪॥

———

তং মুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং বজ্রসারৈরধোক্ষজঃ ।
করেণ কর্ণমূলেঽহন্ যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—বজ্রসারৈঃ (বজ্রবৎ কঠিনৈঃ) মুষ্টিভিঃ বিনিঘ্নন্তং তং (হিরণ্যাক্ষং) অধোক্ষজঃ (ভগবান্) যথা মরুৎপতিঃ (দেবরাজঃ ইন্দ্রঃ) ত্বাষ্ট্রং, (ত্বষ্টৃ-পুত্রং বৃত্রাসুরং তথা) করেণ কর্ণমূলে অহন্ (জঘান) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ দৈত্য বজ্রসদৃশ কঠোর মুষ্টিদ্বারা ভগবান্‌কে আঘাত করিতে থাকিলে ভগবান্ আদিবরাহ ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে আঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ করদ্বারা (সম্মুখস্থ পদদ্বারা) তাহার কর্ণমূলে আঘাত করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তমসুরং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রং মরুৎপতিরিন্দ্রঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— তারপর 'তং'— সেই অসুরকে, 'যথা ত্বাষ্ট্রং মরুৎপতিঃ'—ত্বষ্ট্রার পুত্র বৃত্রাসুরকে মরুৎপতি ইন্দ্র যেমন (বজ্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বরাহদেব করের দ্বারা অর্থাৎ সম্মুখস্থ পাদের দ্বারা হিরণ্যাক্ষের কর্ণমূলে আঘাত করিলেন ।) ॥ ২৫ ॥

———

স আহতো বিশ্বসৃজা হ্যবজ্ঞয়া
পরিভ্রমদগাত্র উদস্তলোচনঃ ।
বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রি শিরোরুহোঽপতদ্-
যথা নগেন্দ্রো লুলিতো নভস্বতা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বসৃজা (ভগবতা) অবজ্ঞয়া (উপেক্ষয়া অবলীলা-ক্রমেণ) আহতঃ (সন্) পরিভ্রমদ্-গাত্রঃ (পরিতঃ ভ্রমৎ গাত্রং শরীরং যস্য সঃ) উদস্ত-লোচনঃ (উদস্তে বহিঃ বিনির্গতে লোচনে যস্য সঃ) বিশীর্ণবাহ্বঙ্ঘ্রি শিরোরুহঃ (বিশীর্ণাঃ বিক্ষিপ্তাঃ কর-চরণকেশাঃ যস্য সঃ) সঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) যথা নভস্বতা (বায়ুনা) লুলিতঃ (উৎপাটিতঃ) নগেন্দ্রঃ (মহাদ্রুমঃ তথা) আপতৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বরাহদেব দৈত্যকে ঐরূপ অবজ্ঞাচ্ছলে আঘাত করিলে তাহাতেই ঐ দৈত্যের সর্ব্বশরীর ঘূর্ণিত, লোচনদ্বয় বহির্নির্গত এবং হস্ত, পদ ও কেশরাজি বিশীর্ণ হইয়া গেল, এবং সে প্রচণ্ড বায়ু-বেগে উন্মূলিত প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—নগেন্দ্র মহাদ্রুমঃ লুলিত উন্মূলিতঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা নগেন্দ্রঃ'—প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেমন, 'লুলিতঃ'—বায়ুবেগে উন্মূলিত (মূলের সহিত উৎপাটিত) হইয়া (ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ কর্ত্তৃক আহত হইয়া হিরণ্যাক্ষ ভূমিতে পতিত হইল ।) ॥ ২৬ ॥

———

ক্ষিতৌ শয়ানং তনকুণ্ঠবর্চ্চসং
করালদংষ্ট্রং পরিদষ্টদচ্ছদম্ ।
অজাদয়ো বীক্ষ্য শশংসুরাগতা
অহো ইমাং কো নু লভেত সংস্থিতিম্ ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—অজাদয়ঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) আগতাঃ (সন্তঃ তত্র আগম্য) ক্ষিতৌ (ভূমৌ) শয়ানম্ অকুণ্ঠবর্চ্চসম্ (অবিনষ্টতেজস্কং) করালদংষ্ট্রং (ভীষণদশনং) পরিদষ্টদচ্ছদং (পরিতঃ দষ্টঃ দচ্ছদঃ ওষ্ঠঃ যেন তং) তং (হিরণ্যাক্ষং) বীক্ষ্য (সন্দর্শ্য) অহো ইমাং সংস্থিতিং (দশাম্, ঈদৃশং মৃত্যুং) কঃ নু লভেত (প্রাপ্তুম্ অর্হতি ইতি) শশংসু (শংসিতবন্তঃ) ॥২৭॥

অনুবাদ—অকুণ্ঠ অপ্রতিহত দীপ্তিমান্, অতি-তীক্ষ্ণঃ দন্ত ও দন্তদ্বারা অধরোষ্ঠ-নিষ্পেষণকারী সেই দৈত্যকে ভূতলশায়ী দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'অহো ! এতাদৃশ মৃত্যু কে লাভ করিতে পারে ? (অর্থাৎ কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে !)' ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সংস্থিতিং মৃত্যুম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংস্থিতিং'—মৃত্যু, (অর্থাৎ

শ্রীভগবানের হস্তে এই প্রকার মৃত্যু কে লাভ করিতে পারে ?) ॥ ২৭ ॥

যং যোগিনো যোগসমাধিনা রহো
ধ্যায়ন্তি লিঙ্গাদসতো মুমুক্ষয়া ।
তস্যৈব দৈত্যঋষভঃ পদাহতো
মুখং প্রপশ্যংস্তনুমুৎসসর্জ হ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অসতঃ (স্থিতিশূন্যস্য আরোপিতাৎ) লিঙ্গাৎ (লিঙ্গশরীরাৎ) মুমুক্ষয়া (আত্মানং মোক্তুম্ ইচ্ছয়া) যোগিনঃ যোগসমাধিনা (যোগসম্পন্নয়া সমাধিনা) রহঃ (একান্তে) যং (ভগবন্তং) ধ্যায়ন্তি তস্য এব পদা (পাদেন) আহতঃ (সন্) দৈত্য-ঋষভঃ (দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ, পাঠান্তরে দৈত্যাপসদঃ দৈত্যাধমঃ) মুখং (ভগবতঃ মুখং) প্রপশ্যন্ তনুং (শরীরং) হ (স্পষ্টম্) উৎসসর্জ (তত্যাজ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আহা ! ইহার কি সৌভাগ্য ! যোগিগণ অচেতন-পরিণাম (জড়াপ্রকৃতিপ্রসূত) লিঙ্গ শরীর হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য যোগসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক একান্তে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, দৈত্যশ্রেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ কিনা আজ সেই ভগবানেরই চরণদ্বারা আহত হইয়া তাঁহারই মুখকমল দর্শন করিতে করিতে তনু ত্যাগ করিল ! ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পদাহত ইতি বরাহস্য পূর্ব্বপাদয়োরেব করত্বাৎ করেণাহন্নিত্যনেনাবিরোধঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদাহতঃ'—পাদের দ্বারা আহত । বরাহদেবের সম্মুখস্থ পদদ্বয়কেই কর-রূপে নির্দ্দেশ করায়, পূর্ব্বে (২৫ শ্লোকে) 'করের দ্বারা আহত করিলেন'—এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয় নাই ॥ ২৮ ॥

এতৌ তৌ পার্ষদাবস্য শাপাদ্ যাতাবসদ্গতিম্ ।
পুনঃ কতিপয়ৈঃ স্থানং প্রপৎস্যেতে হ জন্মভিঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—এতৌ (হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু) অস্য (ভগবতঃ) তৌ (জয়বিজয়ৌ) পার্ষদৌ শাপাৎ অসদ্গতিম্ (আসুরযোনিং) যাতৌ (প্রাপ্তৌ) পুনঃ কতিপয়ৈঃ জন্মভিঃ স্থানং (স্বপদং) প্রপৎস্যেতে (প্রাপ্স্যতঃ) হ (এব) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—এই ভগবানের হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক পার্ষদদ্বয় ব্রাহ্মণশাপপ্রভাবে আসুরী যোনিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কতিপয় (তিন) জন্ম পরেই পুনরায় অচিদ্‌বিলাসশন্য সিদ্ধলোকে গমন করিবেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুনীনাং শাপাৎ হ স্পষ্টম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শাপাৎ'—সনকাদি মুনিগণের শাপবশতঃ । 'হ'—স্পষ্টার্থে, (অর্থাৎ নিশ্চয়ই ভগবানের এই পার্ষদদ্বয় তিন জন্মে স্ব-স্থান বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ২৯ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ—
নমো নমস্তেঽখিলযজ্ঞতন্তবে
স্থিতৌ গৃহীতামলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে ।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং জগতামরুন্তুদ-
স্ত্বৎপাদভক্ত্যা বয়মীশ নির্ব্বৃতাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবঃ উচুঃ—অখিলযজ্ঞতন্তবে (সমস্তযজ্ঞানাং তন্তবে বিস্তারায় কারণায় বা) স্থিতৌ (জগদ্রক্ষণে নিমিত্তে) গৃহীতামলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে (গৃহীতা অমলা রজস্তমোভ্যাম্ অননুবিদ্ধা সত্ত্বমূর্ত্তিঃ যেন তস্মৈ) তে (তুভ্যং ভগবতে) নমঃ নমঃ । জগতাং (প্রাণিনাম্) অরুন্তুদঃ (মর্ম্মভেত্তা) অয়ম্ (অসুরঃ) দিষ্ট্যা (দেবানাং ভাগ্যেন) হতঃ । (হে) ঈশ ! তৎপাদভক্ত্যা বয়ং নির্ব্বৃতাঃ (সুখিনঃ সংজাতাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তখন দেবগণ বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্, আপনি নিখিল যজ্ঞসমূহের বিস্তার-কারণ, আপনি লোকস্থিতির জন্য শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ; আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি । আজ আমাদেরই সৌভাগ্যবলে জগৎপ্রপীড়ক এই দৈত্যকে আপনি নিহত করিলেন । হে ঈশ, আমরা আপনার পাদপদ্মে ভক্তি করিয়া থাকি, তাই এখন পরম শান্তি লাভ করিলাম ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তন্তবে বিস্তারকায় কারণায়েতি বা । অরুন্তুদঃ মর্ম্মভেদী ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অখিলযজ্ঞ-তন্তবে'—সকল যজ্ঞের যিনি বিস্তারক, অথবা কারণ (সেই ভগ-

বান্‌কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি)। 'অরুন্তুদঃ'—মর্ম্মভেদী ॥ ৩০ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং
স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং
সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—অসহ্যবিক্রমং (দুর্দ্ধর্ষ-পরাক্রমং) হিরণ্যাক্ষং সঃ আদিশূকরঃ হরিঃ এবং (কথিতপ্রকারেণ) সাদয়িত্বা (হত্বা) পুষ্করবিষ্টরা-দিভিঃ (পুষ্করঃ কমলং বিষ্টরঃ আসনং যস্য সঃ ব্রহ্মা আদিঃ প্রমুখঃ যেষাম্ তৈঃ দেবৈঃ) সমীহিতঃ (সংস্তুতঃ সন্) অখণ্ডিতোৎসবং (অখণ্ডিতঃ অনন্তঃ উৎসবঃ যস্মিন্ তং) স্বং (স্বীয়ং) লোকং (বৈকুণ্ঠং) জগাম ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, অসহ্য-বিক্রম দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে এইরূপে বিনাশ করিয়া আদিবরাহ ভগবান্ শ্রীহরি পদ্মাসন-ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ দ্বারা সংস্তুত হইয়া স্বীয় নিত্যানন্দধামে গমন করি-লেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—পুষ্করং পদ্মং বিষ্টর আসনং যস্য সঃ ব্রহ্মা তদাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'পুষ্কর-বিষ্টরাদিভিঃ' —পুষ্কর অর্থাৎ পদ্মই যাঁহার আসন, সেই ব্রহ্মা প্রভৃতির দ্বারা (সংস্তুত হইয়া বরাহদেব নিজ ধামে গমন করিলেন) ॥ ৩১ ॥

———

ময়া যথানূক্তমবাদি তে হরেঃ
কৃতাবতারস্য সুমিত্র চেষ্টিতম্ ।
যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো
মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুমিত্র (বিদুর)! যথা (যেন প্রকারেণ) উদারবিক্রমঃ (মহাপরাক্রান্তঃ) হিরণ্যাক্ষঃ মহামৃধে (যুদ্ধে) হরিণা ক্রীড়নবৎ (পুত্তলিকাবৎ অনায়াসেন) নিরাকৃতঃ, (তথা) কৃতাবতারস্য (ধৃতশূকররূপস্য) হরেঃ চেষ্টিতং (চরিতং) যথা অনূক্তং (গুরূক্তম্ অনতিক্রম্য) ময়া তে (তুভ্যম্) অবাদি (কথিতম্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে সুমিত্র বিদুর, ভগবান্ শ্রীহরি অব-তার গ্রহণপূর্ব্বক যে সমস্ত লীলা (প্রদর্শন) করেন এবং মহাযুদ্ধে উদারবিক্রম হিরণ্যাক্ষ ভগবানের হস্তে সামান্য ক্রীড়নকবৎ যেরূপ নিহত হয়, তাহা আমি গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদ্রূপই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ - যথানূক্তং গুরূক্তমনতিক্রম্য ; যদ্বা, যথা উক্তং শ্রীগুরুণেত্যর্থতো লভ্যং, তথা অনু অনন্তরং তে তুভ্যং অবাদি উক্তম্ । হে সুমিত্র, চেষ্টিতমেব কেন প্রকারেণ জাতং ? তত্রাহ—যথা যেন প্রকারেণ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথানুক্তম্'— শ্রীগুরুদেবের বাক্য অতিক্রম না করিয়া, অথবা—শ্রীগুরুদেব যেরূপ বলিয়াছেন, ইহা অর্থগতভাবে লভ্য, সেইরূপ, 'অনু'—অর্থাৎ পরে আমি তোমাকে বলিতেছি। হে সুমিত্র ! অর্থাৎ হে মিত্রবর বিদুর ! 'চেষ্টিতং' —শ্রীহরির লীলা কিপ্রকারে হইয়াছিল ? তাহাতে বলিতেছেন—'যথা', যে প্রকারে (শ্রীবরাহদেব সমরে মহাপরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলেন ।) ॥ ৩২ ॥

———

শ্রীসূত উবাচ—

ইতি কৌশারবাখ্যাতামাশ্রুত্য ভগবৎকথাম্ ।
ক্ষত্তানন্দং পরং লেভে মহাভাগবতো দ্বিজ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ—(হে) দ্বিজ (শৌনক)! ইতি (এবং প্রকারেণ) কৌশারবাখ্যাতং (মৈত্রেয়েণ কথিতাং) ভগবৎকথাং (বরাহদেবস্য কথাং) আশ্রুত্য (শ্রুত্বা) মহাভাগবতঃ ক্ষত্তা (বিদুরঃ) পরং (মহান্তম্) আনন্দং লেভে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—হে শৌনক, পরম ভাগবত বিদুর মৈত্রেয়মুনি-কীর্ত্তিত এই সকল ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া পরানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

———

অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্ ।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—পুণ্যশ্লোকানাং (পূতকীর্ত্তীনাম্) উদ্দামযশসাং (উদ্দামং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং যশঃ যেষাং তেষাম্) অন্যেষাম্ (অপি) সতাং (ভক্তানাং) কথাম্ উপশ্রুত্য মোদঃ (আনন্দঃ) ভবেৎ। শ্রীবৎসাঙ্কস্য (ভগবতঃ কথাম্ উপশ্রুত্য মোদঃ ভবেৎ ইতি) কিং পুনঃ (বক্তব্যম্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে শৌনক, মহতী কীর্ত্তিশালী যুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যশ্লোক সাধুদিগের কথা শ্রবণ করিয়াও যখন আনন্দ উপস্থিত হয়, তখন শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত স্বয়ং ভগবানের কথায় যে আনন্দ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠির ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুণ্যশ্লোকানাম্'—পবিত্র কীর্ত্তিশালিগণের, পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির—ইহা প্রসিদ্ধি ॥ ৩৪ ॥

যো গজেন্দ্রং ঝষগ্রস্তং
ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজম্ ।
ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং
কৃচ্ছ্রতোঽমোচয়দ্দ্রুতম্ ॥ ৩৫ ॥
তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—করেণূনাং (হস্তিনীনাং) ক্রোশন্তীনাং (রুদতীনাং সতীনাং) ঝষগ্রস্তং (গ্রাহাক্রান্তং) চরণাম্বুজং ধ্যায়ন্তং গজেন্দ্রং কৃচ্ছ্রতঃ (সঙ্কটাৎ) যঃ দ্রুতম্ অমোচয়ৎ, ঋজুভিঃ (নিষ্কপটৈঃ) অনন্যশরণৈঃ নৃভিঃ (ঐকান্তিকভক্তৈঃ) সুখারাধ্যম্, অসাধুভিঃ দুরারাধ্যং তং (ভগবন্তং) কঃ কৃতজ্ঞঃ ন সেবেত ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজ, যিনি, তদীয় পাদপদ্মচিন্তারত গ্রাহগ্রস্ত (কুম্ভীরাক্রান্ত) গজেন্দ্রকে গজপত্নীদিগের কাতর আর্ত্তনাদে কৃপাপরবশ হইয়া অনতিবিলম্বে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি অনন্যশরণ সরলচিত্ত নরমাত্রেরই সুখারাধ্য, কেবল অসাধুদিগের পক্ষেই দুরারাধ্য (অতি কৃচ্ছ্র সাধনেও অপ্রাপ্তব্য), সেই ভগবান্‌কে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিবে ? ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কথাশ্রবণমাত্রেণ মানুষ্যানুদ্ধরতীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ স্মরণেনাপি পশূনপ্যুদ্ধরতি স্মেত্যাহ—য ইতি। ঝষো গ্রাহঃ ঝষাদিতি কিং বক্তব্যং, কৃচ্ছ্রতঃ সংসারাদপি, করেণূনামিতি তাসাং পতিমিত্যর্থঃ। অতঃ স সদৈবারাধয়িতুমুচিত ইত্যাহ—তমিতি। কৃতজ্ঞঃ শরণাগতপালনাভিজ্ঞঃ। অসাধুভিরনৃজুভিরন্যশরণৈশ্চ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কথাশ্রবণমাত্রে মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করেন, ইহা আর অধিক কি বক্তব্য ? যেহেতু স্মরণের দ্বারাও, পশুগণকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন—ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইতি। 'ঝষ-গ্রস্তং'—ঝষ বলিতে জলচর কুম্ভীরাদি গ্রাহ, (যিনি কুম্ভীরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।) গ্রাহ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন—ইহাতে আর অধিক কি বক্তব্য ? 'কৃচ্ছ্রতঃ'—সঙ্কটাপূর্ণ সংসার হইতেও (যিনি উদ্ধার করেন)। 'করেণূনাং'—হস্তিনীগণের পতি গজরাজকে—এই অর্থ। অতএব সেই ভগবান্ সর্ব্বদাই আরাধনের যোগ্য, ইহা বলিতেছেন—'তম্' ইতি। 'কৃতজ্ঞঃ'—ভগবান্ শরণাগত জনের পালক—এই বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ। 'অসাধুভিঃ'—যাহারা সরলচিত্ত এবং অনন্যশরণ ঐকান্তিক ভক্ত নহে, তাদৃশ অসৎলোকেরই তিনি দুরারাধ্য ॥৩৫-৩৬॥

যো বৈ হিরণ্যাক্ষবধং মহাদ্ভুতং
বিক্রীড়িতং কারণশূকরাত্মনঃ ।
শৃণোতি গায়ত্যনুমোদতেঽঞ্জসা
বিমুচ্যতে ব্রহ্মবধাদপি দ্বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজাঃ (শৌনকাদয়ঃ) ! কারণশূকরাত্মনঃ (কারণেন পৃথিব্যুদ্ধরণাদিনা শূকররূপস্য ভগবতঃ) মহাদ্ভুতং বিক্রীড়িতং (লীলারূপং) হিরণ্যাক্ষবধং যঃ বৈ শৃণোতি গায়তি অনুমোদতে (চ সঃ) অঞ্জসা (সাধনান্তরং বিনাঽপি) ব্রহ্মবধাৎ অপি বিমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ, যে ব্যক্তি পৃথিবী-উদ্ধারণ-

লীলার্থ বরাহরূপধারী শ্রীভগবানের এই অত্যদ্ভুত হিরণ্যাক্ষবধলীলা-শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন অথবা অনুমোদন করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপ হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—সকামানপি কথাশ্রবণে প্রবর্ত্তয়তি—যো বা ইতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকাম ব্যক্তিদিগকেও শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—'যঃ বৈ', ইত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

এতন্মহাপুণ্যমলং পবিত্রং
ধন্যং যশস্যং পদমায়ুরাশিষাম্ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যুধি শৌর্য্যবর্দ্ধনং
নারায়ণোঽন্তে গতিরঙ্গ শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে হিরণ্যাক্ষবধো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ (শৌনক)! মহাপুণ্যং (স্বর্গাদিপ্রদম্) অলম্ (অতিশয়েন) পবিত্রং (শোধনং) ধন্যং (ধনাবহং) যশস্যং (কীর্ত্তিকরম্) আয়ুরাশিষাম্ (আয়ুষঃ আশিষাং চ তথা) প্রাণেন্দ্রিয়াণাং (চ) পদং (স্থানং পরিত্রাণং বা) যুধি (যুদ্ধে) শৌর্য্যবর্দ্ধনং (সামর্থ্যস্য বর্দ্ধনম্) এতৎ (ভগবচ্চরিতং) শৃণ্বতাং (তথা তৎকীর্ত্তনাদিকুর্ব্বতাং চ) অন্তে নারায়ণঃ গতিঃ (ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে শৌনক, যাঁহারা ভগবানের এই স্বর্গাদিফলপ্রদ, সাতিশয় চিত্তশোধক, পবিত্র, ধনাবহ, কীর্ত্তিকর, আয়ু ও আশীর্ব্বাদের স্থান, যুদ্ধে প্রাণেন্দ্রিয়ের শৌর্য্যবর্দ্ধক লীলা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, ভগবান্ নারায়ণ অন্তিমকালে তাঁহাদের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে একোনবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একোনবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১৯ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

মহীং প্রতিষ্ঠামধ্যস্য সৌতে স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
কান্যন্বতিষ্ঠদ্দ্বারাণি মার্গায়াবরজন্মনাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

বরাহ-জন্মাদি বর্ণনের দ্বারা সৃষ্টিপ্রকরণ কথনের যে ব্যবধান হইয়াছিল এই অধ্যায়ে সেই পূর্ব্বকথিত মনুবংশের পুনঃস্মরণ হইতেছে।

শৌনক ঋষি সূতকে স্বায়ম্ভুব মনুর প্রজাসৃষ্টি ও বিদুর ও মৈত্রেয়ের মধ্যে যে সকল হরিকথা হইয়াছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সূত বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদের অবতারণা করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ বলিতে লাগিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুযায়ী নাম-রূপাদিক্রমে লোকসমূহ রচনা করিয়া পঞ্চ প্রকার অবিদ্যা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার তামস সৃষ্টি হইতে আবির্ভূত যে সকল প্রজা ব্রহ্মাকে 'ভক্ষণ কর' এই কথা বলিল, উহারা 'যক্ষ' এবং যাহারা 'ইহাকে রক্ষা

করিও না' এইরূপ বলিল, তাহারা 'রাক্ষস' নামে পরিচিত হইল। ব্রহ্মা তাঁহার তমোময় দেহ ত্যাগ করিয়া সত্ত্বময়ী তনুর দ্বারা যে সকল প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তাহারাই 'দেবতা' বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মার জঘন-দেশ হইতে লম্পট-প্রকৃতি অসুরগণ সৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা হাস্য করিয়া সৌন্দর্য্যদ্বারা গন্ধর্ব্বঅপ্সরোগণের, আলস্যদ্বারা ভূত-পিশাচগণের, অদৃশ্য রূপ দ্বারা সাধ্য-গণ ও পিতৃগণের, স্বীয় সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া শিরঃকম্পাদি-চেষ্টা কল্পনা করিয়া কিন্নর ও কিম্পু-রুষগণের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতেও সৃষ্টি বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহার দেহ ক্রোধভরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত নিক্ষিপ্তদেহ-নির্গত কেশরাজি হইতে অহিকুল সৃষ্ট হইল। ব্রহ্মা তৎপরে মনের দ্বারা মনুগণকে এবং তপস্যা ও অণি-মাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত সমাধিদ্বারা ঋষিগণের সৃষ্টি করি-লেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশৌনক উবাচ—(হে) সৌতে (সূতস্য রোমহর্ষণস্য পুত্র)! স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ প্রতিষ্ঠাং (সর্ব্ব-জনস্থানং) মহীং (পৃথ্বীম্) অধ্যাস্য (প্রাপ্য) অবর-জন্মনাম্ (অবরং সনকাদ্যপেক্ষয়া অর্বাচীনং জন্ম যেষাং তেষাম্ ঈশ্বরে লীনানাং) মার্গায় (ততঃ নির্গ-মায়) কানি দ্বারাণি অন্বতিষ্ঠৎ (কৃতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শৌনক কহিলেন, হে রোমহর্ষণনন্দন, স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীকে অধিষ্ঠানরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালে যে সকল প্রাণী ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, উহাদের নির্গমন অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য কি বিধান অব-লম্বন করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিসর্গো যঃ সমাসেন পূর্ব্বমুক্তঃ স এব হি।
বিংশে ব্যস্যোচ্যতে স্বায়ম্ভুব-বংশবিবক্ষয়া॥০॥

প্রতিষ্ঠাং আশ্রয়ম্। সৌতে! রোমহর্ষণসূনো, অবর-জন্মনাং সনকাদিভ্যঃ উত্তরকালজন্মবতাং জীবানাং ঈশ্বরে লীনানাং মার্গায় নির্গমায় কানি দ্বারাণি কৃতবান্ ? অর্ব্বাচীনান্ প্রাণিনঃ কৈরুপায়ৈঃ সৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে যে বিসর্গ-সৃষ্টির কথা বলিয়াছিলেন, এখন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বলিবার অভিপ্রায়ে তাহাই সংক্ষেপে এই বিংশ অধ্যায়ে বলিতেছেন ॥ ০ ॥

'প্রতিষ্ঠাং'—সর্ব্বলোকের আশ্রয়-স্থল। হে সৌতে! —সূত রোমহর্ষণের পুত্র। 'অবর-জন্মনাম্'—অবর বলিতে অর্ব্বাচীন, অর্থাৎ সনকাদি হইতে পরবর্ত্তী-কালে জন্ম যে সকল জীবগণের, যাহারা প্রলয়কালে ঈশ্বরে লীন ছিল, সেই সকল প্রাণিগণের, 'মার্গায়'—মার্গ বলিতে নির্গমণ অর্থাৎ উৎপত্তির জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন ? অর্থাৎ অর্ব্বাচীন প্রাণি-দিগকে কি কি উপায়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১ ॥

ক্ষত্তা মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্যৈকান্তিকঃ সুহৃৎ।
যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে সাপত্যমঘবানিতি ॥ ২ ॥
দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্বে তস্য দেহজঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতঃ কৃষ্ণং তৎপরাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ ॥ ৩ ॥
কিমন্বপৃচ্ছন্মৈত্রেয়ং বিরজাস্তীর্থসেবয়া।
উপগম্য কুশাবর্ত্ত আসীনং তত্ত্ববিত্তমম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণে অঘবান্ (কৃতাপরাধঃ) ইতি (হেতোঃ) সাপত্যং (দুর্য্যোধনাদিভিঃ অপত্যৈঃ সহি-তম্) অগ্রজং (ধৃতরাষ্ট্রং) যঃ মহাভাগবতঃ কৃষ্ণস্য ঐকান্তিকঃ (অনন্যশরণঃ) সুহৃৎ মহিত্বে (মহিম্নি) দ্বৈপায়নাৎ (ব্যাসাৎ) অনবরঃ (অন্যূনঃ) তস্য (দ্বৈপা-য়নম) (দ্বৈপায়নস্য) দেহজঃ (পুত্রঃ) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্ব-ভাবেন) কৃষ্ণম্ আশ্রিতঃ তৎপরান্ (কৃষ্ণভক্তান্) চ অনুব্রতঃ (সেবমানঃ) তীর্থসেবয়া বিরজাঃ (শুদ্ধ-সাত্ত্বিকঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) তত্যাজ, (সঃ) কুশাবর্ত্তে (গঙ্গাদ্বারে) আসীনং তত্ত্ববিত্তমং মৈত্রেয়ম্ উপগম্য কিম্ অণ্বপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥ ২-৪ ॥

অনুবাদ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমবন্ধু ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় অনাদর করিয়াছিলেন বলিয়া যিনি দুর্য্যোধনাদি পুত্রের সহিত সেই ভ্রাতাকে অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি মহর্ষি বেদব্যাসের দেহ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং যিনি মহত্ত্বে বেদব্যাস অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, যিনি কায়মনো-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগতজনের অনুগামী হন, সেই পরমভাগবত বিদুর তীর্থসেবা দ্বারা বাহ্যভ্যন্তরের পবিত্রতা সম্পাদনপূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে

(হরিদ্বারে) উপনীত হইয়া তথায় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মৈত্রেয়কে কোন্ কোন্ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ॥ ২-৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎপ্রশ্নোত্তরন্তু বিদুরমৈত্রেয়সংবাদেনৈব ব্রূহীত্যাশয়েনাহ—ক্ষত্তেতি। সাপত্যং দুর্য্যোধনাদ্যৈঃ পুত্রৈঃ সহিতং অনবরঃ অন্যূনঃ বিরজাঃ বিগতং রজো যস্মাৎ সঃ। তীর্থসেবয়েতি হেতূক্তেঃ, প্রত্যাসত্ত্যা চ তীর্থানামেব রজো মালিন্যং বিগতমিত্যর্থঃ। কুশাবর্ত্তে গঙ্গাদ্বারে ॥ ২-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বিদুর ও মৈত্রেয়ের সংবাদের দ্বারাই আপনি বলিবেন, এই আশয়ে বলিতেছেন—'ক্ষত্তা' ইত্যাদি। ক্ষত্তা—বিদুর, 'সাপত্যং'—দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের সহিত (অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণে অপরাধী জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন)। 'অনবরঃ'—অন্যূন (অর্থাৎ ব্যাসদেবের শরীর হইতে উৎপন্ন বিদুর মহিমায় ব্যাসদেব অপেক্ষায় ন্যূন ছিলেন না।) 'বিরজাঃ'—বিগত হইয়াছে রজোগুণ যাঁহা হইতে, সেই বিদুর। 'তীর্থসেবয়া'—নানা তীর্থের সেবার দ্বারা—এইরূপ হেতু উক্ত হওয়ায় এবং প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ নৈকট্যবশতঃ তীর্থসমূহেরও রজঃ বলিতে মালিন্য অপগত হইয়াছিল, এই অর্থ। কুশাবর্ত্ত বলিতে গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বারের একটি ঘাট) ॥ ২-৪ ॥

তয়োঃ সংবদতোর্নূনং প্রবৃত্তা হ্যমলাঃ কথাঃ।
আপো গাঙ্গ্য ইবাঘঘ্নীর্হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—গাঙ্গ্যঃ (গঙ্গায়াঃ) আপ ইব হরেঃ পাদাম্বুজাশ্রয়াঃ অমলাঃ অঘঘ্নীঃ (অঘঘ্ন্যঃ পাপহারিণ্যঃ) তয়োঃ (বিদুরমৈত্রেয়য়োঃ) সংবদতোঃ (আলপতোঃ সতোঃ) কথাঃ নূনং হি (অবশ্যম্ এব) প্রবৃত্তাঃ (আরব্ধাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের পরস্পরের প্রসঙ্গকালে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মাশ্রয়া নির্ম্মলা কথারই আলোচনা হইয়া থাকিবে। সেই হরিকথাপ্রভাবে গঙ্গাজলের ন্যায় জীবের কল্মষরাশি বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অমলাঃ কথা ইতি তয়োর্ভক্তত্বাৎ ভক্তানাঞ্চ কৃষ্ণান্যকথা-রাহিত্যাৎ গঙ্গায়া আপঃ গাঙ্গ্যঃ অঘঘ্নীরঘঘ্ন্যঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমলাঃ কথাঃ'—শ্রীহরি-বিষয়িণী নির্ম্মল বাক্যসমূহ। এখানে শ্রীবিদুর ও মহামুনি মৈত্রেয় উভয়েই ভক্ত বলিয়া এবং ভক্তগণে শ্রীকৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই—এই হেতু (নিশ্চয়ই কৃষ্ণকথারই আলোচনা হইয়া থাকিবে)। 'গাঙ্গ্যঃ' — গঙ্গা-সম্বন্ধিনী, 'আপঃ' — জলসমূহ। 'অঘঘ্নীঃ'—অঘঘ্ন্যঃ, পাপ-বিনাশিনী গঙ্গার জলরাশি এবং শ্রীকৃষ্ণ কথা। (এখানে প্রথমার বহুবচনে 'অঘঘ্ন্যঃ'—হইবে, দ্বিতীয়ার বহুবচনের প্রয়োগ আর্ষ) ॥ ৫ ॥

তা নঃ কীর্ত্তয় ভদ্রন্তে কীর্ত্তন্যোদারকর্ম্মণঃ।
রসজ্ঞঃ কো নু তৃপ্যেত হরিলীলামৃতং পিবন্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে সূত,) তে (তব) ভদ্রম্ (অস্তু)। কীর্ত্তন্যোদারকর্ম্মণঃ (কীর্ত্তন্যানি কীর্ত্তনযোগ্যানি উদারাণি মহান্তি চ কর্ম্মাণি যস্য তস্য হরেঃ) তাঃ (কথাঃ) নঃ (অস্মভ্যং) কীর্ত্তয়। হরিলীলামৃতং পিবন্ (মধুরাং হরিকথাং শৃণ্বন্) কঃ নু রসজ্ঞঃ (অপ্রাকৃতরসিকঃ জনঃ) তৃপ্যেত (তৃপ্যেৎ তৃপ্তিং লভেত) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে সূত, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তনযোগ্য উদার-লীলাময় শ্রীহরির ঐ সকল পবিত্র কথা কীর্ত্তন কর। শ্রীহরির লীলামৃত পান করিয়া কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শ্রবণে আগ্রহ না করিয়া থাকিতে পারে? ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভদ্রং তে ইত্যৌৎসুক্যেনাশীর্ব্বাদঃ। কীর্ত্তন্যানি উদারাণি কর্ম্মাণি যাসু যস্য বেতি কথায়া হরের্ব্বা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভদ্রং তে'—আপনার মঙ্গল হউক, ইহা ঔৎসুক-বশতঃ শৌনকাদি মুনিগণের শ্রীসূতের প্রতি আশীর্ব্বাদ। 'কীর্ত্তন্যোদারকর্ম্মণঃ'—যাহাতে কীর্ত্তনযোগ্য উদার কর্ম্মসমূহ রহিয়াছে, সেইরূপ কথার, অথবা যাঁহার কর্ম্ম (লীলা) সকলই

অতি মহৎ, সেই শ্রীহরির, ('তাঃ'—সেই সকল পবিত্র কথাসমূহ কীর্ত্তন করুন)॥ ৬॥

এবমুগ্রশ্রবাঃ পৃষ্ট ঋষিভির্নৈমিষায়নৈঃ।
ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মস্তানাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবত্যর্পিতাধ্যাত্মঃ (ভগবতি অর্পিতম্ অধ্যাত্মং মনঃ যেন সঃ) উগ্রশ্রবাঃ (রোমহর্ষণপুত্রঃ সূতঃ) নৈমিষায়নৈঃ (নৈমিষম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যেষাং তৈঃ) ঋষিভিঃ এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) পৃষ্টঃ (সন্) শ্রূয়তাম্ (কথয়ামি ভবন্তঃ শৃণ্বন্তু) ইতি তান্ (ঋষীন্) আহ (উবাচ)। ব্যাসোক্তিরিয়ম্) ॥৭॥

অনুবাদ—নৈমিষারণ্যাশ্রয়ী ঋষিবৃন্দ এই প্রকারে হরিকথা শুনিতে চাহিলে রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ শ্রীভগবানে মনঃ সমর্পণ করিয়া শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—তবে আপনারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অধ্যাত্মং মনঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্যাত্মং'—অধ্যাত্ম বলিতে এখানে মন, (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরিতে যিনি মন সমর্পণ করিয়াছেন, সেই সূত।) ॥ ৭ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

হরের্ধৃতক্রোড়তনোঃ স্বমায়য়া
নিশম্য গোরুদ্ধরণং রসাতলাৎ।
লীলাং হিরণ্যাক্ষমবজ্ঞয়া হতং
সঞ্জাতহর্ষো মুনিমাহ ভারতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ—স্বমায়য়া (কপটেন) ধৃতক্রোড়তনোঃ (ধৃতা ক্রোড়তনুঃ বরাহমূর্ত্তিঃ যেন তস্য) হরেঃ রসাতলাৎ গোঃ (পৃথিব্যাঃ) উদ্ধরণম্ (এব) লীলাং (তথা) অবজ্ঞয়া (অবলীলাক্রমেণ) হিরণ্যাক্ষং (হরিণা) হতং (চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) সঞ্জাতহর্ষঃ (পুলকিতঃ) ভারতঃ (বিদুরঃ) মুনিং (মৈত্রেয়ম্) আহ (পৃষ্টবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ, স্বীয় স্বরূপশক্তিপ্রভাবে বরাহমূর্ত্তিধারী শ্রীভগবান্ রসাতল হইতে ধরণী-উদ্ধারলীলা এবং অবলীলাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিলেন, ইহা শুনিয়া বিদুর পুলকিতচিত্তে মুনিবর মৈত্রেয়কে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—সুষ্ঠু অমায়য়া ধৃতা নিত্যস্থিতা ক্রোড়তনুর্যস্য তস্য হরেঃ তৌদাদিকস্য ধৃঙ্ স্থিতাবিত্যস্য রূপম্। গোঃ পৃথিব্যাঃ। ভারতো বিদুরঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমায়য়া ধৃত-ক্রোড়তনোঃ' —সুষ্ঠ অমায়য়া—সম্যক্‌রূপে কোনরূপ ছলনা না করিয়াই ধৃত, অর্থাৎ নিত্যই অবস্থিত ক্রোড়তনু (শ্রীবরাহ বিগ্রহ) যাঁহার, সেই শ্রীহরির। 'ধৃত'—শব্দ এখানে স্থিতি অর্থে তুদাদি গণীয় ধৃঙ্ ধাতুর রূপ। (ইহার দ্বারা সমস্ত শ্রীভগবদ্ বিগ্রহই চিন্ময় এবং নিত্য—এই সিদ্ধান্ত জানান হইল)। গোঃ—পৃথিবীর (রসাতল হইতে উদ্ধরণ কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া)। ভারতঃ—(ভরতবংশোৎপন্ন) বিদুর ॥ ৮ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ—

প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতীন্।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুর উবাচ—(হে) অব্যক্তমার্গবিৎ (অব্যক্তস্য ভগবতঃ মার্গং তত্ত্বং বেত্তি যঃ সঃ) ব্রহ্মন্ (মৈত্রেয় !) প্রজাপতিপতিঃ (ব্রহ্মা সৃষ্ট্যর্থং) প্রজাপতীন্ (মরীচ্যাদীন্) সৃষ্ট্বা (স্বয়ং) কিম্ আরভত (কৃতবান্ তৎ) মে (মহ্যং) প্রব্রূহি (প্রকৃষ্টং যথা স্যাৎ তথা কথয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিবার পর কোন্ কার্য্য আরম্ভ করেন ? আপনি অগোচরীভূত বিষয়ও অবগত আছেন, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট ঐ সকল সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ৯ ॥

মধ্ব—

সৃষ্টৌ লয়ে তারতম্যং
দেবানাং জ্ঞায়তে স্ফুটম্।
তারতম্যপরিজ্ঞানে মহাতাৎপর্য্যমিষ্যতে।
অতস্তদ্বহুশস্তুক্তমন্যচ্চৈতৎ প্রকাশকম্ ॥

ইতি বামনে ॥ ৯ ॥

যে মরীচ্যাদয়ো বিপ্রা যস্তু স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তে বৈ ব্রহ্মণ আদেশাৎ কথমেতদভাবয়ন্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মরীচ্যাদয়ঃ যে বিপ্রাঃ যঃ তু স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ তে বৈ (অপি) ব্রহ্মণঃ আদেশাৎ এতৎ (জগৎ) কথম্ অভাবয়ন্ (উৎপাদয়ামাসুঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—মরীচি প্রভৃতি বিপ্রগণ, স্বায়ম্ভুব মনু—ইহারা সকলে ব্রহ্মার আদেশে কি প্রকারে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিলেন ? ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এতজ্জগৎ অভাবয়ন্ উৎপাদয়ামাসুঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতৎ'—এই জগৎ, 'অভাবয়ন্'—সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

———

সদ্বিতীয়াঃ কিমসৃজন্ স্বতন্ত্রা উত কর্ম্মসু।
অহো স্বিত সংহতাঃ সর্ব্ব ইদং স্ম সমকল্পয়ন্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—কিং সদ্বিতীয়াঃ (সভার্য্যাঃ) ইদং (জগৎ) অসৃজন্ উত (অথবা) কর্ম্মসু (প্রজাসর্গাদিষু) স্বতন্ত্রাঃ (ভার্য্যানপেক্ষাঃ এব)। অহো স্বিৎ (অথবা) সর্ব্বে সংহতাঃ (পরস্পরাপেক্ষাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ ইদং) সমকল্পয়ন্ স্ম (অসৃজন্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা কি সস্ত্রীক হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? অথবা স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন ? কিংবা সকলে মিলিত হইয়া এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্বিতীয়াঃ সভার্য্যাঃ কর্ম্মসু সৃষ্ট্যাদিষু স্বতন্ত্রাঃ অন্যানপেক্ষাঃ। সংহতাঃ বহুতরসংমেলনাপেক্ষাঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদ্বিতীয়াঃ'—তাঁহারা কি সপত্নীক (এই জগৎ সৃষ্টি করেন ?) অথবা, 'কর্ম্মসু'—সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি করেন ? কিম্বা—'সংহতাঃ', বহুজন একযোগে পরস্পর মিলিত হইয়া ? ॥ ১১ ॥

মধ্ব—

মহতো ব্রহ্মবায়ু চ তদ্ভার্য্যে চাভিমানিনঃ।
অহমঃ শেষবীন্দ্রৌ চ রুদ্রেন্দ্রৌ কামতস্ত্রিয়ঃ ॥
মনসস্তুনিরুশ্চ চন্দ্রশ্চান্যে যথোদিতম্।
এবং ক্রমো ব্যত্যয়স্তু সূক্ষ্মস্থূলবিভেদতঃ।
সৃষ্টৌ গুণে চ জ্ঞানাদৌ মুক্তিস্থে বাপ্যয়ং ক্রমঃ।
নিয়মেনান্যথোক্তিস্তু মোহায়াসুরজন্মনাম্ ॥
ইতি বারাহে ॥ ১১-১২ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

দৈবেন দুর্ব্বিতর্কেণ পরেণানিমিষেণ চ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্ গুণত্রয়াৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—দুর্ব্বিতর্কেণ দৈবেন (জীবাদৃষ্টেন) পরেণ (প্রকৃত্যাধিষ্ঠাত্র্যা মহাপুরুষেণ) অনিমিষেণ (সদা সাবধানেন কালেন) চ ভগবতঃ (নির্ব্বিকারম্) জাতক্ষোভাৎ (জাতঃ ক্ষোভঃ সাম্যাবস্থাত্যাগঃ যস্য প্রধানস্য তস্মাৎ) গুণত্রয়াৎ (প্রধানাৎ) মহান্ (মহত্তত্ত্বম্) আসীৎ (জাতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, সত্ত্ব, রজঃ, তম এই গুণত্রয়-স্বরূপ প্রধান বা প্রকৃতি নির্ব্বিকার অবস্থায় ছিল। কিন্তু দুর্ব্বিতর্ক্য দৈব অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ এবং কাল, ইহাদের দ্বারা প্রকৃতি সংক্ষোভিত হওয়ায় তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কিমারভতেতি প্রশ্নস্যোত্তরং বিসর্গবিস্তারং বক্ষ্যন্ তৎপূর্ব্বভাগং সর্ব্বমুক্তমপি কথাসৌষ্ঠবার্থং সংক্ষেপেণানুবদতি। দৈবেন। জীবাদৃষ্টেন কীদৃশেন দুর্ব্বিতর্ক্যেণ দুর্জ্ঞেয়মূলকেন পরেণ পরমেশ্বরেণ চ তদীয়সিসৃক্ষয়েত্যর্থঃ। অনিমিষেণ কালেন জাতক্ষোভাৎ গুণত্রয়াৎ প্রধানান্মহানাসীৎ। ভগবতঃ সকাশাৎ ভগবদীক্ষিতাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কিম্ আরভত' (৯ম শ্লোক)—অর্থাৎ, প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি সৃষ্টির পর কি কার্য্য আরম্ভ করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিসর্গের বিস্তার বলিবার জন্য তাহার পূর্ব্ব ভাগ সমস্ত উক্ত হইলেও কথাসৌষ্ঠবের নিমিত্ত সংক্ষেপে তাহাই এখানে বলিতেছেন। 'দৈবেন'—দৈব বলিতে জীবের অদৃষ্ট, তাহা কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'দুর্ব্বিতর্ক্যেণ', যাহার কারণ (মনুষ্যের) দুর্জ্ঞেয়, তাদৃশ জীবের অদৃষ্টবশতঃ। 'পরেণ চ'—এবং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায়, এই অর্থ। 'অনিমিষেণ'—কালের দ্বারা, সত্ত্ব,

রজঃ ও তমোগুণান্বিত প্রকৃতি (প্রধান) ক্ষুব্ধ হওয়ায় তাহা হইতে 'মহান্ আসীৎ'—মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। 'ভগবতঃ সকাশাৎ'—ভগবানের ঈক্ষণ-হেতুই, এই অর্থ ॥ ১২ ॥

রজঃপ্রধানান্মহতস্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ ।
জাতঃ সসর্জ্জ ভূতাদির্বিয়দাদীনি পঞ্চশঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—রজঃপ্রধানাৎ (স্বতঃ সত্ত্বপ্রধানস্যাপি মহতঃ অহঙ্কারোৎপত্তিকালে কার্য্যানুরূপরজঃপ্রধানাৎ) দৈবচোদিতাৎ (ভগবদ্দৃষ্টিপ্রেরিতাৎ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বাৎ) ত্রিলিঙ্গঃ (ত্রিগুণঃ) ভূতাদি (অহঙ্কারঃ) জাতঃ (সন্) বিয়দাদীনি পঞ্চশঃ (শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্রাণি আকাশাদিপঞ্চভূতানি চক্ষুরাদিপঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাগাদিপঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্দেবতাশ্চ পঞ্চ পঞ্চ কৃত্বা) সসর্জ্জ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—রজোগুণপ্রধান ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রেরণাবশতঃ অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হইল। যদিও মহত্তত্ত্ব স্বতঃই সত্ত্বগুণপ্রধান, তথাপি অহঙ্কারোৎপত্তি-কালে কার্য্যানুরূপ রজঃপ্রধান হইয়া থাকে। সেই অহঙ্কার ত্রিলিঙ্গ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়স্বরূপ। ঐ অহঙ্কার আবার পাঁচ পাঁচটী করিয়া আকাশাদি ভূত সৃষ্টি করে অর্থাৎ তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তত্তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা পাঁচটী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—রজঃপ্রধানাদিতি সত্ত্বপ্রধানোঽপি মহান্ অহঙ্কারোৎপত্তিকালে রজঃপ্রধানঃ সূত্রাখ্যো ভবেদিতি ভাবঃ। ত্রিলিঙ্গস্ত্রিগুণো ভূতাদিরহঙ্কারঃ। বিয়দাদীনি মহাভূতানি সূক্ষ্মভূতানি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্দেবতাশ্চ পঞ্চ পঞ্চ সসর্জেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রজঃ-প্রধানাৎ'—সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলেও ঐ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারের উৎপত্তির কালে রজঃপ্রধান সূত্রাখ্য হইয়া থাকে, এই ভাব। ঐ অহঙ্কার ত্রিলিঙ্গ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ-স্বরূপ। ভূতাদি বলিতে অহঙ্কার। 'বিয়দাদীনি'—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, সূক্ষ্ম-ভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল এবং তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবগণ প্রত্যেকটি পাঁচ পাঁচটি করিয়া উৎপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥

তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্ ।
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তানি চ (বিয়দাদীনি) একৈকশঃ (প্রত্যেকং) ভৌতিকং (পঞ্চমহাভূতানাং মিলিতানাং কার্য্যং) হৈমং (হেমকার্য্যবৎ প্রকাশবহুলম্) অণ্ডং স্রষ্টুম্ অসমর্থানি (সন্তি) সংহত্য (মিলিত্বা) অবাসৃজন্ (সসৃজুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল পঞ্চতন্মাত্রাদি এক একটী স্বতন্ত্র হইয়া কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে অসমর্থতা-প্রযুক্ত ঈশ্বরের শক্তিযোগে সকলে মিলিত হইয়া একটী ভৌতিক সুবর্ণময় অণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবযোগেন ভগবচ্ছক্তিযোগেন সংহত্য মিলিত্বা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবযোগেন'— দৈবযোগে বলিতে ভগবানের শক্তিযোগে, 'সংহত্য'—মিলিত হইয়া (একটি ভৌতিক মহৎ স্বর্ণ-ডিম্ব সৃজন করিল) ॥ ১৪ ॥

সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে অণ্ডকোষো নিরাত্মকঃ ।
সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীৎ তমীশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অণ্ডকোষঃ নিরাত্মকঃ (অচেতনঃ) সাগ্রং (কিঞ্চিদধিকং) বর্ষসাহস্রম্ অব্ধিসলিলে (কারণার্ণবজলে) অশয়িষ্ট (উবাস)। (ততঃ) তম্ (অণ্ডকোষম্) ঈশ্বরঃ (মহৎস্রষ্টা গর্ভোদশায়ি-রূপেণ) অন্ববাৎসীৎ (অধিষ্ঠিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই অণ্ডকোষ, সমষ্টি-জীবের উদ্বো-ধনের অভাবহেতু অপ্রকাশিত-চেতন হইয়া কারণার্ণ-বজলে কিঞ্চিৎ অধিক সহস্র বৎসর শয়ান রহিল। অনন্তর মহৎস্রষ্টা ঈশ্বর ঐ অণ্ডকোষে গর্ভোদকশায়ি-রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অব্ধি-সলিলে কারণার্ণবজলে নিরাত্মকঃ তত্রত্য-সমষ্টিজীবস্যানুদ্বোধাৎ। সাগ্রং কিঞ্চিদধিকং বর্ষসাহস্রং অশয়িষ্ট। অনু তদনন্তরং ঈশ্বরো মহৎ-

স্রষ্টা গর্ভোদশায়িরূপেণাবাৎসীৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অব্ধি-সলিলে'— কারণ-সমুদ্রের জলে। 'নিরাত্মকঃ'—অচেতন, তত্রত্য সমষ্টি জীবের উদ্বোধনের অভাবহেতু। 'সাগ্রং'—কিঞ্চিৎ অধিক সহস্র বৎসর ঐ অণ্ডকোষ শয়ান রহিল। 'অনু'— তারপর মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকারী ঈশ্বর ঐ অণ্ডকোষে গর্ভোদশায়িরূপে অধিষ্ঠিত রহিলেন ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—নিরাত্মকঃ ন ব্যক্তস্তত্রাত্মা ॥ ১৫ ॥

— ——

তস্য নাভেরভূৎ পদ্মং সহস্রার্কোরুদীধিতি।
সর্ব্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎ স্বরাট্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (গর্ভোদশায়িনঃ) নাভেঃ সহস্রার্কোরুদীধিতি (সহস্রার্কাণাম্ ইব উরুঃ অধিকা দীধিতিঃ দীপ্তিঃ যস্য তৎ) সর্ব্বজীবনিকায়ৌকঃ (সর্ব্বেষাং জীবানাং নিকায়ানাং সমূহানাম্ ওকঃ স্থানং) পদ্মম্ অভূৎ ; যত্র (পদ্মে) স্বরাট্ (ব্রহ্মা) স্বয়ম্ অভূৎ (জজ্ঞে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ গর্ভোদশায়িপুরুষের নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হইল। সহস্র ভাস্কর-সদৃশ প্রখরকিরণযুক্ত ঐ পদ্মই নিখিলজীবের অধিষ্ঠান-স্বরূপ এবং তাহাতেই ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—নাভেঃ সকাশাৎ যত্র পদ্মে স্বরাট্ ব্রহ্মা ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাভেঃ'—ঐ গর্ভোদশায়ী ভগবানের নাভিদেশ হইতে। 'যত্র'— যে পদ্মে ব্রহ্মা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

———

সোহনুবিষ্টো ভগবতা যঃ শেতে সলিলাশয়ে।
লোকসংস্থাং যথাপূর্ব্বং নির্ম্মমে সংস্থয়া স্বয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্) সলিলাশয়ে (গর্ভোদকস্য অন্তঃ) শেতে (তেন) ভগগতা অনুবিষ্টঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্) সঃ (স্বরাট্) স্বয়া সংস্থয়া (নামরূপাদিক্রমেণ) যথা পূর্ব্বং (পূর্ব্বকল্পে যথা আসীৎ তথা) লোকসংস্থাং (লোকরচনাং) নির্ম্মমে (কৃতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, যে গর্ভোদশায়িপুরুষ কারণার্ণবসলিলে শয়ান ছিলেন, সেই গর্ব্বোদকশায়ী বিষ্ণু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মা নামরূপাদিক্রমে পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের ন্যায় লোকসকল রচনা করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—স ব্রহ্মা ভগবতা অনুবিষ্টঃ অধিষ্ঠিতঃ, ভগবানেব কস্তত্রাহ—যঃ ইতি। ততশ্চ স ব্রহ্মা ভগবৎপ্রেরিতঃ সন্ লোকসংস্থাং লোকরচনাং স্বয়া সংস্থয়া পরিপাট্যা নামরূপাদি-ক্রময়া ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই ব্রহ্মা, ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুবিষ্ট অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হইয়া। সেই ভগবান্ কে? তাহাতে বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, অর্থাৎ যে ভগবান্ ঐ সাগরজলে শয়ান ছিলেন। তারপর সেই ব্রহ্মা ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, লোকসংস্থা বলিতে লোকরচনা, 'স্বয়া সংস্থয়া'—নাম, রূপাদি ক্রমে নিজ পরিপাটির দ্বারা (পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ ছিল, সেইরূপ লোকসকল রচনা করিতে লাগিলেন।) ॥ ১৭ ॥

মধ্ব—সংস্থয়া স্বয়া ভগবতি স্থিতিসামর্থ্যেন ॥১৭॥

———

সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমো মোহো মহাতমঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ ব্রহ্মা) অগ্রতঃ (প্রথমং) ছায়য়া (প্রভাপ্রতিযোগিন্যা অবুদ্ধ্যা) পঞ্চপর্ব্বাণং (পঞ্চ পর্ব্বাণি ভেদাঃ যস্যাঃ তাম্) অবিদ্যাং সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্)। তামিস্রম্ অন্ধতামিস্রং তমঃ মোহঃ মহাতমঃ (মহামোহঃ ইতি পঞ্চ ভেদাঃ জ্ঞেয়াঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা অগ্রে প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়াদ্বারা তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ ও মহাতম—এই পঞ্চ অবিদ্যা সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—যক্ষরাক্ষসদেবমনুষ্যাদি-দেহেষু ব্রহ্মণা স্রষ্টব্যেষু জীবানামহঙ্কারোহবিদ্যয়া বিনা ন সম্ভবেদতঃ প্রথমমবিদ্যাবৃত্তীঃ স্বয়মেব ব্রহ্মদ্বারা আবির্ভবতীস্তম আদিরূপেণ ব্রহ্মা তাঃ সসর্জ্জেত্যাহ—সসর্জ্জেতি। ছায়য়া ছায়ারূপয়া তন্বা তমসেত্যর্থঃ। অত্র তমো-মোহ-মহামোহ-তামিস্রান্ধতামিস্রাঃ ক্রমেণাজ্ঞানাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্রষ্টব্য যক্ষ, রাক্ষস, দেব, মনুষ্য প্রভৃতির দেহে জীবসমূহের অহঙ্কার অবিদ্যা ব্যতীত সম্ভব নয়, অতএব অবিদ্যার বৃত্তিসমূহ নিজেই ব্রহ্মদ্বারা তমঃ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সসর্জ্জ' ইতি। 'ছায়য়া'—ছায়ারূপা তনুর দ্বারা অর্থাৎ তমের দ্বারা—এই অর্থ। (জ্ঞানের প্রতিযোগিনী ছায়া, অর্থাৎ অবুদ্ধি, তাহার দ্বারা)। এখানে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—ইহারা যথাক্রমে অজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বলিয়া জানিতে হইবে ।।১৮।।

———

বিসসর্জ্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ম্।
জগৃহুর্য্যক্ষরক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তমোময়ং (অবিদ্যাসৃষ্টিমূলম্) আত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দন্ (অসন্তুষ্যন্) বিসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্)। ক্ষুত্তৃট্‌সমুদ্ভবাং (ক্ষুত্তৃষোঃ সমুদ্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্যাং তাং) রাত্রিং (রাত্রিরূপাং বিসৃষ্টাং তনুং) যক্ষরক্ষাংসি জগৃহুঃ (ততঃ এব জাতানি যক্ষরক্ষাংসি তাং গৃহীতবন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কিন্তু ঐ ছায়ারূপা সৃষ্টি তমোময়ী হওয়ায় ব্রহ্মা স্বীয় ছায়ারূপা তনুকে বহুমানন করিলেন না—তিনি ঐ তমোময় শরীর পরিত্যাগ করিলেন। উহাই ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্ভব-স্থানরূপ রাত্রিতে পরিণত হইল। ঐ রাত্রি হইতেই যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কায়ং ছায়ারূপং নাভিনন্দন্ হন্ত হন্ত সৃষ্ট্যারম্ভে তমসৈবাবৃতোঽভূবমিতি বিনিন্দ্য তত্যাজ। স চ তদ্বিসৃষ্টঃ কায়ো রাত্রিরভূত্তাঞ্চ তত এব তদানীমেব জাতানি যক্ষরক্ষাংসি জগৃহুঃ স্বীচক্রুরিত্যবিদ্যাধর্ম্মাবাবরণবিক্ষেপৌ যক্ষরক্ষসামত্যধিকাবিতি বিবক্ষিতম্। কীদৃশীং ক্ষুত্তৃষোঃ সমুদ্ভবো যস্যাং তাম্। অত্র 'যা অস্য তনুরাসীৎ তামজহাৎ সা তমিস্রাভবদিত্যাদি' শ্রুতিরনুসন্ধেয়া। অত্র দ্বিপরার্দ্ধয়ুষো ব্রহ্মণঃ কায়ত্যাগো নাম ভাবত্যাগএব বিবক্ষিতঃ। ততশ্চ ব্রহ্মণো মনসি ক্রোধাদিস্তামসো ভাবঃ আবির্ব্বভূব। তস্মাদ্ যক্ষ রক্ষাংসি বভুবুঃ। স চ তামসো ভাবো রাত্রিরভূৎ তাং চ যক্ষরক্ষাংস্যেব জগৃহুরিত্যেতাবানেবার্থঃ। সৃষ্ট্যর্থং যোগবলেন পৃথক্ পৃথক্ কায়গ্রহণত্যাগবত্ত্বেঽপি দ্বিপরার্দ্ধায়ুস্ত্বং তস্য ন ব্যাহন্যতে বিষয়ভোগার্থমপীন্দ্রাদিদেবানাং নানারূপগ্রহণত্যাগদর্শনাদিত্যপি কেচিদাহুঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কায়ং'—ছায়ারূপ তনু অভিলষিত না হওয়ায়, হায়! হায়! সৃষ্টির আরম্ভে অন্ধকার দ্বারাই আবৃত হইলাম, এইরূপে নিন্দা করতঃ তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মার পরিত্যক্ত ঐ ছায়ারূপ শরীরই রাত্রিরূপে পরিণত হইল, তাহা হইতে তৎকালেই উৎপন্ন যক্ষ ও রাক্ষসগণ উহা গ্রহণ করিল। ইহার দ্বারা অবিদ্যার ধর্ম্ম যে আবরণ ও বিক্ষেপ, এই দুইটি যক্ষ ও রাক্ষসগণেই অত্যধিক, ইহা বিবক্ষিত হইল। কিরূপ রাত্রি? তাহাতে বলিতেছেন—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সমুদ্ভব যাহাতে, সেইরূপ রাত্রি। এখানে "ব্রহ্মার যে ছায়ারূপা তনু ছিল, তাহা তিনি পরিত্যাগ করিলেন, তাহা তামিস্র হইল" —ইত্যাদি শ্রুতি অনুসন্ধেয়। এখানে দ্বিপরার্দ্ধ কালব্যাপী পরমায়ুঃ-বিশিষ্ট ব্রহ্মার শরীর-ত্যাগ বলিতে তাহার ভাব ত্যাগই বিবক্ষিত। তারপর ব্রহ্মার মনে ক্রোধাদি তামস ভাব আবির্ভূত হইল। সেই তামস ভাব হইতেই যক্ষ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ সেই তামস ভাব রাত্রি হইল, তাহাকে যক্ষ ও রাক্ষসগণই গ্রহণ করিল—ইহাই অর্থ। সৃষ্টির নিমিত্ত যোগবলে পৃথক্ পৃথক্ শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ হইলেও, দ্বি-পরার্দ্ধ পরিমিত আয়ুষ্কাল ব্রহ্মার ব্যাহত হয় নাই, যেহেতু বিষয়ভোগের জন্যও ইন্দ্রাদি দেবগণের নানাবিধ রূপ গ্রহণ ও ত্যাগ দৃষ্ট হয়—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

———

ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুপসৃষ্টাস্তে তং জগ্ধু মভিদুদ্রুবুঃ।
মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বমিত্যূচুঃ ক্ষুত্তৃড়র্দ্দিতাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তে (যক্ষাঃ রাক্ষসাঃ চ) ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাম্ উপসৃষ্টাঃ (অভিভূতাঃ সন্তঃ) তং (ব্রহ্মাণং) জগ্ধুং (ভক্ষয়িতুম্) অভিদুদ্রুবুঃ (অভিতঃ দুদ্রুবুঃ) ক্ষুত্তৃড়র্দ্দিতাঃ (ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িতাঃ সন্তঃ তে) এনং (ব্রহ্মাণং) মা রক্ষত (অপি তু) জক্ষধ্বং (ভক্ষয়থ)

ইতি উচুঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই জন্যই ঐ সকল যক্ষ-রাক্ষসাদি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া সেই ব্রহ্মাকেই ভক্ষণার্থ ধাবিত হইল এবং ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর বলিতে লাগিল,—'অহে, ইহাকে (ব্রহ্মাকে) পিতা বলিয়া রক্ষা করিও না, ইহাকে খাইয়া ফেল' ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—উপসৃষ্টা উপদ্রুতাঃ তং ব্রহ্মাণং জগ্ধুং ভক্ষয়িতুম্। তত্র কেচিদেনং পিতেতি কৃপয়া মা রক্ষতেত্যুচুঃ, জক্ষধ্বমিতি জক্ষ ভক্ষ-হসনয়োরিত্যস্মাৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপসৃষ্টাঃ'— অভিভূত হইয়া, 'তং জগ্ধুম্'—সেই ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করিতে (ধাবিত হইল)। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল —'ইনি পিতা, এইহেতু দয়া করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না। 'জক্ষধ্বম্'—ভক্ষণ ও হাস্য অর্থে জক্ষ ধাতুর (লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের) রূপ ॥ ২০ ॥

———

দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মা জক্ষত রক্ষত ।
অহো মে যক্ষরক্ষাংসি প্রজা যূয়ং বভূবিথ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—দেবঃ (ব্রহ্মা) সংবিগ্নঃ (ভীতঃ সন্) তান্ (যক্ষান্ রাক্ষসান্ চ) আহ (উবাচ)—অহো (হে) যক্ষরক্ষাংসি, যূয়ং মে (মম) প্রজাঃ (পুত্রাঃ) বভূবিথ (জাতাঃ) মাং মা জক্ষত (জক্ষিত ভক্ষয়থ অপি তু) রক্ষত ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা তাহাদের ঐ কথায় সাতিশয় ভীত হইয়া যক্ষ রাক্ষসদিগকে কহিলেন,—আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। অহে, যক্ষ-রাক্ষসসকল, তোমরা আমার পুত্র, আমাকে নষ্ট করা তোমাদের উচিত হয় না। যাহারা 'ভক্ষণ কর' এই কথা বলিল, তাহারা 'যক্ষ', এবং যাহারা 'রক্ষা করিও না' ইহা বলিয়াছিল, তাহারা 'রাক্ষস' নামে পরিজ্ঞাত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—দেবো ব্রহ্মা, মাং ন ভক্ষয়ত, কিন্তু রক্ষত। অহো! আশ্চর্য্যং! হে যক্ষরক্ষাংসি!২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবঃ'—ব্রহ্মা। আমাকে ভক্ষণ করিও না, কিন্তু রক্ষা কর। 'অহো'!—কি আশ্চর্য্য। হে যক্ষ ও রাক্ষসগণ! ॥ ২১ ॥

———

দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ ।
তেঽহার্ষুর্দেবয়ন্তো বৈ বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—প্রভয়া (সাত্ত্বিকয়া স্বপ্রভয়া) দীব্যন্ (দ্যোতমানঃ ব্রহ্মা) যাঃ যাঃ দেবতাঃ (দ্যুতিমত্যঃ সাত্ত্বিক্যঃ তাঃ তাঃ) প্রমুখতঃ (প্রাধান্যেন) অসৃজৎ তে (দেবাঃ) দেবন্তঃ (ক্রীড়য়ন্তঃ ক্রীড়য়িতুং) বিসৃষ্টাং (তেন ত্যক্তাং) তাং প্রভাম্ অহঃ (দিবস-রূপাং সতীং) অহার্ষ্যুঃ (জগৃহুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ঐ ব্রহ্মা প্রভাদ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া যে যে দ্যুতিমান্ সাত্ত্বিকরূপী দেবতাকে প্রাধান্যসহকারে সৃষ্টি করিলেন, সেই সকল দেবতাগণ ক্রীড়াবান্ হইয়া ব্রহ্মার পরিত্যক্ত দিবসরূপা প্রভাকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভয়া প্রভাবরূপয়া সত্ত্বময্যা তন্বা দীব্যন্ দ্যোতমানঃ। যা যা দেবতাঃ প্রমুখতঃ প্রাধা-ন্যেনাসৃজৎ। অত্র যা ইত্যস্যাপি তে ইত্যনেন প্রতি-নির্দ্দেশোঽর্থমাত্রদৃষ্ট্যৈব জ্ঞেয়ঃ। বিসৃষ্টাং তেন ত্যক্তাং তাং প্রভাং অহঃ দিবসরূপাং তত্তনুং অহার্ষুর্জ্জগৃহুঃ। কিমর্থং তাঃ দেবয়ন্তঃ ক্রীড়য়ন্তঃ ক্রীড়য়িতুং যথা রাত্রির্যক্ষরক্ষোভিঃ সহ তিষ্ঠতি তথা অহোঽপি দেবৈ-র্দীব্যতীর্থঃ। দিব্ অর্দ্দনে ইত্যস্মাচ্চৌরাদিকাৎ যাচ-মানা ইত্যর্থঃ—ইতি সন্দর্ভঃ। অত্র ব্রহ্মণো মনসি প্রসাদঃ সাত্ত্বিকভাবঃ আবির্বভূব। তস্মাদ্দেবা বভূবুঃ স চ প্রসাদো দিনং বভূব। তচ্চ তে এব জগৃহুরিত্যে-তাবানেবার্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রভয়া'—প্রভারূপা (প্রভা-শালিনী) সত্ত্বময়ী তনুর দ্বারা, 'দিব্যন্'—দ্যোতমান্ (ব্রহ্মা)। 'যাঃ যাঃ'—যে যে দেবতা প্রাধান্যরূপে সৃষ্টি করিলেন। এখানে 'যা'—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইলেও তাহার প্রতিনির্দ্দেশ 'তে'—পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বারা করা হইয়াছে, অর্থমাত্র দৃষ্টিতেই, ইহা বুঝিতে হইবে। 'বিসৃষ্টাং'—ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই প্রভা, দিবসরূপা হইলে, দেবগণ সেই সেই তনু গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিজন্য গ্রহণ করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—

সেই দিবসে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ যেরূপ রাত্রি যক্ষ ও রাক্ষসগণের সহিত অবস্থান করে, সেই-রূপ দিনও দেবগণের সহিত ক্রীড়া করে—এই অর্থ। 'দেবয়ন্তঃ'—অর্দন অর্থে চুরাদিগণীয় দিব্ ধাতুর রূপ, যাচমান দেবগণ, এই অর্থ—ইহা ক্রমসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মার মনে প্রসন্নতারূপ সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইয়াছিল। তাহা হইতে দেবগণ উৎপন্ন হইলেন, এবং সেই প্রসন্নতা দিনরূপে প্রকাশিত হইল। সেই দিনকে দেবগণই গ্রহণ করিয়াছিলেন —এইরূপ অর্থ ॥ ২২ ॥

দেবোঽদেবান্ জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্ ।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেবঃ (ব্রহ্মা) জঘনতঃ (তদ্দেশাৎ) অতিলোলুপান্ (স্ত্রীলম্পটান্) অদেবান (অসুরান্) সৃজতি স্ম (অসৃজৎ)। লোলুপতয়া (অতিলম্প-টত্বাৎ) তে এনং (ব্রহ্মানম্ এব) মৈথুনায় অভিপেদিরে (প্রাপ্তাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা জঘন-প্রদেশ হইতে দৈত্য সৃষ্টি করিলেন ; উহারা অতিশয় স্ত্রীলম্পট হইল এবং মৈথু-নোৎসুক হইয়া ব্রহ্মার প্রতিই ধাবমান হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ তস্য মনসি কামো রাজস-ভাবোঽভূৎ তস্মাদসুরা বভূবুঃ। স চ ভাবঃ। সন্ধ্যা অভূৎ তাং চাসুরা জগৃহুরিত্যাহ—দেব ইতি। অদে-বান্ 'স জঘনাদসুরানসৃজত" ইতি শ্রুতেঃ কামাদনর্থো মহান্ ভবতীত্যাহ—ত এনমিত্যাদি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সেই ব্রহ্মার মনে কামরূপ রাজস ভাবের উদয় হইল, তাহা হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই রাজসভাব সন্ধ্যা-রূপে পরিণত হইল, তাহাকে অসুরগণ গ্রহণ করিল —ইহা বলিতেছেন—'দেবঃ', অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইত্যাদি। 'অদেবান্'—বলিতে অসুরগণকে, শ্রুতিতে উক্ত আছে —"সেই ব্রহ্মা জঘনদেশ হইতে অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন।" কাম হইতে মহান্ অনর্থ উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতেছেন—'তে এনম্' ইতি, অর্থাৎ স্ত্রীলম্পট অসুরগণ সম্ভোগের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রতিই ধাবিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ ।
অন্বীয়মানস্তরসা ক্রুদ্ধো ভীতঃ পরাপতৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ (ব্রহ্মা) হসন্ ততঃ নিরপ-ত্রপৈঃ (নির্লজ্জৈঃ) অসুরৈঃ অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ সন্) ক্রুদ্ধঃ (জাতক্রোধঃ) ভীতঃ (চ সন্) তরসা (বেগেন) পরাপতৎ (পলায়ত) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা সেই অসুরকুলের ঐরূপ দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিলেন ; পরে যখন তাহারা লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, তখন তিনি অতি কুপিত হইলেন এবং ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরাপতৎ পলায়ত ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাপতৎ'—পলায়ন করি-লেন ॥ ২৪ ॥

স উপব্রজ্য বরদং প্রপন্নার্তিহরং হরিম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানামনুরূপাত্মদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রহ্মা) বরদং প্রপন্নার্ত্তিহরং (ভক্তা-নাং ক্লেশনাশকং) ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় (তান্ অনুগ্রহী-তুম্) অনুরূপাত্মদর্শনং (ভক্তানাম্ ইচ্ছানুরূপম্ আত্মানং দর্শয়তি যঃ তম্) হরিম্ উপব্রজ্য (গত্বা) নিবেদয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তখন ব্রহ্মা, যিনি ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ আত্মরূপ প্রকাশ করেন, যিনি শরণাগত-জনের দুঃখহরণকারী সেই অভীষ্টফলপ্রদ ভগবান্ শ্রীহরির সমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপব্রজ্য মনসৈবোপসাদ্য নিবেদয়া-মাসেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপব্রজ্য'—মনের দ্বারাই উপনীত হইয়া (ব্রহ্মা শ্রীহরিকে) নিবেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

পাহি মাং পরমাত্মংস্তে প্রেষণেনাসৃজং প্রজাঃ ।
তা ইমা জভিতুং পাপা উপক্রামন্তি মাং প্রভো ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) পরমাত্মন্, (হে) প্রভো, তে (তব) প্রেষণেন (প্রেরণয়া অহং) প্রজাঃ অসৃজং তাঃ ইমাঃ পাপাঃ (পাপিষ্ঠাঃ প্রজাঃ) মাং জভিতুং (মৈথুনেন ধর্ষয়িতুম্) উপক্রামন্তি (অনুগচ্ছন্তি)। মাং পাহি (রক্ষ ইতি প্রার্থিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে পরমাত্মন্, হে প্রভো, আপনার প্রেরণাক্রমেই আমি প্রজাসৃষ্টি করিয়াছি। সেই পাপিষ্ঠ প্রজা সকল আমাকে পর্য্যন্ত মৈথুনদ্বারা ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে ; আমাকে রক্ষা করুন্ ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—জভিতুং পুমাংসমপি মাং সম্ভোক্তুং ॥২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জভিতুং'—পুরুষ হইলেও আমাকেই সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

———

ত্বমেকঃ কিল লোকানাং ক্লিষ্টানাং ক্লেশনাশনঃ ।
ত্বমেব ক্লেশদস্তেষামনাসন্নপদাং তব ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্লিষ্টানাং (ক্লেশপ্রাপ্তানাং) লোকানাং (জনানাং) ত্বং কিল একঃ (এব) ক্লেশনাশনঃ (নান্যঃ) তব অনাসন্নপদাং (অনাসন্নৌ অনাশ্রিতৌ পাদৌ যৈঃ তেষাং) তেষাং তদ্বিমুখানাং) ক্লেশদঃ (পীড়কঃ) ত্বম্ এব ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, একমাত্র আপনিই ক্লিষ্টজনগণের ক্লেশহর্ত্তা, যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহাদিগকে আপনিই ক্লেশ দিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তব অনাসন্নপদাং ত্বৎপাদাবনাশ্রিতবতামভক্তানাং ত্বং ক্লেশদঃ তেন ক্লিষ্টানামপি ত্বৎপাদাবাশ্রিতবতাং ভক্তানাং ত্বং ক্লেশনাশন ইতি গম্যতে। এক ইত্যেবম্বিধো ভক্তবৎসলঃ কোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। ত্বচ্চরণমনাশ্রিতবতাং কালকর্ম্ম-গ্রহাদি-রূপেণ ত্বমেবৈকঃ ক্লেশদঃ, তেষামেবাকস্মাচ্চরণাশ্রিতত্বে সতি সাক্ষাৎ ত্বমেব তত্তৎক্লেশনাশনঃ, ত্বদ্ভক্তেষু কালকর্ম্মাদীনামনধিকারাদিত্যাশয়ঃ। ত্বয়ি বৈষম্যাভাবস্তু কল্পতরুদৃষ্টান্তেন ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমিই ক্লেশদ এবং ক্লেশনাশন, ইহা বলিতেছেন—'ত্বমেব'। 'অনাসন্ন-পদাং'—তোমার চরণদ্বয় যাহারা আশ্রয় করে নাই, সেই অভক্তদিগের তুমি ক্লেশদায়ক, তাহাতে ক্লিষ্ট হইয়াও তোমার চরণযুগল যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তগণের তুমিই ক্লেশ-বিনাশক, ইহা বোধগম্য হইতেছে। 'একঃ'—একমাত্র তুমিই, ইহা বলায়—এই প্রকার ভক্তবৎসল অপর কেহই নাই—এই ভাব। তোমার চরণকমল অনাশ্রিত জনের কাল, কর্ম্ম ও গ্রহাদি-রূপে তুমি একজনই ক্লেশ-প্রদায়ক, আবার তাহাদেরই অকস্মাৎ (সহসা কোন ভক্ত-কৃপায়) তোমার চরণ আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইলে, সাক্ষাৎ তুমিই তাহাদিগের সেই সেই ক্লেশ নাশ করিয়া থাক, কারণ তোমার ভক্তগণে কাল ও কর্ম্মাদির কোন অধিকার (প্রভাব) নাই—এই আশয়। তাহা হইলেও তোমাতে বৈষম্যের অভাবই রহিয়াছে, কারণ, কল্পবৃক্ষ যদ্রূপ আশ্রিত হইলেই ফলদান করে, অনাশ্রিত জনে নহে, তদ্রূপ তুমিও ॥ ২৭ ॥

———

সোঽবধার্য্যাস্য কার্পণ্যং বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ ।
বিমুঞ্চাত্মতনুং ঘোরামিত্যুক্তো বিমুমোচ হ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ (বিবিক্তম্ অসংদিগ্ধম্ অধ্যাত্মদর্শনং পরচিত্তজ্ঞানং যস্য সঃ হরিঃ) অস্য (ব্রহ্মণঃ) কার্পণ্যং (দৈন্যম্) অবধার্য্য (নিশ্চিত্য) ঘোরাং (কামকশ্মলাং) আত্মতনুং (স্বস্য দেহং) বিমুঞ্চ (ইতি উক্তবান্ বান্ ইতি শেষঃ)। ইত্যুক্তঃ (এবম্ আদিষ্টঃ সন্ ব্রহ্মা) বিমুমোচ হ (তাং তনুং তদভিমানং তত্যাজ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি অপরের চিত্তের ভাব সম্যক্ দর্শন করিতে পারেন, সুতরাং সেই ব্রহ্মার ঐ প্রকার দৈন্য অবধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—'হে ব্রহ্মা তোমার এই কামকশ্মল শরীর পরিত্যাগ কর'। ব্রহ্মাও ভগবান্ শ্রীহরির বাক্যে স্বীয় কামকলুষিত দেহত্যাগ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিবিক্তমসন্দিগ্ধং অধ্যাত্মদর্শনং পরচিত্তজ্ঞানং যস্য সঃ। বিমুঞ্চেত্যুক্তবানিতি শেষঃ। ইত্যুক্তশ্চ ব্রহ্মা তনুং বিমুমোচ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবিক্তাধ্যাত্মদর্শনঃ'—বিবিক্ত বলিতে নিঃসংশয়ে, অপরের চিত্তের ভাব যিনি সম্যক্-রূপে দর্শন করেন, সেই শ্রীহরি। 'বিমুঞ্চ'—(তোমার কাম-কশ্মল তনু) পরিত্যাগ কর—ইহা বলিলেন। এইরূপে ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া ব্রহ্মা সেই কাম-কলুষিত দেহ ত্যাগ করিলেন॥ ২৮ ॥

মধ্ব—

জানন্নপি সমর্থোঽপি কুচিদ্ব্রহ্মা হরেঃ প্রিয়ঃ।
জ্ঞাত্বা করোতি কর্ম্মাণি হ্যজ্ঞবচ্চাপ্যশক্তবৎ॥
ব্যসৃজন্মলবদ্দেহং বাহ্যং ন তু নিজং পুরা।
ব্রহ্মা তচ্চ হরাদিত্বং প্রাপ দেবাদিদৈবতম্॥

ইতি কৌর্ম্মে॥ ২৮ ॥

**তাং কৃণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্।
কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসম্॥ ২৯ ॥
অন্যোন্যশ্লেষয়োত্তুঙ্গ-নিরন্তরপয়োধরাম্।
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্॥ ৩০ ॥
গূহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালকবরূথিনীম্।
উপলভ্যাসুরা ধর্ম্ম সর্ব্বে সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ম্॥ ৩১ ॥**

অন্বয়ঃ—(হে) ধর্ম্ম, (বিদুর!) কৃণচ্চরণাম্ভোজং (নূপুরাভ্যাং কৃণন্তী চরণাম্ভোজে যস্যাঃ তাং) মদ-বিহ্বললোচনাং (মদেন বিহ্বলে লোচনে যস্যাঃ তাং) কাঞ্চীকলাপবিলসদ্দুকূলচ্ছন্নরোধসং (কাঞ্চীকলাপেন বিলসৎ দুকূলং বসনং তেন ছন্নং রোধঃ কটিতটং যস্যাঃ তাং) অন্যোন্যশ্লেষয়া (পরস্পরম্ উপমর্দ্দেন হেতুনা) উত্তুঙ্গনিরন্তরপয়োধরাম্ (উত্তুঙ্গৌ উন্নতৌ নিরন্তরৌ অন্তরাল রহিতৌ চ পয়োধরৌ যস্যাঃ তাং) সুনাসাং সুদ্বিজাং (সুদতীং) স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাং (স্নেহপূর্ব্বকঃ হাসঃ কটাক্ষনিরীক্ষণং চ যস্যাঃ তাং) ব্রীড়য়া (লজ্জয়া) আত্মানং (দেহং) গূহন্তীং (বস্ত্রাঞ্চলেন আবৃণ্বানাং) নীলালকবরূথিনীং (নীলানাম্ অলকানাং বরূথঃ স্তোমঃ বিদ্যতে যস্যাঃ তাং) তাং (ব্রহ্মবিসৃষ্টাং সন্ধ্যারূপাং তনুং) স্ত্রিয়ং উপলভ্য (মত্বা) সর্ব্বে অসু-রাঃ সংমুমুহুঃ (মোহং প্রাপুঃ)॥ ২৯-৩১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা যে তনু পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে সায়ন্তনী সন্ধ্যা হইল। এই সন্ধ্যা কামোদ্রেকের কাল। স্ত্রীলম্পট অসুরগণ ঐ সন্ধ্যাকে স্ত্রী কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল,—এই সীমন্তিনীর চরণপদ্ম নূপুরের ধ্বনিতে শব্দায়মান, ইহার নেত্রদ্বয় মদবিহ্বল, ইহার কটিতটস্থ ওড়্না কাঞ্চিকলাপে বিলাসান্বিত; ইহাঁর পয়োধরদ্বয় পর-স্পর উপমর্দ্দন-হেতু অতিশয় উন্নত ও ব্যবধানশূন্য হইয়া শোভিত, ইহাঁর নাসিকা ও দন্ত অতিসুন্দর এবং হাস্য ও লীলাবলোকন অতিশয় সুস্নিগ্ধ; ইনি কি লজ্জাবশতঃ বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা আপনাকে আবৃত করিতে-ছেন? ইহাঁর চূর্ণ কুন্তলরাজি কি মনোহর নীলবর্ণ, এইরূপে ঐ সকল অসুর ব্রহ্মার পরিত্যক্ত শরীরকে 'কামিনী' কল্পনা করিয়া সম্যক্রূপে মোহ প্রাপ্ত হইল॥ ২৯-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়মিত্যগ্রিমোক্তেস্তাং সন্ধ্যামেব স্ত্রিয়ং কল্পয়িত্বা স্ত্রীলম্পটা অসুরা মুমুহুরি-ত্যাহ—তাং কৃণদিতি। অত্র স্ব-স্ব-নীড়ং প্রতি গন্তুং নভসি স্বশব্দমুড্ডীনান্ চটকসারসাদীনেব নূপুরকাঞ্চ্যা-দীন্ কল্পয়ন্তি স্ম; তত্তদাকারান্ মেঘখণ্ডানেব চরণ-নয়ননিতম্বস্তনাদীন্; অতএবৈকত্র শ্লেষেণ পয়োধর-শব্দঃ উপন্যস্তঃ। সন্ধ্যায়া আরুণ্যমেবারুণদুকূলং, রোধঃ কটিতটং, শ্লেষয়েতি ভিদাদ্যঙন্তাট্টাপ্-প্রত্যয়ঃ। ভিত্যাপি গুণ আর্ষ্যঃ। অন্যোন্যশ্লেষয়া উপমর্দ্দেনৈব হেতুনা উত্তুঙ্গৌ নিরন্তরাবব্যবধানৌ পয়োধরৌ যস্যা-স্তাং সুপাং সুলুগিত্যাদিনা টা-প্রত্যয়স্য যাদেশো বা, অন্তরাচ্ছিদ্রোত্থৌ যৎ কিঞ্চিৎ সূর্য্যপ্রকাশাবেব হাসা-বলোকনে কদাচিত্তন্মেঘখণ্ডান্তর্দ্ধানমেব লজ্জয়া নিগূহনং উর্দ্ধ্বতন্তল-পর্য্যন্তপতিতানি দীর্ঘশ্যামমেঘখণ্ডান্যেব নীলালকবরূথম্। হে ধর্ম্ম, বিদুর, তাং স্ত্রিয়মুপলভ্য মত্বা॥ ২৯-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ত্রীলম্পট অসুরগণ ঐ সন্ধ্যা-কেই স্ত্রী মনে করিয়া'—ইত্যাদি পরবর্ত্তী (৩৭ অঙ্ক-ধৃত) শ্লোকের উক্তি অনুসারে—সেই সন্ধ্যাকেই স্ত্রীরূপে কল্পনা করতঃ স্ত্রীলম্পট অসুরগণ বিমোহিত হইল। তাহাদের কল্পনা বলিতেছেন—'তাং কৃণৎ'—ইত্যাদি। এখানে নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাগমনের জন্য সশব্দে উড্ডীয়মান চটক, সারস প্রভৃতিকেই নূপুর, কাঞ্চী প্রভৃতি কল্পনা করিল। সেই সেই আকারের মেঘখণ্ডকেই চরণ, নয়ন, নিতম্ব ও স্তনাদি কল্পনা করিল, অতএব একত্র শ্লেষের দ্বারা পয়োধর শব্দ

উপন্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ পয়োধর শব্দে মেঘ ও স্তন বুঝায়। সন্ধ্যার অরুণিমা হইতেছে অরুণবর্ণের দুকূল (বসন)। রোধ বলিতে কটিতট (নিতম্ব-প্রদেশ)। 'শ্লেষয়া'—এখানে শ্লেষা শব্দের ব্যাকরণ-গত সমাধান বলিতেছেন—শ্লিষ্ ধাতুর উত্তর কৃদন্তে 'ষিদ্ ভিদাদিভ্যোঽঙ্'—এই সূত্রে অঙ্ প্রত্যয়, এবং অঙ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহাতে গুণ কার্য্য নিষেধ হইলেও এখানে গুণ আর্ষ প্রয়োগ। 'অন্যোন্য-শ্লেষয়া'—অর্থাৎ পরস্পর উপমর্দ্দন (স্পর্দ্ধা) হেতু উন্নত ও ব্যবধানশূন্য স্তন-দ্বয় যাহার, তাহাকে। এখানে 'সুপাং সু লুক্'—ইত্যাদি সূত্রে সুপ্‌সুপা সমাস, অথবা টা-প্রত্যয়ের যাদেশ হইয়াছে। অন্তরালের ছিদ্র হইতে উত্থিত কিছু সূর্য্যের প্রকাশকে এখানে হাস্য ও অবলোকন কল্পনা করা হইয়াছে। কখনও সেই সেই মেঘখণ্ডের অন্তর্দ্ধানকেই এখানে লজ্জায় নিজ অঙ্গের আবরণ কল্পনা করা হইয়াছে। উর্দ্ধদেশ হইতে তল পর্য্যন্ত পতিত দীর্ঘ ও শ্যামবর্ণের মেঘখণ্ড-সকলই নীলবর্ণের কেশরাজি। 'ধর্ম্ম'—হে বিদুর! এইরূপে অসুরগণ সেই সন্ধ্যাকে স্ত্রী বলিয়া মনে করিয়া বিমুগ্ধ হইল ॥ ২৯-৩১ ॥

———

অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো অস্যা নবং বয়ঃ।
মধ্যে কাময়মানানামকামেব বিসর্পতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ অহো (আশ্চর্য্যং) রূপং! অহো ধৈর্য্যং (শীলতা)! অহো নবং (নবীনং) বয়ঃ (যৌবনম্)! কাময়মানানাম্ (অস্মাকং) মধ্যে অকামা ইব বিসর্পতি (বিচরতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—কামমুগ্ধ অসুরগণ বলিতে লাগিল,—অহো, ইহার কি আশ্চর্য্য রূপ, অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্য, কি মনোহর নবীন বয়স, আমরা সকলে ইহাঁর প্রতি অভিলাষ করিতেছি, তথা চ ইনি আমাদের মধ্যে অকামার ন্যায় গমন করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং কামমোহ-প্রলাপমাহ—অহো ইতি ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অসুরদিগের কাম ও মোহজনিত প্রলাপ বলিতেছেন—অহো কি রূপ, ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

———

বিতর্কয়ন্তো বহুধা তাং সন্ধ্যাং প্রমদাকৃতিম্।
অভিসম্ভাব্য বিশ্রম্ভাৎ পর্য্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—বহুধা বিতর্কয়ন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) কুমেধসঃ (কুবুদ্ধয়ঃ তে) প্রমদাকৃতিং (স্ত্রীরূপাং) তাং সন্ধ্যাং অভিসম্ভাব্য (সৎকৃত্য) বিশ্রম্ভাৎ (প্রণয়াৎ) পর্য্যপৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসিতবন্তঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—উক্ত কুবুদ্ধি অসুরগণ সেই প্রমদাকৃতি সন্ধ্যাকে স্ত্রীলোক বিবেচনা করিয়া বহুপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিল। অতঃপর প্রণয়বশতঃ তাহার যথা-যোগ্য সৎকারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—কিমিয়মস্মাস্বেবানুরাগিণী অন্যত্র বা, দেবী মানুষী বা বৃষস্যন্তী ব্রহ্মচারিণী বেত্যেবং বিতর্ক-য়ন্তঃ। অভিসংভাব্য সৎকৃত্য ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিতর্কয়ন্তঃ'—এই রমণী কি আমাদেরই প্রতি অনুরাগিণী, অথবা অন্য কাহারও প্রতি, ইনি দেবী অথবা মানুষী, ইনি কি পতি-কামা কিম্বা ব্রহ্মচারিণী—এইরূপ সেই অসুরগণ বিতর্ক করিতে লাগিল। 'অভিসংভাব্য'—যথাযোগ্য সৎকার-পূর্ব্বক (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল) ॥ ৩৩ ॥

———

কাসি কস্যাসি রম্ভোরু কো বার্থস্তেঽত্র ভামিনি।
রূপদ্রবিণপণ্যেন দুর্ভগান্ নো বিবাধসে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রম্ভোরু, (হে) ভামিনি (কোপনে), ত্বং কা (কিং জাতীয়া) অসি, কস্য (কন্যা ভার্য্যা বা) অসি? অত্র তে তব কঃ অর্থঃ (কিং প্রয়োজনম্)? রূপদ্রবিণপণ্যেন (রূপমেব দ্রবিণম্ অনর্ঘ্যং বস্তু তদেব পণ্যং ক্রয়ার্হং তেন তদসমর্পণেন) দুর্ভগান্ নঃ (অস্মান্) কথং বিবাধসে (পীড়য়সি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রম্ভোরু তুমি কে? কাহারই বা কন্যা? হে কোপনে, তোমার এস্থানে কি প্রয়োজন? তোমার এই অমূল্য সৌন্দর্য্যরূপ পণ্যদ্রব্যদ্বারা দুর্ভাগা আমাদিগকে কেন পীড়া দিতেছ? ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—রূপমেব দ্রবিণমনর্ঘ্যং বস্তু, তদেব পণ্যং ক্রয়ার্হং তেনাস্মান্ দুর্ভগান্ ত্বদ্দাস্যানর্হানপি

বিবাধসে বধ্বা স্বসঙ্গএব জিঘৃক্ষসি ; যদ্বা, বিবাধসে ন ক্রীণাসি ধিগস্মান্ দুর্ভগানিতি ভাবঃ ।। ৩৪ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রূপ-দ্রবিণ-পণ্যেন'—রূপই হইতেছে দ্রবিণ অর্থাৎ অমূল্য বস্তু, তাহাই পণ্য, ক্রয়ের উপযোগী, তাহার দ্বারা মন্দভাগ্য আমাদিগকে তোমার দাস্যের অযোগ্য হইলেও, 'বিবাধসে'—বদ্ধ করিয়া নিজ সঙ্গমেই গ্রহণ করিতে কি ইচ্ছা করিতেছ ? অথবা—'বি-বাধসে—ন ক্রীণাসি', ইহার দ্বারা আমাদিগকে যে ক্রয় করিতেছ না, ধিক্ মন্দভাগ্য আমাদিগকে, এই ভাব ।। ৩৪ ।।

———

যা বা কাচিৎ ত্বমবলে দিষ্ট্যা সন্দর্শনং তব ।
উৎসুনোষীক্ষমাণানাং কন্দুকক্রীড়য়া মনঃ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) অবলে, যা বা কাচিৎ ত্বং (ভব), তব সন্দর্শনং দিষ্ট্যা (অস্মাকং ভাগ্যেন জাতম্) । ঈক্ষমাণানাং (পশ্যতাং মাদৃশানাং) মনঃ কন্দুকক্রীড়য়া উৎসুনোষি (বিমথ্নাসি) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—অথবা জাতি-কুলের প্রশ্নে আমাদের আবশ্যক নাই । হে অবলে, তুমি যে কেহ হও, আমাদের ভাগ্যবশতঃই তোমার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে ; পরন্তু তুমি কন্দুকক্রীড়া দ্বারা ঈক্ষণকারী আমাদের মন কেবল উন্মথিত করিতেছ ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—উৎসুনোষি মথ্নাসি । কন্দুকক্রীড়য়েতি অস্তং গচ্ছন্ চঞ্চলঃ সূর্য্যএব অরুণকন্দুকত্বেন কল্পিতঃ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎসুনোষি'—উন্মথিত করিতেছ, অর্থাৎ কন্দুকক্রীড়ার ছলে ভাবচঞ্চল তোমার অঙ্গচালনা দ্বারা দর্শনকারী আমাদের মন উন্মথিত করিতেছ । 'কন্দুকক্রীড়য়া'—এখানে অস্তগামী চঞ্চল সূর্য্যই অরুণবর্ণ কন্দুকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ।। ৩৫ ।।

———

নৈকত্র তে জয়তি শালিনি পাদপদ্মং
ঘ্নন্ত্যা মুহুঃ করতলেন পতৎপতঙ্গম্ ।
মধ্যং বিষীদতি বৃহৎস্তনভারভীতং
শ্রান্তেব দৃষ্টিরমলা সুশিখাসমূহঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) শালিনি, (শ্লাঘ্যে !) করতলেন পতৎপতঙ্গম্ (উচ্চলন্তং কন্দুকং) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ঘ্নন্ত্যাঃ (ঘ্নত্যাঃ তাড়য়ন্ত্যাঃ) তে (তব) পাদপদ্মং একত্র ন জয়তি (স্থিরীভবতি) । বৃহৎস্তনভারভীতং (বৃহতোঃ স্তনয়োঃ ভারাৎ ভীতং তব কৃশং) মধ্যং বিষীদতি (শ্রাম্যতি) । অমলা (ক্রোধাদিশূন্যা) দৃষ্টিঃ শ্রান্তা (মন্থরা) ইব (প্রসরতি) । সুশিখাসমূহঃ (শোভনঃ তে কেশকলাপঃ রাজতে চ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—হে শ্লাঘ্যে, তুমি করতলদ্বারা এই উচ্চঞ্চল কন্দুককে বারম্বার আঘাত করিয়া ক্রীড়া করিতেছ, ইহাতে তোমার পাদপদ্ম একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছে না ; তোমার এই ক্ষীণতর মধ্যদেশ (কটিদেশ) কুচভারে নম্র হওয়ায় শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ; তোমার নির্ম্মল দৃষ্টি যেন মন্থর হইতেছে । আহা, তোমার এই কেশদাম কি শোভা বিস্তার করিতেছে ! ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—কন্দুকক্রীড়াং বর্ণয়ন্তি—হে শালিনি, শ্লাঘ্যে ! একত্র ন জয়তি ন স্থিরীভবতি । পতৎপতঙ্গং অধশ্চলং কন্দুকং ; পক্ষেঽস্তং গচ্ছন্ সূর্য্যঃ । কৃশত্বাদ্বিষীদতি , দৃষ্টিরমলা নিষ্কামেব বস্তুতস্তুন্তঃ সকামৈবেত্যর্থঃ । শ্রান্তা কন্দুকক্রীড়াশ্রমং ব্যঞ্জয়তী ; অতএব 'সুশিখাঃ শোভানান্ কেশান্ অবকীর্য্যমাণান্ সমূহ বধান ; সুশিখা সমূহেতি পাঠে--স্বিত্যব্যয়ং পৃথক্পদম্ । ততশ্চ শিখাসমূহশ্চ সুন্দর ইত্যর্থঃ ।। ৩৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—কন্দুকক্রীড়া বর্ণনা করিতেছেন—'শালিনি', হে শ্লাঘনীয়ে ! 'একত্র ন জয়তি' —তোমার পাদপদ্ম একত্র স্থির হইতেছে না । 'পতৎপতঙ্গং'—নিম্নে পতিত কন্দুক, পক্ষে—অস্তাচলে গমন করিতেছে যে সূর্য্য । 'বিষীদতি'—(তোমার মধ্যদেশ স্তনভারে ভীত হইয়াই যেন) বিষন্ন হইতেছে । 'দৃষ্টিঃ অমলা'—তোমার দৃষ্টি নিষ্কামের ন্যায়, বস্তুতঃ কিন্তু তোমার মন সকামই (কামযুক্তই) —এই অর্থ । 'শ্রান্তা ইব'—কন্দুক ক্রীড়ার শ্রম 'ব্যঞ্জয়তী'—প্রকাশ পাইতেছে যাহার, সেই তুমি, অতএব 'সুশিখাঃ'—শোভন কেশসকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে (আলুলায়িত হইয়াছে), উহাদিগকে 'সমূহ'—বন্ধন কর । এখানে 'সু-শিখাসমূহঃ'—এইরূপ পাঠে, 'সু'—ইহা অব্যয় এবং

পৃথক্ পদ, তাহাতে শিখাসমূহও অর্থাৎ কেশকলাপও সুন্দর—এই অর্থ ৷৷ ৩৬ ৷৷

ইতি সায়ন্তনীং সন্ধ্যামসুরাঃ প্রমদায়তীম্ ।
প্রলোভয়ন্তীং জগৃহুর্ম্মত্বা মূঢ়ধিয়ঃ স্ত্রিয়ম্ ৷৷ ৩৭ ৷৷

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং বদন্তঃ) মূঢ়ধিয়ঃ (ভ্রান্তচিত্তাঃ) অসুরাঃ প্রমদায়তীং (প্রমদাবৎ আচরন্তীং) প্রলোভয়ন্তীং (কামম্ উদ্দীপয়ন্তীং) সায়ন্তনীং সন্ধ্যাং স্ত্রিয়ং মত্বা জগৃহুঃ ৷৷ ৩৭ ৷৷

অনুবাদ—মূঢ়বুদ্ধি অসুরবৃন্দ এই প্রকারে সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যাকে প্রমদা কল্পনা করিয়া উহার মোহে মুগ্ধ হইল এবং উহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিল ৷৷৩৭৷৷

বিশ্বনাথ—প্রমদেবাচরন্তীং স্ত্রিয়ং মত্বা জগৃহুঃ ৷৷ ৩৭ ৷৷

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রমদায়তীম্'—প্রমদার ন্যায় আচরণ করিতেছে যে, (সেই সায়ন্তনী সন্ধ্যাকে) স্ত্রী বলিয়া মনে করিয়া দুর্বুদ্ধি অসুরগণ উহাকে গ্রহণ করিল ৷৷ ৩৭ ৷৷

প্রহস্য ভাবগম্ভীরং জিঘ্রন্ত্যাত্মানমাত্মনা ।
কান্ত্যা সসর্জ্জ ভগবান্ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণান্ ৷৷৩৮৷৷

অন্বয়ঃ—ভাবগম্ভীরং (ভাবেন অভিপ্রায়েন গম্ভীরং দুরবগাহং যথা স্যাৎ) প্রহস্য আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং জিঘ্রন্ত্যা কান্ত্যা (সৌন্দর্য্যেণ) ভগবান্ (ব্রহ্মা) গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণান্ সসর্জ ৷৷ ৩৮ ৷৷

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় সৌন্দর্য্য-গভীরতা ব্যঞ্জক হাস্য করিয়া স্বীয় শোভনকান্তি দ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে সৃষ্টি করিলেন ৷৷ ৩৮ ৷৷

বিশ্বনাথ—যদা ব্রহ্মণঃ সৌন্দর্য্যং স্মৃত্যারূঢ়ং বভূব, তদা তস্মাদ্গন্ধর্ব্বাদয়ো বভূবুস্তচ্চ সৌন্দর্য্যং জ্যোৎস্নাভূৎ ; তাং চ এবং জগৃহুরিত্যাহ—প্রহস্যেতি। কান্ত্যা কীদৃশ্যা ভাবগম্ভীরং ব্যঞ্জিতস্বাভিযোগং যথা স্যাৎ তথা প্রহস্য আত্মনৈবাত্মানং জিঘ্রন্ত্যেতি কান্তিকান্তিমতোরৈক্যেনোপচারাৎ প্রহসনাবঘ্রাণাদীনি স্বসৌন্দর্য্যাস্বাদনচিহ্নানি ৷৷ ৩৮ ৷৷

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন ব্রহ্মার সৌন্দর্য্য স্মৃতিপথে আরূঢ় (উদিত) হইল, তখন তাহা হইতে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হইল এবং সেই সৌন্দর্য্য জ্যোৎস্না-রূপে পরিণত হইল, সেই জ্যোৎস্নময়ী কান্তিকে বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ গ্রহণ করিল, ইহা বলিতেছেন—'প্রহস্য' ইত্যাদি। কিপ্রকার কান্তির দ্বারা ? তাহাতে বলিতেছেন, 'ভাবগম্ভীরং'—ভাবগম্ভীর বলিতে যাহাতে স্বাভিযোগ অর্থাৎ স্বয়ং স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ পায়, এমনভাবে হাস্য করতঃ, নিজেই নিজের আঘ্রাণ গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ কান্তির দ্বারা। এখানে কান্তি ও কান্তিমানের ঐক্যরূপে উপচার-বশতঃ প্রহসন, অবঘ্রাণ প্রভৃতি স্বসৌন্দর্য্য আস্বাদনের চিহ্ন ৷৷ ৩৮ ৷৷

বিসসর্জ্জ তনুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কান্তিমতীং প্রিয়াম্ ।
ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ ৷৷ ৩৯ ৷৷

অন্বয়ঃ—তাং বৈ কান্তিমতীং প্রিয়াং জ্যোৎস্নাং (চন্দ্রিকারূপাং) তনুং বিসসর্জ (ব্রহ্মা তত্যাজ)। বিশ্বাবসু-পুরোগমাঃ (বিশ্বাবসুঃ পুরোগমঃ মুখ্যং যেষাং তে) তে (গন্ধর্ব্বাদয়ঃ) (তাম্) এব আদদুঃ (আদদিরে গৃহীতবন্তঃ) ৷৷ ৩৯ ৷৷

অনুবাদ—তদনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় চন্দ্রিকারূপা স্বাভিমতা শরীর পরিত্যাগ করিলেন, বিশ্বাবসুপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ উহাকে সাদরে গ্রহণ করিল ৷৷ ৩৯ ৷৷

সৃষ্ট্বা ভূতপিশাচাংশ্চ ভগবানাত্মতন্দ্রিণা ।
দিগ্বাসসো মুক্তকেশান্ বীক্ষ্য চামীলয়দ্দৃশৌ ৷৷ ৪০ ৷৷

অন্বয়ঃ—আত্মতন্দ্রিণা (আলস্যেন) ভগবান্ (ব্রহ্মা) ভূতপিশাচান্ চ সৃষ্ট্বা দিগ্বাসসঃ (নগ্নান্) মুক্তকেশান্ চ (তান্) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দৃশৌ (চক্ষুষী) অমীলয়ৎ (নিমীলিতবান্) ৷৷ ৪০ ৷৷

অনুবাদ—ব্রহ্মা স্বীয় আলস্য দ্বারা ভূত ও পিশাচগণকে সৃষ্টি করিলেন। উহাদের সকলকেই নগ্ন এবং মুক্তকেশ দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মা আপনার নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন ৷৷ ৪০ ৷৷

বিশ্বনাথ—কদাচিদ্ব্রহ্মণ আলস্যমভূত্তস্মাচ্চ ভূতপিশাচাদ্যা বভূবুস্তচ্চালস্যং জৃম্ভা-নিদ্রাদিরূপাভূৎ

তাং চ ত এব জগৃহুরিত্যাহ—সৃষ্টেতি। তন্দ্রা যস্য কার্য্যত্বেনাস্তি তত্তন্দ্রি আলস্যং তেন ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন এক সময় ব্রহ্মার আলস্য হইয়াছিল, তাহা হইতে অর্থাৎ সেই আলস্য হইতে ভূত, পিশাচ প্রভৃতি উৎপন্ন হইল, এবং সেই আলস্য জৃম্ভা (হাই তোলা), নিদ্রা প্রভৃতি রূপে পরিণত হইল, পরে ব্রহ্মার পরিত্যক্ত আলস্য নামক শরীর ভূতাদি গ্রহণ করিল, ইহা বলিতেছেন—'সৃষ্টা' ইত্যাদি। 'আত্ম-তন্দ্রিণা'—তন্দ্রা যাহার কার্য্যত্বরূপে আছে, তাহা তন্দ্রি, অর্থাৎ আলস্য, তাহার দ্বারা, (অর্থাৎ ব্রহ্মা নিজের আলস্য দ্বারা ভূত ও পিশাচগণের সৃষ্টি করিলেন) ॥ ৪০ ॥

———

জগৃহুস্তদ্বিসৃষ্টাং তাং জৃম্ভণাখ্যাং তনুং প্রভো।
নিদ্রামিন্দ্রিয়বিক্লেদো যয়া ভূতেষু দৃশ্যতে।
যেনোচ্ছিষ্টান্ ধর্ষয়ন্তি তমুন্মাদং প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো (বিদুর)! তদ্‌বিসৃষ্টাং (তেন ব্রহ্মণা ত্যক্তাং জৃম্ভণাখ্যাং তাং তনুং (ভূত-পিশাচাঃ) জগৃহুঃ যয়া ইন্দ্রিয়বিক্লেদঃ (ইন্দ্রিয়াণাং বিক্লেদঃ স্রাবঃ) ভূতেষু (মনুষ্যাদিষু) দৃশ্যতে (তাং) নিদ্রাং (প্রচক্ষতে); যেন (ইন্দ্রিয়-বিক্লেদেন হেতুনা) উচ্ছিষ্টান্ (মলমূত্রাদিসংযুক্তান্ চ সতঃ জীবান্ ভূতাদয়ঃ) ধর্ষয়ন্তি (ভ্রান্তান্ কুর্ব্বন্তি) তং (ধর্ষম্) উন্মাদং প্রচক্ষতে (বদন্তি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মা আবার 'আলস্য'-নামক শরীর বিসর্জ্জন করিলে ভূত ও পিশাচাদি ঐ শরীর গ্রহণ করিল। হে বিদুর, যে তনুদ্বারা ইন্দ্রিয়-বিক্লেদ হয়, তাহার নাম নিদ্রা, এবং যে শরীর ইন্দ্রিয়-বিক্লেদজন্য উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভ্রান্ত করে তাহাকে 'উন্মাদ' বলে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যয়া নিদ্রয়া ভূতেষু মনুষ্যাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং মুখাদীনাং বিক্লেদঃ, যেন চ বিক্লেদেন হেতুনা উচ্ছিষ্টান্ সতো ধর্ষয়ন্তি, তং ধর্ষমুন্মাদং প্রচক্ষতে; অতএব ভূতপ্রেতাদিধর্ষিতা জনা উন্মত্তা উচ্যন্তে ॥৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যয়া'—যে নিদ্রার দ্বারা, 'ভূতেষু'—মনুষ্যাদি প্রাণিগণে মুখাদি ইন্দ্রিয়সমূহের বিক্লেদ (বিবশতা) হয়। এবং যে বিক্লেদ-হেতু উচ্ছিষ্ট (মল-মূত্রাদি সংযুক্ত) জীবগণকে (ভূতাদি) 'ধর্ষয়ন্তি'—ভ্রান্ত করিয়া থাকে, 'তং ধর্ষং'—সেই ভ্রান্তিকে (বিজ্ঞজন) উন্মাদ বলিয়া থাকেন। এই জন্যই ভূত, প্রেত প্রভৃতির দ্বারা ধর্ষিত জনগণ উন্মত্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪১ ॥

———

ঊর্জ্জস্বন্তং মন্যমান আত্মানং ভগবানজঃ।
সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ পরোক্ষেণাসৃজৎ প্রভুঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ প্রভুঃ অজঃ (ব্রহ্মা) আত্মানম্ ঊর্জ্জস্বন্তং (সত্ত্ববন্তং) মন্যমানঃ পরোক্ষেণ (অদৃশ্য-রূপেণ) সাধ্যান্ গণান্ পিতৃগণান্ অসৃজৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সামর্থ্যবান্ অজ ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মা আপনাকে বলবান্ মনে করিয়া অদৃশ্য রূপ দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—কদাচিদাত্মনো বলিষ্ঠত্বং পারোক্ষ্যঞ্চ ভাবয়ামাস। তাভ্যাঞ্চ সাধ্যাঃ পিতরশ্চ বভূবুস্তে চ হব্যকব্যে বভূবতুরিত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। ঊর্জ্জস্বন্তং সত্ত্ববন্তং তেন সত্ত্বেন সাধ্যান্ গণান্ পরোক্ষেণ পারোক্ষ্যেণ চ পিতৃগণান্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন সময় ব্রহ্মা নিজেকে বলিষ্ঠ এবং পারোক্ষ্য (অদৃশ্য) রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। সেই দুইটি রূপের দ্বারা সাধ্য (দেবগণ) ও পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন, এবং তাহাদের নিমিত্ত হব্য ও কব্য সৃষ্টি হইল—ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'ঊর্জ্জস্বন্তং'—সত্ত্বযুক্ত (অর্থাৎ বল-যুক্ত), সেই সত্ত্বের দ্বারা সাধ্যগণকে (দেবগণকে) এবং পারোক্ষ্য (অদৃশ্য) রূপের দ্বারা পিতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪২ ॥

মধ্ব—ঊর্জ্জং সারান্নমুদ্দিষ্টং তদ্দেবপিতৃভক্ষণমিতি ব্রাহ্মে ॥ ৪২ ॥

———

ত আত্মসর্গং তৎকায়ং পিতরঃ প্রতিপেদিরে।
সাধ্যেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ কবয়ো যদ্বিতন্বতে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—তে (সাধ্যাঃ) পিতরঃ (চ) আত্মসর্গং (আত্মনঃ সর্গঃ যস্মাৎ তং) তৎকায়ং (ব্রহ্মণা সৃষ্টং

কায়ং) প্রতিপেদিরে (জগৃহুঃ) যৎ (যেন সম্প্রদানত্ব-নিমিত্তেন কায়েন) কবয়ঃ (কর্ম্মকোবিদাঃ) সাধ্যেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ চ বিতন্বতে (শ্রাদ্ধাদিনা হব্যং কব্যং চ দদতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ব্রহ্মার যে অদৃশ্য কায় হইতে সধ্যগণ ও পিতৃগণের সৃষ্টি হইল, তাঁহারা নিজের উৎপাদক সেই অদৃশ্য কায়ই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কায়কেই সম্প্রদানের নিমিত্ত করিয়া কর্ম্মমার্গীয় পণ্ডিতগণ, সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদির দ্বারা হব্য-কব্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তে সাধ্যাঃ পিতরশ্চ তং কায়ং অনুরূপমিত্যর্থঃ। যদ্ যতো হেতোর্বিতন্বতে সাধ্যেভ্যো হব্যমন্নং পিতৃভ্যঃ কব্যমন্নং শ্রাদ্ধাদিনা সমর্পয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে'—সেই সাধ্যগণ ও পিতৃগণ, 'তৎ'—সেই শরীর, অর্থাৎ অনুরূপ শরীর (বলযুক্ত শরীর দেবগণ এবং অদৃশ্য শরীর পিতৃগণ) গ্রহণ করিলেন। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে, 'বিতন্বতে'—পূজা করা হয় ; অর্থাৎ সাধ্যগণের নিমিত্ত হব্য অন্ন এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কব্য অন্ন শ্রাদ্ধাদির দ্বারা (বিজ্ঞ জন) সমর্পণ করিয়া থাকেন—এই অর্থ ॥৪৩॥

সিদ্ধান্ বিদ্যাধরাংশ্চৈব তিরোধানেন সোঽসৃজৎ।
তেভ্যোঽদদাৎ তমাত্মানমন্তর্দ্ধানাখ্যমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (ব্রহ্মা) তিরোধানেন (দৃশ্যত্বে সত্যপি অন্তর্দ্ধানশক্ত্যা) সিদ্ধান্ বিদ্যাধরান্ চ (দেববিশেষান্) এব অসৃজৎ। তেভ্যঃ (সিদ্ধাদিভ্যঃ) অন্তর্দ্ধানাখ্যম্ অদ্ভুতম্ আত্মানং (শরীরম্) অদদাৎ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা দৃশ্যত্ব সত্ত্বেও অন্তর্হিত হইবার শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য সেই 'অন্তর্দ্ধান' নামক দেহ তাহাদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—কদাচিৎ সঃ অন্তর্দ্ধানং ভাবয়ামাস। তস্মাচ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরা বভূবুরিত্যাহ—সিদ্ধানিতি ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্দ্ধানং'—একসময় ব্রহ্মা তিরোধান, অর্থাৎ দৃশ্যত্ব সত্ত্বেও অন্তর্দ্ধান হইবার শক্তি-বিশিষ্ট নিজেকে মনে করিয়াছিলেন। সেই অন্তর্হিত হইবার শক্তি হইতেই সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ উৎপন্ন হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'সিদ্ধান্' ইত্যাদি শ্লোকে ॥ ৪৪ ॥

স কিন্নরান্ কিম্পুরুষান্ প্রত্যাত্মেনাসৃজৎ প্রভুঃ।
মানয়ন্নাত্মনাত্মানমাত্মাভাসং বিলোকয়ন্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ সঃ (ব্রহ্মা) আত্মাভাসং (প্রতিবিম্বং) বিলোকয়ন্ আত্মানা আত্মানং (সুন্দরং) মানয়ন্ প্রত্যাত্মেন (প্রতিবিম্বেন) কিন্নরান্ কিংপুরুষান্ (চ) অসৃজৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ব্রহ্মা স্বীয় প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া প্রতিবিম্বদর্শী নিজেই নিজেকে সুন্দর বলিয়া মনে মনে কল্পনাপূর্ব্বক আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা নরাকৃতি কিন্নর ও কিংপুরুষগণের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনঃ প্রতিবিম্বং ভাবয়ামাস। তস্মাচ্চ কিন্নর-কিংপুরুষা বভূবুরিত্যাহ—স কিমিতি। প্রত্যাত্মেন প্রতিবিম্বেন। অহং সুন্দর ইত্যাত্মনৈবাত্মানং মানয়ন্, আত্মাভাসং মুকুরম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা নিজের প্রতিবিম্ব চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে কিন্নর ও কিম্পুরুষগণ উৎপন্ন হইল, ইহা বলিতেছেন—'স কিন্নরান্', ইত্যাদি। 'প্রত্যাত্মেন'—প্রত্যাত্মা বলিতে প্রতিবিম্ব, তাহার দ্বারা। 'আমি সুন্দর'—এইরূপ নিজেই নিজেকে, 'মানয়ন্'—চিন্তা করিয়া। 'আত্মাভাসং' —মুকুর (আদর্শ, প্রতিবিম্ব) ॥ ৪৫ ॥

তে তু তজ্জগৃহু রূপং ত্যক্তং যৎ পরমেষ্ঠিনা।
মিথুনীভূয় গায়ন্তস্তমেবোষসি কর্ম্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—পরমেষ্ঠিনা (ব্রহ্মণা) যৎ (রূপং) ত্যক্তং তৎ (প্রতিবিম্বরূপং) তে (কিন্নরাদয়ঃ) জগৃহুঃ। উষসি (প্রাতঃকালে) কর্ম্মভিঃ (তৎপরাক্রমানুবর্ণনৈঃ) মিথুনীভূয় (স্ত্রীপুরুষৌ মিলিতাঃ) তং (ব্রহ্মাণম্) এব গায়ন্তঃ (সন্তঃ জাতাঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এই সকল কিন্নর ও কিংপুরুষগণ ব্রহ্মার পরিত্যক্ত প্রতিবিম্বরূপ শরীর গ্রহণ করিয়াছে এবং

উষাকালে পরস্পর মিথুনীভূত হইয়া ব্রহ্মার পরাক্রমের অনুবর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মার গুণ গান করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ প্রত্যাত্মং স্ত্রীপুংসয়োঃ পারস্পরিকদর্শনরূপমভূদতস্তেঽপি তদেব জগৃহুরিত্যাহ—তে ত্বিতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই প্রতিবিম্ব স্ত্রী ও পুরুষগণের পরস্পর দর্শনরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহারা তাহাই (ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই প্রতিবিম্ব-রূপ শরীর) গ্রহণ করিল, ইহা বলিতেছেন—'তে তু', ইত্যাদি ॥ ৪৬ ॥

দেহেন বৈ ভোগবতা শয়ানো বহুচিন্তয়া ।
সর্গেঽনুপচিতে ক্রোধাদুৎসসর্জ্জ হ তদ্বপুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—সর্গে অনুপচিতে (বৃদ্ধিম্ অপ্রাপ্তে সতি) বহুচিন্তয়া ভোগবতা (ভোগঃ আভোগঃ বিস্তারঃ পাদাদিপ্রসারণং তদ্বতা) বৈ দেহেন শয়ানঃ ক্রোধাৎ তৎ (ভোগক্রোধযুক্তং) বপুঃ উৎসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা এই প্রকারে সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না দেখিয়া চিন্তাকুল-হৃদয়ে করচারণ-প্রসারণযুক্ত স্থুল শরীরে শয়ান থাকিলেন ও তৎপরে ক্রোধবশতঃ ঐ শরীর দূরে বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—মনসৈব শয়ানং দেহং তত্যাজ ; স চাহিসর্পাদিরূপো বভূবেত্যাহ—দেহেতি । ভোগ আভোগো বিস্তারস্তদ্বতা পাদাদি-প্রসারণবতেত্যর্থঃ। বহুচিন্তয়া সর্গে অনুপচিতে সতি কথং মে সৃষ্টিঃ সিদ্ধ্যেদিতি ভাবনয়া ততশ্চ চিন্তামধ্য এব কশ্চিদবিবেকোঽভূৎ যতো মহান্ ক্রোধো বভূব। ক্রোধানন্তরং তদ্বপুঃ উৎসসর্জ্জ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শয়ানঃ'—মনের দ্বারাই শয়ান দেহ ত্যাগ করিলেন, তাহাই (ব্রহ্মার পরিত্যক্ত শয়ান দেহই) অহি, সর্প প্রভৃতি রূপ হইল, ইহা বলিতেছেন—'দেহেন' ইতি। 'ভোগবতা'—ভোগ বলিতে আভোগ, অর্থাৎ বিস্তার (সর্পশরীরের আকার), তদ্ যুক্ত অর্থাৎ পাদাদির প্রসারণ-যুক্ত (দেহের দ্বারা), এই অর্থ। 'বহু চিন্তয়া'—বহু চিন্তার দ্বারা, অর্থাৎ সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না বলিয়া, কি প্রকারে আমার সৃষ্টি সিদ্ধ হইবে এইরূপ ভাবনার দ্বারা। তারপর চিন্তার মধ্যেই কোন অবিবেক উৎপন্ন হইল, যাহা হইতে মহান্ ক্রোধ সঞ্জাত হইল। ক্রোধের পর সেই শরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

যেঽহীয়ন্তামুতঃ কেশা অহয়স্তেঽঙ্গ জজ্ঞিরে ।
সর্পাঃ প্রসর্পতঃ ক্রূরা নাগা ভোগোরুকন্ধরাঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গ (বিদুর) ! অমুতঃ (অমুষ্মাৎদেহাৎ) যে কেশাঃ অহীয়ন্ত (প্রচ্যুতাঃ) তে অহয়ঃ জজ্ঞিরে। প্রসর্পতঃ (পাদাদ্যাকুঞ্চনাদিনা প্রচলতঃ অমুতঃ) ভোগোরুকন্ধরাঃ (ভোগেন ফণেন উরু বিস্তীর্ণা কন্ধরা যেষাং তে) ক্রূরাঃ নাগাঃ (ন অগাঃ অতিবেগবন্তঃ) সর্পাঃ (জাতাঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মার ঐ পরিত্যক্ত শরীর হইতে যে সকল কেশ চ্যুত হইল, তাহাই অহি হইয়া জন্মিল, পাদাদিকুঞ্চনদ্বারা গমনশীলতাপ্রযুক্ত উহাদের নাম 'সর্প'; এবং এই নিমিত্তই উহাদিগকে 'নাগ' বা অতিশয় বেগবান্ও বলা যায় ; আর উহারা ব্রহ্মার ভোগবিশিষ্ট শরীর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ভোগ অর্থাৎ ফণাদিদ্বারা উহাদের কন্ধর বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে ; উহারা সকলেই ক্রোধযোগে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অত্যন্ত ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অমুতঃ অমুষ্মাদ্দেহাৎ যে কেশা অহীয়ন্ত বিচ্যুতাস্তে অহয়ো জাতাঃ। প্রসর্পতঃ পাদাদ্যাকুঞ্চনৈঃ প্রচলতোঽমুষ্মাদ্দেহাদ্ যে হস্তপাদাদ্যা বিচ্যুতাস্তে সর্পাঃ, যে চ মুণ্ডকন্ধরাদ্যাস্তে নাগাঃ। কীদৃশাঃ ? ভোগবতো জাতত্বাৎ ভোগেন ফণেন উরু বিস্তীর্ণা কন্ধরা যেষাং তে। সর্ব্বে চ ক্রোধযোগাৎ ক্রূরাস্তেষামবান্তর-জাতিভেদঃ সর্পসিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(একই দেহ হইতে উৎপন্ন সর্পগণের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন)—'অমুতঃ'—ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই ভোগযুক্ত শরীর হইতে যে কেশগুলি 'অহীয়ন্ত'—বিচ্যুত হইল, তাহারাই অহি (অ—হা ত্যাগ করা + ই সংজ্ঞার্থে, সর্প) হইল। 'প্রসর্পতঃ'—ব্রহ্মার দেহত্যাগকালে পদাদির আকুঞ্চনের দ্বারা সেই দেহ হইতে যে হস্ত, পাদাদি বিচ্যুত

হইয়াছিল, তাহারাই (গতিযুক্ত বলিয়া) সর্প, এবং যাহা মুণ্ড, কন্ধর প্রভৃতি, তাহারা নাগ। কিপ্রকার নাগ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভোগোরু-কন্ধরাঃ'—ভোগ (বিস্তার), অর্থাৎ ভোগযুক্ত ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ফণার দ্বারা বিস্তীর্ণ কন্ধর যাহাদের, তাহারা নাগ। সকল সর্পগণই ক্রোধযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহারা সকলেই ক্রূর (হিংস্র ও খল)। তাহাদের অবান্তর জাতিভেদ সর্প-সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

———

স আত্মানং মন্যমানঃ কৃতকৃত্যমিবাত্মভূঃ।
তদা মনূন্ সসর্জ্জান্তে মনসা লোকভাবনান্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(যদা) সঃ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) আত্মানং কৃতকৃত্যম্ ইব মন্যমানঃ (অভূৎ) তদা অন্তে মনসা লোকভাবনান্ (লোকপালকান্) মনূন্ সসর্জ্জ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—সেই সময়ে ব্রহ্মা আপনাকে কৃতকার্য্য জানিয়া অবশেষে মন দ্বারা নিখিল লোকোৎপত্তির হেতু মনুদিগকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—চিন্তানন্তরং সৃষ্টির্ম্মে পূর্ণৈব সম্পদ্যতেতি মনসি যদা মিথুনং সিসৃক্ষতস্তস্য আনন্দো বভূব, তদা তস্মাৎ মনবো অভবংস্তে চ সৃষ্টিপূর্ত্তিময়ীং পুরুষাকারতাং জগৃহুরিত্যাহ— স আত্মানমিতি দ্বাভ্যাম্। মনূনিতি তেষু তদানীং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ প্রকটঃ সর্ব্বৈরদৃশ্যত। অন্যে চ যথাসময়ং দৃশ্যা ইতি জ্ঞেয়ম্। অত্রান্তে ইতি পদোপন্যাসান্মনুসর্গোঽয়ং সর্ব্বান্তিমো জ্ঞেয়ঃ। অতএব তদনন্তরং বক্ষ্যমাণোঽপি ঋষিসর্গ এতৎ পূর্ব্বত্রৈব জ্ঞেয়ঃ। অত্র দশম-দ্বাদশ-বিংশাধ্যায়েষু কুচিৎ ক্রমেণ কুচিন্মণ্ডূকপ্লুতি-সিংহাবলোকাদিন্যায়াৎ ক্রমাতিক্রমেণাপ্যুক্তানাং সর্গাণাময়ং ক্রমো জ্ঞেয়ঃ—প্রথমং পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা-সর্গঃ; ততো বনস্পতির্বৃক্ষাদি-সর্গঃ; ততঃ সর্পাদি-সর্গঃ (ততো গোমহিষ্যাদি-সর্গঃ; ততো যক্ষরাক্ষসাসুর-কিন্নর-কিংপুরুষাদি-সর্গঃ) ততশ্চ সনকাদিমরীচ্যাদি-সর্গঃ ততো মনুষ্যসর্গঃ; সর্ব্বান্তে মনুসর্গস্ততঃ পূর্ব্বসৃষ্টা অপি স্ত্রীপুংস্বরূপেণ বর্দ্ধন্তে স্মেতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনেক চিন্তার পর 'আমার সৃষ্টি পূর্ণ হউক'—এইরূপে যখন মনে মিথুন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন ব্রহ্মার মনে আনন্দ হইল, তখন তাহা হইতে মনুগণ উৎপন্ন হইলেন এবং তাহারা সৃষ্টির পূর্ণতারূপ পুরুষ আকার প্রাপ্ত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'স আত্মানং', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'মনূন্'—মনুদিগকে সৃষ্টি করিলেন—ইহা বলায়, তাঁহাদের মধ্যে তৎকালে স্বায়ম্ভুব মনু প্রকট হইয়া সকলের দৃশ্য হইয়াছিলেন। অপরাপর মনুগণও যথাসময়ে দৃশ্য হইবে, ইহা জানিতে হইবে। এখানে 'অন্তে'—(অবশেষে অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্যের শেষে) এইরূপ পদ উপন্যস্ত হওয়ায় এই মনু-সৃষ্টি ব্রহ্মার সর্ব্বান্তিম অর্থাৎ সকলের শেষ সৃষ্টি, ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব ইহার পর বক্ষ্যমাণ ঋষিগণের সৃষ্টিও এই মনু-সৃষ্টির পূর্ব্বেই হইয়াছিল, ইহা জানিতে হইবে।

এই তৃতীয় স্কন্ধের দশম, দ্বাদশ এবং বিংশ অধ্যায়সমূহে কোথাও ক্রম অনুসারে, কোথাও মণ্ডূক-প্লুতি এবং কোথাও বা সিংহাবলোকন ন্যায় অনুসারে ক্রম অতিক্রম করিয়া বর্ণিত সৃষ্টি সকলের এইরূপ (নিম্নে প্রদত্ত) ক্রম জানিতে হইবে। [মণ্ডূকপ্লুতি ন্যায়—ভেক যেমন এক স্থান হইতে লাফাইয়া কিছু স্থান বাদ দিয়া অন্য স্থানে বসে, সেইরূপ কোন কথা বলিতে বলিতে, মধ্যে অন্য কথা বলিয়া, আবার সেই কথা প্রযুক্ত হইলে, এই ন্যায়ের অবসর হয়। সিংহাবলোকন ন্যায়—সিংহ কোনও মৃগ বধ করিয়া অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিপাত করত দেখে অন্য মৃগ আছে কিনা—এইরূপ শব্দের পূর্ব্বে ও পরে অন্বয়-স্থলে এই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হয়।] সৃষ্টি-ক্রম যথা—প্রথমে পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার সৃষ্টি (১৮ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে বর্ণিত পঞ্চ-ভেদযুক্তা অবিদ্যা, যথা— তমঃ, মোহ, মহাতমঃ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, ইহাদের অপর নাম—অজ্ঞান, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ), তারপর বনস্পতি, বৃক্ষ প্রভৃতির সৃষ্টি, তারপর সর্পাদির সৃষ্টি, (তারপর গো, মহিষ প্রভৃতির সৃষ্টি, তারপর যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, কিন্নর ও কিম্পুরুষাদির সৃষ্টি), তারপর সনকাদি ও মরীচিগণের সৃষ্টি, তারপর মনুষ্যসৃষ্টি। সকলের শেষে মনুসৃষ্টি,

তাহাতে পূর্ব্বসৃষ্ট প্রাণিগণও স্ত্রী ও পুরুষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

তেভ্যঃ সোঽত্যসৃজৎ স্বীয়ং পুরং পুরুষমাত্মবান্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা যে পুরাসৃষ্টাঃ প্রশশংসুঃ প্রজাপতিম্ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ সঃ (ব্রহ্মা) স্বীয়ং পুরুষং (পুরুষাকারং) পুরং (দেহম্) অত্যসৃজৎ (দদৌ)। তান্ (মনূন্) দৃষ্ট্বা যে পুরা (তেভ্যঃ পূর্ব্বং) সৃষ্টাঃ (দেবাদয়ঃ তে) প্রজাপতিং (ব্রহ্মাণং) প্রশশংসুঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা মনুগণকে স্বীয় পুরুষাকার দেহ প্রদান করিলেন। যে সকল ব্যক্তি অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ মনুদিগকে অবলোকন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বীয়ং পুরং পুরুষাকারং দেহং অত্যসৃজৎ দদৌ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বীয়ং পুরং'—ব্রহ্মা মনুগণকে নিজের পুরুষাকার দেহ প্রদান করিলেন ॥৫০॥

মধ্ব—যে পুরা সৃষ্টা দেবাঃ। দৃষ্ট্বা তু পৌরুষীং সৃষ্টিং দেবাঃ সুকৃতমূচিরে ইতি ॥ ৫০ ॥

অহো এতজ্জগৎস্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতম্ ।
প্রতিষ্ঠিতা ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদাম হে ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—হে জগৎস্রষ্টঃ, (ব্রহ্মন্)! অহো বত এতৎ (মনুসর্গঃ) তে (ত্বয়া যৎ) কৃতং (তৎ) সুকৃতম্ ; যস্মিন্ (মনুসর্গে) ক্রিয়াঃ (অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ) প্রতিষ্ঠিতাঃ (বয়ং সর্ব্বে) সাকং (সহ) অন্নং (হবির্ভাগাদি) অদাম (ভক্ষয়াম) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে জগৎস্রষ্টা, আহা! আমাদের সাতিশয় আনন্দের বিষয় সম্পাদন করিয়াছেন ; আপনি মনুগণকে সৃষ্টি করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন ; ইহাতে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং আমরা সকলে একত্র হইয়া হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—হে জগৎস্রষ্টস্তে ত্বয়া যস্মিন্মনুসর্গে সতি ক্রিয়া অগ্নিহোত্রাদ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবেয়ুস্তৈর্মনুভিঃ পালনাদিতি ভাবঃ। সাকং সহৈব বয়ং সর্ব্বে অন্নং হবির্ভাগাদি অদাম ভক্ষয়াম হে ইতি পৃথক্ পদম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে জগৎস্রষ্টঃ'—হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, 'তে—ত্বয়া', আপনি এই মনুগণকে সৃষ্টি করিয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। 'যস্মিন্'—এই মনুসর্গে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াসকল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, কারণ সেই মনুগণই ইহা রক্ষা করিবেন ; এই ভাব। 'সাকং'—আমরা সকলে একত্র হইয়া, 'অন্নং অদাম'—ইহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিব। 'হে'—ইহা পৃথক পদ ॥ ৫১ ॥

তপসা বিদ্যয়া যুক্তো যোগেন সুসমাধিনা ।
ঋষীনৃষির্হৃষীকেশঃ সসর্জ্জাভিমতাঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—তপসা (জ্ঞানেন) বিদ্যয়া (উপাসনয়া) সুসমাধিনা (বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যযুক্তেন সমাধিনা) যোগেন (আসনাদিনা) যুক্তঃ হৃষীকেশঃ (স্ববশেন্দ্রিয়ঃ সন্) ঋষিঃ (ব্রহ্মা) ঋষীন্ (ঋষিরূপান্) অভিমতাঃ (প্রিয়াঃ) প্রজাঃ সসর্জ্জ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি অষ্টাঙ্গযোগ এবং বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত সমাধিদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত করিয়া ঋষিরূপ অন্যবিধ অভিমত প্রজা অর্থাৎ ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন ॥৫২॥

বিশ্বনাথ—ততো বিদ্যয়া যুক্তস্য ব্রহ্মণো মানুষীসৃষ্টিমাহ—তপসেতি। বিদ্যা উপাসনা যোগোঽষ্টাঙ্গঃ সুসমাধির্জ্ঞানবৈরাগ্যে হৃষীকেশঃ স্ব-বশেন্দ্রিয়ঃ সন্ ঋষীন্ সনকাদীন্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর বিদ্যার দ্বারা যুক্ত ব্রহ্মার মানুষী-সৃষ্টি বলিতেছেন—'তপসা ইতি'। বিদ্যা বলিতে উপাসনা, যোগ—অষ্টাঙ্গ যোগ, সু-সমাধি—জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মা 'হৃষীকেশঃ'—নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া, 'ঋষীন্'—সনকাদি ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৫২ ॥

মধ্ব—

যত্রাপি তু হরের্নাম তদন্যত্র প্রযুজ্যতে।

তদান্তর হরেস্তত্র গৃহীতি নান্যথা ভবেৎ ॥
স্বাতন্ত্র্যাদবরত্বং চ পরস্যাপি প্রযুজ্যতে ।
স্থিতস্যাপি যথারাজ্ঞঃ স্বানাং জয়পরাজয়ৌ ॥
ইতি পাদ্মে । অতো হৃষীকেশো ব্রহ্মান্তর্য্যামী ॥৫২॥

তেভ্যশ্চৈকৈকশঃ স্বস্য দেহস্যাংশমদাদজঃ ।
যত্তৎ সমাধিযোগর্দ্ধি-তপোবিদ্যাবিরক্তিমৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে জগৎসৃষ্টি-র্নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তৎ (পূর্ব্বোক্তং) সমাধিযোগর্দ্ধিত-পোবিদ্যাবিরক্তিমৎ (সমাধিঃ চ যোগঃ চ ঋদ্ধিঃ ঐশ্বর্য্যং চ তপশ্চ বিদ্যা চ বিরক্তিঃ চ বিদ্যন্তে যস্মিন্ তৎ) যৎ (শরীরং তস্য) স্বস্য দেহস্য একৈকশঃ অংশঃ তেভ্যঃ (ঋষিভ্যঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) অদাৎ (দদৌ) ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তিনি তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া স্বীয় দেহের এক এক অংশ, যাহাতে সমাধি, যোগ-সমৃদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, বিদ্যা ও বৈরাগ্য বর্ত্তমান, তাহা প্রদান করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—কিন্তদ্দেহং যস্যাংশমদাদিত্যত আহ—সমাধির্জ্ঞানঞ্চ যোগশ্চ ঋদ্ধিরণিমাদ্যৈশ্বর্য্যঞ্চ তপশ্চ বিদ্যা চ বিরক্তিশ্চ বিদ্যন্তে যস্মিংস্তৎ । এতদনন্তরং রুদ্রোদ্ভবস্ততশ্চ মরীচ্যাদিসৃষ্টির্দ্বাদশাধ্যায়ে জ্ঞেয়াঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
তৃতীয়ে বিংশতিতমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহস্য অংশং'—ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে এক এক করিয়া নিজদেহের এক এক অংশ প্রদান করিলেন। সেই দেহ কি, যাহার অংশ প্রদান করিলেন ? ইহাতে বলিতেছেন—'যৎ'—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগ, ঋদ্ধি বলিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, তপস্যা, বিদ্যা এবং বৈরাগ্য—এই সমস্ত যাহাতে বিদ্যমান, সেই দেহ। ইহার পর রুদ্রদেবের উদ্ভব, তাহার পর মরীচি প্রভৃতির সৃষ্টি পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে জানিতে হইবে ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২০ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ তাৎপর্যে বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি তৃতীয়স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতয়স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

একোবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবিদুর উবাচ—

স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোর্ব্বংশঃ পরমসম্মতঃ ।
কথ্যতাং ভগবন্ যত্র মৈথুনেনৈধিরে প্রজাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশতি অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবৎপ্রসাদে মনুকন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম ঋষির বিবাহ-ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা কর্দ্দম-প্রজাপতিকে প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ করিলে কর্দ্দমঋষি সরস্বতীতীরে গমন করিয়া দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। গরুড়-বাহন্ বিষ্ণু বরদ-মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দান করিলে কর্দ্দমঋষি বিষ্ণুকে স্তব করিয়া বলিলেন যে, বিষ্ণুর নিকট সকাম প্রার্থনা নিন্দনীয় হইলেও বিষ্ণুই অশেষ পুরুষার্থের মূল পুরুষ ; তাঁহার নিষ্কামভক্তের কোনও ভয় নাই—তাঁহারা কামহত লোকানুগত কর্ম্মজড় পশুতুল্য নরগণকে অনাদর করিয়া সর্ব্বতোভাবে হরি-চরণাশ্রয় ও হরিগুণামৃত-পানে মত্ত। ত্রিনাভি কাল-চক্রসমুদয় জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হইলেও ভগবদ্ভক্তের আয়ু হরণ করিতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বায়ম্ভুব মনুর তরুণী কন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দমের উদ্বাহবন্ধন ও কর্দ্দমের ঔরসে নয়টী কন্যা ও পরে কপিলদেবের প্রকটের কথা কীর্ত্তন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি কর্দ্দম সরস্বতী-নদীর তীরস্থ বিন্দুসরোবর-তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় স্বর্ণবিমানে স্বায়ম্ভুব মনু, ভার্য্যা শতরূপা ও কন্যা দেবহূতিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। কর্দ্দমমুনি স্বায়ম্ভুব মনুকে যথোচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার আগ-মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবিদুরঃ উবাচ--হে ভগবন্, (মৈত্রেয়)! যত্র (বংশে স্ত্রী পুংসোঃ) মৈথুনেন প্রজাঃ এধিরে (এধাঞ্চক্রিরে বর্দ্ধিতাঃ অভবন্) স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ পরমসম্মতঃ (সাধুভিঃ আদৃতঃ সঃ) বংশ চ কথ্য-তাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিদুর কহিলেন,—হে ভগবন্ মৈত্রেয়, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ সাধুগণকর্ত্তৃক অতিশয় সম্মানযুক্ত, এই বংশে মিথুন-ধর্ম্মদ্বারা যে প্রকারে প্রজা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করুন্ ॥ ১॥

বিশ্বনাথ---

একবিংশে তপস্তুষ্টঃ কর্দ্দমেন স্তুতো হরিঃ ।
বিবাহ-ঘটনামাহ মনুস্তত্রাজগাম চ ॥ ০ ॥

এধিরে এধাঞ্চক্রিরে ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই এক-বিংশতি অধ্যায়ে কর্দ্দম ঋষির তপস্যায় তুষ্ট শ্রীহরি তাঁহার দ্বারা স্তুত হইয়া বিবাহ-ঘটনা বলেন এবং সেখানে স্বায়ম্ভুব মনুও আগমন করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'এধিরে'—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১ ॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য বৈ ।
যথা ধর্ম্মং জুগুপতুঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—স্বায়ম্ভুবস্য (মনোঃ) বৈ সুতৌ প্রিয়-ব্রতোত্তানপাদৌ যথা (যেন প্রকারেণ) ধর্ম্মং সপ্তদ্বীপ-বতীং মহীং (পৃথ্বীং চ) জুগুপতুঃ (ররক্ষতুঃ, তন্মে বদ ইতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র ; তাঁহারা ধর্ম্ম এবং সপ্তদ্বীপবতী এই মহীকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন (তাহা বর্ণনা করুন) ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মানতিক্রমেণ যথা জুগুপতুস্তন্মে বদেতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ---'যথা-ধর্ম্মং'—ধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, 'তন্মে বদ' —তাহা আমার নিকট বলুন—ইহা তৃতীয় (অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্ক ধৃত) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে ॥ ২ ॥

তস্য বৈ দুহিতা ব্রহ্মন্ দেবহূতীতি বিশ্রুতা ॥
পত্নী প্রজাপতেরুক্তা কর্দ্দমস্য ত্বয়ানঘ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (নিষ্পাপ) ! (হে) ব্রহ্মন্, (মৈত্রেয়) ! তস্য (মনোঃ) বৈ দেবহূতিঃ ইতি (নাম্না) বিশ্রুতা (প্রসিদ্ধা) দুহিতা কর্দ্দমস্য প্রজা-

পতেঃ পত্নী (ইতি) ত্বয়া উক্তা ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার মুখে শুনিয়াছি যে, স্বায়ম্ভুব মনুর দেবহূতি নামে প্রসিদ্ধা এক দুহিতা ছিলেন ; হে নিষ্পাপ ! তিনিই প্রজাপতি কর্দ্দমের পত্নী হইয়াছিলেন—ইহাও আপনি বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেবহূতীতি দেবহূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'দেবহূতীতি'— দেবহূতি নামক, এই অর্থ ॥ ৩ ॥

তস্যাং স বৈ মহাযোগী যুক্তায়াং যোগলক্ষণৈঃ ।
সসর্জ্জ কতিধা বীর্য্যং তন্মে শুশ্রূষবে বদ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ মহাযোগী (কর্দ্দমঃ) যোগলক্ষণৈঃ (যমাদিভিঃ) যুক্তায়াং তস্যাং (দেবহূত্যাং) কতিধা বীর্য্যং সসর্জ্জ (কতিপুত্রান্ উৎপাদয়ামাস) তৎ শুশ্রূষবে (শ্রবণেচ্ছবে) মে (মহ্যং) বদ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই কর্দ্দম ঋষি মহাযোগী এবং তাঁহার ঐ বনিতাও যমনিয়মাদি-যোগলক্ষণযুক্তা ছিলেন । হে প্রভো ! তিনি ঐ ভার্য্যায় কত সংখ্যক অপত্য উৎপাদন করেন, ইহা শুনিবার জন্য আমার প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলুন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যোগলক্ষণৈর্যমনিয়মাদিভিঃ কতিধা বীর্য্যং সসর্জ্জ, কত্যপত্যানুৎপাদয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগ-লক্ষণৈঃ'—যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগলক্ষণযুক্তা (দেবহূতির গর্ভে) । 'কতিধা বীর্য্যং সসর্জ্জ'—কত সংখ্যক অপত্য উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

রুচির্যো ভগবান্ ব্রহ্মন্ দক্ষো বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
যথা সসর্জ্জ ভূতানি লব্ধ্বা ভার্য্যাঞ্চ মানবীম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, যঃ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ভগবান্ রুচিঃ দক্ষ বা (চ) মানবীং (মনুপুত্রীং) ভার্য্যাম্ (আকূতিং প্রসূতিং চ) লব্ধ্বা ভূতানি (অপত্যানি) যথা সসর্জ্জ চ (তচ্চ বদ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, মহর্ষি রুচি মনুতনয়া আকূতিকে এবং ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রসূতিকে স্ত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে প্রজা উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মানবীং মনোঃ কন্যাং আকূতিং প্রসূতিঞ্চ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মানবীং'—মনুর কন্যা আকূতি এবং প্রসূতিকে (অর্থাৎ রুচি আকূতিকে এবং দক্ষ প্রসূতিকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া, যে প্রকারে প্রজা-সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকট বলুন) ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—প্রজাঃ সৃজ ইতি ব্রহ্মণা উদিতঃ (কথিতঃ সন্) ভগবান্ কর্দ্দমঃ সরস্বত্যাং (তত্তীরে) সহস্রাণাং দশ সমাঃ (অযুতসংবৎসরান্) তপঃ তেপে (অচরৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, বৎস বিদুর—আপনি প্রজাসৃষ্টি করুন, ব্রহ্মা প্রজাপতি কর্দ্দমকে এই কথা বলিলে ঐ কর্দ্দম ঋষি সরস্বতীতটে গমনপূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমা বর্ষাণি দশ সহস্রাণীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাঃ'—বর্ষসমূহ, অর্থাৎ দশ হাজার বৎসর, এই অর্থ ॥ ৬ ॥

ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ ।
সম্প্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মিন্ তপসি) কর্দ্দমঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন (পূজাপ্রকারেণ) প্রপন্নবরদাশুষং (প্রপন্নেভ্যঃ ভক্তেভ্যঃ বরদাতারং) হরিং ভক্ত্যা সংপ্রপেদে (সিষেবে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই তপস্যায় কর্দ্দম ঋষি সমাধিযুক্ত হইয়া পূজা-প্রকার দ্বারা শরণাগত-জনের আশু বরদাতা ভগবান্ শ্রীহরিকে আরাধনা করেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তপশ্চরণানন্তরং তাবতাপি তপসা দর্শনমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ । সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্, ক্রিয়াযোগেন

পূজাপ্রকারেণ। প্রপন্নেভ্যো ভক্তেভ্যো বরাণাং দাশুষং দাতারম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—(দশ সহস্র বৎসর) তপস্যা আচরণের পর, সেই প্রকার তপস্যাতেও দর্শনলাভ না করিয়া, এই অর্থ। সমাধি বলিতে চিত্তের একাগ্রতা, 'ক্রিয়াযোগেন'—পূজা প্রকারের দ্বারা। 'প্রপন্ন-বর-দাশুষং'—প্রপন্ন ভক্তজনকে সকল বর যিনি প্রদান করেন, (সেই হরিকে আরাধনা করিতে লাগিলেন) ॥ ৭ ॥

———

তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ, (বিদুর)! তাবৎ (তদা) পুষ্করাক্ষঃ (কমলনয়নঃ) ভগবান্ প্রসন্নঃ (সন্) কৃতে যুগে (সত্যযুগে) শাব্দং ব্রহ্ম (বেদময়ং) বপুঃ (দেহং) দধৎ তং (কর্দ্দমং) দর্শয়ামাস ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, কর্দ্দম ঋষি ঐ প্রকারে সত্য-যুগে তপস্যা করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং শব্দৈকবেদ্য ব্রহ্মময় মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥

মধ্ব—শব্দবিষয়ং ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তাবদিতি যাবৎ সংপ্রপেদে ইতি পূজায়াং সত্যাং তৎপ্রসাদে বিলম্বাভাবঃ সূচিতঃ। শাব্দং শব্দৈকবেদ্যং যদ্ব্রহ্ম, তন্ময়ং বপুর্দধদিতি শ্রীস্বামি-চরণাঃ। সচ্চিদানন্দময়মাকারং দধৎ প্রকটয়ন্ কর্দ্দমদত্তগন্ধমাল্যনৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ পুষ্যন্নিতি বা ॥৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবৎ'—তৎকালে, এবং 'যাবৎ সম্প্রপেদে'—যখন পূজা করিতে লাগিলেন—ইহার দ্বারা ভক্তিতে পূজা করা হইলে, শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভে বিলম্বের অভাবই সূচিত হইয়াছে। 'শাব্দং'—শব্দৈকবেদ্য অর্থাৎ বেদৈকপ্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম, তন্ময় বপু ধারণ করতঃ—ইহা শ্রীধর স্বামি-পাদের ব্যাখ্যা। এখানে তন্ময় বপু বলিতে সচ্চিদা-নন্দময় আকার প্রকট করতঃ, অথবা—কর্দ্দম ঋষির প্রদত্ত গন্ধ, মাল্য, নৈবেদ্যাদি উপচারের দ্বারা পুষ্ট (অর্চ্চিত) হইয়া ॥ ৮ ॥

———

স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজম্।
স্নিগ্ধনীলালকব্রাত-বক্ত্রাব্জং বিরজাম্বরম্ ॥ ৯ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণম্ ॥১০॥
বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংসদেশে গরুত্মতঃ।
দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তুভকন্ধরম্ ॥১১॥
জাতহর্ষোঽপতন্মূর্দ্ধ্না ক্ষিতৌ লব্ধমনোরথঃ।
গীর্ভিশ্চাভ্যগৃণাৎ প্রীতি-স্বভাবাত্মা কৃতাঞ্জলিঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—বিরজং (নির্ম্মলং) অর্কাভম্ (অর্কস্য সূর্য্যস্য আভা ইব আভা দীপ্তিঃ যস্য তং) সিতপদ্মোৎ-পল-স্রজং (সিতানাং শুভ্রাণাং দিনরাত্রিবিকাশানাং পদ্মানাম্ উৎপলানাং চ স্রক্ মালা যস্য তং) স্নিগ্ধ-নীলালব্রাতবক্ত্রাব্জং (স্নিগ্ধাঃ চিক্কণাঃ চ তে নীলাঃ চ যে অলকাঃ কেশাঃ তেষাং ব্রাতঃ সমূহঃ বক্ত্রাব্জে মুখপদ্মে যস্য তং) বিরজাম্বরং (নির্ম্মলবসনং) কিরী-টিনং (কিরীটধারিণং) কুণ্ডলিনং (কুণ্ডলধারিণং) শঙ্খচক্রগদাধরং শ্বেতোৎপলক্রীড়নকং (শ্বেতোৎপলং ক্রীড়াসাধনং যস্য তং) মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণং (মনসঃ আনন্দজনকং স্মিতং হাস্যম্ ঈক্ষণং দর্শনং যস্য তং) গরুত্মতঃ (গরুড়স্য) অংসদেশে (স্কন্ধে) বিন্যস্তচর-ণাম্ভোজং (বিন্যস্তে নিহিতে চরণাম্ভোজে পাদপদ্মে যেন তম্) খে (আকাশে) অবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং (বক্ষসি শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ যস্য তং) কৌস্তুভকন্ধরং (কৌস্তুভঃ কন্ধরায়াং যস্য তং ভগবন্তং) দৃষ্ট্বা লব্ধমনোরথঃ জাত-হর্ষঃ প্রীতিস্বভাবাত্মা (প্রীতিঃ এব স্বভাবঃ স্বতঃ সিদ্ধঃ ধর্ম্মঃ যস্য তথাবিধঃ আত্মা মনঃ যস্য সঃ কর্দ্দমঃ) মূর্দ্ধ্না (শিরসা) ক্ষিতৌ অপতৎ (দণ্ডবৎ প্রণতবান্) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) গীর্ভিঃ (স্তুতিভিঃ) অভ্যগৃণাৎ (তুষ্টাব) চ ॥ ৯-১২ ॥

অনুবাদ—সেই কর্দ্দমঋষি তপস্যাকালে ঊর্দ্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করায় দেখিতে পাইলেন, ভগবান্ বিষ্ণু দিবাকরের ন্যায় আকাশোপরি প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার গলদেশে শ্বেতপদ্মোৎপল-মালিকা, বদনকমলে স্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলী, কটিতটে নির্ম্মল পীতবসন শোভিত, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এবং হস্তত্রয়ে শঙ্খ, চক্র ও গদা বিরাজমান, চতুর্থ হস্তে শ্বেতোৎপল-রূপ ক্রীড়নক শোভমান এবং হাস্যোদ্ভাসিত দৃষ্টি সকলেরই চিত্তবিনোদিনী, স্বীয় বাহন গরুড়ের স্কন্ধ-

দেশে তাঁহার চরণদ্বয় বিন্যস্ত এবং বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী, কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছে। শ্রীভগবানের এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দভরে কর্দ্দমঋষির পুলকোদ্গম হইল। তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া তিনি মস্তক দ্বারা ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রীতি-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বাক্যদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১২ ॥

বিশ্বনাথ—শঙ্খ-চক্র-গদাধরমিত্যুক্ত্বা চতুর্থে হস্তে পদ্মস্থানে শ্বেতোৎপলমেব ক্রীড়নার্থং ধৃতবানিত্যাহ—শ্বেতেতি। মনঃস্পর্শং দ্রষ্টৃমনঃপ্রমোদজনকং স্মিতমীক্ষণঞ্চ যস্য তম্। প্রীতিরেব স্বভাবঃ স্বতঃসিদ্ধো ধর্ম্মো যস্য সঃ ॥ ৯-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শঙ্খ-চক্র-গদাধরং'—এখানে তিনটি হস্তের দ্বারা পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, সুদর্শন চক্র এবং কৌমুদকী নামক গদা যিনি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে—ইহা বলিয়া চতুর্থ হস্তে পদ্মের স্থানে শ্বেতোৎপলকেই ক্রীড়নের নিমিত্ত যিনি ধারণ করিয়াছেন, (সেই হরিকে দর্শন করিয়া)—ইহা বলিতেছেন—'শ্বেতোৎপল-' ইত্যাদি। 'মনঃস্পর্শ-স্মিতেক্ষণম্' —মনঃস্পর্শ বলিতে দ্রষ্টৃ-জনের মনের আনন্দজনক স্মিত (মৃদুমন্দ হাস্য) এবং ঈক্ষণ (কৃপাকটাক্ষ) যাঁহার, তাঁহাকে। 'প্রীতি-স্বভাবাত্মা'—প্রীতিই যাঁহার স্বভাব, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, সেই কর্দ্দম ঋষি (কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।) ॥৯-১২॥

———

শ্রীঋষিরুবাচ—

জুষ্টং বতাদ্যাখিলসত্ত্বরাশেঃ
সাংসিদ্ধ্যমক্ষ্ণোস্তব দর্শনান্নঃ।
যদ্দর্শনং জন্মভিরীড্য সদ্ভি-
রাশাসতে যোগিনো রূঢ়যোগাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ (কর্দ্দমঃ) উবাচ—(হে) ঈড্য, (পূজ্য)! বত (হর্ষে) অখিলসত্ত্বরাশেঃ (সমগ্রসত্ত্বনিধেঃ) তব দর্শনাৎ নঃ (অস্মাকম্ অস্মাভিঃ ইত্যর্থঃ) অদ্য অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুষোঃ) সাংসিদ্ধ্যং (সাফল্যং) জুষ্টং (সেবিতং প্রাপ্তং) যদ্দর্শনং (যস্য তব দর্শনং) সদ্ভিঃ, (উত্তরোত্তরম্ আপাদিতপ্রকর্ষৈঃ) জন্মভিঃ রূঢ়যোগাঃ (রূঢ়ঃ সিদ্ধঃ যোগঃ যৈঃ তে) যোগিনঃ (অপি) আশাসতে (প্রার্থয়ন্তে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকর্দ্দমঋষি হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন,—হে দেবতা, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বহুতর জন্ম ব্যাপিয়া যোগসিদ্ধ ঋষিগণ যে ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই নিখিল সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া অদ্য আমার নয়নযুগল সার্থক হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অহো মদ্ভাগ্যস্য প্রভোঃ কারুণ্যস্য চ পরমা কাষ্ঠা যদচিরেণৈব দর্শনং লব্ধবানস্মীত্যাহ—জুষ্টমিতি। বতেতি বিস্ময়ে, তব দর্শনান্নোঽস্মাকমক্ষ্ণোঃ সাংসিদ্ধ্যং মমাক্ষিণী অদ্যৈব সম্যক্ সিদ্ধে সফলে জাতে, ইতঃপূর্ব্বমপি সিদ্ধে অক্ষিণী অপ্যনক্ষিণী এবেত্যাস্তামিতি ভাবঃ। তব কীদৃশস্য? অখিলসত্ত্বানামতিনিকৃষ্টসত্ত্বানামিত্যর্থঃ, রাশেঃ রাশিরূপস্যেত্যর্থঃ। নৈতদনুরূপং ময়া সাধনঞ্চ কৃতমিত্যাহ—যদিতি। হে ঈড্য, সদ্ভিরুত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠৈর্বহুভিরপি জন্মভিঃ রূঢ়ো যোগো যৈস্তেঽপি আশাসতে এব, ন তু লভন্তে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! আমার ভাগ্যের এবং মদীয় প্রভু শ্রীহরির কারুণ্যগুণের কি পরম কাষ্ঠা, যে অতি শীঘ্রই দর্শন লাভ করিলাম—ইহা বলিতেছেন—'জুষ্টম্' ইত্যাদি। 'বত'—ইহা বিস্ময় অর্থে। তোমার দর্শন-হেতুই আমাদের নেত্রদ্বয়ের 'সাংসিদ্ধ্যং'—সাফল্য হইল, অর্থাৎ আমার চক্ষুর্দ্বয় অদ্যই সম্যক্‌রূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ সার্থক হইল, ইহার পূর্ব্বে চক্ষু থাকিলেও চক্ষুহীনই (অন্ধই) ছিলাম—এই ভাব। 'অখিলসত্ত্ব-রাশেঃ'—অখিল সত্ত্বসমূহের অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট সত্ত্বসকলের মধ্যে রাশি-রূপ তোমার, (রাশি শব্দে এখানে রূপ, পরম বস্তুর রাশি-চতুষ্টয় রহিয়াছে—যথা, পরব্রহ্মরূপ, ঈশ্বররূপ, বিশ্বরূপ ও লীলা-রূপ, অর্থাৎ সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপবিশিষ্ট তোমার দর্শনে আমার নয়নের সাফল্য হইল)—এই অর্থ। ইহার দর্শনের অনুরূপ আমি সাধনও করি নাই, ইহা বলিতেছেন—'যদ্', যে দর্শন ইত্যাদি। হে ঈড্য—স্তবনীয় (স্তুতির যোগ্য), 'সদ্ভিঃ'—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বহু জন্মের দ্বারা, 'রূঢ়যোগাঃ'—যাঁহাদের যোগ সিদ্ধ

হইয়াছে, তাদৃশ যোগিগণও যে দর্শন আশা করে মাত্র, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৩॥

———

যে মায়য়া তে হতমেধসস্ত্বৎ-
পাদারবিন্দং ভবসিন্ধুপোতম্ ।
উপাসতে কামলবায় তেষাং
রাসীশ কামান্ নিরয়েঽপি যে স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, যে তে (তব) মায়য়া হতমেধসঃ (নষ্টবুদ্ধয়ঃ ভবন্তি তে) ভবসিন্ধুপোতং (ভবার্ণবোত্তরণনৌকাং) ত্বৎপাদারবিন্দং (তব পাদপদ্মং) কামলবায় (কামানাং লবায় তৎ প্রাপ্তুম্) উপাসতে, তেষাং (তেভ্যঃ অপি) কামান্ রাসি (দদাসি), যে (কামাঃ) নিরয়ে (নরকতুল্যশূকরাদি-যোনিষু) অপি স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, ভবদীয় চরণকমল সংসার-সমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ, যাহাদের বুদ্ধি আপনার বহিরঙ্গা-মায়াদ্বারা নষ্ট হইয়াছে, তাহারাই, যে সকল কাম নরকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল তুচ্ছ কামোপভোগের জন্য আপনার ঐ চরণ ভজন করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়, আপনিও তাহাদিগকে ঐ সকল তুচ্ছ কাম প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত এবং কৃপাসমুদ্রমপি ত্বাং সকামতয়া ভজন্তীত্যহো মৌঢ্যং লোকানামিত্যাহ—যে তব মায়য়া হতবুদ্ধয়ো ভবন্তি, তে এব নান্যে, কামলেশায় কামলেশমেব প্রাপ্তুমুপাসতে ; ত্বন্তু তেষাং কামান্ বহূনেব অকামিতানপি রাসি দদাসি ; অন্যথা ভক্তিসুখানভিজ্ঞাস্তে ত্বদ্ভক্তিমপি ত্যক্তুং নৈব বিলম্বেরন্নিতি ভাবঃ। ভক্তেরত্যাগে তু কালে তেঽপি নিষ্কামা ভবেয়ুরেবেত্যাশয়েন দদাসি, ন তু তদ্দানে এব তাৎপর্য্যং ; যতস্তে কলত্রপুত্রকুটুম্বৈশ্বর্য্যাদ্যাঃ কামা নিরয়ে নারক্যামপি যোনৌ স্যুঃ ; কিন্তু স্বর্গনরকয়োঃ কর্ম্মজন্যত্ব-নিয়মনাৎ ত্বদ্দত্তানাং তু তাদৃশানামপি ভোগানাং কর্ম্মজন্যত্বাভাবাৎ বন্ধকত্বাভাবেন নৈব বস্তুতঃ স্বর্গ-নরক-শব্দব্যপদেশস্তদপি তত্তুল্যত্বাত্তথোক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! তুমি এইরূপ কৃপাসমুদ্র হইলেও, তোমাকে সকামভাবে ভজন করিতেছে, অহো! লোকসকলের কি মূঢ়তা, ইহা বলিতেছেন—'যে মায়য়া', যাহারা তোমার মায়ায় নির্বুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারাই, অপরে নহে, 'কামলবায়'—কাম-লেশই (অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষা) লাভের জন্য, তোমার উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু তুমি তাহাদের বহুবিধ কামনাই, না চাহিলেও প্রদান করিয়া থাক, অন্যথা ভক্তিসুখে অনভিজ্ঞ তাহারা তোমার ভক্তিও ত্যাগ করিতে বিলম্ব করিবে না, এই ভাব। ভক্তিত্যাগ না করিলে কিন্তু তাহারাও কালক্রমে নিষ্কাম হইতে পারে, এই আশয়েই তুমি প্রদান কর, কিন্তু উহা সেইরূপ (কামনাপূরণরূপ) দানেই তাৎপর্য্য নয়, যেহেতু সেই সমস্ত কলত্র, পুত্র, কুটুম্ব, ঐশ্বর্য্যাদি কামনাসমূহ নরকে নারকীয় যোনিতেও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মফল-বশতঃই স্বর্গ ও নরকের ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার প্রদত্ত তাদৃশ ভোগসকলের কর্ম্মজন্যত্বের অভাবহেতু বন্ধন হয় না, এইজন্য তাহা বস্তুতঃ কখনই স্বর্গ ও নরক শব্দে বলা চলে না, তথাপি উভয়ের তুল্যত্ব-হেতু ঐরূপ উক্তি—ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

———

তথাপি চাহং পরিবোঢুকামঃ
সমানশীলাং গৃহমেধধেনুম্ ।
উপেয়িবান্ মূলমশেষমূলং
দুরাশয়ঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ অপি (কামান্ নিন্দন্ অপি) তথা (তাদৃশঃ নিন্দনীয়ঃ) সমানশীলাম্ (অনুরূপাং)গৃহমেধধেনুং (গৃহাশ্রমঃ তত্র ধর্ম্মার্থকামত্রিবর্গদোগ্ধ্রীং ভার্য্যাং) পরিবোঢুকামঃ (পরিণেতুম্ ইচ্ছন্) দুরাশয়ঃ (সন্) কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য (কল্পদ্রুমস্য তব) অশেষমূলম্ (অশেষস্য সর্ব্বস্য পুরুষার্থস্য মূলং) মূলম্ (অঙ্ঘ্রিম্) উপেয়িবান্ (উপগতঃ অস্মি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমি সকাম ভক্তদিগের এরূপ নিন্দা করিয়াও অত্যন্ত দুরাশয়তাপ্রযুক্ত স্বয়ং মদনুরূপ-স্বভাববিশিষ্টা গৃহস্থাশ্রমের কামধেনুরূপিণী ত্রিবর্গদোগ্ধ্রী ভার্য্যালাভমানসে নিখিল পুরুষার্থের মূলকারণ কল্পবৃক্ষস্বরূপ ভবদীয় শ্রীচরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়াছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যোঽহং সকামান্নিন্দামি, স চাহমেব সকামেষু মুখ্য ইত্যাহ—তথেতি। গৃহমেধো গৃহাশ্রমস্তত্র ধেনুং ত্রিবর্গদোগ্ধ্রীং ভার্য্যাং পরিণেতুমিচ্ছন্ ধেনুপদেন স্বস্য নির্বুদ্ধিত্বাদ্‌বৃষত্বমুক্তম্। কিঞ্চ, সকামেষ্বপি মধ্যে অহং দুরাশয়ঃ দুরভিপ্রায়ত্বাদিতি নির্বুদ্ধিরিত্যর্থঃ, যতঃ, পরিবোঢ়ুকাম এব কামদুঘাঙ্ঘ্রিপস্য তব মূলমঙ্ঘ্রিমুপেয়িবান্ অশেষাঃ সর্ব্বে এব পদার্থা মূলে যস্য তৎ, 'স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামি'ত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে আমি সকাম জনগণকে নিন্দা করিতেছি, সেই আমিই সকামগণের মধ্যে মুখ্য, ইহা বলিতেছেন—'তথাপি', ইত্যাদি। 'গৃহমেধ-ধেনুং'—গৃহমেধ বলিতে গৃহস্থাশ্রম, সেখানে ধেনু-রূপিণী অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গের দোগ্ধ্রী ভার্য্যা, তাহাকে 'পরিবোঢ়ুকামঃ'—পরিণয় করিতে ইচ্ছা করিয়া (আমি)। এখানে ধেনুপদের উল্লেখের দ্বারা নির্বুদ্ধিত্বহেতু নিজের বৃষত্বই বলা হইল। আরও, সকামদিগের মধ্যেও আমি অতিশয় দুরাশয়, দুরভিপ্রায়হেতু নির্বুদ্ধি-সম্পন্ন, এই অর্থ। যেহেতু পরিণয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াই, কল্পদ্রুম-সদৃশ আপনার চরণকমলে উপস্থিত হইয়াছি। 'অশেষ-মূলং'—অশেষ অর্থাৎ সকল পদার্থই (নিখিল পুরুষার্থই) মূলে যাঁহার, তাদৃশ তোমার চরণতল। শ্রীদশমে (৮১ অধ্যায়ে) শ্রীদামা বিপ্রের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—"স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাম্", ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চনা জীবগণের স্বর্গ ও মুক্তির এবং ভূতলে ও রসাতলে সমস্ত সম্পদ্ ও সকল সিদ্ধির মূল ॥ ১৫ ॥

প্রজাপতেস্তে বচসাধীশ তন্ত্যা
লোকঃ কিলায়ং কামহতোঽনুবদ্ধঃ।
অহঞ্চ লোকানুগতো বহামি
বলিঞ্চ শুক্লানিমিষায় তুভ্যম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধীশ, (হে) শুক্ল (ধর্ম্মমূর্ত্তে), প্রজাপতেঃ (প্রজাপালকস্য) তে (তব) বচসা (বেদবাণীরূপেণ) তন্ত্যা (দাম্না) অয়ং কামহতঃ (কামৈঃ অভিভূতঃ) লোকঃ অনুবদ্ধঃ (পশুবদ্ বদ্ধঃ)। অহং চ কিল লোকানুগতঃ (কামহতঃ সন্) অনিমিষায় (কালাত্মনে) তুভ্যং বলিং বহামি (হরামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে অধীশ, আপনি প্রজাপতি, আপনার বাক্যরূপ তন্ত্রীদ্বারা এই সকল কামোপহত লোক পশুবৎ আবদ্ধ আছে ; হে ধর্ম্মমূর্ত্তে, আমিও ঐ সকল লোকেরই অনুগামী। অতএব কালাত্মা আপনার নিমিত্ত পূজোপহার আহরণ করিয়া ভার্য্যা-লাভে অভিলাষী হইতেছি, (হে প্রভো, আমি যে কেবল কামকামী ব্যক্তিদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া পুত্র-কলত্রাদির বাসনায় ভার্য্যা-লাভেচ্ছু হইতেছি তাহা নহে, কিন্তু দেব, ঋষি ও পিতৃ—এই ঋণত্রয়ের অপনোদনার্থেই আমার এতাদৃশ প্রার্থনা) ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং চেদস্তি বিবেকস্তর্হি নিষ্কাম এব কথং ন ভজসীত্যত আহ—প্রজাপতের্ব্রহ্মণস্তব ত্বদীয়স্য প্রজাঃ সৃজেতি বচসা তন্ত্যা লোকো মরীচ্যাদিঃ। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্' ইতি গীতোক্তেশ্চ সোঽপি ত্বদাজ্ঞানুসারেণৈব বর্ত্তীতি ন তস্যাপি দোষ ইতি তে পদধ্বনিঃ। ননু কামহতো লোকো অনুবদ্ধো ভবতু নাম, ত্বং ত্বকামহতঃ কথং সনকাদিবত্তন্নাতিক্রামসি ? তত্রাহ—অহঞ্চ লোকানুগতঃ তদনুগামিবুদ্ধির্ন তু নারদাদিসদৃশীভবিতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ। অতস্তন্ত্যা বদ্ধো বৃষ ইব বলিং বহামি কর্ম্মময়ীং ত্বদাজ্ঞামনুবর্ত্তে তদর্থমেকাং ভার্য্যামিচ্ছামীত্যর্থঃ। চকারাৎ ত্বদ্ভক্তিঞ্চ করোম্যায়ত্যাং ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থমিতি ভাবঃ। হে শুক্ল, অনিমিষায় কালরূপং ত্বাং প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, যদি এইরূপই তোমার বিবেক হয়, তাহা হইলে নিষ্কামভাবেই কিজন্য ভজন করিতেছ না ? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রজাপতেঃ তে'—নিখিল লোকপালক আপনার অধীন যে প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহার 'প্রজাঃ সৃজ' (৬ষ্ঠ অঙ্ক ধৃত শ্লোক)—প্রজা সৃষ্টি কর—এইপ্রকার বাক্যরূপ রজ্জুর দ্বারা মরীচি প্রভৃতি সমস্ত লোক (কামনাযুক্ত হইয়া পশুর ন্যায় আবদ্ধ আছে)। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা'—ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বে

কল্পারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত জীবসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক—এই প্রকার শ্রীগীতায় (৩।১০) আপনার উক্তি-বশতঃ, সেই ব্রহ্মাও আপনার আজ্ঞানুসারেই বলিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহারও কোন দোষ নাই, ইহা 'তে'—(আপনার) পদের ধ্বনি। দেখুন—অন্য লোক কামাভিভূত হইয়া আবদ্ধ হয়, হউক, তুমি ত অকাম অর্থাৎ নিষ্কামের দ্বারা আবদ্ধ, অতএব সনকাদির ন্যায় সেই কামনা (ভোগবাসনা) কিজন্য পরিত্যাগ করিতেছ না ? ইহাতে বলিতেছেন—'অহঞ্চ লোকানু-গতঃ', আমিও সাংসারিক লোকসকলের অনুগামি-বুদ্ধি, কিন্তু নারদ প্রভৃতির মত হইতে সক্ষম নই—এই অর্থ। অতএব রজ্জুতে আবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায়, 'বলিং হরামি'—অর্থাৎ আপনার কর্ম্মময়ী আজ্ঞার অনুবর্ত্তন করিতেছি, তাহার জন্য একটি ভার্য্যা ইচ্ছা করি—এই অর্থ। 'বলিং চ'—এখানে 'চ'-কারের দ্বারা, এবং আপনাকে প্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার ভক্তিরও অনুষ্ঠান করিতেছি—এই ভাবার্থ। হে শুক্ল! (নির্ম্মল, ধর্ম্মমূর্ত্তে), 'অনিমিষায়'—কালস্বরূপ আপ-নাকে প্রসন্ন করিবার জন্য—এই অর্থ। (এখানে 'ত্বাং প্রসাদয়িতুং'—এই তুমুন্ প্রত্যয় উহ্য থাকায় 'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ'—এই সূত্রে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে, নতুবা দ্বিকর্ম্মক (বহামি) বহ্ ধাতুর যোগে কর্ম্মই হইত।) ॥ ১৬ ॥

———

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ
হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধু-
পীষূষনির্য্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যে) লোকান্ (কামাভিভূতান্ জনান্) লোকানুগতান্ পশূন্ (অজ্ঞান্) চ হিত্বা (অনাদৃত্য) তে (তব) চরণাতপত্রং (চরণরূপম্ আতপত্রং ছত্রম্) শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ তে) পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধু-পীষূষনির্য্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ (ত্বদ্‌গুণানাং বাদঃ কথা, তদেব সীধু মদিরা পীষূষম্ অমৃতং তেন নির্য্যাপিতাঃ নিরস্তাঃ দেহধর্ম্মাঃ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ যৈঃ তাদৃশাঃ ভবন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি কালাত্মক, সে জন্য আমরা আপনার ভয়ে ভীত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকি ; কিন্তু আপনার ভক্তগণের তাদৃশ কোন ভয়ই নাই ; কারণ, তাঁহারা (ভবদীয় ভক্তবৃন্দ) সমুদয় কামো-পহত লোকদিগকে এবং তদনুগত মাদৃশ কর্ম্মজড় পশুদিগকে অনাদর করিয়া আপনার সুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাহাতে পরস্পর আপনার গুণ-কথামৃত-পানে তাঁহাদের দেহধর্ম্ম ক্ষুৎ-পিপাসাদি নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু লোকাঃ পিত্রাদয়ঃ তদাজ্ঞানুবর্ত্তিনঃ পুত্রভ্রাত্রাদয়শ্চ লোকতো ধর্ম্মতশ্চ যশস্বিনঃ সুখিনশ্চ দৃশ্যন্তে কিমিতি তান্ সকামত্বান্নিন্দসি ? পিত্রাদীন্ দুঃখয়তাং নিষ্কামভক্তানাং নিষ্পরিগ্রহাণাং কিং সুখং, কিং বা যশো যতস্তানভিনন্দসি ? ইতি তত্রাহ দ্বাভ্যাং—লোকানিতি। পশূনিতি তেষাং পশুত্বাৎ তত্ত্যাগে দোষো নাস্তীতি ভাবঃ ; যদ্বা, লোকান্ ন্যায়মীমাংসাদি-শাস্ত্রাভিজ্ঞান্ তদনুগতাংস্তদুপদেশবাক্যেষু বিশ্বসতঃ শাস্ত্রানভিজ্ঞান্ তেষামুভয়েষামপি পশুত্বং ভক্তি-রাহিত্যাৎ। চরণমেবাতপত্রমাশ্রিতা ইতি নিরাতপত্রাঃ পশবস্তু জাজ্বল্যন্ত এবেতি ভাবঃ। তেষাং সুখমপরম-প্যাহ—ত্বদ্‌গুণানাং বাদঃ কথনমেব সংসারবিস্মার-কত্বাৎ শীধু মৃত্যুদূরীকরণাদতি-স্বাদুত্বাচ্চ পীযূষং তেনৈব তৎপানেনৈব নির্য্যাপিতা দেহধর্ম্মা বাল্য-পৌগণ্ডাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদয়ো বা যৈস্তে ভবন্তীতি ক্রিয়য়া অন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই জগতে পিত্রাদি এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ যশস্বী এবং সুখী হইয়া থাকেন, ইহা দেখা যায়, অতএব কিজন্য সকামত্ব-হেতু তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন ? অপর পক্ষে—পিতা প্রভৃতিকে দুঃখ প্রদান করিয়া, নিষ্পরিগ্রহ (বিরক্ত, সর্ব্বত্যাগী) নিষ্কাম ভক্তদিগের কি সুখ ? আর তাঁহাদের যশই বা কি ? যাহাতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছেন ? ইহার উত্তরে—দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'লোকান্' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভক্তগণ কামোপহত লোকদিগকে এবং ঐ সকল লোকানুগত আমার ন্যায় কর্ম্মজড় পশুদিগকে অনাদর করিয়া,

তাপ-নিবারকহেতু ছত্রস্বরূপ আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন)। 'পশূন্' ইতি—তাহারা (হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম-জড়) পশু বলিয়াই, তাহাদের ত্যাগে কোন দোষ নাই—এই ভাব। অথবা—'লোকান', যে সকল লোক ন্যায়, মীমাংসাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, এবং যাহারা তাহাদের অনুগত (অনুবর্ত্তী) হইয়া তাহাদের উপদেশ-বাক্যে বিশ্বাস করতঃ শাস্ত্রে (ভক্তিশাস্ত্রে) অনভিজ্ঞ, তাহাদের উভয়েরই ভক্তি-রাহিত্য-হেতু পশুত্বই। 'চরণাতপত্রং শ্রিতাঃ'—চরণই (আপনার পাদপদ্মই) আতপত্র (ছত্র), তাহা যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা বলায় —যাহাদের ছত্র নাই, তাহারা পশুই, অতএব—তাহারা 'জাজ্জ্বল্যন্তে'—পুনঃ পুনঃ প্রজ্জ্বলিতই (ত্রিতাপে দগ্ধই) হইতেছে, এই ভাব। সেই ভক্তগণের অপর সুখও বলিতেছেন—'ত্বদ্‌গুণানুবাদ-' ইত্যাদি, আপনার গুণসমূহের 'বাদঃ'—কথনই সংসারের বিস্মারকত্ব-হেতু শীধু (মদ্য), এবং মৃত্যু-দূরীকরণ ও অতি স্বাদু বলিয়া পীযূষ (অমৃত), তাহার দ্বারাই অর্থাৎ তাহার পানেই, 'নির্য্যাপিত-দেহধর্ম্মাঃ'—নির্য্যাপিত অর্থাৎ নিরাকৃত হইয়াছে দেহধর্ম্ম বলিতে বাল্য-পৌগণ্ডাদি অথবা ক্ষুধা, পিপাসাদি যাহাদের দ্বারা, তাঁহারা (সেই ভক্তগণ)। এখানে 'ভবন্তি' এই উহ্য ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইবে ॥ ১৭ ॥

ন তেঽজরাক্ষভ্রমিরায়ুরেষাং
ত্রয়োদশারং ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব্ব।
ষণ্নেম্যনন্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি
করালস্রোতো জগদাচ্ছিদ্য ধাবৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অজরাক্ষভ্রমিঃ (অজরং ব্রহ্ম, তস্মিন্ অক্ষরূপে ভ্রমিঃ ভ্রমণং) ত্রয়োদশারং (অধিকমাসেন সহ ত্রয়োদশমাসাঃ অরাঃ যস্য তৎ) ত্রিশতং ষষ্টিপর্ব্ব (ত্রিশতং ষষ্টিঃ চ অহোরাত্রাঃ পর্ব্বাণি যস্য তৎ) ষণ্নেমি (ষট্ ঋতবঃ নেময়ঃ যস্য তৎ) অনন্তচ্ছদি (অনন্তাঃ ক্ষণলবাদয়ঃ ছদাঃ পত্রাণি পত্রাকারাঃ ধারাঃ সন্তি যস্য তৎ) ত্রিনাভি (ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ঃ আধারভূতানি বলয়ানি যস্য তৎ) করালস্রোতঃ (তীব্রবেগং) তে (তব) যৎ (সংবৎসরাত্মকং কালচক্রং তৎ) জগৎ আচ্ছিদ্য (আকৃষ্য) ধাবৎ (অপি) এষাং (ত্বদ্‌ভক্তানাম্) আয়ুঃ (আচ্ছিদ্য যাবৎ ন ভবতি) ॥ ১৮॥

অনুবাদ—প্রভো, আপনার ত্রিনাভিরূপ কালচক্র অত্যদ্ভুত ; উহা অজর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষোপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অধিমাস বা মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস ইহার ত্রয়োদশ অর, তিনশতষষ্টি অহোরাত্ররূপ ইহার তিনশতষষ্টি পর্ব্ব, ষড়ৃঋতু ইহার ষড় নেমি, অনন্ত ক্ষণলবাদি ইহার পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধারভূত বলয় ; ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। হে ভগবন্, এই কালচক্র সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান থাকিলেও ইহা আপনার ভক্তগণের আয়ু হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত এব কালং জয়ন্তি, নান্যে ইত্যাহ—ন তে ইতি। যত্ত্রিনাভি কালচক্রং তজ্জগদাচ্ছিদ্য সংহৃত্য ধাবদপি এষাং ত্বদ্ভক্তানাং আয়ুরাচ্ছিদ্য ধাবন্ন ভবতীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং ? অজরং ব্রহ্ম তস্মিন্নক্ষরূপে ভ্রমিঃ। ভ্রমদিতি বক্তব্যে অতিভ্রমণশীলত্বাৎ উপচারেণ ভ্রমিরিত্যভেদনির্দ্দেশঃ। অধিমাসেন ত্রয়োদশমাসা অরা যস্য তৎ। ত্রিশতং ষষ্টিশ্চাহোরাত্রাঃ পর্ব্বাণি যস্য তৎ। শত-শব্দে বিভক্তেরলুগার্ষঃ। ষট্ ঋতবো নেময়ো যস্য। অনন্তাঃ ক্ষণলবাদয়শ্ছদা পত্রাণি পত্রাকারা ধারাঃ সন্তি যস্য। ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ঃ আধারভূতানি বলয়ানি যস্য। করালস্রোতস্তীব্রবেগম্। এতৈর্বিশেষণৈরেব সম্বৎসরাত্মকং কালচক্রমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহারাই (সেই ভক্তগণই) কালকে জয় করিতে পারেন, অপরে নহে, ইহা বলিতেছেন—'ন তে' ইত্যাদি। 'যৎ ত্রিনাভি'—যে কালচক্র এই জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হইতেছে, উহা 'এষাং'—এই আপনার ভক্তবৃন্দের আয়ু হরণ করিয়া ধাবিত হইতে পারে না—এই অন্বয়। কি প্রকার কালচক্র ? তাহাতে বলিতেছেন—'অজরাক্ষ-ভ্রমিঃ', অজর যে ব্রহ্ম, সেই অক্ষরূপে ভ্রমি (ভ্রমণ), অর্থাৎ উহা অজর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষের (চক্রের মধ্যমণ্ডলের) উপর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। এখানে 'ভ্রমৎ'—ভ্রমণশীল, এইরূপ বলিতে, অতি ভ্রমণশীল বলিয়া অভেদ উপাচারের

দ্বারা 'ভ্রমি'—এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অধিমাস অর্থাৎ মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস উহার ত্রয়োদশ অর (চক্রের মধ্যবর্ত্তী শলাকা), 'ত্রিশতং-ষষ্টিপর্ব্ব'—ইহাতে তিনশত ষষ্টি, অর্থাৎ দিবা-রাত্রিরূপ তিন শত ষাইট্‌টী পর্ব্ব (গ্রন্থি-বিশেষ, অর্থাৎ প্রত্যেক অরে তিরিশটী করিয়া, তিন শত ষাইটটী (৩০×১২=৩৬০) গ্রন্থি আছে)। এখানে সমাসে শত শব্দে বিভক্তির অলুক—আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে। 'ষণ্নেমি'—ছয়টি ঋতু, ইহার ছয়টি নেমি অর্থাৎ চক্র-প্রান্ত। 'অনন্তচ্ছদি'—অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য ক্ষণ, লবাদি ইহার ছদ অর্থাৎ পত্রাকার ধারা। তিন চাতুর্ম্মাস্য ইহার নাভি অর্থাৎ আধারস্বরূপ বলয়। করাল-স্রোত বলিতে ইহার বেগ অতিশয় তীব্র, অতএব উহা দুরতিক্রম। এখানে এই সকল বিশে-ষণের দ্বারাই সম্বৎসরাত্মক কালচক্র উক্ত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—অনন্তচ্ছদি অনন্তাবয়বম্। তৃতীয়োঽতিশয় ইতি মহাব্যাকরণে। মথনান্মিথিলো জাতঃ ইত্যাদিবচ্চ ॥ ১৮ ॥

একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া-
দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে
যথোর্ণনাভির্ভগবন্ স্বশক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, (ত্বম্) স্বয়ম্ এক (এব) সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া (স্রষ্টুমিচ্ছয়া) আত্মন্ (আত্মনি) অদ্বিতীয়য়া (ত্বৎ সত্যে সত্যয়া) অধিযোগমায়য়া (অধিকৃতয়া যোগমায়া হেতুনা স্বীকৃতাভিঃ) স্বশক্তিভিঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) অদঃ (বিশ্বং) যথা ঊর্ণনাভিঃ (তথা) সৃজসি, পাসি (পালয়সি), পুনঃ গ্রসিষ্যসে (নাশিষ্যসি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগৎসৃষ্টিমানসে আত্মাতে অধিকৃত আপনার ঈক্ষণ-যোগহেতু যোগযুক্তা দ্বিতীয়া মায়ার প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় বহিরঙ্গারূপে স্বীকার করিয়াছেন; এবং উক্ত শক্তিত্রয়দ্বারা ঊর্ণনাভির (মাকড়সার) ন্যায় এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং নিষ্কামভক্তানেব ধন্যান্ শ্লাঘসে অথচ নিষ্কামো ভবিতুং ন শক্নোষি, তর্হ্যন্যস্মাদেব দেবতান্তরাৎ শীঘ্রফলপ্রদাৎ কথং স্বকামং ন সাধয়সি? তত্র ত্বাং বিনা জগত্যস্মিন্নন্যং কমপি ন পশ্যামীত্যাহ—স্বয়মেক এব সন্নপি ইচ্ছায়া দ্বিতীয়ত্বাভাবাৎ অদ্বিতীয়য়া সিসৃক্ষয়া; যদ্বা, তব সিসৃক্ষা ব্রহ্মাদি-সিসৃক্ষৈব, নান্যানুরোধবতীত্যর্থঃ। আত্মনি স্বস্মিন্নধি-গতঃ প্রাপ্তঃ ঈক্ষণযোগাৎ যোগো যস্যাস্তয়া মায়য়া সৃষ্ট্যাদিকং করোষি; যদ্বা, আত্মন্যধিকৃতয়া যোগ-মায়য়া চিচ্ছক্ত্যা হেতুনা যাঃ স্বীকৃতাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ শক্তয়স্তাভিরদো বিশ্বং স্বব্যতিরিক্তসাধনানপেক্ষত্বে দৃষ্টান্তঃ। অতস্তদ্ভিন্নস্য দেবতান্তরস্যাভাবাৎ সকামে-নাপি ময়া ত্বমেব সেব্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নিষ্কাম ভক্তদিগকে ধন্য বলিতেছেন, অথচ নিষ্কাম হইতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে অপর কোন শীঘ্র ফল-প্রদানকারী দেবতার নিকট হইতে স্বকাম (অর্থাৎ নিজের অভিলাষ) পূরণ করিতেছেন না কেন? তাহাতে বলিতেছেন—এই জগতে আপনি ব্যতীত অন্য কাহা-কেও দেখিতেছি না। 'একঃ স্বয়ং সন্'—আপনি স্বয়ং এক হইয়াও, 'সিসৃক্ষয়াদ্বিতীয়য়া'—দ্বিতীয়ত্বের অভাবহেতুই অদ্বিতীয়া সৃষ্টির ইচ্ছা, তাহার দ্বারা, অথবা আপনার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই ব্রহ্মাদির সিসৃক্ষা, উহা অপরের অপেক্ষায় নহে, অর্থাৎ আপ-নার ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, এই অর্থ। 'আত্মন্নধিযোগমায়য়া'—আত্মনি অর্থাৎ আপনার নিজেতেই প্রাপ্ত হইয়াছে আপনার ঈক্ষণ-যোগহেতু যোগ যাহার, সেই মায়ার দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন, অথবা আপনার অধীনা যে যোগ-মায়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তি, তাহার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে যে সকল সত্ত্বাদি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) শক্তি, তাহার দ্বারাই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আপনি একাকীই করিতেছেন। (অর্থাৎ আপনি স্বয়ং এক অদ্বিতীয় হইয়াও জগতের সৃষ্টি-কামনায়, আপনার নিজের শক্তিতে অধিকৃত (পরিচালিত) যোগমায়ার প্রভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শক্তিত্রয় স্বীকার-পূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন)। স্ব-ব্যতিরিক্ত (অর্থাৎ আপনি নিজে ছাড়া অন্য কোন) কারণের

অপেক্ষা না থাকার দৃষ্টান্ত—যেমন উর্ণনাভি, (অর্থাৎ মাকড়শা যেমন নিজ হইতে সূত্র বাহির করে, আবার নিজ হইতে সূত্রের লয় করে, তদ্রূপ এই জগতের আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন)। অতএব আপনি ভিন্ন অন্য কোন দেবতা না থাকায়, আমি সকাম হইয়াও আপনাকেই সেবা করিতেছি, এই ভাব ॥ ১৯ ॥

——

নৈতদ্বতাধীশ পদং তবেপ্সিতং
যন্মায়য়া নস্তনুষে ভূতসূক্ষ্মম্ ।
অনুগ্রহায়াস্ত্বপি যর্হি মায়য়া
লসত্তুলস্যা ভগবান্ বিলক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধীশ, নঃ (অস্মাকং ভজতাং) ভূতসূক্ষ্মং পদং (তদ্রূপং শব্দাদিবিষয়সুখং) মায়য়া তনুষে (বিস্তারয়সি ইতি) যৎ, এতৎ তে (যদ্যপি) তব ঈপ্সিতম্ (অভিলষিতং) ন (ভবতি), অপি (তথাপি অস্মাকম্) অনুগ্রহায় অস্তু যর্হিঃ (যতঃ) মায়য়া (কৃপয়া) লসত্তুলস্যা (লসন্ত্যা তুলস্যা যুক্তঃ ত্বং) ভগবান্ (এব) বিলক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ অসি); (অতস্তব দর্শনং ভুক্তিমুক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, আমাদের ন্যায় আপনার সকাম উপাসকগণের নিমিত্ত আপনি যে শব্দাদি জড়-ভোগ্য বিষয়সুখ বিস্তার করিতেছেন, তাহা যদিও আপনার অভিলষিত নহে, তথাপি আমাদের ন্যায় আপনার সকাম উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বিধান করুন্ অর্থাৎ দেব-ঋষি পিতৃঋণ দূরীকরণান্তর উহা যেন আমাদের মুক্তি বিধান করে; কেননা, আমরা আপনার যে তুলসী-শোভিত বিগ্রহ দর্শণ করিতেছি, তাহা জীবের ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চেৎ তর্হি মৎপ্রসাদাৎ তব কলত্রাপত্য-ভোগৈশ্বর্য্যাণি পরমোত্তমানি ভবন্ত্বিতি বরং দদানং ভগবন্তং সপ্রণামমাহ—নৈতদিতি দ্বাভ্যাম্। হে অধীশ, এতৎপদং মৎকাম্যমানং বস্তু তব স্বভক্তমাত্রহিতকারিণো দাতুমীপ্সিতং ন ভবতি। "ন রাতি রোগিণোহপথ্যং বাঞ্ছতোহপি ভিষক্তমঃ" ইতি ত্বদুক্তেরবসীয়ত ইতি ভাবঃ। কথং তর্হি দদামীতি তত্রাহ—যদ্‌যস্মান্নোহস্মভ্যং ভূতসূক্ষ্মং শব্দাদীন্দ্রিয়-ভোগ্যং বিষয়সুখং তনুষে দদাসি, তৎ খলু মায়য়ৈব, ন ত্বমায়য়া অনভিজ্ঞভক্তোঽয়মন্যথা বিমনস্কো ভবিষ্যতীতি মদনুরোধেনৈবেত্যর্থঃ। বাসনাময়ং বিষয়সুখমন্তঃকরণে বর্ত্তত এব, তদেব বরদানেন বিস্তারয়সীতি তনু-ধাত্বর্থঃ। নন্বেবঞ্চেৎ তর্হি ন দদামীতি ? তত্রাহ—অনুগ্রহায়াস্তু দীয়মানমেতদস্তু কিংত্বনুগ্রহায়াপি। হন্ত হন্ত! ময়ৈব দত্তেন বিষয়সুখবরেণ ভক্তোঽয়মন্ধে তমসি পাতিতস্তদিমমুদ্ধরামীত্যায়ত্যাং ত্বৎকৃপাপ্রাপ্তার্থমপ্যাস্ত্বিত্যর্থঃ। তত্র লিঙ্গং যর্হি বরদানসময়ে সম্প্রতি বিলক্ষিতঃ বিশেষেণ ত্বং দৃষ্টস্তর্হি মায়য়া কৃপয়া মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণমিত্যুক্তেঃ স্মিতদ্যোতিতকৃপাকটাক্ষেণ বিশিষ্ট এব দৃষ্টঃ। তত্রাপি লসন্ত্যা ভক্তজনৈঃ পরিচর্য্যায়াং সমর্পিতয়া দৃষ্টেঃ পরমসুখদয়া তুলস্যা উপলক্ষিতা চিদানন্দময়ী যা তনুস্তয়া যুক্ত ইতি ভক্ত-পরিচরণীয়ত্বমেব তনোরমায়িকত্বে লিঙ্গম্; অমায়িক-তনুদর্শনপ্রদানমেব কৃপায়াং লিঙ্গম্। ভগবানিত্যপ্যত্র পাঠঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—যদি এইপ্রকারই হয়, তবে আমার প্রসাদে তোমার পরমোত্তম স্ত্রী, পুত্র ও ভোগৈশ্বর্য্য হউক—এইরূপ বর প্রদান করিতে চাহিলে, প্রণতিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে বলিতেছেন—'নৈতদ্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। হে অধীশ! এই-প্রকার আমার প্রার্থনীয় বস্তু, স্বভক্তমাত্রের হিতকারী আপনার প্রদান করিতে ইচ্ছা হইবে না। কারণ, "ন রাতি রোগিণোহপথ্যং—(শ্রীভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে)—অর্থাৎ নিজে নিঃশ্রেয়স (পরম মঙ্গল) জানিয়া, অজ্ঞ ব্যক্তিকে কেহ প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মের উপদেশ করেন না, যদ্রূপ সুচিকিৎসক, রোগী অপথ্য বাঞ্ছা করিলেও প্রদান করেন না" ইত্যাদি আপনার উক্তি অনুসারে ইহা নিশ্চিত, এই ভাব। যদি বলেন—তাহা হইলে আমি কিজন্য প্রদান করি ? তাহাতে বলিতেছেন—'যন্মায়য়া', আমাদিগকে 'ভূতসূক্ষ্মং'—শব্দাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সুখ যে প্রদান করিয়া থাকেন, উহা 'ময়য়া এব'—ছলনা মাত্রই, কিন্তু আন্তরিকভাবে নয়, কারণ উহা না দিলে, অনভিজ্ঞ এই ভক্ত বিমনস্ক হইবে, এইজন্য আমার অনুরোধেই—এই অর্থ। বাসনাময় বিষয়সুখ অন্তঃ-

করণে অবস্থিতই রহিয়াছে, তাহাই বরদানের দ্বারা 'তণুষে'—বিস্তারিত করিতেছেন, ইহাই তন্ ধাতুর —অর্থ (তনু বিস্তারে)। যদি বলেন—দেখুন, এইরূপ যদি হয়, তবে দিব না, তাহাতে বলিতেছেন —'অনুগ্রহায় অস্তু'—দীয়মান এই বস্তু থাকুক, কিন্তু তাহা আপনার অনুগ্রহের নিমিত্তই হউক। হায়! হায়! আমারই প্রদত্ত বিষয়-সুখ বরের দ্বারা এই ভক্ত অন্ধতমে নিপাতিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে উদ্ধার করি—এইরূপ পরবর্ত্তীকালে আপনার কৃপা প্রাপ্তির জন্যও হউক—এই অর্থ। তাহার লক্ষণ হইতেছে—যেহেতু এখন বরদান-কালে 'বিলক্ষিতঃ' —বিশেষরূপে আপনি দৃষ্ট হইয়াছেন, অতএব 'মায়য়া'—অর্থাৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক (আপনি উহা প্রদান করুন)। পূর্ব্বে (১০ম শ্লোকে) 'মনঃ-স্পর্শ-স্মিতেক্ষণম্'—দ্রষ্টার মনের আনন্দজনক স্মিত ঈক্ষণযুক্ত (ভগবান্‌কে দেখিলেন), ইহা বলায়, স্মিতদ্যোতিত কৃপা-কটাক্ষের সহিত বিশিষ্টরূপেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা জানা যায়। তাহাতেও আবার—'লসত্তুলস্যা তনুবা', বিলাসশালিনী তুলসীর দ্বারা যুক্ত শ্রীমূর্ত্তিতে তুমি দৃষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ ভক্ত-জন কর্ত্তৃক পরিচর্য্যাকালে সমর্পিত নয়নের পরম-সুখদায়িনী বিলাসশালিনী তুলসীর দ্বারা উপলক্ষিত চিদানন্দময়ী যে তনু (শ্রীমূর্ত্তি), তাহার দ্বারা যুক্ত, ইহা বলায়—ভক্তজনের পরিচরণীয়ত্বই শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের অ-মায়িকত্বের চিহ্ন এবং অ-মায়িক (যাহা মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত নহে) শ্রীবিগ্রহ দর্শন দানই শ্রীভগবানের কৃপার চিহ্ন। এখানে 'তনুবা'—এই স্থলে 'ভগবান্', এইরূপ পাঠও রহিয়াছে ॥ ২০ ॥

ত্বং ত্বানুভূত্যোপরতক্রিয়ার্থং
স্বমায়য়াবর্ত্তিতলোকতন্ত্রম্ ।
নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদ-
সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অনুভূত্যা (আত্মজ্ঞানেন) উপরতক্রিয়ার্থম্ (উপরতঃ অনপেক্ষিতঃ ক্রিয়ার্থঃ কর্ম্মফলভোগঃ যস্মিন্ তং) স্বমায়য়া আবর্ত্তিতলোকতন্ত্রম্ (আবর্ত্তিতং সম্পাদিতং লোকস্য তন্ত্রং বিশ্বোপকরণং যেন তম্) অল্পীয়সি (সকামে পুংসি ভজনে বা) কামবর্ষং (কামান্ বর্ষতি যঃ তং) নমনীয়পাদসরোজং (নমনীয়ং বন্দনীয়ং পাদসরোজং যস্য তং) ত্বা (ত্বাম্) অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) নমামি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, ভবদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে জীবের কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহা নিরস্ত হয় ; আপনি স্বীয় মায়াশক্তির প্রেরণাদ্বারা দেব-তির্য্যগাদি লোকসমূহের সুখদুঃখ কর্ম্মফলরূপ উপকরণ সর্ব্বদা আবর্ত্তন করি-তেছেন। আপনি (ক্ষুদ্রচেতা) সকাম পুরুষেরও কাম প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্য, কি সকাম, কি নিষ্কাম, সকলেই আপনার পাদপদ্মে প্রণত হয়,—সেই আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ন ত্বেতত্ত্বয্যসম্ভবমিত্যাহ—তং ত্বাং অনুভূত্যা উপরতঃ ক্রিয়ার্থঃ কর্ম্মফলভোগো যস্মাত্তং যদা কৃপয়া স্বমাধুর্য্যানুভবং দাস্যসি, তদৈব ভোগেচ্ছা স্বয়মেবাপযাস্যতীতি ভাবঃ। স্বমায়য়া স্বীয়মায়াশক্তি-প্রেরণয়াবর্ত্তিতং জনিতং লোকানাং দেবতির্য্যগাদীনাং তন্ত্রং কর্ম্মফলসুখদুঃখসম্বন্ধি পরিচ্ছদো যেন তম্। যাবদবিদ্যাং প্রেরয়সি তাবদ্ভোগেচ্ছা ভবত্যেবেতি ভাবঃ। তেন সম্প্রতি সৃষ্টিং বিবর্দ্ধয়িষুরস্মান্ কাম-সম্বলিতান্ করোষীতি সতাপি বিবেকেন কামাংস্ত্যক্তুং ন শক্নুম ইত্যাহ—অল্পীয়স্যতিনিকৃষ্টেঽপি মদ্বিধে জনে কামান্ বর্ষসীতি তথা তম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহা (অর্থাৎ বিষয়ভোগ এবং আপনার কৃপাপ্রাপ্তি, এই উভয়ই) কিন্তু আপ-নার পক্ষে অসম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—'তং ত্বাং' ইত্যাদি। 'অনুভূত্যা'—আপনার অনুভূতির দ্বারা, 'উপরত-ক্রিয়ার্থং'—উপরত (অন্তর্হিত) হয়, ক্রিয়ার্থ বলিতে কর্ম্মের ফলভোগ যাহা হইতে, সেই আপনাকে (নমস্কার করি)। অর্থাৎ আপনি কৃপাপূর্ব্বক স্বমাধুর্য্যের অনুভব যখন প্রদান করিবেন, তখনই ভোগবাসনা নিজেই অপগত হইবে—এই ভাব। 'স্বমায়য়া'—স্বীয় মায়াশক্তির প্রেরণার দ্বারা, 'আব-র্ত্তিত-লোকতন্ত্রং'—আবর্ত্তিত অর্থাৎ জনিত (সম্পা-দিত) হইতেছে, দেবতা, তির্য্যগ্ প্রভৃতি লোকসকলের তন্ত্র বলিতে কর্ম্মফল-জনিত সুখ-দুঃখের ব্যাপার, যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই আপনাকে (প্রণাম করিতেছি)। যতক্ষণ আপনি অবিদ্যাকে প্রেরণ করেন, ততক্ষণই

ভোগেচ্ছা (ভোগের বাসনা) হইয়া থাকে—এই ভাব। সেইজন্য সম্প্রতি সৃষ্টি-বৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া আপনি আমাদিগকে কাম-সম্বলিত করিতেছেন, অতএব বিবেক থাকিলেও কাম (বিষয়ভোগের বাসনা) পরিত্যাগ করিতে আমরা সক্ষম নই, ইহা বলিতেছেন —'অল্পীয়সি'—নিকৃষ্ট হইলেও আমাদের মত জনে কাম বর্ষণ করিতেছেন যে আপনি, সেই আপনাকে (পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি) ॥ ২১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইত্যব্যলীকং প্রণুতোঽব্জনাভ-
স্তমাবভাসে বচসামৃতেন।
সুপর্ণপক্ষোপরি রোচমানঃ
প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্ভ্রূঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—ইতি (এবম্) অব্যলীকং (নিষ্কপটং যথা তথা) প্রণুতঃ (স্তুতঃ) সুপর্ণপক্ষোপরি (সুপর্ণস্য গরুড়স্য পক্ষস্য উপরি) রোচমানঃ (শোভমানঃ) প্রেমস্মিতোদ্বীক্ষণবিভ্রমদ্ভ্রূঃ (প্রেমস্মিতাভ্যাং সহিতেন উদ্বীক্ষণেন ঈক্ষণেন বিভ্রমন্তী ভ্রূঃ যস্য সঃ) অব্জনাভঃ (পদ্মনাভঃ ভগবান্) অমৃতেন (অমৃতবৎসুখকরেণ) বচসা তং (কর্দ্দমং) প্রত্যাবভাসে (উক্তবান্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, গরুড়স্কন্ধোপরি বিরাজমান ভগবান্ শ্রীপদ্মনাভ কর্দ্দমঋষি কর্ত্তৃক এই প্রকার নিষ্কপটভাবে স্তুত হইলেন এবং প্রেম ও ঈষৎ হাস্যসহ কটাক্ষপাত দ্বারা ভ্রূযুগল সঞ্চালন করতঃ পীযূষবর্ষিণী বাক্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অব্যলীকং নিষ্কপটম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অব্যলীকং'—অর্থাৎ নিষ্কপট ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বিদিত্বা তব চৈত্ত্যং মে পুরৈব সমযোজি তৎ।
যদর্থমাত্মনিয়মৈস্ত্বয়ৈবাহং সমর্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—যদর্থং (যস্মৈ কন্যালাভায়) আত্মনিয়মৈঃ (আত্মনঃ নিয়মৈঃ শমদমাদিভিঃ) ত্বয়া অহম্ সমর্চ্চিতঃ (সম্যক্ পূজিতঃ) তব চৈত্ত্যং (হার্দ্দং ভাবং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) মে (ময়া) পুরা এব (তদ্বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব) তৎ সমযোজি (সংঘটিতং সম্যক্ সম্পাদিতম্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মুনিবর, তুমি যে অভিপ্রায়ে এতদিন আত্মনিয়ম (তপশ্চরণাদি) দ্বারা সম্যক্ প্রকারে আমার আরাধনা করিলে, আমি তোমার হৃদয়ের সেই ভাব অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহার সংযোগ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—চৈত্ত্যং চিত্তাভিপ্রায়ম্। দিগাদিযদন্তাৎ স্বার্থেঽণ্ ; মে ময়া সমযোজি সংঘটিতং, ত্বয়া অহমেব নান্যঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চৈত্ত্যং'—চিত্তের অভিপ্রায়। চৈত্ত্য-শব্দের ব্যাকরণগত সমাধান বলিতেছেন—'দিগাদি-যদন্তাৎ স্বার্থে অন্'—[অর্থাৎ 'দিগাদিভ্যো যৎ' এবং 'শরীরাবয়বাচ্চ'—এই সূত্র অনুসারে 'তত্র ভবঃ'—এই অর্থে দিশ্ প্রভৃতি এবং শরীরের অবয়ববাচক শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়, তারপর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। চিত্তে উৎপন্ন যাহা, অর্থাৎ চিত্তের অভিপ্রায় (হৃদয়ের ভাব), এই অর্থ।] 'মে সমযোজি'—আমা কর্ত্তৃক (পূর্ব্বেই) সংঘটিত অর্থাৎ সম্পাদিত হইয়াছে। 'ত্বয়া অহম্ এব সমর্চ্চিতঃ'—তোমা কর্ত্তৃক আমিই সম্যক্‌রূপে অর্চ্চিত হইয়াছি, অন্য কেহ নহে ॥ ২৩ ॥

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রজাধ্যক্ষ, ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্ (সংগৃভিতঃ একাগ্রীকৃতঃ আত্মা চিত্তং যৈঃ তেষাং যৎ) মদর্হণং (মাদারাধনং) ভবদ্বিধেষু (ত্বাদৃশেষু) অতিতরাং (সর্ব্বথা) জাতু (কদাচিদপি) মৃষা (নিষ্ফলং) এব ন স্যাৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রজাধ্যক্ষ, যাহারা স্ব-স্ব-চিত্ত আমাতে একাগ্রীভূত করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদের সে অর্চ্চন কখনও নিষ্ফল হয় না, বিশেষতঃ ভবদ্বিধ ব্যক্তি আমার নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মদ্ভজনং কামং দত্ত্বৈব কেবলমুপক্ষীয়তে, কিন্তু মৎপদমপি দদাতীতি সমাশ্বসিহীত্যাহ—"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্" ইতি ন্যায়েন মদর্হণমাত্রং মৃষৈব তুচ্ছফলদমেব ন স্যাৎ, কিন্ত্বন্তে মৎপদপ্রদমেব স্যাৎ। অত্রাপি ময়ি সংগৃভিতাত্মনাং নিহিতমনসাং ভক্তানাং মধ্যে ত্বাদৃশেষু ত্বতিতরামিত্যর্থঃ। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভকারঃ হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার (শ্রীহরির) ভজন কেবল কাম (বাঞ্ছিত বস্তু) প্রদান করিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না, কিন্তু আমার পদও (শ্রীচরণ, মদীয় ধামও) প্রদান করে, অতএব সমাশ্বস্ত হও—ইহা বলিতেছেন—'ন বৈ জাতু' ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্', ইত্যাদি—অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন—ইহা সত্য, কিন্তু পরমার্থ দান করেন না, আর সেইজন্যই বাঞ্ছিত বস্তু লাভের পরও লোক বার বার প্রার্থনাই করে। আর, যাঁহারা তাঁহার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেন না, তিনি তাঁহাদিগকে স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরিপূরক স্বীয় পদপল্লব দান করিয়া থাকেন, এই রীতি অনুসারে, 'মদর্হণম্'—আমার আরাধনামাত্রই, 'মৃষৈব'—কখনও ব্যর্থ হয় না, অর্থাৎ কখনই তুচ্ছ ফলপ্রদ হয় না, কিন্তু পরিশেষে আমার পদ-প্রদই হইয়া থাকে। ইহাতেও 'ময়ি সংগৃভিতাত্মনাং'—আমাতে নিহিতচিত্ত ভক্তগণের মধ্যে, তোমাদের ন্যায় যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমার অর্চ্চনা করে, তাঁহাদের সেই অর্চ্চনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এখানে 'সংগৃভিত'—ইহা 'সংগৃহীত' স্থানে বৈদিক প্রয়োগে 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি'—এই সূত্রে গ্রহ্ ধাতুর হ-স্থানে ভ আদেশ হয়, তাহাতে 'সংগৃভীত' পদ হওয়া উচিত ছিল, এখানে উহার হ্রস্বত্ব আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

প্রজাপতিসুতঃ সম্রান্মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতিসুতঃ (প্রজাপতেঃ ব্রহ্মণঃ সুতঃ) যঃ বিখ্যাতমঙ্গলঃ (বিখ্যাতং অভ্যুদয়সদাচারাদি-লক্ষণং মঙ্গলং যস্য সঃ) মনুঃ (স্বায়ম্ভুবঃ) সম্রাট্ (রাজচক্রবর্ত্তী সঃ) ব্রহ্মাবর্ত্তং (ব্রহ্মাবর্ত্তাখ্যং পুণ্যক্ষেত্রং) অধিবসন্ সপ্তার্ণবাং (সপ্তসমুদ্রবতীং) মহীং (পৃথিবীং) শাস্তি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু, তিনি সদাচারাদিরূপ মঙ্গল লক্ষণে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ; তিনি ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সপ্তসাগরসমন্বিতা এই পৃথিবী শাসন করিতেছেন ॥২৫॥

স চেহ বিপ্র রাজর্ষির্ম্মহিষ্যা শতরূপয়া।
আয়াস্যতি দিদৃক্ষুস্ত্বাং পরশ্বো ধর্ম্মকোবিদঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিপ্র ! রাজর্ষিঃ ধর্ম্মকোবিদঃ সঃ (মনুঃ) ত্বাং দিদৃক্ষুঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ) পরশ্বঃ (ইতঃ অনাগতে দ্বিতীয়ে অহনি) শতরূপয়া মহিষ্যা (সহ) ইহ (তব স্থানে) আয়াস্যতি (আগমিষ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রবর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষি স্বায়ম্ভুব মনু মহিষী শতরূপার সহিত আগামী পরশ্ব দিবস তোমাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আগমন করিবেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ - হে বিপ্র ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্র'—হে বিপ্র ! (ইহা সম্বোধনে) ॥ ২৬ ॥

আত্মজামসিতাপাঙ্গীং বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্।
মৃগয়ন্তীং পতিং দাস্যত্যনুরূপায় তে প্রভো ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে প্রভো, অসিতাপাঙ্গীং (নীলকটাক্ষাং) বয়ঃশীলগুণান্বিতাম্ (বয়সা শীলেন গুণৈঃ জিতেন্দ্রিয়ত্বাদিভিঃ অন্বিতাং যুক্তাং) পতিং (স্বানুরূপং ভর্ত্তারং) মৃগয়ন্তীম্ (অভিকাঙ্ক্ষন্তীম্) আত্মজাং (স্বপুত্রীম্) অনুরূপায় (যোগ্যায়) তে (তুভ্যং) দাস্যতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনিসত্তম, তাঁহার (রাজর্ষি মনুর উপযুক্ত বয়স, স্বভাব ও গুণসম্পন্না মৃগনয়না একটী কন্যা আছে ; তিনি তাঁহারই অনুরূপ ভর্ত্তার অন্বেষণ

করিতেছেন। রাজর্ষি আপনাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—বয়ঃশীলাদিভিরনুরূপায় ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুরূপায়'—অর্থাৎ বয়স, স্বভাব প্রভৃতির অনুরূপ অর্থাৎ যোগ্য পাত্র তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন ॥ ২৭ ॥

সমাহিতং তে হৃদয়ং যত্রেমান্ পরিবৎসরান্ ।
সা ত্বাং ব্রহ্মন্ নৃপবধূঃ কামমাশু ভজিষ্যতি ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—ইমান্ পরিবৎসরান্ (দশসহস্রসংবৎসর-পর্য্যন্তং) যত্র (যস্যাং ভার্য্যায়াং) তে হৃদয়ং সমাহিতম্ (অভিসন্ধানেন স্থিতং) সা নৃপবধূঃ (রাজকন্যা) ত্বাম্ আশু (শীঘ্রমেব) কামং (যথেচ্ছং) ভজিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভার্য্যার নিমিত্ত তোমার চিত্ত বহুবৎ-সরাবধি সমাহিত (আসক্ত) হইয়াছে ; হে ব্রহ্মন্, সেই রাজকন্যা অনতিবিলম্বেই তোমাকে ভজনা করিবেন (অর্থাৎ পতিরূপে গ্রহণ করিবেন) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র যস্যাং তব হৃদয়ং সমাহিতমা-সক্তম্। নৃপবধূঃ রাজকন্যা ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র'—যাহাতে অর্থাৎ যে ভার্য্যার নিমিত্ত বহু বৎসর ধরিয়া তোমার চিত্ত যোগাদিদ্বারা সমাহিত হইয়াছে। 'নৃপবধূঃ'—বলিতে এখানে রাজকন্যা (স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতি) ॥ ২৮ ॥

যা ত আত্মভৃতং বীর্য্যং নবধা প্রসবিষ্যতি ।
বীর্য্যে ত্বদীয়ে ঋষয় আধাস্যন্ত্যঞ্জসাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তে আত্মভৃতং (আত্মনি স্বস্মিন্ ভৃতং স্থাপিতং) বীর্য্যং নবধা (নবকন্যারূপেণ) প্রসবিষ্যতি ত্বদীয়ে বীর্য্যে (তদ্বীর্য্যপ্রসূতাসু নবসু কন্যাসু) ঋষয় (মরীচ্যাদয়ঃ) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) আত্মনঃ (বীর্য্যং আত্মাংশান্ পুত্রান্) আধাস্যন্তি (উৎপাদয়িষ্যন্তি) ॥২৯॥

অনুবাদ—তিনি তোমার আত্মধৃতবীর্য্য নয়প্রকারে প্রসব করিবেন, তোমার বীর্য্যসম্ভূতা কন্যাগণে ঋষি-গণ আবার স্বীয় বীর্য্য আধান করিবেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তে বীর্য্যং আত্মনি ভৃতং নবধা নবা-পত্যরূপেণেত্যর্থঃ। বীর্য্যে বীর্য্যপ্রসূতাসু কন্যাসু অঞ্জসা আত্মনো বীর্য্যমাধাস্যন্তি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে আত্মভৃতং বীর্য্যং'—তোমার যে বীর্য্য আত্মাতে ধৃত আছে, (অর্থাৎ তোমার বীর্য্য গর্ভে ধারণ করিয়া) 'নবধা প্রসবিষ্যতি'—সেই কন্যা তাহা নয় প্রকারে প্রসব করিবে, অর্থাৎ তোমার ঐ বীর্য্যে নয়টি কন্যা জন্মিবে। 'বীর্য্যে'—তোমার বীর্য্যে উৎপন্ন কন্যাগণে, (অর্থাৎ তাহাদের গর্ভে) মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিজের অংশভূত পুত্রগণকে উৎপন্ন করিবেন ॥ ২৯ ॥

ত্বঞ্চ সম্যগনুষ্ঠায় নিদেশং ম উশত্তমঃ ।
ময়ি তীর্থীকৃতাশেষ-ক্রিয়ার্থো মাং প্রপৎস্যসে ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—ত্বং চ মে (মম) নিদেশং (আজ্ঞাং) সম্যক্ (সুষ্ঠু) অনুষ্ঠায় (সংপদ্য) উশত্তমঃ (শুদ্ধসত্ত্বঃ সন্) ময়ি তীর্থীকৃতাশেষক্রিয়ার্থঃ (তীর্থং পাত্রং তেন দানং লক্ষ্যতে, ময়ি তীর্থীকৃতঃ সমর্পিতঃ অশেষক্রিয়ার্থঃ সম্যক্ ক্রিয়াফলং যেন তথাভূতঃ সন্) মাং প্রপৎস্যসে (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, তুমি আমার আদেশ সম্যক্-রূপে পালন করিয়া আমাতেই যাবতীয় কর্ম্মফল সম-র্পণ কর, তাহা হইলে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অনুগ্রহায়াস্তিতি যৎ প্রার্থিতং তত্রাহ—ত্বঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। তীর্থং পাত্রং তেন দানং লক্ষ্যতে ময়ি সমর্পিত-সর্ব্বকর্ম্মফল ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুগ্রহায় অস্তু' (২০ অঙ্ক-ধৃত শ্লোকে)—অর্থাৎ আপনার সকাম উপাসকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বিধান করুন—ইত্যাদি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বং চ'—ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'তীর্থীকৃত'—ইত্যাদি, তীর্থ শব্দে এখানে (সৎ) পাত্র বুঝাইতেছে, তাহাতে দানই লক্ষিত হয়, অর্থাৎ তুমি আমাতে (ভগবানে) সকল কর্ম্মের ফল সমর্পণ করতঃ, (শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া অবশেষে আমাকেই পাইবে)—এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্ ।
ময্যাত্মানং সহ জগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—আত্মবান্ (জিতেন্দ্রিয়ঃ ত্বং) জীবেষু (সর্ব্বপ্রাণিষু) দয়াং (কারুণ্যং) কৃত্বা অভয়ং চ দত্ত্বা ময়ি (সর্ব্বাধারভূতে) আত্মানং জগৎ চ সহ (একীভূতঃ) দ্রক্ষ্যসি, (তথা) আত্মনি অপি (স্বস্মিন্নপি) মাং চ দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বৎস, তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রথমে জীব দয়া এবং পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাণিমাত্রকেই অভয় প্রদান কর ; এইরূপ করিলে সহস্র শীর্ষরূপী কারণার্ণবশায়ি-পুরুষ আমাতে আত্ম-সহিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তোমার আত্মায় অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে দেখিতে পাইবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—গার্হস্থে অন্নাচ্ছাদনাদি-দানৈর্জীবেষু দয়াং কৃত্বা বৈরাগ্যে অভয়ং মদ্ভক্ত্যুপদেশেনেত্যর্থঃ। ময্যধিষ্ঠানতত্ত্বে পরমেশ্বরে সর্ব্বং জগদাত্মসহিতমস্তীতি যৎ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সাম্প্রতং জানাসি, তদেব তদা সাক্ষাদেব দ্রক্ষ্যসি—প্রথমমাদিপুরুষং কারণার্ণবশায়িনং সহস্রশীর্ষাদিরূপং মাং দ্রক্ষ্যসি। ততস্তস্যৈব মম রোমকূপেষু অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডান্যাত্মসহিতানি সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ। তথা আত্মনি স্বস্মিন্নন্তর্য্যামিণং মাং সন্তমধুনা জানাস্যেব ; তদা তু "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খগদাদি" ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তং তৃতীয়পুরুষং ক্ষীরোদনাথং মামেব সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যসীতি সৃজ্যাসৃজ্যং সর্ব্বং বস্তু ত্বামহং দর্শয়িষ্যামীতি ফলিতোঽর্থঃ ; যদ্বা, ময়ি পুত্রভূতে শ্রীযশোদেব সহ জগদাত্মানং দ্রক্ষ্যসি, তথাত্মনি চাপি মাং শ্রীগোপীব "তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমীল্য চ পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা" ইত্যুক্তিরীত্যা দ্রক্ষ্যসীতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীবেষু'—তুমি গৃহাশ্রমী হইয়া, অন্ন, আচ্ছাদনাদিদানের দ্বারা জীবের প্রতি দয়া করতঃ, পরে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমার ভক্তির উপদেশে প্রাণিগণকে অভয়দান করিবে। **'ময়ি'**—সকল কিছুর অধিষ্ঠানতত্ত্ব পরমেশ্বর যে আমি, সেই আমাতে আত্ম-সহিত সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে, ইহা শাস্ত্র-দৃষ্টিতে সম্প্রতি যেরূপ জান, তাহাই তখন সাক্ষাৎ দর্শন করিবে, অর্থাৎ প্রথম আদিপুরুষ কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষাদিরূপী আমাকে দেখিবে। তারপর সেই আমারই রোমকূপসমূহে আত্ম-সহিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সাক্ষাৎ দেখিবে—এই অর্থ। সেইরূপ 'আত্মনি'—তোমার নিজের আত্মাতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে, যাহা তুমি এখন বিদিতই আছ, তখন কিন্তু—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে", (২।২।৮)—অর্থাৎ কোন কোন যোগী স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে, তাহাতে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করতঃ তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান—(শ্রীমদ্ ভাগবতের) এই দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদনাথ আমাকেই সাক্ষাৎ দর্শন করিবে, অর্থাৎ সৃজ্য ও অসৃজ্য সকল বস্তুই তোমাকে আমি দেখাইব, ইহাই ফলিতার্থ। অথবা—'ময়ি' আমাতে—অর্থাৎ আমি তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলে, (মৃদ্ভক্ষণ লীলায়) মা যশোদা যেমন (বালগোপালরূপী আমাতে) সমগ্র বিশ্বের সহিত নিজেকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, এবং 'আত্মনি'—তোমার নিজের আত্মাতে আমাকে, শ্রীগোপী (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ব্রজাঙ্গনা) যেমন দর্শন করিয়াছিলেন, "তং কাচিৎ নেত্ররন্ধ্রেণ", (১০।৩২।৮)—অর্থাৎ কোন গোপী (বিশাখা) নয়নরন্ধ্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে লইয়া আলিঙ্গন করতঃ যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া রহিলেন—(শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাস-লীলায় বর্ণিত) এই রীতি অনুসারে দেখিবে ॥ ৩১ ॥

সহাহং স্বাংশকলয়া ত্বদ্বীর্যেণ মহামুনে ।
তব ক্ষেত্রে দেবহূত্যাং প্রণেষ্যে তত্ত্বসংহিতাম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহামুনে, তব ক্ষেত্রে (ভার্য্যায়াং) দেবাহূত্যাং ত্বদ্বীর্যেণ (ত্বৎকন্যাপত্যবৃন্দেন) সহ স্বাংশকলয়া অহং (অবতীর্য্য) তত্ত্বসংহিতাং (তত্ত্বানাং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরাণাং সংহিতাং স্বরূপ বিবেচনাং সংহিতাং সাংখ্যশাস্ত্রং) প্রণেষ্যে (কথয়িষ্যামি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে মহামুনে, তৎপর আমিও স্বীয় অংশকলায় তোমার বীর্য্যসহ তোমার ক্ষেত্রে দেবহূতির গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া 'তত্ত্বসংহিতা' প্রণয়ন করিব ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চান্যাঞ্চ কাঞ্চিদানন্দস্য বার্ত্তাং শৃণ্বিত্যাহ—সহাহমিতি। ত্বদ্বীর্য্যেণ ত্বৎকন্যাপত্যবৃন্দেন সহ আবির্ভূয়েতি শেষঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অপর কোন আনন্দের বার্ত্তা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'তদ্‌বীর্য্যেণ সহ অহম্‌' ইত্যাদি, অর্থাৎ তাহার পর, আমিও তোমার বীর্য্যসহ নিজের অংশকলায় তোমার ক্ষেত্র (পত্নী) দেবহূতির গর্ভে, তোমার কন্যা-সন্তানদের পশ্চাৎ আবির্ভূত হইয়া, তত্ত্ব-সংহিতা (সাংখ্যশাস্ত্র) প্রণয়ন করিব ॥ ৩২ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্‌ প্রত্যগক্ষজঃ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—প্রত্যগক্ষজঃ (প্রত্যক্‌ভূতেষু প্রত্যাহৃতেষু অক্ষেষু ইন্দ্রিয়েষু জায়তে আবির্ভবতীতি) ভগবান্‌ তং (কর্দ্দমং প্রতি) এবং অনুভাষ্য অথ (অনন্তরং) সরস্বত্যাং (নদ্যাং) পরিশ্রিতাৎ (পরিবেষ্টিতাৎ) বিন্দুসরসঃ (বিন্দুসরোবরতীরস্থাৎ কর্দ্দমাশ্রমাৎ) জগাম ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—কর্দ্দম ঋষির নয়নের গোচরীভূত শ্রীভগবান্‌ ঋষিপ্রবরকে ঐ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া সরস্বতীনদী বেষ্টিত সেই বিন্দুসরোবর হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যগ্‌ভূতেষ্বক্ষেষু জায়তে আবির্ভবতীতি সঃ। সরস্বত্যা নদ্যা পরিশ্রিতাৎ পরিবেষ্টিতাৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যগক্ষজঃ'—ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহৃত হইলে যিনি আবির্ভূত হন, সেই ভগবান্‌। 'সরস্বত্যা পরিশ্রিতাৎ'—সরস্বতী নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত (বিন্দুসরোবরের তীরস্থিত কর্দ্দম ঋষির আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলেন) ॥ ৩৩ ॥

———

নিরীক্ষতস্তস্য যযাবশেষ-
সিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ।
আকর্ণয়ন্‌ পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈ-
রুচ্চারিতং স্তোমমুদীর্ণসাম ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (কর্দ্দমস্য) নিরীক্ষতঃ (নিরীক্ষমাণস্য ভক্ত্যা পশ্যতঃ) অশেষসিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুতসিদ্ধমার্গঃ (অশেষৈঃ সিদ্ধেশ্বরৈঃ অভিষ্টুতঃ সিদ্ধমার্গঃ বৈকুণ্ঠমার্গঃ যস্য সঃ ভগবান্‌) পত্ররথেন্দ্রপক্ষৈঃ (পত্ররথেন্দ্রঃ পক্ষিরাজঃ গরুড়ঃ তস্য পক্ষৈঃ) উচ্চারিতং (উচ্চার্য্যমাণং) উদীর্ণসাম (উদীর্ণম্‌ অভিব্যক্তং সাম) স্তোমং (সামাধারভূতানাং ঋচাং সমুদায়ম্‌) আকর্ণয়ন্‌ (শৃণ্বন্‌) যযৌ (জগাম) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কর্দ্দমঋষি দেখিতে লাগিলেন, নিখিল যোগীশ্বরগণ যাঁহার অভিবন্দন করেন এবং সিদ্ধগণও যাঁহার বৈকুণ্ঠধর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া থাকেন, (তিনি যাঁহার স্তবের নিমিত্ত সামবেদীয় ঋক্‌সমূহ উচ্চারণ করিতেছিলেন), সেই ভগবান্‌ তাঁহারই সমক্ষে তদুচ্চারিত ঐ সকল বেদমন্ত্র, স্বীয় বাহন গরুড়ের পক্ষবাতে অভিব্যক্ত হইতেছে, শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য কর্দ্দমস্য নিরীক্ষ্যমাণস্য সতঃ। অশেষৈঃ সিদ্ধেশ্বরৈরভিষ্টুতঃ সিদ্ধমার্গো বৈকুণ্ঠমার্গো যস্য সঃ। পত্ররথেন্দ্রো গরুড়স্তস্য পক্ষৈরুচ্চারিতং স্তোমং ঋক্‌সমুদায়ং শৃণ্বন্‌ কীদৃশং উদীর্ণমভিব্যক্তং সাম যৎ তৎ স্বরূপম্‌। সমাসপাঠে—উচ্চারিতঃ স্তোমঃ স্তোত্রীয়-সমুদায়ো যস্য তথাভূতং যদুদীর্ণং সাম তৎ "বৃহদ্রথান্তরে পক্ষৌ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য নিরীক্ষতঃ'—সেই কর্দ্দম ঋষি দেখিতে থাকিলে (তাঁহার সমক্ষেই)। 'অশেষ-সিদ্ধেশ্বরাভিষ্টুত-সিদ্ধমার্গঃ'—নিখিল সিদ্ধেশ্বরগণের দ্বারা অভিষ্টুত অর্থাৎ বন্দিত, সিদ্ধমার্গ বলিতে সিদ্ধগণের অন্বেষণীয় বৈকুণ্ঠধাম যাঁহার, সেই ভগবান্‌। পথরথেন্দ্র বলিতে গরুড়, তাহার পক্ষসমূহের দ্বারা উচ্চারিত যে স্তোম অর্থাৎ ঋক্‌সমুদায়, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে (ভগবান্‌ গমন করিলেন)। কি প্রকার স্তোম ? তাহাতে বলিতেছেন—'উদীর্ণ-সাম', উদীর্ণ অর্থাৎ অভিব্যক্ত (প্রকাশিত) সাম যাহা, অর্থাৎ সাম-মন্ত্ররূপ ঐ স্তোম

(সামবেদীয় মন্ত্রসকল)। এখানে 'উচ্চারিত-স্তোমং' —এইরূপ সমাসযুক্ত পাঠে—যাঁহার অর্থাৎ যে কর্দ্দম ঋষির উচ্চারিত স্তোত্রীয়সকল, তাদৃশ অভিব্যক্ত যে সাম, তাহা (শ্রবণ করিতে করিতে)। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'বৃহদ্রথান্তরে পক্ষৌ'—যে গরুড়ের পক্ষবাতে বৃহদ্রথ অর্থাৎ সামবেদের অংশবিশেষ (প্রকাশিত হয়)॥ ৩৪॥

অথ সম্প্রস্থিতে শুক্লে কর্দ্দমো ভগবানৃষিঃ।
আস্তে স্ম বিন্দুসরসি তং কালং প্রতিপালয়ন্॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—শুক্লে (ভগবতি) সংপ্রস্থিতে (সম্যক্ প্রজাতে সতি) অথ (অনন্তরং) ভগবান্ (কর্দ্দমঃ) ঋষিঃ তং কালং (ভগবতা নির্দ্দিষ্টং পরশ্ব ইতি কালং) প্রতিপালয়ন্ (প্রতীক্ষমাণঃ) বিন্দুসরসি (বিন্দুসরসস্তীরে স্বাশ্রমে) আস্তে স্ম॥ ৩৫॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ প্রস্থান করিলে কর্দ্দম ঋষি রাজর্ষি মনুর আগমনকাল প্রতীক্ষা করিয়া বিন্দুসরোবর-তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—তং কালং পরশ্ব ইত্যুক্ত-প্রতীক্ষ্যমাণঃ॥ ৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং কালং'—সেই সময় বলিতে পরশ্ব দিবস, অর্থাৎ আগামী 'পরশ্ব দিবস' স্বায়ম্ভুব মনু সপত্নীক তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আগমন করিবেন—এই শ্রীভগবানের কথিত দিবসের প্রতীক্ষা করিয়া (সেই বিন্দুসরোবরের তীরেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)॥ ৩৫॥

মনুঃ স্যন্দনমাস্থায় শাতকৌম্ভপরিচ্ছদম্।
আরোপ্য স্বাং দুহিতরং সভার্য্যঃ পর্য্যটন্ মহীম্॥৩৬॥
তস্মিন্ সুধন্বন্নহনি ভগবান্ যৎ সমাদিশৎ।
উপায়াদাশ্রমপদং মুনেঃ শান্তব্রতস্য তৎ॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ—হে সুধন্বন্ (বিদুর)! মনুঃ সভার্যঃ (শতরূপাসহিতঃ) শাতকৌম্ভপরিচ্ছদং (শাতকৌম্ভাঃ সুবর্ণময়াঃ পরিচ্ছদাঃ অলঙ্কারাঃ যস্মিন্ তং) স্যান্দনং (রথং) আস্থায় (আরুহ্য) স্বাং দুহিতরং (কন্যাম্) আরোপ্য মহীং (পৃথিবীং) পর্য্যটন্ (সর্ব্বতঃ সংচরন্ সন্) যৎ (অহঃ) ভগবান্ সমাদিশৎ (নির্দ্দিষ্টবান্) তস্মিন্ অহনি শান্তব্রতস্য (উপশমশীলস্য) মুনেঃ তৎ (আশ্রমপদং প্রতি) উপায়াৎ (আগতঃ)॥ ৩৬-৩৭॥

অনুবাদ—এই সময় স্বায়ম্ভুব মনু ভার্য্যা-সমভিব্যহারে স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাকে তদুপরি সংস্থাপন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বাসরে শান্তব্রত কর্দ্দম ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩৬-৩৭॥

বিশ্বনাথ—যদহো ভগবান্ সমাদিশৎ তস্মিন্নহনি মহীং পর্য্যটন্ মুনেরাশ্রমপদং উপায়াদিত্যন্বয়ঃ। হে সুধন্বন্, হে বিদুর॥ ৩৬-৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনুঃ'—শ্রীভগবান্ যেই দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দিনেই মনু পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কর্দ্দম মুনির সেই (বিন্দু-সরোবর-স্থিত) আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন—এইরূপ অন্বয়। 'সুধন্বন্'—হে বিদুর!॥ ৩৬-৩৭॥

যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষবিন্দবঃ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্॥ ৩৮॥

অন্বয়ঃ—প্রপন্নে (কর্দ্দমে) ভৃশম্ (অত্যন্তং) অর্পিতয়া (নিহিতয়া) কৃপয়া সংপরীতস্য (সম্যক্ ব্যাপ্তস্য ভগবতঃ নেত্রাৎ অশ্রুবিন্দবঃ (আনন্দাশ্রূণি) যস্মিন্ (সরসি) ন্যপতন্॥ ৩৮॥

অনুবাদ—এই আশ্রমে শরণাগত কর্দ্দম ঋষির প্রতি ভগবানের অন্তঃকরণ স্নেহাপ্লুত হইয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল॥ ৩৮॥

বিশ্বনাথ—আশ্রমং বর্ণয়তি যস্মিন্নিতি সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ। প্রপন্নে কর্দ্দমে॥ ৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আশ্রমের বর্ণনা করিতেছেন 'যস্মিন্', ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। 'প্রপন্নে'—ভগবানের শরণাপন্ন কর্দ্দমের প্রতি॥ ৩৮॥

তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্ ।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৩৯ ॥
পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ ।
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং বনরাজিশ্রিয়ান্বিতম্ ॥ ৪০ ॥
মত্তদ্বিজগণৈর্ঘুষ্টং মত্তভ্রমরবিভ্রমম্ ।
মত্তবর্হিনটাটোপমাহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্ ॥ ৪১ ॥
কদম্বচম্পকাশোক-করঞ্জবকুলাসনৈঃ ।
কুন্দমন্দারকুটজৈশ্চূত-পোতৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৪২ ॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কুররৈর্জ্জলকুক্কুটৈঃ ।
সারসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্ব্বল্গু-কূজিতম্ ॥ ৪৩ ॥
তথৈব হরিণৈঃ ক্রোড়ৈঃ শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ ।
গোপুচ্ছৈর্হরিভির্ম্মর্কৈর্নকুলৈর্নাভিভির্ব্বৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রবিশ্য তত্তীর্থবরমাদিরাজঃ সহানুগঃ ।
দদর্শ মুনিমাসীনং তস্মিন্ হুতহুতাশনম্ ।
বিদ্যোতমানং বপুষা তপস্যুগ্রযুজা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ ।
তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষশ্রবণেন চ ॥ ৪৬ ॥
প্রাংশুং পদ্মপলাশাক্ষং জটিলং চীরবাসসম্ ।
উপসংসৃত্য মলিনং যথার্হণমসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (সরঃ) বৈ বিন্দুসরঃ নাম (বিন্দুসরঃ ইতি নাম্না প্রসিদ্ধং) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) পরিপ্লুতম্ পুণ্যং শিবম্ (আরোগ্যকরম্) অমৃতজলম্ (অমৃতং স্বাদু জলং যস্মিন্ তৎ) মহর্ষিগণ-সেবিতং (মহর্ষিগণৈঃ সেবিতং), কূজৎপুণ্যমৃগদ্বিজৈঃ (কূজন্তঃ পুণ্যাঃ মৃগাঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ যেষু তৈঃ) পুণ্যদ্রুমলতাজালৈঃ (পুণ্যানাং দ্রুমাণাং লতানাং চ জালৈঃ সমূহৈঃ) সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং (সর্ব্বেষু ঋতুষু যানি ফলানি পুষ্পাণি চ তৈঃ আঢ্যং সমৃদ্ধং) বনরাজিশ্রিয়ান্বিতং (বনরাজিঃ ঋতুৎপন্নবৃক্ষপঙক্তিঃ তস্যাঃ শ্রিয়া শোভয়া অন্বিতং), মত্তদ্বিজগণৈঃ (মত্তৈঃ দ্বিজগণৈঃ পক্ষিসমূহৈঃ) ঘুষ্টং (নাদিতম্) মত্তভ্রমরবিভ্রমং (মধুপানেন মত্তাঃ যে ভ্রমরাঃ তেষাং বিভ্রমঃ বিশ্বাসঃ যস্মিন্ তৎ) মত্তবর্হিনটাটোপং (মত্তাঃ বর্হিণঃ ময়ূরাঃ এব নটাঃ তেষাং আটোপঃ নৃত্যসম্ভ্রমঃ যস্মিন্ তৎ) আহ্বয়ন্মত্তকোকিলম্ (আহ্বয়ন্তঃ মত্তাঃ কোকিলাঃ যত্র তৎ) কদম্বচম্পকাশোক-করঞ্জবকুলাসনৈঃ (কদম্বচম্পকাদিভির্বৃক্ষৈঃ) কুন্দমন্দারকুটজৈঃ চ চূতপোতৈঃ (আম্রবালকৈঃ) অলঙ্কৃতং, কারণ্ডবৈঃ প্লবৈঃ হংসৈঃ কুররৈঃ জলকুক্কুটৈঃ সারসৈঃ চক্রবাকৈঃ চকোরৈঃ চ (কারণ্ডবাদিভিঃ পক্ষিভিঃ) বল্গু (মনোহরং যথা স্যাৎ তথা) কূজিতং তথৈব হরিণৈঃ (মৃগৈঃ) ক্রোড়ৈঃ (শূকরৈঃ) শ্বাবিদ্গবয়কুঞ্জরৈঃ (শ্বাবিড্ভিঃ শল্লকৈঃ গবয়ৈঃ কুঞ্জরৈঃ) গোপুচ্ছৈঃ (গোলাঙ্গুলাখ্যৈর্ব্বানরভেদৈঃ) হরিভিঃ (বানরৈঃ সিংহৈঃ বা) মর্কৈঃ (মর্কটৈঃ) নকুলৈঃ নাভিভিঃ (কস্তুরীমৃগৈঃ) বৃতং তত্তীর্থবরং প্রবিশ্য সহানুগঃ (অনুগৈঃ সহিতঃ) আদিরাজঃ (মনুঃ) তস্মিন্ (তীর্থে) হুতহুতাশনম্ (হুতঃ হুতাশনো ব্রহ্মচারিযোগ্যোঽগ্নির্য্যেন তং) আসীনং তপসি চিরম্ উগ্রযুজা (উগ্রা তীব্রা যুক্ যোগো যস্য তেন) বপুষা (শরীরেণ) বিদ্যোতমানং (শোভমানং) ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ (স্নেহযুক্তং অপাঙ্গেন কটাক্ষেণ যৎ অবলোকনং তস্মাৎ) তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষশ্রবণেন চ (তস্য ভগবতঃ ব্যাহৃতং ভাষণম্ এব অমৃতমণ্ডলস্য চন্দ্রস্য কলা তন্ময়ং যৎ পীযূষম্ অমৃতং তস্য শ্রবণেন) ন অতিক্ষ্যামং (তপসা কৃশং তথাপি অকৃশং) প্রাংশুং (উন্নতং) পদ্মপলাশাক্ষং (পদ্মপলাশবৎ অক্ষিণী যস্য তং) জটিলং (জটাধারিণং) চীরবাসসম্ (চীরং বাসো যস্য তম্) অসংস্কৃতম্ (অনির্ণিক্তং) যথা অর্হণম্ (অর্হ্যতে অনেনেতি অর্হণং মহারত্নং) মলিনং (তথা তং) মুনিম্ উপসংসৃত্য (সমীপমাগত্য) দদর্শ ॥ ৩৯-৪৭ ॥

অনুবাদ—ভগবানের সেই স্নেহাশ্রুই সরস্বতী-জলের সহিত পরিব্যাপ্ত হইয়া পবিত্র, মঙ্গলাবহ, অমৃততুল্য সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ, মহর্ষিগণ সেবিত এবং 'বিন্দুসরোবর' নামে খ্যাত ; এইস্থান বহু পবিত্র বৃক্ষলতারাজিদ্বারা সুশোভিত, হিংসাদি-বিরহিত শব্দায়মান পক্ষী ও মৃগকুল-পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুর ফলপুষ্পাদি-শোভাসমন্বিত ও বন-শ্রেণীর সুষমাযুক্ত ; এইস্থান মদোন্মত্ত পক্ষিগণের কূজনে প্রতিধ্বনিত ও মধুপানমত্ত মধুকরগণের আনন্দক্রীড়াযুক্ত ; এইস্থানে মদমত্ত শিখিগণ নটের ন্যায় নৃত্যে এবং মত্ত পিককুল পরস্পর কুজনালাপে রত ; এই আশ্রমপদ কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আসন, কুন্দ, মন্দার,

কুটজ ও তরুণ আম্রবৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত ; এই-স্থান কারণ্ডব, প্লব, হংস, কুরর, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক, চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণের মনোহর কূজনে নিনাদিত, আবার এই স্থানেই হরিণ, বরাহ, শল্লক, গবয়, কুঞ্জর, গোলাঙ্গুলাখ্য বানর, মর্কট, নকুল, কস্তূরী মৃগ প্রভৃতি পশুগণ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আদিরাজ মনু স্বীয় অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে সেই সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ পরম মনোহর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন—একজন মুনি ব্রহ্মচারিযোগ্য হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া উপবিষ্ট আছেন ; বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যায় রত থাকায় অতিশয় কঠোরযোগপ্রভাবে তাঁহার শরীর যেন দীপ্তি পাইতেছে ; শ্রীভগবানের সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গদৃষ্টি এবং অমৃতময় চন্দ্রকলাস্বরূপ তাঁহার সুমধুর কথামৃত প্রচুর পান করায় তাঁহাকে নিতান্ত কৃশ দেখা গেল না, তাঁহার শরীর উন্নত, নয়ন পদ্মপত্রসদৃশ মনোরম, শিরোভাগে জটাভার এবং কটিদেশে চীর-বসন বিরাজিত। মহারাজ মনু তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে অসংস্কৃত মণির ন্যায় কিঞ্চিৎ মলিন দেখিতে পাইলেন ।।৩৯-৪৭ ।।

বিশ্বনাথ—লতাজালৈরন্বিতম্। ঘুষ্টং নাদিতম্। মত্তা বর্হিণ এব নটাস্তেষামাটোপো নৃত্যসম্ভ্রমো যস্মিংস্তং, মিথ আহ্বয়ন্তো মত্তা কোকিলা যস্মিংস্তম্। তত্রত্যান্ বৃক্ষানুক্ত্বা পক্ষিণ আহ—কারণ্ডবৈরিত্যাদি। মৃগানাহ—তথৈবেতি। ক্রোড়ঃ শূকরঃ। শ্বাবিৎ শল্লকঃ। মর্কো মর্কটঃ। গোপুচ্ছস্তদ্বিশেষঃ। হরিঃ সিংহঃ। নাভিঃ কস্তূরীমৃগঃ। তপসি তপোমধ্য এব উগ্রা যুক্ যোগো যত্র তেন। তদপি ন অতিক্ষামং অনতিকৃশম্। তত্র কৃপাপাঙ্গেতি তদ্ব্যাহৃতেতি হেতুদ্বয়ং তদ্ব্যাহৃতমেবামৃতকলস্য চন্দ্রস্য আ সম্যক্ পীযূষং তস্য শ্রবণেনেত্যনেন তন্মুখস্যামৃতকলত্বমুক্তম্। প্রাংশুং অষ্টবিতস্তি-প্রমাণতনুং উপসংসৃত্য নিকটং গত্বা মলিনং দদর্শেতি পূর্ব্বেব ক্রিয়া। অর্হ্যতেঽনেনেত্যর্হণং মহারত্নং তৎ অসংস্কৃতং যথা মলিনং দৃশ্যতে তদ্বৎ ॥ ৩৯-৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লতাজালৈঃ'—সেই আশ্রম স্থান বহু পবিত্র পুণ্যবৃক্ষ ও লতারাজির দ্বারা যুক্ত। 'ঘুষ্টং'—নাদিত, অর্থাৎ মদোন্মত্ত বিহগকুলের শব্দে পরিপূর্ণ (সেই স্থান)। 'মত্ত-বর্হি-নটাটোপং'—মত্ত ময়ূরগণই এখানে নট, তাহাদের আটোপ বলিতে নৃত্যসম্ভ্রম, তাহা যেখানে আছে, সেই (আশ্রম স্থান)। পরস্পর আহ্বান করিতেছে মত্ত কোকিলগণ যেখানে। সেখানের বৃক্ষগুলির কথা বলিয়া পক্ষিগণের কথা বলিতেছেন—কারণ্ডব ইত্যাদি। পশুসমূহের কথা বলিতেছেন—'তথৈব' ইত্যাদি, ক্রোড় বলিতে শূকর। শ্বাবিৎ—শল্লক। মর্কো—মর্কট (বানর)। গোপুচ্ছঃ বানরবিশেষ। হরিঃ—সিংহ। নাভিঃ—কস্তুরীমৃগ। (কর্দ্দম মুনির বর্ণনা করিতেছেন)—'তপসি উগ্রযুজা' —তপস্যার মধ্যেই উগ্র যোগ যেখানে, (তাদৃশ বপুর দ্বারা শোভিত মুনিকে দর্শন করিলেন)। 'নাতিক্ষামং' —অতিশয় কৃশ নয় যিনি, তাঁহাকে। তাহার কারণ —ভগবানের কৃপাদৃষ্টি এবং অমৃতপূর্ণ বচন শ্রবণ, ইহা বলিতেছেন। 'তদ্ ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষ-শ্রবণেন'—ভগবানের ভাষণই অমৃতকলা, অর্থাৎ অমৃতময় চন্দ্রের কলা, তন্ময় সম্যক্ পীযূষ, তাহার শ্রবণের দ্বারা, ইহা বলায় শ্রীভগবানের মুখেরই অমৃতকলত্ব অর্থাৎ চন্দ্রত্ব বলা হইল, (অর্থাৎ শ্রীভগবানের মুখচন্দ্রের ভাষণরূপ অমৃত পান (শ্রবণ) করায় কর্দ্দম ঋষির কৃশত্ব বোধ হইল না)। 'প্রাংশুং'—অষ্ট-বিতস্তি (চারি হস্ত) পরিমাণ তনু, (অর্থাৎ উন্নত, দীর্ঘকায় বিশিষ্ট মুনিকে দেখিলেন)। 'উপসৃত্য'—নিকটে গমন করিয়া। 'মলিনং'—মলিন, 'দদর্শ'—দেখিয়াছিলেন, এই পূর্ব্ব ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইবে। 'অর্হণং'—অর্হ্যতে অনেন—যাহার দ্বারা পূজা করা হয়, অর্হণ অর্থাৎ মহারত্ন, তাহা সংস্কার করা না হইলে যেমন মলিন দেখায়, সেইরূপ দেখিলেন ॥ ৩৯-৪৭ ॥

অথোটজমুপায়ান্তং নৃদেবং প্রণতং পুরঃ ।
সপর্য্যয়া প্রত্যগৃহ্ণাৎ প্রতিনন্দ্যানুরূপয়া ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ উটজং (পর্ণশালাম্) উপায়ান্তং (প্রাপ্তং) পুরঃ (পাদয়োঃ সমীপে) প্রণতং নৃদেবং (মনুং) প্রতিনন্দ্য (আশীভিরভিনন্দ্য) অনুরূপয়া (তদেযাগ্যয়া) সপর্য্যয়া (পূজয়া) প্রত্যগৃহ্ণাৎ (সৎকৃতবান্)॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর আদিরাজ মনু সেই ঋষিবর কর্দ্দমের পর্ণশালায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদসমীপে প্রণাম করিলেন, মুনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বচনে অভিনন্দন করিয়া যথাযোগ্য পূজাদ্বারা সৎকার করিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—উটজং পর্ণশালাং প্রাপ্তম্। পুরঃ পাদসমীপে প্রণতম্। পুনরপি পাদৌ গৃহ্ণন্তং অনুরূপয়া আতিথ্যোচিতয়া সপর্য্যয়া সহিতঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ ভুজাভ্যামুত্থাপ্যালিলিঙ্গ। কিং কৃত্বা প্রতিনন্দ্য ?—অদ্য মূর্ত্তমেব তপোময়ং তেজঃ সাক্ষাৎকৃত্য কৃতকৃত্যোঽস্মীত্যভিনন্দন্তং রাজানং রাজন্নদ্য ভাগবতী বিশ্বপালনীশক্তিস্ত্বমবলোক্যসে ইতি প্রত্যভিষ্টুত্যেত্যর্থঃ ॥৪৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উটজং উপায়ান্তং'—পর্ণশালায় উপনীত, এবং 'পুরঃ প্রণতং'—পাদ-সমীপে প্রণত (মহারাজ মনুকে)। পুনরায় চরণদ্বয় গ্রহণকারী মনুকে, অনুরূপ অর্থাৎ আতিথ্যোচিত (সম্ভাষণ ও আসন প্রদানাদির দ্বারা) সৎকার করিয়া, বাহুযুগলের দ্বারা উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। কিরূপভাবে অভিনন্দন করিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'অদ্য মূর্ত্তিমান্ তপোময় তেজঃ সাক্ষাৎ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম'—এইরূপ অভিনন্দনকারী রাজাকে —'রাজন্ ! আজ বিশ্বপালনী শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপ আপনাকে অবলোকন করিলাম'—ইত্যাদি বাক্যে মহারাজের সৎকার করিলেন ॥ ৪৮ ॥

গৃহীতার্হণমাসীনং সংযতং প্রীণয়ন্ মুনিঃ।
স্মরন্ ভগবদাদেশমিত্যাহ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহীতম্ অর্হণম্ (আসনফলজলাদিরূপং যেন তং) আসীনং (উপবিষ্টং) সংযতং (স্ববাক্যশ্রবণায় তুষ্ণীং স্থিতং) শ্লক্ষ্ণয়া (মধুরয়া) গিরা (বাচা) প্রীণয়ন্ ভগবদাদেশং (ভগবতঃ আদেশং) স্মরন্ (চ) মুনিঃ (কর্দ্দমঃ) ইতি (বক্ষ্যমাণম্) আহ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ মনু তাঁহার পূজা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মুনিবর কর্দ্দম শ্রীভগবানের আদেশ স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করতঃ সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষালিতচরণমুচিতদর্ভাদ্যাসনে আসীনং গৃহীতানি অর্হণানি পুষ্পচন্দনদূর্ব্বাদলফলাদীনি যেন তম্। সংযতং তূষ্ণীং স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসীনং'—চরণ প্রক্ষালনপূর্ব্বক সমুচিত কুশাদির আসনে উপবিষ্ট, 'গৃহীতার্হণং'—গৃহীত হইয়াছে (কর্দ্দম ঋষির প্রদত্ত) পুষ্প, চন্দন, দূর্ব্বাদল, ফলাদি অর্চ্চন যাহা কর্ত্তৃক, তাঁহাকে, এবং 'সংযতং'—মুনিবাক্য শ্রবণের জন্য সাবধানে স্থিরভাবে অবস্থিত (মনুকে কর্দ্দম ঋষি বলিলেন।) ॥ ৪৯ ॥

নূনং চঙ্‌ক্রমণং দেব সতাং সংরক্ষণায় তে।
বধায় চাসতাং স ত্বং হরেঃ শক্তির্হি পালিনী ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—হে দেব, (রাজন্ !) নূনং (নিশ্চিতং) তে (তব) চঙ্‌ক্রমণং (পর্য্যটনং) সতাং সংরক্ষণায়, অসতাং বধায় চ যৎ (যস্মাৎ) ত্বং হরেঃ (ভগবতঃ) পালনী শক্তিরেব অসি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে রাজর্ষে ! আপনি নিশ্চয়ই সাধুদিগের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ-সাধনার্থ এই পর্যটন-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন ; কেননা, আপনি শ্রীভগবানের জগৎপালিকা শক্তিস্বরূপ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেব, যস্য চংক্রমণমিত্যাদি। স এব ত্বং হরেঃ পালনীশক্তির্ভবসি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে দেব'—হে মহারাজ ! 'যস্য চংক্রমণম্' ইত্যাদি—যে আপনার পর্য্যটন কার্য্য। 'স এব'—সেই আপনি শ্রীহরির পালনীশক্তি-স্বরূপ ॥ ৫০ ॥

মধ্ব—স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব পৃথুশ্চৈবার্জুনাবপি।
ব্রহ্মশেষাধিপা রুদ্র ইন্দ্রঋষ্যাদয়স্তথা।
বিষ্ণ্বাবেশযুতাঃ সর্ব্বে ন তু বিষ্ণুস্বরূপকাঃ ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ৫০ ॥

যোঽর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ূনাং যমধর্ম্মপ্রচেতসাম্।
রূপাণি স্থান আধৎসে তস্মৈ শুক্লায় তে নমঃ ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—স্থানে (জগৎপালনে) যঃ ত্বং অর্কেন্দ্বগ্নীন্দ্রবায়ুনাং (সূর্যচন্দ্রাদীনাং)যমধর্ম্মপ্রচেতসাং রূপাণি আধৎসে (বিভর্ষি) তস্মৈ তে (তুভ্যং) শুক্লায় (ভগবতে নির্ম্মলায়) নমঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনিই তত্তৎকার্য্য-প্রবর্ত্তন-নিমিত্ত সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, যম, ধর্ম্ম ও বরুণ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ; আপনিই সেই সর্ব্বময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, আমি শুক্লবর্ণ বিষ্ণুরূপী আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—অর্কাদীনাং রূপাণি স্থানে যুক্তমেব ত্বং আ সম্যক্ত্বয়া ধৎসে, তত্র প্রতাপেন ত্বমর্কঃ। যশসা চন্দ্রঃ। অধৃষ্যত্বেনাগ্নিঃ। ঐশ্বর্য্যেণেন্দ্রঃ। সর্ব্বত্র প্রবেশবত্ত্বেন বায়ুঃ, দুষ্টনিগ্রহত্বেন যমঃ। শিষ্টপালনেন ধর্ম্মঃ। গাম্ভীর্য্যেণ গুপ্তবিত্তত্বেন চ প্রচেতাঃ, অতএব তস্মৈ মদভীষ্টদেবায় ত্বদ্রূপেণ পুনরপি মমোটজমাগতায় শুক্লায় তুভ্যং নমঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্কাদীনাং'—সূর্য্য প্রভৃতির রূপ তত্তৎকার্য্য করিবার নিমিত্ত 'আ-ধৎসে'—আপনিই 'আ'—সম্যক্রূপে ধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রতাপে আপনি সূর্য্য-সদৃশ, যশে চন্দ্র-তুল্য, অধৃষ্যত্ব অর্থাৎ অনতিক্রমণে অগ্নি, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্র, সর্ব্বত্র প্রবেশহেতু অর্থাৎ অপ্রতিহতগতিতে বায়ু, দুষ্টজনের নিগ্রহে যম, শিষ্টজনের পালনে ধর্ম্ম এবং গাম্ভীর্য্য ও বিত্তাদির রক্ষণে আপনি বরুণ-তুল্য, অতএব 'তস্মৈ'—সেই আমার অভীষ্টদেব, সেইরূপে আবার আমার পর্ণকুটিরে সমাগত 'শুক্লায় তে'—শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৫১ ॥

ন যদা রথমাস্থায় জৈত্রং মণিগণার্পিতম্।
বিস্ফূর্জ্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্ ॥ ৫২ ॥
স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং বেপয়ন্ মণ্ডলং ভুবঃ।
বিকর্ষন্ মহতীং সেনাং পর্য্যটস্যংশুমানিব ॥ ৫৩ ॥
তদৈব সেবতঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ।
ভগবদ্রচিতা রাজন্ ভিদ্যেরন্ বত দস্যুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, যদা ত্বং জৈত্রং (জয়প্রদং) মণিগণার্পিতং (মণিগণৈঃ অর্পিতং খচিতং) তং রথম্ আস্থায় (অধিরুহ্য) বিস্ফূর্জ্জচ্চণ্ডকোদণ্ডঃ (বিস্ফূর্জৎ নাদং কুর্ব্বৎ চণ্ডং পরেষাং ভয়জনকং কোদণ্ডং ধনুর্যস্য সঃ) রথেন (রথসান্নিধ্যমাত্রেণ) অঘান্ (দুরাচারান্) ত্রাসয়ন্ স্বসৈন্যচরণক্ষুণ্ণং (স্বসৈন্যানাং চরণৈঃ ক্ষুণ্ণং সঙ্ঘটিতং) ভুবঃ মণ্ডলং বেপয়ন্ (কম্পয়ন্) মহতীং, (বৃহতীং) সেনাং বিকর্ষন্ অংশুমান্ (সূর্য্যঃ) ইব ন পর্যটসি তদৈব বর্ণাশ্রম-নিবন্ধনাঃ (বর্ণাশ্রমাণাং নিবন্ধনং নির্ব্বাহো যৈঃ তে) ভগবদ্রচিতা (ভগবতা রচিতাঃ প্রবর্ত্তিতাঃ) সর্ব্বে সেতবঃ (ধর্ম্মমর্য্যাদাঃ) দস্যুভিঃ (দুরাচারৈঃ) ভিদ্যেরন্ ॥ ৫২-৫৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি যদি ঐ ভীষণ শব্দায়মান শরাসন ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মবিরোধী পাষণ্ডদিগের ভীতি উৎপাদন করতঃ রত্নরাজিবিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণপূর্ব্বক আপনার সেনাগণের পাদপ্রহারক্ষুণ্ণা ভূমণ্ডলকে কম্পমান করিয়া ঐ সুবৃহৎ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে অংশুমান সূর্য্যের ন্যায় এই মহীমণ্ডল প্রদক্ষিণ না করিতেন, অহো, তাহা হইলে হে মহারাজ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপক সমুদয় পন্থাই দুর্বৃত্ত অসুরগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া যাইত ॥৫২-৫৪॥

বিশ্বনাথ—হে রাজন্, কিমর্থমায়াতোঽসীতি ত্বাং কথং পৃচ্ছামো যতস্তৎকারণং জানাম্যেবেতি ব্যতিরেকেণাহ—ন যদেতি। যদা ভুবো মণ্ডলং ন পর্য্যটসি, তদা সেতবো ভিদ্যেরন্নিতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। মণিগণানামর্পিতমর্পণং যত্র তং জৈত্রং জয়শীলম্। জৈত্রত্বমেবাহ—রথেন রথসান্নিধ্যমাত্রেণ অঘান্ দুষ্টান্ ॥ ৫২-৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্ ! কিজন্য আপনি আসিয়াছেন—ইহা আপনাকে কিপ্রকারে জিজ্ঞাসা করি, যেহেতু তাহার কারণ আমি বিদিতই আছি, অতএব ব্যতিরেক অর্থাৎ বিভিন্নভাবে বলিতেছেন—'ন যদা' ইত্যাদি। 'যদা'—যদি আপনি ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া পর্য্যটন না করিতেন ; 'তদা'—তাহা হইলে 'সেতবঃ'—ভগবৎকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমর্য্যাদা-সকল, 'ভিদ্যেরন্'—বিনষ্ট হইয়া যাইত, ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। 'মণিগণার্পিতং জৈত্রং রথং'—মণিসমূহের অর্পিত, অর্থাৎ অর্পণ যেখানে, তাদৃশ মহামণি-বিভূষিত এই জয়শীল রথে (আরোহণপূর্ব্বক)। জয়শীলত্বই বলিতেছেন—'রথেন'—এই

রথের সান্নিধ্যমাত্রেই, 'অঘান্'—দুষ্টদিগকে বিত্রাসিত করিতে করিতে ॥ ৫২-৫৪ ॥

অধর্ম্মশ্চ সমেধেত লোলুপৈর্ব্যঙ্কুশৈর্নৃভিঃ ।
শয়ানে ত্বয়ি লোকোঽয়ং দস্যুগ্রস্তো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—ত্বয়ি (দণ্ডধরে) শয়ানে (নিশ্চিন্তে সতি) ব্যঙ্কুশৈঃ (নিষ্প্রতিপক্ষৈঃ) লোলুপৈঃ (কেবলমর্থকামপরায়ণৈঃ) নৃভিঃ (নিমিত্তভূতৈঃ) অধর্ম্মশ্চ সমেধেত (বর্দ্ধেত) দস্যুগ্রস্তঃ (দস্যুভিঃ দুরাচারৈঃ গ্রস্তঃ) অয়ং লোকঃ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান থাকিলে কৃষ্ণেতর-বিষয়লোলুপ স্বতন্ত্রেচ্ছাময় মনুষ্যসকল কর্ত্তৃক অধর্ম্মই সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তৎফলে (অধর্ম্মরূপ) দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমস্ত লোকই উচ্ছন্ন হইয়া যাইবে ॥ ৫৫ ॥

অথাপি পৃচ্ছে ত্বাং বীর যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
তদ্বয়ং নির্ব্যলীকেন প্রতিপদ্যামহে হৃদা ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে মনুকর্দ্দমসংবাদো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অথাপি (হে) বীর, যদর্থং ত্বম্ ইহ (অস্মদা-শ্রমে) আগতঃ (তৎপ্রয়োজনং) পৃচ্ছে (বিজিজ্ঞাসে) তৎ (ত্বদাগমনপ্রয়োজনং) বয়ং নির্ব্যলীকেন (নিষ্কপটেন) হৃদা (চিত্তেন) প্রতিপদ্যামহে (অঙ্গীকুর্ম্মহে) ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—যদিও আপনি অকারণে পর্য্যটন করেন নাই, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে বীর, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার এই আশ্রমে আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন ; আমি সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে উহা সম্পাদন করিব ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অথাপি যদ্যপি সামান্যতো জানামি তদপি পৃচ্ছে পৃচ্ছামি—ইহ মৎপর্ণশালায়াং যদর্থং ইতি নহি দুষ্টনিগ্রহার্থং পর্য্যটনং মৎপর্ণশালায়াং সফলীভবতীতি ভাবঃ। নির্ব্যলীকেন নিষ্কপটেন সহর্ষেণ বা হৃদা প্রতিপদ্যামহে স্বীকুর্মহে ॥ ৫৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
একবিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথাপি'—যদিও সামান্যভাবে জানি, তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—'ইহ', এই আমার পর্ণশালাতে, 'যদর্থং'—যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই দুষ্টনিগ্রহের জন্য পর্য্যটন আমার পর্ণকুটিরে সফল হইবে না, এই ভাব। 'নির্ব্যলীকেন হৃদা'—নিষ্কপটে অথবা সানন্দ চিত্তে, উহা স্বীকার করিব ॥ ৫৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২১ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবমাবিষ্কৃতাশেষ-গুণকর্ম্মোদয়ো মুনিম্ ।
সব্রীড় ইব তং সম্রাড়ুপারতমুবাচ হ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীবিষ্ণুর আদেশানুসারে কন্যা দেবহূতিকে কর্দ্দম ঋষির হস্তে সমর্পণ করেন ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনু মহর্ষি কর্দ্দমের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত প্রত্যভিভাষণ করিলেন এবং কর্দ্দম ঋষির নিকট স্বীয় রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে দেখাইয়া উহাকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। কর্দ্দমঋষি মনুর বাক্য স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেবহূতির সন্তানোৎপত্তি না হয়, তাবৎকাল মাত্র তিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করি-বেন এবং তৎপরে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু শাস্ত্রবিধিমত কন্যাকে কর্দ্দমের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং সম্রাজ্ঞী শতরূপাও বিবাহকালে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। অনন্তর মহারাজ মনু ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশে স্বীয় 'বর্হিস্বতী'-নামক পুরীতে প্রবেশ করিলেন ও ভগবদ্ ভজন করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—এবমাবিষ্কৃতাশেষ-গুণ-কর্ম্মোদয়ো (এবম্ আবিষ্কৃতঃ বর্ণিতঃ অশেষা-ণাং গুণানাং কর্ম্মণাং চ উদয়ঃ উৎকর্ষঃ যস্য সঃ) সম্রাট্ (মনুঃ) সব্রীড়ঃ ইব (সুকীর্ত্তিশ্রবণাৎ প্রত্যা-খ্যানশঙ্কয়া বা সলজ্জঃ ইব) উপারতং (বর্ণয়িত্বা তূষ্ণীং স্থিতং, নিবৃত্তিনিরতং বা) তং (মুনিম্) উবাচ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন, মহর্ষি কর্দ্দম এইভাবে মনুর অশেষ গুণ ও কর্ম্মাবলীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রশংসা করিলে সম্রাট্ মনু আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া লজ্জিতের ন্যায় নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত কর্দ্দম ঋষিকে বলিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিংশে প্রিয়ভাষী স্বাং জ্ঞাততত্ত্বায় কন্যকাম্।
কর্দ্দমায় নৃপো দত্ত্বা স্বং ধামাগাদিতীর্য্যতে ॥ ০ ॥

আবিষ্কৃতোঽশেষাণাং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ উদয় উৎকর্ষো যস্য সঃ। বচনাদুপরতং নিবৃত্তিনিরতং বা মুনিম্। সব্রীড় ইবেতি স্বকীর্ত্তিশ্রবণাৎ পরমার্থপরা-য়ণে তস্মিন্ ব্যবহারবার্ত্তায়া বক্তব্যত্বাচ্চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে প্রিয়-ভাষী নৃপতি মনু তত্ত্বজ্ঞ কর্দ্দম ঋষিকে নিজের কন্যা দেবহূতিকে সম্প্রদান করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'আবিষ্কৃতাশেষ-গুণ-কর্ম্মোদয়ঃ'—আবিষ্কৃত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছে অশেষ গুণ ও কর্ম্মের উদয় বলিতে উৎকর্ষ যাঁহার, সেই সম্রাট্ মনু। 'উপারতং'—কথন হইতে বিরত, অথবা নিবৃত্তি-নিরত অর্থাৎ আসক্তিশূন্য কর্দ্দম ঋষিকে (বলিলেন)। 'সব্রীড়ঃ ইব'—নিজের প্রশংসা শ্রবণে লজ্জিত হইয়াই যেন, অথবা পরমার্থ-পরায়ণ সেই মুনিকে ব্যবহারিক কথা বলিতে হইবে, এইজন্য লজ্জিত ॥ ১ ॥

শ্রীমনুরুবাচ—

ব্রহ্মাসৃজৎ স্বমুখতো যুষ্মানাত্মপরীপ্সয়া ।
ছন্দোময়স্তপোবিদ্যাযোগযুক্তানলম্পটান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমনুরুবাচ—ছন্দোময়ঃ (বেদরূপঃ) ব্রহ্মা (ঈশ্বরঃ) আত্মপরীপ্সয়া (আত্মনঃ ছন্দোময়স্য পরীপ্সয়া পর্য্যাপ্তুমিচ্ছয়া পর্য্যাপ্তিঃ পালনং বেদপ্রব-র্ত্তনং তস্যেচ্ছয়া) তপোবিদ্যাযোগযুক্তান্ অলম্পটান্ (বিষয়াসক্তিরহিতান্ বেদপ্রবৃত্তিযোগ্যগুণান্বিতানিতি ভাবঃ) যুষ্মান্ (ব্রাহ্মণান্) স্বমুখতঃ অসৃজৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমনু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বেদময় ব্রহ্মা বেদপ্রবর্ত্তন-মানসে ভগবদারাধনা, ধ্যান ও যোগযুক্ত, নিষ্কপট ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে স্বীয় বিরাট-দেহের মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সহসা স্বকন্যাপ্রদানপ্রসঙ্গস্য তৎপ্রত্যা-

খ্যান-শঙ্কয়া প্রথমং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োঃ কমপি সম্বন্ধং সন্যায়মাহ—ব্রহ্মেতি সার্দ্ধাভ্যাম্। আত্মনশ্ছন্দোময়স্য স্বস্য পরীপ্সয়া বেদপ্রবর্ত্তনেন পালনেচ্ছয়া যুস্মান্ ব্রাহ্মণান্ অসৃজৎ। পর্য্যাপ্তিঃ পালনম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সহসা নিজ-কন্যা প্রদানের প্রসঙ্গ উৎথাপন করিলে, তাহা প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ সযৌক্তিক বলিতেছেন—'ব্রহ্মা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ছন্দোময়ঃ'—বেদমূর্ত্তি ব্রহ্মা, 'আত্ম-পরীপ্সয়া'—ছন্দোময় নিজের বেদপ্রবর্ত্তনের দ্বারা পালনের ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বেদ প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়া, 'যুস্মান্'—ব্রাহ্মণ আপনাদিগকে (নিজের মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন)। 'পর্য্যাপ্তি' বলিতে পালন—(ইহা শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যার অংশ।) ॥ ২ ॥

———

তত্ত্রাণায়াসৃজচ্চাস্মান্ দোঃসহস্রাৎ সহস্রপাৎ।
হৃদয়ং তস্য হি ব্রহ্ম ক্ষত্রমঙ্গং প্রচক্ষতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তত্ত্রাণায় (তেষাং ব্রাহ্মণানাং ত্রাণায় রক্ষণায় ব্রাহ্মণত্ব-পালনায়) অস্মান্ (ক্ষত্রিয়ান্) সহস্রপাৎ (সহস্রচরণঃ ভগবান্) দোঃসহস্রাৎ (ভুজ-সহস্রাৎ) অসৃজৎ (অতঃ হি) তস্য (ভগবতঃ) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ-জাতিং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়-জাতিং চ) অঙ্গং (ভুজং) প্রচক্ষতে (বেদজ্ঞাঃ কথয়ন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই বিরাট্‌রূপী পুরুষ ব্রাহ্মণগণের পরিপালনের জন্য স্বীয় সহস্র বাহু হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এই কারণে ব্রাহ্মণজাতিকে ব্রহ্মার হৃদয় এবং ক্ষত্রিয়জাতিকে তাঁহার অঙ্গ বলা হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণান্ কে পালয়েয়ুরিত্যত আহ—তদিতি। দোঃসহস্রাদিতি পরমেশ্বরেণৈক্যাৎ, ননু ক্ষত্রিয়ানপি কঃ পালয়েত্তত্রাহ—ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ। অঙ্গং ভুজঃ। অয়মর্থঃ—লোকে হি হৃদয়ে প্রহার আপতিতে ভুজাভ্যাং হৃদয়স্য গোপনং দৃশ্যতে, ভুজে চ প্রহার আপতিতে দেহং কুঞ্চিতীকৃত্য হৃদয়মধ্যে এব ভুজো গোপ্যতে ইতি হৃদয়স্য পালকো ভুজঃ, ভুজস্য পালকং হৃদয়ম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণদিগকে কাহারা পালন করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'তদ্' ইতি। (অর্থাৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি কার্য্যকর্ত্তা ভগবান্ বিরাড়্‌রূপী ব্রহ্মা, সেই ব্রাহ্মণগণের রক্ষার নিমিত্ত) স্বীয় সহস্র বাহু হইতে ক্ষত্রিয় আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে পরমেশ্বরের সহিত ব্রহ্মার ঐক্যরূপে ঐরূপ বলা হইল। যদি বলেন—দেখুন, ক্ষত্রিয়গণকে কে পালন করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'ব্রহ্ম', অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি। 'অঙ্গং'—বলিতে বাহু, (অর্থাৎ এইজন্য ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মার হৃদয় এবং ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহার বাহু বলা হয়)। ইহার এইরূপ অর্থ—এই জগতে দেখা যায়, হৃদয়ে আঘাত আসিলে, উহা হস্তদ্বয়ের দ্বারা রক্ষা করা হয়, আবার হস্তদ্বয়ে প্রহার আসিলে, উহা দেহ সঙ্কুচিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে বাহু লুকাইয়া রক্ষা করা হয়, এইজন্য হৃদয়ের পালক বাহু এবং বাহুর রক্ষক হৃদয় ॥ ৩ ॥

———

অতো হ্যন্যোন্যমাত্মানং ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ রক্ষতঃ।
রক্ষতি স্মাব্যয়ো দেবঃ স যঃ সদসদাত্মকঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) ক্ষত্রং চ (ক্ষত্রিয়শ্চ ইতি উভৌ) আত্মানং অন্যোহন্যং রক্ষতঃ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণঃ সন্মার্গপ্রবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয়ং, ক্ষত্রিয়ঃ জীবিকাদিনা ব্রাহ্মণং রক্ষতীতি) যঃ সদসদাত্মকঃ (কার্য্যকারণরূপঃ) (তথাপি) অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকারঃ) দেবঃ (ঈশ্বরঃ) সঃ (ভগবান্) হি (এব) রক্ষতি স্ম ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ তপোবল-প্রভাবে ক্ষত্রিয়কে পালন করেন, ক্ষত্রিয় দেহবলের দ্বারা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যদিও এই রক্ষা আমাদের আত্মকৃত বোধ হয়, তথাপি যিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াও নির্ব্বিকার, সেই পরমেশ্বরই প্রকৃত-পক্ষে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণস্তপোবলেন ক্ষত্রিয়ং পালয়তি, ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ শারীরবলেন ব্রাহ্মণমিতি বস্তুতস্তু দেবঃ পরমেশ্বর এবোভয়ং রক্ষতি। সদসদাত্মকঃ তদপ্যব্যয়ো নির্ব্বিকারঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতঃ ব্রহ্ম'—অতএব ব্রাহ্মণ-জাতি তপোবলে ক্ষত্রিয়কে রক্ষা করেন এবং ক্ষত্রিয়-জাতি শারীরিক বলে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করেন, বস্তুতঃ কিন্তু 'দেবঃ'—সেই পরমেশ্বরই উভয়কে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই 'সদসদাত্মকঃ'—কার্য্যকারণরূপ, তাহাতেও আবার 'অব্যয়ঃ'—অর্থাৎ নির্ব্বিকার ॥৪॥

তব সন্দর্শনাদেব ছিন্না মে সর্ব্বসংশয়াঃ।
যৎ স্বয়ং ভগবান প্রীত্যা ধর্ম্মমাহ রিরক্ষিষোঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তব সন্দর্শনাৎ এব মে (মম) সর্ব্ব-সংশয়াঃ (ধর্ম্মবিষয়াঃ সর্ব্বে সংশয়াঃ) ছিন্নাঃ (গতাঃ) স্বয়ং (অস্পৃষ্ট এব) ভগবান্ (ভবান্) যৎ প্রীত্যা রিরক্ষিষোঃ (প্রজাপালনেচ্ছাঃ) ধর্ম্মং আহ স্ম ॥৫॥

অনুবাদ—হে দেব! আপনার দর্শনমাত্রেই আমার যাবতীয় সংশয় রাশি বিদূরিত হইল; যেহেতু আমি ক্ষত্রিয়োচিত রক্ষা-কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনি প্রীতিসহকারে আমার ধর্ম্ম বলিয়া দিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতোঽহং স্বস্য পালকং ত্বামাগতস্ত্বয়া চ স্বসন্দর্শনেনৈবাহং পালিত ইত্যাহ—তবেতি। রিরক্ষিষোঃ ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমি (মনু) আমার নিজের পালক আপনার নিকট আসিয়াছি এবং আপনা কর্ত্তৃক নিজ-সন্দর্শনের দ্বারাই আমি পালিত হইতেছি, ইহা বলিতেছেন—'তব' ইত্যাদি। 'রিরক্ষিষোঃ ধর্ম্মং'—প্রজা পালনের ইচ্ছুক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম (আপনি বলিলেন) ॥ ৫ ॥

দিষ্ট্যা মে ভগবান্ দৃষ্টো দুর্দ্দর্শো যোঽকৃতাত্মনাম্।
দিষ্ট্যা পাদরজঃ স্পৃষ্টং শীর্ষ্ণা মে ভবতঃ শিবম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—যঃ অকৃতাত্মনাম্ (অবশীকৃতচিত্তানাং) দুর্দ্দর্শঃ (দ্রষ্টুমশক্যঃ) সঃ ভগবান্ (ভবান্) মে (ময়া) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) দৃষ্টঃ, শিবং (মঙ্গল-করং) ভবতঃ পাদরজঃ মে (ময়া) দিষ্ট্যা (স্বভা-গ্যেন) শীর্ষ্ণা (শিরসা) স্পৃষ্টং (শিরসি ধৃতম্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমি সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইলাম; দুষ্কৃত ব্যক্তি আপনার দর্শন পায় না। আমার সৌভাগ্যবশতঃই আমি ভবদীয় পাদরেণু নিজমস্তক দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিলাম ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতাত্মনাং অপুণ্যাত্মনাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকৃতাত্মনাম্'—যাহারা কোন পুণ্য কার্য্য করে নাই, (তাহাদের আপনি দুর্দ্দর্শ) ॥ ৬ ॥

দিষ্ট্যা ত্বয়ানুশিষ্টোঽহং কৃতশ্চানুগ্রহো মহান্।
অপাবৃতৈঃ কর্ণরন্ধ্রৈর্জুষ্টা দিষ্ট্যোশতীর্গিরঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—দিষ্ট্যা (অস্মদ্ভাগ্যেন) এব অহং ত্বয়া অনুশিষ্টঃ (আতিথ্যাদিনা ধর্ম্মশিক্ষিতঃ) তথা মহান্ অনুগ্রহঃ (অনুশাসনাদিরূপঃ চ কৃতঃ) অপাবৃতৈঃ (আবরণপরিহিতৈঃ) কর্ণরন্ধ্রৈঃ উশতীঃ (উশত্যঃ কমনীয়াঃ) তে গিরঃ দিষ্ট্যা (স্বভাগ্যেনৈব) জুষ্টাঃ (সেবিতাঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সৌভাগ্যপ্রভাবেই আমি আপনার অনু-শাসন ও মহতী কৃপা লাভ করিলাম। অনাবৃত শ্রবণ-বিবরদ্বারে ভবদীয় কমনীয় বাক্যাবলী সেবিত হইল, ইহাও আমার বহু সুকৃতির ফল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—উশতীরুশত্যঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উশতীঃ'—কমনীয়, অর্থাৎ আপনার মধুর বাক্যাবলী সেবিত (শ্রুত) হইল। এখানে 'উশতীঃ' স্থলে—'উশত্যঃ'—ইহা প্রথমার বহুবচন হইবে, কারণ 'উশত্যঃ গিরঃ ময়া সেবিতাঃ' —ইহা কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৭ ॥

স ভবান্ দুহিতৃস্নেহ-পরিক্লিষ্টাত্মনো মম।
শ্রোতুমর্হতি দীনস্য শ্রাবিতং কৃপয়া মুনে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে মুনে, সঃ ভবান্ দুহিতৃস্নেহপরি-ক্লিষ্টাত্মনঃ (দুহিতুঃ স্নেহেন পরিক্লিষ্টঃ ব্যাকুলঃ আত্মা মনঃ যস্য তস্য) (অতএব) দীনস্য মম শ্রাবিতং (বিজ্ঞাপনং) কৃপয়া শ্রোতুম্ অর্হসি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, আপনি আমাকে বিশেষ কৃপা করিলেন। দুহিতার প্রতি স্নেহবশতঃ আমার

হৃদয় বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছে ; আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ দীনের একটী নিবেদন শ্রবণ করুন্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ ত্বদ্দর্শনাম্নে সর্ব্বে ক্লেশা গতা এব, কিন্ত্বেকঃ ক্লেশস্তু দুর্ব্বারো হৃদি বর্ত্তত এব। তমপি তৎকৃপয়া দত্তাশ্বাসো বিগতভীরেবোদ্ঘাটয়্যামীত্যাহ—স প্রসিদ্ধঃ কৃপাসিন্ধুরিত্যর্থঃ। পরিক্লিষ্ট ইতি এষ ক্লেশো মে বিবেকেনাপি নাপযাতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ আপনার দর্শনে আমার সকল ক্লেশ অপগতই হইয়াছে, কিন্তু একটি দুর্ব্বার ক্লেশ আমার হৃদয়ে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। তাহাও আপনি যদি আশ্বাস প্রদান করেন, তাহা হইলে নির্ভয়ে উদ্‌ঘাটন করিতে পারি—ইহা বলিতেছেন—'সঃ', সেই আপনি প্রসিদ্ধ কৃপাসিন্ধু, এই অর্থ। 'পরিক্লিষ্টঃ'—কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে, এই ক্লেশ আমার বিবেকের দ্বারাও অপগত হইতেছে না, এই ভাব ॥৮॥

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেয়ং দুহিতা মম।
অন্বিচ্ছতি পতিং যুক্তং বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসা মম দুহিতা ইয়ং (দেবহূতিঃ) বয়ঃশীলগুণাদিভিঃ (বয়সা শীলৈঃ গুণাদিভিঃ চ) যুক্তং পতিং (ভর্ত্তারং) অন্বিচ্ছতি (মৃগয়তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, এইটী আমার কন্যা—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী। ইনি বয়ঃশীলাদি গুণযুক্ত পতির অন্বেষণ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ স্বসেতি পুত্রিকাকরণশঙ্কা নিরস্তা। মম দুহিতেতি ক্ষত্রিয়কন্যা তব যোগ্যৈবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই কন্যা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের ভগিনী, ইহা বলায় পুত্রিকাকরণের আশঙ্কা নিরস্ত হইল। ('পুত্রিকাকরণ' হইতেছে—পুত্রহীন পিতা, কন্যা সম্প্রদান করিয়া সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে নিজ-পুত্ররূপে গ্রহণ করার বিধান।) 'মম দুহিতা'—আমার কন্যা, এইরূপ বলায়, এই ক্ষত্রিয়কন্যা আপনার গ্রহণযোগ্যাই হইবে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

যদা তু ভবতঃ শীলশ্রুতরূপবয়োগুণান্।
অশৃণোন্নারদাদেষা ত্বয্যাসীৎ কৃতনিশ্চয়া ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যদা তু নারদাৎ এষা (দেবহূতিঃ) ভবতঃ শীলশ্রুতরূপবয়োগুণান্ (শীলং শ্রুতং বিদ্যা রূপং বয়ঃ গুণাশ্চ তান্) অশৃণোৎ (শৃণোতি স্ম), (তদা প্রভৃতি) ত্বয়ি এব কৃতনিশ্চয়া (কৃতঃ নিশ্চয়ঃ অয়মেব মম পতিঃ যোগ্যঃ ইত্যেবংরূপঃ যয়া তথাভূতা) আসীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইনি শ্রীনারদ ঋষির মুখে আপনার চরিত্র, পাণ্ডিত্য, রূপ, বয়স ও গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

তৎ প্রতীচ্ছ দ্বিজাগ্র্যেমাং শ্রদ্ধয়োপাহৃতাং ময়া।
সর্ব্বাত্মনানুরূপাং তে গৃহমেধিষু কর্ম্মসু ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—হে দ্বিজাগ্র্য, (ব্রাহ্মণবর্য্য!) গৃহমেধিষু (গৃহস্থোপযুক্তেষু) কর্ম্মসু সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রকারেণ) তে (তব) অনুরূপাং (অনুকূলাং) ময়া শ্রদ্ধয়োপাহৃতাং (শ্রদ্ধয়া উপ সমীপে আহৃতাম্ আনীতাম্ ইমাং) প্রতীচ্ছ (প্রতিগৃহাণ স্বীকুরু ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার প্রদত্ত শ্রদ্ধোপহারস্বরূপ এই কন্যাটিকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন্। আমার এই কন্যা সর্ব্বপ্রকারে আপনার অনুরূপা, ইনি আপনার গৃহাশ্রমস্থ যাবতীয় কার্য্যের পরমসহায়-স্বরূপা হইবেন ॥ ১১ ॥

উদ্যতস্য হি কামস্য প্রতিবাদো ন শস্যতে।
অপি নির্ম্মুক্তসঙ্গস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্যতস্য (উদ্যমং বিনা স্বতঃ প্রাপ্তস্য) কামস্য (অভিলষিতস্য বিষয়স্য) প্রতিবাদঃ (প্রত্যাখ্যানং) নির্ম্মুক্তসঙ্গস্য অপি (বিরক্তস্য অপি) নহি শস্যতে (শোভনং নৈব ভবতীত্যর্থঃ); কামরক্তস্য পুনঃ কিং (কামেষু বিষয়েষু রক্তস্য আসক্তস্য প্রতিবাদঃ ন শস্যতে ইতি কিং বক্তব্যং? অর্থাৎ তবান্তঃ-

স্থিতং কামং জ্ঞাত্বা এব অহম্ আগতঃ, অতঃ ময়ি নাপলপনীয় ইতি ভাবঃ)॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু বিষয়-সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিরও আপনা হইতে উপস্থিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে ; আর যিনি কামাসক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে আর কি বলিব ? ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাহং বিরক্তস্তপস্বী ত্বৎকন্যাং কথং স্বীকরোমীতি বাচ্যমিত্যাহ—উদ্যতস্য স্বতঃপ্রাপ্তস্য বিষয়স্য প্রতিবাদঃ প্রত্যাখ্যানং কামরক্তস্যেতি তবান্তর্গতং কামং জ্ঞাত্বৈবাহমিহাগচ্ছমতো ময়ি কামো নাপলপনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আমি বিরক্ত তপস্বী, আপনার কন্যাকে কিপ্রকারে গ্রহণ করিতে পারি'—এইরূপ বলা উচিত হইবে না, ইহা বলিতেছেন—'উদ্যতস্য'—স্বতঃপ্রাপ্ত বিষয়ের, অর্থাৎ বিরক্ত (সঙ্গত্যাগী) ব্যক্তির নিকটেও যদি দৈবাৎ ভোগ্যবিষয় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও উহার 'প্রতিবাদঃ' —অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা শোভন হয় না। 'কামরক্তস্য'—কামাসক্ত জনের, ইহা বলায়—আপনার মনোগত অভিলাষ জানিয়াই আমি এখনে আসিয়াছি, অতএব আমার নিকট উহা অপলাপ করা উচিত নয়—এই ভাব ॥ ১২ ॥

য উদ্যতমনাদৃত্য কীনাশমভিযাচতে।
ক্ষীয়তে তদ্‌যশঃ স্ফীতং মানশ্চাবজ্ঞয়া হতঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যঃ (মানবঃ) উদ্যতং (কামম্) অনাদৃত্য (প্রত্যাখ্যায় পশ্চাৎ) কীনাশং (কৃপণং অদাতারং জনং বা) অভিযাচতে, তদ্‌যশঃ (তস্য যশঃ) স্ফীতং (নির্লোভত্বাদিনা উজ্জ্বলং অপি) ক্ষীয়তে (যাচঞ্চয়া নশ্যতি), মানঃ চ অবজ্ঞয়া (পরকৃতেন অপমানেন) হতঃ (বিনষ্টঃ) ভবতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি আগত কাম্যবস্তুর অনাদর করিয়া পশ্চাৎ কৃপণের নিকট যাচঞ্চা করে, সে ব্যক্তি মহাপ্রতিষ্ঠাশালী হইলেও ক্রমশঃ তাহার যশঃ ক্ষয় হয়, এবং পরকৃত অবজ্ঞাদ্বারা মানও বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ব্যবহারিকীং নীতিমাহ—য ইতি। অনাদৃত্য প্রতিষ্ঠানুরোধাল্লজ্জয়া প্রত্যাখ্যায় পুনঃ কৃপণমদাতারমপি জনং তমেব কামং যাচতে কামেনৈবাচিরাদেব প্রাবল্যবতা লজ্জাপ্রতিষ্ঠয়োগ্র্ৰস্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। মানশ্চ হতো ভবতীত্যর্থঃ। তেন পরিণামদর্শিনা বিদুষা বর্ত্তমানমপি বৈরাগ্যং স্বমনো মধ্যবর্ত্তিনা কামেনাগ্রতো গ্রসিষ্যমানমনুমায় প্রথমমেব দৈবাদযাচিত এবায়াতোঽনিষিদ্ধো বিষয়োঽঙ্গীকর্ত্তব্য এবেতি ধ্বনিঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে ব্যবহারিক নীতিও বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বস্তু, 'অনাদৃত্য'—প্রতিষ্ঠার অনুরোধে লজ্জায় পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় 'কীনাশম্'—অদাতা কৃপণ (গরীব) ব্যক্তির নিকট সেই কামই (অভিলষিত বস্তুই) প্রার্থনা করে, (মহাযশস্বী হইলেও সেই ব্যক্তির যশ ও মান উভয়ই নষ্ট হয়)। কারণ কাম প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই লজ্জা ও প্রতিষ্ঠাকে গ্রাস করে—এই ভাব। তাহাতে মানও বিনষ্ট হয়—এই অর্থ। সেইজন্য পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তির বৈরাগ্য থাকিলেও, নিজের মনের মধ্যে অবস্থিত কামের দ্বারা গ্রস্ত হইতে পারে—এইরূপ অনুমান করতঃ প্রথমেই দৈবাৎ অযাচিত অনিষিদ্ধ বিষয় অঙ্গীকার করা উচিতই—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

অহং ত্বাশৃণবং বিদ্বন্ বিবাহার্থং সমুদ্যতম্।
অতস্ত্বমুপকুর্ব্বাণঃ প্রত্তাং প্রতিগৃহাণ মে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিদ্বন্, ত্বা (ত্বাং) উদ্বাহার্থং (বিবাহার্থং) সমুদ্যতং (প্রযতমানম্) অহম্ অশৃণবম্ (শ্রুতবান্ অস্মি) উপকুর্ব্বাণঃ (যস্য গার্হস্থ্যাবধিকং ব্রহ্মচর্য্যং, সঃ উপকুর্ব্বাণঃ তথাভূতঃ) ত্বম্ (অতঃ) মে (মম) প্রত্তাং (শ্রদ্ধয়া দত্তাং কন্যাং) প্রতিগৃহাণ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বিদ্বন্! শুনিলাম, আপনি বিবাহের জন্য উদ্যত হইয়াছেন, সেই জন্যই আমি আপনাকে এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে আগ্রহ করিতেছি। আপনি বিবাহকালপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন ; সুতরাং আপনি যখন সমাবর্ত্তনই করিবেন, তখন

আমার প্রদত্তা কন্যাকেই ভার্য্যারূপে স্বীকার করুন্ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মন্মনো মধ্যবর্ত্তিনং কামং ত্বং কেন লক্ষণেনাজ্ঞাসীস্তত্র জ্ঞানস্য কা কথা শ্রবণমপি মে জাতমিত্যাহ—অহং ত্বেতি। ত্বা ত্বাং অশৃণবমিতি শ্রবণমিদং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তস্য ভগবত এব মুখাদিত্যবগন্তব্যম্। যস্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যং স উপকুর্ব্বাণঃ। প্রত্তাং ময়া দত্তাম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমার মনের মধ্যবর্ত্তী কামকে (অভিলাষকে) কি লক্ষণের দ্বারা আপনি জানিলেন ? তাঁহাতে জানার কথা কি, শোনাও হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'অহং ত্বা' ইত্যাদি, আমি শুনিলাম—আপনি বিবাহের জন্য উদ্যত (যত্ন করিতেছেন)। এই শ্রবণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীভগবানেরই মুখ হইতে—ইহা বুঝিতে হইবে। আপনি 'উপকুর্ব্বাণঃ'—অর্থাৎ যিনি বিবাহকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করেন, তিনি উপকুর্ব্বাণ। 'প্রত্তাং'—অতএব আমার কর্ত্তৃক প্রদত্তা (এই কন্যাকে আপনি গ্রহণ করুন) ॥ ১৪ ॥

———

শ্রীঋষিরুবাচ—

বাঢ়মুদ্বোঢ়ুকামোঽহমপ্রত্তা চ তবাত্মজা।
আবয়োরনুরূপোঽসাবাদ্যো বৈবাহিকো বিধিঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ—বাঢ়ং (সত্যং), অহং উদ্বোঢুকামঃ (পরিণেতুকামঃ অস্মি) তব আত্মজা (পুত্রী) চ অপ্রত্তা (কস্মৈচিৎ দাতুম্ অপ্রতিশ্রুতা) (অতঃ) অনুরূপয়োঃ আবয়োঃ (বরকন্যয়োঃ) অসৌ আদ্যঃ (প্রথমঃ) বৈবাহিকঃ বিধিঃ (অনুষ্ঠেয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকর্দ্দম ঋষি বলিলেন,—উত্তম, আমি (আপনার কন্যাকে) অঙ্গীকার করিলাম। আমিও বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি, আর আপনারও এই কন্যা আমাকেই পতিত্বে বরণ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া হওয়াতে কাহাকেও সম্প্রদান করা হয় নাই ; অতএব এই প্রথম বৈবাহিক বিধি আমাদের পরস্পরের ইচ্ছার অনুকূলই হইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রত্তা কস্মৈচিন্ন প্রতিশ্রুতা আদ্যঃ ততঃ পূর্ব্বং বিবাহাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপ্রত্তা'—কাহাকেও প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতা নয় যে কন্যা। 'আদ্যঃ' প্রথম, শ্রেষ্ঠ (বৈবাহিক অর্থাৎ পরিণয়রূপ সংস্কার), যেহেতু তাহার পূর্ব্বে অন্যত্র বিবাহ হয় নাই ॥ ১৫ ॥

———

কামঃ স ভূয়ান্নরদেব তেঽস্যাঃ
পুত্র্যাঃ সমাম্নায়বিধৌ প্রতীতঃ।
ক এব তে তনয়াং নাদ্রিয়েত
স্বয়ৈব কান্ত্যা ক্ষিপতীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে নরদেব, অস্যাঃ তে পুত্র্যাঃ কামঃ (কামিতঃ) সমাম্নায়বিধৌ (বেদবিধৌ) প্রতীতঃ (গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা ইত্যাদিমন্ত্রঃ প্রসিদ্ধঃ) ভূয়াৎ (ভবতু) স্বয়া এব কান্ত্যা শ্রিয়ং (ভূষণাদিকৃতশোভাং) ক্ষিপতীম্ ইব (তিরস্কুর্ব্বতীম্ ইব স্থিতাং) তে (তব সার্ব্বভৌমস্য) তনয়াং (পুত্রীং) কঃ এব নাদ্রিয়েত ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে নৃপতে, আপনার এই কন্যার বিবাহ-সংস্কার আম্নায়োক্ত বিবাহ-বিধিদ্বারাই সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হউক্। আপনার দুহিতার অঙ্গকান্তি-দ্বারা ভূষণাদিরও শোভা তিরস্কৃত হয়, সুতরাং ইঁহাকে কোন্ পুরুষ না আদর করিবেন ? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যাঃ কামো ভূয়াৎ ভবতু। সম্যগাম্নায়োক্ত-বিবাহবিধৌ প্রতীতিঃ। 'গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্ভবেথা' ইত্যাদি মন্ত্রঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রিয়ং ভূষণশোভাম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্যাঃ কামঃ'—আপনার এই কন্যার বিবাহ বেদবিধির দ্বারাই সম্যক্ অনুষ্ঠিত হউক। বেদোক্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্র যথা—'গৃভ্ণামি তে' অর্থাৎ সৌভাগ্যের নিমিত্ত আমি পতি তোমার (কন্যার) পাণি-গ্রহণ করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হইবে, ইত্যাদি। 'শ্রিয়ং'—ভূষণাদির শোভাই যেন (নিজের অঙ্গকান্তির দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে) ॥১৬॥

মধ্ব—স্বয়া কান্ত্যাঽন্যাঃ ক্ষিপন্তী শ্রীর্যথা, তদ্বৎ স্থিতাম্ ॥ ১৬ ॥

———

যাং হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে কণদঙ্‌ঘ্রিশোভাং
বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীম্।
বিশ্বাবসুর্ন্যপতৎ স্বাদ্বিমানাদ্-
বিলোক্য সম্মোহবিমূঢ়চেতাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভাং (ক্বণতোঃ নূপুরাভ্যাং শব্দং কুর্ব্বতোঃ অঙ্ঘ্র্যোঃ পাদয়োঃ শোভা যস্যাঃ তাং ক্বণদ্ভ্যাং অঙ্ঘ্রিভ্যাং শোভাঃ যস্যাঃ ইতি বা তাং) হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে (প্রাসাদোপরি) বিক্রীড়তীং কন্দুকবিহ্বলাক্ষীং (কন্দুকে সংলগ্নে বিহ্বলে চঞ্চলে অক্ষিণী যস্যাঃ তাং) যাং বিলোক্য সম্মোহ-বিমূঢ়চেতাঃ (সংমোহেন বিমূঢ়ং ব্যাকুলং চেতঃ চিত্তং যস্য সঃ) বিশ্বাবসুঃ (গন্ধর্ব্বঃ) স্বাৎ বিমানাৎ ন্যপতৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—একদা আপনার এই কন্যা হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন, তৎকালে ক্রীড়নক কন্দুকের প্রতিই ইঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এইরূপ ক্রীড়া করিবার সময় ইঁহার পদদ্বয়ের নূপুরের রুণুঝুনু-শব্দে চরণকমল সাতিশয় শোভাযুক্ত হইয়াছিল। বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব ইঁহাকে ঐ প্রকার সন্দর্শন করিবামাত্র সম্মোহবশতঃ বিমূঢ়চিত্ত হইয়া স্বীয় বিমান হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষিপতীমিব শ্রিয়মিতি ব্যতিরেকালঙ্কারেণ তস্যাঃ সৌন্দর্য্যসাদ্গুণ্যাদিকং নিরুপমমুক্ত্বা স্বাভাবিকং প্রভাবমপ্যাহ—যামিতি। ক্বণদ্ভ্যামঙ্ঘ্রিভ্যাং শোভা যস্যাস্তাম্। বিমানাৎ নিতরাং ভূমিতলে অপতৎ বিলোক্য সংমুমোহেতি। তত্রাপি সম্যগ-চেতনো মৃতক ইব ভূত্বেতি ভাবপূর্ব্বকতদবলোকন-মহাপরাধফলং সদ্যঃ প্রাপেত্যর্থঃ। ননু বিলোক্যেতি —ক্ত্বা-প্রত্যয়োক্তেবিশ্বাবসুনা সা দৃষ্টৈবেতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে 'ক্ষিপতীং ইব শ্রিয়ম্' —ভূষণাদিকৃত শোভাকে তিরস্কৃত করিয়াই যেন অবস্থিত—এইরূপ ব্যতিরেক অলঙ্কারের দ্বারা, তাহার সৌন্দর্য্য সাদ্গুণ্যাদি অতুলনীয়, ইহা বলিয়া স্বাভাবিক প্রভাব বলিতেছেন—'যাম্ হর্ম্যপৃষ্ঠে' ইত্যাদি। 'ক্বণ-দঙ্ঘ্রিশোভাং'—নূপুরের শব্দে চরণদ্বয়ের শোভা যাহার, তাহাকে (দেখিয়া), বিমান হইতে একেবারে ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল। 'বিলোক্য সংমুমোহ'—দেখিয়া সম্যক্‌রূপে অচেতন মৃতকের ন্যায় হইয়া, ইহার দ্বারা ভাব-পূর্ব্বক তাহাকে অবলোকনরূপ মহাপরাধের ফল সদ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই অর্থ। যদি বলেন – দেখুন, 'বিলোক্য'—দেখিয়া, এই 'ক্ত্বাচ্'—প্রত্যয়ের দ্বারা উক্তিহেতু বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক সেই কন্যা দৃষ্টই হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তাং প্রার্থয়ন্তীং ললনাললাম-
মসেবিত শ্রীচরণৈরদৃষ্টাম্।
বৎসাং মনোরুচ্চপদঃ স্বসারং
কো নানুমন্যেত বুধোঽভিযাতাম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ললনাললামং (ললনানাং ললামং ভূষণভূতাং) অসেবিতশ্রীচরণৈঃ (অসেবিতৌ শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ চরণৌ যৈঃ তৈঃ জনৈঃ) অদৃষ্টাম (দ্রষ্টুমপি অযোগ্যাং) মনোঃ (তব) বৎসাং (পুত্রীং) উচ্চপদঃ (উত্তানপদঃ) স্বসারং (ভগিনীং) স্বয়ম্ এব অভিযাতাং (প্রাপ্তাং পত্যর্থং) প্রার্থয়ন্তীং তাং (দেবহূতিং) বুধঃ (স্বার্থকুশলঃ) কঃ নানুমন্যেত (নাঙ্গীকুর্য্যাৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ইনি রমণীকুলের ভূষণস্বরূপ। যাহারা কখনও কমলার চরণ সেবা করে নাই, তাহাদের ভাগ্যে ইঁহার দর্শনও ঘটিতে পারে না ; দ্বিতীয়তঃ, ইনি আদিরাজ মনুর কন্যা এবং উত্তানপাদের ভগিনী, স্বয়ং আগমন করিয়া পতি ইচ্ছা করিতেছেন—কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার না করিবেন ? ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র নহি নহীত্যাহ—অসেবিত-শ্রী-চরণৈর্জনৈরদৃষ্টাং মদভীষ্টদেব-শ্রীমন্নারায়ণকান্তায়াশ্চরণৌ ময়ৈব সেবিতাবতো মমৈব সাদৃশ্যা ভবেন্নান্যেষাং কেষামপীতি ভাবঃ। তেন চাকাশচারিণা তস্যাঃ কান্তিরেব বিশ্বাবসুনা বিলোকিতা, ন তু সেত্যায়াতম্। আভিজাত্যেঽপ্যুৎকর্ষমাহ—মনোস্তব বৎসাং বাৎসল্যপাত্রীং কন্যাম্। উচ্চপদঃ উত্তানপাদস্য, প্রিয়ব্রতস্য তদা বিরজ্য গতত্বান্নোল্লেখঃ। তত্রাপ্যভিযাতাং স্বয়ং প্রাপ্তাম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, না। 'অসেবিত-শ্রী-চরণৈঃ অদৃষ্টাম্'—মহালক্ষ্মীদেবীর চরণ যাহারা সেবা করেন নাই, তাহাদের

দ্বারা অদৃষ্টা। আমার অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের কান্তার চরণযুগল আমার দ্বারাই সেবিত হইয়াছে, অতএব আমারই তিনি (সেই কন্যা) সদৃশী হইবে, অন্য কাহারও নহে—এই ভাব। অতএব আকাশ-চারী বিশ্বাবসু তাহার কান্তিই দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে নহে—ইহা অবগত হওয়া যায়। আভিজাত্যেও উৎকর্ষ বলিতেছেন—আপনি মনু, আপনার বাৎসল্য-পাত্রী কন্যাকে, এবং 'উচ্চপদঃ'—উত্তানপাদের ভগিনীকে। এখানে প্রিয়ব্রত তৎকালে বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন জন্য তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাতেও আবার 'অভিযাতাম্'—নিজেই আগমন করিয়া পতি প্রার্থনা করিতেছেন (যে দেবহূতি, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি না অঙ্গীকার করিবেন ?) ॥ ১৮ ॥

অতো ভজিষ্যে সময়েন সাধ্বীং
যাবৎ তেজো বিভৃয়াদাত্মনো মে।
অতো ধর্ম্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্
শুক্লপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ মে (মম) আত্মনঃ (দেহাৎ চ্যুতং) তেজঃ (বীর্য্যং) যাবৎ বিভৃয়াৎ (তাবৎ ইতি গার্হস্থ্যম্) সময়েন সাধ্বীম্ (ইমাং) ভজিষ্যে; অতঃ (অনন্তরং) পারমহংস্যমুখ্যান্ (পারমহংস্যে আশ্রমে মুখ্যান্ প্রাধান্যেন উপাদেয়ান্) শুক্লপ্রোক্তান্ (শুক্লেন ভগবতা প্রোক্তান্) অবিহিংস্রান্ (হিংসা-শূন্যান্ শমাদীন্) ধর্ম্মান্ বহু (যথা স্যাৎ তথা অনুষ্ঠেয়ান্) মন্যে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে কাল পর্য্যন্ত ইনি আমার ও তাঁহার নিজের তেজ ধারণ না করেন অর্থাৎ গর্ভবতী না হন, সে কাল পর্য্যন্ত আপনার এই সাধ্বী কন্যার ভজনা করিব। তদনন্তর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকথিত পরমহংসগণের আদরণীয় হিংসারহিত ধর্ম্মের বহুমানন করিব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সময়েনেতি যাবদপত্যোৎপত্তিস্তাবদ্ গার্হস্থ্যং ততঃ পরং সন্ন্যাস ইতি ভাষাবন্ধময়ঃ সময়স্তেন; যদ্বা, যাবৎ মমাত্মনো দেহাচ্চ্যুতং তেজো বিভৃয়াৎ তাবদ্ভজিষ্যে, তত্রাপি সময়েন মম তপঃশেষ-সমাপ্ত্যনন্তরং যদাবকাশং লপ্স্যে তদৈবেত্যর্থঃ। অত্র মমাত্মনো মৎপ্রিয়েষ্টদেবস্য তেজঃ কপিলদেবাখ্যমিতি বস্তুর্থশ্চ জ্ঞেয়ঃ। অতোঽনন্তরং পারমহংস্যেষু মুখ্যান্; যদ্বা, পারমহংস্যাৎ জ্ঞানাদপি মুখ্যান্ নিষ্পরিগ্রহভক্তিরূপান্ শুক্লেন বিষ্ণুনা সাক্ষাৎ প্রকর্ষেণোক্তান্। অবিহিংস্রান্ হিংসারহিতান্ বহু যথা স্যাদেবমনুষ্ঠেয়ান্মন্যে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সময়েন'—কাল-নিয়মের দ্বারা, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সন্তানোৎপত্তি না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিব, তারপর সন্ন্যাস—এইরূপ ভাষাবন্ধময় সময় (নিয়ম, শপথ, চুক্তি), তাহার দ্বারা। অথবা 'যাবৎ মম আত্মনঃ'—যতদিন পর্য্যন্ত আমার দেহচ্যুত তেজ ইনি ধারণ করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত 'ভজিষ্যে'—ইঁহাকে স্বীকার করিব, অর্থাৎ ইঁহার সহিত গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিব। তাহাতেও 'সময়েন'—আমার তপস্যার শেষ সমাপ্তির পর যখন অবসর প্রাপ্ত হইব, তৎকালেই—এই অর্থ। এখানে 'মম আত্মনঃ তেজঃ'—বলিতে আমার আত্মার অর্থাৎ প্রিয় ইষ্টদেবের যে তেজ অর্থাৎ কপিলদেব নামক, এই নিগূঢ় অর্থও বুঝিতে হইবে। 'অতঃ'—অনন্তর 'পারমহংস্য-মুখ্যান্'—পারমহংস্যগণের যাহা মুখ্য (প্রধান) ধর্ম্ম, অথবা—পারমহংস্য জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ নিষ্পরিগ্রহ ভক্তিরূপ যে সকল ধর্ম্ম, যাহা 'শুক্ল-প্রোক্তান্'—শুক্ল অর্থাৎ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ পরম উৎকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। 'অবিহিংস্রান্'—সেই সকল হিংসারহিত ধর্ম্মকে অধিক আদরণীয় অনুষ্ঠান-যোগ্য বলিয়া মনে করি ॥ ১৯ ॥

যতোঽভবদ্বিশ্বমিদং বিচিত্রং
সংস্থাস্যতে যত্র চ বাব তিষ্ঠতে।
প্রজাপতীনাং পতিরেষ মহ্যং
পরং প্রমাণং ভগবাননন্তঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (নিমিত্তভূতাৎ উপাদানভূতাৎ চ) ইদং (দৃশ্যমানং) বিশ্বং বিচিত্রং (দেবাদিভেদেন বিচিত্রম্) অভবৎ (উদপদ্যত) যত্র (যস্মিন্ কারণ-

ভূতে) সংস্থাস্যতে (প্রলয়ং যাস্যতি) যত্র চ বাব তিষ্ঠতে (ইদানীং বর্ত্ততে) এষঃ প্রজাপতীনাম্ (অপি) পতিঃ ভগবান্ অনন্তঃ পরং (কেবলং) মহ্যং (মম) প্রমাণং ঋণত্রয়াপাকরণানন্তরং সন্যাসঃ এব মাদৃশানাং ভগবতোক্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে অবস্থিত আছে এবং অন্তে যাঁহাতে লীন হইবে, প্রজাপতিদিগের পতি সেই ভগবান্ অনন্তদেব শ্রীবিষ্ণুই আমার একমাত্র পরম-শরণ্য বস্তু ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রার্থে প্রমাণং তব মম চ স্মৃত্যারূঢ়ো ভগবানেবেত্যাহ—যত ইতি ; যদ্বা, ননু তব পিতুঃ প্রজাপতেরাজ্ঞা সৃষ্টাবেব ন বৈরাগ্যে, তত্রাহ—যত ইতি। সংস্থাস্যতে লয়ং যাস্যতি বাবেত্যেবার্থে। প্রজাপতীনাং মৎপিত্রাদীনামপি পতিরতঃ স এব পরং প্রমাণম্। তস্য আজ্ঞৈব ময়া পালনীয়া, ন তু পিতুরেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরং প্রমাণং'—এই বিষয়ে আপনার এবং আমার স্মৃতিতে জাগরুক শ্রীভগবানই একমাত্র প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—'যতঃ', ইত্যাদি। অথবা—যদি বলেন, দেখুন—আপনার পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশ সৃষ্টি-বিষয়েই, কিন্তু বৈরাগ্যে নহে, তাহাতে বলিতেছেন—'যতঃ' ইতি। 'সংস্থাস্যতে' —লয়প্রাপ্ত হইবে। 'বাব'—শব্দ এব অর্থাৎ নিশ্চয় অর্থে। 'প্রজাপতীনাং পতিঃ'—প্রজাপালক আমার পিত্রাদিরও যিনি পতি (প্রভু), তিনিই এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাঁহার আজ্ঞাই আমাকে পালন করিতে হইবে, কিন্তু পিতার নহে, এই ভাব ॥ ২০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

স উগ্রধন্বন্নিয়দেবাবভাষে
আসীচ্চ তূষ্ণীমরবিন্দনাভম্।
ধিয়োপগৃহ্ণন্ স্মিতশোভিতেন
মুখেন চেতো লুলুভে দেবহূত্যাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—হে উগ্রধন্বন্, (বিদুর)! সঃ (কর্দ্দমঃ) ইয়দেব (এতাবদেব) অবভাষে (উক্তবান্) (ততশ্চ) অরবিন্দনাভং (ভগবন্তং) ধিয়া উপগৃহ্ণন্ (চিন্তয়ন্) তূষ্ণীং (মৌনেন যুক্তঃ) আসীৎ। স্মিতশোভিতেন (স্মিতেন মন্দহাসেন শোভিতেন) মুখেন দেবহূত্যাঃ চেতঃ (চিত্তং) লুলুভে (সঃ প্রলোভিতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মৈত্রেয় কহিলেন, হে উগ্রধন্বা (বিদুর)! কর্দ্দমঋষি এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনী হইলেন ; পরে বুদ্ধিযোগে পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্যবিকসিত বদনে দেবহূতির মন প্রলোভিত করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হে উগ্রধন্বন্নিতি। ত্বং যথা বীরো যুদ্ধান্ন প্রত্যাবর্ত্তসে, তথা সোঽপি স্বাভিমতাদ্ভগবদ্ধর্ম্মাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ দেবহূত্যাঃ স্মিতশোভিতেন মুখেন চেতো লুলুভে অর্থাৎ কর্দ্দমস্য চেতস্তস্যাং লুব্ধং বভূব, তেন চ হন্ত হন্তাতিবিরক্তে কন্যাপিতেতি মনু-শতরূপয়োরনুতাপো নাভূদিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উগ্রধন্বন্'—হে শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী বিদুর! তুমি যেমন বীর বলিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর না, তদ্রূপ সেই কর্দ্দম ঋষিও স্বাভিমত ভগবদ্ধর্ম্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হন নাই—এই ভাব। তারপর 'স্মিতশোভিতেন'—দেবহূতির মৃদু-মন্দ হাস্যযুক্ত বদনের দ্বারা চিত্ত লুব্ধ হইল, অর্থাৎ কর্দ্দম ঋষির চিত্ত সেই দেবহূতিতেই লুব্ধ হইল, ইহার দ্বারা 'হায়! হায়! অতিবিরক্ত পাত্রে কন্যা অর্পিত হইবে'—এইরূপ স্বায়ম্ভুব মনু এবং তৎপত্নী শতরূপার যাহাতে অনুতাপ না হয়—এই ভাব ব্যক্ত হইল ॥ ২১ ॥

সোঽনু জ্ঞাত্বা ব্যবসিতং মহিষ্যা দুহিতুঃ স্ফুটম্।
তস্মৈ গুণগণাঢ্যায় দদৌ তুল্যাং প্রহর্ষিতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অনু (তদনন্তরং) সঃ (মনুঃ) মহিষ্যাঃ (স্বভার্য্যায়াঃ) দুহিতুং (স্বকন্যায়াঃ) ব্যবসিতং (নিশ্চিতং) স্ফুটং জ্ঞাত্বা (স্ফুটং যথা ভবতি তথা ইতি জ্ঞাত্বা স্বয়মপি) প্রহর্ষিতঃ (সন্) গুণগণাঢ্যায় (গুণগণৈঃ আঢ্যায় যুক্তায়) তস্মৈ (কর্দ্দমায়) তুল্যাং (গুণগণযুক্তাং কন্যাং) দদৌ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মনু স্বীয় মহিষী এবং দুহিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আনন্দিত-হৃদয়ে সর্ব্ব-

গুণবিভুষিত সেই মুনিবরকে অনুরূপ কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সঃ মনুঃ অনু অনন্তরং দুহিতুর্দেবহূতের্মহিষ্যাস্তন্মাতুশ্চ ব্যবসিতমভিপ্রায়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই মহারাজ মনু অনন্তর কন্যা দেবহূতির এবং তাহার জননী স্বীয় পত্নী শতরূপার 'ব্যবসিতম্'—অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব (জানিতে পারিয়া সেই মুনিবর কর্দ্দমের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন ।) ॥ ২২ ॥

শতরূপা মহারাজ্ঞী পারিবর্হান্ মহাধনান্ ।
দম্পত্যোঃ পর্য্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—মহারাজ্ঞী (মহতী চাসৌ রাজ্ঞী চেতি) শতরূপা মহাধনান্ (অমূল্যান্) পারিবর্হান্ (বিবাহোচিতদেয়ান্) ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্ (ভূষাঃ ভূষণানি বাসাংসিপরিচ্ছদান্ গৃহোপকরণানি তৈজসপাত্রাদীনি) দম্পত্যোঃ (দুহিতৃ-জামাত্রোঃ) প্রীত্যা পর্য্যদাৎ ॥২২॥

অনুবাদ—মহারাজ্ঞী শতরূপাও প্রীতিভরে বিবাহকালের দানযোগ্য বহুমূল্য বসন, ভূষণ ও বিবিধ গৃহোপকরণ যৌতুকস্বরূপ দম্পতিকে প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পারিবর্হান্ বিবাহে প্রদেয়ান্ মহান্তি মূল্যানি যেষাং তাননর্ঘ্যানিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পারিবর্হান্'—বিবাহকালে দানযোগ্য, 'মহাধনান্'—যাহাদের বহু মূল্য, সেইরূপ অমূল্য দ্রব্যসকল—(যৌতুকরূপে দম্পতীকে দান করিলেন), এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

প্রত্তাং দুহিতরং সম্রাট্ সদৃক্ষায় গতব্যথঃ ।
উপগুহ্য চ বাহুভ্যামৌৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—গতব্যথঃ (বরান্বেষণচিন্তারহিতঃ) ঔৎকণ্ঠ্যোন্মথিতাশয়ঃ (ঔৎকণ্ঠ্যেন উন্মথিতঃ ক্ষুভিতঃ আশয়ঃ যস্য সঃ) সম্রাট্ (মনুঃ) সদৃক্ষায় (সদৃশায় বরায়) প্রত্তাং (দত্তাং) দুহিতরং বাহুভ্যাম্ উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য আসিঞ্চদিতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মনু নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু দুহিতার প্রতি অতিশয় স্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার মনে অন্য প্রকারে উৎকণ্ঠা জন্মিল, তিনি স্নেহভরে ভুজদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া নেত্রজলে সিক্ত করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্তাং প্রদত্তাম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্তাম্'—প্রদত্তা অর্থাৎ সম্প্রদান করা হইয়াছে যে কন্যা, সেই দেবহূতিকে ॥ ২৪ ॥

অশক্নুবংস্তদ্বিরহং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং মুহুঃ ।
আসিঞ্চদম্ব বৎসেতি নেত্রোদৈর্দুহিতুঃ শিখাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্বিরহং (তস্যাঃ বিরহং) (সোঢ়ুম্) অশক্নুবন্ (হে) অম্ব, (মাতঃ !) (হে) বৎসে, ইতি মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ বদন্) বাস্পকলাং (নেত্রাম্বুকণান্) মুঞ্চন্ নেত্রোদৈঃ (নেত্রোদকৈঃ) দুহিতুঃ শিখাঃ আসিঞ্চৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কন্যার বিরহদুঃখ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া 'হে মাতঃ, হে বৎসে' এইরূপ কাতর সম্বোধন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ অশ্রু বিমোচনপূর্ব্বক কন্যার কেশদাম সিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—হে বৎসে ইতি ব্রুবন্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে বৎসে'—অর্থাৎ হে বৎসে ! হে মাতঃ !—(এইরূপ কাতর সম্বোধনপূর্ব্বক) ॥ ২৫ ॥

আমন্ত্র্য তং মুনিবরমনুজ্ঞাতঃ সহানুগঃ ।
প্রতস্থে রথমারুহ্য সভার্য্যঃ স্বপুরং নৃপঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মুনিবরং (কর্দ্দমং) আমন্ত্র্য (অনুজ্ঞাপ্য) (তেন চ) অনুজ্ঞাতঃ (সন্) সভার্য্যঃ রথম্ আরুহ্য সহানুগঃ (অনুচরৈঃ সহ) নৃপঃ (মনুঃ প্রতস্থে ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মনু, মুনিবর কর্দ্দমকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ভার্য্যার সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণের সমভিব্যাহারে স্বীয় পুরে প্রস্থান করিলেন ॥২৬॥

উভয়োর্ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ ।
ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদঃ ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ—ঋষিকুল্যায়াঃ (ঋষিকুলহিতায়াঃ) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) উভয়োঃ সুরোধসোঃ (শোভনতটয়োঃ) উপশান্তানাম্ (ঋষীণাম্) আশ্রমসম্পদঃ (আশ্রমস্য সম্পদঃ ফলাদিসম্পত্তীঃ) পশ্যন্ প্রতস্থে (স্বপুরে প্রস্থিতঃ) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—ঋষিকুলের হিতসাধিনী সরস্বতীনদীর শোভাযুক্ত উভয়কুলেই প্রশান্ত মুনিগণের আশ্রম বিরাজিত ছিল। মহারাজ মনু আশ্রমসমূহের শোভাসম্পৎ দর্শন করিতে করিতে স্বীয় পুরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন ।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—ঋষিকুল্যায়া ঋষীণাং সরিতঃ ঋষিকুলহিতায়া বা। উভয়োঃ সুরোধসোঃ শোভনতটয়োঃ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋষিকুল্যায়াঃ'—কুল্যা শব্দের অর্থ জলাশয়, অর্থাৎ ঋষিগণের নদী, অথবা—ঋষিগণের হিতসাধিনী সরস্বতী নদীর। 'উভয়োঃ সুরোধসোঃ'—উভয় শোভন তটস্থিত (প্রশান্ত মুনিগণের আশ্রমশোভা দেখিতে দেখিতে মহারাজ মনু স্বীয় ভবনে আসিতে লাগিলেন।) ।। ২৭ ।।

তমায়ান্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রজাঃ পতিম্ ।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—তং স্বপতিং (মনুম্) আয়ান্তম্ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) প্রহর্ষিতাঃ প্রজাঃ গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ (সহ) ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রত্যুদীয়ুঃ (সমানেতুং সম্মুখং যযুঃ) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—অনন্তর তিনি পুরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রজাগণ রাজদর্শনমানসে সানন্দচিত্তে বিবিধ গীত, বাদ্য ও স্তব করিতে করিতে আপনাদের দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া, মহারাজ মনুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—প্রত্যুদীয়ুঃ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যুদীয়ুঃ'—অর্থাৎ প্রজাগণ মহারাজ মনুকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ।।২৮।।

বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা ।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ ।। ২৯ ।।

অন্বয়ঃ—যত্র (ব্রহ্মাবর্ত্তে) সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা বর্হিষ্মতী নাম পুরী (অস্তি), যত্র (স্থানে) অঙ্গং বিধুন্বতঃ (কম্পয়তঃ) যজ্ঞস্য (যজ্ঞবরাহস্য) রোমাণি ন্যপতন্ ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—হে বিদুর, যেস্থানে নিখিলৈশ্বর্য্যযুক্ত বর্হিষ্মতী নামে পুরী আছে, উহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। সেইস্থানে যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহদেব স্বীয় অঙ্গ কম্পন করায় তাঁহার শরীর হইতে রোমরাজি পতিত হইয়াছিল ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—কোঽসৌ ব্রহ্মাবর্ত্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্র বর্হিষ্মতী নাম পুরী। যত্র চ পুর্য্যাং যজ্ঞস্য যজ্ঞবরাহস্য ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথায় সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত? তাহাতে বলিতেছেন—যেখানে বর্হিষ্মতী নামে পুরী আছে। 'যত্র'—যে পুরীতে 'যজ্ঞস্য'—অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ বরাহদেবের (অঙ্গকম্পনে তাঁহার শরীর হইতে রোমসকল পতিত হইয়াছিল) ।। ২৯ ।।

মধ্ব—জ্ঞানানন্দস্বরূপেভ্যো রোমেভ্যোঽস্য কুশাদয়ঃ।

বিধুন্বতঃ প্রয়াগে তু বরাহবপুষোঽভবন্ ।
রোমণি তানি দেবস্য রূপাণ্যাসন্ সহস্রশঃ

ইতি স্কান্দে। তত্র এবাসন্ তেভ্য এবাসন্। সপ্তসু প্রথমিতি সূত্রাৎ ।। ২৯-৩০ ।।

কুশাঃ কাশাস্ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে ।। ৩০ ।।

অন্বয়ঃ—শশদ্ধরিতবর্চ্চসঃ (শশ্বৎ সদা হরিতং বর্চ্চঃ বর্ণঃ যেষাং তথাভূতাঃ) কুশাঃ কাশাশ্চ তে এব আসন্ (জাতাঃ) ঋষয়ঃ যৈঃ (কুশৈঃ কাশৈঃ চ) যজ্ঞঘ্নান্ (যজ্ঞবিরোধিনঃ রাক্ষসান্) পরাভাব্য (পরাভবং নীত্বা) যজ্ঞং (বিষ্ণুং) ঈজিরে (পূজয়ামাসুঃ) ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—ঐ স্থানে পতিত সেই রোমসকলই হরিদ্বর্ণ কুশ এবং কাশরূপে পরিণত হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে; তদ্দ্বারাই ঋষিগণ যজ্ঞবিঘ্নকারী

রাক্ষসদিগকে পরাভব করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বর্হিষ্মতী নাম নির্ব্বক্তি, রোমাণ্যেব কুশাস্তে আসন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্হিষ্মতী নামকরণের হেতু বলিতেছেন—সেই বরাহদেবের রোম-সমূহই কুশ, তাহা যেখানে ছিল—এই অন্বয় ॥ ৩০ ॥

কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ।
অযজদ্‌যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতো ভুবম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ মনুঃ (অপি) কুশকাশময়ং বর্হিঃ (আস্তরণবিশেষম্) আস্তীর্য্য যতঃ (যস্মাৎ ধৃতবরাহাবতারাৎ) ভুবং (পৃথিবীং) স্থানং লব্ধা (লব্ধবান্ সন্) যজ্ঞপুরুষং (বিষ্ণুম্) অযজৎ (সা পুরী বর্হিষ্মতী ইতি খ্যাতা, স্বর্গাৎ অপি ভূঃ শ্রেষ্ঠা তত্রাপি তৎস্থানং শ্রেষ্ঠং ইতি ভাবঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি মনুও ভূমণ্ডল-স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে কুশ ও কাশনির্মিত আসন বিস্তার করিয়া যজ্ঞ-পুরুষ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ— কুশকাশময়মিতি বর্হিঃ-শব্দেনোভয়োক্তেঃ ভুবং ভূরূপং স্থানং লব্ধেতি তৃণ্-প্রত্যয়ান্তম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ – 'কুশ-কাশময়ং'— বর্হিঃ শব্দের দ্বারা কুশ ও কাশ উভয়কেই বলা হইয়াছে। 'ভুবম্ লব্ধা'—পৃথিবীরূপ স্থান যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, (সেই মনু)। 'লব্ধা'—ইহা তৃণ্-প্রত্যয়ান্ত পদ। (ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে তৃণ্ প্রত্যয় হয়। লভ্+তৃ —লব্ধৃ শব্দ, উহার প্রথমার একবচন হইয়া মনুর বিশেষণ হইয়াছে। যিনি পৃথিবীরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত আছেন—এইরূপ অর্থ।) ॥ ৩১ ॥

বর্হিষ্মতীং নাম বিভুর্যাং নিবিশ্য সমাবসৎ।
তস্যাং প্রবিষ্টো ভবনং তাপত্রয়বিনাশনম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যাং বর্হিষ্মতীং নাম (পুরীং) সমাবসৎ (পূর্ব্বং যস্যাং উষিতঃ) তস্যাম্ (পুর্য্যাং) নিবিশ্য (প্রবিশ্য) তাপত্রয়বিনাশনম্ (আধ্যাত্মিকাদিনাশকং) ভবনং প্রবিষ্টঃ (সন্) বিভুঃ (সমর্থঃ ভোগান্ বুভুজে ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ মনু স্বীয় 'বর্হিষ্মতী'-নামক পুরীতে আগমন করিলেন এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-নাশক স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তুতমাহ—যাং সমাবসৎ যস্যাং পূর্ব্বমুষিতস্তস্যাং প্রথমং নির্ব্বিশ্য স্বীয়ং ভবনম্ ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাং সমাবসৎ'—প্রাসঙ্গিক বর্ণনা করিতেছেন—যে পুরীতে পূর্ব্বে বাস করিতেন, সেখানে প্রথমে নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

সভার্য্যঃ সপ্রজঃ কামান্ বুভুজেঽন্যাবিরোধতঃ।
সংগীয়মানসৎকীর্ত্তিঃ সস্ত্রীভিঃ সুরগায়কৈঃ।
প্রত্যূষেষ্বনুবদ্ধেন হৃদা শৃণ্বন্ হরেঃ কথাঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—প্রত্যূষেষু (প্রতি উষ সু প্রাতঃ আরভ্যঃ) সস্ত্রীভিঃ (সস্ত্রীকৈঃ) সুরগায়কৈঃ (গন্ধর্ব্বদিভিঃ) সংগীয়মানসৎকীর্ত্তিঃ (সম্যগ্ গীয়মানা সতী নির্ম্মলা কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ) সভার্য্যঃ সপ্রজঃ (সপুত্রঃ মনুঃ) অনুবদ্ধেন (প্রেমানুবন্ধেন) হৃদা হরেঃ কথাঃ শৃণ্বন্ অন্যাবিরোধতঃ (অন্যেষাং ধর্ম্মাদীনাম্ অবিরোধেন) কামান্ (বিষয়ান্) বুভুজে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—প্রত্যহ প্রত্যূষকালে সস্ত্রীক সুরগায়কগণ তাঁহার যে সকল সৎকীর্ত্তি গান করিতেন, তিনি পুত্র, কলত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত সেই কীর্ত্তিত যশ-সকল ভগবানে আসক্তচিত্ত হইয়া বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা-জ্ঞানে শ্রবণ করিতেন, এবং ধর্ম্মাদির অবিরোধে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত বিষয়ভোগ করিতেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যস্য ধর্ম্মস্যাবিরোধেন। প্রত্যূষেষু প্রত্যূষঃসু প্রত্যূষ আরভ্যেত্যর্থঃ। কথয়ৈব স্বমাধুর্য্যেণানুবিদ্ধেন বশীকৃতেন হৃদা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যাবিরোধেন'—অন্য অর্থাৎ ধর্ম্মের অবিরোধে। 'প্রত্যূষেষু'—'প্রত্যূষঃসু'—প্রতিদিন উষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, এইরূপ অর্থ। (এখানে—প্রত্যূষ, প্রত্যুষ (অকারান্ত পুংলিঙ্গ) এবং প্রত্যূষম্, প্রত্যুষম্ (ক্লীবলিঙ্গ)—এই চারিটি পদই হয়, অর্থ একই)। 'অনুবদ্ধেন হৃদা'—শ্রীহরিকথার

স্বমাধুর্য্যের দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে যে হৃদয়, তাহার দ্বারা ।। ৩৩ ।।

নিষ্ণাতং যোগমায়াসু মুনিং স্বায়ম্ভুবং মনুম্ ।
যদাভ্রংশয়িতুং ভোগা ন শেকুর্ভগবৎপরম্ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) যোগমায়াসু (ঐহিক-ভোগরচনাসু) নিষ্ণাতং (কুশলম্ অপি) ভগবৎপরং মুনিং (মুনিতুল্যং) স্বায়ম্ভুবং মনুং ভোগাঃ আ-ভ্রংশয়িতুম্ (আ ঈষদপি অভিভবিতুং) ন শেকুঃ (সমর্থাঃ ন অভবম্) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—এইরূপে মহারাজ মনু ভগবানের আশ্রিত হইয়া ঐহিক ভোগরচনায় অবস্থিত হওয়ায় ভোগসকল স্বায়ম্ভুব মনুকে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অভিভূত করিতে পারে নাই ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—যোগাদষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসাদেব মায়াসু মায়াজ্ঞানেষু নিষ্ণাতং পারগং তথাসৌ বিষয়ান্ ভোক্তুং জানাতি যথা সম্যগ্‌ভুক্তা অপি বিষয়া স্বেষ্বাসক্তিমুৎপাদয়িতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগ-মায়াসু'—যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাসহেতুই, 'মায়াসু'—মায়ার জ্ঞানে অর্থাৎ ঐচ্ছিক ভোগরচনা বিষয়ে যিনি নিষ্ণাত বলিতে অতিশয় নিপুণ, সেই মহারাজ মনুকে (ভোগসকল অভিভূত করিতে পারে নাই)। তিনি এমনভাবেই বিষয় ভোগ করিতে জানিতেন, যাহাতে সম্যক্‌রূপে ভুক্ত হইলেও, বিষয়সকল নিজেতে আসক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই—এই অর্থ ।। ৩৪ ।।

অযাতযামাস্তস্যাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ ।
শৃণ্বতো ধ্যায়তো বিষ্ণোঃ কুর্ব্বতো ব্রুবতঃ কথাঃ।।৩৫

অন্বয়ঃ—বিষ্ণোঃ কথাঃ শৃণ্বতঃ ধ্যায়তঃ কুর্ব্বতঃ (স্ববাক্যৈঃ উপনিবধ্নতঃ) ব্রুবতঃ (কীর্ত্তয়তঃ) তস্য (মনোঃ) স্বান্তরযাপনাঃ (স্বান্তরং মন্বন্তরাখ্যং কালং যাপয়ন্তি ইতি তে) যামাঃ (কালাবয়বাঃ প্রহরাঃ) অযাতযামাঃ (আগতসারাঃ সফলাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—মহারাজ মনু সততই হরিকথা শ্রবণ, হরির বিষয় ধ্যান, এবং হরির লীলাবৃত্তান্ত রচনা ও কীর্ত্তন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন ; সুতরাং তাঁহার কাল কখনও বৃথা নষ্ট হয় নাই, তাহাতে ক্ষণমুহূর্ত্তাদিকালের অবয়বসকলও সারশূন্য না হইয়া মন্বন্তর পূর্ণ করিয়াছিল ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—তদা তস্য যামা অযাতযামা অব্যর্থাঃ। 'জীর্ণঞ্চ পরিভুক্তঞ্চ যাতযামমিদং দ্বয়ম্' ইত্যমরঃ। কীদৃশাঃ ? স্বান্তরং স্বীয়ং মন্বন্তরং যাপয়ন্তীতি তে। কুর্ব্বতঃ স্ববাক্যৈর্দৃশ্যশ্রাব্যকাব্যরূপেণোপনিবধ্নতঃ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যামাঃ'—কালের অবয়বসকল, 'অযাতযামাঃ'—অযাত বলিতে গত হয় নাই, যাম অর্থাৎ সার যাহাদের, অর্থাৎ সেই সকল প্রহরগুলি সারশূন্য হয় নাই। তৎকালে মহারাজ মনুর একটি মুহূর্ত্তও নিষ্ফল যায় নাই (অর্থাৎ শ্রীহরির কথা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার সমস্ত কাল অতিবাহিত হইত)। অমরকোষ অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'যাতযাম শব্দে জীর্ণ ও পরিভুক্ত বুঝায়'। 'সান্তর-যাপনাঃ'—নিজের যে অন্তরকাল অর্থাৎ মন্বন্তর (এক সপ্তপ্তি যুগ পরিমিত) কাল অতিবাহিত করিলেন। 'কুর্ব্বতঃ'—নিজ বাক্যের দ্বারা দৃশ্য ও শ্রাব্য কাব্যরূপে ভগবৎকথা রচনা করিতে করিতে মনুর কাল অতিবাহিত হইল ।। ৩৫ ।।

মধ্ব—গতসারং যাতয়ামং যামঃ সার ইহোচ্যতে ইতি নারদীয়ে ।। ৩৫ ।।

স এবং স্বান্তরং নিন্যে যুগানামেকসপ্ততিম্ ।
বাসুদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—বাসুদেব-প্রসঙ্গেন (ভগবৎকথয়া) পরিভূতগতিত্রয়ঃ (পরিভূতং গতিত্রয়ং জাগ্রদাদি সাত্বিকাদি বা যেন তথাভূতঃ) সঃ (মনুঃ) এবং যুগানাম্ এক সপ্ততিং (তৎপরিমিতং) স্বান্তরং (মন্বন্তরকালং) নিন্যে (যাপয়ামাস) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—সেই মহারাজ মনু এই ভাবে আপনার অন্তরকাল এক সপ্ততিযুগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বাসুদেবকথা-প্রসঙ্গে নিবিষ্ট থাকিয়া তিনি জাগ্রত,

স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা বা সত্ত্বরজস্তম, এই গুণত্রয়কে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—গতিত্রয়ং জাগ্রদাদি সত্ত্বাদি বা, তাপত্রয়ং বা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিভূত-গতিত্রয়ঃ'—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা, অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়, কিম্বা অধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তাপত্রয়, যিনি পরাভূত করিয়াছিলেন, সেই মনু ॥ ৩৬ ॥

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৈয়াসে, (বৈয়াসকে, ব্যাসপুত্র বিদুর!) যে শারীরাঃ (দেহোদ্ভবাঃ জরাদ্যাঃ) মানসাঃ (মনোভবাঃ শোকাদ্যাঃ আধ্যাত্মিকাঃ) দিব্যাঃ (আন্তরীক্ষাঃ অনাবৃষ্ট্যাদিজন্যাঃ আধিদৈবিকাঃ) যে চ মানুষাঃ (শত্রুপ্রভবাঃ) ভৌতিকাঃ (ব্যাঘ্রাদি-প্রভবাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রভবাঃ) চ ক্লেশাঃ হরিসংশ্রয়ম্ (হরিঃ এব সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য তং ভক্তং) কথং বাধেরন্ (বাধন্তে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, শত্রুজাত বা শীতোষ্ণাদিজনিত ক্লেশ হরিপদাশ্রিত ব্যক্তির কিরূপে পীড়া জন্মাইতে সমর্থ হইবে? ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ভক্তিরেব কারণমিত্যাহ—শারীরা ইতি। দিব্যা আন্তরীক্ষাঃ, মানুষাঃ শত্রুপ্রভবাঃ, ভৌতিকাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রভবাঃ। বৈয়াসে, হে বিদুর ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ, ইহা বলিতেছেন—'শরীরাঃ', ইত্যাদি। দিব্যাঃ অন্তরীক্ষগত অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবিক। মানুষাঃ—শত্রু প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন, ভৌতিকাঃ—শীত, উষ্ণাদি হইতে সমুৎপন্ন (ক্লেশ, হরিপদাশ্রিত তাঁহাকে পীড়াদান করিতে পারে নাই)। 'বৈয়সে'—হে ব্যাসনন্দন বিদুর ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—পর্য্যাসে মানুষত্বেনাবস্থানেঽপি ॥ ৩৭ ॥

যঃ পৃষ্টো মুনিভিঃ প্রাহ ধর্ম্মান্ নানাবিধান্ শুভান্।
নৃণাং বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বভূতহিতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—সদা সর্ব্বভূতহিতঃ যঃ মনুঃ মুনিভিঃ পৃষ্টঃ নৃণাং (সাধারণধর্ম্মান্ তথা) বর্ণাশ্রমাণাংচ (বিশেষধর্ম্মান্) নানাবিধান্ শুভান্ প্রাহ (তস্য মনোঃ অপতোদয়ং শৃণু ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তিনি সর্ব্বদা নিখিল প্রাণীর হিতকারক ছিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মানব-সাধারণের ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম ও নানাপ্রকার মঙ্গলকর ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

এতৎ ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্।
বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে দেবহূতিপ্রদানং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বর্ণনীয়স্য (কথনীয়কীর্ত্তেঃ) আদি-রাজস্য মনোঃ অদ্ভুতম্ এতৎ চরিতং তে (তুভ্যং) বর্ণিতম্। তদপত্যোদয়ং (তস্য অপত্যস্য দেবহূত্যাঃ উদয়ং প্রভাবং) শৃণু ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—কীর্ত্তনযোগ্য আদিরাজ মনুর এই অদ্ভুত চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাঁহার কন্যা দেবহূতির প্রভাব-বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—উদয়ং প্রভাবম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাবিংশোঽয়ং তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদয়ং'—প্রভাব, (অর্থাৎ

মনুর কন্যা দেবহূতির প্রভাব শ্রবণ কর)।। ৩৯ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২২ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩।২২ ।।

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতয়স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা ।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্ ।।১।।

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে তপস্যাপ্রভাবে নির্ম্মিত বিমানস্থিত ভবনে কর্দ্দম ও দেবহূতির রতিক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে ।

পিতা-মাতার প্রস্থানের পর পতিব্রতা দেবহূতি পুত্রলাভার্থে কায়মনোবাক্যে মুনিবরের সেবা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পত্নীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কর্দ্দম তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া নিজের যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং ব্রতাচরণে ক্ষীণকলেবরা ভার্য্যার অভিমতানুযায়ী দৈহিক সৌন্দর্য্যাদি প্রদান করেন। পরে ভার্য্যার প্রার্থনামত যোগবলে বিমান-প্রদেশে কামগ বিমান প্রস্তুত করিয়া উভয়ে তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং আপনাকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া বহুবর্ষ রতিক্রীড়া করিলেন। ফলে দেবহূতির গর্ভে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কয়েকটি কন্যার জন্ম হয়। ইহার পর কর্দ্দম প্রব্রজ্যায় গমনোদ্যত হইলে কন্যাগণের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া তাঁহার নিকট জড়ীয় ইন্দ্রিয়ভোগাতীত মোক্ষপ্রদ পরমাত্মা-জ্ঞানের কথা জানিবার প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল ধর্ম্মের জন্য এবং ধর্ম্ম বৈরাগ্যের ও বৈরাগ্য ভগবানের সেবনোদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, সে জীবন্মৃত। আমি জড়-ভোগ-প্রমত্তা হইয়া ভবাদৃশ মোক্ষপ্রদ স্বামী থাকিতেও মুক্তির প্রার্থনা করি নাই, আমাকে সে বিষয়ে সাহায্য করুন্।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—পিতৃভ্যাং (মাতা-পিতৃভ্যাং মনুশতরূপাভ্যাং) প্রস্থিতে (গমনং কৃতে সতি) সাধ্বী (পতিব্রতা) ইঙ্গিতকোবিদা (পত্যুঃ চেষ্টাদিমাত্রেণ অভিপ্রায়জ্ঞা দেবহূতিঃ) প্রভুম্ (ঈশ্বরং) ভবং (শিবং) ভবানী ইব (যথা তথা) পতিং (কর্দ্দমং) নিত্যং প্রীত্যা পর্য্যচরৎ (সেবিতবন্তী) ।। ১ ।।

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয়ঋষি কহিলেন,—বৎস বিদুর, পিতা-মাতা প্রস্থান করিলে স্বামীর মনোরথাভিজ্ঞা সাধ্বী দেবহূতি, ভবানী যেরূপ ভবের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন ।। ১ ।।

বিশ্বনাথ—

দেবহূত্যাং বরস্তস্যা বাঞ্ছতা দিব্যসম্পদঃ ।
সৃষ্ট্বা রতিঃ কর্দ্দমস্য ত্রয়োবিংশে নিরূপ্যতে ।।১।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে মহামুনি কর্দ্দমের দেবহূতিকে বরদান, তাঁহার বাঞ্ছানুযায়ী দিব্য সম্পৎসমূহের সৃষ্টি এবং রতিক্রীড়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

———

বিশ্রম্ভেণাত্মশৌচেন গৌরবেন দমেন চ ।
শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ ভোঃ ॥ ২ ॥
বিসৃজ্য কামং দম্ভঞ্চ দ্বেষং লোভমঘং মদম্ ।
অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং তেজীয়াংসমতোষয়ৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (বিদুর !) কামং দম্ভং (কপটং) দ্বেষং লোভম্ অঘং (নিষিদ্ধাচরণং) মদং (চ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) নিত্যম্ অপ্রমত্তা (সাবধানা) উদ্যতা (উদ্যমসহিতা প্রযত্নযুক্তা সতী সা দেবহূতিঃ) বিশ্রম্ভেণ (বিশ্বাসেন) আত্মশৌচেন (দেহমনসোঃ স্নানসন্তোষাদিনা) গৌরবেণ (আদরেণ) দমেন (ইন্দ্রিয়নিগ্রহেণ) শুশ্রূষয়া (সেবয়া) সৌহৃদেন (প্রেম্না) মধুরয়া বাচা চ তেজীয়াংসম্ (অতিতেজস্বিনং স্বামিনম্) অতোষয়ৎ ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—উদ্যমশীলা ও অপ্রমত্তা দেবহূতি কাম, কপটতা, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার এবং নিষিদ্ধাচরণ—এই সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সাবধানে বিশ্বাস, শৌচ, গৌরব, ইন্দ্রিয়দমন, সৌহার্দ্দপ্রদর্শন ও মধুর সম্ভাষণাদি শুশ্রূষা দ্বারা সর্ব্বদা সেই তেজস্বী পতির সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—অঘমপরাধম্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঘং'—অঘ বলিতে এখানে অপরাধ (অর্থাৎ দেবহূতি কাম, দ্বেষ, অপরাধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তেজীয়ান্ পতি কর্দ্দমের সেবা করিতে লাগিলেন) ॥ ২-৩ ॥

———

স বৈ দেবর্ষিবর্য্যস্তাং মানবীং সমনুব্রতাম্ ।
দৈবাদগরীয়সঃ পত্যুরাশাসানাং মহাশিষঃ ॥ ৪ ॥
কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্য্যয়া ।
প্রেমগদগদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মানবীং (মনোঃ কন্যাং) সমনুব্রতাং (তেন সহ ব্রতশীলাং) দৈবাৎ (অপি) গরীয়সঃ (গুরুত্বাৎ দৈবম্ অন্যথা কর্ত্তুং সমর্থাৎ) পত্যুঃ (তৎসকাশাৎ) মহাশিষঃ (পুত্রাদীন্ মনোরথান্) আশাসানাম্ (অভিকাঙ্ক্ষন্তীং) ব্রতচর্য্যয়া কর্শিতাং (ক্লিষ্টাং) ভূয়সা (কালেন) ক্ষামাম্ (অতিকৃশাং) তাং (দেবহূতিং) পীড়িতঃ (তস্যাঃ কৃশতাং দৃষ্ট্বা খিন্নঃ সন্) স বৈ (প্রসিদ্ধঃ) দেবর্ষিবর্য্যঃ (দেবর্ষিষু শ্রেষ্ঠঃ কর্দ্দমঃ) কৃপয়া (কারুণ্যেন) প্রেমগদগদয়া (প্রেম্না স্খলিতাক্ষরয়া) বাচা অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—দৈব অপেক্ষাও গুরুতর পতির নিকট মহৎ আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষায় সুদীর্ঘকাল নিয়ম ধারণপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করিয়া দেবহূতির শরীর শীর্ণ হইল। মহর্ষি কর্দ্দম সহধর্ম্মিণীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং প্রেম-গদগদস্বরে প্রেয়সীকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবাদগরীয়সঃ দৈবাদপি গুরুতরাৎ দৈবমপ্যন্যথা কর্ত্তুং সমর্থাৎ ; যদ্বা, বিসৃজ্য কামমিত্যুক্তম্, তদপি কিয়ৎসময়ানন্তরং দৈবাৎ পরমেশ্বরপ্রেরণবশাৎ মহাশিষঃ কামান্ আশাসানাং ইচ্ছন্তীং কৃপয়া পীড়িতস্তস্যাঃ কার্শ্যদর্শনেন সন্তপ্তঃ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবাদ্ গরীয়সঃ'—দৈব হইতেও গুরুতর, অর্থাৎ দৈবকেও অন্যথা করিতে সমর্থ নিজ পতির নিকট হইতে। অথবা—'বিসৃজ্য কামং' (৩য় শ্লোকে)—কাম পরিহার করতঃ—ইহা উক্ত হওয়ায়, তথাপি কিছুকাল পরে, 'দৈবাৎ'—দৈব অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রেরণাবশতঃ, 'মহাশিষঃ'—পুত্রলাভরূপ মহাশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষাকারিণী দেবহূতিকে দর্শন করিয়া, কর্দ্দম ঋষি কৃপাপূর্ব্বক, 'পীড়িতঃ', অর্থাৎ তাঁহার কৃশতা দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া (বলিলেন) ॥ ৪-৫ ॥

———

শ্রীকর্দ্দম উবাচ—

তুষ্টোঽহমদ্য তব মানবি মানদায়াঃ
শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা ।

যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ স দেহো
নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকর্দ্দমঃ উবাচ—(হে) মানবি, (মনুকন্যে !) মানদায়াঃ (মম সম্মানং দদত্যাঃ) তব শুশ্রূষয়া (সেবয়া) পরয়া ভক্ত্যা চ অহম্ অদ্য তুষ্টঃ (প্রীতঃ অস্মি)। দেহিনাং (দেহধারিণাং) যঃ দেহঃ অতীব সুহৃৎ (প্রিয়ঃ) সঃ (দেহঃ) সমুচিতঃ (শ্লাঘ্যঃ অপি সন্) মদর্থে (মন্নিমিত্তং) ক্ষপিতুং (ক্ষপয়িতুং) নাবেক্ষিতঃ (উপেক্ষিতঃ)॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে মনুপুত্রি, তুমি অতি মানদা, তোমার এই প্রকার সেবা এবং আমার প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগময়ী ভক্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; কেননা, দেহ দেহিমাত্রেরই সাতিশয় প্রিয়, তুমি সেই দেহকেও আমার সেবার জন্য ক্ষয় করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করিতেছ না ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—স দেহো নাবেক্ষিতঃ তিষ্ঠতু নশ্যতু বেত্যেবং ন গণিত ইত্যর্থঃ। পরমপতিব্রতায়াস্তবৈতৎ যুক্তমেবেতি দেহং বিশিনষ্টি—মদর্থে মৎসেবার্থে এব ক্ষপয়িতুং ক্ষীণীকর্ত্তুং সমুচিতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ দেহঃ'—অর্থাৎ যে দেহ মানবমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়তম বন্ধু এবং আদরণীয়, সেই দেহই তুমি লক্ষ্য (ভ্রূ-ক্ষেপ) করিলে না ? অর্থাৎ দেহ থাকুক বা না থাকুক, এই বিষয়ে কোন গণনাই করিলে না ?—এই অর্থ। তুমি পরম পতিব্রতা, অতএব তোমার পক্ষে এইরূপ কার্য্য সমুচিতই হইয়াছে, এই বলিয়া দেহের বিষয় বলিতেছেন—'মদর্থে'—আমার সেবার নিমিত্তই দেহ ক্ষয় করা, যুক্তিযুক্তই ॥ ৬ ॥

যে মে স্বধর্ম্মনিরতস্য তপঃসমাধি-
বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্
দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বধর্ম্মনিরতস্য মে তপঃসমাধিবিদ্যাত্মযোগ বিজিতা (তপঃ সমাধিঃ বিদ্যা উপাসনা চ তাসু যঃ আত্মযোগঃ চিত্তৈকাগ্র্যং তেন বিজিতাঃ প্রাপ্তাঃ) যে ভগবৎপ্রসাদাঃ (দিব্যাঃ ভোগাঃ) তান্ এব অভয়ান্ অশোকান্ তে (ত্বয়াঽপি) মদনুসেবনয়া অবরুদ্ধান্ (বশীকৃতান্) প্রপশ্য। দৃষ্টিং (তুভ্যং দিব্যদর্শনং) বিতরামি (দদামি)॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়ে, আমি স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া তপস্যা, সমাধি, উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবানের প্রসাদ-স্বরূপ ভয়-শোক- বিহীন যে সকল দিব্যভোগ জয় করিয়াছি, তুমি একমাত্র আমার সেবাদ্বারা সেই সকল ভোগকে বশীভূত করিলে ; আমি তোমাকে দিব্যনেত্র দান করিতেছি, তদ্দ্বারাই তুমি ঐ সকল দেখিতে পাইবে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদেতন্নিরুপাধি-সেবা ঋণপরিশোধনার্থমন্যৎ কিঞ্চন তুভ্যং দাতুং নোপযুজ্যতে কিন্ত্বেতদেব পরমদুর্ল্লভং বস্ত্বিত্যাহ—যে ইতি। সমাধির্ধ্যানপরিপাকঃ বিদ্যা উপাসনা তাবেবাত্মযোগৌ তাভ্যাং বিজিতাঃ প্রাপ্তাঃ অবরুদ্ধান্ ত্বয়াপি বশীকৃতান্ ন্যায়তো লব্ধানেবেত্যর্থঃ। প্রপশ্য, তে দিব্যাং দৃষ্টিং বিতরামি, যয়া দৃষ্ট্যা তানেবাধুনা সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যসি ; যদ্বা, মৎকৃপয়া দৃষ্টিং প্রকর্ষেণ পশ্য অলমত্র লজ্জয়েতি ভাবঃ। অত্র স্বধর্ম্মতপোমিশ্র-ভগবদ্ধ্যানাদিভির্যে ভগবৎপ্রসাদাস্তেভ্যো ভোগমোক্ষাববাধিতাবেব স্যাতামিত্যভিপ্রায়েণাহ—অভয়ানশোকানিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অন্য কিছু (সামান্য বস্তু) তোমাকে প্রদান করা সুসঙ্গত হয় না, কিন্তু ইহাই পরম দুর্ল্লভ বস্তু, ইহা বলিতেছেন—'যে মে' ইত্যাদি। 'সমাধি' বলিতে ধ্যানের পরিপক্ব অবস্থা এবং বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা, এই দুইটিই আত্মযোগ, তাহাদের দ্বারা আমি যাহা (ভগবৎ-প্রসাদরূপ দিব্য ভোগসকল) প্রাপ্ত হইয়াছি, 'তে অবরুদ্ধান্'—তুমিও তাহা বশীকৃত করিলে অর্থাৎ তুমি একমাত্র পতি-সেবার দ্বারাই—ন্যায়তঃ তাহা প্রাপ্ত হইলে, এই অর্থ। 'প্রপশ্য'—দেখ, তোমাকে আমি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিতেছি, যে দৃষ্টির দ্বারা সে-সমস্তই এখন তুমি সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে, অথবা—আমার কৃপার দ্বারা 'দৃষ্টিং প্রপশ্য'—যাহা দর্শনীয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর, তাহাতে কোন লজ্জার প্রয়োজন নাই—এই ভাব। এখানে স্বধর্ম্ম ও তপস্যামিশ্র শ্রীভগবানের

ধ্যানাদির দ্বারা যে ভগবানের প্রসাদরূপ দিব্য ভোগ-সকল, তাহা হইতে প্রাপ্ত ভোগ ও মোক্ষ অবাধিতই অর্থাৎ উহা অবিনশ্বর, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অভয়ান্ অশোকান্' ইতি, উহা ভয়শূন্য ও শোক-রহিত অর্থাৎ আনন্দময়, এই অর্থ ॥ ৭ ॥

———

অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ-
বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য ।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্ নিজধর্ম্মদোহান্
দিব্যান্ নরৈর্দুরধিগান্ নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ উরুক্রমস্য (হরেঃ) ভ্রুবঃ উদ্বিজৃম্ভ-বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ (উদ্বিজৃম্ভঃ বক্রীভাবঃ তেন বিভ্রংশিতাঃ অর্থরচনাঃ মনোরথাঃ যেষু তে) অন্যে পুনঃ (ভোগাঃ) কিং (অতিতুচ্ছাঃ)। সিদ্ধা (ত্বং মৎসেবয়া কৃতার্থা) অসি। নিজধর্ম্মদোহান্ (নিজধর্ম্মেণ পাতিব্রত্যেন দুহ্যন্তে ইতি তথা তান্) নরৈঃ নৃপবিক্রিয়াভিঃ (নৃপাঃ বয়ম্ ইতি যাঃ বিক্রিয়াঃ তত্তদ্ভোগবিকৃতয়ঃ তাভিঃ) দুরধিগান্ (অলভ্যান্) দিব্যান্ (অলৌকিকান্) বিভবান্ (ভোগান্) ভুঙ্ক্ষ্ব (তেষাং ভোগং কুরু) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য যে সকল মনোরথ আছে, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়; কারণ ভগবান্ উরুক্রমের ভ্রূভঙ্গিমাত্রেই সে সকল ভ্রষ্ট হয়, অতএব তাহা তোমার উপযুক্ত নয়; হে প্রিয়ে, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, অতএব নিজ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের ফলস্বরূপ দিব্যভোগ-সমূহ উপভোগ কর। ঐ সকল ভোগ নরগণের দুর্লভ; অধিক কি, "আমরা রাজা বা রাণী" এইরূপ অভিমান দ্বারাও নৃপতিবর্গ ঐ সকল ভোগ লাভ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যে শচ্যাদিভিরপি ভুজ্যমানাঃ স্বর্গীয়া অপি ভোগা ভয়শোকব্যাপ্তা এবেত্যাহ—অন্যে ইতি। কিং ন কিমপি তুচ্ছা ইত্যর্থঃ। নিজধর্ম্মেণ পাতিব্রত্যেন দুহ্যমানান্ নৃপোঽহং নৃপপত্নী চাহমিতি বা বিক্রিয়াস্তাভির্দুরভিগমান্ দুর্ল্লভানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর যে সকল ভোগ, ইন্দ্র-পত্নী শচী প্রভৃতির দ্বারা ভোগ্য হইলেও এবং উহারা স্বর্গীয় ভোগ হইলেও ভয় এবং শোকে পরিপূর্ণই, ইহাই বলিতেছেন—'অন্যে' ইতি, (অর্থাৎ ঐ ভোগ-সকল ভগবান্ উরুক্রমের ভ্রূ-ভঙ্গিমাত্রেই বিনষ্ট হয়)। 'কিং'—উহা কিছুই নহে, অতিতুচ্ছ, এই অর্থ। 'নিজ-ধর্ম্ম-দোহান্'—তোমার নিজ প্রাতিব্রত্যরূপ ধর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত (ভগবৎকৃপালাভ-রূপ বিভব-সকল প্রাপ্ত হও)। যাহা 'আমি রাজা, আমি রাজ-পত্নী'—এইরূপ বিক্রিয়া অর্থাৎ অভিমান দ্বারা, 'দুরধিগমান্'—দুর্লভ (অর্থাৎ নৃপতিগণ ঐরূপ অভি-মান দ্বারাও ঐ সকল দিব্য ভোগ লাভ করিতে পারে না)—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

———

এবং ব্রুবাণমবলাখিলযোগমায়া-
বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাধিরাসীৎ ।
সংপ্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্-
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলযোগমায়াবিদ্যাবিচক্ষণম্ (অখিলাঃ যোগমায়াঃ বিচিত্রপদার্থরচনা-শক্তয়ঃ বিদ্যাশ্চ তত্তদু-পাসনাঃ তাসু বিচক্ষণং নিপুণং পতিং কর্দ্দমম্) এবং (কথিতরূপং) ব্রুবাণং (কথয়ন্তম্) অবেক্ষ্য অবলা (দেবহূতিঃ) গতাধিঃ (নিশ্চিন্তা) আসীৎ (জাতা)। সংপ্রশ্রয়প্রণয়-বিহ্বলয়া (সংপ্রশ্রয়ঃ বিনয়ঃ প্রণয়ঃ প্রেম তাভ্যাং বিহ্বলা গদগদা তয়া) গিরা (বাচা) ঈষদ্‌ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধ-সিতাননা (ঈষদ্‌ব্রীড়াযুক্তঃ যঃ অবলোকঃ তেন বিলসৎ হসিতম্ আননং যস্যাঃ তথাভূতা সতী) আহ (উবাচ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি কর্দ্দম অখিল যোগমায়া এবং উপাসনায় সুনিপুণ ছিলেন। স্বামীর এইরূপ বাক্য লক্ষ্য করিয়াই দেবহূতির মনোব্যথা বিদূরিত হইল। তখন তিনি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য-শোভিত বদনে প্রণয় ও বিনয়জনিত গদ্-গদস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যোগমায়া যোগোত্থবিভূতয়ঃ বিদ্যা উপাসনাশ্চ তাসু চ বিচক্ষণং মদ্ভর্ত্তা মৎপারলৌকিকী-র্ভোগমোক্ষসম্পদো মহ্যং দদাতি নত্বৈহিকীরিতি মনসি বিমৃশন্তী সংপ্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রণয়ঃ প্রেমবিশেষস্তাবেব বিহ্বলং যথা স্যাত্তথা যান্তী কর্দ্দমং প্রতি গচ্ছন্তী যা গীস্তয়া। বিহ্বলয়েতি সোমপা-শব্দবৎ। ঈষদ্ব্রীড়া-

যুক্তোঽবলোক এব বিলসদ্ধসিতমাননং যস্যাঃ সা আহ। পত্যৌ প্রকটসম্ভোগ-প্রার্থনায়াং রসাভাসত্বাৎ তস্যা দেবহূতেশ্চোত্তমাঙ্গনামুকুটমণিত্বাৎ রাদ্ধমিত্যাদি পদ্যদ্বয়স্য মুখেন বক্তুমশক্যত্বাৎ তদ্বাচনার্থং লজ্জা-হসিত-ম্রক্ষিতমবলোকমেব মুখঞ্চকার। তত্র ব্যজ্যমানৌ বিনয়প্রণয়াবেব গদ্গদবাণীঞ্চকার তথা যথা রাদ্ধমিত্যাদি পদ্যদ্বয়ং স্পষ্টমুচ্যমানং বভূব। মুখেন তু সা তূষ্ণীমেব তদা তস্থাবিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অখিল-যোগমায়া-বিদ্যা-বিচক্ষণং'—এখানে যোগমায়া বলিতে যোগ হইতে উত্থিত বিভূতিসকল এবং বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা-সমূহ, সেই সকলে যিনি বিচক্ষণ (নিপুণ) অর্থাৎ তাদৃশ নিখিল যোগমায়া ও উপাসনাপটু মহর্ষি কর্দ্দমকে (এইরূপ বলিতে দেখিয়া দেবহূতি ভাবিলেন।) আমার স্বামী আমার পারলৌকিকী ভোগ ও মোক্ষ সম্পদ্‌সকল আমাকে দিতেছেন, কিন্তু ঐহিকী (দেহগতা) কোন সম্পদ্ নয়—এইরূপ মনে মনে পর্য্যালোচনা করতঃ, 'সংপ্রশ্রয়-প্রণয়-বিহ্বলয়া গিরা'—সংপ্রশ্রয় বলিতে বিনয় এবং প্রণয় অর্থাৎ প্রেম-বিশেষ—এই দুইটিই বিহ্বল (বিবশ) যেরূপে হয়, সেইরূপে কর্দ্দমের প্রতি গমন করিতেছে যে 'গীঃ'—বাণী, তাহার দ্বারা। 'বিহ্বলয়া'—(বি—হ্বল্ (কাঁপা) + অন্ প্রত্যয়) বিহ্বলা—ইহা সোমপা শব্দের ন্যায় আকারান্ত, এখানে 'গীঃ'—ইহার বিশেষণ। (ইহার দ্বারা বিনয় এবং প্রণয়—ইহারাই বিহ্বলরূপা বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু দেবহূতি বিহ্বলা নহেন—এইরূপ বলার কারণ পরে বিশ্লেষণ করিতেছেন)। 'ঈষদ্-ব্রীড়া'—ইত্যাদি, ঈষদ্ লজ্জাযুক্ত অবলোকনই শোভিত হাস্য, তদ্রূপ বদন যাঁহার, সেই দেবহূতি বলিলেন।

এখানে নিজ পতিতে প্রকাশ্যে সম্ভোগ প্রার্থনা করিলে রসাভাস হয়, এইজন্য এবং দেবহূতি উত্তম অঙ্গনাগণের মুকুটমণি বলিয়া, 'রাদ্ধং'—ইত্যাদি পরবর্ত্তী পদ্যদ্বয় স্বমুখে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, এইহেতু তাহা বলিবার নিমিত্ত সলজ্জ হাস্যযুক্ত অবলোকনই মুখ-রূপ করিলেন (অর্থাৎ তাদৃশ অবলোকনই মুখের কার্য্য করিয়াছিল)। সেখানে প্রকটিত বিনয় ও প্রণয় এই দুইটি গদ্‌গদ বাণীর কার্য্য সেইরূপে করিল, যাহাতে 'রাদ্ধং' ইত্যাদি পদ্যদ্বয় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সেই দেবহূতি তৎকালে মুখে নিঃশব্দেই অবস্থান করিতেছিলেন—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

রাদ্ধং বত দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগ-
মায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্ত্তঃ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো
ভূয়াদ্ গরীয়সি গুণঃ প্রসবঃ সতীনাম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—(হে) দ্বিজবৃষ, (দ্বিজশ্রেষ্ঠ)! (হে) বিভো, (হে) ভর্ত্তঃ (স্বামিন্)! অমোঘযোগমায়াধিপে (অমোঘাঃ সফলাঃ যোগমায়াঃ শক্তয়ঃ তাসাম্ অধিপে নিয়ন্তরি) ত্বয়ি এতৎ (যৎ ত্বয়া উক্তং তৎ) সর্ব্বং রাদ্ধং (সিদ্ধম্ এব) তৎ অবৈমি (অহং জানামি)। তে (ত্বয়া) যঃ সময়ঃ (ভাষাবন্ধঃ) অভ্যধায়ি (অভিহিতঃ) সকৃৎ (গর্ভ-সম্ভবমাত্রপর্য্যন্তঃ) অঙ্গসঙ্গঃ (সঃ) ভূয়াৎ। গরীয়সি (শ্রেষ্ঠে) ভর্ত্তরি (স্বামিনি হেতুভূতে) প্রসবঃ (স্ত্রীণাং) গুণঃ (মহান্ লাভঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, হে স্বামিন্, আপনি অমোঘ যোগমায়ার অধিপতি ; আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা সকলই আপনাতে সম্ভব, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনি আমার পাণিগ্রহণ সময়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করুন্—গর্ভ-সম্ভবমাত্রপর্য্যন্ত আপনার অঙ্গ-সঙ্গ একবার হউক্। হে স্বামিন্, শ্রেষ্ঠ পতি প্রাপ্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রীগণ যদি সন্তান লাভ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের পরম লাভ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দেবহূতিরুবাচেতি। নেত্রেঙ্গিতেনেতি শেষঃ। হে দ্বিজবৃষ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; এতৎ ত্বয়ি রাদ্ধং সিদ্ধমেব তদহমেবাবৈমি জানাম্যেব, কিন্তু যস্তে ত্বয়া সময়োঽভ্যধায়ি উক্তঃ, স ভূয়াৎ সকৃদিতি সকৃদ্গর্ভ-সম্ভবপর্য্যন্তোঽঙ্গসঙ্গ ইত্যর্থঃ। যস্মাদ্গরীয়সি শ্রেষ্ঠে পত্যৌ হেতুভূতে সতীনাং স্ত্রীণাং গুণঃ খলু প্রসবোঽপত্যোৎপত্তিরেব যদভাবাদ্বন্ধ্যেয়মিতি স্ত্রীষু নিন্দৈবেতি ভাবঃ। নির্বিসর্গপাঠে গুণানাং প্রসব ইতি সমাসেঽ-

পত্যমিষেণ পত্যুর্গুণা এব প্রসূয়ন্তে তাভিরিতি মে ত্বত্তঃ সদপত্যানি ভবন্ত্বিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবহূতিঃ উবাচ'—দেবহূতি বলিলেন, উহা নয়নের ইঙ্গিতের দ্বারা, ইহা বুঝিতে হইবে। 'দ্বিজবৃষ'—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! স্বামিন্! 'এতৎ'—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আপনাতে 'রাদ্ধং'—সিদ্ধই রহিয়াছে, উহা আমি অবগতই আছি। কিন্তু 'যঃ তে সময়ঃ'—পরিণয়কালে আপনি যে ভাষাবন্ধময় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 'স ভূয়াৎ'—তাহা সম্পাদন করুন। 'সকৃৎ'—একবারও গর্ভ-সম্ভব পর্য্যন্ত অঙ্গ-সঙ্গ হউক, এই অর্থ। যেহেতু 'গরীয়সি'—শ্রেষ্ঠ পতি লাভ করিলে সাধ্বী রমণীগণের মহান্ গুণই হইতেছে—'প্রসবঃ'—সন্তান উৎপত্তিই, যাহার অভাবে 'এই নারী বন্ধ্যা'—এইরূপ স্ত্রীগণের নিন্দাই হইয়া থাকে, এই ভাব। এখানে বিসর্গহীন অর্থাৎ 'গুণ-প্রসবঃ'—এইরূপ পাঠে, গুণসমূহের প্রসব—এইরূপ সমাসেও অপত্য-রূপে পতির গুণসকলই প্রকাশিত হয় যাহাদের দ্বারা, ইহাতে আপনা হইতে আমার সৎ সন্তানগুলি হউক—ইহা ভাবার্থ ॥ ১০ ॥

তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং
যেনৈষ মে করশিতোঽতিরিরংসয়াত্মা।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া
দীনস্তদীশ ভবনং সদৃশং বিচক্ষ্ব ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—হে ঈশ, (স্বামিন!) তত্র (অঙ্গসঙ্গে) ইতিকৃত্যং (সাধনং) যথোপদেশং (কামশাস্ত্রানুসারেণ) উপশিক্ষ (সম্পাদয়), যেন (সাধনেন অভ্যঙ্গভোজনপানাদিনা) তে (ত্বয়া এব) কৃত-মনোভব-ধর্ষিতায়াঃ (কৃতঃ ক্ষোভিতঃ যো মনোভবঃ কামঃ তেন ধর্ষিতায়াঃ পীড়িতায়াঃ) মে (মম) অতিরিরংসয়া (অতীব রন্তুম্ ইচ্ছয়া) কর্শিতঃ (ক্ষোভিতঃ) দীনঃ চ এষঃ আত্মা (দেহঃ) সিধ্যেত (রতিসমর্থঃ ভবেৎ)। তৎ (ততঃ) সদৃশম্ (অনুরূপং) ভবনং (চ) বিচক্ষ্ব (বিচারয়) ॥১১॥

অনুবাদ—সেই পুত্রসম্ভব-ব্যাপারে কাম-শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী ইতি-কর্ত্তব্যতা বিধান করুন্। বলবতী রমণ-স্পৃহাহেতু আমার শরীর কৃশ ও বলহীন হইয়াছে। যাহাতে রতি-ক্রীড়ায় সমর্থ হয়, তৎসাধনোপযোগি অভ্যঙ্গভোজন-পানাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন্ এবং রতিক্রীড়ার উপযুক্ত একটি ভবনও রচনা করুন্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি প্রবিশ পর্ণশালাং তত্তে বাঞ্ছিতং করবাণীতি চেন্ন তদীদৃশমলিনকৃশশরীরেণ নৈতাদৃশপর্ণশালায়াং নৈতাদৃশপরিচ্ছদেন সিদ্ধ্যেদিত্যাহ—তত্রেতি। অত্র অঙ্গসঙ্গে ইতিকৃত্যং সাধনং যথোপদেশং বাৎস্যায়নাদিশাস্ত্রোপদেশমনতিক্রম্য উপশিক্ষ। স্বস্মাদেব জানীহি কামপ্রক্রিয়ায়াঃ স্বৈকগম্যত্বাৎ। জ্ঞাত্বা চ তত্তৎসমুচিতবস্তুজাতং রসোদ্দীপনাদিকমভ্যঙ্গভোজনপানাদিকঞ্চ সাধু সম্পাদয়েত্যর্থঃ; যেন এষ আত্মা দেহঃ অতিরিরংসয়া কর্ষিতঃ ক্ষোভিতঃ সন্ সিদ্ধ্যেত রতিসমর্থো ভবেৎ। মম কীদৃশ্যাঃ তে ত্বয়ৈব কৃতঃ স্বদর্শনাদিনা জনিতো যো মনোভবস্তেন ধর্ষিতায়াঃ দীনঃ সম্প্রতি তু দরিদ্র এব তত্তস্মাৎ হে ঈশ! যোগবলেন সর্ব্বং স্রষ্টুং সমর্থঃ। সদৃশং রত্যনুরূপং ভবনঞ্চ বিচক্ষ্ব বিচারয় ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, এইরূপ হইলে পর্ণশালায় প্রবেশ কর, তাহাতে তোমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করিব, ইহার উত্তর—না, এইরূপ মলিন কৃশ শরীরের দ্বারা, এইপ্রকার পর্ণশালাতে, এতাদৃশ পরিচ্ছদের দ্বারা উহা সিদ্ধ হইবে না, ইহা বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। এই অঙ্গসঙ্গ বিষয়ে 'ইতিকৃত্যং'—ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ যাহা করণীয় কার্য্য, তাহা বাৎস্যায়নাদির কাম-শাস্ত্র অনুসারে সাধনোপায় বিধান করুন। কাম-প্রক্রিয়া নিজের একগম্যত্ব-হেতু, তাহা আপন হইতেই আপনি জানিতে পারিবেন, এবং সেইরূপ বুঝিয়া সেই সেই সমুচিত রসোদ্দীপনক বস্তুসমূহ এবং অভ্যঙ্গ, ভোজন, পানাদি সুষ্ঠু সম্পন্ন করুন, এই অর্থ। 'যেন এষ আত্মা'—যাহাতে আমার এই দেহ, 'অতিরিরংসয়া'—অত্যধিক রমণেচ্ছায় ক্ষুব্ধ হইয়া রতিসমর্থ হইতে পারে। কিরূপ আমার? তাহাতে বলিতেছেন—'তে কৃত-মনোভব-ধর্ষিতায়াঃ'—আপনা কর্ত্তৃকই নিজ দর্শনাদির দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে যে মনোভব, অর্থাৎ কাম, তাহার দ্বারা ধর্ষিতা যে আমি, (অর্থাৎ কাম আপনার

নিকট পরাভূত হইয়া আমার উপরে বল প্রকাশ করিতেছে, সেইজন্য আপনার দর্শনাদির দ্বারা আমার চিত্ত রমণেচ্ছায় আকর্ষিত হওয়াতে আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে)। 'দীনঃ'—সম্প্রতি আমি অতি দরিদ্রই, অতএব হে ঈশ ! অর্থাৎ আপনি যোগবলে সমস্ত কিছুই করিতে সমর্থ। 'সদৃশং'—রতির অনুরূপ গৃহও চিন্তা করুন ॥ ১১ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দ্দমো যোগমাস্থিতঃ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যে বাবিরচীকরৎ ॥ ১২ ॥
সর্ব্বকামদুঘং দিব্যং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্।
সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
দিব্যোপস্করণোপেতং সর্ব্বকালসুখাবহম্।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্ব্বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
স্রগ্‌ভির্ব্বিচিত্রমাল্যাভির্ম্মঞ্জুশিঞ্জৎষড়ঙ্‌ঘ্রিভিঃ।
দুকুলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বি রাজিতম্ ॥ ১৫ ॥
উপর্য্যুপরিবিন্যস্ত-নিলয়েষু পৃথক্ পৃথক্।
ক্লিপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥১৬॥
তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্তং নানাশিল্পোপশোভিতম্।
মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥
দ্বার্ষু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকবাটবৎ।
শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥
চক্ষুষ্মৎপদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্ম্মিতৈঃ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈঃ সহারৈর্হেমতোরণৈঃ ॥ ১৯ ॥
হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র নিকূজিতম্।
কৃত্রিমান্ মন্যমানৈঃ স্বানধিরুহ্যাধিরুহ্য চ ॥ ২০ ॥
বিহারস্থানবিশ্রাম-সংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ।
যথোপজোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) ক্ষত্তঃ (বিদুর !) প্রিয়ায়াঃ (দেবহূত্যাঃ) প্রিয়ম্ অন্বিচ্ছন্ (মৃগয়ন্) কর্দ্দমঃ যোগম্ আস্থিতঃ (সন্) তর্হি (তৎক্ষণমেব) কামগং (কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি ইতি তথাভূতং) সর্ব্বকামদুঘং (সকলাভিলাষপ্রদং) দিব্যম্ (অলৌকিকং) সর্ব্বরত্নসমন্বিতং (সর্ব্বৈঃ রত্নৈঃ সমন্বিতং খচিতং) সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং (সর্ব্বাসাম্ ঋদ্ধীনাং সম্পদাম্ যঃ উপচয়ঃ বৃদ্ধিঃ তস্য উদর্কঃ উত্তরোত্তরাতিবৃদ্ধিঃ যস্মিন্ তৎ) মণিস্তম্ভৈঃ (মণিময়ৈঃ স্তম্ভৈঃ) উপস্কৃতং (শোভিতং) দিব্যোপস্করণোপেতং (দিব্যৈঃ উপস্করণৈঃ গার্হস্থ্যনির্বাহকৈঃ পরিকরৈঃ সম্পন্নং) সর্ব্বকালসুখাবহং (সর্ব্বেষু কালেষু ঋতুষু অনুকূলং) পট্টিকাভিঃ (অল্পবিস্তারপট্টবস্ত্রবিশেষৈঃ) বিচিত্রাভিঃ (বহুবিধাভিঃ) পতাকাভিঃ (বিস্তৃতাভিঃ তাভিঃ) অলঙ্কৃতং, বিচিত্রমাল্যাভিঃ (বিচিত্রাণি নানাবর্ণানি মাল্যানি মালানির্ম্মাণযোগ্যানি পুষ্পানি যাসু তাভিঃ) মঞ্জুশিঞ্জৎষড়ঙ্‌ঘ্রিভিঃ (মঞ্জু মধুরং যথা ভবতি তথা শিঞ্জন্তঃ কূজন্তঃ ষড়ঙ্ঘ্রয়ঃ ভ্রমরাঃ যাসু তাভিঃ) চ স্রগ্‌ভিঃ (মালাভিঃ তথা) দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈঃ (দুকূলৈঃ সূক্ষ্মৈঃ কার্পাসৈঃ ক্ষৌমৈঃ অতসীতন্তুভবৈঃ কৌশেয়ৈঃ কৃমিকোশোত্থৈঃ চ) নানাবস্ত্রৈঃ (চ) বিরাজিতং (শোভিতং) উপর্য্যুপরিবিন্যস্তনিলয়েষু (উপর্য্যুপরিবিরচিতেষু গৃহেষু) পৃথক্ পৃথক্ (বিভক্তং) ক্লিপ্তৈঃ (সজ্জিতৈঃ) কশিপুভিঃ (শয্যাভিঃ) (তথা) পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ (চ) কান্তং (কমনীয়ং) তত্র তত্র (স্থানে স্থানে) বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতং (বিনিক্ষিপ্তৈঃ বিরচিতৈঃ নানাবিধৈঃ শিল্পৈঃ উপশোভিতং) মহামরকতস্থল্যা (ইন্দ্রনীলমণিময়ভূম্যা তথা) বিদ্রুমবেদিভিঃ (বিদ্রুমৈঃ প্রবালৈঃ রচিতাভিঃ বেদিভিঃ উপবেশনস্থানবিশেষৈঃ চ) জুষ্টং যুক্তং দ্বার্ষু (দ্বারেষু) বিদ্রুমদেহল্যা (বিদ্রুমরচিতয়া দেহল্যা উড়ুম্বরেণ) ভাতং (শোভিতং) বজ্রকবাটবৎ (হীরকখচিতকপাটযুক্তং) ইন্দ্রনীলেষু (ইন্দ্রনীলমণিময়েষু) শিখরেষু (প্রাসাদাগ্রভাগেষু) হেমকুম্ভৈঃ (স্বর্ণময়কলসৈঃ) অধিশ্রিতম্ (অধিষ্ঠিতং) বজ্রভিত্তিষু নির্ম্মিতৈঃ (খচিতৈঃ) চক্ষুষ্মাৎ পদ্মরাগাগ্র্যৈঃ (চক্ষুষ্মন্তঃ ইব যে পদ্মরাগশ্রেষ্ঠাঃ তৈঃ) বিচিত্রবৈতানৈঃ (বিচিত্রৈঃ বিতানসমূহৈঃ) সহারৈঃ (মাল্যসহিতৈঃ) হেমতোরণৈঃ (সুবর্ণময়ৈঃ বহির্দ্বারৈঃ চ) জুষ্টং (যুক্তং) কৃত্রিমান্ (অপি হংসাদীন্) স্বান্ (স্বজাতীয়ান্) মন্যমানৈঃ হংসপারাবতব্রাতৈঃ (তেষাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ) তত্র তত্র অধিরুহ্য অধিরুহ্য চ নিকূজিতং যথোপজোষং (যথাসুখং) রচিতৈঃ বিহারস্থানবিশ্রামসংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈ (বিহারস্থানং ক্রীড়াপ্রদেশঃ বিশ্রামঃ শয়নগৃহং সংবেশঃ উপভোগ-

স্থানং প্রাঙ্গণং গৃহাদ্বহিঃ অজিরং প্রাকারাদ্বহিঃ, এতৈঃ) আত্মনঃ (স্বস্য মায়াবিনঃ কর্দ্দমস্য অপি বিস্মাপনং) (বিস্ময়জনকং) ইব বিমানং (গৃহম্) আবিরচীকরৎ (আবির্ভাবয়াম্বভূব) ॥ ১২-২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—মহর্ষি কর্দ্দম প্রেয়সীর প্রিয়-সাধনার্থ যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। যোগবলে তন্মুহূর্ত্তেই একটী কামগামী দিব্যবিমান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঐ দিব্যবিমান নিখিল কামপ্রদ, বিবিধ রত্নবিভূষিত, উত্তরোত্তর সমস্ত সম্পত্তির আতিশয্য-সমন্বিত এবং মণিময় স্তম্ভে শোভিত; সেই বিমান স্বর্গীয়োপকরণযুক্ত, সর্ব্বকালে আনন্দ ও আরামদায়ক এবং স্বল্প-বিস্তারযুক্ত পট্টবস্ত্র ও বিচিত্র পতাকারাজি দ্বারা বিভূষিত; সেই বিমানমধ্যে বহুবিধ বিচিত্র মাল্য এবং কুসুমদাম সঞ্চিত; লুব্ধ অলিকুল সৌরভাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মনোহর ধ্বনি করিতেছিল এবং ঐ বিমানের অভ্যন্তর দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয় প্রভৃতি নানাবিধ বসনে অলঙ্কৃত। সেই বিমানের উপর্য্যুপরি বিরচিত পৃথক্ পৃথক্ গৃহসকলের মধ্যে স্থানে স্থানে শয্যা, পর্য্যঙ্ক, ব্যজন ও আসনাদি সুসজ্জিত থাকায় ঐ সকল গৃহের দৃশ্য অতি মনোরম; আবার স্থানে স্থানে নানাবিধ শিল্পকার্য্যদ্বারা ভূষিত, মরকতমণিময় স্থল এবং বিদ্রুমমণি-নির্মিত বেদিসমূহ বিরাজিত থাকায় উহার শোভা আরও মনোহর; (সেই বিমানের) দ্বারদেশ বিদ্রুমমণি-নির্ম্মিত স্তম্ভে শোভিত এবং হীরকখচিত-কবাটযুক্ত, ইন্দ্রনীলমণিময় প্রাসাদচূড়ায় স্বর্ণকুম্ভসকল স্থাপিত; হীরকময় ভিত্তিতে সর্ব্বোত্তমপদ্মরাগমণিসকল খচিত হওয়ায় যেন চক্ষুষ্মানের মত এবং বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও মাল্যে ভূষিত সুবর্ণতোরণসমূহে শোভিত; ঐ বিমান তন্মধ্যস্থিত কৃত্রিম হংসপারাবতদিগকে স্বজাতীয় জ্ঞানে উহাদের উপর বারংবার উৎপতনশীল হংসপারাবতাদি পক্ষিসকলের শব্দে শব্দায়মান; উহা বিহারস্থল, শয়নগৃহ, উপভোগ-স্থান, গৃহ এবং প্রাচীরের বহির্ভাগসকল যে যে ভাবে থাকিলে সুখদায়ক হইতে পারে সেই প্রকারেই সংস্থাপিত; উহা স্বয়ং মায়াবী মহর্ষি কর্দ্দমেরও পর্য্যন্ত বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল ॥ ১২-২১ ॥

বিশ্বনাথ—তূষ্ণীং স্থিতয়া দেবহূত্যা নেত্রেঙ্গিতেনৈব এতদ্ যদুক্তং কর্দ্দমোঽপি তূষ্ণীং স্থিত এব তদৈব তত্তৎ সর্ব্বং সম্পাদয়ামাসৈব, ন তু প্রত্যুত্তরং দদাবিত্যাহ—প্রিয়ায়া ইত্যাদিনা। ন চ দেবমনুষ্যাদিকৃতমিব তদপূর্ণসুখময়মিত্যাহ—সর্ব্বেতি। ন চ সামান্যবিমানমিব উত্তরোত্তরকালকৃতাপচয় এব উদর্কঃ উত্তরোত্তরফলং যত্র তৎ। উপস্করণং পরিকরঃ, ন চৌষ্ণ্যশৈত্যাদিকালিকদুঃখসহিতমিত্যাহ—সর্ব্বকালেতি। পট্টিকাভিঃ ক্ষুদ্রপতাকাভিঃ পতাকাভির্বৃহতীভিঃ, স্রগ্ভিরতিপুষ্টদীর্ঘাভির্গোপানসীলগ্নাভিঃ বিচিত্রাণি রক্তপীতাদিবর্ণানি মাল্যান্যন্তরা প্রোতানি যাসু তাভিঃ। দুকূলৈঃ ক্ষুদ্রকৃমিকোষোত্থপট্টবস্ত্রৈঃ ক্ষৌমৈরতসীতন্তুভবৈঃ কৌশেয়ৈর্বৃহৎকৃমিকোষোত্থৈর্নানাবস্ত্রৈরাঙ্কবৈঃ কার্পাসৈশ্চ চতুষ্কিকা বেদ্যাস্তরণরূপৈঃ কশিপুভিঃ শয্যাভিঃ বিদ্রুমময্যা দেহল্যা ভাতং দ্বার্ষু বজ্রকবাটবৎ হীরককবাটযুক্তং শিখরেষু সর্ব্বোর্দ্ধপ্রাসাদচূড়াসু। হীরকময়ভিত্তিষু অর্পিতৈঃ পদ্মরাগাগ্র্যখণ্ডৈশ্চক্ষুষ্মদিব বৈতানৈর্ব্বিতানসমূহৈঃ হেম্নস্তোরণৈর্বন্দনমাল্যেতি খ্যাতৈঃ। কৃত্রিমানপি হংসাদীন্ স্বান্ স্বজাতীয়ান্মন্যমানৈস্তত্র তত্র স্বগণমধ্যে অধিরুহ্য নির্ভরং কূজিতম্। বিহারস্থানং ক্রীড়াপ্রদেশঃ বিশ্রামঃ শয়নগৃহং সংবেশঃ সম্ভোগান্তনিদ্রাগৃহম। প্রাঙ্গণং গৃহাদ্বহিঃ অজিরং প্রাচীরাদ্বহিঃ। যথোপজোষং যথাসুখং আত্মনঃ স্বস্য কর্দ্দমস্যাপি, ইবেতি স্বনির্মিতত্বাৎ স্বস্য বস্তুতো ন বিস্মাপনমিতি ॥ ১২-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইয়া দেবহূতি নেত্রের ইঙ্গিতের দ্বারাই এই সকল যাহা বলিলেন, মহর্ষি কর্দ্দমও নিঃশব্দেই তৎক্ষণাৎ সেই সেই সমস্ত কিছুই সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু মুখে কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'প্রিয়ায়াঃ' ইতি। কিন্তু ঐ সকল দেবতা বা মনুষ্যাদি রচিতের ন্যায় অপূর্ণ সুখময় নহে, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বকামদুঘং'—অর্থাৎ ঐ দিব্য বিমান (গৃহ খানি) সমস্ত কামনার পরিপূরক। উহা সমান্য বিমানের ন্যায় উত্তরোত্তর কালকৃত ক্ষয়প্রাপ্ত নহে, তাহা বলিতেছেন—'সর্ব্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং'—উদর্ক বলিতে উত্তরোত্তর ফল যেখানে, অর্থাৎ সমস্ত ঋদ্ধি বলিতে সকল সম্পদ্, তাহাদের উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি, তাহার উৎকর্ষ যেখানে, তাদৃশ বিমান। 'উপস্করণং'—

পরিকর, অর্থাৎ গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। উহাতে উষ্ণ, শৈত্যাদি কালিক দুঃখসমূহ নাই, তাহা বলিতেছেন—সর্ব্বকাল-সুখাবহ। 'পট্টিকাভিঃ'—ক্ষুদ্র পতাকাসমূহের এবং বিচিত্র বৃহৎ পতাকাসকলের দ্বারা অলঙ্কৃত। 'স্রগ্‌ভিঃ'—অতিপুষ্ট দীর্ঘ গোপানসী (অর্থাৎ ঘরের চালের নিম্নস্থ বক্র কাষ্ঠ) পর্য্যন্ত লগ্ন মাল্যসমূহের দ্বারা, যাহাদের মধ্যে মধ্যে বিচিত্র রক্ত, পীতাদি বর্ণের নানা প্রকার মালা গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা অলঙ্কৃত (বিমান)। 'দুকূলৈঃ'—ক্ষুদ্র কৃমিকোষ হইতে উত্থিত পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম বলিতে অতসী তন্তুজাত, কৌশেয় বৃহৎ কৃমিকোশোত্থ এবং নানাবিধ কার্পাস বস্ত্র-সকলের দ্বারা বিরাজিত (বিমান)। 'চতুষ্কিকা'—বেদির চারিদিকের আস্তরণরূপ শয্যার দ্বারা কমনীয়। 'বিদ্রুমদেহল্যা'—বিদ্রুম অর্থাৎ প্রবালের দ্বারা রচিত দেহলী বলিতে স্তম্ভসকল, তাহার দ্বারা পরিশোভিত। 'দ্বার্ষু'—অর্থাৎ বিদ্রুম-নির্ম্মিত দ্বারের কপাটে, বজ্ররত্ন অর্থাৎ হীরক-সমূহ খচিত ছিল। 'শিখরেষু'—শিখর, অর্থাৎ সর্ব্বোর্দ্ধ প্রাসাদের চূড়াসমূহে। 'বজ্রভিত্তিষু'—হীরকময় ভিত্তিসমূহে অর্পিত পদ্মরাগ মণির দ্বারা, উহা যেন নয়নবিশিষ্ট হইয়া জ্বলিতেছিল। 'কৃত্রিমান্'—কৃত্রিম অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধনের জন্য রচিত হংসাদির মধ্যে, নিজেদের স্বজাতীয় মনে করিয়া অকৃত্রিম হংসাদি বারংবার পতিত হইয়া কূজন করিতেছিল। বিহারস্থান বলিতে ক্রীড়াপ্রদেশ, বিশ্রাম অর্থাৎ বিশ্রামের জন্য শয়ন গৃহ, সংবেশ—সম্ভোগান্তে নিদ্রাগৃহ। প্রাঙ্গণ—গৃহের বাহিরের চত্বর এবং অজির প্রাচীরের বহিঃস্থিত স্থান। 'যথোপজোষং'—যথাসুখে। 'আত্মনঃ বিস্মাপনম্ ইব'—এই সকল দেখিয়া সেই সৃজনকারী মায়াবী কর্দ্দম ঋষিরও যেন বিস্ময় উপস্থিত হইল, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহার বিস্ময়জনক নহে ॥ ১২-২১ ॥

মধ্ব—দেহলী দ্বারবন্ধঃ। কৃত্রিমান্ শোভার্থকৃতান্ ॥

ঈদৃগ্‌গৃহং তৎ পশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা।
সর্ব্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎ কর্দ্দমঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ঈদৃগ্ (এবংবিধং) তৎ গৃহং (বিমানং) নাতিপ্রীতেন (মলিনদেহত্বাৎ পরিচারিকাভাবাৎ চ অনতি সন্তুষ্টেন) চেতসা (মনসা) পশ্যন্তীং (দেবহূতিং) সর্ব্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ (সর্ব্বভূতানাম্ আশয়ম্ অভিপ্রায়ং জানাতি ইতি সঃ) কর্দ্দমঃ স্বয়ম্ (অননুরুদ্ধঃ এব) প্রাবোচৎ (কথয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এতাদৃশ গৃহদর্শনেও দেবহূতি স্বীয় মলিন দেহ ও পরিচারিকার অভাবহেতু তত প্রীতমনা হইতেছেন না দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণীর মনোভিপ্রায়াভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ কর্দ্দম ঋষি স্বয়ং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—নাতিপ্রীতেনেতি মলিনদেহত্বাৎ পরিচারিকাভাবাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাতিপ্রীতেন' ইতি—নিজের মলিন দেহ ও পরিচারিকাগণের অভাবহেতু, দেবহূতি ঐ সকল মনোরম গৃহাদি দেখিয়াও অতিশয় প্রীত হন নাই, এই ভাব ॥ ২২ ॥

নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরুবিমানমিদমারুহ।
ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভীরু, অস্মিন্ হ্রদে (বিন্দুসরসি) নিমজ্জ্য (স্নাত্বা) ইদং বিমানম্ আরুহ (আরোহ অধিরোহ)। ইদং তীর্থং শুক্লকৃতং (শুক্লেন বিষ্ণুনা আনন্দবিন্দুপাতেন কৃতং সৎ) নৃণাম্ আশিষাং (বাঞ্ছিতানাং) যাপকং (প্রাপকম্) ॥২৩॥

অনুবাদ—হে ভয়শীলে, তুমি ঐ বিন্দুসরোবরে অবগাহন করিয়া এই বিমানে অধিরোহণ কর। এই মহাতীর্থরূপী সরোবর ভগবান্ বিষ্ণুর আনন্দবিন্দুনিপাত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা মনুষ্যের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হ্রদে বিন্দুসরসি যাপকং প্রাপকম্ ॥২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মিন্ হ্রদে'—এই বিন্দুসরোবরে। 'যাপকং'—প্রাপক, অর্থাৎ এই বিন্দুসরোবর তীর্থ সকলের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক ॥ ২৩ ॥

সা তদ্ভর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূর্দ্ধজান্ ॥২৪॥

অঙ্গঞ্চ মলপঙ্কেন সঞ্ছন্নং শবলস্তনম্ ।
আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সা কুবলয়েক্ষণা (কমলনয়না দেবহূতিঃ) ভর্ত্তুঃ বচঃ সমাদায় (স্বীকৃত্য) সরজং (মলিনং) বাসঃ (বস্ত্রং) বিভ্রতী বেণীভূতান্ (জটিলান্) স্বমূর্দ্ধজান্ (কেশান্) চ বিভ্রতী মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনং (শবলৌ বিবর্ণৌ স্তনৌ যস্মিন্ তথাভূতম্) অঙ্গং (শরীরং) চ (বিভ্রতী সতী) শিবজলাশয়ং (শিবানাং নির্ম্মলানাং সুখকরাণাং জলানাম্ আশ্রয়ম্ আশয়ম্, অথবা শিবাঃ জলাশয়াঃ জলচরাঃ যত্র তং) সরস্বত্যাঃ (নদ্যাঃ) (মধ্যস্থং) সরঃ (বিন্দুসরঃ) আবিবেশ (প্রবিষ্টবতী) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—পদ্মাক্ষী দেবহূতি স্বামীর ঐ বাক্য সমাদর করিলেন। তাঁহার বসন মলিন, কেশদাম বেণীভূত (জটাবদ্ধ) এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মলপঙ্কে সমাচ্ছন্ন থাকায়, স্তন যুগল পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি তদবস্থাতেই পরমপাবক পুণ্যসলিলা সরস্বতীনদীতটস্থ সেই সরোবরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সমাদায় আদৃত্য ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাদায়'—সাদরে গ্রহণ করিয়া ॥ ২৪-২৫ ॥

সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ।
সর্ব্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সা অন্তঃসরসি (নিমগ্না সতী তত্র) বেশ্মস্থাঃ (মন্দিরস্থা) দশশতানি কন্যকাঃ দদর্শ (দৃষ্টবতী তাঃ চ) সর্ব্বাঃ কিশোরবয়সঃ উৎপলগন্ধয়াঃ (উৎপলস্য ইব দেহগন্ধঃ যাসাং তথাভূতাঃ আসন্ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—জলে নিমগ্ন হইয়াই তিনি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলেন,—সলিলের অভ্যন্তরে এক মন্দিরমধ্যে দশশত কন্যা আছে ; তাহারা সকলেই কিশোরবয়স্কা কন্যা এবং তাহাদের গাত্র হইতে পদ্মগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

—৬৩

তাং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
বয়ং কর্ম্মকরীস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তাং (দেবহূতিং) দৃষ্ট্বা তাঃ স্ত্রিয়ঃ সহসা (আশু) উত্থায় প্রাঞ্জলয়ঃ (সত্যঃ) বয়ং তুভ্যং (ত্বাং পরিচরিতুং) কর্ম্মকরীঃ (কর্ম্মকর্য্যঃ পরিচারিকাঃ) অতঃ কিং (তব দাস্যং) করবাম (তৎ) নঃ (অস্মান্) শাধি (আজ্ঞাপয় ইতি) প্রোচুঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সলিলমধ্য হইতে সসম্ভ্রমে উত্থিতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—দেবি, আমরা আপনার আজ্ঞাবাহিনী পরিচারিকা, আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন্ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যং তব কর্ম্মকরীঃ কিঙ্কর্য্যঃ ; যদ্বা, তুভ্যং পরিচরিতুং ত্বমস্মান্ শাধি আজ্ঞাপয় ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং তব কর্ম্মকরীঃ'—আমরা আপনার কিঙ্করী অর্থাৎ পরিচারিকাগণ, অথবা—'তুভ্যং ত্বাং পরিচরিতুং'—আপনাকে পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে, 'শাধি'—আজ্ঞা করুন। (এখানে 'তুভ্যং'—ষষ্ঠী স্থানে চতুর্থী, অথবা 'তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ'—এই সূত্রে, 'পরিচরিতুং'—এই তুমন্ত ক্রিয়া উহ্য থাকায় চতুর্থী হইয়াছে) ॥ ২৭ ॥

স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্ ।
দুকূলে নির্ম্মলে নূত্নে দদুরস্যৈ চ মানদাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূষণানি পরার্দ্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ ।
অন্নং সর্ব্বগুণোপেতং পানঞ্চৈবামৃতাসবম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(এবমুক্ত্বা চ) মানদাঃ (সম্মানকর্ত্র্যঃ স্ত্রিয়ঃ) মহার্হেণ (অতিশ্রেষ্ঠেন) স্নানেন (স্নানসাধনেন সুগন্ধতৈলাদিনা) তাং মনস্বিনীম্ (উৎসাহযুক্তাং দেবহূতিং) স্নাপয়িত্বা নির্ম্মলে (শুদ্ধে) নূত্নে (নবীনে) দুকূলে (সূক্ষ্মে বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়ে) (তথা) পরার্দ্ধ্যানি (অমূল্যানি) বরীয়াংসি (শ্রেষ্ঠতমানিতৎপ্রিয়াণি) চ দ্যুমন্তি (দীপ্তি মন্তি) ভূষণানি চ সর্ব্বগুণোপেতং (ষড়্‌রসোপেতং) অন্নং চ অমৃতম্

ইব (স্বাদু) আসবং (মোদকং চ) পানং (পেয়ং) চ অস্যৈ (দেবহূত্যৈ) দদুঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া সুন্দরীগণ তাহাদের মাননীয়া মনস্বিনী দেবহূতিকে স্নানযোগ্য তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া স্নান করাইল এবং স্নানান্তে পরিধানের জন্য নূতন নির্ম্মল বসন এবং উত্তরীয় বস্ত্র, তৎপরে তাঁহার জন্য প্রিয়ঙ্কর দিব্যদ্যুতি-সম্পন্ন বিবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়াদি বিবিধ অন্ন, পানীয় এবং সুস্বাদু মোদক আনিয়া দিল ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্নানেন স্নানযোগ্যতৈলাদিনা ভূষণাদীনি পরিধাতুং দদুঃ। অন্নপানে চ ভোক্তুং দদুঃ ॥২৮-২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্নানেন'—স্নানের উপযোগী সুগন্ধ তৈলাদির দ্বারা স্নান করাইয়া, বস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি পরিধানের নিমিত্ত দিলেন। 'অন্নং পানঞ্চ'—অন্ন এবং পানীয় দ্রব্য ভোজনের জন্য প্রদান করিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥

— ——

অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিণং বিরজাম্বরম্।
বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্ব্বহুমানিতম্ ॥ ৩০ ॥
স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ ॥ ৩১ ॥
শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥
সুদতা সুভ্রুবা শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা।
পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (দেবহূতিঃ) আদর্শে (দর্পণে) স্রগ্বিণম্ (স্রজং বিভ্রতং পুংস্ত্বং সর্ব্বত্রাত্মশব্দসমানাধিকরণাৎ) বিরজাম্বরং (নির্ম্মলং অম্বরং বাসঃ যস্য তং) বিরজং (নির্ম্মলং) কৃতস্বস্ত্যয়নং (কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলং যস্য তং) কন্যাভিঃ (তাভিঃ) বহুমানিতং (সেবিতং) স্নাতঃ (উদ্বর্ত্ত্য ক্ষালিতং) কৃতশিরঃস্নানং (কৃতং শিরঃস্নানং অভ্যঙ্গঃ যেন তং) সর্ব্বাভরণভূষিতং নিষ্কগ্রীবং (নিষ্কং পদকং গ্রীবায়াং যস্য তং) বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ (কূজন্তী কাঞ্চননূপুরে যস্য তাদৃশং) শ্রোণ্যোঃ (নিতম্বয়োঃ) অধ্যস্তয়া (ধৃতয়া) কাঞ্চন্যা (কাঞ্চনময্যা) বহুরত্নয়া (বহূনি রত্নানি যস্যাং তয়া) কাঞ্চ্যা (মেখলয়া) মহার্হেণ (শ্রেষ্ঠেন) হারেণ রুচকেন (মঙ্গলদ্রব্যেণ কুঙ্কুমাদিনা চ) ভূষিতং সুদতা (সুন্দরদন্তপংক্ত্যা) সুভ্রুবা (শোভনয়া ভ্রুবা) শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন (শ্লক্ষ্ণঃ মনোহরঃ স্নিগ্ধ অপাঙ্গঃ নেত্রপান্তঃ যস্য তেন অতএব) পদ্মকোশস্পৃধা (পদ্মকোশেন সহ স্পর্শত ইতি পদ্মকোশস্পৃৎ তেন) চক্ষুষা নীলৈঃ অলকৈঃ চ লসন্মুখম্ (লসৎ শোভমানং মুখং যস্য তম্) (ঈদৃশং) স্বং (স্বকীয়ম্) আত্মানং (দেহম্) আদর্শে (মুকুরে দদর্শ ইতি শেষঃ) ॥ ৩০-৩৩ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন ; দেখিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে মাল্য, পরিধানে শুভ্রবসন, গাত্র নির্ম্মল, মঙ্গলানুষ্ঠানসূচক সমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং কন্যাগণ তাঁহাকে বহুমানন করিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন,—উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার শরীর ক্ষালিত, পরিমার্জ্জিত এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত, গ্রীবাদেশে পদক, হস্তে বলয় এবং পাদযুগলে শব্দায়মান স্বর্ণনূপুর বিরাজিত ; তাঁহার কটিতে বহুরত্নখচিত কাঞ্চনময় কাঞ্চি, কণ্ঠদেশে মহামূল্য হার এবং দেহ কুঙ্কুমাদি নানাবিধ মাঙ্গল্যদ্রব্যে সুমার্জ্জিত রহিয়াছে ; আরও তিনি দেখিতে পাইলেন—মনোমোহনকর ভ্রূযুগল, সুন্দর দশনরাজি, পদ্মপলাশবিনিন্দিত-সুন্দর সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নেত্র এবং নীলবর্ণ অলকাদামে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৩০-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমাত্মানং দদর্শেতি শেষঃ। কাশ্চিৎ পাশ্চাত্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শিরসা ন স্নান্তীতি তদ্বারণার্থমাহ—কৃতশিরঃস্নানমিতি। শ্রোণ্যোঃ কট্যোরধ্যস্তয়া উপরিবিন্যস্তয়া কাঞ্চ্যা রুচকেন মঙ্গলদ্রব্যেণ—'রুচকং মঙ্গলদ্রব্যে গ্রীবাভরণদন্তয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ। সুদতা সুভ্রুবা চক্ষুষেতি জাতাবেকবচনানি। শ্লক্ষ্ণো মনোহরঃ, স্নিগ্ধোঽপাঙ্গো যত্র তেন। পদ্মকোষেণ সহ স্পর্দ্ধত ইতি পদ্মকোষস্পৃৎ তেন ॥ ৩০-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বম্ আত্মানং'—স্বীয় শরীর দর্পণে দর্শন করিলেন। কোন কোন পশ্চিমদেশীয় রমণীগণ মস্তকের দ্বারা স্নান করেন না, তাহার বারণের জন্য বলিতেছেন—'কৃতশিরঃ-স্নানম্' ইতি—অভ্যঙ্গ (অর্থাৎ তৈলাদি মর্দ্দনে মাথা ডুবাইয়া) স্নান করিলেন। 'শ্রোণ্যোঃ'—কটিদেশের উপরিভাগ

নানা রত্নখচিত সুবর্ণ কাঞ্চী দ্বারা, এবং গলদেশ মহার্হ হার ও কুঙ্কুমাদি অন্যান্য 'রুচক' অর্থাৎ মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা বিভূষিত। বিশ্বকোষে রুচক শব্দের অর্থ করিয়াছে—'মঙ্গল দ্রব্য, গ্রীবাদেশের আভরণ ও দন্তে রুচক শব্দ ব্যবহৃত হয়।' 'সুদতা, সুভ্রুবা, চক্ষুষা' —ইহারা জাতিগতভাবে এখানে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শ্লক্ষ-স্নিগ্ধাপাঙ্গেন'—শ্লক্ষ বলিতে মনোহর, স্নিগ্ধ অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ, অপাঙ্গ বলিতে লোচনের প্রান্ত-ভাগ যেখানে, তাদৃশ লোচনের দ্বারা। 'পদ্মকোষ-স্পৃৎ' —যাহা পদ্মকোষের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে, সেইরূপ কমল-কোরকের সহিত স্পর্দ্ধাকারী নয়নের দ্বারা ॥ ৩০-৩৩ ॥

মধ্ব—আদর্শে দদর্শ ॥ ৩০-৩৩ ॥

যদা সস্মার ঋষভমৃষীণাং দয়িতং পতিম্।
তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপতিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(এবম্ভূতং পত্যুঃ রমণযোগ্যং আত্মানং দৃষ্ট্বা) যদা ঋষীণাম্ ঋষভং (শ্রেষ্ঠং) দয়িতং (প্রিয়ং) পতিং (ভর্ত্তারং) সস্মার, তদা যত্র সঃ প্রজাপতিঃ (কর্দ্দমঃ) আস্তে, তত্র (স্বয়মপি) স্ত্রীভিঃ সহ আস্তে (স্ম) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দেবহূতি দর্পণে তাঁহার এইরূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ঋষি-শ্রেষ্ঠ পতিকে স্মরণ করিবামাত্র দেখিলেন, প্রজাপতি কর্দ্দম যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তিনিও কন্যা-গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানেই রহিয়াছেন ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বা চ পত্যুস্তস্য রমণযোগ্যমাত্মানং মত্বা যদা তং সস্মার, তদা যত্র স প্রজাপতিস্তত্রৈব স্বয়মপ্যাস্তে ইতি তত্রাত্মানং পত্যুরেকাসনে আসীনমেব বিবেদ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ দর্পণে নিজের মনোহর মূর্ত্তি অবলোকনপূর্ব্বক সেই পতি কর্দ্দমের রমণ-যোগ্য নিজেকে মনে করিয়া, দেবহূতি যখন তাঁহাকে স্মরণ করিলেন, তখন যেখানে সেই প্রজাপতি (কর্দ্দম) অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানেই নিজেও অবস্থিত—এইরূপ দেখিলেন, অর্থাৎ সেখানে পতির সঙ্গে একা-সনে নিজেকেও উপবিষ্টই জানিলেন ॥ ৩৪ ॥

ভর্ত্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা।
নিশাম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তুঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে) স্ত্রীসহস্রবৃতং (স্ত্রীসহস্রৈঃ বৃতং) আত্মানং নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) তদ্-যোগগতিং (তস্য ভর্ত্তুঃ যোগগতিং চ দৃষ্ট্বা) সংশয়ং (কথমেতৎ অভূৎ ইতি বিস্ময়ং) প্রত্যপদ্যত (প্রাপ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—স্বামীর সম্মুখে নিজেকে সহস্র স্ত্রী-পরিবৃতা এবং স্বামীর যোগ-প্রভাব দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্তে বিস্ময় জন্মিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—নতু জলহ্রদাৎ পদব্যাপারেণ যান্তমিতি তস্যাদ্ভুতৈব যোগগতিঃ। নিশাম্য দৃষ্ট্বা তস্যৈব যোগ-গতিং যোগপ্রভাবঞ্চ দৃষ্ট্বা সংশয়ং—কথমেতদভূদিতি বিস্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তিনি সেই বিন্দুসরোবর হইতে পদ-সঞ্চালনে গমন করেন নাই, ইহা সেই মহর্ষি কর্দ্দমের অত্যাশ্চর্য্য যোগগতি। 'নিশাম্য'—দেখিয়া, ইহা তাঁহারই যোগ-প্রভাব—এইরূপ ভাবিয়া, অর্থাৎ ইহা কিপ্রকারে হইল ? ইহাতে বিস্ময়াকুল হইলেন ॥ ৩৫ ॥

স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ব্ববৎ।
আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্ ॥৩৬॥
বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্।
জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অমিত্রহন্, (জিতকাম বিদুর !) জাতভাবঃ (তদ্দর্শনাদুদ্বুদ্ধকামঃ) সঃ (মুনিঃ) কৃতমলস্নানাং (কৃতং মলনিবর্ত্তনং স্নানং যয়া তাম্) অপূর্ব্ববৎ (তপোদশাতো নূতনবৎ) বিভ্রাজন্তীং (বিভ্রাজমানাং শোভমানাং) সংবীত-রুচিরস্তনীং (সংবীতৌ কঞ্চুক্যাদিনা বেষ্টিতৌরুচিরৌ সুন্দরৌ স্তনৌ যস্যাঃ তাং) বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসং (শোভনে বাসসী যস্যাঃ তাং) তাং (দেব-হূতিং) বিলোক্য তৎ বিমানম্ আরোহয়ৎ ॥৩৬-৩৭॥

অনুবাদ—হে জিতকাম বিদুর, মুনিবর দেখিলেন, স্নানাদি দ্বারা মলরহিত হইয়া দেবহূতির অত্যন্ত শোভা হইয়াছে—বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার যে সৌন্দর্য্য

ছিল, পুনরায় সেই সৌন্দর্য্যই প্রস্ফুটিত হইয়াছে ; বসনাবৃত হইয়া তাঁহার মনোহর কুচযুগল শোভা পাইতেছে ; তাঁহার পরিধানে উত্তম বসন এবং সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহার সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছে। তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মুনিবর কামাবিষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে বিমানে আরোহণ করাইলেন ।।৩৬-৩৭।।

বিশ্বনাথ—স মুনিঃ আত্মনো রূপং বিবাহাৎ প্রাক্ যাদৃশমাসীত্তদেব পুনর্বিভ্রতীমিত্যর্থঃ। সম্বীতৌ প্রাবৃতৌ রুচিরৌ স্তনৌ যস্যাস্তাং, নপুংসকপাঠে রূপ-বিশেষণম্। হে অমিত্রহন্, জিতকাম ।। ৩৬-৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মনঃ রূপং বিভ্রতীং'—সেই মুনিবর কর্দ্দম দেখিলেন—বিবাহের পূর্ব্বে দেব-হূতির যেরূপ সুন্দর রূপ ছিল, পুনর্ব্বার সেই রূপই হইয়াছে—এই অর্থ। 'সংবীত-রুচির-স্তনীং'—বসন আবরণে যাঁহার রুচির স্তনযুগল সুন্দর শোভা পাইতেছে, সেই দেবহূতিকে। এখানে 'রুচিরস্তনং'—এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ পাঠান্তরে, উহা রূপের বিশেষণ। 'হে অমিত্রহন্'—কামাদি শত্রুবিজয়ী জিতকাম হে বিদুর ! (ইহা সম্বোধনে) ।। ৩৬-৩৭ ।।

তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুরক্তো
বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্বিমানে।
বভ্রাজ উৎকচকুমুদগণবানপীব্য-
স্তারাভিরাবৃত ইবোড়ুপতির্নভস্থঃ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—অনুরক্তঃ (ভার্য্যায়াং আসক্তঃ তথাপি) অলুপ্তমহিমা (ন লুপ্তঃ মহিমা স্বাতন্ত্র্যং যস্য সঃ) বিদ্যাধরীভিঃ উপচীর্ণবপুঃ (উপচীর্ণং শুশ্রূষিতং বপুঃ যস্য সঃ মুনিঃ) প্রিয়য়া দেবহূত্যা সহ) তস্মিন্ বিমানে উৎকচকুমুদ্গণবান্ (বিকসিতকুমুদ-গণবিশিষ্টঃ অপীব্যঃ (অতি সুন্দরঃ) তারাভিঃ আবৃতঃ নভস্থঃ উড়ুপতিঃ (পূর্ণচন্দ্রঃ) ইব বভ্রাজে (বরাজ) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—অতঃপর প্রিয়তমা দেবহূতির সহিত মুনিবর কর্দ্দম সেই বিমানে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবহূতির প্রণয়ে আসক্ত হইলেও তাঁহার মহিমা (স্বতন্ত্রতা) কোন অংশেই লুপ্ত হইল না। তিনি তথায় বিদ্যাধরীগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া কুমুদপ্রকাশক নভস্থ তারকারাজি-পরিবেষ্টিত পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট হইলেন ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ বিমানে মুনির্বভ্রাজে। উপ-চীর্ণং শুশ্রূষিতং বপুর্য্যস্য সঃ। বিকসিতকুমুদগণবান্ অপীব্যোঽতিসুন্দরঃ। পূর্ণচন্দ্র ইব মুনিঃ, নভ ইব বিমানং, তারা ইব তা স্ত্রিয়ঃ, কুমুদানীব তাসাং নেত্রাণীতি জ্ঞেয়ম্ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্'—সেই বিমানে মুনি শোভা পাইতে লাগিলেন। 'উপচীর্ণ-বপুঃ'—বিদ্যা-ধরীগণ কর্ত্তৃক 'উপচীর্ণ' অর্থাৎ শুশ্রূষিত (সেবিত) হইয়াছে বপু যাঁহার, সেই কর্দ্দম ঋষি। 'বিকসিত-কুমুদগণবান্' — প্রস্ফুটিত কুমুদিনী-পরিবেষ্টিত নক্ষত্রপতি চন্দ্রের ন্যায়, 'অপীব্যঃ'—অতি সুন্দর (মুনি)। এখানে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুনি, আকাশের মত বিমান, তারাসমূহের মত সেই রমণীগণ, এবং কুমুদসকল সেই রমণীগণের নেত্র-সদৃশ—এইরূপ বুঝিতে হইবে ।। ৩৮ ।।

মধ্ব—উদ্‌গুণবানবীচ্যঃ উত্তমামৃতবীচীযুক্তঃ ।।৩৮।।

তেনাষ্টলোকপ-বিহারকুলাচলেন্দ্র-
দ্রোণীষ্বনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু।
সিদ্ধৈর্নুতো দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু
রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—অনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু (অনঙ্গস্য কামস্য সখা যঃ মারুতঃ শীতসুগন্ধমন্দানিলঃ তেন সৌভগং সৌন্দর্য্যং যাসাং তাসু) দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু (দ্যুধুনিঃ গঙ্গা তস্যাঃ পাতেন শিবঃ শুভদঃ স্বনঃ ধ্বনিঃ যাসু তাসু) অষ্টলোকপ-বিহারকুলাচলেন্দ্র-দ্রোণীষু (অষ্টলোকপালানাং বিহারঃ যস্মিন্ সঃ কুলাচলেন্দ্রঃ মেরুঃ তস্য দ্রোণীষু দরীষু) ললনাবরূথী (স্ত্রীসমূহবান্) সিদ্ধৈঃ নুতঃ (স্তুতঃ সন্) তেন (বিমানেন) ধনদবৎ চিরং রেমে ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—অতঃপর, অষ্টলোকপালগণের বিহার-স্থল সুমেরু পর্ব্বতের যে সমস্ত কন্দর, অনঙ্গসখা পবনের সুগন্ধ, সুশীতল ও মৃদুমন্দ সমীরণে স্নিগ্ধ, যে স্থান স্বর্গনদী মন্দাকিনীর জলপ্রপাতে শব্দায়মান, সেইস্থানে ধনপতি কুবের সিদ্ধগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া

প্রীতিলাভ করেন, ললনাগণপরিবৃত হইয়া মহর্ষি কর্দ্দমও ঐ সব স্থানে বিমানে তদ্রূপ প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তেন বিমানেন রেমে। কুলাচলেন্দ্রো মেরুঃ দ্যুধুনির্গঙ্গা তস্যা উর্দ্ধ্বতঃ পাতেন শিবঃ স্বনো যাসু তাসু ললনাসমূহবান্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'—সেই বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কর্দ্দম ঋষি, 'রেমে'—বহুকাল আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 'কুলাচলেন্দ্রঃ'—সুমেরু-পর্ব্বত। 'দ্যুধনি-পাত-শিব-স্বনাসু'—দ্যুধনি অর্থাৎ মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গা, তাহার উর্দ্ধ্বদেশ হইতে পতনের ফলে, শিব বলিতে সুন্দর, স্বন অর্থাৎ শব্দ যাহাতে, (সেই সুমেরুপর্ব্বতের গুহাসমূহে)। ললনাবরূথী—রমণীগণ-বেষ্টিত কর্দ্দম ॥ ৩৯ ॥

বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
মানসে চৈত্ররথে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—বৈশ্রম্ভকে, সুরসনে, নন্দনে, পুষ্পভদ্রকে, চৈত্ররথে (অর্থাৎ বৈশ্রম্ভকাদিষু পঞ্চসু দেবোদ্যানেষু) মানসে (সরসি) সঃ (মুনিঃ) রতঃ (প্রীতঃ সন্) রাময়া (স্ত্রিয়া সহ) রেমে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—মহর্ষি কর্দ্দম ঐ বিমানে আরূঢ় হইয়া স্বীয় পত্নী দেবহূতির সহিত বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক ও চিত্ররথ প্রভৃতি স্বর্গোদ্যানে এবং মানস-সরোবরে প্রীতমনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—বৈশ্রম্ভকাদিষু দেবোদ্যানেষু মানসে সরসি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈশ্রম্ভক প্রভৃতি দেবোদ্যান-সকলে। 'মানসে'—বলিতে মানস সরোবরে ॥৪০॥

ভ্রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা।
বৈমানিকানত্যশেত চরল্লোঁকান্ যথানিলঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ভ্রাজিষ্ণুনা (প্রকাশমানেন) মহীয়সা (মহত্তমেন অতি শ্রেষ্ঠেন) কামগেন (যথেষ্টং গচ্ছতা) বিমানেন যথানিলঃ (অনিলবৎ অপ্রতিহত-গতিঃ মুনিঃ) লোকান্ চরন্ বৈমানিকান্ (বিমানৈশ্চরতঃ দেবাদীন্) অত্যশেত (অতিক্রম্য স্থিতঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তিনি সেই অতিশয় দীপ্তিশালী, স্বাধীন গতিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ বিমানযোগে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বলোক বিচরণ করিতে করিতে বৈমানিক (আকাশস্থ সিদ্ধ) লোকসমূহকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—অত্যশেত অতিক্রান্তবান্ ॥ ৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্যশেত'—অতিক্রম করিলেন ॥ ৪১ ॥

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ (পুংভিঃ) তীর্থপদঃ (ভগবতঃ) ব্যসনাত্যয়ঃ (ব্যাসনং সংসারঃ তস্য অত্যয়ঃ নাশঃ যস্মাৎ সঃ) চরণঃ আশ্রিতঃ তেষাম্ উদ্দামচেতসাং (সত্যসঙ্কল্পানাং ধীরাণাং) পুংসাং কিং দুরাপাদনং (সম্পাদয়িতুং কিম্ অশক্যং ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর, মহর্ষি কর্দ্দমের এবম্বিধ চেষ্টা কিছু বিস্ময়কর নহে; কারণ,) যে সমস্ত ধীরচিত্ত পুরুষ সংসারনাশক তীর্থপদ শ্রীহরির পাদ-পদ্মে শরণাপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কিছুই দুষ্প্রাপ্য হয় না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্দামচেতসাং তচ্চরণাদন্যত্রাবদ্ধমন-সাম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদ্দামচেতসাং'—ভগবানের চরণ ব্যতীত অন্যত্র যাঁহাদের চিত্ত আবদ্ধ নহে, (সেই সত্যসঙ্কল্প ধীর পুরুষদিগের) ॥ ৪২ ॥

প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া।
বহ্বাশ্চর্য্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্ত্তত ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বসংস্থয়া (দ্বীপবর্ষাদিরচনয়া) যাবান্ (তাবন্তম্ অতএব) বহ্বাশ্চর্য্যং (বহূনি আশ্চর্য্যাণি যস্মিন্ তং) ভুবঃ গোলং (মণ্ডলং) পত্ন্যৈ (ভার্য্যায়ৈ) প্রেক্ষয়িত্বা (দর্শয়িত্বা) মহাযোগী (কর্দ্দমঃ) স্বাশ্রমায় ন্যবর্ত্তত (স্বাশ্রমং প্রত্যাগতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—মহাযোগী কর্দ্দম প্রিয়তমা দেবহূতিকে দ্বীপ-বর্ষাদি-রচনাক্রমে বহুবিধ আশ্চর্য্যজনক বস্তুপূর্ণ ভূমণ্ডল দর্শন করাইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—গোলং মণ্ডলং স্বসংস্থয়া দ্বীপবর্ষাদি-রচনয়া যাবান্ তাবন্তম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোলং'—ভূমণ্ডল, 'স্বসংস্থয়া'—দ্বীপ, বর্ষাদি রচনাক্রমে, (অর্থাৎ বহু আশ্চর্য্য-জনক ভূমণ্ডলের দ্বীপ, বর্ষাদি সমুদয় অংশ, পত্নী দেবহূতিকে দেখাইয়া নিজ আশ্রমে কর্দ্দম ঋষি ফিরিয়া আসিলেন) ॥ ৪৩ ॥

———

বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকাম্ ।
রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপূগান্ মুহূর্ত্তবৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মানং নবধা বিভজ্য (আত্মনঃ নব রূপাণি কৃত্বা) সুরতোৎসুকাম্ (সুরতে সুরতকর্ম্মণি উৎসুকাং) মানবীং (মনুকন্যাং) রামাং (স্বভার্য্যাং) নিরময়ন্ (বিশেষেণ রময়ন্) বর্ষপূগান্ (সংবৎ-সরগণান্) মুহূর্ত্তবৎ রেমে (মেনে) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঋষিরাজ দেখিলেন, মনুকন্যা দেবহূতি অত্যন্ত রমণোৎসুকা হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি নিজকে নবভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে বহু বৎসর তাঁহার নিকট যেন মুহূর্ত্তবৎ প্রতীয়মান হইল ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ—নবধা নবপ্রভেদেনাত্মানং কৃত্বা ॥৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নবধা'—নয় প্রকারে নিজেকে বিভক্ত করিয়া ॥ ৪৪ ॥

———

তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা ।
ন চাবুধ্যত তং কালং পত্যাপীব্যেন সঙ্গতা ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ (উৎকৃষ্টে বিমানে) উৎ-কৃষ্টাং (নিরতিশয়-সুখকরীং) রতিকরীং (রতি-বর্দ্ধিনীং) শয্যাং শ্রিতা (অধিষ্ঠিতা দেবহূতিঃ) অপীব্যেন (অতিসুন্দরেণ) পত্যা সঙ্গতা (সংযুক্তা সতী) তং (অনেকবর্ষসমূহাত্মকং) কালং ন অবুধ্যত (এতাবান্ কালঃ গতঃ ন জ্ঞাতবতী) ॥৪৫॥

অনুবাদ—দেবহূতিও সেই বিমানে অতি উৎকৃষ্ট প্রীতিপ্রদ শয্যায় রূপবান্ স্বামীর সহিত রমণরতা থাকায় বহু বহু বৎসরও তাঁহার নিকট যেন দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল না ॥ ৪৫ ॥

মধ্ব—প্রাপ্তষোড়শবর্ষঃ সন্নাবীচ্য ইতি কথ্যতে ইত্যভিধানম্ ॥ ৪৫ ॥

———

এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ ।
শতং ব্যতীয়ুঃ শরদঃ কামলালসয়োর্মনাক্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (যথেষ্টং) যোগানুভাবেন রম-মাণয়োঃ কামলালসয়োঃ দম্পত্যোঃ শতং শরদঃ (সংবৎসরাঃ) মনাক্ ইব (ঈষৎকালঃ ইব) ব্যতীয়ুঃ (অতিক্রান্তাঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যোগশক্তিপ্রভাবে এইরূপ পরস্পর রমমাণ দম্পতীর কামমুগ্ধতা-নিবন্ধন শত সংবৎ-সরকালও যেন ক্ষণকালের ন্যায় বোধ হইল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনাক্ ঈষদিব ব্যতীয়ুঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনাক্'—শত বৎসর কালও ক্ষণকালের ন্যায় চলিয়া গেল ॥ ৪৬ ॥

———

তস্যামাধত্ত রেতস্তাং ভাবয়ন্নাত্মনাত্মবিৎ ।
নোধা বিধায় রূপং স্বং সর্ব্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মবিৎ সর্ব্বসঙ্কল্পবিৎ (পত্ন্যাঃ বহ্বপত্যসংকল্পং মরীচ্যাদি-বিবাহার্থং ব্রহ্মণঃ সঙ্কল্পং বা জানন্) বিভুঃ (তৎসমর্থঃ কর্দ্দমঃ) তাং (প্রিয়াং) আত্মনা (স্বদেহার্দ্ধরূপেণ) ভাবয়ন্ (চিন্ত-য়ন্) স্বং রূপং নোধা (নবধা) বিধায় তস্যাং রেতঃ আধত্ত (নিহিতবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আত্মজ্ঞ কর্দ্দম ঋষি সাতিশয় প্রীতি-সহকারে দেবহূতিকে তাঁহার স্বদেহার্দ্ধতুল্য বিবেচনা করিলেন। ঋষিরাজ সর্ব্বসঙ্কল্পবিৎ ছিলেন, তাহাতে তিনি জানিতে পারিলেন যে, দেবহূতির বহু অপত্য কামনা রহিয়াছে, এবং তিনি নিজেই তাহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ ; তখন তিনি স্বীয় আত্মাকে নবধা বিভক্ত করিয়া তাঁহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিলেন ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ—তাং স্ত্রিয়ং ভাবয়ন্নিতি আধানকালে

স্ত্রীধ্যানেন স্ত্র্যপত্যং স্যাদিতি তস্যাঃ স্ত্র্যপত্যকামনাং জানন্নিত্যর্থঃ। আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মবিদ্বিরক্ত ইতি তস্য কামাল্পত্বাৎ শুক্রাল্পত্বমতোঽপি স্ত্র্যপত্যং ভবেদ্ যদুক্তং—"পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবেদধিকে স্ত্রিয়াঃ" ইতি নোধা নবধা সর্ব্বসঙ্কল্পবিদিতি তস্যা বহ্বপত্যসঙ্কল্পং জানন্নিত্যর্থঃ, বিভুঃ সর্ব্বত্র সমর্থঃ ॥৪৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং ভাবয়ন্'—নিজ পত্নী দেবহূতিকে চিন্তা করিতে করিতে, ইহা বলায়, বীর্য্য-আধানকালে স্ত্রীর ধ্যানে কন্যা সন্তান হয়, অর্থাৎ দেবহূতির বহু কন্যা সন্তানের কামনা আছে, ইহা জানিয়া, এই অর্থ। 'আত্মনা'—বুদ্ধির দ্বারা, 'আত্ম-বিদ্'—ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া তাঁহাতে অনাসক্ত, অর্থাৎ বিরক্ত, এইজন্য তাঁহার কামনার অল্পত্বহেতু শুক্রেরও অল্পত্ব, অতএব কন্যা সন্তান হইয়া থাকে। যেরূপ উক্ত আছে—"পুরুষের শুক্রের আধিক্য হইলে পুত্র-সন্তান হয় এবং স্ত্রীর শুক্রাধিক্যে কন্যা সন্তান হইয়া থাকে।" ইতি। 'নোধা'—নয় প্রকার। 'সর্ব্ব-সঙ্কল্পবিৎ'—অর্থাৎ দেবহূতির বহু সন্তানের বাসনা জানেন, এই অর্থ। 'বিভুঃ'—সকল বিষয়ে যিনি সমর্থ ॥ ৪৭ ॥

অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বাস্তাশ্চারুসর্ব্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ হেতোঃ এব) সা দেবহূতিঃ চারুসর্ব্বাঙ্গ্যঃ (চারূণি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যাসাং তাঃ) লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ (লোহিতোৎপলস্য গন্ধঃ ইব গন্ধঃ যাসাং তথাভূতাঃ) সর্ব্বাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ (অপত্যানি) সদ্যঃ (একস্মিন্ এব অহনি) সুষুবে (প্রসূতবতী) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবহূতি সদ্যই (এক দিব-সের মধ্যেই) নয়টি কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। ঐ কন্যাগণের সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সকলের অঙ্গ হইতেই রক্তপদ্মের সুগন্ধ বহির্গত হইতে লাগিল ॥৪৮॥

বিশ্বনাথ—সদ্য একস্মিন্নেবাহনি ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদ্যঃ'—সদ্য বলিতে এক দিনের মধ্যেই ॥ ৪৮ ॥

পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতী বহিঃ।
স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৯ ॥
লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া।
উবাচ ললিতাং বাচং নিরুধ্যাশ্রুকলাঃ শনৈঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—(সময়স্য পূরিতত্বাৎ) তদা (অপ-ত্যোৎপত্ত্যনন্তরমেব) প্রব্রজিষ্যন্তং (সর্ব্বং ত্যক্ত্বা গন্তুম্ ইচ্ছন্তং) পতিম্ আলক্ষ্য (বিতর্ক্য) বহিঃ স্ময়মানা, (অন্তস্তু) বিক্লবেন (ব্যাকুলেন) বিদূয়তা (সন্তপ্যমানেন) হৃদয়েন (হৃদা) অধোমুখী (সতী) নখমণিশ্রিয়া (নখা এব মণয়ঃ তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্মিন্ তেন) পদা ভূমিং লিখন্তী উশতী (কমনীয়া) সা (দেবহূতিঃ) অশ্রুকলাঃ শনৈঃ নিরুধ্য ললিতাং (মৃদ্বীং) বাচম্ উবাচ ॥ ৪৯-৫০ ॥

অনুবাদ—তখন দেবহূতি স্বামীকে প্রব্রজ্যায় গমনোদ্যত দেখিয়া বাহিরে ঈষৎ হাস্যান্বিতা হইলেও অন্তরে সাতিশয় ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন—পতি-বিরহচিন্তায় তাঁহার হৃদয় শোকসন্তপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি অধোমুখী হইয়া তাঁহার নখমণি-শোভাযুক্ত চরণদ্বারা ভূমি-লিখন (খনন) করিতে লাগিলেন এবং অতিকষ্টে অশ্রুধারা সংবরণ করিয়া সুমধুর-বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

বিশ্বনাথ—স্ময়মানেতি পতিদর্শনস্বাভাবাৎ, বস্তু-তস্তু বিক্লবেন ব্যাকুলেন বিদূয়মানেন চিন্তাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ময়মানা' ইতি—পতি দর্শ-নের স্বভাবহেতু বাহিরে ঈষদ্ হাস্যযুক্তা, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অন্তরে ব্যাকুলিতা এবং নানা চিন্তায় কাতরচিত্তা হইলেন—এই অর্থ ॥ ৪৯-৫০ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

সর্ব্বং তদ্ভগবান্ মহ্যমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্।
অথাপি মে প্রপন্নায়া অভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—(যদ্যপি) মহ্যং (মদর্থং ভবতা যৎ) প্রতিশ্রুতং (বিবাহসময়ে প্রতি-জ্ঞাতং) তৎ ভগবান্ (ভবান্) সর্ব্বং উপোবাহ (সম্পাদিতবান্); অথাপি প্রপন্নায়াঃ (শরণম্ আগ-তায়াঃ) মে (মম) ত্বম্ অভয়ং দাতুম্ অর্হসি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে স্বামিন্, আপনি বিবাহসময়ে আমার নিকট যে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সম্পাদন করিয়াছেন ; প্রভো, তথাপি আমি আপনার শরণাগতা হইতেছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে আর একবার অভয়দান করুন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—উপোবাহ সম্পাদিতবান্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'উপোবাহ' — সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মন্ দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ ।
কশ্চিৎ স্যান্মে বিশোকায় ত্বয়ি প্রব্রজিতে বনম্ ॥৫২॥

অন্বয়ঃ—হে ব্রহ্মন্, তুভ্যং (তব) দুহিতৃভিঃ সমাঃ (বয়ঃশীলাদিভিঃ তুল্যাঃ) পতয়ঃ বিমৃগ্যাঃ (অন্বেষণীয়াঃ তাবৎ) ত্বয়ি বনং প্রব্রজিতে (সংন্যস্য গতে সতি) মে (মম) বিশোকায় (সংসারদুঃখনিবৃত্ত্যর্থং) কশ্চিৎ (ব্রহ্মবিৎ পুত্রোঽপি) স্যাৎ (অতঃ কিঞ্চিৎকালং স্থিত্বা এতৎদ্বয়ং সম্পাদনীয়ম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনি বনে গমন করিলে আপনার দুহিতৃগণ নিজেরাই তাহাদের যোগ্য স্বামী অন্বেষণ করিয়া লইবে সত্য, কিন্তু হে দেব, আমার শোক অপনোদন করিবার জন্য একটি পুত্র লাভ হউক ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—তুভ্যং তব স্বয়মেব বিমৃগ্যা ইত্যাসাং বিবাহচিন্তাপি মে নাস্তীতি ভাবঃ । বিশোকায় শোকদূরীকরণায় তেন কমপি যোগ্যং পুত্রমপি ত্বত্তোঽহং প্রাপ্স্যামিতি কৃপয়া কতিচিদ্দিনানি তিষ্ঠেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং'—(এই কন্যাগণের যোগ্য স্বামী আপনারই অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি বনে গেলে) আপনার এই কন্যাগণের যোগ্য স্বামী তাহাদের নিজদিগকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, অতএব তাহাদের বিবাহচিন্তাও আমার নাই—এই ভাব । 'বিশোকায়'—কিন্তু আমার শোক দূর করিবার জন্য, কোনও যোগ্য পুত্র আপনার নিকট হইতে আমি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, অতএব আরও কিছুদিন গৃহে অবস্থান করুন—এই ভাব ॥ ৫২ ॥

এতাবতালং কালেন ব্যতিক্রান্তেন মে প্রভো ।
ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন (ইন্দ্রিয়াণাং অর্থেষু বিষয়েষু শব্দাদিষু যঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ তেন) পরিত্যক্তপরাত্মনঃ (পরিত্যক্তঃ অনুপাসিতঃ পরাত্মা ভগবান্ যয়া তস্যাঃ) মে (মম) ব্যতিক্রান্তেন (ব্যতীতেন অতিক্রান্তেন) এতাবতা (শতবর্ষপরিমিতেন) কালেন অলং (এতাবান্ কালঃ বৃথা গতঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—প্রভো, এতাবৎকাল জড়েন্দ্রিয়ের সেবাপ্রসঙ্গে আমার কাল কেবল বৃথাই অতিক্রান্ত হইয়াছে ; হায়, আমি পরাত্মচর্চ্চা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছি—আর না, যথেষ্ট হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিমেতদুক্তিভঙ্গ্যা পুনরপি মত্তো বিষয়সুখং বাঞ্ছসীতি তত্র সলজ্জমাহ—এতাবতা কালেন, য ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গস্তেনালং যতঃ পরিত্যক্তঃ পর আত্মা পরমেশ্বরো যয়া তস্যা ইতি তেনৈতাবান্ কালো মে ব্যর্থ এব গত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, তোমার এইরূপ কথার ভঙ্গিতে পুনরায় আমার নিকট হইতে বিষয়সুখ বাঞ্ছা করিতেছ ? তাহাতে লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন—এতকাল কেবল ইন্দ্রিয়-সেবা করিয়াই কাটাইলাম, যেহেতু 'পরিত্যক্ত-পরাত্মনঃ'—পরিত্যক্ত হইয়াছে পরমেশ্বর যাহা কর্ত্তৃক, সেই আমার, এত সুদীর্ঘকাল বৃথাই অতিবাহিত হইল—এই ভাব ॥৫৩॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জন্ত্যা প্রসঙ্গস্ত্বয়ি মে কৃতঃ ।
অজানন্ত্যা পরং ভাবং তথাপ্যস্ত্বভয়ায় মে ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়াণাং অর্থেষু বিষয়েষু) সজ্জন্ত্যা (আসক্ত্যা অতএব) পরং ভাবং (তত্ত্বং ব্রহ্মবিত্ত্বং মহাবৈরাগ্যং চ) অজানন্ত্যা (অননুসন্দধত্যা) মে (ময়া) (যদ্যপি) ত্বয়ি প্রসঙ্গঃ (প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ) কৃতঃ, তথাপি (সঃ) মে (মম) অভয়ায় (ত্বৎপ্রসাদেন তত্ত্বজ্ঞপুত্রলাভাৎ সংসারভয়নিবৃত্তয়ে) অস্তু ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—আমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াই আপনাতে প্রসক্ত হইয়াছিলাম, আপনি, যে ব্রহ্মবিৎ ও পরম-

বিরাগী তাহা আমি জানিতে পারি নাই ; হে দেব, তথাপি (আপনার প্রতি আমার যে আসক্তি) তাহা আমাকে অভয়দান অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করুক্ ॥৫৪॥

বিশ্বনাথ—মহাভাগবতস্য তব ক্ষণিকেনাপি সঙ্গেন লোকা নিস্তরন্তি। মমত্বেতাবদ্বার্ষিকেণাপি যন্নিস্তারো নাভূত্তত্রৈতদেব হেতুদ্বয়মিত্যাহ—ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। পরং ভাবং তবৈবং মহাবৈরাগ্যং মহাভাগবতত্বঞ্চ যৎক্ষণমাত্রেণৈব সর্ব্বং মমতাস্পদং ত্যক্তুং প্রবৃত্তোঽসীতি ভাবঃ। তথাপীতি তদপি ময্যপরাধিন্যাং কৃপাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাভাগবত আপনার ক্ষণকাল সঙ্গেও লোকসকল নিস্তার প্রাপ্ত হয়, আর আমার এত বৎসরেও যে নিষ্কৃতি লাভ হইল না, তাহার এই দুইটি কারণ, ইহা বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয়ার্থেষু' ইত্যাদি। 'পরং ভাবং'—আপনার এইপ্রকার মহাবৈরাগ্য এবং পরমভাগবতত্ব যে ক্ষণকালের মধ্যেই সমস্ত মমতার বিষয়ীভূত বস্তু পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এই ভাব। 'তথাপি'—তাহা হইলেও, অপরাধী আমার প্রতি কৃপা করুন—এই ভাব ॥ ৫৪ ॥

———

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ এব সঙ্গঃ অধিয়া (অজ্ঞানেন) অসৎসু (বিষয়াবিষ্টচিত্তেষু) বিহিতঃ (কৃতঃ সন্) সংসৃতেঃ হেতুঃ (ভবতি) সঃ এব (সঙ্গঃ) সাধুষু (ভবাদৃশেষু) কৃতঃ (সন্) নিঃসঙ্গত্বায় (সংসারনিবৃত্তয়ে) কল্পতে (হেতুর্ভবতি) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অসজ্জনের সহিত যে সংসর্গ সংসার-বন্ধনের কারণ, সেই সংসর্গই আবার সজ্জনের সহিত কৃত হইলে নিঃসঙ্গত্ব অর্থাৎ বিমুক্তির কারণস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, বস্তুশক্তির্বুদ্ধিং নাপেক্ষত ইত্যতো ভবদ্বিধসাধুসঙ্গো বিফলো ভবিতুং সর্ব্বথৈব নার্হতীত্যাহ—সঙ্গ ইতি। অধিয়া অজ্ঞানেনাপীত্যুভয়ত্রাপ্যন্বেতি ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, বস্তুর শক্তি কখনও বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, অতএব আপনাদের ন্যায় সাধুজনের সঙ্গ সর্ব্বথা বিফল হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—'সঙ্গঃ' ইতি। 'অধিয়া'—অজ্ঞান-বশতঃ, ইহা উভয় স্থলেই অন্বয় হইবে (অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ অসৎলোকের প্রতি আসক্তি যেমন সংসারবন্ধনের কারণ, তদ্রূপ অজ্ঞানবশেও যদি ঐ আসক্তি সৎপুরুষে হয়, তাহা হইলে উহা বিমুক্তিরই কারণ হইয়া থাকে) ॥ ৫৫ ॥

বিবৃতি—ভগবৎবিস্মৃত মানব অবিদ্যা-গ্রস্ত হইয়া সেবাবৈমুখ্যধর্ম্মক্রমে কৃষ্ণেতর বস্তুর উপর প্রভুত্ব করে। এই ভোগপ্রবৃত্তিবশে ইন্দ্রিয়চালনাকারী সংসারে প্রমত্ত হয়। সংসারে বিচরণকারী ব্যক্তি অনিত্য ভোগময় প্রতীতিতে আসক্ত হওয়ায় তাহার ভগবদ্বিস্মৃতি জন্মে। অনিত্যবস্তুর সঙ্গ-প্রভাবে জীবের দুঃসঙ্গ করিবার চেষ্টার উদয় হয়। কিন্তু অনিত্য বস্তুর ভোগ-পিপাসা ছাড়িয়া অনাসক্ত ব্যক্তি হরিসেবনোদ্দেশে যে আপাত অসত্যবস্তুসেবার অভিনয় করেন, তাহাতে জনসঙ্গ হয় না। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের ন্যায় আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়াই সাধুগণ বিষয় ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। দৃশ্যজগৎ ভোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণময়। সাধুর ভোগ-স্পৃহা-রাহিত্যে বিষয়সমূহ কৃষ্ণসম্বন্ধবিশিষ্ট, তজ্জন্য তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণময় ভোগসদৃশ ক্রিয়া অজ্ঞানীর চক্ষে দৃষ্ট হইলেও তাহাই নিঃসঙ্গত্বে পর্য্যবসিত। সাধুসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গপ্রাপ্য সংসারহেতু উদিত হয় না, তাহাতে জীবের সংসারনিবৃত্তি হয়। এস্থলে "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার" বলিতে গিয়া সৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা নিঃসঙ্গ বা নির্জ্জনতার পক্ষপাতী, সাধুর সঙ্গে হরিসেবা-কার্য্যেই যে তাঁহাদের নিঃসঙ্গত্ব বর্ত্তমান, তাহাই স্থাপন করিতেছেন। নির্ব্বিশেষ-বাদীর নিঃসঙ্গ-ধারণার পরিবর্ত্তে হরিসেবনোন্মুখ মহতের সঙ্গই নিঃসঙ্গত্বের ফল। তাহাতে সংসার-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ; সাধু ও অসাধুকে যাহারা সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান করে, তাহারাই অবিদ্যা-মোহিত হইয়া সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত অবস্থাকে

'নিঃসঙ্গ' বলিয়া কল্পনা করে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সংসারেই প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ৫৫ ॥

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ জগতি) যৎ (যস্য) কর্ম্ম ধর্ম্মায় (ধর্ম্মার্থকামরূপ-ত্রৈবর্গিক-ধর্ম্মার্থং) ন কল্পতে, (সঃ চ ধর্ম্মঃ) ন বিরাগায় (মোক্ষহেতবে বৈরাগ্যায় ন কল্পতে), (সঃ চ বিরাগঃ পুনঃ) ন তীর্থপদসেবায়ৈ (তদ্দ্বারা চ তীর্থপদস্য হরেঃ অহৈতুকী-সেবার্থং ন পর্য্যবস্যেৎ) সঃ জীবান্ (প্রাণান্ ধারয়ন্) অপি মৃতঃ (এব) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মাভিমুখী হইয়া অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি উৎপাদন না করে, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিমেবং নির্ব্বিদ্যসে তবৈতাবতী সম্পত্তিরতো বিষয়ান্ ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—নেহেতি। যস্য কর্ম্ম দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারো ধর্ম্মাদ্যর্থং ন ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, কিজন্য এইরূপ নির্ব্বেদ করিতেছ ? তোমার এত বিষয়-সম্পত্তি, অতএব উহাই ভোগ কর, তাহাতে বলিতেছেন—'নেহ' ইত্যাদি। যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার, ধর্ম্মাদির নিমিত্ত হয় না (অর্থাৎ এই জগতে যাহার কর্ম্ম ধর্ম্মসাধক ও বৈরাগ্য সাহায্য-কারক না হয় এবং যাহার বৈরাগ্য ভগবানের সেবার কারণ না হয়, তাহার জীবন-মরণ সমানই) ॥ ৫৬॥

সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্ ।
যৎ ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ—সা অহং ভগবতঃ মায়য়া-নূনং (নিশ্চিতং) দৃঢ়ং (ভৃশং) বঞ্চিতা, (যতঃ) বিমুক্তিদং ত্বাং প্রাপ্য (অপি) বন্ধনাৎ (সংসারাৎ) ন মুমুক্ষেয় (মোক্তুম্ ইচ্ছাং ন কৃতবতী অস্মি) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—সেই প্রকার জীবন্মৃতা আমিও ভগবানের মায়াদ্বারা বিমুগ্ধা হইয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত বঞ্চিতা হইয়াছি ; যেহেতু, মুক্তিপ্রদাতা আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও বন্ধনদশা হইতে মুক্তিলাভ করিবার কোনও চেষ্টা করি নাই—আমার বড়ই দুর্ভাগ্য ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ— তত্রোদাহরণমহমেবেত্যাহ — সাহং জীবন্মৃতা, ন মুমুক্ষেয় মোক্তুমিচ্ছামাত্রমপি ন কৃতবত্যস্মীতি সাশ্রু সগদ্গদবাক্যম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ত্রয়োবিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বিষয়ে উদাহরণ আমিই, ইহা বলিতেছেন—সেই আমিই জীবন্মৃতা। 'ন মুমুক্ষেয়'—মুক্তির ইচ্ছামাত্রও কখন করি নাই—ইহা দেবহূতির সাশ্রু সগদ্গদ বাক্য ॥ ৫৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার তৃতীয় স্কন্ধে সজ্জন-সম্মত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে দেবহূত্যনুতাপো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

নির্ব্বেদবাদিনীমেবং মনোর্দুহিতরং মুনিঃ।
দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

ঊনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কপিলদেবের জন্ম-কথা, কর্দ্দমের নয়টী দুহিতাকে নয়টী প্রজাপতির হস্তে সমর্পণ ও কর্দ্দম ঋষির প্রবজ্যাগমনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

কর্দ্দমঋষির উপদেশানুসারে দেবহূতির ইন্দ্রিয়-দমন, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবানকে ভজন করিতে থাকিলে কপিল-দেব দেবহূতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া জগতে আবি-র্ভূত হইলেন। কপিলের আবির্ভাবে প্রকৃতি উৎফুল্ল হইল; তখন ব্রহ্মা মরীচ্যাদি ঋষিগণকে লইয়া কর্দ্দমের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ শক্ত্যাবেশাবতার কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইহা ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মার আদেশানু-সারে কর্দ্দম, মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গি-রাকে শ্রদ্ধা, পুলস্তকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অথর্ব্বাকে শান্তিনাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। অতঃপর নিজ-গৃহে ভগবানকে অংশে অবতীর্ণ জানিয়া কপিলদেবের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রবজ্যা-গমনার্থ অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক কপিলদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া অরণ্যযাত্রা করিলেন। অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে অচিরেই কর্দ্দ-মের অভীষ্ট লাভ হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—এবং (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) নির্ব্বেদবাদিনীং (বৈরাগ্যং কথয়ন্তীং) শালিনী (শ্লাঘ্যাং) মনোঃ দুহিতরং (দেবহূতীং দয়ালুঃ মুনিঃ (কর্দ্দমঃ) শুক্লাভিব্যাহৃতং (বিষ্ণোঃ কথিতং বাক্যং) স্মরন্ আহ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর! শ্লাঘনীয়া মনুতনয়া দেবহূতির এইরূপ নির্ব্বেদ (খেদ) সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কর্দ্দমের চিত্ত করুণার্দ্র হইল; তিনি শ্রীভগবদ্ভাষিত বাক্য স্মরণ করিয়া দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্ব্বিংশে জনুঃ প্রোক্তঃ কপিলস্য বিধের্বচঃ।
কন্যোদ্বাহঃ কর্দ্দমস্য প্রব্রজ্যা স্তুত্যনন্তরা ॥

শালিনীং শ্লাঘ্যাং শুক্লেনাভিব্যাহৃতং সহাহং স্বাংশকলয়েত্যাদি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কপিলদেবের জন্ম, ব্রহ্মার স্তুতি, কর্দ্দম ঋষির কন্যাগণের বিবাহ এবং স্তুতির পর তাঁহার প্রব্রজ্যায় গমন বর্ণিত হইয়াছে ॥

'শালিনীং'—শ্লাঘনীয়া (মনুকন্যা দেবহূতিকে)। 'শুক্লাভিব্যাহৃতং'—ভগবান্ শ্রীহরি কর্ত্তৃক কথিত, 'সহাহং স্বাংশকলয়া' (২১।৩২), অর্থাৎ আমিও তোমার বীর্য্যসহ নিজের অংশকলায় দেবহূতির গর্ভে জন্ম লইয়া সাংখ্যশাস্ত্র প্রণয়ণ করিব—ইত্যাদি বাক্য স্মরণপূর্ব্বক কর্দ্দম ঋষি বলিলেন ॥ ১ ॥

মধ্ব—মালিনী শালিনী মাল্যা চার্য্যা ভার্য্যেতি চোচ্যতে ইতি চ ॥ ১ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—

মা খিদো রাজপুত্রীত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে।
ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎ সম্প্রপৎস্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ (কর্দ্দমঃ) উবাচ—(হে) অনিন্দিতে, (সাধ্বি!) রাজপুত্রি, (মনুকন্যে!) আত্মানং (স্বং) প্রতি ইত্থং (এবং) মা খিদঃ (খেদং মা কার্ষীঃ) অদূরাৎ (শীঘ্রম্ এব) অক্ষরঃ (অনন্তঃ) ভগবান্ তে (তব) গর্ভং সংপ্রপৎস্যতে (পুত্ররূপেণ স্বীকরিষ্যতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে অনিন্দিতে রাজকন্যে, তুমি আপ-নাকে ভাগ্যহীনা বলিয়া এরূপ খেদ করিও না। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্ নারায়ণ অচিরাৎ তোমার গর্ভে প্রবেশ করিবেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হে অনিন্দিতে, ইত্থং মা খিদঃ খেদং মা কার্ষীঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে অনিন্দিতে'—অনবদ্যাঙ্গি রাজপুত্রি ! তুমি এইরূপ কাতরভাবে খেদ করিও না ॥ ২ ॥

ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ ।
তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) ধৃতবতা (ব্রতনিয়মপালিনী অসি), তে ভদ্রং (মঙ্গলম্ অস্তু) । দমেন (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ) নিয়মেন (স্বধর্ম্মেণ) তপোদ্রবিণদানৈঃ (তপসা ধনাদিদানৈঃ) চ শ্রদ্ধয়া ঈশ্বরং ভজ (সেবস্ব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তুমি ব্রত ধারণ করিয়া আছ ; অধুনা ইন্দ্রিয়সংযম, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যানুষ্ঠান এবং ধনাদি প্রদান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভগবদারাধনা কর ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চান্যা প্রাকৃতীব ত্বমকৃতপুণ্যেত্যাহ—ধৃতব্রতাসি পূর্ব্বজন্মনি কৃতব্রতাদি-নিয়মাস্যত ইহাপি জন্মনি তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য রমণীর ন্যায় তুমি অকৃতপুণ্যা নও, ইহা বলিতেছেন—'ধৃতব্রতা অসি'—পূর্ব্বজন্মে তুমি ব্রত অর্থাৎ ভগবদারাধনারূপ নিয়ম পালন করিয়াছ, অতএব এই জন্মেও তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৩ ॥

স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্ মামকং যশঃ ।
ছেত্তা তে হৃদয় গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ শুক্লঃ (ভগবান্) ব্রহ্মভাবনঃ (ব্রহ্মভাবয়তি উপদিশতি যঃ সঃ হরিঃ) ত্বয়া আরাধিতঃ (সন্) ঔদর্য্যঃ (পুত্র সন্) মামকং (ভগবদবতারস্য পিতা ইতি মম) যশঃ বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) তে (তব) হৃদয়গ্রন্থিং (চিজ্জড়াত্মকম্ অহঙ্কারলক্ষণং বন্ধং) ছেত্তা (ছেৎস্যতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তোমার আরাধনায় (তুষ্ট হইয়া) সেই ব্রহ্মোপদেষ্টা বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরি আমার যশঃ বিস্তারপূর্ব্বক তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । তিনি তোমাকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ করিয়া অহঙ্কারলক্ষণযুক্ত তোমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া দিবেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয়গ্রন্থিমহঙ্কারলক্ষণং বন্ধং ঔদর্য্যঃ উদরজাতঃ সন্ ব্রহ্মভাবনঃ ব্রহ্মোপদেষ্টা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃদয়গ্রন্থিং'—অহঙ্কাররূপ বন্ধন, 'ঔদর্য্যঃ'—তোমার উদরে আবির্ভূত হইয়া, 'ব্রহ্মভাবনঃ'—ব্রহ্মোপদেষ্টা, (শুক্ল অর্থাৎ সত্ত্ব-পুরুষ শ্রীহরি ছেদন করিবেন) ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ ।
সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদ্ গুরুম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—দেবহূতিঃ অপি প্রজাপতেঃ (কর্দ্দমস্য) সন্দেশম্ (আদেশং) গৌরবেণ (বহুসম্মানেন) সম্যক্ (সুষ্ঠু যথা স্যাত্তথা) শ্রদ্ধায় (বিশ্বস্য) গুরুং (পূজ্যোত্তমং) কূটস্থং পুরুষং (ভগবন্তং) অভজৎ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—দেবহূতিও প্রজাপতি কর্দ্দমের ঐ সকল উপদেশ-বাক্য অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলেন এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নির্ব্বিকার পরমগুরু শ্রীভগবানের ভজনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সন্দেশমুপদেশম্ । গুরুং যঃ পুত্রো ভূত্বা গুরুর্ভবিষ্যতি তম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সন্দেশং'—প্রজাপতি কর্দ্দমের উপদেশ । 'গুরুম্'—যিনি তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গুরু হইবেন, সেই ভগবান্‌কে ॥৫॥

তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বহুতিথে (বহুতরে) কালে (অতিক্রান্তে সতি) কর্দ্দমং (কর্দ্দমস্য) বীর্য্যং (তেজঃ রেতঃ) আপন্নঃ (আশ্রিতঃ সন্) দারুণি (শমীকাষ্ঠে) অগ্নিঃ ইব তস্যাং (দেবহূত্যাং) জজ্ঞে (জাতঃ বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দেবহূতির ঐরূপ আরাধনায় বহুতর

কাল অতিক্রান্ত হইল ; তখন শ্রীভগবান্ মধুসূদন কাষ্ঠে যেরূপ অগ্নি অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ কর্দ্দমঋষির বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহূতির পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বহুতিথেতি বহূনাং পূরণে বহুতরে কালে অতিক্রান্তে সতীত্যর্থঃ। বহুপূগগণসঙ্ঘস্য তিথুগিতি সূত্রম্। কার্দ্দমং বীর্য্যং কর্দ্দমস্য ভক্তি-প্রভাবং আপন্নস্তেন বশীকৃত ইত্যর্থঃ। অগ্নিরিব দারুণীতি তস্যামন্তর্য্যামিরূপেণ স্থিত এব স পুত্র-রূপেণ প্রকটীবভূবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুতিথে'—ইহার ব্যাকরণ বলিতেছেন—'বহূনাং পূরণে' এই অর্থে—'বহু-পূগ-গণ-সঙ্ঘস্য তিথুক্'—এই সূত্রে, অর্থাৎ পূরণ অর্থে, বহু, পূগ, গণ, সঙ্ঘ—এই চারিটি প্রাতিপদিকের উত্তর তিথুক্ হয়, উক্ ইৎ, তিথ থাকে, অর্থাৎ বহু কাল অতিবাহিত হইলে—এই অর্থ। 'কার্দ্দমং বীর্য্যং'—কর্দ্দম ঋষির বীর্য্য বলিতে এখানে তাঁহার ভক্তির প্রভাব, 'আপন্নঃ'—প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ তাঁহার ভক্তি-প্রভাবে বশীভূত হইয়া, এই অর্থ। 'অগ্নিরিব দারুণি'—কাষ্ঠের অভ্যন্তরে যেমন অগ্নি থাকে, সেই-রূপ সেই দেবহূতিতে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়াও পুত্র-রূপে প্রকটিত হইলেন—এই অর্থ ॥ ৬ ॥

মধ্ব—নাবতারেষ্বপি হরের্দেহঃ শুক্লাদি-সম্ভবঃ।
তথাপি শুক্লসংস্থঃ সন্ মাতৃদেহং প্রবিশ্য চ ॥
বিলাপ্য শুক্লং তত্রৈব কেবলজ্ঞানরূপকঃ।
উদেতি ভগবান্ বিষ্ণুঃকালে লোকং বিমোহয়ন্ ॥
ইতি মহাবারাহে। অগ্নিরিব দারুণীতি ব্যক্তি-স্থান-মাত্রত্বে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৬ ॥

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ।
গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্ব্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (কপিলরূপেণ ভগবজ্জন্মকালে) ব্যোম্নি (আকাশে) ঘনাঘনাঃ (বর্ষন্তঃ মেঘাঃ) বাদিত্রাণি (বাদ্যানি) অবাদয়ন্। গন্ধর্ব্বাঃ তং (ভগবন্তং) গায়ন্তি স্ম (অগায়ন্)। অপ্সরসঃ মুদা (আনন্দেন) নৃত্যন্তি (স্ম) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তখন গগনমণ্ডলে বর্ষায়মান মেঘসমূহ হইতে বহুবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল ; গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরোসকল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ঘনঘনা গর্জন্তো মেঘা ইতি দেবা ইত্যর্থঃ। "বর্ষুকাব্দা ঘনাঘনাঃ" ইত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘনঘনাঃ'—গর্জ্জনশীল মেঘ-সমূহ, অর্থাৎ তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, 'অবাদয়ন্'—বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল, এই অর্থ। অমর-কোষ উক্ত হইয়াছে—'ঘনাঘন শব্দে ইন্দ্র, হননশীল মত্তহস্তী ও বর্ষুকাব্দ অর্থাৎ বর্ষণশীল মেঘ বুঝায়।' ॥ ৭ ॥

পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জিতাঃ।
প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্ব্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—খেচরৈঃ (দেবৈঃ) অপবর্জিতাঃ (মুক্তাঃ) দিব্যাঃ সুমনসঃ (কুসুমানি) পেতুঃ (পতিতাঃ)। সর্ব্বাঃ দিশঃ অম্ভাংসি চ (সর্ব্বেষাং) মনাংসি চ প্রসেদুঃ (নির্ম্মলতাম্ অবাপুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অন্তরীক্ষবাসী দেবগণকর্ত্তৃক মুক্ত দিব্য-পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; দিঙ্মণ্ডল, জলরাশি এবং প্রাণিবৃন্দের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অপবর্জ্জিতা বিসৃষ্টাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'অপবর্জ্জিতাঃ' — ত্যক্ত, অর্থাৎ আকাশস্থিত দেববৃন্দ কর্ত্তৃক বিমুক্ত স্বর্গীয় কুসুমসমূহ পতিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

তৎ কর্দ্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্।
স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভির্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সরস্বত্যা (নদ্যা) পরিশ্রিতং (বেষ্টিতং) তৎ কর্দ্দমাশ্রমপদং মরীচ্যাদিভিঃ ঋষিভিঃ সাকং (সহ) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা) অভ্যয়াৎ (আগত-বান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ-সমভি-ব্যাহারে সরস্বতীনদী-পরিবেষ্টিত সেই কর্দ্দমঋষির আশ্রমে অভিযান করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পরিশ্রিতং বেষ্টিতম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিশ্রিতং'—পরিবেষ্টিত, অর্থাৎ সরস্বতী নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত (সেই কর্দ্দম ঋষির আশ্রম) ॥ ৯ ॥

ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্ ।
তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্ ॥ ১০ ॥
সভাজয়ন্ বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতম্ ।
প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দ্দমঞ্চেদমভ্যধাৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শত্রুহন্, (বিজিতেন্দ্রিয় !) তত্ত্ব-সংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ (তত্ত্বানাং সংখ্যানং যস্মিন্ তস্য সাংখ্যস্য বিশেষেণ জ্ঞাপনায়) পরং ব্রহ্ম ভগবন্তং সত্ত্বেন অংশেন জাতং বিদ্বান্ (জ্ঞাত্বা) স্বরাট্ (স্বতঃ-সিদ্ধজ্ঞানঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) প্রহৃষ্যমাণৈঃ অসুভিঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ উপলক্ষিতঃ সন্) বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চি-কীর্ষিতং (ভগবল্লীলাং) সভাজয়ন্ (পূজয়ন্) কর্দ্দ-মং (দেবহূতিং) চ ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অভ্যধাৎ (উবাচ) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—হে জিতেন্দ্রিয় বিদুর, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-প্রভাবে ব্রহ্মা জানিতে পারিলেন যে, বিশেষরূপে সাংখ্যজ্ঞান উপদেশার্থ পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন ব্রহ্মা নির্ম্মলান্তঃকরণে শ্রীভগবানের কার্য্যসমূহের প্রশংসা করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে কর্দ্দম ও দেবহূতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপেণ অংশেন ন তু পূর্ণস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তত্ত্বস্য সঙ্খ্যানং যস্মিন্ তস্য সাঙ্খ্যস্য বিজ্ঞপ্ত্যৈ বিশেষেণ জ্ঞাপনায় জাতমাবির্ভূতং জানন্ সভাজয়ন্ পূজয়ন্ প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিরিন্দ্রিয়ৈরু-পলক্ষিতঃ কর্দ্দমঞ্চকারাদ্দেবহূতিঞ্চ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বেন'—শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ অংশের দ্বারা, কিন্তু পূর্ণ-স্বরূপে নহে, এই অর্থ। 'তত্ত্ব-সংখ্যান-বিজ্ঞপ্ত্যৈ'—তত্ত্বের অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি তত্ত্বসমূহের সংখ্যান বলিতে নিরূপণ যেখানে, সেই সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের, 'বিজ্ঞপ্ত্যৈ'—বিশেষরূপে জ্ঞাপন করাই-বার জন্য, 'জাতম্'—পরম ব্রহ্ম শুদ্ধসত্ত্বাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া। 'সভাজয়ন্'—পূজা করতঃ, অর্থাৎ ভগবানের কার্য্যসমূহের প্রশংসাপূর্ব্বক 'প্রহৃষ্য-মাণৈঃ অসুভিঃ'—প্রহৃষ্টেন্দ্রিয় হইয়া, অর্থাৎ আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদাদি বিকারযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া (ব্রহ্মা) কর্দ্দম ও দেবহূতিকে বলিলেন ॥ ১০-১১ ॥

মধ্ব—মহাগুণাভিপূর্ণত্বং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ইতি বামনে ॥ ১০-১১॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ত্বয়া মেহপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্ব্যলীকতঃ ।
যন্মে সঞ্জগৃহে বাক্যং ভবান্ মানদ মানয়ন্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—(হে) মানদ, তাত, (কর্দ্দম)! যৎ (যস্মাৎ) ভবান্ মে (মম) বাক্যং নির্ব্ব্যলীকৃতঃ (নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা) মানয়ন্ সংজগৃহে (সম্যক্ গৃহীতবান্ তস্মাৎ) ত্বয়া মে অপিচিতিঃ (পূজা) কল্পিতা (কৃতা) ॥১২॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে তাত কর্দ্দম! তুমি নিষ্কপটে সসম্মানে সম্যক্‌প্রকারে আমার আদেশ (প্রজাসৃষ্টিরূপ কার্য্য) প্রতিপালন করিয়া আমার যথাযোগ্য পরিচর্য্যাই করিয়াছ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপচিতিঃ পরিচর্য্যা কৃতা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপচিতিঃ'—পরিচর্য্যা করিয়াছ; অর্থাৎ আমার আদেশমত প্রজাসৃজনরূপ কার্য্য প্রতিপালন করিয়া, তুমি সম্যক্‌প্রকারে আমারই পূজা করিয়াছ ॥ ১২ ॥

এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্য্যা পিতরি পুত্রকৈঃ ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—গৌরবেণ (বহুসম্মানেন) বাঢ়ম্ ইতি গুরোঃ (পিতুঃ) বচঃ অনুমন্যেত (গৃহ্ণীয়াৎ ইতি যৎ) এতাবতী এব শুশ্রূষা (সেবা) পিতরি পুত্রকৈঃ কার্য্যা (কর্ত্তব্যা) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—গুরুজনের আদেশ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া সগৌরবে প্রতিপালন করাই গুরুসেবা, পিতার প্রতি পুত্রের ঐরূপ সেবা করাই কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রকৈঃ সৎপুত্রৈঃ। বাঢ়মিতি যথা-জ্ঞাপয়সি তথা করবাণীতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুত্রকৈঃ'—সৎপুত্রগণের দ্বারা (এইরূপ কার্য্যই করণীয়)। 'বাঢ়ম্'—ইতি, হ্যাঁ, আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, তাহাই করিব—(এইরূপ গৌরব প্রদর্শনে গুরুজনের বাক্য মান্য করাই গুরুশুশ্রূষা) ॥ ১৩ ॥

ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্তি নৈকধা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস, তব ইমাঃ সুমধ্যমাঃ (সুশ্রোণ্যঃ) সত্যঃ (সাধ্ব্যঃ) দুহিতরঃ (কন্যকাঃ) স্বৈঃ প্রভাবৈঃ (বংশৈঃ) এতং সর্গং (সৃষ্টিং) নৈকধা (বহুধা) বৃংহয়িষ্যন্তি (বর্দ্ধয়িষ্যন্তি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস কর্দ্দম, তোমার এই সুশোভনা সাধুশীলা কন্যাগণ স্ব-স্ব প্রভাবশালী বংশবিস্তারদ্বারা আমার সৃষ্টি বহুলপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিবেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তব পুত্রা যদ্যজনিষ্যন্ত তদাপ্যেবং সর্গো নাবর্দ্ধিষ্যত, যথা আভির্দুহিতৃভিঃ সর্গো বিস্তারয়িষ্যতে ইত্যাহ—ইমা ইতি। প্রভাবৈঃ প্রভাববদ্ভির্বংশৈঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি তোমার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলেও এইরূপ সৃষ্টিবৃদ্ধি হইত না, যেরূপ এই নয়টি কন্যাগণের দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা বলিতেছেন—'ইমাঃ', ইতি। 'প্রভাবৈঃ'—প্রভাবশালী বংশের দ্বারা ॥ ১৪ ॥

অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি ।
আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—অতঃ যথাশীলং যথারুচি (আসাং শীলাদিসাদৃশ্যেন ইমাঃ) আত্মজাঃ (কন্যাঃ) ত্বং ঋষিমুখ্যেভ্যঃ (মরীচ্যাদিভ্যঃ) অদ্য পরিদেহি (প্রযচ্ছ) তেন ভুবি যশঃ বিস্তৃণীহি (বিতনু) ॥১৫॥

অনুবাদ—অতএব আমার সহিত মরীচি প্রভৃতি যে সকল মহর্ষি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের যাঁহার যেরূপ শীল, তাহা বিচার করিয়া আপন ইচ্ছাক্রমে অদ্যই তোমার কন্যাগণকে পাত্রস্থ কর, তাহা হইলে ভূমণ্ডলে তোমার যশঃরাশি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে ॥ ১৫ ॥

বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া ।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনে (কর্দ্দম)! ভূতানাং শেবধিং (নিধিং সর্ব্বাভীষ্টদং) দেহং (কলেবরং) স্বমায়য়া (যোগমায়াশক্ত্যবলম্বনেন) বিভ্রাণং (ধারয়ন্তং) কপিলং আদ্যং (জগৎকারণভূতং) পুরুষং (পুরুষোত্তমং) অবতীর্ণং অহং বেদ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, আমি জানিতে পারিলাম, তোমার এই পুত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর; ইনিই আদি পুরুষ (ভগবান্ বিষ্ণু), স্বীয় যোগমায়াশক্তিদ্বারা নিখিল জীববৃন্দের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দেহ ধারণ করিয়া কপিলরূপে (তোমার গৃহে) অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমায়য়ৈব ভূতানাং সেবধিং নিধিং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং সাত্ত্বিকজ্ঞানাদি-প্রদাতারং বিভ্রাণং, বস্তুতস্তু নিত্যদেহমেবমবতীর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমায়য়া'—নিজের মায়ার দ্বারাই, অর্থাৎ স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক, 'ভূতানাং সেবধিং'—প্রাণিগণের মহামূল্য নিধি-স্বরূপ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সাত্ত্বিক জ্ঞানাদি-প্রদায়ক দেহ ধারণ করতঃ (কপিলরূপে তোমার পুত্রভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন)। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু স্বীয় নিত্য দেহই এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্ম্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭ ॥
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মানবি (মনুনন্দিনি)! জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন (জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানং বিজ্ঞানং অপরোক্ষং সাক্ষাৎ দর্শনং তে এব যোগঃ উপায়ঃ তেন) তে (তব) কর্ম্মণাং জটাঃ (মূলানি বাসনাঃ) উদ্ধরন্ (উৎপাটয়িষ্যন্) হিরণ্যকেশঃ

(হিরণ্যবৎ প্রকাশমানাঃ কেশাঃ যস্য সঃ) পদ্মাক্ষঃ (পদ্মে ইব অক্ষিণী যস্য সঃ) পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ (পদ্মাকারাঃ মুদ্রাঃ রেখাঃ তদ্‌যুক্তং পদাম্বুজং যস্য সঃ) এষঃ কৈটভার্দ্দনঃ (কৈটভাখ্যদৈত্যনিহন্তা ভগবান্) গর্ভং (তব উদরং) প্রবিষ্টঃ (অতঃ) অবিদ্যাসংশয়-গ্রন্থিং (অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং সংশয়াঃ মিথ্যাজ্ঞানানি তন্ময়ং গ্রন্থিং তব হৃদয়গ্রন্থিং জ্ঞানাদ্যুপদেশেন) ছিত্ত্বা গাং (ভূমিং) বিচারিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর দেবহূতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন) বৎসে, তোমার এই পুত্রের কেশ হিরণ্যবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় পদ্মকোরকসদৃশ এবং পাদপদ্ম পদ্মমুদ্রাঙ্কিত ; ইনি শাস্ত্রোত্থ পরোক্ষ-জ্ঞান এবং অপরোক্ষবিজ্ঞানরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তোমার কর্ম্মমূল বাসনাকে সমূলে উৎপাটিত করিবেন এবং হে মনুপুত্রি, তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট ঐ কৈটভনাশন শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞানাভাবরূপ অবিদ্যা এবং মিথ্যাজ্ঞানাদিরূপ সংশয়-জড়িত তোমার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেবহূতিং প্রত্যাহ—জ্ঞানং পরোক্ষং বিজ্ঞানমপরোক্ষং, তে এব যোগ উপায়স্তেন কর্ম্মণাং জটা মূলানি বাসনা উদ্ধরন্ উৎপাটয়িতুমিত্যর্থঃ। অবিদ্যা স্বরূপাজ্ঞানং সংশয়া মিথ্যাজ্ঞানানি তন্ময়ং হৃদয়গ্রন্থিম্ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবহূতির প্রতি বলিতেছেন —'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগেন'—জ্ঞান বলিতে যাহা শাস্ত্রজনিত পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞান, এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান, এই দুইটিই যোগ বলিতে উপায়, তাহার দ্বারা, কর্ম্মসমূহের জটা বলিতে মূল অর্থাৎ বাসনাসকল, 'উদ্ধরন্'—উৎপাটিত করিবার নিমিত্ত—এই অর্থ। 'অবিদ্যা-সংশয়-গ্রন্থিং'—অবিদ্যা বলিতে স্বরূপের অজ্ঞান, এবং সংশয় হইতেছে মিথ্যাজ্ঞানসমূহ, তন্ময় যে হৃদয়গ্রন্থি, (তাহা ছেদন করিয়া, এই ভূমণ্ডলে যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন) ॥ ১৭-১৮ ॥

মধ্ব—সম্যগ্ জ্ঞানং তু সাংখ্যং স্যাৎ তদথো যোগ উচ্যতে। ইতি কাপিলেয়ে ॥ ১৭-১৮ ॥

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) অয়ং (পুত্রঃ) সিদ্ধগণাধীশঃ (সিদ্ধগণানাং যোগিসমূহানাং অধীশঃ নিয়ন্তা) সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ (সৎকৃতঃ চ সন্) লোকে কপিলঃ ইতি আখ্যাং (নামধেয়ং) গন্তা (গমিষ্যতি প্রাপ্স্যতে, তব চ) কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ (ভবিষ্যতি) ॥১৯॥

অনুবাদ—তোমার এই পুত্র সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাংখ্যাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া লোকে কপিলাখ্যা প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিবেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং সুসম্মত ইত্যন্যস্তু সিদ্ধবিশেষঃ কপিলো দর্শনকর্ত্তা ন সুষ্ঠু সম্মতঃ বেদবিরুদ্ধানীশ্বরবাদাত্তথৈব হি পাদ্মবচনং ভাষ্যকৃদ্ভিরুদ্ধৃতং—কপিলো বাসুদেবাখ্যস্তত্ত্বং সাংখ্যং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ ॥ তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ। সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতমিতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অয়ং সুসম্মতঃ'—তোমার এই পুত্র সিদ্ধ ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সাংখ্যাচার্য্যগণের পূজনীয়—এখানে এই তোমার পুত্র (ভগবান্ কপিলই) সাংখ্যাচার্য্যগণের সুসম্মত, ইহা বলায়, অন্য যে সিদ্ধ-বিশেষ কপিল (অগ্নি-বংশজ জীব), যিনি (সাংখ্য-সূত্র) দর্শনের প্রণেতা, তিনি কিন্তু 'ন সুষ্ঠু সম্মতঃ'—সুষ্ঠুরূপে সকলের সম্মত নহেন, তিনি বেদ-বিরুদ্ধ অনীশ্বর-বাদই প্রচার করিয়াছেন, এইহেতু। তথা ভাষ্যকারগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাদ্ম-বচন —"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ", অর্থাৎ বাসুদেবের অংশসম্ভূত (দেবহূতি-পুত্র) ভগবান্ কপিলদেব, ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে এবং আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদার্থসম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। আর অপর যে কপিল (সিদ্ধ জীব-বিশেষ), সমস্ত বেদের বিরুদ্ধ, কুতর্ক-যুক্ত (অনীশ্বর) সাংখ্য অন্য এক আসুরিকে বলিয়াছেন, ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

তাবাশ্বাস্য জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ ।
হংসো হংসেন যানেন ত্রিধাম-পরমং যযৌ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—(এবং) তৌ (কর্দ্দমং দেবহূতিং চ)আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা) জগৎস্রষ্টা (জগতঃ স্রষ্টা) হংসঃ (ব্রহ্মা মরীচ্যাদীন্ বিবাহার্থং অবস্থাপ্য) কুমারৈঃ (সনৎকুমারাদিভিঃ চতুর্ভিঃ সহ) সহনারদঃ চ (নারদসহিতঃ চ—নৈষ্ঠিকৈঃ এতৈঃ পঞ্চভিঃ সহিতঃ) হংসেন যানেন ত্রিধাম-পরমং ত্রিধাম (তৃতীয়ং ধাম স্বর্গঃ তস্য পরমং পরাং কাষ্ঠাম্ আপন্নং সত্যলোকং) যযৌ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—কর্দ্দম ও দেবহূতিকে এবম্ভূত আশ্বাস-প্রদানানন্তর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা (মরীচ্যাদি ঋষিকে বিবাহার্থ সংস্থাপন করিয়া) দেবর্ষি নারদ ও কুমার চতুষ্টয়ের সহিত (অর্থাৎ পাঁচজন নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসি-সহ হংসযানারোহণপূর্ব্বক তৃতীয় ধাম স্বর্গের পরসীমা সত্যলোকে গমন করিলেন ।।২০।।

বিশ্বনাথ—কুমারৈঃ সহেতি শেষঃ। মরীচ্যাদীন্ বিবাহার্থমবস্থাপ্য নৈষ্ঠিকৈরেতৈঃ পঞ্চভিঃ সহিতো হংসো ব্রহ্মা ত্রিধাম তৃতীয়ং ধাম স্বর্গস্তস্মাদপি পরমং সত্যলোকম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুমারৈঃ'—সনৎকুমারাদি চারিজনের সহিত। মরীচি প্রভৃতি (নয়জন) ঋষিকে বিবাহের নিমিত্ত সংস্থাপন করিয়া, (সনকাদি কুমার-চতুষ্টয় এবং দেবর্ষি নারদ) নৈষ্ঠিক এই পাঁচ জনের সহিত 'হংসঃ'—ব্রহ্মা, 'ত্রিধাম'—তৃতীয় ধাম স্বর্গ, তাহারও পরসীমা সত্যলোকে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

গতে শতধৃতৌ ক্ষত্তঃ কর্দ্দমস্তেন চোদিতঃ ।
যথোচিতং স্বদুহিতৄঃ প্রাদাদ্বিশ্বসৃজাং ততঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ, শতধৃতৌ (ব্রহ্মণি) গতে (সতি) তেন চোদিতঃ (আদিষ্টঃ) কর্দ্দমঃ ততঃ (তদনন্তরং) বিশ্বসৃজাং (বিশ্বসৃগ্ভ্যঃ মরীচ্যাদিভ্যঃ) স্বদুহিতৄঃ যথোচিতং (শীলরুচ্যাদ্যনুরূপং যথা স্যাৎ তথা) প্রাদাৎ (প্রাযচ্ছৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, ব্রহ্মার প্রস্থানের পর মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে সেই সকল বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—শতধৃতৌ ব্রহ্মণি যথোদিতং শাস্ত্রোদিত-মনতিক্রম্য বিশ্বসৃজাং বিশ্বসৃগ্ভ্যঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতধৃতৌ'—ব্রহ্মা স্বস্থানে গমন করিলে, তারপর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট কর্দ্দম ঋষি শাস্ত্রানুসারে মরীচি প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টৃগণকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ২১ ॥

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে ।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎ পুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—মরীচয়ে কলাং প্রাদাৎ (প্রাযচ্ছৎ) ; অথ অত্রয়ে অনসূয়াং (প্রাদাৎ) অঙ্গিরসে শ্রদ্ধাম্ অযচ্ছৎ (অদাৎ) ; পুলস্ত্যায় হবির্ভুবং (অযচ্ছৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তিনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূ নামিকা কন্যা দান করিলেন ॥ ২২ ॥

পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্ ।
খ্যাতিঞ্চ ভৃগবেঽযচ্ছদ্ বশিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুলহায় যুক্তাং (শীলাদিভিঃ যোগ্যাং) গতিম্ অযচ্ছৎ (অদাৎ) ; ক্রতবে চ সতীং (সাধ্বীং) ক্রিয়াম্ (অযচ্ছৎ) ; ভৃগবে খ্যাতিম্ (অযচ্ছৎ) ; বশিষ্ঠায় অপি অরুন্ধতীম্ (অযচ্ছৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পুলহকে তাঁহার যোগ্যা গতি-নাম্নী কন্যা, ক্রতুকে পতিব্রতা ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী-নাম্নী কন্যা সমর্পণ করিলেন ॥ ২৩

বিশ্বনাথ—যুক্তাং যোগ্যাম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুক্তাং'—যোগ্য, অর্থাৎ পুলহকে তদুপযুক্তা গতি-নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করি-লেন ॥ ২৩ ॥

অথর্ব্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যয়া যজ্ঞঃ বিতন্যতে (সমৃদ্ধঃ ক্রিয়তে শান্ত্যৈব বিততা যজ্ঞাঃ সফলাঃ ভবন্তি তাং) শান্তিং (শান্ত্যধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং) অথর্ব্বেণ অদদাৎ। কৃতোদ্বাহান্ (বিবাহিতান্) বিপ্রর্ষভান্ (ব্রাহ্মণবর্য্যান্) সদারান্ (স্ত্রীসহিতান্) সমলালয়ৎ (সংতোষিতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যাঁহার দ্বারা যজ্ঞ সমৃদ্ধ করা হইয়া থাকে, সেই শান্তির অধিষ্ঠাতৃ-দেবী শান্তি-নাম্নী কন্যা অথর্ব্বকে সম্প্রদান করিলেন। এই প্রকারে উদ্বাহকার্য্য সমাধান করিয়া মহর্ষি কর্দ্দম ঐ সকল সস্ত্রীক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে সমাদরে লালন পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যয়েতি। শান্ত্যৈব তপোযজ্ঞজ্ঞানযজ্ঞাদ্যা বিস্তৃতাঃ সফলা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যয়া'—যাঁহার দ্বারা, অর্থাৎ শান্তি-নামক কন্যার দ্বারা, (তিনি শান্তির অধিষ্ঠাতৃ-দেবী, এইজন্য তাঁহার দ্বারাই) তপস্যা, যজ্ঞ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি বিস্তৃত হইয়া সফল হইবে, এই অর্থ ॥ ২৪॥

ততস্ত ঋষয়ঃ ক্ষত্তঃ কৃতদারা নিমন্ত্র্য তম্।
প্রাতিষ্ঠন্ নন্দিমাপন্নাঃ স্বং স্বমাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষত্তঃ, কৃতদারাঃ তে ঋষয়ঃ তং (কর্দ্দমং) নিমন্ত্র্য (গমনানুজ্ঞাং সংপ্রার্থ্য) নন্দিং (হর্ষম্) আপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) স্বং স্বমাশ্রমণ্ডলং প্রাতিষ্ঠন্ (প্রাতিষ্ঠন্ত জগ্মুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, তদনন্তর সেই সকল কৃতদার ঋষি কর্দ্দমের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্ব-স্ব-অশ্রমমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিমন্ত্র্য পৃষ্ট্বা নন্দিং হর্ষম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিমন্ত্র্য'—কর্দ্দম ঋষির অনুমতি গ্রহণ করিয়া। 'নন্দিং'—হর্ষ, অর্থাৎ আনন্দিত-চিত্তে কৃতদার মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্।
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কর্দ্দমঃ) বিবুধর্ষভং (দেবশ্রেষ্ঠং) ত্রিযুগং (ত্রিযুগে দর্শনার্হম্, যদ্বা, ত্রীণি যুগানি যুগলানি ষড়ৈশ্বর্য্যাণি যস্য তং ভগবন্তং বিষ্ণুম্) অবতীর্ণং (পুত্ররূপেণ জাতং) আজ্ঞায় (সম্যগ্ জ্ঞাত্বা) বিবিক্তে (রহসি একান্তে) উপসঙ্গম্য (তৎ সমীপং মূর্দ্ধ্না) প্রণম্য সমভাষত (সম্যক্ বিনয়পূর্ব্বকম্ অভাষত) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তখন সেই মহর্ষি কর্দ্দম সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণুকে তদালয়ে পুত্ররূপে অবতীর্ণ জানিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন এবং প্রণতি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স চ মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স চ'—সেই কর্দ্দম মুনি ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—যুগত্রয়েঽবতারেণ ত্রিযুগশ্চেতি কথ্যতে ইতি পাদ্মে ॥ ২৬ ॥

শ্রীকর্দ্দম উবাচ—

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকর্দ্দমঃ উবাচ—অহো! স্বৈঃ (স্বীয়ৈঃ) অমঙ্গলৈঃ (পাপৈঃ) ইহ নিরয়ে (নরকতুল্যে সংসারে) পাপচ্যমানানাং (ভৃশং দহ্যমানানাং তাদৃশানাং) ভূয়সা কালেন (বহুকাল-যোগধ্যানাদি-সাধনানুষ্ঠানেন) নূনং দেবতাঃ প্রসীদন্তি (প্রসন্নাঃ ভবন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অহো, ইহ সংসারে স্ব-স্ব পাপাগ্নিতে অতিশয় দহ্যমান জীবগণের প্রতি দেবতাগণ বহুকাল পরে নিশ্চয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্গৃহে ত্বদাবির্ভাবে নিরুপাধিস্ত্বৎকৃপৈব কারণং, ন ময়ি কিঞ্চিল্লক্ষণমস্তীত্যাহ—অহো ইতি ত্রিভিঃ। অত্র লোকে ত্রিবিধা জনা দৃশ্যন্তে দেবতান্তরোপাসকা ব্রহ্মোপাসকা ভগবদুপাসকাশ্চ। তত্রাদ্যানামুপাসনাফলদশাং দর্শয়তি। পাপচ্যমানানাং নিরয়ে সংসারে দংদহ্যমানানাং ভূয়সেতি একস্মিন্নপি জন্মনি চেৎ প্রসীদন্তি তদপি ভূয়সৈব কালেন ন তু

শীঘ্রমেব। ততশ্চ তত্তৎকামিতানি ফলান্যপি দদতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মদীয় গৃহে আপনার আবির্ভাবে, আপনার নিরুপাধিকী (অহৈতুকী) কৃপাই একমাত্র হেতু, উহাতে আমার কোন যোগ্যতা নাই, ইহা বলিতেছেন—'অহো', ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। এই জগতে তিনপ্রকার লোক দেখা যায়—দেবতান্তরের (নানা দেব-দেবীর) উপাসক, ব্রহ্মের উপাসক এবং শ্রীভগবানের উপাসক। তন্মধ্যে প্রথম দেবতান্তরের উপাসকগণের উপাসনার ফল-প্রাপ্তি দেখাইতেছেন—'পাপচ্যমানানাং'—নিজ নিজ দুষ্কৃতির ফলে নরকতুল্য দুঃখপ্রদ এই সংসারে অতিশয় দহ্যমান জীবগণের প্রতি দেবতাসকল, 'ভূয়সা'—বহুকালে প্রসন্ন হন। একই জন্মে প্রসন্ন হইলেও, তাহাতেও বহুকাল পরেই, কিন্তু শীঘ্র নহে, তাহার পরও তাহাদের কাম্য ফলগুলিই প্রদান করেন ॥ ২৭ ॥

———

বহুজন্মবিপক্বেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥ ২৮ ॥
স এব ভগবানস্য হেলনং ন গণয্য নঃ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—বহুজন্মবিপক্বেন (বহুষু জন্মসু বিপক্বেন সুসিদ্ধেন) সম্যগ্‌যোগ-সমাধিনা (সম্যক্ যোগঃ ভক্তিযোগঃ তস্মিন্ সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ) যৎপদং (যস্য তব পদং স্বরূপং) শূন্যাগারেষু (নির্জ্জনস্থানেষু) যতয়ঃ (সর্ব্বতঃ বিরক্তাঃ সন্ন্যাসিনঃ) দ্রষ্টুং যতন্তে, যঃ চ স্বানাং (ভক্তানাং) পক্ষপোষণঃ (পক্ষং পুষ্ণাতি সঃ) সঃ এব ভগবান্ (ত্বং) হেলনং (লোককৃতাবজ্ঞারূপং লাঘবং অস্মদপরাধং) ন গণয্য (অগণয়িত্বা) গ্রাম্যাণাং (অবিবেকিনাং) নঃ (অস্মাকং) গৃহেষু জাতঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—যতিগণ নির্জ্জন স্থানে বহুজন্মাবধি ভক্তিযোগাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তের ঐকান্তিকতা সুসিদ্ধ করিয়া যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, অদ্য সেই ভগবান্ আমাদের লঘুতা গণ্য না করিয়া আমরা অতি নীচ হইলেও আমাদের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; হে ভগবন্, ইহা আপনার পক্ষে উচিতই বটে, কারণ আপনি স্বীয় ভক্তগণেরই পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়ানাস্তু বহুভিরেব জন্মভিঃ সিদ্ধিঃ সম্ভাব্যত ইত্যাহ—বহ্বিতি। সম্যগেব যোগৈর্যঃ সমাধিস্তেন যস্য তব পদং নির্ব্বিশেষস্বরূপং দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ কর্ত্তুং যতন্তে; তৃতীয়েষু মধ্যে বয়মতিমন্দাস্তদপি তৎকৃপামহিমা অপার এবেত্যাহ—স এবেতি। হেলনং লোককৃতাবজ্ঞাং স্বলাঘবং ন গণয্য অগণয়িত্বা, স্বভাব এবায়ং তে যদ্ভক্তাভাসানপ্যুৎকর্ষয়সীত্যাহ—যস্ত্বং স্বানাং ভক্তানাং পক্ষং পুষ্ণাসীতি তানেবাত্মীয়ান্ জানাসীতি ভাবঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় ব্রহ্মোপাসকগণের কিন্তু বহু বহু জন্মে সিদ্ধির সম্ভাবনা হইতে পারে, ইহা বলিতেছেন—'বহুজন্ম-বিপাকেন' ইত্যাদি। 'সম্যগ্‌যোগ-সমাধিনা'—সম্যক্‌রূপে যোগসকলের দ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা, তাহার দ্বারা 'যৎ-পদং'—যে আপনার পদ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ দেখিতে যত্ন করিয়া থাকেন। তৃতীয় ভগবদুপাসকগণের মধ্যে আমরা অতিশয় হতভাগ্য, তথাপি আপনার কৃপার মহিমা অপার, ইহাই বলিতেছেন—'স এব', অর্থাৎ সেই ভগবান্ শ্রীহরি আপনি, 'হেলনং ন গণয্য'—লোক-কৃত অবজ্ঞা এবং নিজের লঘুতা গণ্য না করিয়া, (অর্থাৎ নিজের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াও অতি নীচ আমাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন, উহা আপনার পক্ষে উচিতই হইয়াছে)। আপনার স্বভাবই এইরূপ যে ভক্তাভাস জনগণেরও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ', যে আপনি নিজভক্তগণের পক্ষই পুষ্ট করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকেই নিজের আত্মীয় বলিয়া জানেন—এই ভাব ॥ ২৮-২৯ ॥

———

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্ত্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে।
চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ভক্তানাং মানবর্দ্ধনঃ ভগবান্ (ত্বং) জ্ঞানং (জ্ঞানসাধনং সাংখ্যশাস্ত্রং) চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ) স্বীয়ং বাক্যম্ (তব পুত্রঃ ভবিষ্যামি ইতি)

ঋতং (সত্যং) কর্ত্তুং (চ) মে (মম) গৃহে অবতীর্ণঃ অসি ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্ আপনি 'তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব' আপনার এই বাক্যের সত্যতা সংরক্ষণ এবং জ্ঞানসাধন সাংখ্য-শাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্যই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; আপনি ভক্তদিগের মান-বর্দ্ধনকারী ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—এতদেব প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্ । জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং সাঙ্খ্যং চিকীর্ষুস্তদপি জ্ঞানিভ্যঃ সকাশাদপি ভক্তানাং মানমাদরং বর্দ্ধয়তীতি সঃ । ভক্তিং বিনাভূতজ্ঞানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বেন ব্যবস্থাপনাদিতি ভাবঃ ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই দুইটি শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। 'জ্ঞানং চিকীর্ষুঃ'—জ্ঞানসাধন যে সাংখ্য-শাস্ত্র, তাহা প্রচার করিবার জন্য, তাহা হইলেও আপনি জ্ঞানিগণ হইতেও ভক্তগণের মান (সমাদর) বর্দ্ধন করেন, যেহেতু ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্ব, ইহা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে—এই ভাব ।। ৩০ ।।

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব ।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, যানি তব (অলৌকিকানি চতুর্ভুজাদীনি) রূপাণি তানি এব তে অভিরূপাণি (যোগ্যানি) । যানি চ অরূপিণঃ (প্রাকৃতরূপরহিতস্য তে মনুষ্যরূপাণি) স্বজনানাং (স্বভক্তেভ্যঃ) রোচন্তে (তান্যপি তে রোচন্তে সচ্চিদানন্দময়ত্বাৎ) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্, যদিও আপনি প্রাকৃতরূপরহিত, তথাপি আপনার যে সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদি-রূপ এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের প্রীতিপদ, সে সমস্ত রূপই আপনার অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—তে তব নিত্যসচ্চিদানন্দস্য তান্যেব রূপাণি অভিরূপাণি সমুচিতানি সচ্চিদানন্দঘনানীত্যর্থঃ । যানি তব স্বজনানাং স্বজনেভ্যঃ রোচন্ত ইতি অন্যান্যরোচকানি বস্তুতস্ত্বদীয়ানি রূপাণি ন ভবন্তি, কিন্তু মায়িকান্যেব। যতোঽরূপিণঃ প্রাকৃতরূপরহিতস্যেতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা। বৈরাজরূপস্য কৈশ্চিদ্ভক্তৈঃ প্রথমদশায়াং ধ্যেয়ত্বেন রোচকত্বেঽপ্যায়ত্যামরোচকত্বাৎ তদপি রূপং প্রাকৃতত্বান্ন ভগবতঃ স্বীয়ং রূপমিত্যাশয়াৎ ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিত্য সচ্চিদানন্দময় আপনার সেই সেই রূপগুলিই (আকৃতিগুলিই) 'অভিরূপাণি'—সমুচিত (যোগ্য, অভিলষিত), অর্থাৎ সে সকল রূপই সচ্চিদানন্দ-ঘন, এই অর্থ। যে সমস্ত রূপ (আকৃতি) আপনার নিজ জনের রুচিপ্রদ, ইহাতে অন্যান্য জনের রুচিকর যে সকল রূপ, তাহা আপনার নিজস্ব রূপ নহে, কিন্তু ঐ সকল মায়িক রূপ। যেহেতু 'অরূপিণঃ'—আপনি প্রাকৃত রূপরহিত, ইহা শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা। ভগবানের বিরাড়্-রূপ (বৈরাজ-রূপ) কোন কোন ভক্তের সাধনের প্রথম দশাতে ধ্যেয়রূপে রুচিকর হইলেও, উত্তরকালে অরুচিপ্রদ বলিয়া, সেই রূপও প্রাকৃতত্ব-হেতু শ্রীভগবানের নিজস্ব রূপ নহে—এই আশয়ে (এইরূপ উক্ত হইল) ।। ৩১ ।।

মধ্ব—যানি যানি ব্রহ্মাদি রূপাণি রোচন্তে স্বজনানাং তান্যেব তে ব্যক্ত্যর্থমভিরূপাণি। ব্যক্তো ভবেৎ হরিস্তত্র যৎ স্থানং রচিতং সতাম্—ইতি কৌর্ম্মে ।।৩১।।

ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা
সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্ ।
ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-
বীর্য্যশ্রিয়াং পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—সূরিভিঃ (বিবেকিভিঃ) তত্ত্ববুভুৎসয়া (তত্ত্বানাং প্রকৃতিপুরুষাদীনাং যাথাত্ম্যং বোদ্ধুং ইচ্ছয়া) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্ (সদাভিবাদার্হণং প্রণামযোগ্যং পাদপীঠম্ যস্য তম্) ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধবীর্য্যশ্রিয়াং (ঐশ্বর্য্যাদিভিঃ) পূর্ত্তং (পূর্ণং) ত্বাং (কপিলম্) অহং প্রপদ্যে ।।৩২।।

অনুবাদ—হে দেব, পণ্ডিতগণ অনায়াসে আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া সর্ব্বদা আপনারই আরাধনা করিয়া থাকেন, আপনার পাদপদ্মই অভিবাদন যোগ্য। ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশঃ, জ্ঞান, বীর্য্য এবং শ্রী—এই

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আপনাতে আমি প্রপন্ন হইলাম ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তজনরোচকস্যাভিরূপস্য লক্ষণং বদন্নেব শ্রীকপিলদেবং বিশিনষ্টি—ত্বামিতি। ঐশ্বর্য্যাদীনাং ষণ্ণাং ভগ-শব্দবাচ্যানাং চিন্ময়গুণানাং পূর্ত্তং মহাতড়াগং তেন ভক্তানামভিবাদনার্চ্চনপরিচর্য্যাদি-বিষয়ীভূতং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণং স্বরূপমেবাপ্রাকৃতং তব রূপমিতি দ্যোতিতম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তজনের রুচিকর স্বাভিলষিত রূপের লক্ষণ কথনপূর্ব্বক শ্রীকপিলদেবকে বিশেষিত করিতেছেন—'ত্বাম্' ইতি, (অর্থাৎ আপনি ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশঃ, জ্ঞান, বীর্য্য ও শ্রীঃ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, আপনার আমি শরণ লইলাম)। এখানে ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টি ভগ-শব্দবাচ্য চিন্ময় গুণসমূহের পূর্ত্ত, অর্থাৎ মহাতড়াগ-তুল্য পরিপূর্ণ—ইহা বলায়, ভক্তগণের অভিবাদন, অর্চন, পরিচর্য্যাদির বিষয়ীভূত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বরূপই আপনার অপ্রাকৃত রূপ—ইহা দ্যোতিত হইল ॥ ৩২ ॥

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং
কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং
স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরং (পরমেশ্বরং) প্রধানং (প্রকৃতি-রূপং), পুরুষং (তদধিষ্ঠাতারং জীবং), মহান্তং (মহত্তত্ত্বরূপং), কালং (প্রকৃত্যাদি-ক্ষোভকং), কবিং (সর্ব্বজ্ঞংপ্রধানাদ্যাবির্ভাব-লয় সাক্ষিণং), ত্রিবৃতং (ত্রয়াণাং সত্ত্বরজস্তমসাং বৃৎ বর্ত্তনং যস্মিন্ তম্ অহঙ্কাররূপং), লোকপালং (লোকাত্মকং তৎ-পালনাত্মকেন্দ্রাদিরূপং চ°), আত্মানুভূত্যানু-গতপ্রপঞ্চং (আত্মনঃ স্বস্য অনুভূত্যা চিচ্ছক্ত্যা অনুগতঃ স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চঃ যস্য তং), স্বচ্ছন্দশক্তিং (স্বচ্ছন্দাঃ স্বাধীনাঃ শক্তয়ঃ মায়াদ্যাঃ যস্য তং) কপিলং প্রপদ্যে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি স্বতন্ত্র শক্তিমান্ পরমেশ্বর, প্রধান বা প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতা পুরুষ, জীব আপনারই বহিরঙ্গ ও তটাঙ্গ; আপনিই মহত্তত্ত্ব-স্বরূপ, আপনিই মহাকালরূপী সকলের ক্ষোভক, আপনিই সূত্রতত্ত্ব-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ কবি (অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষিস্বরূপ) আপনিই অহঙ্কারস্বরূপ এবং চতুর্দ্দশভুবন ও তৎপ্রতিপালক-রূপে ইন্দ্রাদি লোকপাল, আপনি স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে বহিঃস্থিত হইয়াও এই প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্টরূপে অবস্থান করিতেছেন, অধুনা কপিলরূপী আপনাতে আমি শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঐশ্বর্য্যং বিবৃণ্বন্নেবানভিরূপমপ্যাহ—পরং ত্বত্তোঽন্যং বহিরঙ্গরূপং প্রধানাদিকমপি ত্বাং কপিলমেব প্রপদ্যে। তত্র প্রধানং প্রকৃতিরূপং পুরুষং জীবং মহান্তং মহত্তত্ত্বরূপং কালং তেষাং ক্ষোভকং কবিং সূত্রতত্ত্বরূপং ত্রিবৃতমহঙ্কাররূপং লোকপাল-মিন্দ্রাদ্যাত্মকম্। কিঞ্চ, প্রপঞ্চান্তর্য্যামিত্বাৎ প্রপঞ্চ-রূপত্বমাহ—আত্মানুভূত্যা চিচ্ছক্ত্যা প্রপঞ্চাদ্বহিঃস্থিতে-নাপি অনুগতোঽনুপ্রবিষ্টঃ প্রপঞ্চো যেন তং, প্রপঞ্চ-হেতুত্বাদপি প্রপঞ্চরূপত্বমাহ—স্বচ্ছন্দাঃ স্বাধীনাঃ শক্তয়ো মায়াদ্যা যস্য তম্। ত্বদিচ্ছয়া মায়াদিভিঃ শক্তিভিরেব সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য নির্ম্মিতত্বাৎ মায়াদীনাং তচ্ছক্তিত্বেনাভিন্নত্বাৎ তৎকার্য্যাণাঞ্চ তদভিন্নত্বাৎ তবৈবেদং সর্ব্বং মায়িকং রূপমনভিরূপমিত্যর্থঃ ॥৩৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐশ্বর্য্য বিবৃত করিতে করিতে অনভিলষিত রূপও বলিতেছেন—'পরং' পর অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে বিলক্ষণ-স্বরূপ পরমেশ্বর আপনি, এবং আপনা হইতে অন্য (পৃথক্) প্রধান প্রভৃতি বহিরঙ্গ-রূপও আপনি, সেই কপিলরূপী আপনাকেই আমি সম্পূর্ণরূপে শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ, আপনিই পুরুষ (তদধিষ্ঠাতা) জীব এবং মহত্তত্ত্বরূপ, কাল অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির ক্ষোভক, কবি বলিতে সূত্র-তত্ত্বরূপ, আপনি ত্রিবৃৎ অর্থাৎ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) ত্রিবিধ অহঙ্কার-স্বরূপ, আপনিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের পালক ইন্দ্রাদি-রূপ। আরও, প্রপঞ্চের অন্তর্য্যামিত্ব-হেতু প্রপঞ্চরূপত্ব বলিতেছেন—'আত্মানু-ভূত্যা', আপনি নিজ চিচ্ছক্তির দ্বারা প্রপঞ্চ হইতে বাহিরে অবস্থিত থাকিয়াও, 'অনুগত-প্রপঞ্চং'—অনু-গত অর্থাৎ নিজেতে লীন (অনুপ্রবিষ্ট) প্রপঞ্চ যাহার দ্বারা, সেই আপনাকে। প্রপঞ্চের হেতু বলিয়াও

প্রপঞ্চ-রূপত্ব বলিতেছেন—'স্বচ্ছন্দ-শক্তিং'—নিজের অধীন মায়াদি শক্তিসকল যাঁহার, সেই আপনাকে। আপনার ইচ্ছাবশতঃ মায়াদি শক্তিসমূহের দ্বারাই সমস্ত প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া, মায়াদি আপনার শক্তিত্বরূপে অভিন্ন-হেতু এবং তাহার কার্য্যসকলেরও উহা হইতে অভিন্ন বলিয়া, আপনারই এই সমস্ত মায়িক রূপ, আপনার অযোগ্যই—এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—বেদৈর্বৃতত্বাদ্ভগবাংস্ত্রিবৃদিত্যুচ্যতে বুধৈরিতি চ ॥ ৩৩ ॥

আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং
ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ।
পরিব্রজৎপদবীমাস্থিতোঽহং
চরিষ্যে ত্বা হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজানাং পতিং (ত্বাম্) অদ্য আ স্ম অভিপৃচ্ছে (যৎ কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি) ত্বয়া (পুত্ররূপেণ) অবতীর্ণর্ণঃ (অবতীর্ণানি নিবৃত্তানি দৈবাদিরূপাণি ঋণাণি যস্য সঃ, ত্বয়া চ) উত আপ্তকামঃ (পূর্ণমনোরথঃ) অহং, পরিব্রজৎপদবীং (পরিব্রজতাং সন্ন্যাসিনাং পদবীং মার্গম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ সন্) ত্বা (ত্বাম্ এব) হৃদি যুঞ্জন্ (স্মরন্ অতএব) বিশোকঃ (চ সন্) চরিষ্যে (বিচরিষ্যামি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আপনি জগৎপালক ; আপনি আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় আমি দেব, ঋষি ও পিতৃ—এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছি বটে, তথাপি সম্প্রতি আপনার নিকট আমার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে,—আমি তুর্য্যাশ্রমীর পদবী অবলম্বন করতঃ আপনাকে হৃদয়মধ্যে স্মরণ করিতে করিতে বিগত-শোক হইয়া বিচরণ করিব ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্মাভীতি পাদপূরণার্থম্। আপৃচ্ছে অদ্য সম্প্রতি সন্ন্যাসার্থমাজ্ঞাং প্রার্থয়ে। ত্বয়া হেতুনা অবতীর্ণং নিবৃত্তং প্রজাঃ সৃজেতি পিতুরাজ্ঞারূপং ঋণং যস্য সঃ। আপ্তকামঃ পূর্ণমনোরথশ্চাহং পরিব্রজতাং সন্ন্যাসিনাং পদবীং আস্থিতস্ত্বাং হৃদি যুঞ্জন্ স্মরন্ চরিষ্যে, যতস্ততঃ পর্য্যটিষ্যামি। অত্র শ্রীকর্দ্দমেন মনস্যেবং পরামৃষ্টং—শুক্লাভিধানে শ্রীনারায়ণে মৎপ্রভৌ মমাজন্মত এব দাস্যনিষ্ঠা বরীবর্ত্তি। সম্প্রতি পুত্রীভূতে চাস্মিন্ দুর্ব্বারং বাৎসল্যমপ্যুদেষ্যত্যেবেতি দাস্যবাৎসল্যয়োর্যৌগপদ্যং ন রসাবহম্। কিঞ্চাপ্যয়মীশ্বরঃ স্বতন্ত্র এব মাং শোকসমুদ্রে নিমজ্যাচিরাদেব প্রব্রজিষ্যত্যতঃ প্রথমমহমেব কিং ন প্রব্রজামি, ন চ গৃহেঽবতীর্ণং প্রভুং বিহায় গচ্ছতো মমাত্রাপরাধো, যতোঽস্মাকং বৈষ্ণবানাং মতে 'ভজনীয়ঃ প্রভুঃ খলু ভজনাধীন' ইতি ভজনীয়াদপি ভজনে ভূয়ানাগ্রহঃ কর্ত্তুমুচিত ইত্যস্য ভজনমেবাষ্টযামিকং বিবিক্তারণ্যে নিষ্প্রত্যূহং চিকীর্ষামীতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্মাভি' (স্ম অভি)—ইহা শ্লোকের পাদপূরণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আপৃচ্ছে'—সম্প্রতি সন্ন্যাসের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। 'ত্বয়া'—আপনার দ্বারা, অর্থাৎ আপনি পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায়, এখন আমি 'অবতীর্ণর্ণঃ'—অবতীর্ণ বলিতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ 'প্রজা সৃষ্টি কর'—এইরূপ পিতা ব্রহ্মার আজ্ঞারূপ ঋণ যাহার নিবৃত্ত অর্থাৎ পরিশোধ হইয়াছে, সেই আমি। 'আপ্তকামঃ'—এবং মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় এখন আমি, 'পরিব্রজৎ-পদবীং'—সন্ন্যাসিগণের মার্গ, অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্ব্বক আপনাকে হৃদয়ে স্মরণ করতঃ 'চরিষ্যে'—ইতস্ততঃ (যথেচ্ছ) পর্য্যটন করিব। এখানে শ্রীকর্দ্দম ঋষি মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন—আমার প্রভু (অভীষ্টদেব) শুক্লাভিধান শ্রীনারায়ণে জন্ম হইতেই আমার দাস্য-নিষ্ঠা সম্যক্-রূপে রহিয়াছে। সম্প্রতি পুত্ররূপ ইঁহাতেও দুর্ব্বার বাৎসল্যভাবও উদিত হইবেই, অতএব দাস্য এবং বাৎসল্যভাবের একত্র যৌগপদ্য কখন রসাবহ হয় না। আরও, এই (পুত্ররূপ) ঈশ্বর স্বতন্ত্রই, আমাকে শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া অচিরেই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন, অতএব প্রথমে আমিই কিজন্য সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া না যাই। আর, আমার গৃহে অবতীর্ণ প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া গমনে আমার কোন অপরাধও হইবে না, যেহেতু বৈষ্ণব আমাদের মতে—'ভজনীয় (যিনি ভজনের যোগ্য) প্রভু নিশ্চয় ভজনের অধীন'—এইজন্য ভজনীয় পদার্থ হইতেও ভজনে প্রভূত আগ্রহ করা উচিত (সমীচীন)

—অতএব অষ্টযামিক (অষ্ট প্রহর, দিবারাত্র) নির্জ্জন অরণ্যে নির্ব্বিবাদে ইঁহার ভজনই করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে।
অথাজনি ময়া তুভ্যং যদবোচমৃতং মুনে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—(হে) মুনে, হি (যস্মাৎ) সত্যলৌকিকে (সত্যে বৈদিকে লৌকিকে চ কৃত্যে) ময়া লোকস্য প্রমাণং (প্রমাণস্বরূপং বচঃ) প্রোক্তং, অথ (তস্মাৎ) তুভ্যং (তব পুত্রঃ ভবিষ্যামি ইতি) যৎ অবোচম্ (উক্তবান্) তৎ ঋতং (সত্যং যথা স্যাৎ তথা ময়া) অজনি (জন্ম স্বীকৃতম্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—হে মুনে, বৈদিক এবং লৌকিক কৃত্যে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া থাকে ; সুতরাং আমি, 'আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব' এই যে বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা সত্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভো মহামুনে, ত্বং মদভিপ্রেতমেব চিকীর্ষসি, সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মদ্ভজনস্য ময়ৈব কর্ত্তব্যত্বেন প্রোক্তত্বাদিত্যাহ—হি নিশ্চিতং ময়া যৎ প্রোক্তং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি-গীতোপনিষদাদিভিস্তদেব লোকস্য প্রমাণম্। ক্ব সত্যলৌকিকে সতি সর্ব্বোত্তমেঽলৌকিকে। অয়মর্থঃ—লোকে ভবো লৌকিকস্ত্রিবর্গপ্রাপ্তিলক্ষণো ধর্ম্মস্তত্র মন্বাদিভিরপি প্রোক্তং লোকস্য প্রমাণম্। অলৌকিকস্তদ্ভিন্নো মৎপ্রাপ্তিলক্ষণো যো ধর্ম্মস্তত্র সতি সর্ব্বোত্তমভাগবতধর্ম্মে ময়া প্রোক্তমেব লোকস্য প্রমাণম্ ; যদুক্তম্—"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে" ইতি। অতস্ত্বয়া সাধু বিচারিতং যৎ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা যামীতি ভাবঃ। স্বোক্তস্য প্রামাণ্যমভিদর্শয়তি—অথ অতএব ময়া অজনি যত্তুভ্যং তব পুত্রো ভবিষ্যামীত্যবোচম্, তৎ ঋতং সত্যমেব ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মহামুনে! আপনি আমার অভিপ্রেত কার্য্যই করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা আমিই বলিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'ময়া প্রোক্তং হি', হি নিশ্চয়ার্থে, আমা কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' (গীতা ১৮।৬৬), অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদ্ প্রভৃতিতে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই বৈদিক ও লৌকিক কৃত্যে লোকের প্রমাণ হইয়া থাকে। কোথায়? ইহাতে বলিতেছেন—'সত্যলৌকিকে'—সৎ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম অলৌকিক (বৈদিক) কৃত্যে। এইরূপ অর্থ—যাহা লোকে উৎপন্ন হয়, তাহা লৌকিক অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের প্রাপ্তিলক্ষণ যে ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে মনু প্রভৃতির দ্বারাও যাহা প্রোক্ত, তাহাও লোকে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। অলৌকিক কিন্তু তাহা হইতে (লৌকিক ধর্ম্ম হইতে) ভিন্ন, অর্থাৎ মৎপ্রাপ্তি-লক্ষণ যে ধর্ম্ম, সেই সর্ব্বোত্তম ভাগবত-ধর্ম্মে আমার উক্তিই লোকের প্রমাণ। যেরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১।২।৩৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—'যে বৈ ভগবতা' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে নিজেকে পাইবার জন্য যে সকল উপায় বলিয়াছেন—তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম। অতএব আপনি সুন্দরই বিচার করিয়াছেন—'সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া যাই'—এই ভাব। নিজের উক্তির প্রামাণ্য সর্ব্বতোভাবে দেখাইতেছেন—'অথ অজনি'—অতএব আমি জন্মগ্রহণ করিলাম, 'যৎ'—'আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব', এই যে কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'তৎ ঋতম্'—তাহা সত্যই ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—সত্যলৌকিকে যথার্থজ্ঞানবিষয়ে। "আভাসো জ্ঞানমালোকো লোকাভাসশ্চ কথ্যতে" ইত্যভিধানম্ ॥ ৩৫ ॥

এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্ মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে ॥ ৩৬ ॥
এষ আত্মপথোঽব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা।
তং প্রবর্ত্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ লোকে মে (মম) এতৎ জন্ম দুরাশয়াৎ (দুষ্টঃ আশয়ঃ অন্তঃকরণং যস্মিন্

তস্মাৎ লিঙ্গদেহাৎ) মুমুক্ষূণাং (মুনীনাম্) আত্ম-দর্শনে সম্মতায় (উপযুক্তায়) তত্ত্বানাং (প্রকৃতিপুরু-ষেশ্বরাণাং) প্রসংখ্যানায় (কথনায়) এষঃ আত্মপথঃ (আত্মজ্ঞানমার্গঃ) অব্যক্তঃ (সূক্ষ্মঃ দুর্জ্ঞেয়ঃ) ভূয়সা কালেন নষ্টঃ (পরিভ্রষ্টঃ) (অতঃ) তম্ (এব পুনঃ) প্রবর্ত্তয়িতুম্ ইমং দেহং ময়া ভৃতং (ইতি ত্বং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—হে মুনে, ইহলোকে যে সকল মুনি দুষ্টবাসনাময় লিঙ্গদেহ হইতে মুক্তিকামী, তাঁহাদিগকে আত্মদর্শন-সম্মত তত্ত্বসম্বন্ধে (আত্মানাত্ম-বিবেক সম্বন্ধে) উপদেশ দান করিবার জন্যই আমার এই জন্মগ্রহণ। আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্মমার্গ পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও অধুনা আর পূর্ব্ববৎ নাই, কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল, আমি তাহা পুনঃ প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে এই দেহ ধারণ করিয়াছি, জানিবেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বাবতারপ্রয়োজনং জ্ঞাপয়তি। দুরা-শয়াৎ দুষ্টলিঙ্গশরীরাৎ মুমুক্ষূণাং আত্মদর্শনে সম্মতায় তত্ত্বানাং প্রসঙ্খ্যানায় বিদ্ধীত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ। অব্যক্তঃ সূক্ষ্মঃ ঈশ্বরে দেহিদেহবিভাগাভাবেঽপি বুদ্ধির্হি ভগ-বতী অভেদেঽপি ভেদং জনয়তীতি ন্যায়েন দেহং ময়া ভৃতমিতি লোকরীত্যৈবোক্তিঃ। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ। স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ" ইতিবজ্ জ্ঞেয়া ॥ ৩৬-৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ অবতারের প্রয়োজন জানাইতেছেন—'এতৎ মে জন্ম', এই যে আমার জন্ম-গ্রহণ, তাহা 'দুরাশয়াৎ'—দুষ্ট যে আশয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ যাহাতে, তাদৃশ আত্মস্বরূপে যুক্ত এবং সংসার বন্ধনের কারণরূপ লিঙ্গদেহ হইতে মুক্তিকামী মুনিগণকে, আত্মদর্শনের উপযুক্ত (প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের) তত্ত্বসমূহের প্রসঙ্খ্যান অর্থাৎ বিভক্তরূপে কথনের জন্য 'বিদ্ধি'—জানিবেন, ইহা পরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। এই আত্মপথ, অর্থাৎ পরমাত্মা-প্রাপ্তির পথ অব্যক্ত (সূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয়)। ঈশ্বরে দেহী ও দেহের ভেদ না থাকিলেও, 'ভগবতী বুদ্ধিই (অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাই) অভেদেও ভেদ উৎপন্ন করে' - এই ন্যায় অনুসারে, 'দেহং ময়া ভৃতম্'—অর্থাৎ আমি দেহ ধারণ করিয়াছি, এইরূপ উক্তি, লৌকিক রীতিতেই করা হইয়াছে। "সত্ত্বং রজস্তমঃ, অর্থাৎ নির্গুণ (মায়িকগুণরহিত) শ্রীভগবান্ জগতের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের নিমিত্ত নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের (২।৫।১৮ শ্লোকের) —উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা।
জিত্বা সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা ত্বং গন্তুং মাং পৃচ্ছসি তথা অত্র অবস্থাতুং) ময়া আপৃষ্টঃ (অনুজ্ঞাতঃ) (ত্বং) কামং (যথেচ্ছং) গচ্ছ, ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা (সংন্য-স্তেন সমর্পিতেন কর্ম্মণা) সুদুর্জ্জয়ং মৃত্যুং (সংসরণ-হেতুভূতং পাপসমূহং) জিত্বা অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—আপনি যখন আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আমি আপনাকে আজ্ঞা দিতেছি, আপনি যথা ইচ্ছা, তথায় গমন করিতে পারেন ; কিন্তু যদি আমাতে কর্ম্মার্পণ করতঃ সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্বলাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমারই ভজনা করুন্ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ময়াপৃষ্ট ইতি ত্বং গন্তুং যথা মামা-পৃষ্টবান্ তথাঽত্রাবস্থাতুং ময়াপি ত্বমাপৃষ্ট ইত্যর্থঃ। কথং ময়া গচ্ছেতি নিষ্ঠুরং বক্তব্যমত্রাবস্থিতস্যাপি তব বাঞ্ছিতং সেৎস্যত্যেবেতি ভাবঃ। তদপি গন্তু-মেব তে মনশ্চেৎ কামং গচ্ছ। অমৃতত্বায় ভজ— "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি শ্রুতেঃ ; যদ্বা, অমৃতত্বায় মরণরাহিত্যায় ভগবতে। রামকৃষ্ণাদিত্বেন জন্মবন্মৎপার্ষদতাং প্রাপ্তস্যাপি তব মৎসঙ্গিতয়া জন্ম তু ভবিষ্যত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ময়া আপৃষ্টঃ'—আপনি গমনের নিমিত্ত যেমন আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, তদ্রূপ আমিও আপনাকে এখানে অব-স্থানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি, এই অর্থ। 'আপনি গমন করুন'—এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য কিরূপে আমি বলিতে পারি ? এখানে অবস্থান করিলেও আপনার অভিলাষ সফল হইবে—এই ভাব। তথাপি গমনের জন্য একান্তই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে

'কামং গচ্ছ'—যেখানে আপনার অভিলাষ, সেখানে গমন করুন। 'অমৃতত্বায় মাং ভজ'—মোক্ষ লাভের নিমিত্ত ভগবান্ আমাকে আরাধনা করুন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা"—ইত্যাদি, অর্থাৎ অবিদ্যা (অজ্ঞান) হইতে সম্ভূত যে মৃত্যু (জন্ম-মরণরূপ প্রবাহ) তাহা বিদ্যার (ভক্তির) দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া, অমৃত (অনশ্বর অর্থাৎ নিত্য ভগবদ্ধাম) প্রাপ্ত হয়। অথবা—অমৃতত্ব বলিতে মরণরাহিত্য, তাহার নিমিত্ত ভগবান্ আমাকে ভজন করুন। ভগবানের শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিরূপে জন্মের ন্যায়, আমার পার্ষদত্ব-প্রাপ্ত হইলেও আপনার আমার সঙ্গহেতু জন্ম কিন্তু হইবেই, এইভাব ॥ ৩৮ ॥

মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্ ।
আত্মন্যেবাত্মনান্বীক্ষন্ বিশোকোহভয়মৃচ্ছসি ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—আত্মানং (পরমাত্মানং) সর্ব্বভূতগুহাশয়ম্ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং অন্তঃকরণে শেতে সাক্ষিতয়া বর্ত্ততে যঃ তং) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশম্) মাম্ আত্মনি (স্বস্মিন্) এব আত্মনা (মনসা) বীক্ষ্য (অন্বীক্ষমাণঃ) বিশোকঃ (সর্ব্বসন্তাপরহিতঃ সন্) অভয়ং (সর্ব্বভয়রহিতং মোক্ষপদং) ঋচ্ছসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(এইরূপ করিলে) সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী স্বপ্রকাশ পরমাত্মস্বরূপ আমাকে বুদ্ধিদ্বারা আপনার আত্মাতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার অশোক এবং অভয়পদ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজম্" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারং অন্তর্য্যামিনং ত্বদিষ্টদেবং শুক্লং আত্মনি স্বস্মিন্ আত্মনা বুদ্ধ্যা ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাম্ আত্মানং'—পরমাত্মস্বরূপ আমাকে, "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে" (২।২।৮)—অর্থাৎ কোন কোন যোগি পুরুষ স্বদেহাভ্যন্তরে হৃদয়াবকাশে বাসকারী প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষ, যিনি চতুর্ভুজ পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী, তাঁহাকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন—ইত্যাদি শ্রীমদ্ ভাগবতের উক্তির ন্যায়, অন্তর্য্যামী, আপনার ইষ্টদেব শুক্লকে নিজ আত্মাতে 'আত্মনা' অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা (নিরীক্ষণ করতঃ শোকরহিত হইয়া, অভয় মোক্ষফল লাভ করিবেন) ॥ ৩৯ ॥

মাত্রে চাধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ঞ্চাতিতরিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—মাত্রে (দেবহূত্যৈ) চ সর্ব্বকর্ম্মণাং শমনীম্ (উন্মূলনীং) আধ্যাত্মিকীং (আত্মতত্ত্বপ্রকাশকরীং) বিদ্যাং বিতরিষ্যে (প্রদাস্যামি) যয়া (বিদ্যয়া) অসৌ (মাতা) ভয়ং (সংসৃতিং) অতিতরিষ্যতি চ (অতিশয়েন তরিষ্যতি পরমানন্দং চ প্রাপ্স্যতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আমি মাতা দেবহূতিকেও সর্ব্বকর্ম্মের উন্মূলনী আমার অধ্যাত্মসম্বন্ধিনী বিদ্যা বিতরণ করিব; তদ্দ্বারা তিনি সংসারভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এবং পরমানন্দও লাভ করিবেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রস্য মমেশ্বরত্বাৎ কলত্রস্য দেবহূতেশ্চ কৃতে চিন্তা ন কার্য্যেত্যাহ—মাত্রে ইতি ॥৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাদের পুত্র আমার ঈশ্বরত্ব-হেতু, (অর্থাৎ আপনাদের পুত্র আমি ঈশ্বর, এইজন্য) আপনার পুত্র এবং কলত্র দেবহূতির নিমিত্ত কোন চিন্তা করিতে হইবে না, ইহা বলিতেছেন—'মাত্রে' ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

মধ্ব—বিশ্বমতে তু এতাদৃশম্ অসারং যতঃ। অত ঈশ্বরং বিজ্ঞায়। নশ্যত্যুপপ্লবঃ দুঃখাজ্ঞানাদ্যুপদ্রবো ন ॥ ৪০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ ।
দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—তেন কপিলেন এবং সমুদিতঃ (সম্যক্ উক্তঃ সন্) প্রজাপতিঃ (কর্দ্দমঃ) প্রীতঃ (সন্) তং দক্ষিণীকৃত্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) বনম্ এব জগাম ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—ভগবান্ কপিলদেব এই প্রকার সমুচিত বাক্য কহিলে প্রজাপতি কর্দ্দম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সানন্দচিত্তে বনে গমন করিলেন।

বিশ্বনাথ—সম্যগুক্তস্তং প্রদক্ষিণীকৃত্য ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এবম্ সমুদিতঃ'—ভগবান্ কপিলদেব কর্ত্তৃক এইরূপ সম্যক্‌প্রকারে কথিত হইয়া, প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্ররূপী ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করতঃ প্রীতচিত্তে বনে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ।
নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীমনগ্নিরনিকেতনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মুনিঃ (কর্দ্দমঃ) আত্মৈকশরণঃ (ভগবন্মাত্রশরণঃ সন্) মৌনং (মুনিযোগ্যং) ব্রতং (অহিংসাদিলক্ষণম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ সন্ চ) নিঃসঙ্গঃ (দুঃসঙ্গরহিতঃ এব) অনগ্নিঃ (নিরগ্নিকঃ) অনিকেতনঃ (গৃহশূন্যঃ যতিঃ ভূত্বা) ক্ষৌণীং (পৃথ্বীং) ব্যচরৎ (বিচচার) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তথায় মুনিবর কর্দ্দম পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া মুনিদিগের অহিংসাদি লক্ষণযুক্ত ব্রতাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং জনসঙ্গরহিত, অনগ্নি (আহারাদি চেষ্টাশূন্য) ও অনিকেতন (নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানরহিত) হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যৎ তৎ সদসতঃ পরম্।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৪৩ ॥
নিরহঙ্কৃতির্নির্ম্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্।
প্রত্যক্‌প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ ॥ ৪৪ ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ সদসতঃ পরং তৎ (তস্মিন্) গুণাবভাসে (নির্গুণে) বিগুণে (বিগতপ্রাকৃতগুণে) একভক্ত্যা (অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা) অনুভাবিতে (অপরোক্ষীকৃতে) ব্রহ্মণি মনঃ যুঞ্জানঃ নিরহঙ্কৃতিঃ (দেহাদ্যভিমানরহিতঃ) নির্ম্মমঃ (মমত্ববুদ্ধিরহিতঃ) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণাদিনা অব্যাকুলঃ) সমদৃক্ (সমদর্শনঃ ভেদাগ্রাহকঃ) স্বদৃক্ (স্বম্ এব পশ্যন্) প্রশান্তোর্ম্মিঃ (প্রশান্তাঃ কামতরঙ্গাঃ যস্মিন্ তথাভূতঃ) উদধিঃ (সমুদ্রঃ ইব) (যথা তথা) প্রত্যক্‌প্রশান্তধীঃ (প্রত্যক্ প্রবণা প্রশান্তা বিক্ষেপরহিতা ধীঃ যস্য সঃ) ধীরঃ সর্ব্বজ্ঞ প্রত্যগাত্মনি (প্রতীচঃ জীবস্য আত্মনি পরমাত্মনি) ভগবতি বাসুদেবে পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা (লব্ধঃ আত্মা চিত্তং যেন তথাভূতঃ) মুক্তবন্ধনঃ (মুক্তং বন্ধনম্ অজ্ঞানং যস্য তথাভূতঃ চ সন্ কর্দ্দমঃ) সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তং আত্মানং (পরমাত্মানং) অবস্থিতং অপশ্যৎ, (তথা) আত্মনি চ ভগবতি অপি সর্ব্বভূতানি (অপশ্যৎ মহাভাগবতঃ অভবৎ) ॥ ৪৩-৪৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর, কর্দ্দম দ্বৈতজ্ঞানে সৎ ও অসৎ বা ভদ্রাভদ্রপ্রতীতি হইতে অতীত যে ব্রহ্ম, যিনি প্রাকৃতগুণবিবর্জ্জিত হইয়াও সৌন্দর্য্যাদি, মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যরূপ চিন্ময়গুণপ্রকাশক, সেই পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন, এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিপ্রভাবে অচিরাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি দেহাদিতে অহঙ্কার এবং মমতাশূন্য, অতএব শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল হইলেন এবং ভেদ-বুদ্ধিরহিত হইয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিতে লাগিলেন; তিনি অন্তর্মুখী বৃত্তিদ্বারা বিক্ষেপরহিতা-বুদ্ধিবিশিষ্ট (অর্থাৎ স্থিরচিত্ত) হইয়া তরঙ্গরহিত সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎপর বন্ধন মুক্ত হইয়া তাঁহার চিত্ত সর্ব্বজ্ঞ, নিখিল-জীববৃন্দের আত্মা ভগবান্ বাসুদেবে পরা-ভক্তির সহিত সঙ্গত হইল; তিনি দেখিলেন, সর্ব্বভূতে ভগবদ্রূপ পরমাত্মা অবস্থিত এবং নিজ আত্মাতে ও ভগবদ্রূপ পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ তিনি মহাভাগবতাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৩-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ সদসতো ভদ্রাভদ্রাৎ ব্যবহারিকবস্তুনঃ পরং তস্মাদতীতং তন্মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানঃ, কীদৃশে গুণানাং সৌন্দর্য্যাদিমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যরূপাণাং চিন্ময়ানামবভাসঃ প্রকাশো যত্র তস্মিন্ বিগুণে বিগতপ্রাকৃতগুণে। একভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যৈব অনুভাবিতে

নেত্রাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়ানুভবগোচরতাং প্রাপিতে। ততশ্চ ব্যবহারিকে সর্ব্ববস্তুনি নিরহঙ্কৃতীত্যাদি। স্বস্মিন্নেব ভক্তিঃ কিয়ত্যভূত্তবতি ভবিষ্যতীতি দৃগ্‌দৃষ্টির্য্যস্য সঃ। প্রত্যক্ বহির্বৃত্তিরহিতা, অতএব প্রশান্তা ধীর্যস্য সঃ। এতাবদদ্ভুতস্বভাবত্বং তস্য সহসৈব কথমভূত্তত্রাহ—বাসুদেব ইতি। প্রতীচো জীবস্যাত্মনি ভক্তিভাবেন ভজনোত্থেন ভাবেন পরেণ শ্রেষ্ঠেন প্রেম্না হেতুনা লিঙ্গদেহনাশান্নষ্টা অপি পুনর্লব্ধা আত্মানশ্চিত্তমনোবুদ্ধ্যাদয়োঽপ্রাকৃতা যেন সঃ। ননু পূর্ব্ববদমী অপি বন্ধহেতবো ভবন্তি? তত্রাহ—মুক্তবন্ধনঃ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইতি ন্যায়াৎ। ততশ্চ তস্য ভগবৎসাক্ষাৎকারোঽভূদিত্যাহ—আত্মানং সর্ব্বান্তর্য্যামিনং তৃতীয়পুরুষং ক্ষীরোদশায়িনমিত্যর্থঃ। ভগবন্তং তমেব স্বেষ্টদেবং শুক্লং চতুর্ভুজমপশ্যৎ। তথা আত্মনি প্রকৃত্যন্তর্য্যামিনি প্রথমপুরুষে কারণার্ণবশায়িনি সর্ব্বভূতানি তদীয়রোমকূপগত-শতকোটি-ব্রহ্মাণ্ডস্থানি যোগজনেত্রেণাত্রৈব স্থিত্বা অপশ্যৎ। তেন দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তাৎ ক্রমমুক্তযোগিনঃ সকাশাৎ অস্য উৎকর্ষ উক্তঃ। স হি ব্রহ্মাণ্ডস্থ-সর্ব্ববস্তুদিদৃক্ষুস্তত্র তত্র স্থূলদেহং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি। অয়ং ত্বত্রৈব স্থিত্বা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবহিঃকারণার্ণবশায়িনং তদ্রোমকূপেষু সর্ব্বভূতান্যপি নিষ্কাম এবাপশ্যৎ। ভগবত্যপি চেতি তমেবাত্মানং স্বেষ্টদেবং শুক্লং ভগবন্তমপশ্যৎ। তস্মিন্নপি সর্ব্বভূতানি শ্রীকৃষ্ণে যশোদেবাপশ্যদিত্যৈশ্বর্য্যোপাসকে শ্রীকর্দ্দমে তাদৃগৈশ্বর্য্যদর্শনমুচিতমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৩-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ সদসতঃ পরং'—যাহা মঙ্গল ও অমঙ্গল ব্যবহারিক বস্তু হইতে অতীত, তাদৃশ মন ব্রহ্মস্বরূপে যুক্ত করিয়া, কি প্রকার ব্রহ্মে? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণাবভাসে', সৌন্দর্য্যাদি মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ চিন্ময় গুণসকলের অবভাস অর্থাৎ প্রকাশ যেখানে, (সেইরূপ ব্রহ্মে), এবং 'বি-গুণে' অর্থাৎ প্রাকৃত (মায়ার) গুণ যেখানে নাই, তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপে। 'একভক্ত্যা'—অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিকী, কেবলা) ভক্তির দ্বারা 'অনুভাবিতে'—নেত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভবগোচরতা প্রাপ্ত, অর্থাৎ নেত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ে যাঁহাকে অনুভব করা যায়, তাদৃশ ব্রহ্ম-স্বরূপে মন যুক্ত করতঃ। তারপর সমস্ত বস্তুতে 'নিরহঙ্কৃতিঃ' ইত্যাদি, (অর্থাৎ কর্দ্দম ঋষি, দেহাদিতে অহংবুদ্ধি বিরহিত, গৃহ কলত্রাদিতে মমতা-বর্জ্জিত, শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল, সর্ব্বত্র তুল্যদৃষ্টি, সমদর্শী, আত্মদর্শী, অন্তর্মুখ-বৃত্তি দ্বারা স্থিরচিত্ত মনস্বী হইয়া, প্রশান্তোর্ম্মি সাগরের ন্যায় নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন)। 'সদৃক্'—বলিতে নিজেতে কি-প্রকার ভক্তি ছিল, বর্ত্তমানে কিরূপ আছে এবং ভবিষ্যতে কিপ্রকার থাকিবে, এইরূপ দৃষ্টি যাঁহার, তিনি। 'প্রত্যক্-প্রশান্ত-ধীঃ'—প্রত্যক্ অর্থাৎ বহির্বৃত্তিরহিত, অতএব প্রশান্ত হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহার, সেই (কর্দ্দম ঋষি)। এইরূপ অদ্ভুত স্বভাব তাঁহার সহসা কি-প্রকারে হইল? তাহাতে বলিতেছেন—'বাসুদেবে' ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বজীবের জীবন, ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহাতে, 'ভক্তি-ভাবেন'—ভজনোত্থিত ভাবের দ্বারা, 'পরেণ'—শ্রেষ্ঠ প্রেম-হেতু, লিঙ্গদেহ নষ্ট হওয়ায়, নষ্ট হইলেও পুনরায় 'লব্ধাত্মা'—আত্মা বলিতে অপ্রাকৃত চিত্ত, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি যিনি লব্ধ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি। যদি বলেন—দেখুন, পূর্ব্বের মত এই চিত্ত প্রভৃতিও কি বন্ধনের হেতু হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'মুক্ত-বন্ধনঃ', যাঁহার বন্ধন অর্থাৎ অজ্ঞান মুক্ত (তিরোহিত) হইয়াছে, তিনি। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২২)—অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে বিদেহ-মুক্তের পুনরাবৃত্তির অভাব নিরূপণ অধিকরণের শেষ সূত্রে—বিমুক্ত জীবের সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় কিনা? এই সংশয়ের উত্তরে বলা হইয়াছে—না, হয় না, ভগবদুপাসনায় তাঁহার অবগতিতে সেই লোক-প্রাপ্ত জীবের (ভক্তের) তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না, কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ-হেতু—এই ন্যায় অনুসারে, তিনি মুক্তবন্ধন।

তারপর সেই কর্দ্দম ঋষির ভগবৎ-সাক্ষাৎকারও হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'আত্মানং' ইত্যাদি, (অর্থাৎ কর্দ্দম ঋষি সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিকে সকল প্রাণীতে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন এবং সকল প্রাণীকেও সর্ব্বাত্মা শ্রীহরিতে দর্শন করিতে লাগিলেন)। 'আত্মানং'—এখানে আত্মা বলিতে সর্ব্বান্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী, তাঁহাকে, এই অর্থ। 'ভগবন্তং'—ভগবান্‌কে অর্থাৎ সেই (পূর্ব্ব-দৃষ্ট) নিজের ইষ্টদেব শুক্ল নামক চতুর্ভুজ (নারায়ণকে)

দেখিলেন। সেইরূপ 'আত্মনি'—আত্মাতে, অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়িতে, 'সর্ব্বভূতানি' —তদীয় রোমকূপের অভ্যন্তরে অবস্থিত শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত প্রাণিসকলকে, যোগজ নেত্রের দ্বারা সেখানে থাকিয়াই দেখিলেন। ইহার দ্বারা দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত ক্রমমুক্ত যোগী হইতে এই কর্দ্দম ঋষির উৎকর্ষ বলা হইল। সেই ক্রম-মুক্তি প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সমস্ত বস্তুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই সেই স্থানে স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। আর, ইনি (এই কর্দ্দম ঋষি) এখানেই অবস্থানপূর্ব্বক সকল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কারণার্ণবশায়িকে এবং তাঁহার রোমকূপসমূহে সকল প্রাণিকেই নিষ্কাম হইয়াই দেখিয়াছিলেন। 'ভগবতি অপি চ'— এবং ভগবানেও, ইহা বলায়, তিনি সেই আত্মস্বরূপ নিজ ইষ্টদেব শুক্লাভিধেয় ভগবান্‌কে দেখিলেন, এবং সেই ভগবানেও সকল প্রাণিকে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বদনাভ্যন্তরে মা যশোমতী যেমন দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ দেখিলেন। এখানে ঐশ্বর্য্যোপাসক, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যদৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রীকর্দ্দম ঋষিতে সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-দর্শন উচিতই হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪৩-৪৬ ॥

মধ্ব—অনন্যাধীনশক্তিত্বাৎ হরিঃ স্ব ইতি চোচ্যতে ইতি মাৎস্যে। প্রত্যগ্রঃ প্রত্যগ্ রতিঃ ॥ ৪৪ ॥

ভূতগর্ভশ্চ ভূতস্থঃ পূর্ণ এবং দ্বিরূপবান্।
অত আত্মেতি তং প্রাহুঃ সদৈবাপ্তগুণো যতঃ ॥

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে কর্দ্দমপ্রব্রজ্যা নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা (বৈষম্যবোধহীনেন তেন কর্দ্দমেন) ভগবদ্ভক্তিযোগেন ভাগবতী (ভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণা) গতিঃ প্রাপ্তা (আসীৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—পরে তিনি রাগদ্বেষবিহীন এবং সর্ব্বত্র সমচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তিযোগে ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বত্র জগতি হেয়ত্বাদিচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তস্মাদেব হেতোঃ সমচেতসা কর্দ্দমেন ভাগবতী ভগবৎপার্ষদত্বলক্ষণা গতিঃ প্রাপ্তা। 'ভাগবতীং গতিং প্রাপ্তঃ'—ইতি পাঠে সমচেতসা যুক্তঃ কর্দ্দমঃ ॥৪৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্ব্বিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বত্র'—জগতে (অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুর) হেয়ত্ব বলিয়া, 'ইচ্ছা-দ্বেষ-বিহীনেন'—রাগ-দ্বেষ-বিহীন, সেইজন্যই সমচিত্ত (সর্ব্বত্র সমদর্শী) কর্দ্দম মুনি কর্ত্তৃক 'ভাগবতী', অর্থাৎ ভগবানের পার্ষদত্বরূপ গতি প্রাপ্ত হইল। 'ভাগবতীং গতিং প্রাপ্তঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে—সমচিত্তের দ্বারা যুক্ত কর্দ্দম ঋষি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন—এই অর্থ ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ—

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া ।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কপিলদেব জননীর প্রশ্নানুসারে প্রথমতঃ সর্ব্ববন্ধবিমোচনকারী শ্রেষ্ঠভক্তিলক্ষণ বর্ণনা করেন। তিনি ভক্তিযোগরূপ মণিমঞ্জুষাস্থিত যে সকল গূঢ় রত্ন দেবহূতিকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও এই অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

শৌনক ঋষি সূতের নিকট দেবহূতিনন্দন কপিল-দেবের বিষয় শুনিবার জন্য আরও আগ্রহ প্রকাশ করিলে সূত শৌনকের নিকট বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদ কীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন যে, কর্দ্দমঋষি বনে প্রস্থান করিলে দেবহূতি কপিলদেবের সমীপে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নসহকারে ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। কপিলদেব কহিলেন যে, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতীত আর দ্বিতীয় মঙ্গলজনক পথ নাই। অসদ্‌বিষয়ে আসক্তি বন্ধের কারণ, কিন্তু উহাই আবার সাধুগণে বিহিত হইলে মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। সেই সাধুগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত, সহিষ্ণু, বদান্য—সকল দেহীর নিত্য মঙ্গলবিধাতা, অজাতশত্রু, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, ত্যক্ত-স্বজনবান্ধব, সর্ব্বদা শুদ্ধহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তননিরত। সাধুগণের সঙ্গ কুসঙ্গজনিত দোষহরণকারী। সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে ভগবানের বীর্য্যজ্ঞাপক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা হয়। জীব ঐসকল কথার শ্রবণফলে অতি সত্বর শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম লাভ করেন। শ্রীহরির প্রতি আত্মার যে নিষ্কাম স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও সালোক্যাদি মুক্তি দাসীর ন্যায় ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করিলেও অব্যভিচারী সেবক মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলপ্রাপ্য স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোক কালক্ষোভ্য বা অনিত্য নহে, ভগবদ্ভক্ত নিত্যকাল নিত্য ধামে বাস করিয়া সেবানন্দে থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদ্‌ভজনপরায়ণ, তাঁহা-রাই ঐরূপ সেবালাভে সমর্থ। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ—সকলেই ভগবানের অধীন। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই সংসার-ভয় নিবারণ করিতে পারে না। একমাত্র দৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারাই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং শুদ্ধভক্তিযোগই পুরুষের পরম মঙ্গলের কারণ।

অন্বয়ঃ—শৌনক উবাচ—অজঃ (জন্মরহিতঃ) ভগবান্ এব আত্মমায়য়া (অতর্ক্যযোগমায়াশক্ত্যা) নৃণাং আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে (আত্মতত্ত্বানাং প্রজ্ঞপ্তয়ে জ্ঞাপনায়) স্বয়ম্ (এব) সাক্ষাৎ তত্ত্বসংখ্যাতা (তত্ত্বানাং সংখ্যাতা গণকঃ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ) কপিলঃ জাতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশৌনক কহিলেন,—হে সূত, তত্ত্ব-সমূহের সংখ্যা-কর্ত্তা ভগবান্ কপিলদেব স্বয়ং জন্ম-রহিত হইয়াও মনুষ্যদিগকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনার্থ স্বীয় যোগমায়াশক্তি প্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মাত্রা পৃষ্টঃ পঞ্চবিংশে কপিলো ভক্তিমাহ তাম্ ।
তল্লক্ষণং তৎপ্রভাবং তদুৎকর্ষঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥

তত্ত্বসঙ্খ্যাতা তত্ত্বসঙ্খ্যানকর্ত্তা সাঙ্খ্যপ্রবর্ত্তকঃ। স্বয়মজস্তদপি আত্মমায়য়া জাতঃ অতর্ক্যযোগমায়া-শক্ত্যা প্রাদুর্ভাবিতাপ্রাকৃতজন্মলীল ইত্যর্থঃ। "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" ইতি ভগ-বদুক্তের্ভগবজ্জন্মনো মায়িকত্বস্য ব্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে স্বীয় জননী দেবহূতি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভগবান্ কপিলদেব তাঁহাকে ভক্তি, তাহার লক্ষণ, প্রভাব এবং উৎকর্ষ সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

'তত্ত্ব-সঙ্খ্যাতা'—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসমূহের যিনি সঙ্খ্যান অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন, সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক। 'স্বয়ম্ অজঃ'—নিজে অজ (জন্মরহিত), তথাপি আত্মমায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বীয় অতর্ক্য যোগমায়া-শক্তির দ্বারা নিজের অপ্রাকৃত জন্মলীলা যিনি প্রকট করিয়াছেন, এই অর্থ। "জন্ম

কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" (গীতা ৪।৯)—অর্থাৎ যিনি আমার এই প্রকার দিব্য (অলৌকিক) জন্ম (দেহ-ধারণ) এবং কর্ম্ম যথার্থতঃ জানেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিবশতঃ ভগবানের জন্মের মায়িকত্ব অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক জীবদেহের ন্যায় মায়িক দেহ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা কখনই সম্ভব নহে ॥ ১ ॥

ন হ্যস্য বর্ষ্মণঃ পুংসাং বরিম্নঃ সর্ব্বযোগিনাম্ ।
বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভূরি তৃপ্যন্তি মেঽসবঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) পুংসাং বর্ষ্মণঃ (শ্রেষ্ঠস্য) সর্ব্বযোগিনাং (চ) বরিম্নঃ (বরিষ্ঠস্য) অস্য (কপিলস্য) বিশ্রুতৌ (কীর্ত্তৌ কীর্ত্তিশ্রবণে অথবা) অস্য বর্ষ্মণঃ (কপিলাকারস্য দেহস্য) বরিম্নঃ (বরিমা শ্রেষ্ঠত্বং তস্য) বিশ্রুতৌ (খ্যাতৌ) শ্রুতদেবস্য (শ্রুতঃ দেবঃ যেন তথাভূতস্য, যদ্বা, শ্রুতেন শ্রবণেন দীব্যতি দ্যোততে ইতি তথা তস্য) অপি মে (মম) অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ভূরি (অলং) ন তৃপ্যন্তি (অলম্ ইতি ন মন্যন্তে) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তিনি (ক্ষীরোদকশায়ি প্রভৃতি) পুরুষ-দিগের মধ্যে উত্তম এবং (দত্তাত্রেয়াদি) যাবতীয় যোগিগণের মধ্যে বরিষ্ঠ। তাঁহার যশোগাথা আমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি তাঁহার কীর্ত্তি-শ্রবণে আমার ইন্দ্রিয়সকল যেন প্রচুররূপে তৃপ্তিলাভ করি-তেছে না ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসাং ক্ষীরোদশায়ি-প্রভৃতি পুরুষাণাং তথা সর্ব্বযোগিনাং দত্তাত্রেয়াদীনাঞ্চ মধ্যে অস্য বর্ষ্মণঃ কপিলাকারস্য দেহস্য যো বরিমা শ্রেষ্ঠত্বং তস্য বিশ্রুতৌ খ্যাতৌ মে অসবঃ প্রাণাঃ শ্রবণাদীন্দ্রিয়াণি বা ভূরি অলং ন তৃপ্যন্তি, মম কীদৃশস্য শ্রুতেন শ্রব-ণেন দীব্যতি দ্যোতত ইতি তথা তস্য, ভূরি বহুশঃ শ্রুতো দেবো যেন তস্যাপীতি বা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুংসাং'—ক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি পুরুষগণের মধ্যে, সেইরূপ দত্তাত্রেয়াদি সকল যোগিগণের মধ্যে, 'অস্য বর্ষ্মণঃ'—এই কপিলাকৃতি শ্রীবিগ্রহের, 'বরিম্নঃ'—বরিমা বলিতে শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার কীর্ত্তিশ্রবণে, 'মে অসবঃ'—আমার প্রাণসকল, অথবা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, 'ভূরি'—অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতেছে না, অর্থাৎ বার বার শুনিলেও অলংবুদ্ধি হইতেছে না। কিপ্রকার আমার? তাহাতে বলিতেছেন —'শ্রুতদেবস্য'—শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা ক্রীড়া করে অথবা যে উল্লসিত হয়, সেই আমার, কিম্বা— 'ভূরি', অনেকবার শ্রুত হইয়াছে দেব (ভগবান্) অর্থাৎ তাঁহার কথা, যাহার দ্বারা, সেই আমারও পরিতৃপ্তি হইতেছে না, অর্থাৎ আরও শ্রবণের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে ॥ ২ ॥

যদ্‌যদ্বিধত্তে ভগবান্ স্বচ্ছন্দাত্মাত্মমায়য়া ।
তানি মে শ্রদ্দধানস্য কীর্ত্তন্যান্যনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাৎ) স্বচ্ছন্দাত্মা (স্বানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া আত্মা দেহাবির্ভাবঃ যস্য সঃ) ভগবান্ (কপিলঃ) আত্মমায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) যৎ যৎ (যানি যানি চরিতানি) বিধত্তে (অকরোৎ) তানি কীর্ত্তন্যানি (কীর্ত্তনার্হাণি চরিতানি) শ্রদ্দধানস্য মে (মম) অনুকীর্ত্তয় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ তাঁহার নিজজনের ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া স্বরূপ-শক্তিদ্বারা যে যে লীলা সাধন করেন, সৎসমুদয়ই কীর্ত্তনযোগ্য। আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই সকল লীলাকথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বচ্ছন্দঃ স্বাধীনো ন তু জীববৎ কর্ম্মা-ধীনঃ আত্মা দেহো যস্য সঃ। স্বানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া আত্মা দেহো দেহাবির্ভাবো যস্যেতি বা। আত্মমায়য়া যোগমায়য়া যদ্যৎ কর্ম্ম বিধত্তে, ন তু বহিরঙ্গমায়য়া— "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ইত্যুক্তেঃ। যদ্‌যদিত্যে-কত্বেঽপি বীপ্সয়া বাহুল্যাত্তানীত্যনেন বহুবচনান্তেন সহ সম্বন্ধঃ। কীর্ত্তন্যানি কীর্ত্তনার্হাণি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বচ্ছন্দাত্মা'—স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ নিজের অধীন, কিন্তু জীবের ন্যায় কর্ম্মের অধীন নয়, আত্মা বলিতে দেহ যাঁহার, তিনি। অথবা—নিজ জনের ইচ্ছাতেই যাঁহার দেহ অর্থাৎ দেহের আবির্ভাব, সেই ভগবান্। 'আত্ম-মায়য়া'—নিজ অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার দ্বারা যে যে কর্ম্ম করেন, কিন্তু বহিরঙ্গ মায়ার দ্বারা নহে। কারণ—'আমার জন্ম এবং

কর্ম্ম অলৌকিক', ইত্যাদি তাঁহারই উক্তি। এখানে 'যদ্ যদ্'—যাহা যাহা—ইহা একবচনের প্রয়োগ হইলেও বীপ্সা-হেতু বাহুল্য-বশতঃ 'তানি'—সেই সকল, এই বহুবচনান্ত প্রয়োগের সহিত সম্বন্ধ হইবে। 'কীর্ত্তন্যানি'—কীর্ত্তন্য বলিতে কীর্ত্তনযোগ্য, (সেই চরিত সকল শ্রবণে শ্রদ্ধাশীল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন) ॥ ৩ ॥

———

শ্রীসূত উবাচ—

দ্বৈপায়নসখস্ত্বেবং মৈত্রেয়ো ভগবাংস্তথা ।
প্রাহেদং বিদুরং প্রীত আন্বীক্ষিক্যাং প্রচোদিতঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূত উবাচ—(যথা ত্বং মাং প্রচোদয়সি) এবং (বিদুরেণ অপি) আন্বীক্ষিক্যাং (আত্মবিদ্যায়াং) প্রচোদিতঃ (সন্) ভগবান্ দ্বৈপায়ন-সখঃ (দ্বৈপায়নস্য ব্যাসস্য সখা পরাশরশিষ্যঃ) মৈত্রেয়ঃ প্রীতঃ (সন্) তথা (তৎপ্রশ্নানুসারেণ) বিদুরং (প্রতি) ইদং (বক্ষ্যমাণং) প্রাহ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—ব্রহ্মন্, আপনি আমাকে যেরূপ প্রশ্ন করিলেন, মহাত্মা বিদুরও এক-দিন ব্যাসসখা ভগবান্ মৈত্রেয়কে ঐরূপ আত্মবিদ্যা-বিষয়ক প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া সেই প্রশ্নোত্তরে বিদুরকে যাহা যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবমিতি যথা ত্বং মাং পৃচ্ছসীত্যর্থঃ। আন্বীক্ষিক্যাং আত্মবিদ্যায়াম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এই প্রকার, অর্থাৎ আপনি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই অর্থ। 'আন্বীক্ষিক্যাং'—আত্মবিদ্যা বিষয়ে ॥ ৪ ॥

———

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

পিতরি প্রস্থিতেঽরণ্যং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
তস্মিন্ বিন্দুসরেঽবাৎসীদ্ ভগবান্ কপিলঃ কিল ॥৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পিতরি (কর্দ্দমে) অরণ্যং (প্রতি) প্রস্থিতে (গতে) সতি ভগবান্ কপিলঃ মাতুঃ (দেবহূত্যাঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া (প্রিয়ং কর্ত্তুম্ ইচ্ছয়া) তস্মিন্ বিন্দুসরে (বিন্দুসরসঃ তীরে) কিল (এব)-আবাৎসীৎ (উবাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, পিতা প্রব্রজ্যায় গমন করিলে মাতার আনন্দ বিধান করি-বার ইচ্ছায় ভগবান্ কপিলদেব সেই বিন্দুসরোবরের তীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিন্দুসরসি মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়েত্যনেন কৌমারোচিত-স্তনপানাদিলীলাপি জ্ঞেয়া ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিন্দু সরোবরে 'মাতুঃ প্রিয়-চিকীর্ষয়া'—জননীর প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায়, ইহা বলায়, কৌমারোচিত স্তন্যপানাদি লীলাও বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

———

তমাসীনমকর্ম্মাণং তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ ।
স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতুঃ সংস্মরতী বচঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—দেবহূতিঃ আসীনম্ অকর্ম্মাণং (কর্ম্ম-মার্গাৎ নিবৃত্তং) তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানমার্গস্য অগ্রং পারং সিদ্ধান্তং দর্শয়তি ইতি তথা তং) তং স্বসুতং (কপিলং 'এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ' ইত্যাদি) ধাতুঃ বচঃ সংস্মরতী প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তিনি তত্ত্বমার্গের পার-প্রদর্শক, তজ্জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থ হইয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। একদা দেবহূতির ব্রহ্মার ('হে মনুপুত্রি, কৈটভমর্দ্দন শ্রীভগ-বান্ তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন') এই বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বমার্গস্যাগ্রং পারং দর্শয়তীতি তথা। 'এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দন' ইত্যাদি-ধাতুর্বচঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্ত্বমার্গাগ্র-দর্শনম্'— তত্ত্বমার্গ বলিতে জ্ঞানমার্গ, তাহার অগ্র অর্থাৎ পার (সিদ্ধান্ত) যিনি দর্শন করান, তাঁহাকে। 'ধাতুঃ বচঃ'—'এষ তে মানবি' (২৪।১৮), অর্থাৎ হে মনুপুত্রি! এই কৈটভ নামক দৈত্যের বিনাশকারী হরি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ—ইত্যাদি ব্রহ্মার বাক্য ॥ ৬ ॥

———

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—
নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—(হে) ভূমন্, (হে) প্রভো, অসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ (অসতাং ইন্দ্রিয়াণাং তর্ষণাৎ বিষয়াভিলাষাৎ) নিতরাং (ভৃশং অহং) নির্বিণ্ণা (শ্রান্তা অস্মি), সম্ভাব্যমানেন (নিরন্তরং ক্রিয়মাণেন) যেন (ইন্দ্রিয়তর্পণেন (অহম্) অন্ধং তমঃ (মহামোহং) প্রপন্না (প্রাপ্তা অস্মি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, অসৎ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিলাষ হইতে আমি অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়াছি; হে প্রভো, সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ ঘোর অন্ধতমে (অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসারকূপে) পতিত হইতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্ষণাৎ বিষয়াভিলাষাৎ নির্ব্বিণ্ণা প্রাপ্তধিক্কারা যেন তর্ষণেন সম্যক্ ভাব্যমানেন এতাবৎ কালপর্য্যন্তং ক্রিয়মাণেন অন্ধং তমঃ সংসারম্ ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তর্ষণাৎ'—বিষয়ের অভিলাষ হইতে 'নির্ব্বিণ্ণা'—ধিক্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে অভিলাষ-হেতু, 'সম্ভাব্যমানেন'—সম্যক্ ভাব্যমান অর্থাৎ এতকাল পর্য্যন্ত সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে করিতে, 'অন্ধং তমঃ'—ঘোর অন্ধকার-সদৃশ সংসারে (পতিত হইয়াছি) ॥ ৭ ॥

তস্য ত্বং তমসোঽন্ধস্য দুষ্পারস্যাদ্য পারগম্।
সচ্চক্ষুর্জ্জন্মনামন্তে লব্ধং মে ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য দুষ্পারস্য (দুরন্তস্য) অন্ধস্য (গাঢ়স্য) তমসঃ পারগং (গময়তীতি পারগঃ তথাভূতং) ত্বম্ (এব) সচ্চক্ষুঃ (সৎ শ্রেষ্ঠং চক্ষুঃ) মে (ময়া) (বহূনাং) জন্মনাম্ অন্তে (ভাব্যে) সতি ত্বদনুগ্রহাৎ অদ্য লব্ধম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু ভগবান্, আজ আমার বহু জন্মের পর আপনারই অনুগ্রহে সেই দুষ্পার অন্ধতমের পারগামী সচ্চক্ষুরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পারগং পারং গময়তীতি তৎ সচ্চক্ষুঃ তমঃ পরিভবিষ্ণুনেত্রম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পারগং'—যিনি পারে নিয়ে যান, (কর্ণধার), 'সচ্চক্ষুঃ'—অন্ধকার পরাভবকারী অর্থাৎ তমোনাশক সচ্চক্ষুরূপ (আপনাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৮ ॥

য আদ্যো ভগবান্ পুংসামীশ্বরো বৈ ভবান্ কিল।
লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষুঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বৈ পুংসাং ঈশ্বরঃ আদ্যঃ ভগবান্ সঃ এব ভবান্ তমসা (অজ্ঞানেন) অন্ধস্য লোকস্য চক্ষুঃ (প্রকাশকঃ) সূর্য্যঃ ইব উদিতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অথবা আপনি যে শুধু আমারই চক্ষুস্বরূপ তাহা নহে, আপনিই একমাত্র আদিদেব ভগবান্ ও সমস্ত পুরুষের অধীশ্বর; আপনি অজ্ঞানতমসান্ধ নিখিল জীবের চক্ষুপ্রকাশক সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং মমৈব চক্ষুরপি তু সর্ব্বস্যৈবেত্যাহ—য ইতি। সূর্য্য ইব সর্ব্বতমো-হন্তা ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি কেবল আমারই চক্ষুস্বরূপ নহেন, কিন্তু, সকলেরই, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'সূর্য্যঃ ইব'—সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত অন্ধকারের বিনাশক ॥ ৯ ॥

অথ মে দেব সম্মোহমপাক্রষ্টুং ত্বমর্হসি।
যোঽবগ্রহোঽহং-মমেতীত্যেতস্মিন্ যোজিতস্ত্বয়া ॥১০॥

অন্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) হে দেব, ত্বং মে (মম) সম্মোহং অপাক্রষ্টুং (দূরীকর্ত্তুম্) অর্হসি। যঃ (সম্মোহঃ) এতস্মিন্ (দেহাদৌ) অহং মম ইতি (ইত্যেবংপ্রকারঃ) অবগ্রহঃ (অভিমানঃ) ত্বয়া (তন্মায়াকল্পিতত্বাত্ত্বয়ৈব) যোজিতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ যে অসৎ আগ্রহ (দ্বিতীয়াভিনিবেশ) জন্মিয়াছে, তাহা আপনার বহিরঙ্গা-মায়াশক্তিকর্ত্তৃকই যোজিত হইয়াছে; অতএব আপনিই আমার সেই সম্মোহ-দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অথ অতএব প্রথমং মম সম্মোহান্ধকারং অপাক্রষ্টুং দূরীকর্ত্তুং যঃ খলু সম্মোহোঽবগ্রহঃ ভক্ত্যমৃতবৃষ্টেঃ প্রতিবন্ধকঃ কীদৃশঃ এতস্মিন্ দেহ-

গেহাদাবহং মমেতীতি প্রথম ইতি শব্দঃ সমাপ্তৌ, দ্বিতীয় ইতি শব্দঃ প্রকারে। অহং সুখী মম গেহং সমৃদ্ধিমদিত্যেতাবৎ-প্রকার ইত্যর্থঃ। ত্বন্মায়া-কল্পিতত্বাত্ত্বয়ৈব যোজিতঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ মে সম্মোহং'—অতএব প্রথমে আমার সম্মোহ অর্থৎ অজ্ঞান, তদ্রূপ অন্ধকার বিদূরিত করিতে (আপনিই সমর্থ)। যে সম্মোহ (অজ্ঞান) 'অবগ্রহঃ'—প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ভক্তিরূপ যে অমৃত, তাহার বর্ষণের প্রতিবন্ধক, তাহা কি-প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—দেহ, গেহ প্রভৃতিতে আমি, আমার—এইরূপ যে অভিমান। এখানে 'অহং মম ইতি'—এই প্রথম ইতি শব্দ সমাপ্তি-বোধক এবং 'ইতি এতস্মিন্'—এই দ্বিতীয় ইতি শব্দ প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি সুখী, আমার গৃহ সমৃদ্ধি-যুক্ত—এই প্রকার, এই অর্থ। 'ত্বয়া যোজিতঃ'—আপনার মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া, আপনিই যোজনা করিয়াছেন, ইহা বলা হইল ॥ ১০ ॥

তথ্য—গীতা ৭।১৪ ও ভাঃ ১১।২।৩৫ দ্রষ্টব্য ॥১০॥

তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং
স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্।
জিজ্ঞাসয়াহং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য
নমামি সদ্ধর্ম্মবিদাং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বভৃত্যসংসারতরোঃ (স্বভৃত্যানাং সংসারঃ এব তরুঃ তস্য) কুঠারং (মূলোচ্ছেদকং) তং শরণ্যং (শরণযোগ্যং) ত্বা (ত্বাম্) অহং শরণং গতা অস্মি। তথা প্রকৃতেঃ পুরুষস্য (চ) জিজ্ঞাসয়া সদ্ধর্ম্মবিদাং (নিত্যধর্ম্মোপায়জ্ঞানাং) বরিষ্ঠং (ত্বাম্) অহং নমামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনিই একমাত্র শরণ্য, স্বীয় অনুগত-জনের সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিবার পক্ষে কুঠারস্বরূপ; আমি আপনার শরণাগত হইলাম; সর্ব্বধর্ম্মবিৎ সাত্বতগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ—আমি প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১১ ॥

—৬৭

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ জিজ্ঞাসয়া পুরুষঃ খলু কো যঃ সংসারী, প্রকৃতিশ্চ কা যতোহস্য সংসার ইতি জ্ঞাতুমিচ্ছয়া। ন চাত্র কশ্চিদন্যঃ প্রষ্টব্য ইত্যাহ—সতাং যো ধর্ম্মস্তাদৃশ-সংসারনিবর্ত্তক-ভক্তিরূপস্তদ্বিদাং মধ্যে শ্রেষ্ঠম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং ত্বা'—সেই আপনাকে, প্রকৃতি এবং পুরুষের বিষয় অর্থাৎ পুরুষ কে, যিনি সংসারী, এবং প্রকৃতিই বা কে, যাহা হইতে জীবের এই সংসার ?—ইহা 'জিজ্ঞাসয়া'—জানিবার ইচ্ছায় (আপনার শরণাগত হইয়াছি)। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসার অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি নাই, ইহা বলিতেছেন—'সদ্ধর্ম্ম-বিদাং বরিষ্ঠম্'—সাধুগণের যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ সংসার-নিবর্ত্তক ভক্তিরূপ (যে নিবৃত্তি) ধর্ম্ম, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ১১ ॥

মধ্ব—নারায়ণো ব্রহ্ম বায়ুরীন্দ্রশ্রেষৌ হরস্তথা।
কামঃ শক্রো গুরুর্দক্ষো মন্বাদ্যা ভাস্করাদয়ঃ।
সর্ব্বজীবাশ্চ ক্রমশঃ পুরুষাখ্যাভিশব্দিতাঃ ॥
এতৎপত্ন্যোর্ব্বন্ধশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথাজাণ্ডম্।
ক্রমাৎ প্রকৃতিশব্দোক্তাস্তজ্জ্ঞানাদ্বিপ্রমুচ্যতে ॥
ইতি দত্তাত্রেয়যোগে ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
ইতি স্বমাতুর্নিরবদ্যমীপ্সিতং
নিশম্য পুংসামপবর্গবর্দ্ধনম্।
ধিয়াভিনন্দ্যাত্মবতাং সতাং গতি-
র্বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—পুংসাং অপবর্গ-বর্দ্ধনং (অপবর্গাখ্যভক্তিযোগবর্দ্ধনম্ অতএব) নিরবদ্যং (সুন্দরং) স্বমাতুঃ ঈপ্সিতং ইতি (ইত্যেবং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ধিয়া অভিনন্দ্য আত্মবতাং (জিত-মনসাং) সতাং গতিঃ (ফলভূতঃ ভগবান্ কপিলঃ) ঈষৎস্মিত-শোভিতাননঃ (ঈষৎস্মিতেন হাস্যেন শোভিতমাননং যস্য তাদৃক্ সন্) বভাষে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, জনসাধারণের অপবর্গাখ্য-ভক্তিযোগবর্দ্ধক জননীর এতা-

দৃশ অভীপ্সিত নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মতত্ত্ব-বিৎ, সাধুদিগের একমাত্র আশ্রয় সেই ভগবান্ কপিল-দেব অন্তরে সেই প্রশ্নটিকে প্রশংসা করিলেন ; এবং ঈষৎহাস্যশোভিতবদনে মাতাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপবর্গস্য মোক্ষস্য বর্দ্ধনং বৃদ্ধিঃ, শ্লেষেণ অপকৃষ্টবর্গস্য ত্রিবর্গস্য ছেদনং যতস্তৎ। আত্মা স কপিল এব সেব্যত্বেন বর্ত্ততে যেষাং তেষাং সতাং ভক্তানাং গতিঃ, ঈষৎস্মিতেতি মম পরমেশ্বরস্য ত্বং মাতা ভবসি তবাপি কঃ সংসারো ভবতু তদপি ত্বাং লক্ষ্যীকৃত্য লোকানুদ্ধর্ত্তুং কিমপ্যুপদিশামীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপবর্গ-বর্দ্ধনং'—অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ, তাহার বৃদ্ধিকারক (অর্থাৎ রুচিজনক), শ্লেষোক্তিতে—অপকৃষ্ট-বর্গের অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের ছেদন হয় যাহা হইতে, তাহা। 'আত্মবতাং'—আত্মা বলিতে সেই (ভগবান্) কপিলই সেব্যত্বরূপে বর্ত্তমান যাঁহাদের, সেই সকল 'সতাং গতিঃ'—সাধুদিগের অর্থাৎ ভক্তজনের যিনি গতি (আশ্রয়)। 'ঈষৎস্মিত'—ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রফুল্ল বদন কপিলদেব। পরমেশ্বর আমার আপনি মাতা, আপনারও কি করিয়া সংসার (জন্ম-মরণ প্রবাহ) হইবে ? তাহা হইলেও আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কিছু উপদেশ দিতেছি, এই ভাব ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।
অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—পুংসাং নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষায়) আধ্যাত্মিকঃ (আত্মনিষ্ঠঃ) যোগঃ মে (মম) মতঃ (সম্মতঃ) যত্র (যস্মিন্ ভক্তিযোগে নিষ্পন্নে সতি) দুঃখস্য সুখস্য চ অত্যন্তোপরতিঃ (অত্যন্তম্ উপরতিঃ নিবৃত্তিঃ ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, আমার মনে হয়, পরমাত্ম-নিষ্ঠ যোগই (ভক্তি, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ—এই ত্রিবিধ যোগ বক্তব্য ; তন্মধ্যে ভক্তিযোগই) পুরুষের পরমমঙ্গল-লাভের উপায়স্বরূপ নিঃশ্রেয়স-দানে সমর্থ। উক্ত পরমাত্মনিষ্ঠ উপাসনাযোগাবলম্বনদ্বারাই সুখ এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—আধ্যাত্মিকঃ জীবাত্মনিষ্ঠঃ যোগঃ নিঃ-শ্রেয়সার্থমুপায়ঃ ; স চ ভক্তির্জ্ঞানং যোগশ্চেতি ত্রিবিধো বক্তব্যঃ। তত্র ভক্তিপক্ষে নিঃশ্রেয়সমনুসংহিতং ফলং জ্ঞেয়ম্। যত্র যোগে সতি সাংসারিকস্য দুঃখস্য সুখস্য চোন্মূলনম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগঃ আধ্যাত্মিকঃ'—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ জীবের আত্মনিষ্ঠ যে যোগ, তাহা নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরম মঙ্গলের উপায়, তাহা ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ—এই তিন প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে ভক্তিপক্ষে নিঃশ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) উহার অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল—ইহা জানিতে হইবে। 'যত্র'—যেখানে, অর্থাৎ যে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে সাংসারিক দুঃখের এবং সুখের উন্মূলন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—পরমাত্মাদিকং দেহে যদধ্যাত্মং তদীরিতম্।
সুখং শরীরভোগ্যং তু দুঃখং সর্ব্বং তথৈব চ।
মুক্তৌ বিলয়মায়াতি নিত্যানন্দস্তু ভুজ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ১৩ ॥

তমিমং তে প্রবক্ষ্যামি যমবোচং পুরানঘে।
ঋষীণাং শ্রোতুকামানাং যোগং সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘে, যম্ (আত্মযোগং) শ্রোতুকামানাং ঋষীণাং পুরা (পূর্ব্বকালে অহং) অবোচম্ (উক্তবান্), সর্ব্বাঙ্গনৈপুণম্ (সর্ব্বৈঃ অঙ্গৈঃ শমদমাদিভিঃ নৈপুণং যথা ভবতি তথা) তম্ ইমং (যোগম্) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপা, পুরাকালে ঋষিগণ শম-দমাদিঅঙ্গকুশল পরমাত্মযোগ শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইলে আমি ঋষিগণকে যে যোগের বিষয় বলিয়া-ছিলাম, অদ্য আপনাকেও তাহাই বলিব ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষীণাং ঋষীন্নারদাদীন্ উরূণ্যঙ্গানি নৈপুণ্যানি তদনুষ্ঠানচাতুর্য্যাণি চ যত্র তৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋষীণাং'—ঋষিগণের নিকট, অর্থাৎ নারদাদি ঋষিগণকে (যে যোগের বিষয়

বলিয়াছিলাম)। যে যোগ সর্ব্বাঙ্গনৈপুণ, অর্থাৎ বহুবিধ অঙ্গ এবং তাহাদের অনুষ্ঠান-চাতুর্য্যসমূহের নৈপুণ্য যেখানে, তাদৃশ ॥ ১৪ ॥

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্ ।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য আত্মনঃ (জীবস্য) চেতঃ খলু (এব) বন্ধায় মুক্তয়ে চ মতং (কারণতয়া সম্মতং) গুণেষু (বিষয়েষু) সক্তং চেতঃ (অস্য) বন্ধায় ভবতি। পুংসি (ভগবতি) রতম্ (আসক্তং) বা মুক্তয়ে ভবতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মাতঃ, চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, যেহেতু ঐ চিত্ত, বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন উপস্থিত হয় এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবানে নিযুক্ত হইলেই তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—জীবাত্মানং খলু মন এব দুঃসঙ্গ-সুসঙ্গাভ্যাং বধ্নাতি মোচয়তি চেত্যাহ—চেত ইতি। গুণেষু স্ববন্ধনসাধকতমেষু সক্তমাসক্তমিতি বন্ধনে ন্যায় উক্তঃ ; পুংসি পুরুষোত্তমে নির্গুণে গুণবন্ধ-ধ্বংসকে রতং রতিমদিতি মোচনে চ ন্যায়ঃ। বা-শব্দস্তু শব্দার্থঃ। অত্র শ্রীপুরুষোত্তমবিষয়িণ্যা রতেঃ কারণং ভক্তিরেব ভবেন্ন জ্ঞানং নাপি যোগো মোচকত্বেন কেবলা ভক্তিরেব সমুচিতা জ্ঞেয়া ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মাকে মনই দুঃসঙ্গ এবং সু-সঙ্গের দ্বারা বন্ধন এবং মোচন করে (অর্থাৎ দুঃসঙ্গে বন্ধন ও সাধু-সঙ্গে মোচন করে), ইহা বলিতেছেন—'চেতঃ' ইতি। 'গুণেষু'—গুণকার্য্য-সমূহে অর্থাৎ নিজের বন্ধনের সাধকতম বিষয়সকলে, 'সক্তম্'—আসক্ত মনকে বন্ধনের হেতু বলা হয়, আর 'পুংসি'—পুরুষোত্তমে অর্থাৎ যিনি নির্গুণ ও গুণের বন্ধন-ধ্বংসকারক, তাহাতে রত অর্থাৎ রতি-যুক্ত যে মন, তাহাই মুক্তির কারণ। এখানে 'বা' শব্দ, 'তু'—কিন্তু, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে পুরুষোত্তম-বিষয়িণী রতির কারণ ভক্তিই হইয়া থাকে, জ্ঞানও নয়, যোগও নয়, যেহেতু মোচন করিতে কেবলা (অহৈতুকী) ভক্তিই সম্যক্‌রূপে যোগ্যা—ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

অহং-মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্ ॥ ১৬ ॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরণিমানমখণ্ডিতম্ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা ।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা মনঃ (দেহেন্দ্রিয়াদৌ) অহং-মমাভিমানোত্থৈঃ (অহম্ ইত্যভিমানঃ স্ত্রীপুত্রাদিষু) মম (ইত্যভিমানঃ) তাভ্যাম্ উত্থৈঃ (উৎপন্নৈঃ) কাম-লোভাদিভিঃ মলৈঃ (দোষৈঃ) যদা বীতং (রহিতম্) অদুঃখম্ অসুখং সমং শুদ্ধং (ভবতি), তদা পুরুষঃ কেবলং (শুদ্ধং) প্রকৃতেঃ (অবিদ্যাতঃ) পরং নিরন্তরং (দেহদ্বয়-ব্যবধানশূন্যং, নিত্যং বা) স্বয়ং জ্যোতিঃ (অনাবৃতপ্রকাশম্) অণিমানম্ (সূক্ষ্মং, 'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ' ইতি ভগবদুক্তেঃ স্বরূপত এব চিৎ পরমাণুপ্রমাণম্) অখণ্ডিতম্ (বিষয়বাসনাভির-পরিচ্ছিন্নম্) আত্মানং (স্বস্বরূপং) জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চ আত্মনা (মনসা) উদাসীনং (অনা-সক্তং) প্রকৃতিং (স্বাবিদ্যাং) হতৌজসং (ক্ষীণবলাং) চ পরিপশ্যতি ॥ ১৬-১৮ ॥

অনুবাদ—দেহাদিতে 'আমি ও আমার' অভি-মানোত্থ কামলোভাদি-মলরহিত চিত্ত যখন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া অদুঃখ এবং অসুখ এই উভয়াবস্থাতেই সাম্য-ভাব ধারণ করে, তখনই জীবাত্মা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ব্যবধানরহিত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অনাবৃতপ্রকাশ, বিষয়বাসনাসমূহদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও অনাসক্ত স্বীয় শুদ্ধস্বরূপকে ভক্ত্যনু-কূল জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত চিত্তদ্বারা পরিদর্শন করেন এবং অবিদ্যাকেও ক্ষীণবল দেখিতে পান ॥ ১৬-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানযোগয়োরপি মোচকত্বং ভক্তি-সাহায্যেনৈবাহ—অহমিতি ত্রিভিঃ। বীতং রহিতম্। কামাদি-মলরাহিত্যঞ্চ মনসঃ শমদমাদিভিঃ যমনিয়-মাদিভিশ্চ ভবতীতি জ্ঞানযোগয়োরঙ্গানি সূচিতানি। শুদ্ধের্জ্ঞাপকত্বমাহ—অদুঃখমিত্যাদি স্যাদিতি শেষঃ।

তদা পুরুষো জীব আত্মানং স্বং প্রকৃতেরবিদ্যাতঃ পরং নিরন্তরং দেহদ্বয়ব্যবধানশূন্যং অতএব স্বয়ংজ্যোতি-রনাবৃতপ্রকাশম্। অণিমানং সূক্ষ্মং "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ স্বরূপত এব পরমাণুপ্রমাণ-মিত্যর্থঃ। বিষয়বাসনাভিরখণ্ডিতম্। জ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্তেনাত্মনা মনসা ভক্তিযুক্তেন চেতি চকারাদুক্তেস্তত্র সাহায্যমেব তদ্বিনা জ্ঞানস্য স্বীয়ফলসাধকত্বাশক্তেঃ। উদাসীনমনাসক্তং প্রকৃতিং স্বাবিদ্যাং হতৌজসং স্বস্মিন্ কিঞ্চিদপি কর্তুমশক্তাম্ ॥ ১৬-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞান ও যোগেরও মোচকত্ব (মোচন করিবার সামর্থ্য) শ্রীভক্তিদেবীর সাহচর্য্যেই, ইহা বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'বীতং'—বলিতে রহিত (অর্থাৎ কামলোভাদির বিকাররহিত চিত্ত)। মনের কামাদির মালিন্য-রাহিত্য শম, দমাদি এবং যম, নিয়মাদির দ্বারা হইয়া থাকে—ইহার দ্বারা জ্ঞান ও যোগের অঙ্গসমূহ সূচিত হইল। শুদ্ধির জ্ঞাপকত্ব বলিতেছেন—'অদুঃখম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ যখন চিত্ত সুখ বা দুঃখে নিরাসক্ত হইয়া পবিত্রীকৃত হয়, তখন বিশুদ্ধ নির্ম্মলভাব ধারণ করে। তখন পুরুষ বলিতে জীব, 'আত্মানং'—নিজেকে 'প্রকৃতেঃ পরং'—অবিদ্যা হইতে পৃথক্ বলিয়া (জানিতে পারে)। নিরন্তর বলিতে (স্থূল ও সূক্ষ্ম) দেহদ্বয়ের ব্যবধান-শূন্য, অতএব 'স্বয়ং-জ্যোতিঃ'—অনাবৃত-প্রকাশ অর্থাৎ যাহার প্রকাশ আবৃত হয় নাই। 'অণিমানং'—বলিতে অতি সূক্ষ্ম; গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যেও আমি জীব', ইহাতে স্বরূপতঃই জীব পরমাণু-প্রমাণ, এই অর্থ। অখণ্ডিত বলিতে যাহা বিষয়-বাসনাসমূহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য-যুক্ত 'আত্মনা'—অর্থাৎ মনের দ্বারা, ভক্তিযুক্তেন চ' এবং ভক্তিযুক্ত মনের দ্বারা, এখানে চ-কার (এবং) ইহা বলায়, ভক্তিদেবীর সেখানে সাহায্যমাত্রই, কারণ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানের স্বতন্ত্ররূপে স্বীয়-ফলসাধকত্বের (অর্থাৎ ফল প্রদানের) কোন সামর্থ্য নাই। উদা-সীন বলিতে অনাসক্ত। 'প্রকৃতিং'—নিজের অবি-দ্যাকে 'হতৌজসং'—বলহীনা অর্থাৎ নিজেতে, অর্থাৎ জীবের নিজের প্রতি (আবরণ-বিক্ষেপাদি) কোন-কিছুই করিতে অশক্তা। (ভক্তির সাহায্যে জ্ঞান ও যোগের দ্বারাও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া জীব নিজের শুদ্ধ স্বরূপকে জানিতে পারে—ইহাই এখানে বলা হইল) ॥ ১৬-১৮ ॥

মধ্ব—বাহ্যে সুখে ত্বনাসক্তেরসুখং দুঃখ-বর্জ্জনাৎ।
অদুঃখং হরিভক্ত্যৈব নিত্যানন্দং যদা মনঃ।
তদা তং পরমাত্মানং পশ্যত্যাত্মপ্রসাদতঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে।
অভেদাৎ স্বাবতারেষু নিরন্তর উদাহৃতঃ।
গুণদেহেন্দ্রিয়াভেদাৎ কেবলো সদৃশস্ততঃ ॥
অখণ্ডপূর্ণশক্তিত্বাদহমেকঃ সদা মতঃ।
বন্ধশক্তিঃ প্রকৃত্যাখ্যা বিষ্ণুশক্ত্যা বিযুজ্যতে ॥
ইতি চ ॥ ১৬-১৮ ॥

তথ্য—গীতা ১৮।৫৪ দ্রষ্টব্য ॥ ১৬-১৮ ॥

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যোগিনাং (মুমুক্ষূণাং) ব্রহ্মসিদ্ধয়ে (ব্রহ্মবদপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকাবির্ভাবসিদ্ধয়ে) অখিলাত্মনি (অখিলানাং জীবানামাত্মভূতে) ভগবতি যুজ্যমানয়া (ক্রিয়মাণয়া) ভক্ত্যা সদৃশঃ শিবঃ (সুখরূপঃ অন্যঃ) পন্থাঃ (উপায়ঃ) নাস্তি।

অনুবাদ—মাতঃ, নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগাশ্রয় ভিন্ন যোগিগণের ব্রহ্মভূত হইবার অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় অপহত-পাপ্মত্বাদি অষ্ট-গুণান্বিত শুদ্ধ-স্বরূপোদ্বোধনের আর দ্বিতীয় মঙ্গল-জনক পন্থা কিছুই নাই ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়াণাং মধ্যে কেবলা ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা সুখময়ী পরমমঙ্গলা চেত্যাহ নেতি। যুজ্যমানয়েতি ভগবতি ভক্তিরেব যুজ্যতে সমুচিতা ভবতীত্যর্থঃ। কাচিত্ত্বযুচিতা ভক্তিরিত্যুত্তরোক্তেঃ। যোগিনামুপায়-বতাং ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে বিষয়ীভূতে সিদ্ধির্দাস্যসখ্যাদি-নিষ্পত্তিস্তস্যৈ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তি, জ্ঞান এবং যোগ এই তিনটির মধ্যে কেবলা (নিরূপাধিকী) ভক্তিই শ্রেষ্ঠা, সুখময়ী এবং পরম মঙ্গল-স্বরূপিণী, ইহাই বলিতে-ছেন—'ন', ইত্যাদি। (অর্থাৎ অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তিযোগই যোগিদিগের ব্রহ্ম-সিদ্ধির পথ,

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলজনক পথ আর দ্বিতীয় নাই)। 'যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা'—প্রযুজ্যমানা ভক্তির দ্বারা, এই-রূপ বলায়, শ্রীভগবানে একমাত্র ভক্তিই যোগ্যা অর্থাৎ সমুচিতা হয়, এই অর্থ। পরবর্ত্তী (২৮ শ্লোকে) শ্রীদেবহূতিও বলিবেন—'কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ', অর্থাৎ আপনাতে কি প্রকার ভক্তি করা উচিত? 'যোগিনাং'—যোগী বলিতে যাহারা উপায়বান্, তাঁহাদের 'ব্রহ্ম-সিদ্ধয়ে'—ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর-বিষয়ে, সিদ্ধি বলিতে দাস্য, সখ্যাদি নিষ্পত্তি, তাহার নিমিত্ত ॥ ১৯ ॥

———

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(স্ত্রীপুত্রমিত্রাদৌ) প্রসঙ্গম্ (আসক্তিম্) আত্মনঃ (জীবস্য) অজরং (দৃঢ়ং) পাশং কবয়ঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) বিদুঃ, সঃ (প্রসঙ্গঃ) এব সাধুষু কৃতঃ (বৈরাগ্যাদ্যুৎপাদনেন) অপাবৃতং (নিরাবরণং) মোক্ষদ্বারং ভবতি॥ ২০॥

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের নিরাবরণ দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। (উক্ত মোক্ষ সাযুজ্যাদিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, ঐকান্তিক ভক্তগণেরও সেবার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র)॥ ২০॥

বিশ্বনাথ—তস্যা ভক্তেঃ সাধুসঙ্গ এব মূলমিতি সযুক্তিকমাহ—প্রসঙ্গমিতি। মোক্ষস্য সালোক্যাদের্দ্বারং অপাবৃতং নিরাবরণং ঐকান্তিকভক্তানামপি মোক্ষো ভক্তেরননুসংহিতং ফলং ভবতীতি তথোক্তম্ ॥ ২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তির সাধু-সঙ্গই মূল, ইহা যুক্তিপূর্ব্বক বলিতেছেন—'প্রসঙ্গম্' ইত্যাদি, (অর্থাৎ আসক্তিই, জীবের অক্ষয় পাশ, আবার ঐ আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে বিহিত হয়, তবে উহাই আবরণশূন্য মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে)। 'মোক্ষ-দ্বারম্'—মোক্ষের অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তির দ্বার-স্বরূপ। অপাবৃত বলিতে আবরণশূন্য। ঐকান্তিক ভক্তগণেরও ভক্তির অননুসংহিত অর্থাৎ আনুষঙ্গিক ফল মোক্ষ, ইহা উক্ত হইল ॥ ২০ ॥

———

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২১ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ২২ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥ ২৩ ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তিতিক্ষবঃ (সহনশীলাঃ) কারুণিকাঃ (দয়ালবঃ) সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ (অচঞ্চলাঃ) সাধুভূষণাঃ (সাধু সুশীলং তদেব ভূষণং যেষাং তে) সাধবঃ (শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ), যে চ ময়ি অনন্যেন (অব্যভিচারেণ) ভাবেন (মনসা) দৃঢ়াং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, মৎকৃতে (মদর্থে) ত্যক্তকর্ম্মাণঃ (ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যৈঃ তে) ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ (ত্যক্তাঃ স্বজনাঃ স্ত্রীপুত্রাদয়ঃ বান্ধবাঃ মিত্রাণি চ যৈঃ তে), (যে) মদাশ্রিতাঃ (মদ্বিষয়াঃ) মৃষ্টাঃ (শুদ্ধাঃ) কথাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ মদ্গতচেতসঃ (তান্) এতান্ (সাধূন্) বিবিধাঃ তাপাঃ ন তপন্তি। (হে) সাধ্বি, তে এতে (পূর্ব্বোক্তগুণাঃ) সাধবঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ (সর্ব্বৈঃ সঙ্গৈঃ তৎ দোষৈঃ চ বিবর্জ্জিতাঃ ভবন্তি); হি (যস্মাৎ) তে (সাধবঃ অন্যেষামপি) সঙ্গদোষহরাঃ (দুঃসঙ্গজ দোষনিবর্ত্তকাঃ) অথ (তস্মাৎ) তে (ত্বয়া) তেষু সঙ্গঃ প্রার্থ্যঃ ॥ ২১-২৪ ॥

অনুবাদ—(সেই সাধুর তটস্থলক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন) তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে (বৃক্ষের ন্যায়) সহিষ্ণু, জীবদুঃখে দয়ার্দ্র, প্রাণিমাত্রেরই নিত্য-মঙ্গলবিধাতা; তাঁহারা সকলজীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না, তাঁহারা নিষ্কাম, অতএব শান্ত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণস্বরূপ (অতঃপর ঐ সাধুগণের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ করুন্) —তাঁহারা

আমাকেই একমাত্র ভজনীয়-বিষয়জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করিয়া থাকেন, আমার সেবাসুখ-তাৎপর্য্যার্থে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন—আমার জন্য স্বজনবন্ধুবান্ধবাদি সমস্তপরিত্যাগ করিয়া থাকেন ; তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্রকথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; মদ্‌গতচিত্ত এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপ ব্যথিত করিতে পারে না। হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য ; তাঁহারাই অসৎ সংসর্গজনিত দোষসমূহ হরণ করিতে সমর্থ সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয় ।। ২১-২৪।।

বিশ্বনাথ—সাধূনাং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। অত্র তটস্থলক্ষণমাহ—তিতিক্ষব ইতি। শান্তা অনুগ্রাঃ, সাধবঃ সরলাঃ, সাধূন্ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তীতি তে ; যদ্বা, সাধব এব ভূষণানীব প্রিয়া যেষাং তে। স্বরূপলক্ষণ-মাহ—ময়ীতি। অন্যাদিপদানাং সদৃশার্থগ্রাহকত্বাৎ ন বিদ্যতেঽন্যোঽহমিবারাধ্যো ব্রহ্মরুদ্রাদিবিষয়ো যস্য তেন ভাবেন দাস্যসখ্যাদিনা অতএবৈকমাত্রবিষয়ত্বাৎ দৃঢ়াম্। মৎকৃতে মৎপ্রাপ্ত্যর্থং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি মদুক্তেস্ত্যক্তকর্ম্মাণ "যে দারাগারেত্যাদৌ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে" ইতি মদুক্তেস্ত্যক্তস্বজনাদ্যাঃ। মৃষ্টাঃ শুদ্ধা অমায়িকীঃ এতান্ ভক্তান্ তাপা আধ্যা-ত্মিকাদয়ো ন তপন্তি ন ব্যথয়ন্তি। এতে তাপৈর্নাভি-ভূয়ন্তে চেন্মদ্‌গতচেতসঃ স্মরণদার্ঢ্যবন্তো জ্ঞেয়াঃ। সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়াসক্তিশূন্যাঃ ।।২১-২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন চারিটি শ্লোকে। এখানে তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন—'তিতিক্ষবঃ' ইত্যাদি। তিতিক্ষু—বলিতে সহনশীল। শান্ত—যিনি উগ্রপ্রকৃতির নহেন। সাধু—বলিতে সরল। 'সাধু-ভূষণাঃ'—সাধুদিগকে যাঁহারা মান্য অর্থাৎ সমাদর করেন, অথবা সাধুগণই ভূষণের ন্যায় প্রিয় যাঁহাদের নিকট, তাঁহারা। স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছেন—'ময়ি', অর্থাৎ যাঁহারা একাগ্রচিত্তে আমাতে দৃঢ়তর ভক্তি সংস্থাপন করেন—ইত্যাদি। 'অনন্যেন'—অন্য প্রভৃতি পদসমূহের সদৃশার্থ (তুল্যার্থ) গ্রাহকত্ব-হেতু, অর্থাৎ অন্যাদি পদের দ্বারা সদৃশ অর্থ বুঝায় বলিয়া, আমার ন্যায় অর্থাৎ আমা ব্যতীত অপর কোন ব্রহ্মা, রুদ্রাদি বিষয়ক আরাধ্য যাঁহার নাই, তাদৃশ, 'ভাবেন'—সখ্য দাস্যাদি ভাবের দ্বারা। অতএব একমাত্র বিষয়ত্ব-হেতু দৃঢ়া ভক্তি যাঁহারা করিয়া থাকেন। 'মৎকৃতে'—আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত, "সর্ব্ব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর" (গীতা ১৮।৬৬)—ইত্যাদি আমার (শ্রীভগবানের) উক্তিবশতঃ, 'ত্যক্ত-কর্ম্মাণঃ' সমস্ত কর্ম্ম যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'ত্যক্ত-স্বজন-বান্ধবাঃ'—যাঁহারা স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৯।৫।৬৫ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—'যে দারাগার' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ! যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন, প্রাণ, এই সকল বিত্ত পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ গ্রহণ করে, কি করিয়া তাঁহাদের ত্যাগ করিতে আমি উৎসাহবোধ করিতে পারি ?—এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তিহেতু যাঁহারা স্বজনাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধু। 'মৃষ্টাঃ'—শুদ্ধা, অমায়িকী কথা (মায়িক জাগতিক কথা নহে), অর্থাৎ যাঁহারা মৎসম্বন্ধীয় পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর আমারই বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, 'এতান্'—এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ তাপ, 'ন তপন্তি'—সন্তপ্ত অর্থাৎ ব্যথিত করিতে পারে না। ইঁহারা তাপের দ্বারা অভিভূত হন না, যদি 'মদ্‌গত-চেতসঃ'—আমাতেই চিত্ত ন্যস্ত করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারা স্মরণে দৃঢ় অর্থাৎ একনিষ্ঠ-চিত্ত বুঝিতে হইবে। 'সর্ব্ব-সঙ্গ-বর্জ্জিতাঃ'—সর্ব্ব-সঙ্গ বলিতে যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য, তাঁহারাই সাধু ।। ২১-২৪ ।।

মধ্ব—যাদৃশী ময়ি ভক্তিঃ স্যাৎ তাদৃশ্যন্যত্র নৈব চেৎ।
অনন্য ভক্তিরুদ্রেকাৎ অনয়ৈব তরেৎ সৃতিম্ ।।
ইতি চ। একঃ পূর্ণো হরির্নান্যস্তদন্যে তদ্বশা মতাঃ।
ইতি জ্ঞানং স্থিরং যত্তদেকাত্মজ্ঞানমুচ্যতে ।।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ।। ২৩ ।।

তথ্য—ভাঃ ৫।১৮।১২শ শ্লোক ও শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২২।৭২-৭৭ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ।।

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃত-দ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, আমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥২১-২৪

বিবৃতি—যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের আর ইন্দ্রিয়তোষণ কল্পে কর্ম্মফলের আবাহন করিতে হয় না। তাঁহারা হরিজন ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে বান্ধব বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপর হইয়া ভগবানের আশ্রিত-বুদ্ধিতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন; সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় কোনও প্রকারে ক্লেশ দিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া অপর কাহারও দ্বারা কায়মনোবাক্যে নির্য্যাতিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সহিষ্ণুতার আদর্শ; সকল প্রাণীতে হিংসার পরিবর্ত্তে মিত্রতাপরায়ণ; ঈশ্বর-সেবাবিহীন ব্যক্তির প্রতি হরিনামদানে দয়ার্দ্রচিত্ত। তাঁহাদের প্রতি কেহই শত্রুতা করেন না, তাঁহারা শান্ত ও সাধুগণের অলঙ্কারস্বরূপ। এরূপ নির্ম্মৎসর ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গই, হে মাতঃ, আপনার প্রার্থনীয়। সাধুগণই জীবের ইতরসঙ্গাসক্তি বিনাশ করিতে সমর্থ। আত্মধর্ম্ম যে জীবে উন্মেষিত, তাঁহাতেই প্রেমধর্ম্ম অবস্থিত। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের জগতে কোনও শত্রু নাই—তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তাঁহাকেও কেহ হিংসা করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা হরি-সেবার অনুকূল কার্য্যে তৎপর। অনাত্মচেষ্টায় লব্ধ উপাধিভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হওয়ায় সাধুগণের সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিলেই জীব অসহিষ্ণু হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দ্বারা ভোগ লাভ করতঃ হরিসেবাবিমুখ হয়। তৎকালে আত্মধর্ম্মের চেষ্টা লুপ্ত হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে সেই লুপ্তচেষ্টা জাগ্রত হইলেই বিশেষ সুবিধা হয় ॥ ২১-২৪ ॥

———

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো।
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি।
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্যসংবিদঃ (বীর্য্যস্য সম্যক্ বিৎ বেদনং যাসু তথাভূতাঃ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (হৃৎ কর্ণয়োঃ চ রসায়নাঃ সুখপ্রদাঃ) কথাঃ ভবন্তি (প্রবর্ত্তন্তে) তজ্জোষণাৎ (তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ) আশু (শীঘ্রম্ এব) অপবর্গবর্ত্মনি (অপবর্গোঽবিদ্যা-নিবৃত্তির্ব্বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং) শ্রদ্ধা (সুদৃঢ়বিশ্বাসঃ ততঃ) রতিঃ (ভাবঃ ততঃ) ভক্তিঃ (প্রেমভক্তিঃ চ) অনুক্রমিষ্যতি (অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি পর্য্যন্ত উদিত হইবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাধুসঙ্গত এব ভগবতি মনো রতিং বহতীত্যত্র ক্রমমাহ—সতামিতি। সঙ্গঃ প্রার্থ্য ইতি পূর্ব্বোক্তঃ প্রথমং শ্রদ্ধা ততঃ সতাং প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গান্মম কথা ভবন্তীত্যাদাবপ্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাদ্ভজনক্রিয়ামাত্রং, ন তু কথাঃ, ততঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাদনর্থনিবর্তিকাঃ কথা ভবন্তি, ততস্তা এব কথা নিষ্ঠামুৎপাদয়ন্ত্যো মম বীর্য্যস্য মন্মাহাত্ম্যস্য সম্বিৎ সম্যগ্বেদনং যতস্তথাভূতা ভবন্তি, ততো রুচিমুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। ততস্তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যা আস্বাদনাৎ অপবর্গো বর্ত্মন্যেব যস্য তস্মিন্ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তিঃ রতির্ভাবঃ ভক্তিঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি; সম্প্রতি ময়া প্রবর্ত্ত্যমানা ভক্তিরেবমনুক্রমেণ লোকে প্রচরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুসঙ্গ হইতেই মন শ্রীভগবানে রতি (ভাব) আনয়ন করে, এই বিষয়ে ক্রম বলিতেছেন—'সতাং প্রসঙ্গাৎ' ইত্যাদি। 'তাদৃশ সাধুজনের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়'—এই পূর্ব্বোক্তি অনুসারে, প্রথমে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা, তারপর সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার কথাসকল হইয়া

থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ অপ্রকৃষ্ট সঙ্গবশতঃ ভজনের ক্রিয়ামাত্র আরম্ভ হয়, কিন্তু ভগবানের কথা নহে। তারপর প্রকৃষ্ট (উৎকৃষ্ট) সঙ্গ হইতে অনর্থ-নিবত্তিকা কথা হইয়া থাকে। তারপর সেই কথাসকলই আমাতে নিষ্ঠা (দৃঢ়তা) উৎপাদন করতঃ, আমার বীর্য্যের অর্থাৎ আমার মাহাত্ম্যের সম্বিৎ (সম্যক্ বেদন) অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান যাহাতে হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে। তারপর রুচি উৎপন্ন করতঃ হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন (সুখদ) হয়। তারপর সেই সকল মদীয় কথার জোষণ অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক আস্বাদন হইতে, 'অপবর্গ-বর্ত্ম নি'—অপবর্গ অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তি, তাহাই বর্ত্ম বলিতে প্রাপ্তির পথ, যাহাতে, সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আসক্তি, রতি বলিতে ভাব এবং ভক্তি অর্থাৎ প্রেম 'অনুক্রমিষ্যতি'—অনুক্রমে অর্থাৎ যথাক্রমে হইবে। সম্প্রতি আমা কর্তৃক প্রবর্ত্তমানা ভক্তি এইরূপ ক্রমানুযায়ী লোকে প্রচারিত হইবে, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

তথ্য—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥
ভাঃ ১০।৫১।৫৩এবং১১।২।৩০ দ্রষ্টব্য।
চৈঃ চঃ—মধ্য২২।৮০—
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা—প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১১ সংখ্যা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

এবং চৈঃ চঃ—মধ্য, ২৩।৯-১৫ দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

বিবৃতি—ভগবদ্বস্তুর অনন্ত বিক্রম তিন ভাগে বিভক্ত—অন্তরঙ্গা-স্বরূপশক্তির প্রভাবে তদ্রূপবৈভব ও নিত্য বিচিত্রবিলাস। বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা স্বরূপশক্তির ক্রিয়া ভোগময় দর্শনে জীবের নিকট বদ্ধভূমিকার ন্যায় উপলব্ধ হয়। দর্শকসূত্রে জীব ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তির ক্রিয়ায় আবদ্ধ হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে। আবার অন্তরঙ্গা-শক্তিপরিণত বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণ দ্বারা স্বরূপশক্তির ভূমিকা তাহার নির্ম্মল দর্শনে দৃশ্যপটে উদিত হয়। এই উভয়ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজভোগপ্রবৃত্তি ও হরিসেবাপ্রবৃত্তি যে বস্তুতে নিত্যাধিষ্ঠিত এবং একের অধিষ্ঠানে অপর ভূমিকায় অবস্থিত, সেই বস্তুই তটস্থশক্তি-প্রকটিত জীব। জীব যে সময় আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া ভগবানের সন্ধান না পাইয়া চেতনধর্ম্মের অপব্যবহারক্রমে আপনাকে অচিতের ভোক্তা মনে করেন, তৎকালে তিনি অসদাকাশে বিচরণ করেন—পরব্যোম তাহার নিকট সেইকালে অপরিজ্ঞাত। হরিসেবারত সাধুর সঙ্গপ্রভাবে এবং তাঁহার সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ অর্থাৎ প্রতিকূল-সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া নিত্য সাধুসঙ্গ করিলে তাঁহার ভগবানের ত্রিবিধ বিক্রম লক্ষ্য করিবার অধিকার হয়। ভগবানের সহিত তাঁহার বিক্রমসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জীবের নিত্যা সেবাবৃত্তিতে অবস্থিতি ঘটে। তৎকালে তাঁহার হৃদয় ও কর্ণ অপূর্ব্বচমৎকার ভূমিকায় পূর্ণতা লাভ করে। পরিচ্ছিন্ন, ক্লেশপ্রদ, হেয় জড়ভোগকে তাঁহার বিরস বলিয়া প্রতীতি হয়। মনের ভাবনাপথ অতিক্রম করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অতিশয় আস্বাদনযুক্ত বৃত্তিই রসরূপে হৃদয় ও কর্ণ প্লাবিত করে। সাধুসঙ্গ-সেবা হইতেই অবিদ্যা-বন্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা জগতের ভোগবুদ্ধি রহিত হইয়া ভোগ্যদর্শনাভাবে জীবের নিত্যসেব্য পরমপুরুষ অধোক্ষজ কৃষ্ণবস্তুতে প্রথম মুখে সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, পরে সেই শ্রদ্ধা গাঢ় হইয়া অনর্থনিবৃত্তিক্রমে স্থায়িভাবে রতির রর্থাৎ ভগবদ্রঞ্জন প্রবৃত্তির উদয় করায়। তৎকালে শ্রদ্ধান্বিত ভক্তকে 'জাতরতি' ভক্ত বলে। জাতরতি ভক্তেরই প্রেমলাভ ঘটে। কৃষ্ণের সুখবিধানে প্রমত্তজনকেই 'প্রেমিক' ভক্ত বলে। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'—এই সরল কথাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা ভগবানের

বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমে উদাসীন হইয়া প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হই। অসাধুগণ সর্ব্বদা গ্রাম্যকথা ও ইন্দ্রিয়তোষণবৃত্তিতে প্রমত্ত; সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। নিত্যকাল তাঁহাদের অপ্রতিহত-সঙ্গপ্রভাবেই জীবের চরমকল্যাণ-লাভ হয়। সৎসঙ্গপ্রভাবেই সদ্যঃ সদ্যঃ আত্মার বৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত হন। তখন অপ্রাকৃত হৃদয় ও অপ্রাকৃত কর্ণ জড়কথা ও জড়রস রহিত হইয়া চিদানন্দময় হইয়া পড়ে ॥ ২৫ ॥

ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ্-
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্রচনানুচিন্তয়া (মম রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা তস্যাঃ অনুচিন্তয়া যা ভক্তিঃ তয়া) ভক্ত্যা দৃষ্টশ্রুতাৎ (ঐহিকামুষ্মিকাৎ) ঐন্দ্রিয়াৎ (ইন্দ্রিয়জন্যসুখাৎ) জাতবিরাগঃ (সন্) পুমান্ যত্তঃ (আলস্যাদিরহিতঃ সাবধানঃ) যোগযুক্তঃ (ভক্তিযোগমাস্থিতঃ চ সন্) ঋজুভিঃ (ভক্তিপ্রাধান্যাদনায়াসৈঃ) যোগমার্গৈঃ (ভক্তিযোগক্রিয়াভিঃ) চিত্তস্য গ্রহণে যতিষ্যতে (যত্নং করিষ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তৎপর আমার রচিত সৃষ্ট্যাদি লীলানুচিন্তনদ্বারা জীবের যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্ট ও শ্রুত সুখ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়জ সুখ হইতে বিরাগবিশিষ্ট হন; তদনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া সুগম ভক্তিযোগ-সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া তিনি চিত্তকে স্ববশীকরণে যত্নবান্ হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধাং ভক্তিমুক্ত্বা যোগমাহ—ভক্ত্যেতি। দৃষ্টশ্রুতাদৈহিকামুষ্মিকাৎ মদ্রচনানাং মল্লীলানাং অনুচিন্তয়া যোগযুক্তঃ সন্ চিত্তস্য গ্রহণে স্ববশীকারে যত্তো যত্নবানপি ঋজুভির্ভক্তিসম্বিলিতত্বেন সুগমৈর্যোগমার্গৈঃ সম্প্রতি মৎপ্রবর্ত্তয়িষ্যমাণৈর্য্যতিষ্যতে অগ্রে জনিষ্যমাণঃ পুমানিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া যোগ বলিতেছেন—'ভক্ত্যা', ইত্যাদি। 'দৃষ্ট-শ্রুতাৎ'—ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়জাত সুখ হইতে বিরক্ত হইয়া, 'মদ্রচনানুচিন্তয়া'—আমার রচনা অর্থাৎ আমার লীলাসকলের নিরন্তর চিন্তার দ্বারা 'যোগযুক্তঃ'—ভক্তিযোগ অবলম্বন করতঃ, 'চিত্তস্য গ্রহণে'—চিত্তকে নিজের বশে আনয়ন করিতে, 'যত্তঃ'—সাবধান হইবেন। যত্নবান্ হইলেও 'ঋজুভিঃ'—সরল, অর্থাৎ ভক্তিসম্বলিত হওয়ায় সুগম, 'যোগমার্গৈঃ' যোগমার্গ বলিতে ভক্তিযোগের সাধনসমূহের দ্বারা (যতিষ্যতে—যত্ন করিবেন)। সম্প্রতি আমি যে সকল ভক্তিযোগের সাধন প্রবর্ত্তন করিব, পরবর্ত্তীকালে জনিষ্যমাণ ব্যক্তি, সেই সকল ভক্তিসাধনের দ্বারাই চিত্ত বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইবেন—এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ গুণানাং (বিষয়াণাং) অসেবয়া বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন (বৈরাগ্যেণ বিজৃম্ভিতং যজ্জ্ঞানং তেন) জ্ঞানেন যোগেন ময়ি অর্পিতয়া (মদনন্যবিষয়য়া) ভক্ত্যা চ অয়ং (জীবঃ) ইহ (দেহ এব) প্রত্যগাত্মানং (তৎ পদার্থং) মাম্ অবরুন্ধে (প্রাপ্নোতি)

অনুবাদ—এই প্রকারে জীব প্রকৃতিসঙ্গজ বিষয়সমূহের সেবা না করিয়া বিষয়বৈতৃষ্ণ্য-প্রকাশিত জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ এবং আমাতে অনন্যভক্তিদ্বারা এই দেহেই ভক্তিপ্রভৃতি দ্বারা তৎপদার্থবাচ্য আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যোগমুক্ত্বা জ্ঞানমাহ—অসেবয়েতি। প্রকৃতের্গুণানাং বিষয়াণাং যা অসেবা নিষ্কামকর্ম্মলভ্যা তয়া যজ্জ্ঞানং তেন মাং প্রত্যগাত্মানং তৎপদার্থং অবরুন্ধে প্রাপ্নোতি যোগেনেতি যমাদীনামপি জ্ঞানাঙ্গত্বাৎ, ভক্ত্যেতি ভক্তিং বিনাভূতস্য জ্ঞানস্য বৈফল্যাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগ বলিয়া জ্ঞান বলিতেছেন—'অসেবয়া' ইত্যাদি। 'অয়ং'—এই জীব, 'প্রকৃতেঃ গুণানাং'—প্রকৃতির গুণসমূহের অর্থাৎ বিষয়সকলের

যে 'অ-সেবা'—সেবা না করা, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম লভ্য অসেবার দ্বারা যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা 'মাং প্রত্যগাত্মানং'—সর্ব্বব্যাপী তৎপদার্থ আমাকে 'অবরুন্ধে'—প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, (অর্থাৎ বৈরাগ্য-বিবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ এবং আমাতে অর্পিত প্রেমলক্ষণ ভক্তির দ্বারা এই দেহেই আমাকে প্রাপ্ত হন)। এখানে 'যোগেন'—যোগের দ্বারা—ইহা যম, নিয়ম প্রভৃতি জ্ঞান-সাধনের অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইল। 'ভক্ত্যা'—আমাতে অর্পিত ভক্তির দ্বারা, ইহা বলায়, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানের বৈফল্য হয়, এইজন্য বলা হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

———

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিঃ কীদৃশী মম গোচরা।
যয়া পদং তে নির্ব্বাণমঞ্জসান্বাশ্নবা অহম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—ত্বয়ি উচিতা ভক্তিঃ কাচিৎ (কাস্বিৎ) তত্রাপি মম (স্ত্রিয়াঃ) গোচরা (যোগ্যা) কীদৃশী, যয়া (ভক্ত্যা) অহং তে (তব) নির্ব্বাণং (মোক্ষাত্মকং) পদং (স্বরূপং চ) অঞ্জসা (সুখেন) অন্বাশ্নবৈ (অনন্তরমেব সর্ব্বাত্মনা প্রাপ্স্যামি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবহূতি কহিলেন,—ভগবন্ আপনাতে কি প্রকার ভক্তি করা উচিত ? আমি স্ত্রীজাতি, আমার পক্ষেই বা কোন্‌প্রকার ভক্তি যোগ্য হইতে পারে যে, তাহা দ্বারা আমি অনায়াসে আপনার মোক্ষাত্মকস্বরূপ (নিত্যপাদপদ্মসেবা) সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইতে পারি ? ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কাচিদিতি কাস্বিদিত্যর্থঃ। ত্বয্যুচিতা ত্বয়ি যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ন যুজ্যমানয়েত্যনেন যুজ্যমানায়া ভক্তেরুৎকর্ষশ্রবণাৎ মম স্ত্রিয়াঃ কীদৃশী গোচরা জ্ঞাতুং কর্ত্তুঞ্চ শক্যেত্যর্থঃ। পদং ত্বচ্চরণারবিন্দং নির্ব্বাণং নির্বৃতিস্বরূপম্। 'নির্ব্বাণমস্তং গমনে নির্বৃতৌ 'গজমজ্জনে সঙ্গমেঽপ্যপবর্গে চ' ইতি মেদিনী ; যদ্বা, নির্ব্বাণং নিষ্কন্টকং যথা স্যাত্তথা অন্বাশ্নবৈ প্রাপ্স্যামি অঞ্জসা ত্বাশ্নবা ইতি পাঠে অহন্তি্বতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাচিৎ' ইতি—কি প্রকারে ? এই অর্থ। 'ত্বয়ি উচিতা'—তোমার বিষয়ে যোগ্য হইতে পারে—এই অর্থ। পূর্ব্বে (১৯ শ্লোকে) 'ন যুজ্যমানয়া'—অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত ভক্তি-যোগের তুল্য আর মঙ্গলজনক দ্বিতীয় পথ নাই—ইহাতে যুজ্যমানা ভক্তির উৎকর্ষ শ্রবণহেতু প্রশ্ন করিতেছেন—'মম স্ত্রিয়ঃ'—আমি স্ত্রীজাতি, 'কীদৃশী গোচরা'—কীদৃশী ভক্তি আমি জানিতে ও করিতে সক্ষম—এই অর্থ। 'পদং'—বলিতে তোমার চরণ-কমল। 'নির্ব্বাণং'—নির্ব্বাণ বলিতে নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ। মেদিনী কোষ অভিধানে নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ উক্ত হইয়াছে—'অস্তগমনে, নির্বৃতিতে, হস্তির স্নানে, সঙ্গমে ও অপবর্গ অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়'। অথবা—'নির্ব্বাণং'—(ক্রিয়া বিশেষণ), নিষ্কণ্টক যেরূপে হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিবাদে যাহাতে আমি পাইতে পারি। এখানে 'অঞ্জসা ত্বাশ্নবা' —এইরূপ পাঠে 'অহং' পদের সহিত সম্বন্ধ ॥ ২৮ ॥

———

যো যোগো ভগবদ্বাণো নির্ব্বাণাত্মংস্ত্বয়োদিতঃ।
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যতস্তত্ত্বাববোধনম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নির্ব্বাণাত্মন্ (নিরতিশয়ানন্দরূপ !) যঃ ভগবদ্বাণঃ (যো ভগবন্তং লক্ষ্যীকরোতীত্যর্থঃ যঃ যোগঃ) ত্বয়া উদিতঃ (উক্তঃ সঃ) কীদৃশঃ তস্য অঙ্গানি চ কতিঃ যতঃ তত্ত্বাববোধনং (তত্ত্বানাং অববোধনং নির্ব্বিচিকিৎসিতং জ্ঞানং ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নিরতিশয়ানন্দস্বরূপ শ্রীভগবন্, যে যোগ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়, যে যোগের কথা আপনি ইতঃপূর্ব্বে কীর্ত্তন করিলেন এবং যাহা হইতে তত্ত্বসমূহের জ্ঞান জন্মে, সেই যোগ কীদৃশ এবং তাহার অঙ্গই বা কত প্রকার ? ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি ত্বৎসম্মতায়াং ভক্তাবেব মম জিজ্ঞাসা চিকীর্ষা চ তদপি জিজ্ঞাসুনা নিজমতং জ্ঞেয়ং পরমতং বুধৈরিতি নিত্যযোগশ্চ জ্ঞানঞ্চ মম জিজ্ঞাস্যমিত্যাহ—যো যোগ ইতি। ভগবতি বাণস্তত্র ক্ষিপ্তঃ শর ইব যো ভগবন্তং লক্ষ্যীকরোতীত্যর্থঃ। নির্ব্বাণার্থঃ মোক্ষপ্রয়োজনকঃ। তথা যতস্তত্ত্বানামববোধনং তজ্‌জ্ঞানঞ্চ কীদৃশম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও তোমার সম্মতা ভক্তি-

তেই আমার জিজ্ঞাসা এবং চিকীর্ষা অর্থাৎ তাহা করিবারই আমার ইচ্ছা, তথাপি 'জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিজ-মত যেরূপ জানিবে, তদ্রূপ পরমতও বিজ্ঞজনের নিকট হইতে জানিবে'—এই নীতি অনুসারে, নিত্য-যোগ এবং জ্ঞানও আমার জিজ্ঞাস্য, ইহা বলিতেছেন—'যো যোগঃ' ইত্যাদি। 'ভগবদ্বাণঃ'—ভগবানে বাণ বলিতে, ভগবানে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায়, যাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, এই অর্থ। 'নির্ব্বাণার্থঃ'—বলিতে মোক্ষের প্রয়োজনের নিমিত্ত। (এখানে 'নির্ব্বাণাত্মন্'—স্থলে 'নির্ব্বাণার্থঃ'—পাঠান্তর রহিয়াছে।) 'যতঃ'—যাহা হইতে তত্ত্বসকলের অববোধন অর্থাৎ আত্মতত্ত্বসমূহের উপাসনা হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানও কিপ্রকার ? ॥ ২৯ ॥

তদেতন্মে বিজানীহি যথাহং মন্দধীর্হরে।
সুখং বুধ্যেয় দুর্ব্বোধং যোষা ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) হরে, তৎ এতৎ (সাংখ্যং) দুর্ব্বোধং (দুঃখেনাপি বোদ্ধুম্ অশক্যং) ভবদনুগ্রহাৎ (ভবতঃ অনুগ্রহাৎ) যোষা (নারী) মন্দধীঃ অহং অপি যথা সুখং (অনায়াসেনৈব) বুধ্যেয় (তথা) মে বিজানীহি (বিশেষেণ জ্ঞাপয়) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে হরে, আমি স্ত্রীলোক, অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্টা ; এই সকল দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ববিষয় আপনার অনুগ্রহে যাহাতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেই প্রকার আমাকে জ্ঞাপন করুন্ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ এতন্মে মাং বিজানীহি বিজ্ঞাপয় ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—অতএব, 'এতৎ মে'—ইহা আমাকে জ্ঞাপন করাও ॥ ৩০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
বিদিত্বার্থং কপিলো মাতুরিত্থং
জাতস্নেহো যত্র তন্বাভিজাতঃ।
তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—যত্র (যস্যাং মাতরি) তন্বা (শরীরেণ) অভিজাতঃ (আবির্ভূতঃ তস্যাং মাতরি) জাতস্নেহঃ কপিলঃ ইত্থং (উক্তপ্রকারং) মাতুঃ (দেবহূত্যাঃ) অর্থং (প্রয়োজনং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) তত্ত্বাম্নায়ং (তত্ত্বানি আম্নায়ন্তে অনুক্রম্যন্তে যস্মিন্ তৎ) যৎ সাংখ্যং প্রবদন্তি (তৎ সাংখ্যং তথা) ভক্তি-বিতানযোগম্ (ভক্তিবিতানং ভক্তিবিস্তারং যোগং চ) প্রোবাচ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ কপিল-দেব দেবহূতির দেহ আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন ; তজ্জন্য মাতার এতাদৃশ প্রয়োজন (পরিপ্রশ্ন) অবগত হইয়া তৎপ্রতি তাঁহার স্নেহের উদ্রেক হইল, তখন তিনি যাহাতে তত্ত্বসমূহ অনুক্রমিত হয় এবং পণ্ডিতগণ যাহাকে 'সাঙ্খ্য' নামে অভিহিত করেন, তাহা এবং ভক্তিবিস্তারকারী যোগের বিষয় উপদেশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থং প্রয়োজনং স্নেহে হেতুর্যত্র তন্বা দেহেনাবির্ভূতঃ তত্ত্বান্যাম্নায়ন্তে অনুক্রম্যন্তে যস্মিন্ কিং তৎ যৎ সাঙ্খ্যং প্রবদন্তি তৎ প্রোবাচ ভক্তিবিতানং যোগঞ্চ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থং বিদিত্বা'—জননীর প্রয়োজন বুঝিয়া। 'জাতস্নেহঃ'—স্নেহপরবশ হইয়া, স্নেহের কারণ বলিতেছেন—'যত্র তন্বা অভিজাতঃ' যে দেবহূতি হইতে শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। 'তত্ত্বাম্নায়ং' — যাহাতে তত্ত্বসমূহের ক্রমানুযায়ী নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—যে যোগকে পণ্ডিতগণ 'সাংখ্য-যোগ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, 'তৎ প্রোবাচ'—তাহা বলিলেন। 'ভক্তি-বিতান-যোগং'—সেই ভক্তি-বিস্তারকারী যোগ-সকলও অথবা ভক্তির বিস্তার এবং যোগ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—

শুক্লেন জনিরন্যেষাং হরেঃ স্বতন্বা বৈবতু।
নিত্যোদিতজ্ঞানতনোঃ কুতঃ স্যাৎ শুক্লতো জনিঃ ॥
ইতি গারুড়ে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামনুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩২ ॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—একমনসঃ (একরূপম্ অবিকৃতম্ মনঃ যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) গুণলিঙ্গানাং (গুণাঃ বিষয়াঃ লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈ তেষাম্) দেবানাম্ (দ্যোতনাত্মকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃণাং বা) অনুশ্রবিক-কর্ম্মণাম্ (গুরোঃ উচ্চারণম্ অনুশ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ বেদঃ তদ্বিহিতম্ অনুশ্রবিকং তদেব কর্ম্ম যেষাং তেষাং) সত্ত্বে (সত্ত্ব-মূর্ত্তৌ হরৌ এব) যা বৃত্তিঃ (প্রবৃত্তিঃ সা ভাগবতী অনিমিত্তা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ সিদ্ধেঃ (মুক্তেরপি গরীয়সী (শ্রেষ্ঠা ভবতি) ; স্বাভাবিকী (অযত্নসিদ্ধা) যা (ভক্তিঃ) নিগীর্ণং (ভুক্তমন্নং) অনলঃ (জঠরাগ্নিঃ) যথা (প্রযত্নান্তরং বিনৈব জরয়তি তদ্বৎ) কোশং (লিঙ্গ-শরীরং) আশু (শীঘ্রমেব) জরয়তি (ক্ষপয়তি) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—মাতঃ, যে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি-বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের শ্রীগুরূপদিষ্ট বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান হরিতে যে অহৈতুকী বৃত্তি তাহাই ভাগবতী ভক্তি ; অধিকৃতচিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে ঐ ভক্তি মুক্তি হইতেও গরীয়সী। পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যাতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ ভক্তিও তদ্রূপ বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনয়াসেই ক্ষয় করিয়া ফেলে অর্থাৎ মুক্তি ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল মাত্র ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র ভক্তিবিতানং বক্তুং কাচিৎ ত্বয্যুচিতা ভক্তিরিতি পৃষ্টাং ভগবতি যুক্তামুত্তমাং নির্গুণাং ভক্তিং লক্ষয়তি—দেবানামিতি। সত্ত্ব এব শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তৌ হরাবেব ন তু দেবতান্তরে। একমেকস্বরূপমেব সেব্যবুদ্ধিময়ত্বেন ত্বদ্রূপনামাদ্যুপাদিৎসু ন তু যোগি-জনাদেরিবায়ত্যাং তজ্জিহাসু মনো যস্য তস্য পুরুষস্য। তথা একস্মিন্ ভজনে এব ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদিষু মনো যস্য তস্য পুংসঃ। গুণাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞাপ্যন্তে যৈস্তেষাং দেবানামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণাং সদ্বিষয়-ত্বাদ্দীব্যতাং ক্রীড়তামিন্দ্রিয়াণাং বা সত্ত্বে হরাবেব যা বৃত্তিস্তদীয়শব্দাদিগ্রহণরূপা ব্যাপৃতিরনিমিত্তা নিষ্কামা সা ভাগবতী ভক্তিরিত্যন্বয়ঃ। অত্র সত্ত্ব এব একমনস ইতি সত্ত্ব এব ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিরিতি কাকাক্ষিগোলোক-ন্যায়েনোভয়ত্রান্বিতম্। অত্র সত্ত্ব ইত্যনেন সত্ত্বগুণবতি ব্রহ্মরুদ্রাদাবিতি নাশঙ্ক্যং ভাগবতীত্যনেন তদ্ব্যাবৃত্তেঃ ; যদ্বা, সতাং ভাবঃ সত্ত্বং বৈষ্ণবত্বং তত্র একমনসঃ বৈষ্ণবো ভবেয়মিত্যেকান্তমনসো বৈষ্ণবত্বে এব যা ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। ন চ স্বচ্ছন্দেনৈব প্রবর্ত্তমানাং তেষাং বৃত্তির্ভক্তিঃ, কিন্তু শ্রীগুরূপদিষ্ট-মন্ত্রোচিতাচরণবতামিত্যাহ — গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো মন্ত্রস্তদ্বিহিতমানুশ্রবিকং তদেব কর্ম্ম নিত্যকৃত্যং যেষাং তেষাম্। কিঞ্চ, "উৎসর্গান্মল-মূত্রাদেশ্চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ। অতঃ পায়ুরুপস্থশ্চ তদারাধনসাধনমিতি" বিষ্ণুরহস্যোক্তেঃ পায়ুপস্থয়োরপি বৃত্তির্ভক্তিসম্বন্ধেন ভক্তিরিতি বৈধী সাধনভক্তির্লক্ষিতা। অথ তু-কারেণ পৃথক্কৃত্য তৎসাধ্যাং ভাবভক্তিং রাগানুগাখ্যাঞ্চ তথাভূতানামেব স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ সা সিদ্ধের্মুক্তেরপি গরীয়সী শ্রেষ্ঠতরেতি স্বাভাবিক্যপি বৃত্তির্মুক্তের্গুরুঃ শ্রেষ্ঠেত্যর্থো লভ্যতে। স্বাভাবিকী বৃত্তিশ্চ দ্বিবিধা—কস্যচিৎ শাস্ত্রশাসনেনৈব শ্রীগুরূপ-দিষ্টশুদ্ধভক্তৌ প্রবৃত্তিমতো ভজনাভ্যাসপৌনঃপুন্যেন নিষ্ঠা রুচ্যাসক্তিভূমিকা অধিরূঢ়স্যেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্হরৌ স্বাভাবিকী ভবতি যথা প্রাকৃতলোকানাং পতিপুত্রাদিষু কস্যচিচ্চ প্রাচীনার্ব্বাচীন-তাদৃশ-মহৎসঙ্গকৃপাজনিত-বিলক্ষণ-সংস্কারবশেন গুরূপদেশাৎ পূর্ব্বমেবানন্তরমেব বা শাস্ত্রশাসনং বিনৈব স্বভাবত এবেন্দ্রিয়াণাং ভক্তি-শাস্ত্রোক্তাচরণবতী এব যা হরৌ বৃত্তিঃ সাপি স্বাভাবিকী জ্ঞেয়া। পূর্ব্বস্যা বৈধভক্তেঃ প্রমাণেনৈবোৎকর্ষঃ ; উদাহরণঞ্চ—নৈকাত্মতামিত্যাদি পদ্যচতুষ্টয়ং জ্ঞেয়ম্। পরস্যা রাগানুগায়াস্তু জাত্যৈবোৎকর্ষঃ উদাহরণঞ্চ ন কর্হিচিদিতি পদ্যম্। অস্বাভাবিক্যাস্তু স্বাভাবিকীভ্যাং সকাশাৎ প্রমাণেন জাত্যা চ নিকর্ষঃ। উদাহরণঞ্চেমং লোকং তথৈবামুমিত্যাদি-পদ্যদ্বয়ম্। অস্যা দ্বিবিধায়া অপি ভক্তের্নিষ্কামত্বাদনুসংহিতং ফলং সৈব ভক্তি-রননুসংহিতং ফলন্তু মোক্ষস্তমাহ—জরয়তীতি। যা ভক্তিঃ কোশং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। কিঞ্চ,

জ্ঞানহেতুকান্মোক্ষাদস্য মোক্ষস্য দৃষ্টান্তেন বৈলক্ষণ্যমাহ —নিগীর্ণং ভুক্তমন্নাদিকং অনলো জাঠরো যথা জরয়তীতি স হি জাঠরানলো দেহপুষ্ট্যন্যাথানুপপত্তের্ভুক্তস্যান্নাদেরসারাংশমেব জরয়তি সারাংশেন তু প্রাণেন্দ্রিয়াদীনি সপ্তধাতূংশ্চ পুষ্যতি। যেনৈবোজঃসহো বলবান্ দেহো ভবতি, তথৈব ভক্তির্মায়িকানেব শব্দাদীংস্তৎ করণকর্ত্র্যাদীংশ্চাসারাংশানেব জরয়তি ন তু সারাংশান্ ভগবৎসম্বন্ধিনঃ শব্দাদীনপ্রাকৃতাংস্তদিন্দ্রিয়াদীংশ্চ জরয়তি, "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যৈরেব ভক্তানাং দেহঃ সিদ্ধো ভবতি, অতএব মায়িকোঽসারাংশ এব লিঙ্গকোশো দেহেন্দ্রিয়াদি-শব্দৈঃ শাস্ত্রেষূচ্যতে। যথা দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বিকুণ্ঠপুরবাসিনামিত্যাদি, যথা চ পুরুষপ্রযত্নং বিনৈব জাঠরোঽগ্নির্ভুক্তান্নাদিকং জরয়তি, যেন প্রকারেণ জরয়তি তং প্রকারঞ্চ পুরুষো ন জানাত্যেবং মোক্ষার্থং কিমপ্যযতমানং শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমেব নিত্যং কুর্ব্বাণং তন্মাধুর্য্যাস্বাদমত্তং ভক্তজনং ভক্তিঃ সংসারান্মোচয়তি, ভক্তস্তু কেন প্রকারেণ কদা মে মুক্তিরভূদিতি নানুসন্ধত্তে। যদ্বক্ষ্যাতে—"ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্" ইতি পথি গচ্ছতঃ পুংসো গোষ্পদলঙ্ঘনানুসন্ধানং যথা ন ভবতি তথেতি। ভক্তানাং ত্রিভূমিকব্রহ্মজ্ঞানাভাবেঽপি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইতি শ্রুতের্ভগবৎকারুণ্যাদ্ভক্ত্যা তদ্রূপগুণলীলৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যানুভবরূপাজ্ জ্ঞানাদেব মোক্ষঃ। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুতাবপ্যেবকারেণ মুক্তৌ তস্যৈব জ্ঞানস্য কারণত্বেনোক্তেস্তজ্জ্ঞানং চোক্তপ্রকারকমেব, সর্ব্বথা তৎস্বরূপজ্ঞানন্তু "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"ইতি, "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ" ইতি, "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিভ্যো ন কস্যাপি সম্ভবত্যেব। জীবব্রহ্মৈক্যরূপা মুক্তিস্তু ভক্তৈস্ত্যাজ্যৈবেত্যগ্রে বক্ষ্যতে। কিঞ্চ, ভুক্তমন্নাদিকং জাঠরানলো ভোজনক্ষণত এব জরয়িতুং প্রবৃত্তোঽপি ত্রিচতুর্য্যামানন্তরমেব সম্যক্তয়া জরয়তি যথা তথা ভজনদশায়াং শোকমোহাদ্যাত্মকং সংসারং নাশয়িতুং প্রবৃত্তাপি ভক্তিঃ কিঞ্চিৎকালবিলম্বেনৈব সম্যক্তয়া নাশয়তীত্যতো ভজনদশায়াং শোকমোহাদ্যনপগমেঽপি ভক্তেষু সংসারোঽয়মিতি ন প্রত্যেতব্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং গুরূপদিষ্টমন্ত্রবতী ভক্তিশাস্ত্রোক্তবিধ্যনুসারিণী অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদি-রহিতা ভগবতি শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাং বৃত্তির্ভক্তিঃ। সা চাল্পপ্রমাণা সাধনভক্তিরস্বাভাবিকী ভবতি। সৈব পূর্ণপ্রমাণা সাধ্যভক্তিঃ স্বাভাবিকী ভাবভক্তির্ভবতীতি। সৈব কাচিদল্পপ্রমাণাপি জাত্যোবাধিক্যাৎ স্বাভাবিকী চেদ্রাগানুগা নাম্নী সাধনভক্তিঃ। সা চ জাতিপ্রমাণাভ্যাং পূর্ণা রাগানুগীয়-ভাবভক্তির্ভবতীতি বিবেকো ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তির বিস্তার কথনের নিমিত্ত, 'আপনাতে কিপ্রকার ভক্তি যোগ্যা ?'—জননীর এই প্রশ্নে, শ্রীভগবানে যোগ্যা উত্তমা নির্গুণা ভক্তি নিরূপণ করিতেছেন—'দেবানাম্' ইতি, (অর্থাৎ নির্ব্বিকার-চিত্ত পুরুষের বিষয়-গ্রহণপটু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-বশতঃ, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরিতে যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলে, ঐ ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী)। এখানে 'সত্ত্বে এব', অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিতেই, কিন্তু অন্য দেবতাতে নহে। 'এক-মনসঃ'—(একটিই মন যাহার, তাদৃশ পুরুষের), 'একম্'—বলিতে শ্রীভগবানের একটি স্বরূপই সেব্যবুদ্ধিময়ত্বরূপে তাঁহার রূপ, নামাদি গ্রহণে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, কিন্তু যোগিজনের ন্যায় পরবর্ত্তীকালে তাহা পরিত্যাগের ইচ্ছুক নহে—এইরূপ মন যাঁহার, তাদৃশ পুরুষের (অর্থাৎ ভক্তের)। সেইরূপ একই ভজন-বিষয়ে, কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্মাদিতে যাহার মন নাই, তাদৃশ পুরুষের। 'গুণ-লিঙ্গানাম্ দেবানাং'—গুণ বলিতে শব্দাদি বিষয়সকল, তাহা যাহাদের দ্বারা জানা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের, অথবা—সদ্বিষয়ত্ব-হেতু (সদ্বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মে নিযুক্ত বলিয়া) ক্রীড়াশীল ইন্দ্রিয়গণের, শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীহরিতেই যে বৃত্তি অর্থাৎ তদীয় শব্দাদি গ্রহণরূপ ব্যাপার (ব্যাপৃতি), তাহা অনিমিত্তা অর্থাৎ নিষ্কামা (ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কামনারহিতা) হইলে, তাহাই ভাগবতী ভক্তি—এই

অন্বয়। এখানে 'সত্ত্বে এব একমনসঃ' ইতি, এবং 'সত্ত্বে এব ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ' ইতি, অর্থাৎ সত্ত্ব-বিষয়েই এক মন যাহার, এবং শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবানেই ইন্দ্রিয়-সকলের বৃত্তি—এইরূপ 'এব' শব্দের কাকাক্ষি-গোলক ন্যায় অনুসারে উভয়ত্র অন্বয় করিতে হইবে। [কাকাক্ষি-গোলক ন্যায় বলিতে—কাকের একটি-মাত্র চক্ষু, উহা প্রয়োজনানুসারে উভয় গোলকে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ একই পদার্থের উভয়দিকে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় এই ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়।] এখানে 'সত্ত্বে'—ইহা বলায়, সত্ত্বগুণযুক্ত ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতিতে আশঙ্কা করা চলে না, যেহেতু 'ভগবতি'—শ্রীভগবানে, এই পদের দ্বারা উহার ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) বুঝাইতেছে। অথবা—সতের ভাব সত্ত্ব বলিতে বৈষ্ণবত্ব, সেই বিষয়ে একমনস্ক পুরুষের, অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব হইব'—এইরূপ একান্তমনা পুরুষের বৈষ্ণবত্ব-বিষয়েই ইন্দ্রিয়সকলের যে বৃত্তি (ব্যাপার)—তাহা ভক্তি।

এখানে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারেই প্রবর্ত্ত্যমান যাহারা, তাহাদের মনের বৃত্তি কখনই ভক্তি হইবে না, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদিষ্ট মন্ত্র অনুযায়ী আচরণশীল যাঁহারা, তাঁহাদের বিশুদ্ধ মনের স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভক্তি, ইহা বলিতেছেন—'অনুশ্রবিক-কর্ম্মণাম্', সদ্গুরুদেবের উচ্চারণ অনুশ্রুত হয় যেখানে, তাহা অনুশ্রব অর্থাৎ মন্ত্র, তদ্বিহিতই 'আনুশ্রবিক', তাহাই কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যকৃত্য যাঁহাদের, সেই সকল ভক্তগণের (চিত্ত-বৃত্তি ভক্তি)। আরও, শ্রীবিষ্ণু-রহস্য গ্রন্থে উক্ত আছে—"উৎসর্গান্মলমূত্রাদেঃ" —ইত্যাদি, অর্থাৎ মল, মূত্রাদির ত্যাগে যেহেতু চিত্তের সুস্থতা হয়, অতএব পায়ু ও উপস্থ—তাঁহারই আরাধনের সাধন, ইহাতে পায়ু এবং উপস্থেরও বৃত্তি ভক্তি-সম্বন্ধান্বিত হইলে ভক্তি,—এইরূপে বৈধী সাধনভক্তি বলা হইল। অনন্তর 'তু'—কিন্তু, এখানে তু-কার প্রয়োগের দ্বারা পৃথক্ করিয়া তৎ-সাধ্যা (সাধনভক্তির দ্বারা সাধ্যা) ভাবভক্তি এবং রাগানুগা নাম্নী ভক্তি সংক্ষেপে সসিদ্ধান্তেই লক্ষিত হইতেছেন। যাহা সেই সকল পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়-গণের তদ্রূপ স্বাভাবিকী বৃত্তি (প্রীতিরূপা), সেই ভক্তিই 'সিদ্ধেঃ' অর্থাৎ মুক্তি হইতেও 'গরীয়সী', অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতরা, ইহার দ্বারা স্বাভাবিকীও যে বৃত্তি, তাহা মুক্তি হইতে গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা—এইরূপ অর্থ লভ্য হইতেছে।

স্বাভাবিকী বৃত্তিও (বৈধী ও রাগানুগা ভেদে) দ্বিবিধা—শাস্ত্রের অনুশাসন বশতঃই শ্রীগুরূপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্তিমান্ কোন ভক্তের এবং ভজনা-ভ্যাসের পৌনঃপুন্যে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ভূমিকায় অধিরূঢ় কোন ভক্তের ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি শ্রীহরিতে স্বাভাবিকী হয়। যথা প্রাকৃত লোকের পতি, পুত্রাদিতে (স্বাভাবিকী আসক্তি), এবং কাহারও প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন তাদৃশ মহৎ-সঙ্গের কৃপা-জনিত বিলক্ষণ সংস্কারবশতঃ শ্রীগুরূপদেশের পূর্ব্বে অথবা পরে, শাস্ত্রের অনুশাসন ব্যতীতই স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়সকলের ভক্তিশাস্ত্রোক্ত আচরণবতী শ্রীহরিতে যে বৃত্তি, তাহাও স্বাভাবিকী বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত বৈধী ভক্তির প্রমাণের দ্বারাই (পরিমাণগত ভাবেই) উৎকর্ষ, উদাহরণ যথা—'নৈকাত্মতাং'—ইত্যাদি (৩৪-৩৭) পদ্য-চতুষ্টয়। পরবর্ত্তী রাগানুগার কিন্তু জাতিগতভাবেই উৎকর্ষ এবং উদাহরণ—'ন কর্হিচিৎ' (৩৮), এই পদ্য জানিতে হইবে। অস্বাভাবিকী বৃত্তির কিন্তু উক্ত স্বাভাবিকী বৃত্তি হইতে পরিমাণ ও জাতিগতভাবেই নিষ্কর্ষ (শ্রেষ্ঠত্ব) [নিকর্ষ ? সন্নিবেশ] বুঝিতে হইবে। এবং উদাহরণ—'ইমং লোকং তথৈবামুম্' (৩৯. ৪০)—এই পদ্যদ্বয়। এই দ্বিবিধা ভক্তির নিষ্কামত্বহেতু অনুসংহিত (নির্দ্ধারিত) ফল সেই ভক্তিই, আর আনুষঙ্গিক ফল মোক্ষ, ইহাই বলিতেছেন—'জরয়তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ভক্তি লিঙ্গ শরীরকে দগ্ধ করে।

আরও, 'জ্ঞানহেতুকাৎ'—জ্ঞান-সাধন-জনিত মোক্ষ হইতে, 'অস্য মোক্ষস্য'—এই ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য মোক্ষের (মুক্তির) দৃষ্টান্তগত পার্থক্য বলিতেছেন—'নিগীর্ণং' ইতি, অর্থাৎ জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে। এখানে জাঠরানল দেহপুষ্টির প্রয়োজনে ভুক্ত অন্নাদির অসার অংশকেই জীর্ণ করে, কিন্তু সারাংশের দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং সপ্ত ধাতুকে (রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র-সংযুক্ত) পুষ্টই করে, যাহার দ্বারা ওজঃ (প্রাণ বল), সহঃ (মনোবল) এবং (শারীরিক) বলযুক্ত দেহ পুষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তি

মায়িক শব্দাদি এবং তাহার করণ, কর্ত্রাদি অসার অংশ-সকলকেই জীর্ণ করে, কিন্তু সারাংশরূপ ভগবৎসম্বন্ধীয় শব্দাদি এবং অপ্রাকৃত তাদৃশ ইন্দ্রিয়াদিকে কখনই জীর্ণ করে না, যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"চক্ষুষশ্চক্ষুঃ", অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রদাতা ইত্যাদি। 'যৈরেব'—যে সকল ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর দ্বারাই ভক্তগণের দেহ সিদ্ধ হয়, অতএব মায়িক অসার অংশই লিঙ্গকোশ, যাহা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। যথা—শ্রীভাগবতে (৭।১।৩৪) উক্ত হইয়াছে—"দেহেন্দ্রিয়াসু-হীনানাং" ইত্যাদি, অর্থাৎ জীবের জন্মের হেতুভূত প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদি-রহিত, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাদি-বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠপুর-বাসিগণের কি প্রকারে প্রাকৃত দেহের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে? এইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।

অপর দিকে—যেরূপ পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীতই জঠরস্থিত অগ্নি ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে, এবং যে প্রকারে জীর্ণ করে, সেই প্রকার কিন্তু পুরুষ কখনই জানে না, তদ্রূপ মোক্ষের নিমিত্ত কোনও যত্ন না করিলেও, (শ্রীভগবানের নামাদির) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই নিত্য অনুষ্ঠানকারী, তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদনে মত্ত ভক্তজনকে শ্রীভক্তিদেবী সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন, ভক্ত কিন্তু কি প্রকারে, কখন আমার মুক্তি হইল, ইহা অনুসন্ধানও করেন না। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩০ অঙ্ক ধৃত শ্লোকে) বলিবেন—"ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন"—ইত্যাদি, অর্থাৎ অখিল শুদ্ধ সত্ত্বের শ্রীবিগ্রহ-স্বরূপ আপনাতে বিবেকী পুরুষগণ সমাধিযোগে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া, মহতের সমাদরণীয় আপনার পাদপদ্মরূপ তরণীর সাহায্যে ভবসমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া অনায়াসেই সংসারসমুদ্র পার হইয়া যান, (অর্থাৎ অনায়াসেই ভজনের অনুনিষ্পাদিনী ভক্তগণের মুক্তি—এই অর্থ)। এখানে পথচারী পথিকের যেমন গোষ্পদ-লঙ্ঘনের কোন অনুসন্ধানই থাকে না, অথচ অনায়াসে উহা পার হইয়া যায়, সেইরূপ অনুসন্ধান না করিলেও ভক্ত ভক্তি-প্রভাবেই মুক্তি লাভ করেন।

আরও, ভক্তজনের জ্ঞানিগণের ন্যায় ত্রিভূমিক (সাত্ত্বিক, বৈকল্পিক ও তামস) ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাব হইলেও, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" (কঠ ১২।২।২৩ এবং মুণ্ডক ৩।২।৩)—অর্থাৎ এই আত্মাকে উত্তমরূপে বেদাধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না, মনের ধারণা বা চিন্তাশক্তি, অথবা বহু লোকের নিকট শ্রবণদ্বারাও ইহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (অর্থাৎ যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন), তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। তাঁহারই নিকটে এই আত্মা স্বীয় তনু অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশ করেন—এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে শ্রীভগবানের কারুণ্যবশতঃ ভক্তির দ্বারা তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অনুভবরূপ জ্ঞান হইতেই ভক্তজনের মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি (পুরুষসুক্ত)"—অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিয়া অমরত্ব (মোক্ষ) লাভ করে, ইত্যাদি বাক্যে এবকারের দ্বারা মুক্তিতে তাঁহারই (শ্রীভগবানেরই) জ্ঞানের কারণত্বরূপে উক্ত হওয়ায়, সেই জ্ঞান উক্ত প্রকারকই (ভক্তি-প্রকারকই)। সর্ব্বথা তাঁহার স্বরূপের জ্ঞান কিন্তু কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে"—(তৈত্তিরীয়ক ২।৪।১) ইত্যাদি, অর্থাৎ যে আত্মাকে বিষয়ীভূত করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি কখনও ভয় পান না। আরও "যস্যামতং তস্য মতং", (কেন ২।৩)—অর্থাৎ যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না, বস্তুতঃ ব্রহ্ম তাঁহারই জ্ঞাত, আর যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানেন না, ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুত্যধ্যায়ে (১০।৮৭।৪১) উক্ত হইয়াছে—"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া" ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনার অন্ত নাই বলিয়া স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ব্রহ্মা প্রভৃতিও আপনার অন্ত পান না, এমন কি আপনিও আপনার অন্ত পান না—ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, সর্ব্বথা শ্রীভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। আর, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপা যে (সাযুজ্য) মুক্তি, উহা ভক্তগণের একান্ত পরিহরণীয়া—ইহা পরে বলা হইবে।

আরও, জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্নাদি ভোজ-

নের ক্ষণ হইতেই জীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, তিন বা চারি যামের পরেই উহা সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভজনদশাতে ভক্তের শোক, মোহাদিরূপ সংসার নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও, শ্রীভক্তিদেবী কিছুকাল বিলম্বেই সম্যক্‌রূপে উহা নাশ করেন, ইহার দ্বারা ভজনকালে ভক্তের শোক, মোহাদির অপগম (বিনাশ) না হইলেও, ভক্তজনের এই সংসার —এইরূপ প্রতীতি করা যায় না—ইহা জানিতে হইবে। অতএব এইরূপ শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্রবতী, ভক্তি-শাস্ত্রোক্ত বিধানের অনুসারিণী, অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান ও কর্ম্মাদি রহিতা, শ্রীভগবানে শ্রোত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহের যে বৃত্তি, তাহাই ভক্তি। যাহা অল্পপ্রমাণা (সামান্য পরিমাণা) সাধনভক্তি, তাহা অস্বাভাবিকী। তাহাই পূর্ণপ্রমাণা সাধ্যভক্তি, স্বাভাবিকী ভাবভক্তি বলিয়া কথিত হয়। সেই ভাবভক্তি অল্পপ্রমাণা হইলেও জাতিগতভাবে আধিক্যবশতঃ স্বাভাবিকী হইলে রাগানুগা নাম্নী সাধনভক্তি হইয়া থাকে। সেই রাগানুগা সাধনভক্তি জাতিগত ও পরিমাণগত পূর্ণ হইলে রাগানুগীয়া ভাবভক্তি-রূপে পরিণত হয়, ইত্যাদি পার্থক্য (শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে জানিতে হইবে ॥ ৩২-৩৩ ॥

মধ্ব—আনুশ্রাবিক-কর্ম্মাসৌ শ্রুত্যুক্তং যো ন লঙ্ঘয়েদিতি ভবিষ্যপর্ব্বণি। সদা সর্ব্বগুণাঢ্যত্বাৎ সত্বো বিষ্ণুরুদীর্য্যতে ইতি কাপিলেয়ে।

অপূর্ণভক্তের্মুক্তৌ তু ন সুখং পূর্ত্তিমেষ্যতি।
অতস্তাদৃশমুক্তেশ্চ ভক্তিঃ পূর্ণা গরীয়সী ॥

ইতি চ ॥ ৩২-৩৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ৩৩ ॥

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—যে মৎপাদসেবাভিরতা (মৎপাদয়োঃ সেবায়াম্ অভিরতাঃ আসক্তাঃ) মদীহাঃ (মদর্থং এব ঈহা ক্রিয়া যেষাং তে) অন্যোন্যতঃ (পরস্পরং) প্রসজ্য (মিলিত্বা) মে (মম) পৌরুষাণি (বীর্য্যাণি) সভাজয়ন্তে (শ্লাঘয়ন্তি তে) কেচিৎ ভাগবতাঃ মম একাত্মতাং (সাযুজ্য-মোক্ষং) ন স্পৃহয়ন্তি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,—মাতঃ,) যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমার পদসেবারত, যাঁহারা আমার জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শ্লাঘা বোধ করেন, তাদৃশ ভাগবতগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপ সাযুজ্যমুক্তির স্পৃহা করেন না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—লক্ষণমুক্ত্বা উদাহরণমাহ—সপ্তভিস্তত্র প্রথমং স্বাভাবিক্যা ভাবভক্তেরুদাহরণং চতুর্ভির্বদন্নেবানিমিত্তেত্যেতৎ সহেতুকং স্পষ্টয়তি—নেতি। একাত্মতাং ব্রহ্মৈক্যরূপায়ৈ মুক্ত্যৈ ন স্পৃহয়ন্তি ইতি সিদ্ধেঃ সকাশাদ্ গরীয়স্ত্বং। ননু কেন সুখেন পূর্ণাস্তে ব্রহ্মসুখং ন রোচয়ন্তি? তত্রাহ—মম পাদয়োঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্যা সেবা তস্যামেব ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিষু অভি শাস্ত্রাভিমুখ্যেন রতা অত্যাসক্তিমন্তঃ। অনেন ভক্তের্ভগবদ্বিষয়ত্বং সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপত্বং কর্ম্মজ্ঞানাদিরাহিত্যং শাস্ত্রানুসারিত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তঃ। ময্যেব মৎসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদ্যাস্বাদন এব ঈহা বাঞ্ছা যেষাং তে ইত্যন্যাভিলাষশূন্যত্বম্। প্রসজ্যাসজ্য পৌরুষাণি শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি-লীলামৃতানি সভাজয়ন্তে সস্তুতিকমাস্বাদয়ন্তি। তেন চরণসেবানন্দাভাবাৎ সৌন্দর্য্যসৌরভ্যাদ্যনুভবাভাবাৎ লীলামৃতাস্বাদনাভাবাচ্চ ব্রহ্মসুখং ন রোচয়ন্তীতি মুক্তাবস্পৃহায়াং হেতুত্রয়মুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তির লক্ষণ বলিয়া উদাহরণ বলিতেছেন—সাতটি শ্লোকে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্বাভাবিকী ভাবভক্তির উদাহরণ চারিটি শ্লোকের দ্বারা নির্ণয়পূর্ব্বক 'অনিমিত্তা' অর্থাৎ নিষ্কামা ভক্তি সহেতুক পরিস্ফুট করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'একাত্মতাং'

—ব্রহ্মের সহিত একত্রভাব অর্থাৎ ব্রহ্মৈক্যরূপ (সাযুজ্য) মুক্তি স্পৃহা করেন না, ইহার দ্বারা মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। যদি বলেন —দেখুন, কি সুখলাভে তাঁহারা পূর্ণ, যাহাতে ব্রহ্ম-সুখকেও স্পৃহা করেন না ? তাহাতে বলিতেছেন— 'মৎপাদ-সেবাভিরতা'—আমার চরণযুগলের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সেবা, তাহাতেই, কিন্তু কর্ম্ম, জ্ঞানাদিতে নহে, শাস্ত্রাভিমুখে তাহারা আসক্তিযুক্ত। ইহার দ্বারা ভক্তির ভগবদ্বিষয়ত্ব, সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-রূপত্ব, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির রাহিত্য, শাস্ত্রের অনুসারিত্ব এবং স্বাভাবিকত্ব উক্ত হইল। 'মদীহাঃ'—আমাতেই অর্থাৎ আমার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যাদির আস্বাদনেই 'ঈহা' বলিতে বাঞ্ছা যাঁহাদের, তাঁহারা, ইহার দ্বারা অন্যাভিলাষ-শূন্যত্ব বলা হইল। 'প্রসজ্য'—আসক্তি-পূর্ব্বক, 'পৌরুষাণি'—শ্রীগোবর্দ্ধন উদ্ধরণাদি লীলা-মৃতসকল 'সভাজয়ন্তে'—স্তুতিপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা, শ্রীচরণকমলের সেবারূপ আনন্দের অভাববশতঃ, সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য প্রভৃতি অনুভবের অভাবহেতু, এবং লীলামৃত আস্বাদনের অভাবের কারণেই ব্রহ্মসুখ ভক্তগণের কখনই রুচি-প্রদ হয় না, তাঁহাদের মুক্তিতে অস্পৃহার এই তিনটি হেতু উক্ত হইল ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—নেচ্ছন্তি সাযুজ্যমপি ফলত্বেন হরির্যদি।
দদাতি ভক্তিসন্তুষ্ট আজ্ঞাত্বেনৈব গৃহ্যতে।
তাদৃশানাং সুখাধিক্যং পুনর্মুক্তৌ ভবিষ্যতি ॥
ইতি ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥
* * ভক্তিসম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, আর ॥

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্ম ঈশ্বরে সাযুজ্য—দুই ত' প্রকারে।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥
—শ্রীচৈঃ চ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ।

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণ-সরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥
—ললিতমাধবে ৫।২ সংখ্যা।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥
—শ্রীভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ১১ সং ॥৩৪॥

ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪ এবং ভাঃ ৯।৪।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে অম্ব, (মাতঃ !) তে সন্তঃ রুচি-রাণি (মনোহরাণি) প্রসন্নবক্ত্রারুলোচনানি (প্রস-ন্নানি বক্ত্রাণি অরুণানি লোচনানি চ যেষু তানি) বরপ্রদানি দিব্যানি (অপ্রাকৃতানি) মে (মম) রূপাণি পশ্যন্তি (ময়া) সাকং (সহ) স্পৃহণীয়াং বাচং বদন্তি (চ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ ! আমার যে সমস্ত প্রকাশ-মূর্ত্তির বদন প্রসন্ন এবং লোচন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্টসেবাপ্রদ অলৌকিক মূর্ত্তি তাঁহারা দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারহিত সেবা-ভিলাষ সূচক বাক্যালাপ করেন ; ফলতঃ, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে নিত্যপরমেশ্বরানুভব-সুখ অধিক বর্ত্তমান ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ সাযুজ্যপর্য্যন্তেষু ফলেষু স্পৃহা-রহিতা অতস্তে মত্ত এতৎ প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। পশ্যন্তীত্যুপলক্ষণং—শৃণ্বন্তি জিঘ্রন্তি স্বাদয়ন্তীত্যাদ্যপি। রূপাণীত্যুপলক্ষণং — শব্দগন্ধরসস্পর্শাদীনাং চ। দিব্যান্যপ্রাকৃতানি বরপ্রদানি অভীষ্টসেবাপ্রদানি; যদ্বা, হে ভক্তাঃ, বরং বৃণুতেত্যাদুক্তিমন্তি সাকং ময়া সার্দ্ধং বদন্তি। "ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদ-কিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভোঃ" ইতি "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্"—ইত্যাদ্যুচ্চারয়ন্তি। স্পৃহণীয়ামিতি তদ্বচঃ শুশ্রূষয়ৈব ময়া বরং বৃণুতেত্যাদ্যুচ্যতে, ন ত্বন্যবরদিৎসা মমাপি তেভ্য ইতি ভাবঃ। "নিত্যং পরমেশ্বরানুভবসুখং ভক্তাবধিকম্" ইতি শ্রীস্বামি-চরণাঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমার ভক্তগণ সাযুজ্যপর্য্যন্ত ফলেও স্পৃহাহীন, অতএব আমার নিকট হইতে তাঁহারা ইহাই প্রাপ্ত হন, ইহা বলিতে-ছেন দুইটি শ্লোকে। 'পশ্যন্তি'—(রূপ) দর্শন করিয়া থাকেন, ইহা উপলক্ষণ—(কথামৃত) শ্রবণ করেন, (শ্রীচরণের তুলসীর) আঘ্রাণ গ্রহণ করেন, (মাধুর্য্য রস) আস্বাদন করেন, ইত্যাদিও বুঝিতে হইবে। 'রূপাণি'—রূপসকল, ইহা উপলক্ষণ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ প্রভৃতিরও অনুভব করেন। 'দিব্যানি'—দিব্য বলিতে অপ্রাকৃত, বরপ্রদ বলিতে ভক্তজনের অভীষ্ট সেবাপ্রদ। অথবা—'হে ভক্তগণ! আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর'—আমি এইরূপ বলিলে, আমার সহিত তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"ন কাময়েঽন্যং" (১০।৫১।৫৫) ইত্যাদি, (ভগবান্ বর দিতে চাহিলে মুচুকুন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন)—হে বিভো! অকি-ঞ্চন পরম ভাগবতগণের পরমপ্রার্থনীয় আপনার শ্রীচরণ-সেবা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা করি না। হে ভক্ত-ক্লেশ-হারিন্! কোন্ বিবেকী ব্যক্তি মোক্ষ-প্রদাতা আপনাকে আরাধনা করিয়া, যাহাতে আত্ম-বন্ধন ঘটে সেইরূপ বর প্রার্থনা করে? ইতি। সেইরূপ "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্ (১১।১৪।১৪) —অর্থাৎ পারমেষ্ঠিত্ব (ব্রহ্মত্ব), ইন্দ্রত্ব, সার্ব্ব-ভৌমত্ব, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষ পর্য্যন্ত, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভক্তগণ ইচ্ছা করেন না, অর্থাৎ আমিই তাঁহাদের প্রিয়—(ইহা উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ভক্তের পরি-চিতি)। 'স্পৃহণীয়াম্'—আকাঙ্ক্ষণীয় বাক্য, ইহা বলায়,—তোমার (ভক্তের) কথা শ্রবণের ইচ্ছাতেই আমি (ভগবান্) 'বর গ্রহণ কর'—এইরূপ বলিয়াছি, কিন্তু তোমাদিগকে অন্য কোন বর প্রদানের ইচ্ছা আমারও নাই—এই ভাব। "নিত্যই পরমেশ্বরের অনুভব-জনিত সুখ ভক্তজনে অধিক"—ইহা শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা ॥ ৩৫ ॥

— — —

তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাস-হাসেক্ষিত বামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ দর্শনীয়াবয়বৈঃ (দর্শনীয়াঃ মনো-হরাঃ অবয়বা মম মুখনেত্রাদয়ঃ যেষু তৈঃ) উদার-বিলাস-হাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ (বিলাসঃ লীলা হাসঃ মন্দহাসঃ ঈক্ষিতং দর্শনং বামং মনোহরং সূক্তং মধুরভাষণং উদারৈঃ তৈঃ) হৃতাত্মনঃ (হৃতঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তান্) হৃতপ্রাণান্ চ (হৃতাঃ আকৃষ্টাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি চ যেষাং তান্) অনিচ্ছতঃ অপি মোক্ষার্থম্ ইচ্ছাহীনানপি মদ্ভক্তিঃ) অণ্বীং (সূক্ষ্মাং) গতিং (মুক্তিং) প্রযুঙ্‌ক্তে (প্রাপয়তি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—আমার মনোহর অপ্রাকৃত মুখনেত্রাদি অবয়ববিশিষ্ট ঐসকল সচ্চিদানন্দমূর্ত্তির ভক্তাভীষ্ট-প্রদাতা লীলাবিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুর ভাষ-ণাদি তাঁহাদের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিলেও এবং তাঁহাদের আত্মানন্দলাভরূপ মুক্তি-স্পৃহা না থাকিলেও আমার প্রতি ভক্তিই তাঁহাদের সেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্দর্শনাদিমাধুর্য্যেণৈব সচমৎকারমনু-ভূয়মানেন ব্রহ্মসাযুজ্যস্যারোচকত্বমুৎপাদ্যত ইত্যাহ—তৈরিতি। দর্শনীয়া অতিমনোহরা যে অবয়বাঃ শ্রীকৃষ্ণরামাদ্যঙ্গানি তৈঃ। উদারা ভক্তাভীষ্টপ্রদা-তারো বিলাসাদয়ো যেষু তৈর্হৃতঃ মনঃ প্রাণত্বাদ-নিচ্ছতোঽপি ভক্তান্ ভক্তিঃ অণ্বীং গতিং প্রযুঙ্‌ক্তে, ভো ভক্তাঃ ব্রহ্মৈকরূপাং মুক্তিং গৃহ্ণীতেতি প্রয়োগ-মাত্রং করোতি ন তু দাতুমবকাশং লভতে। ভগবতো

লীলাবিলাস - হাসাবলোক - মধুরভাষণৈস্তেষামাত্মানং চোরিতত্বেন সম্প্রদানাভাবাদিতি ভাবঃ। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি পরমবিজ্ঞা ভক্তিরনিচ্ছতঃ তান্ কথমেবং প্রযুঙ্‌ক্তে ? উচ্যতে — কশ্চিচ্চিন্তামণিস্পর্শহীরকপদ্মরাগাদি-মহারত্নানাং দাতা খল্বর্থিভ্যঃ কনকমপি দাতুং দর্শয়ত্যন্যথা কনকমস্য দাতুর্নাস্তীতি কনকমাত্রার্থিভির্মন্দধীভিরপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়েতেতিবত্তক্তিরপি মুক্তিমাত্রার্থিজ্ঞানিমানি-লোকবল্গন-নিরাসার্থং স্বীয়াংস্তানপি তথা প্রযুক্তে ন পুনর্মুক্তিমেব তেভ্যো দিৎসতীত্যবধেয়ম্ ; যদ্বা, ভক্তিরেব তান্ হৃতাত্মনো জনান্ অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে অণ্বীং গতিং ন এষয়তি নাভিলাষয়তি অনিচ্ছায়াঃ প্রযোজিকা ভবতীত্যর্থঃ। যথা কুর্ব্বন্তং প্রযুঙ্‌ক্ত ইতি কারয়তীত্যনয়োর্ণিচ্‌প্রত্যয়-বাক্যনিজন্তয়োস্তুল্য এবার্থঃ। তথাহি—'ন পাচয়ত্যয়ম্' ইতি বক্তব্যে স পচন্তং প্রযুঙ্‌ক্তে ইতি পচনপ্রয়োজকোঽয়মিতি চ যথোচ্যতে তথৈব ভক্তির্ভক্তজনান্ অণ্বীং গতিং নৈষয়তি নাভিলাষয়তীতি বক্তব্যে অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্‌ক্ত ইত্যুক্তম্ ; যদ্বা, স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং "যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্" ইত্যাদি রীত্যা দৈন্যেন ভক্তিমাত্রেচ্ছুত্বাদনিচ্ছতোঽপি অণ্বীং প্রকৃত্যতীতত্বেন দুর্জ্ঞেয়াং পার্ষদত্বাখ্যাং গতিং প্রযুঙ্‌ক্তে প্রাপয়তীতি সন্দর্ভঃ। অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতো জনান্ বিলাসাদিভির্হৃতমনঃপ্রাণান্ কুরুত ইতি শ্রীরূপগোস্বামিচরণাঃ। অনিচ্ছতঃ ইচ্ছাহীনানপি অণ্বীং গতিং প্রযুঙ্‌ক্তে প্রাপয়তীতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। এতদ্ব্যাখ্যানমপি নাত্যসঙ্গতম্। "যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈ"রিত্যত্র ভক্তানাং সর্ব্বসুখানুভবস্যাগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। ততশ্চ ভক্তিরিচ্ছাহীনানপি তান্ বলাদ্ব্রহ্মসুখমপ্যনুভাবয়িতুং মুক্তিং প্রাপয্য "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতা" ইতি রীত্যা ততো নিষ্ক্রময্য ভগবদ্ধাম্নি তাংস্তৎপার্ষদান্ বিধায় ভজনানন্দৈঃ সদা নিমজ্জয়তীতি তাৎপর্য্যমুত্তরশ্লোকার্থাবগাহনাজ্জ্ঞেয়মিতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার দর্শনাদির মাধুর্য্য কর্ত্তৃকই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূয়মান ভক্তের দ্বারা ব্রহ্ম-সাযুজ্যেরও আরোচকতা উৎপাদিত হয়, (অর্থাৎ আমার দর্শনাদি-মাধুর্য্য পরমাশ্চর্য্যজনক আনন্দ অনুভব করাইয়া ভক্তের ব্রহ্ম-সাযুজ্যের প্রতিও অরুচি উৎপন্ন করাইয়া থাকেন)—ইহা বলিতেছেন—'তৈঃ' ইত্যাদি। 'দর্শনীয়াবয়বৈঃ'—দর্শনীয় বলিতে অতিশয় মনোহর, যে সকল অবয়ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরামাদির অঙ্গসমূহ, তাহাদের দ্বারা। উদার বলিতে পরম আনন্দপ্রদ ভক্তের অভীষ্ট-প্রদাতা বিলাসাদি যেখানে, তাদৃশ অঙ্গসমূহের দ্বারা, মন ও প্রাণ হৃত হইয়াছে যাঁহাদের, সেইসকল মুক্তিতে অনিচ্ছুক ভক্তদিগকে, আমার ভক্তিই মুক্তি-বিধান করিয়া থাকেন। 'অণ্বীং গতিং প্রযুঙ্‌ক্তে'—তাঁহাদের মুক্তির ইচ্ছা না থাকিলেও আমার ভক্তি স্বয়ং তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন, ইহাতে—'হে ভক্তগণ ! ব্রহ্মৈকরূপ মুক্তি (ব্রহ্ম-সাযুজ্য) গ্রহণ কর'—এইরূপ ভাষা প্রয়োগমাত্র করেন, কিন্তু প্রদানের অবকাশ পান না, কারণ শ্রীভগবানের লীলা, বিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুর ভাষণের দ্বারা সেই সকল ভক্তবৃন্দের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় সম্প্রদানের অভাব, অর্থাৎ কাঁহাদিগকে সম্প্রদান করিবেন—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, এই প্রকারই যদি হয়, তাহা হইলে পরমবিজ্ঞা শ্রীভক্তিদেবী কিজন্য অনভিলাষী সেই ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করেন ? তাহার উত্তরে দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—যেমন চিন্তামণি, স্পর্শমণি, হীরক, পদ্মরাগাদি মহারত্নসমূহের কোন দাতা, প্রার্থিদিগকে স্বর্ণও প্রদানের জন্য দেখাইয়া থাকেন, অন্যথা 'এই দাতার স্বর্ণ নাই'—এই প্রকার স্বর্ণমাত্র-প্রার্থী মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা অপযশ ঘোষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভক্তিদেবীও মুক্তিমাত্র-কামী জ্ঞানী ও মানিগণের 'লোকবল্গন' অর্থাৎ লোকে বহুভাষণ (লোকনিন্দা) নিরসনের নিমিত্ত, স্বীয় ভক্তবৃন্দকে সেইরূপ প্রযুক্ত হইলেও কিন্তু মুক্তিই তাঁহাদিগকে দিতে ইচ্ছা করেন না—ইহা অনুধাবন করিতে হইবে।

অথবা—ভক্তিই সেই সকল হৃতচিত্ত জনগণকে মুক্তিরূপ গতিকে 'অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে'—অনিচ্ছা করিতে প্রযুক্ত করেন, কিন্তু মুক্তির ইচ্ছা করান না, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অভিলাষ উৎপাদন করান না, অর্থাৎ (ভক্তি) অনিচ্ছার প্রয়োজিকা হন—এই অর্থ। যেমন—'কুর্ব্বন্তং প্রযুঙ্‌ক্তে' (অর্থাৎ যে কাজ করিতেছে, তাহাকে প্রেরণ করিতেছে)—এই স্থলে

ণিচ্ প্রত্যয়ে 'কারয়তি' (করাইতেছে) হয়, এখানে নিচ্ প্রত্যয়ের বাক্য এবং নিজন্ত পদ—এই উভয়েরই একই অর্থ। আরও, 'ন পাচয়তি অয়ং'—এই ব্যক্তি পাক করাইতেছে না, এইরূপ বক্তব্যে, 'স পচন্তং প্রযুঙ্‌ক্তে'—যে পাক করিতেছে, তাহাকে তিনি প্রেরণ করিতেছেন, অর্থাৎ পচন-কার্য্যের প্রযোজক এই ব্যক্তি, এইরূপ যেমন বলা হয়, তদ্রূপ এখানে ভক্তি-দেবী ভক্তজনকে অণ্বী গতি (মুক্তি) ইচ্ছা করাই-তেছেন না, অর্থাৎ অভিলাষ করাইতেছেন না—এইরূপ বক্তব্যে 'অণ্বীং গতিং অনিচ্ছতঃ প্রযুঙ্‌ক্তে'—অর্থাৎ মুক্তিকে অনিচ্ছা করাইতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিম্বা—'স্বকর্ম্ম-ফল-নির্দ্দিষ্টাং'—অর্থাৎ নিজ কর্ম্মফল অনু-সারে নির্দ্দিষ্ট যে যে যোনিতে আমি ভ্রমণ করি—এই রীতিতে দৈন্যবশতঃ ভক্তিমাত্রেই ভক্তগণের ইচ্ছা থাকায়, অনিচ্ছা করিলেও 'অণ্বীং'—অনু অর্থাৎ প্রকৃতির অতীতত্ব-হেতু (অর্থাৎ অপ্রাকৃতিক বলিয়া) দুর্জ্ঞেয়া পার্ষদত্ব নামক গতি 'প্রযুঙ্‌ক্তে'—প্রাপণ করান—ইহা ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের ব্যাখ্যা। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন—মুক্তির অনভিলাষী জনগণকে বিলাসাদির দ্বারা মনঃ, প্রাণ হরণ করিতেছেন। শ্রীল শ্রীধরস্বামিচরণ বলেন—'অনিচ্ছতঃ', ইচ্ছাহীন ভক্তদিগকেও মুক্তি প্রাপণ করিতেছেন। এই ব্যাখ্যাগুলিও অতিশয় অসঙ্গত নহে। কারণ—'যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্‌দ্বারৈঃ' (৩।৩২।৩৩), অর্থাৎ যেমন রূপ-রসাদি গুণসমূহের আশ্রয় ক্ষীরাদি দ্রব্য এক এক বিষয় হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ পথ-প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা (চক্ষুর দ্বারা শুক্ল, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা মধুর, স্পর্শের দ্বারা শীতল ইত্যাদি) নানাপ্রকারে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভগবান্‌ও উপাসনা-প্রণালী ও শাস্ত্র-পথ দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন—এই স্থলে ভক্তগণের সর্ব্বসুখ অনু-ভবের কথা পরে ব্যাখ্যা করা হইবে।

অতএব শ্রীভক্তিদেবী ইচ্ছাহীন সেই সকল ভক্ত-দিগকেও বলপূর্ব্বক ব্রহ্মসুখও অনুভব করাইবার নিমিত্ত মুক্তি 'প্রাপয্য'—প্রাপণ করাইয়া, 'তে তু ব্রহ্ম-হ্রদং' (১০।২৮।২৬) ইত্যাদি—সেই ব্রজবাসিগণ ব্রহ্মহ্রদে নীত ও নিমজ্জিত হইয়া, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ব্রহ্মের সন্ধান পাইয়া, সেই ব্রহ্মরূপ হ্রদে মগ্ন হইলেন), আবার সেই শ্রীকৃষ্ণেরই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেই ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে উত্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন করিয়াছিলেন—এই রীতি অনুসারে তাহা হইতে (সেই ব্রহ্মলোক হইতে) ভক্তগণকে বাহির করিয়া শ্রীভগবানের ধামে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভগবানের পার্ষদত্ব স্বরূপ প্রদান করতঃ ভজনানন্দে সর্ব্বদা নিমজ্জিত করেন—এই প্রকার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহের অর্থের অবগাহন হইতে অবগত হওয়া যায়—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেহশ্নুবতে তু লোকে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথো (অবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরং তে) মম (মায়াবিনঃ মায়াধিপতেঃ বা) মায়য়া চিতাং তাং (অতিশ্রেষ্ঠত্বেন স্বসিদ্ধাং) বিভূতিং (সত্যলোকাদি-গতাং ভোগসম্পত্তিম্, অণিমাদি) অষ্টাঙ্গম্ ঐশ্বর্য্যং অনুপ্রবৃত্তং (ভক্তিং অনু স্বতএব প্রাপ্তম্ অপি) ভাগ-বতীং বা (চ) শ্রিয়ং (বৈকুণ্ঠস্থাং সম্পত্তিম্ যদ্যপি) অস্পৃহয়ন্তি, (তথাপি) পরস্য (পরমেশ্বরস্য) মে (মম) লোকে (বৈকুণ্ঠে) ভদ্রাং (নিত্যানন্দময়ীং) শ্রিয়ম্ অশ্নুবতে তু (প্রাপ্নুবন্তি এব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অবিদ্যানিবৃত্তির পর সেই মুক্ত পুরুষ-গণ যদিও আমার মায়াবিরচিত ঊর্দ্ধলোকগত ভোগ-সম্পত্তি, এমন কি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা মায়াধীশ আমার বৈকুণ্ঠস্থ যে সব ঐশ্বর্য্যাদি সেই সব কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তথাপি তাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠলোকে গমন পূর্ব্বক আমার ভাগবতী সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং ভক্ত্যবিনা-ভাবসিদ্ধত্বাত্তদ্বিনাভূতয়া অপি ভক্তেস্তত্তৎফলদায়িত্বেন "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদৌ শ্রুতত্বাৎ স্বর্গাদীন্যপি বস্তুতো ভক্তেরেব ফলানীতি শুদ্ধভক্তিমন্তো মল্লোক-বাসিন এব মদ্ভজনানন্তর্ভূতান্যেব সর্ব্বসুখান্যনুভবন্তী-ত্যাহ—অথো অবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরমেব মায়য়া চিতাং

বিভূতিং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডগতসুখানি। মায়িনস্তানিতি চ পাঠঃ। অণিমাদ্যষ্টযোগৈশ্বর্য্যসুখঞ্চানুপ্রবৃত্তং ভক্তি-মনু স্বতএব প্রাপ্তং তথা ভাগবতীং শ্রিয়ং বৈকুণ্ঠস্থাং সার্ষ্টিসংজ্ঞাং সম্পত্তিং নু নিশ্চিতং চকারাদ্ব্রহ্মানন্দঞ্চ অস্পৃহয়ন্তি মদীয়হাসাবলোকাদিহৃতাত্মমনঃপ্রাণত্বাদ্-যদ্যপি তেভ্যো ন স্পৃহয়ন্তীত্যর্থঃ। তথাপি পরমেশ্বরস্য মে মম লোকে বৈকুণ্ঠে অশ্নুবতে প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি স্ববাৎসল্যবিশেষো দর্শিতঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির ভক্তি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না বলিয়া এবং সেই সকল কর্ম্মাদি ব্যতিরেকেই ভক্তির সেই সেই ফল-দায়িত্ব-হেতু, যেমন—"যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা" (১১।২০।৩২), অর্থাৎ যাহা কর্ম্মের দ্বারা, যাহা তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা, এবং যোগ, দান-ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রা, ব্রত প্রভৃতি শ্রেয়ঃ-সাধনের দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি যে ফল হইয়া থাকে, আমার ভক্ত সেইসকল অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতে শ্রুত হওয়ায়, স্বর্গাদি প্রাপ্তিও বস্তুতঃ ভক্তিরই ফল—এইজন্য শুদ্ধ-ভক্তিমান্ আমার লোকে (ধামে) বাসকারী ভক্ত-গণই আমার ভজনের অতিরিক্ত সমস্ত সুখই অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'অথো', অবিদ্যা নিবৃত্তির অনন্তরেই, 'মায়য়া আচিতাং'—আমার শক্তি মায়ার দ্বারা সৃষ্ট 'বিভূতিং'—সকল ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখ। এখানে 'মায়িনস্তান্'—এইরূপ পাঠান্তরে (মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ যে আমি, আমার সেইসকল ঐশ্বর্য্যসমূহ—এইরূপ অর্থ)। 'অষ্টাঙ্গং ঐশ্বর্য্যং অনুপ্রবৃত্তং'—অণিমাদি অষ্ট যোগৈশ্বর্য্যের সুখও ভক্তির পশ্চাৎ স্বতঃই (স্বাভাবিকভাবেই) প্রাপ্ত, সেইরূপ 'ভাগবতীং শ্রিয়ং'—বৈকুণ্ঠস্থিত সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) নামক সম্পত্তি। 'নু'—নিশ্চিতই। এখানে 'ভাগবতীং চ'—এইস্থলে চ-কার প্রয়োগহেতু ব্রহ্মানন্দও 'অস্পৃহয়ন্তি'—অর্থাৎ আমার হাস্য, অব-লোকন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের মনঃ, প্রাণ অপহৃত হওয়ায়, যদিও সেই সকল বিভূতি প্রভৃতিতে তাঁহারা কোন স্পৃহা করেন না, এই অর্থ। তথাপি 'মে'—পরমেশ্বর আমার বৈকুণ্ঠলোকে, 'অশ্নুবতে'—প্রাপ্ত হইয়া থাকেনই, ইহার দ্বারা ভগবানের নিজ বাৎসল্য-বিশেষ দর্শিত হইল ॥ ৩৭ ॥

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে।
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শান্তরূপে, (মাতঃ) অথবা (শান্তঃশুদ্ধং সত্ত্বং তদ্রূপে বৈকুণ্ঠে) মৎপরাঃ (মদ্ভক্তাঃ অতঃ ময়া বক্ষ্যমাণাঃ) কর্হিচিৎ (অপি) ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগ্যহীনাঃ ন-ভবন্তি) অনিমিষঃ (কালঃ) মে হেতিঃ (মদীয়ং কালচক্রঞ্চ) নো লেঢ়ি (তান্ ন গ্রসতি) যেষাম্ অহং প্রিয়ঃ (নিরতি-শয়প্রীতিবিষয়ঃ) আত্মা সুতঃ (পুত্রঃ ইব স্নেহবিষয়ঃ) সখা (সখা ইব বিশ্বাসাস্পদং) গুরুঃ (গুরুঃ ইব উপদেষ্টা) সুহৃদঃ (সুহৃৎ ইব হিতকারী) ইষ্টং দৈবম্ (ইব পূজ্যঃ)। (এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ—হে শান্তরূপে মাতঃ! স্বর্গাদি লোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎ-পরায়ণ ভক্তগণের কখনও তদ্রূপ ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই—আমার অনিমিষ কাল-চক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের মত হিতকারী এবং ইষ্টদেব সমপূজ্য; অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার সর্ব্বভাবে আমাকেই ভজনা করে, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবদ্ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাত্তত্রাহ—শান্তমবিকৃতরূপং যস্য তস্মিন্ মল্লোকে মৎপরাস্ত-দ্বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতির্মদীয়ং কালচক্রং নো লেঢ়ি তান্ন গ্রসতি, "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেঃ। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইতি গীতোপনিষদ্ভ্যঃ।

সহস্রনামভাষ্যেঽপি পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তিশঙ্কারহিতমিতি পরায়ণপদং ব্যাখ্যাতম্। "যেষামহং প্রিয়ঃ" ইতি প্রেয়সীভাববতাম্; আত্মেতি শান্তভক্তানাম্। সুত ইতি বাৎসল্যভাববতাম্। সখেতি সখ্যবতাম্। গুরুরিতি দাস্যবিশেষবতাম্। সুহৃদ ইতি বহুত্বমার্ষং সখ্যভেদবতাম্। ইষ্টং দৈবমিতি দাস্যভাববতাম্। তথা চোক্তং নারায়ণব্যূহস্তবে—"পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ" ইতি, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যস্যাঃ শ্রুতেরপি। যং প্রিয়ত্বেন বা পিতৃত্বেন ভ্রাতৃত্বেন বা সখিত্বেন বা পুত্রভৃত্যাদিত্বেন বা বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যর্থো বেদিতব্য ইতি রাগানুগায়াঃ স্বাভাবিক্যা ভক্তেরুদাহরণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, এবং অন্যান্য স্বর্গাদি লোক হইতে বৈকুণ্ঠের কোন পার্থক্যই না থাকে, তাহা হইলে স্বর্গাদি লোকের ন্যায় ভোক্তা এবং ভোগ্য বস্তুসমূহের কখনও বিনাশ হইবে, তাহাতে বলিতেছেন—'ন', না, 'শান্তরূপে'—(শান্ত বলিতে শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ) অবিকৃতরূপ যাহার, সেই মদীয় ধামে, 'মৎপরাঃ'—আমাতেই একনিষ্ঠ সেই বৈকুণ্ঠবাসী লোকসকল (পার্ষদগণ) কদাচিৎও (কোন কালেও, এমন কি মহাপ্রলয়েও) 'ন নঙ্ক্ষ্যন্তি'—(বিনাশ প্রাপ্ত হন না এবং) কখনও ভোগ্যবস্তু-হীন হন না। 'অনিমিষঃ'—অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ, অপ্রমত্ত, 'মে হেতিঃ'—আমার কালচক্র, 'নো লেঢ়ি'—তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না, (অর্থাৎ ভগবদ্ধাম চিন্ময় শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া সেখানের অধিবাসী বা ভোগ্যবস্তুসমূহ কিছুই বিনষ্ট হয় না)। শ্রুতিতে উক্ত আছে—"ন স পুনরাবর্ত্ততে"—ব্রহ্মলোক হইতে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করে না। শ্রীগীতোপনিষদেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ" (৮।১৬) ইত্যাদি, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে ব্রহ্মার সত্যলোকের সহিত সমস্ত লোকনিবাসিগণেরই পুনবার্ত্তন হইয়া থাকে, কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। সহস্রনামভাষ্যেও 'পরায়ণ'—পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'পরম্' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, 'অয়নং' বলিতে স্থান, অর্থাৎ পুনরায় আবৃত্তির (প্রত্যাবর্ত্তনের) শঙ্কারহিত।

'যেষাম্ অহং প্রিয়ঃ'—ইত্যাদি (যাঁহাদের আমি আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহাস্পদ, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃৎসম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ইষ্টদেবতুল্য পূজ্য, অর্থাৎ যাঁহারা এই প্রকার সর্ব্বতোভাবে আমার ভজনা করেন, আমার কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও গ্রাস করিতে পারে না)। এখানে আমি যাঁহাদের প্রিয়—ইহা বলায় প্রেয়সীভাবযুক্ত ভক্তগণের, 'আত্মা'—ইহাতে শান্তভক্তগণের। 'সুতঃ'—ইহা বাৎসল্যভাবযুক্ত ভক্তগণের। 'সখা'—ইহা সখ্যভাব বিশিষ্ট ভক্তদের। 'গুরুঃ'—ইহা দাস্য-বিশেষ-বিশিষ্ট ভক্তগণের। 'সুহৃদঃ'—এই বহুবচনের প্রয়োগ আর্ষ, সখ্য-ভেদযুক্ত সখাগণের। 'ইষ্টং দৈবং'—দাস্য ভাবযুক্ত ভক্তগণের। সেইরূপ নারায়ণ-ব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে—"পতি-পুত্র" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহারা পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতৃতুল্য ও মিত্রের ন্যায় শ্রীহরিকে নিরন্তর একনিষ্ঠভাবে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"যমেবৈষ বৃণুতে", অর্থাৎ এই ভগবান্ যাঁহাকে প্রিয়ত্বরূপে অথবা পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, কিম্বা সখিত্ব, অথবা পুত্র-ভৃত্যাদিত্ব-রূপে নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ইহা রাগানুগার স্বাভাবিকী ভক্তির উদাহরণ জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—আদারনাদি-কর্ত্তৃত্বাদাত্মা ॥ ৩৮ ॥

তথ্য—গীতা ৮।১৬-২২ ও ৯।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভযায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥৩৯॥
বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—ইমং লোকং তথৈব অমুং (পরলোকং) চ, উভযায়িনং (লোকদ্বয়গামিনম্) আত্মানং (সোপাধিকং দেহম্) আত্মানম্ অনু যে ইহ (পুত্র-

কলত্রাদয়ঃ), যে চ রায়ঃ (ধনানি) পশবঃ, গৃহাঃ, অন্যান্ চ সর্ব্বান্ (পরিগ্রহান্) বিসৃজ্য (তদভিমানং পরিত্যজ্য) বিশ্বতোমুখং (পুত্রাদিরূপেণ প্রকাশমানং সর্ব্বত্র ব্যাপকং বা) মাম্ এবং (পুত্রাদিভাবেন) অনন্যয়া (ফলানুসন্ধানরহিতয়া) ভক্ত্যা যে ভজন্তি, তান্, মৃত্যোঃ (জন্মমরণাদিসংসারাৎ) অতিপারয়ে (অতিতারয়ামি) ।। ৩৯-৪০ ।।

অনুবাদ—মাতঃ, যাঁহারা ইহলোক, পরলোক, তদুভয়-লোকগামী সোপাধিক দেহ এবং ঐ দেহাবলম্বী পুত্র-কলত্রাদি, ধনৈশ্বর্য্য, পশু, গৃহ এবং অন্যান্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জন করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে বিবিধ রসের বিষয়স্বরূপ আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকি ।। ৩৯-৪০ ।।

বিশ্বনাথ—অস্বাভাবিক্যাঃ সাধনভক্তেরুদাহরণমাহ দ্বাভ্যাম্ । ইমং দৃষ্টভোগাসক্তিং অমুং অদৃষ্টভোগাসক্তিং উভযায়িনং তদুভয়গামিনম্ আত্মানমিত্যহন্তাস্পদে ভোক্তরি চাসক্তিং বিসৃজ্যেতি যথৈব ভোগাদ্যাসক্তির্ভোগাদি-প্রশংসা গম্যা, তথৈব তত্তদাসক্তিত্যাগস্তত্তন্নিন্দাগম্য ইতি । যথোক্তং "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" ইতি । তথাত্মানমনু লক্ষ্যীকৃত্য যে পুত্রকলত্রাদয়ঃ, যে চ ব্যবহারিকা রৈপ্রভৃতয়ঃ । রায়ো ধনানি, বিশ্বতো মুখং তে যস্যাং দিশি যান্তি তত্রৈবাহং তেষামভিমুখ এব বর্ত্তে ইত্যর্থঃ । অনন্যয়া দেবতান্তরভক্তিজ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্যয়া । মৃত্যোঃ সংসারসিন্ধোঃ অতিপারয়ে ভক্তিমাত্রাভিলাষিত্বেন সংসারপারমনিচ্ছতোহপি তানতিক্রম্য পারয়ে পারং প্রাপয়ামীতি তানেবমজ্ঞাপয়িত্বেবেত্যর্থঃ । যদুক্তং—"জরয়ত্যাশু যা কোশম্" ইত্যাদি ।।৩৯-৪০।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অস্বাভাবিকী সাধনভক্তির উদাহরণ বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকে । 'ইমং'—দৃষ্ট ইহ জগতের ভোগের আসক্তি, 'অমুং'—অদৃষ্ট পরলোকের ভোগের আসক্তি, 'উভযায়িনং আত্মানং'—ইহলোক ও পরলোকগামী সোপাধিক আত্মা অর্থাৎ অহন্তার আস্পদ দেহাভিমানী যে ভোক্তা, তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক । এখানে যেমন ভোগাদির আসক্তিতে ভোগাদির প্রশংসা বুঝা যায়, সেই সেই আসক্তির ত্যাগও সেই সেই নিন্দাই বুঝিতে হইবে । যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।২৮) উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"জুষমাণশ্চ তান্ কামান্"—ইত্যাদি, অর্থাৎ বিষয়ের সেবা করিলেও উত্তরকালে দুঃখদ বলিয়া উহার নিন্দা করতঃ, সেই সকল বিষয়ে প্রীতি না করিয়া, শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবে ।" তদ্রূপ 'আত্মানং অনু'—সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ ঐ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে সকল পুত্র, কলত্রাদি এবং যে সকল ব্যবহারিক ধনাদি—সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করতঃ, 'বিশ্বতোমুখং মাং'—সর্ব্বব্যাপী আমাকে, অর্থাৎ তাহারা যেদিকে যাইতেছেন, সেখানেই তাহাদের অভিমুখেই আমি অবস্থিত—এইরূপ স্থির করতঃ, 'অনন্যয়া ভক্ত্যা'—দেবতান্তরের ভক্তি ও জ্ঞান, কর্ম্মাদি শূন্যা ভক্তির দ্বারা (অর্থাৎ একান্তমনে নিষ্কাম ভক্তির দ্বারা) যাঁহারা কেবল আমার আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকেই 'মৃত্যোঃ'—অর্থাৎ জন্ম-মরণরূপ এই সংসারসিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি । কেবল ভক্তির অভিলাষহেতু সংসারের পার হইবার ইচ্ছা না করিলেও, তাহাদিগকে সংসার অতিক্রম করিয়া 'পারয়ে'—পার করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে এইরূপ না জানাইয়াই—এই অর্থ । যেমন উক্ত হইয়াছে—"জরয়ত্যাশু যা কোশম্" (৩৩ অঙ্ক ধৃত শ্লোক), অর্থাৎ জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িনী ভক্তি ভক্তের লিঙ্গদেহও বিনাশ করেন—ইত্যাদি ।। ৩৯-৪০ ।।

তথ্য—বিশ্বতোমুখ ভক্তগণের ভাবানুসারে অন্তরে আবির্ভূত পরমেশ্বরস্বরূপ (শ্রীজীব) ; অনন্যভক্তি—ভাবান্তরা-মিশ্রিতা ভক্তি (শ্রীজীব) ; দেবান্তর-ভজনশূন্য কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তি (চক্রবর্ত্তী) ।। ৪০ ।।

নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ।। ৪১ ।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বভূতানাম্ আত্মনঃ (অন্তর্য্যামিনঃ) প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ (প্রধানপুরুষোঃ অপি ঈশ্বরাৎ) ভগবতঃ মৎ (মত্তঃ) অন্যত্র (মদ্ভজনং বিনা)

তীব্রং (দুঃসহং) ভয়ং (সংসারভয়ং) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—জননি, আমিই ভগবান্, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির নিয়ন্তা ; আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্ভক্তিং বিনা তু নৈব নিস্তার ইত্যাহ—মত্তোহন্যত্র মাং বিনেতি মদ্ভক্তিং বিনেত্যর্থঃ। ভক্তিবিষয়ীভূতস্য স্বস্যানন্তস্বরূপত্বেহপি বিশেষণত্রয়েণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মুখ্যানি সেব্যস্বরূপাণি কানিচিৎ সূচয়তি। ভগবান্ প্রথমতঃ পূর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। ততঃ শ্রীরামঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ পরব্যোমনাথঃ। তত আত্মা প্রকৃত্যন্তর্য্যামী সমষ্ট্যন্তর্য্যামী চেতি পুরুষত্রয়ম্। পুরুষাবতারা মৎস্যকূর্ম্মাদয়োহপি জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু আমার ভক্তি ব্যতীত কখনই নিস্তার নাই, ইহা বলিতেছেন—'নান্যত্র' ইত্যাদি। 'মদ্‌ভগবতঃ'—'মত্তঃ', আমা হইতে অন্যত্র, আমাকে ভিন্ন, অর্থাৎ আমাতে ভক্তি ব্যতীত, এই অর্থ। ভক্তির বিষয়ীভূত নিজের (ভগবানের) অনন্ত স্বরূপ থাকিলেও এখানে তিনটি (ভগবান্, প্রধানপুরুষ ও আত্মা) বিশেষণের দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুখ্য কোন কোন সেব্যস্বরূপের সূচনা করিতেছেন। ভগবান্—প্রথমতঃ স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই। তারপর রামঃ (বলরাম), যিনি প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর পরব্যোমাধিপতি। তারপর আত্মা—প্রকৃতির অন্তর্য্যামী এবং সমষ্টির অন্তর্য্যামী পুরুষত্রয়। এইরূপ মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি পুরুষাবতারগণও বুঝিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং বাতঃ মদ্‌ভয়াৎ বাতি (চলতি), মদ্‌ভয়াৎ সূর্য্যঃ তপতি, মদ্‌ভয়াৎ (এব) ইন্দ্রঃ (সহস্রাক্ষঃ) বর্ষতি অগ্নিঃ দহতি মৃত্যুঃ চরতি ॥৪৩॥

অনুবাদ—ভীম প্রভঞ্জন আমার ভয়েই প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য আমার ভয়েই উত্তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র আমার ভয়ে বারি বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি আমার ভয়েই দহন করিতেছে এবং মৃত্যু আমার ভয়েই বিচরণ করিতেছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বনন্যয়া ভক্ত্যেতি ত্বয়োক্তং অতঃ অন্যে খল্বসেবিতা দেবাঃ কুপ্যন্তস্ত্বদ্ভক্তং কদাচিদ্দুঃখয়ন্তি ন বেতি তত্র সাটোপমাহ—মদিতি। শ্রুতিশ্চ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইতি। তেন যদি কমপি তে মদ্ভক্তং কদাচিদপি দুন্বন্তি, তদা তাংস্তত্তদধিকারাদপ্যধঃ পাতয়িতুং নৈবাহং বিলম্বে ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন, 'অনন্যয়া ভক্ত্যা'—আপনাতে অনন্যা ভক্তির দ্বারা, এইরূপ আপনি বলিলেন, তাহাতে অন্যান্য অসেবিত (যাঁহাদের সেবা করা হয় নাই) দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ভক্তকে দুঃখ দেন বা না?—ইহার উত্তরে সগর্ব্বে বলিতেছেন—'মদ্ ভয়াৎ', ইত্যাদি। শ্রুতিতেও (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৮।১) উক্ত হইয়াছে—"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে", 'অস্মাৎ ভীষা'—অর্থাৎ ইঁহার (এই ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইঁহার ভয়ে অগ্নি এবং ইন্দ্র, এবং পঞ্চম স্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, (অর্থাৎ রাজভৃত্যের ন্যায়, মহাপূজনীয় ও ঈশ্বরশক্তিসম্পন্ন বায়ু প্রভৃতি দেবগণও যে ভগবানের ভয়ে ভীত হইয়া নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছেন)। ইহার দ্বারা, যদি তাঁহারা আমার কোন ভক্তকে কখনও পীড়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেই সেই অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে, আমি কখনই এতটুকুও বিলম্ব করিব না—এই ভাব ॥৪২॥

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অতএব) যোগিনঃ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন (জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং যুক্তেন) ভক্তিযোগেন ক্ষেমায় (নিঃশ্রেয়সলাভায়) অকুতোভয়ং (অভয়প্রদং) মে (মম) পাদমূলং প্রবিশন্তি (ভজনীয়তয়া আশ্রয়ন্তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—(মাতঃ, ভক্তি ব্যতীত কোনরূপেই

মোক্ষলাভ হয় না—প্রমাণস্বরূপে দেখুন), যোগিগণও জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের যোগক্ষেম লাভ করিবার জন্য আমারই অভয় পাদ-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধাং ভক্তিমুক্ত্বা জ্ঞানাদিমিশ্রাং ভক্তি-মাহ—জ্ঞানেতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া জ্ঞানাদি মিশ্র ভক্তির কথা বলিতেছেন—'জ্ঞানেতি' ॥ ৪৩ ॥

তথ্য—কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান ।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥
কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা ।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ।

ভাঃ ১।৫।১২, ২।৪।১৭ ও ১০।৪।৪ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

———

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তীব্রেণ (দুঃসহেন) ভক্তিযোগেন মনঃ (চিত্তং) ময়ি অর্পিতং (সৎ তত্রৈব) স্থিরং (নিশ্চলং ভবতি ইতি) এতাবান্ এব অস্মিন্ লোকে পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ (নিঃশ্রেয়সঃ চরমকল্যাণস্য উদয়ঃ উৎকর্ষঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—উপসংহারে ফলকথা এই যে, যদি দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইয়া স্থির হয়, তবে তাহাই ইহসংসারে পুরুষের পরম-মঙ্গলোদয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি মম শুদ্ধৈব ভক্তিঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠেত্যাহ—এতাবানিতি । ইতোঽধিকো নিঃশ্রেয়-সোদয়ো নৈব কোঽপ্যস্তি কিন্ত্বিতো ন্যূন এব সর্ব্ব ইতি ভাবঃ । তীব্রেণ দৃঢ়েন জ্ঞানকর্ম্মাদিভিরভঙ্গুরেণ শুদ্ধেনেত্যর্থঃ । নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্যোদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
তৃতীয়ে পঞ্চবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও আমার শুদ্ধা ভক্তিই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা, ইহা বলিতেছেন—'এতাবান্ এব' ইত্যাদি শ্লোকে। ইহা হইতে অধিক নিঃশ্রেয়সের বলিতে পরম মঙ্গলের উদয় অর্থাৎ উৎকর্ষ, আর কিছুই নাই, কিন্তু ইহা (এই শুদ্ধা ভক্তি) অপেক্ষা অন্যান্য সকলই ন্যূন—এই ভাব। 'তীব্রেণ'—তীব্র বলিতে দৃঢ় অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্মাদির দ্বারা অভঙ্গুর (যাহা বিনষ্ট হয় না) শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা—এই অর্থ। নিঃশ্রেয়ঃ বলিতে পরম পুরুষার্থ, তাহার উদয় অর্থাৎ উৎকর্ষ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৫ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।
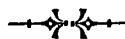
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্‌।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবান্‌ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মহৎ-তত্ত্বাদির উৎপত্তি বর্ণনপূর্ব্বক সাঙ্খ্যযোগ বর্ণন করিতেছেন।

স্বপ্রকাশ পরমাত্ম-পুরুষ প্রাকৃতগুণরহিত। তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুসারে ও ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। উক্ত পুরুষের বহিরঙ্গা-প্রকৃতির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা'-ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি। জীবের প্রকৃতির গুণের সহিত অধ্যাস হওয়ায় জীব নিজকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে ; বস্তুতঃ, জীব কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে, ঐরূপ ঔপাধিক অভিমান হইতেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ ও কর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়। কপিলদেব প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে গিয়া দেবহূতিকে প্রধানের স্বরূপ ও প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্রে গণনা-হেতু একতত্ত্ব বা পৃথক্‌ পৃথগ্‌ ভাবে গণনা করিয়া সাকল্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং তৎপরে ক্রমশঃ ঐ সকল তত্ত্বের উৎপত্তি-প্রকার ও তাহাদের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—অথ (ইদানীং) তে তত্ত্বানাং (প্রকৃতিপুরুষাদীনাং) পৃথক্‌ লক্ষণং (স্বরূপোৎপত্ত্যাদিকং) সংপ্রবক্ষ্যামি যৎ (তত্ত্বলক্ষণং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) (মুমুক্ষুঃ) পুরুষঃ প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ বিমুচ্যেত ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্‌ কপিলদেব কহিলেন,——মাতঃ, অতঃপর আমি আপনাকে তত্ত্বসমূহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ লক্ষণ বলিব ; ইহা বিদিত হইলে জীব প্রকৃতিসম্বন্ধীয় গুণ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষড়্‌বিংশে মহদাদীনামুৎপত্তিলক্ষণং তথা।
তৈর্বিরাট্‌ তস্য চৈতন্যমুক্তমাত্মপ্রবেশতঃ ॥

মাত্রা পৃষ্টেষু ভক্তিজ্ঞানযোগেষু ভক্তিমুক্ত্বা মাতরং তয়ৈব কৃতার্থীকৃত্যাপি কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিভিঃ স্বর্গ-মোক্ষাদিফলানাং ভক্ত্যা বিনা দাতুমশক্যত্বাত্তেষ্বপি ভক্তিমহাদেব্যা অধিকারাৎ সর্ব্বত্র সাম্রাজ্যবত্যাস্তস্যা উপাসকজনৈরপি কৌতুকবশাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদয়োঽপি জিজ্ঞাসনীয়া এবেতি সাম্প্রতং জ্ঞানং বক্তুমাহ—অথেতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি, তাহা হইতে বিরাট্‌ পুরুষের সৃষ্টি এবং আত্মার প্রবেশহেতু তাঁহার চৈতন্য—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

স্বীয় জননী দেবহূতি কর্ত্তৃক ভক্তি জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্‌ কপিলদেব ভক্তির কথা বলিয়া, তাঁহাকে তাহার দ্বারাই কৃতার্থ করিয়াও, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ভক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে স্বর্গ-মোক্ষাদি ফল প্রদানের অসামর্থ্যহেতু, তন্মধ্যেও স্বয়ং সম্রাজ্ঞী ভক্তিমহাদেবীর সর্ব্বত্র অধিকার-বশতঃ, সেই ভক্তির উপাসকগণেরও কৌতুকবশে কখনও কর্ম্ম, জ্ঞানাদি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই নিমিত্ত সম্প্রতি জ্ঞানের কথা বলিবার জন্য 'অথ' ইত্যাদি শ্লোক বলিতেছেন ॥ ১ ॥

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্‌।
যদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্‌ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মদর্শনম্‌ (আত্মদর্শনরূপং) জ্ঞানম্‌ (অতএব) হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্‌ (অহঙ্কারনিবর্ত্তকং) পুরুষস্য নিঃশ্রেয়সার্থায় (নিঃশ্রেয়সস্য মঙ্গলস্য অর্থায় প্রয়োজনায়) যৎ আহুঃ তৎ তে (তুভ্যং) বর্ণয়ে (বর্ণয়ামি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আত্মদর্শনরূপ যে জ্ঞান পুরুষের অহঙ্কার-নিবর্ত্তক— যাহাকে পণ্ডিতগণ নিঃশ্রেয়সার্থ অর্থাৎ

আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্তভূত কহিয়া থাকেন, আপনার নিকট তাহাও বর্ণন করিব ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তত্ত্বলক্ষণজ্ঞানেন কিং ভবিষ্যতীত্যত আহ — জ্ঞানমিতি। তত্ত্বলক্ষণ-জ্ঞানাদেব বিবিক্তাত্মজ্ঞানং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন—তত্ত্বসমূহের জ্ঞানের দ্বারা কি হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'জ্ঞানং', ইত্যাদি। তত্ত্ব-লক্ষণ জ্ঞান হইতেই নির্ম্মল আত্মজ্ঞান (আত্মা পরমপুরুষ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান) হইবে, এই ভাব ॥ ২ ॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—আত্মা (এব) পুরুষঃ (সঃ চ) অনাদি নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ (অন্যঃ অসঙ্গঃ) প্রত্যগ্‌ধামা (অন্তঃস্ফূর্ত্তিঃ জ্ঞানরূপঃ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ) যেন সমন্বিতং (ব্যাপ্তং সৎ) বিশ্বং (প্রকাশতে; বিশ্বপ্রকাশকঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃত-গুণরহিত, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণব-ধাম-পতি—স্বপ্রকাশ বস্তু; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পুরুষং লক্ষয়তি—অনাদির্নিত্যঃ আত্মা পরমাত্মৈব পুরুষঃ নির্গুণঃ প্রাকৃতগুণরহিতঃ; যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। প্রত্যক্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যং ধাম কারণার্ণবো যস্য সঃ। অতএব স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বে হেতুঃ বিশ্বং যেন সমন্বিতং সৎ প্রকাশত ইতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন—'অনাদিঃ', অনাদি বলিতে (সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বকারণভূত, এই হেতু) নিত্য, আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই পুরুষ। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, যেহেতু 'প্রকৃতেঃ পরঃ'—প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। 'প্রত্যক্ ধামা'—প্রত্যক্ বলিতে সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য কারণসমুদ্র যাঁহার ধাম (স্থান), তিনি। অতএব 'স্বয়ংজ্যোতিঃ'—স্বপ্রকাশ, তাঁহার স্বপ্রকাশকত্বের হেতু—যাহা কর্ত্তৃক সমন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হইয়া এই বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

মধ্ব—স পরমো ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইতি প্রসিদ্ধং হি। দেহাদ্যুপাধিভিরাত্তধর্ম্মো জীবোঽপি স্বপ্রবদ ভ্রান্ত্যা জায়তে ম্রিয়তে চ। ভ্রান্তিত্বাদ্দেহাত্মত্বস্য কিমু। সর্ব্বজ্ঞস্বতন্ত্রত্বাদি-বৈলক্ষণ্যযুক্ত ঈশ্বরঃ।

পরস্য জন্মমৃত্যাদ্যাঃ স্যুঃ স্বতন্ত্রস্য কিং পুনঃ।
জীবস্যাপি যতো ভ্রান্ত্যা জন্মমৃত্যাদি-সংগতিঃ ॥

ইতি মহাকৌর্ম্মে ॥ ৩ ॥

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ এষঃ (উক্তলক্ষণঃ) বিভুঃ (স্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ) সূক্ষ্মাং (অব্যক্তাং) গুণময়ীং দৈবীং (দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং) যদৃচ্ছয়া এব উপগতাং (প্রাপ্তাং) প্রকৃতিং লীলয়া (হেতুভূতয়া লীলার্থম্) অভ্যপদ্যত (স্বীকৃতবান্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী অব্যক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি লীলার্থ তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে বহিরঙ্গারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে তাহাতে ঈক্ষণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—এষ পরমাত্মা যদৃচ্ছয়ৈব স্বৈরিতয়ৈব স্বশক্তিত্বাদুপগতাং কর্ম্মবন্ধজগৎসিসৃক্ষাসময় এব লীলয়া অভ্যপদ্যত জীবশক্তিরূপং বীর্য্যং তস্যামাদধান ঐক্ষতেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স এষঃ'—সেই এই পরমাত্মা (কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার), 'যদৃচ্ছয়া এব'—ভগবানের নিজের (বহিরঙ্গা) শক্তি বলিয়া স্বেচ্ছায় 'উপাগতাং'—কর্ম্মবন্ধ জগতের সৃষ্টির ইচ্ছার সময়েই লীলার্থ সমীপবর্ত্তিনী প্রকৃতিকে, 'অভ্যপদ্যত'—স্বীকার করিলেন, অর্থাৎ তাঁহাতে জীবশক্তিরূপ বীর্য্য আধান করিলেন, অর্থাৎ ঈক্ষণ করিলেন, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

মধ্ব—উপাগতাং সমীপস্থাম্ ॥ ৪ ॥

তথ্য—আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধ। আবরণ-শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবোপাধি স্থূল

ও সূক্ষ্ম দেহ অবিদ্যাকর্ত্তৃকই উক্ত ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমান, বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধচিৎকণ। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি মায়ার। পরমেশ্বরী জড়মায়া সূক্ষ্ম ও স্থূল ঔপাধিক দেহদ্বারা আবৃতস্বরূপ জীবাত্মাকে ধর্ম্মার্থকামাদি প্রদান করিয়া নিত্যকৃষ্ণ সেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। পুরুষও—জীব ও ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ। যে অণুচিৎ বস্তুর সংসারচক্রভ্রমণের অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে, সেই 'জীব,' আর যিনি প্রকৃতিকে বশে আনয়ন করিয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনিই মায়াধীশ ঈশ্বর (শ্রীধর) ॥ ৪ ॥

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) সরূপাঃ (সমানরূপাঃ অতএব) বিচিত্রাঃ (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপাঃ) প্রজাঃ সৃজতীং প্রকৃতিং বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) সঃ (জীবঃ) ইহ (প্রকৃতৌ) জ্ঞানগূহয়া (জ্ঞানং গূহতে আবৃণোতি ইতি জ্ঞানগূহা তয়া অবিদ্যয়া) সদ্যঃ মুমুহে (আত্মানং বিস্মৃতবান্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ প্রকৃতিকে স্বীয় সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা তদনুরূপ বিচিত্র (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিরূপ) প্রজা সৃষ্টি করিতে দর্শন করিয়া জীবাখ্য পুরুষ তাঁহার জ্ঞানের আবরণস্বরূপা অজ্ঞানরূপা অবিদ্যাদ্বারা শীঘ্রই বিমুগ্ধ হন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র জীবস্য মোহমাহ—প্রকৃতিং বিলোক্য স জীবাত্মা ইহ প্রকৃতৌ স্থিতঃ সদ্যঃ প্রকৃতিসংসর্গসময় এব জ্ঞানগূহয়া প্রকৃতেরেবাবিদ্যাখ্যবৃত্ত্যা যুক্তো মুমুহে স্বরূপং বিসস্মার, সদৈবানাদ্যবিদ্যয়া যুক্তোঽপি জীবঃ সুষুপ্তৌ যথা স্বরূপং কিঞ্চিদুপলভতে, তথৈব সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়েঽপি স্বরূপমুপলভমান এবাসীৎ ; সৃষ্টারম্ভে তু তদ্বিসস্মারেত্যর্থঃ। কীদৃশীম্? গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্বিচিত্রাঃ প্রজাঃ সৃজন্তীম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজা জনয়ন্তীং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে জীবের মোহ বলিতেছেন—'প্রকৃতিং বিলোক্য'—প্রকৃতিকে দেখিয়া, 'সঃ'—সেই জীবাত্মা, যিনি এই প্রকৃতিতেই (লীন) ছিলেন, সদ্যঃ অর্থাৎ প্রকৃতির সংসর্গ-সময়েই, 'জ্ঞানগূহয়া'—জ্ঞানের আবরণকারিণী প্রকৃতিরই অবিদ্যা নামক বৃত্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া 'মুমুহে'—মুগ্ধ হইলেন, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইলেন। সদাই অনাদি অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত হইলেও জীব, সুষুপ্তিদশাতে যেমন স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হয়, সেইরূপই সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়েও স্বরূপের কিঞ্চিৎ উপলব্ধিই ছিল, কিন্তু সৃষ্টির আরম্ভে তাহা বিস্মৃত হইলেন—এই অর্থ। কীদৃশী প্রকৃতি? তাহাতে বলিতেছেন—'গুণৈঃ'—সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা 'বিচিত্রাঃ প্রজাঃ সৃজন্তীং'—সত্ত্বাদি গুণাত্মিকা দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি বহুবিধ প্রজা সৃষ্টিকারিণী (প্রকৃতিকে দেখিয়া জীবাত্মা মুগ্ধ হইল)। শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫) উক্ত আছে—"অজামেকাং" ইত্যাদি—রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণবিশিষ্টা (অথবা অগ্নি, জল ও অন্নরূপা) এক অজা বলিতে প্রকৃতি, নিজের অনুরূপ বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই অজাকে (প্রকৃতিকে), এক অজ অর্থাৎ বদ্ধজীব ভোগ করে। অপর কোনও অজ অর্থাৎ মুক্ত জীব, (যাহার আচার্য্যের উপদেশে জ্ঞান প্রকাশহেতু অবিদ্যারূপ অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে) প্রকৃতি-দত্ত ভোগ শেষ হইলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে ॥ ৫ ॥

মধ্ব—মুমুহে মোহয়ামাস। তদেতন্মে বিজানীহি—কৃত্বা বিবাহমিত্যাদিবৎ ॥ ৫ ॥

তথ্য—শ্বেতাশ্বেতর শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিগুণময়ী, সমানাকার বহু প্রজার জনয়িত্রী এক প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) ভজনা করে, অন্য অজ পুরুষ (ঈশ্বর) ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন (শ্রীধর) ॥ ৫ ॥

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ,
—গীতা ৫।১৫

জীব স্বভাবতঃ জ্ঞানস্বরূপ ; অবিদ্যা শক্তিকর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা ; ফলে সে দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করতঃ আপনাকে

কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে—(ভক্তিবিনোদ) ॥ ৫ ॥

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ ।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং পরাভিধ্যানেন (প্রকৃত্যধ্যাসেন) প্রকৃতেঃ গুণৈঃ কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু কর্ত্তৃত্বং পুমান্ আত্মনি (স্বস্মিন্) মন্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে ঐ পুরুষ (জীব) প্রকৃতির গুণসঞ্জাত কার্য্যসমূহে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং 'নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তানিতি' রীত্যা পরাভিধ্যানেন প্রকৃত্যধ্যাসেন সা চ **প্রকৃতির্দেহ** এবেতি দেহ এবাহমিতি মননেন প্রকৃতেগুর্ণৈঃ ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু রূপাদিগ্রহণেষু কর্ত্তৃত্বমাত্মনি মন্যতে, তত্র নিরহংভাবস্য পরাভিধ্যানাসম্ভবাৎ পরাবেশজাতাহঙ্কারস্য চাবরকত্বাদস্ত্যেব তস্মিন্নন্যোঽহংভাববিশেষঃ ; স চ শুদ্ধস্বরূপমাত্রনিষ্ঠত্বান্ন সংসারহেতুরিতি স্পষ্টং, বিপ্রকুমারস্য সাহঙ্কারস্যৈব ভূতাবেশত্বে সতি ভূতোঽহমিতি বদিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এই প্রকার, যেমন শ্রীভাগবতে (১১।২২।৫৩)—'নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্", অর্থাৎ যেরূপ নৃত্য ও গানশীল অনেককে দেখিতে দেখিতে পুরুষ তদ্‌গত স্বর তালাদিগতি ও শৃঙ্গার করুণাদি রস মনে অনুকরণ করে, তদ্রূপ অনীহ (নিষ্ক্রিয়, অনিচ্ছুক) জীবও বুদ্ধির গুণসকল দেখিয়া অনুকরণ করে। (এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দৃশ্যের ধর্ম্ম দ্রষ্টায় স্ফুরিত হয়—ইহা দেখান হইয়াছে)—শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অনুযায়ী, 'পুমান্' জীব, 'পরাভিধ্যানেন'—অর্থাৎ প্রকৃতির অধ্যাসবশতঃ, এখানে প্রকৃতি (জীবের) দেহই, সেই দেহাদিতে 'আমিই দেহ'—এইরূপ মননের দ্বারা, অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমানের দ্বারা, 'প্রকৃতেঃ গুণৈঃ'—প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণসমূহের দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসকলে অর্থাৎ রূপাদি গ্রহণরূপ কার্য্যসকলে কর্ত্তৃত্ব (কার্য্যকারিত্ব) 'আত্মনি'—নিজ আত্মাতে, 'মন্যতে'—সম্ভাবনা করে, (অর্থাৎ জীবাত্মা প্রকৃতি-সৃষ্ট ঐ সকল কার্য্যে নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে)। কিন্তু সেই বিষয়ে যিনি নিরহংভাব অর্থাৎ দেহাদ্যাত্মভাব-রহিত, তাঁহার প্রকৃতিতে অধ্যাস অসম্ভব বলিয়া, এবং পরাবেশ অর্থাৎ ঈশ্বরাবেশ-জনিত অহঙ্কারের আবরকত্ব-হেতু সেই (শুদ্ধ) জীবে অন্য অহম্ভাব-বিশেষ (ভগবদ্দাস্যত্বাদি) অবশ্যই থাকে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ স্বরূপমাত্র-নিষ্ঠ বলিয়া সংসারের হেতু নহে, ইহাই স্পষ্টীকৃত হইল, যেমন কোন বিপ্রকুমারের অহংকারবশতঃ ভূতের আবেশ হইলে, 'আমি ভূত'—এইরূপ অভিমান হয়, সেইরূপ এখানে বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

মধ্ব—যত্র কারয়িতাতীব স্বতন্ত্রস্তত্র কর্ত্তৃতা ।
প্রোচ্যতে তু যথা ব্রহ্মত্বজ্ঞঃ সংসারভাক্ যতঃ ॥
ইতি চ। লয়ে বাপ্যথবা সৃষ্টৌ ত্বন্তরালেঽপিনঃ ক্বচিৎ।
প্রকৃত্যা রহিতং ব্রহ্ম কদাচিদপি তিষ্ঠতি ।
ইতি কাপিলেয়ে। এবং পরাভিধ্যানেন পরাত্মেচ্ছয়া। প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বং জীব আত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্ ।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানাৎ এব) অস্য পুরুষস্য সাক্ষিণঃ অকর্ত্তুঃ (এব সতঃ কর্ম্মভিঃ) বন্ধঃ ভবতি, ঈশস্য (অপরতন্ত্রস্য এব) তৎকৃতং (কর্ম্মবন্ধকৃতং ভোগে) পারতন্ত্র্যং নির্বৃতাত্মনঃ (সুখাত্মকস্য) সংসৃতিঃ চ (জন্মমৃত্যুপ্রবাহঃ) চ ভবতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ, জীব কেবল সাক্ষিমাত্র ; তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তিনি ঈশ-শব্দবাচ্য ঈশ্বরের পরাশক্তিরূপ ও স্বয়ং সুখস্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার—তাহা হইতেই বন্ধন এবং সেই বন্ধন হইতেই আবার ভোগবিষয়ে পরাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদিতি কর্ত্তৃত্বমননমেবাস্য জীবস্য বস্তুতঃ সাক্ষিমাত্রত্বাদকর্ত্তুরেব সতঃ কর্ম্মভিরেব বন্ধঃ। যথা রাজকীয়ঃ পুরুষো রাজোচ্যতে, তথৈব ঈশস্য ঈশশব্দবাচ্যস্যেশ্বরশক্তিরূপস্যাপি কর্ম্মবন্ধকৃতং ভোগ-

পারতন্ত্র্যম্। নির্বৃতাত্মনঃ সুখস্বরূপস্যাপি সংসৃতি-র্জন্মমৃত্যুপ্রবাহঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ অস্য'—ইতি, সেই কর্তৃত্বাভিমানই এই জীবের (জন্ম-মরণপ্রবাহরূপ) সংসার বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীব সাক্ষিমাত্র-হেতু অকর্ত্তাই, তাহারই কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন (এবং বন্ধনকৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে)। যেমন রাজকীয় পুরুষ রাজা বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ 'ঈশস্য'—ঈশ-শব্দবাচ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের (তটস্থ) শক্তিরূপ হইলেও জীবের কর্ম্মবন্ধনকৃত এই ভোগ-পারতন্ত্র্য। সেইরূপ 'নির্বৃতাত্মনঃ'—সুখ-স্বরূপ হইলেও জীবের সংসৃতি অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মধ্ব—বিষ্ণোঃ সুরাণাং গুরূণাং নিত্যা জীবস্বতন্ত্রতা।
যত্তু তস্যান্যতন্ত্রত্বং তজ্‌জ্ঞানাদ্ বিনিবর্ত্ততে ॥
ইতি চ। অকর্ত্তুরীশস্য সকাশাৎ। অক্লিষ্টত্বাদকর্ত্তা সা অকার্য্যত্বাদথাপি বা ইতি চ ॥ ৭ ॥

তথ্য—যেমন রাজকীয়-পুরুষও 'রাজা' নামে কথিত হয়, তদ্রূপ এইস্থানে ঈশ-শব্দ বাচ্য ঈশ্বরের পরাশক্তি শুদ্ধজীব 'ঈশ্বর'-শব্দে উক্ত হইয়াছে (চক্রবর্ত্তী ॥ ৭ ॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যং শরীরং কারণম্ ইন্দ্রিয়ং কর্ত্তা দেবতাবর্গঃ তদ্ভাবাপত্তৌ) পুরুষস্য প্রকৃতিং কারণং বিদুঃ, সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে প্রকৃতেঃ পরং (বিলক্ষণং চেতনং) পুরুষং (কারণং বিদুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, দেহ, ইন্দ্রিয় এবং তদ-ধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বাদিভাবাপত্তি-বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; (যেহেতু, কূটস্থ আত্মায় পরমাত্মার প্রাধান্য বিদ্যমান, তজ্জন্য তিনি নিরুপাধিক—স্বতঃই নির্ব্বিকার। প্রকৃতিপরিণামভূত দেহাদিতে অহঙ্কার কৃত হওয়াতে প্রকৃতিরই প্রাধান্যবশতঃ তাঁহাকেই ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কারণরূপে বলা হইয়া থাকে), কিন্তু সুখদুঃখাদির কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্বে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ বলা হয়। (অর্থাৎ, যদিও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, উভয়ই এক অহঙ্কারগত, তথাপি দেহাদি জড়ের কার্য্য বলিয়া উহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখদুঃখাদি ভোগক্রিয়া চৈতন্য বিনা সম্ভবপর হয় না, তজ্জন্য তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যেরই প্রাধান্য) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্য কর্ম্মভিরেব বন্ধস্তেষাং কর্ম্মণাঞ্চ সাধনে ফলভোগে চ ক্রমেণ প্রকৃতিপুরুষাবেব কারণে ইত্যাহ—কার্য্যেতি। ভূতেন্দ্রিয়দেবতাভিরেব কর্ম্মসিদ্ধেস্তেষাং ভূতেন্দ্রিয়দেবতানাঞ্চ কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিমেব কারণং বিদুঃ। প্রকৃত্যৈব তেষাং তদ্ভাবস্য সৃষ্টত্বাজ্জীবস্য কর্ম্মকরণং মায়াধীন-মিত্যর্থঃ। কর্ম্মফলদাতা চ পরমেশ্বর এবেতি জীবস্য কর্ম্মফল - ভোক্তৃত্বমীশ্বরাধীনমেবেত্যাহ — ভোক্তৃত্বে জীবস্য কর্ম্মফলানাং ভোগে পুরুষং কারণং বিদুরি-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের কর্ম্মের দ্বারাই বন্ধন হয়, সেই কর্ম্মসকলেরও সাধন ও ফলভোগ-বিষয়ে যথাক্রমে প্রকৃতি এবং পুরুষই কারণ, ইহা বলিতে-ছেন—'কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে' ইতি, (কার্য্য বলিতে শরীর, কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়সকল, কর্ত্তা জীব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত মন, এই সকলের ভাব কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব, সেই বিষয়ে), অর্থাৎ ভূত (দেহ), ইন্দ্রিয় এবং তদধিষ্ঠাতৃ দেবগণের দ্বারাই কর্ম্ম সিদ্ধ হয় বলিয়া, সেই সকল দেহ, ইন্দ্রিয় ও দেবতাগণের কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকেই (অর্থাৎ পুরুষে অধিষ্ঠিতা শরীর আকারে পরিণতা মায়া-কেই) কারণ অর্থাৎ হেতু বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদের (দেহ, ইন্দ্রিয় ও দেবতা-বর্গের) সেই ভাবের সৃষ্টত্ব-হেতু জীবের কর্ম্ম-করণ মায়ার অধীন—এই অর্থ। এবং কর্ম্মফলের প্রদাতা পরমেশ্বরই, ইহাতে জীবের কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্ব ঈশ্ব-রের অধীনই—ইহা বলিতেছেন—ভোক্তৃত্বে অর্থাৎ জীবের (সুখ-দুঃখরূপ) কর্ম্মফলের ভোগে, (প্রকৃতি হইতে ভিন্ন) পুরুষকেই (ঈশ্বরকেই) কারণ বলা হয় ॥ ৮ ॥

মধ্ব—এষ কর্ত্তা ন ক্রিয়তে কারণং চ জগৎপ্রভু-রিতি ভারতে।

ব্রহ্মাদিভিঃ সর্গকরী শ্রীবিষ্ণুবলসংশ্রয়াৎ।
সুখদুঃখপ্রদো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব সনাতনঃ॥
কর্ত্তৃত্বং সুখদুঃখানাং করোত্যেকো হরিঃ স্বয়ম্।
ভোক্তৃত্বমাত্রহেতুত্বং জীবে নান্যত্র কুত্রচিৎ॥
ইতি ভবিষ্যৎপর্ব্বণি॥ ৮॥

———

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম।
ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ (হে) পুরুষোত্তম! অস্য (বিশ্বস্য) সদসৎ চ (স্থূলং সূক্ষ্মং চ কার্য্যং) যদাত্মকং (তয়োঃ) কারণয়োঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য অপি লক্ষণং ব্রূহি (কথয়)॥ ৯॥

অনুবাদ—দেবহূতি কপিলদেবকে কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম, (আমি এতক্ষণে পুরুষের সংসার এবং তাহার কারণ প্রকৃতির বিষয় জ্ঞাত হইলাম; অধুনা জগতের কারণ ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।) এই বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য যাহা হইতে সম্পাদিত হয়, সেই প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ কি, তাহা আমাকে উপদেশ করুন্॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাবেব প্রকৃতিপুরুষৌ বিশেষতো জিজ্ঞাসমানাহ—প্রকৃতেরিতি। অস্য বিশ্বস্য সদসচ্চ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কার্য্যং যদাত্মকম্॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সেই প্রকৃতি এবং পুরুষকে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছাতে শ্রীদেবহূতি বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ' ইতি। 'অস্য'—এই বিশ্বের, 'সদ্ অসৎ চ'—স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্য 'যদাত্মকং'—যাঁহা হইতে হয় (সেই সর্ব্বকারণ প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ কি, তাহা বর্ণনা করুন)॥ ৯॥

মধ্ব—প্রকৃতিঃ পুরুষং চৈব বিধ্যনাদী ইতি চ॥ ৯॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

যৎ তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—যৎ (খলু) ত্রিগুণং (সত্ত্বাদি-গুণত্রয়সমাহারঃ) নিত্যং (প্রলয়েঽপি কারণমাত্রাত্মনাবস্থিতং) তৎ (এব) অব্যক্তং (যতঃ) অবিশেষং (অনভিব্যক্তবিশেষং) প্রধানং (যতঃ) বিশেষবৎ (মহদাদিবিশেষ্যণামাশ্রয়স্তুপত্বেন তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্) প্রকৃতিং (যতঃ) সদসদাত্মকং (সদসৎসু মহদাদিষু অনুগতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ) প্রাহুঃ॥ ১০॥

অনুবাদ—কপিলদেব কহিলেন—যাহা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং প্রলয়েও কারণমাত্ররূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া নিত্য তাহাকেই পণ্ডিতগণ অনভিব্যক্ত-বিশেষ বলিয়া 'অব্যক্ত' মহদাদিবিশেষগণের আশ্রয় বলিয়া 'প্রধান' এবং কার্য্যকারণরূপ মহদাদিতে অনুগত স্বরূপ বলিয়া 'প্রকৃতি' এই তিন নামে অভিহিত করেন॥ ১০॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রকৃতিং লক্ষয়তি—যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়-সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিঞ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্তবিশেষং, প্রধান-সংজ্ঞত্বে হেতুঃ—বিশেষবৎ, স্বাংশকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপত্বেন তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। প্রকৃতি-সংজ্ঞত্বে হেতুঃ—সদসদাত্মকং, সদসৎসু কার্য্যকারণ-রূপেষু মহদাদিষু কারণত্বাৎ অনুগত আত্মা স্বরূপং যস্য তৎ। প্রলয়েঽপি কারণমাত্রাত্মনাবস্থিতত্বান্নিত্যম্; যদ্বা, যত্তদনির্ব্বচনীয়ং শ্রেষ্ঠত্বাৎ প্রধানং তৎ প্রকৃতিং প্রাহুঃ। অনির্ব্বচনীয়ত্বমেবাহ —ত্রিগুণমপ্যব্যক্তং সগুণং খলু ব্যক্তীভবত্যেব, যথা সৎকার্য্যমসৎকারণং তত্তদাত্মকমপি নিত্যম্। তথাভূতং মৃদাদি খল্ব-নিত্যমেব দৃষ্টং তথৈব মহদাদি-বিশেষবদপি গুণ-সাম্যরূপত্বাদবিশেষং পৃথিব্যাদি-বিশেষবৎ দ্রব্যং খলু তদন্যদ্রূপমবিশেষং ন দৃষ্টমিতি॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে প্রকৃতির লক্ষণ বলিতেছেন—'যৎ'—যাহা 'ত্রিগুণং'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের সমাহার যেখানে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক, তাহাকেই অব্যক্ত, প্রধান এবং প্রকৃতি

বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 'অব্যক্ত'—এই সংজ্ঞার হেতু বলিতেছেন—অবিশেষ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যরূপত্বহেতু (কারণাবস্থায় পৃথিব্যাদি) বিশেষ যেখানে প্রকাশ পায় নাই, 'প্রধান'—এই নামের হেতু—'বিশেষবৎ'—স্বাংশ কার্য্যরূপ মহদাদি বিশেষের আশ্রয়রূপ বলিয়া সেই সকল হইতে শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় পৃথিব্যাদি-বিশেষ-যুক্ত)। 'প্রকৃতি'—এই নাম হইবার হেতু বলিতেছেন—'সদসদাত্মকং', সৎ ও অসতে অর্থাৎ কার্য্য ও কারণরূপ মহদাদিতে অনুগত আত্মা বলিতে স্বরূপ যাহার, তাহা (অর্থাৎ যাহা কার্য্য-কারণরূপ, তাহা প্রকৃতি)। উহা প্রলয়কালেও কারণমাত্ররূপে অবস্থিত বলিয়া নিত্য। অথবা—'যৎ তৎ', অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, শ্রেষ্ঠত্বহেতু প্রধান, সেই প্রধানকেই পণ্ডিতগণ প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। অনির্ব্বচনীয়ত্বই বলিতেছেন—ত্রিগুণাত্মক হইলেও উহা অব্যক্ত হয়, সেইরূপ সদসদাত্মক অর্থাৎ সৎ বলিতে কার্য্য, এবং অসৎ বলিতে কারণ, তত্তদাত্মক হইয়াও নিত্য। তথাভূত হইলেও মৃত্তিকাদি অনিত্যই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহদাদি বিশেষযুক্ত (কার্য্যযুক্ত) হইলেও, গুণসাম্যরূপত্ব-হেতু অবিশেষ (কারণ), আবার পৃথিবী প্রভৃতির বিশেষরূপ (কার্য্যরূপ) দ্রব্য, তাহা হইতে অন্যরূপ অবিশেষ (কারণ) দৃষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

মধ্ব—ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং যত্তদ্বিন্দ্যাৎ সদসদাত্মকম্।
অসর্গা কেবলা ব্যক্তা সিসৃক্ষুরুভয়াত্মিকা।
ব্যক্তৈব কার্য্যরূপা তু প্রকৃতিস্ত্রিবিধা মতা।
কার্য্যতঃ সা প্রধানত্বাৎ প্রধানমিতি কীর্ত্যতে।
অবিশেষাদকার্য্যত্বাৎ সা চ শ্রীবিষ্ণুসংশ্রয়া ॥
ইতি হরিবংশেষু। বিশেষঃ কার্য্যমুদ্দিষ্টং বিশেষাদ্ দৃশ্যতে যতঃ ইতি পাদ্মে ॥ ১০ ॥

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ চতুর্ভিঃ তথা দশভিঃ এতৎ চতুর্বিংশতিকম্ (এতানি চতুর্বিংশতিঃ যস্মিন্ গণে তৎ) গণং প্রাধানিকং (প্রধানকার্য্যাত্মকং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মত্বেনোপাস্যং) বিদুঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—উক্ত প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বসমূহ পাঁচ এবং পাঁচ, চারি এবং দশ—এইরূপ সংখ্যাভেদে সংখ্যাত হইয়াছে ; জ্ঞানিগণ এই চব্বিশ তত্ত্বের গণকে প্রধানকার্য্যাধীশ ব্রহ্ম বলিয়া জানেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যেষাং তত্ত্বানাং লক্ষণং বক্তুং তানি গণয়তি - পঞ্চভিরিত্যাদি পঞ্চভিস্তথা পঞ্চভিশ্চতুর্ভির্দশভিশ্চ যো গণস্তং প্রাধানিকং বিদুরিত্যন্বয়ঃ। প্রাধানিকং প্রধানাদুদ্ভূতং গণং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বেনোপাস্যং বিদুর্জ্ঞানিনঃ। গণং কীদৃশং এতানি মহাভূতাদীনি চতুর্ব্বিংশতির্যত্র তম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্যান্য তত্ত্বসমূহের লক্ষণ বলিবার জন্য তাহাদের গণনা করিতেছেন—'পঞ্চভিঃ' ইত্যাদি। পাঁচ, পাঁচ, চারি, দশ—ইহাদের দ্বারা যে গণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহাকে প্রাধানিক অর্থাৎ প্রধানের কার্য্যরূপ বলা হয়। 'প্রাধানিকং গণং'—প্রধান হইতে উদ্ভূত যে গণ অর্থাৎ ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ উপাসনার জন্য, ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন। 'গণ' কিপ্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—এই সকল মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি যাহাতে রহিয়াছে (অর্থাৎ গণ বলিতে এখানে মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বুঝাইতেছে) ॥ ১১ ॥

মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্ম্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভূঃ আপঃ অগ্নিঃ মরুৎ (বায়ুঃ) নভঃ (আকাশঃ) মহাভূতানি পঞ্চ এব গন্ধাদীনি (গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাখ্যানি) তন্মাত্রাণি (পৃথিব্যাদীনাং সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষাঃ) তাবন্তি (পঞ্চৈব) মে (মম) মতানি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। গন্ধ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র ও শব্দ তন্মাত্র—এই পঞ্চতন্মাত্র সকলও আমার অভিমতানুসারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তানি বিবৃণোতি ত্রিভিঃ। তাবন্তি পঞ্চৈব ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিতেছেন—তিনটি শ্লোকে। 'তাবন্তি'—তদ্রূপ, পাঁচটি (গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মাবস্থাবিশেষ গন্ধ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র ও শব্দ-তন্মাত্র—এই পাঁচটি তন্মাত্র) ॥ ১২ ॥

———

ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্‌রসন-নাসিকাঃ।
বাক্‌করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রোত্রং ত্বগ্-দৃগ্-রসন-নাসিকাঃ বাক্ করৌ চরণৌ মেঢ্রং (উপস্থঃ) দশমঃ পায়ুঃ উচ্যতে (ইতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই সকল দশেন্দ্রিয়নামে কথিত ॥ ১৩ ॥

———

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(একমেব) অন্তরাত্মকং (অন্তঃকরণং পরন্তু) লক্ষণরূপয়া (ব্যবচ্ছেদিকয়া) বৃত্ত্যা মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ চিত্তং ইতি (ইত্যেবং) চতুর্দ্ধা (চতুঃপ্রকারং) ভেদঃ লক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—এক অন্তঃকরণই আবার ভিন্ন বৃত্তি বা লক্ষণ অনুসারে 'মন', 'বুদ্ধি', 'অহঙ্কার' ও চিত্ত এই চারিপ্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয় ॥১৪॥

বিশ্বনাথ—অন্তরাত্মকমন্তঃকরণম্। লক্ষণরূপয়া ব্যবচ্ছেদিকয়া বৃত্ত্যা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্তরাত্মক বলিতে অন্তঃকরণ। 'লক্ষণরূপয়া বৃত্ত্যা'—লক্ষণরূপা বলিতে ব্যবচ্ছেদিকা (যাহা দ্বারা ভেদ করা যায়) বৃত্তির দ্বারা (অর্থাৎ সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও চিন্তারূপ অবস্থা ভেদের দ্বারা) ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—বুদ্ধিরধ্যবসানায় সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
অভিমানো হ্যহংকারশ্চিত্তং স্মরণ-কারণম্ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ১৪ ॥

———

এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—সগুণস্য (মহদাদিপ্রপঞ্চস্য) ব্রহ্মণঃ (যাবান্ অয়ং) সন্নিবেশঃ (অবস্থাবিশেষঃ) ময়া প্রোক্তঃ (সঃ) এতাবান্ এব সংখ্যাতঃ (গণিতঃ), যঃ কালঃ (সঃ) পঞ্চবিংশকঃ (প্রকৃতেঃ অবস্থাবিশেষঃ, যদ্বা, পুরুষঃ এব কালঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(হে মাতঃ), আমি যে ব্রহ্মের বহিরঙ্গাশক্তির পরিণাম মহদাদি প্রপঞ্চের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পণ্ডিতগণদ্বারা এতগুলি সংখ্যাতেই গণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যে কাল, (অথবা, পুরুষই সেই কালস্বরূপ), তাহা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সগুণস্য মহদাদিপ্রপঞ্চস্য। কালে তু মতদ্বয়মাহ—যঃ কালঃ স পঞ্চবিংশকঃ প্রকৃতেরেবাবস্থাবিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সগুণস্য'—মহদাদি প্রপঞ্চের। কাল-বিষয়ে মতদ্বয় বলিতেছেন—যাহা কাল, তাহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, অর্থাৎ উহা প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ, এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—হরিস্তু নির্গুণং ব্রহ্ম শ্রীর্ব্রহ্ম সগুণং স্মৃতা।
তদঙ্গজানি তত্ত্বানি তস্মাত্তদ্রূপমুচ্যতে ॥
ইতি হরিবংশেষু।
পুরুষো হৃদিস্থঃ পরমঃ কালঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
অথবা রুদ্রদেহস্থো হরিঃ কাল ইতীরিতঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ১৫ ॥

———

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—একে তু পৌরুষং (পুরুষস্য ভগবতঃ) প্রভাবং (বিক্রমম্ এব) কালং আহুঃ, যতঃ (কালাৎ) প্রকৃতিম্ (অবিদ্যাম্) ঈয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য অতএব দেহাদৌ) অহঙ্কারবিমূঢ়স্য (অহঙ্কারেণ বিমূঢ়স্য ভ্রান্তস্য) কর্ত্তুঃ (জীবস্য) ভয়ং (ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই 'কাল' বলিয়া থাকেন। সেই কাল হইতেই প্রকৃতিপ্রাপ্ত

দেহাদিতে "আমি ও আমার"-জ্ঞানবিমূঢ় জীবের ভয় জন্মে ।। ১৬ ।।

বিশ্বনাথ—একে তু পৌরুষং পুরুষস্যেশ্বরস্য প্রভাবং বিক্রমং কালমাহুঃ, কর্ত্তুর্জীবস্য যতো ভয়মিতি জীবক্ষোভকত্বেন কালো লক্ষিতঃ ।। ১৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একে তু'—কেহ কেহ, 'পৌরুষং'—পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর, তাঁহার প্রভাব বলিতে বিক্রমকেই 'কাল' নামে অভিহিত করেন। 'কর্ত্তুঃ'—কর্ত্তার, অর্থাৎ অহঙ্কার-বিমূঢ় জীবের 'যতঃ ভয়ম্'—যাহা হইতে ভয় হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা জীবের ক্ষোভকত্বরূপে (অর্থাৎ সংহারকত্ব-রূপে) কাল লক্ষিত হইল ।। ১৬ ।।

মধ্ব—পৌরুষং প্রভাবং পুরুষস্য প্রকর্ষেণ ভাবং ব্যাপ্তং রূপম্। একে সম্যগ্ জ্ঞানিনঃ—অপ্রাকৃতাঃ ।। ১৬ ।।

প্রকৃতেগুর্ণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি ।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ।। ১৭ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মানবি (দেবহূতে)! গুণসাম্যস্য (সত্ত্বাদিগুণত্রয়সাম্যরূপস্য অতএব) নির্ব্বিশেষস্য (নামরূপাদিবিভাগরহিতস্য) প্রকৃতেঃ যতঃ চেষ্টা (সাম্যাবস্থাত্যাগঃ ভবতি) সঃ ভগবান্ (পুরুষ এব স্বাংশেন) কালঃ (কালয়তি ইতি কালঃ) ইতি (ইত্যেবং) উপলক্ষিতঃ (ব্যবহৃতঃ ভবতি, অতঃ তত্ত্বান্তরম্) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—হে মনুপুত্রি দেবহূতে, আবার কাহারও মতে যাঁহা হইতে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষপ্রকৃতির ক্ষোভ-চেষ্টা উদিত হয়, সেই পুরুষাবতারই (স্বীয় অংশে কলন-ক্রিয়া হইতে) 'কাল' নামে উপলক্ষিত ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—প্রকৃতিক্ষোভকত্বেনাপি তং লক্ষয়তি—প্রকৃতেরিতি ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকৃতির ক্ষোভকত্ব-রূপেও কালকে বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ যাঁহার ঈক্ষণে সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতির গুণসমূহের ক্ষুব্ধতাবশতঃ জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হয়, সেই ভগবানই কাল) ।। ১৭ ।।

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—যঃ এষঃ আত্মমায়য়া সত্ত্বানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাম্) অন্তঃ পুরুষরূপেণ (অন্তর্য্যামিনিয়ন্তৃরূপেণ) বহিঃ (চ) কালরূপেণ সমন্বেতি (সম্যক্ তদ্বিকাররহিতঃ এব অন্বেতি অনুস্যূতঃ বর্ত্ততে সঃ) ভগবান্ ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—যিনি যোগমায়াশক্তিপ্রভাবে নিখিল জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামি-পুরুষরূপে এবং বাহিরে কালস্বরূপে সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্ ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—অতএব অন্তঃ পুরুষরূপেণান্তর্য্যামিরূপেণ নিয়ন্তা সমন্বেতি সম্যক্ তদ্বিকার-রহিত এবানুস্যূতো বর্ত্ততে বহিশ্চ কালরূপেণ নিয়ন্তা সত্ত্বানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং। তদেবং প্রাধানিকো গণশ্চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যঃ, কালো জীবশ্চেতি দ্বৌ প্রকৃতিপুরুষৌ চ দ্বৌ মিলিত্বা অষ্টাবিংশতিস্তত্ত্বানি ভবন্তি ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তঃ'—অতএব অন্তঃকরণে পুরুষরূপে বলিতে অন্তর্য্যামিরূপে নিয়ন্তা হইয়া, 'সমন্বেতি'—সম্যক্‌রূপে তাহার বিকাররহিত অবস্থাতেই অনুস্যূত (সংগ্রথিত) আছেন, এবং বাহিরেও কালরূপে নিয়ামক (ভগবান্)। 'সত্ত্বানাং'—বলিতে সমস্ত প্রাণিগণের (অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে এবং বাহিরে কালরূপে বর্ত্তমান ভগবান্)। এইরূপে প্রধান হইতে উদ্ভূত গণ (তত্ত্ব) চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক, কাল এবং জীব দুই, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই—এইরূপে মিলিত হইয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব হয় ।। ১৮ ।।

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ।। ১৯ ।।

অন্বয়ঃ—দৈবাৎ (জীবাদৃষ্টাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতাঃ ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাঃ তস্যাং) স্বস্যাং (স্বকীয়ায়াং) যোনৌ (অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ) বীর্য্যং (চিচ্ছক্তিম্) আধত্ত, সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসূত ।। ১৯ ।।

অনুবাদ—জীবের অদৃষ্টবশতঃ ক্ষোভধর্ম্মপ্রবণ

প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থানে পরমপুরুষ জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তি আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং তত্ত্বেষু লক্ষয়িতব্যেষু প্রথমং চিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—দৈবাৎ কালাৎ ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাস্তস্যাং যোনাবভিব্যক্তিস্থানে বীর্য্যং জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যং, সা প্রকৃতির্মহত্তত্ত্বমসূত। হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে তত্ত্বসমূহের লক্ষণ বলিতে প্রথমতঃ চিত্তের উৎপত্তিপূর্ব্বক লক্ষণ বলিতেছেন—'দৈবাৎ'—কালক্রমে (অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ), 'ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণ্যাং'—ক্ষুভিত হইয়াছে ধর্ম্মসকল বলিতে সত্ত্বাদি গুণসমূহ যাহার, তাহাতে। 'যোনৌ'—অভিব্যক্তি-স্থানে (অর্থাৎ প্রকাশস্থানরূপ প্রকৃতি-যোনিতে)। 'বীর্য্যং'—বীর্য্য বলিতে জীবশক্তি নামক চৈতন্য। 'সা'—সেই প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন করিল, তাহা হিরণ্ময় বলিতে প্রকাশবহুল ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—প্রকৃতেঃ ক্ষোভকং রূপং দৈবং নারায়ণাত্মকম্।
প্রকৃতৌ মহতঃ স্রষ্টা পরমঃ পুরুষো মতঃ ॥
তদেব বাসুদেবাখ্যং মহত্তত্ত্বনিয়ামকম্।
সঙ্কর্ষণাখ্যস্তু হরিঃ সূক্ষ্মাহংকার-যামকঃ ॥
স্থূলাহংকারনিয়মো বিষ্ণুঃ প্রদ্যুম্ননামকঃ।
অনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্ব-নিয়ন্তা ভগবান্ হরিঃ ॥
মহত্তত্ত্বাদি জীবাস্তু ব্রহ্মশেষাঙ্গজাস্তথা।
সূক্ষ্ম-স্থূল-বিভেদেন কামজাশ্চানিরুদ্ধকঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে ॥ ১৯-২৮ ॥

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসাপিবৎ তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—কূটস্থঃ (লয়বিক্ষেপশূন্যঃ) জগদঙ্কুরঃ (জগতঃ অঙ্কুর কারণস্থানীয়ঃ মহান্) আত্মগতং (স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতং) বিশ্বম্ (অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চং) ব্যঞ্জম্ (ব্যঞ্জয়ন্ প্রকটয়ন্) তীব্রং (প্রলয়কালীনম্) আত্মপ্রস্বাপনং (আত্মানং প্রস্বাপয়তি, প্রচ্ছাদয়তি ইতি তৎ) তমঃ স্বতেজসা অপিবৎ (নাশিতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—উক্ত মহত্তত্ত্ব প্রকাশবহুল ; উহা লয়-বিক্ষেপশূন্য জগতের অঙ্কুরস্বরূপ ; সেই মহত্তত্ত্বই আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকটিত করিয়া প্রলয়কালে যে ভীষণ তমঃ উহাকে প্রকৃতিতে বিলীন করিয়া থাকে, সেই তমকেও নিজ-প্রভাবদ্বারা পান অর্থাৎ লোপ করে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বমহঙ্কারাদি-প্রপঞ্চং আত্মগতং স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ স্থিতং ব্যঞ্জয়ন্ প্রকটয়ন্, সর্ব্বত্র পুংস্ত্বং তত্ত্ব-পদত্যাগেন মহানিত্যেতস্যৈব বিশেষ্যীকৃতত্বাৎ। কূটস্থঃ মনোবল্লয়বিক্ষেপশূন্যঃ আত্মানং প্রস্বাপয়তীতি তথা যত্তমঃ পূর্ব্বপ্রলয়সময়ে মহান্তং প্রকৃতৌ বিলাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বম্'—এখানে বিশ্ব বলিতে অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চ। 'আত্মগতং'—আত্মগত অর্থাৎ নিজেতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত (যে অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চ)। 'ব্যঞ্জয়ন্'—প্রকাশ করতঃ। এখানে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ ব্যঞ্জন্, কূটস্থ ও জগদঙ্কুর—এই স্থলে) পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশের কারণ—'মহত্তত্ত্বং'—ইহার তত্ত্ব-শব্দ পরিত্যাগ করতঃ 'মহান্'—এই পুংলিঙ্গের বিশেষণ হইয়াছে। 'কূটস্থ'—বলিতে মনের ন্যায় লয় ও বিক্ষেপ-শূন্য। 'আত্ম-প্রস্বাপনং'—আত্মাকে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্বকেও) আবৃত করে যে তমঃ (অজ্ঞান), তাহা, যে তমঃ পূর্ব্বে প্রলয়কালে মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে বিলীন করিয়াছিল, এই অর্থ। (যে প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব সেই তীব্র অজ্ঞানকে দূর করেন) ॥ ২০ ॥

মধ্ব—অঙ্কে রময়তে যস্মাৎ কেশবো জগদঙ্কুরঃ।
মহান্তং যোঽসৃজজ্জীবং মোহকং চ তমোঽগ্রসৎ ॥
ইতি চ ॥ ২০ ॥

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ তৎ (সর্ব্বাগমপ্রসিদ্ধং) সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং (বিশদং) শান্তং (রাগাদিরহিতং) ভগবতঃ পদম্ (উপলব্ধিস্থানম্ অতএব অধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়াভেদম্ অভিপ্রেত্য) বাসুদেবাখ্যং চিত্তং যৎ আহুঃ, তৎ মহদাত্মকম্ (এব বিদ্ধি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(হে মাতঃ), যে চিত্ত সত্ত্বগুণসমন্বিত,

বিশদ, রাগাদিবিরহিত, ভগবদুপলব্ধি স্থানভূত, পণ্ডিতগণ যাহাকে 'বাসুদেব' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যত্তৎ প্রসিদ্ধং চিত্তং তন্মহদাত্মকং মহত্তত্ত্বমেব দেহে চিত্তরূপেণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। স্বচ্ছং নির্ম্মলং শান্তং রাগাদিশূন্যং ভগবতঃ পদং উপাসনা-পীঠং যদ্ যং ভগবন্তং বাসুদেবাখ্যং আহুরিতি চিত্তা-হঙ্কারবুদ্ধিমনঃসু ক্রমেণ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্না-নিরুদ্ধা উপাস্যদেবতাঃ চিত্তাদিশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞেয়াঃ। বিষ্ণুরুদ্রব্রহ্মচন্দ্রাস্ত্বধিষ্ঠাতারঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্তৎ'—সেই প্রসিদ্ধ চিত্ত, তাহা মহদাত্মক, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই দেহে চিত্তরূপে অবস্থান করে, এই অর্থ। 'স্বচ্ছ' বলিতে নির্ম্মল, শান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য, 'ভগবতঃ পদং'—ভগবানের উপাসনা পীঠ, অর্থাৎ ভগবানের উপলব্ধি-স্থান যে চিত্ত, সেই চিত্তকে (পণ্ডিতগণ) বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা চিত্তাদি শুদ্ধির নিমিত্ত উপাস্যদেবতা জানিতে হইবে। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা ও চন্দ্র যথাক্রমে চিত্তাদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ॥ ২১ ॥

মধ্ব—যদ্বাসুদেবাখ্যং ভগবদ্রূপং ততো মহাদাত্মকং চিত্তং জায়তে। সত্ত্ব-শব্দেন চোচ্যন্তে পূর্ণানন্দাদয়ো গুণাঃ ইতি চ ॥ ২১ ॥

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা পরা (ভূসংসর্গাৎ প্রাক্তনী) অপাং প্রকৃতিঃ, (ফেনতরঙ্গাদি রহিতাবস্থা তথা) স্বচ্ছত্বং (ভগবদ্‌বিম্বগ্রাহিত্বম্) অবিকারিত্বং (লয়বিক্ষেপ-রাহিত্যং) শান্তত্বং (রাগাদিশূন্যত্বং) ইতি (এবংরূপাভিঃ) বৃত্তিভিঃ চেতসঃ (চিত্তস্য) লক্ষণং প্রোক্তম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যেমন জলের আদিম প্রকৃতি ভূমির সংসর্গভেদে মধুর, স্বচ্ছ ও শীতল হয়, সেইরূপ ভগবানের বিম্বগ্রাহিত্ব, লয়বিক্ষেপ-রাহিত্য, রাগাদিশূন্যত্ব প্রভৃতি বৃত্তিভেদে চিত্তের বিভিন্ন লক্ষণ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু দেহস্থস্য চিত্তস্য সর্ব্বত্র স্বচ্ছত্বাদি-গুণো নোপলভ্যতে ? তত্রাহ—স্বচ্ছত্বং ভগবদ্বিম্বগ্রাহিত্বং অবিকারিত্বং লয়বিক্ষেপরাহিত্যং শান্তত্বং রাগাদি-রাহিত্যমিতি লক্ষণং চেতসশ্চিত্তস্য বৃত্তিভিঃ স্বাভাবিকীভিরেব প্রোক্তং। যথা অপাং পরা প্রকৃতিরুৎকৃষ্টঃ স্বভাবঃ, তেন খল্বাপঃ স্বচ্ছাঃ ফেনতরঙ্গাদিরহিতা মধুরাঃ শান্তা ভবন্তি। যথা চ ভূম্যাদিসংসর্গাদ-স্বচ্ছত্বাদিমত্যো ভবন্তি তথৈব চিত্তমপি দুর্ব্বিষয়ে আসক্তং চেতনাসংসর্গাদস্বচ্ছমপি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দেহস্থিত চিত্তের সর্ব্বত্র স্বচ্ছত্বাদি গুণ ত উপলব্ধি হয় না ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বচ্ছত্ব' অর্থাৎ ভগবদ্বিম্ব-গ্রাহিত্ব, 'অবিকারিত্ব' বলিতে লয়-বিক্ষেপ-রাহিত্য এবং 'শান্তত্ব' অর্থাৎ রাগাদি-শূন্যতা—এই সকল স্বাভাবিকী বৃত্তির দ্বারা চিত্তের লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। যেমন জলের পরা (অপরের সহিত অমিলিতা) প্রকৃতি, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্বভাব, যাহার দ্বারা জল স্বচ্ছ অর্থাৎ ফেনের তরঙ্গশূন্য, মধুর ও শীতল হয়। আবার ভূমি প্রভৃতির সংসর্গে অস্বচ্ছত্বাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তও দুর্ব্বিষয়ে আসক্ত হইলে, চেতনার অসংসর্গ-বশতঃ অস্বচ্ছও হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ২২ ॥

মধ্ব—মহত্তত্ত্বগতো যোঽসৌ বাসুদেবাভিধো হরিঃ।
স চিত্তজনকঃ প্রোক্তঃ প্রাণিনাং চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
ইতি চ। চিত্তস্য স্বচ্ছত্বাদয়ঃ পৃথগ্‌গুণা উচ্যন্তে। স্বচ্ছত্বমিত্যাদি। স্তিমিতোদক-চিত্তাদেরবিকারোঽল্প-বিক্রিয়েতি তত্ত্ববিবেকে। বৃত্তিঃ স্বভাবো বৃত্তং চ স্থিতিরিত্যভিধীয়তে ইতি শব্দ-নির্ণয়ে। বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তমিতি স্বাভাবিকং লক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যসম্ভবাৎ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি ॥ ২৪ ॥
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনন্তং প্রচক্ষতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবদ্‌বীর্য্যসম্ভবাৎ (ভগবতঃ বীর্য্যং চিচ্ছক্তিঃ তেন সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তস্মাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিকারং ঘটয়তঃ) মহত্তত্ত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিঃ (ক্রিয়াসু শক্তিঃ যস্য সঃ) অহঙ্কারঃ ত্রিবিধঃ সমপদ্যত (বভূব) যতঃ (যস্মাৎ অহঙ্কারাৎ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ চ, মনসঃ ইন্দ্রিয়ানাং চ মহতাং ভূতানাং (আকাশাদীনাম্ অপি ভবঃ (উৎপত্তিঃ) যম্ (অহঙ্কারং) সাক্ষাৎ সহস্রশিরসম্ অনন্তং (বিষ্ণুং) সঙ্কর্ষণাখ্যং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ং (ভূতেন্দ্রিয়মনসাং কারণং) পুরুষং প্রচক্ষতে ॥ ২৩-২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ চিচ্ছক্তিসম্ভূত পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ত্রিবিধ অহঙ্কার-তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। উক্ত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজসিক ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে মন, ইন্দ্রিয় ভূতগণের উৎপত্তি হয়; 'সঙ্কর্ষণ' নামক যে পুরুষের সহস্র মস্তক এবং তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অনন্তদেব বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ ॥ ২৩-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অহঙ্কারস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ—মহত্তত্ত্বাদিতি। ক্রিয়াশক্তিরিত্যুপলক্ষণং জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যেষ্বপি তস্য শক্তিমত্ত্বাৎ। যতো যেভ্যো বৈকারিক-তৈজস-তামসেভ্যো মন ইন্দ্রিয়ভূতানাং ক্রমেণ ভব উৎপত্তিঃ। তত্রোপাস্যদেবতামাহ—সহস্রেতি। যমিতি মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়েন যৎস্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৩-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কারের উৎপত্তিপূর্ব্বক লক্ষণ বলিতেছেন—'মহত্তত্ত্বাৎ' ইত্যাদি। 'ক্রিয়াশক্তি'—বলিতে কার্য্য-কারণ-সামর্থ্য, ইহা উপলক্ষণ, জ্ঞান, ক্রিয়া, দ্রব্যসমূহেও তাহার শক্তি রহিয়াছে। 'যতঃ'—যাহাদের হইতে, অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস (রাজস) এবং তামস-ভেদযুক্ত অহঙ্কার হইতে মনঃ, ইন্দ্রিয় ও মহাভূত-সকলের ক্রমশঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাতে (অর্থাৎ সেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময় অহঙ্কারে) উপাস্যদেবতা বলিতেছেন—সহস্রশীর্ষা ইতি। 'যম্'—যাহাতে অবস্থিত, এই অর্থ, যেমন 'মঞ্চাঃ ক্রুশন্তি', অর্থাৎ মঞ্চ চিৎকার করিতেছে, বলিলে মঞ্চস্থিত জনগণ চিৎকার করিতেছে, এইরূপ বুঝায় ॥ ২৩-২৫ ॥

মধ্ব—জ্ঞানপ্রধানস্তু মহানহংকারঃ ক্রিয়াধিকঃ।
ইতরাপেক্ষয়া সোঽপি জ্ঞানাধিক ইতীরিতঃ ॥
ইতি চ। দেবতাধিকৃতং যত্তদধিদৈবমিতি স্মৃতমিতি চ। বৈকারিকোঽধিদৈবমিত্যাদি পঞ্চম্যর্থে। সপ্তসু প্রথমা যত্র স্বাতন্ত্র্যং যদ্বিবক্ষিতমিতি শব্দ-নির্ণয়ে।
মনোরূপেণ কর্ত্তৃত্বং দেহরূপেণ কার্য্যতা।
ইন্দ্রিয়াত্মতয়া চৈব করণত্বমহংকৃতেঃ ॥
যতো মনস্যহংভাবস্তস্মাৎ কর্ত্তৃমনঃ স্মৃতম্।
স্বভাবকর্ত্তৃজীবস্য ত্বাসন্নোপাধিতদ্ যতঃ ॥
কর্ম্মজ্ঞানে করণতা যতঃ করণমিন্দ্রিয়ম্।
কার্য্যং দেহঃ সমুদ্দিষ্টমুৎপাদ্যত্বাৎ পুনঃ পুনঃ ॥
শান্তরূপো দেবপিতা ঘোরঃ করণাসৃঙ্মুখঃ।
তাবজ্ জ্ঞানস্যাপ্রকাশান্মূঢ়ো ভূতপিতা স্মৃতঃ।
ত্রিরূপোঽয়মহঙ্কারঃ শেষ ইত্যেবং তং বিদুঃ।
ইতি তত্ত্ববিবেকে ॥ ২৫-২৮ ॥

কর্ত্তৃত্বং করণত্বঞ্চ কার্য্যত্বঞ্চেতি লক্ষণম্।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতেঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ত্তৃত্বং (দেবতারূপেণ) করণত্বং (ইন্দ্রিয়রূপেণ) কার্য্যত্বং (ভূতরূপেণ) ইতি অহংকৃতেঃ (অহঙ্কারস্য) লক্ষণং স্যাৎ, (এবং) শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বং (শান্তত্বং সাত্ত্বিকত্বেন, ঘোরত্বং রাজসত্বেন, বিমূঢ়ত্বং তামসত্বেন) বা (অহংকৃতেঃ লক্ষণং স্যাৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—দেবতারূপে অঙ্কারের কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে কারণত্ব ও ভূতরূপে কার্য্যত্ব আছে; এবং শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব কারণরূপ সত্ত্বাদি গুণানুসারে উহাতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ত্তৃত্বং দেবতারূপেণ করণত্বমিন্দ্রিয়রূপেণ কার্য্যত্বং ভূতরূপেণ শান্তত্বাদিকং ত্রিগুণময়ত্বেন ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(ঐ অহঙ্কারের) দেবতারূপে কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রিয়রূপে করণত্ব এবং ভূতরূপে কার্য্যত্ব রহিয়াছে। ত্রিগুণময়ত্ব-হেতু শান্তত্বাদি অর্থাৎ শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব—এই তিনটি ঐ অহঙ্কারে বর্ত্তমান

আছে। (অর্থাৎ এই তিনটি উহার সত্ত্বাদি তিন কারণের গুণ) ॥ ২৬ ॥

বৈকারিকাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ত্ততে কামসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৈকারিকাৎ (সাত্ত্বিকাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (অহঙ্কারাৎ) মনস্তত্ত্বম্ অজায়ত, যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং (যস্য মনসঃ সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বিষয়চিন্তন-বিশেষচিন্তনাভ্যাং) কামসম্ভবঃ (কামস্য কামনা-রূপ-বৃত্তেঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ) বর্ত্ততে (ভবতি ইতি) ॥ ২৭॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বৈকারিক অহঙ্কার সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবণ হইলে, তাহা হইতে মনস্তত্ত্ব জন্মে; মনেরই সঙ্কল্প ও বিকল্প বৃত্তিদ্বয়দ্বারা কামের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যতো মনসঃ সঙ্কল্পঃ সামান্যতো বিষয়জিঘৃক্ষা সামান্যবিষয়স্যৈব বিবিধসঙ্কল্পনেন বিশেষতো জিঘৃক্ষা বিকল্পশ্চ তাভ্যাং কামস্য মনোরথস্য সম্ভবো ভবতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্-যতঃ'—যে মন হইতে 'সঙ্কল্প', অর্থাৎ সাধারণরূপে বিষয়গ্রহণের ইচ্ছা এবং সামান্য বিষয়েরই বিবিধ সঙ্কল্পের দ্বারা বিশেষভাবে গ্রহণের ইচ্ছা 'বিকল্প', তাহাদের হইতে কাম অর্থাৎ মনোভবের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যত্র মনসি স্থিতং) হৃষীকানাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) অধীশ্বরং শারদেন্দীবরশ্যামং (শারদং শরৎকালীনম্ ইন্দীবরং নীলোৎপলং তদিব শ্যামং) যোগিভিঃ শনৈঃ সংরাধ্যং (বশীকর্ত্তুং যোগ্যং) অনিরুদ্ধাখ্যং হি বিদুঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, মনই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধীশ্বর ও 'অনিরুদ্ধ' নামে পরিজ্ঞাত; অনিরুদ্ধদেব শারদীয় নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ; যোগিগণ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—যৎ যৎস্থং ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—'যৎস্থং', যে মনে অবস্থিত (ইন্দ্রিয়বর্গের অধীশ্বর অনিরুদ্ধকে জানেন) ॥ ২৮ ॥

তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদ্ বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎ সতি।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সতি (সাধ্বি দেবহূতে)! বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) তৈজসাৎ (রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ) দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানং (দ্রব্যস্ফুরণরূপং বিজ্ঞানং বুদ্ধিতত্ত্বস্য বৃত্তিরিত্যর্থঃ) বুদ্ধিতত্ত্বম্ অভূৎ। ইন্দ্রিয়াণাং অনুগ্রহঃ (অনুগ্রাহকত্বম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে সাধ্বি, পূর্ব্বোক্ত তৈজসাহংকার বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধি-তত্ত্বের উৎপত্তি হইল; দ্রব্যের স্ফুরণরূপ যে বিজ্ঞান, ইহাই বুদ্ধি-তত্ত্বের স্বরূপ, বুদ্ধিতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যস্ফুরণরূপং বিজ্ঞানমিতি চিত্তব্যাবৃত্ত্যর্থং চেতনারূপং বিজ্ঞানং তু চিত্তধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ। ইন্দ্রিয়ানামনুগ্রহ ইতি বুদ্ধ্যা বিনা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ন প্রবর্ত্তিতুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্যপি চিত্তাহঙ্কার-মনাংস্যপীন্দ্রিয়ানুগ্রাহকাণি তদপি বুদ্ধ্যা তদনুগ্রহবিশেষো জ্ঞেয়ঃ। তথাহি শব্দং শৃণোমীত্যত্র প্রথমং চিত্তেন চেতনামাত্রং নিধীয়তে। বুদ্ধ্যা শব্দোঽয়মিতি স্ফূর্ত্তিঃ মনসা শব্দে জিঘৃক্ষা অহঙ্কারেণ তত্র স্বাভিমানার্পণমিতি ভেদঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যস্ফুরণ-বিজ্ঞানং'—দ্রব্যসকলের প্রকাশরূপ বিজ্ঞান (বুদ্ধিতত্ত্ব), ইহা চিত্তের ব্যাবৃত্তির জন্য বলা হইল, কিন্তু চেতনারূপ বিজ্ঞান চিত্তের ধর্ম্ম জানিতে হইবে। 'ইন্দ্রিয়াণাম্ অনুগ্রহঃ'—(ঐ বুদ্ধিতত্ত্বই) ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহকারিণী শক্তি, এই কথা বলায়, বুদ্ধি ব্যতীত পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ প্রবর্ত্তিত হইতে (কার্য্য করিতে) সমর্থ হয় না—এই অর্থ। যদিও চিত্ত, অহঙ্কার এবং মনও ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহক, তথাপি বুদ্ধির দ্বারা উহাদের অনুগ্রহবিশেষ জানিতে হইবে। যেমন—'শব্দ শ্রবণ করিতেছি'—ইত্যাদি স্থলে প্রথমতঃ চিত্তের দ্বারা চেতনামাত্র বিহিত হইল, বুদ্ধির দ্বারা একটা শব্দ—এইরূপ স্ফূর্তি, মনের দ্বারা শব্দ-

গ্রহণের ইচ্ছা, অহঙ্কারের দ্বারা সেখানে স্বাভিমান অর্পণ—এই ভেদ ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—দ্রব্যস্ফুরণে যদ্বিশেষ-জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

সংশয়োঽথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতং পৃথক্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সংশয়ঃ (একস্মিন্ অনেকপ্রকার-জ্ঞানং) বিপর্য্যাসঃ (মিথ্যাজ্ঞানং) নিশ্চয়ঃ (যথার্থ-প্রমাণ-জ্ঞানং) স্মৃতিঃ (স্মরণং) স্বাপঃ (নিদ্রা) ইতি এব চ (ইত্যেবং) পৃথক্ (অসাঙ্কর্য্যেণ) বৃত্তিতঃ (বৃত্তিভিঃ) বুদ্ধেঃ লক্ষণং উচ্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়জ্ঞান, স্মরণ ও নিদ্রা—পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিভেদে বুদ্ধিতত্ত্বের এই কয়েকটি লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যস্ফুরণস্যৈব প্রপঞ্চঃ বিপর্য্যাসঃ মিথ্যাজ্ঞানং নিশ্চয়ঃ প্রমাণ-জ্ঞানং স্বাপো নিদ্রা। "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" ইতি পাতঞ্জলোক্তেঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্রব্যস্ফুরণেরই ব্যাপার সংশয়াদি, সংশয় (বলিতে একই ধর্ম্মিতে বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার জ্ঞান)। বিপর্য্যাস—মিথ্যাজ্ঞান, নিশ্চয়—প্রমা-জ্ঞান (অর্থাৎ যাহা যেরূপ, তৎপ্রকারক জ্ঞান), (স্মৃতি—অনুভববস্তু-বিষয়ক জ্ঞান), স্বাপ—বলিতে নিদ্রা, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের অনুগ্রহরূপ বৃত্তিভেদে সংশয়, মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাণজ্ঞান, স্মৃতি ও নিদ্রা—এই কয়েকটি বুদ্ধিতত্ত্বের লক্ষণ)। পাতঞ্জলেও উক্ত হইয়াছে—'প্রমাণ-বিপর্য্যয়'—ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—

সামান্যং মনসা জাতং বিশেষাদ্বুদ্ধিজং ভবেৎ ॥
অচলঃ সংশয়ো বুদ্ধেশ্চলো মানস উচ্যতে ।
চঞ্চলা তু স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চিত্তজৈব স্থিরা স্মৃতিঃ ॥
ইতি চ। যেন যজ্জায়তে বস্তু তত্তল্লক্ষণমুচ্যতে ।
তৎস্বরূপং পৃথক্ চেতি দ্বিবিধং কবয়ো বিদুঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে ॥ ৩০ ॥

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্ব্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়বিভাগেন উভয়বিধানি অপি) ইন্দ্রিয়াণি তৈজসানি (তৈজসাৎ রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ জাতানি) এব হি (যস্মাৎ) প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তিঃ বুদ্ধেঃ (চ) বিজ্ঞান-শক্তিতা (অতঃ প্রাণস্য তৈজসত্বাৎ তৎক্রিয়াশক্তিমতাম্ ইন্দ্রিয়াণামপি তৈজসত্বম্। তথা বুদ্ধেরপি তৈজসত্বাৎ তদীয়-জ্ঞানশক্তিমতামপীন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বম্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি ভেদে ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই তৈজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ; যেহেতু, প্রাণের ক্রিয়াশক্তি এবং বুদ্ধির বিজ্ঞান-শক্তি (অতএব প্রাণ তৈজস হওয়ায় তদীয় ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়-গণেরও তৈজসত্ব সিদ্ধ, সেইরূপ বুদ্ধিও তৈজস হওয়ায় তদীয় জ্ঞানশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণেরও তৈজসত্ব সিদ্ধ হইল) ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়াণি তৈজসান্যেব তৈজসাহঙ্কারাজ্জাতানি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বৈকারিকত্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেবকারঃ, দ্বিবিধানামপীন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বে হেতুঃ—প্রাণস্যেতি। হি যস্মাৎ প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তিরতঃ প্রাণস্য তৈজসত্বাত্তৎক্রিয়াশক্তিমতামপীন্দ্রিয়াণাং তৈজসত্বম্। তথা বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা অতো বুদ্ধেঃ সবিকল্পক-জ্ঞানবৃত্তিত্বেন রজঃপ্রচুরত্বাৎ তৈজসত্বেন তদীয়জ্ঞানশক্তিমতামিন্দ্রিয়াণামপি তৈজসত্বম্ ॥ ৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রিয়াণি তৈজসান্যেব'—তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতেই জাত ইন্দ্রিয়-সকল। এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকলের বৈকারিকত্ব (সাত্তিকত্ব) শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'এব'—কারের প্রয়োগ। (উহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে দুই প্রকার)। ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়েরই রাজসত্বে হেতু বলিতেছেন—'প্রাণস্য' ইতি। 'হি'—যেহেতু, 'প্রাণস্য'—অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত প্রাণের তৈজসত্ব (রাজসত্ব) হেতু, সেই প্রাণের ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়সকলেরও রাজসত্ব। সেইরূপ বুদ্ধির বিজ্ঞানশক্তি, অতএব বুদ্ধির সবিকল্পক জ্ঞানবৃত্তিত্বহেতু রজোগুণের প্রাচুর্য্য-

বশতঃ রাজসত্ব, এইজন্য সেই রাজস-জ্ঞানের শক্তি-যুক্ত ইন্দ্রিয়সকলেরও রাজসত্বই ॥ ৩১ ॥

তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ ।
শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ (ভগবতঃ বীর্য্যেণ কালরূপতৎপ্রভাবেন চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ অতএব) বিকুর্ব্বাণাৎ তামসাৎ (তামসাহঙ্কারাৎ) শব্দমাত্রং (শব্দতন্মাত্ররূপং সূক্ষ্মং দ্রব্যম্) অভূৎ তস্মাৎ নভঃ (আকাশম্)। শ্রোত্রং তু শব্দগং (শব্দং গচ্ছতীতি তথা শব্দগ্রাহকম্)॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তামস অহঙ্কার ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ কালরূপতৎপ্রভাবদ্বারা চালিত হইয়া বিকৃত হইলে তাহা হইতে শব্দ-তন্মাত্র উৎপন্ন হইল এবং সেই শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি হইল। এই শব্দ-গ্রহণকারী শ্রোত্রেন্দ্রিয়। (তাহার উৎপত্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ— ভগবদ্বীর্য্যং কালরূপস্তৎপ্রভাবস্তেন প্রেরিতাৎ স শব্দঃ কেন গৃহ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামাহ— শ্রোত্রং তৈজসাহঙ্কারকার্য্যং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং কর্তৃ শব্দং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি তৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবদ্বীর্য্য-চোদিতাৎ'—ভগবানের বীর্য্য বলিতে কালস্বরূপ ভগবানের প্রভাব, তাহা কর্তৃক পরিচালিত (তামস অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, এবং ঐ শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রাহক শ্রোত্রের উৎপত্তি হয়)। সেই শব্দ কাহার দ্বারা গৃহীত হয়? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—শ্রোত্র, অর্থাৎ তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য শ্রোত্রেন্দ্রিয় (কর্ত্তা), তাহাই শব্দকে গ্রহণ করে, (অর্থাৎ শ্রোত্রই শব্দের গ্রাহক)॥ ৩২ ॥

মধ্ব—

প্রধানবায়ুঃ সূত্রাত্মা মহতা সহ জায়তে।
তেজসশ্চ খজঃ স্পর্শ ইত্যাদ্যাস্তৎসুতাঃ স্মৃতাঃ।
তদাবিষ্টা অন্তর্জীবাস্তদাধারাশ্চ তদ্বলাঃ।
ইতি চ ॥ ৩২ ॥

অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ।
তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থাশ্রয়ত্বং (অর্থবাচকত্বং) দ্রষ্টুঃ লিঙ্গত্বং (কুড্যান্তরিতস্য বক্তুঃ জ্ঞাপকত্বং) নভসঃ তন্মাত্রত্বং (সূক্ষ্মত্বং) শব্দস্য লক্ষণং কবয়ঃ বিদুঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আকাশের যে তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই শব্দের লক্ষণ বলিয়া থাকেন, 'শব্দ'—অর্থের বাচক ও বক্তার জ্ঞাপক ॥৩৩

বিশ্বনাথ—শব্দস্য লক্ষণং কবয় আহুঃ। কিন্তৎ? অর্থাশ্রয়ত্বং অর্থবাচকত্বং দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বং রামকৃষ্ণাদি-লীলাদ্রষ্টৃ-ব্যাসশুকাদিজ্ঞাপকত্বং ; যদ্বা, কুড্যান্তরি-তস্যাপি বক্তুর্জ্ঞাপকত্বং তথা নভসস্তন্মাত্রত্বং আকাশ-সূক্ষ্মরূপত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শব্দের লক্ষণ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। কি সেই লক্ষণ? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্থাশ্রয়ত্বং'—অর্থবাচকত্ব (অর্থাৎ শব্দের অর্থ-বোধকত্ব), 'দ্রষ্টুঃ লিঙ্গত্বং'—দ্রষ্টার জ্ঞাপকত্ব, যেমন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদির লীলার দ্রষ্টা ব্যাস ও শুক-দেবের জ্ঞাপকত্ব, কিংবা—কুড্যান্তরস্থিত অর্থাৎ ভিত্তির ব্যবধানে থাকিয়া কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে, ঐ উচ্চারণ-কর্ত্তার অস্তিত্ব-বাচকত্ব। সেইরূপ 'নভসঃ তন্মাত্রত্বং'—আকাশের সূক্ষ্মরূপত্ব। (অর্থাৎ শব্দের অর্থবোধকত্ব, উচ্চারণ-কর্ত্তার জ্ঞাপকত্ব, এবং আকা-শের সূক্ষ্মরূপত্ব—এই তিনটিকে শব্দের লক্ষণ বলা হয়)॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—অর্থাশ্রয়ত্বং অর্থবিষয়ত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং (অবকাশদাতৃত্বং) বহিঃ অন্তরং (ব্যবহারাস্পদত্বং) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং (প্রাণাদীনাং ধিষ্ণ্যত্বং আশ্রয়ত্বম্, অথবা প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং আত্মনঃ মনসঃ চ নাড্যাদিছিদ্ররূপেণ ধিষ্ণ্যত্বং নভসঃ বৃত্তিলক্ষণং (বৃত্তিঃ কার্য্যমেব লক্ষ-ণম্)॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—প্রাণিগণের অবকাশ-প্রদান এবং

বাহ্যাভ্যন্তররূপে ব্যবহারাস্পদ হওয়া এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের আশ্রয়ত্ব—এই সকল আকাশের বৃত্তিই তাহার লক্ষণ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—আকাশস্য লক্ষণমাহ—ছিদ্রদাতৃত্বং অবকাশদাতৃত্বং বহিরন্তরং বহিরন্তরব্যবহারাস্পদত্বম্। প্রাণেন্দ্রিয়মনসাং ধিষ্ণ্যত্বং নাড্যাদিছিদ্ররূপেণাশ্রয়ত্বং নভসো বৃত্তিভির্ধর্ম্মৈর্লক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকাশের লক্ষণ বলিতেছেন—'ছিদ্র-দাতৃত্বং'—প্রাণিগণের অবকাশদান, 'বহিঃ অন্তরম্ এব'—বাহিরে এবং অভ্যন্তরে ব্যবহারাস্পদ হওয়া। প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মন—ইহাদের নাড়ী প্রভৃতি ছিদ্ররূপে আশ্রয়ত্ব, এই সকল আকাশের বৃত্তি ও ধর্ম্মভেদে লক্ষণ জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎ কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ।
স্পর্শোঽভবৎ ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—শব্দতন্মাত্রাৎ (শব্দঃ তন্মাত্রম্ অসাধারণঃ গুণঃ যস্য তস্মাৎ) কালগত্যা বিকুর্ব্বতঃ নভসঃ (সকাশাৎ) স্পর্শঃ (তন্মাত্রম্) অভবৎ, ততঃ (স্পর্শাৎ) বায়ুঃ (অভবৎ) স্পর্শস্য সংগ্রহঃ (সম্যক্ গ্রহণং যয়া ভবতি) সা ত্বক্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শব্দ-তন্মাত্ররূপ আকাশ কালগতিক্রমে বিকারপ্রাপ্ত হইলে উহা হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র উৎপন্ন হইল ; স্পর্শতন্মাত্র হইতে আবার বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হইল। ত্বক্ ইন্দ্রিয় হইতে স্পর্শ-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—শব্দ এব তন্মাত্রং যস্য তথাভূতান্নভসঃ সকাশাৎ, সংগ্রহঃ সম্যক্ গৃহ্যতেঽনয়েতি করণে অপ্। ত্বক্ ত্বগিন্দ্রিয়ং স্পর্শগ্রহণে করণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শব্দ-তন্মাত্রাৎ নভসঃ'—শব্দই যাহার তন্মাত্র (অর্থাৎ অসাধারণ জ্ঞান), তাদৃশ আকাশ হইতে (স্পর্শ-তন্মাত্র এবং তৎপশ্চাৎ বায়ু ও স্পর্শজ্ঞান-দায়ক ত্বক্ উৎপন্ন হয়)। 'স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ'—সংগ্রহ বলিতে যাহার দ্বারা (যে ত্বকের দ্বারা) সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করা যায়। এখানে 'সংগ্রহ' শব্দ করণে অপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। (ঋবর্ণান্ত, উবর্ণান্ত ও গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃভিন্ন বাচ্যে অপ্ প্রত্যয় হয়।) ত্বক্ বলিতে ত্বগিন্দ্রিয়, স্পর্শের গ্রহণবিষয়ে করণ, এই অর্থ। (অর্থাৎ সেই ত্বগিন্দ্রিয় হইতে সম্যক্‌রূপে স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে) ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—

শব্দেনৈব যতো জ্ঞেয়ো হরির্লিঙ্গং তু তস্য তৎ।
স্পর্শাদ্যভাবাত্তন্মাত্রা নভসশ্চেতি কীর্ত্ত্যতে ॥
স্পর্শাদয়শ্চ তন্মাত্রা ইতরে পূর্ব্বসংস্থিতেঃ।
তিষ্ঠত্যেকো গুণো ভূতে প্রত্যেকং পঞ্চসু স্থিতঃ ॥
শব্দো বর্ণাত্মকো নিত্যো ধ্বনিরাকাশসম্ভবঃ।
আকাশ এব সূক্ষ্মস্তু ধ্বনিরিত্যেব শব্দ্যতে।
স এব ব্যজ্যমানস্তু ভবেৎ কর্ণৈকগোচরঃ ॥
নভসঃ শব্দ-তন্মাত্রাচ্ছব্দমাত্রা গুণাঽভবন্।
স্পর্শাদয়োঽপি বায়্বাদেঃ সূক্ষ্মাবস্থা প্রকীর্ত্তিতা ॥
সূক্ষ্মেন্দ্রিয়াণি সন্ত্যেব স্যুঃ স্থূলান্যহংকৃতেঃ।
ভূতেভ্যশ্চোপচীয়ন্তে পুনর্ব্রহ্মশরীরতঃ ॥

ইতি চ ॥ ৩৫-৩৭ ॥

মৃদুত্বং কঠিনত্বঞ্চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ।
এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—মৃদুত্বং কঠিনত্বং চ শৈত্যম্ উষ্ণতম্ এব চ নভস্বতঃ (বায়োঃ) তন্মাত্রত্বং (অসাধারণ-গুণত্বং চ) এতৎ স্পর্শস্য স্পর্শত্বং (স্বরূপলক্ষণম্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য ও উষ্ণত্ব—ইহাই স্পর্শের স্বরূপ লক্ষণ ; ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ু-তন্মাত্র কহে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্পর্শস্য লক্ষণমাহ—স্পর্শত্বং স্বরূপ-লক্ষণমিত্যর্থঃ। নভস্বতো বায়োস্তন্মাত্রত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্পর্শের লক্ষণ বলিতেছেন—মৃদুত্ব প্রভৃতি। স্পর্শত্বই স্পর্শের স্বরূপ লক্ষণ। 'নভস্বতঃ'—বলিতে বায়ুর, অর্থাৎ ঐ স্পর্শত্বকেই বায়ু-তন্মাত্র বলে ॥ ৩৬ ॥

চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—চালনং (বৃক্ষশাখাদেঃ প্রকম্পনং) ব্যূহনং (তৃণাদেঃ মিলনং) প্রাপ্তিঃ (সংযোগঃ) দ্রব্য-শব্দয়োঃ (দ্রব্যস্য গন্ধবতঃ ঘ্রাণং প্রতি তথা শৈত্যাদি-মতঃ স্পর্শনং প্রতি, শব্দস্য শোত্রং প্রতি) নেতৃত্বং, সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ আত্মত্বম্ (উপোদ্বলকত্বং) বায়োঃ কর্ম্মাভিলক্ষণং (কর্ম্মণা কার্য্যেণ অভিলক্ষণম্) ।।৩৭।।

অনুবাদ—বৃক্ষের শাখাদি-সঞ্চালন, তৃণাদির সম্মেলন ও সংযোজন, এবং গন্ধযুক্ত দ্রব্যকে ঘ্রাণের প্রতি, শৈত্যাদি সমন্বিত দ্রব্যকে স্পর্শের প্রতি এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি সংযোগ করা বায়ুর কার্য্য ; এতদ্ভিন্ন বায়ু ইন্দ্রিয় সঞ্চালনও করিয়া থাকে ।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—বায়োর্লক্ষণমাহ—চালনং বৃক্ষশাখাদেঃ। ব্যূহনং মেলনং তৃণাদেঃ। প্রাপ্তির্বস্তুমাত্রেণ সংযোগঃ। দ্রব্যশব্দয়োঃ দ্রব্যস্য গন্ধবতো ঘ্রাণং প্রতি, শৈত্যাদি-মতস্ত্বচং প্রতি, শব্দস্য শ্রোত্রং প্রতি নেতৃত্বম্। অত্র প্রাপ্তিঃ সংযোগ এব চালন-ব্যূহন-নেতৃত্বানি সংযোগ-বিশেষ ইতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং সংজীব-কত্বং বায়োঃ কর্ম্মৈব অভি সর্ব্বতোভাবেন লক্ষণং, লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষণং করণে ল্যুট্ ।। ৩৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বায়ুর লক্ষণ বলিতেছেন—'চালনং'—বৃক্ষশাখাদির সঞ্চালন করা, 'ব্যূহনং'—বলিতে মিলন, অর্থাৎ তৃণাদির একত্র সংযোজিত ও মিলিত করা। প্রাপ্তি বলিতে বস্তুমাত্রের সহিত সংযোগ। 'দ্রব্যশব্দয়োঃ'—গন্ধযুক্ত দ্রব্যের ঘ্রাণের প্রতি, শীতলত্বাদি গুণযুক্ত দ্রব্যকে ত্বক্ অর্থাৎ স্পর্শের প্রতি, এবং শব্দকে শ্রোত্রের প্রতি 'নেতৃত্বং'—লইয়া যাওয়া প্রভৃতি বায়ুর কর্ম্ম। এখানে প্রাপ্তি সংযোগই, আর চালন, ব্যহন ও নেতৃত্ব—ইহা সংযোগ-বিশেষ বুঝিতে হইবে। 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং আত্মত্বং'—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব বলিতে সঞ্জীবকত্ব (প্রবর্ত্তকত্ব) বায়ুর কর্ম্মই, ইহা সর্ব্বতোভাবে বায়ুর লক্ষণ। লক্ষণ বলিতে যাহার দ্বারা চিহ্নিত অর্থাৎ বিশেষ করা হয়, তাহা লক্ষণ, ইহা করণে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। (সাধারণতঃ ভাববাচ্যে ল্যুট্ (অনট্) হয়, 'করণাধি-করণয়োশ্চ'—এই সূত্রে করণ ও অধিকরণেও ল্যুট্ প্রত্যয় হয়, ইহা ক্লীবলিঙ্গ) ।। ৩৭ ।।

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষু রূপোপলম্ভনম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—স্পর্শতন্মাত্রাৎ (স্পর্শঃ তন্মাত্রং যস্য তস্মাৎ) দৈবেরিতাৎ (দৈবেন কালেন ঈরিতাৎ প্রেরিতাৎ) বায়োঃ (সকাশাৎ) রূপম্ (রূপতন্মাত্রম্) অভূৎ, ততঃ (তস্মাৎ) তেজঃ সমুত্থিতম্ (উৎ-পন্নম্) ; চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং) রূপোপলম্ভনং (রূপস্য উপলম্ভণং গ্রাহকমিত্যর্থঃ ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত স্পর্শ-তন্মাত্ররূপ বায়ু দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে তাহা হইতে রূপতন্মাত্রের উৎ-পত্তি হইল ; তাহা হইতে তেজরূপ মহাভূত উৎপন্ন হইল। রূপের গ্রাহক দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু ইন্দ্রিয়ই রূপকে গ্রহণ করে ।। ৩৮ ।।

মধ্ব—প্রাপ্নোতি বায়ুঃ সর্ব্বং তু স্বত এব হরেস্তথা।
অতঃ প্রাপ্তিরিতি প্রাহুর্ব্বায়ুং ভূতপতিং প্রভুম্ ।।
প্রধানবায়ুরন্যেষু নিত্যাবিষ্টো যতস্ততঃ।
তদ্‌গুণাস্তেষু চোচ্যন্তে নীচতা নাস্য তৎকৃতেঃ ।।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। স্বরূপমপি কর্ম্মেতি বিষয়ত্বাদু-দীর্যতে ইতি শব্দ-নির্ণয়ে ।। ৩৮ ।।

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) সাধ্বি, দ্রব্যাকৃতিত্বং (দ্রব্যস্য আকারসমর্পকত্বং) গুণতা (দ্রব্যোপসর্জনতয়া প্রতীতিঃ), ব্যক্তিসংস্থাত্বং (ব্যক্তেঃ দ্রব্যস্য যা সংস্থা সন্নিবেশঃ সৈব সংস্থা যস্য তস্য ভাবঃ তত্ত্বং, দ্রব্যপরি-মাণেনৈব যৎপরিমাণপ্রতীতিরিত্যর্থঃ) তেজসঃ তেজস্ত্বং (অসাধারণত্বং) চ রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ (লক্ষণানি) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে সাধ্বি, দ্রব্যের আকার প্রদান, দ্রব্যের গুণরূপে প্রতীতি, দ্রব্যের যতটুকু সন্নিবেশ (পরিমাণ), সেই পরিমানেই তাহার প্রতীতি (জ্ঞান) ও তেজস্তত্ত্বের অসাধারণত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব—এই সকল রূপতন্মাত্রের লক্ষণ ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—রূপস্য লক্ষণমাহ—দ্রব্যস্যাকৃতিত্বং আকারসমর্পকত্বম্। গুণতা দ্রব্যোপসর্জ্জনতয়া প্রতীতিঃ শব্দস্য তু স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রতীতিঃ। অপ্রত্যক্ষ-

দ্রব্যস্য স্পর্শাদেব স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রতীতিঃ। রূপস্য তু নৈবম্। ব্যক্তিসংস্থাত্বং ব্যক্তের্দ্রব্যস্য যা সংস্থা সন্নিবেশ সৈব সংস্থা যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং দ্রব্যপরিমাণেনৈব যৎপরিমাণপ্রতীতিরিত্যর্থঃ। তেজসস্তেজস্ত্বং তন্মাত্রত্বম্, বৃত্তয়ো ধর্ম্মাঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রূপের লক্ষণ বলিতেছেন—'দ্রব্যাকৃতিত্বং'—দ্রব্যের আকৃতিত্ব বলিতে আকারের প্রকাশত্ব (জ্ঞান), 'গুণতা'—দ্রব্যের আশ্রয়ত্বরূপে প্রতীয়মানতা (জ্ঞান), শব্দের কিন্তু স্বতন্ত্ররূপেই প্রতীতি। অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যের স্পর্শ হইতেই স্বতন্ত্রভাবেই প্রতীতি হয়। রূপের কিন্তু ঐরূপে প্রতীতি হয় না। 'ব্যক্তিসংস্থাত্বং'—ব্যক্তি অথবা দ্রব্যের যে সংস্থা বলিতে সন্নিবেশ, তাহাই যাহার সংস্থা, তাহার ভাব সংস্থাত্ব, অর্থাৎ দ্রব্যের (স্থূল, সূক্ষ্ম, সরল, বক্র—এইরূপ) পরিমাণের দ্বারাই যাহার পরিমাণের প্রতীতি হয়, এই অর্থ। তেজের তেজস্তুই তন্মাত্রত্ব (অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম)—এই সকলই রূপের বৃত্তি বলিতে অসাধারণ লক্ষণ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

মধ্ব—ব্যক্তি সংস্থাতং ব্যক্ততেন স্থিতিঃ। গুণতাপ্রকাশত্বম্। আলোকো গুণ ইত্যেব প্রকাশশ্চেতি কথ্যতে ইত্যভিধানম্। তেজস্তুমথ চোগ্রত্বং ক্রৌর্য্যমিত্যপি চোচ্যতে ইত্যভিধানম্ ॥ ৩৯ ॥

———

দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দ্দনম্।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—দ্যোতনং (প্রকাশনং) পচনং (তণ্ডুলাদেঃ) ক্ষুৎ তৃট্ (চ তদ্দ্বারেণ) পানম্ অদনং (চ) হিমমর্দ্দনং (শৈত্যনাশনং) শোষণং চ এতাঃ এব তু তেজসঃ বৃত্তয়ঃ (কার্য্যভূতানি লক্ষণানি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—দ্রব্য প্রকাশ করা, তণ্ডুলাদির পরিপাক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তজ্জনিত ভোজন, পান, শোষণ ও হিমমর্দ্দন—এই সকলই তেজের বৃত্তি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তেজসো লক্ষণমাহ—দ্যোতনং প্রকাশনং, পচনং তণ্ডুলাদেঃ, ক্ষুৎ ক্ষুধা, তৃট্ তৃষ্ণা তদ্দ্বারেণ অদনং পচনং চ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তেজের লক্ষণ বলিতেছেন—'দ্যোতনং'—(সূর্য্যাদির ন্যায়) প্রকাশকরণ, 'পচনং'—তণ্ডুলাদির পাককরণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা (পিপাসা)—এই দুইটির দ্বারা ভোজন ও পান ॥ ৪০ ॥

———

রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ তেজসো দৈবচোদিতাৎ।
রসমাত্রমভূৎ তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবচোদিতাৎ (দৈবেন কালাদিনা চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ রূপমাত্রাৎ (রূপতন্মাত্রাৎ) তেজসঃ রসমাত্রম্ (রসতন্মাত্রং) অভূৎ, তস্মাৎ (রসাৎ) অম্ভঃ (জলম্ অভূৎ); জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়ং) রসগ্রহঃ (রসস্য গ্রহঃ গ্রহণং ততঃ ভবতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—রূপ-তন্মাত্র তেজ দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রসতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল; রসতন্মাত্র হইতে আবার জলরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হইল; রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা উক্ত রসের গ্রাহক ॥ ৪১ ॥

———

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুম্ল ইতি নৈকধা।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ রসঃ (মধুরঃ এব সন্) ভৌতিকানাং (সংসর্গিদ্রব্যাণাং) বিকারেণ কষায়ঃ মধুরঃ তিক্তঃ কটু অম্লঃ ইতি (ইত্যাদিঃ) ন একধা (লক্ষণেন সহ ষড়্ধা) বিভিদ্যতে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ঐ রস একমাত্র মধুর হইয়াও তৎসংসর্গি ভৌতিকদ্রব্যের গুণভেদে কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি বহু প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—রসস্য লক্ষণমাহ—কষায় ইতি। কষায়াদিষু লবণোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। ভৌতিকানাং সংসর্গিদ্রব্যাণাং য একো মধুর এব সন্ এবমনেকধা ভিদ্যতে স রস ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রসের লক্ষণ বলিতেছেন—'কষায়ঃ' ইতি, কষায় প্রভৃতির মধ্যে লবণকেও গ্রহণ করিতে হইবে। রস একমাত্র মধুর হইয়াও সাংসর্গিক দ্রব্যসকলের বিকারবশতঃ, কষায়াদি ভেদে বিকারবিশিষ্ট হইয়া বহুপ্রকারে বিভিন্ন হয়—এই অর্থ ॥ ৪২ ॥

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোদনম্ ।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্লেদনং (আর্দ্রীকরণং) পিণ্ডনং (মৃদাদেঃ পিণ্ডীকরণং) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তিকারত্বং) প্রাণনাপ্যায়নোদনং (প্রাণনং জীবনম্ আপ্যায়নং তৃড়্‌বৈক্লব্যনিবর্ত্তনম্ উদনং মৃদুকরণং) তাপাপনোদঃ (সূর্য্যাদিজনিত-তাপনিবর্ত্তনং) ভূয়স্ত্বং (কূপাদাবুদ্ধৃতস্যাপি পুন পুনঃ উদ্‌গমঃ) ইমাঃ (ক্লদনাদয়ঃ) অম্ভসঃ বৃত্তয়ঃ (কার্য্যভূতানি লক্ষণানি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আর্দ্রীকরণ, মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, জীবিতকরণ, তৃষ্ণাজড়িত বৈক্লব্য-নিবারণ, মৃদুকরণ, তাপ-নিবারণ এবং বারংবার উদ্ধৃত হইলেও কূপাদিতে পুনঃপুনঃ উদ্‌গমন—এই সকল জলের বৃত্তি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অম্ভসো লক্ষণমাহ—ক্লেদনমার্দ্রীকরণং পিণ্ডনং মৃদাদেঃ পিণ্ডীকরণং তৃপ্তিস্তৃপ্তিদাতৃত্বম্। প্রাণনং জীবনং "আপোময়ঃ প্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। আপ্যায়নং তৃড়্‌বৈক্লব্যনিবর্ত্তনং, উদনং মৃদুকরণম্—উন্দনমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ভূয়স্ত্বং কূপাদাবুদ্ধৃতস্যাপি পুনঃ পুনরুদ্‌গমঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জলের লক্ষণ বলিতেছেন—'ক্লেদনং'—আর্দ্রীকরণ (আর্দ্র করা, ভিজান), মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তি বলিতে তৃপ্তিদান। 'প্রাণনং'—জীবন (জীবন রক্ষা), শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"আপোময়ঃ প্রাণঃ", অর্থাৎ জলময় জীবন। 'আপ্যায়ন' বলিতে তৃষ্ণাজনিত বৈক্লব্য নিবারণ, 'উদন' বলিতে মৃদুকরণ, এই স্থলে 'উন্দনং'—এইরূপ পাঠান্তরেও একই অর্থ। 'ভূয়স্ত্বং'—কূপাদি হইতে উদ্ধৃত (জল তোলা) হইলেও পুনঃ পুনঃ উদ্গত হওয়া—এই সমস্ত জলের অসাধারণ ধর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—উদনং বিন্দুভাবঃ স্যাৎ স্যন্দনং স্রবণং স্মৃতমিত্যভিধানম্। পৃথিবাগ্ন্যপেক্ষয়াভূয়স্ত্বং দেহে ॥ ৪৩ ॥

রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ ।
গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—দৈব-চোদিতাৎ (দৈবেন চোদিতাৎ প্রেরিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ রসমাত্রাৎ অম্ভসঃ গন্ধমাত্রং অভূৎ ; তস্মাৎ পৃথ্বী (অভূৎ) ঘ্রাণঃ গন্ধগঃ (গন্ধং প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—রসতন্মাত্ররূপ জল কালপ্রেরিত হইয়া বিকৃত হইলে উহা হইতে গন্ধতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল ; ঐ গন্ধতন্মাত্র হইতে ভূমিরূপ মহাভূত উৎপন্ন হইল। ঘ্রাণেন্দ্রিয় উক্ত গন্ধতন্মাত্রের গ্রাহক ॥ ৪৪ ॥

করম্ভপূতিসৌরভ্য-শান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্ ।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্‌গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ (এব) গন্ধঃ দ্রব্যাবয়ব-বৈষম্যাৎ (সংসর্গি-দ্রব্যাণাং অবয়ব-বৈষম্যাদ্বিকারাৎ) করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ (করম্ভঃ মিশ্রগন্ধঃ যথা ব্যঞ্জনাদীনাং হিঙ্গ্বাদি সংস্কারেণ, পূতিঃ দুর্গন্ধঃ, সৌরভ্যং কর্পূরাদেঃ, শান্তঃ শতপত্রাদেঃ, উগ্রঃ লশুনাদেঃ, অম্লঃ তিন্তিড়্যাদেঃ ইত্যাদিভিঃ ভেদৈঃ) পৃথক্ বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—গন্ধ এক হইয়াও সংসর্গি-দ্রব্যের ভেদ-নিবন্ধন মিশ্রগন্ধ, দুর্গন্ধ কর্পূরাদির সুগন্ধ, পদ্মাদির শান্ত গন্ধ, লশুন ও হিঙ্গু প্রভৃতির উৎকট গন্ধ, তিন্তিড়্যাদির অম্লগন্ধ—এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—গন্ধস্য লক্ষণমাহ—করম্ভো মিশ্রগন্ধঃ যথা ব্যঞ্জনাদীনাং হিঙ্গ্বাদি-সংস্কারে, পূতির্দুর্গন্ধঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গন্ধের লক্ষণ বলিতেছেন—'করম্ভ' বলিতে মিশ্রগন্ধ, যেমন হিঙ্গু (হিং) প্রভৃতির সংযোগে ব্যঞ্জনাদির গন্ধ। 'পূতি'—বলিতে দুর্গন্ধ ॥ ৪৫ ॥

ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্ ।
সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ ভাবনং (প্রতিমাদিরূপেণ সাকারতাপাদনং) স্থানং (জলাদিবিলক্ষণতয়া আশ্রয়ান্তর-নৈরপেক্ষ্যেণ স্থিতিঃ) ধারণং (জলাদ্যাধারত্বং) সদ্বিশেষণং (সতাং আকাশাদীনাং বিশেষণম্ অবচ্ছেদকত্বং) সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ (সর্ব্বেষাং

সত্ত্বানাং প্রাণিনাং তৎগুণানাঞ্চ পুংস্ত্বাদীনাম্ উদ্ভেদঃ পরিণামবিশেষৈঃ প্রকটীকরণম্) পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণং (পৃথিব্যাঃ বৃত্তিঃ কার্য্যম্ এব লক্ষণম্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণ-কারণত্ব, জলাদিকে পৃথক্ করিয়া অন্য নৈরপেক্ষে স্থিতি, জলাদির আধার হওয়া, আকাশাদির অবচ্ছেদন এবং নিখিল প্রাণীর ও তাহাদের পুংস্ত্বাদি গুণের প্রকটীকরণ—এই সকল পৃথিবীর বৃত্তি ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথিব্যা লক্ষণমাহ—ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য ভাবনং প্রতিমানির্ম্মাণকারণত্বম্। স্থানং জলাদিবিলক্ষণতয়া নৈরপেক্ষ্যেণ স্থিতিঃ। ধারণং জলাদ্যাধারত্বম্। সতামাকাশাদীনাং বিশেষণং বিশেষণহেতুঃ মলিনমাকাশং ধূষরোহনিলঃ ইত্যাদিপ্রতীতির্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং তদ্‌গুণানাঞ্চ পুংস্ত্বাদীনামুদ্ভেদঃ পরিণামবিশেষৈঃ প্রকটীকরণম্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন—'ভাবনং ব্রহ্মণঃ', ব্রহ্মের ভাবন বলিতে পরমেশ্বরের প্রতিমা নির্ম্মাণ-করণত্ব (অর্থাৎ মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা)। 'স্থানং'—জলাদির অপেক্ষা না রাখিয়া পৃথক্‌রূপে অবস্থান। 'ধারণ' বলিতে জলাদির আধার। 'সদ্বিশেষণং'—সৎ বলিতে আকাশাদি, তাহাদের বিশেষণ, অর্থাৎ বিশেষণের হেতু, যাহা হইতে মলিন আকাশ, ধূষর বায়ু ইত্যাদি প্রতীতি হয়। 'সর্ব্বসত্ত্ব-গুণোদ্ভেদঃ'—সকল প্রাণিগণের এবং তাহাদের পুংস্ত্বাদি গুণসমূহের উদ্ভব, অর্থাৎ পরিণামবিশেষের দ্বারা প্রকাশতা—(এই সকল ভূমির অসাধারণ ধর্ম্ম) ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—ভাবনমুৎপাদকত্বম্। ব্রহ্মস্থানং তু পৃথিবী শরীরে ব্রহ্মদর্শনাৎ ইতি কাপিলেয়ে। সদ্বিশেষণ—বিশেষেণ ব্যক্তত্বম্। অসদব্যক্তনামস্যাদ্ব্যক্তং সদিতি চোচ্যতে ইতি ব্রাহ্মে। সর্ব্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ শরীরে হি সর্ব্বপ্রাণিনাং গুণা ব্যজ্যন্তে সংসারাবস্থায়াম্।

শরীরং পার্থিবং জ্ঞেয়মিন্দ্রিয়াণ্যৌদকানি তু।
তৈজসঃ কোষ্ঠগো বহ্নিশ্ছিদ্রমাকাশসম্ভবম্।
প্রাণা বায়ুময়াঃ সর্ব্বে প্রত্যেকং পঞ্চধা পুনঃ ॥

ইতি কাপিলেয়ে ॥ ৪৬ ॥

নভোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে।
বায়োর্গুণবিশেষোহর্থো যস্য তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—নভোগুণবিশেষঃ (নভসঃ গুণবিশেষঃ শব্দঃ) যস্য অর্থঃ (বিষয়ঃ) তৎ শ্রোত্রম উচ্যতে ; বায়োঃ গুণবিশেষং (স্পর্শঃ) যস্য অর্থঃ তৎ স্পর্শনং বিদুঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আকাশের গুণবিশেষ 'শব্দ' যাহার বিষয়, তাহাই শ্রোত্র-নামে কথিত। ঐরূপ বায়ুর গুণবিশেষ 'স্পর্শ' যাহার বিষয়, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে ত্বক্ বলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রোত্রাদীনাং শব্দাদিগ্রাহকত্বমুক্তম্। তেষাঞ্চ লক্ষণং তদেবেত্যাহ—নভসো গুণবিশেষঃ শব্দো যস্যার্থো বিষয়স্তৎশ্রোত্রম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের শব্দগ্রাহকত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণও তাহাই, অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই শ্রোত্রাদির লক্ষণ, ইহা বলিতেছেন—'নভসঃ গুণ-বিশেষঃ'—আকাশের গুণবিশেষ শব্দ, যাহার 'অর্থ', অর্থাৎ বিষয়, তাহা শ্রোত্র ॥ ৪৭ ॥

তেজোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে।
অম্ভোগুণবিশেষোহর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ।
ভূমের্গুণবিশেষোহর্থো যস্য ঘ্রাণঃ স উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তেজোগুণবিশেষঃ যস্য অর্থঃ তৎ চক্ষুঃ উচ্যতে। অম্ভোগুণবিশেষঃ (রসঃ) যস্য অর্থঃ তৎরসনং বিদুঃ। ভূমেঃ গুণবিশেষঃ (গন্ধঃ) যস্য অর্থঃ সঃ ঘ্রাণঃ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তেজের গুণবিশেষ 'রূপ' যাহার বিষয়, তাহাকে চক্ষু, জলের গুণবিশেষ 'রস' যাহার বিষয়, তাহাকে রসনা, ভূমির গুণবিশেষ 'গন্ধ' যাহার বিষয়, তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, পঞ্চসু ভূতেষু মধ্যে যথোত্তরং গুণাধিক্যমাহ—পরস্য কারণস্য ধর্ম্মঃ শব্দাদিঃ অপরস্মিন্ কার্য্যে বায়্বাদৌ কারণান্বয়াদ্দৃশ্যতে, তত্রাকাশেহন্যান্বয়াভাবাদেক এব শব্দঃ, বায়ৌ দ্বৌ শব্দস্পর্শৌ। তেজসি ত্রীণি শব্দস্পর্শরূপাণি। জলে চত্বারঃ শব্দস্পর্শরূপরসাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, (আকাশাদি) পঞ্চভূতের মধ্যে যথোত্তর পর পর গুণাধিক্য বলিতেছেন। পরবর্ত্তী কারণের ধর্ম্ম শব্দাদি, অপরের কার্য্যে অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিতে কারণরূপে যুক্ত—দেখা যায় ; (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ, পর পর ভূতে বর্ত্তমান থাকে), কিন্তু আকাশে অন্য অন্বয়ের (কারণের) অভাববশতঃ একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ। তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিনটি গুণ। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটি গুণ ॥ ৪৮ ॥

পরস্য দৃশ্যতে ধর্ম্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলভ্যতে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—পরস্য (কারণস্য আকাশাদেঃ) ধর্ম্মঃ (শব্দাদিঃ) অপরস্মিন্ (কার্য্যে বায্বাদৌ) সমন্বয়াৎ (উপাদানতয়ানুবৃত্তত্বাৎ) হি (যতঃ) দৃশ্যতে, অতঃ (হেতোঃ) ভাবানাং (আকাশাদীনাং সর্ব্ব অপি) বিশেষঃ (শব্দাদিগুণঃ) ভূমৌ এব উপলভ্যতে (দৃশ্যতে, তত্রাকাশাদি-চতুর্ণাং অন্বয়াৎ জলাদিষু যথান্বয়মেব, ন সর্ব্বঃ ; আকাশে তু অন্যান্বয়াভাবাৎ একঃ শব্দঃ এব) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—পরস্পর সম্বন্ধ থাকায় কারণের বিশেষ গুণ কার্য্যেত দৃষ্ট হইয়া থাকে ; সেই জন্য আকাশাদি ভূতচতুষ্টয়ের বিশেষ গুণসমূহ একমাত্র ভূমিতেই পাওয়া যায় ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভূমৌ পঞ্চৈব শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইত্যাহ—অত ইতি। ভাবানামাকাশাদীনাং বিশেষঃ সর্ব্ব এব গুণঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূমিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটিই গুণ রহিয়াছে, তাহা বলিতেছেন—'অতঃ', সেইজন্য আকাশাদি চারি পদার্থের বিশেষ বিশেষ গুণ ভূমিতেই দেখা যায় ॥ ৪৯ ॥

এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—যদা এতানি মহদাদীনি (মহৎ, অহঙ্কারঃ, পঞ্চ মহাভূতানি ইতি) সপ্ত অসংহত্য (অমিলিত্বা স্থিতানি তথাভূতেভ্যঃ কার্য্যোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ তদা) কালকর্ম্মগুণোপেতঃ (কালঃ ক্ষোভকরঃ, কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং, গুণঃ প্রকৃতিঃ তৈঃ উপেতঃ সহিতঃ) জগদাদিঃ (ভগবান্) উপাবিশৎ (প্রথমং সংহননকারিণ্যা শক্ত্যা সর্ব্বতত্ত্বং সম্মেলনার্থমাবিশৎ) ॥৫০॥

অনুবাদ—এই সকল মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সপ্ততত্ত্ব যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত ছিল তখন জগাদির মূলকারণ ঈশ্বর কাল, কর্ম্ম ও গুণযুক্ত হইয়া উহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কারণোৎপত্তিমুক্ত্বা কার্য্যোৎপত্তিমাহ—এতানি তত্ত্বানি অসংহত্য অমিলিত্বা যদা স্থিতানি তদা জগদাদিরীশ্বরঃ প্রাবিশৎ প্রথমং সংহননকারিণ্যা শক্ত্যা সর্ব্বতত্ত্বসম্মেলনার্থমবিশৎ। ততো বর্ষসহস্রান্তে তদন্তর্য্যামিত্বেন প্রাবিশদিতি জ্ঞেয়ম্। কালঃ ক্ষোভকঃ কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং গুণঃ প্রকৃতিস্তৈঃ সহিতঃ। সপ্তেতি প্রাধান্যাভিপ্রায়েণোক্তম্। প্রবেশস্তু সর্ব্বেষ্বেব বিবক্ষিতঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে কারণের উৎপত্তি বলিয়া, কার্য্যের উৎপত্তি বলিতেছেন—'এতানি', এই তত্ত্বসকল (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত —সপ্ত পদার্থ) যখন পরস্পর মিলিত না হইয়া অবস্থিত ছিল, তখন 'জগদাদিঃ'—ঈশ্বর, প্রথমে সংহননকারিণী (সংযোজন-কর্ত্রী) শক্তির দ্বারা সকল পদার্থের একত্র সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত, ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর সহস্র বর্ষ পরে, তাহাতে অন্তর্য্যামিত্ব-রূপে প্রবিষ্ট হইলেন, ইহা জানিতে হইবে। কাল—ক্ষোভক ধর্ম্ম, কর্ম্ম—জীবের অদৃষ্ট, এবং গুণ বলিতে (সত্ত্বাদি গুণময়ী) প্রকৃতি, ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়া (ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন)। 'সপ্ত'—ইহা প্রাধান্যের অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রবেশ সকলের অভ্যন্তরেই ইহা বিবক্ষিত ॥ ৫০ ॥

ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্ ।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তেন (ভগবৎপ্রবেশেন) অনুবিদ্ধেভ্যঃ (ক্ষুভিতেভ্যঃ) যুক্তেভ্যঃ (পরস্পরং

মিলিতেভ্যঃ তত্ত্বেভ্যঃ) অচেতনম্ (অধিষ্ঠাতৃচেতন-রহিতম্) অণ্ডং উত্থিতং (উৎপন্নং) যস্মাৎ (অণ্ডাৎ) অসৌ বিরাট্ পুরুষঃ (হিরণ্য গর্ভাত্মকঃ সমষ্টিজীবঃ) উদতিষ্ঠৎ (প্রাদুরভূৎ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবৎপ্রবেশহেতু ঐ সকল পদার্থ ক্ষুভিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইল ; তখন সেই সকল হইতে এক অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট্ পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥৫১॥

বিশ্বনাথ—তেন তৎপ্রবেশেন অনুবিদ্ধেভ্য আদৌ ক্ষুভিতেভ্যস্তৎক্ষণাদেব যুক্তেভ্যো মিলিতেভ্যস্তত্ত্বেভ্যো-হণ্ডমুত্থিতমুৎপন্নম্। যস্মাদ্বিরাট্ পুরুষো হিরণ্য-গর্ভাত্মকঃ সমষ্টিজীবঃ উদতিষ্ঠৎ নিদ্রামিবাতিক্রম্য সচেতনো বভূব ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তেন'—সেই ভগবানের প্রবেশের হেতু, 'অনুবিদ্ধেভ্যঃ'—প্রথমতঃ ক্ষুভিত, তারপর তৎক্ষণাৎ পরস্পর মিলিত সেই মহত্তত্ত্বাদি হইতে (অচেতন) অণ্ড উত্থিত হইল। 'যস্মাৎ'—যে অচেতন অণ্ড হইতে, 'অসৌ বিরাট্'—এই বিরাট্-পুরুষ, অর্থাৎ হিরণ্যাগর্ভাত্মক সমষ্টি-জীব, 'উদ-তিষ্ঠৎ'—আবির্ভূত হইলেন, অর্থাৎ যেন নিদ্রা অতি-ক্রম করিয়া সচেতন হইলেন ॥ ৫১ ॥

এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রাধানেনাবৃতৈর্ব্বহিঃ।
যত্র লোকবিতানোহয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥ ৫২॥

অন্বয়ঃ—এতৎ বিশেষাখ্যং অণ্ডং বহিঃ প্রধানেন (বহিঃস্থিতপ্রকৃত্যাবরণেন) আবৃতৈঃ ক্রমবৃদ্ধৈঃ (ক্রমশঃ উত্তরোত্তরং অধিকৈঃ) দশোত্তরৈঃ (পৃথ্বী-তত্ত্বাৎ উত্তরোত্তরদশগুণাধিকৈঃ) তোয়াদিভিঃ (তোয়-তেজোবায়্বাকাশাহঙ্কারমহত্তত্ত্বৈঃ) পরিবৃতম্। ভগবতঃ হরেঃ রূপং (মায়িকং) যত্র (অন্তে) অয়ং (দেব-মনুষ্যাদিঃ) লোকবিতানঃ (চতুর্দ্দশ লোকবিস্তারঃ অস্তি হরেরিতি পুরুষাভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ঐ অণ্ডের নাম বিশেষ, উহা বহির্ভাগে প্রকৃতিদ্বারা আবৃত ; অভ্যন্তরে পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দশগুণ পরিবর্দ্ধিত জলাদি ভূতদ্বারা বেষ্টিত ও ভগ-বান্ হরির মায়িক রূপস্বরূপ। ঐ অণ্ডেই চতুর্দ্দশ-ভুবন বিস্তৃত রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অণ্ডমিতি। বিশেষ ইত্যাখ্যা নাম যস্য তৎ, দশগুণাধিকৈরুত্তরোত্তরৈঃ বহিঃস্থিতপ্রকৃত্যা-বরণেনাবৃতৈঃ। রূপং মায়িকম্ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অণ্ডম্' ইতি। 'বিশেষাখ্যং'—'বিশেষ' এই আখ্যা অর্থাৎ নাম যাহার, সেই অণ্ড, 'দশোত্তরৈঃ'—বহির্ভাগে ক্রমশঃ দশগুণ বর্দ্ধিত এবং প্রকৃতির আবরণের দ্বারা পরিবৃত। 'রূপং'—রূপ বলিতে ভগবান্ হরির মায়িক রূপ ॥ ৫২ ॥

হিরন্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদ খম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—সলিলেশয়াৎ (জলে স্থিতাৎ) হিরণ্ময়াৎ (প্রকাশবহুলাৎ) অণ্ডকোষাৎ উত্থায় (ঔদাসীন্যং বিহায়) তম্ আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) মহাদেবঃ (মহাংশ্চাসৌ দেবশ্চ ভগবান্) খং (ছিদ্রং) বহুধা নির্ব্বি-ভেদ (পৃথক চকার) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—সেই মহান্ দেব জলশায়িত ঐ হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করি-লেন এবং ঐ অণ্ডেই অধিষ্ঠান করিয়া বহুপ্রকার ছিদ্রভেদ প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ— তস্মিন্নধ্যাত্মাদি-বিভাগমাহ— হির-ণ্ময়াদিতি। আবিশ্য অধিষ্ঠায় মহাংশ্চাসৌ দেবশ্চ বহুবিধং খং ছিদ্রং নির্ব্বিভেদ পৃথক্ পৃথক্ চকার ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই অণ্ডে অধ্যাত্মাদি বিভাগ বলিতেছেন—'হিরণ্ময়াৎ' ইতি। 'আবিশ্য'—বলিতে অধিষ্ঠান করিয়া। 'মহাদেবঃ'—মহান্ দেব বহুবিধ ছিদ্র, 'নির্ব্বিভেদ'—ভেদ করিলেন অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

মধ্ব—অচেতনাদ্‌যতস্ত্বণ্ডাদ্‌ব্রহ্মা সমজনি স্ফুটম্।
অতো ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহুর্বিরাড্ ব্রহ্মা প্রকাশনাৎ ॥
ইতি চ ॥ ৫৩ ॥

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোহভবৎ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অস্য (বিরাজঃ) প্রথমং মুখং নিরভিদ্যত, ততঃ বাণী (বাগিন্দ্রিয়ং), বাণ্যা (সহ) বহ্নিঃ (দেবতা) (তত্র প্রাবিশৎ), অথো নাসে (নাসিকাচ্ছিদ্রে নিরভিদ্যেতাং), এতয়োঃ (নাসাচ্ছিদ্রয়োঃ অধিষ্ঠানভূতয়োঃ) প্রাণোতঃ (প্রাণেন উতঃ স্যূতঃ বিশিষ্টঃ সন্) ঘ্রাণঃ (ইন্দ্রিয়মভবৎ) ।। ৫৪ ।।

অনুবাদ—ঐ অণ্ডের প্রথমে মুখ উৎপন্ন হইল, পরে বাক্য ইন্দ্রিয় হইল, অতঃপর বাক্যের সহিত অগ্নি দেবতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে নাসাছিদ্রদ্বয় এবং ঐ নাসাদ্বয় হইতে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মিল ।। ৫৪ ।।

বিশ্বনাথ—বাণ্যা সহ বহ্নিরভবৎ প্রাবিশৎ। নাসে নিরভিদ্যেতাং প্রাণোতঃ প্রাণেন স্যূতঃ সন্ ঘ্রাণঃ। এতয়োর্নাসয়োরভবদিত্যনুষঙ্গঃ। প্রাণোত ইতি বিশেষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু লিঙ্গবিপরিণামেন দ্রষ্টব্যম্ ।। ৫৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাণ্যা'—বাক্যের সহিত, অগ্নি তাহাতে প্রবেশ করিলেন। 'নাসে'—নাসিকাদ্বয় উৎপন্ন হইল এবং ঐ দুই নাসিকা হইতে প্রাণ-বায়ু-বিশিষ্ট ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। 'প্রাণোতঃ'—প্রাণবায়ু-যুক্ত, এই বিশেষণ সকল ইন্দ্রিয়েই লিঙ্গ-বিপরিণামের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে ।। ৫৪ ।।

— ——

ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যো ন্যভিদ্যেতাং
কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ ।। ৫৫ ।।

অন্বয়ঃ—ঘ্রাণাৎ বায়ুঃ (তদ্দেবতা চ অভবৎ (প্রাবিশৎ), অক্ষিণী (চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে) অভিদ্যেতাম্, এতয়োঃ চক্ষুঃ (ইন্দ্রিয়ং অভবৎ), তস্মাৎ (তদনন্তরং) সূর্য্যঃ (দেবতা প্রাবিশৎ), কর্ণৌ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে) ন্যভিদ্যেতাং ততঃ শ্রোত্রং (ইন্দ্রিয়ং) দিশঃ (দেবতাঃ প্রাবিশন্) ।। ৫৫ ।।

অনুবাদ—ঘ্রাণের পর বায়ু দেবতা প্রাণের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহার পর চক্ষুগোলকদ্বয় প্রকটিত হইল, অনন্তর চক্ষু ইন্দ্রিয় ও চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য প্রবিষ্ট হইলেন ; তাহার পর কর্ণগোলকদ্বয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় আবির্ভূত হইল ; পরে উহাতে দিক্‌সমূহ দেবতারূপে প্রবেশ করিল ।। ৫৫ ।।

বিশ্বনাথ—ঘ্রাণাদনন্তরং বায়ুরাবিশৎ। এবমেবাগ্রেঽপি পঞ্চম্যন্তানাং তদনন্তরমিতি ব্যাখ্যা জ্ঞেয়া। সূর্য্যোঽনুভিদ্যেতাং ন্যভিদ্যেতামিতি পাঠদ্বয়ম্ ।।৫৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘ্রাণাদ্ বায়ুঃ'—ঘ্রাণের পর বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই প্রকার পরেও পঞ্চম্যন্ত পদসমূহের 'তাহার পর'—এইরূপ ব্যাখ্যা জানিতে হইবে। 'সূর্য্যঃ ন্যভিদ্যেতাম্'—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্য নির্ভিন্ন হইলেন, এখানে 'অনুভিদ্যেতাং' এবং 'ন্যভিদ্যেতাম্'—এইরূপ পাঠান্তরে একই অর্থ ।। ৫৫ ।।

— — —

নির্ব্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রাদয়স্ততঃ।
তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্ব্বিভিদে ততঃ ।। ৫৬ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ বিরাজঃ ত্বক্ (অধিষ্ঠানং) নির্ব্বিভেদ (নির্ভিন্না) ততঃ রোমশ্মশ্রাদয়ঃ (রোমাদয়ঃ ইন্দ্রিয়স্থানাপন্নাঃ জ্ঞেয়াঃ, ততঃ) ওষধয়ঃ (দেবতাঃ) আসন্ (প্রাবিশন্) ততঃ চ শিশ্নং (অধিষ্ঠানং) নির্ব্বিভেদে (ভিন্নং জাতম্) ।। ৫৬ ।।

অনুবাদ—অনন্তর বিরাট্ পুরুষের ত্বক্ অধিষ্ঠান জন্মিল, তদনন্তর রোম, শ্মশ্রু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে ও ওষধিসকল দেবতারূপে প্রকাশ পাইল, পরে উপস্থেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল ।। ৫৬ ।।

———

রেতস্তস্মাদাপ আসন্ নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ।। ৫৭ ।।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (শিশ্নাৎ) রেতঃ (শুক্রং) আপঃ আসন (জাতাঃ), ততঃ চ গুদম্ (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত, গুদাৎ (গুদোৎপত্তেঃ অনন্তরম্) অপানঃ (পায়ুরিন্দ্রিয়ং) আসীৎ, আপনাৎ (অনন্তরং) লোকভয়ঙ্করঃ মৃত্যুঃ (তত্র দেবতা আসীৎ) ।। ৫৭ ।।

অনুবাদ—ঐ শিশ্ন হইতে রেতঃ ও জল উৎপন্ন হইল ; তৎপরে পায়ু নির্ভিন্ন হইল ; ঐ পায়ু হইতে অপান বায়ু এবং অপান হইতে লোকভয়ঙ্কর মৃত্যু প্রকাশিত হইল ।। ৫৭ ।।

— ——

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্ ।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ ॥৫৮॥

অন্বয়ঃ—হস্তৌ (করদ্বয়ে) নিরভিদ্যেতাং, তাভ্যাং (তয়োঃ) বলং (ইন্দ্রিয়ং আসীৎ) ততঃ (তস্য) স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ দেবতা আসীৎ) পাদৌ নিরভিদ্যেতাং, তাভ্যাং (তয়োঃ) গতিঃ (গত্যাখ্যং ইন্দ্রিয়ং আসীৎ), ততঃ (তত্র) হরিঃ (বিষ্ণুঃ) (দেবতা আসীৎ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দুইহস্ত বহির্ভূত হইল ; ঐ দুইহস্ত হইতে বলশক্তি প্রকাশ পাইল ; তৎপরে ইন্দ্র দেবতারূপে আবির্ভূত হইলেন ; তাহার পর চরণদ্বয় বাহির হইল ; দুই চরণ হইতে গতিশক্তি উদ্ভূত হইল, তৎপরে বিষ্ণু দেবতারূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বরাট্ ইন্দ্রঃ। হরিঃ হরিণা আবিষ্টো দেববিশেষ ইতি সন্দর্ভঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বরাট্'—ইন্দ্র। 'হরিঃ'—এখানে হরি বলিতে তাঁহার আবেশ অবতার দেবতা-বিশেষ—ইহা সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

মধ্ব—যজ্ঞনামা তু দেবোঽপি বিজ্ঞেয়ঃ পাদদেবতা।
তদাবিষ্টো হরির্নিত্যং তমাহুঃ পাদদৈবতম্।
তস্যেন্দ্রিয়াভিমানিত্বং কুতঃ পূর্ণমলাত্মনঃ ॥
ইতি চ ॥ ৫৮ ॥

নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্ ।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (বিরাজঃ) নাড্যঃ (অধিষ্ঠান-ভূতাঃ) নিরভিদ্যন্ত তাভ্যঃ (তাসু) লোহিতম্ (ইন্দ্রিয়স্থানীয়ম্) আভৃতম্ (জাতং) ততঃ (তস্য) নদ্যঃ (দেবতাঃ) সমভবন্, উদরম্ (অধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিরাট্ পুরুষের নাড়ীসকল উদ্ভূত হইল, ঐ সকল নাড়ী হইতে রক্তসঞ্চালক ইন্দ্রিয় ও ঐ রক্ত হইতে নদীসকল দেবতারূপে প্রকাশ পাইল, ক্রমে তাহার উদর আবিষ্কৃত হইল ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ— লোহিতং রক্তাদিসঞ্চারকমিন্দ্রিয়ং আভৃতং জাতম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোহিতং'—রক্তাদি সঞ্চালক ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল ॥ ৫৯ ॥

ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্তে্তয়োরভূৎ ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তত্র) ক্ষুৎপিপাসে (ইন্দ্রিয়-স্থানীয়ে) স্যাতাম্ এতয়োঃ (ক্ষুৎপিপাসয়োঃ দেবতা) তু সমুদ্রঃ অভূৎ (বভূব), অথ (চ) অস্য হৃদয়ং (কমলাকারং) ভিন্নং, হৃদয়াৎ (হৃদয়ে) মনঃ (ইন্দ্রিয়ম্) উত্থিতম্ (স্থতম্) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাহাতে ক্ষুৎপিপাসা প্রকাশ পাইল, ঐ দুই হইতে সমুদ্র উৎপন্ন হইল ; পরে বিরাট্ পুরুষের হৃদয় উৎপন্ন হইল ; তাহা হইতে মন উত্থিত হইল ॥ ৬০ ॥

মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ ।
অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্ত্যস্ততোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—মনসঃ চন্দ্রমা (দেবতা) জাতঃ, (বুদ্ধ্যাদীনামপি হৃদয়মেবাধিষ্ঠানং) বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়ং) বুদ্ধেঃ গিরাং পতিঃ (ব্রহ্মা দেবতা) অহঙ্কারঃ (ইন্দ্রিয়ং) ততঃ (তত্র) রুদ্রঃ (দেবতা) চিত্তং (ইন্দ্রিয়ং) ততঃ (তত্র) চৈত্ত্যঃ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ বাসুদেবঃ অধিষ্ঠাতা) অভবৎ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—মন হইতে চন্দ্রমা দেবতা, হৃদয় হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত উৎপন্ন হইল ; বুদ্ধি হইতে বাক্‌পতি ব্রহ্মা দেবতা আবির্ভূত হইলেন ; অহঙ্কার হইতে রুদ্র দেবতা এবং চিত্ত হইতে চৈত্ত্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বাসুদেব আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদয় এব মন আদ্যন্তঃকরণচতুষ্টয়-স্যাধিষ্ঠানং, গিরাং পতির্ব্রহ্মা। চৈত্ত্যঃ চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবঃ স এব চিত্তে উপাস্যদেবতা চ। স এব সমষ্টি-জীবস্য হিরণ্যগর্ভস্য প্রদ্যুম্নত্বেনান্তর্য্যামী। স এব ব্যষ্টিজীবানামনিরুদ্ধত্বেনান্তর্য্যামীতি ভাগবতা-

মৃতাজ্জ্ঞেয়ম্। ন তু চিত্তাধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞো জীব ইতি বাচ্যঃ, তস্য কর্ত্তৃত্বকরণত্বাদ্যভাবস্য সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতত্বাৎ। "আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" ইত্যাদাবপি চৈত্ত্য-শব্দেনান্তর্য্যামিন এবোক্তিঃ। কুচিচ্চ চৈত্ত্য-শব্দেন জীবাভিমানং তু চিত্তোপাধিত্বাদেব, ন তু চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হৃদয়ই মন প্রভৃতি (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—ইহারা) অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠান। 'গিরাং পতিঃ'—বাক্যের পতি ব্রহ্মা। 'চৈত্ত্যঃ'—চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব এবং তিনিই চিত্তে উপাস্যদেবতা। তিনিই সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভের প্রদ্যুম্ন-রূপে অন্তর্য্যামী। তিনিই (সেই বাসুদেবই) ব্যষ্টি জীবসকলের অনিরুদ্ধ-রূপে অন্তর্য্যামী ইহা ভাগবতামৃত হইতে জানিতে হইবে। এখানে চৈত্ত্য-শব্দে চিত্তের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব—এইরূপ বলা চলে না, কারণ তাহার (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের) কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বাদির অভাবই সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে (১১।২৯।৬)—"আচার্য্য-চৈত্ত্য-বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি"—অর্থাৎ যে আপনি বাহিরে আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব-রূপে এবং অন্তরে চৈত্ত্যবপুঃ অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থানপূর্ব্বক বিষয়বাসনা নিরস্ত করিয়া নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন—ইত্যাদি (উদ্ধবের উক্তির) স্থলেও 'চৈত্ত্য'—শব্দে অন্তর্য্যামীই উক্ত হইয়াছে। কোথাও যে চৈত্ত্য-শব্দের দ্বারা জীবের অভিমান—এইরূপ বলা হয়, উহা চিত্তের উপাধিত্ব-হেতুই, কিন্তু চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে নহে—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৬১ ॥

মধ্ব—চৈত্ত্যোঽপি ভগবান্ বিষ্ণুরন্তর্য্যামী চতুর্মুখাৎ।
স্বেচ্ছয়া ব্যক্তিমগমৎ ততোঽসৌ ব্রহ্মজঃ স্মৃতঃ ॥
॥ ৬১ ॥

এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—অভ্যুত্থিতাঃ (সাত্ত্বিকাৎ অহঙ্কারাৎ জাতাঃ) এতে হি (প্রসিদ্ধাঃ) দেবাঃ (যদা) অস্য (বিরাজং) উত্থাপনে (বহিশ্চেষ্টা-সম্পাদনে) ন এব অশকন্ (তদা) তং (বিরাজং) উত্থাপয়িতুং খানি (স্বস্বস্থানানি) ক্রমাৎ বিবিশুঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—এই সকল দেবতা উদ্ভূত হইয়াও বিরাট্ পুরুষকে উত্থিত করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন তাঁহারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে যথাক্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামন্তর্য্যামিন এব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং দর্শয়িতুমুক্তমেব প্রবেশং সর্ব্বেষাং পুনরাহ—এত ইত্যাদিনা ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা অন্তর্য্যামীরই সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব দেখাইবার জন্য, পূর্ব্বে উক্ত হইলেও পুনরায় সকলের (স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে) প্রবেশের কথা বলিতেছেন—'এতে' ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৬২ ॥

বহ্নির্ব্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—বহ্নিঃ (দেবতা) বাচা (ইন্দ্রিয়েণ সহ) মুখং ভেজে, তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, বায়ুঃ (দেবতা) ঘ্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ) সহ নাসিকে (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—বহ্নি বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মুখে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইলেন না; তৎপরে বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ॥ ৬৩ ॥

অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—আদিত্যঃ চক্ষুষা অক্ষিণী (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ। দিশঃ শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে আদিত্য দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত চক্ষুরন্ধ্রদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না; অনন্তর দিক্সকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত

কর্ণরন্ধ্রদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ॥ ৬৪ ॥

ত্বচং রোমভিরোষধ্যা নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বচং রোমভিঃ (সহ) ওষধ্যাঃ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, আপঃ রেতসা (শুক্রেণসহ) শিশ্নং (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—ঔষধিসকল লোমরূপ ইন্দ্রিয়সহ ত্বকে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ; অনন্তর জলরাশি শুক্র আশ্রয় করিয়া উপস্থে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না ॥ ৬৫ ॥

গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥ ৬৬॥

অন্বয়ঃ—মৃত্যুঃ অপানেন (সহ) গুদং (ভেজে), তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ; ইন্দ্রঃ বলেন হস্তৌ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—মৃত্যু অপানবায়ুসহ পায়ুদেশে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না। শেষে ইন্দ্র বলশক্তি ইন্দ্রিয়-সহ হস্তদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বিরাট্ পুরুষ তাহাতেও উঠিলেন না ॥ ৬৬ ॥

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুঃ গত্যা (ইন্দ্রিয়েণ সহ) এব চরণৌ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, নদ্যঃ লোহিতেন নাড়ীঃ (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—অবশেষে বিষ্ণু গতিশক্তিসহ পদদ্বয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাটের উত্থান হইল না ; নদীসকল রক্তসহ নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষ উত্থিত হইলেন না ॥ ৬৭ ॥

মধ্ব—যজ্ঞান্তস্থঃ স্বয়ংপাদৌ বিশন্নোত্থাপয়ৎ হরি।
শক্তোঽপি ব্রহ্মবায়োস্তু বলজ্ঞপ্ত্যৈ জনার্দ্দনঃ।
তৎস্থ উত্থাপয়ামাস ব্রহ্মদেহং বিশন্ প্রভুঃ ॥
॥ ৬৭ ॥

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৮॥

অন্বয়ঃ—সিন্ধুঃ ক্ষুৎতৃড়্ভ্যাম্ (সহ) উদরং (ভেজে), তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ, চন্দ্রঃ মনসা হৃদয়ং (ভেজে), তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ উদরে প্রবেশ করিল, কিন্তু বিরাট্ তাহাতেও উত্থান করিলেন না ; অনন্তর চন্দ্র মনসহ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তথাপি বিরাট্ পুরুষ উঠিলেন না ॥ ৬৮ ॥

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠৎ তদা বিরাট্ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা বুদ্ধ্যাপি হৃদয়ং (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ; রুদ্রঃ অভিমত্যা হৃদয়ং (ভেজে) তদা বিরাট্ নোদতিষ্ঠৎ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা বুদ্ধিসহ সেই হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ পুরুষের উত্থান হইল না ; তখন রুদ্র অভিমানসহ আবার সেই হৃদয়েই প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু বিরাট্ পুরুষ তখনও উঠিলেন না ॥ ৬৯ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। "যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব্ব এতীতি" শ্রুতিঃ। বৃহস্পতিঃ পুরোধাশ্চ ব্রহ্মা চ ব্রহ্মণঃ পতিরিত্যভিধানম্ ॥ ৬৯ ॥

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্‌যদা।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—চৈত্ত্যঃ (চিত্তাধিষ্ঠাতা) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (বাসুদেবঃ) চিত্তেন (স্বশক্তিভূতেন ইন্দ্রিয়েণ সহ) হৃদয়ং (হৃদয়কমলং স্বাধিষ্ঠানং) যদা প্রাবিশৎ, তদা এব বিরাট্ পুরুষঃ সলিলাৎ উদতিষ্ঠৎ (সলিলম্ অধিষ্ঠায় কার্য্যক্ষমঃ জাতঃ) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—অবশেষে চিত্তাধিষ্ঠাতা অন্তর্য্যামী পুরুষ যখন চিত্তসহ হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাট্ পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—চৈত্ত্যো বাসুদেবঃ স এব ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্য্যামী। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতমিতি" গীতোক্তেঃ ॥ ৭০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চৈত্ত্যঃ'—চৈত্ত্য বলিতে বাসুদেব, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। যেহেতু শ্রীগীতাতে (১০।৩) উক্ত হইয়াছে—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি", অর্থাৎ হে ভারত ! তুমি আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে বিদিত হও, ইত্যাদি ॥ ৭০ ॥

মধ্ব—অংশেন সুপ্তো ব্রহ্মাপি অংশেন নিরগাৎ তথা।
স্বদেহাদ্বায়ুসহিতো বিষ্ণুনা চ জগৎপ্রভু ॥
তমুত্থাপয়িতুং দেবাস্তানৃতে ত্রীন্ মহাবলান্।
নাশক্নুবংস্তেকসংস্থাস্ততস্তেঽববিশংস্ত্রয়ঃ ॥
উদতিষ্ঠদ্ব্রহ্মদেহস্তদা তেষাং প্রভাবতঃ।
বিশেষেণ হরেরেব প্রভাবেন শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥
চিত্তাভিমানী ব্রহ্মৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্তদ্গতো হরিঃ।
প্রাণবায়ুরিতি প্রোক্তস্তয়োরীশো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

তথ্য—ক্ষেত্রজ্ঞ—শ্রীগীতা ১৩শ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের বিচার আছে—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥

ভগবৎসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুপুরাণের ৬অং ৭অ, ৬০-৬২ শ্লোক—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ৭০ ॥

যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (জীবাত্মনা) বিনা প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ যথা প্রসুপ্তং পুরুষং (মনুষ্যাদিম্) ওজসা (স্ববলেন) উত্থাপয়িতুং ন প্রভবন্তি, (তথা বুদ্ধ্যাদয়ঃ দেবাঃ অপি ক্ষেত্রজ্ঞপ্রবেশমন্তরেণ বিরাজম্ উত্থাপয়িতুং ন অশক্নুবন্) ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ—যেমন জীবাত্মা বিনা প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিজবলে প্রসুপ্ত মনুষ্যাদি দেহকে জাগরিত করিতে পারে না, সেরূপ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাও ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবের প্রবেশ বিনা বিরাট্ দেহকে কার্য্যক্ষম করিতে পারিলেন না ॥ ৭১ ॥

বিশ্বনাথ—সমষ্টি-বিরাড়্দেহস্য ব্যষ্টিদেহং দৃষ্টান্তয়তি যথেতি। যেন চিত্তাধিষ্ঠাত্রা পরমেশ্বরেণ বিনা প্রসুপ্তং ব্যষ্টিং যথা উত্থাপয়িতুং ন শক্নুবন্তি, তথৈব যেন বিনা সমষ্টিবিরাড়পি নোদতিষ্ঠদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৭১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমষ্টি-বিরাট্ দেহের উত্থাপন বিষয়ে ব্যষ্টিদেহের দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'**যথা**' ইত্যাদি। 'যেন'—চিত্তের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে নিদ্রিত ব্যক্তিকে যেমন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ যে পরমেশ্বর ব্যতীত বহ্নি প্রভৃতি দেবগণও সমষ্টি-বিরাট্‌কে উত্থিত (কার্য্যক্ষম) করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৭১ ॥

তমস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥৭২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে ভক্তিযোগো নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন (ইতি প্রথমম্ ঈশ্বরে ভক্তিঃ ততঃ অন্যত্র বিরক্তিঃ ততঃ ঈশ্বরানুভবরূপং জ্ঞানং ততঃ) যোগপ্রবৃত্তয়া ধিয়া (ভক্তিযোগেন প্রবৃত্তেন একাগ্রেন চিত্তেন যজ্জ্ঞানং তেন) অস্মিন্ আত্মনি (শুদ্ধমনসি) তং প্রত্যাগাত্মানং (স্বপ্রকাশ-ভগবৎস্বরূপং) বিবিচ্য চিন্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ—অতএব প্রথমে পরমেশ্বরে ভক্তি, তজ্জনিত ইতর বিষয়ে বিরক্তি ও জ্ঞান, তাহা হইতে

একাগ্রচিত্ত এবং তাহা হইতে যে জ্ঞান, তাহাদ্বারা এই শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবৎস্বরূপ বিচারপূর্ব্বক চিন্তা করিবে ॥ ৭২ ॥

বিশ্বনাথ—সংখ্যানুকথনস্য প্রয়োজনমাহ— তং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যগ্‌জ্ঞানগম্যং পরমাত্মানং অস্মিন্ কার্য্যকারণসংঘাতে আত্মনি দেহে জীবাত্মন্যেব বা চিন্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষড়্‌বিংশোঽয়ং তৃতীয়েঽস্মিন্ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংখ্যানুকথনের প্রয়োজন বলিতেছেন—'তং প্রত্যগাত্মানং'—প্রত্যগাত্মা বলিতে প্রত্যক্-(অতীন্দ্রিয়) জ্ঞানগম্য পরমাত্মাকে (অন্তর্য্যামিকে), 'অস্মিন্ আত্মনি'—এই কার্য্য-কারণ-সংঘাতরূপ দেহে, অথবা জীবাত্মাতেই চিন্তা করিবে ॥ ৭২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৬ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—
প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান-সাধন-বিস্তৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকদ্বারা মোক্ষ-রীতি নিরূপিত হইতেছে।

জীবাত্মা নির্ব্বিকার,—সূর্য্যকিরণকণসমূহ জলে পতিত হইলেও যেমন জলধর্ম্মাক্রান্ত হয় না, জীবাত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতিস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণের সহিত লিপ্ত না হইয়াও থাকিতে পারেন। কিন্তু যখন জীব প্রকৃতির গুণে আসক্ত হইয়া পড়ে, তখনই সে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হয় এবং উচ্চনীচ বহু যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যিনি সংসার পদবী অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও তীব্র-বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করেন। তাঁহার দেহে ও দেহের আনুষঙ্গিক স্ত্রীপুত্রাদিতে 'আমি ও আমার' অসদাগ্রহ আদৌ থাকে না। যেরূপ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া কাষ্ঠকেই দগ্ধ করে, তদ্রূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন ও ভগবৎকথা-শ্রবণে পরিপুষ্ট তীব্র ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা পুরুষের প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ দূরীভূত হয়। তিনি ব্রহ্মলোকাবধি কোনও লোক বা অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন না; ভক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্বে পারদর্শী হইয়া নিত্যধামে গমন করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ অপি (প্রাকৃত-দৈব মনুষ্যাদি-শরীরে স্থিতোঽপি) নির্গুণত্বাৎ অকর্ত্তৃত্বাৎ অবিকারাৎ (রাগাদি-বিকারাভাবাৎ চ) জলার্কবৎ (জলে প্রতিবিম্বিত-সূর্য্য ইব) প্রাকৃতৈঃ গুণৈঃ (তৎকৃতৈঃ পুণ্যপাপাদিভিঃ সুখদুঃখাদিভিঃ চ) নাজ্যতে (ন লিপ্যতে)। (যথা জলগতাঃ কম্পাদয়ঃ প্রতিবিম্বিতে অর্কে প্রতীয়মানা অপি বস্তুতঃ অর্কগতা ন ভবন্তি, তথা অন্তঃকরণগতা এব প্রাকৃত-সুখদুঃখাদয়ঃ অধ্যাসেন আত্মনি প্রতীয়ন্তে ন তু তত্র বস্তুতঃ সন্তীত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিলেন—

মাতঃ, জলমধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকিরণ যেরূপ জলের সহিত লিপ্ত হয় না, শুদ্ধজীবাত্মাও সেইরূপ দেহগত হইয়াও অবিকারত্ব, অকর্ত্তৃত্ব ও নির্গুণত্বহেতু সুখ-দুঃখাদি প্রাকৃত গুণের সহিত অসম্পৃক্তভাবে থাকিতে পারেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তবিংশে ভক্তিমিশ্রজ্ঞানসাধনবিস্তৃতেঃ।
পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেকাচ্চ মোক্ষরীতিরুদীর্য্যতে ॥০॥

বিবেকজ্ঞানেন মোক্ষমুপপাদয়িতুং জীবাত্মানং প্রকৃতের্বিবিক্তত্বেন দর্শয়তি—প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো জীবঃ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োর্নির্গুণত্বাদকর্ত্তৃত্বং ততোঽবিকারিত্বং তস্মাদ্ধেতোর্নাজ্যতে। জলার্কবৎ জলস্থঃ সূর্য্যমণ্ডলকিরণ ইব, ন বস্তুতো জলধর্ম্মাক্রান্তঃ—যদা হি পবননিবন্ধনো জলস্য কম্পঃ স্যাৎ, তদা তদনুগতস্য জলার্কস্যাপি কম্পঃ স্যাৎ। যদুক্তং "জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যত" ইতি, অতএব মনসঃ সম্যক্ শুদ্ধৌ সত্যাং ত্বংপদার্থোঽপি শুদ্ধ্যতীতি। মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিতি শাস্ত্রম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তবিংশ অধ্যায়ে ভক্তি-মিশ্র জ্ঞান-সাধনের বিস্তৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকের দ্বারা মোক্ষ-রীতি বলা হইতেছে ॥ ০ ॥

বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবাত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখাইতেছেন —'প্রকৃতিস্থঃ অপি', প্রকৃতিস্থ বলিতে প্রকৃতির কার্য্য দেব, মনুষ্যাদির শরীরে অবস্থিত হইলেও পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মা, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে নির্গুণত্ব-হেতু অকর্ত্তৃত্ব, তাহাতে অবিকারিত্ব (রাগ-লোভাদি বিকারের অভাবত্ব), অতএব প্রকৃতির গুণ যে পাপ-পুণ্যাদি ও সুখ-দুঃখাদি, তাহাতে লিপ্ত হয় না। 'জলার্কবৎ'—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যমণ্ডলের কিরণের ন্যায়, বস্তুতঃ কিন্তু জলের ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত নহে। যখন বায়ুর দ্বারা জলের কম্পন হয়, তখন তদনুগত জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্বেরও কম্পন বোধ হয়। যদ্রূপ শ্রীভাগবতে (১০।১।৪৩) শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"জ্যোতি র্যথৈব" ইত্যাদি, অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ যেমন জলপূর্ণ মৃন্ময় ঘটাদিতে অথবা জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুবেগের অনুগত বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ দেহাভিমানী জীব নিজ অবিদ্যার দ্বারা রচিত দেহগেহাদিতে অনাদি কর্ম্ম-মূলক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মনের সম্যক্‌রূপে শুদ্ধি হইলে, ত্বংপদার্থ ও (জীবাত্মাও) শুদ্ধ হয়। মনই মনুষ্য-গণের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ—ইহাই শাস্ত্র ॥ ১ ॥

স এব যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পুরুষঃ) এব যর্হি (যদা) প্রকৃতেঃ গুণেষু (প্রাকৃত-সত্ত্বরজোস্তমোগুণেষু) অভিবিসজ্জতে (সর্ব্বতোভাবেন আসজ্জতে), (তর্হি) সঃ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারমোহিতধীঃ সন্) 'অহং কর্ত্তা' (আত্মানং সুখদুঃখফলভোগকর্ত্তারম্) ইতি মন্যতে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কিন্তু সেই জীবই যখন আবার সুখ-দুঃখাদিরূপ প্রকৃতির গুণে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া পড়েন, তখনই অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন ॥২॥

বিশ্বনাথ—তস্যাভিমাননিবন্ধন এব সংসার ইত্যাহ—স এবেতি দ্বাভ্যাম্। যর্হি জাগরস্বপ্নয়োঃ ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই জীবের অভিমান-বশতঃই (অর্থাৎ দেহ, গেহাদিতে আমি, আমার—এই-রূপ অভিমান-হেতুই) সংসার (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহ), ইহা বলিতেছেন—'স এব', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'যর্হি'—যখন, অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্ন-কালে ॥ ২ ॥

তথ্য—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥গীঃ ৩।২৭॥২॥

তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেতনির্ব্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তেন (কর্ত্তৃত্বাভিমানেন) প্রাসঙ্গিকৈঃ (প্রকৃতিসঙ্গকৃতৈঃ) কর্ম্মদোষৈঃ (পুণ্যপাপাত্মকৈঃ) অবশঃ (বিহ্বলঃ অতএব) অনির্ব্বৃতঃ (সুখং অলভমানঃ সন্) সদসন্মিশ্রযোনিষু (দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু)

সংসারপদবীং (জন্মমরণাদি-লক্ষণাং) অভ্যেতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সেই কর্ত্তৃত্বাভিমানে অবশ হইয়া জীব প্রকৃতির সংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি উত্তমাধম বহু যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং কর্ম্মায়ত্ত সুখদুঃখোপভোগে নিবৃত্ত হইতে না পারিয়া সংসার-পদবী প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকৈঃ প্রকৃতিপ্রসঙ্গভবৈঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'প্রাসঙ্গিকৈঃ' — প্রকৃতির সংসর্গ হইতে উত্থিত দেহাদি-কৃত (পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মদোষে) ॥ ৩ ॥

তথ্য—শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে—

"চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণে করেন আদর ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥
'আমি—নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র ॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥

চৈঃ চঃ—মধ্য, ২০শ পঃ—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ৩ ॥

**অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৪ ॥**

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) যথা স্বপ্নে অর্থে (কর্ম্মরূপে অবিদ্যমানেঽপি অনর্থাগমঃ (অনর্থস্য স্বশিরচ্ছেদাদিরূপস্য আগমঃ প্রাপ্তিঃ জাগরণম্ অন্তরেণ) ন নিবর্ত্ততে, তথা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ অস্য (জীবাত্মনঃ) সংসৃতিঃ (মনুষ্যাদিষু ভ্রমণং তত্র সুখদুঃখাদিসাক্ষাৎকারশ্চ) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে জীব এত আসক্ত হয় যে, স্বপ্নাবস্থায় যেমন অসত্যবস্তুও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ অবাস্তব বস্তুসকলও অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের নিকট বাস্তববস্তু বলিয়া ভ্রম হয়; সুতরাং তাদৃশ পুরুষের সংসারনিবৃত্তি হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বকারণত্বাদ্যভাবাদ্বস্তুতঃ কর্ম্মাভাবেঽপি দেহকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ কথং বন্ধস্তত্রাহ—অর্থে কর্ম্মরূপে বস্তুনি বস্তুতোঽবিদ্যমানেঽপি কর্ত্তৃত্বাভিমানেন বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নে খল্বনর্থস্যাপ্যধিগমঃ সাভিমানবিষয়ধ্যানপরিপাকাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, জীবের কর্ত্তৃত্ব ও কারণত্বাদির অভাবহেতু বস্তুতঃ কর্ম্মেরও অভাব, তাহা হইলে দেহকৃত কর্ম্মসকলের দ্বারা কিরূপে জীবাত্মার বন্ধন হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'অর্থে', কর্ম্মরূপ বস্তু বস্তুতঃ অবিদ্যমান হইলেও কর্ত্তৃত্বের অভিমানবশতঃ বিষয়সমূহের চিন্তা করিতে করিতে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্বপ্নে', যেমন স্বপ্নে অনর্থ অর্থাৎ অসত্য বস্তু-সকলের যে আগমন হয়, তাহা অভিমান বিষয়ের ধ্যানের পরিপাকেই হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ৪ ॥

মধ্ব—অজ্ঞানং সুপ্তিশব্দোক্তং স্বপ্নশ্চৈব বিপর্য্যয়ঃ ইতি ভারতে ॥ ৪ ॥

**অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥ ৫ ॥**

অন্বয়ঃ—অতঃ (তস্মাৎ) এব অসতাং (দুষ্টানাং ইন্দ্রিয়াণাং) পথি (বিষয়মার্গে) প্রসক্তং (প্রকর্ষেণ সক্তং) চিত্তং, তীব্রেণ ভক্তিযোগেন বিরক্ত্যা চ শনৈঃ বশং নয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অতএব চিত্ত বিষয়পথে ধাবিত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করা উচিত ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতো বিষয়ধ্যানমনর্থহেতুরতো মনো নিয়ন্তব্যমিত্যাহ—অত ইতি। ভক্তিশ্চ যোগশ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তেন, তীব্রেণ বলিষ্ঠেন ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু বিষয়ের ধ্যানই অনর্থের হেতু, অতএব মনকেই সংযত (নিয়মিত) করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'অতঃ' ইতি। 'ভক্তি-যোগেন'—ভক্তি এবং যোগ, তাহাদের দ্বারা, এখানে দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে। 'তীব্রেণ'—তীব্র বলিতে বলিষ্ঠ, (অর্থাৎ সুদৃঢ়া ভক্তি ও একান্ত বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে ক্রমশঃ বশীভূত করিতে হইবে।) ॥ ৫ ॥

———

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্ব্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা ॥ ৭ ॥
যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্মুনিঃ।
বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৮ ॥
সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্ব্বন্নসদাগ্রহম্।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৯ ॥
নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ।
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥ ১০ ॥
মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে।
সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ (যোগমার্গৈঃ) অভ্যসন্ (পুনঃ পুনঃ চিত্তং একাগ্রীকুর্ব্বন্) শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ময়ি (ভগবতি) সত্যেন (ফলাভিসন্ধিরহিতেন) ভাবেন (প্রেম্না) মৎকথাশ্রবণেন চ (চকারাৎ কীর্ত্তন-স্মরণাদিনা), সর্ব্বভূতসমত্বেন (সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন সমদৃষ্টয়া) নির্ব্বৈরেণ (বৈরত্যাগেন) অপ্রসঙ্গতঃ (সর্ব্বত্র আসক্তিত্যাগেন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (অষ্টাঙ্গেন) মৌনেন (বৃথালাপবর্জ্জনেন) মহীয়সা (ঈশ্বরে অর্পিতেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ববর্ণাশ্রম-বিহিত-ধর্ম্মেণ) যদৃচ্ছয়া (প্রযত্নং বিনা) উপলব্ধেন (প্রাপ্তেন অন্নাদিনা) সন্তুষ্টঃ মিতভুক্ (পরিমিতম্ এব ভুঞ্জানঃ) মুনিঃ বিবিক্তশরণঃ (একান্তবাসী) শান্তঃ (রাগাদিহীনঃ) মৈত্রঃ (সর্ব্বেষাং হিতেচ্ছু) করুণঃ (দয়াবান্) আত্মবান্ (ধৈর্য্যবান্) সানুবন্ধে (পুত্রকলত্রাদিষু অনুবন্ধসহিতে) অস্মিন্ দেহে অসদাগ্রহম্ (অহং-মমাভিমানম্) অকুর্ব্বন্ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ দৃষ্টতত্ত্বেন (দৃষ্টং তত্ত্বং যাথাত্ম্যং যেন তেন) জ্ঞানেন, নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানঃ (নিবৃত্তানি বুদ্ধ্যবস্থানানি জাগ্রদাদীনি যস্য সঃ অতএব) দূরীভূতান্যদর্শনঃ (দূরীভূতম্ অন্যস্য ভগবদ্ব্যতিরিক্তস্য দর্শনং যস্য সঃ) আত্মদৃক্ চক্ষুষা অর্কম্ ইব আত্মনা (অহঙ্কারাবচ্ছিন্নেন) আত্মানম্ (শুদ্ধং) উপলভ্য মুক্তলিঙ্গং (দেহাদ্যুপাধিবিনির্মুক্তম্) অসতি (মিথ্যাভূতে অহঙ্কারে) সদাভাসং (সদ্রূপেণ আভাসমানং) সতঃ (কারণস্য প্রধানস্য) বন্ধুং (অধিষ্ঠানং) অসচ্চক্ষুঃ (অসতঃ কার্যস্য চক্ষুরিব প্রকাশকং) সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম্ (সর্ব্বেষু কার্য্যকারণেষু অনুস্যূতম্ অদ্বয়ং পরিপূর্ণং) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥৬-১১॥

অনুবাদ—ভক্তিযোগপ্রধান যোগমার্গদ্বারা চিত্তকে পুনঃ পুনঃ একাগ্র করিয়া শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে আমাতে অকপট প্রেম, আমার কথা-শ্রবণ, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, নির্ব্বৈরতা, অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য' বৃথা প্রজল্প-পরিত্যাগ ও অব্যক্তমনোবেগ-ধারণ, ঈশ্বরার্পিত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম, যদৃচ্ছা-লব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, পরিমিতাহার, একান্তে বাস, সমগুণ, মৈত্র, কারুণ্য ধৃতি, দেহে অথবা দেহের আনুষঙ্গিক পুত্রকলত্রাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ অসদাগ্রহশূন্যতা, এবং প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বোপলব্ধিযোগ্য জ্ঞানদ্বারা আমাকে লাভ করা যায়। জ্ঞানী শুদ্ধচিৎকণ জীবাত্মা ভক্তিযোগে পূর্ণচৈতন্যনিধি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহার মনের সংকল্প-বিকল্পাদি ধর্ম্ম এবং ভগবদ্-ব্যতিরিক্ত বাহ্য দর্শন থাকে না; সুতরাং যেরূপ চক্ষুগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দ্বারা গগনস্থ সূর্য্য প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ তিনিও শুদ্ধজীবাত্ম চৈতন্যের দ্বারা পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতে তিনি উপাধিস্পর্শশূন্য মিথ্যাভূত অহঙ্কারে সদ্রূপে ভাসমান, কারণরূপ প্রধানের অধিষ্ঠান, মহত্তত্ত্বাদি কার্য্যের প্রকাশক এবং কার্য্য ও কারণাদি নিখিল বস্তুতে অনুস্যূত পরিপূর্ণস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬-১১ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং প্রপঞ্চয়ন্ জ্ঞানেন মোক্ষ-প্রকারমাহ—যমাদিভির্যোগপথৈঃ অভ্যসন্ অভ্যাসেন চিত্তমেকাগ্রীকুর্ব্বন্ জীবাত্মা পরমাত্মানমুপলভ্য সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ং তং প্রতিপদ্যতে ইতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ। ময়ি

সত্যেন ভাবেন মদ্রূপ-নাম-লীলাদীনাং সত্যত্বদৃষ্ট্যা ময়ি যঃ সত্যো ভাবঃ সত্যত্বভাবনা তেন, ন তু মায়া-শবলিত-ব্রহ্মত্বদৃষ্ট্যা ময্যায়ত্যামসত্যত্বভাবনয়েত্যর্থঃ। তথাত্বে, "ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ, আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ। পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুস্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" ইতি, "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" ইতি, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি, "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইত্যাদিভ্যো ভগবদ্বিগ্রহাদৌ চিদানন্দভিন্নত্বভাবনা-লক্ষণাবজ্ঞয়া জ্ঞানিনামপি মোক্ষাভাবাবগতেঃ। মহীয়সা ঈশ্বরার্পিতেন। বিবিক্তশরণঃ একান্তবাসী, আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ। অসদাগ্রহং অহং-মমতাম্। প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ দৃষ্টং তত্ত্বং যেন তাদৃশেন জ্ঞানেন নিবৃত্তানি বুদ্ধ্যবস্থানানি জাগ্রদাদীনি যস্য সঃ। ততশ্চ জ্ঞানী শুদ্ধেন জীবাত্মনৈব পরমাত্মানং ভক্ত্যৈবানুভূয় তমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ—উপলভ্যেতি। আত্মনা শুদ্ধজীবেন চিৎকণেন আত্মানং পরমাত্মানং পূর্ণচৈতন্যনিধিং উপলভ্য ভক্ত্যানুভূয় চক্ষুষা পাটলাদিদোষরহিতেন জ্যোতিঃকণেন অর্কং জ্যোতির্নিধিমিব। আত্মদৃক্ জ্ঞানী প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি। অত্র পাটলাদিদোষরহিতেনাপি চক্ষুষা যথোলূকাদিরর্কং ন পশ্যতি, কিন্তু তদ্ভিন্নো মনুষ্যাদিরেবার্কং পশ্যতি, তথৈব শুদ্ধেনাপি জীবাত্মনা ভক্তিরহিতো জ্ঞানী পরমাত্মানং নানুভবতি কিন্তু ভক্তিমানেবানুভবতি। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তং কীদৃশং মুক্তৈর্লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে ইতি তমিত্যনেনানুভবজ্ঞানবিষয়ীভূতত্বং তস্যোক্তম্। অসতি নশ্বরে জগতি সদেব ভ্যসতেঽন্তর্য্যামিত্বেনেতি তম্। সতঃ কারণস্য বন্ধুং পতিং অসতঃ কার্য্যস্য মহদাদেশ্চক্ষুরিব প্রকাশকং সর্ব্বেষু কার্য্যকারণেম্বনুস্যূতং পরিপূর্ণং অদ্বয়মেকমিতি বিশেষণপঞ্চকেনানুভবজ্ঞানপূর্ব্বদশায়াং তস্য শাস্ত্রোত্থজ্ঞানবিষয়ীভূতত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥ ৬-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিবৃত করিবার জন্য জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষের প্রকার বলিতেছেন—'যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ', যমাদি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি) যোগমার্গের দ্বারা, 'অভ্যাসন্'—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে একাগ্র (একনিষ্ঠ) করিয়া, জীবাত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতঃ, 'সর্ব্বত্র অনুস্যূত সেই অদ্বয়-তত্ত্বকে প্রাপ্ত হন'—ইহা ষষ্ঠ শ্লোকের (১১ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের) সহিত অন্বয় হইবে। 'ময়ি সত্যেন ভাবেন'—আমার রূপ, নাম, লীলাদির সত্যত্ব (নিত্যত্ব) দৃষ্টিতে আমাতে যে সত্য ভাব, অর্থাৎ সত্যত্ব ভাবনা, তাহার দ্বারা, কিন্তু মায়া-শবলিত (মায়োপহিত) ব্রহ্মত্ব-দৃষ্টিতে পরে আমাতে অসত্য-ভাবনার দ্বারা নহে, এই অর্থ। সেইরূপ হইলে—"ত্বয্যস্তভাবাদ্" (ভাঃ ১০।২।৩২) ইত্যাদি, অর্থাৎ গর্ভস্তুতিতে দেবগণ বলিলেন—হে অরবিন্দাক্ষ! যাঁহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ এবং তাঁহারা বহুজন্মের তপস্যার দ্বারা মোক্ষ-সন্নিহিত পদ প্রাপ্ত হইয়াও, আপনার শ্রীচরণ-যুগলে অনাদর-বশতঃ অধঃপতিত হন। তথা—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতম্" (১।৫।১২), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন—সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও অচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিত অর্থাৎ হরিভক্তি-বিবর্জ্জিত হইলে, অধিক শোভা পায় না (অর্থাৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না), ঈশ্বরে অনর্পিত নিরন্তর অমঙ্গল রূপ যে কাম্য ও অকাম্য কর্ম্ম, ইহারা হরি-ভক্তি-বর্জ্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? শ্রীগীতাতে (৯।১১) উক্ত হইয়াছে—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া' ইত্যাদি, অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া, ভক্তজনের ইচ্ছাবশতঃ প্রকটিত আমার শুদ্ধসত্ত্বময়ী নরাকৃতি শ্রীবিগ্রহকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীভাগবতে (১১।৫।৩)—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি", অর্থাৎ শ্রীচমস নামক যোগীন্দ্র বলিলেন—ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মোহবশতঃ নিজেদের উৎপাদনকারী সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে ভজনা করে না, কিংবা তাঁহাকে জানিয়াও উপেক্ষা করে, তাহারা কৃতঘ্নতা-দোষে দূষিত হইয়া স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃ-পতিত হয়। ইত্যাদি প্রমাণবশতঃ শ্রীভগবানের

বিগ্রহাদিতে চিদানন্দ-ভিন্নত্ব ভাবনারূপ (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীভগবান্—এইরূপ ভাবনা না করায়) অবজ্ঞার ফলে, জ্ঞানিগণেরও মোক্ষের অভাবই অবগত হওয়া যায়। 'মহীয়সা'—মহীয়ান্, অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পিত স্ব-বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের দ্বারা। 'বিবিক্তশরণঃ'—একান্তবাসী (নির্জ্জনে বাসকারী)। 'আত্মবান্' বলিতে ধৈর্য্যযুক্ত। 'অসদাগ্রহ' বলিতে অনিত্য দেহাদিতে আমি, আমার—এইরূপ আগ্রহ (না করিয়া)। প্রকৃতি ও পুরুষের (হেয় ও উপাদেয়ত্বরূপে) 'দৃষ্টতত্ত্বেন জ্ঞানেন'—দৃষ্ট হইয়াছে তত্ত্ব অর্থাৎ যাথাত্ম্য যাহাতে, তাদৃশ জ্ঞানের দ্বারা, 'নিবৃত্ত-বুদ্ধ্যবস্থানঃ'—নিবৃত্ত হইয়াছে বুদ্ধি অর্থাৎ মনের জাগ্রদাদি অবস্থান যাঁহার, তিনি।

তারপর জ্ঞানী শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই অনুভব করতঃ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন, ইহা বলিতেছেন—'উপলভ্য', ইত্যাদি। 'আত্মনা'—এখানে আত্মা বলিতে শুদ্ধ-জীব অর্থাৎ চিৎকণ, তাহার দ্বারা, পূর্ণচৈতন্যনিধি পরমাত্মাকে ভক্তির দ্বারা অনুভব করিয়া, 'চক্ষুষা'—পাটলাদি দোষ-রহিত জ্যোতিঃকণের দ্বারা, 'অর্কং'—জ্যোতিঃ-সমুদ্রের ন্যায় পরমাত্মাকে আত্মদর্শী জ্ঞানী উপলব্ধি করেন। (লোকে যেমন নেত্রস্থিত সূর্য্যদ্বারা আকাশের সূর্য্যকে অবলোকন করে, সেইরূপ 'আত্মদৃক্', অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি বাহ্যদৃষ্টিরহিত আত্মদর্শী জ্ঞানী নিজের বুদ্ধিতে অবস্থিত চৈতন্যদ্বারা শুদ্ধ আত্মাকে (ব্রহ্মকে) ভক্তির দ্বারাই অনুভব করিতে পারেন।) এখানে পাটলাদি দোষরহিত চক্ষুর দ্বারাও যেমন উলূক (পেঁচা) প্রভৃতি সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন মনুষ্য প্রভৃতিই সূর্য্যকে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ শুদ্ধ জীবাত্মার (শুদ্ধ চৈতন্যের) দ্বারাও ভক্তি-রহিত জ্ঞানী পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারেন না, কিন্তু ভক্তিমান্ জনই অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (ভাঃ ১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র অহৈতুকী ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রাহ্য। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (শ্রীগীতা ১৮।৫৫), অর্থাৎ আমি যেরূপ ও যাহা, সাধক একমাত্র পরমা ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন (অর্থাৎ পরমানন্দ অনুভব করেন)।

কিরূপ তাঁহাকে ? তাহাতে বলিতেছেন—'মুক্তলিঙ্গং', মুক্তগণের দ্বারা জ্ঞাত হন যিনি, তাঁহাকে ইহার দ্বারা তাঁহার (সেই পরমাত্মার) অনুভব জ্ঞানের বিষয়ীভূতত্ব উক্ত হইল। 'অসতি সদাভাসং'—অন্তর্য্যামিত্ব-হেতু এই নশ্বর জগতে সতের ন্যায় যিনি প্রকাশমান, তাঁহাকে। 'সতঃ বন্ধুং'—সৎ অর্থাৎ কারণের (প্রধানের) যিনি বন্ধু বলিতে পতি (অধিষ্ঠান), 'অসচ্চক্ষুঃ'—মহদাদি অসৎকার্য্যের যিনি চক্ষুর মত প্রকাশক, তাঁহাকে। সমস্ত কার্য্য ও কারণসমূহে যিনি অনুস্যূত অর্থাৎ পরিপূর্ণ, সেই অদ্বয় (স্বজাতীয় দ্বিতীয়-রহিত) একমাত্র আমাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করে। এখানে (সদাভাস, স্বতো বন্ধু, অসচ্চক্ষুঃ, সর্ব্বানুস্যূত ও অদ্বয়)—এই পাঁচটি বিশেষণের দ্বারা অনুভব-জ্ঞানের পূর্ব্বদশাতে, তাঁহার শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূতত্ব জ্ঞাপিত হইল ॥ ৬-১১ ॥

মধ্ব—বুদ্ধেরবস্থানং হি নিদ্রাদি ॥ ১০ ॥

তথ্য—সতঃ বন্ধুম্—'সৎ'-শব্দে কারণ বা প্রধান ; 'বন্ধু'-শব্দে অধিষ্ঠান। সুতরাং শুদ্ধজীবস্বরূপ হইতে ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যবিশেষ প্রতিপন্ন হইল (শ্রীধর) ॥১১॥

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥ ১২ ॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা জলস্থঃ (জলে স্থিতঃ) আভাসঃ (সূর্য্যপ্রতিবিম্বঃ যদা গৃহান্তর্ব্বর্তিভিত্তৌ স্ফুরতি, তদা গৃহকোণস্থিতৈঃ পুরুষৈঃ ভিত্ত্যাদৌ স্থলে স্থিতঃ আভাসঃ দৃশ্যতে), স্থলস্থেন (স্থলে স্থিতেন) স্বাভাসেন (সূর্য্যপ্রতিবিম্বেন যথা জলস্থঃ আভাসঃ) অবদৃশ্যতে (লক্ষ্যতে) যথা (চ) জলস্থেন দিবি স্থিতঃ সূর্য্যঃ অবদৃশ্যতে (লক্ষ্যতে), এবং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ (দেহেন্দ্রিয়মনোভিঃ অবচ্ছিন্নৈঃ) স্বাভাসৈঃ (আত্মপ্রতিবিম্বৈঃ) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণং) অহঙ্কারঃ সদাভাসেন (সতঃ ব্রহ্মণঃ আভাসঃ যস্মিন্ তেন রূপেণ)

লক্ষিতঃ (ভবতি), অনেন চ অহঙ্কারেণ সদাভাসবতা) সত্যদৃক্ (পরমার্থজ্ঞপ্তিরূপঃ আত্মা লক্ষিতঃ ইত্যর্থঃ)॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—জলমধ্যে প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব গৃহাভ্যন্তরস্থ ভিত্তিগাত্রে পরিস্ফুরিত হইলে সেই গৃহকোণস্থ পুরুষ যেমন স্থলস্থ ঐ সূর্য্যপ্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করিয়া জলস্থ সূর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন এবং জলস্থ প্রতিবিম্বযোগ হইতে যেমন গগনস্থ সূর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন—এই ত্রিবিধ অবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রতিবিম্বদ্বারা ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারযুক্ত জীবপ্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়, পরে সেই জীবাত্মার ভক্তিযুক্ত প্রকাশদ্বারা সত্যজ্ঞানানন্দ পরমাত্মা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং জীবাত্মৈব কেন প্রকারেণ জ্ঞাতব্যস্ততস্তেন পরমাত্মা চেত্যত্র সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। জলে স্থিত আভাসঃ প্রতিবিম্বাকারো নিষ্কম্পঃ সূর্য্যপ্রকাশো যদা গৃহান্তর্বর্তি-স্বচ্ছভিত্ত্যাদৌ স্থলে স্ফুরতি, তদা গৃহকোণস্থিতৈঃ পুরুষৈঃ প্রথমং স্থলস্থ আভাসো দৃশ্যতে, ততশ্চ কুতোহয়ং প্রকাশ ইতি পরামৃষদ্ভিস্তৈস্তেন স্থলস্থেন স্বাভাসেন শোভনসূর্য্যপ্রকাশেন জলস্থো নিষ্কম্প আভাসোহবদৃশ্যতে লক্ষ্যতে। পুনশ্চায়মপ্যাভাসঃ কুত ইতি তথা তেনৈব প্রকারেণ তেন জলস্থেন স্বাভাসেন শোভনপ্রকাশেন দিবি স্থিতঃ সূর্য্যোহবদৃশ্যতে। এবমেব বিবেকিভিঃ প্রথমং ভূতেন্দ্রিয়মনাংসি চৈতন্যবত্ত্বাৎ পরমাত্মপ্রকাশবন্তি দৃশ্যন্তে, ততশ্চ জড়েষ্বেষু পরমাত্মপ্রকাশোহয়ং কুতোহস্তি ইতি ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ ভূতেন্দ্রিয়মনোবর্তিভিঃ স্বাভাসৈস্ত্রিবৃদহঙ্কার উপাধিত্বেন বর্ত্ততে যস্য স জীবাত্মা পরমাত্মনঃ প্রকাশসংভূতঃ কিরণরূপো লক্ষিতঃ। ততশ্চানেন জীবাত্মনা সদাভাসেন সতা ভক্তিমতা প্রকাশেন সত্যদৃক্ সত্যজ্ঞানানন্দঃ পরমাত্মা লক্ষিত উপলব্ধঃ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে জীবাত্মাই কিপ্রকারে জানা যায়, এবং তারপর তাহার দ্বারা পরমাত্মা—ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা জলস্থঃ'—জলে স্থিত আভাস (সূর্য্য-প্রতিবিম্ব), অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আকার নিষ্কম্প সূর্য্যের প্রকাশ যখন গৃহান্তর্ব্বর্ত্তী স্বচ্ছ ভিত্তি প্রভৃতি স্থলে পরিস্ফুরিত হয়, তখন সেই গৃহের কোণস্থিত পুরুষ প্রথমে স্থলস্থ আভাস (ঐ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব-স্ফূর্ত্তি) দেখিয়া থাকেন, তারপর কোথা হইতে এই প্রকাশ—এইরূপ পর্য্যালোচনা করতঃ, 'স্থলস্থেন স্বাভাসেন'—সেই স্থলস্থিত শোভন সূর্য্যপ্রকাশের দ্বারা, জলস্থ নিষ্কম্প আভাস লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তারপর পুনরায় এই আভাস কোথা হইতে আসিল—এই চিন্তা করতঃ সেই প্রকারেই সেই জলস্থ শোভন প্রকাশের দ্বারা (অর্থাৎ জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব দ্বারা), আকাশে স্থিত সূর্য্য দেখিয়া থাকেন। এই প্রকার বিবেকিগণ প্রথমতঃ ভূত (দেহ), ইন্দ্রিয় ও মন—এই তিনটিকে চৈতন্যযুক্ত বলিয়া পরমাত্মার প্রকাশরূপে দেখিয়া থাকেন। তারপর এই সকল জড়ে পরমাত্মার প্রকাশ কোথা হইতে আসিল ? এই-চিন্তা করতঃ, 'ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ'—দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোবর্ত্তী স্বাভাস দ্বারা (অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন—এই তিন আধারস্থিত আত্ম-প্রতিবিম্ব দ্বারা), 'ত্রিবৃদহঙ্কারঃ'—ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার উপাধিরূপে যাহার বর্ত্তমান, সেই জীবাত্মাকে, পরমাত্মার প্রকাশসম্ভূত কিরণরূপ বলিয়া লক্ষ্য করেন। তারপর এই জীবাত্মা 'সদাভাসেন'—সদাভাস বলিতে ভক্তিযুক্ত প্রকাশের দ্বারা, 'সত্যদৃক্'—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥

মধ্ব—শেষস্য প্রতিবিম্বাস্তু দেবাঃ শেষস্তু ব্রহ্মণঃ।
স পরব্রহ্মণশ্চৈব তে স্ববিম্বপ্রদর্শকাঃ।
ততঃ স্ববিম্বদ্বারেণ পরমাত্মপ্রদর্শনম্ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৩ ॥

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৫ ॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (নিদ্রাবস্থায়াং) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিষু (ভূতানি, সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাণি, ইন্দ্রিয়াণি, মনঃ, বুদ্ধিঃ, আদিঃ অহঙ্কারঃ তেষু) অসতি (অসৎ-তুল্যে অল্পাকৃতে) নিদ্রয়া লীনেষু (সৎসু) যঃ তত্র

(তদা) বিনিদ্রঃ নিরহংক্রিয়ঃ দ্রষ্টা অহংকরণে (অহঙ্কারেঽপি) নষ্টে (সতি স্বয়ং) অনষ্টঃ (অপি) নষ্টবিত্তঃ ইব (যথা স্বয়ম্ অনষ্টঃ অপি) আতুরঃ (ব্যকুলঃ সন্) নষ্টবৎ (ভবতি তথা) মৃষা (এব) আত্মানং (নষ্টবৎ) মন্যমানঃ (ভবতি, ন তথা প্রকাশতে), তদা সাহংকারস্য (অহঙ্কারসহিতস্য) দ্রব্যস্য (কার্য্যকারণ-সংঘাতস্য) যঃ অনুগ্রহঃ (প্রকাশকঃ) অবস্থানম্ (আশ্রয়ম্) (তম্) আত্মনম্ অসৌ (বিবেকিজনঃ) এবং প্রত্যবমৃষ্য (বিচারেণ বিবিচ্য) আত্মানং প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৪-১৬ ॥

অনুবাদ—সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি নিদ্রাবশে অসৎপ্রকৃতিতে লীন হইলে তখন যিনি বিনিদ্র ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, তিনি অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়াদির অসৎপ্রকৃতিতে লীনাবস্থানসময়ে সেই দ্রষ্টা জীব বিনষ্ট হন না ; কিন্তু উপাধিভূত অহঙ্কার নষ্ট হওয়ায় ধন নষ্ট হইলে ধনবান্ যেরূপ আপনাকেও নষ্ট বলিয়া অভিমান করেন, তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবও আপনাকে অকারণে নষ্ট বলিয়া বোধ করেন। এইরূপ বিশেষভাবে বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তভাবযুক্ত পুরুষ কার্য্য ও কারণসমূহের প্রকাশক ও আশ্রয় সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৪-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু অর্কেণ চক্ষুষৈবার্ক ইবাত্মনৈব ভক্তিমতা জ্ঞানিনা পরমাত্মানুভূয়তে ইতি সত্যং জানীমঃ ; কিন্তু চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদিকমিব তং জীবাত্মানং ত্রিবৃদহঙ্কারাৎ পৃথগ্‌ভূতং সাক্ষাদ্দর্শয়েত্যপেক্ষায়ামাহ —ভূতেতি ত্রিভিঃ। ভূতাদিষু অসতি অনভিব্যক্তত্বাদসত্তুল্যে প্রধানে নিদ্রয়া লীনেষু সৎসু যস্তত্র তদা বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ তমাত্মানং জীবং প্রতিপদ্যতে লোকোঽনুভবতীতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। নন্বলং তর্হি যোগাভ্যাসেন মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিলয়ে সতি যঃ কেবলাত্মানুভবো যোগাভ্যাসফলরূপস্তং খলু নিদ্রৈব কারয়তীতি তত্রাহ—মন্যমান ইতি। তদা ভূতাদীনামহঙ্কার্য্যাণামহঙ্কারস্য চ লয়াদহঙ্করণে নষ্টে সতি দ্রষ্টা জীবো দৃশ্যানামভাবাদ্দর্শনে চ নষ্টে সতি স্বয়মনষ্টোঽপি আত্মানং নষ্টবন্মৃষা মন্যমানো য ইত্যবিদ্যাবন্তং জীবং সুষুপ্তাবুৎপ্রেক্ষতে নষ্টবিত্ত ইব ন তু নষ্টবিত্তাসক্তিরিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ—যোগাভ্যাসেন জীবোপাধিভূতানাং তত্ত্বানামাত্যন্তিকে লয়ে সত্যেব জীবঃ স্বীয়রূপানন্দময়ো ভবতি, ন তু নৈমিত্তিকয়োঃ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ। যথা বিত্তে নষ্টে সত্যাকিঞ্চনাং সুখং ন ভবতি কিন্তু বিত্তাসক্তাবেব নষ্টায়াং সত্যাং, তথৈব জীবস্য নৈষ্কর্ম্ম্যং বিনা সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরুপাধিনাশেঽপি ন স্বরূপপ্রাপ্তির্নৈষ্কর্ম্ম্যঞ্চ ভক্তিজ্ঞানাভ্যাং বিনা ন ভবেদিতি সুষুপ্তৌ অবিদ্যা-তৎসংস্কারাণাঞ্চ বিদ্যমানত্বাৎ কেবলাত্মানুভবোঽপ্যকিঞ্চিৎকরঃ ইতি। ননু সুষুপ্তৌ ন কিঞ্চিদনুভূয়তে, মৈবং সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি বিশেষজ্ঞানং বিনা কেবলস্যাত্মনঃ প্রতিসন্ধানাদিত্যাহ—এবমিতি। কিঞ্চ, সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য ভূতেন্দ্রিয়াদিসংঘাতস্য দেহস্য যোঽবস্থানং আশ্রয়ঃ যমেব জীবাত্মানমাশ্রিত্য অহঙ্কারাদয়ো ভোগ্যেষু বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তথা য এব জীবাত্মা অনুগ্রহঃ স্বীয়ভোক্তৃত্বলক্ষণধর্ম্মপ্রদানাদনুগ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, নেত্রস্থিত সূর্য্যের দ্বারা আকাশের সূর্য্য-দর্শনের ন্যায়, আত্মার (চিৎকণের) দ্বারাই ভক্তিমান্ জ্ঞানী পরমাত্মাকে অনুভব করেন—ইহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু চক্ষুঃ, শ্রোত্রাদির মত সেই জীবাত্মাকে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার হইতে পৃথক্‌ভাবে সাক্ষাৎ দর্শন করান, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ভূত' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। ভূতাদি অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, 'অসতি'—অসৎ অর্থাৎ অনভিব্যক্ত বলিয়া অসত্তুল্য প্রধানে (প্রকৃতিতে) নিদ্রার দ্বারা লীন হইলে, যিনি (দ্রষ্টা জীব) বিনিদ্র (জাগরিত) ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া অবস্থান করেন, 'তং আত্মানং প্রতিপদ্যতে'—তাহাকে আত্মা বলিয়া জনগণ অনুভব করিয়া থাকেন—ইহা তৃতীয় শ্লোকের (১৬ অঙ্ক ধৃত শ্লোকের) সহিত অন্বয় হইবে। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে যোগাদি অভ্যাসের কোনই প্রয়োজন নাই, কারণ—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির লয় হইলে যোগাভ্যাসের ফলরূপ যে কেবল আত্মানুভব, তাহা নিদ্রাই করাইতেছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মন্যমানঃ' ইতি, (অর্থাৎ তৎকালে সেই দ্রষ্টা জীব, সুষুপ্তি-অবস্থায় আপনার উপাধি-অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও, ধনলোভী ব্যক্তি যেরূপ ধন-

নাশে নিজেকে নষ্ট বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ অকারণ নিজেকে নষ্ট বলিয়া সম্ভাবনা করে।) সেই সময় অহঙ্কারের কার্য্য ভূতাদি এবং অহঙ্কারের লয়বশতঃ অহঙ্কার নষ্ট হইলে, দ্রষ্টা জীব দৃশ্য বস্তুর অভাবে এবং দর্শন নষ্ট হওয়াতে স্বয়ং নষ্ট না হইলেও, নিজেকে নষ্টের মত (অর্থাৎ নিজেই যেন নষ্ট হইল এইরূপ) অকারণ মনে করিয়া থাকে। এখানে অবিদ্যাযুক্ত জীবকে সুষুপ্তিতে উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে —'নষ্টবিত্তঃ ইব' নষ্টবিত্তের মত অর্থাৎ যাহার ধন বিনষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ লোকের ন্যায়। এখানে বিত্ত নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ লোকের বিত্তের আসক্তি নষ্ট হয় নাই—এই অর্থ। এইপ্রকার অর্থ—যোগাদি অভ্যাসের ফলে জীবের উপাধিরূপ তত্ত্ব-সকলের আত্যন্তিক লয় হইলেই জীব নিজ স্বরূপানন্দময় হয়, কিন্তু নৈমিত্তিক সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে নহে। যেরূপ ধন নাশ হইলে লোকে অকিঞ্চন (নিষ্কাম) সুখ অনুভব করে না, কিন্তু ধনের আসক্তি নষ্ট হইলে অকিঞ্চনতাজনিত সুখ লাভ করে। সেইরূপ জীবের নৈষ্কর্ম্ম্য (ভগবান ব্যতীত অন্যত্র মমতা শূন্যতা) ব্যতীত, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে উপাধি নাশ হইলেও নিজ স্বরূপের প্রাপ্তি হয় না এবং নৈষ্কর্ম্ম্যও ভক্তি এবং জ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব সুষুপ্তিদশাতে অবিদ্যা ও তাহার সংস্কার-সমূহ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই, তখন কেবল আত্মানুভবও অকিঞ্চিৎকরই।

যদি বলেন—দেখুন, সুষুপ্তিতে কিছুই অনুভূত হয় না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবং'—না, এইরূপ বলা চলে না, কারণ 'আমি সুখেই নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে, অতএব বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত কেবল আত্মার অনুসন্ধান (অনুচিন্তন) হয়। (অর্থাৎ নিদ্রা হইতে উত্থিত পুরুষের যখন ঐরূপ স্মরণ হয়, তখন বোধ হইতেছে, সুষুপ্তিকালে কেবল আত্মা সাক্ষি-স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাহা না থাকিলে ঐরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।) তাহাই বলিতেছেন—'এবম্' ইতি (অর্থাৎ ঐ আত্মাই সাহঙ্কার দ্রব্যের অর্থাৎ কার্য্য-কারণসমূহের প্রকাশক এবং তাহার আশ্রয়। ঐরূপ অহঙ্কার দৃশ্য হয় বলিয়া অহঙ্কার-ব্যতি-রিক্ত অহঙ্কার-দ্রষ্টা আত্মাকে জানিতে পারা যায়।)

আরও, 'সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য'—অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাত শরীরে যে অবস্থান (আশ্রয়), অর্থাৎ যে জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কারাদি ভোগ্য বিষয়-সকলে প্রবর্ত্তিত হয়—এই অর্থ। সেইরূপ যে জীবাত্মা অনুগ্রহ, অর্থাৎ স্বীয় ভোক্তৃত্ব-লক্ষণ ধর্ম্ম প্রদানের দ্বারা অনুগ্রাহ্য (অনুগ্রাহক)—এই অর্থ ॥ ১৪-১৬ ॥

মধ্ব—অসতি প্রলয়ে। যো বিনিদ্রঃ স সত্যদৃক্। যোহনষ্টোহনষ্টবন্নাজ্ঞাশিষমিতি মন্যমানঃ। স আতুরো দ্রষ্টৃজীবঃ। সাহঙ্কারং দ্রব্যং জীবঃ তস্যা-বস্থানমনুগ্রাহকশ্চ পরমাত্মা ॥ ১৪-১৬ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবহূতিরুবাচ—(হে) ব্রহ্মন্, (হে) প্রভো, (পুরুষব্যতিরেকেণ প্রকৃতেঃ ত্যাগাভাবাৎ, প্রকৃতি ব্যতিরেকেণ পুরুষস্য অভিব্যক্ত্যভাবাৎ ইতি) অন্যোন্যাপাশ্রয়ত্বাৎ (পরস্পরং দৃঢ়তরসম্বন্ধাৎ) অনয়োঃ (প্রকৃতিপুরুষয়োঃ উভয়োঃ অপি) নিত্যত্বাৎ চ পুরুষং প্রকৃতিঃ কর্হিচিৎ ন বিমুঞ্চতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবহূতি কহিলেন,—হে প্রভো, হে ব্রহ্মন্, প্রকৃতি পুরুষকে কখনও ত্যাগ করেন না; কারণ, তাঁহারা একে অন্যের আশ্রিত, এবং পরস্পরের আশ্রয় নিত্য ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তেরপি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভির্মোক্ষো দুর্ল্লভ এবেত্যত্র যুক্তিমাহ—পুরুষমিতি। অন্যোন্যেতি পুরুষঃ শক্তিমত্ত্বাৎ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলার্থং স্বশক্তিং প্রকৃতিমপাশ্রয়তে। প্রকৃতিরপি শক্তিত্বাৎ স্বীয়ং পুরুষমাশ্রয়ত এবেত্যর্থঃ। দ্বয়োরেকতরস্য নশ্বরত্বে বিমঞ্চতু নাম, তচ্চ নেত্যাহ—নিত্যত্বাদিতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—ভক্তের পক্ষেও জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা মোক্ষ দুর্ল্লভই, এই বিষয়ে যুক্তি বলিতেছেন—'পুরুষম্' ইত্যাদি। (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতভাবে নিত্য সংযোগ রহিয়াছে। এইজন্য প্রকৃতি কখনও পুরুষকে ত্যাগ করে না। তাহা হইলে কিরূপে মুক্তি হইবে?) 'অন্যোহন্যাপাশ্রয়ত্বাৎ'—অর্থাৎ পরস্পর

দৃঢ়তর সম্বন্ধত্ব-হেতু। পুরুষ শক্তিমান্ (শক্তিযুক্ত) বলিয়া বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি লীলার নিমিত্ত নিজশক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রকৃতিও শক্তিত্ব বলিয়া স্বীয় পুরুষকে (প্রভুকে) আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে—এই অর্থ। উভয়ের মধ্যে একজনও নশ্বর হইলে, পরিত্যাগ সম্ভব হইত, কিন্তু তাহা নহে, কারণ 'নিত্যত্বাৎ'—উভয়েই নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর, (এই হেতু) ॥ ১৭ ॥

যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা ভূমেঃ গন্ধস্য চ যথা চ অপাং রসস্য চ ব্যতিরেকতঃ (বিশ্লেষতঃ, পৃথক্) ভাবঃ (সত্তা অবস্থানং) ন (ভবতি), তথা বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্য (পুরুষস্য) চ ব্যতিরেকতঃ (ভাবঃ) ন (ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যেরূপ পৃথিবী ও গন্ধের মধ্যে একের অসদ্ভাবে অন্যের সত্তা থাকিতে পারে না, যেরূপ জল ও রসের পরস্পর সম্বন্ধ নিত্য, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষে একের অভাবে অন্যের সত্তা সম্ভব হয় না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যতিরেকতো ভাবঃ সত্তা নাস্তি গন্ধস্য কদাচিদপক্ষয়-দর্শনাদ্দৃষ্টান্তান্তরং অপামিতি, বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরস্য পুরুষস্য ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যতিরেকতঃ'—একের অভাবে অপরের 'ভাবঃ'—অর্থাৎ সত্তা থাকিতে পারে না। গন্ধের কখনও অপক্ষয় দৃষ্ট হয় বলিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অপাম্' অর্থাৎ যেমন রস ও জলের সত্তা ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ 'বুদ্ধেঃ', অর্থাৎ প্রকৃতির এবং পুরুষের মধ্যেও (একের অভাবে অন্যের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না) ॥ ১৮ ॥

অকর্তুঃ কর্ম্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
গুণেষু সৎসু প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথম্ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—অতঃ অকর্তুঃ (কর্তৃত্বরহিতস্য) পুরুষস্য (প্রকৃতেঃ কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু) অয়ং কর্ম্মবন্ধঃ (জন্মাদিলক্ষণঃ) যৎ আশ্রয়ঃ (যে গুণাঃ আশ্রয়ো যস্য সঃ যদধীনঃ) তেষু (প্রকৃতিগুণেষু) সৎসু (প্রকৃতেঃ নিত্যত্বাৎ তদসাধারণগুণেষু সত্ত্বাদিষু অপি নিত্যতয়া সর্ব্বদৈব বর্ত্তমানেষু সৎসু) অতঃ (সংসারবন্ধাৎ) পুরুষস্য কৈবল্যং (মোক্ষঃ), কথং (ঘটতে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও প্রকৃতির যে গুণে আসক্ত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন, সেই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও পুরুষের মুক্তি কিরূপে সম্ভব ? ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ—অকর্ত্তুরিতি। যে গুণা আশ্রয়ো যস্য সঃ। তেষু প্রকৃতেগু'ণেষু সৎসু পুরুষস্য জীবস্য অতএব হেতোঃ কথং কৈবল্যম্ ॥১৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে কি হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অকর্ত্তুঃ' ইতি, অর্থাৎ পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও, 'যদাশ্রয়ঃ'—প্রকৃতির যে সকল গুণকে আশ্রয় করিয়া, পুরুষের এই কর্ম্মবন্ধ (অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমান) হইয়াছে, প্রকৃতির সেই গুণ বিদ্যমান থাকিতে পুরুষের অর্থাৎ জীবের কিপ্রকারে মুক্তি হইতে পারে ? ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—নিত্যদৃক্ পরমাত্মাসৌ মৃতবদ্ যো ন কিঞ্চন।
জানাতি জীবঃ স জ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা তদাশ্রয়ঃ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ১৯ ॥

কৃচিৎ তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণম্।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্ত্বাবমর্শেন (আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন) কৃচিৎ (পুরুষবিশেষে অবস্থাবিশেষে চ) নিবৃত্তম্ (অনুসন্ধানাভাবেন নিবৃত্তপ্রায়মপি) উল্বণং ভয়ং (সংসারভয়ং) অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ (নিমিত্তস্য প্রকৃতিগুণস্য সত্ত্বাদেঃ অনিবৃত্তত্বাৎ) পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে (উপস্থিতং ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—কখনও কখনও তত্ত্ববিচার দ্বারা কোন কোন পুরুষের অত্যুগ্র সংসারভয় বিদূরিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার কারণ নষ্ট না হওয়ায় পুনর্ব্বার সেই ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব কুচিন্নিবৃত্তপ্রায়স্যাপি সংসার-ভয়স্যোদ্ভবো দৃশ্যতে ইত্যাহ—কুচিদিতি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কখনও নিবৃত্তপ্রায় কোন কোন পুরুষের সংসার-ভয়ের উদ্ভব দেখা যায়, ইহা বলিতেছেন—'কুচিদিতি', (অর্থাৎ কখন কখন তত্ত্ববিচারের দ্বারা কোন কোন পুরুষের সংসারভয় প্রায় নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহার কারণ (প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণ) একেবারে নিবৃত্ত না হওয়ায়, পুনরায় সেই সংসারভয় উৎপন্ন হয়।) ॥ ২০ ॥

———

শ্রীভগবানুবাচ—

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়া চিরম্ ॥ ২১ ॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ ২২ ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ— অনিমিত্তনিমিত্তেন (নিমিত্তং ফলং তদনিমিত্তম্ অপ্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন) স্বধর্ম্মেণ (স্ববর্ণাশ্রমোচিত-ধর্ম্মেণ) অমলাত্মনা (নির্ম্মলেন মনসা) চিরং শ্রুত-সংভৃতয়া (শ্রুতেন কথাশ্রবণেন সংভৃতয়া পুষ্টয়া অতএব) ময়ি তীব্রয়া ভক্ত্যা দৃষ্টতত্ত্বেন (দৃষ্টং তত্ত্বং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ যাথাত্ম্যং যেন তেন) জ্ঞানেন বলীয়সা বৈরাগ্যেণ চ তপোযুক্তেন (তপসা যুক্তেন অষ্টাঙ্গেন) যোগেন তীব্রেণ আত্মসমাধিনা (আত্ম-বিষয়ক-সমাধিনা) অহর্নিশং তু দহ্যমানা (অভি-ভূয়মানা) পুরুষস্য (মোহিকা) প্রকৃতিঃ (অবিদ্যা-জনিতং লিঙ্গশরীরং) অগ্নেঃ যোনিঃ (আবির্ভাবহেতুঃ) অরণিঃ (কাষ্ঠং) ইব (যথা) (স্বতঃ আবির্ভূতে-নাগ্নিনা) দহ্যমানা (বিনশ্যতি), (তথা) শনকৈঃ (সাধনতারতম্যানুসারেণ) ইহ (অস্মিন্ এব জন্মনি) তিরোভবিত্রী (তিরোহিতা ভবিত্রী ভবতি) ॥২১-২৩॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—মাতঃ, নির্ম্মল-মনে ফলাভিসন্ধিরহিত নিষ্কাম স্বধর্ম্ম পালনদ্বারা এবং আমার কথাশ্রবণে পরিবর্দ্ধিত মদ্বিষয়ক সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ দ্বারা, তত্ত্বপ্রদর্শক জ্ঞান, কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যা-যুক্ত যোগ এবং দৃঢ় চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা পুরুষের নিসর্গ অহর্নিশ দগ্ধ হইতে থাকে ; সুতরাং অগ্নির উৎপত্তি-স্থানভূত কাষ্ঠের ন্যায় অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎ-পন্ন হইয়া যেরূপ কাষ্ঠকেই পুনরায় দগ্ধ করে, তদ্রূপ পুরুষের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২১-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হে মাতর্ন প্রকৃতির্জীবস্য বন্ধহেতুঃ, কিন্তু তদীয়গুণাধ্যাস এব, স চাবিদ্যাকৃত এব, অতএবাবিদ্যানিবৃত্তৌ মোক্ষো ঘটতে। কুচিদ্ভয়-স্যোদ্ভবস্তু সাধনবৈকল্যাদিত্যভিপ্রেত্য সাধনাতি শয়ং কথয়ন্ পরিহরতি। নিমিত্তং ফলং তদভাবোঽনিমিত্তমেব নিমিত্তং প্রবর্ত্তকো যত্র তেন অমলঃ শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণং যতঃ স্যাত্তেন। তীব্রয়া স্বভাবাদেব সর্ব্বতস্তেজস্বিন্যা শ্রুতসংভৃতয়া মৎকথা শ্রবণপরিপুষ্টয়া। প্রকৃতির্লিঙ্গদেহঃ পুরুষস্য এভিঃ সাধনৈর্দহ্যমানা তিরোভবতি। অগ্নেরিতি, অরণিঃ কাষ্ঠম্। অগ্নির্যথা কাষ্ঠাদেবোৎপদ্য কাষ্ঠং দহতি, তথৈব জ্ঞানং লিঙ্গদেহাদুৎপদ্য তমেব দহতি ॥ ২১-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মাতঃ! প্রকৃতি জীবের বন্ধনের (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদির) কারণ নহে, কিন্তু প্রকৃতির (সত্ত্বাদি) গুণের প্রতি অধ্যাসই কারণ, এবং সেই অধ্যাস (আমি, আমার এইরূপ অভি-নিবেশ) অবিদ্যা-কৃতই। অতএব অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে জীবের মুক্ত হওয়া সম্ভব। কখনও সংসার-ভয়ের উদ্ভব কিন্তু সাধনের বৈকল্যবশতঃই হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে সাধনের আতিশয্য কথনপূর্ব্বক উহা (দেবহূতির বাক্য) পরিহার করিতেছেন— 'অনিমিত্ত-নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ'—নিমিত্ত বলিতে ফল, তাহার অভাব অনিমিত্ত, তাহাই নিমিত্ত, অর্থাৎ প্রবর্ত্তক যেখানে, (অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত, নিষ্কাম) স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা। 'অমলাত্মনা'—শুদ্ধ অন্তঃ-করণ যাহাতে হয়, তাদৃশ (স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা)। 'তীব্রয়া'—স্বভাবতঃই সর্ব্বতোভাবে তেজস্বিনী, 'শ্রুত-সংভৃতয়া ভক্ত্যা'—(সাধুমুখে) আমার কথা শ্রবণাদি-জনিত পরিপুষ্ট ভক্তিযোগের দ্বারা। 'প্রকৃতিঃ'— জীবের লিঙ্গদেহ, পূর্ব্বোক্ত সাধনের দ্বারা 'দহ্যমানা' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভিভূয়মানা হইয়া ক্রমশঃ তিরো-

হিত হইতে পারে। 'অগ্নেঃ' ইতি, যেমন অগ্নি কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়া ঐ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞান লিঙ্গদেহ (প্রকৃতি) হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাহাকে দগ্ধ করে ॥ ২১-২৩ ॥

ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভুক্তভোগা (ভুক্তো ভোগো যস্যাঃ অতএব) পরিত্যক্তা নিত্যশঃ দৃষ্টদোষা চ (দৃষ্টঃ দোষঃ দুঃখহেতুত্বং যস্যাঃ সা) ঈশ্বরস্য (স্বতন্ত্রস্য) স্বে মহিম্নি (পরমানন্দরূপে) স্থিতস্য (পুরুষস্য) অশুভং (সংসারভয়ং) (পুনঃ) ন ধত্তে (ন সম্পাদয়তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—তখন পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সততই প্রকৃতির নানা দোষ দর্শন করিতে থাকেন ; সুতরাং প্রকৃতি পরিত্যক্ত হইয়া নিত্যানন্দপ্রাপ্ত পুরুষের আর অশুভ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাবশিষ্টাপি দহ্যমানারণিবল্লিঙ্গদেহরূপা প্রকৃতিঃ খল্বেবম্ভূতা চেন্নাপকুরুত ইত্যাহ—ভুক্তো ভোগো বহুধা স্বর্গনরকাদির্যস্যা অতএব বিবেকিনা চর্ব্বিতবত্ত্যক্তা তদপি দৈবাদাপতন্তী চেদ্দৃষ্টো দোষো যস্যাঃ সা। ঈশ্বরস্য নিত্যমেবং সদসদ্বিবেচনে ভুক্ত্বা পরিত্যজনে দোষদর্শনে চ সমর্থস্য স্বে মহিম্নি স্বীয়ে মহত্ত্বে গুরূপদিষ্টসাধুবর্ত্মনি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও দহ্যমান কাষ্ঠের ন্যায় লিঙ্গদেহ-রূপা প্রকৃতি এইরূপ অভিভূয়মানা হইয়া পুরুষের আর কোন অপকার করিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন—'ভুক্তভোগা', ভুক্ত হইয়াছে বহুপ্রকার স্বর্গ, নরকাদি ভোগ যাহার (লিঙ্গদেহের), অতএব বিবেকিগণ চর্ব্বিত বস্তুর ত্যাগের ন্যায় উহা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেও যদি দৈববশতঃ উপনীত হয়, তখন 'দৃষ্টদোষা'—দৃষ্ট হইয়াছে দোষ যাহার, সেই প্রকৃতি, (অর্থাৎ পুরুষ তখন সততই প্রকৃতির দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন)। 'ঈশ্বরস্য'—এখানে ঈশ্বর বলিতে সমর্থবান্ পুরুষের, অর্থাৎ নিত্যই সৎ ও অসৎ বিবেচনের দ্বারা ভোগ করিয়া, পরিত্যাগ করিতে এবং উহার দোষসমূহ দর্শন করিতে সক্ষম যে পুরুষ এবং যিনি নিজ মহত্ত্বে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদিষ্ট সাধুজনের পথে অবস্থিত, (তাদৃশ পুরুষের প্রকৃতি আর অশুভ (বন্ধন) উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২৪ ॥

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যথা হি অপ্রতিবুদ্ধস্য (নিদ্রামুপগতস্য) পুংসঃ প্রস্বাপঃ (স্বপ্নঃ) বহ্বনর্থভৃৎ (বহূন্ অনর্থান্ বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি ইতি তথাভূতঃ অপি) সঃ এব প্রতিবুদ্ধস্য (সংস্কারবশেন স্ফুরন্ অপি) বিমোহায় ন এব কল্পতে (সমর্থঃ নৈব ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পুরুষ যখন নিদ্রিত থাকে, স্বপ্নদৃষ্ট অনর্থসকল তখনই তাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে ; কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হইলে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল সংস্কারবশতঃ স্মৃতিপথে উদিত হইলেও তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অবিবেকাবস্থায়ামনর্থহেতুর্যঃ, স খলু বিবেকে সতি ন তথৈবেত্যাহ—যথেতি দ্বাভ্যাম্। প্রস্বাপঃ স্বপ্নঃ বহ্বনর্থান্ ব্যাঘ্রসর্পাদিদংশান্ বিভর্ত্তি প্রতিবুদ্ধস্য সংস্কারবশেন স্ফুরন্নপি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অবিবেক অবস্থায় যাহা অনর্থের হেতু, বিবেক উৎপন্ন হইলে সেইরূপ অনর্থ হইতে পারে না, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। 'প্রস্বাপঃ'—স্বপ্ন (নিদ্রিতকালে পুরুষের) বহু অনর্থ, অর্থাৎ ব্যাঘ্র, সর্পাদির দংশন প্রভৃতি নানা বিভীষিকা সংঘটিত করে, কিন্তু 'প্রতিবুদ্ধস্য'—জাগ্রত ব্যক্তির সংস্কারবশে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইলেও, তাহা আর মোহ উৎপাদন করিতে পারে না, (সেইরূপ আমাতে চিত্ত সমর্পণকারী আত্মারাম তত্ত্বজ্ঞানীর ঐ প্রকৃতি, কোনরূপেই তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২৫ ॥

এবং বিদিত-তত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্ ।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (রীত্যা) বিদিততত্ত্বস্য (বিদিতং তত্ত্বং যেন তস্য অতএব) আত্মারামস্য ময়ি (পরমেশ্বরে) মানসং (মনঃ) যুঞ্জতঃ (পুরুষস্য) প্রকৃতিঃ কর্হিচিৎ (অপি) নাপকুরুতে (মোহং কর্ত্তুং নৈব শক্নোতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ যে ব্যক্তি ভগবান্, জীব ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতে চিত্ত সংযোগ করিয়া আত্মারাম হন, প্রকৃতি আর কখনও তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা ।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ ॥ ২৭ ॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা ।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্ ॥ ২৮॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—বহুজন্মনা (বহূনি জন্মানি যস্মিন্ তেন) কালেন যদা অধ্যাত্মরতঃ (স্বরূপনিষ্ঠঃ) মুনিঃ (বিবেকী অতএব) আব্রহ্মভুবনাৎ সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্যঃ চ মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থঃ (প্রতিবুদ্ধঃ বিজ্ঞাতঃ অর্থঃ পরমপুরুষার্থঃ যেন, বিদিতাত্মতত্ত্বঃ) ভূয়সা (মহতা) মৎপ্রসাদেন নিঃশ্রেয়সং (নিরতিশয়ানন্দং) কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ং (মদধীনং) স্বসংস্থানং (দেহাদিব্যতিরিক্তং স্বরূপং) ইহ এব স্বদৃশা (আত্মজ্ঞানেন) ছিন্নসংশয়ঃ (ছিন্নাঃ সংশয়াঃ মিথ্যাজ্ঞানানি যস্য সঃ) ধীরঃ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) প্রাপ্নোতি লিঙ্গবিনির্গমে (লিঙ্গশরীরনাশে সতি) যৎ গত্বা (প্রাপ্য) যোগী (পুনঃ সংসারং প্রতি) ন নিবর্ত্তেত (ন নিবর্ত্ততে) ॥ ২৭-২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে পুরুষ বহুজন্ম ধরিয়া বহু যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভগবদাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জাত-বৈরাগ্য, মননশীল ও আমার প্রতি প্রীতিসহকারে আমার ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া আমার যথেষ্ট কৃপাপ্রভাবে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন, তখন এই জন্মেই অতিশীঘ্র আমার আশ্রয়ভূত দেহাদি-ব্যতিরিক্ত স্বরূপ, নিরতিশয় আনন্দময়, নিত্যানন্দাখ্য ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; সেই সময় আত্মজ্ঞানদ্বারা তাহার সংশয় ছিন্ন ও লিঙ্গশরীরের নাশ হওয়ায় যে স্থানে গমন করিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ স্থানে গমন করেন ॥ ২৪-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসংস্থানং দেহাদিব্যতিরিক্তং স্বরূপং কৈবল্যাখ্যং ব্রহ্ম । অহমেবাশ্রয়ো যস্য তৎ । যদুক্তং —"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি । স্বদৃশা শুদ্ধাত্মজ্ঞানেন লিঙ্গাদ্বিনির্গমে লিঙ্গশরীরে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বসংস্থান'—বলিতে দেহাদি ব্যতিরিক্ত স্বরূপ, যাহা কৈবল্য নামক ব্রহ্ম, তাহা মদাশ্রয়, অর্থাৎ আমিই (ভগবানই) যাহার আশ্রয় । যেরূপ উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (শ্রীগীতা ১৪।২৭), অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) । 'স্বদৃশা' বলিতে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের দ্বারা, 'লিঙ্গ-বিনির্গমে—লিঙ্গ হইতে বিনির্গম হইলে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে, এই অর্থ ॥ ২৭-২৯ ॥

যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো
মায়াসু সিদ্ধস্য বিষজ্জতেঽঙ্গ ।
অনন্যহেতুষ্বথ মে গতিঃ স্যা-
দাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে প্রকৃতিবিবেকো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে) মাতঃ, (এবং ভক্তৌ ত্বণিমাদয়ঃ সিদ্ধয়োঽন্তরায়রূপাঃ ভবন্তি) যোগোপচিতাসু (যোগেন সমৃদ্ধাসু) অনন্যহেতুষু (ন যোগাৎ অন্যো হেতুর্যাসাং তাসু) মায়াসু (ভোগ্যবস্তুষু) যদা সিদ্ধস্য (নিষ্পন্নযোগস্য) চেতঃ ন বিষজ্জতে, অথ (তদা) আত্যন্তিকী (পরমপুরুষার্থরূপা) মে (মদীয়া) গতিঃ স্যাৎ যত্র (যস্যাং) মৃত্যুহাসঃ

(মৃত্যোঃ গর্ব্বঃ) ন ভবতি, (বিষয়াসক্তৌ তু সিদ্ধো-ঽপি ময়া বশীকৃতঃ) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশো ঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এইরূপ অবস্থা-লব্ধ পুরুষের যখন যোগসমৃদ্ধ অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যেও চিত্ত আসক্ত হয় না—একমাত্র আমাতেই চিত্ত নির্ব্বন্ধিত থাকে, তখন ঐ পুরুষ মৎসম্বন্ধিনী আত্যন্তিকী গতি প্রাপ্ত হন। ঐ গতি প্রাপ্ত হইলে পুরুষ আর মৃত্যুর হাস্যাস্পদ বস্তু হন না ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাণিমাদিসিদ্ধিপর্য্যন্তা বিবিধা ভোগা অন্তরায়রূপা ভবন্তি, তাসু যোগী ন বিষজ্জেদিত্যাহ—যদা যোগী উপচিতাসু সমৃদ্ধাসু মায়াসু বিবিধভোগ্য-বস্তুষু সিদ্ধস্য চেতো ন বিসজ্জতে, তদা আত্যন্তিকী গতির্ম্মুক্তিঃ স্যাৎ। মায়াসু কীদৃশীষু ন যোগাদন্যো হেতুর্যাসাং তাসু। যত্র যস্যাং গতৌ সত্যাং মৃত্যো-র্হাসো ন ভবতি। বিষয়াসক্তৌ তু সিদ্ধোঽপি ময়া বশীকৃত ইতি মৃত্যোর্হাসো গর্ব্বো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ে সপ্তবিংশোঽপি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অণিমাদি সিদ্ধি পর্য্যন্ত বিবিধ ভোগ অন্তরায়রূপ (ভজনের বিঘ্নস্বরূপ) হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ে যোগী কখনই আসক্ত হইবেন না, ইহা বলিতেছেন—যদা, যখন যোগের দ্বারা সমৃদ্ধ (অণিমাদি) বিবিধ ভোগ্যবস্তুসকলে যোগ-নিষ্পন্ন যোগীর চিত্ত আসক্ত হয় না, তখন যোগী আত্যন্তিকী গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 'মায়াসু কীদৃশীষু'—কি প্রকার মায়াতে? তাহাতে বলিতেছেন—'অনন্যহেতুষু'—যোগ ব্যতীত অন্য কারণ নাই যাহার, তাদৃশ মায়ার ভোগ্যবস্তুসকলে, (অর্থাৎ অণিমাদি সিদ্ধি যোগের দ্বারাই লব্ধ এবং যোগ ব্যতীত তাহার অন্য কারণ নাই, এইজন্য তাহাতে আর চিত্ত আসক্ত হয় না)। 'যত্র'—যে গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলে, আর মৃত্যুর হাস্যাস্পদ হইতে হয় না। বিষয়ের আসক্তিতে কিন্তু সিদ্ধ হইলেও আমার দ্বারা বশীকৃত হইয়াছে, এইজন্য মৃত্যুর হাস্য বলিতে গর্ব্ব হয়—এই অর্থ ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে-তাৎপর্য্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে সবীজস্য নৃপাত্মজে।
মনো যেনৈব বিধিনা প্রসন্নং যাতি সৎপথম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ধ্যানশোভিত অষ্টাঙ্গযোগ-বর্ণনদ্বারা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত স্বরূপজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং বিস্তৃতরূপে সাংখ্যজ্ঞান বর্ণনা করিয়া কপিলদেব সংক্ষেপতঃ ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কপিলদেব দেবহূতিকে সাবলম্বন-যোগের লক্ষণ বর্ণন করিয়া নির্ম্মল যোগসমাহিতচিত্তে ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি-ধ্যানের কথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীহরি নিজ ভৃত্যগণের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার যে নিত্যস্বরূপবিগ্রহ ইহ প্রপঞ্চে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীমূর্ত্তির ধ্যানই কর্ত্তব্য। প্রথমে ভগবানের রাতুলচরণ চিন্তা করিতে হইবে; ঐ চরণের প্রভায় পুরুষের অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত হয়; ঐ চরণ হইতে সরিৎপ্রবরা সংসার-তাপনাশিনী গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে, ঐ সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিব শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। পরে ভগবানের জানুদ্বয়, নাভিহ্রদ, লোকপালগণের আশ্রয়স্থল বাহুযুগল, অসংখ্যতেজঃশালী চক্র ও শ্বেতবর্ণ শঙ্খ, কণ্ঠদেশস্থ বনমালা, জীবের তত্ত্বস্বরূপ কৌস্তুভমণি এবং ক্রমে ক্রমে ভগবানের অবলোকন, হাস্য, উচ্চহাস্যাদি ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যানদ্বারা হৃদয়াকাশে জ্ঞানভাস্কর উদিত হইলে ভক্তিযোগী স্বীয় প্রেমরসাপ্লুত চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন; তখন আর তাঁহার দেহাত্মাভিমান থাকে না। অগ্নি, বিস্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট জলন্ত কাষ্ঠ ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও যেমন বস্তুতঃ উভয়েই অগ্নি হইতে পৃথক্, তদ্রূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা হইতে দ্রষ্টৃস্বরূপ ভগবান্ নিত্য পৃথক্। লোক যেমন সূক্ষ্মভূতসমূহকে মহাভূতস্বরূপে অবস্থিত অনুভব করিতে পারে, তদ্রূপ ভক্তিযোগীও সর্ব্বভূতে পরমাত্মা ও পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবানুবাচ—হে নৃপাত্মজে, (মনুকন্যে দেবহূতে!) (যোগো হি দ্বিবিধঃ সবীজঃ নির্ব্বীজঃ চ)। সবীজস্য (সাবলম্বনস্য) যোগস্য লক্ষণং বক্ষ্যে, যেন এব বিধিনা (বিহিতেন যোগেন) মনঃ প্রসন্নং (বিশুদ্ধং সৎ) সৎপথং (সতঃ ভগবতঃ মার্গং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন—হে মনুরাজপুত্রি, এক্ষণে সাবলম্বন যোগের লক্ষণ বর্ণন করিব শ্রবণ করুন্; এই যোগবিধির দ্বারা মন প্রসন্ন হইয়া সৎপথে গমন করে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টস্বঙ্গেষু যোগস্য ধ্যানং বিস্তার্য্য বর্ণ্যতে।
অষ্টাবিংশে যতো যোগী মুক্তিং বিন্দেদযত্নতঃ ॥
স্বভক্তিমুপদিশ্যৈবং সাঙ্খ্যমুক্ত্বা তদন্বিতম্।
অষ্টাঙ্গযোগং তন্মিশ্রমারেভে বক্তুমীশ্বরঃ ॥ ০ ॥
সবীজস্য সাবলম্বনস্য ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে যোগী যাহাতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহার নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ-যুক্ত যোগের ধ্যান বিস্তৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বর (ভগবান্ কপিলদেব) এই প্রকারে নিজ ভক্তির উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তদ্‌যুক্ত (ভক্তি-যুক্ত) সাংখ্যের কথা বলিয়া, সেই ভক্তিমিশ্র অষ্টাঙ্গ যোগ বলিতে আরম্ভ করিতেছেন ॥ ০ ॥

'সবীজস্য'—সাবলম্বন অর্থাৎ সকারণ ভগবদ্‌ভক্তিযোগের লক্ষণ এক্ষণে বর্ণনা করিতেছি ॥ ১ ॥

মধ্ব—স বীজো বৈষ্ণবো যোগো নির্ব্বীজস্ত্বন্যদেবতঃ।
বীজং বিষ্ণুর্হি জগতঃ শাখাদ্যাশ্চান্যদেবতাঃ ॥
ইতি কৌর্ম্মে ॥ ১ ॥

স্বধর্ম্মাচরণং শক্ত্যা বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনম্।
দৈবাল্লব্ধেন সন্তোষ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ২ ॥

গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্ম্মরতিস্তথা।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্ ॥ ৩ ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং যাবদর্থপরিগ্রহং।
ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং স্বাধ্যায়ঃ পুরুষার্চ্চনম্ ॥ ৪ ॥
মৌনং সদাসনজয়ঃ স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি ॥ ৫ ॥
স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণম্।
বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ ॥ ৬ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ পথিভির্মনো দুষ্টমসৎপথম্।
বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত শনকৈর্জিতপ্রাণো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শক্ত্যা (যথাশক্তি) স্বধর্ম্মাচরণং বিধর্ম্মাৎ (স্বধর্ম্মবাধকাৎ) চ নিবর্ত্তনং দৈবাৎ (প্রারব্ধাৎ) লব্ধেন (অন্নাদিনা) সন্তোষঃ আত্মবিচ্চরণার্চ্চনম (আত্মবিদাং চরণার্চ্চনং) গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিঃ চ (গ্রাম্যঃ ত্রৈবর্গিকঃ ধর্ম্মঃ তস্মাৎ নিবৃত্তিঃ) তথা মোক্ষধর্ম্মরতিঃ (মোক্ষধর্ম্মাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ঃ তেষু রতিঃ) মিতমেধ্যাদনং (মিতং চ তন্মধ্যং শুদ্ধঞ্চ তস্য অদনং) শশ্বৎ বিবিক্তক্ষেমসেবনং (বিবিক্তং বিজনং ক্ষেমং নির্ব্বাধং তস্য স্থানস্য সেবনম্) অহিংসা (প্রাণিমাত্রদ্রোহত্যাগঃ) সত্যম্ অস্তেয়ং (চৌর্য্যাভাবঃ) যাবদর্থপরিগ্রহঃ (যাবতা অর্থঃ প্রয়োজনং তাবন্মাত্রস্য পরিগ্রহঃ) ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং (বিশুদ্ধিঃ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠাদিঃ) পুরুষার্চ্চনং (পুরুষস্য হরেঃ অর্চ্চনং) মৌনং (মিতভাষিত্বং) সদাসনজয়ঃ স্থৈর্য্যং (সতঃ আসনস্য জয়েন স্থৈর্য্যং) শনৈঃ প্রাণজয়ঃ (প্রাণায়ামেন প্রাণবায়োঃ বশীকরণম্) ইন্দ্রিয়াণাং মনসা বিষয়াৎ হৃদি প্রত্যাহারঃ (প্রত্যাহৃত্য অবস্থাপনং) স্বধিষ্ণ্যানাং (প্রাণস্থানানাং মূলাধারাদীনাং মধ্যে) একদেশে (একস্মিন্ দেশে) মনসা (সহ) প্রাণধারণং (প্রাণস্য ধারণং ধারণা) বৈকুণ্ঠলীলাভিধ্যানং(বৈকুণ্ঠস্য হরেঃ লীলানাম্ অভিধ্যানম্) তথা আত্মনঃ (মনসঃ) সমাধানম্ (আত্মাকারতা) এতৈঃ (পূর্ব্বশ্লোকপঞ্চোক্তৈঃ স্বধর্ম্মাচারণাদিভিঃ) অন্যৈঃ চ (ব্রতদানাদিভিঃ) পথিভিঃ (উপায়ৈঃ) জিতপ্রাণঃ (জিতাঃ প্রাণাঃ যেন তথাভূতঃ (অতন্দ্রিতঃ) অনলসঃ সন্) অসৎপথম্ (অসতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং পথি বর্ত্তমানম্ অতএব) হি দুষ্টং মনঃ শনকৈঃ বুদ্ধ্যা যুঞ্জীত ॥ ২-৭ ॥

অনুবাদ—যথাশক্তি স্বধর্ম্মাচরণ, বিধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, দৈবলব্ধ দ্রব্যে সন্তোষ, ভগবৎতত্ত্ববিদ্‌গণের চরণসেবন, ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রৈবর্গিক গ্রাম্যধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষধর্ম্মে রতি, পরিমিত অথচ পবিত্র দ্রব্যভক্ষণ, নিরন্তর নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থানে অবস্থান করিয়া হরিভজন, অহিংসা সত্য, অচৌর্য্য, যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তর-শুচি, বেদাধ্যয়ন, ভগবদর্চ্চন, বৃথাপ্রজল্প-পরিত্যাগ, আসনজয়-পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবেশন, মনদ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া হৃদয়ে স্থাপন, মনের সহিত প্রাণকে মূলাধারাদি স্বাধিষ্ঠানের মধ্যে একদেশে ধারণ, অধোক্ষজ শ্রীহরির লীলার শ্রাবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, মনের সংকল্প ও বিকল্প-ভাব দূরীভূত করিয়া আত্মাভিন্ন স্বরূপে পরিণতকরণ, জিতপ্রাণ ও অনলস হইয়া ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত উপায় এবং এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়দ্বারা উন্মার্গগামী, অস্থির মনকে বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে যুক্ত করিবে ॥ ২-৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র যমনিয়মানাহ ত্রিভিরক্ষরদ্বয়াধিকৈঃ। তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহব্রহ্মচর্য্যমৌনানি যমাঃ। তদন্যানি স্বধর্ম্মাচরণাদীনি নিয়মাঃ। গ্রাম্যস্ত্রৈবর্গিকো ধর্ম্মঃ। মিতমেধ্যাদনমিতি তত্র মিতং নাম ' "দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ" ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। বিবিক্তং নির্জ্জনং ক্ষেমং নির্ভয়ঞ্চ যৎস্থানং তত্র স্থিতিঃ। যাবতা অর্থঃ প্রয়োজনং তাবন্মাত্রস্য ন ত্বধিকস্য বস্তুনঃ পরিগ্রহঃ। আসনাদীন্যঙ্গান্যাহ—ত্রিভিঃ। সত আসনস্য জয়েন স্থৈর্য্যম্। স্বধিষ্ণ্যানাং প্রাণস্থানানাং মূলাধারাদীনাং মধ্যে একস্মিন্ দেশে মনসা সহ প্রাণস্য ধারণং ধারণা। লীলাভিধ্যানং লীলাসহিত-পাদাদ্যবয়বধ্যানম্। আত্মনো মনসঃ সমাধানং সমাধিরাত্মাকারতা। অন্যৈশ্চ দানব্রতাদিভিঃ পথিভিরুপায়ৈঃ যুঞ্জীত ধ্যানে যোজয়েৎ ॥ ২-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে (অর্থাৎ সবীজ যোগের মধ্যে) যম ও নিয়ম বলিতেছেন— (মৌন— এই) দুইটি অক্ষর অধিক তিনটি শ্লোকের দ্বারা। তন্মধ্যে অহিংসা (সকল প্রাণিতে দ্রোহবর্জ্জন), সত্য (যথার্থভাষণ), অস্তেয় (পরস্ব অপহরণ না করা), পরিগ্রহ (যতটুকু দ্রব্যের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ততটুকু দ্রব্যের স্বীকার), ব্রহ্মচর্য্য (উপস্থ-সংযম)

এবং মৌন (মৌনব্রত অর্থাৎ ভগবৎকথা ব্যতীত প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য কথা না বলা)—এই কয়েকটি যম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম)। তদ্‌ব্যতীত অন্যান্য স্বধর্ম্ম আচরণ প্রভৃতি নিয়ম। গ্রাম্য ধর্ম্ম বলিতে ভগবৎসম্বন্ধ ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি। মিত (পরিমিত) ও মেধ্য অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত বিশুদ্ধ অন্নাদি ভোজন। তন্মধ্যে মিত বলিতে যেমন স্মৃতি-প্রসিদ্ধ বাক্য—"অন্নের (খাদ্য দ্রব্যের) দ্বারা দুই ভাগ পূরণ করিবে, এক ভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে। অপর চতুর্থ ভাগ বায়ুর চলাচলের জন্য খালি রাখিবে।" 'বিবিক্ত-ক্ষেম-সেবনং'—বিবিক্ত বলিতে নির্জ্জন (বহির্ম্মুখ জন-সঙ্গরহিত) এবং ক্ষেম অর্থাৎ নির্ভয় (বাধা-রহিত) যে স্থান, সেখানে অবস্থান। 'যাবদর্থ-পরি-গ্রহ'—যতটা প্রয়োজন তাবন্মাত্রের গ্রহণ, কিন্তু তাহার অধিক বস্তুর গ্রহণ না করা। আসন প্রভৃতি অঙ্গ-সকল বলিতেছেন—তিনটি শ্লোকের দ্বারা। 'সদাসন-জয়ঃ স্থৈর্য্যম্'—সৎ (অর্থাৎ সচ্ছন্দ স্বস্তিকাদি) আসনের জয়ের (অভ্যাসের) দ্বারা (শরীরের) স্থিরতা। 'স্বধিষ্ণ্যানাম্'—প্রাণের স্থান মূলাধারাদির মধ্যে কোন একদেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণই ধারণা। 'লীলাভিধ্যানং'—লীলার সহিত ভগবানের শ্রীচরণাদি অবয়বসমূহের ধ্যান। 'অন্যৈশ্চ'—এই সকল এবং এতদ্ব্যতীত অন্য দান, ব্রতাদি, 'পথিভিঃ'—উপায়ের দ্বারা, (অসৎপথে প্রবৃত্ত দুর্দ্দমনীয় মনকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির দ্বারা) 'যুঞ্জীত'—ধ্যানে নিয়োগ করিবে ॥ ২-৭ ॥

মধ্ব—সমাধিরপ্রযত্নেন মনসঃ সংস্থিতির্ভবেৎ ইতি চ ॥ ৭ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিজিতাসনঃ (চিরমুপবিশন্নপি ক্লম-রহিতঃ) শুচৌ দেশে আসনং (কুশাজিনচেলোত্তরং) প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মিন্ স্বস্তিকং (স্বস্তিকাসনেন) ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ সমভ্যসেৎ (প্রাণজয়াভ্যাসং কুর্য্যাৎ) ॥৮॥

অনুবাদ—পরে জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে আসন বিস্তার করতঃ যথাসুখে সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযমের অভ্যাস করিবে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আসনাদীনি বিবৃণোতি। আসনং কুশাজিনচেলোত্তরং, তস্মিন্ স্বস্তিকং স্বস্ত্যেব যথা স্যাদেবমাসীনঃ ; যদ্বা, স্বস্তিকাসনোপবিষ্ট ইত্যর্থঃ। যথা চ—"ঊরু-জঙ্ঘান্তরাধায় পাদাগ্রে জানুমধ্যগে। যোগিনো যদবস্থানং স্বস্তিকন্তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥" সমভ্যসেৎ প্রাণমিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আসন প্রভৃতি বিবৃত করিতে-ছেন—'আসনং', (অর্থাৎ পবিত্র স্থানে যথাক্রমে উপর্য্যুপরি) কুশ, অজিন, চেল ইত্যাদি আস্তরণ করিয়া আসন করিবে, এবং তাহাতে 'স্বস্তিকং'—অর্থাৎ স্বচ্ছন্দতা লাভ যাহাতে হয়, এমন আসনে আসীন হইয়া, কিম্বা—স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া, এই অর্থ। স্বস্তিক আসন, যথা—"উভয় জানু ও উভয় উরুর মধ্যে উভয় পাদাগ্রভাগ (পদতল) স্থাপন করিয়া যোগীর যে অবস্থান, তাহাকে পণ্ডিতগণ স্বস্তিক আসন বলিয়া থাকেন।" 'সমভ্যসেৎ'—প্রাণ সংযমের অভ্যাস করিবে ॥ ৮ ॥

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পূরকুম্ভকরেচকৈঃ (তৈঃ) প্রতিকূলেন (রেচককুম্ভকপূরকৈঃ বা চ প্রাণায়ামৈঃ) প্রাণস্য মার্গং (নাড্যাদি তথা) শোধয়েৎ, যথা (অস্থিরং অপি) চিত্তং স্থিরং (সৎ) অচঞ্চলং (ভবেৎ) ॥৯॥

অনুবাদ—পূরক, কুম্ভক ও রেচক এবং প্রতি-লোমক্রমে রেচক, কুম্ভক ও পূরক দ্বারা প্রাণবায়ুর গতাগতির পথনড্যাদিকে এরূপভাবে শোধন করিবে, যাহাতে চিত্ত স্থির হইয়া পুনর্ব্বার চঞ্চল না হয় ॥৯॥

বিশ্বনাথ—বাহ্যবায়োরন্তর্বাময়া নাসয়া প্রবেশনং পূরকঃ। প্রবেশিতস্য ধারণং কুম্ভকঃ। দক্ষিণয়া নাসয়া রেচনং রেচকঃ। প্রতিকূলেন রেচককুম্ভক-পূরকৈঃ অস্থিরমপি চিত্তং যথা অচঞ্চলং স্যাৎ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাহ্য বায়ুর বাম নাসিকার দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করান পূরক। অন্তঃপ্রবেশিত বায়ুর ধারণ কুম্ভক। দক্ষিণ নাসিকার দ্বারা অন্ত-

র্ধৃত বায়ুর বহির্নিঃসারণ রেচক। অথবা—প্রতিকূলেন (প্রতিলোম-ক্রমে) অর্থাৎ রেচক, কুম্ভক, পরে পূরকের দ্বারা অস্থির চিত্তকেও (এরূপ ভাবে স্থির করিবে) যাহাতে চঞ্চল না হয় ॥ ৯ ॥

মনোঽচিরাৎ স্যাদ্বিরজং জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
বায়ুগ্নিভ্যাং যথা লৌহং ধ্মাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—জিতশ্বাসস্য (জিতঃ শ্বাসঃ যেন তস্য) যোগিনঃ মনঃ (চিত্তম্) অচিরাৎ (আশু) বিরজং (নির্ম্মলং) স্যাৎ যথা বৈ বায়ুগ্নিভ্যাং ধ্মাতং (সন্তপ্তং) লৌহং (সুবর্ণং) মলং ত্যজতি (তথা মনঃ নির্ম্মলং ভবতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যেরূপ স্বর্ণ বায়ু ও অগ্নির সংসর্গে প্রতপ্ত হইয়া স্বীয় মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস যোগীর চিত্তও অচিরে নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—লৌহং স্বর্ণং। ধ্মাতং সন্তপ্তম্ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লৌহং—স্বর্ণ। ধ্মাতং—সন্তপ্ত (অর্থাৎ বায়ু ও অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত হইলে স্বর্ণ যেমন অচিরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতশ্বাস যোগীর চিত্ত অল্পকালের মধ্যেই নির্ম্মল হয়) ॥ ১০ ॥

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—প্রাণায়ামৈঃ দোষান্ (বাতপিত্তাদীন্) দহেৎ, ধারণাদিভিঃ কিল্বিষান্ (পাপানি দহেৎ), প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ (বিষয়সঙ্গান্) (দহেৎ), ধ্যানেন অনীশ্বরান্ গুণান্ (রাগাদীন্) চ (দহেৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—প্রাণায়াম দ্বারা বাতশ্লেষ্মাদি দোষ, ধারণাদ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-সংসর্গজনিত দোষ এবং ধ্যান দ্বারা রাগাদি দোষ দগ্ধ করিবে ॥১১॥

বিশ্বনাথ—এতেষাং কার্য্যাণ্যাহ—প্রাণায়ামৈরিতি। দোষান্ বাতশ্লেষ্মাদীন্ কিল্বিষাণি পাপানি সংসর্গান্ বিষয়সঙ্গান্ অনীশ্বরান্ রাগদ্বেষাদীন্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সকলের কার্য্য বলিতেছেন—'প্রাণায়ামৈঃ' ইত্যাদি। দোষ বলিতে বাত, শ্লেষ্মাদি। কিল্বিষ—চিত্তগত পাপরাশি। প্রত্যাহারের (ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে নিরোধ করার) দ্বারা বিষয়সঙ্গ-সকল নিবৃত্তি পায় এবং ধ্যানের দ্বারা অনীশ্বর গুণ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি উপশান্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

যদা মনঃ সুবিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রবলোকনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা মনঃ যোগেন সুবিরজং (নির্ম্মলং) সুসমাহিতং (স্থিরং জাতং তদা) স্বনাসাগ্রবলোকনঃ (স্বনাসাগ্রে অবলোকনং যস্য তথাভূতঃ সন্) ভগবতঃ কাষ্ঠাং (কলাং মূর্ত্তিম্ ইত্যর্থঃ) ধ্যায়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে যখন মন সম্যক্ নির্ম্মল ও যোগদ্বারা সুসমাহিত হইবে তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্ শ্রীহরির মূর্ত্তি ধ্যান করিবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেন যমাদিনা সমাহিতং স্থিরং কাষ্ঠাং উৎকৃষ্টস্বরূপম্। লয়বিক্ষেপ-পরিহারায় স্বনাসাগ্রদর্শী ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যমাদি যোগের দ্বারা চিত্ত যখন সমাহিত অর্থাৎ স্থির হইবে, তখন 'ভগবতঃ কাষ্ঠাম্'—ভগবানের উৎকৃষ্ট স্বরূপ ধ্যান করিবে। লয় ও বিক্ষেপ পরিহারের নিমিত্ত বলিলেন—'স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ', নিজের নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ॥ ১২ ॥

প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১৩ ॥
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্ক-পীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ-কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্ ॥ ১৪ ॥
মত্তদ্বিরেফকলয়া পরীতং বনমালয়া।
পরার্দ্ধ্যহারবলয়-কিরীটাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ১৫ ॥
কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
অপীব্যদর্শনং শশ্বৎ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্ ॥ ১৭ ॥

কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং পুণ্যশ্লোকযশস্করম্ ।
ধ্যায়েদ্দেবং সমগ্রাঙ্গং যাবন্ন চ্যবতে মনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসন্নবদনাম্ভোজং (প্রসন্নং বদনাম্ভোজং যস্য তং) পদ্মগর্ভারুণেক্ষণং (পদ্মগর্ভবৎ অরুণে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তং) নীলোৎপলদলশ্যামং (নীলোৎপলদলবৎ শ্যামং) শঙ্খচক্রগদাধরং লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কপীতকৌশেয়বাসসং (লসৎপঙ্কজস্য কিঞ্জল্কবৎ পীতে কৌশেয়ে বাসসী যস্য তং) শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসঃ লাঞ্ছনং বক্ষসি যস্য তৎ) ভ্রাজৎ-কৌস্তভামুক্তকন্ধরং (ভ্রাজৎকৌস্তভেন আমুক্তা সংশ্লিষ্টা কন্ধরা যস্য তং) মত্তদ্বিরেফকলয়া (মত্তদ্বিরেফাণাং ভৃঙ্গাণাং কলঃ মধুরধ্বনিঃ যস্যাং তয়া) বনমালয়া পরীতং (ব্যাপ্তং) পরার্দ্ধ্যহারবলয়কিরীটাঙ্গদনূপুরং (পরার্দ্ধ্যানি অমূল্যানি হারাদীনি যস্য তং) কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং (কাঞ্চীগুণেন উল্লসন্তী শ্রোণিঃ যস্য তং) হৃদয়াম্ভোজবিষ্টরং (ভক্তানাং হৃদয়পদ্মমেব বিষ্টরং আসনং যস্য তং) দর্শনীয়তমম্ (অতিসুন্দরং) শান্তং (সুশীলম্ অতঃ ভক্তানাং) মনোনয়নবর্দ্ধনং (মনোনয়নানি বর্দ্ধয়তি হর্ষতি ইতি তথা তং) অপীব্যদর্শনম্ (অপীব্যম্ অতিসুন্দরং ভক্তবিষয়ং দর্শনং যস্য তং) শশ্বৎ (নিত্যং) সর্ব্বলোকনমস্কৃতং কৈশোরে (তারুণ্যে) বয়সি সন্তং (স্থিতং) ভৃত্যানুগ্রহকাতরং (ভৃত্যানাম্ অনুগ্রহে কাতরং ব্যগ্রং) কীর্ত্তন্যতীর্থযশসং (কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থং যশো তং) পুণ্যশ্লোকযশস্করং (পুণ্যশ্লোকাঃ বলিপ্রমুখাঃ তেষাং যশস্করং) এবং সমগ্রাঙ্গং (সমগ্রাণি অঙ্গানি যস্মিন্ তং দেবং) যাবৎ মনঃ ন চ্যবতে (ন অপযাতি তাবৎ এব) ধ্যায়েৎ ॥ ১৩-১৮ ॥

অনুবাদ—সেই শ্রীহরির মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন, নয়ন পদ্মগর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, অঙ্গ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, কটিদেশে পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণে শোভমান পট্টবস্ত্র, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে দীপ্তিশালী কৌস্তুভমণি বিরাজিত রহিয়াছে। তাঁহার গলদেশে মত্ত মধুকরকুলের মধুরধ্বনি পরিব্যাপ্ত বনমালা বিলম্বিত রহিয়াছে ; বহুমূল্য হার, বলয়, কিরীট, অঙ্গদ ও নূপুরের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে ; কটিদেশে কাঞ্চিদাম শোভা বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। তিনি (ধ্যাতার) হৃৎপদ্মাসনে সমাসীন হইয়া আছেন ; তাঁহার ন্যায় সুন্দর দর্শনীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই—তিনি প্রশান্ত-বিগ্রহ, দর্শকের চিত্ত ও নেত্রের আনন্দবর্দ্ধক, অতীবসুন্দর দর্শন, সর্ব্বলোকের আরাধ্য, নবকিশোর, নিজজনের প্রতি কৃপাবিতরণে লোলুপ ; তাঁহার যশঃ পবিত্র ও একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য ; তিনি বলিপ্রমুখ পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণের যশোবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভগবান্‌কে যে পর্য্যন্ত মন চ্যুত না হয় তাবৎকাল ধ্যান করিবে ॥ ১৩-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—'নবাঙ্গভক্তাবপি যং তৃতীয়-মাহুর্মহান্তঃ পুরুষার্থসারং। ধ্যানং হরেঃ সপ্তমতামগাৎ, তদষ্টাঙ্গযোগেঽত্র চ মোক্ষসিদ্ধ্যৈ ॥'' প্রসঙ্গতো ভক্তানাং যোগিনাঞ্চ ধ্যেয়ং স্বরূপমাহ—প্রসন্নেতি। শঙ্খেত্যত্র চতুর্থং পদ্মমপি দ্রষ্টব্যম্। ভ্রাজৎকৌস্তুভেন তদীয়স্বর্ণসূত্রেণ আমুক্তা প্রতিবদ্ধা রুদ্ধা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তম্। মত্তানাং দ্বিরেফাণাং কলো মধুরো ধ্বনির্যস্যাং তয়া। পরার্দ্ধ্যং পরদ্ধমূল্যক্রীতম্। কাঞ্চীসূত্রেণোল্লসন্তী শ্রোণিঃ কটির্যস্য তম্। ভক্তানাং হৃদয়াম্ভোজমেব বিষ্টরমাসনং যস্য তম্। শান্তমনুগ্রম্। অপীব্যমতিসুন্দরং, কৈশোরে পঞ্চদশবর্ষে বয়সি নিত্যস্থিতম্। কীর্ত্তনার্হং তীর্থরূপঞ্চ যশো যস্য তম্ ॥ ১৩-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নববিধা ভক্তিতেও যাহা তৃতীয় বলিয়া মাহাত্মগণ বলেন, সকল পুরুষার্থের সার শ্রীহরির সেই ধ্যান, (এই যোগে) সপ্তম স্থান লাভ করিয়াছে এবং এখানে অষ্টাঙ্গ যোগ (অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ভক্ত ও যোগিগণের ধ্যেয় স্বরূপ বলিতেছেন —'প্রসন্ন' ইত্যাদি। শঙ্খ, চক্র, গদা—এই স্থলে চতুর্থ পদ্মও জানিতে হইবে। 'ভ্রাজৎকৌস্তভ'—দীপ্তিশালী কৌস্তভ মণির দ্বারা, অর্থাৎ তদীয় স্বর্ণসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে গ্রীবাদেশ যাঁহার, তাঁহাকে। যাঁহার গলদেশ-স্থিত বনমালায় মত্ত ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনি রহিয়াছে। পরার্দ্ধ্য—বলিতে বহুমূল্যের দ্বারা ক্রীতা, অর্থাৎ অমূল্য হার, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত যাঁহার শ্রীঅঙ্গ। 'কাঞ্চীগুণোল্লসৎশ্রোণিং'—কাঞ্চীসূত্রের (মেখলার) দ্বারা সমুদ্ভা-

সিত হইয়াছে কটিদেশ যাঁহার, তাঁহাকে। ভক্তগণের হৃদয়কমলই আসন যাঁহার, অর্থাৎ ভক্তগণের হৃদয়-পদ্মকে আসন করিয়া যিনি সমুপবিষ্ট, তাঁহাকে। 'শান্তং'—শান্ত-মূর্ত্তি, অর্থাৎ যিনি উগ্র নন। অপীব্য—বলিতে অতিসুন্দর। কৈশোরে—পঞ্চদশ-বর্ষ বয়স্কে নিত্য যিনি অবস্থিত, তাঁহাকে। 'কীর্ত্তন্য-তীর্থ-যশসং'—কীর্ত্তনযোগ্য এবং তীর্থরূপ যশ যাঁহার, তাঁহাকে (এইরূপে ধ্যান করিবে) ॥ ১৩-১৮ ॥

মধ্ব—সর্ব্বং স্মর্ত্তুমশক্তাবেকাঙ্গে, যাবন্ন চ্যবতে মন ইত্যুক্তত্বাৎ। সর্ব্বং স্মর্ত্তুমশক্তঃ সন্নেকাঙ্গং চিন্তয়েদ্ বুধঃ ইতি চ ॥ ১৩-১৮ ॥

স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানং বা গুহাশয়ম্ ।
প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধভাবেন চেতসা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—স্থিতং ব্রজন্তম্ আসীনম্ (উপবিষ্টং) শয়ানং বা প্রেক্ষণীয়েহিতং (প্রেক্ষণীয়ম্ ঈহিতং লীলা যস্য তং) গুহাশয়ং (হরিং) শুদ্ধভাবেন চেতসা ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(মাতঃ), ঐ ভগবন্মূর্ত্তি ব্যষ্টিজীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ; তাঁহার লীলা অপূর্ব্বদর্শন ; শুদ্ধভাবযুক্ত চিত্তে ঐ মূর্ত্তিকে কোন বিশেষ স্থানে অবস্থিত অথবা গমনশীল কিম্বা শয়ানরূপে ধ্যান করিবে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গতস্তন্ত্রেণ রাগানুগীয়ভক্তানামপি ধ্যেয়াং লীলামাহ—স্থিতং বৈকুণ্ঠে বৃন্দাবনীয়কল্পতরুমূলে চ। ব্রজন্তং বৈকুণ্ঠাৎ গোষ্ঠাচ্চ বনায়। আসীনং রত্নসিংহাসনে গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে চ। শয়ানং শেষপর্য্যঙ্কে গোবর্দ্ধনগুহায়াঞ্চ। শুদ্ধভাবং চেতস্তদা তেন প্রেক্ষণীয়ং জালরন্ধ্রাদ্বহিঃস্থিত্বৈব দ্রষ্টুমর্হম্ ঈহিতং ক্রীড়া চেষ্টিতং যস্য তৎ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে রাগানুগীয় ভক্তবৃন্দেরও ধ্যানযোগ্য লীলা বলিতেছেন—'স্থিতং',—বৈকুণ্ঠে এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় কল্পতরুমূলে স্থিত। 'ব্রজন্তং'—বৈকুণ্ঠ হইতে এবং গোষ্ঠ হইতে বনে গমনশীল। 'আসীনং'—রত্নসিংহাসনে এবং শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি-শিখরে উপবিষ্ট। 'শয়ানং'—অনন্তশয্যায় এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের গুহাপ্রদেশে শয়ান। 'শুদ্ধভাবেন চেতসা'—যখন শুদ্ধ ভাবযুক্ত চিত্ত হয়, তখন সেই ভাবশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা, 'প্রেক্ষণীয়েহিতং'—প্রেক্ষণীয়, জালরন্ধ্র হইতে বাহিরে অবস্থান করিয়াই দর্শন-যোগ্য, 'ঈহিত' অর্থাৎ ক্রীড়া, চেষ্টা (লীলা) যাঁহার, তাঁহাকে (ধ্যান করিবে) ॥ ১৯ ॥

তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্ ।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্(ভগবদ্বিগ্রহে) লব্ধপদং (লব্ধং পদং স্থিতিঃ যেন তৎ) সর্ব্বাবয়বসংস্থিতং (সর্ব্বাবয়বেষু সংস্থিতং প্রতিষ্ঠিতং) চিত্তং বিলক্ষ্য (বিশেষেণ লক্ষীকৃত্য) মুনিঃ (যোগী) ভগবতঃ একত্র (একস্মিন্) অঙ্গে সংযুঞ্জ্যাৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই ভগবন্মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে চিত্তকে সম্যক্‌রূপে অবস্থিত অনুভব করিয়া ভক্তিযোগী অবশেষে তাঁহার চিত্তকে শ্রীভগবানের এক একটী অঙ্গে যোজনা করিবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সমগ্রধ্যানমুক্ত্বা একৈকাবয়বধ্যানমাহ—তস্মিন্ ভগবদ্বিগ্রহে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমগ্র ধ্যান বলিয়া শ্রীভগবানের এক এক অঙ্গের ধ্যান বলিতেছেন—'তস্মিন্', সেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহে ॥ ২০ ॥

সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহ-লাঞ্ছনাঢ্যম্ ।
উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখ-চক্রবাল-
জ্যোৎস্নাভিরাহত-মহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজাঙ্কুশধ্বজসরোরুহ-লাঞ্ছনাঢ্যং (রেখা-অঙ্কৈঃ ব্রজাঙ্কুশধ্বজসরোরুহৈঃ লাঞ্ছনৈঃ চিহ্নৈঃ আঢ্যং যুক্তম্) উত্তুঙ্গরক্তবিলসন্নখ চক্রবালজ্যোৎস্নাভিঃ (উত্তুঙ্গাশ্চ রক্তাশ্চ বিলসন্তঃ যে নখাঃ তেষাং চক্রবালং মণ্ডলং তস্য জ্যোৎস্নাভিঃ) আহত-মহদ্ধৃদয়ান্ধকারম্ (আহতঃ মহতাং ধাতৃণাং হৃদয়ান্ধকারঃ যেন তৎ) ভগবতঃ চরণারবিন্দং সংচিন্তয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—প্রথমতঃ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত শ্রীহরির চরণকমল সম্যগ্‌রূপে ধ্যান করিবেন ;

যে পুরুষ উহা ভাবনা করেন, অত্যুঙ্গ রক্তবর্ণে শোভমান নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের কিরণচ্ছটায় তাঁহার ভীষণ হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—পাদাদিক্রমেণৈকৈকাবয়বধ্যানমাহ—বজ্রেতি। দক্ষিণচরণতলধ্যানং তস্যৈব কল্পতরুমূলে তিষ্ঠতস্ত্রিভঙ্গললিতস্য কৃষ্ণস্য ভক্তৈর্দৃশ্যত্বাৎ তস্য দক্ষিণচরণস্য কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশং ধ্যায়েৎ। অঙ্কুশতলে বজ্রং অনামিকাতলে সরোরুহং সরোরুহ-তলে ধ্বজং এবমঙ্গুষ্ঠতলে যবচক্রাদিকং জ্ঞেয়ম্, এতৈর্লাঞ্ছনৈশ্চিহ্নৈরাঢ্যং। অন্ধকারং পাপম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পাদাদি ক্রমে এক এক অবয়বের ধ্যান বলিতেছেন—'বজ্র' ইত্যাদি। প্রথমতঃ দক্ষিণ চরণতলের ধ্যান বলিতেছেন—শ্রীবৃন্দাবনীয় কল্পতরুমূলে ত্রিভঙ্গ-ললিত-ঠামে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ঐ চরণতল ভক্তজনের দৃশ্যত্ব বলিয়া। তাঁহার দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তলদেশে অঙ্কুশ চিহ্নের ধ্যান করিবে। অঙ্কুশের তলে বজ্র, অনামিকার তলে পদ্ম, পদ্মের নিম্নে ধ্বজা। এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলদেশে যব ও চক্রাদি রেখা জানিতে হইবে। এই সমস্ত 'লাঞ্ছন', অর্থাৎ চিহ্নের দ্বারা যুক্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিবে। 'অন্ধকার'—বলিতে পাপ, (অর্থাৎ নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলের জ্যোৎস্নায় ধ্যানকারী পুরুষের হৃদয়ের সকল পাপ বিদূরিত হইয়া যায়) ॥ ২১ ॥

যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈল-নিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন (যস্য শৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতায়াঃ সরিৎপ্রবরায়াঃ গঙ্গায়াঃ উদকেন) তীর্থেন (সংসারতারকেণ) মূর্দ্ধি অধিকৃতেন (ধৃতেন) শিবঃ (জগদ্বন্দ্যঃ মহাদেবঃ অপি) শিবঃ (মঙ্গলরূপঃ) অভূৎ (অত্যধিকং সুখং প্রাপ ইত্যর্থঃ) ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং (ধাতুঃ মনসি যঃ শমলশৈলঃ পাপপর্ব্বতঃ তস্মিন্ নিসৃষ্টং ক্ষিপ্তং বজ্রমিব যৎ, যদ্বা, শমলশৈলে নিসৃষ্টং স্বলাঞ্ছনরূপং বজ্রং যেন তৎ) ভগবতঃ চরণারবিন্দং চিরং (দীর্ঘকালং) ধ্যায়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যে চরণপ্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্রজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন বজ্রনিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের কলমষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—চরণারবিন্দস্য মাধুর্য্যমুক্ত্বা ঐশ্বর্য্যমাহ—যস্য শৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতা যা সরিৎপ্রবরা গঙ্গা তস্যা উদকেন মূর্দ্ধি আধিক্যেন কৃতেন; যদ্বা, মূর্দ্ধি ধর্ত্তুং অধিকৃতেন অধিকারেণ প্রাপ্তেন শিবোঽপি শিবোঽভূদদ্যৈবাহং শিবোঽভূবমিত্যভিমন্যতে স্মেত্যর্থঃ। ধ্যাতুর্জনস্য মনঃশমলানি রাগদ্বেষাদীনি তেষ্বেব শৈলেষু নিসৃষ্টং স্বলাঞ্ছনরূপং বজ্রং যেন তৎ। এবমেব যচ্চরণারবিন্দং ধ্যাতুর্ভক্তস্য মনোহস্তিনং স্ববর্ত্ম ন্যানেতুং অঙ্কুশং ধত্তে মনঃসরসীমলংকর্ত্তুং কমলং, মনসে সর্ব্বোৎকর্ষসাম্রাজ্যং দাতুং ধ্বজং, সর্ব্বোৎকৃষ্টযশো দাতুং যবম্। ত্রিবিধতাপোপশমনায় ছত্রং, সর্ব্বতো রক্ষণার্থং চক্রাদিকমপি ধত্তে ইত্যপি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চরণারবিন্দের মাধুর্য্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'যচ্ছৌচ', ইত্যাদি। যে ভগবানের চরণ-প্রক্ষালন জল হইতে বিনিঃসৃতা যে নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, তাহার পবিত্র সলিলের দ্বারা, 'মূর্দ্ধি'—মস্তকোপরি আধিক্যরূপে অর্থাৎ অতিশয় শ্রেষ্ঠত্বরূপে ধারণ করতঃ, অথবা—মস্তকে ধারণের নিমিত্ত অধিকাররূপে প্রাপ্ত হইয়া শিবও শিব (অর্থাৎ মঙ্গলময়) হইয়াছিলেন, অর্থাৎ 'অদ্যই আমি যথার্থনামা শিব' হইলাম—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, এই অর্থ। 'ধ্যাতুঃ'—ঐ চরণকমলের ধ্যানকারী ভক্তজনের, 'মনঃ-শমলানি'—মনের রাগ, দ্বেষাদি যে পাপসকল, সেই পাপ-পর্ব্বতসকলে নিজ চরণ-চিহ্নরূপ বজ্র যিনি নিক্ষেপ করেন, (সেই ভগবানের চরণারবিন্দ চিরকাল ধ্যান করিবে)। এইরূপই যাঁহার চরণকমলের ধ্যানশীল ভক্তের মনঃ-রূপ হস্তিকে

নিজ পথে আনয়নের নিমিত্ত যিনি অঙ্কুশ (চিহ্ন) ধারণ করেন, ভক্তের মনঃ-সরোবরকে শোভিত করিবার জন্য কমল, মনে সর্ব্বোৎকর্ষ সাম্রাজ্য প্রদানের নিমিত্ত ধ্বজ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট যশঃ দানের জন্য যব, বিবিধ তাপ উপশমের জন্য ছত্র এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষণের নিমিত্ত চক্র প্রভৃতি চিহ্ন যিনি ধারণ করেন —ইহাও জানিতে হইবে ॥ ২২ ॥

জানুদ্বয়ং জলজ-লোচনয়া জনন্যা
লক্ষ্ম্যাখিলস্য সুরবন্দিতয়া বিধাতুঃ ।
ঊর্ব্বো নিধায় করপল্লব-রোচিষা যৎ
সংলালিতং হৃদি বিভোরভবস্য কুর্য্যাৎ ॥২৩॥
ঊরূ সুপর্ণভুজয়োরধিশোভমানা-
বোজোনিধী অতসিকাকুসুমাবভাসৌ ।
ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমান-
কাঞ্চীকলাপ-পরিরম্ভি নিতম্ববিম্বম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ জলজলোচনয়া (কমলনেত্রয়া) সুরবন্দিতয়া অখিলস্য (জগতঃ) বিধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) জনন্যা লক্ষ্ম্যা (স্বস্যাঃ) ঊর্ব্বোঃ নিধায় করপল্লব-রোচিষা (প্রকাশমান-করপল্লবেন) সংলালিতং (স্পর্শ-চাতুর্য্যেণ সংসেবিতং তৎ) অভবস্য (সংসার-নিবর্ত্তকস্য) বিভোঃ (ভগবতঃ) জানুদ্বয়ং (তৎ-পর্য্যন্তং জঙ্ঘাদ্বয়ং), সুপর্ণভুজয়োঃ (সুপর্ণস্য গরুড়স্য ভুজয়োঃ স্কন্ধয়োঃ) অধি (উপরি) শোভমানৌ ওজোনিধী (ওজসঃ বলস্য নিধী আধারৌ) অতসিকাকুসুমাবভাসৌ (অতসিকায়াঃ কুসুমবৎ কান্ত্যা অবভাসমানৌ) ঊরূ (তথা) ব্যালম্বিপীত-বরবাসসি (ব্যালম্বি আগুল্‌ফং লম্বমানং যৎ পীতং বরং বাসঃ তস্মিন্) বর্ত্তমানকাঞ্চী-কলাপ-পরিরম্ভি (বর্ত্তমানঃ যঃ কাঞ্চীকলাপঃ তেন পরিরম্ভঃ সংশ্লেষঃ বিদ্যতে যস্য তৎ) নিতম্ববিম্বং চ হৃদি কুর্য্যাৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জননী সুরবন্দিতা কমললোচনা লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের জানুদ্বয় আপন উরুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক সুন্দর করপল্লবদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীহরির চরণ-চিন্তার পর ভক্তিযোগী সেই জানুদ্বয় ধ্যান করিবে। এইরূপে ভক্তিযোগী গরুড়ের স্কন্ধোপরি শোভমান, বলের আধারভূত অতসীকুসুমের ন্যায় প্রকাশমান, ভগবানের উরুযুগল ধ্যান করিবে। অনন্তর গুল্‌ফ-দেশ পর্য্যন্ত লম্বিত পীতবসনে বেষ্টিত এবং কাঞ্চিদাম-সংশ্লিষ্ট তদীয় নিতম্বদেশ ভাবনা করিবে ॥২৩-২৪॥

বিশ্বনাথ—শয়ানং ধ্যায়েদিত্যুক্তমতঃ শেষপর্য্যঙ্কে শয়ানস্য বিভোর্জানুদ্বয়ং তৎপর্য্যন্তং জঙ্ঘাদ্বয়ং হৃদি কুর্য্যাৎ। যৎ খলু অখিলস্য বিধাতুর্ব্রহ্মণঃ জনন্যা লক্ষ্ম্যা সম্বাহনচাতুর্য্যবতোঃ করপল্লবয়োঃ রোচিষা অরুণিম্না পীতিম্না চ সংলালিতং শোভিতীকৃতং, জলজলোচনয়েতি তল্লোচনাভ্যাং নির্ব্বাধমেবাস্বাদিত-লাবণ্যমিত্যর্থঃ। ইদমেব জঙ্ঘয়োর্জানুনোশ্চ মাধুর্য্য-মৈশ্বর্য্যঞ্চৈবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। অভবস্য ন বিদ্যতে ভবো যস্মাৎ তস্য, ব্রজন্তং ধ্যায়েদিত্যুক্তমতঃ পৃথু-ধ্রুবাদিভ্যো বরং দাতুং গচ্ছতো গরুড়ারূঢ়স্য হরেরূরুদ্বয়ং হৃদি কুর্য্যাৎ। ভুজয়োরধি উপরি স্কন্ধয়ো-রিত্যর্থঃ। নিতম্ববিম্বং নিতম্বমণ্ডলম্ ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শয়ান ভগবানের ধ্যান করিবে —ইহা বলিয়াছেন, অতএব অনন্ত-শয্যায় শয়ান বিভুর (ভগবানের) জানুদ্বয়, অর্থাৎ জানু পর্য্যন্ত জঙ্ঘাদ্বয়, 'হৃদি কুর্য্যাৎ'—হৃদয়ে ধারণ করিবে, অর্থাৎ জানুদ্বয়ের ধ্যান করিবে। যে জানুদ্বয়, অখিল জগতের সৃজনকারী ব্রহ্মার জননী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক পাদ-সম্বাহনের চাতুর্য্যযুক্ত কর-পল্লবদ্বয়ের অরুণিমা ও পীতিমা (অরুণবর্ণ ও পীতবর্ণ) কান্তির দ্বারা 'সংলালিতং'—সুশোভিত করা হইয়াছে। 'জলজ-লোচনয়া'—এখানে কমল-নয়না লক্ষ্মী কর্ত্তৃক, ইহা বলায় তাদৃশ (বিস্ফারিত) নেত্রযুগলের দ্বারা নির্ব্বাধেই যিনি (ভগবানের) লাবণ্য আস্বাদন করিতেছেন —এই অর্থ। ইহাই জঙ্ঘা ও জানুদ্বয়ের মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে। 'অভবস্য'—যাঁহা হইতে অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম হয় না, তাঁহার, (অর্থাৎ যিনি জীবের সংসার-নিবর্ত্তক, সেই ভগবানের)। 'ব্রজন্তং ধ্যায়েৎ' —গমনশীল ভগবানের ধ্যান করিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে, অতএব মহারাজ পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতিকে বর প্রদানের নিমিত্ত গমনকারী, গরুড়ারূঢ় ভগবান্ শ্রীহরির উরুদ্বয় হৃদয়ে ধ্যান করিবে। 'ভুজয়োঃ

অধি'—গরুড়ের দুই স্কন্ধের উপরে (শোভমান উরুদ্বয়)—এই অর্থ। 'নিতম্ব-বিম্ব'—বলিতে নিতম্বদেশ ॥ ২৩-২৪ ॥

নাভিহ্রদং ভুবনকোশগুহোদরস্থং
যত্রাত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ ।
ব্যূঢ়ং হরিন্মণিবৃষস্তনয়োরমুষ্য
ধ্যায়েদ্দ্বয়ং বিশদহারময়ূখগৌরম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবনকোশগুহোদরস্থং (ভুবনানাং কোশস্য সমূহস্য গুহা অধিষ্ঠানং যৎ উদরং তত্র স্থিতং) যত্র (নাভিহ্রদে) আত্মযোনিধিষণাখিললোকপদ্মম্ (আত্মযোনেঃ ব্রহ্মণঃ ধিষণং ধিষ্ণ্যম্ অখিললোকাত্মকং পদ্মং) ব্যূঢ়ম্ (উত্থিতং, তৎ) অমুষ্য (হরেঃ) নাভিহ্রদং ধ্যায়েৎ, (তথা) বিশদহারময়ূখগৌরং (বিশদহারাণাং ময়ূখৈঃ গৌরং শ্বেতং স্বতঃ) হরিন্মণিবৃষস্তনয়োঃ (মরকতমণিশ্রেষ্ঠৌ ইব যৌ স্তনৌ তয়োঃ) দ্বয়ং (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবানের উদরের মধ্যবর্ত্তি যে নাভিহ্রদ ভুবনসমূহের অধিষ্ঠানস্বরূপ এবং যাহা হইতে আত্মযোনি ব্রহ্মার অবস্থিতি-স্থান অখিললোকাত্মক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই নাভিহ্রদ চিন্তা করিবে। অনন্তর উৎকৃষ্ট হরিদ্বর্ণ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত ও নির্ম্মলোজ্জ্বল হারের কিরণদ্বারা শুভ্রবর্ণ স্তনদ্বয় ভাবনা করিবে। ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—গর্ভোদশায়িনো নাভীহ্রদং ধ্যায়েৎ। ভুবনানাং কোশস্য সমূহস্য গুহা অধিষ্ঠানং যদুদরং তত্র স্থিতম্। যত্রাত্মযোনের্ধিষণং ধিষ্ণ্যং অখিললোকাত্মকং পদ্মং ব্যূঢ়মুত্থিতং, হরিন্মণিবৃষৌ মরকতমণিশ্রেষ্ঠাবিব যৌ চক্রিকাকৃতিস্তনৌ তয়োর্দ্বয়ম্। হরিন্মণিবর্ণো বৃষো ধর্ম্মো যত্র তথাভূতয়োঃ স্তনয়োরিতি বা তদ্দক্ষিণস্তনস্য ধর্ম্মত্বাৎ। বিশদানাং হারাণাং ময়ূখৈর্গৌরং শ্বেতমিতি দক্ষিণস্তনোপরি দক্ষিণাবর্ত্ত-শ্বেত-শ্রীবৎসরেখামপি হারকান্তিমিব ধ্যায়েদিত্যপি সূচিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গর্ভোদশায়ী ভগবানের নাভীহ্রদের ধ্যান করিবে। 'ভুবনকোশ'—ভগবানের যে উদর ভুবনসকলের অধিষ্ঠান-স্থান, সেই উদরে স্থিত (যে নাভীহ্রদ)। 'যত্র'—যে নাভীহ্রদে আত্মযোনি ব্রহ্মার 'ধিষণং'—আবাস-স্থান অখিললোকাত্মক পদ্ম উত্থিত হইয়াছিল। 'হরিন্মণিবৃষ-স্তনয়োঃ দ্বয়ং'—মরকত মণিশ্রেষ্ঠের ন্যায় চক্রিকা (আবর্ত্ত) আকৃতি স্তন-দ্বয়ের (ধ্যান করিবে)। অথবা—হরিদ্বর্ণ মণিসদৃশ বৃষ অর্থাৎ ধর্ম্ম যেখানে অবস্থান করে, সেইরূপ স্তনদ্বয়ের। যেহেতু শ্রীভগবানের দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্মের অবস্থিতি। 'বিশদহারময়ূখ-গৌরং'—যে স্তনদ্বয় উজ্জ্বল হারসমূহের কিরণে গৌর অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ। ইহার দ্বারা ভগবানের দক্ষিণ স্তনের উপরে দক্ষিণাবর্ত্ত শ্বেতবর্ণ শ্রীবৎস রেখাকেও হারসমূহের কান্তির ন্যায় ধ্যান করিতে হইবে—ইহা সূচিত হইল ॥ ২৫ ॥

বক্ষোঽধিবাসমৃষভস্য মহাবিভূতেঃ
পুংসাং মনোনয়ন-নির্বৃতিমাদধানম্
কণ্ঠঞ্চ কৌস্তুভমণেরধিভূষণার্থং
কুর্য্যান্মনস্যখিললোক-নমস্কৃতস্য ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবিভূতেঃ (মহালক্ষ্ম্যাঃ) অধিবাসং (সংস্থানং) পুংসাং (স্মর্ত্তৃণাং দ্রষ্টৃণাং চ) মনোনয়ন-নির্বৃতিং (মনোনয়নয়োঃ নির্বৃতিম্ আনন্দম্) আদধানম্ অখিললোকনমস্কৃতস্য (অখিলৈঃ সকলৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ লোকৈঃ লোকপালৈঃ নমস্কৃতস্য) ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য হরেঃ) বক্ষঃ (তথা) কৌস্তুভমণেঃ অধিভূষণার্থং (কৌস্তুভমণিঃ যঃ ভূষণার্থং ধৃতঃ তস্য অধিকং ভূষণম্ অর্থং প্রয়োজনং যস্য তং, কৌস্তুভমণিমেব স্বয়মলঙ্কুর্ব্বন্তং) কণ্ঠং চ মনসি কুর্য্যাৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ধ্যানকারীর চিত্ত ও নেত্রের আনন্দবর্দ্ধক এবং ব্রহ্মাদি অখিল লোকনমস্কৃত মহালক্ষ্মীর আবাসস্থান ভগবানের বক্ষঃস্থল চিন্তা করিবে। ভূষণার্থ ধৃত কৌস্তুভমণিও যাহাতে অবস্থিত থাকিয়া অধিকতর শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবানের সেই কণ্ঠদেশও হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহাবিভূতের্মহালক্ষ্ম্যা অধি অধিকো বামভাগে বাসো যত্র এতাদৃশম্ বক্ষো মনসি কুর্য্যাৎ, কৌস্তুভমণেরপি অধিকং ভূষণমর্থঃ প্রয়োজনং যস্য

কৌস্তুভমণিরপি যেন ভূষিতঃ স্যাৎ তং কণ্ঠং চেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাবিভূতেঃ'—মহালক্ষ্মী-দেবীর 'অধিবাসং'—অধি অর্থাৎ অধিকরূপে বাম-ভাগে আবাসস্থল যেখানে, এইরূপ শ্রীভগবানের বক্ষঃ-স্থল মনে চিন্তা করিবে। কৌস্তুভমণিরও অধিক শোভা যেখানে প্রয়োজন, অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া কৌস্তুভমণিও অধিকরূপে শোভিত হইয়াছে, সেই ভগবানের কণ্ঠদেশও চিন্তা করিবে—এই অর্থ ॥২৬॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২।১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৬ ॥

বাহূংশ্চ মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন
নির্ণিক্তবাহুবলয়ানধিলোকপালান্।
সঞ্চিন্তয়েদ্দশ-শতারমসহ্যতেজঃ
শঙ্খঞ্চ তৎকরসরোরুহ-রাজহংসম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মন্দরগিরেঃ পরিবর্ত্তনেন (পরিভ্রমণেন) নির্ণিক্ত বাহুবলয়ান্ (নির্ণিক্তানি উজ্জ্বলীকৃতানি বাহু-বলয়ানি অঙ্গদানি চ যেষু তান্) অধিলোকপালান্ (সমুদ্রমন্থনার্থম্ অধিশ্রিতাঃ লোকপালাঃ যেষু তান্ ভগবতঃ) বাহূন্ সংচিন্তয়েৎ। (তথা) অসহ্যতেজঃ (অসহ্যং তেজঃ যস্য তৎ) দশ-শতারং (সহস্রারং সুদর্শনচক্রং, তথা) তৎকর-সরোরুহরাজহংসং (তস্য ভগবতঃ কর-সরোরুহে রাজহংসবৎ শোভ-মানং) শঙ্খং চ (সংচিন্তয়েৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবানের বাহুচতুষ্টয় সম্যক্‌রূপে ধ্যান করিবে। মন্দর নামক পর্ব্বতের পরিঘূর্ণনজনিত ঘর্ষণহেতু ঐ বাহুচতুষ্টয়ের বলয় ও অঙ্গদ অতিশয় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকপাল-সকল ঐ সকল বাহু আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করি-তেছেন। দুঃসহ তেজস্ক চক্র এবং করপদ্মস্থিত রাজহংসসদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খও ভাবনা করিবে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সমুদ্রং মথ্নতো হরের্বাহূন্ চিন্তয়েৎ। নির্ণিক্তানি উজ্জ্বলীকৃতানি বাহুবলয়ান্যঙ্গদাদীনি চ যেষু তান্। অধি অধিকৃতা ভক্তা লোকপালা ভবন্তি যেভ্যস্তান্। বৈকুণ্ঠনাথস্য ভগবতশ্চতুর্ষু হস্তেষু চক্রা-দ্যস্ত্রচতুষ্কং মালাং কৌস্তুভঞ্চ স্মরেদিত্যাহ—সংচিন্তয়েদিতি সার্দ্ধেন। দশশতারং চক্রম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমুদ্র মন্থনকারী শ্রীহরির বাহুচতুষ্টয়ের চিন্তা করিবে 'নির্ণিক্তবাহু-বলয়ান্'—নির্ণিক্ত অর্থাৎ উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে বাহুসকলের বলয় অর্থাৎ অঙ্গদ প্রভৃতি যেখানে, তাদৃশ বাহুচতু-ষ্টয়ের (চিন্তা করিবে)। 'অধিলোকপালান্'—যে বাহুসকলকে আশ্রয় করিয়া 'অধি', অর্থাৎ অধিকার-প্রাপ্ত ভক্তগণ লোকসমূহের পালক হইয়া থাকেন, সেই বাহুচতুষ্টয়ের (ধ্যান করিবে)। বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ শ্রীহরির চারিটি হস্তে চক্রাদি অস্ত্র-চতুষ্টয়, (গলদেশে) মালা ও (বক্ষঃস্থলে) কৌস্তুভ মণিরও স্মরণ করিবে, ইহা বলিতেছেন—'সঞ্চিন্তয়েৎ', ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে। 'দশ-শতারং'—বলিতে সুদ-র্শন চক্র ॥ ২৭ ॥

কৌমোদকীং ভগবতো দয়িতাং স্মরেত
দিগ্ধামরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন।
মালাং মধুব্রতবরূথগিরোপঘুষ্টাং
চৈত্ত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অরাতিভটশোণিতকর্দ্দমেন (অরাতয়ঃ শত্রবঃ দৈত্যাঃ যে ভট্টাঃ যোদ্ধারঃ তেষাং শোণিতমেব কর্দ্দমঃ তেন) দিগ্ধাং (লিপ্তাং) ভগবতঃ (হরেঃ) দয়িতাং (প্রিয়াং) কৌমোদকীং (গদাং) স্মরেত (স্মরেৎ, তথা) অস্য (ভগবতঃ) কণ্ঠে মধুব্রতব-রূথগিরা (মধুব্রতানাং ভৃঙ্গানাং বরূথস্য সঙ্ঘস্য গিরা শব্দেন) উপঘুষ্টাং (নাদিতাং) মালাং (তথা) অমলং চৈত্ত্যস্য (জীবস্য) তত্ত্বং মণিং চ (স্মরেৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(অতঃপর) শত্রুদিগের শোণিতপঙ্কে সিক্ত ভগবানের প্রিয় কৌমুদকী গদা, মধুকরকুলের স্তুতিলক্ষণ-গুঞ্জনে নিনাদিত বনমালা এবং বিশুদ্ধ জীবতত্ত্বস্বরূপ কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভমণিও ধ্যান করিবেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দিগ্ধাং লিপ্তাং, উপঘুষ্টাং নাদিতাম্। চিত্তে ভবত্যাবির্ভবতীতি চৈত্ত্য-শব্দেন সর্ব্বত্র যদ্যপি পরমাত্মৈবোচ্যতে, তদপ্যত্র তচ্ছক্তিস্থাজ্জীবাত্মৈবোচ্যতে। চৈত্ত্যস্য জীবস্য জীবশক্তেস্তত্ত্বম্। তদুক্তং বৈষ্ণবে—"আত্মনমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্। বিভর্তি

কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ" ইতি। কৌস্তুভস্যৈবানন্তাঃ কিরণাঃ জীবা ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিগ্ধাং'—বলিতে লিপ্তা (অর্থাৎ শত্রুসেনার শোণিতরূপ কর্দ্দমের দ্বারা লিপ্তা কৌমোদকী গদাকে স্মরণ করিবে)। 'উপঘুষ্টাং'—নাদিত, (অর্থাৎ ভগবানের কণ্ঠদেশস্থ যে মালা মধুব্রতসমূহের গুঞ্জনরবে নাদিত, তাহাকে স্মরণ করিবে)। 'চৈত্ত্যস্য তত্ত্বম্'—যাহা চিত্তে উৎপন্ন হয়, তাহাকে চৈত্ত্য বলে। চৈত্ত্য শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্র পরমাত্মাকেই বলা হইয়া থাকে, তথাপি এখানে তাঁহার শক্তিত্ব-হেতু জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'চৈত্তস্য' বলিতে জীবের অর্থাৎ জীবশক্তির বিশুদ্ধ তত্ত্বস্বরূপ (কণ্ঠস্থিত কৌস্তুভ-মণিরও ধ্যান করিবে)। যথা বৈষ্ণবে (মহর্ষি পরাশর-কৃত বিষ্ণুপুরাণে) উক্ত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীহরি কৌস্তুভমণিস্বরূপ নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও বিশুদ্ধ এই জগতের আত্মাকে ধারণ করিয়া থাকেন।" কৌস্তুভ-মণিরই অনন্ত কিরণ জীবসকল—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—ব্রহ্মা চিত্তাভিমানেন চৈত্ত্যস্তন্নিয়মাদ্ হরিঃ।
স চ ব্রহ্মা হরেঃ কণ্ঠে কৌস্তুভত্বেন ভাসতে॥
ইতি ভাগবত-তন্ত্রে ॥ ২৮

তথ্য আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥
ইতি বৈষ্ণবে ॥ ২৮ ॥

— ——

ভৃত্যানুকম্পিতধিয়েহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ
সংচিন্তয়েদ্ভগবতো বদনারবিন্দম্।
যদ্বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন
বিদ্যোতিতামলকপোলমুদারনাসম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃত্যানুকম্পিতধিয়া (ভৃত্যেষু অনুকম্পিতা কৃতানুকম্পা যা ধীঃ তয়া) ইহ গৃহীতমূর্ত্তেঃ (গৃহীতা প্রকটিতা মূর্ত্তিঃ যেন তস্য) ভগবতঃ বিস্ফুরন্মকরকুণ্ডলবল্গিতেন (বিস্ফুরন্তী যে মকরকুণ্ডলে তয়োঃ বল্গিতেন প্রচলনেন) বিদ্যোতিতামলকপোলং (বিদ্যোতিতৌ অমলৌ কপোলৌ যস্মিন্ তৎ) উদারনাসম্ (উদারা উন্নতা নাসা যস্মিন্ তৎ চ) যৎ বদনারবিন্দং (তৎ) সংচিন্তয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ ভৃত্যদিগকে অনুকম্পা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিত্য-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকেন। ভক্তিযোগী সেই ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীহরির বদনকমল সম্যক্‌রূপে ভাবনা করিবেন। সেই শ্রীহরির মুখকমল অতিশয় দীপ্তিমান মকরকুণ্ডলদ্বয়ের সঞ্চালনে উজ্জ্বল সুকোমল গণ্ডস্থল ও উন্নত নাসিকাযুক্ত হইয়া উহা কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনুকম্পা সঞ্জাতাহস্যা ইত্যনুকম্পিতা—তারকাদিত্বাদিতচ্; যদ্বা, অনুকম্পিতমনুকম্পা কৃপা তদাত্মিকা তন্ময়ী বা যা ধীস্তয়া স্ববাসার্থং গৃহীতা মূর্ত্তির্যস্য, হে মৎস্বরূপশক্তিসারভূতে অনুকম্পে, ইহ মর্ত্ত্যলোকে মন্মূর্ত্তিষু মধ্যে যামিচ্ছসি তাং স্বনির্ভরনিবাসার্থং গৃহাণেত্যুক্তে তয়া বিবিচ্য, মকর-কুণ্ডলয়োর্বল্গনং খলু পার্শ্বদ্বয়স্থ-পার্ষদসঞ্চালিত-চামর-হেতুকেন শিরঃকম্পেন বা সহচরীগণনৃত্যগীতবাদ্য-তালতানাদ্যাস্বাদনসাধুত্ব-খ্যাপনহেতুকয়া গ্রীবাভঙ্গ্যা বা জ্ঞেয়ং। অমলেতি কপোলয়োঃ সারমণিদর্পণায়-মানত্বং তয়োশ্চলন্মকরকুণ্ডলদ্বয়প্রতিবিম্বেন নটন্তৌ নয়নখঞ্জনৌ নৃত্যোপাধ্যায়ৌ ভূত্বা স্বতলস্থলমায়াতং মকরচতুষ্টয়ং নর্ত্তয়ত ইব ইত্যুৎপ্রেক্ষা গম্যা। উদার-নাসমুন্নতনাসিকং, উদারো দাতৃমহতোরিত্যভিধানা-ন্নাসিকায়াস্তদাস্বাদনসভ্যত্বেন স্ব-সর্ব্বস্বদাতৃত্বম্ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভৃত্যানুকম্পিত-ধিয়া'—অনুকম্পা যাহার (অর্থাৎ যে মূর্ত্তি হইতে) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অনুকম্পিতা (ধীঃ)। অনুকম্পিত শব্দের ব্যাকরণ বলিতেছেন—'তারকাদিভ্যঃ ইতচ্'—এই সূত্রে তারকা প্রভৃতি শব্দের উত্তর তদ্ধিত ইতচ্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ অনুকম্পার প্রাচুর্য্য যেখানে বিদ্যমান, তাহা। অথবা—অনুকম্পিত বলিতে অনুকম্পা, অর্থাৎ কৃপা, 'তদাত্মিকা তন্ময়ী বা'—অর্থাৎ কৃপাত্মিকা বা কৃপাময়ী যে বুদ্ধি, তাহার দ্বারা, নিজের বাসের জন্য স্বীকৃত হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহার (সেই ভগবানের চরণারবিন্দের চিন্তা করিবে)। "হে আমার স্বরূপশক্তির সারস্বরূপ অনুকম্পে! এই মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রকটিত মূর্ত্তিসকলের মধ্যে যে মূর্ত্তি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা স্বচ্ছন্দে নিবাসের নিমিত্ত তুমি গ্রহণ কর", ভগবান্ এইরূপ বলিলে,

সেই অনুকম্পাই বিবেচনা করিয়া যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, (অর্থাৎ ভক্তচিত্তের বিনোদনকারী শ্রীভগবান্ ভক্তানুগ্রহ কাতর হইয়া তাঁহাদের অনুকম্পা করিবার নিমিত্তই স্বীয় অনুপম মাধুর্য্যমণ্ডিত নিত্য শ্রীবিগ্রহ জগতে প্রকটিত করেন)। 'মকরকুণ্ডলবল্গিতেন'—এখানে মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়ের 'বল্গন' অর্থাৎ সঞ্চালন, উভয় পার্শ্বে অবস্থিত পার্ষদের চামর সঞ্চালনের হেতু, অথবা মৃদুমন্দ বায়ুর সঞ্চারে হইতেছে। কিম্বা—বয়স্যগণের নর্ম্মোক্তির প্রত্যুক্তি প্রদানের নিমিত্ত মস্তক-কম্পনের দ্বারা, অথবা—সহচরীগণের নৃত্য, গীত, বাদ্য, তাল ও তানাদির আস্বাদনে সাধুবাদ প্রদানের নিমিত্ত গ্রীবাভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয় গ্রীবা-সঞ্চালনে মকরকুণ্ডলদ্বয় আন্দোলিত হইতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'অমলকপোলম্'—বিদ্যোতিত হইতেছে স্বচ্ছ সুকোমল কপোলদ্বয় যাহাতে, তাদৃশ বদনারবিন্দের ধ্যান করিবে। এখানে কপোলদ্বয় যেন শ্রেষ্ঠ মণি ও স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়, তাহাতে সঞ্চালিত মকরকুণ্ডলদ্বয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন—নৃত্যকারী নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় নৃত্যশিক্ষার উপাধ্যায় হইয়া, স্বতলস্থলে (গণ্ডস্থলে) আগত মকরচতুষ্টয়কে (দুইটি কর্ণের মকর এবং গণ্ডস্থলে প্রতিবিম্বত দুইটি—এই চারিটি মকরকে) যেন নৃত্য করাইতেছে—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে। 'উদার-নাসম্'—যাহাতে উন্নত নাসিকাদ্বয় (মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, তাদৃশ মুখকমলের ধ্যান করিবে)। অভিধানে উক্ত হইয়াছে—উদার শব্দের অর্থ দাতা এবং মহান্, এখানে উদার নাসিকা—ইহা বলায়, নাসিকা যেন সেই বদনকমলের আস্বাদনে সভ্যত্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজের সর্ব্বস্ব দান করিতেছে, অর্থাৎ তাদৃশ উন্নত নাসিকার দ্বারা বদনের সাতিশয় শোভা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

———

যচ্ছ্রীনিকেতমলিভিঃ পরিষেব্যমাণং
ভূত্যা স্বয়া কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টম্।
মীনদ্বয়াশ্রয়মধিক্ষিপদব্জনেত্রং
ধ্যায়েন্মনোময়মতন্দ্রিত উল্লসদ্ভ্রু ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (বদনারবিন্দম্) অলিভিঃ স্বয়া ভূত্যা (শোভয়া চ) পরিষেব্যমাণং মীনদ্বয়াশ্রয়ং (চ) শ্রীনিকেতং (শোভাশ্রয়ং পদ্মং) অধিক্ষিপৎ (তিরস্কুর্ব্বৎ বর্ত্ততে, যৎ চ) কুটিলকুন্তলবৃন্দজুষ্টং (তদ্যুক্তং) (অব্জে ইব নেত্রে যস্মিন্ তৎ) উল্লসদ্ভ্রু (উল্লাসন্তৌ ভ্রুবৌ যস্মিন্ তৎ) মনোময়ং (মনসি আবির্ভবৎ তৎ বদনারবিন্দম্) অতন্দ্রিতঃ (সাবধানঃ সন্) ধ্যায়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সৌন্দর্য্যের আকর, কুটিলকুন্তলদামমণ্ডিত, পদ্মপলাশলোচন ও ক্রীড়াশীল ভ্রুযুগলে উদ্ভাসিত স্বীয় বিভূতিদ্বারা প্রকাশিত, অলিকুল-পরিশোভিত, মীননিন্দিত নেত্রযুগলদ্বারা পরিশোভিত, মনোহর বদনকমল একাগ্রতার সহিত আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যান করিবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চ শ্রীনিকেতনং বদনারবিন্দং অলিভিঃ পরিষেব্যমাণমপি মীনদ্বয়াশ্রয়মপি অধিক্ষিপৎ; অর্থাৎ অরবিন্দান্তরং স্বয়া বিভূত্যা তিরস্কুর্বত্তবতি; তৎ ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ। তত্র কুটিলকুন্তলবৃন্দেনালীনামাক্ষেপঃ। অব্জদলতুল্যনেত্রাভ্যাং মীনদ্বয়স্যাক্ষেপঃ। মনোময়ং স্বমনসা তাদাত্মমিব স্বাদাধিক্যাৎ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। স্বভক্তবিষয়কৃপাদ্যোতনাদুল্লসন্তৌ ভ্রুবৌ যত্র তৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যচ্চ শ্রীনিকেতনং'—সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আশ্রয় যে বদনারবিন্দ, যাহা 'স্বয়া ভূত্যা'—স্বকীয় বিভূতি অর্থাৎ শোভার দ্বারা, অলিকুল পরিষেবিত ও মীনদ্বয়ে আশ্রিত হইলেও অন্য কমলের শোভাকে তিরস্কৃত করিতেছে, সেই ভগবানের মুখকমলের ধ্যান করিবে—এই অন্বয়। এখানে কুটিল কুন্তলরাজির দ্বারা অলিকুলের তিরস্কার এবং পদ্মদলতুল্য নেত্রদ্বয়ের দ্বারা মীনদ্বয়ের আক্ষেপ বুঝাইতেছে। 'মনোময়ং'—(যোগ-পরিশুদ্ধ মনে স্বয়ং আবির্ভূত), অর্থাৎ ভক্তের নিজ মনের সহিত তাদাত্ম্যের ন্যায় স্বাদাধিক্য-বশতঃ প্রাপ্ত যে বদনকমল—এই অর্থ। 'উল্লসদ্ভ্রু'—নিজ ভক্তজনের প্রতি কৃপা দ্যোতনার্থ উল্লসিত হইতেছে ভ্রূ-যুগল যেখানে, তাদৃশ (বদনারবিন্দের ধ্যান করিবে) ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—সাক্ষাচ্ছ্রীস্তু হরেরূপমন্দিরা তু তদাশ্রয়া ॥ ৩০ ॥

তস্যাবলোকমধিকং কৃপয়াতিঘোর-
তাপত্রয়োপশমনায় নিসৃষ্টমক্ষ্ণোঃ ।
স্নিগ্ধস্মিতানুগুণিতং বিপুলপ্রসাদং
ধ্যায়েচ্চিরং বিততভাবনয়া গুহায়াম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অধিকম্ (অত্যর্থম্) অতিঘোরতাপ-ত্রয়োপশমনায় (অতিঘোরং দুঃসহং যৎ আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ং তস্য উপশমায় বিনাশায়) কৃপয়া অক্ষ্ণোঃ (অক্ষিভ্যাং) নিসৃষ্টং (প্রযুক্তং) স্নিগ্ধস্মিতানুগুণি-তং (স্নিগ্ধেন স্নেহযুক্তেন স্মিতেন হাসেন অনুগুণিতং সংযুক্তং) বিপুলপ্রসাদং (বিপুলঃ প্রসাদঃ যস্মিন্ তৎ) তস্য (ভগবতঃ) অবলোকং বিতত-ভাবনয়া (প্রেমাতিশয়েন) গুহায়াং (হৃদি) চিরং ধ্যায়েৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ আন্তরিক কৃপাবশে সুস্নিগ্ধ হাস্যের সহিত যে স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, উহা ঘোরতর তাপত্রয় নাশ করিতে সমর্থ ; অতএব ভক্ত-যোগী বিপুল প্রসন্নতাপরিপূর্ণ তাঁহার ঐ চক্ষুর অব-লোকন একাগ্রচিত্তে সতত ধ্যান করিবেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য হরেরবলোকং ধ্যায়েৎ, অক্ষ্ণো-রক্ষিভ্যাং নিসৃষ্টং নির্ম্মিতং ধ্যাতুরতিঘোরং যত্তাপ-ত্রয়ং তস্যোপশমায় স্নিগ্ধং যৎ স্মিতং তদেব, স্মিতো-পলক্ষিতং মাধুর্য্যং অন্বনুগুণিতং প্রথমং দ্বিগুণিতং ততস্ত্রিগুণিতাদিক্রমেণ কোটিকোটিগুণিতং যত্র তৎ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শ্রীহরির অবলোকন (কৃপাদৃষ্টি) ধ্যান করিবে। 'অক্ষ্ণোঃ নিসৃষ্টং'—নেত্রদ্বয় হইতে নির্ম্মিত (অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত) হইয়াছে, ধ্যানকারী ভক্তজনের ঘোরতর যে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়, তাহার প্রশমনের নিমিত্ত, 'স্নিগ্ধ-স্মিতানু-গুণিতং'—স্নিগ্ধ যে স্মিত (মধুর হাস্য) তাহাই। এখানে স্মিতোপলক্ষিত মাধুর্য্য অনু অনুরূপে বর্দ্ধিত, অর্থাৎ প্রথমে অনুগুণিতরূপে, পরে দ্বিগুণিত, তারপর ত্রিগুণিত ইত্যাদি ক্রমে কোটি কোটি গুণ বর্দ্ধিত (মাধুর্য্য) যে অবলোকনে রহিয়াছে, তাহা ধ্যান করিবে ॥ ৩১ ॥

——

হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্ ।
সম্মোহনায় রচিতং নিজমায়য়াস্য
ভ্রূমণ্ডলং মুনিকৃতে মকরধ্বজস্য ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অবনতাখিললোকতীব্রশোকাশ্রুসাগর-বিশোষণম্ (অবনতাঃ শরণমাগতাঃ যে অখিলাঃ লোকাঃ তেষাং তীব্রশোকেন যানি অশ্রূণি তেষাং সাগরং বিশোষয়তি তথাভূতং তং) হরেঃ হাসং (ধ্যায়েৎ, তথা) মুনিকৃতে (মুনীনাম্ উপকারায়) মকরধ্বজস্য (কামস্য) সংমোহনায় নিজমায়য়া রচিতম্ অস্য (হরেঃ) অত্যুদারং ভ্রূমণ্ডলং (ধ্যায়েৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীহরির অতীব মনোরম হাস্য চিন্তা করিবে। উহা শরণাগত নিখিল-লোকের তীব্র বিপ্রলম্ভাত্মক শোকোত্থ অশ্রুসাগর শোষণ করিতে সমর্থ—উহা নিরতিশয় আনন্দপ্রদ ; ভগবান্ মুনি-গণের উপকারার্থ কন্দর্পদর্প খর্ব্ব করিবার জন্য নিজ মায়াদ্বারা যে ভ্রূযুগল রচনা করিয়াছেন, ভক্তিযোগী তাহাও ভাবনা করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হরের্হাসং ধ্যায়েৎ, অবনতা ভক্তা যে অখিলা লোকাস্তেষাং দাস্যসখ্যাদিভাববতাং তদ্বির-হোত্থত্বাত্তীব্রো যঃ শোকাশ্রুসাগরস্তং বিশেষেণ শোষয়-তীতি তং, অত্যুদারমিতি শোকসাগরাদুদ্ধৃত্যানন্দসাগরে নিমজ্জনং দদানমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, সাংসারিকতীব্র-দুঃখশোকাশ্রুসাগরশোষণত্বেন হাসস্য সংসারাতীত-প্রেমানন্দাশ্রুসাগরবর্দ্ধনত্বং ধ্বন্যতে, তেন চন্দ্রত্বেহপ্য-দ্ভুতত্বং ; প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রো হি ক্ষীরোদং ক্ষারোদঞ্চ বর্দ্ধয়-তীতি। অস্য ভ্রূমণ্ডলঞ্চ ধ্যায়েৎ নিজমায়য়া সকপট-নিক্ষেপেণৈব সর্ব্বমোহনস্যাপি মকরধ্বজস্য সম্মোহনায় রচিতং প্রস্তুতীকৃতম্। ননু মকরধ্বজং কিমিতি মোহয়েত্তত্রাহ—মুনিকৃতে, পত্রাম্বুভোজিনস্তপস্যাতোহপি মুনীন্ অয়মুদ্বেজয়েদিতি কোপেনৈবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরির হাস্য ধ্যান করিবে। 'অবনতাখিল-লোক'—অবনত অর্থাৎ শরণাগত অখিল ভক্তজন, যাঁহারা দাস্য, সখ্যাদি ভাবযুক্ত, তাঁহাদের ভগবদ্-বিরহ হইতে উত্থিত যে তীব্র শোকাশ্রু-সাগর, তাহা যে হাস্য বিশেষরূপে শোষণ করিতেছে। 'অত্যু-দারং'—তাহা অতি উদার, অর্থাৎ শোকসাগর হইতে

উদ্ধৃত করিয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। অথবা—সাংসারিক তীব্র দুঃখ-শোকাশ্রু-সাগরের শোষণত্বহেতু হাস্যের সংসারের অতীত ভগবৎ-প্রেমানন্দ অশ্রু-সাগরের বর্দ্ধনত্বই ধ্বনিত হইতেছে। ইহার দ্বারা সেই হাস্যের চন্দ্র-রূপত্ব হইলেও উহার অদ্ভুতত্বই বুঝিতে হইবে, কারণ প্রসিদ্ধ (গগনের) চন্দ্র ক্ষীর-সমুদ্র ও ক্ষারসাগর উভয়কেই বর্দ্ধন করে। শ্রীহরির ভ্রূমণ্ডলেরও ধ্যান করিবে, যাহা 'নিজমায়য়া'—কপটতার সহিত নিক্ষেপের দ্বারাই, সর্ব্বজনের মোহনকারী কন্দর্পের সম্মোহনের জন্য রচিত হইয়াছে। যদি বলেন—দেখুন, কিজন্য কন্দর্পকে মুগ্ধ করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন—'মুনিকৃতে'—মুনিজনের উপকারের নিমিত্ত, অর্থাৎ পত্র ও জল ভক্ষণকারী তপস্যারত মুনিদিগকে এই কন্দর্প (কাম) উদ্বেগ প্রদান করিতে পারে—এই হেতু কোপবশতঃই যেন তাহাকে বিমোহিত করিতে নিজ ভ্রূমণ্ডল প্রস্তুত করিয়াছেন—এই উৎপ্রেক্ষা দ্যোতিত হইয়াছে ।।৩২।।

ধ্যানায়নং প্রহসিতং বহুলাধরৌষ্ঠ-
ভাসারুণায়িত-তনুদ্বিজকুন্দপঙ্‌ক্তি।
ধ্যায়েৎ স্বদহ্রকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণো-
র্ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বদহ্রকুহরে (নিজহৃদয়াবকাশে) অবসিতস্য (জ্ঞাতস্য) বিষ্ণোঃ ধ্যানায়নম্ (অতি-সুন্দরতয়া প্রযত্নং বিনা এব ধ্যানস্য বিস্ময়ভূতং) বহুলাধরৌষ্ঠভাসারুণায়িত-তনুদ্বিজকুন্দপঙ্‌ক্তি (বহুলয়া অধিকয়া অধরৌষ্ঠস্য ভাসা কান্ত্যা অরুণীভূতাঃ তনবঃ সূক্ষ্মাঃ দ্বিজাঃ দন্তাঃ এব কুন্দমুকুলানি তেষাং পঙ্‌ক্তিঃ স্ফুরতি যস্মিন্ তৎ) প্রহসিতম্ (উচ্চৈঃ হসিতং) ধ্যায়েৎ। আর্দ্রয়া (প্রেমরসেন সিক্তয়া) ভক্ত্যা (তস্মিন্ এব) অর্পিতমনাঃ (সন্) পৃথক্ (তদ্ব্যতিরিক্তং) ন দিদৃক্ষেৎ (ন দিদৃক্ষেত দ্রষ্টুং নৈব ইচ্ছেৎ) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহার উচ্চ হাস্য ধ্যান করিবেন; সেই উচ্চ হাস্য অতিশয় মনোরম ও প্রযত্ন ব্যতীতই ধ্যানের বিষয়ীভূত। ঐ হাস্যকালে অধরৌষ্ঠের কান্তিদ্বারা কুন্দমুকুলের ন্যায় অরুণবর্ণ ভগবানের দন্তরাজি দীপ্তিশালী হইয়া শোভা পায়। ভক্তিযোগী যখন এইরূপ ভাবনাদ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিবলে তাঁহাতে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েদিত্যুক্তমতঃ ক্বাপি রহসি কুসুমতল্পমধ্যাসীনস্য স্বপ্রেয়সীমতি-সৌরভলোভেন শ্রবণ-নয়ন-নাসামুখাদিসমীপমজহতঃ কস্যচিদ্ভ্রমরস্য ঝঙ্কারেণ ত্রস্তাং, শশ্বদ্ভুজোৎক্ষেপবসনোন্নমনগ্রীবানয়নাদিচাপল্যবতীং, 'রসিকশেখর! পদয়োস্তে পতামি দুষ্টমিমং বিদ্রাবয়েতি' সকাকুব্যাহরন্তীং, 'পশ্যতঃ শৃণু ভো ভৃঙ্গাধিপ, ইমামদ্য মা জহীহি ভুঙ্‌ক্ষেতি' নিগদতো ভগবতঃ প্রহসিতমুচ্চৈর্হসিতং ধ্যায়েৎ। ধ্যানায়নং প্রযত্নং বিনৈব স্বয়মেব ধ্যানস্য বিষয়ীভবিষ্ণু, তত্রাপি মাধুর্য্যমাহ—বহুলয়া অধরৌষ্ঠস্য ভাসা অরুণীভূতাস্তনবঃ সূক্ষ্মা দ্বিজা এব কুন্দমুকুলানি তেষাং পঙ্‌ক্তিঃ স্ফুরতি যস্মিন্ তৎ। স্বদহ্রকুহরে হৃদয়াকাশেঽবসিতস্য প্রতীতস্য নাস্মাৎ পৃথগিদদৃক্ষেৎ দ্রষ্টুং নেচ্ছেৎ; জ্ঞাতুঞ্চ নেচ্ছেদিত্যতঃ পুরুষার্থসারাদন্যস্যাধিকবস্তুনোঽসত্ত্বাদ্ভক্তানামেতদাস্বাদানন্দমোহ এব পরমঃ সমাধিরিতি ভাবঃ। এবং নবাঙ্গভক্তেস্তৃতীয়মঙ্গমেতদ্ভগবদবতারগুণলীলামাধুরী-ধুরীণমপি ধ্যানমষ্টাঙ্গযোগপ্রসঙ্গে যদুক্তং, তৎ খলু যোগমহাগহ্বরা যোগিনোঽপ্যাকৃষ্য ভক্তিরসসুধার্ণবে নিমজ্জয়িতুমেব। দৃশ্যন্তে চ—"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্" ইতি; "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।।" ইতি তত্তদুক্তিভির্মহা-যোগিনোঽপি বৈয়াসকি-বিল্বমঙ্গলাদয়ো মহদনুগ্রহবশাদ্ভক্তিরস এব নিমজ্জন্ত এবেতি ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেক্ষণীয়েহিতং ধ্যায়েৎ' (১৯ শ্লোকে)—অর্থাৎ দর্শনের যোগ্য লীলার ধ্যান করিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে, অতএব কোন সময় নির্জ্জন প্রদেশে কুসুম-শয্যায় সমাসীন ভগবানের উচ্চ হাস্যের ধ্যান করিবে। তাঁহার উচ্চ হাস্যের কারণ বলিতেছেন—নিজ প্রেয়সীকে, অতি সৌরভ লোভে

শ্রবণ, নয়ন, নাসিকা, মুখাদির সামীপ্য পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক কোন ভ্রমরের ঝঙ্কারে ত্রস্তা, নিরন্তর বাহুর উৎক্ষেপণ, বসনের উন্নমন, গ্রীবা ও নয়নাদির সঞ্চালনে চঞ্চলা, 'হে রসিকশেখর! তোমার পায়ে পড়ি, এই দুষ্টকে (ভ্রমরকে) তাড়িয়ে দাও'—এইরূপ কাকুক্তি করিতে দেখিয়া—'দেখ, ওরে ভ্রমর! শোন, আজ ইহাকে বধ করিও না, ভক্ষণ কর'—এইরূপ কথনপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'প্রহসিতম্'— উচ্চ হাস্য ধ্যান করিবে। 'ধ্যানায়নং'—প্রযত্ন ব্যতিরেকেই স্বয়ংই (সাধকের) ধ্যানের বিষয়ীভূত যে প্রহসিত। তন্মধ্যেও মাধুর্য্য বলিতেছেন — 'বহুলাধরোষ্ঠ'— ইত্যাদি, ঐ হাস্যে অধর ও ওষ্ঠের বহুল কান্তির দ্বারা কুন্দমুকুল-সদৃশ তদীয় সূক্ষ্ম দন্ত-পঙ্ক্তি অরুণবর্ণ হইয়া শোভমান হইতেছে। 'স্বদহ্র-কুহরে'—নিজের হৃদয়াকাশে, 'প্রতীতস্য'—পরিজ্ঞাত ভগবানের (ঐ-রূপে প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিতে চিত্ত অর্পিত করিয়া) ইহা হইতে পৃথক্ অন্য কিছু দেখিতে ইচ্ছা করিবে না। জানিতেও ইচ্ছা করিবে না। সুতরাং সকল পুরুষার্থের সার ইহা ব্যতীত অন্য কোন অধিক বস্তু না থাকায়, ভক্তগণের ইঁহারই আস্বাদনরূপ মোহই পরম সমাধি—এই ভাব।

এইরূপ নববিধা ভক্তির তৃতীয় অঙ্গ ভগবানের অবতারবৃন্দের গুণ ও লীলামাধুরীশ্রেষ্ঠ এই ধ্যান, অষ্টাঙ্গ যোগের প্রসঙ্গে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতই যোগের মহাগহ্বরে অবস্থিত যোগিগণকেও আকৃষ্ট করিয়া ভক্তিরসামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত করাই-বার নিমিত্তই। যেমন দেখা যায়—"পরিনিষ্ঠিতো-ঽপি নৈর্গুণ্যে" (ভাঃ ২।১।৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন—হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে যেন আকর্ষণ করিয়া-ছিল, তাহাতেই আমার এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করা হয়। তথা—বিল্বমঙ্গলের বাক্যে— "অদ্বৈতবীথী-পথিকৈঃ" ইত্যাদি, যাঁহারা সানন্দানু-ভব-রূপ সিংহাসনে পূজিত হইতেছেন, অর্থাৎ নির্ব্বি-কল্পব্রহ্মসমাধিগ্রস্ত, তাঁহারা অদ্বৈতমার্গাবলম্বী (শাব্দ-জ্ঞান-সম্পন্ন) পথিকগণ কর্ত্তৃক উপাস্য হইতে পারেন; আমরা কিন্তু কোনও শঠ গোপবধূ-লম্পট কর্ত্তৃক দাসীকৃত (দাস অথচ দাসীরূপে অঙ্গীকৃত) হইয়াছি। এইরূপ সেই সেই উক্তির দ্বারা মহাযোগী হইলেও বৈয়াসকি (শুকদেব), বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি—মহতের অনুগ্রহবশতঃ ভক্তিরসেই নিমজ্জিতই রহিয়াছেন। ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ। তমেব দিদৃক্ষেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (ধ্যানমার্গেণ) ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ (প্রতিলব্ধঃ ভাবঃ প্রেমা যেন সঃ) ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবৎ শৈথিল্যং প্রাপ্নুবৎ হৃদয়ং যস্য সঃ) প্রমোদাৎ (হর্ষপ্রকর্ষাৎ) উৎপুলকঃ (উদগতঃ পুলকঃ রোমাঞ্চঃ যস্য সঃ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্প-কলয়া (ঔৎকণ্ঠ্যেন প্রবৃত্তয়া অশ্রুকলয়া চ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানঃ (আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জ-মানঃ) তৎ চ অপি চিত্তবড়িশং (দুর্গ্রহস্য ভগবতঃ গ্রহণে বড়িশং মৎস্যাবেধনম্ ইব উপায়ভূতং চিত্তম্ অপি) শনকৈঃ (ক্রমশঃ ধ্যেয়াৎ) বিযুঙ্‌ক্তে (তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নঃ ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে সাধকের ভগবান্ শ্রীহরিতে যখন ভাবের উদয় হয়, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া উঠে; আনন্দাতিশয্যহেতু তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে, এবং ঔৎসুক্যজনিত আনন্দাশ্রু-কলাদ্বারা তিনি বারংবার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন; যোগমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তিতে পর্য্য বসিত হইলে চিত্তবড়িশ শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে যোগসাধন ধ্যানাদি-ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ ধ্যেয়বস্তুর যোগ বা কৈবল্য হইতে ক্রমশঃ নির্ম্মুক্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্তুতিমন্দো মহদননুগৃহীত এতামপি ধ্যানমাধুরীমুপভুজ্যাপ্যলব্ধাস্বাদনিষ্ঠো জিহাসতি; স তু যোগী যোগ এব প্রাপ্তনিষ্ঠোঽপি যোগিত্ববতিনিকৃষ্ট

এব ভক্তিরসবঞ্চিত, এব ভক্ত্যৈব দীয়মানমেকবিংশতি-প্রকার-দুঃখনাশপূর্ব্বকপ্রত্যগাত্মানুভবাত্মকং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ; ন তু ব্রহ্মানুভবাত্মকং মোক্ষমিত্যাহ—এবমিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হরৌ ভগবতীতি মনোহরত্বাৎ ভগষট্‌কবত্বাচ্চ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যামৃতপরি-পূর্ণোহপি প্রতিলব্ধভাবঃ শ্লেষেণ প্রতিরূপতয়ৈব ন ত্বনুরূপতয়া লব্ধো ভাবো যেন সঃ। অত্র খল্বপি-শব্দঃ সর্ব্বত্রান্বেতি, প্রতিলব্ধভাবোহপি দ্রবদ্ধৃদয়োহপি উৎপুলকোহপি ঔৎকণ্ঠ্যহেতুকয়া বাষ্পকলয়াশ্রুভাগেন মুহুরর্দ্যমানোহপি তচ্চাপি তস্মাদপি স্বরূপাৎ চিত্ত-বড়িশং বিযুঙ্‌ক্তে বিযোজয়তি, জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে-দিতি বিধিবদ্ভক্তিসন্ন্যাসে বিধ্যভাবাৎ প্রত্যুত ভক্ত্যা-র্দ্র্য়াপিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেদিতি নিষেধবিধেঃ সদ্ভাবাদয়ং মন্দধীঃ স্বেচ্ছয়ৈব বিযোজয়তীত্যর্থঃ। বিযুঞ্জ্যাদিতি বিধ্যপ্রয়োগাৎ। যতোঽস্য চিত্তং বড়িশং অতস্তাদৃশোহপি সন্ তস্মাদপি মাধুর্য্যময়স্বরূপাদ্বি-যোজয়তীতি, বিষয়রসৌৎকণ্ঠ্য-দূরীকরণার্থং ভগ-বন্মাধুর্য্যে নিক্ষিপ্তং যচ্চিত্তং তস্য তন্মাধুর্য্যৌৎকণ্ঠ্য-স্যাপি নিবৃত্তয়ে তচ্চিত্তং ততোহপি নিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। শনৈরিতি চিত্তস্য সম্যগ্‌যুক্তত্বে বিযোজনং খলু দুর্ঘটমেবাতোঽসম্যগ্‌যোগ এব সত্যভ্যাসেন শনৈঃ শনৈর্দ্বিত্রবারেণ চতুঃ পঞ্চবারেণ বা সপ্তাষ্টবারেণ বা অবশ্যমেব বিযোজয়তীতি' বড়িশং হ্যশ্মসারময়ং ভবতি অতঃ স্বর্ণরূপ্যাদিবন্ন নবনীতাদিবৎ দ্রুতী-ভবতি, কিন্তু বহ্নিতাপাধিক্যবশাৎ কিঞ্চিদ্দ্রবদেব তৎক্ষণ এব পুনঃ কঠোরঞ্চ ভবত্যতো দ্রবদ্ধৃদয় ইতি, ন তু দ্রুতহৃদয় ইত্যুক্তম্। যথা বড়িশং খলু গঙ্গাদি-তীর্থজলনিত্যস্নানপরমপি কুটিলমরসজ্ঞং, যথা চ মীনলোভনমিষ্টপিষ্টকান্নখণ্ডেনাবৃতমুখত্বাদ্দাম্ভিকঞ্চ, তথৈব বিগীতযোগিনশ্চেতোহপি তীর্থপূতমপি কঠোরং কুটিলং ভগবদাকর্ষকধ্যানভক্ত্যাবৃতমুখত্বাদ্দাম্ভিকঞ্চ। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ" ইত্যত্র শ্রীস্বামিচরণৈঃ প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবত্বব্যাখ্যানাৎ কৈব-ল্যেচ্ছা-কৈতবদোষাদেব যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠাপি ধ্যানরূপা শ্রীভক্তিদেবী যোগাঙ্গত্বেনোপাসিতাপি পশ্চাৎ ত্যক্তা। তস্য যোগিচিত্তবড়িশস্য স্পর্শো ভগবতোহপি কণ্টকর এবাতস্তদ্বিয়োগে ভগবানেব তস্মৈ হারিত-তাদৃশচিত্ত-বড়িশায় যোগিধীবরায় মোক্ষমেকবিংশতিপ্রকারদুঃখ-নিবৃত্তিপূর্ব্বকপ্রত্যগাত্মানুভবরূপং দদাতি, ন তু পর-মাত্মানুভবরূপং মোক্ষম্। যস্তু ভগবদ্গীতোক্তোঽষ্টাঙ্গ-যোগী ভগবদ্ধ্যানমজহদেব দৃষ্টস্তস্মৈ তু পরমাত্মানু-ভবরূপমপি মোক্ষং দদাতীত্যাহুর্ভাগবতরসিকাঃ, যতঃ স কদাচিদপি ন ধ্যেয়াদ্ভগবন্মধুররূপাদ্বিযোক্তুমীষ্টে। যথোক্তং রাজ্ঞা—"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা" ইতি। উদ্ধবেন চ—"তত্ত্বখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু" ইতি। শ্রীনার-দেন চ "স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ" ইতি। রসগ্রহ ইত্যনেন যোগিষ্বপি মধ্যে শ্রীশুক প্রভৃতয় এবাভিনন্দিতাঃ, অত্রৈব পূর্ব্ব-শ্লোকে ভক্ত্যার্দ্র্য়াপিতমনা ন পৃথগ্‌দিদৃক্ষেদিতি। অর্পিতমনা ইতি ভাগবতে মনঃ সমর্প্য তস্মিন্মনসি স্বত্বাভাবাৎ কথং তস্মাত্তদ্বিযোজয়েৎ। কথং বা দত্তাপহারী ভবেদিতি তথাত্বে নিন্দা দুর্নিবারা। ভগবানপি ভক্তানামেব হৃদি তিষ্ঠেন্ন যোগিনঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণা—"ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্" ইতি। আবি-র্হোত্রেণ চ—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য" ইত্যাদি ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি মন্দমতি, মহতের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত, এইপ্রকার ধ্যানমাধুরী উপভোগ করিয়াও, উহার আস্বাদনে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত না হওয়ায় ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কিন্তু যোগীই, অর্থাৎ কেবল যোগেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও, যোগিগণের মধ্যে অতিনিকৃষ্টই, ভক্তিরসে বঞ্চিতই ; ভক্তির দ্বারাই দীয়মান একবিংশতি প্রকার দুঃখ নাশপূর্ব্বক প্রত্য-গাত্মার অনুভবাত্মক মোক্ষই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্মানুভূতিরূপ মোক্ষ নহে, ইহা বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। 'হরৌ ভগ-বতি'—সকলের মন হরণকারী বলিয়া হরি, ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া ভগবান্, তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যা-মৃতে পরিপূর্ণ হইয়াও, 'প্রতিলব্ধ-ভাবঃ'—শ্লেষোক্তিতে প্রতিরূপ (প্রতিকূল) ভাবেই, কিন্তু অনুরূপভাবে (আনুকূল্যে) ভাব (প্রেমাতিশয়) যিনি প্রাপ্ত হন নাই। 'তচ্চাপি'—এখানে 'অপি'—শব্দের সর্ব্বত্র অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ ভাব-প্রাপ্ত হইয়াও, হৃদয়ের দ্রবীভূত অবস্থা হইয়াও, উৎপুলকিত (রোমাঞ্চিত)

হইয়াও, উৎকণ্ঠাবশতঃ আনন্দাশ্রুর দ্বারা মুহুঃ সংপ্লাবিত হইয়াও, তাদৃশ চিত্তকেও, সেইরূপ ভগবৎ-স্বরূপ হইতেও, 'চিত্ত-বড়িশং'—মৎস্যবেধক বড়িশের ন্যায় উপায়স্বরূপ নিজ চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া থাকেন। 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ'—জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যস্ত করিবে, এইরূপ বিধির ন্যায়, ভক্তি-সন্ন্যাসে বিধির অভাব-হেতু, অধিকন্তু 'ভক্ত্যাদ্র্রয়া' (৩৩ শ্লোক)—অর্থাৎ প্রেমাপ্লুত ভক্তিতে ভগবানে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না. এইরূপ ভক্তি পরিত্যাগের নিষেধ-বিধি থাকায়, এই যোগী 'মন্দধীঃ'—হীনমতি, যেহেতু স্বেচ্ছাবশতঃই চিত্তকে বিযুক্ত করিতেছেন। 'বিযুঞ্জ্যাৎ'—বিযুক্ত করিবে—এইরূপ বিধিরও প্রয়োগ হয় নাই। যেহেতু এই যোগীর চিত্ত বড়িশ-তুল্য, অতএব তাদৃশ হইয়াও, সেইরূপ মাধুর্য্যময় স্বরূপ হইতেও (চিত্ত) বিযুক্ত করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! বিষয়-রসের উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিবার জন্য শ্রীভগবানের মাধুর্য্যে যে চিত্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ মাধুর্য্যের উৎকণ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াও; তাঁহার সেই চিত্তকে তাহা (সেই ভগবন্মাধুর্য্য) হইতেও নিবর্ত্তিত করিতেছেন—এই অর্থ।

'শনকৈঃ' ইতি—ধীরে ধীরে, অর্থাৎ চিত্ত সম্যক্‌-রূপে যুক্ত হইলে, তাহা হইতে বিযুক্ত করা নিশ্চয় দুর্ঘটই হইত, অতএব অসম্যগ্ যোগ বলিয়া, অভ্যা-সের দ্বারা ক্রমে ক্রমে দুই, তিন বার, অথবা—চারি পাঁচ বার, কিম্বা—সপ্ত অষ্ট বারের চেষ্টাতে অবশ্যই চিত্ত বিযুক্ত হইতে পারে। 'বড়িশং'—মৎস্যবেধন বড়িশ লৌহার নির্ম্মিতই হইয়া থাকে, অতএব স্বর্ণ, রৌপ্যাদির মত, উহা নবনীতের ন্যায় বিগলিত হয় না, কিন্তু অগ্নির তাপাধিক্য-বশতঃ কিছুটা দ্রবীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় কঠোরও হয়, এইজন্য 'দ্রবদ্ধৃদয়'—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু 'দ্রুত-হৃদয়', অর্থাৎ বিগলিত চিত্ত—এইরূপ উক্ত হয় নাই। যেমন বড়িশ গঙ্গাদি তীর্থ-জলে নিত্য স্নানপর (ডুবান) হইলেও কুটিল ও অরসজ্ঞ হয় এবং যেরূপ মৎস্যা-দির লোভের নিমিত্ত মিষ্ট, পিষ্টকান্ন-খণ্ডের দ্বারা আবৃতমুখ হইলেও দাম্ভিকই হয়, তদ্রূপ নিন্দিত যোগীর চিত্তও তীর্থস্নানে পবিত্র হইলেও কঠোর ও কুটিল হয়, এবং ভগবানের আকর্ষক ধ্যানভক্তির দ্বারা বাহিরে আবৃতমুখ হইলেও তিনি দাম্ভিকই হইয়া থাকেন। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবঃ" (ভাঃ ১।১।২)—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামি-পাদ, প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষের অভিসন্ধি (অভিলাষ) পর্য্যন্ত 'কৈতব' (কপটতা) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব কৈবল্যের ইচ্ছারূপ কৈতব-দোষ-বশতঃই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানরূপা শ্রীভক্তিদেবী যোগের অঙ্গত্ব-রূপে উপাসিতা হইয়াও, তাদৃশ যোগীর দ্বারা পশ্চাৎ পরি-ত্যক্তা হইয়া থাকেন। যোগীর সেই চিত্তরূপ বড়ি-শের স্পর্শ শ্রীভগবানেরও কণ্টকরই হয়, এইজন্য তাহার বিয়োগে অর্থাৎ চিত্তের বিযুক্ত করিতে শ্রীভগ-বান্‌ই, সেই যোগিরূপ ধীবরকে তাদৃশ চিত্ত-বড়িশ হইতে বিচ্যুত করাইয়া একবিংশতি প্রকার দুঃখ নিবৃত্তি-পূর্ব্বক প্রত্যাগাত্মার অনুভবরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু পরমাত্মার অনুভবরূপ মোক্ষ দান করেন। কিন্তু যিনি শ্রীভগবদ্-গীতায় কথিত অষ্টাঙ্গ-যোগী, তিনি শ্রীভগবানের ধ্যান পরিত্যাগ না করিয়াই অবস্থান করেন, এইজন্য শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পরমাত্মার অনুভবরূপ মোক্ষও প্রদান করেন—ইহা ভাগবত-রসিকগণ বলেন, যেহেতু তিনি কখ-নই ধ্যেয় শ্রীভগবানের মধুর রূপ হইতে বিযুক্ত হই-বার জন্য ইচ্ছা করেন না।

যেমন মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন—"ধৌতাত্মা পুরুষঃ" (ভাঃ ২।৮।৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিষ্পাপ হইলে পুরুষের রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, তাহাতে তিনি আর শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল পরিত্যাগ করেন না—যেমন প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পথিক স্বগৃহ প্রাপ্তির পর পথক্লেশের মোচন হইলে আর গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীমদ্ উদ্ধবের উক্তিতেও—"ত্বখিলাত্ম-দয়িতেশ্বরম্", (ভাঃ ১১।২৯।৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ তুমি (ভগবান্) অখিলের আত্মা, দয়িত, ঈশ্বর এবং আশ্রিতজনের সর্ব্বার্থ-প্রদ, অতএব নিজ প্রয়োজনাভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—"স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্ব্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রস-গ্রহো জনঃ" (১।৫।১৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ মুকুন্দসেবী

জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কুযোনি-প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় কদাপি সংসারপ্রাপ্ত হন না, কারণ 'রসগ্রহ' (রসগ্রাহী) জন মুকুন্দের চরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে 'রসগ্রহ' অর্থাৎ ভগবৎরস আস্বাদনকারী, ইহা বলায়—যোগিগণের মধ্যেও শ্রীল শুকদেব প্রভৃতি অভিনন্দিতই হইয়াছেন। এখানেও পূর্ব্বশ্লোকে "ভক্ত্যাদ্র্র্যাপিত-মনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ" —অর্থাৎ প্রেম-রসাপ্লুত ভক্তিবলে ভগবানে চিত্ত অর্পিত করিয়া, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না, ইহা বলা হইয়াছে। এখানে 'অর্পিত-মনাঃ', অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবানে মন অর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ বলায়, ভগবানে মন সমর্পণ করিয়া, সেই মনে নিজের সত্ত্বার অভাব-হেতু কি প্রকারে তাঁহা হইতে সেই মনকে বিযুক্ত করিতে পারা যায় ? কিজন্যই বা দত্তাপহারী হইবেন ? তদ্রূপ হইলে নিন্দা দুর্নিবারই। শ্রীভগবানও স্বীয় ভক্তজনেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন, কিন্তু যোগিগণের চিত্তে নহে। যেমন ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ" (৩।৯।৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রুতি (বেদরূপ অথবা শ্রবণা-ভক্তিরূপ) বায়ুর সাহায্যে আপনার পাদপদ্ম-নিঃসৃত গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করেন (অর্থাৎ আপনার ভাবসকল সাদরে শ্রবণ করেন) এবং নির্ম্মল প্রেমে আবদ্ধ হইয়া আপনার চরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহারাই আপনার নিজজন, আপনি তাঁহাদের হৃদ্পদ্ম হইতে দূরে গমন করেন না (অর্থাৎ সততই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন)। আবির্হোত্র নামক যোগীন্দ্রও বলিয়াছেন—"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ" (১১।২।৫৪), ইত্যাদি, অর্থাৎ অবশ হইয়াও একবার যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেও, সর্ব্বপাপ-বিনাশন সাক্ষাৎ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়রজ্জুতে বদ্ধ-চরণ হইয়া যাঁহার হৃদয়মন্দির কখন পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, ইত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—চিত্তবড়িশবিয়োগো ধ্যানানন্তর-সমাধিঃ ॥ ৩৪ ॥

———

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা এবং ভগবদানন্দানুভবেন) নির্ব্বিষয়ং (বিষয়েভ্যঃ) বিরক্তং মুক্তাশ্রয়ং (আশ্রয়মুক্তং চ সৎ) মনঃ অর্চ্চিঃ (দ্বীপজ্বালা) যথা সহসা (আশ্রয়-বিষয়া-পগমে লয়ং যাতি তথা) নির্ব্বাণং (নিষ্কলস্বরূপং ব্রহ্মভাবম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) অত্র (অস্যাং দশায়াং) পুরুষঃ (জীবাত্মা) প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ (প্রতিনিবৃত্তঃ অপগতঃ গুণপ্রবাহঃ দেহাদ্যুপাধিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) অব্যবধানং (মায়াব্যবধানরহিতং অনুগতম্) আত্মানম্ একং (দেহাদি দ্বৈতভাব-রহিতম্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—যখন চিত্ত শব্দাদি-বিষয়শূন্য হইয়া নিত্যমুক্ত ভগবদ্বিষয়ের আশ্রিত ও ইতর বিষয়ে বিরক্ত হয়, তখন দীপজ্বালা যে প্রকার তৈলাদির অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ চিত্তও ইন্দ্রিয়-সমূহের বিষয়গ্রহণরূপ প্রবাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধিহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান পরিত্যাগ করে, এবং সেই (পুরুষ) ব্যবধানরহিত হইয়া অখণ্ড অদ্বয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতিনিকৃষ্টযোগিপদ্ধত্যুক্তে ভগবৎ-স্বরূপত্যাগে সতি মনসঃ কা দশা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ —মুক্তেতি। এবং যর্হি মনো নির্ব্বিষয়ং ভগবতি তদা মুক্তাশ্রয়ঞ্চ স্যাৎ ধ্যেয়সম্বন্ধং বিনা তস্য ধ্যাতর্য্য-বস্থানাসম্ভবাৎ। ন চ পূর্ব্ববদ্ব্যাবহারিকঃ শব্দাদি-বিষয়ঃ স্যাৎ যতস্তত্র বিরক্তং পরমানন্দানুভবেন। ন চ পরমানন্দরূপমেব পুনরপি বিষয়ীকুর্য্যাৎ। শনকৈ-বিযুঙ্‌ক্ত ইত্যত্র শনৈঃ পদেন পুনরপি ততো বিযো-জনীয়ত্বাদতো নির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। যথার্চ্চি-দীপকলিকা তৈলবর্ত্তিভ্যাং বিযুক্তা নির্ব্বাতীত্যর্থঃ। অত্র অস্যাং দশায়াং পুরুষঃ জীবঃ মনোলয়ে সতি লিঙ্গরূপাবরণভঙ্গাদব্যবধানং শুদ্ধমাত্মানং প্রত্যগাত্মা-নং একমন্বীক্ষতে, ততশ্চ ন সংসরতীত্যাহ—প্রতি-নিবৃত্তো গুণপ্রবাহো দেহাদ্যুপাধির্যস্য সঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি নিকৃষ্ট যোগিগণের পদ্ধতি অনুসারে ভগবৎস্বরূপ ত্যাগ হইলে, মনের কি অবস্থা হয়? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'মুক্তাশ্রয়ং' ইত্যাদি। এই প্রকারে চিত্ত যখন নির্ব্বিষয় (শব্দাদি বিষয়শূন্য) হয়, তখন ভগবানে আশ্রয়মুক্ত (ভগবদ্‌বিগ্রহের চিন্তন-মুক্ত) হয়, অর্থাৎ তখন তাহার আর কোন আশ্রয় থাকে না, যেহেতু ধ্যেয়-সম্বন্ধ ভিন্ন চিত্ত, কেবল ধ্যাতা হইয়া থাকিতে পারে না। এই বলিয়া তৎকালে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহারিক শব্দাদি বিষয়ও হইতে পারে না, কারণ সেই বিষয়ে পরমানন্দ অনুভবের দ্বারা চিত্ত বিরক্তই থাকে। এবং পরমানন্দ-স্বরূপেরও পুনরায় বিষয় করিতে পারে না, কারণ 'শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে'—ধীরে ধীরে চিত্ত বিযুক্ত করে, এখানে, 'শনৈঃ'—পদের দ্বারা, পুনরায় তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে, অতএব চিত্ত তখন 'নির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি'—লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'যথা অর্চ্চিঃ'—যেমন দীপশিখা, তৈল ও বর্ত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইয়া সহসা নির্ব্বাণ (নির্ব্বাপিত) হইয়া যায়। 'অত্র'—এই অবস্থায় 'পুরুষঃ'—অর্থাৎ জীব, মনোলয় হইলে লিঙ্গরূপ আবরণের ভঙ্গ হওয়ায়, 'অব্যবধানং'—ধাতৃ-ধ্যেয় ব্যবধানশূন্য শুদ্ধ 'আত্মানং'—আত্মাকে, অর্থাৎ এক অখণ্ড প্রত্যগাত্মাকে 'অন্বীক্ষতে'—অনুগত দেখিতে পান। তারপর কিন্তু সেই যোগী আর সংসারে ভ্রমণ করেন না, ইহা বলিতেছেন—'প্রতিনিবৃত্ত-গুণপ্রবাহঃ'—যাঁহার গুণপ্রবাহ বলিতে দেহাদির উপাধি, প্রতিনিবৃত্ত অর্থাৎ বিবর্জ্জিত হইয়াছে, সেই যোগরত পুরুষ (তখন এক অখণ্ড আত্মাকেই দেখিতে পান)॥ ৩৫॥

মধ্ব—মুক্তাশ্রয়ং বিষ্ণুবিষয়ম্। স্বচিত্তং জীবচৈতন্যং তৎ নির্ব্বাণমৃচ্ছতি—শরীরাভিমানং জহাতি স্বচিদভিমানেন॥ ৩৫॥

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্ মহিম্ন্যবসিতঃ সুখদুঃখবাহ্যে।
হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ (উপলব্ধা অপরোক্ষীকৃতা পরাত্মনঃ কাষ্ঠা তত্ত্বং যেন সঃ) সঃ (পুরুষঃ) অপি (চ) এতয়া (যোগাভ্যাসকৃতয়া) চরময়া (অবিদ্যারহিতয়া) মনসঃ নিবৃত্ত্যা তস্মিন্ (পুরুষার্থভূতে) সুখদুঃখবাহ্যে (তদতীতে) মহিম্নি (ব্রহ্মরূপে) অবসিতঃ (অবসানং নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ)। দুঃখয়োঃ (সুখদুঃখয়োঃ) হেতুত্বং (ভোক্তৃত্বং) অপি যৎ (পূর্ব্বং) স্বাত্মন্ (আত্মনি এব আসীৎ তৎ) অসতি (অবিদ্যাকৃতে) কর্ত্তরি (অহঙ্কারে) বিধত্তে (তন্নিষ্ঠম্ এব পশ্যতি)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—আরও সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা-চিতে নিবৃত্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা সুখদুঃখাতীত ব্রহ্মস্বরূপের মহিমায় নিষ্ঠা লাভ করেন; ইতিপূর্ব্বে আত্মার যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বাভিমান ছিল, তিনি এক্ষণে উহাকে অবিদ্যা-কৃত অহঙ্কারনিষ্ঠ বলিয়া দর্শন করেন; কারণ তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ—চাসাবুপাধিলয়ঃ সুষুপ্তি-দশায়ামিবেত্যাহ—সোঽপি স চ পুরুষো জীবঃ মনসো নিবৃত্ত্যা হেতুনা তস্মিন্ মহিম্নি যঃ স্বীয়ো মহিমা পূর্ব্বং মনসা বলাদপহৃত আসীত্তস্মিন্মহিম্নি মনোনাশাৎ প্রাপ্তে জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবসিতঃ অবসানং নিষ্ঠাং প্রাপ্তঃ, মনসো নিবৃত্ত্যা কীদৃশ্যা চরময়া অবিদ্যয়া রহিতয়েতি সুষুপ্তাদ্বিশেষঃ। তত্র হ্যবিদ্যাস্তি ন ত্বিদানীং, তত্র হেতুঃ—এতয়া যোগাভ্যাসকৃতয়েত্যর্থঃ। তস্মিন্মহিম্নি কীদৃশে, সুখদুঃখবহির্ভূতে তস্য স্বরূপত এব সুখদুঃখবাহ্যত্বাৎ জীবাত্মা সুখদুঃখবাহ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। ননু সুখদুঃখয়োরাত্মধর্ম্মত্বমেব দৃষ্টমতস্ততো বহির্ভূতত্বং কথমাত্মন, ইত্যত আহ—অসতি অবিদ্যাকৃতে কর্ত্তরি অহঙ্কারে দুঃখয়োঃ সুখদুঃখয়োর্হেতুত্বং সুখদুঃখহেতুকর্ম্মকর্ত্তৃত্বম্। তদভিমানাৎ পূর্ব্বদশায়াং স্বাত্মনি কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ যদাসীৎ তৎ সর্ব্বং উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠোঽয়ং অপরোক্ষীকৃতাত্মতত্ত্বঃ। শুদ্ধঃ পুরুষঃ তস্মিন্নেবাসতি বিধত্তে তন্নিষ্ঠমেব পশ্যতি স্বস্মিন্নহঙ্কারাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই উপাধি-লয় সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায়, ইহা বলিতেছেন—'সোঽপি', সেই পুরুষ অর্থাৎ জীব, মনের নিবৃত্তি হওয়ায়, 'তস্মিন্ মহিম্নি'—যে নিজ মহিমা পূর্ব্বে মন কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃত হইয়াছিল, সেই মহিমায়, অর্থাৎ

ব্রহ্মরূপে মন নাশ হওয়ায় জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে 'অবসিতঃ'—অবসান, অর্থাৎ নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিরূপ মনের নিবৃত্তির দ্বারা? তাহাতে বলিতেছেন—'চরময়া', অবিদ্যা-বর্জ্জিত চরম নিবৃত্তির দ্বারা, ইহা সুষুপ্তি দশা হইতে বিশেষ (পার্থক্য), কারণ সেই সুষুপ্তিতে অবিদ্যা থাকে, কিন্তু এখন অবিদ্যা-রহিত হইয়াছে। তাহার হেতু—'এতয়া'—এই যোগাভ্যাস-জনিত অবিদ্যা-বর্জ্জিত চিত্তের নিবৃত্তি-রূপ বৃত্তির দ্বারা—এই অর্থ। কিপ্রকার সেই (ব্রহ্মরূপ) মহিমায়? তাহাতে বলিতেছেন—'সুখ-দুঃখ-বাহ্যে'—সুখ ও দুঃখের বহির্ভূত (অতীত) ব্রহ্মরূপ মহিমায়। সেই ব্রহ্মরূপ স্বরূপতঃই সুখ ও দুঃখের অতীত বলিয়া, তখন (ব্রহ্মের সহিত তাহার আত্মার ঐক্য হওয়ায়) জীবাত্মা সুখ-দুঃখের অতীত হয়—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, সুখ ও দুঃখ আত্মারই ধর্ম্ম, ইহা দেখা যায়, অতএব তখন কি করিয়া আত্মার সুখ-দুঃখের বহির্ভূতত্ব হইবে? ইহাতে বলিতেছেন—'অসতি কর্ত্তরি'—অবিদ্যাকৃত অহংকারে সুখ ও দুঃখের হেতুত্ব, তাহার জন্য কর্ম্ম ও কর্তৃত্ব। সেই অভিমান অর্থাৎ অহংকার-বশতঃই পূর্ব্বে জীবাত্মাতে যে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ছিল, এখন 'উপলব্ধ-পরাত্মকাষ্ঠঃ' — পরাত্মার কাষ্ঠা, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতঃ, শুদ্ধ জীবাত্মা নিজেতে অহঙ্কারের অভাব-হেতু, (সুখ-দুঃখের কারণ যাহা পূর্ব্বে আত্মাতে অনুভব করিতেন, তাহাও এখন আত্মাতে কল্পনা না করিয়া) 'তস্মিন্নেব অসতি বিধত্তে' —অবিদ্যাকৃত অহঙ্কার-নিষ্ঠই দেখিয়া থাকেন, (অর্থাৎ অবিদ্যা-কৃত অহঙ্কারই জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ, এক্ষণে অহঙ্কার বিনষ্ট হওয়ায়. তৎকালে যোগী আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, উহা অহঙ্কার-নিষ্ঠ বলিয়াই দেখিয়া থাকেন)—এই অর্থ।। ৩৬ ।।

মধ্ব—অসৎকর্ত্তা তু জীবঃ স্যাৎ স কর্ত্তা পরমেশ্বরঃ ইতি শব্দ-নির্ণয়ে।

দুর্দুঃখমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বং সুখং চ তয়োর্য্যতঃ।
প্রদাতা পরমো বিষ্ণুস্তস্মাদ্দুঃখাদি-নামবান্ ।।
ইতি হরিবংশেষু ।। ৩৬ ।।

———

দেহঞ্চ তং ন চরমঃ স্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিহৃতং মদিরামদান্ধঃ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ—চরমঃ (উক্তলক্ষণঃ চরম-শরীরে বর্ত্তমানঃ) সিদ্ধঃ (পুরুষঃ) যতঃ (কারণাৎ) (আত্মনঃ) স্বরূপম্ অধ্যগমৎ (প্রাপ্তবান্ অতঃ) মদিরামদান্ধঃ যথা পরিহৃতং (কটিতটে পরিবেষ্টিতং) বাসঃ (বসনং তত্র স্থিতং গতং বা ন অনুসংদধতে তদ্বৎ) দৈবাৎ (প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ আসনাৎ) উত্থিতম্ (উত্থায় তত্রৈব) স্থিতং বা (ততঃ) অপেতম্ (অন্যত্র গতং বা পুনঃ অপি দৈববশাৎ) উপেতম্ (আগতং বা) তং দেহম্ (অপি) ন বিপশ্যতি (স্মরতি, কুতঃ সুখদুঃখে) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—সেই চরম-দশাপন্ন জীবন্মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষের দেহ, আসনে আসীনই থাকুক্ বা তাহা হইতে উত্থিতই হউক্, অথবা উত্থিত হইয়া সেই স্থানেই থাকুক্, বা তথা হইতে অন্যত্রই যাউক্, আবার দৈবক্রমে স্থানান্তরেই অবস্থিতি করুক্, ক্ষতি নাই, যেরূপ মদমত্ত ব্যক্তি কটিদেশে পরিবেষ্টিত বস্ত্র কটিদেশে বিরাজিত আছে বা তথা হইতে চ্যুত হইয়াছে, জানিতে পারে না, সেইরূপ ঐ পুরুষেরও দেহবিষয়ে কোন অনুসন্ধান থাকে না; কারণ, তিনি স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—তস্য জীবন্মুক্তিমাহ—দেহঞ্চেতি দ্বাভ্যাম্। চরমঃ চরমদশাপন্নঃ সিদ্ধো দেহং ন পশ্যতি কুতঃ সুখদুঃখে ইত্যর্থঃ। অধ্যগমৎ প্রাপ্তঃ। পরিহৃতং পরিহিতং আসনাদুত্থিতং উত্থায় তত্রৈব স্থিতং গতং বা মদিরামদান্ধো যথা ন পশ্যতীতি ।।৩৭।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই যোগীর জীবন্মুক্তি বলিতেছেন—'দেহঞ্চ', এই দুইটি শ্লোকে। 'চরমঃ' —চরমদশাপন্ন জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ, (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়) নিজের দেহকেই দেখেন না, অর্থাৎ স্বীয় দেহবিষয়ে কোন অনুসন্ধান রাখেন না, আর সুখ-দুঃখ কি করিয়া অনুভব করিবেন?—এই অর্থ। 'অধ্যগমৎ'—প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। 'পরিহৃতং'—পরিহিত, যোগীর দেহ আসন হইয়া উত্থিত বা সেইখানেই স্থিত—ইহা তখন অনুসন্ধান করিতে পারেন না, যেমন মদ্যপানে

মত্ত ব্যক্তি নিজের পরিহিত বসন কটিতটে আছে, বা তাহা হইতে খুলিয়া গিয়াছে, ইহার কোন সন্ধান রাখে না ॥ ৩৭ ॥

———

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ।
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—দৈববশগঃ (পূর্ব্বসংস্কারবশেন গচ্ছন্) সাসুঃ (ইন্দ্রিয়সহিতঃ) দেহঃ অপি যাবৎ স্বারম্ভকং (প্রারব্ধং) কর্ম্ম (অস্তি তাবৎ) এব প্রতিসমীক্ষতে (প্রারব্ধবশাৎ জীবতি); অধিরূঢ়সমাধিযোগঃ (অধিরূঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিপর্য্যন্তঃ যোগঃ যেন সঃ, অতএব) প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (প্রতিবুদ্ধং বস্তু আত্মতত্ত্বং যেন সঃ) সপ্রপঞ্চং (পুত্রাদিসহিতং) স্বাপ্নং (স্বপ্নজং দেহম্ ইব) তং (দেহং) পুনঃ ন ভজতে (অহং মমেতি ন অভিমন্যতে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার দেহ আরব্ধ-কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া স্বীয় ব্যাপার সন্দর্শন করিতে থাকিলেও উক্ত পুরুষ উহাকে স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির ন্যায় বোধ করেন এবং ঐ দেহকে ও দেহসম্বন্ধী পুত্রকলত্রাদিকে আর ভজনা করেন না; কারণ, তিনি সমাধি পর্য্যন্ত যোগারূঢ় হইয়াছেন এবং স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি তস্য দেহঃ কথং জীবেত্তত্রাহ—দেহোঽপীতি। দৈবং পূর্ব্বসংস্কারঃ তদ্বশেন গচ্ছন্ যাবৎ প্রতিসমীক্ষতে এব জীবত্যেব; সাসুঃ সেন্দ্রিয়ঃ। ননু তস্মিন্ পুনরাসক্তিঃ স্যাত্তত্রাহ—তং দেহং সপ্রপঞ্চং পুত্রাদিসহিতং পুনর্ন ভজতে, যতঃ স্বাপ্নং স্বপ্নদেহাদিতুল্যং অহং মমেতি নাভিমন্যতে; তত্র হেতুঃ—অধিরূঢ়ঃ সমাধিপর্য্যন্তো যোগো যেন সঃ, অতঃ প্রতিবুদ্ধং বস্তু আত্মতত্ত্বং যেন সঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তখন তাঁহার দেহ কি করিয়া জীবিত থাকে? তাহাতে বলিতেছেন—'দেহোঽপি' ইত্যাদি। 'দৈব-বশগঃ'—দৈব বলিতে পূর্ব্বসংস্কার, তাহার বশে অবস্থিত হইয়া (স্বীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করে), 'যাবৎ'—যে পর্য্যন্ত আপনার প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত 'সাসুঃ'—ইন্দ্রিয়ের সহিত 'প্রতিসমীক্ষতে এব'—জীবিত থাকেন। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে সেই দেহে পুনরায় আসক্তি হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—'তং সপ্রপঞ্চং', পুত্রাদির সহিত নিজ দেহকে 'পুনর্ন ভজতে'—আর ভজনা করেন না, অর্থাৎ নিজ দেহে এবং তৎসম্বন্ধীয় পুত্রাদির দেহে আর আসক্ত হন না। 'যতঃ স্বাপ্নং'—যেহেতু স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির ন্যায় নিজের ও পুত্রাদির দেহে আমি ও আমার—এইরূপ অভিমান করেন না। তাহাতে কারণ—'অধিরূঢ়-সমাধি-যোগঃ', সমাধি পর্য্যন্ত যোগ-পথে তিনি আরোহণ করিয়াছেন, অতএব 'প্রতিবুদ্ধ-বস্তুঃ'—প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়াছে বস্তু বলিতে আত্ম-তত্ত্ব যাঁহা কর্ত্তৃক, তিনি (অর্থাৎ তখন সেই যোগী আত্ম, অনাত্ম ও পরমাত্ম-তত্ত্ব জানিয়াছেন বলিয়া অন্যত্র দেহাদিতে আসক্ত হন না) ॥ ৩৮ ॥

———

যথা পুত্রাচ্চ বিত্তাচ্চ পৃথঙ্মর্ত্ত্যঃ প্রতীয়তে।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্দেহাদেঃ পুরুষস্তথা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অতিস্নেহবশাৎ) আত্মত্বেন অভিমতাৎ অপি পুত্রাৎ চ বিত্তাৎ চ মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা পিত্রাদিঃ) যথা পৃথক্ প্রতীয়তে তথা (আত্মত্বেন অভিমতাৎ) দেহাদেঃ (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ) অপি পুরুষঃ (তদ্দ্রষ্টা জীবঃ পৃথক্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—মর্ত্ত্যজীব সাতিশয় স্নেহবশতঃ ধন ও পুত্রকে আত্মস্বরূপ মনে করিলেও যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ এই দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও ইহার দ্রষ্টা পুরুষকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ— প্রতিবোধার্থং মুমুক্ষুভির্নিত্যমেবং বিভাব্যমিত্যাহ—যথেতি ত্রিভিঃ। অতিস্নেহবশাদাত্মত্বেনাভিমতাদপি পুত্রাদেঃ পৃথগেব মর্ত্ত্যঃ পিত্রাদির্যথা তথৈব পুরুষো জীবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— প্রতিবোধের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক নিত্য এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'যথা'

ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। লোকে অতিশয় স্নেহবশতঃ পুত্র ও বিত্তকে আত্মস্বরূপ বলিয়া মনে করিলেও, যেমন বস্তুতঃ তাহা হইতে পিত্রাদি পৃথক্, সেইরূপ এই দেহ আত্মস্বরূপে অভিমত হইলেও, ইহার দ্রষ্টা পুরুষ অর্থাৎ জীব (দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন)॥ ৩৯॥

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ ৪০॥
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ—যথা উল্মুকাৎ (ইদানীং জ্বলতঃ) কাষ্ঠাৎ) অগ্নিঃ পৃথক্, (যথা চ) স্ব সম্ভবাৎ (অগ্নেঃ সম্ভূতাৎ) ধূমাৎ বা বিস্ফুলিঙ্গাৎ অপি (চ অগ্নিঃ পৃথক্ তথা) আত্মত্বেন (অগ্নিস্বরূপেণ) অভিমতাৎ অপি উল্মুকাৎ (বহ্নিব্যাপ্তাঙ্গারাৎ অগ্নিঃ তদ্দাহকঃ প্রকাশকশ্চ যথা) পৃথক্, ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ (ভূতাদেঃ দ্রষ্টা জীবঃ তথা পৃথক্) জীবসংজ্ঞিতাৎ তথা প্রধানাৎ (অপি) তৎপ্রবর্ত্তকঃ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ভগবান্ আত্মা (পরমাত্মা পৃথক্ এব)॥ ৪০-৪১॥

অনুবাদ—অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও স্বসম্ভূত ধূমের সহিত এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও যেমন বস্তুতঃ অগ্নি ঐ উভয় হইতেই পৃথক্, তদ্রূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও জীবসংজ্ঞক আত্মা হইতে সর্ব্বোপাদানরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দ্রষ্টা ভগবান্ নিত্য পৃথক্॥ ৪০-৪১॥

বিশ্বনাথ—ননু যথা পুত্রবিত্তাদিভ্যো মর্ত্ত্যঃ পৃথগবস্থিতো দৃশ্যতে, ন তথা দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো জীবাত্মা। জীবাত্মতোঽপি সকাশাৎ পরমাত্মা পৃথক্ কথমবগন্তব্য ইত্যত আহ—যথোল্মুকাদিতি। পৃথগবস্থানাভাবেঽপি মায়া-তৎকার্য্যাভ্যাং পৃথগ্ভূতো জীবাত্মনশ্চ সকাশাৎ পরমাত্মা পৃথগেবেত্যত্রায়ং দৃষ্টান্তঃ। অত্র যথা-শব্দস্যোল্মুকশব্দস্য চ পৌনরুক্ত্যাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। উল্মুকাদ্দহ্যমানাৎ কাষ্ঠাদ্যথা অগ্নিঃ পৃথগ্ভবতি যথা চ উল্মুকাৎ পৃথক্ তথা বিস্ফুলিঙ্গাদপি পৃথগ্ যথা চ বিস্ফুলিঙ্গাৎ পৃথক্ তথা ধূমাদপি স্বকার্য্যাৎ পৃথক্, কীদৃশাৎ আত্মত্বেনাগ্নিস্বরূপত্বেনাভিমতাদপি অবিবেকিনা হি উল্মুকো বিস্ফুলিঙ্গো ধূমোঽপ্যগ্নিরয়মিত্যভিমন্যতে; যদ্বা, দ্বিতীয় যথাশব্দস্য যথাবদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োল্মুকাদিতি উল্মুকম্ অত্তি জ্বালয়তীত্যগ্নিবিশেষণম্। দার্ষ্টান্তিকং যোজয়তি—প্রধানাদুল্মুকস্থানীয়াৎ জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবরূপো যঃ সংজ্ঞিতঃ সংজ্ঞাং চেতনাং প্রাপ্তস্তস্মাৎ বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়াৎ ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ ধূমস্থানীয়াৎ আত্মা পরমাত্মা অগ্নিস্থানীয়ঃ পৃথগ্, যতো দ্রষ্টা, স হি দৃশ্যাৎ পৃথগেব সহস্থিতোঽপ্যসঙ্গো যতো ভগবানচিন্ত্যৈশ্বর্য্যঃ, ভগবানেব ব্রহ্মসংজ্ঞাং প্রাপ্তঃ কস্মিংশ্চিদধিকারিণি নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রত্বেন ভাতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪০-৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, যেমন পুত্র, বিত্তাদি হইতে মর্ত্ত্যজীব পৃথক্রূপে অবস্থিত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি হইতে জীবাত্মা পৃথক্রূপে দৃষ্ট হয় না, আর জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্—ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যাইতে পারে? ইহাতে বলিতেছেন—'যথা উল্মুকাৎ', ইত্যাদি। পৃথক্রূপে অবস্থিত না হইলেও মায়া ও তাহার কার্য্য হইতে জীবাত্মা পৃথক্ এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা পৃথক্ই—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত 'যথা উল্মুকাৎ'—উল্মুক বলিতে দহ্যমান কাষ্ঠ। এখানে যথা-শব্দ এবং উল্মুক শব্দের পুনরুক্তি-বশতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উল্মুক অর্থাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি পৃথক্ এবং যেরূপ উল্মুক হইতে পৃথক্, তদ্রূপ বিফুলিঙ্গ হইতেও অগ্নি পৃথক্। আবার বিস্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন পৃথক্, তদ্রূপ স্বকার্য্য ধূম হইতেও অগ্নি পৃথক্। কিপ্রকার হইতে—'আত্মত্বেন অভিমতাৎ'—আত্মত্ব অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপত্বরূপে অভিমত হইলেও, অর্থাৎ অবিবেকী জন উল্মুক (জলন্ত কাষ্ঠ), বিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূম—এই তিনটিকে ইহা অগ্নি, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। অথবা—দ্বিতীয় যথা-শব্দের 'যথাবৎ'—যথাতুল্য এইরূপ অর্থ। দ্বিতীয় 'উল্মুকাৎ'—'উল্মুকম্ অত্তি', অর্থাৎ যাহা কাষ্ঠকে প্রজ্বলিত করে, তাহা, অগ্নির **বিশেষণ**। দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—উল্মুক-স্থানীয় প্রধান (অর্থাৎ কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি) হইতে, বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় 'জীব-সংজ্ঞিত' অর্থাৎ যাহা জীবরূপ 'সংজ্ঞিত' বলিতে চেতনা-প্রাপ্ত, তাহা হইতে,

এবং 'ধূমস্থানীয় ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ' (অর্থাৎ পঞ্চ-ভূত, দশ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ) হইতে অগ্নি-স্থানীয় আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা পৃথক্, যেহেতু তিনি দ্রষ্টা। সেই দ্রষ্টা (আত্মা) নিশ্চিতই দৃশ্য বস্তু হইতে পৃথক্ই, 'সহস্থিত' অর্থাৎ একত্র অবস্থান করিলেও অসঙ্গ (নির্লিপ্ত) হইয়াই থাকেন, যেহেতু তিনি ভগবান্ অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ই ব্রহ্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কোনও অধিকারীর নিকট নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রত্ব-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন—এই অর্থ ।। ৪০-৪১ ।।

———

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ।। ৪২ ।।

অন্বয়ঃ—ভূতেষু (ভূতকার্য্যেষু ঘটশরাবাদিষু) তদাত্মতাম্ ইব (যথা পৃথ্যাদি-মহাভূতাত্মতাং পশ্যতি তথা) সর্ব্বভূতেষু চ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) আত্মানং (তদুপাদানতয়া) ঈক্ষেত (পশ্যেৎ); আত্মনি চ (তৎকার্য্যতয়া) সর্ব্বভূতানি অনন্যভাবেন (ঈক্ষেত) ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—লোকে যেরূপ ভূতকার্য্যসমূহকে মহাভূতের অন্তবর্ত্তী বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তিযোগীও সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মার সর্ব্বভূতে অনন্যভাব দর্শন করিয়া থাকেন ।। ৪২ ।।

বিশ্বনাথ—এবং সর্ব্বস্মাৎ পরমাত্মানং পৃথগ্ভূতং বিভাব্য তস্য সর্ব্ববস্তুনাং কারণত্বং লয়স্থানত্বঞ্চ পশ্যেদিত্যাহ—সর্ব্বভূতেষ্বিবতি। কারণস্যৈব কার্য্যাত্মত্বমিত্যর্থঃ। কার্য্যাণামপি লয়স্থানত্বাৎ কারণরূপত্বমিত্যাহ—সর্ব্বেতি। তদাত্মতাং মহাভূতাত্মতাম্ ।। ৪২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সকল স্থান হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করতঃ সমস্ত বস্তুর কারণত্ব এবং লয়স্থানত্ব অবলোকন করিবে—ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি, (অর্থাৎ তথাপি লোক যেরূপ ভূতসমূহকে মহাভূত-স্বরূপে দেখিয়া থাকে, যোগিগণ সেইরূপ সকল প্রাণীতে ভগবান্‌কে এবং ভগবানে সমস্ত প্রাণীকে অনন্যভাবে (ঐক্যরূপে) দর্শন করিয়া থাকেন)। 'সর্ব্বভূতেষু'—চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতে, কারণেরই কার্য্যাত্মত্ব, এই অর্থ। কার্য্যসমূহেরও লয়স্থানত্বহেতু কারণরূপত্ব, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতানি' ইত্যাদি। 'তদাত্মতা' বলিতে মহাভূতাত্মতা ।। ৪২ ।।

মধ্ব—অনন্যভাবেন তদ্রূপাণামভেদেন। তদাত্মতা তস্যা দানাদি কর্ত্তৃত্বঞ্চ। ভূতবিষয়ে ।। ৪২ ।।

তথ্য—ভাঃ ১১।২।৪৫ ও গীতা ৬।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।। ৪২ ।।

———

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে ।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ ।।৪৩।।

অন্বয়ঃ—স্বযোনিষু (কাষ্ঠেষু) যথা একং জ্যোতিঃ (অগ্নিঃ অপি) যোনীনাং (কাষ্ঠাদীনাং গুণবৈষম্যাৎ (দীর্ঘহ্রস্বাদিভেদাৎ) নানা প্রতীয়তে, তথা প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতঃ আত্মা অপি (একস্বরূপঃ এব দেহকৃতভেদেন নানা প্রতীয়তে) ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—যেমন অগ্নি এক হইলেও স্বীয় উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠাদির দীর্ঘ-হ্রস্বাদি-ভেদে নানাপ্রকার প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মাও দেহগত হইয়া দেহের গুণবৈষম্যহেতু নানাপ্রকার প্রতিভাত হন ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—পরমাত্মনঃ প্রতিদেহবর্ত্তিত্বেন নানাত্ব-প্রতীতির্ভদ্রাভদ্রাদি-প্রতীতিশ্চ ন বাস্তবীত্যাহ—স্বযোনিষু কাষ্ঠেষু জ্যোতিরগ্নিঃ গুণবৈষম্যাৎ দৈর্ঘ্যহ্রস্বত্ব-বক্রিমার্জ্জবগন্ধরূপাদিভেদাৎ। প্রকৃতৌ দেহে আত্মা পরমাত্মা তথৈব ।। ৪৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মার প্রতিদেহবর্ত্তিত্ব-রূপে (অর্থাৎ দেবাদি নানা শরীরে অবস্থিত থাকায়) নানাত্ব-প্রতীতি এবং ভদ্র ও অভদ্ররূপে যে প্রতীতি হয়, উহা বাস্তবিক নহে, ইহা (দৃষ্টান্ত-সহ) বলিতেছেন—'স্বযোনিষু' ইত্যাদি। স্বযোনি বলিতে নিজের প্রস্ফুরণস্থান (উৎপত্তিস্থান) কাষ্ঠসমূহে 'জ্যোতিঃ'—অগ্নি যেমন 'গুণবৈষম্যাৎ'—কাষ্ঠাদির দৈর্ঘ্য, হ্রস্বত্ব, বক্রিম, আর্জ্জব, গন্ধ ও রূপাদিভেদে (নানাপ্রকার প্রতীয়মান হয়), তদ্রূপ 'প্রকৃতৌ' স্থিতঃ'—দেহাশ্রিত

আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা (দেহের গুণবৈষম্য-নিবন্ধন নানারূপে প্রতীয়মান হন)॥ ৪৩ ॥

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে সাধনানুষ্ঠানং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতঃ ভক্তঃ জনঃ) ইমাং (দৃশ্যমানাং) সদসদাত্মিকাং (কার্য্যকারণস্বরূপাং) স্বাং (স্বস্য মোহকরীং) দুর্ব্বিভাব্যাম্ (অচিন্ত্যমাহাত্ম্যাং) দৈবীং (দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং) প্রকৃতিং পরাভাব্য (ভগবৎপ্রসাদেন এব জিত্বা) স্বরূপেণ (ভগবদ্দাসত্বেন) অবতিষ্ঠতে (বর্ত্ততে, ন পুনঃ সংসরতি)॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অতএব ভক্তিযোগদ্বারা জীবের বন্ধন-কারণভূতা বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তিরূপা কার্য্যকারণাত্মিকা দুরত্যয়া প্রকৃতিকে বিষ্ণুর প্রসাদে জয় করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ প্রকৃতিরেব নানাত্ব-দর্শয়িতৃত্বাদনর্থকারিণীতি তাং জয়েদিত্যাহ—স্বাং স্বীয়াং স্বোপাধিমিত্যর্থঃ । দৈবীং কর্ম্মময়ীং ; যদ্বা, দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং দুর্ব্বিভাব্যাং দুরত্যয়াং পরাভাব্য । "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া । মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" ইতি ভগবদুক্ত্যৈব জিত্বা, স্বরূপেণ অনাবৃতচৈতন্য-রূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অষ্টাবিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—যেহেতু প্রকৃতিই নানাত্বরূপে দর্শন করায় বলিয়া অনর্থকারিণী, অতএব সেই প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন । 'স্বাং'—স্ব-সম্বন্ধিনী, নিজ উপাধিরূপা (অবিদ্যাকে)—এই অর্থ । 'দৈবী' বলিতে কর্ম্মময়ী, অথবা —দেবের অর্থাৎ বিষ্ণুর শক্তি (মায়াকে)। 'দুর্বিভ্যাব্যা' দুরত্যয়া, অর্থাৎ সহজে যাহাকে অতিক্রম করা যায় না, অনির্ব্বচনীয়া (প্রকৃতিকে জয় করিবে)। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" (শ্রীগীতা—৭।১৪)—অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর, আমাকেই (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই) যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহারাই কেবল (আমার প্রসাদে) এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন (অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন)—এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতিকে জয় করতঃ, যোগিগণ 'স্ব-রূপেণ'—নিজস্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৮ ॥

মধ্ব—প্রকৃতিং পরাভাব্য তদুত্তমত্বেনৈব সদাবতিষ্ঠতে পরঃ ।

সর্ব্বভূতস্থমীশেশং জেতারং প্রকৃতেরপি ।
অবিশেষং সদৈবৈকং চিন্তয়ন্ বিপ্রমুচ্যতে ॥৪৪॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টাবিংশাধ্যায়ঃ ।

তথ্য—গীতা ৭।১৪ ও ১৮।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৪৪॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত ।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্ ॥১॥
যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষতে।
ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরতঃ প্রভো ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে বহুপ্রকার ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ কালের বল ও ঘোর সংসারগতি বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক-ভেদে সগুণ ও সকাম ভক্তির লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া অবশেষে নির্গুণ ও নিষ্কাম শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন যে, ভগবানের গুণ-শ্রবণমাত্র সাগরে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় শুদ্ধজীবাত্মার ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিকী, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা গতি, তাহাই শুদ্ধ ভক্তি। শুদ্ধভক্তকে ভগবান্ সাযুজ্য ত' দূরের কথা, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য-সেবা ব্যতীত শুদ্ধভক্তের আর দ্বিতীয় প্রার্থনীয় বস্তু নাই। সাধনভক্তি-যাজনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয়, নির্ম্মলচিত্তে শ্রীহরির গুণশ্রবণমাত্রেই হরিতে আকৃষ্ট হইয়া জীব শ্রীহরির নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। প্রাকৃত লোকগণ যে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীঅর্চ্চার পূজা করেন, তাহা বৃথা; মহাভাগবতের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব অবগত হইয়া যে ভগবদর্চ্চন, এবং সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে পরমাত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভগবৎ-স্বরূপের পূজা ও মানদধর্ম্ম-যাজন, তাহার দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। সর্ব্ববিধ প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা অপেক্ষা বাসুদেবে কায়মনোবাক্যে শরণাগত বৈষ্ণব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কালই সকলের আদিকর্ত্তা, অনন্ত, অবিনাশী, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার-কর্ত্তা।

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—(হে) প্রভো (ভগবন্ কপিল)! অমীষাং মহদাদীনাং লক্ষণং যথা সাংখ্যেষু কথিতম্ (অস্তি) যেন (লক্ষণেন) তৎ-পারমার্থিকং (তেষাং পরস্পরবিভক্তং) স্বরূপং লক্ষ্যতে (জ্ঞায়তে তৎ ত্বয়া কথিতং), তৎ (মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ স্বরূপজ্ঞানং) যন্মূলং (যঃ ভক্তিযোগঃ মূলং প্রয়োজনং যস্য তৎ) প্রচক্ষতে (মনীষিণঃ প্রবদন্তি, তস্য) ভক্তিযোগস্য মার্গং (প্রকারং) বিস্তরতঃ মে ব্রূহি (কথয়) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীদেবহূতি কহিলেন—মহদাদি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লক্ষণ সাংখ্য-শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে আপনি বর্ণন করিলেন; ঐ লক্ষণের দ্বারাই মহদাদির পরস্পর বিভক্ত ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু হে প্রভো, ঐ সমস্ত উল্লেখ করিবার মূল প্রয়োজন ভক্তিযোগ। অতএব এক্ষণে সেই ভক্তিযোগের প্রকার মৎসমীপে সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

একোনত্রিংশকে ভক্তিঃ সগুণা নির্গুণাপি চ।
লক্ষ্যতে প্রাণিসম্মানক্রমঃ কালবলঞ্চ তৎ ॥ ০ ॥

সাংখ্যং যোগঞ্চ শ্রুত্বা পুনরুক্তানুবাদপূর্ব্বকং স্বানুষ্ঠেয়ত্বাৎ শ্রুতমপি ভক্তিযোগং সপ্রভেদং শুশ্রূষমাণা পৃচ্ছতি। মহদাদীনাং লক্ষণং সাংখ্যেষু সাংখ্য-শাস্ত্রেষু যথা তথা কথিতং যেন লক্ষণেন অমীষাং মহদাদীনাং স্বরূপং তৎপ্রসিদ্ধং লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে, কীদৃশং পারমার্থিকং পরস্পরবিভক্তমিত্যর্থঃ। তৎ-স্বরূপজ্ঞানং যন্মূলং যৎকারণকং প্রচক্ষতে যং বিনা তেষাং স্বরূপং জ্ঞাতমপ্যজ্ঞাতমেব ভবতীত্যর্থঃ। তস্য ভক্তিযোগস্য মার্গং প্রকারং ব্রূহি ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণা ভক্তি, প্রাণিগণের যথাযোগ্য সংসারগতি এবং কালের বল নিরূপিত হইতেছে ॥ ০ ॥

সাংখ্য এবং যোগ শ্রবণ করিয়া পুনরায় উক্ত কথারই অনুবাদপূর্ব্বক, নিজের অনুষ্ঠেয়ত্বরূপে ভক্তিযোগ শ্রুত হইলেও, সেই ভক্তিযোগের প্রকারভেদ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীদেবহূতি জিজ্ঞাসা

করিতেছেন—'মহদাদীনাং লক্ষণং'—মহদাদি তত্ত্বের লক্ষণ, সাংখ্যশাস্ত্রসমূহে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আপনি বলিলেন। যে লক্ষণের দ্বারা ঐ সকল মহদাদির স্বরূপ জানা যায়। তাহা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'পারমার্থিকং', পরস্পর বিভক্ত, (অর্থাৎ ঐ বর্ণনা দ্বারাই মহদাদির পরস্পর বিভক্ত ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে)—এই অর্থ। তাহার স্বরূপজ্ঞান 'যন্মূলং'—যে কারণে বিস্তার করা হইল, যাঁহা ব্যতীত উক্ত মহদাদির স্বরূপ জ্ঞাত হইলেও অজ্ঞাতই হইয়া থাকে, সেই ভক্তিযোগের প্রকার বলুন ॥ ১-২ ॥

মধ্ব—যথা সাংখ্যেষুযুক্তং তথা কথিতঃ। যৎ সাংখ্যমূলং তল্লক্ষণং প্রচক্ষতে ॥ ২ ॥

বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্ব্বতো ভবেৎ।
আচক্ষ জীবলোকস্য বিবিধা মম সংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, যেন (সংসৃতীনাম্ আখ্যানেন) পুরুষঃ সর্ব্বতঃ বিরাগঃ (বিগতরাগঃ) ভবেৎ (তাঃ) জীবলোকস্য বিবিধাঃ সংসৃতীঃ মম (মাম্) আচক্ষ (কথয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, জীবলোকের বিচিত্র সংসারগতি আমার নিকট বর্ণন করুন্। ঐ সংসার-বর্ণনদ্বারা জীব সর্ব্বতোভাবে বীতরাগ হইতে পারেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তৌ প্রবেশায় কিঞ্চিদ্বৈরাগ্যমপেক্ষ্যেত ইতি তদর্থং পৃচ্ছতি বিরাগ ইতি। তাঃ সংসৃতীরাচক্ষ যেন সংসৃত্যাখ্যানেন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তিতে প্রবেশের নিমিত্ত কিছুটা বৈরাগ্যের অপেক্ষা থাকে, এইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বিরাগঃ' ইতি। 'তাঃ সংসৃতীঃ'—জীবলোকের বিবিধ সংসার-গতি আমার নিকট বলুন, 'যেন'—যে সংসার বর্ণনের দ্বারা (জীব সর্ব্বতোভাবে সংসার হইতে বিরক্ত অর্থাৎ আসক্তি-শূন্য হইতে পারে।) ॥ ৩ ॥

কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্য তে।
স্বরূপং বত কুর্ব্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পরেষাং (ব্রহ্মাদীনাম্ অপি) পরস্য (নিয়ন্তুঃ) তে (ত্বদাত্মকস্য) ঈশ্বররূপস্য (ঈশ্বরস্য রূপম্ ইব রূপং যস্য তস্য মহাপ্রভাবস্য) কালস্য স্বরূপম্ (আচক্ষ), বত (অহো) যদ্ধেতোঃ (যদ্ভয়াৎ) জনাঃ কুশলং (পুণ্যং) কুর্ব্বন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আপনি কালস্বরূপ—মহা-প্রভাববিশিষ্ট ও সর্ব্বকারণকারণ; অহো, আপনার ভয়ে লোক-সকল পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আপনার সেই স্বরূপ কীর্ত্তন করুন্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কালস্য চ স্বরূপমাচক্ষ তে ত্বদ্রূপস্য। যদ্ধেতোঃ কালভয়াদ্ধেতোঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কালের স্বরূপও আমার নিকট বলুন। 'তে'—আপনি কালস্বরূপ, 'যদ্ধেতোঃ'—যে কালস্বরূপ আপনার ভয়ে (লোকসকল পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।) ॥ ৪ ॥

লোকস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষ-
শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্ম্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া
ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মিথ্যাভিমতেঃ (মিথ্যাভূতে দেহাদৌ অভিমতিঃ অহঙ্কারঃ যস্য তস্য) অচক্ষুষঃ (অজ্ঞস্য) (অনাশ্রয়ে (অপারে) তমসি (সংসারে) চিরং (সুদীর্ঘং কালং) প্রসুপ্তস্য কর্ম্মসু অনুবিদ্ধয়া (আসক্তয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) শ্রান্তস্য লোকস্য (জীবস্য প্রবোধনায়) যোগভাস্করঃ (যোগপ্রকাশকঃ) ত্বং কিল আবিরাসীঃ (আবির্ব্বভূবিথ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, মিথ্যাভূত দেহাদিতে অহঙ্কার-যুক্ত, কর্ম্মাসক্তবুদ্ধিবশে পরিশ্রান্ত, সুতরাং দুস্তর-সংসারান্ধকারে চির-প্রসুপ্ত লোকদিগকে জাগরিত করিবার জন্যই আপনি যোগপ্রকাশক সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—লোকস্য মিথ্যাভিমতেরভিমানজাড্য-নিবর্ত্তনায় অচক্ষুষশ্চক্ষুঃ প্রকাশদানায় তমসি সংসার-প্রসুপ্তস্য স্বাপতমোনাশায়। কর্ম্মস্বাসক্তয়া বুদ্ধ্যা শ্রান্তস্য

শ্রমপল্বল-সংশোষণায় । যোগভাস্করঃ ভক্তিজ্ঞানযোগ-কমলপ্রকাশকো ভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোকস্য'—লোকসকলের, 'মিথ্যাভিমতেঃ'—(দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ) অভিমানের, জড়তা নিবর্ত্তনের নিমিত্ত, 'অচক্ষুষঃ'—চক্ষুহীনের চক্ষুঃপ্রদানের জন্য, অর্থাৎ অজ্ঞজনের জ্ঞান দানের জন্য, 'অনাশ্রয়ে তমসি প্রসুপ্তস্য'—অপার সংসারে চিরনিদ্রিত (বিমুগ্ধ) জনগণের, নিদ্রা-(মোহ) রূপ অন্ধকার নাশ করিবার জন্য, 'কর্ম্মসু'—ইত্যাদি, (অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি-সাধন কাম্য) কর্ম্মসমূহে আসক্ত বুদ্ধিতে শ্রান্ত জনের শ্রম-রূপ পল্বলের (ক্ষুদ্র জলাশয়ের) সম্যক্‌রূপে শোষণের নিমিত্ত, 'যোগ-ভাস্করঃ'—আপনি ভক্তি ও জ্ঞানযোগ-রূপ কমলের প্রকাশক সূর্য্যসদৃশ ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি মাতুর্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ ।
অবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীতস্তাং করুণার্দ্দিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ (বিদুর), ইতি (এবংবিধং) শ্লক্ষ্ণং (সুন্দরং মাতুঃ (দেবহূত্যাঃ) বচঃ (বাক্যং) প্রতিনন্দ্য (সৎকৃত্য) মহামুনিঃ (কপিলঃ) প্রীতঃ করুণার্দ্দিতঃ (করুণা-পরিপ্লুতঃ চ সন্) তাং (মাতরম্) অবভাষে (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে কুরুকুলাবতংস বিদুর, মহামুনি কপিলদেব মাতার এবম্বিধ সুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত ও করুণাবিগলিত চিত্তে ঐ বাক্যের অভিনন্দন করিয়া মাতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে ।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (কপিলঃ) উবাচ—ভাবিনি (ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ তদ্বতি পুরুষে) মার্গৈঃ (প্রকারবিশেষৈঃ) ভক্তিযোগঃ বহুবিধঃ ভাব্যতে (সংপদ্যতে)। স্বভাবগুণমার্গেণ (স্বভাবভূতা যে গুণাঃ তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন) পুংসাং ভাবঃ (অভিপ্রায়ঃ) বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে প্রকার-ভেদে ভক্তিযোগ বহুভাবে প্রকাশিত ; পুরুষের স্বভাবভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-বৃত্তিভেদে অভিপ্রায় ভেদ অর্থাৎ ফলসঙ্কল্পভেদ বশতঃ ভক্তিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যনেন নির্গুণায়া ভক্তেরুক্তত্বাদিহ প্রথমং সগুণাং ভক্তিং লক্ষয়িতুমাহ, ভক্তিযোগঃ এক এব ভাবিনি ভাবোঽভিপ্রায়স্তদ্বতি পুরুষে মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈর্বহুবিধো ভাব্যতে চিন্ত্যতে জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। স চ ভাবঃ স্বভাবভূতা যে গুণাস্তম আদয়স্তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন বিভিদ্যতে নানা-বিভেদবান্ ভবতি, ভক্তিঃ স্বরূপতো নির্গুণাপি পুংসাং স্বাভাবিক-তম আদিগুণোপরক্তা সতী তামস্যাদি নাম-ভিঃ সগুণা ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্' (৩।২৫।৩২)—ইত্যাদি শ্লোকে নির্গুণা ভক্তি উক্ত হইয়াছে, এখানে প্রথমতঃ সগুণা ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন—'ভক্তিযোগঃ' ইতি, ভক্তিযোগ একই, তাহা 'ভাবিনি' অর্থাৎ নানাপ্রকার অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষে, 'মার্গৈঃ'—প্রকারবিশেষের দ্বারা বহুবিধ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, (অর্থাৎ বিভিন্ন অভিপ্রায়যুক্ত পুরুষ বহুবিধ চিন্তা করিয়া থাকে)। সেই ভাব (ভক্তি) পুরুষের স্বভাবভূত তমঃ আদি যে গুণ-সমূহ, তাহাদের 'মার্গেণ'—মার্গ অর্থাৎ বৃত্তিভেদে নানাপ্রকার ভেদযুক্ত হইয়া থাকে। ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও পুরুষের স্বাভাবিক তমঃ আদি গুণের দ্বারা যুক্ত হইয়া তামসী প্রভৃতি নামে সগুণা হয়—এই ভাব ॥ ৭ ॥

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা ।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যম্ এব বা (চ) অভিসন্ধায় (সঙ্কল্প্য) সংরম্ভী (ক্রোধী) ভিন্নদৃক্ (ভেদদর্শী) যঃ (পুরুষঃ) ময়ি (পরমেশ্বরে) ভাবং

(ভক্তিং) কুর্য্যাৎ, সঃ (ত্রিবিধঃ অপি) তামসঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ক্রোধী, ভেদদর্শী পুরুষ হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যের উদ্দেশে আমার প্রতি যে ভক্তি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি 'তামসভক্ত' বলিয়া কথিত হয় ॥৮॥

বিশ্বনাথ—তত্র প্রথমং তামসীং ভক্তিং লক্ষয়ন্ ভক্তিস্তামসী স্যাদিতি বক্তুমনৌচিত্যং পরামৃশন্ তদ্বান্ পুরুষ এব তামসাদিশব্দৈরুচ্যত ইত্যাহ--অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য। সংরম্ভী ক্রোধী ভিন্নদৃক্ ভেদদর্শী স্বস্মিন্নিব পরস্মিন্নপি সুখদুঃখং সমানং ন পশ্যতীতি নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ। যো ময়ি ভাবং ভক্তিং কুর্য্যাৎ স ত্রিবিধোঽপি তামসঃ। অস্যাস্তামস্যা ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যং স্পষ্টমুক্তং, বৃহন্নারদীয়ে "যথা—যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্। ফলবৎ পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা। যোঽর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা। নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামসমধ্যমা। দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধয়া যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্। শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসোত্তমা।" এবং রাজস্যাঃ সাত্ত্বিক্যাশ্চ ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —তন্মধ্যে প্রথমতঃ তামসীভাবযুক্তা ভক্তির লক্ষণ বলিতে, 'ভক্তি তামসী হয়'—এইরূপ বলা সঙ্গত নয়, ইহা চিন্তা করিয়া, তদ্যুক্ত (অর্থাৎ তামসভাবযুক্ত) পুরুষই তামস আদি শব্দের দ্বারা কথিত হয়, ইহা বলিতেছেন—'অভিসন্ধায়', অর্থাৎ হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্য্য সঙ্কল্প করিয়া। সংরম্ভী বলিতে ক্রোধী, 'ভিন্নদৃক্'—ভেদদর্শী, যিনি নিজের মত অপর জনেও সুখ ও দুঃখ সমান দেখেন না, অর্থাৎ অনুকম্পাহীন, এই অর্থ। এইরূপভাবে যে আমাতে ভক্তি করে, তাদৃশ তামস ব্যক্তিও তিন প্রকার। এই তামসী ভক্তির ত্রৈবিধ্য স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে বৃহন্নারদীয়ে, যথা—"যে ব্যক্তি অপরের বিনাশের নিমিত্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির ভজনা করে, তাহা ফলপ্রাপ্ত হইলেও হে পৃথিবীপতি! সেই ভক্তি তামসাধমা (অধম তামস বলিয়াই কথিত হয়)। আর কৈতব (কপটতা) বুদ্ধিতে স্বৈরিণী নারী যেমন স্বপতিকে ভজনা করে, সেইরূপ যিনি জগৎপতি নারায়ণের অর্চ্চনা করেন, সেই ভক্তি মধ্যম তামস। আর, দেবপূজা-পরায়ণ অপরকে দেখিয়া যিনি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, হে মহীপতি! শ্রবণ কর, সেই ভক্তি উত্তম তামস (অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট)।" এইপ্রকার রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভক্তিরও ত্রৈবিধ্য বুঝিতে হইবে ॥ ৮ ॥

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাব স রাজসঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—বিষয়ান্ যশঃ (সৎকীর্ত্তিম্) ঐশ্বর্য্যং (ধনাদি) এব বা অভিসন্ধায় (সঙ্কল্প) পৃথগ্ভাবঃ (ভেদদর্শী) যঃ অর্চ্চাদৌ (প্রতিমাদৌ) মাম্ অর্চ্চয়েৎ সঃ রাজসঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বিষয়, যশঃ, ঐশ্বর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করে, সে ব্যক্তি 'রাজস ভক্ত' ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথক্ মত্তোঽন্যত্র বিষয়াদিষ্বেব স্পৃহা যস্য সঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃথক্-ভাবঃ'—পৃথক্ অর্থাৎ আমা হইতে অন্যত্র বিষয়াদিতেই স্পৃহা যাহার (তাদৃশ ব্যক্তি রাজস ভক্ত) ॥ ৯ ॥

মধ্ব—তদ্রূপাণাং পৃথগ্ ভাবঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ —কর্ম্মনির্হারং (পাপক্ষয়ম্) উদ্দিশ্য পরস্মিন্ (পরমেশ্বরে) বা তদর্পণং (কর্ম্মার্পণং যথা স্যাৎ তথা ভগবৎপ্রীতিম্ উদ্দিশ্য) যষ্টব্যম্ ইতি (বিধিসিদ্ধিমুদ্দিশ্য) বা (যঃ) পৃথগ্ভাবো (ভেদদর্শী মাং) যজেৎ (পূজয়েৎ) সঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আবার যিনি পাপক্ষয়, পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ অথবা 'ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য' এইরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মনির্হারং কর্ম্মক্ষয়ং উদ্দিশ্য যো যজেৎ যস্য ভক্তেঃ কর্ম্মক্ষয় এব প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। পরস্মিন্ পরমেশ্বরে তদর্পণং তস্য কর্ম্মণোঽর্পণং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা যো যজেৎ স্বধর্ম্মার্পণপ্রচুরাং শ্রবণাদি-

ভক্তিং যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যষ্টব্যং সর্ব্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্বাশ্রমকর্ম্মবত্তদ্‌যজনমিতি বুদ্ধ্যৈব স্বাশ্রমধর্ম্মাচরণপূর্ব্বকং যো যজেৎ পৃথগ্‌ভাবঃ ভক্তেঃ পৃথগ্‌ভূতে মোক্ষে ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য সঃ। এবমেষাং নববিধৈব সকামা যথোত্তরাধিক্যা জ্ঞেয়া। তত্র সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ কস্যচিজ্‌জ্ঞানং জনয়তি, তত্রাপি জ্ঞানস্য গুণভাবে স্বপ্রাধান্যে জ্ঞানমিশ্রাভিধানা শান্তিরতিং নির্গুণামেবোৎপাদয়তি, জ্ঞানস্য প্রাধান্যে স্বয়ং তদঙ্গভূতা তু সাযুজ্যমুক্তিমেব কস্যচিদশ্বমেধাদিসফলকর্ম্মার্পণবতী ভক্তির্ন তু কর্ম্মার্পণময়ী সুখৈশ্বর্য্যময়ং সালোক্যমোক্ষং নিষ্ফলকর্ম্মার্পণবতী তু শান্তিরতিং রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ ভক্তেঃ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্ত্যভাবে প্রায়স্তত্তৎফলমেব ফলং ভক্তিমহিম্না কিঞ্চিদধিকমপি ফলপ্রাপ্তৌ সত্যামপি কস্যচিদ্ভক্তিসত্ত্বে তু 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণামিত্যাদি' দৃষ্ট্যা সাপি কালে নির্গুণৈব স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্ম-নির্হারং'—কর্ম্মক্ষয় উদ্দেশ্য করিয়া যিনি (প্রতিমাদিতে আমার) অর্চ্চনা করেন, অর্থাৎ যাহার ভক্তির কর্ম্মক্ষয়মাত্রই প্রয়োজন, এই অর্থ। 'পরস্মিন্‌'—পরমেশ্বরে, 'তদর্পণং'—সেই কর্ম্মের অর্পণ (অর্থাৎ কর্ম্ম-ফল সমর্পণ) যাহাতে হয়, সেইভাবে যিনি অর্চ্চনা করেন, স্বধর্ম্মার্পণ-প্রচুরা শ্রবণাদি ভক্তি যিনি করেন, এই অর্থ। 'যষ্টব্যম্‌'—সমস্ত কিছুর নিত্যবিধি প্রাপ্তত্ব-হেতু অবশ্যই করণীয় নিজ আশ্রমোচিত কর্ম্মের ন্যায় যজন (যজ্ঞ করা, পূজা করা)—এই বুদ্ধিতেই, স্বাশ্রম ধর্ম্মের আচরণ-পূর্ব্বক যিনি অর্চ্চনা করেন, 'পৃথক্‌ভাবঃ'—ভেদদর্শী, অর্থাৎ ভক্তি হইতে পৃথক্‌রূপ মোক্ষে ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় যাঁহার, তিনি (সাত্ত্বিক ভক্ত)। এইরূপ নববিধ সকাম ভক্তগণের মধ্যে যথোত্তর (পর পর) শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে।

তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি কোন কোন ভক্তের জ্ঞান উৎপন্ন করায়, তন্মধ্যেও জ্ঞানের গৌণভাব এবং সাত্ত্বিকীভক্তির প্রাধান্য হইলে জ্ঞানমিশ্রা নামক শান্তরতি নির্গুণাই উৎপাদন করায়। কিন্তু জ্ঞানের প্রাধান্য হইলে স্বয়ং সাত্ত্বিকী ভক্তি তাহার অঙ্গভূতা হইয়া সাযুজ্যমুক্তিই (কোন জ্ঞানাভিলাষী ভক্তকে প্রদান করেন), কাহারও অশ্বমেধাদি ফলযুক্ত কর্ম্মার্পণবতী ভক্তি, কিন্তু কর্ম্মার্পণময়ী নহে, সুখৈশ্বর্য্যময় সালোক্য-রূপ মোক্ষ (প্রদান করেন)। কিন্তু নিষ্ফল (ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য) কর্ম্মার্পণবতী ভক্তি শান্তিরতি (প্রদান করেন)। রাজসী ও তামসী ভক্তির ফলপ্রাপ্তি হইলে, ভক্তির অভাব-বশতঃ প্রায় সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। ভক্তির মহিমায় কিছুটা অধিকও ফলপ্রাপ্তি হইলেও, কাহারও ভক্তি-সদ্ভাবে কিন্তু "সত্যং দিশত্যর্থিত-মর্থিতো নৃণাম্‌" (৫।১৯।১৬), অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন—ইহা সত্য, কিন্তু পরমার্থ দান করেন না। সেইজন্যই বাঞ্ছিত বস্তু লাভের পরও লোকে বারবার প্রার্থনাই করিয়া থাকে। আর যাঁহারা তাঁহার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেন না, তিনি তাঁহাদের স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরিপূরক নিজ পাদপল্লব দান করিয়া থাকেন। —ইত্যাদি দৃষ্টান্তানুসারে সেই ভক্তিও কালক্রমে নির্গুণাই হইয়া থাকে— ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

মধ্ব—অপৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ।

অজ্ঞোঽর্চ্চয়েদ্দেবার্চ্চায়ামন্যথা দোষবান্‌ ভবেৎ।
জ্ঞস্ত্বর্চ্চয়ন্‌ স গুণবানন্যথা দোষবান্ন তু ॥

ইতি কাপিলেয়ে ॥ ১০ ॥

———

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (মদ্‌গুণানাং ভক্তবাৎসল্যাদীনাং শ্রবণমাত্রেণ) সর্ব্বগুহাশয়ে (সর্ব্বসাক্ষিণি) ময়ি পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্না (সন্ততা) অহৈতুকী (হেতুঃ ফলান্তরাভিসন্ধিঃ কারণং তদ্রহিতা ফলানুসন্ধানশূন্যা) অব্যবহিতা (ভেদদর্শনরহিতা) গঙ্গাম্ভসঃ (গঙ্গায়াঃ অম্ভসঃ জলস্য) অম্বুধৌ (সমুদ্রে) যথা (গতিঃ ভবতি তথা) মনোগতিঃ (তদ্রূপা) যা ভক্তিঃ (প্রীতিঃ) সা হি নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণং (স্বরূপম্‌) উদাহৃতং (কথিতম্‌) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—মাতঃ, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই সগুণ,

এতদ্ভিন্ন নির্গুণ শুদ্ধভক্তি আছে। আমার গুণ-শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণরহিতা ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যত্র লক্ষিতামেব নির্গুণাং ভক্তিং সুখবোধার্থং পুনর্লক্ষয়তি। মদ্গুণশ্রবণমাত্রেণৈব ময্যেব সর্ব্বগুহাশয়ে সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিত্বেন সুখধ্যেয়মূর্ত্তৌ শ্রীপুরুষোত্তমে মনসো গতিরবিচ্ছিন্না ভবতি। যথা অম্বুধৌ গঙ্গাম্ভসো গতিরিতি হেতোরেতদর্থমেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণমুদাহৃতমিত্যন্বয়ঃ। যতো নির্গুণশ্রবণাদিভক্তিযোগেনৈব ময়ি মনোগতিরবিচ্ছিন্না ভবেদতো ভক্তিযোগস্য লক্ষণমুদাহৃতমিতি ফলিতোঽর্থঃ। অম্বুধিনা স্বলহরীভিঃ পরাবর্ত্তিতস্যাপ্যম্ভসো যথা অম্বুধাবেব গতিস্তথা, ময়াপি পারমেষ্ঠ্য-সার্ষ্টি-সালোক্যাদি-ফলৈঃ প্রলোভিতস্যাপি তস্য ময্যেব গতিরিতি। এবঞ্চ ভক্তমনসো গঙ্গাজলদৃষ্টান্তেন দ্রৌত্য-শৈত্য-পাবিত্র্য-জগৎপূজ্যত্বাদীনুক্তানি। তদেব লক্ষণং কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ অহৈতুকী হেতুঃ কারণং—ফলান্তরাভিসন্ধিশ্চ তদ্রহিতা স্বপ্রকাশত্বাৎ স্বতঃফলরূপত্বাচ্চ নেয়ং জ্ঞানযোগাদিবদিতি ভাবঃ। সাধুসঙ্গপ্রেম্নোস্তু প্রথম-দ্বাদশ-ভূমিকত্বান্ন তয়োর্হেতুত্বফলত্বে বস্তুত ইতি প্রথমস্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতং। অব্যবহিতা জ্ঞানকর্ম্মাদিব্যবধানশূন্যা যা ভক্তিঃ সৈব নির্গুণেত্যর্থঃ। ভক্তেরাস্পদ-শ্রদ্ধানিবাস-সুখাদীনামপি নির্গুণত্বং 'নির্গুণো মদপাশ্রয়' ইতি, 'মৎসেবায়াস্তু নির্গুণমিতি' 'নির্গুণং মদপাশ্রয়মিত্যেকাদশ-স্কন্ধাজ্ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্' (৩।২৫।৩২)—ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিতা নির্গুণা ভক্তি সুখবোধের (সহজে অবগতির) নিমিত্ত পুনরায় বর্ণনা করিতেছেন—'মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ', আমার গুণ (লীলা) শ্রাবণ-মাত্রেই (কোনরূপ ফলানুসন্ধান না করিয়া), 'সর্ব্বগুহাশয়ে'—সকলের অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত সুখ-ধ্যেয়মূর্ত্তি শ্রীপুরুষোত্তম আমাতেই মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি হয়, যেমন সাগরের প্রতি গঙ্গাসলিলের গতি—এই হেতুই, অর্থাৎ এই প্রয়োজনেই, (নির্গুণ) ভক্তিযোগের লক্ষণ উক্ত হইল—ইহার সহিত অন্বয় হইবে। যেহেতু নির্গুণ শ্রবণাদি ভক্তিযোগের দ্বারাই আমাতে মনের গতি অবিচ্ছিন্না (সন্ততা, প্রবাহরূপা) হয়, অতএব ইহাই ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইল—এই ফলিতার্থ। যেমন সমুদ্র কর্ত্তৃক নিজ তরঙ্গের দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তিত (ফেরান) হইলেও জলরাশির সমুদ্রের প্রতিই গতি হয়, তদ্রূপ আমা কর্ত্তৃকও পারমেষ্ঠিত্ব, সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সালোক্য প্রভৃতি ফলের দ্বারা প্রলোভিত হইলেও সেই ভক্তের গতি আমাতেই (ভগবানেই) হইয়া থাকে। এই প্রকার গঙ্গাজলের সহিত দৃষ্টান্তের দ্বারা, ভক্ত-মনের দ্রবীভূতত্ব, শীতলতা, পবিত্রতা, জগৎপূজ্যত্ব প্রভৃতি উক্ত হইল।

অতএব সেই নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ কি? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অহৈতুকী', হেতু বলিতে কারণ এবং (ভক্তি ব্যতীত) অন্য ফলের অভিলাষও বর্জ্জিতা, স্বপ্রকাশত্ব ও স্বাভাবিক ফলরূপত্ব-হেতু ইহা জ্ঞান ও যোগাদির ন্যায় নহে, এই ভাব। সাধুসঙ্গ এবং প্রেমের কিন্তু প্রথম এবং দ্বাদশ ভূমিকত্ব-হেতু উভয়ের (অর্থাৎ সাধুসঙ্গ বা প্রেমের) বাস্তবিক পক্ষে হেতুত্ব বা ফলত্ব হইতে পারে না, ইহা প্রথম স্কন্ধেই (১।২।৬ শ্লোকে) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'অব্যবহিতা'—বলিতে জ্ঞান ও কর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্যা যে ভক্তি, (অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্যা এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা যাহা অনাবৃতা) তাহাই নির্গুণা ভক্তি—এই অর্থ। ভক্তির আস্পদ শ্রদ্ধা, নিবাস ও সুখাদিরও নির্গুণত্বই। 'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ', অর্থাৎ আমার আশ্রিত যাহা কিছু, সমস্তই নির্গুণ, এবং 'মৎসেবায়াস্তু নির্গুণম্'—আমার সেবাতে ভক্তও নির্গুণ সুখই লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি একাদশ স্কন্ধ (১১।২৫।২৯) হইতে জানিতে হইবে ॥১১-১২॥

তথ্য—আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥
[চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ]

শুদ্ধভক্তি হইতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

* * *

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলর্য্যাং ১১অ, ধৃতবাক্যম্]

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

[ঐ পূর্ব্ববিভাগ দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১৬শ শ্লোকঃ]

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

ভাঃ ১।২।৬ ; ১।৭।১০ ; ২।১।৯-১০ ; ৩।১৫।৪৮-৪৯ ; ৪।২০।২৪ ; ৫।১৪।৪৪ ; ৬।১১।২৫ ; ৬।১৭।২৮ ; ৬।১৮।৭৪ ; ৭।৬।২৫ ; ৭।৮।৪২ ; ৮।৩।২০ ; ৯।৪।৬৭ ; ১০।১৬।৩৭ ; ১০।৮৭।২১ ; ১১।২০।৩৪ ; ১১।১৪।১৪ ; ১২।১০।৬ দ্রষ্টব্য। পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে—

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥

হয়শীর্ষীয়-শ্রীনারায়ণব্যূহ-স্তবে চ—

ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥

তত্রৈব—

পুনঃ পুনর্ব্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণোর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহলাদং তং নমাম্যহম্ ॥
যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দ্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥

অতএব প্রসিদ্ধং শ্রীহনুমদ্বাক্যম্—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জিতন্ত স্তোত্রে—

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
তৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দয়িতাং মম ॥
মোক্ষসালোক্যসারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর।
ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টকে ৪র্থ শ্লোকঃ—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৫ম শ্লোকঃ—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

(কুলশেখর)

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥
নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥

১১-১২ ॥

—— ——

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—জনাঃ (নিষ্কামভক্তাঃ) মৎসেবনং বিনা (অন্যৎ) সালোক্য-সার্ষ্টি-সমীপ্য-সারূপ্যৈকত্বং (ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং সালোক্যং, সমানৈশ্বর্য্যং সার্ষ্টিং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং সমানরূপতাম্, একত্বং সাযুজ্যম্) উত অপি, দীয়মানম্ (অপি) ন গৃহ্ণন্তি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান

রূপতা), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না ; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বুধৌ গঙ্গাম্ভসো গতিরিতি দৃষ্টান্ত-ব্যঞ্জিতমর্থং স্পষ্টয়ন্নুক্তলক্ষণভক্তিমতাং জনানাং নিষ্কামত্বং কৈমুত্যন্যায়েনাহ—সালোক্যং ময়া সহৈ-কস্মিল্লোঁকে বাসম্। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যম্। সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বম্। সারূপ্যং সমানরূপত্বম্। একত্বং সাযুজ্যম্। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি কুতস্তৎ-কামনেতি ভাবঃ। মৎসেবনং বিনেতি কেচিদ্‌গৃহ্ণন্তি চেন্মৎসেবার্থমেব গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমুদ্রের প্রতি গঙ্গার জল-রাশির গতি'—এই দৃষ্টান্তের ব্যঞ্জিতার্থ বিশদভাবে বলিতে সেই নির্গুণলক্ষণ ভক্তিমান্ জনগণের নিষ্কা-মত্ব কৈমুত্য ন্যায়ের দ্বারা বলিতেছেন—'সালোক্য' বলিতে আমার (ভগবানের) সহিত একই লোকে বাস। 'সার্ষ্টি' বলিতে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য। সামীপ্য—আমার নিকটে অবস্থান। সারূপ্য—আমার সমান-রূপতা। একত্ব—বলিতে সাযুজ্য। 'উত'—অর্থাৎ এই সকল মুক্তি প্রদান করিলেও (অর্থাৎ দিতে চাহিলেও), আমার ভক্তগণ গ্রহণ করেন না, আর কি করিয়া তাহার অভিলাষে যুক্ত হইবেন—এই ভাব। 'মৎসেবনং বিনা'—আমার সেবা ব্যতিরেকে (কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না, সাযুজ্য ভিন্ন) অন্যান্য সালোক্যাদি কেহ কেহ যদি বা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার সেবার নিমিত্তই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

———

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব ভক্তিযোগাখ্যঃ আত্যন্তিকঃ (অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভবঃ, চরমকাষ্ঠাম্ আপন্নঃ) উদাহৃতঃ, যেন (ভক্তিযোগেন, পুরুষঃ) ত্রিগুণং (সংসারম্) অতিব্রজ্য মদ্ভাবায় (ব্রহ্মভূতত্বায়) উপপদ্যতে (কল্প্যতে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিমিতি তর্হি ভজন্তে ? ভক্তেরেব পরম-ফলত্বাদিত্যাহ—স এবেতি। অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভব আত্যন্তিকঃ। নন্বাত্যন্তিকশব্দেন সাযুজ্যমুচ্যত ইত্যাহ —ভক্তিযোগাখ্যঃ ভক্তিযোগনামায়ং ততোঽপ্যধিকং —ফলমিত্যর্থঃ। অতএবাপবর্গশব্দেন ক্বচিদ্‌ব্রহ্মণি নির্ব্বাণশব্দেন চায়মুচ্যতে ; যদুক্তং পঞ্চমে—"অপ-বর্গশ্চ ভবতি ; যোঽসৌ ভগবত্যনন্যনিমিত্তভক্তিযোগ-লক্ষণ" ইতি, সপ্তমে চ ;—'অধোক্ষজালম্ভমিহেত্যাদৌ তদ্‌ব্রহ্ম নির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ' ইতি, "হরাবৈকান্তিকীং ভক্তিং মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ" ইতি পুরাণান্তরে চ ; "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি গোপালতাপনী-শ্রুতিশ্চ। ননু ত্রিগুণময়াদ্বন্ধাৎ মোক্ষ এব পরমফলং প্রসিদ্ধং, সত্যং, তত্তু ভক্ত্যাবানুষঙ্গিকমিত্যাহ—যেন ভক্তিযোগেন অতিব্রজ্য অতিক্রম্য উল্লঙ্ঘ্যেতি যাবৎ। মচ্চরণাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ত্রিগুণাত্মক-সংসারসিন্ধো-র্গোষ্পদায়মানত্বে জাতে তদুল্লঙ্ঘনমনুসন্ধানং বিনৈব ভবতীতি ভাবঃ। মদ্ভাবায় মদ্বিষয়কপ্রেম্নে ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে কিজন্য ভক্তগণ ভগবানের ভজনা (সেবা) করেন ? তাহাতে বলিতেছেন—ভক্তিরই পরমফলত্ব-হেতু অর্থাৎ ভক্তিই পরম ফলরূপা, ইহা বলিতেছেন— 'স এব' ইতি, অর্থাৎ এই প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিকী ভক্তি (পরম পুরুষার্থ) বলা যায়। 'আত্যন্তিকঃ'—'অত্যন্তে' সকলের অন্তে যাহা 'ভব' উৎপন্ন—আত্যন্তিক, (অর্থাৎ চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত, পরম পুরুষার্থ—এই অর্থ)। দেখুন—আত্যন্তিক শব্দে 'সাযুজ্য' মুক্তি বুঝায়, তাহাতে বলিতেছেন—'ভক্তি-যোগাখ্যঃ'—ভক্তিযোগ নামক ইহা, সেই সাযুজ্য মুক্তি হইতেও অধিক ফলরূপ—এই অর্থ। অতএব এই ভক্তিযোগকে 'অপবর্গ'—শব্দের দ্বারা এবং কোথাও ব্রহ্মস্বরূপে 'নির্ব্বাণ'—শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যথা পঞ্চম স্কন্ধে (৫।১৯।১৯)—ভারত-বর্ষের নরগণের সাধনপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—"এই ভারতবর্ষে অপবর্গও হইয়া থাকে। হে রাজন্!

অপবর্গ কিপ্রকারে লাভ হয়, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর—যখন বিষ্ণুভক্ত পুরুষের সহিত প্রকৃষ্টরূপ সঙ্গলাভ হয় (যদা হি মহাপুরুষ-প্রসঙ্গঃ), তখন ভগবান্ বাসুদেব, যিনি ভূতসকলের আত্মা, রাগাদি-রহিত, বাক্যের আগোচর, অনাধার, অতএব পরমাত্ম-স্বরূপ, তাহাতে অহৈতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষস্বরূপ (অপবর্গ), যেহেতু নানা গতির নিদান যে অবিদ্যা-গ্রন্থি, তাহার ছেদন হয়।" ইতি। সপ্তম স্কন্ধে (৭।৭।৩০)—"অধোক্ষজালম্ভম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রহলাদ দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন—"হে বন্ধুগণ! অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই রাগাদি-দূষিত আত্মবান্ পুরুষদিগের সংসার নাশের উপায় এবং তাহাই 'ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-সুখং', অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয়রূপ মোক্ষ ও তাহাই সুখ, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের উপাসনা কর।" ইতি। পুরাণান্তরেও দৃষ্ট হয়—"হরাবৈকান্তিকীং ভক্তিং" ইত্যাদি, অর্থাৎ মনীষিগণ বলিয়া থাকেন—শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তিই মোক্ষ। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"ভক্তি-রস্য ভজনম্" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভজনই (সেবাই) ভক্তি, তাহা ইহ জগতের এবং পর জগতের ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া, ঐ ভগবানেই চিত্ত-সমর্পণরূপ, ইহাকেই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলে। যদি বলেন—দেখুন, ত্রিগুণময় বন্ধন হইতে মুক্তিই পরম ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে? তাহাতে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু সেই মোক্ষরূপ পরমফল ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, ইহাই বলিতেছেন—'যেন'—যে ভক্তি-যোগের দ্বারা ত্রিগুণ (গুণত্রয়ের ভাব, অর্থাৎ গুণত্রয়ের কার্য্য সুখ, দুঃখ, মোহময় সংসার) 'অতিক্রম্য'—অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমার (ভগবানের) চরণ আশ্রয়-মাত্রেই (তাহার দ্বারাই) ত্রিগুণাত্মক সংসাররূপ সিন্ধু গোষ্পদ-তুল্য হইয়া যায়, তাহার উল্লঙ্ঘন অনুসন্ধান বিনাই হইয়া থাকে—এই ভাব। 'মদ্ভাবায়'—মদ্বিষয়ক প্রেম-লাভে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেণ শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যশঃ (নিত্যং) নিষেবিতানিমিত্তেন (সম্যক্ অনুষ্ঠিতেন অনিমিত্তেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন) মহীয়সা (শ্রদ্ধাদিযুক্তেন) শস্তেন (নিষ্কামেণ) নাতি-হিংস্রেণ স্বধর্ম্মেণ (নিত্যনৈমিত্তিকেন) ক্রিয়াযোগেণ (পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপূজাপ্রকারেণ) মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ (মদ্ধিষ্ণ্যং মৎপ্রতিমাদি তস্য দর্শনা-দিভিঃ) ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেন (ধৈর্য্যেণ) অসঙ্গমেন (বৈরাগ্যেণ) চ মহতাং (সাধূনাং) বহুমানেন, দীনানাং (বিষয়ে) অনুকম্পয়া (কৃপয়া) আত্মতুল্যেষু মৈত্র্যা চ এব যমেন (হিংসাস্তেয়ানৃত-বর্জ্জনাদিনা) নিয়মেন (জপ-পাঠাদিনা) চ আধ্যা-ত্মিকানুশ্রবণাৎ (বেদান্তাদিশাস্ত্রস্য নিত্যং শ্রবণাৎ) মে (মম) নামসংকীর্ত্তনাৎ চ আর্জ্জবেন (অকৌটিল্যেন) আর্য্যসঙ্গেন (সাধুসঙ্গেন) তথা নিরহংক্রিয়য়া (দেহাদৌ আত্মাভিমানরাহিত্যেন) চ মদ্ধর্ম্মণঃ (ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ) পুরুষস্য এতৈঃ (পূর্ব্বশ্লোকেষু উক্তৈঃ) গুণৈঃ পরিসং-শুদ্ধঃ আশয়ঃ (নির্ম্মলং চিত্তং) (শ্রুতমাত্রগুণং শ্রুতমাত্রঃ গুণঃ যস্য তং) মাম্ অঞ্জসা (অপ্রযত্নেনৈব) অভ্যেতি হি ॥ ১৫-১৯ ॥

অনুবাদ—মাতঃ, এবম্ভূত ভক্তের সাধনসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। ফলাভিসন্ধানরহিত ভক্ত্যনু-কূল নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মের সম্যক্‌রূপ যাজন, নিত্য শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে নিষ্কাম ও হিংসাদিরহিত পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রকথিত পূজা, স্তব, বন্দনা, সর্ব্বভূতে আমার ভাব-চিন্তা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহতের সম্মাননা, দীনের প্রতি কৃপা-প্রকাশ, আত্মতুল্য ব্যক্তির প্রতি মিত্রতা, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়ের বশীকরণ, সাধুগুরুর নিকট হইতে আত্মতত্ত্বশ্রবণ, আমার নামসঙ্কীর্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ, নিরহঙ্কার—এই সকলের দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার চিত্ত বিশেষরূপে নির্ম্মল হয়

এবং সেই নির্ম্মল চিত্তে আমার গুণশ্রবণ মাত্রে অনায়াসে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৫-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যা ভক্তেরঙ্গান্যাহ—নিষেবিতশ্চাসৌ অনিমিত্তরূপশ্চেতি তেন পূর্ব্বপূর্ব্বৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্নিষেবিতোঽঙ্গীকৃতো যঃ স্বধর্ম্মস্তেনেত্যর্থঃ। স চ স্মৃতিশাস্ত্রোক্তপ্রমাণৈর্মৃজ্জলাদিভির্দেহ-বস্ত্রপাত্রাদিদ্রব্যশুদ্ধি-বিধিরূপো নির্মন্ত্রক এব জ্ঞেয়স্তেন মহীয়সা অর্চ্চনাদি-ভক্ত্যুপযোগিত্বাৎ প্রশস্তেন। ব্যাখ্যান্তরে 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ ইতি', "ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ সংত্যজ্য" ইত্যাদি-ভগবদুক্তিবিরোধস্তথাত্র নিষেবিতপদস্য বৈয়র্থ্যঞ্চ স্যাৎ। ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপূজাপ্রকারেণ শস্তেন উত্তমদেশাদিমতা, নাতিহিংস্রেণ অতিহিংসা-রহিতেনেত্যতিশব্দেন ভগবন্মন্দিরমার্জ্জন-লেপনতদর্থান্নাদিবিবিধ-নৈবেদ্যসাধনাদিষ্বতিদুর্ব্বারদুর্লক্ষ্য-সূক্ষ্ম-জীবহিংসনং শাকপত্র-মূলফলাদিত্রোটনাদাবপি ন ক্ষতিরিতি জ্ঞাপিতঃ। সত্ত্বেন ধৈর্য্যেণ, অসঙ্গেন দুঃসঙ্গ-ত্যাগেন। আধ্যাত্মিকস্য অন্তঃকরণভাবস্য দোষস্য গুণস্য চ অনুশ্রবণাৎ, অন্তঃকরণস্য ভক্তৌ প্রবর্ত্তনার্থং তদ্দোষগুণাবশ্যশ্রোতব্যৌ। দম্ভাদ্যন্তঃকরণদোষস্য স্বস্মিন্ বর্ত্তমানত্বজ্ঞানে সতি 'দম্ভং মহদুপাসয়া জয়েদি'ত্যাদিবিধৌ ভক্তাঃ প্রবর্ত্তেরন্নিত্যেতদর্থঞ্চ। মদ্বিষয়কশ্রবণকীর্ত্তনাদিরেব ধর্ম্মোঽনুষ্ঠেয়ো যস্য তস্য পুরুষস্য আশয়ো মনঃ। শ্রুতমাত্রগুণং মামেতীতি 'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণে'ত্যুক্তলক্ষণং সাধ্যং ভক্তিযোগং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ ॥ ১৫-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভক্তির অঙ্গসমূহ বলিতেছেন—'নিষেবিত'-ইত্যাদি। নিষেবিত (অনুষ্ঠিত) যে অনিমিত্তরূপ (অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত) স্বধর্ম্ম, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব (প্রাচীন) শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়াছে যে ধর্ম্ম (নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম), তাহার দ্বারা, এই অর্থ। সেই ধর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ অনুসারে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতির দ্বারা দেহ, বস্ত্র, পাত্রাদি দ্রব্যের শুদ্ধির বিধানরূপ নির্মন্ত্রকই (মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়াই) জানিতে হইবে, সেইরূপ স্বধর্ম্মের দ্বারা। 'মহীয়সা' —অর্চ্চনাদি ভক্তির উপযোগিতা বলিয়া যাহা প্রশস্ত, তাহার দ্বারা। এইস্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলে, 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণঃ' (৩।২৫।২২) ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার ভক্তগণ—একাগ্রচিত্তে আমাতে দৃঢ়তর ভক্তি সংস্থাপন-পূর্ব্বক আমার প্রীতির নিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম—এমন কি, আবশ্যক হইলে, স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন। এইরূপ "ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ সংত্যজ্য" (১১।১১।৩২), অর্থাৎ স্বীয় গুণ ও দোষসকল বিদিত হইয়া, আমাকর্তৃক বেদরূপে উপদিষ্ট স্বধর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম (অর্থাৎ যথার্থ সাধুশ্রেষ্ঠ)—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তির বিরোধ হয় এবং এখানেও 'নিষেবিত' পদের বৈয়র্থ্যই হইয়া পড়ে। 'ক্রিয়াযোগেন'—ক্রিয়াযোগ বলিতে পঞ্চরাত্রাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত পূজাপ্রকারের দ্বারা। 'শস্তেন' —বলিতে (শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ) উত্তম দেশাদি যুক্ত (স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ অর্চ্চনাপ্রকারের দ্বারা)। 'নাতি-হিংস্রেণ'—অতিশয় হিংসারহিতের দ্বারা, এখানে অতি-শব্দের দ্বারা—শ্রীভগবানের মন্দির মার্জ্জন, লেপন, তাঁহার নিমিত্ত অন্নাদি বিবিধ নৈবেদ্য সাধনাদি কর্ম্মে এবং শাক, পত্র, ফল-মূলাদির ছেদ-নাদি কার্য্যসকলেও অতি দুর্ব্বার ও দুর্লক্ষ্যণীয় সূক্ষ্ম জীবের (অনিচ্ছাকৃত সামান্য) হিংসা ক্ষতিকর হয় না—ইহা জানান হইল। 'সত্ত্বেন'—বলিতে ধৈর্য্য-সহকারে। 'অসঙ্গেন'—অসঙ্গ বলিতে দুঃসঙ্গ পরি-হারের দ্বারা। (এখানে 'অসঙ্গমেন'—এই পাঠে বৈরাগের দ্বারা, এই অর্থ)।

'আধাত্মিকানুশ্রবণাৎ—আধ্যাত্মিকের বলিতে অন্তঃরকরণের ভাবের, অর্থাৎ দোষ ও গুণের নিরন্তর শ্রবণ-বশতঃ, ভক্তিতে অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত তাহার দোষ ও গুণ অবশ্যই শ্রবণ করিতে হইবে। দম্ভাদি অন্তঃকরণ-দোষ নিজেতে রহিয়াছে বুঝিলে, 'মহতের উপাসনার দ্বারা দম্ভকে (গর্ব্ব, অহঙ্কারকে) জয় করিবে'—ইত্যাদি বিধি থাকায় ভক্তগণ (নিজের দোষ ও গুণ শ্রবণে) প্রবর্ত্তিত হইবেন—এইজন্য এইরূপ উক্ত হইল। মদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-রূপ ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় যাঁহার, তাদৃশ পুরুষের 'আশয়ঃ' —মন, 'পরিসংশুদ্ধঃ'—(নির্ম্মল হইয়া থাকে)। 'শ্রুতমাত্রগুণং মাম্ এতি'—(যাঁহার গুণ শ্রুত হই-য়াছে, সেইরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়, এখানে আমাকে বলিতে আমার ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়, এই অর্থ)।

'মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ' (১১ অঙ্ক-ধৃত শ্লোকে)—এই-রূপ উক্তলক্ষণের দ্বারা সাধ্য ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়—এই ভাব ।। ১৫-১৯ ।।

———

যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ।। ২০ ।।

অন্বয়ঃ—বাতরথঃ (বাতং বায়ুঃ রথঃ প্রাপকঃ যস্য সঃ) গন্ধঃ আশয়াৎ (স্থানাৎ পুষ্পাদেঃ) যথা ঘ্রাণম্‌ আবৃঙ্‌ক্তে (আত্মসাৎ করোতি) এবং (তথা) যোগরতম্‌ অবিকারি (সমং) যৎ চেতঃ (তৎ) আত্মানং (পর-মাত্মানং মাম্‌ আত্মসাৎ করোতি) ।। ২০ ।।

অনুবাদ—বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত গন্ধ যেমন তাহার উৎপত্তি স্থান পুষ্পাদি হইতে গন্ধবহযোগে আগমন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে, তদ্রূপ ভক্তিযোগযুক্ত শান্তচিত্ত পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় ।। ২০ ।।

বিশ্বনাথ—প্রযত্নং বিনৈব প্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ । বাতো রথঃ প্রাপকো যস্য স গন্ধ আশয়াৎ স্বস্থানাৎ সকাশাৎ ঘ্রাণং নাসিকাং আবৃঙ্‌ক্তে ভজতে প্রাপ্নোতি । এবং ভক্তিযোগযুক্তং চেতঃ আত্মানং পরমাত্মানম্‌ । যথা বাতঃ পদ্মাকরস্থং গন্ধং নাসিকাং প্রাপয়তি তথৈবায়ং ভক্ত্যঙ্গসমুদায়ো যোগরতং ভক্তিযোগনিষ্ঠং চিত্তং পরমেশ্বরং প্রাপয়তীত্যর্থঃ ।। ২০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রযত্ন ব্যতিরেকেই প্রাপ্তিতে দৃষ্টান্ত—'যথা বাতরথঃ', ইত্যাদি । বাত অর্থাৎ বায়ু হইতেছে রথ বলিতে প্রাপক যাহার, সেই গন্ধ নিজ স্থান হইতে নাসিকাকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত গন্ধ যেমন তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে সমীরণ-যোগে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে), সেইরূপ ভক্তিযোগ-যুক্ত চিত্ত (অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তের ভক্তিযুক্ত অবিকারী চিত্ত) আত্মানং—আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় । যেমন বায়ু পদ্মসমূহের গন্ধ নাসিকাকে প্রাপণ করায়, সেইরূপ এই ভক্তির অঙ্গসমুদয়, 'যোগ-রতং'—অর্থাৎ ভক্তিযোগ-নিষ্ঠ চিত্তকে পরমেশ্বরের প্রতি প্রেরণ করিয়া থাকে—এই অর্থ ।। ২০ ।।

———

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্‌ ।। ২১ ।।

অন্বয়ঃ—অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু সদা অবস্থিতঃ ভূতাত্মা (তেষাং ভূতানাম্‌ আত্মা চ অস্মি) । তং (মাম্‌) অবজ্ঞায় (তত্র মম দৃষ্টিম্‌ অকৃত্বা) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীলঃ দেহাত্মাভিমানী) অর্চ্চাবিড়ম্বনং (অর্চ্চা এব বিড়ম্বনং অনুকরণং) কুরুতে (অর্চ্চায়াম্‌ এব মাম্‌ অর্চ্চতি) ।। ২১ ।।

অনুবাদ—(সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শন দ্বারাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় । প্রাকৃত ভক্তের কেবল প্রতিমাদি-নিষ্ঠা নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—) মাতঃ, আমি অন্তর্য্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত ; যে মর্ত্ত্যজীবসমূহ আমার অধিষ্ঠানভূত প্রাণিসমূহে কার্ষ্ণবুদ্ধি না করিয়া বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করেন, তাঁহারা প্রাকৃতবুদ্ধিতে যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার অবজ্ঞাই করা হয় ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চৈতাদৃশীমপি ভক্তিমপরাধ এব সঙ্কোচয়তি স চাপরাধঃ প্রায়ো মহদবজ্ঞানমূলক এব তে চ মহান্তো লোকে দুর্লক্ষ্যা অপি বহবস্তিষ্ঠন্ত্যতস্তদ-পরাধাভাবার্থং সর্ব্বভূতান্যেব স্বেষ্টদেবাধিষ্ঠানবুদ্ধ্যা সম্মাননীয়ানি তদভাবে শ্রীভগবদ্বিগ্রহসেবাপি ন সম্যক্‌ ফলদেতি বদন্নীশ্বরত্বাৎ প্রাণিসম্মাননমকুর্ব্বতে স্বভক্তায় হিতকারিত্বেন বাৎসল্যাৎ কুপ্যন্নিব শ্রীকপিলদেব আহ—অহমিত্যাদি ষড়্‌ভিঃ । তত্রাবজ্ঞোপেক্ষা-দ্বেষনিন্দাঃ ক্রমেণ চতুর্ভির্নিষিধ্যন্তে । অর্চ্চা মৎপ্রতিমা তস্যাং মৎপূজনং মদ্বিড়ম্বনমেব কুরুতে ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এতাদৃশী ভক্তিকেও অপরাধই সঙ্কোচিত করিয়া থাকে, এবং সেই অপরাধ প্রায়শঃ মহতের শ্রীচরণে অবজ্ঞা-বশতঃই ঘটিয়া থাকে । আর সেই মহাত্মগণ জগতে দুর্লক্ষণীয় হইলেও (অর্থাৎ অজ্ঞজনের দৃষ্টির অগোচর হইলেও), অনেকেই অবস্থান করিতেছেন । অতএব তাঁহাদের প্রতি যাহাতে অপরাধ না হয়, এইজন্য সকল প্রাণী-কেই নিজের ইষ্টদেবের (শ্রীভগবানের) অধিষ্ঠান-বুদ্ধিতে সম্মান (সমাদর) করা উচিত । তাহার অভাব হইলে (অর্থাৎ মহতের সম্মাননা না করিলে) শ্রীভগবানের বিগ্রহসেবাও সম্যক্‌ ফলপ্রদা হয় না—

ইহা বলিবার জন্য নিজে ঈশ্বর-হেতু প্রাণিগণের সম্মাননা যাহারা করেন না, তাদৃশ নিজ ভক্তগণের প্রতি হিতকারী বলিয়া বাৎসল্যবশতঃ যেন কুপিত হইয়াই ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। তন্মধ্যে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দ্বেষ ও নিন্দা ক্রমশঃ চারিটি শ্লোকের দ্বারা নিষেধ করিতেছেন। 'অর্চ্চা-বিড়ম্বনং'—অর্চ্চা বলিতে অর্চ্চনীয় আমার প্রতিমা, তাহাতে আমার পূজা করিয়া, আমারই বিড়ম্বনা করিতেছে, (অর্থাৎ আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ হইয়া সকল প্রাণীতেই সতত বিরাজমান আছি, কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ সর্ব্বাত্মস্বরূপ আমাতে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে ক্ষুদ্রভাবে আমার পূজা করিয়া থাকে) ॥ ২১ ॥

———

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্ ।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মানং (পরমাত্মানং) ঈশ্বরম্ (অন্তর্য্যামিনং) সন্তং (বিদ্যমানং) মাং হিত্বা (উপেক্ষ্য) যঃ মৌঢ্যাৎ (মৌর্খ্যাৎ) অর্চ্চাং (প্রতিমাং) ভজতে (সেবতে) সঃ ভস্মনি এব জুহোতি (তৎকৃতা পূজা ভস্মনি হোমবৎ নিষ্ফলা) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মস্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃতবুদ্ধিতে অর্চ্চা-মূর্ত্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি ভস্মে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভস্মন্যেব জুহোতীতি প্রভুত্বাৎ স্বভক্তান্ শিক্ষয়িতুং তান্ প্রতি সতর্জ্জনোক্তিরিয়ং। তথৈব স্বয়ং ভগবতোঽপি "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপ" ইত্যত্র ভৌমইজ্যধীরিত্যুক্ত্বা স এব গোখর ইত্যাক্ষেপঃ। যথৈবাধুনিকা অপি সদ্‌গুরবঃ প্রিয়মপি স্বশিষ্যং স্বসেবারতমপি ক্বাপ্যন্যত্র হরিভক্তেঽস্বপরাধলেশমাত্রং দৃষ্ট্বৈব মৎসেবাং করোষি ভস্ম করোষি মাং দুঃখময়স্যেব কেবলমিত্যাক্ষিপন্তি। বস্তুতস্তু ঋষয়ঃ ক্বাপি নৈবমাহুঃ। যথা—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত" ইতি। ব্যাখ্যা চ শ্রীস্বামিচরণানাম্—ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু চ সুতরামেব ন করোতি প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধঃ। অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমা ভবিষ্যতীত্যেষা, অত্রাপি বক্ষ্যতে অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদিত্যাদীতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভস্মনি এব জুহোতি'—সেই-ব্যক্তি ভস্মেই আহুতি প্রদান করে—ভগবান্ স্বয়ং প্রভু বলিয়া নিজ ভক্তদিগকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ইহা ভৎর্সনার সহিত উক্তি বুঝিতে হইবে। সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও—'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ' (১০।৮৪।১৩) ইত্যাদি শ্লোকে, অর্থাৎ যাহার বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভূমির বিকারভূত প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি, এবং জলমাত্রে তীর্থবুদ্ধি হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জনের প্রতি কখনও ঐরূপ আত্মা, আত্মীয়ত্বাদি বুদ্ধি হয় না, সেই ব্যক্তি 'গো-খর', অর্থাৎ গরুগণের মধ্যেও খর, দারুণ (অত্যন্ত অবিবেকী), কিম্বা গাভীদের তৃণাদি ভার-ভারবহনকারী গর্দ্দভই—এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। যেরূপ আধুনিক কালেও সদ্‌গুরুগণ প্রিয় হইলেও, নিজ সেবারত হইলেও স্ব-শিষ্যকে, অন্যত্র কোন হরি-ভক্তগণের প্রতি অপরাধের লেশমাত্র দেখিয়াই—"আমার সেবা করছ, না ছাই করছ, কেবল আমাকে দুঃখই দিচ্ছ"—এইরূপ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু ঋষিগণ কোথাও এইরূপ বলেন না, যেমন একাদশে শ্রীহরি নামক যোগীন্দ্রের উক্তিতে —"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" ইত্যাদি, অর্থাৎ হরিপ্রাপ্তির নিমিত্ত (সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অবগত না হইয়া), একমাত্র শালগ্রামাদি প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যিনি পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত-গণে পূজা করেন না, অতএব অন্যত্র (গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি প্রভৃতিতে) ত' করেনই না, এই জন্য তাহাকে প্রাকৃত (কনিষ্ঠ) ভক্ত বলা হয়। প্রাকৃত বলিতে 'কোমল-শ্রদ্ধ,' অর্থাৎ এখনই ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রারব্ধ ভক্তি উত্তমা হইবে —এইরূপ শ্রীল শ্রীধর-স্বামি-চরণের ব্যাখ্যা। এখানেও (২৫ অঙ্ক-ধৃত শ্লোকে) বলিবেন—'অর্চ্চাদৌ অর্চ্চয়েৎ তাবৎ', ইত্যাদি, অর্থাৎ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-পরায়ণ ব্যক্তি ততক্ষণই প্রতিমাদিতে পূজা করিবেন, যতক্ষণ-নিজহৃদয়ের মধ্যে নিখিল প্রাণীতে বর্ত্তমান ঈশ্বর

আমাকে উপলব্ধি করিতে না পারেন ॥ ২২ ॥

তথ্য—শ্রীঅর্চ্চাতে 'কাঠ, পাথর' বুদ্ধি মূঢ়তা বশতঃই উদিত হয়। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয় করেন নাই তাঁহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি প্রবলা। তাঁহারা লোকরীতির পক্ষপাতী। সেই লোকরীতি অনুসারে যাঁহারা সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণরূপে অবস্থিত ভগবৎস্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া প্রাকৃতবুদ্ধিদ্বারা অর্চ্চার সহিত ভগবানের ঐক্য কল্পনাপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, প্রভৃতি প্রদান করেন, তাঁহাদের শ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত অর্চ্চাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন না। তিনি ভগবানের অর্চ্চাবতারকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দাকার ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া জানেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শন হয়। সুতরাং এইরূপ শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয়ী কনিষ্ঠ ভক্তগণ প্রাকৃত ভক্ত নামে কথিত হইলেও তাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণাশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের অর্চ্চা পূজাকালে ভগবদ্ভক্তের কৃপায় মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে ভক্তসেবাপ্রবৃত্তি ও শ্রীঅর্চ্চায় চিন্ময় বুদ্ধির উদয় হয়। অর্চ্চাতে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট গতানুগতিক লোকগণের নিন্দা অগ্নিপুরাণে শ্রীদশরথ হত পুত্রের শোকে, পুত্র বিরহিত তপস্বীর বিলাপে দৃষ্ট হয়। তপস্বী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 'আমি কি হরির প্রতিমাতে শিলা বুদ্ধি করিয়াছি? কিম্বা পথে কোন বিষ্ণুভক্তের দর্শন পাইয়া তাঁহার বিষ্ণুমন্দিরাঙ্কিত দেহের প্রতি চিত্তদ্বারাও অনাদর করিয়াছি যে কর্ম্মবিপাক বশতঃ আমার এইরূপ পুত্রশোক হইল? যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর শ্রীঅর্চ্চাতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের কলিমল বিধৌতকারী পরম পবিত্র পাদোদকে জলসামান্য বুদ্ধি, সকল কলুষনাশী নাম মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে তাঁহার অধীনস্থ ইতর দেবতাগণের সহিত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি নারকী। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহার বাত পিত্ত কফাত্মক চর্ম্মাবরণে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্রাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি, মৃন্ময় জ্ঞান প্রবল থাকিয়াও লৌকিক রীতি অনুসারে পূজ্যবুদ্ধি, জল সামান্যবুদ্ধি প্রবল রাখিয়া তাহাতে তীর্থবুদ্ধি বর্ত্তমান সেই ব্যক্তি গোতৃণবহনকারী গর্দ্দভ। অতএব যাহাদের সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শন হয় নাই, তাহারা মূঢ়তা বশতঃ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। লোকরীতি অনুসারে যাঁহারা প্রতিমাতে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধভক্তি-নামে কথিত হইতে পারে না; উহা মিছাভক্তি মাত্র। ঐরূপ মিছাভক্ত শুদ্ধ-মহাভাগবতের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত প্রাকৃত কনিষ্ঠভক্তের পদবীতে পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পরেন না। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চাতে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে যাঁহাদের তখনও পূজ্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই তাঁহারাই প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত। এইরূপ কনিষ্ঠভক্তের প্রারব্ধ ভক্তি ক্রমে ক্রমে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হইবে। এই জন্যই পরবর্ত্তী শ্লোকে কপিলদেব দেবহূতিকে শ্রীঅর্চ্চার পূজার কথা বলিতেছেন। ('শ্রীজীব' ও 'শ্রীচক্রবর্ত্তী' টীকার মর্ম্ম) ॥ ২২ ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরকায়ে (স্থিতং) মাং দ্বিষতঃ (মম দ্বেষং কুর্ব্বন্তঃ) মানিনঃ (দেহাদ্যাত্মমানিনঃ) ভিন্নদর্শিনঃ ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য মনঃ শান্তিং ন ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—পরশরীরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে এইরূপ অভিমানী ভেদদর্শী, ভূতসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভিন্নদর্শিনঃ স্বস্য দুঃখমিবান্যস্যাপি দুঃখং সমানমিতি ন জানতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভিন্নদর্শিনঃ'—ভিন্নদর্শী, অর্থাৎ নিজের দুঃখের মত অপরেরও দুঃখ সমান—এইরূপ যে ব্যক্তি জানে না, তাহার (চিত্ত কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।) ॥ ২৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ১১।৫।১৪ দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে ।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘে (নিষ্পাপে দেবহূতে) । উচ্চাবচৈঃ দ্রব্যৈঃ উৎপন্নয়া (সম্পাদিতয়া) ক্রিয়য়া (পূজাদিনা) অর্চ্চায়াং (প্রতিমায়াম্) অর্চ্চিতঃ (অপি) অহং ভূতগ্রামাবমানিনঃ (ভূতসমূহানাম্ নিন্দকস্য উদ্বেজকস্য জনস্য) ন তুষ্যে এব (তুষ্টঃ ন ভবামি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপে মাতঃ, প্রাণি-নিন্দক ব্যক্তি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বহুবিধ দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদনযোগ্য পূজাদি ক্রিয়াদ্বারা প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হই না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অবমানিনো নিন্দকস্য। "ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈর্হি মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পুরুষেষবঃ" ইত্যুক্তরীত্যা নিন্দা দ্বেষাদপ্যধিকেত্যাহুঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবমানিনঃ'—নিন্দকের (অর্থাৎ প্রাণিসকলের নিন্দাকারী ব্যক্তির)। "ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ" (১১।২৩।৩), অর্থাৎ অসৎ ব্যক্তিগণের মর্ম্মবিদারক পরুষবাণী যেমন হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মর্ম্ম-বিদারক বাণে বিদ্ধ হইলেও লোকে তাদৃশ বেদনা কখন অনুভব করে না—এই প্রকার উক্তি অনুসারে নিন্দা দ্বেষ হইতেও অধিকতরা বলা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ সর্ব্বভূতেষু অবস্থিতম্ ঈশ্বরং মাং স্বহৃদি ন বেদ তাবৎ (এব) স্বকর্ম্মকৃৎ (স্ববর্ণাশ্রমাচারপ্রাপ্তকর্ম্মকৃৎ) অর্চ্চাদৌ (অর্চ্চায়াং মাং) অর্চ্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(ভগবদ্ভক্তে অশ্রদ্ধধান সুতরাং শ্রীঅর্চ্চাতে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিমা-পূজার দোষ উক্ত হইতেছে—) যত দিন পর্য্যন্ত স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি না হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ না হয়, তাবৎকাল শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা বিধান করিবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধভক্তিমতাং স্বতএব শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ প্রাণিমাত্রাবজ্ঞা প্রায়ো ন সম্ভবেৎ। কর্ম্মমিশ্রভক্তিমতান্তু সা সম্ভবেদেব ; যাবদন্তঃকরণস্যাশুদ্ধিস্তস্য শুদ্ধৌ সত্যাং তু সা ন তিষ্ঠেৎ তেন কর্ম্মাপি ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ —অর্চ্চাদাবিতি। স্বকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মমিশ্রাং সাত্ত্বিকীং ভক্তিং কুর্ব্বাণঃ। যাবদিতি সর্ব্বভূতাত্মদর্শিত্বদশায়া- মুদ্ভূতায়াং সত্যাং কর্ম্মানধিকারাৎ ন স্বকর্ম্মকৃৎ, কিন্তু জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিং কুর্ব্বাণঃ সন্নর্চ্চায়াং মামর্চ্চয়ে- দিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুদ্ধ ভক্তগণের স্বভাবিকই শুদ্ধ অন্তঃকরণ বলিয়া প্রাণিমাত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রায়ই সম্ভব হয় না। কিন্তু যাহারা কর্ম্মমিশ্র ভক্তিযুক্ত, তাহাদের সেইরূপ (অন্যের প্রতি) অবজ্ঞা সম্ভব হই- তেই পারে যতক্ষণ অন্তঃকরণের অশুদ্ধি থাকে, কিন্তু সেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইলে, সেই অবজ্ঞা থাকিতে পারে না, অতএব কর্ম্ম করাও (অর্থাৎ তাদৃশ অশুদ্ধ অন্তঃকরণে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাও) কর্ত্তব্য নহে, ইহা বলিতেছেন—'অর্চ্চাদৌ' ইত্যাদি। 'স্বকর্ম্মকৃৎ'— কর্ম্মমিশ্রা সাত্ত্বিকী ভক্তির অনুশীলনকারী। 'যাবৎ' —যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বহৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর আমার উপলব্ধি না হয়। ইহার দ্বারা, সর্ব্ব- ভূতাত্ম-দর্শিত্ব অবস্থা উদ্ভূত হইলে, কর্ম্মে অনধিকার- হেতু তখন স্ববর্ণাশ্রমপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিমাদিতে আমাকে অর্চ্চনা করিবে—এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ আত্মনঃ (স্বস্য) পরস্য (অন্যস্য) চ অপি অন্তরা (অন্তরং ভেদম্) উৎ (অপি) অরম্ (অল্পম্ অপি ভেদং) করোতি (পশ্যতি) ; (যদ্বা) অন্তরা (মধ্যে) উদরং করোতি (শরীরং ভেদং পশ্যতি) তস্য ভিন্নদৃশঃ মৃত্যুঃ (মৃত্যুরূপঃ অহম্) উল্বণং (দুঃসহং) ভয়ং বিদধে (সম্পাদয়ামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে অণু- মাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মূঢ়ের মৃত্যুস্বরূপ আমি অত্যুৎকট ভয় বিধান করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মন উদরং পরস্যাপি উদরং যোঽন্তরা ভিন্নং করোতি, তস্য মৃত্যুস্বরূপোঽহমেব। উদরং খলু জাঠরানলজ্বালাযুক্তং যথা আত্মনস্তথা পরস্যাপীতি জ্ঞাত্বা ক্ষুধার্ত্তং জীবমাত্মানমিব ভোজয়েদেবান্যথা মৃত্যুভয়ং ন তরতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তরোদরং'—নিজের উদর এবং অপরেরও উদর—ইহার মধ্যে যে ভিন্ন দর্শন করে, তাহার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ আমিই। উদর হইতেছে জঠরাগ্নির জ্বালাযুক্ত, উহা নিজেরও যেমন, অপরেরও সেইরূপ, এইরূপ বোধপূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত জীবকে নিজের মত ভোজন করাইবে, অন্যথা মৃত্যুভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবে না—এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—অন্তরোদরং ভিন্নং ব্রহ্ম ; আত্মস্থমন্যস্থং চ ব্রহ্ম যো ভেদে ন পশ্যতি—"উদরং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অতঃ) সর্ব্বভূতেষু কৃতালয়ং (কৃতাবাসং) ভূতাত্মানং (সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিণং) মাং দানমানাভ্যাং মৈত্র্যা অভিন্নেন চক্ষুষা (সমদর্শনেন) অর্হয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিয়া আমার পরমাত্ম-স্বরূপের পূজা করিবে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, সকলের সহিত মিত্রতা করিবে ও সকলকেই দান, মান প্রভৃতি দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পৃথিব্যামনন্তা এব ক্ষুধার্ত্তা জীবাস্তে চ ভোজয়িতারং শ্রুত্বা তৎসমীপমায়ান্ত্যেব তান্ ভোজয়িতুং কঃ খলু রন্তিদেবো নৃপ ইব ধৈর্য্যং ধত্তে ইত্যত আহ—অথ অথবা তেভ্যো যথেষ্টদানাসামর্থ্যেঽপি দানাদিভিরর্হয়েৎ। "অথাথো সংশয়ে স্যাতামধিকারে চ মঙ্গলে। বিকল্পানন্তরপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যারম্ভসমুচ্চয়ে" ইতি মেদিনী। কিঞ্চ, তেষু বুভুক্ষুষু গালিপ্রদানাদিভিস্তিরস্কুর্ব্বৎস্বপি প্রতিতিরস্কারং ন কুর্য্যাৎ, কিন্তু তেষ্বাত্মনোঽপ্যধিকাত্মানেন স্তুত্যাদিভিরাদরেণার্হয়েৎ। যদুক্তং ভগবতা, "তে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চ্চয়ন্তস্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রা" ইত্যাদি। আত্মনস্তুল্যান্ মৈত্র্যাভিন্নেনাবিদীর্ণেনাকুটিলেনেতি যাবৎ। এবং নিষ্কৈতবস্য ব্যবহৃত্যাপি তেষু কুপ্যৎস্বপি তদন্তঃস্থিতঃ প্রভুস্তু ন কুপ্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পৃথিবীতে অনন্ত ক্ষুধার্ত্ত জীব রহিয়াছে, তাহারা কেহ ভোজন করাইতেছে শ্রবণ করিলে তাহার নিকটে আসিবেই, তাহাদিগকে ভোজন করাইতে মহারাজ রন্তিদেবের ন্যায় কোন্ ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে ? ইহাতে বলিতেছেন—'অথ'—অথবা, তাহাদিগকে যথেষ্ট (যথাভিলষিত) দান করিতে অসমর্থ হইলেও দানাদির (অর্থাৎ দান, মান প্রভৃতির) দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে। মেদিনী অভিধান হইতে 'অথ' শব্দের নিরুক্তি বলিতেছেন—"অথ, অথবা, সংশয়, অধিকার, মঙ্গল, বিকল্প, অনন্তর, প্রশ্ন, কার্ৎস্ন্য (সমগ্র), আরম্ভ ও সমুচ্চয়"—ইত্যাদি অর্থে অথ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরও, সেইসকল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিগণ গালি প্রদানাদির দ্বারা তিরস্কার করিলেও, তাহাদের প্রতি তিরস্কার করা উচিৎ নয়, কিন্তু তাহাদিগকে নিজ অপেক্ষাও অধিকরূপে স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা সাদরে সম্মান করিবে। যেমন ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ বলিয়াছেন—"তে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া" (৩।১৬।১১) অর্থাৎ যে সকল লোক সানন্দচিত্তে সহাস্যবদনে বাসুদেব-বুদ্ধিতে, কর্কশ কথা প্রয়োগ করিলেও পিতা যেমন পুত্রকে সম্বোধন করে ও সৎপুত্র যেমন পিতার দোষ দর্শন করে না, এবং আমি যেরূপ আপনাদিগকে (সনকাদি মুনিগণকে) ও অপরাধী ভৃগুকে সম্বোধন করি, সেরূপভাবে ব্রাহ্মণগণকে আদর করে, আমি তাহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকি ইত্যাদি। তাহাদিগকে নিজের তুল্য, 'মৈত্র্যাভিন্নেন'—মিত্রতার সহিত অবিদীর্ণ ও অকুটিল ভাবে সমাদর করিবে। এইরূপ নিষ্কপটে ব্যবহার করিলেও, তাহারা ক্রুদ্ধ হইলেও, তাহাদের অন্তরস্থিত প্রভু (ভগবান্) কিন্তু কুপিত হন না—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে ।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) শুভে (দেবহূতে) ! অজীবানাং (অচেতনেভ্যঃ) জীবাঃ (জীবৎসস্যাদয়ঃ) শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ (তেভ্যঃ) প্রাণভৃতঃ (প্রাণবৃত্তিমন্তঃ জীবৎপাষাণাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ) সচিত্তাঃ (জ্ঞানবন্তঃ পর্ব্বতাঃ) প্রবরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ ততশ্চ) ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ (উদ্গমাবকাশাদিজ্ঞানবন্তঃ বৃক্ষাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—হে পূতচরিত্রে, অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন ধান্যবৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রাণবৃত্তিশালী জীবন্ত পাষাণাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা জ্ঞানবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উদ্গম-অবকাশাদি জ্ঞানবন্ত বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—ন চ কেবলজ্ঞানীব মদ্ভক্তঃ সর্ব্বত্র তুল্যদৃষ্টিঃ সাধারণ্যেনৈবার্হয়েদপি তু তারতম্যেনৈবেতি তত্তারতম্যং দর্শয়তি সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ । অজীবানামজীবেভ্যো জীর্ণশষ্পাদিভ্যঃ সকাশাৎ জীবা অজীর্ণশষ্পাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ প্রাণভৃতঃ ভূমিষ্ঠজলাকর্ষণবমনাদিলিঙ্গেন প্রাণবৃত্তিভৃতো জীবৎ পাষাণাদয়ঃ । ততঃ সচিত্তাঃ পূর্ব্বমুড্ডয়নাদিচেষ্টা পশ্চাদিন্দ্রবজ্রেণ স্তব্ধা ইতি শ্রবণাদন্তঃ সজ্ঞানাঃ পর্ব্বতাঃ । তেভ্যোঽপি 'তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাস্তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপা' ইতি মোক্ষধর্ম্মবচনাদিন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত উদ্গমাবকাশাদিজ্ঞানবন্তো বৃক্ষাদয়ঃ ।। ২৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার ভক্ত কেবল জ্ঞানীর ন্যায় সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সাধারণভাবে সকলকে সমাদর করিবেন—ইহাই নহে, কিন্তু তারতম্য অনুসারেই প্রাণিসকলের সম্মান করিবেন, এই জন্য তাহাদের তারতম্য দেখাইতেছেন—সার্দ্ধ ছয়টি শ্লোকের দ্বারা । 'অজীবানাং'—শুষ্ক তৃণাদি অচেতন পদার্থ হইতে 'জীবাঃ'—সজীব তৃণাদি শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা 'প্রাণভৃতঃ'—ভূতলস্থিত জলের আকর্ষণ ও উদ্গিরনাদি চিহ্নের দ্বারা প্রাণবৃত্তি-যুক্ত জীবন্ত পাষাণাদি শ্রেষ্ঠ । তাহা অপেক্ষা 'সচিত্তাঃ'—শোনা যায়, পূর্ব্বকালে পর্ব্বতসকল উড্ডীয়নাদি চেষ্টাযুক্ত ছিল, পরে ইন্দ্র তাহাদের পক্ষ ছেদন করায় তাহারা স্তব্ধ (স্থির) হয়, অতএব অন্তরে জ্ঞানবিশিষ্ট পর্ব্বতসকল শ্রেষ্ঠ। তাহাদের অপেক্ষাও (বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ)। মোক্ষধর্ম্মবচনে দৃষ্ট হয়—"তাহা হইতে বৃক্ষগণ দেখিতে পায়, তাহা হইতে বৃক্ষগণ ঘ্রাণ গ্রহণ করে"—ইত্যাদি উক্তি-বশতঃ উদ্গম ও অবকাশাদি জ্ঞানযুক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট (স্পর্শবেদী) বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ ।। ২৮ ।।

মধ্ব—প্রাণভৃতশ্চলনযুক্তাঃ ।। ২৮ ।।

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ।।২৯।।

অন্বয়ঃ—তত্র (ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং মধ্যে) অপি স্পর্শবেদিভ্যঃ (তরুভ্যঃ) রসবেদিনঃ (মৎস্যাদয়ঃ) প্রবরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) ; তেভ্যঃ (পুনঃ) গন্ধবিদঃ (ভ্রমরাদয়ঃ) শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ শব্দবিদঃ (সর্পাদয়ঃ) বরাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—স্পর্শবেদী (বৃক্ষাদি) পদার্থ হইতে রসবেদী (মৎস্যাদি) শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার গন্ধবেদী (ভ্রমরাদি) উৎকৃষ্ট, গন্ধবেদী প্রাণী হইতে আবার শব্দবেদী (সর্পাদি) বরিষ্ঠ ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—তত্রাপি তেভ্যোঽপি স্পর্শবেদিভ্যো বৃক্ষাদিভ্যো রসবেদিনো মৃত্তিকাদি-স্বস্বভোজ্যাভোজ্যজ্ঞানিনো গণ্ডূপদ্যাদয়ঃ । গন্ধবিদো বকুলাদিপুষ্পসূক্ষ্মকীটাঃ, শব্দবিদো শব্দশ্রবণেন পলায়নবন্তঃ কেচিজ্জলকীটাঃ ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ'—তন্মধ্যেও সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত স্পর্শবেদী (স্পর্শজ্ঞান-শালী) বৃক্ষাদি হইতে, 'রসবেদিনঃ'—মৃত্তিকাদি নিজ নিজ ভোজ্য ও অভোজ্য জ্ঞানযুক্ত রসবেদী (রসজ্ঞ) গণ্ডূপদী (কেঁচো) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ । তাহা হইতে আবার 'গন্ধবিদঃ'—গন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট বকুলাদি পুষ্পের সূক্ষ্মকীটাদি (ভ্রমরাদি) শ্রেষ্ঠ । তাহা অপেক্ষা আবার 'শব্দবিদঃ'—শব্দ-জ্ঞানবিদ্, শব্দ শ্রবণে পালায়ণপর কোন কোন জলের কীটসমূহ (শ্রেষ্ঠ) ।। ২৯ ।।

মধ্ব—

পশুবৃক্ষাদিভেদেন জীবা এব স্বতঃ স্থিতাঃ ।
সংসৃতৌ ব্যত্যয়স্তেষাং মুক্তৌ তত্তৎস্বরূপতা ।।
তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকাঃ ।
তেভ্যো মানুষমুক্তাশ্চ বিপ্রমুক্তাস্ততোঽধিকাঃ ।।

তততোঽপদেশমাত্রেণ মুক্তেভ্যো বেদবেদিনঃ ।
অর্থজ্ঞা ঋষয়স্তেভ্যোঽহতো দেবাঃ সংশয়চ্ছিদঃ ॥
পূর্ণধর্ম্মা ততস্ত্রিন্দ্রো নিঃসঙ্গো গরুড়স্ততঃ ।
ভক্তিপূর্ণো হরের্ব্রহ্মা তস্মান্নান্যোঽধিকস্ততঃ ।
মুক্তৌ বা সংসৃতৌ বাপি সম্যগেষু হিতে গুণাঃ ॥
ইতি কাপিলেয়ে ॥ ২৯-৩৩ ॥

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তেভ্যঃ সর্পাদিভ্যঃ) রূপভেদবিদঃ (কাকাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) ততঃ (তেভ্যঃ) উভয়তোদতঃ (উভয়তঃ ঊর্দ্ধাধঃ দন্তাঃ যেষাং তে মুষিকাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) তেষাং (মধ্যে) বহুপদাঃ (ভ্রমরাদয়ঃ অপাদেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ) ততঃ (তেভ্যঃ) চতুষ্পাদঃ (পশুপক্ষিণশ্চ শ্রেষ্ঠাঃ ততঃ) দ্বিপাৎ (মনুষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবাদী (কাকাদি) শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ ; তাহা হইতে বহুপদযুক্ত জীব, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জন্তু, আবার তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ॥ ৩০॥

বিশ্বনাথ—রূপভেদবিদঃ কাকাদয়ঃ । উভয়তো দন্তাঃ সর্পাদয়ঃ । বহুপদা তেষাং পুষ্পকাষ্ঠাদিকর্ত্তনলিঙ্গেন উভয়তো দন্তত্বং জ্ঞেয়ম্ । চতুষ্পাদঃ পশবঃ দ্বিপান্মনুষ্যঃ । এতেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বত উত্তরোত্তরেষাং সামান্যত এব গুণাধিক্যাদাধিক্যং । দেবাধিষ্ঠানাদিবিশেষগুণাধিক্যবিচারেণ শ্রীগোবর্দ্ধনবেঙ্কটাচলাদিষু তুলস্যাদিষু চ সর্ব্বত এব পরমাধিক্যাদর্হণীয়ত্বাধিক্যং শাস্ত্রজ্ঞসিদ্ধমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শব্দবেদী অপেক্ষা 'রূপভেদ-বিদঃ'—রূপের ভেদবিষয়ে জ্ঞানযুক্ত কাকাদি (শ্রেষ্ঠ)। 'উভয়তো-দতঃ'—যাহাদের উভয়পার্শ্বে দন্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ দুইপাটী দন্তবিশিষ্ট সর্পাদি। 'বহুপদাঃ'—বহুপদ-বিশিষ্ট ভ্রমরাদি, তাহাদের পুষ্প, কাষ্ঠাদির কর্ত্তন চিহ্নের দ্বারা উভয় পার্শ্বে দন্তত্ব জানা যায়। 'চতুষ্পাদঃ'—চতুষ্পাদবিশিষ্ট পশুগণ। 'দ্বিপাৎ'—দ্বিপদ-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ (শ্রেষ্ঠ)। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর প্রাণিগণের সামান্যতঃই গুণের আধিক্য-বশতঃ আধিক্য (অর্থাৎ পর পর শ্রেষ্ঠত্ব)। আবার দেবাধিষ্ঠানাদি বিশেষ গুণের আধিক্য বিচার করিলে শ্রীগোবর্দ্ধন, বেঙ্কট পর্ব্বতাদিতে এবং শ্রীতুলসী প্রভৃতিতে, সর্ব্বতোভাবেই পরম শ্রেষ্ঠত্ব ও পূজ্যত্ব বলিয়া—ইহাদের আধিক্য, ইহা শাস্ত্রজ্ঞ-বিদ্গণের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে ॥৩০॥

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তেষু দ্বিপাৎসু) চত্বারঃ (ব্রাহ্মণাদয়ঃ) বর্ণাঃ (শ্রেষ্ঠাঃ), তেষাং (বর্ণানাং) ব্রাহ্মণঃ উত্তমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ; ব্রাহ্মণেষু অপি বেদজ্ঞঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ততঃ (বেদজ্ঞাৎ) হি অর্থজ্ঞঃ (বেদার্থবিৎ) অভ্যধিকঃ (শ্রেয়ান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—দ্বিপদ মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ শ্রেষ্ঠ ; ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ আরও শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদের তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণ অধিক শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তেষু ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—সেই দ্বিপাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে ॥ ৩১ ॥

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অর্থজ্ঞাৎ (অপি) সংশয়ছেত্তা (মীমাংসকঃ) শ্রেয়ান্ ততঃ (অপি কেবলাৎ) স্বধর্ম্মকৃৎ (বেদোক্তধর্ম্মকর্ত্তা শ্রেয়ান্) ; ততঃ (অপি) আত্মনঃ ধর্ম্মান্ অদোগ্ধা (তৎফলেচ্ছা-রহিতঃ নিষ্কামঃ) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিহীনঃ) ভূয়ান্ (শ্রেয়ান্)॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বেদ-তাৎপর্য্যবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মীমাংসক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, মীমাংসক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; কারণ, মুক্তসঙ্গ ব্রাহ্মণ, নিষ্কাম, সুতরাং অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফলাভিসন্ধি তাঁহাতে নাই ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তাদৃশাদপি স্বকর্ম্ম সম্যগকর্ত্তুঃ

সকাশাৎ স্বকর্ম্মকৃৎ। ততোঽপি মুক্তসঙ্গো জ্ঞানী, যতঃ স স্বধর্ম্মমদোগ্ধা পূর্ব্বদশাকৃত-স্বধর্ম্মফলস্যাগ্রহীতা ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—তাদৃশ বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও সংশয়চ্ছেত্তা (মীমাংসক) ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও, অর্থাৎ একেবারেই যাহারা কর্ম্ম করে না, সেই অকর্ত্তা হইতে 'স্বকর্ম্মকৃৎ'— স্বকর্ম্মরত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষাও মুক্তসঙ্গী (নিরাসক্ত) জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি 'স্বধর্ম্মম্ অদোগ্ধা'—পূর্ব্ব অবস্থায় কৃত স্বধর্ম ফলের অগ্রহীতা (কর্ম্মফলের অনাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ নিষ্কাম—এই অর্থ) ['স্বকর্ম্মকৃৎ'—এই স্থলে 'স্বধর্ম্মকৃৎ', এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।] ।। ৩২ ।।

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (নিষ্কামাৎ অপি) ময়ি অর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা (অর্পিতাঃ অশেষঃ ক্রিয়াঃ অর্থাৎ তৎফলানি আত্মা দেহশ্চ যেন সঃ, অতএব) নিরন্তরঃ (অব্যবহিতঃ শ্রেয়ান্) ; ময়ি অর্পিতাত্মনঃ (অর্পিতঃ আত্মা দেহঃ যেন তস্মাৎ) ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ (সংন্যস্তং কর্ম্ম ক্রিয়াফলং যেন তস্মাৎ) সমদর্শনাৎ (সর্ব্বত্র স্বতুল্যং সুখদুঃখাদিকং সমং পশ্যতঃ) অকর্ত্তুঃ (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যাৎ) পুংসঃ (সকাশাৎ) পরম্ (উৎকৃষ্টং) ভূতং (জীবং) ন পশ্যামি ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি আমাকে তাঁহার অখিল চেষ্টার ফল এবং দেহ অর্পণ করেন, অতএব অব্যবহিতভাবে আমাতে শরণাগত, আমিই একমাত্র সমস্ত ক্রিয়াফলের ভোক্তা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করেন, এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য, সমদর্শী পুরুষ অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি অধিকতর শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদপি সকাশাৎ ময়ি মন্নামরূপাদিষু অর্পিতা অশেষাঃ ক্রিয়াঃ শ্রবণনয়নাদিব্যাপারা অর্থা রায়শ্চ আত্মনোঽহন্তাস্পদ-মমতাস্পদমনোবুদ্ধ্যাদয়ো যেন সঃ। নিরন্তরঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিব্যবধানশূন্যঃ। ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থং সন্ন্যস্তকর্ম্মণঃ ত্যক্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মাৎ 'মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণ' ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। অকর্ত্তুঃ মদ্ভক্তাবপি ভগবানেব মে ভক্তিং কারয়তীতি বুদ্ধ্যা স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যাৎ সমদর্শনাৎ স্বস্য সমমেব সুখদুঃখাদিকং সর্ব্বত্র পশ্যতঃ। যদুক্তং ভগবতা "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ" ইতি। ন চ "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" ইত্যুক্তং সমদর্শিত্বং বাচ্যং, 'জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবেভ্য' ইত্যাদিপ্রক্রান্তবাক্য-বিরোধাৎ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—সেই মুক্তসঙ্গ জ্ঞানী অপেক্ষাও, 'ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা'—'ময়ি' আমাতেই, অর্থাৎ আমার নাম, রূপাদিতে অর্পিত হইয়াছে অশেষ ক্রিয়া—শ্রবণ, নয়নাদি ব্যাপারসকল, অর্থ ধন এবং আত্মা অর্থাৎ অহন্তার আস্পদ ও মমতার আস্পদ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা কর্ত্তৃক, (সেই আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ)। 'নিরন্তরঃ'—কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির ব্যবধান-শূন্য। 'ময়ি—আমার প্রাপ্তির নিমিত্ত, 'সন্ন্যস্তকর্ম্মণঃ'—বর্ণ ও আশ্রম সকল ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া সমস্ত কর্ম্মই আমাকে পাইবার জন্য যিনি ত্যাগ করিয়াছেন (তাদৃশ ভক্ত হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ দেখি না)। পূর্ব্বে (৩।২৫।২২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণঃ'—অর্থাৎ আমার নিমিত্ত যাঁহারা সমস্ত কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'অকর্ত্তুঃ—আমার ভক্তি-বিষয়েও ভগবানই আমাকে ভক্ত করাইতেছেন—এইরূপ বুদ্ধিহেতু স্বাতন্ত্র্যরূপে যিনি নিজেতে কর্ত্তৃত্ব অভিমান-শূন্য, তাঁহা হইতে। 'সমদর্শনাৎ—যিনি নিজের মতই সকল প্রাণিতে সুখ ও দুঃখ অনুভব করেন, তাদৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা, (আর কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না)। যদ্রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র" (শ্রীগীতা-৬।৩২), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখদুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন, সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে "বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে" (শ্রীগীতা—৫।১৮), অর্থাৎ পণ্ডিতগণ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ) বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ,

গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—সকলেতেই সমদর্শী হইয়া থাকেন—ইত্যুক্ত সমদর্শিত্ব কখনই বলা যায় না, যেহেতু 'জীবগণ অজীব হইতে শ্রেষ্ঠ' (২৮ শ্লোক) ইত্যাদি উপক্রম বাক্যের বিরোধ ঘটিয়া থাকে ॥৩৩॥

তথ্য—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
—গারুড়ে ॥ ৩৩ ॥

**মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ ॥**

অন্বয়ঃ—জীবকলয়া (জীবানাং পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বভূতেষু) ভগবান্ ঈশ্বরঃ প্রবিষ্টঃ ইতি (দৃষ্ট্যা) মনস্য এতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) ভূতানি বহুমানয়ন্ (সংবর্দ্ধয়ন্) প্রণমেৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু অন্তর্য্যামি ঈশ্বররূপে সর্ব্বজীবে অবস্থিত আছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া চিত্তদ্বারা এই সকল ভূতগণকে সম্মানপ্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—জীবরূপা যা কলা তয়া সহ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জীবকলয়া'—জীবরূপ যে কলা অর্থাৎ অংশ, তাহার সহিত (অন্তর্য্যামিরূপে সকল ভূতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন ঈশ্বর, ইহা স্থির করিয়া সকল জীবকেই প্রণাম করিবে।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—জীবকলয়া সহ ভূতানি বহুমানয়ংস্তদালয়ত্বেনেশ্বরং প্রণমেৎ ॥ ৩৪ ॥

তথ্য—ভাঃ ১১।২৯।১৬ দ্রষ্টব্য

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি ॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যা'র ইথে নাহি রতি ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য়—২৮-২৯)
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২০শ ২৫)

অতএব শ্রেষ্ঠ উপাসকগণের পক্ষে সর্ব্বভূতে আদর বিহিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণের সর্ব্বত্রই ভগবদ্বৈভব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ভগবানেরই পূজা বিধান করিয়া থাকেন বলিয়া ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু-সমূহেও অনাদর প্রদর্শন করেন না। স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, 'হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে তাহা অদ্ভুত নহে; কেননা, যাহারা হরি-ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না; (অহিংসা, যম, নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ" চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)'—এই বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে শুদ্ধ-বন্ধুত্বাদিভাব, বন্ধুভাবসিদ্ধ শ্রীগোকুলাদি ধামবাসি-জনের শান্তস্বভাব অনুসারে এবং তাদৃশ ভগবদ্‌গুণানু-সারে সাধকগণেরও হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীধামবাসী ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানে বিশেষ অনুরক্ত বলিয়া স্বভা-বতঃই জীবের প্রতি বন্ধুভাবযুক্ত। শ্রীভগবান্‌ও তাদৃশ কারুণিক; সুতরাং ভগবদ্ভক্তিরাজ্যের সাধক-গণও ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসারে শুদ্ধ-বন্ধুত্বাদি-ভাবযুক্ত হন। আর যাঁহারা জাতভাব ভক্ত, অহিংসা, উপরতি তাঁহাদের আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; যেহেতু ভাগবত ১।১৮।২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধিমান্ জনগণ ভগবদনুরক্ত হইয়া সহসাই দেহা-দিতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে আশ্রম মাৎসর্য্যাদি-রহিত ভগবন্নিষ্ঠারূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মযুক্ত, সকল আশ্র-মের চরম সীমারূপ সেই পারমহংস্য আশ্রমকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা পরম সিদ্ধ মহাভাগ-বত তাঁহাদের ত'কথাই নাই"; ভা ১১।২।৪৫ শ্লোকোক্ত বাক্যানুসারে—যিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্ব্বভূতে আত্মারূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্তভূতকে দেখিতে পান —(মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাঁহা তাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥ স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম) সুতরাং সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণদর্শন-হেতু মহাভাগবতের সর্ব্বভূতে অহিংসাদি গুণ স্বভাব-সিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতীয় ৪।৩১।১২ শ্লোকের 'যেরূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ ভুজ উপশাখা সকলেই তৃপ্তি লাভ করে, প্রাণের তৃপ্তিতে

যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণপূজা করিলে সমস্ত জীবের পূজা হইয়া যায়' এই উক্তি দ্বারা যাহারা কেবল স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে ভূতসেবা করেন তাঁহাদের নিন্দা করা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মিগণের ভূতসেবা নিন্দনীয়। সর্ব্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই জ্ঞানে জীবকে আদর পরিচর্য্যাদি করা উচিত। ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে অন্য জীবকে সম্মানাদি দেওয়া যাইতে পারে। জড়-ভরত জীবের প্রতি কেবলমাত্র দয়া প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভগবদর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ঐ পরোপকাররূপ কার্য্যই ভরতের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। সুতরাং কর্ম্মিগণ যে জীবসেবা বা পরো-পকারের ছলে ভগবদর্চ্চন পরিত্যাগ করেন, তাহা তাঁহাদের মঙ্গল লাভের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু যাহারা ভগবৎসম্বন্ধিবস্তুজ্ঞানে ভগবৎসেবোন্মুখী করিবার জন্য জীবগণকে সম্মান বা আদর পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৃতার্থ। শাস্ত্রে রন্তিদেবাদি ভক্তগণের দৃষ্টান্তে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। নৃপতি রন্তিদেব বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থকাম, এমন কি, মুক্তিপর্য্যন্ত কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি সর্ব্বত্র হরিকে সন্দর্শনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদাদি দ্বারা অতিথি সেবা করিতেন (ভাঃ ৯।২১ অধ্যায়) অতএব ভূতদয়ার দ্বারাই মুখ্য ভগবদ্ভক্তি সাধিত হয়, ভগবৎ-পূজার আবশ্যকতা নাই—এই দুষ্টমত নিরস্ত হইল। অন্যের অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধেই আদরাদি করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভগবানের সম্বন্ধ বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মিগণের ন্যায় জীবের স্থূল ও লিঙ্গ দেহের উপকারাদি করিতে ধাবিত হয়, সেই সকল কর্ম্মজড় ব্যক্তিদের মত এই শ্লোকে ধিক্কৃত হই-য়াছে। ভাঃ ৬।৯।২০ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে যিনি পরিপূর্ণকাম নিরহঙ্কার ও রাগাদিশূন্য সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ও প্রশান্ত সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অপর দেবতান্তর বা কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগা-দির শরণ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি মহামূর্খ। যেরূপ কুক্কুরের লাঙ্গুল ধরিয়া গভীর সাগর উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করা কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে জীবোপাসনা অত্যন্ত হেয় (শ্রীজীব) ।। ৩৪ ।।

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ।
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মানবি (মনুকন্যে দেবহূতে) ! ভক্তিযোগঃ চ যোগঃ (অষ্টাঙ্গযোগঃ) চ ময়া উদীরিতঃ (কথিতঃ) যয়োঃ (যোগয়োঃ মধ্যে) একতরেণ এব পুরুষঃ পুরুষং (পরমেশ্বরং) ব্রজেৎ (লভেত) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—হে মনুপুত্রি আমি আপনাকে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ই বলিলাম ; এই দুয়ের মধ্যে মনুষ্য যে কোনটির দ্বারাই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—উক্তং ভক্তিযোগং পূর্ব্বোক্তেনাষ্টাঙ্গ-যোগেন সহোপসংহরতি ভক্তীতি। পুরুষং ব্রজেৎ পরমেশ্বরং মাং প্রাপ্নুয়াৎ, ভক্তিযোগেন চিদ্ঘন-মদীয়-শ্রীমূর্ত্তিসাক্ষাৎকারঃ। অষ্টাঙ্গযোগেন চ মন্নির্ব্বিশেষ-স্বরূপসাক্ষাৎকার ইত্যুভয়োরেব মৎপ্রাপ্তিশব্দেন শাস্ত্রেষূক্তেঃ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ভক্তিযোগ পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের সহিত উপসংহার করিতেছেন—'ভক্তিযোগঃ চ' ইতি। 'পুরুষঃ'—জীব, 'পুরুষং ব্রজেৎ'—পুরুষ, অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ভক্তিযোগের দ্বারা আমার চিদ্ঘন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার এবং অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আমার নির্ব্বিশেষ (ব্রহ্ম) স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। উভয়েরই 'মৎপ্রাপ্তি'—(আমার প্রাপ্তি) শব্দের দ্বারা শাস্ত্রসমূহে উক্ত হইয়াছে। ।। ৩৫ ।।

মধ্ব—একতরভাবেনেতরস্য নিয়তত্বাদেকতরেণৈব ।। ৩৫ ।।

তথ্য—ভক্তিযোগের দ্বারা পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বা ভগবানের নিত্য চিদ্ঘন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হয়। আর অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা ভগবানের আংশিক নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ বা পরিপূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ হইলেও অদ্বয় ভগবৎস্বরূপেরই প্রতীতি-ভেদ। সুতরাং ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ের দ্বারাই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ-কার হয়, বলা হইল। (চক্রবর্ত্তী) ।। ৩৫ ।।

———

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কর্ম্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৩৬ ॥
রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে।
ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রধানপুরুষং (প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষঃ তৎপ্রবর্ত্তকঃ তদুভয়াত্মকং) পরং (তদ্ব্যতিরিক্তং চ) কর্ম্মবিচেষ্টিতং (কর্ম্মণঃ বিচেষ্টিতং নানা-সংসৃতি-লক্ষণং যস্মাৎ তৎ) এতৎ দৈবম্ (ইতি অভিধীয়তে) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ভগবতঃ রূপং। রূপভেদাস্পদং (রূপভেদস্য বস্তূনাম্ অন্যথাত্বস্য আস্পদম্ আশ্রয়ঃ কারণং) দিব্যং (অদ্ভুতপ্রভাবং) কালঃ (ইতি চ অভিধীয়তে নাম্না জ্ঞায়তে), যতঃ (কালাৎ) মহদাদীনাং (তদভিমানীনাং ব্রহ্মাদিদেবানাং) ভিন্নদৃশাং (ভেদ-দর্শিনাং) ভূতানাং (প্রাণিনাং) (চ জন্মমরণাদিজন্যং) ভয়ং (ভবতি) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক এবং তদতিরিক্ত কর্ম্মচেষ্টাই 'দৈব' নামে কথিত ; বস্তুর বিভিন্নরূপের কারণই অদ্ভুতপ্রভাব 'কাল' নামে কথিত—এই কাল হইতেই মহদাদি অভিমানযুক্ত দেবতা ও ভেদদর্শি-মানবের ভয় উৎপন্ন হয় ॥ ৩৬-৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেদিতি প্রব্রবীষি। ন তু পুরুষো মাং ব্রজেদিতি ব্রূষে ইত্যতঃ স পুরুষ এব কস্তত্র স্বতর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশন্নাহ—এতদিতি। অয়মর্থঃ—যঃ খলু ভক্তেষু ভগবান্ ভবতি জ্ঞানিষু ব্রহ্মযোগিষু পরমাত্মা তস্যৈব পরং যদপ্রাকৃতং রূপং তদেতদেব, ত্বৎপুত্রোঽহমেব পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু প্রকৃতিপুরুষজীবাদৃষ্টকালাদ্যপি মদীয়মেতদ্রূপমে-বেত্যাহ—প্রধানঞ্চ তৎপ্রবর্ত্তকঃ পুরুষশ্চেতি দ্বন্দ্বৈ-ক্যম্। দৈবং জীবাদৃষ্টং কীদৃশং কর্ম্মভিঃ পুণ্য-পাপৈর্বিবিধং চেষ্টিতং যতস্তৎ। তথা কাল ইত্যভি-ধীয়তে যত্তদপি দিব্যমদ্ভুতপ্রভাবং মৎস্বরূপমেব রূপ-ভেদস্য বস্তূনামন্যথাভাবস্য আস্পদমাশ্রয়ঃ কারণম্। উক্তং হি—'কালাদ্‌গুণব্যতিকর' ইতি। ত্বয়া পৃষ্টং কালস্য লক্ষণমুক্তমুচ্যতে চেত্যাহ। যতঃ সকাশান্মহ-দাদীনাং তত্তদভিমানিনাং জীবানাং সৃষ্ট্যাদিমধ্যান্ত-ভাবানাং ভিন্নদৃশামজ্ঞানিনাং সর্ব্বেষাং ভয়ং ॥৩৬-৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, উভয়ের একটির দ্বারাই পুরুষঃ (জীব) 'পুরুষং' (পর-মেশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিতেছেন, কিন্তু পুরুষ আমাকে প্রাপ্ত হয়—ইহা কিজন্য বলিতেছেন না ? আর সেই পুরুষই বা কে ? ইহার উত্তরে নিজ বক্ষঃস্থল স্বতর্জ্জনীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—'এতৎ' ইতি। এইরূপ অর্থ—যিনি ভক্তজনের নিকট ভগবান্, জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মা এবং যোগিদিগের নিকটে পরমাত্মা হন, তাঁহারই 'পরং রূপং'—যাহা অপ্রাকৃত রূপ, তাহা ইহাই, অর্থাৎ তোমাদের পুত্ররূপ আমিই পরমেশ্বর—এই অর্থ। কেবলমাত্র ইহাই নহে, কিন্তু প্রকৃতি, পুরুষ, জীব, অদৃষ্ট এবং কাল প্রভৃতিও আমারই এই রূপই, ইহা বলিতেছেন—'প্রধান-পুরুষং'—প্রধান (প্রকৃতি) এবং তাহার প্রবর্ত্তক পুরুষ—এখানে দ্বন্দ্বসমাসে একবচন হই-য়াছে। 'দৈব'—বলিতে জীবের অদৃষ্ট, তাহা কিরূপ ? 'কর্ম্ম-বিচেষ্টিতম্'—পাপ, পুণ্য কর্ম্ম-সকলের দ্বারা (জীবের) বিবিধ চেষ্টা যাহা হইতে হয়, তাহা দৈব। সেইরূপ 'কাল' বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাও 'দিব্যং'—অর্থাৎ অদ্ভুত প্রভাব-সম্পন্ন আমার স্বরূপই, 'রূপ-ভেদাস্প-দম্'—রূপভেদের অর্থাৎ বস্তুসকলের অন্যথাভাবের আস্পদ বলিতে আশ্রয়, অর্থাৎ কারণ, (অর্থাৎ ভগ-বানের এই রূপকেই বস্তুসকলের বিভিন্ন স্বরূপের আস্পদ্ ও আশ্রয় এবং অদ্ভুত কাল বলা হয়)। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—'কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ' (২।৫।২২), অর্থাৎ সেই মায়াধীশ শ্রীভগবান্ কালে অধিষ্ঠিত হইলে, ঐ কাল হইতে গুণক্ষোভ হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্য-ভাব পরিত্যাগ হয়, তাহাতেই সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখতা জন্মে, স্বভাবে অধিষ্ঠান করিলে রূপান্তরাপাদন হইতে থাকে এবং জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে, মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ইহাতে তোমার দ্বারা পৃষ্ট কালের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং এখনও বলিতেছি—'যতঃ'—যে কাল হইতে 'মহদাদীনাং ভূতানাং'—মহত্ত-ত্ত্বাদি অভিমানী জীবসমূহের সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তভাব-প্রাপ্ত, 'ভিন্নদৃশাং'—ভিন্নদর্শী অজ্ঞানী সক-লেরই ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মধ্ব—সর্ব্বকর্ম্মাণি যস্য বিচেষ্টা-নিমিত্তানি তৎ কর্ম্মবিচেষ্টিতম্ ভিন্নদৃশাং ঈশ্বরাপেক্ষয়াল্পদৃশাম্। ভিন্নমল্পং বিজানীয়াত্তিন্নং পূর্ণমিষ্যতে ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ৩৭ ॥

যোঽন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভূতানাম্) অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতৈঃ (পঞ্চমহাভূতবিকারৈঃ এব) ভূতানি অত্তি (সংহরতি), সঃ অসৌ অখিলাশ্রয়ঃ অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাদিফলদাতা) বিষ্ণ্বাখ্যঃ (বিষ্ণুনামা) কালঃ কলয়তাং (বশীকুর্ব্বতাং) প্রভুঃ (বশীকর্ত্তা) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কাল সকলের আশ্রয়, তিনি ভূতগণের দ্বারাই ভূতগণকে সংহার করিতেছেন; ইনি সর্ব্ব-যজ্ঞের ফলবিধাতা এবং যাহারা অন্যকে বশীভূত করে, তাহাদিগেরও প্রভু বিষ্ণুরই একটী সংজ্ঞাবিশেষ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভয়প্রকারমাহ য ইতি। ভূতৈরেব ভূতান্যত্তি সংহরতি। অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাধিকারিত্বেন তৎফলদাতা। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতামপি ॥ ৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভয়ের প্রকার বলিতেছেন—'যঃ' ইতি, (অখিলাশ্রয় ঐ কাল, সকলের অন্তঃ-করণে প্রবিষ্ট হইয়া) 'ভূতৈঃ'—ভূতগণের (পঞ্চ-ভূতসমূহের) দ্বারাই ভূত-সমূহকে সংহার করিতে-ছেন। 'অধিযজ্ঞঃ'—(বিষ্ণু-সংজ্ঞক এই কালই) যজ্ঞের অধিকারী বলিয়া সেই সকল যজ্ঞের ফল-দাতা। 'কলয়তাং প্রভুঃ'—যাহারা অন্যকেও বশী-ভূত করে, (তিনি তাহাদিগেরও প্রভু) ॥ ৩৮ ॥

ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (কালাত্মনঃ ভগবতঃ) কশ্চিৎ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) ন (অস্তি) ন চ দ্বেষ্যঃ (অস্তি) ন চ বান্ধবঃ (অস্তি); অসৌ (স্বয়ং) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) অন্তকৃৎ (সংহর্ত্তা সন্) প্রমত্তং (বিষয়াসক্ত্যা স্বোদ্ধার-প্রযত্নশূন্যং) জনম্ আবিশতি (বিনাশায় প্রবিশতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—এই কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই এবং বান্ধবও কেহ নাই; কাল স্বয়ং অপ্রমত্ত সংহারক হইয়া প্রমত্ত জনগণকে সংহার করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

মধ্ব—যথাযোগ্যাতিরেকেণ ন দ্বেষ্যশ্চ প্রিয়ো হরেঃ ইতি কাপিলেয়ে ॥ ৩৯ ॥

যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্ভয়াৎ (যস্য কালস্য ভয়াৎ) বাতঃ (বায়ুঃ) বাতি (প্রবহতি), যদ্ভয়াৎ অয়ং সূর্য্যঃ তপতি, যদ্ভয়াৎ দেবঃ (পর্জ্জন্যঃ) বর্ষতে (বর্ষতি), যদ্ভয়াৎ ভগণঃ (নক্ষত্রসমূহঃ) ভাতি (সঃ অনন্তঃ ইতি পরেণান্বয়ঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তাঁহার ভয়েই বায়ু বহিতেছে, তাঁহার ভয়ে এই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন, তারকারাজি দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাৎ বিষ্ণ্বাখ্যাৎ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্'—যে বিষ্ণু নামক কাল হইতে (ভীত হইয়া বায়ু প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন) ॥ ৪০ ॥

তথ্য—ভাঃ ৩।২৫।৪২ দ্রষ্টব্য ॥ ৪০-৪৫ ॥

যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—ওষধিভিঃ সহ বনস্পতয়ঃ (বৃক্ষাঃ) লতাশ্চ যৎ (যস্মাৎ) ভীতাঃ স্বে স্বে কালে পুষ্পাণি ফলানি চ অভিগৃহ্ণন্তি (প্রকটয়ন্তি সঃ অনন্তঃ ইত্যা-দিনা অন্বয়ঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষ ও লতা-সকল আপন আপন সময়ক্রমে ফল ও পুষ্প ধারণ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্য্যতঃ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মাৎ) ভীতাঃ সরিতঃ (নদ্যঃ)

স্রবন্তি উদধিঃ (সমুদ্রশ্চ) ন উৎসর্পতি (স্বমর্য্যাদাম্ উল্লঙ্ঘ্য পৃথ্বীং ন প্লাবয়তি) ; যদ্ভয়াৎ অগ্নিঃ ইন্ধে (দীপ্যতে) সগিরিভিঃ (গিরিভিঃ সহ) ভূঃ (পৃথ্বী) ন মজ্জতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—নদীসকল তাঁহার ভয়েই প্রবাহিত হইতেছে, বারিধি তাঁহার ভয়ে বেলা-ভূমি অতিক্রম করিতেছে না, তাঁহার ভয়েই অগ্নি জ্বলিতেছে এবং পৃথিবী পর্ব্বতগণের সহিত জলমগ্ন হইতেছে না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্ধে দীপ্যতে সোঽগ্নিঃ। গিরিভিঃ সহ ভূর্বহুপাপাত্মকপুরুষভারেণাপি ন মজ্জতি কিন্তু কষ্টেনাপি ধৈর্য্যমেব ধত্তে, অতিকষ্টে তু দ্বাপরান্তে তয়া গোরূপিণ্যা ব্রহ্মণে স্বভাবজ্ঞাপনমিতি ভাবঃ ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্ধে'—যাহা প্রদীপ্ত (প্রজ্জ্বলিত) হইতেছে, তাহা অগ্নি। 'সগিরিভিঃ ভূঃ'—পর্ব্বতসকলের সহিত এই পৃথিবী, বহু পাপস্বরূপ পুরুষের ভারেও মজ্জিত (জলমগ্ন) হইতেছে না, কিন্তু কষ্ট হইলেও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দ্বাপরের শেষে অতিকষ্টে সেই গো-রূপিণী পৃথিবী কর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করা হইবে —এই ভাব ॥ ৪২ ॥

———

অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—যন্নিয়মাৎ (যস্য আজ্ঞয়া) অদঃ নভঃ শ্বসতাং (প্রাণিনাং) পদং (স্থানং) দদাতি, মহান্ (মহত্তত্ত্বং) স্বদেহং সপ্তভিঃ (পঞ্চভূতৈঃ অহঙ্কার-মহত্তত্ত্বাভ্যাং চ) আবৃতং লোকং তনুতে (লোকত্বেন বিস্তারয়তি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এই পরিদৃশ্যমান আকাশ সেই কালের ভয়েই জীবিত প্রাণিগণের শ্বাসক্রিয়ার জন্য অবকাশ প্রদান করিতেছে এবং মহতত্ত্ব পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণে আবৃত হইয়া অহঙ্কারাত্মক নিজ দেহকে লোকরূপে বিস্তার করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অদো নভঃ যন্নিয়মাৎ যন্নির্দ্দেশাৎ। শ্বসতাং জীবতাং প্রাণিনাং শ্বাসক্রিয়াবতাং পদমবকাশং ন তু মৃতানাং দদাতি, মহান্ মহত্তত্ত্বং ব্রহ্মা স্বদেহং বৈরাজং লোকং ভূরাদিলোকত্বেন বিস্তারয়তি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদঃ নভঃ'—এই আকাশ (যাঁহার আজ্ঞায়), 'শ্বসতাং'—জীবিত প্রাণিগণের শ্বাসক্রিয়ার অবকাশ দিতেছে, কিন্তু মৃত প্রাণিগণের নহে। 'মহান্'—মহত্তত্ত্ব-রূপ ব্রহ্মা, 'স্বদেহং'—বৈরাজ অর্থাৎ অহঙ্কারাত্মক নিজ দেহকে পৃথিব্যাদি লোকরূপে বিস্তার করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

———

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ।
বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—চরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকম্) এতৎ (বিশ্বং) যেষাং বশে (অস্তি) গুণাভিমানিনঃ (তে গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপাঃ তদভিমানিনঃ তন্নিয়ন্তারঃ) দেবাঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যদ্ভয়াৎ অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদিষু (সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়েষু অনুযুগং (প্রতিকল্পং বারং বারং) প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—এই চরাচর বিশ্ব যে ব্রহ্মাদি দেবগণের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই গুণ-নিয়ন্তা ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত কালের ভয়ে ভীত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে বারম্বার প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ—গুণাভিমানিনো ব্রহ্মধর্ম্মরুদ্রাদয়ঃ। অনুযুগং প্রতিকল্পম্ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণাভিমানিনঃ'—গুণাভিমানী ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্রাদি দেবগণ। 'অনুযুগং'—প্রতিকল্পে ॥ ৪৪ ॥

———

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেপারমহংস্যা সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে ভক্তি-যোগো নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়।

অন্বয়ঃ—সঃ (কালঃ) জনেন (পিত্রাদিনা) জনং (পুত্রাদিং) জনয়ন্ (আবির্ভাবয়ন্) আদিকৃৎ (ভবতি)

মৃত্যুনা অন্তকম্ (মারকম্ অপি) মারয়ন্ অন্তকরঃ (ভবতি), (স্বয়ং তু) অনাদিঃ (জন্মরহিতঃ) অনন্তঃ (মরণশূন্যঃ) অব্যয়ঃ (অপক্ষয়াদি-বিকারশূন্যঃ) ॥৪৫॥

অনুবাদ—এই কালই পিত্রাদিদ্বারা পুত্রাদিকে উৎপন্ন করেন, মৃত্যুদ্বারা সকলের বিনাশ সাধন করেন ; অতএব এই কালই সকলের অন্তক ; তিনি স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয় ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—জনেন পিত্রাদিনা জনয়ন্ সন্নাদিকৃৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ঊনত্রিংশস্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনেন জনং জনয়ন্—পিত্রাদির দ্বারা পুত্রদিগকে উৎপন্ন করেন । 'আদিকৃৎ'—সেই কালই সকলের আদি কর্ত্তা ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী তৃতীয় স্কন্ধের সারার্থদর্শিনী টীকার সজ্জনসম্মত ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২৯ ॥

ইতি অন্বয়ঃ, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সামপ্ত ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

তস্যৈতস্য জনো নূনং নায়ং বেদোরুবিক্রমম্ ।
কাল্যমানোঽপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কায়কান্তাদির লালনপালনার্থ আকুলচিত্ত কামী পুরুষদিগের তামসী গতি বর্ণিত হইয়াছে ।

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন, যাহারা সাধুসঙ্গহীন, কেবল কুটুম্বভরণে রত, গৃহব্রত, ভগবদ্ভজনবর্জ্জিত এবং আপনাকেই বড় বলিয়া মনে করে, তাহারা বিবিধ বাসনার বেগে সদাই বিব্রত, বিবিধ বিষয়চিন্তায় সতত দগ্ধ হয়, নানা অভাবে দুঃখ ভোগ করে । এইরূপেই তাহাদের জীবনে শেষ দশা উপস্থিত হয় । তখন তাহারা তাহাদের কত আদরের ধন পুত্রপরিজনের দ্বারাই অনাদৃত হইয়া দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে । কিন্তু, তখনও তাহাদের চৈতন্য হয় না—গৃহে বিরাগ, কৃষ্ণে ও কার্ষ্ণজনে অনুরাগ জন্মে না ; দেখিতে দেখিতে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে এবং যমদূতগণ নরকে লইয়া যায় । সেখানে তাহারা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে । বস্তুতঃ নরকসম্বন্ধে যে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা এখানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে । পণ্ডিতেরা এই স্থানেই স্বর্গ ও এই স্থানেই নরক, এইরূপ বলিয়া থাকেন । পরে কুক্কুর-শূকরাদি-যোনিতে বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া যন্ত্রণাময় জন্মমৃত্যুপথেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে । এইরূপ ভোগদ্বারা পাপক্ষয় হইলে, আবার হরিভজনের অনুকূল মানবদেহ প্রাপ্ত হয় ।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (কপিলঃ) উবাচ (বলিনা-কালেন) কাল্যমানঃ (ইতস্ততঃ বিচাল্যমানঃ বিচালন-পূর্ব্বকং পীড্যমানঃ) অপি অয়ং জনঃ (প্রাণী) ঘনাবলিঃ (মেঘপংক্তিঃ) বায়োঃ ইব (যথা বায়োঃ বিক্রমং ন বেদ তথা) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) বলিনঃ এতস্য (কালস্য) উরুবিক্রমঃ (অধিকং বিনাশকত্বং) নূনং (নিশ্চিতং) ন বেদ (জানাতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—মাতঃ, এই যে কালের কথা কহিলাম, মনুষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয় ; কিন্তু মেঘসকল বায়ুকর্ত্তৃক বিচালিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত হইতে পারে না, মনুষ্য-

গণও সেইরূপ এই বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না ।। ১ ।।

বিশ্বনাথ—

নির্গুণাং সগুণাং ভক্তিং জ্ঞানযোগৌ চ সাত্ত্বিকৌ।
হরিঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্দর্শয়ামাস মাতরম্ ।।
অধ্যায়ত্রিতয়েনাথ ক্রমেণ কিল কর্ম্মণাম্ ।
তামসীং রাজসীঞ্চাপি সাত্ত্বিকীং গতিমৈক্ষয়ৎ ।।
ত্রিংশে তারুণ্যবৃদ্ধত্বমৃতিনারকযন্ত্রণাঃ ।
প্রাহ সাংসারিকাণাং স্ত্রীপুত্রাদ্যাকুলচেতসাম্ ।।০।।

অথ হরিভক্তিং বিনা বিচিত্র-কর্ম্মকৃতাং সাংসারিকং দুঃখমধ্যায়ত্রয়েণ প্রপঞ্চয়তি । তস্য কালস্য । বলিনো বলিনেতি চ পাঠঃ ।। ১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরি (ভগবান্ কপিলদেব) স্বীয় জননী দেবহূতিকে পাঁচটি অধ্যায়ের দ্বারা নির্গুণা ও সগুণা ভক্তি এবং সাত্ত্বিক জ্ঞান ও যোগের কথা জানাইলেন ।।

অনন্তর তিনটি অধ্যায়ের দ্বারা ক্রমশঃ কর্ম্মসমূহের তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী গতি প্রদর্শন করাইলেন ।।

এই ত্রিংশ অধ্যায়ে স্ত্রী, পুত্রাদিতে আকুলচিত্ত সাংসারিক জীবগণের তারুণ্য, বৃদ্ধত্ব, মৃত্যু ও নরকযাতনাসকল বলিতেছেন ।। ০ ।।

অনন্তর হরিভক্তি ব্যতীত বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানকারী জনগণের সাংসারিক দুঃখ তিনটি অধ্যায়ে বিস্তৃত করিতেছেন । 'তস্য'—পূর্ব্বোক্ত সেই কালের (দুরতিক্রম বিক্রম জানিতে পারে না) । 'বলিনঃ'—বলবান্ কালের । এখানে 'বলিনা'— এই পাঠান্তরে বলবান্ কাল কর্ত্তৃক ('কাল্যমানোঽপি'—চালিত হইয়াও)—এইরূপ অর্থ ।। ১ ।।

———

**যং যমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে ।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমাঞ্ছোচতি যৎকৃতে ।।২।।**

অন্বয়ঃ—(অয়ং পুমান্) দুঃখেন (প্রয়াসেন) সুখহেতবে (সুখার্থং) যং যম্ অর্থং (ধনপুত্রাদিকম্) উপাদত্তে (সম্পাদয়তি) তং তম্ (অর্থং) ভগবান্ (কালঃ) ধুনোতি (বিনাশয়তি) যৎকৃতে (যন্নিমিত্তং) পুমান্ শোচতি ।। ২ ।।

অনুবাদ—মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে সমুদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং তন্নিমিত্ত পুরুষ দুঃখ করিয়া থাকে ।।২।।

বিশ্বনাথ—ভগবান্ কালঃ ।। ২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্'—এখানে ভগবান্ বলিতে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ কাল (জীবের কর্ম্মানুসারে তাহাদের কষ্টাজ্জিত অর্থ বিনষ্ট করেন) ।। ২ ।।

———

**যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ।। ৩ ।।**

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) দুর্ম্মতিঃ (অয়ং জনঃ) সানুবন্ধস্য (কলত্রাদি-সহিতস্য) অধ্রুবস্য (নশ্বরস্য) দেহস্য (সম্বন্ধীনি) গৃহক্ষেত্রবসূনি মোহাৎ ধ্রুবাণি (নিত্যানি) মন্যতে (অতঃ তন্নাশে শোচতি) ।। ৩ ।।

অনুবাদ—দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদিসমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে ; সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয় ।। ৩ ।।

বিশ্বনাথ—শোকে কো হেতুঃ যদ্‌যস্মাৎ সানুবন্ধস্য কলত্রাদি-সহিতস্য ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের শোকবিষয়ে কি কারণ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্'—যেহেতু, 'সানুবন্ধস্য'—কলত্রাদি সহিত (অনিত্য নিজ দেহকে নিত্য বলিয়া মনে করে, এই কারণে মানব দুর্ম্মতিসম্পন্ন ।) ।। ৩ ।।

———

**জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ।।৪।।**

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ ভবে (সংসারে) জন্তুঃ (জীবঃ) যাং যাং যোনিং (দেবমনুষ্যাদিজন্ম) অনুব্রজেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) তস্যাং তস্যাং (যোনৌ) সঃ নির্বৃতিং (সুখং) লভতে, (অতঃ) ন বিরজ্যতে (বিরক্তো ন ভবতি) ।। ৪ ।।

অনুবাদ—জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ

করিয়া থাকে ; সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ম্মতিত্বং দর্শয়তি—জন্তুরিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের দুর্ম্মতিত্বই দেখাইতেছেন—'জন্তুঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ ঐরূপ দুর্ম্মতি জীব যে যে যোনিতে জন্ম লাভ করে, সেখানেই ঐন্দ্রিয়িক সুখ ভোগ করে বলিয়া বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

———

নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—দেবমায়া-বিমোহিতঃ (দেবস্য হরেঃ মায়য়া বিমোহিতঃ) পুমান্ নরকস্থঃ অপি নারক্যাং (নরকযোগ্যবিষ্ঠাহারাদিভিঃ জাতায়াং) নির্বৃতৌ (প্রীতৌ) সত্যাং দেহং (তং নরককীটাদিদেহং) ত্যক্তুং ন বৈ (এব) ইচ্ছতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—দৈবীমায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ — নারক্যাং নরকাহার-স্ত্রীসঙ্গাদিভির্জাতায়াম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নারক্যাং'—নারকসম্বন্ধীয় সুখে, অর্থাৎ নরকস্থ আহার ও স্ত্রী-সঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন সুখে (প্রীত হয় বলিয়া দেবমায়া-বিমুগ্ধ ব্যক্তি সেই নরক-দেহও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।) ॥ ৫ ॥

———

আত্মজায়াসুতাগার-পশুদ্রবিণবন্ধুষু ।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহু মন্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মজায়া সুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু (আত্মা দেহঃ দ্রবিণং ধনম্ আত্মাদিষু) নিরূঢ়মূলহৃদয়ঃ (নিরূঢ়মূলং প্রসূত-মনোরথং হৃদয়ং যস্য সঃ) আত্মানং বহু মন্যতে (কৃতার্থঃ অহম্ ইতি শ্লাঘতে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—নিরূঢ়ং মূলং যস্য তাদৃশং হৃদয়ং যস্য সঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিরূঢ়মূল-হৃদয়ঃ'—নিরূঢ় (সুদৃঢ়) হইয়াছে (বাসনারূপ) মূল যাহার, তাদৃশ অন্তঃকরণ যে ব্যক্তির, সেই মর্ত্ত্য জীব (দেহ গেহাদিতে আসক্তি-নিবন্ধন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে।)

———

সংদহ্যমানসর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা ।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—এষাম্ (আত্মজায়াদীনাম্) উদ্বহনাধিনা (পোষণ-চিন্তয়া) সংদহ্যমান-সর্ব্বাঙ্গঃ (পরিতপ্তানি সর্ব্বাণি অঙ্গানি যস্য সঃ) মূঢ়ঃ (নির্ব্বোধঃ) দুরাশয়ঃ (সন্) অবিরতং (নিরন্তরং) দুরিতানি (পাপানি) করোতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে ; সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ — উদ্বহনাধিনা রক্ষণপোষণানুরঞ্জন-বিবাহপ্রদানাদিচিন্তয়া ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদ্বহনাধিনা'—উদ্বহনের জন্য যে আধি অর্থাৎ চিন্তাজ্বর, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ ঐ পুত্রকলত্রাদির রক্ষণ, পোষণ, অনুরঞ্জন, বিবাহ-প্রদান প্রভৃতির চিন্তায় (ব্যাকুল হইয়া নিরন্তর পাপ কর্ম্মে রত হয়) ॥ ৭ ॥

———

আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া ।
রহোরচিতয়ালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষিণাম্ ॥ ৮ ॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অসতীনাং (পুংশ্চলীনাং) স্ত্রীণাং রহঃ (রহসি) রচিতয়া (সম্ভোগাদিরূপয়া মায়য়া মোহকশক্ত্যা) কলভাষিণাং শিশূনাম্ আলাপৈঃ চ আক্ষিপ্তাত্মেন্দ্রিয়ঃ (আক্ষিপ্তঃ আকৃষ্টঃ আত্মা অন্তঃকরণম্ ইন্দ্রিয়াণি চ যস্য সঃ) গৃহী (গৃহব্রতঃ) কূটধর্ম্মেষু (কূটাঃ বিত্তশাঠ্যাদিরূপবহুলাঃ ধর্ম্মাঃ যেষু তেষু) দুঃখতন্ত্রেষু (দুঃখ-প্রধানেষু) গৃহেষু অতন্দ্রিতঃ (আলস্যরহিতঃ

সন্) দুঃখপ্রতীকারং (দুঃখস্য নিবৃত্ত্যুপায়ং কুর্ব্বন্ অপি) সুখবৎ মন্যতে (ন তু সুখং লভতে) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্যধর্ম্ম-বহুল সুখদুঃখপ্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষী শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে; নিরন্তর কেবল দুঃখপ্রতীকারের যত্ন করতঃ উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—কূটা বিত্তশাঠ্যাদিবহুলা ধর্ম্মা যেষু দুঃখতন্ত্রেষু দুঃখপ্রধানেষু ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কূটধর্ম্মেষু'—কূট বলিতে কপটতা, অর্থাৎ বিত্তশাঠ্যাদি-বহুল ধর্ম্মসকল যেখানে, সেইরূপ দুঃখ-প্রধান গৃহধর্ম্মে ॥ ৮-৯ ॥

অর্থৈরাপাদিতৈর্গুর্ব্ব্যা হিংসয়েতস্ততশ্চ তান্।
পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ শেষভুগ্‌যাত্যধঃ স্বয়ম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—ইতস্ততঃ (শাস্ত্রমর্য্যাদোল্লঙ্ঘনেন সর্ব্বতঃ গুর্ব্ব্যা (মহত্যা) হিংসয়া (পীড়য়া) আপাদিতৈঃ অর্থৈঃ (ধনাদিভিঃ) তান্ (পুত্রকলত্রাদীন্) পুষ্ণাতি যেষাং পোষেণ (সঃ পুমান্) শেষভুক্ (শেষং তেষাং ভুক্তাবশিষ্টং ভুঙ্‌ক্তে যঃ তথাভূতঃ সন্) স্বয়ম্ অধঃ (নরকং) যাতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—(সেই গৃহব্রত ব্যক্তি) যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসাবৃত্তি দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জনপূর্ব্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে; এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—শেষভুক্ তদ্ভুক্তাবশিষ্টভুগিতি ভোগোঽপি তস্য দুর্ল্লভ ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শেষভুক্'—পরিজনবর্গের ভোজনাবশিষ্ট যাহা বাকী থাকে, তাহাই নিজে আহার করে, ইহাতে সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তির ভোগও দুর্ল্লভ—এই অর্থ ॥ ১০ ॥

বার্ত্তায়াং লুপ্যমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—লোভাভিভূতঃ (লোভেন অভিভূতঃ হতবিবেকঃ) নিঃসত্ত্বঃ (অশক্তঃ সঃ) বার্ত্তায়াং (জীবিকায়াং) পুনঃ পুনঃ আরব্ধায়াং লুপ্যমানায়াং (দৈবেন বিঘ্নিতায়াং সত্যাং) পরার্থে (পরস্বে) স্পৃহাং কুরুতে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যখন তাহার জীবিকা রহিত হইয়া যায়, তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বার্ত্তায়াং জীবিকায়াম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বার্ত্তায়াং'—জীবিকাতে (বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে চৌর্য্যাদির দ্বারা পরের ধন গ্রহণে চেষ্টা করে) ॥ ১১ ॥

কুটুম্বভরণেঽকল্যো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—কুটুম্বভরণে (কুটুম্বস্য ভরণে) অকল্যঃ (অসমর্থঃ) মন্দভাগ্যঃ বৃথোদ্যমঃ (নিষ্ফলযত্নঃ) শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণঃ (দীনঃ) মূঢ়ধীঃ (চ সঃ) ধ্যায়ন্ (কিং কর্ত্তব্যম্ ইত্যাদি চিন্তয়ন্) শ্বসিতি (উচ্চৈঃ শ্বাসান্ বিমুঞ্চতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—মূঢ়বুদ্ধি, হতভাগ্য পুরুষ বারম্বার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্বভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী, দুঃখিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রাদিজীবনোপায়ং ধ্যায়ন্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধ্যায়ন্'—পুত্রাদির জীবনধারণের উপায় চিন্তা করতঃ (সেই মন্দভাগ্য ব্যক্তি এক এক বার দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করে) ॥ ১২ ॥

এবং স্বভরণাকল্যং তৎকলত্রাদয়স্তদা।
নাদ্রিয়ন্তে যথা পূর্ব্বং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) স্বভরণাকল্যং (স্বস্য ভরণে অকল্যম্ অসমর্থং) তৎকলত্রাদয়ঃ (তস্য

স্ত্রীপুত্রাদ্বয়ঃ) তদা গোজরং (বৃদ্ধবলীবর্দ্দং) কীনাশাঃ ইব (কৃষকাঃ যথা নাদ্রিয়ন্তে তথা) যথা পূর্ব্বং (স্বপোষণদশায়াম্ আদ্রিয়ন্তে স্ম তথা ইদানীং) ন আদ্রিয়ন্তে (ভোজনাচ্ছাদনাদিকমপি ন প্রযচ্ছন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে যখন তাহার স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে অযত্ন করে সেইরূপ তাহার পুত্রকলত্রাদিও ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কীনাশাঃ কৃষীবলাঃ। গোজরং বৃদ্ধবলীবর্দ্দম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কীনাশাঃ' – কৃষকগণ, 'গোজরং'—বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে (যেমন যত্ন করে না, সেইরূপ পুত্রাদি ভরণপোষণে অক্ষম পুরুষকে আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন করে না।) ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—কীনাশঃ কর্ষকো মতঃ ॥ ১৩ ॥

তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥ ১৪ ॥
আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র অপি (এবম্ অনাদরশায়াম্ অপি) অজাতনির্ব্বেদঃ (অনুৎপন্ন-বৈরাগ্যঃ) স্বয়ংভৃতৈঃ (আত্মনাঃ পূর্ব্বং ভৃতৈঃ পুত্রাদিভিঃ) ভ্রিয়মাণঃ (পুষ্যমাণঃ) জরয়া উপাত্তবৈরূপ্যঃ (উপাত্তং স্বীকৃতং বৈরূপ্যং বলিপলিতাদি যেন সঃ) মরণাভিমুখঃ (আসন্নমৃত্যুঃ) অবমত্যা (অবজ্ঞয়া) উপন্যস্তম্ (সমীপে প্রক্ষিপ্তম্ অন্নাদিকং) গৃহপালঃ (শ্বা) ইব আহরন্ (ভুঞ্জানঃ) আময়াবী (রোগী অতঃ) অপ্রদীপ্তাগ্নিঃ, (অতঃ) অল্পাহারঃ, (অতঃ) অল্পচেষ্টিতঃ (অল্পং চেষ্টিতং কর্ম্ম যস্য সঃ সন্) গৃহে আস্তে (গৃহমধ্যে বর্ত্ততে) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না ; জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে ; তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে ; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বং ভৃতৈঃ পুত্রাদিভির্ভ্রিয়মাণঃ পুষ্যমাণঃ, পোষণপ্রকারমাহ—অবমত্যা অবজ্ঞয়া উপন্যস্তং প্রক্ষিপ্তং গৃহপালঃ শ্বেব আহরন্ ভুঞ্জানঃ আময়াবী রোগী ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বয়ং ভৃতৈঃ'—পূর্ব্বে নিজে যাহাদের পতিপালন করিয়াছেন, সেই পুত্রাদির দ্বারা, 'ভ্রিয়মাণঃ'—পরিপোষিত হইয়া। পোষণের প্রকার বলিতেছেন—'অবমত্যা উপন্যস্তং'—অবজ্ঞার সহিত প্রক্ষিপ্ত যে কিছু খাদ্য-দ্রব্যাদি, গৃহপালিত কুকুরের মত তাহাই ভোজন করে। 'আময়াবী'—রোগী (ক্ষুধামান্দ্য-বশতঃ ঐ সকল ভোজনে রোগগ্রস্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করে) ॥ ১৪-১৫ ॥

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—উৎক্রমতা (উর্দ্ধং গচ্ছতা) বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ (প্রাণবায়ুনা উদ্গতে উদ্বর্ত্তিতে তারে কনীনিকে যস্য সঃ বহির্নিগতনেত্রঃ) কফসংরুদ্ধনাড়িনা (কফেন শ্লেষ্মনা সংরুদ্ধাঃ নাড্যঃ যস্য তেন অতঃ) কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ (কাসশ্বাসাভ্যাং কৃতঃ আয়াসঃ যস্য সঃ) কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে (ঘুরঘুরা ইতি শব্দং করোতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—দেহস্থ বায়ুর উর্দ্ধগতিনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং বায়ুর টানে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে ; তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর ঘুর' শব্দ হইতে থাকে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—উৎক্রমতা কাশাদ্যাধিক্যেন উর্দ্ধমুত্তিষ্ঠতা কফরুদ্ধনাড়ীমার্গেণ বায়ুনা হেতুনা উদ্বর্ত্তিতা

তারা অক্ষঃ কনীনিকা যস্য সঃ। ঘুরঘুর ইতি শব্দং করোতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'উৎক্রমতা'— কাসাদির আধিক্যবশতঃ উর্দ্ধ দিকে উত্থিত কফের দ্বারা, বায়ুর গমনাগমন মার্গরূপ নাড়ীসমূহ রুদ্ধ হওয়ায়, 'বায়ুনা' —বায়ুর টানে চক্ষের তারা (কনীনিকা) বাহির হইয়া পড়ে। 'ঘুরঘুরায়তে'—ঘুরঘুর এইরূপ শব্দ করে (অর্থাৎ তখন নিঃশ্বাস ফেলিতে ও কাসিতে অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায়, গলায় 'ঘুর ঘুর'—এইরূপ শব্দ হয়।) ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—উত্তারমুদ্গতিং বিন্দ্যাৎ ॥ ১৬ ॥

শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ পরিবীতঃ স্ববন্ধুভিঃ।
বাচ্যমানোঽপি ন ব্রূতে কালপাশবশং গতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কালপাশবশং (কালস্য মৃত্যোঃ পাশস্য বশং) গতঃ (সন্) শয়ানঃ পরিশোচদ্ভিঃ স্ববন্ধুভিঃ পরিবীতঃ (পরিবেষ্টিতঃ তৈঃ) বাচ্যমানঃ (হে বন্ধো, হে তাত, ইত্যাহূয়মানঃ) অপি ন ব্রূতে (কথয়তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে, তখন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারম্বার তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে ; কিন্তু সে কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মা (ব্যাপৃতঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ উরুবেদনয়া (মহত্যা পীড়্যা) অস্তধীঃ (অস্তা নষ্টা ধীঃ মতিঃ যস্য সঃ) স্বানাং (স্ববন্ধূনাং) রুদতাং (সতাং) ম্রিয়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয় ; অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্তধীর্নষ্টমতিঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্তধীঃ'—নষ্টমতি, নষ্ট অর্থাৎ লুপ্ত হইয়াছে বুদ্ধি যাহার ॥ ১৮ ॥

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (মরণসময়ে) প্রাপ্তৌ (আত্মানং নেতুম্ আগতৌ) ভীমৌ (ভয়ঙ্করৌ) সরভসেক্ষণৌ (সরভসং সক্রোধম্ ঈক্ষণং যয়োঃ তৌ) যমদূতৌ দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ সঃ (মুমূর্ষুঃ) শকৃৎ (মলং) মূত্রং (চ) বিমুঞ্চতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তাহার মৃত্যুসময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত-হৃদয় হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মৃতস্য পাপাত্মনো গতিমাহ—যমদূতাবিতি। স ম্রিয়মাণঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৃত পাপাত্মার (পাপী পুরুষের) গতি বলিতেছেন—'যমদূতৌ'—যমের কিঙ্করদ্বয়। 'সঃ'—সেই ম্রিয়মাণ ব্যক্তি (অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করে।) ॥ ১৯ ॥

যাতনা-দেহ আবৃত্য পাশৈর্ব্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(তৌ যমদূতৌ তং মৃতং) যাতনা-দেহে (যাতনাযোগ্য দেহে) আবৃত্য (নিরুধ্য) গলে বলাৎ পাশৈঃ বদ্ধা যথা রাজভটাঃ (রাজদূতাঃ) দণ্ড্যং (দণ্ডার্হং জনং বদ্ধা নয়ন্তি তথা) দীর্ঘম্ অধ্বানং (পন্থানং) নয়তঃ (গময়তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যমদূতদ্বয় ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া

লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স্থূলদেহান্নিষ্কাশ্য যাতনাময়দেহে তং প্রবেশ্য আবৃত্য নিরুধ্য তৌ নয়তঃ প্রাপয়তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থূলদেহাৎ নিষ্কাশ্য'—সেই মৃত ব্যক্তির জীবাত্মাকে (লিঙ্গ শরীরকে) স্থূলদেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, যাতনাময় দেহে, 'আবৃত্য' —নিরুদ্ধ করতঃ, 'তৌ নয়তঃ'—সেই যমদূতদ্বয় তাহাকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় ॥ ২০ ॥

তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্ ॥ ২১ ॥
ক্ষুত্তৃট্পরীতোঽর্কদাবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে ।
কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (যমদূতয়োঃ) তর্জ্জনৈঃ (দুর্ব্বচনৈঃ) নির্ভিন্নহৃদয়ঃ (নির্ভিন্নং ব্যাকুলং হৃদয়ং যস্য সঃ) জাতবেপথুঃ (কম্পমানঃ) পথি শ্বভিঃ (কুক্কুরৈঃ) ভক্ষ্যমাণঃ (দংদশ্যমানঃ) আর্ত্তঃ (পীড়িতঃ) স্বয়ং (স্বীয়ম্) অঘং (পাপম্) অনুস্মরন্ ক্ষুত্তৃট্পরীতঃ (ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পরীতঃ ব্যাপ্তঃ) অর্কদাবানলানিলৈঃ (সূর্য্যকিরণদাবাগ্নি-তপ্তবায়ুনা) সন্তপ্যমানঃ তপ্তবালুকে (অর্কদবাগ্নিভ্যাং তপ্তা বালুকা যস্মিন্ তস্মিন্) নিরাশ্রমোদকে (নির্গতঃ আশ্রমঃ বিশ্রামস্থানম্ উদকং চ তস্মিন্) পথি কষয়া (চর্ম্মময্যা রজ্জা) পৃষ্ঠে তাড়িতঃ চ অশক্তঃ (চলিতুম্ অসমর্থঃ) অপি কৃচ্ছ্রেণ (কষ্টেন) চলতি ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে ; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ ; তথায় কোন বিশ্রাম-স্থল বা পানীয় জল নাই ; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে ; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয় ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ—তয়োস্তর্জ্জনৈঃ স্বমঘং তস্যৈব পাপস্য ফলমিদমনুভবামীতি স্মরন্ নিরাশ্রমোদকে বিশ্রাম-স্থলজলরহিতে পথি ॥ ২১-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়োঃ তর্জ্জনৈঃ'—ঐ দুই-জন যমদূতের তর্জ্জনের দ্বারা (সেই পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।) 'স্বম্ অঘং'—নিজের পাপ, অর্থাৎ সেই পাপের এই ফল অনুভব করিতেছি—এইরূপ, 'স্মরন্'—স্মরণ করিতে করিতে, 'নিরাশ্রমোদকে'—বিশ্রাম-স্থল এবং জলহীন পথে (গমনের সামর্থ্য না থাকিলেও অতিকষ্টে চলিতে হয়।) ॥ ২১-২২ ॥

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রান্তঃ (সন্) তত্র তত্র (পথি) মূর্চ্ছিতঃ (সন্) পতন্ পুনঃ উত্থিতঃ (চ সন্) তমসা (অন্ধকারাবৃতেন) পাপীয়সা (পাপিযোগ্যেন দুঃখবহুলেন) পথা যমসাদনং (যমপুরং প্রতি) নীতঃ (ভবতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ; আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমসদনে নীত হয় ॥ ২৩ ॥

যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ ।
ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥২৪
আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোঽপি বা ॥২৫॥
জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে ।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্ ॥ ২৬ ॥
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্ ।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অধ্বনঃ (সম্বন্ধিনাং) যোজনানাং নবতিং নব চ সহস্রাণি ত্রিভিঃ মুহূর্ত্তৈঃ দ্বাভ্যাং বা

(মুহূর্ত্তাভ্যাং) নীতঃ (অতিক্রামিতঃ সন্) উল্মুকাদিভিঃ (জ্বলৎকাষ্ঠাদিভিঃ) বেষ্টয়িত্বা স্বগাত্রাণাম্ আদীপনং (প্রজ্বালনং প্রাপ্নোতি) ক্বাপি স্ব-কৃত্তং (স্বেন ছিন্নং) পরতঃ অপি বা (অন্যেন বা ছিন্নং) আত্মমাংসাদনং (আত্মনঃ মাংসং তস্য অদনং ভক্ষণং) যমসাদনে শ্বগৃধ্রৈঃ (কুক্কুর-শকুনিভিঃ) জীবতঃ চ (এব) অন্ত্রাভ্যুদ্ধারং (স্বস্য অন্ত্রাণাম্ অভ্যুদ্ধারঃ নিষ্কাষনং) দশভিঃ সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈঃ চ আত্মবৈশসং (আত্মনঃ বৈশসং পীড়াং) অবয়বশঃ (অঙ্গানাং) কৃন্তনং (শস্ত্রৈঃ ছেদনং) গজাদিভ্যঃ ভিদাপনৎ (ভিদায়াঃ অঙ্গানাং বিদারণস্য আপনং প্রাপণং ভেদপ্রাপণং) গিরিশৃঙ্গেভ্যঃ পাতনং অম্বুগর্ত্তয়োঃ রোধনং চ (ইত্যাদীঃ) যাতনাঃ প্রাপ্নোতি ॥ ২৪-২৭ ॥

অনুবাদ—যে পথে যমগৃহে যাইতে হয় তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে তিন বা দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—কোথাও জ্বলন্ত অঙ্গারদ্বারা গাত্র বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে; কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে নিঃক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সেও ভোগ করিয়া থাকে ॥২৪-২৭॥

বিশ্বনাথ—অধ্বনঃ সম্বন্ধিনাং যোজনানাং নবতিং সহস্রাণি নবত্যধিকানি, পাপাধিক্যে দ্বাভ্যামেব মুহূর্ত্তাভ্যাং নীতঃ সন্, যাতনা এবাহ—আদীপনং প্রজ্বলনমিত্যাদীনাং প্রাপ্নোতীত্যনেনান্বয়ঃ। স্বেন কৃত্তং ছিন্নং পরতঃ পরেণ বা, বৈশসং পীড়াং, ভিদায়া বিদারণস্য আপনম্ প্রাপণম্ ॥ ২৪-২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধ্বনঃ'—যে পথে যমভবনে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ—নয় অধিক নব্বই, অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার যোজন, পাপের আধিক্য হইলে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যেই উপনীত হইতে হয়। সেখানের যাতনা-সকলের প্রকার বলিতেছেন—'আদীপনং'—প্রজ্বলন, অর্থাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠে গাত্র বেষ্টিত করিয়া নিজেই প্রজ্বলিত করা—এই সকল যাতনা 'প্রাপ্নোতি'—অনুভব করিতে হয়, ইহার সহিত অন্বয় হইবে। 'স্বকৃত্তং'—নিজের দ্বারা, অথবা পরের দ্বারা ছিন্ন আপনার মাংস আপনাকেই ভোজন করিতে হয়। 'আত্মবৈশসং'—আত্ম-পীড়া। 'ভিদাপনম্'—হস্তী প্রভৃতির দ্বারা নিজদেহের বিদারণ (খণ্ড বিচ্ছিন্ন হওয়া—ইত্যাদি যাতনা ভোগ করে।) ॥ ২৪-২৭ ॥

মধ্ব—ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বাদিনৈর্দশভিরেব বা।
পক্ষান্মাসেন বা যাতি যমলোকমিতো গতঃ ॥
ইতি নারদীয়ে ॥ ২৪ ॥

যাস্তামিস্রান্ধতামিস্র-রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙ্‌ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নির্ম্মিতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—যাঃ তামিস্রান্ধতামিস্র-রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ (সন্তি) মিথঃ (পরস্পরং) সঙ্গেন (আসক্ত্যা) নির্ম্মিতাঃ (পাপাচরণেন সম্পাদিতাঃ তাঃ) নর বা নারী বা ভুঙ্‌ক্তে (অনুভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যত প্রকার নরকযন্ত্রণা পরস্পরের পাপসংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি—পুরুষই হউক্ আর নারীই হউক্, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয় ॥ ২৮ ॥

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মাতঃ (দেবহূতে)! স্বর্গঃ নরকঃ প্রবদন্তি); (যতঃ) যাঃ বৈ (এব) যাতনাঃ

নারক্যঃ (নরকসম্বন্ধিন্যঃ) তাঃ ইহ (মর্ত্তলোকে) অপি উপলক্ষিতাঃ (প্রত্যক্ষাঃ ভবন্তি) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—হে মাতঃ! এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও (রাজদণ্ডাদিতে) দেখিতে পাওয়া যায় ।।২৯।।

বিশ্বনাথ—ন চৈতদসম্ভাবিতমত্রাপি রাজদণ্ডে কাসাঞ্চিৎ প্রত্যবয়বকৃন্তনাদিযাতনানাং তথা স্রক্‌-চন্দনবনিতাদিসুখভোগানাঞ্চ দৃশ্যমানত্বাদিত্যাহ—অত্রৈবেতি ।। ২৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উক্ত প্রকার যাতনাগুলি অসম্ভব নয়, কারণ এই জগতেও রাজদণ্ডে দণ্ডিত কাহার কাহার অঙ্গাদির ছেদনাদি যাতনাভোগ এবং কাহারও বা স্রক্, চন্দন, বনিতাদি সুখ ভোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহা বলিতেছেন, 'অত্রৈব' ইত্যাদি (পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—এই স্থানেই নরক ও এই স্থানেই স্বর্গ) ।। ২৯ ।।

মধ্ব—অত্রৈবেত্যেব-শব্দঃ সামীপ্যার্থে—"সামীপ্যে চ প্রধানে চ এব-শব্দোঽবধারণঃ" ইতি শব্দনির্ণয়ে অত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ ।। ২৯ ।।

এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরম্ভর এব বা।
বিসৃজ্যেহোভয়ং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তে তৎফলমীদৃশম্ ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—এবং কুটুম্বং বিভ্রাণঃ (কলত্রাদিপোষণ-পরঃ) উদরম্ভরঃ (স্বদেহপোষণপরঃ) বা উভয়ং (কুটুম্বং স্বদেহং চ) ইহ এব বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) প্রেত্য (যমলোকং প্রাপ্য) ঈদৃশং (বর্ণিতপ্রকারং) তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে ।। ৩০ ।।

অনুবাদ—কুটুম্বপোষণেই বিব্রত থাকুক্ বা স্বীয় উদর-ভরণেই ব্যস্ত থাকুক্, মৃত্যুর পর এই স্থানেই কুটুম্ব এবং নিজদেহ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ সকল কর্ম্মের ফল যমলোকে ভোগ করিতে হয় ।। ৩০ ।।

বিশ্বনাথ—উভয়ং কুটুম্বং উদরঞ্চ। প্রেত্য মৃত্বা ।। ৩০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উভয়ং'—কুটুম্ব ও নিজ-দেহ (উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া), 'প্রেত্য'—মৃত্যুর পর (যমলোকে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল কর্ম্মের ঐরূপ ফল ভোগ করিতে হয়।) ।। ৩০ ।।

একঃ প্রপদ্যতে ধ্বান্তং হিত্বেহ স্বং কলেবরম্।
কুশলেতরপাথেয়ো ভূতদ্রোহেণ যদ্‌ভৃতম্ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—ভূতদ্রোহেণ (প্রাণিপীড়য়া) যৎ ভৃতং (পুষ্টং কৃতং তৎ ইদং) কলেবরং (স্থূলদেহং) স্বং (ধনঞ্চ) ইহ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) কুশলেতরপাথেয়ঃ (কুশলাৎ ইতরৎ পাপং তৎ এব পাথেয়ং পথি ভোগ্যং যস্য সঃ) একঃ (স্বয়ম্ এব) ধ্বান্তং (নর-কং) প্রপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—প্রাণিহিংসাদ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে পরি-ত্যাগপূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—কুশলেতরৎ পাপমেব পাথেয়ং মরণ-পথভোগ্যং যস্য সঃ। ভূতদ্রোহেণ যদ্ভৃতং পুষ্টীকৃতং তৎ স্থূলং কলেবরং হিত্বা ।। ৩১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুশলেতর-পাথেয়ঃ'—কুশল হইতে পৃথক্, অর্থাৎ অমঙ্গলময় পাপই 'পাথেয়' বলিতে মরণপথের ভোগ্য যাহার, সেই ব্যক্তি। 'ভূত-দ্রোহেণ যদ্ ভৃতং'—প্রাণিগণের হিংসা করিয়া যাহা পুষ্ট করিয়াছিল, সেই স্থূল কলেবর (এই জগতেই পরিত্যাগ করতঃ একাকী ঘোর নরক ভোগ করে) ।। ৩১ ।।

দৈবেনাসাদিতং তস্য শমলং নিরয়ে পুমান্।
ভুঙ্‌ক্তে কুটুম্বপোষস্য হৃতবিত্ত ইবাতুরঃ ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—হৃতবিত্তঃ (হৃতং বিত্তং যস্য সঃ) আতুরঃ ইব পুমান্ তস্য কুটুম্বপোষস্য শমলং (পাপং পাপফলং) দৈবেন (ঈশ্বরেণ) আসাদিতং (প্রাপিতং সৎ) নিরয়ে (নরকে) ভুঙ্‌ক্তে ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—ঐ গৃহব্রত পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ পরকালে ঈশ্বরকর্ত্তৃক উপস্থিত হয়; সে আতুরের মত হৃতজ্ঞান হইয়া নরকে তাহার ফল ভোগ করে ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—তস্য পাপকৃতস্য কুটুম্বপোষস্য শমলং মালিন্যং দৈবপ্রাপিতং কুটুম্ববিরহিত এব ভুঙ্‌ক্তে হৃতবিত্ত ইব ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য'—সেই পাপ-কৃত (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে) কুটুম্বপোষণের 'শমলং'—মালিন্য (পাপ), যাহা দৈব-প্রাপিত অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রাপিত, কুটুম্ব-বিরহিত হইয়াই একাকী নরকে ভোগ করে। 'হৃত-বিত্তঃ ইব'—আতুর ও হৃতজ্ঞান হইয়াই যেন। (এখানে 'হৃত-চিত্তঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে।) ॥ ৩২ ॥

কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ।
যাতি জীবোহন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—কেবলেন অধর্ম্মেণ হি (এব) কুটুম্ব-ভরণোৎসুকঃ (কলত্রাদিপোষণে আসক্তঃ) জীবঃ তমসঃ (নরকস্য) চরমম্ (অন্তিমং) পদং (স্থানম্) অন্ধতামিস্রম্ (ইত্যাখ্যং নরকবিশেষং) যাতি ॥৩৩॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে উৎসুক, সে ব্যক্তি নরকের চরম স্থান অন্ধতা-মিস্র নামক নরকে গমন করে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তমসো নরকস্য পদং স্থানম্ ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমসঃ পদম্'—নরকের স্থান ॥ ৩৩ ॥

অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে কর্ম্ম-বিপাকো নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—নরলোকস্য (মনুষ্যদেহপ্রাপ্তেঃ) অধস্তাৎ (অর্ব্বাক্) যাবতীঃ (যাবতাঃ) যাতনাঃ (শ্ব-শূকরাদিযোনয়ঃ যাতনাঃ চ) তাঃ ক্রমশঃ সমনুক্রম্য (সংপ্রাপ্য) শুচিঃ (দুঃখভোগেন ক্ষীণপাপঃ সন্) পুনঃ অত্র আব্রজেৎ (নরত্বং প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সেই নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ (শুচি) হয়, তখন এই নরলোকে পুনরায় নরদেহ লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যাবত্যো যাতনাঃ। যাবচ্ছব্দেন শ্ব-শূকরাদি যোনয়ো যাস্তাঃ ক্রমেণ প্রাপ্য ভোগেন ক্ষীণ-পাপঃ শুচিঃ সন্ পুনর্নরত্বং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রিংশোহধ্যায়স্তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবতীঃ'—যাবত্যঃ (প্রথমার বহুবচন হইবে), যত যত যাতনা রহিয়াছে। এখানে যাবৎ শব্দের দ্বারা কুক্কুর, শূকরাদি যোনিতে যত-প্রকার যাতনা হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়া, ভোগের দ্বারা পাপ ক্ষীণ হইলে, পবিত্র হইয়া আবার নরদেহ লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩০ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ত্রিংশাধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—

শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ ॥১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

একত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিমিশ্র পাপপুণ্যদ্বারা মনুষ্যযোনি প্রাপ্তিরূপ রাজসী গতি বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন,—ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন। কর্ম্মবশে জীব পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে। তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম মাসে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হয়; তখন তাহার জ্ঞানের উদয় হয়, সে গর্ভমধ্যে বিবিধ দুঃখ অনুভব করে; সেই সময় তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ স্মরণ হয় এবং তাহাতে সে অনুতপ্ত হইয়া জগন্নাথ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে থাকে। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—প্রভো, আর আমি তোমার সেবা রাখিয়া বিষয়-সেবা করিব না; আমাকে ক্ষমা কর; আমাকে রক্ষা কর; আর যেন আমার এইরূপ গর্ভবাস না হয়। তাহার পর সে দশমাস দশদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকল স্মৃতি হারাইয়া ফেলে—তাহার সে প্রতিজ্ঞা আর মনে থাকে না। ক্রমে সে অজ্ঞান-অবস্থায় নানাবিধ ক্লেশ, পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির ক্লেশ সহ্য করিয়া, যৌবনে দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কুটুম্বভরণার্থ ধনোপার্জ্জনে বিপুলকামী হইয়া পড়ে। তখন উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই জন্যই তাহার পূর্ব্বের ন্যায় নরকে প্রবেশ করিতে হয়। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে যাবতীয় সদ্‌গুণ বিনষ্ট হয়। স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব আশ্চর্য্য—স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা জীব স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাকে আচ্ছাদিত কূপের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবেন এবং সতত যোগ-বৈরাগ্যযুক্ত ও কৃষ্ণসেবানুরক্ত হইবেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—জন্তুঃ (জীবঃ) দেহোপপত্তয়ে (দেহলাভায়) দৈবনেত্রেণ (দৈবম্ ঈশ্বরঃ তদেব নেত্রং নেতৃপ্রবর্ত্তকং যস্য তেন) কর্ম্মণা (পূর্ব্বকৃতেন) পুংসঃ (রুচিতঃ পুরুষ প্রবিষ্টঃ সন্ ততঃ তস্য) রেতঃকণাশ্রয়ঃ (রেতসঃ কণম্ আশ্রয়ঃ যস্য সঃ রেতোদ্বারা) স্ত্রিয়াঃ উদরং প্রবিষ্টঃ (ভবতি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মাতঃ, জীব দেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে দেহ প্রাপ্ত হইবার জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একত্রিংশে গর্ভ-জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ডযাতনাঃ।
ব্রুবাণেনৈব জীবস্য ভক্তির্গর্ভেঽপি দর্শ্যতে ॥০॥

পুনরত্রাব্রজেদিত্যুক্তং তৎপ্রকারং দর্শয়তি—কর্ম্মণা প্রাচীনেন দৈবমীশ্বরস্তদেব নেত্রং নেতৃপ্রবর্ত্তকং যস্য তেন। প্রবিষ্টো ভবতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একত্রিংশ অধ্যায়ে জীবের গর্ভে বাস, জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ডকালের যাতনাসকলের কথনের দ্বারা, মাতৃগর্ভে স্থিতিকালেও তাহার ভক্তি বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

পুনরায় জীব এই নরলোকে আগমন করে, ইহা বলিয়াছেন, তাহার প্রকার দেখাইতেছেন—'কর্ম্মণা'—প্রাচীন অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা। 'দৈব-নেত্রেণ'—দৈব বলিতে ঈশ্বর, তিনি নেতৃ, অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, তাদৃশ ঈশ্বর-পরিচালিত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল অনুসারে। 'প্রবিষ্টঃ'—অর্থাৎ পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে জীব প্রবিষ্ট হয় ॥ ১ ॥

তথ্য—"গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে।
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ ॥
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥
চিত্ত দিয়া শুন' মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥

মরিয়া-মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস ।
সর্ব্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ ॥
কটু, অম্ল, লবণ—জননী যত খায় ।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায় ॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায় ।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায় ॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে ।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥

কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয় ।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয় ॥
শুন শুন, মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান ।
সাতমাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥
তখনে সে সঙরিয়া করে অনুতাপ ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস ॥
"রক্ষ, কৃষ্ণ ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ ।
তোমা' বই দুঃখ—জীব নিবেদিবে কা'ত ॥

যে করয়ে বন্দী, প্রভু ! ছাড়ায় সে-ই সে ।
সহজ-মৃতেরে প্রভু মায়া কর' কিসে ॥
মিথ্যা ধনপুত্র-রসে গোঙাইলু' জনম ।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥
যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে ।
কোথা বা সে-সব গেল, মোর এই কর্ম্মে ॥

এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার ?
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥
এতেকে জানিনু,—সত্য তোমার চরণ ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ ! তোর লইনু শরণ ॥
তুমি-হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া ।
ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া ॥

উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয় ।
করিলা ত' এবে কৃপা কর, মহাশয় ॥
এই কৃপা কর,—যেন তোমা না পাসরি ।
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি ॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার ।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই ।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥"

তথাহি ভাঃ ৫।১৯।২৪

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥

"গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল ।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা ।
হেন কৃপা কর, প্রভু ! না ফেলিবা তথা ॥
এই মত দুঃখ প্রভু, কোটি-কোটি জন্ম ।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু ! সব—মোর কর্ম্ম ॥
সে দুঃখ বিপদ প্রভু, রহু বারে বার ।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার ॥
হেন কর' কৃষ্ণ, এবে দাস্যযোগ দিয়া ।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া ॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার ।
তোমা' বই তবে প্রভু, না চাহিমু আর ॥"
এই মত গর্ভাবাসে পোড়ে অনুক্ষণ ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায় ।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন-অনিচ্ছায় ॥
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান ।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান ॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে ।
কহিতে না পারে, দুঃখ-সাগরেতে ভাসে ॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায় ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায় ॥
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান ।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সেই ভাগ্যবান ॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে ।
পুনঃ সেইমত মায়াপাপে ডুবি' মরে ॥
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে ।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি ।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥
ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায় ।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যায় ।"
(—চৈ ভাঃ মধ্য ১ম অঃ ২০১-২৪০)

———

কললন্ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্ ।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—একরাত্রেণ তু কললং (শুক্রশোণিত-মিশ্রিতং ভবতি)। পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদং (বর্ত্তুলং ভবতি)। দশাহেন (দশদিনৈঃ) তু কর্কন্ধূঃ (বদরীফলাকারং কঠিনং ভবতি)। ততঃ পরং পেশী (মাংসপিণ্ডাকারম্) অণ্ডং বা (যোন্যন্তরে ভবতি)॥

অনুবাদ—ঐ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে একরাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরী ফলের ন্যায় কঠিন, তৎপরে মাংস পিণ্ডাকার এবং পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে ডিম্বাকার ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কললং শুক্রশোণিতমিশ্রিতং ভবতি। বুদ্বুদং বুদ্বুদাকারং। কর্কন্ধুর্বদরীফলাকারং কঠিনং পেশী মাংসপিণ্ডং জরায়ুপ্রকৃতিঃ। অণ্ডং পক্ষ্যাদি-যোনিষু ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কললং'—শুক্র ও শোণিতের মিশ্রণ হয়। 'বুদ্‌বুদং'—বুদ্‌বুদের ন্যায় আকার হয়। 'কর্কন্ধূঃ'—বদরী (কুল) ফলের আকারের ন্যায় কঠিন, 'পেশ্যণ্ডং'—জরায়ু-প্রকৃতি হইলে পেশী, অর্থাৎ মাংসপিণ্ডের আকৃতি এবং পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে অণ্ডের (ডিম্বের) ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মধ্ব—নানাবিধা গর্ভবৃদ্ধিঃ কর্ম্মভেদাদ্ভবিষ্যতি।
অতো নানাবিধং গ্রন্থে গর্ভসংস্থানমুচ্যতে ॥
ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ২ ॥

মাসেন তু শিরো দ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ ।
নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) মাসেন শিরঃ (ভবতি)। দ্বাভ্যাং (মাসাভ্যাং) বাহ্বঙ্‌ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ (তেষাং বিভাগঃ ভবতি)। (ততঃ) ত্রিভিঃ (মাসৈঃ) নখলোমাস্থিচর্ম্মাণি (ভবন্তি), লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবঃ (পুং-স্ত্র্যাদিলিঙ্গম্ ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি চ তেষাং উদ্ভবঃ ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুইমাসে তাহার হস্ত পদাদি অঙ্গ বিভাগ এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল প্রকটিত হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বাভ্যাং মাসাভ্যাং বিগ্রহো বিভাগঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বাভ্যাং'—দুই মাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গের 'বিগ্রহঃ'—বলিতে বিভাগ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ ।
ষড়্ভির্জরায়ুণা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে ॥৪॥

অন্বয়ঃ—চতুর্ভিঃ (মাসৈঃ) সপ্ত (মাসাদয়ঃ) ধাতবঃ (ভবন্তি) পঞ্চভিঃ (মাসৈঃ) ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ (ক্ষুত্তৃষোঃ উদ্ভবঃ ভবতি)। ষড়্ভিঃ (মাসৈঃ) জরায়ুণা (গর্ভবেষ্টনেন) বীতঃ (প্রাবৃতঃ সন্) দক্ষিণে কুক্ষৌ (পার্শ্বে) ভ্রাম্যতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—চারিমাসে সপ্তধাতু (ত্বক্, মাংস, রুধির মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র) এবং পঞ্চমমাসে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয়। ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে ॥৪॥

বিশ্বনাথ—জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনেন বীতঃ প্রাবৃতঃ। দক্ষিণে কুক্ষাবিতি। পুরুষমধিকৃতোক্তত্বাৎ পুংগর্ভো দক্ষিণে স্ত্রীগর্ভো বাম ইতি প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জরায়ুণা বীতঃ'—ছয় মাসে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনের দ্বারা আবৃত হইয়া, 'দক্ষিণে কুক্ষৌ'—মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। দক্ষিণে—ইহা পুরুষ দেহ বলিয়া উক্ত হইল, কারণ পুংগর্ভ দক্ষিণ দিকে এবং স্ত্রীগর্ভ বাম দিকে যায়—এইরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে ।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ জন্তুঃ (জীবঃ) মাতুঃ জগ্ধান্নপানাদ্যৈঃ (জগ্ধেন ভক্ষিতেন অন্নেন পানাদ্যৈশ্চ) এধদ্ধাতুঃ (এধমানাঃ বর্দ্ধমানাঃ ধাতবঃ যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্)

জন্তুসম্ভবে (জন্তুনাং সম্ভবঃ উৎপত্তি যস্মিন্ তস্মিন্) অসম্মতে (অযোগ্যে) বিণ্মূত্রয়োঃ গর্ত্তে শেতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান মলমূত্র গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—এধদ্ধাতুরিতি। "নাড়ী চাপ্যায়নী নাম নাভ্যাং তস্য নিবধ্যতে। স্ত্রীণাং তথান্ত্রশুষিরে সা নিবদ্ধোপজায়তে। ক্রমন্তে ভুক্তপীতানি স্ত্রীণাং গর্ভোদরে তথা। তৈরাপ্যায়িত-দেহোঽসৌ জন্তুর্বৃদ্ধিমুপৈতি চ" ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণাৎ ॥ ৫-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এধদ্ধাতুঃ'—এধৎ বলিতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, ধাতু-সকল যাহার, সেই মাতৃ-গর্ভস্থ জীব। মাতৃ-ভুক্ত অন্ন-পানাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া অনিভিপ্রেত হইলেও তাহাকে বিষ্ঠা-মূত্রের গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত আছে—"আপ্যায়নী (শুক্র ও ওজের বলবর্দ্ধক) নাড়ী সেই গর্ভস্থ সন্তানের নাভিতে নিবদ্ধ থাকে, তাহা মাতার অন্ত্র-শুষিরে অর্থাৎ নাড়ীভুঁড়ির ছিদ্রে যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। মাতার ভুক্ত ও পীত বস্তু সেই গর্ভোদরে প্রবেশ করে, তাহার দ্বারা ঐ দেহ পরিপুষ্ট হইয়া ঐ গর্ভস্থ জীব তথায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।" ॥ ৫-৬ ॥

কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্রত্যৈঃ (গর্ত্তস্থৈঃ) ক্ষুধিতৈঃ কৃমিভিঃ (খাদদ্ভিঃ) সৌকুমার্য্যাৎ (কোমলত্বেন) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ (ক্ষতানি সর্ব্বাঙ্গানি যস্য সঃ) উরুক্লেশঃ (উরুঃ অধিকঃ ক্লেশঃ যস্য সঃ জন্তুঃ) প্রতিক্ষণং মূর্চ্ছাম্ আপ্নোতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই গর্ত্তমধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমি সকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া, ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে ॥ ৬ ॥

কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণ-ক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ ॥ ৭ ॥
উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।
অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—উল্বণৈঃ (দুঃসহৈঃ) মাতৃভুক্তৈঃ কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণক্ষারাম্লাদিভিঃ (রসভেদৈঃ) উপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ (সর্ব্বেষু অঙ্গেষু উত্থিতা বেদনা যস্য সঃ) উল্বেন (জরায়ুণা) সংবৃতঃ (সংবেষ্টিতঃ) বহিঃ চ (মাতুঃ) অন্ত্রৈঃ (নাড়ীভিঃ) আবৃতঃ ভুগ্নপৃষ্টশিরোধরঃ (ভুগ্নং কুটিলীভূতং পৃষ্ঠং শিরোধরা গ্রীবা চ যস্য সঃ) পঞ্জরে (বদ্ধঃ) শকুন্তঃ (পক্ষী) ইব স্বাঙ্গচেষ্টায়াম্ অকল্যঃ (অসমর্থঃ সন্) কুক্ষৌ (তস্মিন্ মাতৃজঠরে অধঃ) শিরঃ কৃত্বা আস্তে ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যে সকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ট ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া মাতার কুক্ষিদেশের অধোভাগে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভমধ্যেই বাস করিয়া থাকে ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—উল্বণৈঃ দুঃসহৈঃ। উল্বেন জরায়ুণা। কুটিলীভূত-পৃষ্ঠগ্রীব আস্তে। শকুন্তঃ পক্ষী ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উল্বণৈঃ'—দুঃসহ (অর্থাৎ মাতৃ-ভুক্ত কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ প্রভৃতি দুঃসহ রস স্পর্শ করাতে সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় বেদনায় অভিভূত হয়)। 'উল্বেন'—জরায়ুর দ্বারা (অর্থাৎ ভিতরে জরায়ু এবং বাহিরে অন্ত্র (নাড়ী) দ্বারা আবৃত হইয়া), 'ভুগ্ন-পৃষ্ঠ-শিরোধরঃ'—কুক্ষিদেশে মস্তক রাখিয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুটিল করিয়া, 'শকুন্তঃ'—পঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় (স্বীয় অঙ্গসঞ্চালনে অসমর্থ হইয়া বাস করে) ॥ ৭-৮ ॥

তত্র লব্ধস্মৃতির্দ্দৈবাৎ কর্ম্ম-জন্মশতোদ্ভবম্ ।
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (গর্ভে) দৈবাৎ (পূর্ব্বকর্ম্মবশাৎ) লব্ধস্মৃতিঃ (লব্ধা স্মৃতিঃ যেন সঃ) জন্মশতোদ্ভবং (বহুজন্মসঞ্চিতং) কর্ম্ম স্মরন্ দীর্ঘং (দুরন্তম্) অনুচ্ছ্বাসং (যথা ভবতি তথা স্থিতঃ সন্) কিং নাম শর্ম্ম (সুখং) বিন্দতে (লভতে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঐ গর্ভমধ্যে ঐ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ঐ জীব শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কিরূপে সুখ লাভ করিতে পারে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবাৎ পূর্ব্বকর্ম্মবশাৎ দীর্ঘং চিরকালং ব্যাপ্য অনুচ্ছ্বাসং যথা ভবত্যেবং স্মরন্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবাৎ'—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মবশতঃ। 'দীর্ঘম্'—চিরকাল ব্যাপিয়া, 'অনুচ্ছ্বাসং'—দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে, 'স্মরন্'—শত শত জন্মকৃত পাপ স্মরণ করিয়া (কি সুখ লাভ করিতে পারে ?) ॥ ৯ ॥

আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সপ্তমাৎ মাসাৎ আরভ্য লব্ধবোধঃ (সঞ্জাতসুখদুঃখাদিজ্ঞানঃ) অপি সূতিবাতৈঃ (সূতিহেতুবাতৈঃ) বেপিতঃ (ইতস্ততঃ চালিতঃ সন্) সোদরঃ (সমানোদরজন্মা) বিষ্টাভূঃ (বিষ্ঠাভবঃ কৃমিঃ) ইব একত্র ন আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এইরূপে জীব যখন সপ্তমমাসে পদার্পণ করে তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসব কারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিত হয় না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ— সূতিহেতুভির্বাতৈর্বেপিতঃ সোদরঃ সমানোদরজন্মা বিষ্টাভূঃ কৃমিরিব ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'সূতিবাতৈঃ'— প্রসব-জন্য বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া। 'সোদরঃ'—সমান উদরে যার জন্ম, সেই বিষ্ঠা হইতে উত্থিত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না ॥ ১০ ॥

নাধমান ঋষিভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
স্তুবীত তং বিক্লবয়া বাচা যেনোদরেঽর্পিতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—নাধমানঃ (যাচমানঃ উপতপ্যমানঃ বা) ঋষিঃ (দেহাত্মদর্শী) (পুনঃ গর্ভবাসাৎ) ভীতঃ সপ্তবধ্রি (সপ্তধাতবঃ বধ্রয়ঃ বন্ধনভূতাঃ যস্য সঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) যেন (ভগবতা) উদরে (গর্ভে) অর্পিতঃ (প্রেরিতঃ) তং (ভগবন্তং) বিক্লবয়া (আকুলয়া) বাচা স্তুবীত (ভজেত) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায় গর্ভবাস যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুর দ্বারা বদ্ধ অবস্থাতেই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে যে পরমেশ্বর তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নাথমানঃ ভগবৎকৃপা ময়ি ভূয়াদিতি স্বস্মিন্নাশিষং কুর্ব্বন্ ঋষিরাত্মদর্শী ভীতঃ সংসারাৎ সপ্তবধ্রয়ো বন্ধনভূতা ধাতবো যস্য সঃ। বিক্লবয়া বিহ্বলয়া তং স্তুবীতেতি গর্ভে বিধ্যাদেঃ সম্ভবাভাবাৎ 'হেতুহেতুমতোর্লিঙিতি' ফলে লিঙ্। ততশ্চ যো ভগবন্তং ভজেতেতি হেতুরত্র গম্যঃ। তেন চ যো ভগবন্তং ভজেত স তং গর্ভেঽপি স্তুবীতেত্যন্যো জীবস্তু ন স্তুবীতেত্যর্থো লভ্যতে, তস্যৈবাস্তুবানস্য জীবস্যাগ্রে সংসারো বর্ণয়িষ্যতে বর্ণিতশ্চ, ন তু ভগবন্তং স্তুবানস্যাপি। "অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎপূজাং প্রকুর্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে" ইতি, "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেত্যাদি" পরঃসহস্রবচনবিরোধাৎ। অতএব শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে ইতি মূর্চ্ছানাপ্নোত্যুরুক্লেশ ইতি আস্তে কৃত্বা শির ইত্যাদিবদ্দশমাস্যো জীবো হরিং স্তৌতীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগো ন কৃতঃ, কিন্তু জীব উবাচেতি ভূতকালপ্রয়োগ এব। তেন চ পূর্ব্বকালভবঃ কশ্চিদ্ভক্তো জীব এবং গর্ভে হরিং স্তবান আসীন্ন তু সর্ব্ব ইত্যর্থো জ্ঞাপিতঃ। অতএব নৈরুক্তা অপি পঠন্তি—"নবমে সর্ব্বাঙ্গসংপূর্ণো ভবতীতি" পঠিত্বা "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং

পুনর্মৃত" ইত্যাদ্যনন্তরং—"অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানো জন্তশ্চৈবং সমন্বিতঃ। সাঙ্খ্যং যোগং সমভ্যস্যেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্।" ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়ত ইত্যাদি 'পুরুষং বেতি' গর্ভোপনিষদ্বাক্যং, অত্র বা-শব্দবলাৎ কশ্চিৎ কর্ম্মী জীবো মৃতশ্চাহং পুনর্জাত ইত্যাদিপূর্ব্বপূর্ব্বজন্মমাত্রং স্মরতি, কশ্চিজ্জ্ঞানী সাংখ্যং, কশ্চিদ্‌যোগী যোগং, কশ্চিদ্ভক্তশ্চতুর্ব্বিংশ-প্রধানাৎ পরং পঞ্চবিংশং পুরুষং পরমেশ্বরং, অভ্যসেৎ ভজেদিতি পূর্ব্বাভ্যস্তমেব গর্ভে স্ফুরেদিতি যুক্তেঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাথমানঃ'—শ্রীভগবানের কৃপা আমাতে হউক—এইরূপ নিজেতে আশীর্ব্বাদ যাচঞা করতঃ, 'ঋষিঃ'—আত্মদর্শী জীব, সংসার অর্থাৎ পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণা হইতে ভীত হইয়া, 'সপ্তবধ্রিঃ'—বন্ধনের হেতুভূত সপ্ত ধাতু যাহার, সেই জীব। 'বিক্লবয়া'—বিহ্বল (আকুল) চিত্তে তাঁহাকে (অর্থাৎ যে ঈশ্বর গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন) 'স্তবীত'—স্তব করিতে থাকে। এখানে গর্ভে অবস্থান কালে স্তব করিবে—এইরূপ বিধি প্রভৃতির প্রয়োগ সম্ভব হয় না বলিয়া, 'হেতু-হেতুমতো লিঙ্'—(অর্থাৎ ক্রিয়া-দ্বয়ের মধ্যে কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ থাকিলে উভয় ক্রিয়ায়ই বিধিলিঙ্ বা লৃট্ হয়) এই ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ফলে লিঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব যিনি ভগবান্‌কে ভজন করিবেন—এইরূপ হেতু এখানে বুঝিতে হইবে। ইহাতে যিনি ভগবান্‌কে ভজন করিবেন, তিনি গর্ভে অবস্থান করিয়াও ভগবানের স্তব করিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা অন্য জীব কিন্তু স্তব করে না—এইরূপ অর্থ বোধগম্য হয়, এইজন্য যাহারা স্তব করিতে পারে না, সেই জীবেরই সংসার পরে বর্ণিত হইবে এবং হইয়াছে। কিন্তু যিনি ভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন, সেই জীবের সংসার বর্ণিত হয় নাই। যেমন—(বৃহন্নারদীয়ে)—"কোন কামনা না করিয়াও যাঁহারা একবারমাত্র শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদের কখনও সংসার-বন্ধন উৎপন্ন হয় না।" আরও, (শ্রীরামায়ণে)—"সকৃদেব প্রপন্নো যঃ"—অর্থাৎ যিনি একবার মাত্রও 'আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম'—এইরূপ প্রার্থনা করে, তাহাকে আমি অভয়প্রদান করিয়া থাকি, ইহা আমার (শ্রীভগবানের) ব্রত।" এইরূপ সহস্র সহস্র প্রমাণ বচনের বিরোধ হইয়া পড়ে। সুতরাং 'শেতে বিণ্মূত্রয়োঃ গর্ত্তে' (৫ শ্লোক)—বিষ্ঠা ও মূত্রপূর্ণ গর্ত্তে শয়ন করে, 'মূর্চ্ছামাপ্নোতি উরুক্লেশঃ' (৬ শ্লোক)—প্রভূত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেছে, 'আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ' (৮ম শ্লোক)—মাতার কুক্ষিদেশে অধোভাগে মস্তক রাখিয়া—ইত্যাদির মত এই দশ মাসের গর্ভস্থ জীব শ্রীহরিকে স্তুতি করিতেছে—এই বর্ত্তমান প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু 'জীব উবাচ', অর্থাৎ জীব বলিয়াছিল, এইরূপ ভূতকালের প্রয়োগই করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা পূর্ব্বকালোদ্ভূত কোনও ভক্ত জীব এইপ্রকার গর্ভে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীহরিকে স্তব করিতেছিলেন, কিন্তু সকল জীবই স্তব করে না—এইরূপ অর্থ বোঝান হইল।

অতএব নিরুক্তকারগণও এইরূপ পাঠ করিয়াছেন—নবম মাসে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, ইত্যাদি পঠনপূর্ব্বক, "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতঃ", অর্থাৎ মৃত হইয়াও আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আবার জাত হইয়াও আমি পুনর্ব্বার মৃত—ইত্যাদি কথনের পর, "অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানঃ", ইত্যাদি—অর্থাৎ অধোমুখে পীড়িত হইয়া এইরূপ কোন কোন জীব সাংখ্য, যোগ এবং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব পুরুষকে ভজনা করে। সেইরূপ 'দশমে মাসি প্রজায়তে',—অর্থাৎ দশম মাসে জন্মগ্রহণ করে, ইত্যাদি 'পুরুষং বা পঞ্চবিংশকং'—অথবা পুরুষকে—এই গর্ভোপনিষদ্বাক্য। এখানে 'বা'—শব্দের প্রয়োগবলে—কোন কর্ম্মী জীব, 'মৃত হইয়া আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি'—ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মমাত্রের স্মরণ করে। কোন জ্ঞানী জীব সাংখ্য, কোন যোগী জীব যোগ, এবং কোন ভক্ত চতুর্ব্বিংশতি প্রধান-তত্ত্বের যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) পঞ্চবিংশ-তত্ত্বাত্মক পুরুষ, অর্থাৎ পরমেশ্বর, তাঁহাকে 'অভ্যসেৎ', অর্থাৎ ভজন করিয়া থাকেন—এইপ্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যস্ত (ভজনীয়) রূপই গর্ভে অবস্থানকালে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহাই সঙ্গত ॥ ১১ ॥

মধ্ব—বধ্রয়স্ত্বিন্দ্রিয়াণ্যাহুর্হৃষীকাণীতি চোচ্যতে ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ১১ ॥

জীব উবাচ—

তস্যোপসন্নমবিতুং জগদিচ্ছয়াত্ত-
নানাতনোর্ভুবি চলচ্চরণারবিন্দম্।
সোঽহং ব্রজামি শরণং হ্যকুতোভয়ং মে
যেনেদৃশী গতিরদর্শ্যসতোঽনুরূপা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—জীব উবাচ। যেন (ভগবতা) অসতঃ (দুষ্টস্য) মে (মম) অনুরূপা (যোগ্যা) ঈদৃশী (গর্ভবাসলক্ষণা) গতিঃ অদর্শি (দর্শিতা) তস্য উপসন্নং (শরণাগতং) জগৎ অবিতুং (রক্ষিতুম্) ইচ্ছয়া (স্বেচ্ছাক্রমেণ) আত্তনানাতনোঃ (গৃহীতনানামূর্ত্তেঃ ভগবতঃ) অকুতোভয়ম্ (অভয়ং) ভুবি (পৃথিব্যাং শ্রীকৃষ্ণাবতারে) চলচ্চরণারবিন্দং সঃ (সংসারতাপদগ্ধঃ) অহং শরণং ব্রজামি (গচ্ছামি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—জীব বলিতে থাকে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন, এবং যে ভগবান্ আমার ন্যায় অসৎ ব্যক্তির অনুরূপা এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতল সঞ্চারী অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভুবি চলদিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারাভিপ্রায়েণেতি স্বামিচরণাঃ, অত্র লিঙ্গং গৃহীতনানাতনোরিতি তস্যৈব সর্ব্বাবতারিত্বাৎ। কপিলোক্তিশ্চেয়ং পূর্ব্বকল্পগততদবতারাপেক্ষয়েতি সন্দর্ভঃ। ঈদৃশী গর্ভদুঃখোদধিনিবাস-লক্ষণা গতিঃ অসাধোর্মম সমুচিতৈব অদর্শি দর্শিতা। যদ্বা অদর্শি কৃপাদৃষ্টিবিষয়ীকৃতা অন্যথা ইয়ং তদীয়-স্ফূর্ত্তির্মমাতিপাপিষ্ঠস্য ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুবি চলচ্চরণারবিন্দং'—অর্থাৎ আমি সেই ভগবানের ভূমিতলে বিচরণশীল শ্রীচরণকমলের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ইহা শ্রীকৃষ্ণাবতারের অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, এইরূপ শ্রীল শ্রীধর স্বামিচরণের ব্যাখ্যা। এই বিষয়ে চিহ্ন—'আত্ত-নানাতনোঃ'—অর্থাৎ যে ভগবান্ নানারূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বাবতারিত্ব-হেতু, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণেই শরণ লইতেছি—এই অর্থ। ভগবান্ কপিলদেবের এই উক্তি পূর্ব্ব কল্পগত তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অবতারের অপেক্ষায় করা হইয়াছে—ইহা ক্রমসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ। 'ঈদৃশী গতিঃ'—এইরূপ গর্ভ-দুঃখ-সমুদ্রে নিবাসরূপ গতি (অবস্থা), অসাধু আমার সমুচিতই বিহিত হইয়াছে। অথবা—'অদর্শি', প্রদর্শন করাইয়াছেন অর্থাৎ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়াছেন, অন্যথা (তাহা না হইলে) সেই শ্রীভগবানের এইরূপ স্ফূর্ত্তি আমার ন্যায় অতি পাপিষ্ঠ জনের কখনই সম্ভব হইত না—এই ভাব ॥ ১২ ॥

যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীং (দেহাকারপরিণতাং) মায়াম্ (প্রকৃতিম্) অবলম্ব্য (আশ্রিত্য আত্মত্বেন স্বীকৃত্য) কর্ম্মভিঃ আবৃতাত্মা (আবৃতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ ইব) বদ্ধঃ ইব (চ) (যঃ আস্তে সোঽহং) যঃ তু (ভগবান্) অত্র (মাতুর্দ্দেহে) আস্তে তম্ আতপ্যমানহৃদয়ে অবসিতং (প্রতীতং) বিশুদ্ধং (নিরুপাধিকম্) অবিকারম্ অখণ্ডবোধম্ (অখণ্ডঃ অবিদ্যয়া অপ্রতিবদ্ধঃ বোধঃ যস্য তং ভগবন্তং) নমামি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—(জীব ও ভগবানে বিশেষ আছে। জীব সেবক, ভগবান্ সেব্য, জীব শরণাগত, ভগবান্ শরণ্য)। যে 'আমি' জননী জঠরে দেহাকারে পরিণতা মায়াকে আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি এবং ভগবান্, যিনি অন্তর্য্যামিরূপে আমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন—সেই 'আমাতে' ও ভগবানে বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান্ স্থূল ও লিঙ্গ উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে। তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য স্বপ্রভোরদ্ভুতাং লীলাং কৃপালুতাঞ্চ স্মরন্ সাশ্চর্য্যমাহ। যঃ খল্বত্র অস্মদ্বিধ-

দুর্জ্জীবানাং নানাদুঃখময়প্রতিশরীর এবাস্তে কিমস্মান্ পালয়িতুং কিম্বা স্বৈরলীলত্বেনেতি ন বিদ্ম ইতি ভাবঃ। তমহং নমামীত্যন্বয়ঃ। অহং স্বদুষ্কৃতফলং ভুঞ্জানঃ কর্ম্মবদ্ধো যদত্রাস্মি তদুচিতমেব, স কথমত্র দুর্গন্ধে মহানরকে অন্তর্য্যামিত্বেনাপি তিষ্ঠতীত্যাহ কর্ম্মভির্বদ্ধঃ ইব ন তু বদ্ধঃ বৃন্দাবনভুবি চলচ্চরণারবিন্দত্বাৎ আবৃতাত্মা অহং যথা তথৈব দেহেনাবৃতস্বরূপ ইব ন ত্বাবৃতঃ। উক্তযুক্তেরেব কিং কৃত্বা ভূতাদিময়ীং মায়াং স্বশক্তিং অবলম্ব্য প্রবর্ত্ত্য। নন্বেবং তর্হি তস্মিন্ মায়াবলম্বান্মালিন্যং বিকারশ্চ প্রসজ্জেতেত্যত আহ বিশুদ্ধং নির্ব্বিকারঞ্চ তত্র হেতুঃ অখণ্ডবোধং মজ্জ্ঞানমিব যস্য জ্ঞানং মায়য়া খণ্ডয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। ননু কথমিদবগতং ত্বয়েত্যত আহ আসমন্তাত্তপ্যমানেঽত্র হৃদয়ে ময়া অবসিতং প্রতীতং সন্তপ্যেতি মদীয়ে হৃদয়ে স্থিত্বা যেন মহ্যমপ্যেবং জ্ঞানং দত্তং তস্য জ্ঞানং কথং খণ্ডিতং ভবেদিতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই নিজ প্রভুর অদ্ভুত লীলা ও কৃপালুতা স্মরণপূর্ব্বক সাশ্চর্য্যে বলিতেছেন—'যঃ', যে ভগবান্ আমাদের ন্যায় দুর্ম্মতি জীবগণের নানা দুঃখময় প্রতি-শরীরেই অবস্থান করেন—ইহা কি আমাদের পালনের নিমিত্ত? অথবা—স্বৈর-লীলত্ব (তিনি স্বচ্ছন্দ লীলাশীল) বলিয়া, তাহা আমরা জানি না, এই ভাব। সেই ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করিতেছি—এই অন্বয়। আমি স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করতঃ কর্ম্মবদ্ধ হইয়া যে এই গর্ভে অবস্থান করিতেছি, তাহা সমুচিতই, কিন্তু সেই ভগবান্ কিজন্য এই দুর্গন্ধময় মহানরকে অন্তর্য্যামি-রূপেও অবস্থান করেন?—ইহাতে বলিতেছেন, 'কর্ম্মভিঃ বদ্ধঃ ইব' —যেন কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধের ন্যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বদ্ধ নহেন, যেহেতু তিনি শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতলে সঞ্চরণশীল চরণারবিন্দ। 'আবৃতাত্মা'—আমি যেমন পাঞ্চভৌতিক শরীরে আবদ্ধ, সেইরূপ তিনি দেহের দ্বারা আবৃত-স্বরূপের মতই, কিন্তু আবৃত নহেন (কারণ শ্রীভগবানের দেহ ও দেহি কোন বিভেদ নাই)। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে ঐরূপ যুক্তি অনুসারেই কি প্রকারে তিনি ঐরূপ দুর্গন্ধময় স্থানে অবস্থান করেন? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীং মায়াং অবলম্ব্য'—ভূতাদিরূপ (পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ) শরীরের আকারে পরিণতা নিজ মায়া-শক্তিকে প্রবর্ত্তন করাইয়া, অর্থাৎ স্বীকার করতঃ (অবস্থান করেন)। দেখুন—এইরূপ হইলে, সেই ভগবানে মায়ার অবলম্বন-হেতু মালিন্য ও বিকার অবশ্যই আসিয়া পড়ে। তাহাতে বলিতেছেন—'বিশুদ্ধ', অর্থাৎ প্রকৃতিগত দোষের দ্বারা অস্পৃষ্ট, এবং 'অবিকারং'—নির্ব্বিকার অর্থাৎ গুণক্ষোভ-রহিত, তাহার হেতু—'অখণ্ড-বোধং'—অপরিসীম জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের মত যাঁহার জ্ঞান মায়ার দ্বারা খণ্ডন (প্রতিহত) করিতে অসমর্থ—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, তুমি কি প্রকারে ইহা অবগত হইলে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'আতপ্যমান-হৃদয়ে অবসিতং'—সম্যক্‌রূপে তপ্যমান আমার এই হৃদয়ে আমা কর্ত্তৃক 'অবসিত', অর্থাৎ প্রতীত (প্রত্যক্ষীকৃত) হইয়াছে। আমার এই সন্তপ্যমান হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যিনি আমাকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান কি প্রকারে খণ্ডিত অর্থাৎ প্রতিহত হইতে পারে? এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে
চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ পঞ্চভূতরচিতে (পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ রচিতে) শরীরে অযথা (মিথ্যৈব) ছন্নঃ (ন বস্তুতঃ যতঃ তেন শরীরেণ) রহিতঃ (অসঙ্গঃ) ইন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকঃ, (ইন্দ্রিয়াণি চ গুণাঃ চ অর্থাঃ চ চিদাভাসঃ চ তদাত্মকঃ সঃ) অহং তেন (শরীরেণ) অবিকুণ্ঠমহিমানম্ (অবিকুণ্ঠঃ মহিমা যস্য তম্, অবগুণ্ঠেতি পাঠে অব অবসন্নং গুণ্ঠং আবরণং যস্য সঃ, মহিমা যস্য তং) তম্ এনম্ ঋষিং (সর্ব্বজ্ঞং) প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরং (নিয়ন্তারং) পুমাংসং (পুরুষোত্তমং) বন্দে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া যেরূপ আমার বোধ হইতেছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ আমার

নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসম্পৃক্ত সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীরযোগেও কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টি-জীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করাতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন বিকার বা মায়া সংস্পর্শত্ব লাভ করে না। কিম্বা মায়িক জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ দেহীতে কখনও ভেদ হয় না। কারণ তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ আমি সেই আদি পুরুষকে বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবঞ্চেৎ স কথমত্র শরীরে তিষ্ঠেত্তত্রাহ। যঃ শরীরেঽত্র রহিতঃ ইন্দ্রিয়াণি গুণাশ্চ অর্থাশ্চ তেষ্বেব চিচ্চৈতন্যং যস্য তথাভূত আত্মা স্বরূপং যস্য সোঽহং যথাত্র শরীরে ছন্ন এব তথা যোঽত্র রহিতঃ স্থিতোঽপ্যস্থিত এবেত্যর্থঃ, তেন হেতুনা ন বিশেষেণ কুণ্ঠো মহিমা যস্য তং, তেনাবগুণ্ঠেতি পাঠে ভাগুরিমতেঽকার-লোপেনাত্র সমাসে অবগুণ্ঠ-মহিমানমনাবৃতৈশ্বর্য্যম্। প্রকৃতেস্তদ্দ্রষ্টুর্মহাপুরুষস্য চ পরং তাভ্যাং পরতত্ত্বং পুমাংসং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই প্রকারই যদি হয়, তাহা হইলে সেই ভগবান্ কিজন্য এই শরীরে অবস্থান করিবেন ? তাহাতে বলিতেছেন —'যঃ' ইত্যাদি। যে আমি ঐ পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহে 'রহিতঃ'—অনাসক্ত হইয়া, 'ইন্দ্রিয়-গুণার্থ-চিদাত্মকঃ'—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়সকল, সত্ত্বাদি গুণ এবং অর্থ বলিতে শব্দাদি—এই সকলেই চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য যাহার, তথাভূত আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, সেই জীবাত্মা আমি যেমন এই শরীরে 'ছন্নঃ' অর্থাৎ মিথ্যা আবদ্ধ, (অর্থাৎ এই পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহে মিথ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন আমারও ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং চিদাভাস স্বরূপ হওয়ায়, এই স্থূল শরীর হইতে আমিও যে প্রকার পৃথক্), 'তথা যোঽত্র রহিতঃ'—তদ্রূপ যিনি (যে ভগবান্) এই শরীরে রহিত, অর্থাৎ স্থিত হইয়াও অনবস্থিতই, এই অর্থ। 'তেন'—সেই কারণে, 'অবিকুণ্ঠ-মহিমানং'—বিশেষরূপে কুণ্ঠিত (আবৃত) হয় নাই যাঁহার মহিমা, (সেই ভগবান্কে বন্দনা করি)। এইস্থলে 'অবগুণ্ঠ'— এইরূপ পাঠান্তরে —ভাগুরি বৈয়াকরণিকের মতে অকার লোপ হইয়া সমাসে, (অর্থাৎ 'ন অবগুণ্ঠ'—নঞ্ সমাস করিলে এখানে অকার লোপে 'ন বগুণ্ঠ'—পরে ন স্থানে অ হইয়া অবগুণ্ঠ পদ হইয়াছে) 'অবগুণ্ঠ-মহিমানং'—অর্থাৎ অনাবৃত মহিমা (ঐশ্বর্য্য) যাঁহার, সেই ভগবান্কে। 'প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ'—প্রকৃতি এবং তাহার দ্রষ্টা মহাপুরুষেরও 'পরং'—নিয়ন্তা, অর্থাৎ তাঁহাদের উভয় হইতেই যিনি পরতত্ত্ব, 'পুমাংসং'—সেই শ্রীকৃষ্ণকে (বন্দনা করি) ॥ ১৪ ॥

যন্মায়য়োরুগুণকর্ম্মনিবন্ধনেঽস্মিন্
সাংসারিকে পথি চরংস্তদতিশ্রমেণ।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যন্মায়য়া (যস্য মায়য়া) নষ্টস্মৃতিঃ (বিনষ্টা স্মৃতিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) উরুগুণকর্ম্ম-নিবন্ধনে (উরূণি মহান্তি গুণনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিতরাং বন্ধনানি যস্মিন্ তস্মিন্) অস্মিন্ সাংসারিক (সংসারসম্বন্ধিনি) পথি (প্রবৃত্তিমার্গে) তদতিশ্রমেণ (তৎকৃতেন ক্লেশেন) চরন্ অয়ং (জীবঃ) মহদনুগ্রহম্ (মহতঃ তস্য এব ঈশ্বরস্য অনুগ্রহম্) অন্তরেণ (বিনা) পুনঃ কয়া যুক্ত্যা (কেন উপায়েন) লোকং (নিজস্বরূপং) প্রবৃণীতে (সংভজেৎ জানীয়াৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মায়ার দ্বারা জীব পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া বিস্তৃত গুণ-কর্ম্ম-নিমিত্ত এই সংসার-পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বীদৃশী ভক্তিস্ত্বয়া কথং প্রাপ্তেতি তত্র ভক্তেঃ প্রাপ্তিকারণং মহদনুগ্রহ এবেত্যাহ যদিতি। তদতিশ্রমেণ তৎপথপর্য্যটনশ্রমেণ হেতুনা নষ্টস্মৃতি-রয়ং মল্লক্ষণো জনঃ মহদনুগ্রহং বিনা কয়া যুক্ত্যা লোকং ভগবতো ধাম প্রবৃণীত স্বাভীপ্সিতবরত্বেন বৃণুয়াৎ। অপি তু ন কয়াপীত্যতঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃষ্ণ-ভক্তস্য কস্যচিন্মদ্গুরোঃ প্রসাদবিলসিতমেবৈতন্মে কৃষ্ণভজনমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তুমি কিপ্রকারে এইরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে ভক্তির প্রাপ্তির কারণ—মহতের অনুগ্রহই, ইহা বলিতেছেন—'যন্মায়য়া'—যাঁহার মায়ায়। 'তদতিশ্রমেণ'—সেই (গুণকর্ম্ম-নিমিত্ত এই সংসার বন্ধনরূপ) পথে পর্য্যটনের পরিশ্রম-হেতু, 'নষ্টস্মৃতিঃ অয়ং'—জীব ও পরমাত্মার যথার্থ্য জ্ঞান যাহার নষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ আমার মত লোক, মহতের অনুগ্রহ ব্যতীত, অন্য কোন্ কারণে 'লোকং'—লোক অর্থাৎ ভগবানের ধাম, 'প্রবৃণীত'—নিজের শ্রেষ্ঠ অভীপ্সিতরূপে লাভ করিতে পারে ? অন্য কোন প্রকারেই নহে। পূর্ব্বজন্মে কৃষ্ণভক্ত কোনও মদীয় শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইতে উদ্ভূত আমার এই কৃষ্ণভজন, (অর্থাৎ সেই করুণাময় শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই আমার শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি।)—এই ভাব ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব-
স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।
তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানা-
স্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ এতৎ ত্রৈকালিকং জ্ঞানং (ত্রিকালবিষয়জ্ঞানং মম জাতং তৎ তং বিনা) কতমঃ (ময়ি) অদধাৎ (ন কোঽপি)। (কিন্তু) স্থিরচরেষু (স্থিরেষু স্থাবরেষু চরেষু জঙ্গমেষু) অনুবর্ত্তিতাংশম্ (অনুবর্ত্তিতঃ অংশঃ অন্তর্য্যামিরূপঃ যেন তং) তং জীবকর্ম্মপদবীং (জীবরূপাং কর্ম্মপদবীং তন্মার্গম্) অনুবর্ত্তমানাঃ বয়ং তাপত্রয়োপশমনায় (কর্ম্মানুসারেণ প্রাপ্তং যৎ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ং তস্য নিবৃত্তয়ে) ভজেম ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেইবা সমর্থ হইবেন ? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলস্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তং পরমেশ্বরং কেন প্রমাণেন জ্ঞাত্বা ভজসীতি তত্রানুমানেনৈবেত্যাহ জ্ঞানং যদেতৎ ময্যধমেঽপি অদধাৎ ধারয়ামাস অর্পয়তি স্মেমত্যর্থঃ। স কতমো দেবো ভবেৎ। দেবেষু মধ্যে কশ্চিন্মুখ্যো ভবেদিতি মজ্জ্ঞানান্যথানুপপত্ত্যৈবানুমীয়মানং ত্রৈকালিকং ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানকালেষু বিরাজমানং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতোঽন্তর্য্যামিরূপোঽংশো যেন তং। জীবসম্বন্ধিনীং কর্ম্মপদবীং ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সেই পরমেশ্বরকে কি প্রমাণের দ্বারা অবগত হইয়া ভজন করিতেছ ? তাহাতে অনুমানের দ্বারাই, ইহা বলিতেছেন—'জ্ঞানং যৎ এতৎ'—অধম আমাতেও যিনি এই যে জ্ঞান 'অদধাৎ'—ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ অর্পণ করিয়াছেন, এই অর্থ। 'স কতমঃ দেবঃ'—তিনি দেবগণের মধ্যে নিশ্চয় কোন মুখ্য দেবই হইবেন। ইহাতে আমার জ্ঞানের অন্যথা উপপত্তির (সঙ্গতির) অভাব-বশতঃই অনুমীয়মান, ত্রিকালিক অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে বিরাজমান, যে জ্ঞান। (তাহা যে ঈশ্বর বিধান করিতেছেন)। 'স্থির-চরেষু অনুবর্ত্তিতাংশং'—স্থাবর, জঙ্গম সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তিত হইয়াছে (অর্থাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে) অন্তর্য্যামি-রূপ অংশ যাঁহার, (সেই ভগবান্‌কে আমরা ভজনা করি)। 'জীব-পদবীং'—জীব-সম্বন্ধি যে কর্ম্ম-পদবী, (অর্থাৎ জীব আমাদের যে সকল কর্ম্ম, তাহার পদবী বলিতে ফলরূপ সংসার, তাহাতে অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা ত্রিতাপ-জ্বালা দূর করিবার নিমিত্ত সেই পরমেশ্বরকে ভজনা করি।) ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—কতমঃ সুখতমঃ ॥ ১৬ ॥

দেহ্যন্যদেহবিবরে জঠরাগ্নিনাসৃগ-
বিণ্মূত্রকূপপতিতো ভৃশতপ্তদেহঃ।
ইচ্ছন্নিতো বিবসিতুং গণয়ন্ স্বমাসান্
নির্ব্বাস্যতে কৃপণধীর্ভগবন্ কদা নু ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, অন্যদেহবিবরে (মাতুঃ উদরকুহরে) অসৃগ্ বিণ্মূত্রকূপপতিতঃ (রক্তবিষ্ঠামূত্রকূপে পতিতঃ) জঠরাগ্নিনা (মাতুঃ উদরস্থেন অগ্নিনা) ভৃশতপ্তদেহঃ (ভৃশম্ অত্যর্থং তপ্তঃ দেহঃ যস্য সঃ) কৃপণধীঃ (কৃপণা দীনা ধীঃ যস্য সঃ) ইতঃ (বিব-

রাৎ) বিবসিতুং (নির্গন্তুম্) ইচ্ছন্ স্বমাসান্ (গর্ভবাসকালং) গণয়ন্ (অসৌ) কদা নু নির্ব্বাস্যতে (বহিঃ নির্গমিষ্যতে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন, আমি রক্ত, মল ও মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানলদ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এইস্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি; ভাবিতেছি, ভগবান কবে আমায় এইস্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে প্রভো মম দুঃখং সুখং ত্বচ্চরণপ্রাপ্তিশ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং ত্বদধীনমিত্যহমতিবাল্যাদতিতারুণ্যাচ্চ কিমপি পৃচ্ছামীত্যুদ্দেশেনৈব ভগবন্তমাহ। অহং দেহী অন্যদেহবিবরে মাতুরুদরকুহরে, অত ইতো বিবরাৎ বিবসিতুং বিযুক্তীভবিতুমিচ্ছন্ স্বমাসান্ অয়মষ্টমোহয়ং নবমোহয়ং দশম ইত্যেবং গণয়ন্ কৃপণধীঃ স্বীয়দুঃখসুখদত্তদৃষ্টিত্বাৎ কুবুদ্ধির্মল্লক্ষণোহয়ং জনঃ কদা নির্ব্বাস্যতে বহির্নিষ্ক্রাময়িষ্যতে ভবতেত্যত্র তস্য কষ্টস্য সোঢুমশক্যত্বাদ্বহিরেব তত্র ত্বাং ভজেয়েতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে প্রভো! আমার দুঃখ, সুখ এবং আপনার চরণ-প্রাপ্তি, এ সকলই আপনারই অধীন—ইহাতে আমি অতিবাল্য ও অতিশয় তারুণ্যবশতঃ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা উদ্দেশেই ভগবান্‌কে বলিতেছেন—'দেহী', আমি দেহধারী জীব, 'অন্যদেহ-বিবরে'—অন্যের দেহ অর্থাৎ মাতার উদরকুহরে (গর্ভে, শোণিত ও বিষ্ঠা-মূত্রের কূপে পতিত হইয়া জঠরানল দ্বারা অতিশয় ক্লিষ্ট হইতেছি)। অতএব 'ইতো বিবসিতুং'—এই গর্ত্ত হইতে বিযুক্ত হইবার কামনায়, 'স্ব-মাসান্'—এই অষ্টম মাস, এই নবম মাস, এই দশম মাস—এইরূপ গণনা করতঃ, 'কৃপণধীঃ'—নিজেতে দুঃখ, সুখ-দৃষ্টি প্রদান করায় কুবুদ্ধি-সম্পন্ন আমার মত এই জন, 'কদা নির্ব্বাস্যতে' —কবে বহির্গত হইবে? অর্থাৎ আপনি কবে বাহিরে নিষ্ক্রামণ করিবেন। এই গর্ভাবাসের কষ্ট সহ্য করা অশক্য বলিয়া, বাহিরেই যাহাতে আপনাকে ভজন করিতে পারি—এই ভাব ॥ ১৭ ॥

———

যেনেদৃশীং গতিমসৌ দশমাস্য ঈশ
সংগ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেন।
স্বেনৈব তুষ্যতু কৃতেন স দীননাথঃ
কো নাম তৎপ্রতি বিনাঞ্জলিমস্য কুর্য্যাৎ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ! ভবাদৃশেন (নিরুপমেণ) পুরুদয়েন (অতি দয়ালুনা) যেন (ভগবতা) দশমাস্যঃ (দশমাসপরিমিতঃ) অসৌ (অহম্) ঈদৃশীং (দুর্ল্লভাং) গতিং (জ্ঞানং পূর্ব্বজন্মাদিস্মরণং) সংগ্রাহিতঃ (সম্যক্ গ্রাহিতঃ) সঃ দীননাথঃ (ভগবান্) স্বেন কৃতেন এব (স্বয়ং) তুষ্যতু। অঞ্জলিং (নমস্কার মাত্রং) বিনা কঃ নাম (নঃ কঃ অপি পুমান্) অস্য (ভগবতঃ) তৎ (উপকাররূপং) প্রতিকুর্য্যাৎ (প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, ভবৎসদৃশ অসীম কৃপাময় যে পুরুষ দশমাসমাত্র বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ আপন কার্য্যদ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হউন্। কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন? ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি কদা নির্ব্বাস্যতে ইতি মামুক্ত্বা ময়ি সম্প্রত্যপি ত্বামিতো বহির্নিষ্ক্রময়েতি নির্দ্দয়ত্বমেব কিং প্রসঞ্জয়সীতি তত্র সলজ্জং সশঙ্কং সরসনাদংশং সাত্মধিক্কারমাহ যেন ঈদৃশীং দেবৈরপি দুর্ল্লভাং গতিং ত্বত্তত্ত্বলক্ষণামবস্থাং দশমাস্যো গর্ভস্থোহপ্যহং গ্রাহিতঃ পুরুদয়েন ভবাদৃশেনেতি ভবতেত্যাক্ষেপলব্ধস্য বিশেষণাৎ ভবৎসদৃশো দয়ালুর্ভবানেব নান্য ইত্যনন্বয়ালঙ্কারো বোধিতঃ। এতৎপ্রতিকৃতিস্তু ময়া ব্রহ্মায়ুষাপ্যশক্যেত্যাহ স্বকৃতেনৈব স্বয়ং তুষ্যতু। অঞ্জলিমঞ্জলিমাত্রং বিনা তৎপ্রতিবিধিং কো নাম কুর্য্যাৎ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ অস্য তব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি ভগবান্ বলেন—দেখ, 'কদা নির্ব্বাস্যতে' (১৭ শ্লোক)—এই জীব কবে বহিষ্কৃত হইবে—এইরূপ আমাকে বলায়, এখনও তোমাকে এই গর্ভ থেকে নিষ্ক্রমণ না করায়—আমাতে নির্দ্দয়ত্বই স্থাপন করিতেছ, তাহার উত্তরে লজ্জা, শঙ্কা, জিহ্বাদংশন ও আত্ম-ধিক্কারের সহিত বলিতেছেন—'যেন ঈদৃশীং'—ভবৎসদৃশ অসীম দয়াবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক, দেবগণেরও দুর্ল্লভ গতি, অর্থাৎ

আপনার ভক্তস্বরূপ অবস্থা দশ মাসের গর্ভস্থ হইয়াও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে 'ভবৎ-সদৃশ দয়ালু' কর্তৃক—ইহা বলায় আক্ষেপ-লব্ধ অর্থে আপনার ন্যায় দয়ালু, আপনিই, অন্য কেহ নয়—এই 'অনন্বয়' অলঙ্কার জানান হইল। ("উপমানোপমেয়ত্বম্ এক-স্যৈব ত্বনন্বয়ঃ"—রসামৃতশেষে শ্রীজীব-পাদ, অর্থাৎ একবাক্যে একজনেরই উপমান ও উপমেয়ত্ব হইলে 'অনন্বয়' অলঙ্কার হয়।) 'তৎপ্রতি'—ইহার প্রত্যু-পকার কিন্তু আমি ব্রহ্মার সমান পরমায়ুঃ লাভ করিলেও প্রদান করিতে সক্ষম নই, 'স্বেনৈব'—আপ-নার স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারাই আপনি প্রীত হউন। আপনাকে কেবল অঞ্জলিবদ্ধ (করযোড়) বিনা, আপ-নার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে কাহার সাধ্য আছে? ॥ ১৮ ॥

———

পশ্যত্যয়ং ধিষণয়া ননু সপ্তবধ্রিঃ
শারীরকে দমশরীর্য্যপরঃ স্বদেহে।
যৎসৃষ্টয়া স তমহং পুরুষং পুরাণং
পশ্যে বহির্হৃদি চ চৈত্ত্যমিব প্রতীতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ অপরঃ (পশ্বাদিঃ) সপ্তবধ্রিঃ (জীবঃ) স্বদেহে শারীরকে (শরীরভবে সুখদুঃখে) ননু (কেবলং) পশ্যতি। অহং (পুনঃ) যৎ সৃষ্টয়া ধিষণয়া (যদ্দত্তেন বিবেকজ্ঞানেন) দমশরীরী (শম-দমাদিযুক্তশরীরবান্) আস (আসম্ অভবং) তম্ (এব) পুরাণম্ (অনাদি সর্ব্বকারণং) পুরুষং (পূর্ণং) চৈত্ত্যম্ (অহঙ্কারাস্পদং ভোক্তারম্) ইব (অপরো-ক্ষয়া) বহিঃ হৃদি চ প্রতীতং পশ্যে (পশ্যামি) ॥১৯॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! সপ্তধাতুরূপ বন্ধনে বদ্ধ পশ্বাদি অপরাপর জন্তুসকল কেবল স্ব-স্ব দেহে শরী-রোৎপন্ন-সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞানবলে শমদমাদি-যুক্ত হইয়াছি, সেই ভোক্তাস্বরূপ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান অনাদি পূর্ণপুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্মিন্ ভগবৎ-কৃপাতিশয়মন্যতো বৈলক্ষণ্যেনাহ পশ্যতীতি অয়ং মনুষ্যজাতিমাপন্নঃ সপ্তবধ্রি গর্ভগতো জীবঃ শারীরকে শরীরভবে সুখ-দুঃখে এব ধিষণয়া বুদ্ধ্যা পশ্যতি, ততোঽপ্যপরঃ কশ্চিদ্ভাগ্যবান্ স্বদেহে স্থিতো দমশরীরী জ্ঞানী ভবতি। অহন্তু স প্রসিদ্ধঃ পাপাত্মাপি যৎসৃষ্টয়া যদ্দত্তয়া ধিষণয়া তং পুরাণং পুরুষং পুরুষোত্তমং চৈত্ত্যং চিত্তাধিষ্ঠাতারং চিত্তেনাপি সেব্যং প্রভুং বহিশ্চ হৃদি চ প্রতীতমপরোক্ষতয়া প্রাপ্তমিব পশ্যে পশ্যামি। অত্র নিরুক্তে চ বা-শব্দেন দর্শিতং জীবানাং ত্রৈবিধ্যং 'মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ' ইতি তদ্ভাবনাবাক্যান্তরং সাংখ্যং যোগং সমভ্যস্যেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকমিতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজেতে শ্রীভগবানের কৃপাতি-শয্য অন্য হইতে বিলক্ষণভাবে বলিতেছেন—'পশ্যতি' ইত্যাদি। 'অয়ং'—এই মনুষ্যজাতিতে জন্মলব্ধ সপ্ত-ধাতুময় গর্ভস্থিত জীব 'শারীরকে'—কেবলমাত্র নিজের শরীরোৎপন্ন সুখ-দুঃখকেই অনুভব করিয়া থাকে। তাহা হইতে 'অপরঃ'—অন্য কোন ভাগ্যবান্ জীব নিজদেহে থাকিয়াই 'দম-শরীরী'—শম-দমাদি সম্পন্ন জ্ঞানী হইয়া থাকেন। আমি কিন্তু 'সঃ'—সেই প্রসিদ্ধ পাপাত্মা হইয়াও, 'যৎসৃষ্টয়া ধিষণয়া'—যাঁহার প্রদত্ত বুদ্ধিতে 'তং পুরাণং পুরুষং'—সেই পুরাণ-পুরুষ পুরুষোত্তমকে 'চৈত্ত্যং'—চিত্তের অধিষ্ঠাতা-স্বরূপকে অর্থাৎ চিত্তের দ্বারাও সেব্য প্রভুকে, বাহিরে এবং অন্তরেও 'প্রতীতম্ ইব'—অপরোক্ষরূপে (প্রত্যক্ষরূপে) প্রাপ্তের ন্যায় অবলোকন করিতেছি। এখানে নিরুক্তে বর্ণিত (১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)—'পুরুষং বা'—এই বা-শব্দের দ্বারা জীবগণের ত্রৈবিধ্য দর্শিত হইল, 'মৃতশ্চাহং'—অর্থাৎ মৃত হইয়া আমি পুনরায় জাত হইয়াছি, আবার জন্মগ্রহণ করিয়াও পুনর্ব্বার মৃত হইয়াছি, ইত্যাদি সেই ভাবনাবাক্যের পর, কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগের অভ্যাস করেন, অপর কেহ পঞ্চবিংশাত্মক পরমপুরুষকে ভজনা করেন। (এইরূপ জীবের ত্রিবিধ অবস্থা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে) ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—অশরীরবৎ পরমাত্মবৎ পরমাত্মন এব দেহোঽপি তদ্বশত্বাৎ।

তত্ত্বজ্ঞানং তু দেবানাং গর্ভস্থানাং ভবিষ্যতি।
উত্তমানামৃষীণাং বাপ্যন্যেষাং বহুজন্মগম্ ॥

ইতি স্কান্দে ॥ ১৯ ॥

সোঽহং বসন্নপি বিভো বহুদুঃখবাসং
গর্ভান্ন নির্জিগমিষে বহিরন্ধকূপে।
যত্রোপযাতমুপসর্পতি দেবমায়া।
মিথ্যামতির্যদনু সংসৃতিচক্রমেতৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, বহুদুঃখবাসং (বহুভিঃ দুঃখৈঃ সহ বাসঃ যথা ভবতি তথা, গর্ভে) বসন্ অপি সঃ (সম্পাদিতবিবেকঃ) অহং গর্ভাৎ বহিঃ ন নির্জিগমিষে (নির্গন্তুং ন ইচ্ছামি) যত্র (গর্ভাৎ বহিঃ) অন্ধকূপে (বিবেকতিরোধায়কে) উপগতং (গতং প্রাপ্তং প্রাণিনং) দেবমায়া (দেবস্য তব দুষ্পারা মায়া) উপসর্পতি (ব্যাপ্নোতি) যৎ (যাং মায়াম্) অনু মিথ্যামতিঃ (দেহে অহং বুদ্ধিঃ) সংসৃতিচক্রং (চ) এতৎ (ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভমধ্যে বাস করিয়াও এইস্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না; কেননা, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময় সংসার-কূপ বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব পশ্চাতে দেহাদিতে 'অহং'-বুদ্ধি করিয়া পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধ নিমিত্ত এই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ত্বং ভক্ত্যৈব মামেবং ব্রূষে কিঞ্চাত্র দুঃখেনোদ্বিজসে চ যতঃ কদা নির্ব্বাস্যত ইতি নিবেদয়িষ্যতস্ত্বামধুনৈবাতো গর্ভান্নিষ্ক্রময়ামীতি তত্র ন ন নেত্যাহ সোঽহমিতি যত্র বহিরুপযাতং প্রাণিনং দেবস্য তব মায়া উপসর্পতি ব্যাপ্নোতি যদনু যামনু মিথ্যামতির্দেহে অহংবুদ্ধিস্ততশ্চ সংসৃতিচক্রম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি ভগবান্ বলেন—দেখ, তুমি ভক্তিতেই আমাকে এইরূপ বলিতেছ, আবার গর্ভে থাকিয়া দুঃখেও ব্যাকুলিত হইতেছ, যেহেতু 'এই জীব কবে বহির্গত হইবে'—এইরূপ নিবেদন করিতেছ, অতএব তোমাকে এখনই গর্ভ হইতে নিষ্ক্রামণ করিতেছি, তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন —না, না, কিছুতেই না। 'সঃ অহং'—(অর্থাৎ ভগবানের প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধিযুক্ত সেই আমি, দুঃখাবস্থায় এই গর্ভে বাস করিয়াও, বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ) 'যত্র'—যেখানে, বাহিরে অবস্থিত প্রাণিকে, দেব তোমার মায়া অভিভূত করে, 'যাম্ অনু'—যে মায়ায় জীবের মিথ্যামতি, অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি হয় এবং তারপর 'সংসৃতি-চক্রম্'—পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধবশতঃ এই সংসার-চক্র ॥ ২০ ॥

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (বহির্নিঃসরণপ্রযুক্তদোষাৎ) যথা মে (মম) ভূয়ঃ (পুনঃ) অনেকরন্ধ্রম্ (নানাগর্ভবাসরূপম্) এতদ্ ব্যসনং (দুঃখং) যথা মা (ন) ভবিষ্যৎ (ভবিষ্যতি তথা অত্র এব স্থিতঃ) বিগতবিক্লবঃ (অব্যাকুলঃ সন্) সুহৃদা আত্মনা (সারথিরূপয়া বুদ্ধ্যা) এব উপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ (উপসাদিতৌ হৃদয়ং প্রাপিতৌ বিষ্ণোঃ পাদৌ যেন সঃ তথাভূতঃ চ সন্) অহং তমসঃ (সংসারাৎ) আত্মানম্ আশু (শীঘ্রম্) উদ্ধরিষ্যে (উদ্ধরিষ্যামি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ করতঃ সারথীরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাতে অতি শীঘ্রই উদ্ধার করিব। হে ভগবন্, যেন পুনর্বার আমার নানা গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত হইতে না হয় ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি কিং নিশ্চিনোষীতি ? তত্রাহ—তস্মাদিতি। তত্রৈব স্থিতো দুঃখেনাপি বিগতবিক্লবোঽব্যাকুলঃ সন্ সুহৃদা আত্মনা সারথিরূপয়া বুদ্ধ্যৈব অনয়া ত্বদ্দত্তয়া আত্মানং তমসঃ সংসারাদুদ্ধরিষ্যামি যথা এতৎ অনেকরন্ধ্রং নবদ্বারস্থূলদেহলক্ষণং ব্যসনং বিপত্তির্মে মম মা ভবিষ্যন্ন ভবিষ্যতি, কাত্র তব সাধনসামগ্রী তত্রাহ উপসাদিতৌ স্মরণকীর্ত্তনাদিভিরাশ্রিতৌ বিষ্ণোস্তব পাদৌ যেন তস্য ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে তুমি কি নিশ্চয় করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। এই গর্ভেই অবস্থানপূর্ব্বক অতিদুঃখেও অব্যাকুলিত হইয়া, 'সুহৃদা আত্মনা'—তোমার প্রদত্ত সারথিরূপ

এই বুদ্ধির দ্বারাই, 'আত্মানং'—আমার নিজের আত্মাকে, 'তমসঃ'—অন্ধকাররূপ এই সংসার হইতে উদ্ধার করিব। 'যথা'—যাহাতে এই নবদ্বার-বিশিষ্ট স্থূলদেহ-রূপ বিপত্তি আমার না হয়। যদি বলেন —ইহাতে তোমার কি সাধন-সামগ্রী আছে? তাহাতে বলিতেছেন — 'উপসাদিত-বিষ্ণুপাদঃ' — উপসাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ স্মরণ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা আশ্রিত হইয়াছে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মদ্বয় যাহা কর্ত্তৃক, সেই আমার (যেন পুনর্ব্বার দুঃখের বীজ-স্বরূপ গর্ভ-যাতনা ভোগ করিতে না হয়) ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

এবং কৃতমতির্গর্ভে দশমাস্যঃ স্তুবন্নৃষিঃ।
সদ্যঃ ক্ষিপত্যর্বাচীনং প্রসূত্যৈ সূতিমারুতঃ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। দশমাস্যঃ (দশ-মাসাঃ পরিচ্ছেদকাঃ যস্য সঃ প্রসূতিপূর্ব্বক্ষণলক্ষণো-পেতঃ ঋষিঃ (জীবঃ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) স্তুবন কৃতমতিঃ (কৃতা মতিঃ যেন সঃ ভবতি) সদ্যঃ (তৎক্ষণম্ এব) অবাচীনম্ (অবাঙ্মুখং তং) প্রসূত্যৈ (বহির্নিগমনায়) সূতিমারুতঃ (প্রসূতিহেতুঃ মারুতঃ) ক্ষিপতি (নুদতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ — শ্রীভগবান কপিলদেব কহিলেন, (মাতঃ) এইরূপ দশমাস বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন ভগবানের স্তব করিতে থাকে, অমনি প্রসবের কারণী-ভূত বায়ু তাহাকে অবাঙমুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করে॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কৃত্বা গর্ভ এবোষিত্বা কৃষ্ণং ভজামীতি নিশ্চিতা মতির্যেন সঃ। স্তুবন্ সন্ ঋষি-রেব ভবেদিত্যন্বয়ঃ। ন তস্য গর্ভান্নিঃসৃতস্য পুনঃ সংসার ইতি ভাবঃ। যস্তু প্রস্তুতঃ পূর্ব্বাধ্যায়ত এব প্রক্রান্তো জীবস্তস্য দুরবস্থা শ্রূয়তামিত্যাহ সদ্য ইতি। অবাচীনমধোগচ্ছন্তং সাংসারিকং সূতিহেতুর্মারুতঃ প্রসূত্যৈ সদ্যো দশমাসীয়ক্ষণ এব ক্ষিপতি। তেন যঃ স্তুবন্ ঋষির্ভবেৎ স তু সূতিমারুতক্ষেপং বিনৈব গর্ভান্নির্গচ্ছতীত্যর্থো লভ্যতে। অত্রৈক এব জীবো যদি বিবক্ষিতঃ স্যাত্তদা পূর্ব্বার্দ্ধেঽপি কৃতমতিমিত্যেবং দ্বিতীয়ান্তান্যেব পদানি প্রযুজ্যেরন্নিতি সন্দর্ভঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং কৃতমতিঃ'—গর্ভেই অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিব—এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছে মতি যাঁহার, তিনি 'স্তুবন্ ঋষিঃ'—স্তবকারী ঋষিই হইবেন—এইরূপ অন্বয়। গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আর পুনরায় সংসার ভোগ করিতে হয় না—এই ভাব। কিন্তু পূর্ব্ব অধ্যায় হইতে যে জীবের কথা বলা হইতেছিল, তাহার দুর-বস্থা শ্রবণ করুন—ইহা বলিতেছেন, 'সদ্যঃ' ইতি। 'অবাচীনং'—অধোগামী সাংসারিক জীবকে (সুখ-দুঃখময় ক্লেশবহুল সংসার পথে), প্রসবের মূল কারণ বায়ু সদ্যই, অর্থাৎ দশ মাসীয় ক্ষণেই 'ক্ষিপতি'—নিক্ষেপ করে। ইহার দ্বারা যিনি স্তবকারী ঋষি (আত্মদর্শী) হইবেন, তিনি কিন্তু প্রসব-মারুতের নিক্ষেপ ব্যতীতই গর্ভ হইতে নির্গত হন—এইরূপ অর্থ লব্ধ হইতেছে। এখানে একই জীবের সম্বন্ধে যদি বলা হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধেও 'কৃতমতিং'—স্থিরচিত্ত জীবকে, এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত পদেরই প্রয়োগ করা হইত—ইহা সন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ। (অতএব অতি সৌভাগ্যবান্ কোন কোন ভক্তজীব, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহারাই মাতৃগর্ভে স্তুতি করিয়া থাকেন। অন্যান্য কর্ম্মী জীবের ক্লেশময় গতি পরেও বলিবেন।) ॥ ২২ ॥

তেনাবসৃষ্টঃ সহসা কৃত্বাবাক্‌শির আতুরঃ।
বিনিষ্ক্রামতি কৃচ্ছ্রেণ নিরুচ্ছ্বাসো হতস্মৃতিঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—তেন (সূতিবাতেন) সহসা অবসৃষ্টঃ (অধঃক্ষিপ্তঃ সন্) শিরঃ অবাক্ (অধঃ) কৃত্বা আতুরঃ (অবশঃ) নিরুচ্ছ্বাসঃ (মূর্চ্ছিতঃ) হতস্মৃতিঃ (হতা বিনষ্টা পূর্ব্বোক্তা স্মৃতিঃ যস্য সঃ) অতি-কৃচ্ছ্রেণ (বহুক্লেশেন) বিনিষ্ক্রামতি (বহিঃ আগ-চ্ছতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশ-ভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময়

তাহার শ্বাস রুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হতা স্মৃতিঃ 'মৃতশ্চাহং পুনর্জাত' ইত্যাদি-পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মানুসন্ধানলক্ষণা যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হতস্মৃতিঃ'—'মৃত আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি'—ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান যাহার লুপ্ত হইয়াছে, সেই জীব (অতিকষ্টে বহির্গত হয়) ॥ ২৩ ॥

পতিতো ভুব্যসৃঙ্মিশ্রো বিষ্ঠাভূরিব চেষ্টতে।
রোরূয়তি গতে জ্ঞানে বিপরীতাং গতিং গতঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—ভুবি অসৃঙ্ মিশ্রঃ (মাতুঃ গর্ভাৎ রক্তাক্তঃ) পতিতঃ বিষ্ঠাভূঃ (কৃমিঃ) ইব চেষ্টতে (অঙ্গানি চালয়তি) জ্ঞানে (গর্ভবাসকালপ্রাপ্তে) গতে (বিনষ্টে সতি) বিপরীতাং গতিং গতঃ (দেহাদ্যভিমানং প্রাপ্তঃ সন্) রোরূয়তি (রোরূয়তে ভৃশং রোদিতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ জীব রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া পুরীষ-জন্মা-কৃমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং ভিন্নদশা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্ঠাভূঃ কৃমিরিব রোরূয়তি রোরূয়তে জ্ঞানে প্রাচীনে গতে সতি বিপরীতামজ্ঞত্বলক্ষণাং, ভক্ত-জীবস্যাপি বস্তু-স্বাভাব্যাদাবাল্যং প্রায়ো জ্ঞানমাবৃতং তিষ্ঠতি। ততঃ কিঞ্চিন্মাত্রং সৎসঙ্গেনোদ্বুদ্ধপূর্ব্ব-সংস্কারস্য ভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্ঠাভূঃ ইব'—বিষ্ঠা হইতে জাত কৃমির ন্যায় (রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পতিত হইয়া অঙ্গ সঞ্চালন-পূর্ব্বক) 'রোরূয়তি'—রোরূয়তে, (এখানে পৌনঃপুন্য অর্থে যঙন্ত প্রত্যয়ে আত্মনেপদী হইবে)। প্রাচীন জ্ঞান অপগত হওয়ায় দেহাদ্যভি-মানরূপ বিপরীত গতি লাভ করতঃ পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে থাকে। ভক্ত-জীবেরও বস্তুর স্বভাব-বশতঃ বাল্যকাল পর্য্যন্ত প্রায় জ্ঞান আবৃতই থাকে। তারপর কিছুমাত্র সৎসঙ্গের দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে, ভক্তিতে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

পরচ্ছন্দমবিদুষা পুষ্যমাণো জনেন সঃ।
অনভিপ্রেতমাপন্নঃ প্রত্যাখ্যাতুমনীশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—পরচ্ছন্দং (পরস্য বালস্য ছন্দম্ অভি-প্রায়ম্) অবিদুষা (অজানতা) জনেন সঃ (বালঃ) পুষ্যমাণঃ অনভিপ্রেতং (স্তন্যার্থং রোদনে উদর-ব্যথাং প্রকল্প্য নিম্বরসপানম্, উদরব্যথয়া রোদনে স্তন্যপানম্ ইত্যাদি) আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ অপি) প্রত্যা-খ্যাতুম্ অনীশ্বরঃ (অসমর্থঃ সন্ রোদিতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পরের অভিপ্রেত যাহারা জানে না সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তি দ্বারা সেই নব প্রসূত শিশু প্রতি-পালিত হয়। সুতরাং শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্য উদ্ভাবনে অসমর্থ সেই প্রতিপালক শিশুর ক্রন্দনকালে অনভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেও (অর্থাৎ স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে, শিশুর উদর ব্যথা কল্পনা করিয়া নিম্বরস প্রদান এবং শিশু প্রকৃতপক্ষে উদর-ব্যথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে ঔষধ দানের পরিবর্ত্তে স্তন্য-দান) সেই শিশু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরস্য ছন্দমভিপ্রায়মবিদুষা স্তন্যার্থং রোদনে উদরব্যথাং প্রকল্প্য নিম্বরসং পায়য়তা উদর-ব্যথায়াং রোদনে ক্ষুধাং প্রকল্প্য স্তন্যং পায়য়তা জনেন মাত্রাদিনা নেশঃ ন সমর্থঃ রোরূয়ত ইত্যনুষঙ্গঃ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরচ্ছন্দম্ অবিদুষা'—পরের অভিপ্রায় যাহারা জানে না, অর্থাৎ স্তন্যপানের নিমিত্ত রোদন করিলে, উদরের ব্যথা মনে করিয়া নিম্বরস পান করায়, আবার উদরের ব্যথায় শিশু রোদন করিলে, ক্ষুধা পাইয়াছে মনে করিয়া স্তন্যপান করায় যে সকল জননী প্রভৃতি, 'পুষ্যমাণঃ'—তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত সেই শিশু কিন্তু অনভিপ্রেত বস্তু তাহাকে দিলেও উহা প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ হইয়া, রোদন করে—ইহার সহিত অন্বয় হইবে ॥ ২৫ ॥

শায়িতোঽশুচিপর্য্যঙ্কে জন্তুঃ স্বেদজদূষিতে।
নেশঃ কণ্ডূয়নেঽঙ্গানামাসনোত্থানচেষ্টনে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—জন্তুঃ (শিশুঃ) স্বেদজদূষিতে (মশক মৎকুণাদিভিঃ দুঃখপ্রদে) অশুচিপর্য্যঙ্কে (মলমূত্রাদি-লিপ্তে অশুদ্ধে পর্য্যঙ্কে) শায়িতঃ (সন্) অঙ্গানাং কণ্ডূয়নে (সংঘর্ষণে) আসনোত্থানচেষ্টনে (উপবেশনে উত্থানে অঙ্গ সঞ্চালনে চ) নেশঃ (অনীশঃ অসমর্থঃ সন্ রোদিতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শিশুর প্রতিপালক ঐ শিশুকে অপবিত্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া রাখে। শিশুর স্বেদজাত কীট-সমূহ উহার গাত্রে দংশন করিতে থাকিলেও ঐ শিশু স্বীয় শরীর কণ্ডূয়ন বা শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না ॥ ২৬ ॥

তুদন্ত্যামত্বচং দংশা মশকা মৎকুণাদয়ঃ।
রুদন্তং বিগতজ্ঞানং কৃময়ঃ কৃমিকং যথা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—আমত্বচং (আমা কোমলা ত্বক্ যস্য তং) বিগতজ্ঞানং (বিগতং গর্ভে জাতং জ্ঞানং যস্য তং) রুদন্তং (তং শিশুং) কৃমিকং (ক্ষুদ্রং কৃমিং) যথা কৃময়ঃ (তুদন্তি তথা) দংশাঃ মশকাঃ মৎকুণাদয়ঃ (চ) তুদন্তি (ব্যথয়ন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বড় বড় কৃমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশ, মশক ও মৎকুণাদি শিশুর কোমল শরীর পাইয়া দংশন করিতে থাকে। শিশুর গর্ভে জাত-জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোনও প্রতীকারের উপায় করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা অনুভব করে ও ক্রন্দন করিতে থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—আমা কোমলা ত্বগ্ যস্য তং, কৃমিকং ক্ষুদ্রকৃমিম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আমত্বচং'—আম অর্থাৎ কোমল ত্বক্ যাহার, সেই শিশুকে। 'কৃমিকং'—ক্ষুদ্র কৃমিকে (অর্থাৎ বড় বড় কৃমিসমূহ যেমন ছোট ছোট কৃমিকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশক, মশক, মৃৎকুন প্রভৃতি ঐ কোমল-শরীর শিশুকে সর্ব্বদা দংশন করে) ॥ ২৭ ॥

ইত্যেবং শৈশবং ভুক্ত্বা দুঃখং পৌগণ্ডমেব চ।
অলব্ধাভীপ্সিতোঽজ্ঞানাদিদ্ধমন্যুঃ শুচাপিতঃ ॥২৮॥
সহ দেহেন মানেন বর্দ্ধমানেন মন্যুনা।
করোতি বিগ্রহং কামী কামিষ্বন্তায় চাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ— ইত্যেবং শৈশবং (পঞ্চবর্ষাণি তদ্ভবং) দুঃখং (ততঃ) পৌগণ্ডং (যৌবনাৎ অর্ব্বাক্, তত্র অধ্যয়নাদিদুঃখং চ) ভুক্ত্বা (যৌবনে চ) অজ্ঞানাৎ (হেতোঃ) অলব্ধাভীপ্সিতঃ (ন লব্ধম্ অভীপ্সিতং যেন সঃ) ইদ্ধমন্যুঃ (ইদ্ধঃ দীপ্তঃ মন্যুঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ চ) শুচা (শোকেন) অপিতঃ (ব্যাপ্তঃ চ সন্) কামী দেহেন সহ (এব) বর্ধমানেন মানেন (অভিমানেন) মন্যুনা (ক্রোধেন চ) আত্মনঃ অন্তায় (নাশায়) কামিষু (অন্যেষু স্বতুল্যেষু কামনাপরবশেষু) বিগ্রহং (বিরোধং) করোতি ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপে কালের পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ক্লেশসমূহ ভোগ করিয়া পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। অতঃপর যখন সে যৌবন দশায় উপনীত হয় তখন অভিলষিত বস্তুসমূহ লাভ করিতে না পারিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং শোকাভিভূত হইয়া থাকে। শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মাভিমানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন ঐ কামী জীব কামের অপূরণে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয় তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়া আপন বিনাশের জন্য অন্য কামিগণের সহিত বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইদ্ধমন্যুরুদ্দীপ্তক্রোধঃ, শুচাপিতঃ শোক-ব্যাপ্তঃ ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইদ্ধমন্যুঃ'—উদ্দীপ্ত হইয়াছে ক্রোধ যাহার (অর্থাৎ যৌবনদশায় অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে না পারায়, তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়)। 'শুচাপিতঃ'—শোকে ব্যাপ্ত হইয়া (অন্য কামিগণের সহিত বিরোধ করতঃ নিজেরই বিনাশ সাধন করিয়া থাকে) ॥ ২৮-২৯ ॥

ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—অবুধঃ (অজ্ঞানঃ) অসদ্গ্রাহঃ (অসৎসু

আগ্রহবান্) কুমতিঃ (চ) দেহী পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ আরব্ধে দেহে অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) অহং মম ইতি মতিং করোতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—মূঢ় মন্দ বুদ্ধি-জীব পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহে পুনঃ পুনঃ 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানং দর্শয়তি। ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধ ইতি দেহস্য স্বতোঽন্যত্বং স্পষ্টমেব তদপি তত্রৈব অহং মমেতি মতিং করোতি অসদ্-গ্রাহঃ অসদ্বস্ত্বেব গৃহ্ণাতি, ন তু সৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অজ্ঞানতা প্রদর্শন করাইতেছেন—'ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ আরব্ধে'—অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, আকাশ—এই পঞ্চভূত-নির্ম্মিত স্থূলদেহে, ইহা বলায়, নিজের আত্মা হইতে দেহের পৃথক্‌ত্ব স্পষ্টতঃই প্রতীত হয়, তথাপি সেই দেহেই 'আমি, আমার'—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। 'অসদ্-গ্রাহঃ'—অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তুই গ্রহণ করে, কিন্তু সদ্‌বস্তু নহে ॥ ৩০ ॥

তদর্থং কুরুতে কর্ম্ম যদ্বদ্ধো যাতি সংসৃতিম্।
যোঽনুযাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ— যঃ (অয়ম্) অবিদ্যাকর্ম্মবন্ধনঃ (অবিদ্যয়া দেহাত্মাভিমানেন কর্ম্মণা চ বধ্যতে যঃ সঃ দেহঃ) ক্লেশং (জন্মাদিদুঃখং) দদৎ অনুযাতি (পুনঃ পুনঃ উপযাতি অনুবর্ত্ততে বা) তদর্থং (দেহার্থম্ এব জীবঃ) কর্ম্ম কুরুতে। যদ্বদ্ধঃ (যেন কর্ম্মণা বদ্ধঃ সন্ সঃ) সংসৃতিং (শ্বশূকরযোনিং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যে দেহ অবিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধন হেতুভূত হইয়া জীবকে ক্লেশ প্রদান করতঃ জন্ম জন্ম জীবের অনুগমন করে মূঢ় দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ—তদর্থং দেহার্থং যদ্‌যেন কর্ম্মণা বদ্ধঃ। যো দেহঃ জীবায় ক্লেশং নরকাদিদুঃখং দদৎ দাতুং অনুযাতি, অবিদ্যয়া কর্ম্মবন্ধনং যতঃ সঃ। যো দেহঃ ক্লেশং দদাতি তমেব পাপকর্ম্মণাপি পুষ্যতীতি মৌঢ্যম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'তদর্থং'— সেই দেহের নিমিত্ত এইরূপ কর্ম্ম করে, 'যদ্‌বদ্ধঃ'—যে কর্ম্মের ফলে জীব বদ্ধ হয়। 'যঃ'—যে দেহ জীবকে নরকাদি দুঃখ প্রদানের জন্য, 'অনুযাতি'—জন্ম জন্ম জীবের অনুগমন করে। 'অবিদ্যা-কর্ম্ম-বন্ধনঃ'—অবিদ্যার (অর্থাৎ অজ্ঞানের) দ্বারা কর্ম্মের বন্ধন হয় যাহা হইতে, সেই দেহঃ। যে দেহ জীবকে ক্লেশ প্রদান করে, সেই দেহকেই পাপ-কর্ম্মের দ্বারাও জীব পোষণ করিতেছে—ইহাই তাহার মূঢ়তা ॥ ৩১ ॥

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যদি জন্তুঃ (জীবঃ) শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ (রমণভোজনার্থমেব কৃতঃ উদ্যমঃ প্রযত্নঃ যৈঃ তৈঃ) অসদ্ভিঃ আস্থিতঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্ তেষাং) পথি (মার্গে) পুনঃ রমতে (তদা) পূর্ব্ববৎ তমঃ (নরকং) বিশতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অসাধু-ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করে এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বেরই ন্যায় নরকে প্রবেশ করিতে হয় ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্ববদিতি যাতনা-দেহ আবৃত্যেতি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ নরকং বিশতি যদ্যসদ্ভিরিত্যনেন। 'যদি সদ্ভিঃ পথি পুনঃ কৃষ্ণসেবা-কৃতোদ্যমৈঃ। আস্থিতো রমতে জন্তুঃ কৃষ্ণং প্রাপ্নোতি পূর্ব্ববদি'তি চ লভ্যতে। অত্র পূর্ব্ববদিতি পূর্ব্বোক্ত-ভক্তজীববদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূর্ব্ববৎ'—পূর্ব্বের ন্যায়, অর্থাৎ 'যাতনা-দেহ আবৃত্য' (৩।৩০।২০ শ্লোক)—যাতনাযোগ্য দেহে নিরুদ্ধ করিয়া ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ন্যায় নরকে প্রবেশ করে, 'যদ্যসদ্ভিঃ'—(অর্থাৎ, আবার যদি ঐ জীব, শিশ্নোদর-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া, অসৎ পুরুষের সহিত সংসর্গ করতঃ তাহাদের অধিষ্ঠিত পথে

বিচরণ করে)। এখানে "যদি পুনরায় কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়া, সজ্জনের সহিত সংসর্গ করতঃ তাঁহাদের অধিষ্ঠিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্ত হয়"—এইরূপ অর্থও বুঝিতে হইবে। এখানে 'পূর্ব্ববৎ'—বলিতে পূর্ব্বোক্ত ভক্ত-জীবের ন্যায়—এই অর্থ ॥৩২॥

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্ ॥৩৩॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—যৎসঙ্গাৎ (যেষাম্ অসতাং সঙ্গক্রমেণ) সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ (পরমার্থবিষয়া) হ্রীঃ (লজ্জা) শ্রীঃ (ধনধান্যলক্ষণা) যশঃ (কীর্ত্তিঃ) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) শমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) দমঃ (মনোনিগ্রহঃ) ভগঃ (উন্নতিঃ) সংক্ষয়ং যাতি তেষু অশান্তেষু (বিষয়তৃষ্ণাক্লিষ্টেষু) মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মসু (দেহাত্মবুদ্ধিষু) যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু (যোষিতাং স্ত্রীণাং ক্রীড়ামৃগবৎ বানরবৎ অধীনেষু) শোচ্যেষু অসাধুষু (দুরাচারেষু) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থবিষয়া মতি, লজ্জা, ধনধান্য-লক্ষণা অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অসদ্‌ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ঐ সকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অসন্ত এব কে ইতি তান্ লক্ষয়ন্ তৎসঙ্গং নিষিদ্ধ্যতি সত্যমিতি ত্রিভিঃ। খণ্ডিতাত্মসু আত্মনোঽধঃপাতনাদাত্মঘাতিষ্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অসৎ কাহারা, তাহাদিগকে চিহ্নিত করতঃ তাহাদের সঙ্গ নিষেধ করিতেছেন—'সত্যম্' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। 'খণ্ডিতাত্মসু'—আত্মার অধঃ-পাতনের হেতু (দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন অসাধু ব্যক্তিগণের, অর্থাৎ) আত্মঘাতিদিগের সঙ্গ করিবে না ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মধ্ব—খণ্ডিতাত্মাবসায়িষু জীবমাত্রজ্ঞানিষু ॥৩৪॥

বিবৃতি—নিত্যকৃষ্ণদাস জীব সেব্যপ্রভুর সেবা-বিমুখ হইয়া যখন ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগপরবশ হন, তখন তিনি স্ত্রৈণ-পুরুষের সঙ্গপ্রভাবে নারীর অঞ্চলধৃক্ পুরুষের বহুমানন করেন ও তাহাকে গুরুজ্ঞানে স্বয়ং স্ত্রৈণ-শিষ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। মায়া নানা প্রকারে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া জীবকে ভগবানের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত করে ও তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের আবরণ করিয়া ফেলে। সুতরাং অবিদ্যাগ্রস্ত জীব গৃহকে যোষিজ্‌জ্ঞানে, গৃহিণীকে আশ্রয়জ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর হন। তখন তাহার যাবতীয় সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়। চেতনের অপব্যহারে জীব কর্ম্মজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া ভগবৎসেবা পরিহারপূর্ব্বক স্ত্রীসেবারূপ অপবিত্রতায় নীত হন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ উদিত হয়। তখন অবিদ্যার অন্তরালে সত্ত্বগুণান্তর্গত সত্য শৌচাদি দ্বাদশপ্রকার কল্যাণসমূহ হইতেও তিনি বিচ্যুত হন। আত্মবৃত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কামে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। অনিত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগে তিনি মূঢ়চেতা হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুসরণ করেন। ভগবৎসেবাবিস্মৃত আধিকারিক দেবাভিমানী ব্রহ্মা একদিন স্বীয় দুহিতার রূপে বিমূঢ় হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হন। ব্রহ্মতনয়া মৃগীরূপ ধারণ করিয়া পলায়মানা হইলে ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক যোষিতের ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। সেইকালে তাঁহার ভগবৎসম্বন্ধ স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে বহু ঋষি স্ব-স্ব তপস্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া নারী-দাস্যে আত্মবিক্রয় করিবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ত্রিগুণতাড়িত হইয়া যে সকল দেবতা, ঋষি ও দুর্ব্বল অসাধুগণ ভগবৎসেবারহিত হন, তাদৃশ ব্যক্তিকে নিজাপেক্ষা মহজ্‌জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ করিতে নাই। তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে জীবের কখনও মঙ্গল হয় না।

জীব মাত্রেই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম। স্বীয় ধর্ম্মের অপব্যবহারক্রমে বদ্ধ-জীব অপর বদ্ধজীবে ভোগ্যবুদ্ধি করে। ভোগ্যগণের মধ্যে বশ্য বুদ্ধিতে যোষিতের সঙ্গই বদ্ধজীবকে যেরূপ

মুগ্ধ করে তাদৃশ অভিনিবেশ অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যোষিতে আবদ্ধ জনগণ নিজের স্বরূপোপলব্ধি হারাইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীভৃত্য কার্য্যে দিনপাত করে। ঐ প্রকার স্ত্রীপাদ-তাড়িত ভৃত্যবর্গের সঙ্গক্রমে বদ্ধ-জীবেরও সেইরূপ রুচি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সাধুসঙ্গের পরিবর্ত্তে যাহাদের ভাগ্যে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ঘটে, তাহাদের সেইরূপ রুচিই প্রবল হয়। যোষিতে অভি-নিবিষ্ট ও যোষিৎ—উভয় সঙ্গই জীবকে সত্য শৌ-চাদি মানবোচিত ধর্ম্ম হইতে অধঃপাতিত করে। এইজন্যই ইন্দ্রিয়পর যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে 'অসাধুসঙ্গ' বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে ॥ ৩৩-৩৪ ॥

———

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—অস্য পুংসঃ যথা যোষিৎসঙ্গাৎ যথা (চ) তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিতাং সঙ্গিনাং সঙ্গক্রমেণ) মোহঃ (বিষয়াসক্তিঃ) বন্ধঃ চ ভবেৎ তথা অন্য-প্রসঙ্গতঃ ন (ভবেৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী ও স্ত্রী-সঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয় অন্য কোন বস্তুর সংসর্গদ্বারা সেইরূপ হয় না ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা চ তৎসঙ্গিসঙ্গত ইতি চকারোঽত্র অধ্যাহার্য্যঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা চ তৎসঙ্গি-সঙ্গতঃ'—এখানে 'চ-কার' (এবং), ইহা অধ্যাহার করিতে হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী-সংসর্গহেতু এবং স্ত্রী-সঙ্গী বলিতে স্ত্রীর বশীভূত জনের সংসর্গ-বশতঃ পুরুষের যেরূপ বন্ধন ও মোহ হয়, তদ্রূপ আর কোন অসৎসঙ্গে বন্ধন ও মোহ উপস্থিত হয় না) ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—

সৎপুংসু চ তথা স্ত্রীষু ন সঙ্গো দোষমাবদেৎ।
যথাযোগ্যং গুণা নৈব দোষকৃদ্দৃষ্টজন্তুষু ॥
ইতি বারাহে ॥ ৩৫ ॥

———

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ।
রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃষ্যরূপী হতত্রপঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) স্বাং দুহিতরং (সরস্বতীং) দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ (তস্যাঃ রূপেণ মোহিতঃ বভূব)। রোহিদ্ভূতাং (তদা মৃগীরূপাং সতীং পলায়মানাং তাং) সঃ (প্রজাপতিঃ) ঋষ্যরূপী (মৃগাকারঃ সন্) হতত্রপঃ (গতলজ্জঃ চ সন্) অন্বধাবৎ (অনুসসার) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দেখুন স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজের দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মার ভয়ে মৃগীরূপধারিণী নিজ কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্লজ্জের ন্যায় মৃগরূপ ধারণপুর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন ॥৩৬

বিশ্বনাথ—ন চ বিবেকজ্ঞানাদিমতাং মহাপুরু-ষাণাং ধিয়ং ভ্রংশয়িতুং যোষিন্ন শক্নোতীতি বাচ্য-মিত্যাহ প্রজাপতির্ব্রহ্মা, রোহিদ্ভূতাং মৃগীরূপাং সতীং। ঋষ্যরূপী মৃগাকারঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিবেক ও জ্ঞানাদিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বুদ্ধি ভ্রংশ করিতে যোষিৎ সক্ষম নহে—এইরূপ বলা চলে না, ইহা বলিতেছেন—'প্রজাপতিঃ'—ব্রহ্মা। 'রোহিদ্ভূতাং'—মৃগরূপ-ধারিণী (নিজ কন্যার প্রতি)। 'ঋষ্যরূপী'—মৃগরূপ ধারণ করতঃ (নির্লজ্জ হইয়া প্রধাবিত হইয়াছিলেন) ॥ ৩৬ ॥

———

তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ— তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু (তেন ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ মরীচ্যাদয়ঃ তৈঃ সৃষ্টাঃ কশ্যপাদয়ঃ তৈ অপি সৃষ্টাঃ দেবমনুষ্যাদয়ঃ তেষু) ইহ (সংসারে) নারা-য়ণম্ ঋষিম্ ঋতে (বিনা নারায়ণম্ অনুপাসীনেষু মধ্যে) কঃ নু পুমান্ যোষিন্ময্যা মায়য়া অখণ্ডিতধীঃ (ন খণ্ডিতা মোহিতা ধীঃ যস্য তথাভূতঃ বর্ত্ততে, ন কোঽপি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অতএব কামিনীর রূপ দর্শনে ব্রহ্মার পর্য্যন্ত যখন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল তখন তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরিচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদিসৃষ্ট দেবমনুষ্যাদি কিরূপে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন? এক নারায়ণ-ঋষি ভিন্ন এমন কোন্ পুরুষ আছেন যিনি প্রমদা-রূপিণী

মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন ? ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেন ব্রহ্মণা সৃষ্টা মরীচ্যাদয়স্তৈঃ সৃষ্টাঃ কশ্যপাদয়স্তৈরপি দেবমনুষ্যাদয়স্তেষু মধ্যেষু কথম্ভূতেষু নারায়ণমৃতে নারায়ণং বিনা বর্ত্তমানেষু নারায়ণমনুপাসীনেষ্বিত্যর্থঃ। তেষু মধ্যে নারায়ণং বিনেতি ন ব্যাখ্যেয়ং, নারায়ণস্য বিধিসৃজ্যত্বাপত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসৃষ্ট-সৃষ্ট-সৃষ্টেষু'—সেই ব্রহ্মার সৃষ্ট মরীচি প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং সেই কশ্যপাদির দ্বারা সৃষ্ট দেবতা ও মনুষ্যাদির মধ্যে, 'নারায়ণম্ ঋতে'—নারায়ণ ব্যতীত বর্ত্তমান, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণকে উপাসনা করেন না যে সকল দেবতা ও মনুষ্যাদি, তাহাদের মধ্যে (এমন কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি যোষিন্ময়ী মায়ার দ্বারা বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন ?—এই অর্থ)। এখানে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ ভিন্ন—এইরূপ ব্যাখ্যা করা কখনই সঙ্গত নহে, 'নারায়ণস্য বিধিসৃজ্যত্বাপত্তেঃ'—কারণ শ্রীনারায়ণ (বা নারায়ণ ঋষি) ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব নহেন ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—ভয়ঃ প্রধান উদ্দিষ্টো মায়া তদ্বশ উচ্যতে ইতি ষাড়্গুণ্যে ॥ ৩৭ ॥

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—যা (মায়া) কেবলং ভ্রূবিজৃম্ভেণ (ভ্রুবোঃ বিক্ষেপেণ) দিশাং জয়িনঃ (শূরান্ অপি) পদাক্রান্তান্ (স্ববশীভূতান্) করোতি (তস্যাঃ) স্ত্রীময্যাঃ (স্ত্রীরূপায়াঃ) মে (মম শক্তিভূতায়াঃ) মায়ায়াঃ বলং (মোহকরত্বং) পশ্য ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মাতঃ আমার স্ত্রী-রূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদা-রূপিণী মায়া একটি মাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদাবনত করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—দিশাং জয়িনঃ সর্ব্বা দিশো বিজিত্য স্বান্তঃপুরমাগতাংশ্চক্রবর্ত্তিনোঽপি যা মাং ত্যক্ত্বা অন্যদেশীয়াঃ স্ত্রীঃ সম্ভোক্তুং দিগ্বিজয়ং করোষি ধিক্ ত্বামিতি ব্যঞ্জকেন কোপকুটিলীকৃতেন ভ্রূবিজৃম্ভেণ মানিনী স্ত্রীজাতিস্তান্ প্রণমতঃ পদাক্রান্তান্ পদপ্রহারপরিভূতান্ করোতীতি কেবলং নির্ণীতং নাত্র যুক্তিরন্বেষ্টব্যেতি ভাবঃ। নির্ণীতে কেবলমিত্যমরঃ ॥ ৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিশাং জয়িনঃ'—সকল দিক্ জয় করতঃ স্বীয় অন্তঃপুরে সমাগত রাজচক্রবর্ত্তী পুরুষদিগকেও, 'যা'—(আমার স্ত্রীরূপিণী মায়া), 'আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যদেশীয় রমণীগণকে সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত দিগ্বিজয় করিতেছ ? ধিক্ তোমাকে'—এইরূপ ব্যঞ্জনার দ্বারা কোপ-কুটিলীকৃত ভ্রূ-ভঙ্গ-মাত্রেই, মানিনী স্ত্রীজাতি, প্রণতঃ তাহাদিগকে 'পদাক্রান্তান্'—পদপ্রহারে পরিভূত (অর্থাৎ নিজ পদতলে প্রণাম করাইয়া তাহাদিগকে পদদলিত) করিয়া থাকে—ইহা 'কেবলং', অর্থাৎ নির্ণীতই, এই বিষয়ে কোন যুক্তির অন্বেষণ করিতে হইবে না—এই ভাবার্থ। অমরকোষে উক্ত আছে—'নির্ণীত এবং কেবল' শব্দ একার্থ-বাচক ॥ ৩৮ ॥

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সৎসেবয়া (সৎসঙ্গেন) যোগস্য (ভক্তিযোগস্য) পরং পারং (পরমফলম্) আরুরুক্ষুঃ (প্রাপ্তুং ঈপ্সুঃ) প্রতিলব্ধাত্মলাভঃ (প্রতিলব্ধঃ আত্মরূপঃ লাভঃ যেন সঃ জনঃ) প্রমদাসু (স্ত্রীষু) সঙ্গম্ (আসক্তিং) জাতু (কদাচিদপি) ন কুর্য্যাৎ। যাঃ (প্রমদাঃ) অস্য (জনস্য) নিরয়দ্বারং (নরকপ্রাপ্তিহেতুঃ ইতি মনীষিণঃ) বদন্তি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ, যোগিগণ বলেন যে কামিনীকুল মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে নরকের দ্বার স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি সঙ্গমাসক্তিং পরং পারমারুরুক্ষুর্জ্ঞানী চ প্রতিলব্ধাত্মভাবো ভক্তশ্চ ন কুর্য্যাৎ তেন 'নো শয়ানঃ পতত্যধ' ইতি ন্যায়েন কর্ম্মী স্ত্রীসঙ্গকৃদপি ন দুষ্যতীতি লভ্যতে। অস্য পুংমাত্রস্য ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রমদাসু'—প্রমদাগণে, নিজ পত্নীতেও, 'সঙ্গং'—আসক্তি, যোগের পরপারে আরোহণের ইচ্ছুক জ্ঞানী, এবং 'প্রতিলব্ধাত্মভাবঃ'—(অর্থাৎ সৎসঙ্গ ও ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা) যিনি আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তও, 'ন কুর্য্যাৎ'—(রমণীতে আসক্তি) করিবেন না। ইহা বলায়, 'নো শয়ানঃ পতত্যধঃ'—শয়ান ব্যক্তি আর অধঃ-পতিত হয় না, এই ন্যায় অনুসারে—কর্ম্মী স্ত্রী-সঙ্গ করিলেও দোষ-দুষ্ট হন না, ইহা বুঝাইতেছে। 'অস্য' —ইহার বলিতে জীবমাত্রেরই, (নরকের পথ-স্বরূপ) ॥ ৩৯ ॥

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—যা যোষিৎ (স্ত্রীরূপা) দেবনির্ম্মিতা (ভগবতা সৃষ্টা) মায়া শনৈঃ (শুশ্রূষাদিচ্ছলেন) উপযাতি (সমীপম্ আয়াতি) তাং (যোষিতং) তৃণৈঃ আবৃতং কূপং (নিপাতহেতুম্) ইব আত্মনঃ মৃত্যুং (প্রতিকূলাম্) ঈক্ষেত (পশ্যেৎ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—দেব-নির্ম্মিতা যোষিৎ-রূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যা চ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা স্বীয়-নিষ্কামতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শুশ্রূষাদিমিষেণোপযাতি সাপ্য-নর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। ঈক্ষেৎ ঈক্ষেত। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্য ময়ি জনঃ পতত্বিতি ভাবনাভাবাৎ কস্যচিৎ পার্শ্বেঽপ্যনাগমনাৎ সর্ব্বত্রোদাসীনা বা ভক্তি-জ্ঞানবৈরাগ্যাদিমতী বা উন্মাদাদচেতনা নিদ্রাণা বা মৃতাপি বা স্ত্রী সর্ব্বথৈব দূরে পরিত্যাজ্যেতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যা চ'—এবং যে রমণী, পুরুষকে বিরক্ত (অনাসক্ত, ত্যাগী) জানিয়া, নিজের নিষ্কামতা (বাহিরে) প্রকাশ করতঃ শুশ্রূষাদির ছলে (পুরুষের) সমীপে গমন করে, তিনিও অনর্থকারিণী, ইহা বলিতেছেন—'যা উপযাতি' ইত্যাদি। 'ঈক্ষেৎ' —ঈক্ষেত, (অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ পুরুষ, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় তাহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ দেখিবেন। ঈক্ষ-ধাতু আত্মনেপদী হইবে)। এখানে তৃণাচ্ছাদিত কূপের 'আমাতে লোক পতিত হউক'—এইরূপ যেমন ভাবনা থাকে না, সেইরূপ কাহারও নিকট গমন না করায় যিনি সর্ব্বত্র উদাসীনা, অথবা ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিযুক্তা, কিম্বা—উন্মাদ-হেতু অচেতনা, কিম্বা নিদ্রিতা, অথবা মৃতা হইলেও স্ত্রী-জাতি সর্ব্বপ্রকারেই দূরে পরিত্যজ্যা—ইহা ব্যঞ্জিত হইল ॥ ৪০ ॥

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(পূর্ব্বজন্মনি স্বয়ংপুমান্) স্ত্রীসঙ্গতঃ (অন্তকালে স্ত্রীধ্যানেন) স্ত্রীত্বং প্রাপ্তঃ (জীবঃ) (ঋষভায়তীম্ ঋষভায়মাণাং পুরুষবৎ আচরন্তীং) যাং মন্মায়াং (মম মায়াশক্তিং) মোহাৎ বিত্তাপত্য-গৃহপ্রদং (ধনপুত্রাদীনাং দাতারং) পতিং মন্যতে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—জীব স্ত্রী-সঙ্গ নিবন্ধন অন্তকালে স্ত্রী ধ্যানদ্বারা স্ত্রীত্বই প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় আচরণ-কারী আমার স্ত্রীরূপা মায়াকে মোহ বশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহাদির প্রদাতা পতিরূপে মনে করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ভক্তিজ্ঞানবতাং পুংসাং যোষি-দনর্থহেতুস্তথৈব ভক্তিজ্ঞানবতীনাং যোষিতাং পুমাং-শ্চেত্যাহ যামিতি দ্বাভ্যাং ঋষভায়তীং পুরুষবদা-চরন্তীং যাং মম মায়াং পতিং বিত্তাদিপ্রদং মন্যতে। স্ত্রীসঙ্গতঃ অন্তকালে স্ত্রীধ্যানেন স্ত্রীত্বং প্রাপ্তো জীবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ ভক্তি-জ্ঞানবান্ পুরুষ-গণের নিকট যোষিৎ অনর্থের কারণ, তদ্রূপই ভক্তি-জ্ঞানবতী রমণীগণের নিকট পুরুষজাতি অনর্থের হেতু, ইহা বলিতেছেন—'যাম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ঋষভায়তীং'—পুরুষের ন্যায় আচরণ-কারিণী আমার মায়াকে, 'পতিং'—বিত্তাদি-প্রদ স্বামী বলিয়া মনে করে। 'স্ত্রীসঙ্গতঃ'—(পূর্ব্ব জন্মে) স্ত্রী-সঙ্গবশতঃ অন্তকালে (মরণসময়ে) স্ত্রীর ধ্যান করায়, স্ত্রী-স্বরূপ প্রাপ্ত এই জীব ॥ ৪১ ॥

তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্ ।
দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মৃগয়োঃ (ব্যাধস্য) গায়নম্ (অনুকূলত্বেন প্রতীয়মানম্ অপি মৃগস্য মৃত্যুঃ তথা) তাং (মম মায়াং) দৈবোপসাদিতং (দৈবেন স্বপ্রারব্ধেন কর্ম্মণা প্রাপিতং) পত্যপত্যগৃহাত্মকং (পতিপুত্রগৃহরূপং) আত্মনঃ মৃত্যুম্ (এব) বিজানীয়াৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ পতি, পুত্র, গৃহস্বরূপ মায়া আপাতত অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত-জীব যদি বুদ্ধিমান হন তবে উহাদিগকে দৈবপ্রেরিত নিজের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তাং মায়াং পত্যাদিরূপং মৃত্যুং জানীয়াৎ। যথা মৃগয়োর্লুব্ধকস্য গানং সুখদমপি মৃগো মৃত্যুং জানীয়াৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাম্'—সেই পতি প্রভৃতিরূপ আমার মায়াকে, নিজের 'মৃত্যুং'—মৃত্যুস্বরূপ জানিবে। 'মৃগয়োঃ'—যেমন ব্যাধের গান সুখ-প্রদ হইলেও মৃগের পক্ষে ইহা মৃত্যুর কারণ—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্ ।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ জীবভূতেন (জীবস্য উপাধিতয়া ভূতেন জাতেন লিঙ্গদেহেন) লোকাৎ (মর্ত্ত্যলোকাৎ) লোকং (স্বর্গং নরকাদিকম্) অনুব্রজন্ (পরিভ্রাম্যন্ প্রারব্ধকর্ম্মফলং) ভুঞ্জানঃ অবিরতং (নিরন্তরং) কর্ম্মাণি (দেহান্তর-প্রাপ্তিহেতুভূতানি) করোতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পুরুষ, উপাধিস্বরূপ লিঙ্গ-শরীরসহ একলোক হইতে অন্যলোকে গমনপূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু তথাপি আবার সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং জীবস্য সংসারঃ প্রপঞ্চিতঃ, তত্রৈবং শঙ্কতে। ননু জীবঃ শুভাশুভং কর্ম্ম যেন দেহেন কুরুতে তং দেহং ত্যক্ত্বা দেহান্তরে তৎফলং স্বর্গাদিকং ভুঙ্‌ক্তে ইতি কো ন্যায়ঃ, তত্র যেনৈব দেহেন কর্ম্ম কুরুতে তেনৈব দেহেন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাহ দেহেন জীবভূতেন লিঙ্গশরীরেণ লোকান্মর্ত্ত্যলোকাৎ লোকং স্বর্গং নরকাদিকং অনুব্রজন্নিতি উপাধিগমনেনৈব কর্ম্ম কুরুতে উপহিতস্য জীবস্যাপি গমনং সম্ভাবিতং তত্র ভুঞ্জান এব ভোগমসমাপ্য়ন্নেব পুনর্ম্মর্ত্ত্যলোকমাগত্য কর্ম্মাণি কুরুতে, অতো লিঙ্গদেহেনৈব কর্ম্ম কুরুতে ভুঙ্‌ক্তে চেত্যুক্তম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে জীবের সংসার (জন্ম-মরণ-প্রবাহ) বিস্তারপূর্ব্বক উক্ত হইল, ইহাতে এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে, দেখুন—জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যে দেহেতে করে, সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে তাহার ফল স্বর্গাদি ভোগ করে—ইহা কিপ্রকার ন্যায় (অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত বাক্য) হইল ? তাহার উত্তরে, যে দেহের দ্বারা কর্ম্ম করে, সেই দেহের দ্বারাই ফলভোগ করে—ইহা বলিতেছেন—'দেহেন জীবভূতেন' ইত্যাদি। 'জীবভূত', অর্থাৎ জীবের উপাধিরূপে জাত লিঙ্গদেহের সহিত, এই মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গ, নরকাদি লোকে 'অনুব্রজন্'—অনুগমন করতঃ (অর্থাৎ জীব তাহার উপাধিস্বরূপ লিঙ্গশরীরের সহিত একলোক হইতে অন্যলোকে গমন করে, এবং ফলভোগ করিয়া আবার নিরন্তর কর্ম্ম করিয়া থাকে)। এখানে অনুগমন বলিতে উপাধিস্বরূপ লিঙ্গশরীরের গমনের দ্বারাই কর্ম্ম করে, উপহিত জীবেরও গমন সম্ভবপর হয়। সেখানে 'ভুঞ্জান এব'—অর্থাৎ ভোগ সমাপ্ত হইতে না হইতেই পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কর্ম্ম করে। অতএব লিঙ্গদেহের দ্বারাই কর্ম্ম করে এবং ভোগ করে, ইহা বলা হইল ॥ ৪৩ ॥

মধ্ব—জীবভূতেন জীবকর্ম্মভূতেন ॥ ৪৩ ॥

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—জীবঃ (জীবোপাধিঃ লিঙ্গদেহঃ) অস্য (আত্মনঃ) হি অনুগঃ (অনুবর্ত্তী) ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ (স্থূলভূতাদিবিকারঃ) দেহঃ (ভোগায়তনং) তন্নি-

রোধঃ (তয়োঃ উভয়োঃ দেহয়োঃ নিরোধঃ কার্য্যাযোগ্যতা) অস্য (জীবস্য) মরণম্ (উচ্যতে) আবির্ভাবঃ তু সম্ভবঃ (জন্ম উচ্যতে) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—জীবের উপাধিরূপ লিঙ্গদেহ আত্মার অনুবর্ত্তী এবং স্থূলভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন এই স্থূলদেহ, এই উভয়ের নিরোধ অর্থাৎ কার্য্য যোগ্যতার অভাবই জীবের মৃত্যু নামে কথিত হয়। এই উভয়ের প্রকটাবস্থাই জীবের জন্ম ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ইতো মর্ত্ত্যলোকাৎ মৃত্বা স্বর্গং ভুঙ্‌ক্তে স্বর্গাদাগত্য জায়তে ইতি মৃত্যুজন্মপ্রতীতিঃ কুতোঽস্ত্যত্যত আহ। জীবো জীবোপাধিলিঙ্গদেহস্তথাস্যাত্মনোঽনুবর্ত্তী স্থূলদেহো ভোগায়তনং মিলিত্বা এক এব দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ো ভবতি। তস্য নিরোধঃ কার্য্যাযোগ্যত্বমস্য জীবস্য মরণং তচ্চ স্থূলদেহবিগমে স্থূলান্তরপ্রাপ্তিপ্রাক্‌কালে ভবেৎ, সুষুপ্ত্যাদৌ তু স্বকার্য্যাকারিত্বেঽপি কার্য্যং প্রতি যোগ্যতা অস্ত্যেব সুষুপ্তিভঙ্গে সতি সদ্যএব তত্তদ্‌যোগ্যতাদর্শনাৎ। আবির্ভাবঃ প্রকটীভাবস্তু সম্ভবো জন্ম স চ ভোগায়তনদেহবিগমে স্থূলান্তরপ্রাপ্তৌ গর্ভান্নিষ্ক্রমণসময়ে ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত হইয়া (মরিয়া) স্বর্গলোক ভোগ করে, আবার স্বর্গ হইতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে—ইহাতে মৃত্যু ও জন্মের প্রতীতি (জ্ঞান) কি করিয়া হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'জীবঃ'—জীব বলিতে জীবের উপাধি-স্বরূপ লিঙ্গদেহ এবং 'অস্য'—এই আত্মার অনুবর্ত্তী ভোগায়তন স্থূলদেহ, এই দুইটি মিলিত হইয়া একটিই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনোময় দেহ হইয়া থাকে ; (অর্থাৎ জীবের উপাধি লিঙ্গদেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তী স্থূল ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন এই স্থূলদেহ), এই দুয়ের নিরোধই, অর্থাৎ কার্য্যের যোগ্যতা না থাকা, ইহাই জীবের মরণ, এবং তাহা স্থূলদেহের বিনাশে অপর স্থূলদেহের প্রাপ্তির প্রাক্‌কালে হইয়া থাকে। সুষুপ্তি প্রভৃতিতে কিন্তু স্বকার্য্যের অকারিত্ব হইলেও (নিজে কিছু না করিলেও), কার্য্যের প্রতি যোগ্যতা থাকেই, যেহেতু সুষুপ্তির ভঙ্গে সদ্যই সেই সেই কার্য্যের যোগ্যতা দেখা যায়। 'আবির্ভাবঃ'—আবার এই দুয়ের (লিঙ্গদেহ ও স্থূলদেহের) প্রকট অবস্থাই (আবির্ভাব) জীবের জন্ম, এবং তাহা ভোগায়তন দেহের বিগমে স্থূলান্তর দেহের প্রাপ্তিতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ-কালে হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

———

দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা যদা।
তৎ পঞ্চত্বমহম্মানাদুৎপত্তির্দ্রব্যদর্শনম্ ॥
যথাক্ষ্ণোর্দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা যদা।
তদৈব চক্ষুষো দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতানয়োঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সম্ভ্রমঃ।
বুদ্ধা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য (দ্রব্যাণাং পৃথ্ব্যাদীনাম্ উপলব্ধিস্থানস্য স্থূলশরীরস্য) যদা (যৎ) দ্রব্যেক্ষাযোগ্যতা (বস্তুসাক্ষাৎকারে অযোগ্যতা) তৎ পঞ্চত্বং (মরণম্)। অহংমানাৎ (ইদম্ এব অহম্ ইত্যভিমানেন) দ্রব্যদর্শনং (দ্রব্যস্য স্থূলশরীরস্য দর্শনম্) উৎপত্তিঃ (জন্ম) ; যথা অক্ষ্ণোঃ (গোলকয়োঃ কাচকামলাদিদোষেণ) যদা দ্রব্যাবয়বদর্শনাযোগ্যতা (দ্রব্যাবয়বস্য রূপাদেঃ দর্শনে অযোগ্যতা ভবতি) তদা এব চক্ষুষঃ (ইন্দ্রিয়স্য অপি তদ্দর্শনে অযোগ্যতা ভবতি)। (যদা চ) অনয়োঃ (গোলকেন্দ্রিয়য়োঃ অযোগ্যতা ভবতি তদৈব) দ্রষ্টুঃ (জীবস্য অপি) দ্রষ্টৃত্বাযোগ্যতা (ভবতি, যস্মাৎ ন বস্তুতঃ জীবস্য জন্মমরণাদিঃ) তস্মাৎ (মরণাৎ) সন্ত্রাসঃ (ভয়ং) ন কার্য্যঃ। (জীবনে চ) ন কার্পণ্যং (দৈন্যং কার্য্যম্)। (জীবনপ্রযত্নে) সম্ভ্রমঃ (আসক্তিঃ) ন (কার্য্যঃ)। জীবগতিং (জীবস্য অচ্ছেদ্যাদাহ্যাদিকাং গতিং) বুদ্ধা (জ্ঞাত্বা) ধীরঃ ইহ (দেহাদৌ) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিরহিতঃ সন্) চরেৎ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—যেরূপ চক্ষুর্গোলকদ্বয় (কাচ কামলাদি দোষ হেতু) বস্তুসমূহের রূপাদি দর্শনে অসমর্থ হইলে দ্রষ্টা জীবও তদ্দর্শনে অক্ষম হয় ; (স্থূলদেহের বৈকল্যে লিঙ্গদেহেরও বৈকল্য উপস্থিত হয়) তদ্রূপ যখন দ্রব্যের উপলব্ধি-স্থানস্বরূপ স্থূল শরীরের দ্রব্য দর্শনে অযোগ্যতা ঘটে, তখন তাহাকে জীবের 'মৃত্যু' নামে অভিহিত করা হয়। আর যখন স্থূল শরীরে অহংবুদ্ধি হইতে দ্রব্যোপলব্ধি হয় তখনই

তাহাকে জীবের উৎপত্তি বা জন্ম বলা হয়। অতএব যখন জীবের স্বরূপতঃ জন্মমৃত্যু সংঘটিত হয় না তখন মৃত্যুর জন্য ভয়, শোক বা জীবনরক্ষার্থ প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জীবের এইরূপ পরিণাম বিবেচনাপূর্ব্বক অসৎসঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন ॥ ৪৫-৪৬

বিশ্বনাথ—মৃত্যুজন্মনোর্লক্ষণং পুনঃ স্পষ্টমাহ দ্রব্যেতি। দ্রব্যাণ্যত্র (দৃষ্টান্তদৃষ্ট্যা) মর্ত্ত্যলোকস্থান্যেব বস্তুমাত্রাণ্যুচ্যন্তে তানি চ যদ্যপি লিঙ্গদেহেনৈবোপলভ্যন্তে তদপি দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য স্থূলশরীরস্য ভঙ্গুরত্বে সতি দ্রব্যেক্ষায়াং যদা যৎ অযোগ্যতা তদেব পঞ্চত্বং, স্থূলদেহস্য ভঙ্গুরত্বে সূক্ষ্মদেহস্যাপি দ্রব্যোপলব্ধাবযোগ্যতা তদেব জীবস্য মরণং ন স্বত ইত্যর্থঃ। অহংমানাৎ ইদমেবাহমিতি স্থূলান্তরেঽভিমানপ্রবেশাদুৎপত্তির্জন্ম। দ্রব্যস্য মর্ত্ত্যলোকস্থবস্তুমাত্রস্য দর্শনং দর্শনহেতুরিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তো যথা অক্ষ্ণোর্নেত্রগোলকয়োর্দ্র্ব্যাবয়বানাং দর্শনে অযোগ্যতা কাচকামলাদিদোষরূপেণ ভঙ্গুরত্বেন ভবেৎ তদৈব চক্ষুষ ইন্দ্রিয়স্যাযোগ্যতা অনয়োঃ স্থানচক্ষুষোর্যদা অযোগ্যতা তদৈব দ্রষ্টুঃ পুরুষস্যাপি দ্রষ্টৃত্বস্যাযোগ্যতেতি। সা চাযোগ্যতা মর্ত্ত্যলোক এব সম্ভবেৎ ন তু স্বর্গনরকয়োরিতি দার্ষ্টান্তিকেঽপি তথা ব্যাখ্যানলাভাৎ স্বর্গনরকগতস্থূলদেহানামুৎপত্তিবিনাশয়োর্ন জন্মমরণ-ব্যবহারঃ স্থূলস্য নাশ এব সূক্ষ্মস্য জীবস্য চ নাশ উপচর্য্যতে এবমুৎপত্তিশ্চ। যস্মাদাত্মনো বস্তুতো নাস্তি জন্মমরণাদি তস্মাদিদিতি ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৃত্যু ও জন্মের লক্ষণ পুনরায় স্পষ্টতঃ বলিতেছেন—'দ্রব্যেতি'। (দৃষ্টান্তানুসারে) এখানে দ্রব্য বলিতে মর্ত্ত্যলোকস্থ বস্তুমাত্রই, তাহা যদিও লিঙ্গদেহের দ্বারাই উপলব্ধি হয়, তথাপি 'দ্রব্যোপলব্ধিস্থানস্য'—দ্রব্যের উপলব্ধিস্থান স্থূলশরীরের ভঙ্গুরত্ব (বিনাশ) হইলে, দ্রব্যদর্শন-বিষয়ে 'যদা'—যে অযোগ্যতা, তাহাই পঞ্চত্ব, অর্থাৎ স্থূলদেহের নাশ হইলে সূক্ষ্মদেহেরও দ্রব্যোপলব্ধি-বিষয়ে যে অযোগ্যতা ; তাহাই জীবের মরণ বলা হয়, কিন্তু জীবাত্মার বস্তুতঃ মৃত্যু নাই, এই অর্থ। 'অহংমানাৎ' —ইহাই (এই দেহই) আমি—এইরূপ অন্য স্থূলদেহে অভিমান প্রবেশ করিলে, 'উৎপত্তিঃ'—জন্ম বলা হয়। 'দ্রব্যদর্শনম্'—দ্রব্য অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোকস্থ বস্তুমাত্রের দর্শন বলিতে দর্শনের হেতু, এই অর্থ। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন 'অক্ষ্ণোঃ', নেত্রগোলকদ্বয়ের 'দ্রব্যাবয়ব-দর্শনাযোগ্যতা'—দ্রব্যাবয়ব-সমূহের দর্শনে অযোগ্যতা, অর্থাৎ কাচ, কামলাদি দোষ-বশতঃ বস্তুসমূহের রূপাদি দর্শনে অসামর্থ্য হইলে, তখনই 'চক্ষুষঃ' — চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা হয়, এবং 'অনয়োঃ'—স্থান ও চক্ষুর যখন অযোগ্যতা হয়, তখনই 'দ্রষ্টুঃ'—দ্রষ্টা, অর্থাৎ পুরুষেরও দ্রষ্টৃত্বের অযোগ্যতা (দর্শনের অসামর্থ্য) হয়। (অর্থাৎ যেমন দ্রব্যোপলব্ধি স্থান এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রোগ-বশতঃ রূপদর্শনে অসামর্থ্য হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা এবং দ্রষ্টা জীবেরও দ্রষ্টৃত্ব-বিষয়ে অযোগ্যতা, সেইরূপ দ্রব্যের উপলব্ধি স্থানস্বরূপ এই যে স্থূলদেহ, ইহার যখন দ্রব্যদর্শনে অযোগ্যতা হয়, তখন তাহাকে জীবের 'মৃত্যু' বলা হয়। আর, 'এই আমার দেহ, এই আমি'—ইত্যাদি অভিমান-বশতঃ যখন দ্রব্যোপলব্ধি হয়, তখন তাহাকে জীবের 'জন্ম' বলা হয়।) 'সা চ অযোগ্যতা'—এবং পুরুষের সেই দর্শনের অসামর্থ্য মর্ত্ত্যলোকেই হইয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গ ও নরকে নহে, দার্ষ্টান্তিকেও সেইরূপ ব্যাখ্যা লব্ধ হয় না, কারণ স্বর্গ ও নরকস্থ স্থূলদেহ-সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশে জন্ম ও মরণ—এইরূপ ব্যবহার নাই। স্থূলদেহের নাশেই সূক্ষ্ম জীবেরও নাশ উপচারিত হয়, এইরূপ উৎপত্তিও (অর্থাৎ স্থূলদেহের উৎপত্তিতে সূক্ষ্ম জীবেরও উৎপত্তি উপচারিত হয়)। যেহেতু আত্মার বস্তুতঃ জন্ম-মরণাদি নাই, 'তস্মাৎ' ইত্যাদি। (অতএব মৃত্যুর জন্য ভয় পাওয়া এবং জীবনে দৈন্য ও জীবনার্থ যত্ন করা উচিত নহে।) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

মধ্ব—চক্ষুঃ সকাশাদ্দ্রষ্টুর্দ্রষ্টৃত্বমক্ষ্ণোর্যোগ্যতা ॥ ৪৫ ॥

সম্যগ্দর্শনয়া বুদ্ধ্যা যোগবৈরাগ্যযুক্তয়া।
মায়াবিরচিতে লোকে চরেন্ন্যস্য কলেবরম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে জীবগতির্নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সম্যগ্ দর্শনয়া (সম্যক্ যাথার্থ্যেন পশ্যতি বিচারয়তি ইতি সম্যগ্দর্শনা তয়া) যোগ-বৈরাগ্যযুক্তয়া (ভক্তিযোগেন তথা ভগবদিতরবিষয়েষু বিরক্ত্যা যুক্তয়া) বুদ্ধ্যা মায়াবিরচিতে লোকে কলেবরং ন্যস্য (নিক্ষিপ্য তস্মিন্ আসক্তিং ত্যক্ত্বা) চরেৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—মুক্তসঙ্গ পুরুষ সম্যগ্বিচারকারিণী ও যোগবৈরাগ্যযুক্তা বুদ্ধির বলে মায়াবিরচিত এই সংসারে এবং দেহে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করিবেন ॥৪৭॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কলেবরং ন্যস্য তত্রাসক্তিং ত্যক্ত্বা ॥৪৭
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয় একত্রিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কলেবরং ন্যস্য'—অর্থাৎ দেহে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া (মুক্তসঙ্গ ব্যক্তি এই মায়াবিরচিত সংসারে বিচরণ করিবেন।) ॥ ৪৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩১ ॥

মধ্ব—কৈবল্য-জ্ঞানং পুরুষার্থঃ। দেহাদিষ্বসঙ্গিনো জীবস্য তন্নিমিত্ত-সুখদুঃখাদয়ো ন সন্তি কিমুত দেহস্যাচেতনত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।
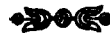
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্ত্তি তান্ ॥১॥
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দ্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সাত্ত্বিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জীবের উর্দ্ধ্গতি এবং তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তির পুনরাবর্ত্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলদেব দেবহূতিকে বলিলেন, গৃহমেধী ব্যক্তিগণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক ত্রৈবর্গিকধর্ম্ম যাজন এবং ভগবৎসেবা-বিমুখতা-নিবন্ধন কর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নানাবিধ দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের জন্য ব্রতাদি ধারণ করিলেও তাহারা ক্ষয়িষ্ণু লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া অচিরেই তত্তৎস্থান হইতে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎসেবার জন্যই কর্ম্ম করেন, এবং নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও নিঃসঙ্গভাবে তাহাতেই একান্ত রত থাকেন, তাঁহারা তাঁহার অব্যয় অভয়পদ প্রাপ্ত

হন। তাঁহাদের আর কদাচ অধঃপতন ঘটে না। বাসুদেবে ভক্তিযোগই জীবের পরম শ্রেয়ঃসাধক, তাহা হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়; জীব সম্পূর্ণ কালাতীত হইতে পারে। যাহারা দুঃশীল এবং ভগবদ্‌বিমুখ, তাহারা এ সকল ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী নহে। যাঁহারা হরিগতমতি, শ্রীহরি ও হরিজনকে যাঁহারা প্রিয় হইতেও প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই এই অমূল্য ভাগবতকথার অধিকারী। ভগবদ্‌ভজনরত ভক্তিমান্ জনই সাধুগুরুকৃপায় সকল শুভাশুভ বিষয় অবগত হইয়া, শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভজনায় তাঁহার নিত্যধাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। অপরে বিফল বিষয়সেবায় থাকিয়া, মায়াবশে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া সেই বিষয়সেবাই করিতে থাকে।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—অথ যঃ (জনঃ) গৃহে এব আবসন্ (গৃহে সম্যগ্ রূপেণ অবস্থিতঃ সন্) গৃহমেধীয়ান্ (গৃহমেধঃ গৃহস্থাশ্রমঃ তদীয়ান্ তদ্‌যোগ্যান্ গৃহস্থযোগ্যান দেবযজনাতিথিপূজনাদিরূপান্) ধর্ম্মান্ এব (অনুতিষ্ঠন্ তেভ্যঃ) স্বান্ (স্বকীয়ান্) ধর্ম্মান্ কামং অর্থঞ্চ দোগ্ধি, ভূয়ঃ (পুনঃ) তান্ (দুগ্ধান্ ধর্ম্মান্) পিপর্ত্তি (প্রপূরয়তি অনুতিষ্ঠতি, যথা গাশ্চারয়িত্বা দুগ্ধানি দোগ্ধি পুনর্দুগ্ধপ্রত্যাশয়া তাশ্চারয়তি, তদ্বৎ) সঃ চ অপি কামমূঢ়ঃ (কামাভিভূতঃ বিবেকশূন্যঃ) ভগবর্দ্ধমাৎ (ভগবদারাধনরূপ-ধর্ম্মাৎ) পরাঙমুখঃ (বিমুখঃ সন্) শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ (যুক্তঃ সন্) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) দেবান্ (শ্রাদ্ধৈশ্চ) পিতৄন্ (পিতৃপুরুষান্) যজতে (অর্চ্চয়তি) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন—মাতঃ, যে গৃহব্রত ব্যক্তি গৃহেই অবস্থান করিয়া গৃহমেধীয় ধর্ম্মসমূহ হইতে নিজের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ দোহন করিয়া পুনর্ব্বার সে সকল পূর্ণ করে, সে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনারূপ আত্মধর্ম্ম হইতে বিমুখ। সেই ব্যক্তি কামমূঢ় ও কর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধ যজ্ঞদ্বারা প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাত্রিংশে তু সকামানাং নিষ্কামাণাঞ্চ কর্ম্মিণাম্।
পুনরাবৃত্ত্যনাবৃত্তী প্রোচ্যাভক্তান্নিনিন্দ চ ॥ ০ ॥

তদেবমবিহিতস্য পাপস্য কর্ম্মণো গতিমুক্ত্বা বিহিতস্য কাম্যকর্ম্মণো গতিমাহ—অথেতি। গৃহ এব গৃহমেব আবসন্ ধর্ম্মান্ দোগ্ধি। দোহ্যমাহ—কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মাংশ্চেতি। ভূয়ঃ পুনরপি তান্ ধর্ম্মান্ পিপর্ত্তি পূরয়ত্যনুতিষ্ঠতি। যথা গাশ্চারয়িত্বা দুগ্ধানি দোগ্ধি, পুনরপি দুগ্ধপ্রাপ্ত্যাশয়া তাশ্চারয়তীতি। বিহিতকৃদপ্যসৌ নিন্দ্য এবাধিকারীত্যাহ—স চাপীতি ॥১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মিগণের যথাক্রমে পুনরাবৃত্তি এবং অনাবৃত্তি বর্ণনাপূর্ব্বক অভক্তদিগকে নিন্দা করিতেছেন ॥ ০ ॥

এই প্রকারে অবিহিত পাপ কর্ম্মের গতি বলিয়া বিহিত (শাস্ত্রোক্ত) কাম্য কর্ম্মের গতি বলিতেছেন—'অথ' ইতি। 'গৃহে এব'—'গৃহম্ এব আবসন্'—গৃহেই অবস্থান করিয়া। (এখানে 'উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ'—অর্থাৎ উপ, অনু, অধি ও আঙ্‌পূর্ব্বক বস্ ধাতুর আধার কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়—এই সূত্র অনুযায়ী, গৃহে আবসন্—এই অধিকরণে সপ্তমীর স্থানে 'গৃহম্ আবসন্'—কর্ম্ম হইবে।) 'ধর্ম্মান্ দোগ্ধি'—গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তি গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক স্বকীয় গৃহমেধীয় ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই ধর্ম্ম বলিতেছেন—কাম, অর্থ এবং ধর্ম্ম—এই ত্রিবর্গকেই দোহন করে। 'ভূয়ঃ পিপর্ত্তি'—পুনরায় সেইসকল ধর্ম্মই পূরণ করে, অর্থাৎ অনুষ্ঠান করে। যেমন লোকে গাভীসকল চারণ করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, পুনরায় দুগ্ধ প্রাপ্তির আশায় গাভীগণকে বিচারণ করায়, (এইরূপ পুনঃ পুনঃ গৃহমেধী জন ধর্ম্মার্থ কামেরই সেবা করিয়া থাকে)। বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হইলেও (ভগবদুদ্দেশ্যে সমর্পিত না হওয়ায়), ঐ সকল অধিকারিগণ নিন্দনীয়ই—ইহা বলিতেছেন, 'স চাপি' ইত্যাদি (অর্থাৎ সেই ব্যক্তিও কামনার দ্বারা বিবেকজ্ঞানশূন্য, সুতরাং ভগবানের আরাধনারূপ পবিত্র ধর্ম্ম হইতে পরাঙমুখ হইয়া, শ্রদ্ধা-সহকারে যজ্ঞের দ্বারা প্রাকৃত দেবতাদিগকে এবং পিতৃগণকে অর্চ্চনা করে) ॥ ১-২ ॥

মধ্ব—ঈষদ্ভক্তো ভগবতি সুকর্ম্মা স্বর্গমেষ্যতি।
অভক্তো নিরয়ং যাতি সুকর্ম্মাপি স্বর্গমেষ্যতি।
ইতি বামনে ॥ ১-২ ॥

তথ্য—গীতা ৭।২০-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১-২ ॥

তৎশ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্ ।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তচ্ছ্রদ্ধয়া আক্রান্তমতিঃ (তৎ তেষাং দেবানাং পিতৃণাঞ্চ শ্রদ্ধয়া আক্রান্তা ব্যাপ্তা মতিঃ যস্য সঃ) পিতৃদেবব্রতঃ (পিত্রর্থং দেবতার্থং চ ব্রতং নিয়মো যস্য সঃ) পুমান্ চান্দ্রমসং লোকং (চন্দ্রলোকং) গত্বা সোমপাঃ (তত্র সোমরসং পীত্বা) পুনরেষ্যতি (অস্মিন্ সংসারে পুনরাগমিষ্যতি) ॥৩॥

অনুবাদ—উঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা তাহার বুদ্ধি আক্রান্ত হয় এবং পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের নিমিত্ত ব্রত ধারণ করিয়া থাকে ; কখনও কখনও চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সোমরস পান করে। কিন্তু পুনরায় সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সোমপাস্তত্র সোমং পীত্বা পুনরেষ্যতি পুনরধঃপতিষ্যতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোমপাঃ'—সেই চন্দ্রলোকে সোমরস পান করতঃ পুনরায় সংসারে আগমন করে, অর্থাৎ পুনরায় অধঃপতিত হয় ॥ ৩ ॥

তথ্য—গীতা ৯।২০-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

যদা চাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা চ (অহরহঃ প্রলয়ে কল্পান্তে বা) অনন্তাসনঃ (অনন্তঃ শেষঃ আসনং যস্য সঃ) হরিঃ (নারায়ণঃ) অহীন্দ্রশয্যায়াং (অহীন্দ্রঃ অনন্তঃ এব শয্যা তস্যাং) শেতে, তদা (তস্মিন্‌কালে প্রলয়ে) যে এতে গৃহমেধিনাং (গৃহস্থানাং প্রাপ্যাঃ লোকাঃ ভূর্ভুবঃস্বরাদয়ঃ) তে লোকাঃ লয়ং (বিনাশং) যান্তি ॥৪॥

অনুবাদ—যখন ভগবান্ শ্রীহরি অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, তখন গৃহমেধিগণের প্রাপ্য এই সকল লোক লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই সেই স্থানপ্রাপ্ত প্রাণিগণেরও পতন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষামধঃপাতস্য কা বার্ত্তা তেষাং প্রাপ্যা লোকা অপি ব্রহ্মণঃ প্রতিদিনমধঃপতন্তীত্যাহ—যদা চাহরহঃ প্রলয়ে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের অধঃপতনের কথা অধিক কি ? তাহাদের প্রাপ্য যে সকল (চন্দ্রাদি) লোক, তাহাও ব্রহ্মার প্রতিদিনে অধঃপতিত হয়, ইহা বলিতেছেন—'যদা চ' ইত্যাদি। যখন অর্থাৎ ব্রহ্মার অহরহঃ প্রলয়ে ঐ সকল স্থানেরও লয় হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তথ্য—গীতা ৭।২২ শ্লোক এবং ৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

যে স্বধর্ম্মং ন দুহ্যন্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে ।
নিঃসঙ্গা ন্যস্তকর্ম্মাণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥ ৫ ॥
নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ ।
স্বধর্ম্মাপ্তেন সত্ত্বেন পরিশুদ্ধেন চেতসা ॥ ৬ ॥
সূর্য্যদ্বারেণ তে যান্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্ ।
পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যোৎপত্ত্যন্তভাবনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যে নিঃসঙ্গাঃ (অনাসক্তাঃ) ন্যস্তকর্ম্মাণঃ (ন্যস্তানি ঈশ্বরে সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যৈঃ তে নিবেদিতকৃত্যাঃ) প্রশান্তাঃ (নিষ্কামাঃ) শুদ্ধচেতসঃ (শুদ্ধান্তঃকরণাঃ) নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতাঃ (নিবৃত্তিমার্গাশ্রয়িনঃ) নির্ম্মমাঃ (মমতাবুদ্ধিহীনাঃ) নিরহঙ্কৃতাঃ (অহঙ্কারশূন্যাঃ) ধীরাঃ (জিতেন্দ্রিয়াঃ জনাঃ) কামার্থহেতবে (কামার্থয়োঃ হেতবে প্রয়োজনায়) স্বধর্ম্মং (স্ববর্ণাশ্রমোচিতত্বেনানুষ্ঠিতং ধর্ম্মং) ন দুহ্যন্তি (দুহন্তি), তে স্বধর্ম্মাপ্তেন (স্বধর্ম্মলব্ধেন) সত্ত্বেন (নিমিত্তেন) পরিশুদ্ধেন চেতসা (বিশুদ্ধেন মনসা) সূর্য্যদ্বারেণ (সবিতৃরশ্মিণা) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতো ব্যাপ্তং পরিপূর্ণং) পরাবরেশং (পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে মনুষ্যাদিজীবাঃ তেষাম্ ঈশম্) অস্য (বিশ্বস্য) প্রকৃতিং (উপাদানকারণং) উৎপত্ত্যন্তভাবনং (নিমিত্তকারণং) চ পুরুষং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৫-৭ ॥

অনুবাদ—যে সকলবুদ্ধিমান্ পুরুষ কাম ও অর্থলাভের জন্য স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকে দোহান না করিয়া স্বধর্ম্মলব্ধ সত্ত্বগুণ ও পরিশুদ্ধচিত্তদ্বারা ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক অনাসক্ত, প্রশান্ত, নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত, বাহ্য বিষয়ে মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার হইয়া অবস্থান

করেন, তাঁহারা সূর্য্যরশ্মিদ্বার-যোগে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, প্রকৃতির উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপ পুরুষাবতারকে প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৫-৭ ॥

বিশ্বনাথ—সকামকর্ম্মিণাং পুনঃ পুনরাবৃত্তিমুক্ত্বা নিষ্কামকর্ম্মিণাং পুনরনাবৃত্তিমাহ—যে ইতি। ন দুহ্যন্তি ন দুহন্তি ন ধর্ম্মফলং স্বর্গাদিকমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। নিঃসঙ্গাঃ অনাসক্তাঃ। ন্যস্তকর্ম্মাণঃ ঈশ্বরার্পিতকর্ম্মফলাঃ। জ্ঞানং প্রাপ্য বিশ্বতো মুখং পরিপূর্ণং পুরুষং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি তত্রামৃতঃ পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা" ইতি অস্য জগতঃ প্রকৃতিমুপাদানকারণং উৎপত্ত্যন্তভাবনং নিমিত্তকারণঞ্চ ॥ ৫-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকাম কর্ম্মিগণের পুনঃ পুনঃ সংসারে আবৃত্তির কথা বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্মিগণের পুনঃ অনাবৃত্তির (অপ্রত্যাবৃত্তির) কথা বলিতেছেন —'যে' ইতি। 'ন দুহ্যন্তি'—যাঁহারা কামনা ও অর্থলাভের নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না, অর্থাৎ ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদিরও ইচ্ছা করেন না—এই অর্থ। 'নিঃসঙ্গাঃ'— আসক্তিশূন্য। ন্যস্তকর্ম্মাণঃ — ঈশ্বরে যাঁহারা সকল কর্ম্মের ফল অর্পণ করিয়াছেন। জ্ঞান লাভ করিয়া, 'বিশ্বতোমুখং'—পরিপূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মুক্ত হন, এই অর্থ। সেইরূপ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে নিরহঙ্কারী অনাসক্ত পুরুষগণ সেখানে গমন করেন, যেখানে অমৃত অব্যয়াত্মা পরমপুরুষ বিরাজমান। 'অস্য'—এই জগতের যিনি প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ এবং 'উৎপত্ত্যন্তভাবনং'—নিমিত্ত কারণ ॥ ৫-৭ ॥

দ্বিপরার্দ্ধাবসানে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্তু তে।
তাবদধ্যাসতে লোকং পরস্য পরিচিন্তকাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—দ্বিপরার্দ্ধাবসানে (দ্বিপরার্দ্ধকালং যাবৎ হিরণ্যগর্ভস্য আয়ুঃ তস্য অবসানে অন্তে) ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভস্য) যঃ প্রলয়ঃ (ভগবতি লয়ঃ তাবৎ পর্য্যন্তং) পরস্য (হিরণ্যগর্ভস্য) পরিচিন্তকাঃ (পরমেশ্বরদৃষ্ট্যা উপাসকাঃ) তে তু লোকং অধ্যাসতে (সত্যলোকে তিষ্ঠন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে যাঁহারা হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ পুরুষের ধ্যানপর হন, তাঁহারা দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কালান্তরে ব্রহ্মার যে সময়ে লয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সত্যলোকে বাস করেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মা পরমেশ্বরস্য গুণাবতার এবেতি পরমেশ্বরদৃষ্ট্যা হিরণ্যগর্ভোপাসকানামপি ক্রমেণ ভক্তিমিশ্রজ্ঞানেন ব্রহ্মণা সহ মুক্তির্ভবেদেব। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে পরাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ইতি শ্রুতেঃ। যে তু কেবলং হিরণ্যগর্ভোপাসকাস্তেষাং ব্রহ্মণো মুক্তাবপি ন মুক্তিরিত্যাহ—দ্বিপরার্দ্ধাবসান ইতি ত্রিভিঃ। লোকং সত্যলোকং পরস্য ব্রহ্মণঃ পরিচিন্তকাঃ বৈরাজধ্যানপরাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মা পরমেশ্বরের গুণাবতারই, এইজন্য পরমেশ্বর বুদ্ধিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণেরও ক্রমশঃ ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মার সহিত মুক্তি হইয়া থাকেই। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে" ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয় হইলে ব্রহ্মার সহিত তাঁহারা সকলে অবশেষে পরমপুরুষ পরমাত্মার পরম পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল হিরণ্যগর্ভের উপাসক, ব্রহ্মার মুক্তি হইলেও তাঁহাদের মুক্তি হয় না, ইহা বলিতেছেন—'দ্বিপরার্দ্ধাবসানে' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। (অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত কালান্তরে ব্রহ্মার যে সময়ে লয় হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা সত্যলোকে বাস করেন।) 'লোকং'—লোক বলিতে এখানে সত্যলোক। 'পরস্য'—অর্থাৎ (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মার। 'পরিচিন্তকাঃ'—বৈরাজ ধ্যানপরায়ণ যাঁহারা ॥ ৮ ॥

ক্ষ্মাম্ভোহনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতং প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ।
অব্যাকৃতং বিশতি যর্হি গুণত্রয়াত্মা
কালং পরাখ্যমনুভূয় পরঃ স্বয়ম্ভুঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পরাখ্যং (দ্বিপরার্দ্ধলক্ষণং) কালং অনুভূয় (তাবৎসময়পর্য্যন্তং নিজাধিকারং নির্ব্বাহ্য)

ক্ষ্মাম্ভোঽনলানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থভূতাদিভিঃ (ক্ষ্মা পৃথিবী, অম্ভঃ জলম্, অনলঃ বহ্নি, অনিলঃ বায়ুঃ, বিয়ৎ আকাশঃ, এতানি পঞ্চ মহাভূতানি, মনঃ, ইন্দ্রিয়াণি অর্থাশ্চ শব্দাদয়ঃ ভূতাদিঃ চ অহঙ্কার এবমাদিভিঃ) পরিবৃতং (যুক্তং ব্রহ্মাণ্ডং) প্রতিসংজিহীর্ষুঃ (প্রতিসংহর্তুমিচ্ছুঃ সন্) যর্হি গুণত্রয়াত্মা (ত্রিগুণাত্মকঃ প্রপঞ্চাভিমানী) পরঃ (ইন্দ্রাদিভ্যঃ উৎকৃষ্টঃ) স্বয়ম্ভুঃ (হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা) অব্যাকৃতং (সর্ব্ববিকারশূন্যং ঈশ্বরং) বিশতি (প্রবিশতি, মুক্তো ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদিদ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত কাল ভোগ করিয়া, যখন সংহার করিতে অভিলাষ করেন, তখন ত্রিগুণাত্মক স্বয়ম্ভু, প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মহাপ্রলয়ে সতি ব্রহ্মা মুচ্যতে ইত্যাহ—ক্ষ্মেতি। ক্ষ্মাদিভিঃ পরিবৃতং স্বদেহং বৈরাজং প্রতিসংজিহীর্ষুঃ ত্যক্তুমিচ্ছুঃ। অব্যাকৃতং পরমেশ্বরং প্রকৃত্যন্তর্য্যামিণং বিশতি গুণত্রয়াত্মা রজোগুণোপাধিকোঽপি ত্রিগুণঃ পরাখ্যং দ্বিপরার্দ্ধলক্ষণং কালং জ্ঞাত্বা ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মহাপ্রলয় হইলে ব্রহ্মা মুক্ত হন—ইহা বলিতেছেন—'ক্ষ্মাদি', পৃথিবী, জল প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত নিজের বৈরাজ দেহ, 'প্রতিসংজিহীর্ষুঃ'—ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া। 'অব্যাকৃতং'—অব্যাকৃত বলিতে যিনি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, তাঁহাতে প্রবেশ করেন। 'গুণত্রয়াত্মা' ব্রহ্মা রজোগুণোপাধিক হইলেও ত্রিগুণাত্মক। 'পরাখ্যম্ অনুভূয়'—দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কাল জানিয়া। (অর্থাৎ পৃথিবী, জল প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ড দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কাল ভোগ করিয়া, যখন সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন স্বয়ম্ভু ত্রিগুণাত্মক ঐ ব্রহ্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরে প্রবেশ করেন।) ॥ ৯ ॥

———

এবং পরেত্য ভগবন্তমনুপ্রবিষ্টা
যে যোগিনো জিতমরুন্মনসো বিরাগাঃ।
তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপযান্ত্যগতাভিমানাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) এবং (হিরণ্যগর্ভোপাসনয়া) যে জিতমরুন্মনসঃ (জিতঃ বশীকৃতঃ মরুৎ প্রাণো মনশ্চ যৈঃ তে, জিতশ্বাসাঃ জিতমনাশ্চ) বিরাগাঃ (আসক্তিরহিতাঃ) যোগিনঃ পরেত্য (দূরং গত্বা) ভগবন্তং (হিরণ্যগর্ভং) অনুপ্রবিষ্টাঃ, তে (যোগিনঃ) (তদা) অগতাভিমানাঃ (অবিনষ্টমদাঃ) অমৃতং (পরমানন্দরূপং) প্রধানং (উৎকৃষ্টং) পুরাণং পুরুষং (আদিপুরুষং নারায়ণং) ব্রহ্ম তেনৈব সার্দ্ধং (ন তু পূর্ব্বম্) উপযান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সকল জিতশ্বাস, জিতপ্রাণ, বিরক্ত যোগীপুরুষ এই প্রকারে দূরে গমনপূর্ব্বক অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে দেহ পরিত্যাগ করিয়া হিরণ্যগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাঁহারা 'ব্রহ্মার উপাসক' এই অভিমানযুক্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিতই পরমানন্দস্বরূপ, পুরাণ, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ব্রহ্মণো মুক্তাবপি তদুপাসকা ভক্ত্যভাবান্ন মুচ্যন্ত ইত্যাহ—এবমিতি। পরেত্য ব্রহ্মলোক এব দেহং ত্যক্ত্বা ভগবন্তং ব্রহ্মাণমনুপ্রবিষ্টাঃ যে যোগিনস্তে তেনৈব ব্রহ্মণৈব সাকং পুরাণং পুরুষং পরমেশ্বরং প্রধানমুৎকৃষ্টং ব্রহ্ম উপযান্তি প্রবিশন্তি। অগতাভিমানা বয়ং হিরণ্যগর্ভোপাসকা ইত্যভিমানবন্তঃ তেন পরমেশ্বরে তেষামাত্যন্তিকো ন লয়ঃ, কিন্তু প্রাকৃতিক এবেতি তেন পুনর্জগৎসর্গে তেষামপি সর্গো ভাবীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে ব্রহ্মার মুক্তি হইলেও, তাঁহার উপাসকগণ (ভগবানে) ভক্তির অভাবহেতু মুক্ত হন না, ইহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'পরেত্য'—বলিতে ব্রহ্মলোকেই দেহ ত্যাগ করিয়া, ভগবান্ ব্রহ্মাতে অনুপ্রবিষ্ট যে সকল যোগিগণ, তাঁহারা 'তেনৈব সাকং'—সেই ব্রহ্মার সহিতই, পুরাণ পুরুষ—অর্থাৎ পরমেশ্বর, 'প্রধানং' বলিতে উৎকৃষ্ট স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। 'অগতাভিমানাঃ'—যাঁহাদের অভিমান যায় নাই, অর্থাৎ 'আমরা হিরণ্যগর্ভের উপাসক'—এইরূপ অভিমানযুক্ত যাঁহারা। এইজন্য পরমেশ্বরে তাঁহাদের আত্যন্তিক লয় হয় না, কিন্তু প্রাকৃতিক লয়ই হইয়া থাকে।

সুতরাং পুনরায় জগতের সৃষ্টির কালে তাঁহাদেরও সৃষ্টি হইবে—এই ভাব ॥ ১০ ॥

অথ তং সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্ ।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অস্মাৎ কারণাৎ) হে ভাবিনি, (ভগবদ্ভক্তিশালিনী মাতঃ) । সর্ব্বভূতানাং (চরাচর-নিখিলপ্রাণিনাং) হৃৎপদ্মেষু (হৃৎকমলেষু) কৃতালয়ং (কৃতঃ আলয়ঃ নিবাসঃ স্থানং যেন তেন তং হৃদয়-স্থিতং অন্তরাত্মানং) শ্রুতানুভাবং (মৎসকাশাৎ শ্রুতঃ অনুভাবঃ যস্য তং ভগবন্তং) ভাবেন (প্রেম্না) শরণং ব্রজ (গচ্ছ ভজেত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—(ভগবানের উপাসকগণ ক্রমমুক্তি লাভ না করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন) । অতএব হে ভক্তিমতি ! আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপেরই ভজনা করুন্ । ভগবান্ সর্ব্বভূতের হৃদয়-কমলে স্বীয় আবাসস্থান বিরচনপূর্ব্বক নিয়ত অবস্থান করিতেছেন । আপনি সেই বেদবেদ্য ভগবানে প্রেম-লক্ষণ-ভক্তিযোগে শরণ গ্রহণ করুন্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অথেতি । যস্মাদ্ভক্তিং বিনা ন কোঽপি নিস্তরন্ত্যতস্তং তমেব ভগবন্তং শরণং ব্রজ । হে ভাবিনি, ময়ি পরমেশ্বরে পুত্রভাববতীতি ত্বয়ি ভক্ত্যুপ-দেশঃ পিষ্টপেষরূপ এবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ' ইত্যাদি—যেহেতু ভক্তি ব্যতীত কেহই নিস্তার লাভ করিতে পারেন না, অতএব আপনি, 'তম্'—সেই ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করুন । হে ভাবিনি ! অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাতে পুত্র-ভাবনাবতি ! ইহা বলায়, আপনাকে ভক্তির উপদেশ করা পিষ্টপেষণের ন্যায়ই—এই ভাব ॥১১॥

আদ্যঃ স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহর্ষিভিঃ ।
যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ সিদ্ধৈর্যোগপ্রবর্ত্তকৈঃ ॥ ১২॥
ভেদদৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেনাপি কর্ম্মণা ।
কর্ত্তৃত্বাৎ সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥

স সংসৃত্য পুনঃ কালে কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা ॥
জাতে গুণব্যতিকরে যথাপূর্ব্বং প্রজায়তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ বেদগর্ভঃ (বেদাঃ গর্ভে যস্য সঃ জ্ঞানাধিকো ব্রহ্মা) স্থিরচরাণাং (স্থাবরজঙ্গমানাং) আদ্যঃ (স্রষ্টা) সঃ (ব্রহ্মা) নিঃসঙ্গেন (আসক্তি-রহিতেন) কর্ম্মণা পুরুষর্ষভং (পুরুষশ্রেষ্ঠং) সগুণং ব্রহ্ম পুরুষং সংসৃত্যাপি (প্রাপ্যাপি) ভেদদৃষ্ট্যা (ভগবদ্ভেদ-দর্শনমূলোপাসনয়া) অভিমানেন চ (দোষেণ) কর্ত্তৃত্বাৎ (জগতঃকরণে অধিকৃতত্বাৎ) গুণব্যতিকরে (গুণপরিণামে) জাতে (সতি) পুনঃ কালে (সৃষ্টিকালে) ঈশ্বরমূর্ত্তিনা কালেন যোগেশ্বরৈঃ কুমারাদ্যৈঃ (সনৎকুমারাদিভিঃ) সিদ্ধৈঃ যোগপ্রব-র্ত্তকৈঃ ঋষিভিঃ (মরিচ্যাদিভিঃ) সহ যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্বকল্পবৎ ব্রহ্মপদাধিকৃতঃ সন্) প্রজায়তে ॥ ১২-১৪ ॥

অনুবাদ—যে বেদগর্ভ ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গমের আদি-পুরুষ, সেই ব্রহ্মা পর্য্যন্ত, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, যোগ-প্রবর্ত্তকগণ, যোগসিদ্ধগণ, সনৎকুমারাদি ঋষিগণের সহিত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা গুণাধিষ্ঠাতা প্রথম অব-তারপুরুষকে পাইয়াও ভগবানে মায়া-শবলিত ব্রহ্মত্ব বুদ্ধি এবং ভগবানের নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহে মায়িক বস্ত্ব-ন্তর-ভেদ-দৃষ্টি-নিবন্ধন অপ্রাকৃতরূপে প্রাকৃত অভি-মান করায় পুনরায় ঈশ্বরের মূর্ত্তি-স্বরূপ কালের প্রভাবে সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের পরস্পর সংশ্লেষরূপ সৃষ্টি-কাল উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ ভগবানে মায়িক বুদ্ধি, ভগ-বানের অপ্রাকৃত রূপাদির সহিত ভগবৎস্বরূপের ভেদ-দৃষ্টি বা স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করিয়া ব্রহ্মা বা অন্য দেবাদির উপাসনা করিলে ব্রহ্মাদি দেবতা এমন কি, যোগসিদ্ধ ঋষিগণের পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তন ঘটে) ॥ ১২-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মা মুক্তো ভবেদথচ স্বভক্তান্মো-চয়িতুং নেষ্ট ইতি কথং প্রতীমস্তত্র "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি ভগবৎপ্রতিজ্ঞা-শ্রুতের্ভক্তিং বিনা ব্রহ্মাপি সংসরতি, কে পুনরন্যে বরাকা ইত্যাহ—আদ্যঃ স্থিরচরাণাং সৃষ্টত্বাৎ কারণ-রূপোঽপি বেদগর্ভঃ সর্ব্ববেদবিদপি ঋষিভির্মরীচ্যাদি-

ভিরপি সহ যোগিভিঃ সাধকৈঃ সহেতি কিং বক্তব্যং যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধৈরপি সহ। ভেদদৃষ্ট্যা যথা রুদ্রঃ সংহরতি, বিষ্ণুঃ পালয়তি, তথাহমপি ব্রহ্মা সৃজামীতি ভগবতঃ সকাশাদ্ভেদদৃষ্ট্যা যোঽভিমানস্তেন যৎ কর্ত্তৃত্বং তস্মাৎ সগুণং কল্যাণগুণময়ং ব্রহ্ম মহৎ-স্রষ্টারং কালে মহাপ্রলয়কালে প্রবিশ্য পুনঃ কালেন গুণব্যতিকরে মহত্তত্ত্বাদৌ জাতে সতি যথাপূর্ব্বং প্রজায়তে ব্রহ্মা ভবতীত্যর্থঃ। তেঽপি তৎসঙ্গিনো মহর্ষ্যাদয়োঽপি কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি-বিনির্ম্মিতমণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাদিকং পূর্ব্বমহাকল্প এব নিষেব্য পুনর্মহাকল্পারম্ভে আয়ান্তি আবর্ত্তন্তে। ননু যোগেশ্বরাণাং সনৎকুমারাদীনাং চ সিদ্ধানামন্যেষাঞ্চ যোগপ্রবর্ত্তকত্বেন সর্ব্বজ্ঞাদিগুরূণাঞ্চ কথং ভেদদৃষ্টিরভিমানো বা সম্ভবেৎ, তাভ্যাং স্থিতাভ্যাঞ্চ কথং যোগেশ্বরাদিত্বম্? উচ্যতে—তেষাং নিরভিমানানাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানমস্ত্যেব, কিন্তু ভেদব্যুদাসে ভগবত্যপি মায়াশবলিত-ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যা মায়িকবস্তুন্তরবদ্ভেদদৃষ্টিস্তথা বয়ং ব্রহ্মানুভবিনঃ সাকারং রূপং নিষিধ্যাম ইত্যভিমানশ্চ তাভ্যামেব দোষাভ্যাং যৎকর্ত্তৃত্বং কর্ম্মাধিকারস্তস্মাদাবৃত্তিরিত্যেতচ্চ ক্বাচিৎক-ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তি-ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণ-যোগি-জ্ঞানি-কুমারাদীনামভক্তত্বাদুক্তম্। তদন্য-সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং ব্রহ্মাদীনাং তেষাং তু ভক্তিমত্ত্বান্মুক্তি-প্রেমভক্তি-ভগবদ্দাস্যাদি-ভাবপ্রাপ্তয়ো যথাযথং ভক্তিতারতম্যাজ্ জ্ঞেয়াঃ ॥ ১২-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মা মুক্ত হইবেন, অথচ নিজভক্তগণকে মুক্ত করিতে যত্ন লইবেন না—ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? তাহার উত্তরে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে' (গীতা—৭।১৪)—অর্থাৎ আমাকেই (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই) যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় লইবেন, তাঁহারাই আমার এই দৈবী দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন—শ্রীভগবানের এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণহেতু, ভক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মাও সংসার-প্রাপ্ত হন, আর অতিতুচ্ছ অপরের কি বক্তব্য?—ইহা বলিতেছেন—'আদ্যঃ' ইত্যাদি। আদ্য, অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টিকর্ত্তা-হেতু কারণরূপ হইয়াও, 'বেদগর্ভঃ'—সকল বেদবিৎ হইয়াও, 'ঋষিভিঃ'—মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণেরও সহিত, 'যোগিভিঃ'—সাধক যোগিগণের সহিত, অধিক কি যোগেশ্বরগণ ও সিদ্ধগণের সহিত। 'ভেদদৃষ্ট্যা'—ভিন্নদৃষ্টি, অর্থাৎ যেরূপ রুদ্র সংহার করেন, বিষ্ণু পালন করেন, তদ্রূপ আমিও ব্রহ্মা সৃজন করিয়া থাকি—এই প্রকার শ্রীভগবান্ হইতে ভেদদৃষ্টি-বশতঃ যে অভিমান, তাহার দ্বারা যে কর্ত্তৃত্ব, সেইহেতু—'সগুণং ব্রহ্ম', কল্যাণগুণময় মহৎ-স্রষ্টা পুরুষে, 'কালে'—বলিতে মহাপ্রলয়কালে প্রবিষ্ট হইয়া, আবার ঈশ্বরমূর্ত্তি কালের দ্বারা 'গুণব্যতিকরে'—গুণবৈষম্যের কাল উপস্থিত হইলে, (অর্থাৎ ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ কালকর্ত্তৃক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ের পরস্পর সংশ্লেষরূপ সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে) মহত্তত্ত্বাদি উৎপন্ন হইলে, ব্রহ্মাও যথাপূর্ব্ব আবির্ভূত হইয়া থাকেন—এই অর্থ। 'তেঽপি'—ব্রহ্মার সঙ্গী সেইসকল মহর্ষিগণও, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি বিনির্ম্মিত অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাদি পূর্ব্ব-মহাকল্পেই ভোগ করিয়া, পুনরায় মহাকল্পের আরম্ভে 'আয়ান্তি'—পূর্ব্বের ন্যায় আবার আবর্ত্তিত হন, অর্থাৎ আবার জন্মগ্রহণ করেন।

যদি বলেন—দেখুন, সনৎকুমারাদি যোগেশ্বর-গণের এবং অন্যান্য সিদ্ধদিগের ও যোগ-প্রবর্ত্তকত্ব-হেতু সর্ব্বজ্ঞাদি গুরুগণের কি প্রকারে ভেদদৃষ্টি অথবা অভিমান সম্ভব হইতে পারে? আর, সেইরূপ ভেদদৃষ্টি ও অভিমান থাকিলে কি করিয়া যোগেশ্বরাদিত্ব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—নিরভিমানী তাঁহাদের নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান আছেই, কিন্তু 'ভেদব্যুদাসে ভগবত্যপি'—ভেদনিরাকৃত (অর্থাৎ অভিন্ন, অদ্বয়, অখণ্ড) শ্রীভগবানেও মায়াশবলিত (মায়োপহিত) ব্রহ্মত্ব-বুদ্ধিহেতু মায়িক অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ভেদদৃষ্টি, সেইরূপ 'আমরা ব্রহ্মানুভবী, সাকার রূপকে নিষেধ করিয়া থাকি'—এইরূপ অভিমানও রহিয়াছে। সেই (ভগবানে ভেদদৃষ্টি ও মায়িকবুদ্ধি) দুইটি দোষের দ্বারাই, কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্তি, তাহা হইতেই পুনরায় তাঁহাদের আবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহা কোনও ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, যোগী, জ্ঞানী ও কুমারাদির অভক্তত্ব-হেতু উক্ত হইল। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী ব্রহ্মাদি সেই সকলের ভক্তিযুক্তত্ব-হেতু মুক্তি, প্রেমভক্তি, ভগবদ্দাস্যাদি ভাবপ্রাপ্তি যথা-

যথ ভক্তির তারতম্য হইতেই বুঝিতে হইবে ।।১২-১৪

মধ্ব—অভিমানেন পূর্ণজ্ঞানেন। সঙ্গত্যালয়ে পরমেশ্বরং প্রবিশ্য। যথাপূর্ব্বং প্রজায়তে উচ্চনীচ-ভাবেন জায়তে।

অগুণব্যতিকরে বহিঃশ্চেতদ্দ্বিধে নির্গচ্ছতি।
গুণব্যতিকরাভাবেঽপ্যুচ্চনীচাদি পূর্ব্ববৎ ।।
বিষ্ণোশ্চৈব বিমুক্তানাং ন কদাচন গচ্ছতি ।।

ইতি গারুড়ে ।। ১৩-১৪ ।।

ঐশ্বর্য্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ তেঽপি কর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
নিষেব্য পুনরায়ান্তি গুণব্যতিকরে সতি ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—তে অপি (পূর্ব্বোক্তাঃ ঋষিপ্রমুখাঃ) কর্ম্মবিনির্ম্মিতং (স্বস্বকৃতকর্ম্মভিঃ লব্ধং স্বধর্ম্মফল-ভূতং) ঐশ্বর্য্যং পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মলোকবাসাদিকং) চ নিষেব্য (ভুক্ত্বা) গুণব্যতিকরে (ভোগেন পুণ্যাত্মক-সত্ত্বাদিগুণক্ষয়ে) সতি (পুরুষং প্রাপ্য যথাপূর্ব্বং স্ব-স্বাধিকারেণ) পুনঃ আয়ান্তি (আবর্ত্তন্তে) ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—সেই সনৎকুমারাদি ঋষিগণও স্ব-স্ব-কর্ম্মফলানুরূপ ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মলোকে বাস প্রভৃতি যথো-পযুক্ত ভোগসমূহ ভোগ করিয়া গুণ-ক্ষোভকাল উপ-স্থিত হইলে স্ব-স্ব-অধিকারে পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকেন ।। ১৫ ।।

মধ্ব—গুণব্যতিকরে অসতি প্রলয়ে প্রাপ্তে পুনঃ পরমেশ্বরমায়ান্তি।

ব্রহ্মা দৈবঃ পরিবৃতঃ প্রলয়ে পরমেশ্বরম্।
প্রবিশ্য স্বর্গে তু পুনশ্চেতদ্দ্বিধে প্রাবর্ত্ততে ।।
জ্ঞানধর্ম্মফলাংস্তত্র ভোগান্ ভুক্ত্বালয়ে পুনঃ।
নারায়ণং সমাবিশ্য জ্ঞানং ব্যক্তং নিজং সুখম্ ।।
ভুঞ্জতে ত্বেবমেবৈষাং কল্পে সংসর্গনিসর্গৌ।
নিত্যৌ নিত্যসুখং চৈব সৃষ্টৌ ভোগাস্তথোত্তমাঃ ।।
যথা পূর্ব্বং হরেঃ সর্ব্বগুণৈর্নীচোচ্চতা তথা।
ব্রহ্মণশ্চ তথান্যেষামন্যেষাং চ যমাপদম্ ।।

ইতি স্কান্দে ।। ১৫ ।।

যে ত্বিহাসক্তমনসঃ কর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যপ্রতিষিদ্ধানি নিত্যান্যপি চ কৃৎস্নশঃ ।। ১৬ ।।
রজসা কুণ্ঠমনসঃ কামাত্মানোঽজিতেন্দ্রিয়াঃ।
পিতৄন্ যজন্ত্যনুদিনং গৃহেষ্বভিরতাশয়াঃ ।। ১৭ ।।
ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ।
কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—যে তু (যোগিনঃ) ইহ (অস্মিন্ সং-সারে) কর্ম্মসু আসক্তমনসঃ শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (যুক্তাঃ চ সন্তঃ) কৃৎস্নশঃ (বহুশঃ) অপ্রতিষিদ্ধানি (কাম্যানি) নিত্যান্যপি চ (কর্ম্মাণি) কুর্ব্বন্তি, (যে চ) রজসা (রজোগুণেন) কুণ্ঠমনসঃ (কুণ্ঠং কুণ্ঠিতং বিক্ষিপ্তং মনো যেষাং তে) কামাত্মানঃ (কামেষু বাসনাসু আত্মা মনো যেষাং তে কামহতাঃ) অজিতেন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়াসক্তাঃ) গৃহেষু অভিরতাশয়াঃ (গৃহাসক্ত-চিত্তাঃ সন্তঃ) অনুদিনং (নিরন্তরং) পিতৄন্ (পিতৃ-পুরুষান্) যজন্তি (অর্চ্চয়ন্তি), (যে চ) ত্রৈবর্গিকাঃ (ধর্ম্মার্থকামরূপ-ত্রিবর্গ-মাত্রনিষ্ঠাঃ), তে পুরুষাঃ হরিমেধসঃ (হরতি সংসারং মেধা যস্য, যদ্বা, হরিঃ সংসারদুঃখহন্ত্রী মেধা যস্য তস্য, সংসারনাশনস্য) কথনীয়োরুবিক্রমস্য (কথনীয়াঃ কীর্ত্তনীয়াঃ উরবঃ বিশালাঃ বিক্রমাঃ লীলাঃ যস্য তস্য) মধুদ্বিষঃ (মধু-সূদনস্য) কথায়াং বিমুখাঃ (পরাঙ্মুখাঃ ভবন্তি) ।। ১৬-১৮ ।।

অনুবাদ—যাহারা সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে বহুবিধ প্রাকৃত কাম্য ও নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং যাহারা রজোগুণ দ্বারা কুণ্ঠিত-মনা, কামাত্মা, ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং গৃহমেধীর কার্য্যে নিরত হইয়া প্রতিনিয়ত পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, সেই সকল পুরুষ সংসারনাশন মধুসূদন শ্রীহরির একমাত্র কীর্ত্তনযোগ্য মহদ্বিক্রম এবং গুণ-কীর্ত্তনে বিমুখ হইয়া কেবল ত্রিবর্গসাধনেই ব্যস্ত থাকেন ।। ১৬-১৮ ।।

বিশ্বনাথ—যত্র ভক্ত্যভাবে সতি ব্রহ্মাদীনামপ্যেব-মাবৃত্তিস্তত্র কাম্যকর্ম্মিণাং কস্যাং লেখায়াং স্থিতিরিতি তান্নিন্দন্নাহ ষড়্ভিঃ—যে ত্বিহেতি। অপ্রতিষিদ্ধানি কাম্যানি নিত্যান্যপি সর্ব্বাণ্যেব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। তেঽপি নিন্দ্যন্তে, কিমুত বিকর্ম্মাণঃ কর্ম্মিণ ইতি ভাবঃ। হরতি সংসারং মেধা যস্য তস্য ।। ১৬-১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেখানে ভক্তির অভাব হইলে ব্রহ্মাদিরও এইরূপ পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে, আর

কাম্য কর্ম্মিগণের কাহাতে গণনা করা যায় ? এইজন্য তাহাদের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—ছয়টি শ্লোকে। 'যে তু ইহ'—আর যাহারা এই সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া, 'অপ্রতিষিদ্ধানি'—অনিষিদ্ধ কাম্য কর্ম্ম এবং নিত্য সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে। তাহারাও যেখানে নিন্দনীয়, আর নিষিদ্ধ বিকর্ম্মের আচরণ-কারী কর্ম্মিগণের কথা কি বক্তব্য ?—এই ভাব। 'হরিমেধসঃ'—যাঁহার মেধা। (অর্থাৎ যাঁহাতে মতি) সংসার বিনাশ করে, সেই সংসারভয়-নাশন শ্রীহরির (কথাতে যাহারা বিমুখ, তাহারা নিশ্চয় দৈবকর্ত্তৃক নিহত।) ॥ ১৬-১৮ ॥

মধ্ব—

অত্যল্পভক্ত্যা বিষ্ণৌ চ সদা শ্রদ্ধাদিকারিণঃ।
পিতৃলোকং সমাবিশ্য স্বসন্তানে পুনঃ পুনঃ ॥
ক্ষিপ্রমেব প্রজায়ন্তে যে তু ভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ।
অন্যসামান্যবেত্তারস্তদন্যোত্তমবেদিনঃ ॥
তদ্ভক্তনিন্দকাশ্চৈব যান্ত্যেব নিরয়ং ধ্রুবম্।
অপি ধর্ম্মৈক নিয়মা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
মুক্তিযোগাস্ত দেবাদ্যা মানুষা যজ্ঞভোগিনঃ।
মনুষ্যভেদা শ্রাদ্ধাদি-কৃতো বিদ্বেষিণোঽসুরাঃ ॥

ইতি চ ॥ ১৭-১৮ ॥

———

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—যে চ অচ্যুতকথাসুধাং (হরিকথামৃতং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) বিড়্ভুজঃ (শূকরাঃ) পুরীষমিব অসদ্গাথাঃ (কৃষ্ণেতরপ্রজল্পান্) শৃণ্বন্তি, তে নূনং (নিশ্চিতং) দৈবেন (স্বপ্রারব্ধেন) বিহতাঃ (নাশিতাঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—দৈবকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরিকথা-রূপ সুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্টাভোজী শূকর যেরূপ ক্ষীর ও খণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ গ্রহণ করে, তাহারাও সেইরূপ কৃষ্ণেতর অসৎকথা শ্রবণ করে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুতকথৈব সুধা তাং ত্যক্ত্বেতি তদন্যাঃ সর্ব্বা এবাসদ্গাথাঃ। ননু সুধাং প্রাপ্য কে নোপভুঞ্জতে ? তত্রাহ—পুরীষমিবেতি। ক্ষীরখণ্ডাদিকং ত্যক্ত্বা বিড়্ভুজো হি পুরীষমেবান্বিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুতকথাসুধাম্'—অচ্যুতের (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) কথাই সুধা (অমৃত), তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্তই অসদ্গাথা (অর্থাৎ অসতের কথা)। যদি বলেন—দেখুন, অমৃত প্রাপ্ত হইলে, কে তাহা না ভোগ করে ? তাহাতে বলিতেছেন—'পুরীষম্ ইব'—ক্ষীর খণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া, বিষ্ঠাভোগী শূকর যেমন বিষ্ঠাই অন্বেষণ করে, সেইরূপ (যাহারা মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া, ভগবান্ অচ্যুতের কথাসুধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসৎ-কথা শ্রবণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব-কর্ত্তৃক প্রতা-রিত, দুর্ভাগ্যবান্) ॥ ১৯ ॥

———

দক্ষিণেন পথার্য্যম্নঃ পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে।
প্রজামনু প্রজায়ন্তে শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্মশানান্তক্রিয়াকৃতঃ (গর্ভাধানাৎ আরভ্য শ্মশানান্তাঃ ক্রিয়াঃ কৃতবন্তঃ) তে (পূর্ব্বোক্ত-শ্লোকচতুষ্টয়কথিতাঃ জনাঃ ভগবন্তং ন প্রাপ্নুবন্তি কিন্তু) অর্য্যম্নঃ (সূর্য্যস্য) দক্ষিণেন পথা (ধূমমার্গেণ) পিতৃলোকং ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি, পিতৃলোকাৎ পুনঃ) প্রজামনু (স্বপুত্রাদিষু পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ প্রজায়ন্তে) চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই সকল গৃহব্রত ব্যক্তি সূর্য্যের দক্ষিণায়ন দ্বারা পিতৃলোকে গমন করেন, পরে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্ব-স্ব পুত্রাদিতে পৌত্রাদিক্রমে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত নিখিল ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২০॥

বিশ্বনাথ—পিতৃলোকাৎ পুনঃ প্রজামনু স্বপুত্রা-দিষু প্রজায়ন্তে। গর্ভাধানাদারভ্য শ্মশানান্তাঃ ক্রিয়াঃ কৃতবন্তঃ শাস্ত্রোক্তকর্ম্মকারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজামনু'—পিতৃলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্ব স্ব পুত্রাদিতে (পৌত্রাদি-ক্রমে) জন্মগ্রহণ করে। পুনরায় গর্ভাধান হইতে শ্মশানান্ত ক্রিয়াসকল করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহারা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী—এই অর্থ ॥ ২০॥

———

ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং প্রতি ।
পতন্তি বিবশা দৈবৈঃ সদ্যো বিভ্রংশিতোদয়াঃ ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পিতৃলোকং প্রাপ্যানন্তরং) তে ক্ষীণসুকৃতাঃ (ভোগেন ক্ষীণং সুকৃতং যেষাং তে নষ্ট-প্রায়-ভাগ্যাঃ) দৈবৈঃ (তদাধিষ্ঠাতৃভিঃ) সদ্যঃ বিভ্রংশিতোদয়াঃ (বিভ্রংশিতঃ ক্ষীণঃ উদয়ঃ ভোগঃ যেষাং তথাভূতাঃ) বিবশাঃ (ক্ষীণবলাঃ সন্তঃ ততঃ লোকাৎ) পুনঃ ইমং লোকং (মর্ত্তলোকং) প্রতি পতন্তি (ততঃ প্রজামনু প্রজায়ন্তে ইতি ভাবঃ) ॥২১॥

অনুবাদ—তদন্তর তাঁহাদের নশ্বর কর্ম্মমুখী সুকৃতি সকল ক্ষীণ হইলে তাঁহারা দৈববশতঃ ভোগ-সাধনে বঞ্চিত ও বিবশ হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কথং প্রজায়ন্তে ? তত্রাহ—ততস্তে পুনঃ ইমং লোকং প্রতি পতন্তি । উদয়ো ভোগ-সাধনম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিজন্য তাহারা পুত্রাদিতে জন্মগ্রহণ করেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'ততঃ তে' ইত্যাদি, (অর্থাৎ তাহাদের সুকৃতিসকল কালবশে ক্ষীণ হয় এবং দৈববশতঃ ভোগসাধনে বঞ্চিত ও বিবশ হইয়া) পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন। 'বিভ্রংশিতোদয়াঃ'—বিভ্রংশিত অর্থাৎ অপহৃত হইয়াছে উদয় বলিতে ভোগসাধন যাহাদের, সেই ভোগবঞ্চিত হতপুণ্য ব্যক্তিগণ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্ ।
তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (কারণাৎ হে মাতঃ,) ত্বং সর্ব্বভাবেন (অতিপ্রীত্যা) তদ্‌গুণাশ্রয়য়া (তস্য গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদয়ঃ এব আশ্রয়ঃ বিষয়ঃ যস্যাঃ তয়া, যদ্বা, তস্য গুণান্ আশ্রয়তে যা ভক্তিঃ তয়া) ভক্ত্যা (পরমপ্রেম্না) ভজনীয়পদাম্বুজং (ভজনীয়ং পদাম্বু-জং যস্য তং) পরমেষ্ঠিনং (পরমেশ্বরং) ভজস্ব (আরাধয়) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অতএব হে মাতঃ, আপনি ভগবদ্‌গুণা-শ্রয়া ভক্তিযোগে সাতিশয় প্রীতির সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করুন্—তাঁহার পাদপদ্মই সর্ব্বজীবের একমাত্র ভজনীয় বস্তু ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—নিবৃত্তকর্ম্মপরাণামন্তে যথা 'অথ তমি-ত্যত্র শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনী'ত্যাহ স্ম, তথৈব প্রবৃত্তকর্ম্মপরাণামন্তেঽপ্যাহ—তস্মাত্ত্বমিতি । তেন ত্বং নিবৃত্তং প্রবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম মা কুর্ব্বিতি ভাবঃ । সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা হরিং ভক্ত্যা ভজস্ব । ননু সৈব কথং স্যাত্তত্রাহ—তদ্‌গুণা এবাশ্রয়ঃ প্রবৃত্তিহেতুর্যস্যা-স্তয়া ভজনীয়ং ভজনার্হমিতি, অম্বুজং খলু কস্মৈ মধুব্রতায় ন রোচতে ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিবৃত্ত-কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা বলিয়া, যেমন—'অথ তং' (১১ শ্লোক) ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ভাবিনি ! আপনি সকলের হৃদয়পদ্মস্থিত সর্ব্বত্র ব্যক্তপ্রভাব সেই ভগবান্‌কে পরম প্রেমলক্ষণ ভক্তিভাবের সহিত ভজনা করুন, ইহা বলিয়াছেন, সেইরূপ এখানেও প্রবৃত্ত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা বলিয়া, অবশেষে বলিতেছেন—'তস্মাৎ ত্বং' ইত্যাদি। (যেহেতু সকাম কর্ম্মের গতি এইপ্রকার) অতএব আপনি ইত্যাদি। ইহার দ্বারা, আপনি নিবৃত্ত এবং প্রবৃত্ত কোন কর্ম্মই করিবেন না—এই ভাবার্থ। 'সর্ব্বভাবেন'—সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিতে শ্রীহরির ভজনা করুন। দেখুন—সেই ভক্তিই কিপ্রকারে হইবে ? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তদ্‌গুণা-শ্রয়য়া', তাঁহার গুণসকলই আশ্রয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তি-হেতু যাহার, সেই ভক্তির দ্বারা (অর্থাৎ যে ভক্তি ভগবান্ শ্রীহরির গুণকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই ভক্তিসহ-কারে)। 'ভজনীয়-পদাম্বুজং'—ভজনীয় অর্থাৎ ভজনের যোগ্য পাদপদ্ম যাঁহার, (সেই পরমেশ্বর শ্রীহরির ভজনা করুন)। এখানে 'পদাম্বুজ'—ইহা বলাতে, কমল কোন্ মধুকরের না রুচিপ্রদ হয় ?—এই ভাব ॥ ২২ ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতি বাসুদেবে (সর্ব্বান্তর্য্যামিনি শ্রীনারায়ণে) প্রয়োজিতঃ (নিরন্তরমনুষ্ঠিতঃ) ভক্তি-যোগঃ বৈরাগ্যং (হরিং বিনা অন্যত্র বৈতৃষ্ণ্যং) ব্রহ্ম-দর্শনং যৎ জ্ঞানং (ব্রহ্ম দৃশ্যতে যেন তথাভূতঃ যদ্

বিশুদ্ধজ্ঞানং তৎ চ) আশু (শীঘ্রং) জনয়তি (প্রকটয়তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে, শীঘ্রই কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হয়। (জীবের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সেই নির্ম্মলজ্ঞান হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানাদীচ্ছুরপি ভক্তিমেব কুর্য্যাদিত্যাহ—বাস্বিতি। ব্রহ্মদর্শনং ব্রহ্মানুভবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাদিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও ভক্তিই করিবেন—ইহা বলিতেছেন — 'বাসুদেবে' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হইলে, সহসা বিষয়ে বৈরাগ্য ও নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান হইতে) 'ব্রহ্মদর্শনং'—ব্রহ্মানুভব পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

তথ্য—ভাঃ ১।২।৭, ৩।২৪।৪৫, ৪।২৯।৩৭, ৬।১৭।৩১, ৯।২।১১ ও ৯।৪।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ২৩ ॥

———

যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষ্বিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্ণাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত ॥ ২৪ ॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদা অস্য (ভক্তস্য) চিত্তং (মনঃ ভগবদনুরাগেণ তস্মিন্নেব নিশ্চলং সৎ) ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সমেষু অর্থেষু (শব্দাদিবিষয়েষু ইদং) প্রিয়ম্ (ইদম্) অপ্রিয়ম্ ইতি উত (অবধারণে) বৈষম্যং ন বিগৃহ্ণাতি (নৈব ভজতে), তদৈব সঃ (ভক্তঃ) আত্মনা (বিশুদ্ধমনসা আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বাৎ) নিঃসঙ্গং (আসক্তিরহিতং) সমদর্শনং (সমং চ তদ্দর্শনং চ তম্ অতঃ) হেয়োপাদেয়রহিতং (জড়ীয়-বরাবর-ভাবহীনং) আরূঢ়ং পদং (স্বপ্রকাশং) আত্মানম্ ঈক্ষতে (অনুভবতি) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—সেই ভক্তের চিত্ত যখন শ্রীভগবানের গুণাণুরাগে নিশ্চল হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা বস্তুর মধ্যে একটিকে প্রিয়, অন্যটিকে অপ্রিয় বলিয়া বৈষম্য ধারণা করে না, তখনই সেই ভক্ত বিশুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা স্বপ্রকাশ, নিঃসঙ্গ, জড়ীয় হেয় ও উপাদেয়ভাব-বজ্জিত সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শন এবং 'আমি পরমানন্দ-স্বরূপ' এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানপ্রাপ্ত আত্মাকে দর্শন করেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তিজন্যে জ্ঞানবৈরাগ্যে কেন লক্ষণেন জ্ঞাতব্যে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যদাস্য ভক্তিমতশ্চিত্তং ভগবদ্গুণানুরাগেণ তস্মিন্নেব নিশ্চলং সৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সমেষু অর্থেষু প্রাকৃতেষু দৃশ্য-শ্রব্য-স্পৃশ্যাদিবস্তুষু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাংশেন বস্তুতস্তুল্যেষ্বপি ইদং মে প্রিয়ং শ্রব্যাদি, ইদমপ্রিয়মশ্রব্যাদীতি বৈষম্যং ন গৃহ্ণাতি নিন্দাস্তুত্যাদিষু লোষ্ট্রকাঞ্চনাদিষু চ সমভাবনং স্যাদিত্যর্থঃ, তদৈব আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং স্বীয়জীবং নিঃসঙ্গত্বাদিভির্হেতুভিঃ পদং ব্রহ্মস্বরূপং আরূঢ়মারূঢ়প্রায়ং ঈক্ষতে অনুভবতি ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ভক্তিজনিত (ভক্তি হইতে উৎপন্ন) জ্ঞান ও বৈরাগ্য কি লক্ষণের দ্বারা জানা যাইবে ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যদা অস্য', যখন এই ভক্তিমান্ জনের চিত্ত, শ্রীভগবানের গুণানুরাগের দ্বারা তাঁহাতেই নিশ্চল হইয়া, 'ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ'—ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা 'সমেষু অর্থেষু'—একভাবাপন্ন ইন্দ্রিয় বিষয়ে, অর্থাৎ প্রাকৃত দৃশ্য, শ্রব্য ও স্পৃশ্যাদি বস্তুতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব অংশে বস্তুতঃ তুল্য হইলেও, 'ইহা আমার প্রিয় শ্রব্যাদি, ইহা অপ্রিয় অশ্রব্য প্রভৃতি'—এইরূপ বৈষম্য গ্রহণ করে না, অর্থাৎ নিন্দা ও স্তুতি প্রভৃতিতে এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চনাদিতে চিত্ত সমভাবাপন্ন হয়, এই অর্থ। 'তদৈব আত্মনা'—তখনই আত্মা অর্থাৎ (নিশ্চল) বুদ্ধির দ্বারা, 'আত্মানং'—নিজ জীবাত্মাকে নিঃসঙ্গত্বাদি-বশতঃ 'পদং'—ব্রহ্মস্বরূপ, 'আরূঢ়ং'—আরূঢ়প্রায় অনুভব করে (অর্থাৎ আমিই পরমানন্দ-স্বরূপ ইত্যাকার নিশ্চয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মানুভব হইয়া থাকে) ॥ ২৪-২৫ ॥

মধ্ব—

মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপং চ বিষ্ণোর্জ্ঞানৈকমাত্রকম্।
তন্মান্যন্তে ভৌতিকং তু যে গচ্ছন্ত্যধরং তমঃ ॥
ইতি ব্রাহ্মে ॥ ২৫ ॥

———

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্‌।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ (অদ্বিতীয়ঃ এব) ভগবান্‌ দৃশ্যাদিভিঃ (দৃশ্যদ্রষ্টৃকরণরূপৈঃ) পৃথগ্‌ভাবৈঃ জ্ঞানমাত্রং (সম্বিদ্রূপং চিন্মাত্রং) পরং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বরঃ, পুমান্‌ (বিরাট্‌ ইতি বহুধা) ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥২৬॥

অনুবাদ—অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সম্বিদ্বিগ্রহ ভগবান্‌ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণ-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পুরুষ, পরমেশ্বর ইত্যাদি বহুবিধ নামে কথিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অসম্যক্‌ প্রতীতি মূলে জ্ঞানযোগদ্বারা ব্রহ্মরূপ, আংশিক প্রতীতিমূলে অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা পরমাত্মরূপ, সম্যক্‌প্রতীতিমূলে শুদ্ধভক্তিদ্বারা স্বয়ং ভগবদ্রূপ পুরুষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ ভক্তিযোগাধ্যায়োক্তং 'পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্বে'ত্যাদিভির্ভক্তিফলং ভগবদ্ধাম্নি প্রেমবৎপার্ষদত্বম্‌। তথা জ্ঞানযোগাধ্যায়োক্তং 'নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবলাখ্যং মদাশ্রয়'মিত্যাদিনা জ্ঞানফলং ব্রহ্মৈক্যং, তথাষ্টাঙ্গযোগাধ্যায়োক্তং 'মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং নির্ব্বাণমৃচ্ছতী'ত্যাদিভির্যোগফলমপি জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং মোক্ষমেব। সাম্প্রতন্ত তস্মাত্ত্বমিত্যাদিনা, বাসুদেব ইত্যাদিনা চ, তত্তৎ সর্ব্বং ভক্তিজ্ঞানযোগফলং কেবলয়ৈব ভক্ত্যা সিদ্ধতীত্যুচ্যতে —'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌' ইত্যুক্তঞ্চ —"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি" ইতি বক্ষ্যতে চ—তত্র কা যুক্তিরিত্যপেক্ষায়ামাহ—জ্ঞানমাত্রমিতি। একো ভগবান্‌ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ বৈকুণ্ঠনাথ এব দৃশ্যাদিভির্দৃশির্জ্ঞানং তদাদিভিঃ সাধনৈঃ পৃথগ্‌ভাবৈঃ পৃথগ্‌ভাবনাবদ্ভিরুপাসকৈঃ পরং ব্রহ্মাদিরূপ ঈয়তে ঈর্য্যত ইতি চ পাঠঃ ; যদ্বা, দৃশ্যৈঃ স্বরূপৈঃ অদৃশ্যৈঃ স্বরূপৈর্দৃশ্যাদৃশ্যৈশ্চ স্বরূপৈঃ। তত্র পরব্রহ্মণো লক্ষণং জ্ঞানমাত্রমিতি, পরমাত্মনো লক্ষণমীশ্বরঃ পুমানিতি, তেন ভগবত এব ব্রহ্মত্বাৎ পরমাত্মত্বাচ্চ ভগবৎসাধনভূতয়া ভক্ত্যৈব স্বসাধ্যং প্রেমবৎ-পার্ষদত্বং, জ্ঞানযোগসাধ্যং সাযুজ্যঞ্চ সিদ্ধ্যতি। ন চ তথা ব্রহ্মসাধনেন জ্ঞানেন পরমাত্মসাধনেন যোগেন বা প্রেমবৎপার্ষদত্বং সিদ্ধ্যতি প্রমাণাভাবাদেবেতি। অত্র ব্রহ্মণো নিরাকারত্বাদদৃশ্যম্‌ স্বরূপং, পরমাত্মনোঽপি নিরাকারত্বাদদৃশ্যম্‌। "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্‌। চতুর্ভুজম্‌" ইত্যাদিনা, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যা কেষাঞ্চিন্মতে সাকারত্বাদ্দৃশ্যং, ভগবতস্তু ব্রহ্মত্বাৎ পরমাত্মত্বাচ্চাদৃশ্যং, ভগবদবতারকালে দৃশ্যমন্যদা দৃশ্যাদৃশ্যঞ্চ ; যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে— "প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্‌। তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপো জগৎপতিঃ। বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—অনুত্তমং নিকৃষ্টং তত্র প্রাকৃত অব্যক্তস্বরূপস্তেনাপ্রাকৃতে উত্তমে স্থানে ব্যক্তরূপ ইতি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার ভক্তিযোগাধ্যায়ে উক্ত—'পশ্যন্তি তে মে' (৩।২৫।৩৫), অর্থাৎ সেই ভক্তগণ, প্রসন্নবদন ঈষৎ-রক্তনেত্র মনোজ্ঞ বরপ্রদ আমার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করেন—ইত্যাদির দ্বারা ভক্তির ফল শ্রীভগবদ্ধামে প্রেমময় পার্ষদত্ব প্রাপ্তি। সেইরূপ জ্ঞানযোগাধ্যায়ে উক্ত—'নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং' (৩।২৭।২৮), অর্থাৎ এই জন্মেই কৈবল্যধামে দেহাদিব্যতিরিক্তস্বরূপ মদাশ্রয় নিঃশ্রেয়স (নিরতিশয় আনন্দ) লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদির দ্বারা জ্ঞানের ফল ব্রহ্মৈক্য, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ যোগাধ্যায়ে উক্ত—'মুক্তাশ্রয়ং যর্হি' (৩।২৮।৩৫), অর্থাৎ চিত্ত ঐ প্রকারে নির্ব্বিষয় হইলে, আর তাহার কোন আশ্রয় থাকে না, তৈল ও বর্ত্তিকা বিরহিত দীপশিখা যেমন সহসা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাঁহার চিত্ত সহসা লয় প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদির দ্বারা যোগের ফলও জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মোক্ষই—ইহা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি 'তস্মাৎ ত্বং' (২২ শ্লোক)— অর্থাৎ অতএব তুমি ভক্তির দ্বারা ভজনীয় পাদপদ্ম শ্রীহরির আরাধনা কর, এবং 'বাসুদেবে ভগবতি' (২৩ শ্লোক) অর্থাৎ ভগবান্‌ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রয়োজিত হইলে—ইত্যাদির দ্বারা সেই সেই সমস্ত ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের ফল একমাত্র ভক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়—ইহা বলিতেছেন। এবং পূর্ব্বেও 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা' (২।৩।১০)—অর্থাৎ যিনি উদারবুদ্ধি এবং ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহার পূর্ব্বকথিত

কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা মোক্ষেতেই স্পৃহা হউক, তিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে নিরুপাধি পরমেশ্বরের উপাসনায় আসক্ত হইবেন—ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, এবং পরেও বলিবেন—"যৎ কর্ম্মভিঃ যত্তপসা" (১১।২০।৩২) ইত্যাদৌ, "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন" (১১।২০।৩৩)—অর্থাৎ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানব্রতাদি ধর্ম্ম ও অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনের দ্বারা যে ফল লভ্য হয়, সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র আমার ভক্তিযোগের দ্বারাই আমার ভক্ত লাভ করিয়া থাকে, এমন কি স্বর্গ, অপবর্গ, আমার ধাম বৈকুণ্ঠও লাভ করে, কোন বাঞ্ছাই তাঁহাদের নাই, তাহা হইলেও সেবোপযোগী যদি কিছু বাঞ্ছা থাকে, তাহাও লাভ করে। সেই বিষয়ে (অর্থাৎ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সমস্ত কিছু লভ্য হয়, এই বিষয়ে) কি যুক্তি থাকিতে পারে? তাহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'জ্ঞানমাত্রম্' ইতি।

'একঃ ভগবান্'—একমাত্র ভগবান্ই অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠনাথই, 'দৃশ্যাদিভিঃ'—এখানে দৃশ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, সেই জ্ঞানাদি সাধনের দ্বারা 'পৃথক্ভাবৈঃ'—পৃথক্ ভাবনাযুক্ত উপাসকগণ কর্তৃক, পরং ব্রহ্মাদি রূপে (অর্থাৎ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ইত্যাদি বহুবিধ নামে) অভিহিত হইয়া থাকেন। 'ঈয়তে'—উক্ত হন, এই স্থলে 'ঈর্য্যতে'—এইরূপ পাঠান্তরে স্তুত হইয়া থাকেন, এই অর্থ। অথবা—'দৃশ্যাদিভিঃ'—দৃশ্য স্বরূপের দ্বারা ও অদৃশ্য স্বরূপের দ্বারা এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় স্বরূপের দ্বারা—এইরূপ অর্থ। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের লক্ষণ—জ্ঞানমাত্রই, পরমাত্মার লক্ষণ—ঈশ্বর এবং পুরুষ। ইহাতে শ্রীভগবানেরই ব্রহ্মত্ব এবং পরমাত্মত্ব-হেতু (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ই ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা—এইজন্য), ভগবানের সাধনভূতা ভক্তির দ্বারাই (ভক্তি-সাধ্য) প্রেমযুক্ত পার্ষদত্ব (স্বরূপ) এবং জ্ঞান ও যোগসাধনের সাধ্য সাযুজ্যও সিদ্ধ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বলিয়া ব্রহ্ম-সাধন জ্ঞানের দ্বারা, কিম্বা পরমাত্ম-সাধন যোগের দ্বারা ভগবানের প্রেমময় পার্ষদত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাববশতঃই। এখানে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব-হেতু অদৃশ্য স্বরূপ, এবং পরমাত্মারও নিরাকারত্ব-হেতু অদৃশ্যস্বরূপ। আর, 'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে' (২।২।৮), অর্থাৎ কেহ কেহ স্ব-স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ রহিয়াছে, তাহাতে বাসকারী প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান, ইত্যাদি এবং 'সহস্রশীর্ষা পুরুষ', ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণানুসারে, কাহারও কাহারও মতে—সাকারত্বহেতু দৃশ্য, কিন্তু ভগবানের ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব-হেতু অদৃশ্যত্ব, আবার ভগবদবতার-কালে তিনি দৃশ্য এবং অন্য সময়ে দৃশ্য এবং অদৃশ্য। যদ্রূপ বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৫১-৫২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—"প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য" ইত্যাদি, ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের স্বরূপধারী বিষ্ণুর অনুত্তম স্থান জলশায়ী ঐ প্রাকৃত অণ্ড, ভূতগণের সাহায্যে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে লাগিল। যিনি অব্যক্ত স্বরূপ ছিলেন, সেই জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ঐ অণ্ডে অবস্থিত হইলেন। ইহার অর্থ অনুত্তম বলিতে যাহা নিকৃষ্ট, প্রাকৃত বলিতে যাহা অব্যক্ত-স্বরূপ, সুতরাং অপ্রাকৃত উত্তম স্থানে তিনি ব্যক্তরূপ, অর্থাৎ প্রকাশমান রহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ জগতে) সমগ্রেণ (কৃৎস্নেন) যোগেন (ভক্তিজ্ঞানযোগাখ্যেন) যোগিনঃ (ভক্তস্য জ্ঞানিনোঽষ্টাঙ্গযোগিনশ্চ) যৎ কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন) অসঙ্গঃ (সর্ব্বত্র অনাসক্তিঃ)—এতাবান্ এব হি অভিমতঃ (অভিলষিতঃ) অর্থঃ (প্রয়োজনম্) যুজ্যতে (প্রাপ্যতে প্রপঞ্চসঙ্গব্যুদাস এব যোগফলমিত্যর্থঃ)॥২৭॥

অনুবাদ—ভক্তিই সর্ব্বত্র জীবের চরম প্রয়োজনের মূলস্বরূপ। সমগ্র যোগদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গাদি যোগদ্বারা সর্ব্বথা যে প্রপঞ্চসঙ্গ হইতে ঔদাসীন্য লাভ হয়, তাবন্মাত্রই যোগের ফল। অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত কোন পন্থারই চরম প্রয়োজন লাভ হয় না, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিদ্বারা প্রাকৃতবিষয়ে উদাসীনতা মাত্র সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়াণামেবোপাসকানাং কমপি সাধারণং ধর্ম্মফলসাধকমাহ—এতাবানেবেতি। যোগেন ভক্ত্যাখ্যেন জ্ঞানাখ্যেন যোগাখ্যেন চ। যোগিনো ভক্তস্য জ্ঞানিনোঽষ্টাঙ্গযোগিনশ্চ যৎ কৃৎস্নশোঽসঙ্গঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বনাসক্তিরেতাবানেব অভিমতার্থসাধকত্বাৎ অভিমতোঽর্থঃ প্রযুজ্যতে যুক্ত—উচিতো ভবতীত্যর্থঃ। কৃৎস্নশোঽনাসক্ত্যৈব স্বাভিমতং বস্তু প্রেমা মোক্ষো বা লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিন প্রকার (যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত) উপাসকগণের একটি সাধারণ (অর্থাৎ সামান্যভাবে যাহা সকলের মধ্যেই আছে) ধর্ম্মফল-সাধক (নিষ্পাদক) বলিতেছেন—'এতাবান্ এব' ইতি। 'যোগেন'—পরিপূর্ণ যোগের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিযোগের পূর্ণতার দ্বারা, 'যোগিনঃ' —ভক্ত, জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ যোগিগণের, 'যৎ কৃৎস্নশঃ অসঙ্গঃ'—ইন্দ্রিয়ার্থে সর্ব্বথা যে অনাসক্তি (আত্মার যে অসঙ্গ), 'এতাবান্ এব'—ইহাই স্বাভীপ্সিত প্রয়োজন-সাধকত্ব-হেতু, 'অভিমতঃ অর্থঃ যুজ্যতে'—অভিমত অর্থ যুক্ত হয়, তাহাই উচিত, এই অর্থ। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে (ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে আত্মার) অনাসক্তির দ্বারাই, স্বাভিমত বস্তু প্রেম, অথবা মোক্ষ লভ্য হয়—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মিণা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—একং (অদ্বিতীয়ং) জ্ঞানং (চিন্মাত্রং) নির্গুণং (গুণাতীতং) ব্রহ্ম পরাচীনৈঃ (পরাঙ্মুখৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিধর্ম্মিণা (শব্দাদিধর্ম্মো যস্য তেন) অর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশেন বহুধা) অবভাতি (পৃথক্ত্বেন প্রতীয়তে ন তু বস্তুতঃ পৃথগস্তি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ পরব্রহ্ম বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ শব্দ-স্পর্শাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রতীত হয়। (অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় বস্তু অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য; যাঁহার এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চ দর্শন না হইয়া সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-দর্শন হয়, তিনিই যথার্থ অধোক্ষজ-দ্রষ্টা। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম সেবোন্মুখ, তিনি অদ্বয়-জ্ঞানে অবস্থিত। তাঁহার ভোগপর অক্ষজ-দর্শন বা দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভ্রান্তি নাই ॥২৮॥

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তিরস্মচ্চিকীর্ষিতা শ্রুতাবগতা চ জ্ঞানযোগাবপ্যস্মজ্জিজ্ঞাস্যৌ শ্রুতাবগতৌ চ। তত্র যদদ্বৈতং জ্ঞানং তন্ন সম্যগবগতমতঃ সংক্ষেপেণ ধ্রুহীত্যত্যো বিবর্ত্তবাদিনাং সম্মতং জ্ঞানমাহ—জ্ঞানমেকমদ্বৈতং ব্রহ্ম যত্তদেব পরাচীনৈঃ পরাঙ্মুখৈর্মায়াশক্ত্যুখৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদিভির্হেতুভিঃ শব্দাদি-ধর্ম্মিণা অর্থরূপেণ, শব্দবানয়ং মৃদঙ্গঃ, রূপবতীয়ং স্ত্রী, রসবদিদং ক্ষীরং স্বাদিতমিত্যাদি-রূপেণ জীবস্য ভ্রান্ত্যা অবভাতি—ইন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষামভাবে জ্ঞানভেদাভাবাদ্যদেকং জ্ঞানং তদদ্বৈতং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ননু তর্হি ভ্রমপ্রতীতবস্তুনো মিথ্যাত্বমিব বিশ্বস্যাস্য মিথ্যাত্বং প্রসজ্জেত। মৈবং; রজতমিদমিতি প্রতীতৌ শুক্তিত্বেন প্রতীত্যভাবাৎ শুক্তৌ রজতত্বস্য মিথ্যাত্বমেব। চক্ষুষা রূপমেব পশ্যতীত্যত্র তু চক্ষুঃকরণকমেতৎ কর্ত্তৃকং রূপবিষয়কং জ্ঞানমিতি জ্ঞানমাত্রস্য ব্রহ্মণো বিশেষ্যত্বেনানুভবো ভবত্যেব কেবলং কর্ত্তৃকরণকর্ম্মাণি বিশেষণানি জ্ঞানপদার্থভেদকানি মায়য়া বহিরঙ্গশক্ত্যা সৃজ্যন্ত ইতি ন তেষাং মিথ্যাত্বং জ্ঞেয়ম্। সৃষ্ট্যা চাবিদ্যয়া স্ববৃত্ত্যা জীবঃ সাহজিকং জ্ঞানং ভ্রময়িত্বা স্বসৃষ্টকর্ত্রাদিবিশেষণ-বৈশিষ্ট্যাদনন্তবিধে জ্ঞানে পাত্যতে। এষৈব জীবস্যার্থরূপে নানাবিধে জ্ঞানে ভ্রান্ত্যা প্রবৃত্তির্যথা গোগর্দ্দভাদীনাং শুদ্ধে গঙ্গোদকে বর্ত্তমানেঽপি প্রণালিকাদি-বিবিধখাতজলেষ্বেব পিপাসয়া প্রবৃত্তির্ভ্রান্ত্যৈব, ন ত্বভ্রান্তধিয়াং মনুষ্যাণামিতি। অত্র পরাঙ্মুখৈরিতীন্দ্রিয়াণাং বিশেষণাদপরাঙ্মুখৈরবহির্ম্মুখৈর্ভগবদুন্মুখৈরিন্দ্রিয়ৈস্তু মধুরশব্দবতীয়ং ভগবন্মুরলী, শ্যামসুন্দরোঽয়ং ভগবদ্দেহ ইত্যাদি চিদ্বস্তুনিষ্ঠো জ্ঞানভেদো ন ব্যবচ্ছিদ্যতে তস্য ব্রহ্মত্বাদেবেত্যাহুর্ভাগবতাঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ভক্তি আমাদের অভিপ্রেতই, তাহা (আপনার নিকট হইতে) শ্রুত ও অবগত হইয়াছি, আর জ্ঞান এবং যোগও আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহাও শ্রুত ও অবগত হইয়াছি। তন্মধ্যে যাহা অদ্বৈত জ্ঞান, তাহা সম্যক্-

রূপে জানিতে পারি নাই, অতএব উহা সংক্ষেপে বলুন। ইহার উত্তরে বিবর্ত্ত-বাদিগণের সম্মত (অদ্বৈত) জ্ঞান বলিতেছেন—'জ্ঞানং একম্' ইত্যাদি, যাহা এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহাই 'পরাচীনৈঃ'—মায়ার শক্তি হইতে উত্থিত পরাঙ্মুখ (বহির্ম্মুখ) শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা, 'শব্দাদি-ধর্ম্মণা অর্থরূপেণ'—শব্দ-স্পর্শাদি ধর্ম্মযুক্ত-হেতু অর্থরূপে অর্থাৎ এই মৃদঙ্গ শব্দবান্, এই স্ত্রী রূপবতী, রসযুক্ত এই ক্ষীর আস্বাদিত হইতেছে—ইত্যাদি পদার্থ-রূপে, জীবের ভ্রান্তি-বশতঃ 'অবভাতি'—প্রতিভাত হইয়া থাকেন, (বাস্তবিক পৃথক্ পদার্থমাত্র নাই)। সকল ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে জ্ঞানভেদের অভাব-হেতু, যাহা একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ, তাহাই অদ্বৈত ব্রহ্ম—এই অর্থ। [বিবর্ত্তবাদ হইতেছে বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত মায়াবাদ-সম্মত একটি সিদ্ধান্তবিশেষ। স্বপ্রকাশ পরমানন্দ ব্রহ্মই স্বমায়াবলম্বনে মিথ্যা জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর ও তন্মতাবলম্বিগণই এই মতের পোষক। শঙ্করের সিদ্ধান্ত—এক-মাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অপর কেহ নহে। এই মতে কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা। অসম্যক্ দৃষ্টি-নিবন্ধন শুক্তি দেখিয়া রজত বলিয়া মনে হয়। শুক্তি ত বাস্তব রজত নহে, উহাতে রজত-প্রতীতি কিন্তু বিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাতে আপাততঃ রজত-জ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিলেই রজত-জ্ঞান নিবর্ত্তিত হইবে। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলেই, জগদাদি ভেদ-প্রপঞ্চ নিবর্ত্তিত হয় ইত্যাদি। সমস্ত দ্বৈতবাদিগণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মতের নিরসনপূর্ব্বক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—'জগৎ সত্য, নশ্বরমাত্র হয়।' যথাস্থলে ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—দেখুন, তাহা হইলে ভ্রমপ্রতীত বস্তুর মিথ্যাত্বের ন্যায় এই বিশ্বের মিথ্যাত্বই প্রসজ্জিত হয়। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'মৈবম্', না, তাহা নহে। 'রজতম্ ইদম্'—এইটা রজত (রৌপ্য)—এইরূপ প্রতীতিতে, শুক্তিত্ব-রূপে প্রতীতির অভাবই রহিয়াছে, কারণ শুক্তিতে রজতত্বের মিথ্যাত্বই। আর, 'চক্ষুষা রূপমেব পশ্যতি,—চক্ষুর দ্বারা রূপই দেখিতেছে—এইস্থলে কিন্তু চক্ষুঃকরণক এতৎ-কর্ত্তৃক রূপ-বিষয়ক জ্ঞান (অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা কোন ব্যক্তির রূপ-বিষয়ক জ্ঞান)—ইহা বোধ হয়। অতএব জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের বিশেষ্যত্বরূপে অনুভব হইয়াই থাকে, কেবল কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম বিশেষণসকল—যাহা জ্ঞান-পদার্থের ভেদক, তাহা বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে তাহাদের মিথ্যাত্ব বোধ হয় না। অবিদ্যা কর্ত্তৃক স্ববৃত্তির (গুণত্রয়ের) দ্বারা সৃষ্টি করিয়া, স্বাভাবিক জ্ঞান বিভ্রান্ত করতঃ, স্বসৃষ্ট কর্ত্রাদি (অর্থাৎ আমি স্রষ্টা, আমি কর্ত্তা—এইরূপ) বিশেষণের বৈশিষ্ট্য হইতে বহুবিধ জ্ঞানে জীব নিপাতিত হইতেছে। (অর্থাৎ জীব তটস্থা শক্তি হইলেও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার গুণত্রয়ে বিভ্রান্ত হইয়া, নিজের কৃষ্ণদাসত্বস্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায়, দেহাদিতে আত্মবোধ করতঃ আমি কর্ত্তা, গৃহী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি নানাপ্রকার জ্ঞানে নিপতিত হইতেছে।) ইহাই জীবের অর্থরূপ নানাবিধ জ্ঞানে ভ্রান্তিবশতঃ প্রবৃত্তি—যেমন গো, গর্দ্দভ প্রভৃতির পবিত্র গঙ্গাজল থাকিলেও, প্রণালিকার বিবিধ খাত-জলেই পিপাসা-নিবৃত্তির প্রবৃত্তি ভ্রান্তি-বশতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু অভ্রান্তবুদ্ধি মনুষ্যগণের হয় না। এখানে 'পরাঙ্মুখ' (বহির্ম্মুখ)—ইহা ইন্দ্রিয়সকলের বিশেষণ-হেতু, অপরাঙ্মুখ, অবহির্ম্মুখ অর্থাৎ ভগবদ্-বিষয়ে উন্মুখী ইন্দ্রিয়বর্গের কিন্তু—এই শ্রীভগবানের 'মুরলী' মধুর শব্দবতী, 'শ্যামসুন্দর' এই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ—ইত্যাদি চিদ্‌বস্তু-নিষ্ঠ জ্ঞানভেদ কখনই ব্যবচ্ছিন্ন (খণ্ডিত) হয় না, যেহেতু তিনিই (সেই শ্রীভগবানই) ব্রহ্ম—এইরূপ ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

যথা মহানহংরূপস্ত্রিবৃৎ পঞ্চবিধঃ স্বরাট্।
একাদশবিধস্তস্য বপুরণ্ডং জগদ্‌যতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মহান্ (মহতত্ত্বং) অহংরূপঃ (অহঙ্কারঃ) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাত্মকঃ) পঞ্চবিধঃ (মহাভূতরূপেণ পঞ্চধা) একাদশবিধঃ (ইন্দ্রিয়াদিরূপেণ একাদশবিধশ্চ) স্বরাট্ (জীবরূপঃ), তস্য (জীবস্য) বপুঃ (শরীরং) অণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ডং) জগৎ (বিশ্বং চ) যতঃ (যেভ্যঃ মহদাদিভ্যঃ অবভাতি, তথা একমেব

ব্রহ্ম অর্থরূপেণ অবভাতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যেমন একমাত্র মহত্তত্ত্বই ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কাররূপে, পুনর্ব্বার পঞ্চবিধ ভূতরূপে, আবার একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়রূপে, সমষ্টিব্যষ্টি-বিরাট্‌রূপে, জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীররূপে, ব্রহ্মাণ্ডরূপে এবং মায়িক জগদ্রূপে প্রকাশিত হয়, (তদ্রূপ, এক অদ্বয়-ব্রহ্মের চিচ্ছক্তির পরিণাম হইতে চিজ্জগৎ, তটস্থা-শক্তির পরিণাম হইতে জৈব জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণাম হইতে মায়িক জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে—বস্তুতঃ সকলই ব্রহ্মাত্মক) ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ — অর্থরূপেণাবভাতীত্যুক্তমতোহর্থমধ্যপতিতমেব সর্ব্বং মায়িকং বস্ত্বিতি দর্শয়তি—যথেতি। মহাংশ্চিত্তং অহংরূপোহহঙ্কারঃ ত্রিবৃৎ ত্রিগুণাত্মকঃ স চ পঞ্চবিধঃ শব্দাদিরূপেণাকাশাদিরূপেণ চ পুনরেকাদশবিধ ইন্দ্রিয়রূপেণ। স্বরাট্ সমষ্টির্ব্যষ্টিশ্চ বিরাড়্ শুদ্ধজীবস্য বপুরণ্ডঞ্চেতি যতো মহদাদিভ্যো জগন্মায়িকমিদং বিশ্বং ভবতি মহদাদীনামেষাং বুদ্ধিবিষয়ত্বাদর্থরূপত্বম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অর্থরূপে (অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের পরিণাম দেব, মনুষ্যাদি-রূপে) অবভাসমান হয়, ইহা বলিয়াছেন, অতএব যাহা অর্থমধ্যে পতিত, সেই সকলই মায়িক বস্তু, ইহা দেখাইতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। মহান্—চিত্ত, অহং—অহঙ্কার, ত্রিবৃৎ—ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্বাদি গুণত্রয়রূপে ত্রিধা), তাহা আবার আকাশাদি ভূতরূপে পঞ্চবিধ, তাহা আবার ইন্দ্রিয়রূপে একাদশ প্রকার। 'স্বরাট্' বলিতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবরূপ, 'বিরাট্'—শুদ্ধ জীবের বপু এবং ব্রহ্মাণ্ড। 'যতঃ'—যে মহদাদি হইতে 'জগৎ'—এই মায়িক বিশ্ব হয়। এই সকল মহদাদির বুদ্ধি-বিষয়ত্ব-হেতু অর্থ-রূপত্ব (পদার্থরূপত্ব)। (অর্থাৎ যেমন এক মহত্তত্ত্ব অহঙ্কাররূপে ত্রিগুণাত্মক, ভূতরূপে পঞ্চবিধ এবং ইন্দ্রিয়রূপে একাদশ প্রকার হইয়াছে, আর ঐ মহদাদি হইতে জীব, জীবের শরীর, এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেইরূপ পরব্রহ্মে এই প্রপঞ্চ অর্থরূপে (পদার্থরূপে) প্রকাশ পাইতেছে, বস্তুতঃ একমাত্র।) ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—একাদশেন্দ্রিয়াত্মা চ পঞ্চভূতাত্মকস্তথা।
সর্ব্বাভিমানী ভগবান্ স্বরাড়িন্দ্রঃ পুরন্দরঃ॥
ইদমণ্ডং জগৎ সর্ব্বং শক্রদেহং বিদুর্বুধাঃ।
তৎপতিস্ত্রীগুণো রুদ্রস্তস্য ব্রহ্মা ততো হরিঃ॥
ইতি বামনে ॥ ২৯ ॥

এতদ্বৈ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন নিত্যশঃ।
সমাহিতাত্মা নিঃসঙ্গো বিরক্তঃ পরিপশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যশঃ (সর্ব্বদা) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাতিশয়েন) ভক্ত্যা যোগাভ্যাসেন (সম্যক্ সাধনানুষ্ঠানেন) সমাহিতাত্মা (সংযতচিত্তঃ) নিঃসঙ্গ (জড়সঙ্গরহিতঃ) বিরক্তঃ (বৈরাগ্যযুক্তঃ জনঃ) এতৎ (ব্রহ্ম) বৈ (নিশ্চিতং) পরিপশ্যতি (অনুভবতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা স্থিরচিত্ত, সঙ্গরহিত এবং সংসারাসক্তি-শূন্য ব্যক্তিই কেবলমাত্র এই জগৎকে ব্রহ্মাত্মকস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য জ্ঞানস্যাধিকারিণমাহ—এতজ্‌-জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই জ্ঞানের অধিকারিগণকে বলিতেছেন—'এতৎ'—ইহা, অর্থাৎ এই জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—যথৈতান্ পশ্যন্তি তদ্বদিব জ্ঞানাত্মকং মৎস্যাদিরূপং পশ্যন্ত্যজ্ঞাঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং গুর্ব্বি জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মদর্শনম্।
যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—হে গুর্ব্বি, (পূজ্যে !) ইতি এতৎ (এবম্ভূতং) তদ্ ব্রহ্মদর্শনং (তস্য শাস্ত্রমাত্রজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণো দর্শনং জ্ঞানদ্বারং) কথিতং (তব সমীপে বর্ণিতং), যেন (জ্ঞানেন) প্রকৃতেঃ (প্রধানস্য) পুরুষস্য (জীবস্য) চ তত্ত্বং (স্বরূপং) অববুধ্যতে (জ্ঞায়তে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে পূজ্যে, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মদর্শনের জ্ঞানদ্বারস্বরূপ যে জ্ঞানের বিষয় এখন কীর্ত্তন করিলাম, সেই জ্ঞানদ্বারা প্রকৃতি ও জীবের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং সুখবোধার্থং সংক্ষেপে-

ণানুবদতি—শুব্বি, হে মাতঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব কথিত বিষয় সহজে বোধের নিমিত্ত সংক্ষেপে বলিতেছেন—'শুব্বি'—হে পূজনীয়ে মাতঃ ! ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ।
দ্বয়োরপ্যেক একার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে জননি), নৈর্গুণ্যঃ (নির্গুণবিষয়ঃ শুদ্ধঃ) জ্ঞানযোগঃ ভক্তিলক্ষণঃ (ভক্তিযোগঃ) চ মন্নিষ্ঠঃ (মদগতঃ) দ্বয়োঃ (উভয়োঃ) অপি ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ (ভগবচ্ছব্দঃ লক্ষণং জ্ঞাপকঃ যস্য সঃ) একঃ এব অর্থঃ (প্রয়োজনম্) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—নির্গুণ অর্থাৎ কৈবল্যাদি-বাঞ্ছারহিত শুদ্ধাজ্ঞানযোগ এবং আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তিযোগ উভয়ের একই প্রয়োজন অর্থাৎ এতদুভয়েই ভগবচ্ছব্দ-জ্ঞাপক বস্তু লাভ করাইতে সমর্থ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—যোগস্যায়ত্যাং জ্ঞানত্বাদেতৎপ্রকরণোক্তে জ্ঞানং ভক্তিশ্চেতি দ্বে এব সাধনে ভবতঃ তৎ সাধ্যয়োর্ব্রহ্মপ্রাপ্তিভগবৎপ্রাপ্ত্যোর্দ্বিত্বেঽপ্যুক্তন্যায়েন ভগবত এব ব্রহ্মত্বাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিরিত্যেকমেব ফলং স্যাদিত্যাহ—জ্ঞানেতি। মন্নিষ্ঠ ইতি মমৈব ব্রহ্মত্বাদিতি ভাবঃ। নৈর্গুণ্যো নির্গুণো ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যোগস্তয়োর্দ্বয়োরেক এবার্থঃ প্রয়োজনম্। কোঽসৌ ভগবচ্ছব্দো লক্ষণং জ্ঞাপকো যস্য। তদুক্তং গীতাসু—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" ইতি। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" ইত্যতঃ সাযুজ্যপ্রেম্ণোর্ভগবত এব সিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগেরও পরিশেষে জ্ঞানরূপত্ব-হেতু এই প্রকরণোক্ত জ্ঞান এবং ভক্তি—এই দুইটিই সাধন, উহাদের সাধ্য (যথাক্রমে) ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি দ্বিবিধ হইলেও পূর্ব্বোক্ত ন্যায় অনুসারে ভগবানেরই ব্রহ্মত্ব-হেতু (অর্থাৎ ভগবান্ই ব্রহ্ম, এই বলিয়া) 'ভগবৎ-প্রাপ্তি'—এই একটিই ফল হইয়া থাকে ; ইহা বলিতেছেন—'জ্ঞান-যোগশ্চ'—(অর্থাৎ নির্গুণ শুদ্ধ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ, উভয়ই)। 'মন্নিষ্ঠ'—বলিতে মদ্বিষয়ক, অর্থাৎ আমারই ব্রহ্মত্ব-হেতু, এই ভাব। 'নৈর্গুণ্যঃ'—নির্গুণ (শুদ্ধ) জ্ঞানযোগ, এবং ভক্তিলক্ষণ যে যোগ—এই দুইটির 'এক এব অর্থঃ', একই প্রয়োজন। কি সেই প্রয়োজন ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভগবচ্ছব্দ-লক্ষণঃ', ভগবান্ এই শব্দই যাহার জ্ঞাপক (অর্থাৎ ভক্তি ও নির্গুণ জ্ঞানযোগের প্রত্যেকটিই ভগবান্কে প্রাপণ করাইতে সমর্থ)। সেইরূপ উক্ত হইয়াছে—শ্রীগীতাতে (১২।৪), 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'—অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত হইয়া, আমার নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আরও, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭)—যেহেতু আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি, যেমন ঘনীভূত প্রকাশই সূর্য্য-মণ্ডল, তদ্রূপ এবং যেহেতু আমিই অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ, শাশ্বত ও ধর্ম্মস্বরূপ এবং অব্যভিচারি সুখস্বরূপ, (অতএব আমাতে ভক্তি করিলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে)। অতএব সাযুজ্য মুক্তি এবং প্রেমের, শ্রীভগবান্ হইতেই সিদ্ধি (প্রাপ্তি) হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—জ্ঞানভক্তি বিনা নৈব মুক্তিঃ কস্যাপি বিদ্যতে।
তয়োরেকতরেণৈব বিষ্ণুগেনোভয়ং বিনা ॥
এবমপ্যেতয়োরেকভাবেঽপ্যনিয়তে ধ্রুবম্।
একেনাপি ভবেন্মুক্তিস্তদর্থং ত্বন্যসাধনম্ ॥
ইতি হরিবংশেষু ॥ ৩২ ॥

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা বহুগুণাশ্রয়ঃ (বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানাং আশ্রয়ঃ গুড়ক্ষীরাদিঃ) একঃ (এব) অর্থঃ (পদার্থঃ) পৃথগ্দ্বারৈঃ (মার্গভেদপ্রবৃত্তৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়সমূহৈঃ) নানা (চক্ষুষা শুক্লঃ ইতি, রসনেন মধুরঃ ইতি, স্পর্শেন শীতঃ ইতি) ঈয়তে (প্রতীয়তে) তদ্বৎ ভগবান্ (এক এব সন্) শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ (শাস্ত্রমার্গৈঃ বিভিন্নশাস্ত্রৈঃ তত্তদ্রূপেণ প্রতীয়তে) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যেমন রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয়ী-

ভূত ক্ষীরাদি দ্রব্য একই বিষয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা নানাবিধরূপে প্রতীত হয়, (যেমন, দুগ্ধ চক্ষুর্দ্বারা শুক্ল, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা শীতল এবং জিহ্বাদ্বারা মধুররূপে অনুভূত হয়), তদ্রূপ এক অদ্বয়বস্তু ভগবান্ই শাস্ত্রের বিভিন্ন বর্ত্মদ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ যেমন, চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুগ্ধের জ্ঞান জন্মিলেও উহা অসম্যক্, আংশিক ও বাহ্যজ্ঞান মাত্র, কিন্তু রসনেন্দ্রিয়দ্বারাই দুগ্ধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও মাধুর্য্যাদি-স্বাদ গ্রহণ করা যায় এবং পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু চক্ষু বা ত্বগাদিদ্বারা সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিদ্বারা বহিঃ-প্রতীতি, অসম্যক্ বা আংশিক প্রতীতি লাভ হইলেও শুদ্ধভক্তিযোগের দ্বারাই পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে)॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং জ্ঞানভক্তিগম্য এব ভগবানপি ত্বনন্তশক্তিত্বাৎ সর্ব্বসাধনগম্য ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবাপি পৃথগ্দ্বারৈঃ পৃথঙ্মার্গপ্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্নানা প্রতীয়তে—চক্ষুষা শুক্ল ইতি, রসনেন মধুর ইতি, ত্বচা শীত ইতি, নাসিকয়া সুগন্ধ ইতি, শ্রোত্রেণ ক্ষীরাভিধান ইত্যেবমেকৈক এব স্বগ্রাহ্যো ধর্ম্মোঽনুভূয়তে, নান্যগ্রাহ্যোঽতএব তত্তদ্ধর্ম্মবান্, নাপি ক্ষীররূপোঽর্থঃ। মনসেন্দ্রিয়রাজেন তু সুখদস্তৃপ্তিকরোঽয়ং শুক্লমধুরশীতলসুগন্ধক্ষীরাভিধানোঽয়মর্থ ইতি তত্তৎসর্ব্বধর্ম্মযুক্ত এব স প্রতীয়তে, তথৈব শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিভিরপি সাধনৈঃ স্বর্গাপবর্গাদিরূপত্বাৎ স্বর্গপ্রদ ঈশ্বর ইত্যপবর্গপ্রদ আত্মা ব্রহ্মেত্যেকোঽংশ এবানুভূয়তে ; ভক্ত্যা তু সাধনমুখ্যয়া প্রেমবিষয়ীভূতো ভগবান্ স্বর্গাপবর্গাদিসর্ব্বফলপ্রদ ঈশ্বরাদি-শব্দবাচ্যঃ স সর্ব্বথৈবানুভূয়ত ইতি ভাগবতামৃতদৃষ্টা ব্যাখ্যা। তথাহি—"যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা। ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ॥ দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা। উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে॥ জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ। তথৈব চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্॥ তথান্যা বাহ্যকরণ-স্থানীয়োপাসনাখিলা। ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎ-সর্ব্বার্থলাভতঃ॥ ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ। মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে॥" ইতি॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবলমাত্র জ্ঞান ও ভক্তিরই গম্য শ্রীভগবান্—ইহা নহে, কিন্তু তিনি অনন্ত শক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া সমস্ত সাধনের দ্বারাই প্রাপ্য, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি (অর্থাৎ বহুগুণাশ্রয় একটি দ্রব্য (ক্ষীরাদি) যেমন পৃথক্ পৃথক্ নির্গমদ্বার-বিশিষ্ট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নানারূপে পরিগৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবত্তত্ত্ব উপাসনাভেদে নানাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন)। 'বহুগুণাশ্রয়ঃ'—বহু রূপ, রসাদি গুণসমূহের আশ্রয় ক্ষীরাদি যেমন এক হইয়াও, পৃথক্দ্বারৈঃ'—পৃথক্ পৃথক্ পথ প্রবর্ত্তক (নেত্র-রসনাদি) ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা নানাপ্রকারে প্রতীত হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা শুক্ল, জিহ্বার দ্বারা মধুর, ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শীতল, নাসিকার দ্বারা সুগন্ধ, শ্রোত্রের দ্বারা ক্ষীর—এই নাম। এই প্রকার এক একটি ইন্দ্রিয় 'স্ব-গ্রাহ্য' (নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয়) ধর্ম্মই অনুভব করে, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ধর্ম্ম অনুভব করে না। অতএব সেই সেই ধর্ম্মযুক্ত অর্থই অনুভূত হয়, কিন্তু 'ক্ষীর' —এইরূপ অর্থ অনুভূত হয় না। আর, যিনি ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন, সেই মন কিন্তু সুখদ ও তৃপ্তিকর এই বস্তু—শুক্ল, মধুর, শীতল, সুগন্ধ এবং ক্ষীর নামক—এইরূপ সেই সেই সমস্ত ধর্ম্মযুক্ত অর্থই অনুভব করে। সেইরূপ শাস্ত্রমার্গে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি সাধনের দ্বারা, স্বর্গ ও অপবর্গাদিরূপত্ব-হেতু স্বর্গপ্রদ ঈশ্বর, এবং মুক্তিপ্রদ আত্মা ও ব্রহ্ম—এইরূপ এক এক অংশই অনুভূত হইয়া থাকেন, কিন্তু সকল সাধনের মুখ্য ভক্তির দ্বারা—প্রেমের বিষয়ীভূত শ্রীভগবান্ই স্বর্গ ও অপবর্গাদি সকল ফলেরই প্রদাতা, ঈশ্বরাদি শব্দ-বাচ্য সর্ব্বথাই অনুভূত হইয়া থাকেন —ইহা শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইল।

(শ্রীল রূপগোস্বামি বিরচিত লঘুভাগবতামৃতে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—একই শ্রীভগবৎস্বরূপে ব্রহ্ম-

পরমাত্মাদি বহুস্বরূপ অন্তঃপাতিরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও, উপাসনার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিরূপ সাধনের পার্থক্যবশতঃ, সেই সেই উপাসকের নিকট তদুপযোগি-স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে।) তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'যথা রূপ-রসাদীনাং' (২০৬ অঙ্ক ধৃত কারিকা) ইত্যাদি—যেমন রূপ-রসাদি বিবিধ গুণের আশ্রয়ভূত এক দুগ্ধাদি দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়-দ্বারা, বহুবিধ আকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, জিহ্বাদ্বারা মধুর ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ এক হইয়াও উপাসকের উপাসনাভেদে বহুপ্রকারে প্রতীয়মান হন। তন্মধ্যে যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্য একমাত্র জিহ্বাদ্বারাই পরিগৃহীত হয়, অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা নহে, আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি গুণের মধ্যে কেবলমাত্র স্বীয় স্বীয় বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ অন্যান্য উপাসনাসমূহ (জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি) বাহ্যেন্দ্রিয় স্থানীয় (চক্ষু ও জিহ্বাদি স্থানীয়), অর্থাৎ উহারা কেবল স্বীয় স্বীয় উপযোগি প্রসিদ্ধ বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অন্য কাহাকেও নহে। ভক্তি কিন্তু চিত্তস্থানীয়া, তিনি বিভিন্ন উপাসকের, বিভিন্ন উপাসনার বিষয় সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্রে, ব্রহ্ম হইতে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠত্ব) অভিহিত হইয়াছে॥ ৩৩॥

———

ক্রিয়য়া ক্রতুভির্দানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ।
আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্ম্মণাম্॥ ৩৪॥
যোগেন বিবিধাঙ্গেন ভক্তিযোগেন চৈব হি।
ধর্ম্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্॥ ৩৫॥
আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বদৃক্॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—ক্রিয়য়া (পূর্ত্তরূপয়া) ক্রতুভিঃ (যাগৈঃ) দানৈঃ তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ (তপঃ কৃচ্ছ্র_সাধনং স্বাধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নং মর্শনং মীমাংসা-বিচারঃ তৈঃ) আত্মেন্দ্রিয়-জয়েনাপি (আত্মনঃ মনসঃ ইন্দ্রিয়াণাং চ জয়েন নিষিদ্ধবর্জ্জনেন) কর্ম্মণাং সন্ন্যাসেন (কর্ম্মত্যাগেন) বিবিধাঙ্গেন যোগেন (যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগেন), ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগমিশ্রেণ) উভয়চিহ্নেন ধর্ম্মেণ (সকামনিষ্কামলক্ষণেন ধর্ম্মেণ) চ যঃ (ধর্ম্মঃ) প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্ (উভয়মার্গ-মূলকঃ) (তথা) আত্মতত্ত্বাববোধেন দৃঢ়েন (একাগ্রেণ) বৈরাগ্যেণ চ—এভিঃ (বর্ত্মভিঃ) সগুণঃ (স্বধর্ম্মপ্রাপ্যস্বর্গাদি-প্রাকৃতরূপঃ) নির্গুণঃ (ব্রহ্মপরমাত্মাদি-গুণাতীত-স্বরূপঃ) স্বদৃক্ (ভক্তিযোগপ্রাপ্যঃ স্বপ্রকাশস্বরূপঃ) ভগবান্ ঈয়তে (অনুভূয়তে)॥ ৩৪-৩৬॥

অনুবাদ—পূর্ত্তকর্ম্ম (জলাশয়াদি) উৎসর্গ, যজ্ঞ, দান—এই সকল গৃহস্থের ধর্ম্ম; তপস্যাদি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম; বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মীমাংসা বা শাস্ত্রবিচার প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম; মন ও ইন্দ্রিয়জয়াদি ভিক্ষুর ধর্ম্ম; ত্যাগ, বিবিধ অঙ্গসম্পন্ন রাজযোগ, ভগবদ্ভক্তি-যোগ, প্রেম ও ব্রহ্মানুভব, ভগবদিতর বিষয়ে এক-নিষ্ঠ বৈরাগ্য—এই সকল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণাত্মক ভগবদ্ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ সগুণ, নির্গুণ ও স্ব স্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। (অর্থাৎ যজ্ঞ ও দানাদি প্রবৃত্তি-মার্গদ্বারা সগুণ-স্বর্গাদিরূপে, সন্ন্যাসাদি নিবৃত্তি-মার্গ দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি স্বরূপে এবং ভগবদ্ভক্তিযোগদ্বারা স্বপ্রকাশ, স্বরাট্, নিত্য স্ব-স্বরূপে ভগবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য পরিপূর্ণ বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ,—ইহাই ভাবার্থ)॥

বিশ্বনাথ—শাস্ত্রমার্গানেব প্রপঞ্চয়তি—ক্রিয়য়েতি ত্রিভিঃ। ক্রিয়াদিত্রয়ং গৃহস্থস্য ধর্ম্মঃ। তপো বান-প্রস্থস্য। মর্শনং মীমাংসা। স্বাধ্যায়মর্শনে ব্রহ্ম-চারিণঃ। আত্মেতি দ্বয়ং ভিক্ষোঃ, ভক্তিযোগেন চৈব হীতি চকারেণ ক্রিয়য়েত্যাদীনাং ভক্তিমিশ্রত্বং জ্ঞাপ-য়তি—ক্রিয়য়া ভক্তিযোগেন চ ক্রতুভির্ভক্তিযোগেন চ দানৈর্ভক্তিযোগেন চেত্যেবং সর্ব্বত্র যোজনাৎ ভক্তিযোগ-মিশ্রণং বিনা ক্রিয়াদীনাং প্রতি স্বফলসাধকত্বাশক্তিং বোধয়তি। এব-হি-শব্দাভ্যামবধারণ-নিশ্চয়বাচকাভ্যাং ক্রিয়াদিসাধ্যাং বস্তু ভক্তিযোগেনৈব কেবলেন লভ্যং নিশ্চিতং স্যাদিতি চ বোধয়ত্যতো ভক্তিযোগস্য সর্ব্ব-মুখ্যত্বং ভগবৎস্বরূপস্যেব জ্ঞেয়ম্। উভয়চিহ্নেন সকাম-নিষ্কামলক্ষণেন। তদেবং স্পষ্টয়তি—যো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্। সগুণঃ ক্রিয়া-ক্রত্বাদিপ্রাপ্যঃ

স্বর্গাদিরূপ ইত্যর্থঃ। নির্গুণঃ সন্ন্যাসযোগাদি-প্রাপ্যঃ ব্রহ্মপরমাত্মাদি-স্বরূপ ইত্যর্থঃ। স্বদৃক্ স্বান্ অনন্য-ভক্তানেবাসক্ত্যা পশ্যতীতি স্বদৃক্ শুদ্ধভক্তিযোগপ্রাপ্যো ভগবদ্রূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রমার্গ-সমূহই বিবৃত করিতেছেন—'ক্রিয়য়া', ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। ক্রিয়াদি (ক্রিয়া, যজ্ঞ ও দান) তিনটি গৃহস্থের ধর্ম্ম। তপস্যা বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। 'মর্শনং'—বলিতে মীমাংসা (তত্ত্ব-বিচার), 'স্বাধ্যায়' অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থ-বিচার—ইহা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। 'আত্মেন্দ্রিয়-জয়েন'—আত্মজয় শম এবং ইন্দ্রিয়-জয় দম, এই দুইটি ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। 'ভক্তিযোগেন চৈব হি'—এবং শ্রীভগবানে ভক্তিযোগের দ্বারাই। এখানে 'চ-কার'—এবং, ইহা বলায় পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া, যজ্ঞ প্রভৃতির ভক্তি-মিশ্রত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, যেমন ভক্তিযুক্ত ক্রিয়ার দ্বারা, ভক্তিযুক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা, ভক্তিযুক্ত দান প্রভৃতির দ্বারা—এইরূপ সর্ব্বত্র ভক্তি যুক্ত হওয়ায়, ভক্তিযোগের মিশ্রণ ব্যতিরেকে (স্বতন্ত্র-রূপে) ক্রিয়াদির নিজ নিজ ফল প্রদানের অসামর্থ্যই বোধিত হইল। এখানে 'এব' এবং 'হি'—অবধারণ ও নিশ্চয়-বাচক এই দুইটি শব্দের উল্লেখ-বশতঃ ক্রিয়াদির দ্বারা সাধ্য বস্তু কেবলমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাই লভ্য হয়—ইহা নিশ্চিতই—এইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। অতএব ভক্তিযোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ভগবৎস্বরূপের ন্যায়ই জানিতে হইবে। 'উভয়চিহ্নেন ধর্ম্মেণ'—সকাম ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম্মের দ্বারা, তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিশিষ্ট। 'সগুণঃ'—সগুণ বলিতে ক্রিয়া, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদিরূপ, এই অর্থ। 'নির্গুণঃ' —নির্গুণের সন্ন্যাস ও যোগাদির প্রাপ্য ব্রহ্ম ও পর-মাত্মাদি স্বরূপ—এই অর্থ। 'স্বদৃক্'—বলিতে নিজ অনন্য-ভক্তদিগকেই আসক্তিপূর্ব্বক যিনি অবলোকন করেন, ইহাতে শুদ্ধভক্তিযোগের দ্বারা প্রাপ্য ভগবৎ-স্বরূপ, এই অর্থ। (অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিশিষ্ট সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, দৃঢ় বৈরাগ্য ইত্যাদির দ্বারা স্বপ্রকাশ অখিল-কল্যাণগুণনিধি শ্রীভগবান্ই যথাসম্ভব সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হন।) ॥ ৩৪-৩৬ ॥

তথ্য—গীতা ৪।১১-১২, ৭।২০-২৩, ৯।২৩-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪-৩৬ ॥

প্রাবোচং ভক্তিযোগস্য স্বরূপং তে চতুর্ব্বিধম্।
কালস্য চাব্যক্তগতের্যোঽন্তর্দ্ধাবতি জন্তুষু ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে মাতঃ,) ভক্তিযোগস্য চতুর্ব্বিধং (ত্রিগুণনির্গুণভেদেন চতুর্দ্ধা), (তথা) যঃ জন্তুষু (প্রাণিনাম্) অন্তর্দ্ধাবতি (উৎপত্তিনিধনাদি করোতি) তস্য অব্যক্তগতেঃ (অব্যক্তা গতিঃ চেষ্টা যস্য তস্য অপ্রত্যক্ষীভূতস্য) কালস্য চ (স্বরূপং) তে (তুভ্যং) প্রাবোচম্ (অকথয়ম্)॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—(হে মাতঃ,) আমি আপনাকে ত্রিগুণ ও নির্গুণভেদে চতুর্ব্বিধ ভক্তিযোগের লক্ষণ এবং প্রাণি-সমূহের উৎপত্তি ও নিধনাদির কারণ-স্বরূপ অব্যক্ত-গতি কালের লক্ষণ বলিলাম ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং জ্ঞানযোগমুপসংহৃত্য তস্য চ ভক্তিযোগপ্রাপ্যে ভগবত্যেব নিষ্ঠাং প্রদর্শ্য সমুচিত-দৃষ্টান্তেন ভগবত এব কর্ম্মাদিসর্ব্বমার্গ-লক্ষ্যত্বমুপ-পাদ্যেদানীং ভক্তিযোগাদিকমুপসংহরতি—প্রাবোচ-মিতি দ্বাভ্যাম্। চতুর্ব্বিধং ত্রিগুণনির্গুণভেদেন ॥ ৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে জ্ঞানযোগের উপসংহার-পূর্ব্বক, সেই জ্ঞানযোগের ও ভক্তিযোগের দ্বারা প্রাপ্য শ্রীভগবানেই নিষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ, সমু-চিত দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীভগবানেরই কর্ম্মাদি সমস্ত মার্গের লক্ষ্যত্ব প্রতিপাদিত করিয়া, এখন ভক্তিযোগা-দির উপসংহার করিতেছেন—'প্রাবোচম্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। 'চতুর্ব্বিধম্'—সত্ত্বাদি গুণত্রয় ভেদে তিন এবং নির্গুণ-রূপে এক, এই চারি প্রকার ভক্তিযোগের স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ! (হে মাতঃ,) জীবস্য (প্রাণি-সমূহস্য) বহ্বীঃ (বহুপ্রকারাঃ) অবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ (অবিদ্যয়া যানি কৃতানি কর্ম্মাণি তৈঃ নির্ম্মিতাঃ প্রাপ্তাঃ) সংসৃতীঃ (জন্মমৃত্যুমালাঃ চ প্রাবোচং),

যাসু (সংসৃতিষু) প্রবিশন্ (আসক্তঃ সন্) আত্মা (জীবঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) গতিং ন বেদ (জানাতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ! যে অবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিত বহুপ্রকার সংসারবন্ধনে প্রবিষ্ট হইলে জীব আর আত্মগতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেই সংসার-গতির বিষয়ও বর্ণন করিলাম ॥ ৩৮ ॥

নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ ॥ ৩৯ ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ— এতৎ (মদুক্তং আত্মতত্ত্বং) খলায় (পরোদ্বেজকায়) অবিনীতায় (মর্য্যাদারহিতায়) ভিন্নায় (দুরাচারায়) স্তব্ধায় (অতিগর্ব্বিতায়) ধর্ম্মধ্বজায় (অর্থলাভার্থং ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠাত্রে জনায়) (লোলুপায় (বিষয়েষু লৌল্যযুক্তায়) গৃহারূঢ়চেতসে (পুত্রধনদারাদিষু অত্যাসক্তায়) অভক্তায় (সেবা-বিহীনায়) মদ্ভক্তদ্বিষাং (মদ্ভক্তদ্বেষিভ্যঃ তৎসম্বন্ধিভ্যঃ অপি) জাতু (কদাচিৎ) অপি ন উপদিশেৎ ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, আমি আপনাকে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক এই যে জ্ঞান উপদেশ করিলাম, ইহা পরো-দ্বেজক, অবিনীত, অতিগর্ব্বিত, দুরাচার, ধর্ম্মধ্বজী, বিষয়ভোগে অতিলোভী, পুত্রদারধনাদিতে অত্যাসক্ত-চিত্ত, অভক্ত এবং আমার ভক্তদ্বেষী ব্যক্তিকে কখনও উপদেশ করিবেন না ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—এতদুপদেশানধিকারিণো দর্শয়তি—নৈতদিতি। খলো দূষণার্থমেব কৃত্রিমভক্ত্যা অধি-জিগমিষুঃ। অবিনীতঃ শিষ্টমর্য্যাদারহিতঃ, স্তব্ধো-ঽতিগর্ব্ববান্, ভিন্নো মতান্তরেণ ভেদং প্রাপ্তঃ, ধর্ম্ম-ধ্বজো লাভপ্রতিষ্ঠাদ্যর্থমেব ধর্ম্মনিষ্ঠঃ। লোলুপস্তত্তদ্দো-ষরহিতোঽপি বিষয়ভোগেঽতিলোভী। গৃহারূঢ়চেতাঃ বিষয়েষ্বনতিলোলুপোঽপি পুত্রদারধনাদিষ্বত্যাসক্তঃ। অভক্তঃ উক্তানুক্তসর্ব্বদোষরহিতোঽপি মদ্ভক্তিহীনঃ। কিঞ্চ, ভ্রমপ্রমাদতঃ কদাচিদেভ্যোঽপ্যুপদিশতু নাম জাতু কদাচিদপি মদ্ভক্তদ্বিষামিতি ষষ্ঠ্যন্তনির্দ্দেশেন তৎসম্বন্ধিনোঽপি নোপদিশেৎ কিমুত তেভ্য ইতি ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সমস্ত উপদেশের অনধি-কারিগণকে নির্দ্দেশ করিতেছেন—'নৈতৎ', ইত্যাদির দ্বারা। 'খলায়'— (পরের উদ্বেজক খল প্রকৃতির জনকে উপদেশ করিবে না), খল ব্যক্তি ইহার নিন্দা করিবার নিমিত্তই কৃত্রিম ভক্তির দ্বারা (এই উপদেশ) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। 'অবিনীত'—শিষ্টজনের মর্য্যাদারহিত। স্তব্ধ—যিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত (অহঙ্কারী)। ভিন্ন—অন্য মতের দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পরের কথায় যাহার নিজ বিশ্বাস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 'ধর্ম্মধ্বজঃ'—লাভ ও প্রতিষ্ঠাদির নিমিত্তই যিনি ধর্ম্মের আচরণ করেন, ধর্ম্মধ্বজী (ভণ্ড)। 'লোলুপ'—পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত হইলেও যিনি বিষয়-ভোগে অত্যন্ত লোভী। 'গৃহারূঢ়-চেতসে'—বিষয়ের প্রতি অতিশয় লুব্ধ না হইলেও যিনি পুত্রকলত্রাদিতে অতিশয় আসক্তচিত্ত। 'অভক্ত'—বলিতে উক্ত ও অনুক্ত সমস্ত দোষরহিত হইলেও যিনি আমাতে ভক্তি-বিহীন। আরও, ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ কখনও ইহাদের প্রতি উপদেশ করিলেও, 'ন জাতু মদ্ভক্তদ্বিষাম্ অপি'—কখনই আমার ভক্তজনের যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের উপদেশ করিবে না। এখানে 'মদ্ভক্ত-দ্বিষাম্' —চতুর্থী প্রয়োগ না করিয়া, ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগের দ্বারা, ভক্তবিদ্বেষিগণের যাহারা সম্বন্ধান্বিত, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত উপদেশ করিবে না, আর ভক্তবিদ্বেষিগণের কথা অধিক কি?—এই ভাব ॥ ৩৯-৪০ ॥

তথ্য—গীতা ১৮।৬৭-৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৩৯-৪২॥

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥ ৪১ ॥
বহির্জ্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে।
নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয় ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(পরন্তু) প্রেয়সাং (বস্তুনাং মধ্যে) যস্য (নিঃশ্রেয়সার্থিনঃ) অহম্ (এব) প্রিয়ঃ (প্রেমাস্পদঃ) তস্মৈ শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাবতে) ভক্তায় (ভজন-পরায়ণায়) বিনীতায় (নম্রায়) অনসূয়বে (ঈর্ষারহিতায়) ভূতেষু (প্রাণিষু) কৃতমৈত্রায়

(সুহৃদে) শুশ্রূষাভিরতায় (সেবানিরতায়) বহির্জ্জাতবিরাগায় (ভগবদিতরবস্তুষু অনাসক্তায়) শান্তচিত্তায় (নিষ্কামচেতসে) নির্ম্মৎসরায় (মৎসরহীনায়) শুচয়ে (সদাচারায়) চ দীয়তে (উপদিশেৎ) ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ—কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, ভক্ত, বিনীত, শিষ্টমর্য্যাদাযুক্ত, অসূয়াবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে দয়াযুক্ত, (গুরু) সেবানিরত, বাহ্য-বিষয়ে আসক্তিশূন্য, শান্তচিত্ত, নির্ম্মৎসর, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র এবং যিনি আমাকে যাবতীয় প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তর বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ অধিকারী ব্যক্তির নিকটই উহা কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৪১-৪২ ॥

বিশ্বনাথ — অধিকারিণ আহ — শ্রদ্দধানায়েতি দ্বাভ্যাম্। বহির্বাহ্যবিষয়েষু বিরক্তায় ॥ ৪১-৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদের কথা 'শ্রদ্দধানায়' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। 'বহিঃ জাতবিরাগায়'—বাহ্যবিষয়ে যিনি বিরক্ত অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বিষয়ে যিনি অনাসক্ত, তাঁহাকে বলিবেন ॥ ৪১-৪২ ॥

———

য ইদং শৃণুয়াদম্ব শ্রদ্ধয়া পুরুষঃ সকৃৎ।
যো বাভিধত্তে মচ্চিত্তঃ স হ্যেতি পদবীঞ্চ মে ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কাপিলেয়ে কর্ম্মবিপাকো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে), অম্ব, (মাতঃ,) যঃ পুরুষঃ (জনঃ) মচ্চিত্তঃ (সন্) সকৃৎ (বারমেকং) শ্রদ্ধয়া ইদম্ (আখ্যানং) শৃণুয়াৎ, যশ্চ (তথাভূতঃ) অভিধত্তে (গৃণাতি), সঃ চ (অপি) হি (নিশ্চিতং) মে (মম) পদবীং (পাদপদ্মং, সান্নিধ্যং বা) এতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে মাতঃ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে একবারও ইহা শ্রবণ করেন, অথবা যিনি মন্নিষ্ঠচিত্ত হইয়া ইহা কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মৎপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতদনুষ্ঠাতৄণাং ভাগ্যং কিং বক্তব্যং এতচ্ছ্রবণকীর্ত্তনমাত্রকৃতো ভাগ্যং শৃণ্বিত্যাহ—য ইদমিতি। স মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপদবীং মচ্চরণবিন্যাসস্থলীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বাত্রিংশোঽয়ং তৃতীয়স্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সৌভাগ্যের কথা কি বলিব, যাঁহারা ইহার শ্রবণ, কীর্ত্তনমাত্রও করেন, তাঁহাদের ভাগ্যের কথা শ্রবণ করুন, ইহা বলিতেছেন—'যঃ ইদম্' ইত্যাদির দ্বারা 'স মচ্চিত্তঃ'—তিনি মদ্গতচিত্ত, অর্থাৎ আমার উপাসনানিষ্ঠচিত্ত হইয়া, 'মৎপদবীং'— আমার চরণবিন্যাস-স্থল (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন ধামাদি) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩২ ॥

ইতি অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিবৃতি ইত্যাদি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—
এবং নিশম্য কপিলস্য বচো জনিত্রী
সা কর্দ্দমস্য দয়িতা কিল দেবহূতিঃ।
বিস্রস্তমোহপটলা তমভিপ্রণম্য
তুষ্টাব তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধিভূমিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পুত্ররূপী কপিলের উপদেশে মাতা দেবহূতির জ্ঞান-লাভ ও জীবন্মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলদেবের মুখে ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করিয়া দেবহূতির মোহাবরণ দূর হইল। দেবহূতি কপিলদেবকে স্তব করিয়া বলিলেন যে, 'ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প এবং সর্ব্বজীবপ্রভু, তিনি অনন্তশক্তিযুক্ত, তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অতর্ক্য। তাঁহার শিশুত্বাদি রূপ তাঁহারই স্বরূপশক্তিযোগমায়া-সংঘটিত। কুক্কুর-ভোজী অন্ত্যজকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি ভগবন্নাম-শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, স্মরণ ও ভগবান্‌কে নমস্কার বিধান করেন, তিনি তন্মুহূর্ত্তেই সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন, আর যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন, তাঁহার ত' কথাই নাই। হরিনামগ্রহণকারী শ্বপচকুলোৎপন্ন ব্যক্তি এই হরিনামগ্রহণের জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাবতীয় তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার, বেদপাঠ সমস্তই সমাপন-পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে শ্রীনাম-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। সুতরাং নামগ্রহণকারী যে কোনও কুলেই আবির্ভূত হউন্ না কেন, তিনি অব্রাহ্মণ নহেন, তিনি কর্ম্মমার্গীয় ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।' কপিলদেব মাতার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, 'ভক্তিযোগই সুখসেব্য, তদ্দ্বারা অচিরেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়; ইহা ব্রহ্মাদি মুনিবৃন্দেরও অনুষ্ঠেয়। যাহারা ভক্তিযোগ অবগত নহে, তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' কপিল মাতাকে এইরূপ কমনীয় ভক্তিযোগমার্গ উপদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। দেবহূতি কঠোর বৈরাগ্য ও ভক্তি-যোগদ্বারা হরির আরাধনা করিলেন। কপিলের উপদেশ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে গরুড়ধ্বজ ভগবানে মতি স্থির হইয়া অন্তঃকালে ভগবৎপাদারবিন্দ-সেবা লাভ হয়।

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—(কপিলস্য) জনিত্রী (মাতা) কর্দ্দমস্য দয়িতা (পত্নী) সা দেবহূতিঃ কপিলস্য এবং বচঃ (বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) কিল বিস্রস্তমোহপটলা (বিস্রস্তং নিরস্তং মোহরূপং দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিরূপং পটলম্ আবরণং যস্যাঃ তথাভূতা সতী) তত্ত্ববিষয়াঙ্কিতসিদ্ধভূমিং (তত্ত্বানি এব বিষয়াঃ তেন অঙ্কিতা সিদ্ধিঃ সাংখ্যজ্ঞানং তস্যাঃ ভূমিং ক্ষেত্রং প্রবর্ত্তকং) তং (কপিলম্) অভিপ্রণম্য তুষ্টাব ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বিদুর, কপিল-দেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জননী কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইল। তিনি সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্ত্তক কপিলদেবকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়স্ত্রিংশে দেবহূত্যা স্তুতঃ শ্রীকপিলো যযৌ।
বনং তদুপদিষ্টেন বর্ত্মনৈব তমপি সা ॥ ০ ॥

জনিত্রী জনয়িত্রী। বিস্রস্তং মোহপটলং ভক্তি-জ্ঞানাদিবিষয়কমজ্ঞানসমূহো যস্যাঃ সা। তত্ত্ববিষয়েষু ভক্তিতত্ত্ব-সাংখ্যজ্ঞানতত্ত্ব-যোগতত্ত্বাদিবিষয়েষু অঙ্কিতঃ পরমনিপুণত্বেন অঙ্কগণনায়াং রেখা সংজাতা যস্য স চাসৌ সিদ্ধা ভূময়ো ভূতলস্থা জনা যতঃ স চেতি তম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে স্বীয় জননী দেবহূতির দ্বারা স্তুত হইয়া ভগবান্ কপিল-দেব বনে গমন করিলেন, এবং দেবহূতি তাঁহার উপদিষ্ট মার্গের দ্বারা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'জনিত্রী'—জননী। 'বিস্রস্ত-মোহপটলা'—বিস্রস্ত (অপগত) হইয়াছে 'মোহপটল' বলিতে ভক্তি, জ্ঞানাদি-বিষয়ক অজ্ঞানসমূহ যাঁহার, সেই দেবহূতি। 'তত্ত্ব-বিষয়াঙ্কিত-সিদ্ধিভূমিম্'—ভক্তিতত্ত্ব, সাংখ্য-জ্ঞানতত্ত্ব ও যোগতত্ত্বাদি বিষয়সকলে, 'অঙ্কিত' বলিতে পরম নিপুণত্বরূপে অঙ্ক-গণনাতে রেখা উৎপন্ন হইয়াছে

যাঁহার, তিনি এবং যাঁহা হইতে ভূতলস্থিত জনগণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই তিনি, (অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-কথনে ভগবান্ নিজেই যেখানে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব পুরুষরূপে গুণিত এবং যাঁহার সাংখ্যতত্ত্বানুসারে জনগণ সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই সাংখ্যতত্ত্ব-প্রবর্ত্তক কপিলদেবকে, স্বীয় জননী দেবহূতি প্রণতিপূর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

শ্রীদেবহূতিরুবাচ—
অথাপ্যজোঽন্তঃসলিলে শয়ানং
ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং বপুস্তে।
গুণপ্রবাহং সদশেষবীজং
দধ্যৌ স্বয়ং যজ্জঠরাব্জজাতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবহূতিঃ উবাচ—অথ স্বয়ং (সাক্ষাৎ) যজ্জঠরাব্জজাতঃ (যস্য তব জঠরে উদরে জাতং যৎ অব্জং পদ্মং তস্মাৎ জাতঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) অপি তে (তব) অন্তঃসলিলে (সলিলমধ্যে) শয়ানং (গর্ভোদশায়িরূপং) ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং (ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ চ আত্মা মনঃ চ এতন্ময়ং এতৈঃ ব্যাপ্তং) গুণপ্রবাহং (গুণানাং প্রবাহঃ যস্মিন্ তৎ) সৎ (ব্যক্তম্) অশেষবীজম্ (অশেষস্য কার্য্যস্য কারণস্য চ বীজং কারণং) তে (তব) বপুঃ দধ্যৌ (কেবলং ধ্যাতবান্, ন চ দৃষ্টবান্) ॥২॥

অনুবাদ—শ্রীদেবহূতি কহিলেন,—হে দেব, আপনার এই ব্যক্ত বপু ভূত, ইন্দ্রিয়, শব্দাদি এবং মন – এই সকলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহা অশেষ কার্য্য-কারণের জীবস্বরূপ এবং ইহাতে সর্ব্ববিধ গুণের প্রবাহ বর্ত্তমান। ব্রহ্মা আপনার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়া কারণ-বারিতে শয়ান আপনার ঐ তনুকেই চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দর্শন করিতে পারেন নাই ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বমুপদিশ্য যত্ত্বং মাং সংসারাদুদ্ধরসি, নৈতচ্চিত্রং ; চিত্রং খল্বেতদেব যন্মানুষ্যা নিকৃষ্টায়া মমাপি গর্ভাজ্জাতোঽসি জঠরীকৃতানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডঃ পরমেশ্বর ইত্যাহ—অথেতি বাক্যারম্ভে। অজোঽপি ব্রহ্মাপি অন্তঃসলিলে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিত-সলিলে শয়ানং বপুর্গর্ভোদশায়িরূপং তব দধ্যৌ কেবলং, ন তু প্রথমমেব দদর্শেতি ভাবঃ। কীদৃশং ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাংশ্চ আত্মময়াঃ স্বময়াশ্চিদানন্দরূপা এব ন তু প্রকৃতিবিকারা যত্র তৎ। গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্ প্রকর্ষেণ বহতীতি তৎ, সৎ সত্যং, অশেষস্য জগতো বীজং কারণম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তত্ত্ব উপদেশ করিয়া, তুমি যে আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতেছ, ইহা আশ্চর্য্য নহে। আশ্চর্য্য ইহাই যে আমার ন্যায় নিকৃষ্টা মানুষীর গর্ভ হইতে তুমি জাত হইয়াছ, যে পরমেশ্বর তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় উদরে ধারণ করিয়াছ—ইহা বলিতেছেন—'অথ' ইতি। অথ শব্দ এখানে বাক্যের আরম্ভে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অজঃ অপি'—ব্রহ্মাও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিত সলিলে 'শয়ানং বপুঃ দধ্যৌ'—শয়ান তোমার গর্ভোদকশায়ী রূপ কেবল চিন্তাই করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাহা দর্শন করেন নাই, এই ভাব। কিপ্রকার বপু ? তাহাতে বলিতেছেন— 'ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং' — (পৃথিব্যাদি) ভূতসকল, (একাদশ) ইন্দ্রিয়সমূহ এবং (শব্দাদি) অর্থসকল—'আত্ম-ময়াঃ'—স্ব-ময়াঃ, অর্থাৎ এই সকল চিদানন্দরূপই যে বিগ্রহে, তাদৃশ বপু দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির বিকার যে শরীরে নাই, তাদৃশ বপু। 'গুণ-প্রবাহং'—গুণ বলিতে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণসমূহ প্রকৃষ্টরূপে প্রবাহিত হইতেছে যে শরীরে, তাহা 'সৎ'—সত্য অর্থাৎ নিত্য। (শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ মায়িক নহে, উহা চিন্ময় এবং নিত্য)। 'অশেষ-বীজং'—যে বপু নিখিল জগতের 'বীজ'—বলিতে কারণস্বরূপ ॥ ২ ॥

মধ্ব—ভূতেন্দ্রিয়ার্থাত্মময়ং তেভ্যঃ প্রধানম্। ত্বং প্রধানময়ো দেবপ্রধানাদধিকো যতঃ ইতি বারাহে ॥২॥

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
স্বর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধি-
রাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—গুণপ্রবাহেণ (গুণানাং প্রবাহেণ) বিভক্তবীর্য্যঃ (বিভক্তং বীর্য্যং শক্তিঃ যেন সঃ) (বস্তুতঃ তু) অনীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) অবিতথাভিসন্ধিঃ

(সত্যসঙ্কল্পঃ) আত্মেশ্বরঃ (আত্মনাং জীবানাম্ ঈশ্বরঃ) অতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ (অতর্ক্যাঃ সহস্রপরিমিতাঃ শক্তয়ঃ যস্য সঃ) সঃ ভবান্ এব বিশ্বস্য সর্গাদি (সৃষ্ট্যাদি) বিধত্তে (শক্তিদ্বারেণ এব, ন তু সাক্ষাৎ করোতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আপনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও গুণ-প্রবাহরূপে আপনার শক্তি বিভাগ করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ-সাধনরূপ কার্যত্রয় সম্পাদন করিতেছেন, আপনি জীবসমূহের ঈশ্বর (ভোক্তা)। আপনার অনন্তশক্তি তর্কের অগম্য ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গুণপ্রবাহেণ রজআদি-গুণপরম্পরয়া বিভক্তং বিভজ্য দত্তং বীর্য্যং সৃষ্ট্যাদিশক্তির্যেন সঃ। অবিতথাভিসন্ধিঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণ-প্রবাহেণ'— (আপনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইয়াও) রজঃ প্রভৃতি গুণত্রয়ের পরম্পরার দ্বারা, 'বিভক্ত-বীর্য্যঃ'—বিভাগ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে 'বীর্য্য' বলিতে সৃষ্ট্যাদি শক্তি যাঁহা কর্ত্তৃক, সেই তুমি (অর্থাৎ গুণপ্রবাহরূপে নিজের শক্তি বিভাগ করিয়া, এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বিধান-রূপ কার্য্যত্রয় তুমি সম্পাদন করিতেছ।) 'অবিতথাভিসন্ধিঃ'—অবিতথ (মিথ্যা নয়, অর্থাৎ সত্য) যাঁহার 'অভিসন্ধি' বলিতে সংকল্প, অর্থাৎ তুমি সত্য-সঙ্কল্প ॥ ৩ ॥

স ত্বং ভৃতো মে জঠরেণ নাথ
কথং নু যস্যোদর এতদাসীৎ।
বিশ্বং যুগান্তে বটপত্র একঃ
শেতে স্ম মায়াশিশুরঙ্ঘ্রিপানঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, যুগান্তে (প্রলয়সময়ে) যস্য (তব) উদরে এতৎ বিশ্বম্ আসীৎ, সঃ ত্বং কথং নু মে জঠরেণ ভৃতঃ (ধৃতঃ) ? মায়াশিশুঃ (মায়য়া শিশুঃ) অঙ্ঘ্রিপানঃ (অঙ্ঘ্রিং পাদাঙ্গুষ্ঠং পিবতি ইতি তথাভূতঃ চ সন্) একঃ (এব) বটপত্রে (ভবান্) শেতে স্ম (অশেত)।

অনুবাদ—হে প্রভো, প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্য-মান বিশ্ব আপনার উদরেই অবস্থিত ছিল। অহো, আমি আপনাকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ! আপনি প্রলয়কালেও আপনার স্বরূপশক্তিপ্রভাবে শিশুরূপ ধারণ করিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতে চুষিতে একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—স ত্বং ময়া মানুষ্যা কথং জঠরেণ ভৃতঃ ইত্যাশ্চর্য্যস্য কারণং ত্বমেব ব্রূহীতি ভাবঃ। ননু স্ব-শিশৌ ময়ি কথমেবং ব্রূষে ? তত্র, সত্যমেব ত্বং শিশুরেবেত্যাহ—যুগান্তে প্রলয়ে বটস্য একস্মিন্ পত্রে ভবান্ শেতে স্ম, কিমর্থং মায়াশিশুঃ মাং বাললালনাভ্যাসিনঃ সাংসারিকা অপি লোকা ধ্যাতুং শক্নুবন্ত্বিতি কৃপাময়-বালমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তত্র সমুচিত-মধুরলীলামাহ — অঙ্ঘ্রিপানঃ স্বচরণাঙ্গুষ্ঠপানকর্ত্তা সর্ব্বমেব সুখং ত্যক্ত্বা মচ্চরণমাধুর্য্যে এব সর্ব্বে মনীষিণো নিমজ্জন্তি, তদেতন্ময়াপ্যাস্বাদ্যানুভবনীয়মিতি বুদ্ধ্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স ত্বং'—সেইরূপ তুমি, মানুষী আমা কর্ত্তৃক কি প্রকারে জঠরে ধৃত হইয়া-ছিলে (অর্থাৎ তথাভূত তোমাকে আমি কিরূপে উদরে ধারণ করিয়াছিলাম), এই আশ্চর্য্যের কারণ, তুমিই বল—এই ভাব। যদি বলেন—আমি আপনার শিশু, নিজ শিশুকে কিজন্য এইরূপ বলিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্যই, তুমি শিশুই। ইহা বলিতেছেন—'যুগান্তে'—প্রলয়কালে বটের একটি পত্রে তুমি শয়ন করিয়াছিলে। কিজন্য ? ইহাতে বলিতে-ছেন—'মায়া-শিশুঃ', অর্থাৎ বালকের লালন-পালনে অভ্যস্ত সাংসারিক জনগণও যাহাতে আমাকে ধ্যান করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত তুমি কৃপাময় বাল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাক—এই অর্থ। (মায়া শব্দের এখানে কৃপা অর্থ, বহিরঙ্গা মায়া নহে, কারণ মায়া-ধীশ শ্রীভগবানের কোন রূপই প্রাকৃত মায়া কর্ত্তৃক সৃষ্ট নয়।) সেই রূপের সমুচিত মধুর লীলা বলিতেছেন—'অঙ্ঘ্রি-পানঃ'—যিনি স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ চোষণে নিরত ছিলেন, অর্থাৎ নিজেই নিজ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পানকারী। কারণ, সকল বিবেকিগণ সমস্ত কিছু সুখ পরিত্যাগ করতঃ আমার চরণের মাধুর্য্যেই নিমজ্জিত হইয়া থাকেন, অতএব ইহা (এই চরণ-মাধুর্য্য) আমাকেও আস্বাদন করিয়া অনুভব করিতে হইবে—এই বুদ্ধিতেই (নিজ চরণাঙ্গুষ্ঠ পান করিয়া-ছিলে)—এই ভাব ॥ ৪ ॥

ত্বং দেহতন্ত্রঃ প্রশমায় পাপ্মনাং
নিদেশভাজাঞ্চ বিভো বিভূতয়ে।
যথাবতারাস্তব শূকরাদয়-
স্তথায়মপ্যাত্মপথোপলব্ধয়ে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, পাপ্মনাং (দুষ্টানাং) প্রশমায় (বিনাশায়) নিদেশভাজাম্ (আজ্ঞানুবর্ত্তিনাং) বিভূতয়ে (সমৃদ্ধয়ে চ) ত্বং দেহতন্ত্রঃ (দেহপরিকরঃ স্বেচ্ছয়া স্বীকৃতমূর্ত্তিঃ অসি)। যথা (তত্তৎকার্য্যায়) তব শূকরাদয়ঃ অবতারাঃ তথা আত্মপথোপলব্ধয়ে (জ্ঞানমার্গপ্রদর্শনায়) অয়ম্ অপি (ইচ্ছয়া গৃহীতঃ তব কাপিলঃ অবতারঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি পাপাত্মাদিগের দমন ও আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভক্তগণের সমৃদ্ধি এবং শুদ্ধ-জ্ঞানমার্গ-প্রদর্শনের জন্য বরাহ প্রভৃতি অন্যান্য অব-তারের ন্যায় কৃপাপূর্ব্বক এই চিদানন্দ তনু স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তব স্বভাব এবায়ং যৎকৃপ-য়ৈবমবতরসীত্যাহ—ত্বং দেহতন্ত্রঃ, অন্যবালকো যথা মাতৃকুক্ষিপ্রবিষ্টো মাতুর্দ্দেহাধীনস্তথা ত্বমপি লীলয়া মম মাতুর্দ্দেহাধীনঃ ; যদ্বা, দেহে তন্ত্রং বস্ত্রালঙ্কার-পরিচ্ছেদো যস্য সঃ। কিমর্থং দ্রষ্টুঃ পাপ্মনাং পাপানাং প্রশমায় নিদেশভাজাং ত্বদাজ্ঞানুবর্ত্তিনাং বিভূ-তয়ে ভক্তিজ্ঞানাদিসম্পত্ত্যৈ। অয়মপি কপিলাবতারঃ স্বীয়ভক্তিজ্ঞানমার্গোপলব্ধয়ে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার স্বভাবই এই যে—কৃপাপূর্ব্বক এইপ্রকারে অবতীর্ণ হইয়া থাক, ইহা বলিতেছেন—'ত্বং দেহতন্ত্রঃ' (অর্থাৎ তুমি নিজেই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক), অন্য বালক যেরূপ জননীর কুক্ষি-প্রবিষ্ট হইয়া মাতার দেহের অধীন হয়, সেইরূপ তুমিও লীলাবশতঃ মাতা আমার দেহের অধীন হইয়াছ। অথবা—'দেহতন্ত্র' বলিতে দেহে তন্ত্র, অর্থাৎ বস্ত্র, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ যাঁহার বিদ্যমান, সেই তুমি। কিজন্য তুমি অবতীর্ণ হও ? তাহাতে বলিতেছেন—'পাপ্মনাং প্রশমায়'—দ্রষ্টার পাপসমূহ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত (অর্থাৎ যে তোমাকে দেখিবে, তাহারই পাপরাশি বিনষ্ট হইবে), এবং 'নিদেশভাজাং'—তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভক্তগণের, 'বিভূতয়ে'—ভক্তি, জ্ঞানাদি সম্পত্তির নিমিত্ত। এই যে তোমার কপিলরূপে অবতার, ইহাও স্বীয় ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের প্রদর্শনের নিমিত্তই ॥ ৫ ॥

মধ্ব—দেহতন্ত্রঃ দেহপ্রকাশঃ—ততিঃ প্রকাশো বিস্তার স্তন্ত্রং চেত্যভিধীয়তে ইতি তন্ত্রমালায়াম্ ॥ ৫ ॥

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, ক্বচিৎ (কদাচিৎ অপি) যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যস্য তব নামধেয়স্য নাম্নঃ শ্রবণাৎ অনু তৎপশ্চাৎ কীর্ত্তনাৎ বা) যৎ-প্রহ্বণাৎ (যস্য তব প্রহ্বণাৎ প্রহ্বাচরণাৎ প্রণামাৎ) যৎস্মরণাৎ চ শ্বাদঃ (শ্বানম্ অত্তি খাদতি ইতি তৎ-কুলোদ্ভূতঃ) অপি সদ্যঃ (তৎক্ষণম্ এব) সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে (যোগ্যঃ ভবতি)। তে (তব) দর্শনাৎ পুনঃ কুতঃ (কিং বক্তব্যং, কৃতার্থা অস্মীতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোৎ-পন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোম যাগের অধিকারী হন ; আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ৬ ॥

বিশ্বনাথ — ত্বদ্দর্শনাল্লোকঃ কৃতার্থীভবতীতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ—যদিতি। প্রহ্বণং নমস্কারঃ। ক্বচিদিতি কাদাচিৎকাদপি স্মরণাদিত্যর্থঃ। শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জ্জাত্যারম্ভকপ্রারব্ধপাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ—"দুর্জাতি-রেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ" ইতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার দর্শনে সমস্ত লোকই কৃতকৃতার্থ হয়—ইহা কৈমুত্যিক ন্যায়ানুসারে বলিতে-ছেন—'যদ্' ইতি (অর্থাৎ হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবন্ ! একবারও যে তোমার নামের শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের

দ্বারা, তোমার নমস্কার অথবা স্মরণের দ্বারা, কুক্কুর-ভোজী চণ্ডাল-জাতিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয়, আর তোমার দর্শনে যে পবিত্র হইবে, এই বিষয়ে কি বলিব ?) 'প্রহ্বণং'—বলিতে নমস্কার। 'কৃচিৎ'—কোনও সময় একবার স্মরণমাত্রেই—এই অর্থ। 'স্বাদঃ অপি'—চণ্ডাল-জাতিও, 'সদ্যঃ'—তৎক্ষণাৎ (অর্থাৎ তোমার নামাদি গ্রহণমাত্রেই) 'সবনায় কল্পতে'—সোমযাগের যোগ্য হয়, অর্থাৎ সোমযাগ-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হয়, এই অর্থ। ইহা বলায়, দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধ পাপের বিনাশই ব্যক্ত হইল। যেমন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বলিয়াছেন—"দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগত্বে" (১।১।২২) ইত্যাদি, অর্থাৎ সোম-যাগের অযোগ্যতার কারণ—দুর্জ্জাতিত্বই এবং দুর্জ্জা-তির আরম্ভক যে পাপ, তাহা প্রারব্ধই ॥ ৬ ॥

তথ্য—ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
—গারুড়ে।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥
—ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

গীতা ৯।৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। আবার,

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ।

"ধর্ম্মাচারিমধ্যে বহু ত' কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটিজ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥"

বিবৃতি—কর্ম্মভূমিতে পাপাচরণফলে রজস্তমঃ-স্বভাবসম্পন্ন হইয়া বদ্ধজীব সবনযজ্ঞাধিকার হইতে চ্যুত হয়। ঈশসেবা-বৈমুখ্যই জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত করায়। কর্ম্মরাজ্যে বিচরণকালে বদ্ধজীব উচ্চাবচ বিচার করিয়া প্রবৃত্তিক্রমে সত্ত্বগুণ হইতে রজস্তমোগুণে অবস্থিতির অভিলাষ করে। পাপরহিত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর সেবায় স্বভাবতঃ রুচিবিশিষ্ট হন। তিনি অধঃপতিত হইয়া সত্ত্বরজো-মিশ্রগুণে ক্ষত্রিয়, সত্ত্বতমোমিশ্রগুণে বৈশ্য, রজস্তমো-মিশ্রগুণে শূদ্র ও তমোগুণে অবস্থিত হইয়া অন্ত্যজ প্রভৃতি অভিধানে সংজ্ঞিত হন। ব্রাহ্মণাধিকার-বিচ্যুত হওয়ায় কর্ম্মফলে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণেতরকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। আবার ব্রাহ্মণকুলে পাপরহিত জীব বীজগর্ভসমুদ্ভূত দেহ লাভ করিয়া সত্ত্বগুণ হইতে বিচ্যুত হইবার রুচি লাভ করে। সেই রুচি হইতে যে সকল পাপের উদয় হয়, তাহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ গর্ভাধানাদি হইতে উপনয়নান্ত সংস্কারসমূহ। সংস্কারবর্জ্জিত বিপ্রকুলোদ্ভূত বটু স্বীয় রুচিক্রমে সত্ত্ব ব্যতীত মিশ্র ও অপর গুণে অগ্রসর হইয়া অধঃপতিত হয়। ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হওয়ার পরিচয় কর্ম্মফল-জনিত নিষ্পাপত্বের সূচকমাত্র। নিষ্পাপ জীবই যাহাতে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হন, তজ্জন্যই সংস্কারের আবাহন। শূদ্রাদির সংস্কারের কোনও আবশ্যকতা নাই, যেহেতু শূদ্র প্রাক্তন-পাপপ্রভাবে তাদৃশ কল্মষ-প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করে। সুষ্ঠুভাবে বর্ণধর্ম্ম-পালনকারী সৎকর্ম্মবলে জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করে। এই উন্নতি গুণ ও কর্ম্মজাত।

এই শ্লোকে বর্ণিত অন্ত্যজকুলোদ্ভূত সংস্কারের অযোগ্য কর্ম্মকাণ্ডরত কুক্কুরভোজীর সম্বন্ধে যে ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা হইতে পৃথক্ করণাভি-প্রায়ে বিশেষ বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে কুক্কুর-ভোজী অন্ত্যজ, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মরাজ্যে বিচ-রণকারী জীবদেহ পাইয়াছে, তাদৃশ শ্বপচের সম্বন্ধে এই সৌভাগ্য বা উন্নতির কথা লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে বৈষ্ণব শ্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশ কুলাচারে রুচিবিশিষ্ট না হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলের সত্ত্বাধিকারে অবস্থান অবিসংবাদিত সত্য। মূঢ়গণের বিমোহনার্থ অসুরকুলের অক্ষজ-জ্ঞানের বিড়ম্বনার জন্য তপস্যা, যজ্ঞ, স্নান, বেদপাঠাদি সমাপন করিয়া তত্তৎফলে অবরকুলে জন্মগ্রহণাভিনয় করিয়া থাকেন, নতুবা তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, স্নান,

হোমযজ্ঞ, সদাচারাদির ফল কিছু অবরকুলে পাপ-জন্ম-লাভ নহে। যাঁহারা তাদৃশ অন্ত্যজকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শ্রীনাম-শ্রবণ ও কীর্ত্তন, নমস্করণ-স্মরণাদির অনুষ্ঠান-কার্য্যে যোগ্য হন, তাঁহারা কর্ম্মবিপাকে পাপোত্থ শরীরধারী শ্বপচের সহিত কখনই তুল্য হইতে পারেন না। অনধিকারী শ্বপচ কর্ম্মচালিত হইয়া পাপভোগ করিবার কালে কিছু ভগবন্নাম-শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা শ্বপচকুলে জাতাভিনয়ে ভগবন্নামশ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অধিকার-বিশিষ্ট হন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে প্রাক্তন সদনুষ্ঠানপ্রভাবে হরিনামাদিতে ব্রতী হন। কুক্কুরাদি-ভোজনরূপ পাপানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণোচিত প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অবরকুলে জন্মগ্রহণ ও তৎকুলোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাদের শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণকুলোচিত বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে সদ্য সদ্যই শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। তাঁহাদের সবনযজ্ঞের প্রতিবন্ধক দুর্জ্জাতিত্বের বিচার তাঁহাদের স্কন্ধে চাপান কখনই শোভনীয় নহে। সাধারণ সৎকর্ম্মপ্রিয়তাই অসৎকর্ম্মজীবী ব্যক্তিকে উন্নত করায়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সৎকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মরাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের অভিগমন-কারীর নিষ্ঠা কখনই পাপযোনিলব্ধ অবরকুলনিষ্ঠার তুল্য নহে। বৈকুণ্ঠসেবা-নিরত জনগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হইতেই জানা যায় যে, তিনি কর্ম্মনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু কর্ম্মকুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বেদান্তশাস্ত্রবিমুখ হইয়া ও শৌক্রজন্মের পরিচয়ে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া যে সকল অনুষ্ঠানাদি করেন, তাহার প্রভাবেই যে কর্ম্মফল তাহার লভ্য হয়, নামগ্রহণকারীর তাদৃশ নিষ্ঠার যোগ্যতা নাই। দেহ ও মন কর্ম্মফলের প্রাপকসূত্রে যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তাদৃশ শ্রেষ্ঠতা অপেক্ষা শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকারী বৈকুণ্ঠ-সেবক বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সদ্য সদ্য সবনযজনাধিকার তাঁহার করতলগত। করতলগত হইলেও কর্ম্মিগণের রুচির ন্যায় তিনি সেই ক্ষুদ্রাধিকারে আবদ্ধ থাকেন না। তাঁহার ন্যায় শিষ্টাচারীর কর্ম্মব্রাহ্মণতারূপ অশিষ্টাচার কখনই শোভনীয় হয় না। যদি তিনি হরিভজন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পুনরায় শৌক্রজন্মে সাবিত্র-যোগ্যতা লাভ হয়, কিন্তু এরূপ ভাগ্যহীনতা কোনও নামগ্রহণকারীর সম্ভপর হয় না।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—পিতামাতার নিকট হইতে যে জন্ম লাভ করা যায়, তাহা শৌক্র জন্ম, আচার্য্যের নিকট গায়ত্রী লাভ করিয়া যে দ্বিতীয় জন্ম হয় তাহাকে সাবিত্র জন্ম বলে—ইহাই সবনযজ্ঞাধিকার। সবনযজ্ঞাধিকারী শ্রীগুরুদেবের নিকট যজ্ঞ করিবার জন্য যে মন্ত্র লাভ করেন, তাহাই তাঁহার তৃতীয় 'যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ জন্ম'। কর্ম্মজগতে কর্ম্মফলে শৌক্রজন্মলাভ ঘটে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যথাবিহিত পালন করিলে পর পর জন্মে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রমলাভের কাল উপস্থিত হয়। কর্ম্মরাজ্যে অবস্থানকালে যাহারা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করেন, তাহাদেরও প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষীণ না হওয়ায় পুনরায় শৌক্রজন্মের আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু ভক্তগণের সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির উদ্‌গমে ইহ জীবনেই দীক্ষাকালে অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ ঘটে। এ জন্য দীক্ষার সহিত তাঁহার চিদানন্দময় দেহ লাভ হওয়ায় তদ্দ্বারা তিনি হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিতে সমর্থ হন। হরিশ্রবণাদিতে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বেই তাঁহার সম্বন্ধ-জ্ঞান বা দিব্য-জ্ঞান-প্রাপ্তি ঘটে। এই দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্তিতে পাপসমূহের সম্যক্ ক্ষয় হয়। এই দৈক্ষজন্মে তদন্তর্গত সাবিত্র-জন্ম অনুস্যূত। যে প্রকার সাবিত্রজন্মের পূর্ব্বে শৌক্র জন্ম অবস্থিত, এখানে সাবিত্র্য জন্মের পরে যে দৈক্ষ-জন্মলাভ সেই প্রকার বিপরীত-ভাবে অবস্থিত। কালবিচারে অগ্রেই শৌক্রজন্ম, পরে সাবিত্রজন্ম। দৈক্ষবিচারের অন্তর্গত সাবিত্রজন্ম—তাহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত অক্ষজজ্ঞানবিমূঢ়-জনগণের স্থূলপ্রতীতি-লাভের জন্য তাদৃশ আচরণ প্রয়োজনীয় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমহাভারতে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। বাজ-সনেয়িশাখা প্রভৃতিতে বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈক্ষ-জন্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালে সাবিত্রজন্মের প্রথা প্রচলিত আছে। একায়নশাখিগণ সেই প্রথার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক চত্বারিংশৎ সংস্কার, চতুশ্চত্বারিংশৎ সংস্কার ও অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার প্রচলিত করিয়া থাকেন। পাঞ্চরাত্রিক দৈক্ষজন্মে যে আগমপ্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে ভগবৎসেবাধিকার পূর্ণমাত্রায়

দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ অধিকার কেবলমাত্র পাপপুণ্যের অন্তর্গত নহে, তাহা অপরাধের অতীত ব্যাপার। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'দুর্গমসঙ্গমনী'-নাম্নী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকায় যে কুক্কুরভোজীর সদ্য সবনাধিকারের কথা বর্ণন করিয়া দুর্জ্জাতিপ্রতিষেধকত্ব দেখাইয়াছেন এবং সবনযজ্ঞগ্রহণাদি-কার্য্যের অপ্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, তাহাতে মূঢ়প্রতীতিজনগণের নানাপ্রকার অনভিজ্ঞতা আনয়ন করে; তাহাতে যে শিষ্টাচারের অভাব কথিত হইয়াছে, উহা অদীক্ষিতের পক্ষে। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের দীক্ষার অন্তর্গত শ্রৌত সংস্কার শিষ্টাচারসম্মত। তাদৃশ শিষ্টাচারের অভাবই অদীক্ষিত কুক্কুরভোজীর সম্বন্ধে জানিতে হইবে। কুক্কুরভোজীর কুলে জাত দীক্ষিতের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানানুসারে শ্রৌত-সংস্কার গ্রহণ-কার্য্যে ব্রাহ্মণকুমারগণের ন্যায় সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। তবে একায়নশাখিগণ ঐ প্রকার সংস্কার-গ্রহণকে নিম্নকর্ম্মাধিকার জানিয়া তাহা হইতে বিরত হন। কিন্তু যে স্থলে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মপন্থিগণ তাঁহাদের অনধিকার নির্দ্দেশ করেন, সে স্থলে বাজসনেয়ি-শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাদৃশ শাখার অন্তর্গত কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্রাবলম্বনে যে ব্রাহ্মণ্যলাভ ঘটে, তাহা দীক্ষিত নামগ্রহণকারীর দৈন্যের পরিচায়ক মাত্র। বৈকুণ্ঠাধিকার প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারের সহিত কখনই তুল্য নহে। কিন্তু দৈন্যবশতঃই বৈকুণ্ঠাধিকারী মায়িক কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন দেখাইয়া স্বয়ং কর্ম্মকাণ্ড হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন। জীব বৈকুণ্ঠসেবাপ্রভাবে ভগবদ্-ভজনে সমর্থ হন আর মায়াবদ্ধ কর্ম্মী উচ্চাবচ কর্ম্ম-বিপাকে পড়িয়া গুণময়রাজ্যে অহঙ্কারবিমূঢ় হন।

দুর্গমসঙ্গমনী-টীকা-পাঠে যাঁহাদিগের বৈষ্ণবাধিকারে সবনযজ্ঞে অনধিকারিতার বিচার উপস্থিত হয়, তাঁহারা নিম্নলিখিত টীকাটী পাঠ করিলে সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন—

"ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্রজন্ম-সাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবন-যোগ্যত্ব-প্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি, ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবন-যোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক-পুণ্যবিশেষময়-সাবিত্রজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্যজন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভুর দিগ্‌দর্শিনী টীকা প্রভৃতিও পাঠ করিলে বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও তদন্তর্ভুক্ত-পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব উপলব্ধ হইবে—

"যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে।" তথা চ নারদীয়ে—"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ" ইতি। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ **"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥" * * সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে—"তীর্থান্য-শ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রস্তথা স্বয়ম্। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥" ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১।১৩; ভক্তিসন্দর্ভ ১২৮ ও ক্রমসন্দর্ভ। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্ত-দ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ।" * * ঈদৃশানি বচনানি শ্রীভাগবতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি। কিঞ্চ, "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাৎ" ইত্যাদি-বচনেনৈবাবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাম্।"

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২২৪।২২৫ ॥ ৬ ॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্জিহ্বাগ্রে (যস্য জনস্য জিহ্বাগ্রে) তুভ্যং (ত্বাং প্রীণয়িতুং তব) নাম বর্ত্ততে, (সঃ)

শ্বপচঃ (তৎকুলোদ্ভূতোঽপি) অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ ত্বন্নামোচ্চারণাৎ হেতোঃ) গরীয়ান্ (শ্রেয়ান্) অহো বত (ইত্যাশ্চর্য্যম্)। যে (জনাঃ) তে (তব) নাম গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), তে (এব) তপঃ তেপুঃ (কৃতবন্তঃ), জুহুবুঃ (হোমং কৃতবন্তঃ), সস্নুঃ (তীর্থেষু স্নাতাঃ) আর্য্যাঃ (সদাচারাঃ পূজ্যাঃ বা) ব্রহ্ম (সাঙ্গং বেদম্) অনূচুঃ (অধীতবন্তঃ, ত্বন্নামকীর্ত্তনে তপআদ্যন্তর্ভূতম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(অথবা সোমযাগাধিকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোনও কুলোৎপন্ন শ্রীনামোচ্চারণকারী পুরুষ অধিকতর শ্রেষ্ঠ)। অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব ? যাঁহার জিহ্বার এক প্রান্তে ভবদীয় নাম একটী বারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম ; তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত' পূর্ব্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের যাবতীয় অধিকারোচিত কৃত্য,—যথা, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব বেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্যঃ সবনায় কল্পত ইতি যদুক্তং, তদপি ন কিঞ্চিদ্‌যতঃ সোমযাগকর্ত্তৃভ্যোঽপ্যাধিক্যমেবাস্য ফলতো ভবেদিত্যাহ—অহো বতেত্যাশ্চর্য্যাদপ্যেতদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। যস্য শ্বপচস্য জিহ্বাগ্রে জিহ্বায়া অগ্রে এব, ন তু সম্পূর্ণায়াং তস্যামিত্যসম্যক্তয়োচ্চারিতমিত্যর্থঃ। বর্ত্ততে এব ন তু বৃত্তমিত্যসম্পূর্ণমুচ্চারিতমিত্যর্থঃ। নাম একমেব, ন তু নামানীত্যর্থঃ। সম্পূর্ণজিহ্বায়াং সম্পূর্ণোচ্চারিতানি বহূনি নামানি তু কিমুতেতে ভাবঃ। তুভ্যং তব ত্বাং প্রীণয়িতুং চেতি বা। অতএব স শ্বপচো গরীয়ানতিশয়েন গুরুর্ভবতীত্যন্যানপি নামাত্মকমন্ত্রমুপদেষ্টুং যোগ্যতাং ধত্তে ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি স শ্বপচো যজ্ঞাধ্যয়নতপআদিকং করোত্বিতি, তত্রাহ—তেপুরিতি। তস্যৈকস্য কা বার্ত্তা, অন্যোঽপি যে তব নাম গৃণন্তি তে এব তেপুরিত্যবধারণং লভ্যতে, অন্যেষাং তপঃ সামস্ত্যসাঙ্গত্বাদ্যদর্শনাৎ। এবং বিশেষানুক্তেঃ সর্ব্বমেব তপঃ। জুহুবুঃ। সর্ব্বেষ্বেব তীর্থেষু। আর্য্যা অপি ত এব নান্যে। ব্রহ্ম বেদং ত এব অনূচুরধীতবন্তঃ—"অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গেঽধীতী গুরোস্তু যঃ" ইত্যমরঃ। অত্র তেপুরিত্যাদিষু ভূতনির্দ্দেশাৎ গৃণন্তীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ ত্বন্নামানি গৃহ্যমাণ এব তপো যজ্ঞাদয়ঃ সর্ব্বে কৃতা এব ভবন্তি, ন তু ক্রিয়মাণা নাপি করিষ্যমাণা ইত্যতস্তাংস্তে কথং পুনঃ কুর্য্যুরিত্যত এব ভক্তানাং কর্ম্মস্বনধিকারোঽপি জ্ঞেয়ঃ। পরোক্ষবাচিলিড়ন্তপদপ্রয়োগেণ সিদ্ধান্যেব তানি তপ আদিন্যপি তে ন জানন্তি, কিং পুনস্তৎসাধনশ্রমমিতি ভাবঃ। অত্র গৃণন্তীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ নামগ্রহণাবিচ্ছেদ এব যদি স্যাত্তদৈবৈবং স্যাদিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্। "চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত, যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধমিতি" "যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদি-বাক্যেষু সকৃৎপদ-প্রয়োগব্যাকোপাৎ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সদ্যঃ সবনায় কল্পতে'—তৎক্ষণাৎ সোমযাজী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন, ইহা যাহা বলিলেন, তাহাও কিছুই নহে, কারণ—সোমযাগের কর্ত্তা হইতেও ফলতঃ ইহাঁরই আধিক্য হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'অহো বত'—আশ্চর্য্য হইতেও ইহাই আশ্চর্য্য—এই অর্থ। 'যজ্জিহ্বাগ্রে' —যে শ্বপচের জিহ্বার অগ্রভাগেই, কিন্তু সম্পূর্ণ জিহ্বাতেও নহে, ইহার দ্বারা অসম্যক্‌রূপে উচ্চারিত (শ্রীনাম)—এই অর্থ। 'বর্ত্ততে'—অবস্থানই করিতেছে, কিন্তু অবস্থিত ছিল—এইরূপ নহে, ইহাতে অসম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত—এইরূপ অর্থ। 'নাম'—একটিই নাম, কিন্তু অনেক নাম নহে। ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ জিহ্বাতে সম্পূর্ণ উচ্চারিত বহু নামের কথা আর অধিক কি ?—এই ভাব। 'তুভ্যং—তব', তোমার নাম, অথবা তোমাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত। (এখানে সম্বন্ধে ষষ্ঠীর স্থলে, তুমন্ত প্রয়োগ (ত্বাং প্রীণয়িতুং) উহ্য থাকায় চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে।) অতএব সেই শ্বপচ (কুক্কুরভোজী চণ্ডালজাতি) 'গরীয়ান্'—অতিশয়ভাবে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। ইহার দ্বারা অপরকেও (শ্রীভগবানের) নামাত্মক মন্ত্র উপদেশ করিতে তিনি যোগ্যতা লাভ করেন—এই ভাব। যদি বলেন

—দেখুন, তাহা হইলে সেই শ্বপচ (চণ্ডাল)—যজ্ঞ, (বেদাদি) অধ্যয়ন, তপস্যা প্রভৃতি করুন, তাহাতে বলিতেছেন—'তেপুঃ', অর্থাৎ সকল তপস্যাই তাঁহার সম্পূর্ণভাবে করা হইয়াছে। তাঁহার একজনের কি কথা, অপরেও যে কেহ তোমার নাম গ্রহণ করে, তাঁহারাও তপস্যা করিয়াছেন, ইহার দ্বারা 'অবধারণ' অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থই লব্ধ হইতেছে, বরং অন্যের তপস্যা সম্পূর্ণভাবে সাঙ্গত্ব (পূর্ণত্ব) দৃষ্ট হয় না। এইরূপ বিশেষ কোন তপস্যার উল্লেখ না থাকায় সকল তপস্যায় যথার্থরূপে তাঁহাদের দ্বারা কৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'জুহুবুঃ'—সকল যজ্ঞই তাঁহারা করিয়াছেন। 'সস্নুঃ'—সমস্ত তীর্থেই তাঁহারা যথার্থ স্নান করিয়াছেন। 'আর্য্যাঃ'—সদাচার-সম্পন্ন তাঁহারাই, অন্যে নহে। 'ব্রহ্ম' বলিতে বেদ, তাঁহারাই 'অনূচুঃ'—অধ্যয়ন করিয়াছেন। অমরকোষ অভিধান হইতে 'অনূচান' শব্দের অর্থ বলিতেছেন—'যিনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে 'সাঙ্গ' অর্থাৎ শিক্ষা প্রভৃতি অঙ্গ সহ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে 'অনূচান' (অনু+বচ্+কান, কর্ত্তৃরি) বলে। এখানে 'তেপুঃ' প্রভৃতি শব্দ ভূত (অতীত) কালের নির্দ্দেশ করায় এবং 'গৃণন্তি'—ইহা বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশ করায় —তোমার (শ্রীভগবানের) নাম গ্রহণ করামাত্রই, তপস্যা, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের দ্বারা করা সমাপ্তই হইয়াছে, কিন্তু এখন করিতেছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন—এইরূপ নহে, অতএব কিজন্য তাঁহারা তপস্যাদি কর্ম্ম পুনরায় করিবেন ? ইহার দ্বারা ভক্তগণের কর্ম্মে অনধিকারও জ্ঞাপিত হইল। এখানে 'তেপুঃ, জুহুবুঃ, সস্নুঃ, অনূচুঃ'—সর্ব্বত্রই পরোক্ষবাচী ভূতকালে লিট্-প্রত্যয়ের প্রয়োগের দ্বারা, (শ্রীভগবানের নাম গ্রহণমাত্রেই) সমস্ত তপস্যা প্রভৃতি সিদ্ধই হইয়াছে, ইহাও তাঁহারা জানেন না, আর কিজন্য পুনরায় তাহার সাধনের পরিশ্রম করিবেন ? —এই ভাব। এখানে 'গৃণন্তি'—গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগের দ্বারা নামগ্রহণের অবিচ্ছেদই যদি হয়, তাহা হইলেই এইরূপ হইবে —এই প্রকার ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। কারণ— "চিত্রং বিদূরবিগতঃ" (ভাঃ ৫।১।৩৫) (মহারাজ প্রিয়ব্রতের চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে)—হে রাজন্! যে সকল পুরুষ ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের চরণরেণু-দ্বারা ইন্দ্রিয়জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের এই প্রকার পুরুষকার অসম্ভাবিত নহে, যেহেতু 'বিদূরবিগতঃ', অর্থাৎ অন্ত্যজ ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র (সকৃৎ) উচ্চারণ করিলে, 'অধুনা'— তৎক্ষণেই সংসার-বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। ইতি। এবং 'যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ'—যাঁহার নাম সকৃৎ (একবারমাত্র) শ্রবণ করিলেই 'পুক্কশ' অর্থাৎ চণ্ডালাদি নিম্ন জাতিও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি বাক্যে সকৃৎ (একবার)—এইরূপ প্রয়োগের বিরোধ হইয়া পড়ে ॥ ৭ ॥

তথ্য—ঠাকুর হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থস্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি বেদ অধ্যয়ন ॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পঃ।

শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্যদর্শনে তদুদ্দেশে শ্রীবল্লভ ভট্টের বাক্য (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥"

কালিদাসের প্রতি ঝড়ু ঠাকুর (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১শ পঃ)—

"শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে যা'তে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥"

ভাঃ ৭।৯।১০ শ্লোকে প্রহলাদবাক্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ৩।১২।১১শ শ্লোক—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্য—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

'এবম্ভূত ভগবন্নামগ্রহণকারী ব্যক্তির যে শ্বপচগৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তিপোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে।'

—মরীচিমালা, ১৩শ কিরণ, ৬ সংখ্যা ॥৭॥

———

তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পরং ব্রহ্ম পুমাংসং (পুরুষোত্তমং) প্রত্যক্স্রোতসি (বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতে) আত্মনি (মনসি) সংবিভাব্যং (সংচিন্ত্যং) স্বতেজসা (স্বরূপ-প্রকাশেন) ধ্বস্তগুণপ্রবাহং (ধ্বস্তঃ নিরস্তঃ গুণ-প্রবাহঃ সংসারঃ যেন তং) বেদগর্ভং (বেদাঃ গর্ভে যস্য তং) তং বিষ্ণুং কপিলং ত্বাম্ অহং বন্দে ॥৮॥

অনুবাদ—আপনি পরব্রহ্ম পরম পুরুষ ; একমাত্র বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত চিত্তেই আপনার সম্যক্ ধ্যান সম্ভব ; আপনি স্বীয় প্রভাব দ্বারাই গুণপ্রবাহকে ক্ষোভরহিত করেন ; প্রলয়কালে আপনারই উদর-মধ্যে বেদ অবস্থিত ছিল। অতএব কপিলরূপে অবতীর্ণ সেই বিষ্ণুর আবেশাবতারস্বরূপ আপনাকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্ত্বামহমজ্ঞঃ স্তোতুং নৈব প্রভবামীতি কেবলং বন্দে—তমিতি। প্রত্যক্স্রোতসি প্রত্যাহৃতে মনসি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব অজ্ঞ আমি তোমাকে স্তব করিতে কখনই সমর্থ নই, এইজন্য কেবল তোমাকে নমস্কার করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'তং' ইত্যাদি। 'প্রত্যক্স্রোতসি'—(বিষয় হইতে) প্রত্যাহৃত মনে (পরব্রহ্ম পরম পুরুষ তুমিই একমাত্র চিন্তনীয়) ॥ ৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ঈড়িতো ভগবানেবং কপিলাখ্যঃ পরঃ পুমান্।
বাচাঽবিক্লবয়েত্যাহ মাতরং মাতৃবৎসলঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—কপিলাখ্যঃ (কপিল-নামা) পরঃ (পরমঃ) পুমান্ (পুরুষোত্তমঃ) মাতৃ-বৎসলঃ (মাতরি প্রীতিযুক্তঃ) ভগবান্ এবং (দেব-হূত্যা) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ সন্) অবিক্লবয়া (গম্ভীরয়া, যদ্বা, বিক্লবয়া স্নেহগদ্গদয়া) বাচা মাতরম্ ইতি (বক্ষ্যমাণং) আহ (উবাচ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে বিদুর, জননী দেবহূতি কপিলদেবকে এইরূপভাবে স্তব করিলে মাতৃবৎসল কপিলনামধারী পরম পুরুষ ভগবান্ গম্ভীর-বাক্যে জননীকে এই সকল বক্ষ্যমান বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিক্লবয়া গদ্গদয়া যতো মাতৃবৎসলঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিক্লবয়া'—গদ্গদ বাক্যে, যেহেতু মাতৃবৎসল, (অর্থাৎ মাতৃস্নেহে কাতর হইয়া ভগবান্ কপিলদেব গম্ভীর অথচ মধুর বাক্যে জননী দেবহূতিকে এইরূপ বলিলেন) ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

মার্গেণানেন মাতস্তে সুসেব্যেনোদিতেন মে।
আস্থিতেন পরাং কাষ্ঠামচিরাদবরোৎস্যসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) মাতঃ, মে (ময়া) উদিতেন (উপদিষ্টেন) তে (তব) সুসেব্যেন (সুখং সেব্যেন অনুষ্ঠেয়েন) অনেন মার্গেণ আস্থিতেন (অনুষ্ঠিতেন সতা) অচিরাৎ (শীঘ্রং) পরাং কাষ্ঠাং (পরমফলরূপাং জীবন্মুক্তিং) অবরোৎস্যসি (আরব্ধাং করিষ্যসি প্রাপ্স্যসি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—মাতঃ, আমি আপনাকে যে সকল উপদেশ করিয়াছি, ইহা আপনার পক্ষে সুখসেব্য, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করিলে অচিরে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সুসেব্যেন ভক্তিযোগেনেত্যর্থঃ। আস্থিতেন অনুষ্ঠিতেন পরাং প্রেমসিদ্ধিম্ অবরোৎস্যসি প্রাপ্স্যসি নিত্যসিদ্ধ-মাতৃভাবোঽপি তাং তথোক্তির্লোক-শিক্ষার্থমেব জ্ঞেয়া ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুসেব্যেন'—সুখে অনুষ্ঠেয় ভক্তিযোগের দ্বারা, এই অর্থ। 'আস্থিতেন'—অনুষ্ঠান করিলে, 'পরাং কাষ্ঠাম্'—পরম ফলরূপ প্রেমসিদ্ধি, 'অবরোৎস্যসি'—প্রাপ্ত হইবে। শ্রীদেবহূতির প্রতি নিত্যসিদ্ধ মাতৃভাব থাকিলেও, তাঁহার প্রতি কপিল দেবের ঐরূপ উক্তি কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

শ্রদ্ধৎস্বৈতন্মতং মহ্যং জুষ্টং যদ্‌ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
যেন মামভয়ং যায়া মৃত্যুমৃচ্ছন্ত্যতদ্বিদঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ মহ্যং (মম) মতং শ্রদ্ধৎস্ব (ত্বম্ এতস্মিন্ মতে শ্রদ্ধাং কুর্ব্বীত) যৎ (মে মতং) ব্রহ্মবাদিভিঃ (ব্রহ্মজ্ঞৈ) জুষ্টং (সেবিতং) যেন (সেবিতেন মতেন) অভয়ং (ভয়নিবর্ত্তকং) মাং যায়াঃ (যাস্যসি, প্রাপ্স্যসি)। অতদ্বিদঃ (মন্মতম্ অবিদ্বাংসঃ) মৃত্যুম্ ঋচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি, ঘোরে সংসারে পতন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবেত্তা মহাপুরুষগণ এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ; সুতরাং আপনি এই মতে শ্রদ্ধা স্থাপন করুন্। ইহা দ্বারা আপনি অভয়স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাহারা আমার এই ভক্তিযোগবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা মৃত্যু-কবলে পতিত হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম। যায়াঃ যাস্যসি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—মম (সম্বন্ধে ষষ্ঠীর স্থানে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার মত গ্রহণ করুন)। 'যায়াঃ'—(অভয়) প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

ইতি প্রদর্শ্য ভগবানুশতীমাত্মনো গতিম্ ।
স্বমাত্রা ব্রহ্মবাদিন্যা কপিলোঽনুমতো যযৌ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—ভগবান্ কপিলঃ উশতীং (কমনীয়াং বরাম্) আত্মনঃ গতিম্ (আত্মলাভমার্গং) প্রদর্শ্য (মাত্রে কথয়িত্বা) ব্রহ্মবাদিন্যা (আত্মতত্ত্বজ্ঞয়া) স্বমাত্রা (দেবহূত্যা) অনুমতঃ (অনুজ্ঞাতঃ সন্) যযৌ (প্রতস্থে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ কপিলদেব এইরূপে কমনীয় আত্মগতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মবাদিনী নিজমাতার অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অনুমতৌ হেতুঃ—ব্রহ্মবাদিন্যা স্বপুত্রমপীমং ব্রহ্মৈব ব্রবীমি জানামি চ। তৎকথং স্বেচ্ছয়া গৃহে রক্ষিতুং প্রভবামীতি বিচারেণ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবহূতির কপিলদেবকে গমনের অনুমতি প্রদানের কারণ বলিতেছেন—'ব্রহ্মবাদিন্যা', ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ এই নিজ পুত্রকেও ব্রহ্মই বলিতেছি এবং ব্রহ্মরূপেই জানি। অতএব কি প্রকারে আমার ইচ্ছায় তাহাকে গৃহে রাখিতে সমর্থ হইব—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক (দেবহূতি কপিলদেবকে গমনের অনুমতি দিলেন) ॥ ১২ ॥

সা চাপি তনয়োক্তেন যোগাদেশেন যোগযুক্ ।
তস্মিন্নাশ্রম আপীড়ে সরস্বত্যাঃ সমাহিতা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা চ অপি (দেবহূতিঃ) তনয়োক্তেন (পুত্রোপদিষ্টেন) যোগাদেশেন যোগযুক্ (যোগযুক্তা সতী) সরস্বত্যাঃ আপীড়ে (পুষ্পমুকুটতুল্যে) তস্মিন্ আশ্রমে সমাহিতা (সমাধিযুক্তা বভূব) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দেবহূতিও পুত্রোপদিষ্ট ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিয়া সরস্বতী-নদীর পুষ্পমুকুটতুল্য সেই আশ্রমে সমাধি সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—আপীড়ে পুষ্পমুকুটতুল্যে ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপীড়ে'—পুষ্পমুকুটতুল্য (সেই আশ্রমে) ॥ ১৩ ॥

অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ জটিলান্ কুটিলালকান্ ।
আত্মানঞ্চোগ্রতপসা বিভ্রতী চীরিণং কৃশম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অভীক্ষ্ণাবগাহকপিশান্ (অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ অবগাহঃ স্নানং তেন কপিশান্ পিঙ্গলবর্ণান্) জটিলান্ (জটাভূতান্) কুটিলালকান্ (স্বতঃ এব কুটিলান্ কেশান্) উগ্রতপসা কৃশং চীরিণং (চীরবাসাবৃতম্) আত্মানং (দেহং) চ বিভ্রতী (ধারয়ন্তী সতী সমাহিতা বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ত্রিসবন অবগাহন-স্নান করায় তাঁহার কুটিল কেশকলাপ জটাযুক্ত এবং পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল ; তিনি চীর পরিধানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া স্বীয় শরীরকে অত্যন্ত শীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥

বিশ্বনাথ—অভীক্ষ্ণং ত্রিসবনম্ অবগাহঃ স্নানম্। কুটিলালকান্ জটিলান্। আত্মানং দেহং চ চীরধারিণম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভীক্ষ্ণাবগাহ-কপিশান্'—অভীক্ষ্ণ (বার বার), অর্থাৎ ত্রিষবণ অবগাহন স্নান করাতে তাঁহার কুটিল কেশ জটিল ও কপিল বর্ণ হইয়াছিল। 'আত্মানং চ'—অর্থাৎ কৃশ ও বস্ত্রখণ্ডাবৃত দেহ ধারণ করতঃ সমাহিতা হইলেন ॥ ১৪ ॥

প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতম্ ।
স্বগার্হস্থ্যমনৌপম্যং প্রার্থ্যং বৈমানিকৈরপি ॥ ১৫ ॥
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ ।
আসনানি চ হৈমানি সুস্পর্শাস্তরণানি চ ॥ ১৬ ॥
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ ।
রত্নপ্রদীপা আভান্তি ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ১৭ ॥
গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈ রম্যং বহ্বমরদ্রুমৈঃ ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতম্ ॥ ১৮ ॥
যত্র প্রবিষ্টমাত্মানং বিবুধানুচরা জগুঃ ।
বাপ্যামুৎপলগন্ধিন্যাং কর্দ্দমেনোপলালিতম্ ॥ ১৯ ॥
হিত্বা তদীপ্সিততমমপ্যাখণ্ডলযোষিতাম্ ।
কিঞ্চিচ্চকার বদনং পুত্রবিশ্লেষণাতুরা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—প্রজাপতেঃ কর্দ্দমস্য তপোযোগবিজৃম্ভিতং (তপোযোগাভ্যাম্ অতিশয়িতম্) অনৌপম্যম্ (অতুলনীয়ং) বৈমানিকৈঃ (দেবৈঃ) অপি প্রার্থ্যং (বাঞ্ছনীয়ং) স্বগার্হস্থ্যং, (যত্র গার্হস্থ্যে) পয়ঃফেননিভাঃ (দুগ্ধফেনতুল্যাঃ মৃদুশুভ্রাঃ) দান্তাঃ (দন্তঘটিতাঃ) রুক্মপরিচ্ছদাঃ (স্বর্ণময়াঃ পরিকরাঃ যাসু তাঃ) শয্যাঃ হৈমানি (সুবর্ণময়ানি) সুস্পর্শাস্তরণানি (সুখস্পর্শানি আস্তরণানি যেষু তানি) আসনানি চ (তথা যত্র) মহামারকতেষু (মহামূল্যানি ইন্দ্রনীলানি যেষু তেষু) স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু (স্বচ্ছকাচনির্ম্মিতপ্রাচীরযুক্তেষু গৃহেষু) রত্নপ্রদীপাঃ (রত্নময়াঃ প্রদীপাঃ) ললনাঃ (পরিচারিকাঃ) রত্নসংযুতাঃ চ আভান্তি (শোভন্তে, তৎগার্হস্থ্যং), (যত্র চ গার্হস্থ্যে) কুসুমিতৈঃ (পুষ্পবহুলৈঃ) বহ্বমরদ্রুমৈঃ (বহুভিঃ প্যারিজাতাদিভিঃ দেবতরুভিঃ) রম্যং (মনোহরং) কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং (কূজন্তি বিহঙ্গানাং মিথুনানি যস্মিন্ তৎ) গায়ন্মত্তমধুব্রতং (গায়ন্তি মত্তাঃ ভ্রমরাঃ যস্মিন তৎ) গৃহোদ্যানম্, যত্র (যস্মিন্ গৃহোদ্যানে) উৎপলগন্ধিন্যাং (উৎপলৈঃ সুগন্ধায়াং) বাপ্যাং (পুষ্করিণ্যাং) প্রবিষ্টং কর্দ্দমেন উপলালিতং (মাধুর্য্যময়ম্) আত্মানং (দেবহূত্যাঃ দেহং) বিবুধানুচরাঃ (কিন্নরগন্ধর্ব্বাদয়ঃ) জগুঃ (প্রশশংসুঃ), আখণ্ডলযোষিতাম্ (ইন্দ্রস্ত্রীণাম্ অপি) ঈপ্সিততমম্ (অতিবাঞ্ছিতং) —তৎ (স্বগার্হস্থ্যং) হিত্বা (তত্র অভিমানং ত্যক্ত্বা) পুত্রবিশ্লেষণাতুরা (পুত্রবিরহব্যাকুলা সতী সা দেবহূতিঃ) বদনং কিঞ্চিৎ (ব্যাকুলং) চকার ॥১৫-২০॥

অনুবাদ—প্রজাপতি কর্দ্দমের গৃহস্থাশ্রম তপস্যা এবং যোগের দ্বারা সাতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; তাঁহার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম দেবতাগণেরও প্রার্থনীয় হইল। গৃহস্থাশ্রম, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, অতিশয় সুখস্পর্শ আস্তরণসমূহ, স্বর্ণময় আসন, স্বর্ণ-পরিচ্ছদে ভূষিত, হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত খট্টাসমূহ শোভিত ছিল, মহামূল্য মকরতমণি এবং স্বচ্ছ স্ফটিকদ্বারা বিনির্ম্মিত ভিত্তিসমূহে রত্নময় দীপাবলীর কিরণ বিস্তারিত ছিল ; সেই গৃহের ললনাকুল রত্নালঙ্কারশোভিতা ছিলেন ; গৃহের নিকটবর্ত্তী উপবন নানাবিধপুষ্পিত দেবতরু দ্বারা পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ; বিহগমিথুন ঐ সকল তরুশাখায় উপবেশন করিয়া কূজন করিত এবং মধুকরকুল মধুপানে মত্ত হইয়া গুঞ্জন করিতে থাকিত। মহর্ষি কর্দ্দমের সুরক্ষিতা দেবহূতি যখন ঐ উপবনমধ্যে পদ্মগন্ধি সরোবরে অবগাহন করিতেন, দেবতা বৃন্দের অনুচরগণ তখন তাঁহার যশোগান করিতেন। অধিক কি, কর্দ্দমঋষির গার্হস্থ্য আশ্রমের ঐশ্বর্য্য ইন্দ্রললনাগণের পর্য্যন্ত পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল ; কিন্তু দেবহূতি পুত্রের বিচ্ছেদ জনিত বিরহে কাতর হইয়া তাদৃশ গৃহস্থাশ্রম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৫-২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাপতেরিত্যাদীনাং বদনং কিঞ্চিদনির্ব্বাচ্যং শোকব্যাকুলং চকারেতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ। প্রবিষ্টমাত্মানং দেবহূতিম্ ॥ ১৫-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রজাপতেঃ'—প্রজাপতি কর্দ্দম ঋষির তপস্যা ও যোগের দ্বারা বৃদ্ধিশীল আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, 'কিঞ্চিৎ বদনং চকার'—এই ষষ্ঠ শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'কিঞ্চিৎ' বলিতে

অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ পুত্রের বিরহে কাতরা হওয়াতে মুখ ম্লান করিয়াছিলেন। 'প্রবিষ্টম্ আত্মানং'—এখানে আত্মা বলিতে দেবহূতি, অর্থাৎ পূর্ব্বে দেবহূতি যখন ঐ আশ্রমোপবনে প্রবেশ করিতেন, তখন দেবানুচর গন্ধর্ব্বগণ দেবহূতির অপূর্ব্ব দেহের যশোগান করিতেন ॥ ১৫-২০ ॥

বনং প্রব্রজিতে পত্যাবপত্যবিরহাতুরা।
জ্ঞাততত্ত্বাপ্যভূন্নষ্টে বৎসে গৌরিব বৎসলা ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পত্যৌ (কর্দ্দমে) প্রব্রজিতে (সন্ন্যাস্য গতে সতি) অপত্যবিরহাতুরা (পুত্রকপিলস্য বিরহেণ ব্যাকুলা সা দেবহূতিঃ) জ্ঞাততত্ত্বা অপি (জ্ঞাতং তত্ত্বং যয়া তথাভূতা অপি সতী) বৎসে নষ্টে (সতি) বৎসলা গৌঃ ইব (যথা আতুরা ভবতি তথা অভূৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—দেবহূতি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেও পতির প্রব্রজ্যাগমন ও পুত্রের বিচ্ছেদজনিত দুঃখে বৎসহারা বৎসলা গাভীর ন্যায় কাতর হইয়া পড়িলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতি বাৎসল্যাখ্যায়াঃ প্রীতেঃ সর্ব্বোপমর্দ্দিত্বমাহ—বনমিতি। পত্যৌ কর্দ্দমে বনং গতেঽপি যদপত্যং বীক্ষ্যমাণা জীবন্ত্যাসীৎ তস্যাপি বিরহেণাতুরেতি হন্ত ভোঃ কে কুত্র বর্ত্তন্তে, পশ্যন্তু যদপত্যং শীঘ্রমেব পরাবর্ত্তয়ন্তাং ভবন্তো নোচেদহং ন জীবিষ্যামীতি বিলপন্তী গৌরিবেতি সর্ব্বমেব তত্ত্বজ্ঞানং সহসৈব বিস্মৃতবতীবেতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানে বাৎসল্যময়ী প্রীতির সর্ব্বোপমর্দ্দিত্ব (অর্থাৎ সব কিছু ভুলাইবার শক্তি) দেখাইতেছেন—'বনম্' ইত্যাদির দ্বারা। পতি কর্দ্দম মুনি বনে গমন করিলেও, যে পুত্রের দিকে চেয়ে দেবহূতি এতদিন জীবিতা ছিলেন, আজ সেই পুত্রেরও বিরহে তিনি শোকাকুলা হইলেন। 'হায়! তোমরা কে কোথায় আছ, দেখ, আমার পুত্রকে শীঘ্রই ফিরাইয়া আন, নতুবা আমি আর বাঁচিব না'—এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'গৌঃ ইব'—বৎসহারা গাভীর ন্যায়, ইহা বলায়, তৎকালে যেন সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান সহসাই বিস্মৃত হইয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ২১ ॥

তমেব ধ্যায়তী দেবমপত্যং কপিলং হরিম্।
বভূবাচিরতো বৎস নিঃস্পৃহা তাদৃশে গৃহে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৎস, (বিদুর!) তম্ এব অপত্যং (পুত্রং) কপিলং (তদ্রূপং) দেবং হরিং ধ্যায়তী (ধ্যায়ন্তী সতী) অচিরতঃ (অল্পকালেন) তাদৃশে (পূর্ব্ববর্ণিতে) গৃহে নিস্পৃহা (নির্ব্বাসনা) বভূব ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বৎস বিদুর, দেবহূতি সেই পুত্ররূপী কপিল-নামক শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে অতি অল্পকালের মধ্যেই সেই সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ গৃহের প্রতি আসক্তিশূন্যা হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ — বিরহোত্থধ্যানফলমাহ — তমেবেতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবানের বিরহ হইতে উত্থিত ধ্যানের ফল বলিতেছেন—'তম্ এব'—ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

ধ্যায়তী ভগবদ্রূপং যদাহ ধ্যানগোচরম্।
সুতঃ প্রসন্নবদনং সমস্তব্যস্তচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥
ভক্তিপ্রবাহযোগেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
যুক্তানুষ্ঠানজাতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ॥ ২৪ ॥
বিশুদ্ধেন তদাত্মানমাত্মনা বিশ্বতোমুখম্।
স্বানুভূত্যা তিরোভূত-মায়াগুণবিশেষণম্ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মণ্যবস্থিতমতির্ভগবত্যাত্মসংশ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ— সুতঃ (কপিলঃ) যৎ ধ্যানগোচরং প্রসন্নবদনং ভগবদ্রূপম্ আহ (উপদিদেশ তৎ) সমস্তব্যস্তচিন্তয়া (সমগ্রভাবনয়া প্রত্যঙ্গচিন্তয়া চ) ধ্যায়তী (ধ্যায়ন্তী সতী ব্রহ্মণি স্থিতমতিঃ) তদা ভক্তিপ্রবাহযোগেন (ভক্তেঃ প্রবাহঃ নৈরন্তর্য্যং তদ্রূপেণ যোগেন) বলীয়সা (অপ্রতিহতেন) বৈরাগ্যেণ যুক্তানুষ্ঠানজাতেন (যুক্তাহারবিহারাদিনা জাতেন) ব্রহ্মহেতুনা (ব্রহ্মত্বপ্রাপকেণ) জ্ঞানেন বিশুদ্ধেন আত্মনা (মনসা) স্বানুভূত্যা (স্বরূপপ্রকাশেন) তিরোভূতমায়াগুণবিশেষণং

(তিরোভূতং মায়াগুণৈঃ কৃতং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণরূপং বিশেষণং যস্মাৎ তং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বগতম্) আত্মানং (চ ধ্যায়ন্তি) আত্মসংশ্রয়ে (আত্মনাং জীবানাং সংশ্রয়ে) ভগবতি ব্রহ্মণি অবস্থিতমতিঃ (অবস্থিতা নিষ্ঠাযুক্তা মতিঃ যস্যাঃ তথাভূতা বভূব) ॥ ২৩-২৬ ॥

অনুবাদ—পুত্র কপিল, জননী দেবহূতিকে ধ্যানের বিষয়ীভূত যে প্রসন্নবদন সচ্চিদানন্দ ভগবদরূপের কথা উপদেশ করিয়াছিলেন, দেবহূতি বিশুদ্ধচিত্তে সেই ভগবদ্‌রূপের অঙ্গসমূহ এক কালে সমষ্টিরূপে এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভক্তি-প্রবাহরূপ যোগ, প্রবল বৈরাগ্য, পরিমিত আহার-বিহারাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রহ্মানুভবহেতু শুদ্ধভক্ত্যুত্থজ্ঞানসহযোগে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া যিনি সর্ব্বগত, স্বরূপপ্রকাশ হেতু যাঁহাতে সত্ত্বাদি গুণসমূহ ও উহাদের শোকমোহাদিরূপ বিশেষ ধর্ম্ম সর্ব্বদা দূর হইতেই নিরস্ত, সেই পরমাত্মস্বরূপ ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে নিখিল জীবের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ পরব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিলেন ॥২৩-২৬॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ হন্ত হন্ত বিরহাতুরায়া মম মনো ভগবতি পুত্রভাবং ন জহাতি, তদহং ক্ষণমেকান্তে উপবিশ্য পুত্রভাবং বিহায় মনঃ প্রণিধায় তদুক্তং ধ্যানমেবাভ্যস্যামীতি সা দধ্যাবিত্যাহ—ধ্যায়তীতি। ভগবদ্রূপং ধ্যায়ন্তী 'ব্রহ্মণি ভগবত্যবস্থিতমতি'রাসীদিত্যন্বয়ঃ। ভক্তেঃ প্রবাহরূপেণ যোগেন যুক্তং সমুচিতং যদনুষ্ঠানজাতং তেন ; যদ্বা, গীতাসূক্তং—"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা" ইতি। যুক্তানুষ্ঠানং তস্মাজ্জাতেন বৈরাগ্যেণ তথা জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা ব্রহ্মানুভবস্য হেতুনা শুদ্ধভক্ত্যুত্থেনেত্যর্থঃ। ন তু ব্রহ্মরূপেণ ঐক্যপদার্থজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। অতএব নির্গুণত্বাদ্বিশুদ্ধেন তদাত্মানং তস্য ভগবত আত্মানং স্বরূপং বিশ্বতো দশদিক্ষ্বেব মুখং যস্য তথাভূতং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং স্বানুভূত্যা স্বানুভবেন পশ্যন্তীতি শেষঃ তিরোভূতা মায়ায়া গুণবিশেষা যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা পশ্যন্তী। ব্রহ্মণি ভগবতি আত্মনাং জীবানাং সংশ্রয়ে পরমাত্মনীতি ক্রমেণ জ্ঞানিনাং ভক্তানাং যোগিনাঞ্চ প্রাপ্যে বস্তুনি পরিপূর্ণেঽঙ্গিনি স্বরূপে অবস্থিতা মতির্যস্যাঃ সা। তেন ভক্তিপ্রবাহযোগেনেত্যনেন প্রবাহপদব্যঞ্জিতা মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণেত্যুক্তলক্ষণা ভাবভক্তিস্তস্যা অভূদেব। তথা জ্ঞানিনাং তৃতীয়ভূমিকাবিনাভূতং যৎ ত্বম্পদার্থ-তৎপদার্থয়োর্জ্ঞানং তদ্ভক্তিমতে উপাসকোপাস্যয়োর্ভক্তভগবতোর্জ্ঞানমুপযুজ্যত এব। যদুক্তং 'জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতেতি', তথৈবাষ্টাঙ্গযোগিনাং যৎ সপ্তমং ধ্যানং তন্নবাঙ্গভক্তেস্তৃতীয়মঙ্গং পরমোপযুক্তমেবেতি দেবহূত্যা জ্ঞানিনাং তজ্‌জ্ঞানং যোগিনাং ধ্যানঞ্চ 'সারঙ্গ ইব সারভুগিতি' ন্যায়েন গৃহীত্বা স্বানুষ্ঠেয়ায়াং ভক্তাবন্তর্ভাবিতমত এবোক্তং জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনেতি', যদাহ ধ্যানগোচরং সুত' ইতি চ ॥ ২৩-২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'হায়! হায়! বিরহাতুরা আমার মন ভগবানে পুত্রভাব পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব ক্ষণকাল নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক পুত্রভাব ত্যাগ করিয়া, মন স্থির করতঃ তদুক্ত ধ্যানেরই অভ্যাস করি'—এইরূপ ভাবিয়া দেবহূতি ধ্যানমগ্না হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ধ্যায়তী', ইত্যাদি। ভগবদ্‌রূপ ধ্যান করিতে করিতে, 'ভগবান্ পরব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিলেন' (২৬ শ্লোক)—ইহার সহিত অন্বয় হইবে। 'ভক্তি-প্রবাহযোগেন'—ভক্তির প্রবাহরূপ যোগের দ্বারা, 'যুক্তানুষ্ঠানজাতেন'—যুক্ত, অর্থাৎ সমুচিত যে অনুষ্ঠানজাত, তাহার দ্বারা। অথবা - যেরূপ শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"যুক্তাহার-বিহারস্য" (৬।১৭), অর্থাৎ যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার (বিচরণ) করেন, জপাদি কর্ম্মে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়মপূর্ব্বক নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁহার যোগ 'দুঃখহা' অর্থাৎ দুঃখ-নিবারণক্ষম হয়। এইরূপ যুক্তানুষ্ঠান হইতে জাত বৈরাগ্যের দ্বারা, এবং 'জ্ঞানেন ব্রহ্মহেতুনা'—ব্রহ্ম অনুভবের কারণরূপ শুদ্ধ ভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞানের দ্বারা, এই অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মরূপের সহিত ঐক্যপদার্থরূপ জ্ঞানের দ্বারা নহে—ইহাই অর্থ। অতএব নির্গুণত্ব-হেতু, 'বিশুদ্ধেন আত্মনা'—নির্ম্মল অন্তঃকরণের দ্বারা, 'তদাত্মানং'—সেই ভগবানের আত্মা বলিতে স্বরূপকে, 'বিশ্বতোমুখং'—দশ দিকেই মুখ যাঁহার, তথাভূত, অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত সেইরূপ সর্ব্বময় ভগবান্‌কে, 'স্বানুভূত্যা'—নিজ

অনুভবের দ্বারা দেখিতেছিলেন। 'তিরোভূত-মায়া-গুণ-বিশেষণম্'—তিরোভূত হইয়াছে মায়ার গুণ-বিশেষ যেখানে, তাহা যেরূপে হয়, সেইরূপভাবে দেখিতেছিলেন। এখানে 'ব্রহ্মণি, ভগবতি, আত্ম-সংশ্রয়ে'—অর্থাৎ পরব্রহ্মে, ভগবানে এবং নিখিল জীবের একমাত্র আশ্রয় পরমাত্মায়—ইহা যথাক্রমে জ্ঞানী, ভক্ত এবং যোগিগণের প্রাপ্য বস্তু, যাহা পরিপূর্ণ স্বরূপ, তাহাতে 'অবস্থিত-মতিঃ'—অবস্থিত হইয়াছে মতি যাঁহার, তিনি, অর্থাৎ দেবহূতি পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ-স্বরূপ শ্রীভগবানেই চিত্ত স্থির করিয়াছিলেন। অতএব 'ভক্তি-প্রবাহ-যোগেন'—এই স্থলে প্রবাহ পদের দ্বারা ব্যক্ত, 'মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ' (৩।২৯।১১)—অর্থাৎ আমার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের শ্রবণমাত্রেই, ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত ভগবানে ভাবভক্তিই তাঁহার হইয়াছিল। সেইরূপ জ্ঞানিগণের তৃতীয় ভূমিকা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ ভূমিকা ব্যতীত, যে ত্বং-পদার্থ (জীব) এবং তৎপদার্থ (ব্রহ্ম) এইরূপ—জ্ঞান, অর্থাৎ ভক্তিমতে তাহা উপাসক ও উপাস্যের, অর্থাৎ ভক্ত এবং ভগবানের যে জ্ঞান, তাহা উপযুক্তই হইয়া থাকে। যেমন শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে (১।২।২৪৮) উক্ত হইয়াছে—'জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা'—জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রথমতঃ ভক্তিতে প্রবেশের নিমিত্ত ঈষৎ উপযোগিতা রহিয়াছে। [এখানে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—জ্ঞান (ত্বম্ পদার্থ-বিষয়ক, তৎপদার্থ-বিষয়ক ও উভয়ের ঐক্যবিষয়ক ব্রহ্মজ্ঞান) এবং বৈরাগ্য (ব্রহ্মোপযোগী, সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যমূলক) ভক্তিমার্গের অবিরোধী (ঐক্যবিষয়ক পরিহার করিয়া) হইলে, ভক্তিমার্গে প্রবেশের জন্য (অন্যাবেশ পরিত্যাগ মাত্রেই) তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ (ঈষদ্) উপযোগিতা স্বীকৃত হয়। অন্যাবেশ পরিত্যাগে ভক্তিতে প্রবেশ হইলে, তাহাদের আর আবশ্যকতা নাই, যেহেতু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ভাবনা করিলে, ভক্তির বিচ্ছেদই হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে।] সেইরূপ অষ্টাঙ্গ যোগিগণের যাহা সপ্তম স্থান—ধ্যান, তাহা নববিধা ভক্তির তৃতীয় স্থান, সেই ধ্যান পরম (শ্রেষ্ঠরূপে) উপযুক্তই। শ্রীদেবহূতি জ্ঞানিগণের (ব্রহ্মৈক্য ব্যতীত) জ্ঞান এবং যোগিগণের ধ্যান, 'সারঙ্গ ইব সারভুক্'—সারগ্রাহী সারঙ্গ, এই রীতিতে, অর্থাৎ মধুলুব্ধ মধুকরের মত গ্রহণ করিয়া, নিজের অনুষ্ঠিত ভক্তিতেই স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইজন্যই উক্ত হইয়াছে—'জ্ঞানেন ব্রহ্ম-হেতুনা'—অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বোৎপাদক জ্ঞানের দ্বারা, এবং 'যদাহ ধ্যানগোচরং সুতঃ'—অর্থাৎ নিজ তনয় ভগবান্ শ্রীকপিলদেব ধ্যানের গোচরীভূত প্রসন্নবদন যে ভগবদ্-রূপের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ॥ ২৩-২৬ ॥

তথ্য—বীররাঘবের 'বিরহিত-মায়াগুণ-বিশেষণম্' পাঠ—অর্থাৎ স্বীয় প্রকাশ দ্বারা যাঁহাতে সত্ত্বাদি মায়াগুণসমূহ স্বভাবতঃই বিরহিত। সুতরাং সত্ত্বাদি মায়াগুণের শোকমোহাদি বিশেষও যাঁহাতে থাকিবার অবসর নাই অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাদি ঊর্ম্মিষট্ক-রহিত পরম পুরুষ পরমাত্মা ॥ ২৫ ॥

নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎ ক্ষীণক্লেশাপ্তনির্ব্বৃতিঃ।
নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎ পরাবৃত্তগুণভ্রমা।
ন সস্মার তদাত্মানং স্বপ্নে দৃষ্টমিবোত্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদা নিবৃত্তজীবাপত্তিত্বাৎ (নিবৃত্তা জীবাপত্তিঃ জীবস্য আপদ্রূপা অবিদ্যা যস্যাঃ তস্যাঃ ভাবঃ তত্ত্বং তস্মাৎ) ক্ষীণক্লেশাপ্তনির্বৃতিঃ (বিগত-ক্লেশা প্রাপ্তনির্বৃতিঃ লব্ধানন্দা সতী) নিত্যারূঢ়সমাধিত্বাৎ (নিত্যারূঢ়ঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ সমাধিঃ যস্যাঃ তস্যাঃ ভাবঃ তত্ত্বং তস্মাৎ) পরাবৃত্তগুণভ্রমা (পরাবৃত্তঃ শান্তঃ গুণনিমিত্তঃ ভ্রমঃ অধ্যাসঃ যস্যাঃ তথাভূতা চ সতী দেবহূতিঃ) উত্থিতঃ স্বপ্নে দৃষ্টম্ ইব (নিদ্রোত্থিতঃ জনঃ যথা স্বপ্নদৃষ্টং ব্যাপারং ন স্মরতি তথা) আত্মানং (দেহং) ন সস্মার ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তখন তাঁহার বদ্ধজীবভাব (অর্থাৎ জীবের আপদ্রূপা অবিদ্যা-ভাব বা লিঙ্গশরীরে অধ্যাস) নিবৃত্ত হওয়াতে ক্লেশাপনোদন ও পরম শান্তি লাভ হইল। ক্রমে তাঁহার সমাধি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার প্রকৃতি-গুণোত্থ ভ্রমও দূরীভূত হইল ; তখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্টবিষয়ে যেমন স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তিনি তাঁহার স্থূল ও লিঙ্গ দেহের বিষয় বিস্মৃত হইলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ "জরয়ত্যাশু যা কোষম্" ইত্যুক্তলক্ষণং ভক্তেরানুষঙ্গিকঞ্চ ফলং তস্যামুদ্ভূতমিত্যাহ—নিবৃত্তা জীবস্য জীবাত্মনঃ আপত্তিরাপদ্রূপা অবিদ্যা যস্যাস্তস্যা ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ ক্ষীণক্লেশা অতএবাপ্তনির্বৃতিঃ ; যদ্বা, ভগবন্মাতৃত্বাৎ স্বরূপত এব যা অবিদ্যারহিতা তদপি তথোক্তিরয়মাত্মা অপহতপাপ্মেতিবৎ। ভক্তানাং মতে—ধ্যানানন্দমোহ এব সমাধিরুচ্যতে ইতি তস্যা নিত্যারূঢ়-সমাধিত্বাৎ পরাবৃত্তঃ শান্তঃ গুণেষু বিষয়েষু ভ্রমো ভ্রমণং পর্য্যটনং যস্যাঃ সা। আত্মানং দেহম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'জরয়ত্যাশু যা কোষম্' (৩।২৫।৩৩)—অর্থাৎ জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ ভগবানে ভক্তিও লিঙ্গশরীরকে দগ্ধ করে, এই পূর্ব্বোক্তরূপ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলও তাঁহাতে উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'নিবৃত্ত-জীবাপত্তিত্বাৎ'—নিবৃত্ত হইয়াছে জীবাত্মার 'আপত্তি', অর্থাৎ আপদ্‌রূপা অবিদ্যা যাহার, তাহার ভাব, আপত্তিত্ব, তাহা হইতে, (অর্থাৎ জীবাত্মার বিপদ্‌রূপিণী অবিদ্যার ভাব বা লিঙ্গশরীরের অধ্যাস নিবৃত্ত হওয়াতে), 'ক্ষীণক্লেশা'—দেবহূতির সকল ক্লেশ অপগত হইয়াছিল, অতএব 'আপ্তনির্বৃতিঃ'—তিনি আনন্দ লাভ করিলেন। অথবা —ভগবানের জননী বলিয়া, স্বরূপতঃই তিনি অবিদ্যা-রহিতা, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি —'অয়মাত্মা অপহত-পাপ্মা', এই আত্মা (পরমাত্মা), যাঁহার সকল পাপ অপগত হইয়াছে (অর্থাৎ আত্মাতে কোন পাপ স্পর্শই করিতে পারে না, তবুও) এইরূপ উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে। ভক্তজনের মতে—শ্রীভগবানের ধ্যানে আনন্দরূপ মোহই (সমাচ্ছন্নতাই) সমাধি বলা হয়, সুতরাং তিনি নিত্য সমাধিস্থিতা (ভগবদানন্দমগ্না) বলিয়া, 'পরাবৃত্ত-গুণ-ভ্রমা'—পরাবৃত্ত অর্থাৎ শান্ত হইয়াছে বিষয়সমূহে পর্য্যটন যাঁহার, সেই দেবহূতি। 'আত্মানং'—নিজ দেহকে (পর্য্যন্ত যিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন) ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—জীবোপাধিপ্রভৃতয় আমুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
নিয়মাৎ সত্ত্বাভাবস্ত নিষ্ফলত্বাদুদীর্য্যতে ॥
ইতি ষড়্‌ব্রাহে ॥ ২৭ ॥

তথ্য—জীবাপত্তি—বদ্ধজীবভাব (শ্রীধর) ; লিঙ্গশরীরাধ্যাস (শ্রীজীব) ; জীবাত্মার আপদ্রূপা অবিদ্যা (চক্রবর্ত্তী) ; প্রকৃতিজাত ক্লেশাদিরূপা আপত্তি বা আপদ্ (বীররাঘব) ;

জীবোপাধি-প্রভৃতয়ঃ আমুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
নিয়মাৎ সত্ত্বাভাবস্ত নিষ্ফলত্বাদুদীর্য্যতে ॥
(বিজয়ধ্বজ) ॥ ২৭ ॥

তদ্দেহঃ পরতঃপোষোঽপ্যকৃশশ্চাধ্যসম্ভবাৎ।
বভৌ মলৈরবচ্ছন্নঃ সধূমঃ ইব পাবকঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দেহঃ (তস্যাঃ শরীরং) পরতঃপোষঃ (পরাভিঃ এব কর্দ্দমসৃষ্টবিদ্যাধরীভিঃ পোষঃ পোষণং যস্য তথাভূতঃ) অপি আধ্যসম্ভবাৎ (আধিঃ মনোব্যাধি তস্য অসম্ভবাৎ) অকৃশঃ চ (তথা) মলৈঃ অবচ্ছন্নঃ অপি সধূমঃ পাবকঃ (অগ্নিঃ) ইব বভৌ (শুশুভে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কিন্তু কর্দ্দমের যোগ-প্রভাব সমুদ্ভূত বিদ্যাধরীগণ তাঁহাকে পোষণ করিতে থাকায় তাঁহার মনোগ্লানির কোন কারণ ছিল না। সুতরাং তাঁহার দেহ কৃশ হইল না, পরন্তু মলপঙ্কে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহা যেন সধূম বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ— তদানীন্তনীং তদবস্থামাহ— তস্যা দেহঃ পরতঃ পরাভিরেব কর্দ্দমসৃষ্টবিদ্যাধরীভিঃ পোষঃ পোষণং যস্য সঃ। আধির্মানসী ব্যথা তদসম্ভবাদ্ভগবদাবেশানন্দাদকৃশশ্চ— 'নির্বৃতিরতিস্থূলকরণীতি' বৈদ্যকোক্তেঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে দেবহূতির অবস্থা বলিতেছেন—তাঁহার দেহ, 'পরতঃ-পোষঃ'—পরের দ্বারা বলিতে কর্দ্দম ঋষি কর্ত্তৃক সৃষ্ট বিদ্যাধরীগণের দ্বারা পোষিত হইতেছিল। 'আধ্যসম্ভবাৎ'—'আধি' বলিতে মনের ব্যথা, তাহা শ্রীভগবানের আবেশজনিত আনন্দে উৎপন্ন না হওয়ায়, 'অকৃশঃ'—তাঁহার দেহ অকৃশই (স্থূলই) ছিল। বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত আছে—নির্বৃতি, অর্থাৎ আনন্দই দেহের স্থূলতা সম্পাদন করে ॥ ২৮ ॥

স্বাঙ্গং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্ ।
দৈবগুপ্তং ন বুবুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ (বাসুদেবে ভগবতি প্রবিষ্টা ধীঃ যস্যাঃ তথাভূতা সতী দেবহূতিঃ) তপোযোগময়ং মুক্তকেশং (বিকীর্ণকুন্তলং) গতাম্বরং (বসনরহিতং) দৈবগুপ্তং (আরব্ধকর্ম্মপালিতং) স্বাঙ্গং (স্বদেহম্ অপি) ন বুবুধে (জ্ঞানবতী) ॥২৯॥

অনুবাদ—তাঁহার বুদ্ধি অনুক্ষণ ভগবান্ বাসুদেবে নিমগ্ন থাকায় তাঁহার তপস্যা ও যোগ-নিরত অঙ্গ কখন যে মুক্তকেশ অথবা কখন যে বিগতবসন হইয়া থাকিত, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না, বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ই তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দৈবগুপ্তং ভগবতা রক্ষিতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবগুপ্তং'—ভগবানের দ্বারা রক্ষিত (নিজের দেহও জানিতে পারিতেন না) ॥ ২৯ ॥

এবং সা কপিলোক্তেন মার্গেণাচিরতঃ পরম্ ।
আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ভগবন্তং তমাপ হ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—এবং কপিলোক্তেন (তদুপদিষ্টেন) মার্গেণ (বিধিনা) সা (দেবহূতিঃ) অচিরতঃ (শীঘ্রং) নির্ব্বাণং (নিত্যমুক্তং) পরম্ আত্মানং ব্রহ্ম তং ভগবন্তং আপ (প্রাপ্তবতী) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—(হে বিদুর,) দেবহূতি এইরূপে কপিলোক্ত মার্গ আচরণ করিয়া অচিরেই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিত্যমুক্ত মহাবৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্কে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—পরং শ্রেষ্ঠমাত্মানং ভগবন্তং বৈকুণ্ঠনাথম্ । ননু সা কিং নির্ব্বাণং ন প্রাপ, তত্রাহ—তস্যা ভগবানেব ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ইত্যাহ—ব্রহ্মেতি ; যদ্বা, অধোক্ষজালম্ভমিহেত্যাদৌ "তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ" ইতি সপ্তমোক্তের্ব্রহ্মনির্ব্বাণপদবাচ্যং তং কপিলমেব স্বপুত্রং কপিলবৈকুণ্ঠে প্রাপ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরম্ আত্মানং'—শ্রেষ্ঠ আত্মাকে, অর্থাৎ ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথকে । যদি বলেন —দেখুন, সেই দেবহূতি কি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন নাই ? তাহাতে বলিতেছেন—তাঁহার ভগবান্ই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং উহাই নির্ব্বাণ, অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই তাহার ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইয়াছে । অথবা—'অধোক্ষজালম্ভমিহ' (৭।৭।৩৭), ইত্যাদি শ্লোকে 'তদ্ ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ' ইত্যাদি সপ্তম স্কন্ধে প্রহলাদ দৈত্যবালকগণকে বলিলেন—হে বন্ধুগণ ! অধোক্ষজের (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের) আশ্রয় গ্রহণই রাগাদি-দূষিত আত্মবান্ পুরুষদিগের সংসার নাশের উপায় এবং তাহাই পরব্রহ্মে নির্ব্বাণ (লয়রূপ মোক্ষ) এবং তাহাই সুখ—ইহা বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন, অতএব তোমরা হৃদয়ের মধ্যে সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের ভজনা কর । এইরূপ উক্তি অনুসারে —ব্রহ্ম এবং নির্ব্বাণ-পদবাচ্য নিজ পুত্র ভগবান্ কপিলদেবকেই দেবহূতি কপিল-বৈকুণ্ঠে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

তদ্বীরাসীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
নাম্না সিদ্ধপদং যত্র সা সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, (বিদুর) যত্র সা (দেবহূতিঃ) সংসিদ্ধিং (জীবন্মুক্তিম্) উপেয়ুষী (প্রাপ্তা) তৎ (স্থানং) নাম্না সিদ্ধপদং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং (ত্রিভুবনপ্রসিদ্ধং) পুণ্যতমং ক্ষেত্রম্ আসীৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে বিদুর, তিনি যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান ত্রিলোকে পুণ্যতম ক্ষেত্র 'সিদ্ধপদ নামে বিখ্যাত রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীর, বিদুর ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীর'—হে বিদুর ! ॥ ৩১ ॥

তস্যাস্তদ্‌যোগবিধূত-মার্ত্ত্যং মর্ত্ত্যমভূৎ সরিৎ ।
স্রোতসাং প্রবরা সৌম্য সিদ্ধিদা সিদ্ধসেবিতা ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, (বিদুর !) তস্যাঃ (দেবহূত্যাঃ) তৎ যোগবিধূতমার্ত্ত্যং (যোগেন বিধূতা বিলীনা মার্ত্ত্যাঃ দৈহিকাঃ ধাতুমলাঃ যস্য তৎ) মর্ত্ত্যং (শরীরং) সিদ্ধিদা (পুণ্যা) সিদ্ধসেবিতা (সিদ্ধপুরুষৈঃ আশ্রিতা) স্রোতসাং (নদীনাং) প্রবরা (শ্রেষ্ঠা কপিলা ইতি খ্যাতা) সরিৎ (নদী) অভূৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য, তাঁহার দৈহিক ধাতুমল যোগপ্রভাবে যে শরীরে বিলীন হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে এক শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদায়িনী স্রোতস্বতী নদীরূপে প্রবহমানা ; সিদ্ধগণ নিত্য তাহার সেবা করিয়া থাকেন ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—হে সৌম্য, তস্যাস্তন্মর্ত্ত্যং শরীরং সরিদভূৎ। কীদৃশং যোগেন বিধূতা বিলীনা মার্ত্ত্যা ধাতুমলা যস্য তৎ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৌম্য'—হে সৌম্য বিদুর! দেবহূতির সেই শরীর এক্ষণে নদীরূপা হইয়া রহিয়াছে। কিরূপ শরীর? তাহাতে বলিতেছেন—'যোগবিধূত-মার্ত্ত্যং'—যোগপ্রভাবে ধাতুমল (পলিতাদি দেহধর্ম্ম) বিলীন হইয়াছিল যে শরীরের, তাহা ।।৩২।।

কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—মহাযোগী ভগবান্ কপিলঃ অপি মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য (তস্যাঃ অনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য) পিতুরাশ্রমাৎ প্রাক্‌উদীচীং (ঈশানীং) দিশং যযৌ ।।

অনুবাদ—হে বিদুর, মহাযোগী ভগবান্ কপিলও মাতা দেবহূতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার আশ্রম হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—কপিলো যযাবিত্যুক্তং তদেব প্রপঞ্চয়তি—কপিলোঽপীতি ত্রিভিঃ। সমনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রার্থ্য প্রাক্ প্রথমং সদাচারাদুদীচীমেব দিশং যযৌ। পশ্চাদ্‌গঙ্গাসাগরসঙ্গম এব স্থিরতামবাপেত্যর্থঃ ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কপিলঃ যযৌ' (১২ শ্লোকে) —কপিলদেব গমন করিলেন—ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন—'কপিলঃ অপি'—ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'সমনুজ্ঞাপ্য'—জননীর নিকট হইতে গমনের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া (অর্থাৎ তাঁহার অনুমতি লইয়া), প্রথমতঃ সদাচারবশতঃ উত্তর দিকেই গমন করিলেন। পরে গঙ্গাসাগরের সঙ্গমেই স্থিতি লাভ করিয়াছিলেন—এই অর্থ ।। ৩৩ ।।

সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্ম্মুনিভিশ্চাপ্সরোগণৈঃ ।
স্তূয়মানঃ সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ ।। ৩৪ ।।
আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ মুনিভিঃ অপ্সরোগণৈঃ চ স্তূয়মানঃ (সংস্তুতঃ) সমুদ্রেণ দত্তার্হণনিকেতনঃ (দত্তম্ অর্হণম্ অর্ঘ্যং নিকেতনং নিবাসস্থানং চ যস্মৈ সঃ) সাংখ্যাচার্য্যৈঃ অভিষ্টুতঃ (স্তূয়মানঃ) ত্রয়াণাম্ অপি লোকানাং উপশান্ত্যৈ (সংসারনিবৃত্ত্যর্থং) যোগং সমাস্থায় (আশ্রিত্য) সমাহিতঃ (সমাধিযুক্তঃ) আস্তে ।। ৩৪-৩৫ ।।

অনুবাদ—সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রও তাঁহাকে অর্ঘ্য ও নিকেতন দান করিয়াছিলেন। লোকত্রয়ের শান্তি উৎপাদনার্থ তিনি অদ্যাপি যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া আছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণ এখনও তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন ।। ৩৪-৩৫ ।।

এতন্নিগদিতং তাত যৎ পৃষ্টোঽহং তবানঘ ।
কপিলস্য চ সংবাদো দেবহূতেশ্চ পাবনঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (নিষ্পাপ!) তাত, (বিদুর!) তব (ত্বয়া) যৎ (মনুবংশাদি) অহং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ আসম্) এতৎ নিগদিতং (ময়া কথিতম্)। কপিলস্য দেবহূতেশ্চ পাবনঃ (পুণ্যতমঃ) সংবাদঃ চ (কথিতঃ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ বিদুর, তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সমস্ত কহিলাম, কপিল ও দেবহূতির এই পরমপবিত্র সংবাদও কহিলাম ।। ৩৬ ।।

য ইদমনুশৃণোতি যোঽভিধত্তে
কপিলমুনের্মতমাত্মযোগগুহ্যম্ ।
ভগবতি কৃতধীঃ সুপর্ণকেতা-
বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ।। ৩৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে

বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কপিলোপাখ্যানং
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—ইদম্ আত্মযোগগুহ্যং (ভগবদ্ধ্যানমূলং সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যং) কপিলমুনেঃ মতং যঃ অনুশৃণোতি যঃ অভিধত্তে (কীর্ত্তয়তি, সঃ) সুপর্ণকেতৌ (গরুড়-ধ্বজে) ভগবতি কৃতধীঃ (বিহিতভক্তিযোগঃ সন্) ভগবৎপদারবিন্দং (হরিপাদপদ্মম্) উপলভতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে বিদুর, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে মুনিবর কপিলের অভিমত এই গুহ্য আত্মযোগতত্ত্ব শ্রবণ অথবা পাঠ করেন, তাঁহার বুদ্ধি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হয় এবং তিনি অন্তে শ্রীভগবৎপদার-বিন্দ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীমৎ কপিলদেবোক্ততাৎপর্য্যং ফলেন দর্শয়ন্ দেবহূত্যাস্তাদৃশীং গতিমেব দ্রঢ়য়তি—য ইদ-মিতি। যোঽভিধত্তেমাত্রং যো বা শৃণোতিমাত্রং কিমুতানুতিষ্ঠতি যঃ কিমুততরাং শ্রীদেবহূতিঃ। উপ আধিক্যেন প্রেমবৎপার্ষদতয়া ভগবৎপদারবিন্দসেবার্থং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
তৃতীয়স্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতস্যার্থমশাস্ত্রজ্ঞো ন বেদ্ম্যহম্ ।
টীকাং কুর্ব্বে তদপ্যাত্মবুদ্ধেস্তৎসঙ্গবাঞ্ছয়া ॥
ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বং নাথত্যয়ং জনঃ ।
প্রসাদমেব প্রণমন্ ক্ষময়ন্নন্তমাত্মনঃ ॥
তৃতীয়স্কন্ধটীকেয়মপুরি যমুনাতটে ।
শ্রীবৃন্দাবনকল্পদ্রুমূল ঐষাষ্টমী দিনে ॥

ইতি বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবত-তৃতীয়-
স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীমৎ কপিলদেবোক্ত তাৎপর্য্য ফলের দ্বারা প্রদর্শন করতঃ দেবহূতির তাদৃশী (ভগবৎপ্রাপ্তিরূপা) গতিই দৃঢ় করিতেছেন (অর্থাৎ সমর্থন করিতেছেন)—'য ইদম্' ইত্যাদির দ্বারা। 'যোঽভিধত্তে'—যিনি কেবলমাত্র বলেন, অথবা 'শৃণোতিমাত্রং'—কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, আর অধিক কি যিনি অনুষ্ঠান করেন, তাহা অপেক্ষাও অধিক শ্রীদেবহূতি। 'উপলভতে'—অর্থাৎ তিনি আধিক্য-রূপে প্রেমযুক্ত পার্ষদত্ব-ভাবে শ্রীভগবানের পদারবিন্দ সেবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার তৃতীয় স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

অশাস্ত্রজ্ঞ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ অবগত নই, তথাপি তাঁহার (ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গ বাঞ্ছা করতঃ নিজ বুদ্ধিতে টীকা রচনা করি ॥

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে প্রণতিপূর্ব্বক স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রসন্নতাই প্রার্থনা করিতেছি ॥

যমুনাতটে শ্রীবৃন্দাবনের কল্পতরুমূলে অবস্থিত হইয়া আশ্বিনের অষ্টমী তিথিতে (গোপাষ্টমী দিনে ?) এই তৃতীয় স্কন্ধের টীকা সম্পূর্ণ হইল ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩৩ ॥

মধ্ব—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধ-তাৎপর্য্যে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ঃ ॥

তথ্য—কপিল মত—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত ভিন্ন। শ্রীভাগবতের বর্ত্তমান শ্লোকপাঠে জানা যায় যে, দেবহূতিনন্দন কপিলের মত যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তাঁহার গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীহরিতে মতি দৃঢ় হয় এবং তিনি ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন। কিন্তু নিরীশ্বর কপিলের মতে—'ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ' (সাংখ্যদর্শন ১।৯২), অর্থাৎ কোনও প্রকারেই 'ঈশ্বর' সিদ্ধ হয় না। 'ঈশ্বর' মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে 'মুক্ত' বলিবে, নয় 'বদ্ধ' বলিবে ; তদিতর আর কি বলিতে পার ? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই ; বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই (সাংখ্যদর্শন ১।৯৩)। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতির কি গতি হইবে' ? তদুত্তর আশঙ্কা করিয়া সাংখ্যকার বলিতেছেন,—ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্ত-স্ব-

দিগের প্রশংসাসূচক অথবা অনিমাদিসিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাসনাপর। ইহা ব্যতীতও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিলমতের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে,—জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ, কিন্তু ভাগবতোক্ত সেশ্বর কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথার উল্লেখ আছে, যথা—

কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥

সুতরাং কপিল দুইজন—একজন ঈশ্বরাবতার, আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি ও বাসুদেবাংশ; তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও 'আসুরী' নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ববেদার্থসম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী 'আসুরী' নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ, কুতর্কপরিপূর্ণ সাংখ্য তত্ত্ব উপদেশ করেন। কার্দ্দমি কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। দেবহূতিনন্দন কপিলই সেশ্বরসাংখ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা, তিনি যদিও সাংখ্যদর্শন-নামে কোনও বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্যমত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি-গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যমত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তিযোগেরই অনেক কথা পাওয়া যায়। এমন কি, সালোক্যাদি মুক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষরূপে গর্হণ করিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৯-২৪)। নিরীশ্বর কপিল পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী, ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি কপিল ষড়্‌বিংশতি-তত্ত্ববাদী। ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলই সগর-রাজার বংশ ধ্বংস করেন এবং কার্দ্দমি-কপিলোক্তসাংখ্যমত গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া 'সাংখ্যদর্শন, নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যদর্শন খানি সত্যযুগের কার্দ্দমি-কপিলের ষড়্‌বিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্যমতেরই সার-সঙ্কলন হইলেও উহাতে মত পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই শ্রুতিবিরুদ্ধ নাস্তিক্যমত। পরাশরপুরাণে লিখিত আছে—"অক্ষপাদ-প্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদপ্রণীত বৈশেষিকদর্শন, কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে; অসুরগণের মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধীগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশই গ্রহণ করিবেন।" সুতরাং ভাগবতোক্ত কপিলমুনির মত বলিলে ষড়্‌বিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক ঈশ্বরারাধানালক্ষণযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানই বুঝিতে হইবে॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

বিবৃতি—

ইতি শ্রীভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী